# প্রসঙ্গত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ভারত সফর শেষ করে চলে গেলেন। এবার তিনি [illegible] বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এসে এই সফর বিশ্বশান্তির পক্ষে মঙ্গলকর [illegible]। বিশেষ করে তাঁর [illegible] প্রশ্ন [illegible] অনেক জটিল সমস্যা [illegible] সমাচ্ছন্ন। চীনের [illegible] যথেষ্ট উত্তেজনা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানের [illegible] সম্পর্ক [illegible] অনেকখানি [illegible] হলেও কাশ্মীর-সমস্যা এখনও রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শ্রীনেহরুর এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়েছে। বিশ্বের [illegible] সমস্যা নিয়েও মত বিনিময় হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই শান্তিপথের পথিক। এই শান্তিপথে ঐক্য উভয় রাষ্ট্রের মৈত্রীর সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে, এই আশাই সকলের মনে জেগেছে।

[illegible] লক্ষ্য করবার বিষয় প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের [illegible] শ্রীনেহরুর [illegible] চীনের সঙ্গে বিরোধের [illegible] তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] করেননি। [illegible] আইজেনহাওয়ারও এই সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ করেন নি। [illegible] তিনি [illegible] আইজেনহাওয়ারকে শ্রীনেহরু [illegible] উপহার দিয়েছেন। সেই উপহার তিনি খুশির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, এইটাই আনন্দের কথা। [illegible] উভয়েরই [illegible] এই কামনা করি।

*

[illegible] স্কুল ফাইনাল ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা [illegible] একটি সমস্যা হয়েছে। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে উভয় পরীক্ষার ভার ছিল, এখনও না, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ [illegible] এবার কেন এমন হল কে জানে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলেছেন, তাঁরা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার তারিখ [illegible] আগেই ঘোষণা করেছেন। [illegible] ১৫ই মার্চ থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার দিন স্থির করলেন তা তাঁরা [illegible] পারছেন না। পক্ষান্তরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এবারে কেন যে তাঁরা মার্চে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন, তার কারণ দুর্বোধ্য। [illegible] এপ্রিলে পরীক্ষা নিতে স্কুল ফাইনালের অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের গরমে যথেষ্ট কষ্ট হয়।

গরমে পরীক্ষা দেওয়া ছোট-বড় সকল বয়সের পরীক্ষার্থীদের পক্ষেই কষ্টকর, তাতে সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ উভয়েই পরস্পর পরামর্শ করে বিভিন্ন পরীক্ষার দিন স্থির করলে এর সমাধান হওয়া কঠিন নয়। দেখা যাচ্ছে সেইটেরই অভাব। বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদের আগেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন। তথাপি [illegible] কেন করেই তাঁরা [illegible] আগের দিনটি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত করলেন। [illegible] গরম [illegible] পরীক্ষা দেওয়া নিশ্চয়ই কষ্টকর। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ও স্কুল ফাইনালের [illegible] ছাত্রদের যানবাহন সমস্যার কথা কি [illegible] ভেবেছেন [illegible] কলিকাতা শহরে [illegible] যানবাহনের সমস্যা [illegible] উভয় পরীক্ষা [illegible] ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবে কি করে? আমাদের মনে হয় পর্ষদের উচিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেওয়া। এখনও তার সময় আছে।

*

ছোট ছোট ছেলেরা হুড়োহুড়ি করে ট্রাম-বাসে উঠে [illegible] ট্রাম [illegible] ট্রামবাস [illegible] কিন্তু [illegible] ছেলেরা ট্রাম বাস [illegible] এই [illegible] ট্রাম বাস [illegible] সহানুভূতি আছে। [illegible] ট্রামবাস [illegible] কিন্তু আমাদের প্রতিবাদ [illegible] এইটি যে, [illegible] এবং ক্ষতিগ্রস্তদের [illegible] কিছুতে [illegible] না। এবং আমাদের এই প্রতিবাদ [illegible] সুযোগ [illegible] যে ট্রাম পোড়ানোওয়ালারাই [illegible] কালোবাজারী থেকে আরম্ভ করে সরকারী কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত তার সুযোগ কেউই ছাড়েন না। তার ফলে এটা বোঝা গেছে যে, এদেশে বাড়াবাড়ি করা যায়। মানুষ খুশি না হতে পারে, কিন্তু বিরক্ত হয় না—অন্ততঃ প্রতিবাদ করে না।

সেই সুযোগেই কেন্দ্রের আকাদেমি পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ে গত বছর থেকে [illegible] ছিনিমিনি খেলা চলছে। [illegible] একটি [illegible] ব্যাপার। [illegible] এবং [illegible] এই [illegible] প্রতিবাদ [illegible] কিন্তু [illegible] পুরস্কার [illegible] সাহিত্য সমাজেই [illegible] অত্যন্ত [illegible]।

*

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ছাত্রদের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]

এই [illegible] আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] সেই [illegible] ছাত্রদের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ [illegible] করবে, [illegible] একটি [illegible] ছাত্রদের [illegible] প্রয়োগ করবে। [illegible] আমি [illegible] আমি [illegible] এ প্রশ্ন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেও শিরশ্ছেদ [illegible] হয়েছে।

# বৈদেশিকী

[illegible]

নাভানার বই

## প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

[illegible] প্রেমেন্দ্র মিত্রের [illegible] দাম : পাঁচ টাকা ।

অন্যান্য গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস : [illegible] **এক অঙ্গে এত রূপ**। [illegible] **চিত্ররূপা**। [illegible] **শ্রীখণ্ড** (উপন্যাস)। [illegible] **নীল ভূঁইয়া** (উপন্যাস)। [illegible] **কারবান** (উপন্যাস)। [illegible] **সমুদ্র-হৃদয়** (উপন্যাস)। [illegible] **মেঘের পরে মেঘ** (উপন্যাস)। [illegible] **তিন ভুবন** (উপন্যাস)। ৪·০০। **মাধবীর জন্য**। [illegible] **বিবাহিতা স্ত্রী** (উপন্যাস)। [illegible] **মনের ময়ূর** (উপন্যাস)। [illegible] **বসন্তপঞ্চম**। [illegible] **মীরার দুপুর** (উপন্যাস)। [illegible] **রাধাপদ্মী**। [illegible] **চার দেয়াল** (উপন্যাস)। [illegible]

## শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু

[illegible] দাম : আড়াই টাকা ।

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : [illegible] **পালা-বদল**। [illegible] **জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা**। [illegible] **বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা**। [illegible] **কংকাবতী**। [illegible]

## আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী

[illegible] দাম : সাড়ে-সাত টাকা ।

অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থ : [illegible] **পালাশির যুদ্ধ** [illegible] **সব-পেয়েছির দেশে**। [illegible] **রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম** [illegible] **সময়টা কেমন যাবে**। [illegible]

[illegible]

**মরম পাটুয়া** ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় ২·০০

**মিত্রয়া** ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় ১·০০

## নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

[illegible] প্রতিষ্ঠা ... বেশি হতে ... সেই আবহাওয়ার ভিতর ... নিহিত ... এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ... ওয়ারের ভারত ... মার্কিন সম্বন্ধের ... [illegible] ... সামরিক জোট- ... সরকারের ... আমেরিকা পাকিস্তানকে ... করল, তখন ... ভারত ... সামরিক জোট ... উপর [illegible]

[illegible]

## অলৌকিক গণনা

[illegible]

(সি এন ২১৩)

সম্বন্ধ যে বর্তমান হৃদ্যতার স্তরে পৌঁছতে পেরেছে এটা উভয়ের পক্ষেই আনন্দের কথা। এ বিষয়ে মার্কিন সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্যদানের নীতি নিশ্চয়ই অনেকটা কাজ করেছে। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের জন্য বিদেশী সাহায্য যা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে এবং পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় তার মোটা ভাগ হচ্ছে আমেরিকা থেকে। একথাও স্বীকার্য যে মার্কিন সামরিক সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানী হামলার যতটা জোরালো হবে বলে ভারত আশঙ্কা করেছিল ততটা হয়নি। কারণ আমেরিকা পাকিস্তানী হুমকিদাতাদের মোটামুটি সংযত করে রাখতে সমর্থ হয়েছে। কাশ্মীর সম্পর্কেও মার্কিন নীতি নূতন উদ্বেগ সৃষ্টি না করে বরঞ্চ ধীরে ধীরে নিরপেক্ষতার অনুকূলে গেছে। এক সময়ে সোভিয়েট গবর্নমেন্ট কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের অনুকূলে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করায় মার্কিন নীতির প্রতি ভারতবাসীর [illegible] উঠেছিল। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির এই সব ভাব "কোল্ড ওয়ারের" [illegible] জড়িত। কারণ দেখা গেল, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের নীতি সমর্থন করে সোভিয়েট গবর্নমেন্ট [illegible] করলেন, কিন্তু সোভিয়েট [illegible] এবং একই সুরের সাথে [illegible] পিকিং সরকার কাশ্মীর সম্পর্কে [illegible] ভারতের [illegible] অনুকূলে [illegible] সোভিয়েট [illegible] ১৯৫৫ সালে যখন [illegible] হয়নি [illegible] চীনের [illegible] ভারতীয় [illegible] সুতরাং চীনা সরকারের [illegible] কাশ্মীর সম্পর্কে মার্কিন নীতির জন্য ভারতের [illegible]

এ ছাড়া, গত [illegible] একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং আমেরিকা ও সোভিয়েট গবর্নমেন্ট উভয়ের নীতিই ধীরে ধীরে [illegible] দিকে [illegible] সরকারের [illegible] নীতির [illegible] সোভিয়েট [illegible] ও মার্কিন [illegible] উভয়েই [illegible] মধ্যে একটা আপোসের পথ খুঁজছে। ভারতের নিজের কোনো [illegible] এটাই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ভারতের মনের কাছে এনে দিয়েছে।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস আমেরিকা ও সোভিয়েট যখন নিজেদের মধ্যে আপোসের পথ খুঁজছে [illegible] ভারত ও পিকিং সরকারের মধ্যে [illegible]

[illegible]

[illegible]

১৬।১২।৫৯

# তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

**দীপক**

[illegible] এক বিরাট প্রতিভাশালী শিল্পীগোষ্ঠীর [illegible] একটি সঙ্গীত সম্মেলন [illegible] এক [illegible] ... গত ১-৬ [illegible] ... এই [illegible] ... [illegible] রবীন্দ্রভারতী [illegible] ... [illegible] ও [illegible] ...

[illegible] এই সম্মেলনের [illegible] ... [illegible] পণ্ডিত [illegible] ... শিষ্য ও সেই [illegible] ... পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ [illegible] ... পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ [illegible] একটি [illegible] হল তাঁর গান কি [illegible], কি [illegible], কি [illegible] রাগের রূপ [illegible] থাকে এবং সেজন্য রাগের যথাযথ ভাব ও রস অবাধভাবে বিকশিত হয়। ও [illegible] তৃতীয় অধিবেশনে প্রথমে তিনি [illegible] রাগ ও শেষে [illegible] পরিবেশন করেন। তারপর সঙ্গত করেন [illegible] পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ [illegible] মহারাজের মতো প্রাচীন ও গুণী একনা-


**সাম্প্রতিক প্রকাশনা**

কুমারেশ ঘোষ

## সাগর-নগর

[illegible] কুমারেশ ঘোষ [illegible] ... [illegible] ৫·৫০ ।

| | | |
|---|---|---|
| **বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ** (তৃতীয় খণ্ড) | বিনয় ঘোষ | ১২·০০ |
| **শিক্ষক ও শিক্ষার্থী** | হুমায়ুন কবীর | ৩·৫০ |
| **অপারেশন** | নীহাররঞ্জন গুপ্ত | ৬·০০ |
| **নওরংগী** | প্রবোধকুমার সান্যাল | ৩·০০ |
| **রাজা ও মালিনী** | [illegible] দাশ | ৩·০০ |
| **রবিতীর্থে** | [illegible] সান্যাল | ৪·০০ |
| **কাশ্মীর প্রিন্সেস** (দ্বিতীয় মুদ্রণ) | [illegible] | ৪·০০ |

মনোজ বসু ॥ **বাঁশের কেল্লা**

[illegible] ... বাঁশের কেল্লা [illegible] ... মনোজ বসু [illegible] ...

[illegible] মুদ্রণ ২·২৫

**নব মামক [illegible]** [illegible] ॥ **[illegible] বদলে [illegible]** ২·৫০

**তামসী** [illegible] ৫·০০

**লৌহকপাট** [illegible] ৫·৫০

**লৌহকপাট** [illegible] ৫·৫০

**লৌহকপাট** [illegible] ৫·০০

[illegible] ... জ • রা • স • ন্ধ

জ রা স ন্ধ

**শ্রেষ্ঠ গল্প**

• **বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের সর্বোত্তম গল্প-সংকলন** •

[illegible] ... আলোচনা।

**প্রতিটি : পাঁচ টাকা**

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মনোজ বসু ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সুবোধ ঘোষ ॥ বুদ্ধদেব বসু ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥

**বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড** ॥ কলকাতা-বারো

[illegible] সেইই তিনি ধ্রুপদাঙ্গ গান পরিবেশন করলেন। [illegible] হিন্দোল-পঞ্চম, হিন্দোল ও পঞ্চম এই দুই রাগের মিশ্রণ। উক্ত [illegible] শিল্পী হিন্দোল রাগের সঙ্গে পঞ্চম স্বরযুক্ত (সম্পূর্ণ জাতি) পঞ্চম [illegible] মিশ্রণ করলেন, [illegible] মিশ্রণ হল স্পষ্ট ও মনোরম। একথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য, কেউ কেউ পঞ্চম রাগে পঞ্চম স্বরকে বর্জন করেন। তারপর তিনি গাইলেন বাগেশ্রী-কানাড়া রাগে খাল প্রথমে বিলম্বিত একতালে ও পরে ত্রিতালে। একটি ভজন গান গেয়ে তিনি তৃতীয় অধিবেশন শেষ করেন।


প্রকাশিত হইল !

তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের
অন্যতম মহৎ উপন্যাস
**ম ন্ব ন্ত র**
• সাত টাকা •

: অন্যান্য গ্রন্থ :
• পঞ্চগ্রাম ৬·০০
• গল্প সঞ্চয়ন ৪·০০
• পাষাণপুরী ২·৭৫
• শ্রীপঞ্চমী ১·৭৫

: প্রবন্ধ সাহিত্য :
ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
• ত্রয়ী ৬·০০
শিবনারায়ণ রায়ের
• প্রবাসের জার্নাল ৩·০০
• সাহিত্য চিন্তা ৪·০০
বিমলচন্দ্র সিংহের
• সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৪·০০
যোগেন্দ্রনাথ সরকারের
• ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র ২·৫০

: নতুন উপন্যাস :
ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের
• ডাক্তারের দুনিয়া ৬·০০
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
• তৃতীয় ভুবন ৪·৫০
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
• পরম্পরা ৪·০০
সাবিত্রী রায়ের
• পাকা ধানের গান
১ম খণ্ড ... [illegible]
২য় খণ্ড ... ৪·০০
৩য় খণ্ড ... [illegible]

বিদগ্ধ বিদ্বজ্জনের বিশ্লেষণী লেখনীতে এই অমর কথাশিল্পীর তাত্ত্বিক মূল্য নিরূপণের প্রয়াস, বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ এই প্রথম :
চিত্তরঞ্জন ঘোষ, এম এ, পি আর এস রচিত
**বিভূতিভূষণ** ৫·০০

প্রকাশের অপেক্ষায় !
প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক পুনর্বীশ ভট্টাচার্যের
**রূপসী নগরী**
[illegible]
**সমুদ্র মানুষ**
[illegible]
**সঙ্গীত সমীক্ষা**
[illegible]
**বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
**ইছামতী** ৬·০০

: অন্যান্য গ্রন্থ :
• অপরাজিত ৮·০০
• দৃষ্টি প্রদীপ ৫·৫০
• অসাধারণ ৩·০০
• মৌরী ফুল ৩·০০
• তৃণাংকুর ২·৭৫
• বনে পাহাড়ে ২·২৫

• মিত্রালয় • ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট • কলিকাতা ১২ •

(সি-৮৪৫।১)


এই অনুষ্ঠানে সারেঙ্গী সঙ্গতের অপূর্ণতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর: ষষ্ঠ অধিবেশনে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ গাইলেন গৌড়মল্লার রাগে খাল একতালে বিলম্বিত ও ত্রিতালে। তবলা ও সারেঙ্গী সঙ্গত করেন যথাক্রমে [illegible] ও মহম্মদ সগীরউদ্দিন। এই অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। [illegible] সম্পদ। গায়ক ও বাদকের [illegible] পরস্পরের সহযোগিতায় এইদিন যা সৃষ্টি, সঙ্গীত-রসের সৃষ্টি হয়েছিল, তা [illegible] রাখবার মত। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের [illegible] গান এক স্বর্গের [illegible] ভজনের [illegible] সুনির্বাচিত [illegible] স্বর ও [illegible] [illegible] সৃষ্টি করেন।

১ ডিসেম্বর: প্রথম অধিবেশনে [illegible] শিল্পী [illegible] [illegible]

৩ ডিসেম্বর: [illegible]

[illegible]

৪ ডিসেম্বর: চতুর্থ অধিবেশনে [illegible] ও [illegible] দক্ষিণ ভারতীয় [illegible] একতালে খাল পরিবেশন [illegible] প্রফেসার [illegible] গানে সরগম [illegible] তিনি [illegible] সাহায্যে [illegible] মুখ, নাসা, [illegible] প্রভৃতি স্থান থেকে স্বরের [illegible] উৎপত্তি [illegible] শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে। [illegible] সাহায্যে [illegible] সাহায্যে রাগের যে রূপ প্রকাশ পায় ও

আবহাওয়ার (atmosphere) সৃষ্টি হয়, টার অনুষ্ঠানের সূচনায় তার প্রভাব বোধ হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর ঃ প্রথম অধিবেশনে ... [illegible] ... একতানে ও ... [illegible] ... ওস্তাদ ... [illegible]

[illegible]

... এই বৃদ্ধ বয়সেও এই শিল্পীর

প্রকাশিত হল

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

[illegible]

তীরভূমি

[illegible]

প্রবোধকুমার সান্যালের

[illegible]

অগ্নিসাক্ষী

[illegible]

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

[illegible]

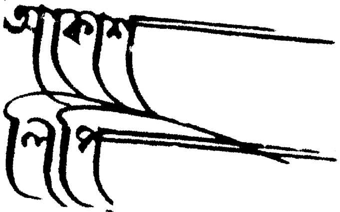


[illegible]

দুটি চোখ দুটি মন [illegible] ৪·৫০
ইষ্ট কুটুম [illegible] ৫·৫০
মন মানে না [illegible] ৫·৫০
শুক্ল সন্ধ্যা [illegible] ৫·০০
মুখের রেখা [illegible] ৫·০০
একান্ত আপন [illegible] ৪·০০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

তবলা বাদন অনবদ্য। বক্তারার 'মেজাজ' চমৎকার। তাঁর তবলার ডাইনের কাজ তো বটেই, বাঁয়ার সবল ও স্পষ্ট কাজ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধেনে না তবলার বোলে এই আঙ্গিকটি এত পরিষ্কার কমই শোনা যায়। ধা তিরা তক না কিটি তক, ধা তেটে ধেনে না, না তেটে ধেনে না প্রভৃতি বর্ণগুলি খুব পরিষ্কার বাজালেন। 'ধেরে ধা ধাম ধা' এই অর্ধ-মাত্রিক পড়নটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। চতুর্থ অধিবেশনে সন্ধ্যায় ওস্তাদ আমেদজান থিরকুয়া সাহেবের তবলা বাদনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছিল।

৫ ডিসেম্বর : পঞ্চম অধিবেশনে উড়িষ্যার নাট্যম নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যশিল্পী কেলুচরণ মহাপাত্রের সুযোগ্যা শিষ্যা শ্রীমতী কমলা লক্ষণ ও তাঁর ভগ্নী কুমারী রাধা। নৃত্যের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন, যথা [illegible] এই দুই ভগ্নীর team-work বেশ ভালো। [illegible] ও [illegible] প্রশংসনীয়। [illegible] ও [illegible] সাহায্যে [illegible] উপভোগ্য হয়েছে। চতুর্থ অধিবেশনে কথক নৃত্য পরিবেশন করেন [illegible] শ্রীমতী [illegible]কুমারী। তাঁর [illegible] নৃত্য প্রদর্শনের [illegible]

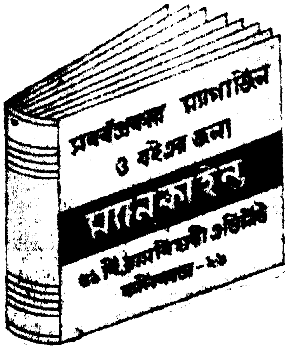


ও পণ্ডিত কিষণ মহারাজের সংগত ও সংগীত-সম্প্রদায়ের সহযোগে নৃত্যানুষ্ঠানটি সুন্দর হয়েছিল। ষষ্ঠ অধিবেশনে কথক নৃত্য প্রদর্শন করে [illegible]দের কুমারী [illegible]। [illegible] ছন্দে তাঁর নৃত্য ও [illegible] প্রশংসনীয়।

পঞ্চম অধিবেশনের প্রারম্ভে রাগরূপ ও সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা এবারের তানসেন সংগীত সম্মেলনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই আলোচনায় যোগদান করেন—পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর সভাপতি, মিশ্র সঙ্গীত [illegible] ও [illegible] থিরকুয়া, পণ্ডিত কিষণ মহারাজ, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ ও আরো কয়েকজন গুণী। রাগরূপ প্রসঙ্গ সূচনা করেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বলেন [illegible]

[illegible]

সংগীতের প্রভাবে অসাধ্য-অসাধ্য কাজও সাধন করা যাবে।

৬ ডিসেম্বর : ষষ্ঠ অধিবেশনের শেষে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর তাঁর অনবদ্য কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' সংগীত পরিবেশন করার পর স্বাদশ নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।


বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের কথাসাহিত্য তাঁর হাতে অমোঘ একটি তাৎপর্য লাভ করেছে। মানুষকে তিনি ভালবাসেন, মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রায় অন্তহীন। তাঁর সাহিত্য এই ভালবাসা আর শ্রদ্ধারই এক নির্ভুল পরিচয় বহন করছে।

বাংলা উপন্যাসে অভিনব সাফল্যের কীর্তি

# শতকিয়া

## সুবোধ ঘোষ

অসামান্য ও সুন্দরতম উপন্যাস। বারে বারে লাঞ্ছিত হয়েও জীবন আবার কীভাবে তার সম্মানের সিংহাসনকে ফিরে পেতে চায়, বারে বারে বিধ্বস্ত হয়েও কীভাবে আবার বেঁচে উঠতে চায় ভালবাসা, অভিনব এই উপন্যাসে সেই আশ্চর্য কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে।

দাম : আট টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

# বাইশে শ্রাবণ

**নির্মলকুমারী মহলানবিশ**

॥ ১ ॥

মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে ১৩৪৭ সালে [illegible] মাসের সাত তারিখে রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডের উপাধি পেলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন [illegible] শান্তিনিকেতনেই [illegible] কবির শরীর [illegible] [illegible] না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বন্দোবস্ত করেছেন আমাদের সকালের আহারের জন্যে।

১ স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। পরবর্তীকালে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সমাবর্তন-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

[illegible] এই [illegible] প্রতিমাদির [illegible] কবির শরীর [illegible] এই [illegible]

লেখিকার ডাকনাম 'রানী'; পূর্বোক্ত চিঠিপত্রে তার ডাকনাম ব্যবহার করা হয়েছিল। লেখিকার ইচ্ছানুযায়ী তার রচনা নির্মলকুমারী মহলানবিশ নামেই এরপর প্রকাশিত হবে।

[illegible]

[illegible] তার অন্তরকম [illegible] থাকিস যে বাবার সঙ্গে একেবারে [illegible] দেখবো, [illegible] তার উপরে [illegible] কি যে হবে ভাবিনে। [illegible] তুমি যখন এসেছ তখন [illegible] সাহায্য করতে পারো একটু, [illegible] তোমার হাত তো এসব করা [illegible] অভ্যাস আছে ...।"

[illegible] বললাম, আপনার কোনো ভাবনার কারণ নেই, সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকই আছে এবং দরকার হলে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবো, তবে আপনাকে হাত দিতে দরকার হবেই না। অনিলবাবু এবং [illegible] উপরে সব ভার দেওয়া আছে, [illegible] সবই ঠিকঠাক [illegible] রথীবাবুর শরীর [illegible] তিনি তো [illegible] প্রতিমাদির জন্য [illegible] সবই তো

[illegible] সেই সময় বিশ্ব- [illegible] বর্তমানে [illegible]

[illegible] ১৯৩৯ জানুয়ারী [illegible] সাহায্যে [illegible]

...পারেননি, তবে দুটো বড়ো মাস এই কাজ করছে, কাজেই আজকেই যে হঠাৎ তারা কিছু করবে না কেন? আপনি মিথ্যা এইসব ভেবে নিজেকে ক্লান্ত করছেন।" আমি একরকম জোর করে হাসাতে একটু অবশেষে হাসলেন। বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তবে তুমি আর ভেবো না।"

সার মরিস গয়ার এবং আরো দু'একজন অনুষ্ঠানের আগের দিনই বাড়ে এসে পৌঁছলেন। [illegible] পরের দিন সকাল সাড়ে এগারোটার [illegible] সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে, [illegible] আড়াইটার সময়, কাজেই অনায়াসেই তাঁরা [illegible] পারবেন।

সবাই ঘড়িবাটা বুধবারের পড়ছে। সেদিন ভোরে মন্দিরে অন্য কেউ আচার্যের কাজ করবে কবির পরিশ্রম অনেকখানি বাঁচবে বলে কেউ কেউ কবির কাছে সে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কবি তাতে এমন বিরক্ত হলেন যে আর কিছু বলা গেল না। মনের জোরে শরীরের বাধা অনেকবার অতিক্রম করতে দেখেছি, এবারেও দেখলাম। সেই ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সবই করে গেলেন—কে বলবে এই মানুষের শরীরে শক্তি নেই।

সেই সময় আমার সম্পাদিত [illegible] হাতে [illegible] থেকে

বাণীবাটা বাণীবাটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

৭ই আগস্ট ১৯৪০

আজ সকালে মন্দিরে কবিই আচার্যের আসনে বসেছিলেন। খুবই চমৎকার উপদেশ দিলেন। [illegible]

৮ই আগস্ট ১৯৪০

[illegible]

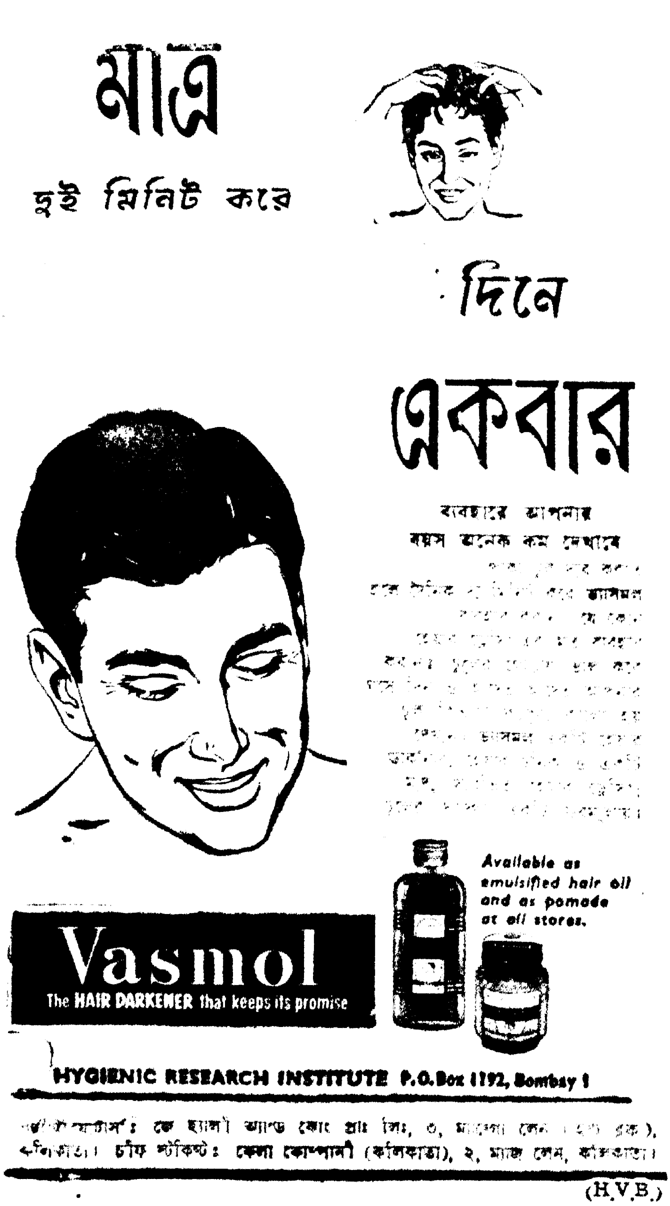


[illegible]

[illegible] বৎসরে প্রকাশিত [illegible] মহর্ষিদেবের কীর্তি [illegible]

[illegible]


# দেবাংশী ৩৲

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস

# শান্তিলতা

[illegible]

# শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

# আসন্ন

[illegible]

শান্তি লাইব্রেরী ... কলিকাতা-৯

আমাকে কি রকম অসম্মান করা হয়? কদিন আরো বেশি আমার কাছে থাকবার দাম কি তোমার ঐ টিকিটের দামের চেয়ে কম? আমার সঙ্গ পাবার জন্যে এই সামান্য টাকার লোকসানও সইতে পারো না?"

বেবীদিরা সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিল। তাদের বললেন, "দেখো তো, এটা কি আমার প্রতি ভদ্র ব্যবহার? মুখের উপর বলে দিল এখানে থেকে গেলে টাকা লোকসান হবে।" আমি বললাম, আপনার সায়েন্টিস্টও অনুযোগ করেছেন রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছি বলে। লিখেছেন, রিটার্ন টিকিট না করলে তো আরো কয়েকদিন অনায়াসেই থেকে যেতে পারতাম। বললেন, "দেখেছো কি রকম কৃপণ? বলল না যে টিকিট না হয় নষ্টই হবে, লোকসান তো আমি দেবো, কাজেই টিকিট নষ্ট করেই আরো কয়েকদিন থেকে এসো। তা না বলে

* অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কবি অনেক সময় 'সায়েন্টিস্ট' বা 'বৈজ্ঞানিক' বলে ডাকতেন।


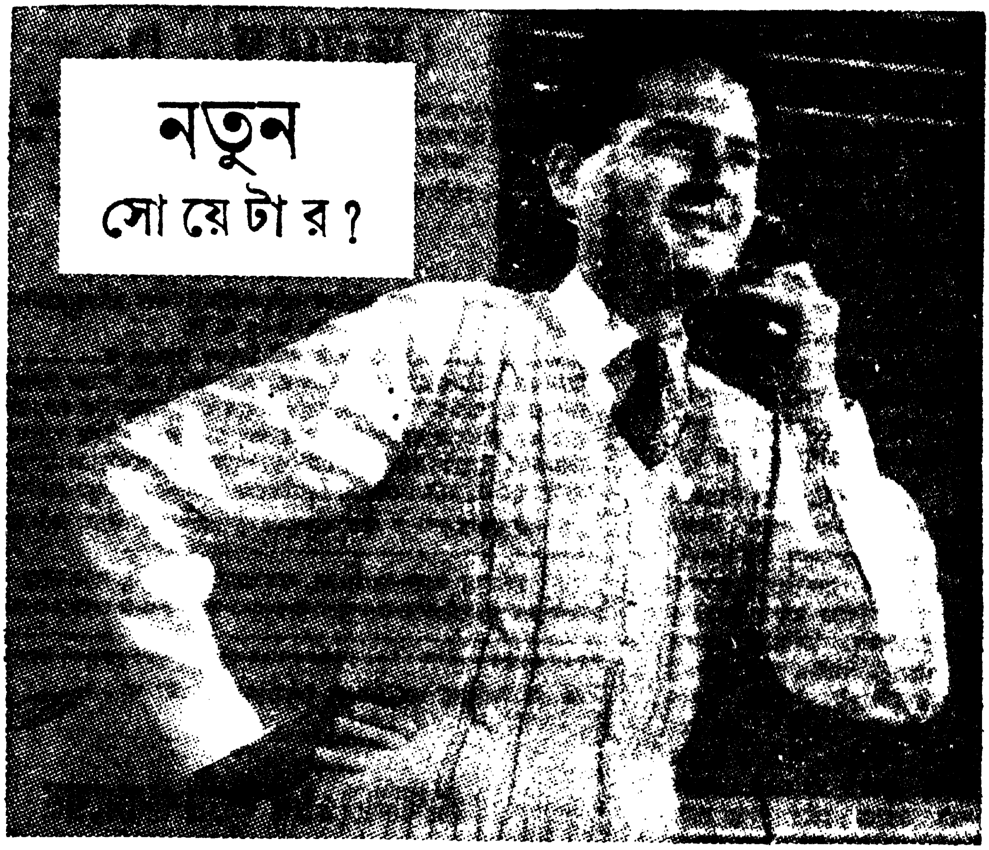


# না—লাক্স দিয়ে কাচা!

শীতের ঠাণ্ডায় পশমের জামা—সোয়েটার, গরম গেঞ্জি, মোজা, খোকাখুকিদের দামী পোষাক—নরম তুলতুলে আর গরম—বারেবারেই এগুলিকে পরুন; আর বিশুদ্ধ, মোলায়েম লাক্সের ফেনায় যতোবার ইচ্ছে কেচে নিন। আপনার গরম পোষাক পরিচ্ছদগুলি কেনার অনেকদিন পর্যন্ত নতুনের মত দেখতে রাখার এই-ই হোল' উপায়। এতই সন্তর্পণে লাক্স সব ময়লা দূর করে দেয় যে প্রত্যেকবার গরম পোষাকগুলিকে লাক্স দিয়ে কাচবার পরে তাদের আসল রং আকৃতি আর নরমত্ব আবার ফিরে আসে। লাক্স দিয়ে রীতিমতো যত্ন নিলে আপনার গরম জামাকাপড়গুলি আরও বেশীদিন টিকবে।

**লাক্স সুন্দর জামাকাপড়কে আরও বেশীদিন নতুনের মতো রাখে।**

LX. 140-X62 BG.

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত

নিজেকে নিয়োগ করব ... না করলে থেকে আমার পারবো। উপস্থিত সকলে হেসে উঠল।

[illegible]

চলে গেছে।

১৪ই আগস্ট ১৯৫০

[illegible]

নিরপেক্ষ মতবাদের সচিত্র মাসিক

প্রভাত

ক্রেও এণ্ড কোম্পানীর

শান্তি সাও

রক্ত শোধক বলবর্দ্ধক

১০ম

টি-বি সীল

বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৫৯

সমাপ্তি হবে ২৬।১।৬০

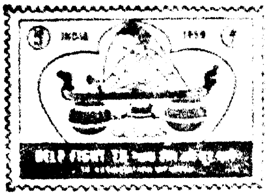

বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি

থেকে, কাজেই ওর মন ছটফট করছে যাবার জন্যে। তাতে বললেন, "প্রকাশককে আজ লিখে দেবো টাকা যাতে বহরমপুরে দেখে যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করো।" সত্যি এরকম করলে কি যাবার কথা বলা যায়? তুমি জানতে চেয়েছ যাবো বলে হঠাৎ কেন মত বদলালাম। আমার যাবার সময় ঠিক বার বার বলতে লাগলেন, "ওর কাছে বলছি থেকে যাও। না হয় বৌমাকে বলবো তোমার রিটার্ন টিকিটের দাম তিনি ফেরৎ দিয়ে দেন।" শেষকালে বললেন, "শেষ পর্যন্ত এমন একটা অসুখ করবো, তখন দেখি আমার হেড নার্স কি করে যায়।"

আমি নিজেও বেশ বুঝেছি এবং সমস্ত [illegible] আমি অমনিই থেকে গেছি। খুব খুশি [illegible] উনি খুশি হয়েছেন দেখলে মনে ভাবি এইটুকু দিয়ে যদি এই খুশি করতে পারি [illegible] দেওয়া হয়। সত্যি, আমার এই [illegible] কখনও ভাবতে পারি না। [illegible]

[illegible]

[illegible] করবে। (ক্রমশ)

ECHO. AA-50 BG এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

# বিজ্ঞান বিচিত্রা

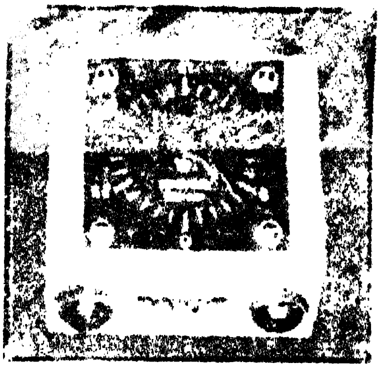

চক্রদত্ত

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯
এখানে চিঠি লিখলেই
হাজার রকম বইয়ের
ক্যাটালগ পাঠানো হয়
শুকতারা
সরস্বতী পুজোর দিন
ত্রয়োদশ বর্ষে পড়বে

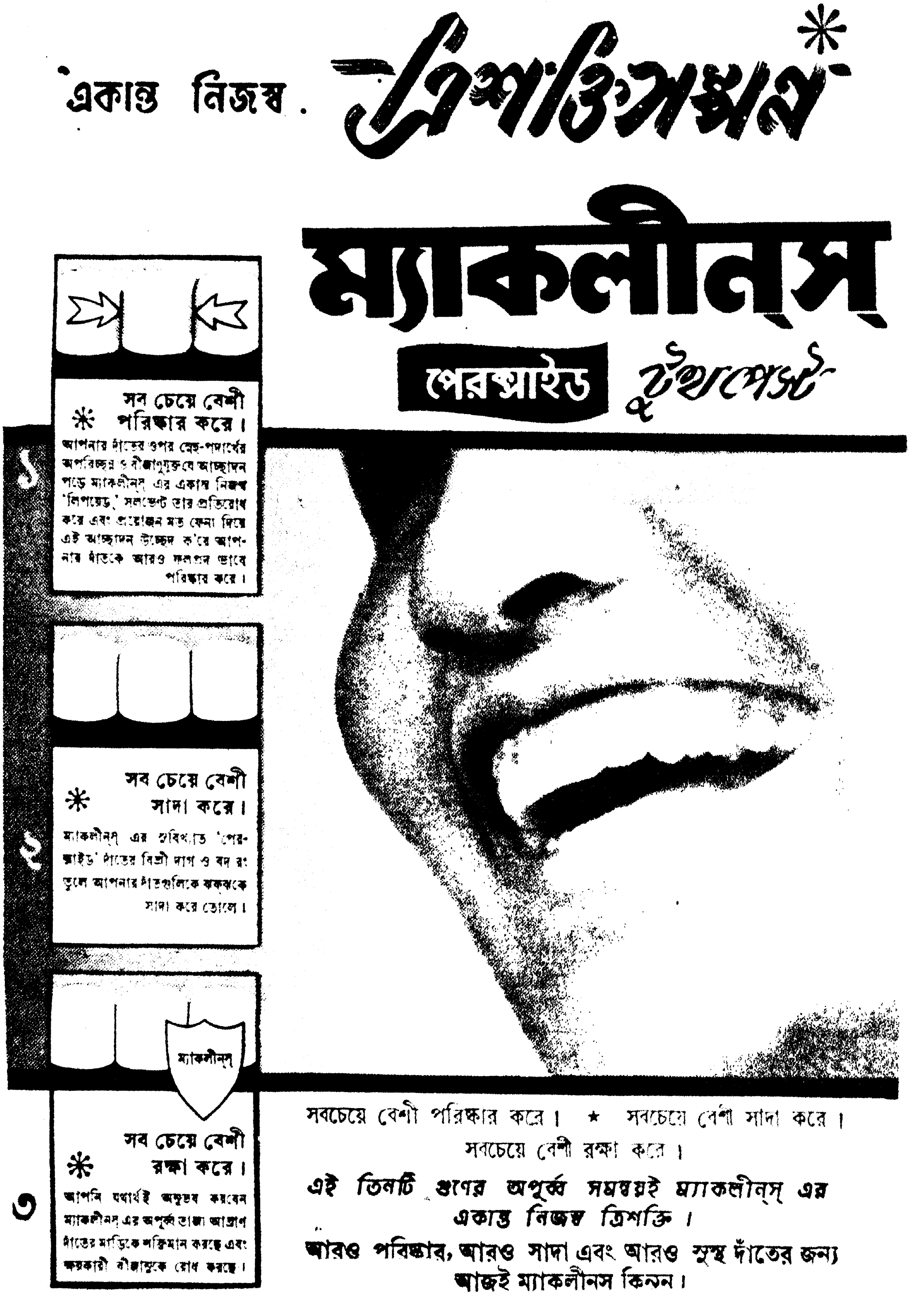
একান্ত নিজস্ব. ত্রিশক্তিসম্পন্ন
ম্যাকলীন্‌স্
পেরক্সাইড টুথপেস্ট
১
সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার করে।
আপনার দাঁতের ওপর স্নেহ-পদার্থের অপরিচ্ছন্ন ও বীজাণুযুক্ত যে আচ্ছাদন পড়ে ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব 'লিপয়েড' সলভেণ্ট তার প্রতিরোধ করে এবং প্রয়োজন মত ফেনা দিয়ে এই আচ্ছাদন উচ্ছেদ ক'রে আপনার দাঁতকে আরও ফলপ্রদ ভাবে পরিষ্কার করে।
২
সব চেয়ে বেশী সাদা করে।
ম্যাকলীন্‌স্ এর সুবিখ্যাত 'পেরক্সাইড' দাঁতের বিশ্রী দাগ ও বদ রং তুলে আপনার দাঁতগুলিকে ঝকঝকে সাদা করে তোলে।
৩
ম্যাকলীন্‌স্
সব চেয়ে বেশী রক্ষা করে।
আপনি যথার্থই অনুভব করবেন ম্যাকলীন্‌স্ এর অপূর্ব্ব তাজা আঘ্রাণ দাঁতের মাড়িকে শক্তিমান করছে এবং ক্ষয়কারী বীজাণুকে রোধ করছে।
সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। ★ সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।
এই তিনটি গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।
আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য আজই ম্যাকলীনস কিনুন।

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৬

জ্ঞা[illegible]

[illegible]

মনে থেকে যেন একটা পাথর-ভার নেমে গেল। যাক, হাসপাতালে যেতে হবে না হয়তো শেষ পর্যন্ত!

ভাবনাটা মিথ্যে নয়। তখনকার দিনে হাসপাতাল-সম্পর্কে সাধারণ একটা ভীতিই প্রচলিত ছিল। [illegible] হাসপাতালে যাচ্ছে [illegible]

[illegible] হাসপাতালেই নিয়ে যেতে [illegible]

[illegible] হাসপাতালে!

[illegible] ব্যান্ডেজ [illegible] পুরু [illegible] করে [illegible]

[illegible]

[illegible] ঘুমিয়ে পড়লাম [illegible] বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল আমাকে। অবশ্য [illegible] আরও

দেরী হয়েছিল। ইতিমধ্যে সে-বছর খেলার মরসুমও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার কাছেও আমারও খেলার মরসুম যে শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে বুঝেছিলাম পরের বছরে খেলার মরসুমে খেলার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে। বাবা আদেশ দিলেন মায়ের মারফত, খেলার মাঠে গিয়ে আর যেন ও হুড়োহুড়ি করে মাথা ফাটাই না। বরং পড়ে দিও। একটা বল নিয়ে মারামারি, খেলা না খেললেই বা কী?

অতএব, ফুটবলেরও ইতি। বহু পরে কাঁটাদের মত খেলেছিলাম, সে-কথা যথা-সময়ে বলা যাবেখন। আপাতত কিন্তু যে-কথাটা বলতে-বলতে নিজের খেলার কথায় এসে পড়েছিলাম, সে হচ্ছে ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শীল্ড জেতার প্রসঙ্গটা। এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করে যেতে চাই। কথাও এটা আমার শোনা কথাই। গিরীশচন্দ্র তখন মিনার্ভার কর্ণধার। মোহনবাগান শীল্ড নিয়েছে শুনে তিনি বললেন, 'ওরা দেশের মুখ রেখেছে গো। ওদের রিসেপশন দিতে হবে।

—কিন্তু কীভাবে?

উনি বললেন, 'আমরা থিয়েটারের লোক। থিয়েটারেই ওদের অভ্যর্থনা হবে।'

—থিয়েটারে?

—হাঁ, থিয়েটারে। গিরীশ বললেন, থিয়েটার শিল্পের পীঠস্থান। আর শিল্প-


কি ক'রে সুন্দর হওয়া যায়...

এই বয়েস থেকেই কেমন ক'রে সুন্দর হতে হয়, কেশগুচ্ছকে ঘন ও কালো ক'রে তোলা যায় তা জানবার জন্যে ওর আগ্রহের অন্ত নেই। ওকে টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা বলুন। পঁচিশ বছর ধরে মায়েরা মেয়েদের এই চমৎকার তেলের কথা ব'লে আসছেন। ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরা এই খাঁটি নারকেল তেল যেমন হালকা, তেমনি সেরা জিনিস। এতে কোমল কেশমূলের গোড়া পরিপুষ্ট হয়, চুল ভালো থাকে ও সুন্দর দেখায়।

টাটা-র
সুবাসিত
নারিকেল
কেশতৈল

TH 9395 দি টাটা অয়েল মিলস্‌ কোম্পানী লিমিটেড

জগতে কোনো ভেদাভেদ নেই, এই থিয়েটারেই আমরা ওদের অভ্যর্থনা জানাবো।'

প্রবীণেরা মনে করতে পারবেন, সে-ও এক শনিবার, অভিনয়ের দিন, অভিনয়ের পূর্বে মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে।

খেলার কথায় কত স্মৃতিই না ভেসে ওঠে চিত্তপটে! সেই যে 10th Middlesex-এর অগ্রগামী খেলোয়াড়টি সমরসজ্জায় খেতে প্রতিপক্ষকে গোল দিচ্ছে, তাকে আজও ভুলিনি। ভুলিনি Territorial Army-র team-কে। রয়াল স্কট্, রয়াল আইরিশ, ডুর্বিলিয়ার্, কে-এস-এল-আই (King's Shorpshire Light Infantry-র মতো প্রথম শ্রেণীর টিম নয়, কিন্তু খেলোয়াড় হিসেবে তাদের দক্ষতা আর মনোভাব লক্ষ্য করার মত ছিল। কী জানি, আজকাল England-এর proper-এ এদের মত টিম আছে কিনা। আমার ঐ মাঠের ছোট্ট [illegible] পরে মাত্র [illegible] আর দেখা হয়নি।

[illegible]

**মানুষ ও তার বিশ্বাস**

মানুষের সব চেষ্টা, সব সাধনা বাসনার পেছনে রয়েছে
তার এক অনন্ত বিশ্বাস—যে বিশ্বাস তাকে বার বার জুগিয়েছে
প্রেরণা, দিয়েছে তাকে দুর্জয় কর্মের শক্তি, পাথরের
কঠিন বুক চিরে মানুষ এঁকেছে পথ, শান্ত জলের নিবিড়
ধারায় সে জাগিয়েছে বিদ্যুতের প্রাণস্পন্দন।...

এক জাগ্রত বিশ্বাস—যে বিশ্বাস সংসারে এনেছে সুখের
আনন্দ, মানুষকে দিয়েছে আরও বৃহত্তর কর্মের সুযোগ, জীবনকে
করেছে অর্থমর্মে সত্যতে প্রতিষ্ঠিত।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের
সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন সুস্থ ও সুখী করে
রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন যাপনের প্রয়োজনে মানুষের
চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে
বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সবাই প্রস্তুত হয়েছি আমাদের
নতুন যন্ত্র, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

**আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার**

PR 6-X32 BG

যে খেলতাম তা বলেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি স্থানীয় ক্লাবে খেলতাম, তার নাম ছিল [illegible] ক্লাব। [illegible] দৌড় আমার নাম ছিল তা আগেই বলেছি। আমার সহপাঠী [illegible] [illegible]

[illegible]

তার মালিক ছিলেন বাঙালী, নারায়ণ [illegible] মশায়। তিনি নিজেও একসময় [illegible] ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন। তার দলে কিছু বাঙালী খেলোয়াড় ছিল, আর ছিল ইংরেজ, মাদ্রাজ, তামিল ও মহারাষ্ট্রীয় খেলোয়াড়। তার দেখেছিলাম প্রফেসর রামমূর্তির সার্কাস। ইনি মাদ্রাজী এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী [illegible]। ইনিই প্রথম বুকের ওপর হাতি তোলার খেলা দেখাতেন। আর দেখাতেন, বুকের ওপর পাথর ভাঙা। চিত হয়ে শুয়ে থাকতেন, বুকের ওপর প্রকাণ্ড এক পাথরের চাঁই। সেই চাঁই-এর ওপর ছোট ছোট পাথরের [illegible] [illegible]

[illegible]

● [illegible] শান্তি-র প্রকাশনি [illegible] কি অপরিহার্য? ●

আসন্ন

রাজপুত্র

কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি

মৌসুমী সুর

[illegible] বৈঠক

ছড়ার পাঁচালি

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

সুন্দর, হে সুন্দর

[illegible]

শান্তি লাইব্রেরী

১০-বি, [illegible]

কলিকাতা-[illegible] [illegible]-২০৩২

[illegible] দেখেছি, এই ঐ খেলার জন্য [illegible] [illegible] এনা চলে।

[illegible] সার্কাসের খেলা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য [illegible] ছিল [illegible] [illegible] হতে [illegible] ছুটি, আমরা যখন মাঠে [illegible] বেড়াতে যেতেম, তখন বড় মাঠে [illegible] এর খেলাটেলা [illegible] গিয়ে আমি চলে [illegible] টিনের বেড়ার ফাঁক [illegible] করে দেখতে [illegible] [illegible] কী মজা। [illegible]

খাঁচার মধ্যে কী করছেন, জানোয়ারের জন্য এসেছে কি না। অথবা, ক্লাউন সাজতে গিয়ে মুখে একের পর এক রঙ চড়াচ্ছে কী করে!

'দাদুরা এতে যোগ দিত না, তারা মাত্র দেখছে। একটাই টিনের ফাঁক তৈরী করছি, সেখান বাইরের লোকও আছে। টিনের ফাঁক হয়েছে কি, সার্কাসের লোকেরা তেড়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে—পালা-পালা!

খানিক পরে আবার গেলুম। আবার টিন সরিয়ে ফাঁক বার করতে গিয়ে লক্ষ হলো। সার্কাসের ঘোড়ার সহিসগুলো করছে কি, লম্বা লম্বা করে বালতি ভর্তি জল ছুঁড়ে দিচ্ছে। অমনি পালা—পালা! যে পালাতে পারছে না, সে ঐ [illegible] ভিজে মরছে!

এই সব সার্কাস ছাড়া [illegible] [illegible] পশ্চিমে, এখন যেখানে মনোহর দাস ট্যাঙ্কটা আছে, তার পশ্চিম ধারে ফী বছরই বড়ো একটা তাঁবু পড়ত। সেটা 'ছিল ক্যালিফোর্নিয়া থিয়েস', সার্কাস নয়। তাঁবুর মধ্যে, তাঁবুর চারদিক ঘেঁষে ডিম্বাকৃতি আকারে গ্যালারী করা থাকত। সেই গ্যালারীর ওপর বসানো থাকত চেয়ার। দর্শক বসত চেয়ারে, গ্যালারীর কাঠে নয়। আর আসরের মাঝখানটায় ছিল ডিম্বাকৃতি একটা কাঠের পাটাতন প্রায় ফুট-খানেক মাটি থেকে উঁচু করা। এই পাটাতনের চারদিকে একটা কাঠের কানাত দেওয়া থাকত, এ কানাতও প্রায় এক ফুট উঁচু হবে। এখন এই যে খেলা এদিনে, এতে হতো রোলার স্কেটিং খেলা। জুতোর তলায় বল-বেয়ারিং-এর চাকা লাগানো। চারটে ছোট ছোট চাকা—[illegible] সরে [illegible]

---

ASP-LIC-[illegible]

# ১৯৫৯
# বোনাসের বছর

## একটি লাভ-সমেত পলিসি এখনই কিনুন

### শীঘ্রই দ্বিতীয় দফা হিসাব নিকাশ

লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশ ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হবে। যোগ্য বিবেচিত যে সব লাভ-সমেত পলিসি হিসাব-নিকাশের (ভ্যালুয়েশন) তারিখ পর্যন্ত চালু থাকবে, হিসাব-নিকাশের ফলে ঘোষিত লাভের মধ্যে সে সব পলিসিগুলি গৃহীত হবে।

১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্পোরেশনের প্রথম দফা হিসাব-নিকাশের ফলে যে মোটা লাভ ঘোষণা করা হয়, কর্পোরেশনের বিনিকৃত লাভ-সমেত পলিসিগুলির ওপর নিম্নলিখিত হারে বোনাস দেওয়ার পক্ষে সে লাভ যথেষ্ট ছিল :

**মেয়াদী বীমা :** প্রতি হাজার টাকার বীমায় বাৎসরিক ১৪ টাকা
**আজীবন বীমা :** প্রতি হাজার টাকার বীমায় বাৎসরিক ১৭½ টাকা

**জরুরী :** যে সব পলিসি ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের আগেই কম টাকায় চুকিয়ে ফেলা হয়েছে (পেড-আপ) অথবা প্রিমিয়াম না দেওয়ার ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সে সব পলিসির ওপর বোনাস দেওয়া হবে না।

আপনার পলিসি সাবধানে রাখুন, নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে তা চালু রাখলে দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশের ফলে ঘোষিত বোনাস আপনার পলিসির ওপরেও বর্তাবে।

**মনে রাখবেন ১৯৫৯ বোনাসের বছর**

**লাইফ ইনস্যিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া**

সঙ্গে বাঁধা। তাই দু'পায়ে পরে সবাই গড়-গড় করে দ্রুতগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাঠের পাটাতনের ওপরে। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচও হচ্ছে। ফ্যান্সি ড্রেস পরে নাচও হয় সময়ে সময়ে। পা দিয়ে হকি খেলাও চলে মাঝে মাঝে। এসব আমরা বাইরে থেকে দেখতুম। বাইরে থেকে ঘড় ঘড় শব্দ শুনতাম। নইলে, পাঁচটাকা ছিল টিকিটের দাম, সেটাকা আমরা পাচ্ছি কোথায়? খেলার সময় টিন যে ফাঁক করে একটু উঁকি দিয়ে দেখব তা-ও পারা যেত না। আর যদিও বা একটু ফাঁক করলুম, তা দিয়ে দেখতে পাবো আর কতটুকু? তবে খেলা যখন চলত না, শুধু ছেলেপিলেরা ভিতরে ভিড় জমিয়েছে, তখন একটু ভিতরে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতেম, পাহারাদারেরা বিশেষ বাধা দিত না।

আর একটা চৌদ্দ পড়ত [illegible] টেম্পলের উত্তর দিকে [illegible] না [illegible] একেবারে [illegible] [illegible] ছিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছবি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] তাই [illegible] আর কী!

এই যে সব বায়োস্কোপ এতে দেখানো হত টুকরো টুকরো সব ছবি। এই ট্রেন চলে যাচ্ছে, ঐ একজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এইসব দেখতুম। আর ভিতরের দেওয়ালে দেখতে দাঁড়িয়ে পর্দার দিকে — পাশের লোক টুকা দিয়ে বুঝে নিচ্ছে — বায়োস্কোপ হচ্ছে, বায়োস্কোপ হচ্ছে!

চোখ চেয়ে দেখি একটা লোক জলে লাফিয়ে পড়ল, জল ছিটকে ওপরে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল টুপ্ করে একটা আওয়াজও বোধহয় শুনলুম। আসলে, নির্বাক ছবি, শব্দ হয় না, কিন্তু আওয়াজ শুনেছি আমি আমার মনে। রেলের এঞ্জিনটা চলে যাচ্ছে ধোঁয়া উড়িয়ে, আমার মনে হল, শু, ঘাস ঘাস শব্দটাও শুনলাম যেন!

ম্যাডানদের ঐ থিয়েটারে কিছু [illegible] কোনও নিউজ দেখানো হত। টুকরো টুকরো নিউজ রীল সব, এখনকার মতো অত বড় নয়। দেখাত সব বিভিন্ন দেশের শহরের চেহারা, অথবা, প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিম্বা, উত্তাল সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে ঢেউ


নি উ স্ক্রি প্ট প্র কা শি ত ব ই

গন্ধরোক সুবোধ ঘোষ ৪·০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্য বৃত্ত ও অপরা ২·৫০ ও ৩·০০

স্বাগুরলতা বিমল কর ২·৭৫

প্রবোধবন্ধু অধিকারী প্রজাপতির রঙ ২·৫০

ছেলেবেলার দিনগুলি পুণ্যলতা চক্রবর্তী ৩·০০

নলিনী দাস রা-কা-যে-টে-না-পা ১·৭৫

প্র কা শি ত ব্য গ্র ন্থ

প্রমই ধন্বন্তরি প্রেমেন্দ্র মিত্র ২·৫০

নিউস্ক্রিপ্ট ১৭২।৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯
৫।১১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২



রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্র জীবন কথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

অল্পপরিসর একখানি কোনো গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের সাহিত্য ও কর্ম সাধনা, তাঁহার জীবনকথার পরিচয় সাধারণ পাঠক যাহাতে লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র-জীবনীকার কর্তৃক এই গ্রন্থ বিশেষভাবে লিখিত। ইহা লেখকের সুবৃহৎ রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষিপ্তরূপ নহে।

অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি ও হস্তলিপির (ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে) প্রতিলিপি, বংশলতিকা ও রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী সংকলিত। পৃ ২৯৬+

মূল্য কাগজের মলাট ৬, বোর্ড বাঁধাই ৮,

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী যে রবীন্দ্র-পরিচিতি-গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন ইহা তাহার প্রথম গ্রন্থ

প র ব র্তী গ্র ন্থ

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত

রবীন্দ্রস্মৃতি

বর্তমানে যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

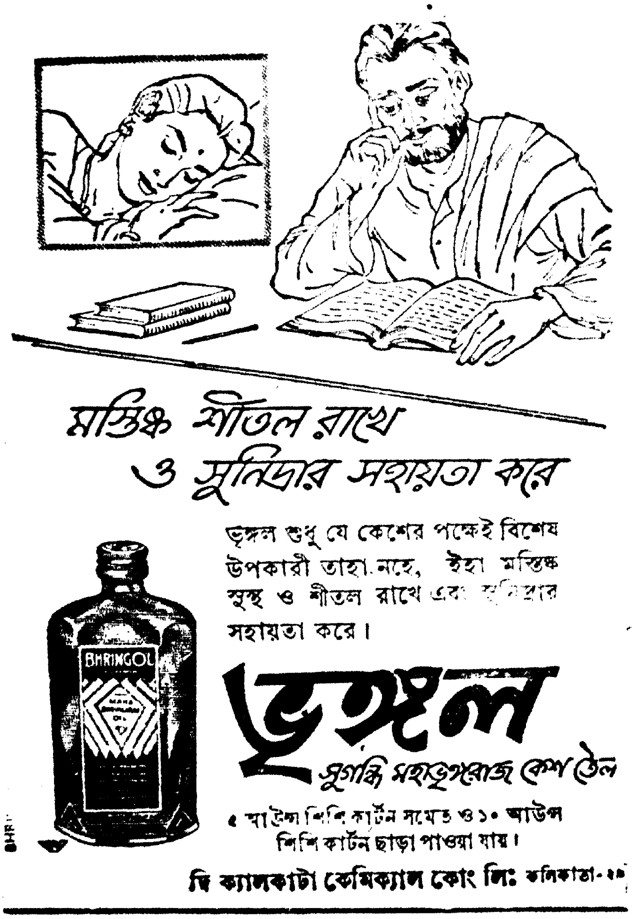


কেটে কেটে চলেছে সারি সারি সব যুদ্ধের জাহাজ।

ওখানে কখনো বা দেখাত এক 'বিলের কমিক ছবি। তাই বা কেন, পাথে কোংর বড়ো ছবিও দেখেছি। মনে পড়ে এমিল জোলার 'জারমিনাল' দেখেছিলুম। কথা নেই, একের পর এক ঘটনার নির্বাক চলচ্চিত্র। পরে হুগো র 'লে মিজারেবল্‌স' দেখেছিলুম। পর পর দুদিন দু'খণ্ডে দেখানো হয়েছিল।

তবে, সত্যি কথা বলতে কী, এসবের থেকে সার্কাসের আকর্ষণ ছিল আমার কাছে তখন বেশী। মরসুমে কেউ গেলে বোসের সার্কাসে দু'বারের জন্য কনসেশন দিত। গ্যালারীর টিকিট হত চার আনা করে। যেদিন কনসেশন দিত, সেদিন দেখুমই। আমাদের ভবানীপুরেরই লোক, ফণীবাবু, ফণী নাথ বসু, তিনি ওখানে সাজতেন ক্লাউন। এবং নিজেই সবার জন্য সার্কাসের প্রায় সর্বপ্রকার ক্রীড়া বিকাশ হাতে পারলে সেই ক্লাউন সাজা চাই। ফণীবাবু আগে আগে ঘোড়ার খেলা দেখাতেন ছিলেন এখানে। আবার সব খেলা জানতেন। আমরা যখন রোজ সার্কাসে আসি তখন তিনি ক্লাউনবেশেই খেলা দেখান। ... বাবু নামে এক ছোকরা খেলা দেখাতেন ঘোড়ার খেলা। ওখানে আর একটি খেলা মেয়ে দেখাত ছিল, তার নাম আর এখন মনে নেই। বোধহয় মাদ্রাজী ছিল সে। সে এক অদ্ভুত খেলা দেখাত। সার্কাসের খেলার মধ্যে তিনটে ঘোড়া একসঙ্গে প্যান্ডেলের ভেতরে চলেছে, দুটি ঘোড়ার পা দুপাশের দুটো ঘোড়ার ওপর রেখে, অথবা দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝের ঘোড়ার ওপরে। একজন মাঝে দাঁড়িয়ে, উপর তল মাঝে দাঁড়িয়ে আর তাদের কাঁধের ওপরে দু হাত রেখে দাঁড়িয়েছে মাদ্রাজী। আর ঘোড়া তিনটে ছুটছে সমানে ছুটে—সে এক অভিভূত করার মত দৃশ্য ছিল তখন আমাদের কাছে। মাদ্রাজীর আরও একটি খেলা ছিল, সেটা শুরু হবে হাততালিতে ভরিয়ে দিত। সে খেলার নাম ছিল, জগদ্ধাত্রী মূর্তি। সে খেলাটা কী? সমস্ত রিংটাকে প্রায় বিশ ফিট উঁচু লোহার শিকের পায়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় মাঝে। বাঘের খেলা দেখান হত। বোসের সার্কাসে এই বাঘের খেলা দেখানোর পর সুসজ্জিত একটি হাতি আসত তার ওপর উঠত একটি বাঘ, আর মাদ্রাজী তখন মাথায় মুকুট দিয়ে সর্বাঙ্গে ডাকের সাজ পরে প্রতিমার জগদ্ধাত্রী সেজে সেই বাঘের ওপরে গিয়ে বসতেন বাঁ পায়ের ওপর ডান পা টি রেখে। আর, হাতিটা করতো কী, রিংয়ের চারদিকে ঘুরে ঘুরে সেই জগদ্ধাত্রী মূর্তি প্রদর্শন করাত, আর সমস্ত দর্শকমণ্ডলী একযোগে

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে সমবেত প্রচণ্ড করতালি বর্ষণ করে।

দেখতে দেখতে আমারও জীবন ঝোঁক হল সার্কাসের কসরত করার। তখন শীতকাল, ফুটবলের আয়োজন নেই। কী করি? বাড়িতেই কসরত করা শুরু করলুম। ক্রমে ক্রমে বাড়ি থেকে একেবারে ক্লাবে। ভবানীপুরে তখন যেমন বহু ফুটবলের ক্লাব ছিল, থিয়েটারের ক্লাব ছিল, তেমনি বহু জিমন্যাস্টিকেরও ক্লাব ছিল। আমি যে ক্লাবে বেশী কসরত করতে যেতুম, সেটা ছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট টার্ফ রোডের কাছাকাছি, [illegible] এরই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২।৩টি ক্লাবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সবাই [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] অনেক কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯২২ সাল পর্যন্ত ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আসল কথা, এই [illegible] ও কসরত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু আমার যে [illegible] [illegible] ছিল এই [illegible] আর কসরত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলতে পারে! তখন যে [illegible] করতুম, এর [illegible] [illegible] কি ভেবেছিলুম যে, এটা শেষ পর্যন্ত আমার জীবনে [illegible] হবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ?

আরও একটি ক্লাবে তখন [illegible] অভ্যাস করতে যেতাম সেটা ছিল [illegible] [illegible] [illegible] একটা রাস্তা ভিতরে ঢুকে যেখানে এখন ইন্দিরা সিনেমা হয়েছে, সেখানে। রাস্তাটা তখন [illegible] ছিল না। শুধু একটা গলি ছিল, নাম ছিল 'মল্লিক লেন।' তার ভিতরে যে জিমন্যাস্টিক ক্লাবে আমি কসরত করতে যেতাম, তার মাস্টার ছিলেন ননীলাল বসু। ইনিই তখনকার সর্বজনীন ননীদা। ছেলেদের জিমন্যাস্টিক করত, কুস্তি করত, তিনি ছিলেন ওস্তাদ লাঠি আর তলোয়ার খেলায়। এই ক্লাবের সঙ্গে আমার অভিনেতা-জীবনেরও একটা বিশেষ সম্বন্ধ [illegible] উঠেছিল, সেকথা পরে এক সময় বলা যাবে।

এমনি করে ১৯১১ সালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯১১ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯১১[illegible] ১৯১১[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯১১-র [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একই [illegible] একই [illegible] কেমন করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি কিছু [illegible] [illegible] তখন [illegible] [illegible] হয়ে [illegible]। স্কুলে [illegible] [illegible] তখন [illegible] ঘটনাক্রমে মেঘনাদ বধ-এর ঐ অংশটুকু পড়া ছিল


# ডাক্তার হউন

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এর জন্য লিখুন।

**Indian Homeopathic College**
**(DC.) Jullundur City.**

গোর্কির মাদার অপূর্ব
[illegible]
[illegible] [illegible]
# "মাই মাদার"
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]-১

# জাতিস্মর কথা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু প্রণীত।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য—[illegible]

প্রকাশক—শ্রীগৌরাঙ্গ কোম্পানী,
[illegible] [illegible] [illegible], কলিকাতা-[illegible]
ডি এম লাইব্রেরী,
[illegible] [illegible] [illegible], কলিকাতা-৬

# ধবল আরোগ্য

**LEUCODERMA CURE**

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শরীরের যে কোন স্থানের সেই দাগ, অসাড়তার দাগ, [illegible], [illegible], একজিমা ও সোরাইসিস রোগ [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা [illegible] [illegible] [illegible]। **হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর,** [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible], ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫৯। শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—১

আমার। ভাবলুম, মাইকেলের রচনা তারাপদ এমন করে আবৃত্তি করতে পারল কেমন করে! সে ত বই পড়েনি, কার রচনা তার জানবার কথাও নয়। বললে, যাত্রা শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলেছি। আজ এই কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, তখনকার কোনো যাত্রায় কি তাহলে মাইকেলের মেঘনাদ বধ অভিনীত হয়েছিল? নইলে তারাপদই বা মুখস্থ করেছিল কীভাবে?

তারাপদর কাছ থেকে এরকম বহু যাত্রার বইয়ের আবৃত্তি শুনেছুম। সে যখন আবৃত্তি করত, মনে হত, তার সর্বাঙ্গ যেন কথা কয়ে উঠছে! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবার জেগে উঠত অভিনয়-স্পৃহা। রয়্যাল ক্লাবের সভ্যবন্ধুদের সঙ্গে ২।১টি থিয়েটার দেখেছি ততদিনে। কিন্তু সেইটুকুতেই কি সাধ মেটে? জিতেনের মারফত তখন থিয়েটারের বই পড়েছি কিছু কিছু। কিন্তু নাটক পড়িয়ে জিতেনের সুখ নেই, সে আমাকে দিয়ে নাটক লেখাবেই। তারই প্ররোচনায় অবশেষে একদিন লিখে ফেললাম এক সামাজিক নাটক। যে-সব নাটক তখন পড়তুম, তারই সব সংলাপ এধার-ওধার থেকে নিয়ে এসে একত্র জুড়ে দিয়ে খাড়া করলুম এক নাটক। কোথায় হারিয়ে গেছে সেই পাণ্ডুলিপি, কিছুই তার মনে নেই। এটুকু মনে আছে, তাতে একটা লম্পট ছোঁড়ার দশা ছিল। খুব করুণ। কিন্তু কী নাম দেবো নাটকের? চোখের সামনে ভাসছিল আমাদের বাড়ির দেওয়ালে শোভমান সেই থিয়েটারের ছবি—বিধুভূষণ আর সরলা। তখনো আমি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' পড়িনি, পড়িনি তার নাট্যরূপ সরলা। ওর গল্পটা কী তাও জানি না। শুধু ছবির সেই সরলাকে মনে করে আমার প্রথম নাটকের নাম দিলুম সরলা। এর সঙ্গে আসল সরলার কাহিনীর কিন্তু কোনো মিল ছিল না। তবে তখন (১৯০৮ সালে) ন্যাশনাল থিয়েটারে 'কল্যাণী' অভিনীত হয়েছে। এক টাকা দিয়ে তার এক কপি আনিয়েছিলুম জিতেনকে দিয়ে। তার প্রভাব পড়েছিল প্রচুর।

জিতেন কিন্তু শুনে পিঠ চাপড়ে দিলে, বললে সাবাস। এবার একখানা ঐতিহাসিক নাটক লেখ। মনে তখন প্রচুর উৎসাহ। ১৯০৭-৮ সালের কথা বলছি। তখন দেশাত্মবোধক নাটক ২।৩খানা পড়েছি। দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতনও বোধ হয় ততদিনে বেরিয়েছিল। ঠিক মনে করতে পারছি না। আমি রাজস্থানের একটা কাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিক নাটকই লিখতে শুরু করলাম, নাম দিলাম অমর সিংহ। এ-ও এ নাটকের সংলাপ, সে নাটকের সংলাপ নিয়ে জুড়ে-জুড়ে দেওয়া। এর মধ্যে তারাপদর কাছ থেকে শোনা 'বজ্রচঞ্চু' মালার অংশও যে না ঢুকে গিয়েছিল, এমন নয়। তবে এবার বেশ ভালো করে ধরে ধরে একখানা বাঁধানো খাতায় বেশ পরিষ্কার করে লিখেছিলুম বলে মনে পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমার পড়ার ডেস্কের ওপর জ্বলছে কেরোসিনের আলো, আমি পড়ার বইগুলি সামনে খুলে রেখেছি বটে, কিন্তু পড়ছি না, সন্তর্পণে বসে লিখছি আমার নাটক 'অমর সিংহ'। বেশ ধরে ধরে পরিষ্কার করে আমার সেই বাঁধানো খাতাখানায়। হঠাৎ জুতোর মসমস শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম—বাবা। বোধ হয় কোনো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন। বাবা আমাকে কখনো প্রহার করেননি বা সেরকম বকুনিও খাইনি কখনো বাবার কাছে। অথচ ভিতরে ভিতরে ভয়ানক ভয় করতুম বাবাকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে লাফ দিয়ে উপস্থিত হলুম দরজার কাছে। বাবা আমাকে ওভাবে আসতে লক্ষ্য করে বোধ হয় একটু চমকেই উঠলেন। দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'কী করছিলে?' কোনরকমে বললাম, 'পড়ছিলাম।'

বাবার কোনো সন্দেহ হয় না। কিন্তু আমার ওভাবে চমকে উঠে লাফিয়ে দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়াটাই হল কাল। আমার হাবভাব দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল বাবার। তিনি ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালেন আমার ডেস্কের কাছে।

তাড়াতাড়িতে খাতাখানাও ভাল করে লুকিয়ে রেখে যেতে পারিনি।

একেবারে প্রথম দৃষ্টিই বাবার পড়ল সেই খাতাখানার ওপর।

হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন সেখানা। পাতাগুলি উলটে-পালটে ভালো করে দেখলেন।

তারপরে, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পড়াশুনো ছেড়ে এইসবই হচ্ছে?'

বলতে বলতে খাতাখানা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে ছড়িয়ে দিলেন মেঝের ওপরে। টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আমার 'অমর সিংহ'। শুধুই কি তাই?

যা কখনো হয়নি, যা কখনো করেননি বাবা, তাই ঘটে গেল। আমার গালে ঠাস করে মারলেন একটা চড়।

তারপরেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন গটগট করে। (ক্রমশঃ)

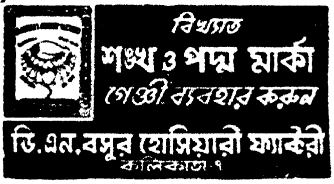


## ১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান তবে একটি পোস্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন আমরা জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷৹ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতির্বিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই।

পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

**Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3), Jallundar City.**

# পিঙ্গলা

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

বি[illegible]

[illegible]

পিঙ্গলার রূপমুগ্ধ নাগরের সংখ্যা অসংখ্য। বিদেহ নগরের যাবতীয় পুরুষ তার পদানত। তার রূপের খ্যাতি [illegible] পাঞ্চাল রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। কে তার রূপে মুগ্ধ হয়নি, কে হয়নি। কামীদের অর্চনা তার দেহ, মুনির মানস বিভ্রম তার হাব-ভাব বিলাস। পুরুষমাত্রই তার প্রণয়ী, পুরুষ মাত্রই তার স্তাবক।

পিঙ্গলার রূপোপাসক স্তাবকদের মুখে তার রূপের যে স্তুতি ধ্বনিত হয়, তাতে[illegible]

[illegible]

সত্য হোক, মিথ্যা হোক—স্তুতি শুনে পিঙ্গলার বুক ভরে ওঠে। [illegible] উৎকট কামনা [illegible] মানুষের পাগলের মত [illegible] শিকারীর মত পিঙ্গলা [illegible] দেখে উল্লাসের হাসি হাসে। মানুষকে সে নাচিয়ে মারে। [illegible] ক্রীতদাসের মত [illegible] পিঙ্গলার চরণে—[illegible] না পিঙ্গলার। অধিক শুল্ক লাভের আশায় সে আরো কৌশল বিস্তার করে, মোহিনী—

[illegible]

[illegible] উচ্ছৃঙ্খল। সে পুরীর পথে পথে প্রবাহিত আনন্দ, [illegible] পিঙ্গলার [illegible] আকর্ষণে পুরবধূ-পল্লীর শান্তিভঙ্গ হয়, পুরুষ অস্থির হয়ে ওঠে। [illegible] প্রবাসে। বিরাট পুরুষের [illegible]

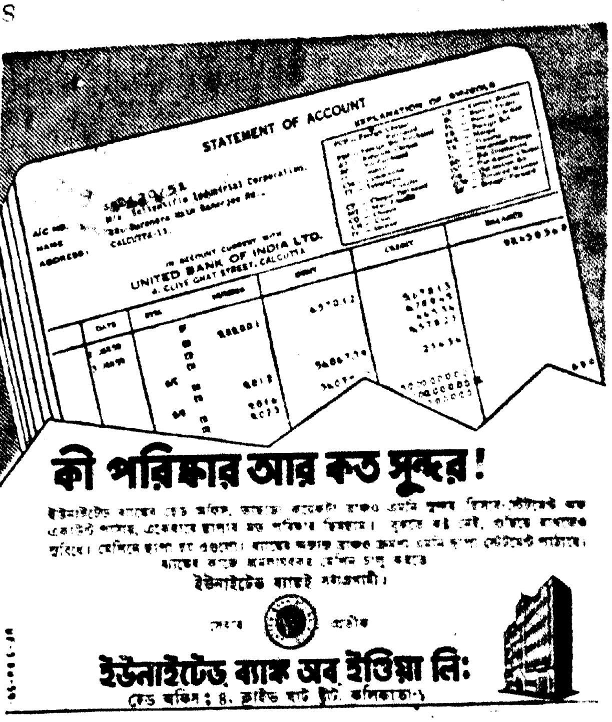


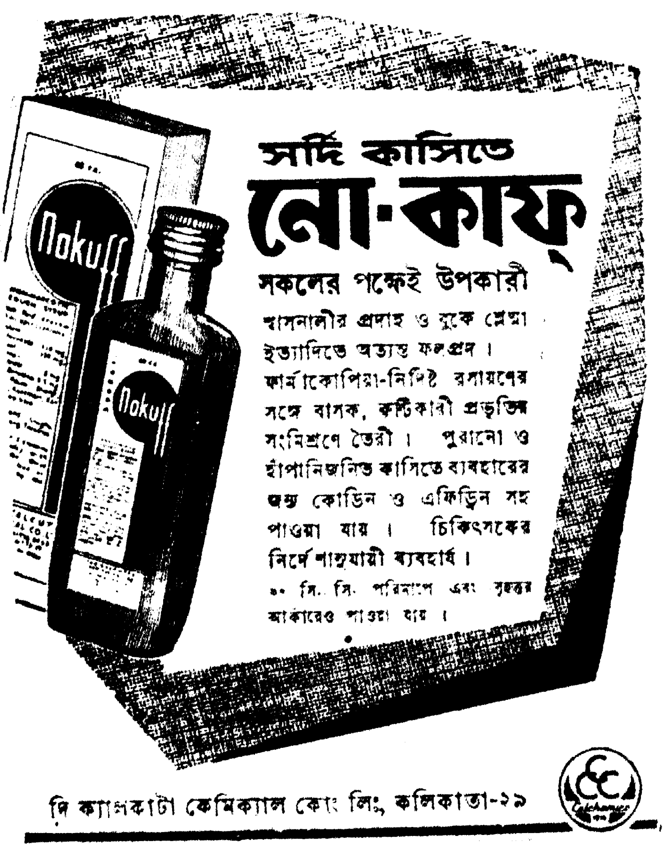


[illegible] প্রভাব [illegible] রক্তকণায়, [illegible] উচ্ছ্বাস। তাই বিদেহ [illegible] মত অক্ষুণ্ণ প্রভাব [illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible] শূন্যে নির্মিত। শূন্য থেকে অপূর্ব সোপান নেমে এসেছে মাটিতে। মাটির কলকোলাহল,

এখানে শান্ত। এখানে [illegible] সংগীত ধ্বনিত হয়, [illegible] থাকে। [illegible] এই [illegible] করে রাখে। [illegible] করে। [illegible] এই [illegible] এখন [illegible] আবহ।

[illegible]

[illegible] একটি [illegible] হয়। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] তার পাতিব্রত্য। সে [illegible]


হোমিওপ্যাথিক

# পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

[illegible]

এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible] কলিকাতা—১



বাংলার ভাইবোনকে মাতৃপূজায় উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দেবীচরিত—(জীবনী)

# —ভগিনী নিবেদিতা—

[illegible] কে? [illegible] ভগিনী নিবেদিতা। [illegible]

—প্রকাশক—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা স্কুল

[illegible]



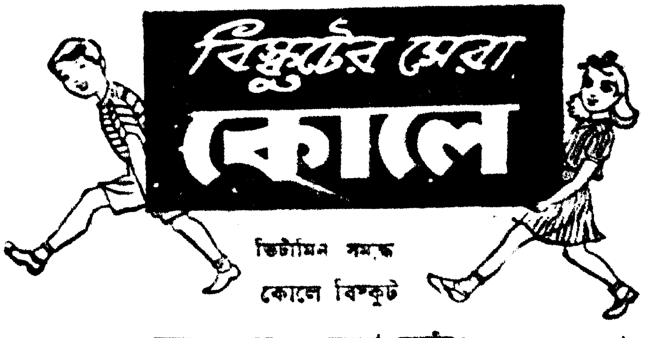


ভিটামিন সমৃদ্ধ

কোলে বিস্কুট

স্বাদে ও গুণে......আদর্শ খাদ্য।

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২৲
বীরত্বে বাঙালী ১৸৹
বিজ্ঞানে বাঙালী ২৸৹
বাংলার ঋষি ২৸৹
বাংলার মনীষী ১৷৹
বাংলার বিদুষী ২৸৹
আচার্য জগদীশ ১৸৹
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৸৹
রাজর্ষি রামমোহন ১৸৹

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিরন্ত্রণে মত ও পথ)
● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ ●
—সর্বাধিকবর্ধিত জ্ঞানপ্রদ তথ্যবহুল
সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—
প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকব্যয় সহ ৭৮ নয়া পয়সা M. O.তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। এত অল্পমূল্যের পুস্তক ভিঃ পিঃ হয় না। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বা ফোন বেলা ১টা—৬টা। রবিবার বন্ধ।
ফোন : ৩৪—২৫৮৬
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
রুম নং ১৮ * টপ্ ফ্লোর
১৪৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(বোবাজার-আমহার্স্ট স্ট্রীট জংসনের উত্তরে)

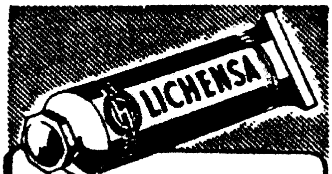


একজিমা
ও অন্যান্য চর্মরোগে
লিচেনসা
ব্যবহার করুন
DC2
সর্বত্র পাওয়া যায়


কিন্তু সুখী কি হয়েছিল পিঙ্গলা? তার হৃদয়ে সুপ্ত ছিল অপরিমিত আশা, প্রচ্ছন্ন ছিল পুষ্পকেশরে কীটের মত কামনা। দুর্বার লালসা মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তুলত তাকে। বিহ্বলার মত দর্পণে দেখত তার নিজের রূপ। এ রূপ কি দিকে দিকে অগ্নিদাহ সৃষ্টি করতে পারে না?—কিন্তু পরমুহূর্তেই, প্রাণপণে আত্মদমন করত। ছি ছি এ কি কুটিল পিপাসা! অন্তরের নিভৃততম প্রকোষ্ঠের কদর্য আকুতি অন্তঃকর্ণে শুনে, সে নিজেই শিউরে উঠত, ভাবত, না—না—এ পাপ! বিধাতার নিয়মের বাক্যে সৌভাগ্যবতী সে, সে সৌভাগ্যবতী সূর্যপ্রিয়া। স্বামী তার নিয়মের নিয়মের নিরিকুর।

কিন্তু হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কামনাই কাল হল তার, রূপ হল কামনার ইন্ধন। অধর্ম পূর্ণ কাম। ভুবনসুন্দর তার রূপ, মুখে মোহন হাসি, চোখে মোহর মদির। একদিন সে দেখা দিল পিঙ্গলার বহির্দ্বারে। বিহ্বল হল পিঙ্গলা। প্রথমে লজ্জা করেনি, শেষে লজ্জা করল—দুরাদুর সৃষ্টি দেখেও কাম দেখছে তাকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে যেন অন্তরের প্রতিটি রেখা। লজ্জায় দৃষ্টি সহসায় নত হয়ে পারে নারী। মুহূর্তে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল পিঙ্গলা সর্বাঙ্গে শিহরণ, শিরায় শিরায় অদ্ভুত কম্পন। দ্রুত সরিয়ে এল পিঙ্গলা, অলিন্দে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। বুকে তখনও কম্পন, সেইসব অদ্ভুত উত্তেজনা।

শয়নে মনে দেখে পিঙ্গলা পতিব্রতা নারী সে, ধর্মে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তার পতিব্রত্য সে কি ব্রতভ্রষ্ট হবে আজ? সতীত্বের দর্প দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে পিঙ্গলা —সে ব্রতভ্রষ্ট হবে না। পতিই দেবতা নারীর—পতিই সতীর দেবতা পতিই ধ্যান, পতিই স্বর্গ।—পিঙ্গলার দৃঢ়তার বাঁধ ভেঙে যায়, অন্তরে সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠা।

কিন্তু সুন্দরের মন। কোন ফাঁকে কন্দর্প কামের মুখখানি মানসপটে ভেসে ওঠে। সে যেন উগ্র দৃষ্টিতে পিঙ্গলার রূপসুধা পান করছে। এত রূপ তার? এত শক্তি পিঙ্গলার? নিজের রূপ সম্পর্কে পিঙ্গলা সচেতন হয়ে ওঠে, নিজের শক্তির কথা চিন্তা করে আত্মপ্রসাদ জাগে মনে। দৃঢ় ভেঙে যায়, নরম হয়ে আসে মন। তার রূপ দেখে যদি তৃপ্ত হয় কেউ, ক্ষতি কি? দৃষ্টিভোগে দেহ কি অশুচি হয়?

এমনি করেই উন্মুক্ত হয় কামনার অর্গল। মনের অতলে কোথায় সুপ্ত থাকে কামনা, মানুষ জানতেও পারে না। ধর্মে, কর্মে প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তি। সহসা একদিন সেই কামনা সুপ্তিভঙ্গে জেগে ওঠে। শিউরে ওঠে মানুষ! চলে প্রাণপণ আত্মসংযম। ক্রমে স্খলন, ক্রমে শৈথিল্য—শেষপর্যন্ত আত্ম-সমর্পণ। প্রবল জোয়ারে তখন ভেসে যায় বিবেক, ধর্মবুদ্ধি—তরঙ্গে উত্তাল দেহ, অন্তর।

এই অবস্থাই হল পিঙ্গলার। সতী নারী হল কামের অবৈধ কামিনী। ভোগেচ্ছা শরীর দৃষ্টিতে আত্মসমর্থন করল, পৃথিবীতে কে কামনার দাস নয়? কাম না হলে ব্রহ্মাণ্ড, কামনা সৃষ্টির জনক। 'সোঽকাময়ত'—তাই জেগেছে সৃষ্টির সুর। ভোগতন্ত্রের মিথুন-সমাজ, সম্ভোগী সহস্রাংশু সূর্য। সহস্র-মুখে রসসম্ভোগ করেন তিনি। উন্মাদ, উন্মত্তা পিঙ্গলা।

কিন্তু পিঙ্গলা তখনো জানে নি, ন [illegible] নেই, অতৃপ্ত লোভের নেই শান্তি।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

লালসায় অন্ধ পিঙ্গলা, ভাবতে পারেনি কি হতে পারে উগ্র লালসার পরিণাম। বিধাতার বাক্যে চোখে যেন অন্ধকার দেখল সে। সূর্যপ্রিয়া সে, স্বর্গের বন্দনীয়া, তাকে আশ্রয় করতে হবে মর্ত্যের ভোগ দেহ? আর্তনাদ করে উঠল পিঙ্গলা, লুটিয়ে পড়ল বিধাতার চরণমূলে, অতি করুণকণ্ঠে মিনতি করল, 'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। দারুণ অভিশাপ ফিরিয়ে নিন।'

কামিনীর করুণ ক্রন্দনে কোমল হলেন করুণাঘন কমলযোনি। কিন্তু কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত অপ্রতিহত বিধাতার বাক্য। যথাসম্ভব কোমল স্বরে বললেন তিনি 'স্বর্গভ্রষ্ট তোমাকে হতেই হবে। অপরিমিত আশা, যাঁর পাপের ফল ভোগ করতেই হবে তোমাকে।'

'এ অভিশাপ থেকে কি কোনদিন মুক্ত হব না?' কামিনী—পিঙ্গলার চোখে অশ্রু, কাতর কণ্ঠ।

করুণাময় বিধাতার নয়ন ছলছল করে। মন্ত্রের আঘাতে সন্তপ্তাতার হৃদয়েও গভীর হয়ে বাজে। পাপী কি পাপমুক্ত হবে না? কামনার অনলে পূর্ণাহুতি দিয়ে কামিনী কি শান্তি লাভ করবে না? ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয় বিধাতার বদনমণ্ডল, অভয়বাণী উচ্চারিত হয় তাঁর কণ্ঠে: 'যত অনর্থ দুঃখের মূল। অত্যাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হলে সুখ সুদূরপরাহত। স্বর্গের দ্বার নিশ্চয়ই খোলা থাকবে তোমার জন্য। যদি কোনদিন আশার নিবৃত্তি হয়, যদি কোনদিন সুখাবহ নির্বাণ লাভ কর তুমি, সেই দিন আবার স্বর্গে ফিরতে পারবে। কামনার মোক্ষধাম স্বর্গে সেদিন আবার প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বশ্রেয়ার আসন।'

অন্তর্হিত হলেন বিধাতা পুরুষ। দেখতে দেখতে জ্যোতির্ময় স্বর্গলোক থেকে পতন হল পিঙ্গলার। তার আশ্রয় হল বিদেহ নগরের [illegible]। নগরের দক্ষিণ দিকে অধিকার বিস্তার করে পিঙ্গলা হল


সমরেশ বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস

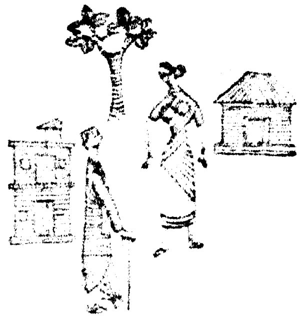

রাণীর বাজার

[illegible] টাকা

[illegible] প্রেমিক নজরুলের [illegible] কাজী নজরুলের [illegible] সেই মানুষটি কেমন [illegible] সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী

মুজফ্ফর আহ্মদ এর

কাজী নজরুল প্রসঙ্গে

১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত বিরাট স্মৃতিকথায় নজরুল জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য স্থান পেয়েছে। আটটি ছবি সম্বলিত এই গ্রন্থটির দাম মাত্র চার টাকা।

অন্যান্য গ্রন্থ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শ্রী[illegible] | — | শঙ্খবতী | উপন্যাস | ২·০০ |
| শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী | — | মহামরণ | উপন্যাস | ২·৫০ |
| শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ | — | কনাকা | নাটক | ২·৫০ |
| | — | বরনারী | গল্পগ্রন্থ | ২·৫০ |
| শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ | — | রক্তগোলাপ | কাব্যগ্রন্থ | ২·৫০ |

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অভিনব উপন্যাস

যে মেয়ে বিনা অপরাধে একদিন মায়ের ক্লিনিকের জীবনে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবাদেই সে গ্রহণ করেছিল সেই জীবনকে। কিন্তু অদৃষ্টের আবর্তনে অনায়াসেই সে ফিরে এল প্রেমময়ী স্ত্রীর ভূমিকায়। কিন্তু অতীত তার পিছু ছাড়ল না। যা ছিল গোপন তা আবার ব্যক্ত হল। হৃদয়হীন সমাজ, বিভ্রান্ত স্বামী আর সাজানো সংসারের সামনে দাঁড়িয়ে চিরদিন তাকে বলে যেতে হল— 'বিশ্বাস কর, বিশ্বাস করো আমায় বিশ্বাস কর।'

কথা কও

নবীন লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিপুণ সমাজের কাছে একথারই উত্তর খুঁজেছেন।

• আড়াই টাকা •

বিভূতিভূষণ

পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজও বাংলা দেশে হয়নি। তাঁরই সহপাঠী সমালোচক অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ এম. এ., পি. আর. এস. সেই অভাব মিটিয়েছেন।

• পাঁচ টাকা •

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

শিবরাম চক্রবর্তীর

হর্ষবর্দ্ধন বনাম গোবর্দ্ধন

মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরী অনূদিত

গোটের আত্মজীবনী

স্বপ্ন ও সত্য

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী : ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা—৫ ফোন : ৫৫-৪৪২৫

(সি ৮৬২)

পুংশ্চলী। তার বৃত্তি সাংকেতবৃত্তি। স্বর্গের সুরপ্রিয়া হল মর্তের লোভাতুর, কামার্তা পণ্যবধূ। লোভ, লালসা ও আশার শেষ নেই তার।

স্বপ্ন ভেঙে যায়। এ যেন এক মোহকর নেশার ঘোর। পিঙ্গলা ভাবে, এ স্বপ্ন কি সত্য? পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পারে পিঙ্গলা—এ স্মৃতির মোহিনী মায়া। স্বপ্ন মিথ্যাকেও এমন করে সাজায় যেন মনে হয়, সত্য—অতি সত্য। মিথ্যাই হ'ক স্বপ্ন, সে আশা ত্যাগ করবে না। কি তৃপ্তি তাতে পেয়েছে! কি আনন্দ সম্ভোগ-সুখে! মিথ্যার সৃষ্টি কল্পনার স্বর্গ। পিঙ্গলা সে স্বর্গ কামনা করে না। মর্তের ভোগবতীর চেয়ে বড় অমরাবতী আছে কি?

নিদ্রার জড়তা ভেঙে উঠে বসে পিঙ্গলা। ঘরে ফিরে স্বপ্নের কথাই মনে হয়। বহু-ভোগ্যা সে। ক্ষতি কি? অমিতচারী কে নয়? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—কে একনিষ্ঠ? সকাম ইন্দ্র, সকাম সোম। ভোগস্পৃহা আকাঙ্ক্ষা কি কেবল পিঙ্গলার? কামনায় আকণ্ঠ মগ্ন ত্রিভুবন। দেহের পাতিব্রত্যই নয়ন-গোচর—কিন্তু মনের স্বৈরাচার? লোকে দেখে না, কিন্তু মানসিক স্বেচ্ছাচারের কি সীমা আছে? কে জানে, তোমার মনে মনে জাগছে কি কুৎসিত কামনার তরঙ্গ!

উত্তেজিত হয়ে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। শূন্যাগারের গবাক্ষপথে দেখা যাচ্ছে অপরাহ্ণের রঞ্জিত আকাশ যেন সহস্র কামনার রঙীন ছবি। একটা লক্ষপাখি উঠছে ঊর্ধ্বে, শূন্যে। সে উঠছে। আশার শেষ নেই, শেষ নেই। আশার শেষ হতো সকামের নিঃসীম নিস্তব্ধতা। জীবনে কে চায় সেই নিস্তব্ধতা? কল্পনায় কাছে কাছে তার সামনে আসে [illegible] শ্রীমান, রূপবান, শক্তিমান পুরুষেরা। ওই সেনাপতি, ওই ধনঞ্জয়, ওই মকরকেতু—পিঙ্গলার কটাক্ষের দাস। এত গৌরব কার? কোন্ বিজয়িনী নারী অবন্তীধিপতি, পাঞ্চালাধিপতিকে আকর্ষণ করতে পেরেছে?—পেরেছে সে—বিশ্বের মনোমোহিনী পিঙ্গলা। সগর্ব পদক্ষেপে সে গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হয়।

বেলা শেষ হয়ে আসছে, কর্মক্লান্ত দিবস। দিনের মত বিশ্রামমুখী। শুধু মন নয়, দেহও। পূর্বদিগন্তের দিগ্বধূ মেঘ-কাজল মেঘাম্বরী পরিধান করেছে। পথিক-বধূর প্রসাধন সমাপনের এই-ই সময়। চঞ্চলা হয় পিঙ্গলা। তাকেও সজ্জিত হতে হবে। সংকেতাভিসারিণীর সংকেত কেবল অঙ্গভঙ্গিতে নয়, অঙ্গের প্রসাধনেও। কাঁচুলি প্রসাধনে আরো সুন্দর হয়ে ওঠে অনুরাগসম্পর্ক।

[illegible] আজ সে সজ্জিত হবে, সজ্জিত হবে স্বর্গসুন্দরী উর্বশীর মত। সে আকর্ষণ করবে সবচেয়ে [illegible]। ঐশ্বর্য তার আছে, [illegible] ঐশ্বর্য। [illegible]

[illegible]

আর পিঙ্গলার [illegible] লোভের প্রবৃত্তি [illegible]। আজ সে আকর্ষণ করবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নাগরকে। আজ রাজকুমারদের [illegible] হৃদয়ে রাজকুমারের সম্ভোগের উগ্র কামনা।

সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু সন্ধ্যা হয় নি এখনো। গোধূলির অপসৃয়মাণ আলোতে রঙীন ধরণীতে যেন রূপোপজীবিনী পিঙ্গলা। আকাশ ভরে কটাক্ষ, সংকেতে [illegible] যেন আহ্বান করছে। সংকেত যেন ছড়িয়ে পড়ছে, অরণ্যে। অন্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে নয়ন আকর্ষণ করছে কর্ম-ক্লান্ত পথিকেরা, [illegible] আকর্ষণ করছে [illegible]। পিঙ্গলার প্রসাধন-ভঙ্গের আকর্ষণও কম নয়। রূপের আকর্ষণ চুম্বকের মত। কস্তুরী-নির্যাসের মিষ্ট গন্ধ সুরভিত সৌরভাগার, পিঙ্গলার অঙ্গ-কস্তুরীর সুবাসে প্রমোদিত রাজপথ।

সোংকণ্ঠ সে থাকিয়ে আছে পথিকের প্রতীক্ষায়, কটাক্ষে মোহিনী মায়া।

ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে নাগানন্দকে। দ্রুত এগিয়ে আসছে সে। নাগর নাগানন্দ। কি বিপন্ন দেহ! মুখে সঘন উদ্গার। ঘিন-ঘিন করতে থাকে পিঙ্গলার সর্বাঙ্গ। মুণায় সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। উৎসাহী নাগানন্দ সমুখে দাঁড়িয়ে মুখখানা গম্ভীর করে উদ্গার ছাড়ে। পিঙ্গলা ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। নাগানন্দ একটু প্রতীক্ষা করে, তারপর গভীর নৈরাশ্যে ধীরে ধীরে চলে যায় অন্যপথে।

একে একে আসেন বৃদ্ধ কুক্কুরকেতু। [illegible] করতে [illegible] এই সাড়ীর [illegible] কুক্কুর-কেতু [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রতীক্ষা করে।

[illegible] ওর [illegible] চাপা হাসি।

কিন্তু হাড় কৃপণ। পিঙ্গলার [illegible]

গ্রন্থশ্রী
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সদ্য-প্রকাশিত স্বল্প-গম্ভীর উপন্যাস
কন্যা মৃগয়া ৩-০১
অন্যান্য বই
শ্রেষ্ঠ গল্প—৫·০০ সাত দিন—২·৫০
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২
(সি ৫১১)

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স

৫৫-৩৩৫১
৫৫১সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

পণ দিতে ওর মুখ শুকিয়ে যায়, হাই তোলে, তুড়ি দেয়। তারপর বলে, 'রূপের জন্য এত রূপা!' চোখ দুটো ওর এত বড় হয়ে ওঠে। পিংগলা ধনঞ্জয়কে সংকেত করে না। ধনঞ্জয়ের শুষ্ক মুখ আরো শুষ্ক হয়। পিংগলা কি পাওনা টাকার চক্রবৃদ্ধি হয়েছে? আপন গরজেই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ধনঞ্জয়। পিংগলা নূতন নাগরের আশায় আবার সম্মুখপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

নিবিড় হয়ে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার তমঃপ্রচ্ছাদিতা ধরণী। রাজপথে জ্বলে উঠেছে দীপাবলী। আঁধারের বুকের আলো ও দীপ যেন অন্ধকারের পণ্যাঙ্গনা। কৃত্রিম রূপের সজ্জায় অন্ধকারের মন ভোলায়। পিংগলাও বুঝি ওই দীপের মত। মানুষের মন ভোলাবার জন্য দেহলীতে দাঁড়িয়ে আছে সে। কই, কেউ তো আসছে না? পিংগলা বারনারীজীবন ত্যাগ করে আসে মণিময় পুরে। মণিমাণিক্যে খচিত মণিপুরে। দীপালোকে জ্বলজ্বল্ করে জ্বলছে

স্ফটিক, নীলা, গোমেদ। কে যেন ফুল-ঝুরিতে আগুন দিয়েছে। পিঙ্গলার নয়নে আশার মণিদ্যুতি, কল্পনায় রত্নের ফুল-ঝুরি। স্বপ্ন-পর্দাতে দুকূল সংবৃত করে সে দাঁড়ায় মণিপুরের অলিন্দে।

পূরন্দরের রূপে এসে উপস্থিত হন বণিক 'অপনা' নন্দ, শ্রেষ্ঠী সমান শেঠ। অঙ্গরাজের রত্নাদিদ্রব্যের পরিদর্শক প্রধান নন্দ। অভিনব কর্মদক্ষ। বহির্বাণিজ্যে তাঁর অপরিসীম কুশলতা। মন তাঁর বহির্মুখী। কিন্তু অঙ্গরাজের অনুরোধে বাইরে বহু দূরে যেতে পারেন না তিনি। রাজার সঙ্গে কি যেন একটা গোপন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাঁর। রত্নবেধ জেনপতির মত তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত। শ্রেষ্ঠী সমান শেঠও প্রভূত সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। লোকে বলে, অঙ্গরাজের পুষ্টি সমান শেঠ, তাহাই প্রবাহ রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। তাঁরাই এসেছেন পিঙ্গলার মহার্ঘ্য দ্বারে। কত রত্ন, কত কাঞ্চন, কত উপঢৌকন! বিত্তবানের অর্চনা।

তবু মন ওঠে না পিঙ্গলার। এরা প্রভু-মাত্র। রাজার ঐশ্বর্য এদের চেয়ে অনেক বেশি। [illegible]

কিন্তু আসছে না তো আর কেউ। আসবে, নিশ্চয় আসবে—ভাবে পিঙ্গলা। এখন তো সবে সন্ধ্যা। পশ্চিমাকাশে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ এখনো স্পষ্ট হয়নি। চতুর্দশীর বাঁকা চাঁদ, বাঁকা মিঠে হাসি। সে ও যেন [illegible] সমুদ্র-প্রিয়া চাঁদ, তার [illegible] পিঙ্গলার [illegible] চাঁদের দিকে চেয়ে বিদ্রূপ-হাসি হাসে পিঙ্গলা, [illegible] প্রতি। অপরূপ চাঁদ, কলঙ্কপূর্ণ—কিন্তু সে [illegible] তার যৌবন, নিখুঁত তার আননশ্রী। মণিপুরের অসংখ্য মণি [illegible] তার প্রসাধিত অঙ্গে দেহের স্পর্শ কামনা করছে।

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ অস্ত গেল, অস্ত গেল অতৃপ্ত কামনা বুকে নিয়ে। দূরে, দূরে কোপ উঠল পিঙ্গলার হৃদয়ে। মণিপুরের মাণিক্যদ্যুতি যেন অসহ্য বোধ হচ্ছে। ওরা কি উপহাস করছে পিঙ্গলাকে? ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে পিঙ্গলা দ্রুত অগ্রসর হল চতুর্থ পুরীর দিকে।

চিরসমীরিত অনাহতপুর এখানে। পাঞ্চালরাজ, অঙ্গরাজের অতি প্রিয় প্রমোদাগার। দ্বাদশদল পদ্মের ধ্বজায় শোভিত ভবনশীর্ষ। মকরকেতন সদৃশ সে ধ্বজা মুনির মানসবিভ্রম সৃষ্টি করে। এই ভবনে কত রাত্রে কত তাপসের তপোভঙ্গ করেছে পিঙ্গলা, নিজে অবতীর্ণ হয়েছে উর্বশী, রম্ভা, মেনকা, বিদ্যুৎপর্ণার ভূমিকায়। তপোভঙ্গ তাপসের নয়নে সে দেখেছে [illegible], দেখেছে কামনার আলো, অনুরাগের দীপ্তি। কিন্তু অবধূতকে জয় করে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেছে পিঙ্গলা। কিন্তু আজ ভিখারী, শুধু অবধূতকে সে কামনা করে না, তার লক্ষ্য আজ ধনকুবের অঙ্গরাজ, 'প্রাণেশ'কে সে আজ চায় প্রাণপতিরূপে।

সঙ্গীত আর [illegible] দৃষ্টি [illegible] পিঙ্গলা। কণ্ঠহার, কাঞ্চী সব সাজিয়েছে। সাতনরী হারের দুটি লহর যেন স্বচ্ছ


# রবিন আলট্রামেরিন

সব সময়েই ঘরে থাকা চাই

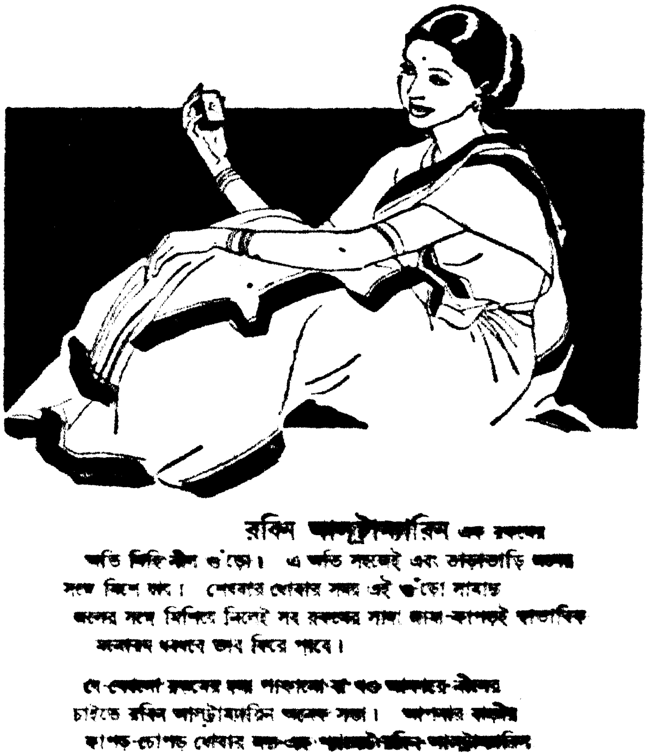

রবিন আলট্রামেরিন এক রকমের অতি মিহি নীল গুঁড়ো। এ অতি সহজেই এবং তাড়াতাড়ি জলের সঙ্গে মিশে যায়। শেষবার ধোবার সময় এই গুঁড়ো সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই সব রকমের সাদা জামা-কাপড়ই স্বাভাবিক ঝকঝকে ধবধবে ভাব ফিরে পাবে।

যে-কোনো রকমের তরল, ট্যাবলেট বা গুঁড়ো আকারের নীলের চাইতে রবিন আলট্রামেরিন অনেক সস্তা। আপনার বাড়ীর কাপড়-চোপড় ধোবার জন্য এক প্যাকেট রবিন আলট্রামেরিন সব সময়েই এনে রাখুন।

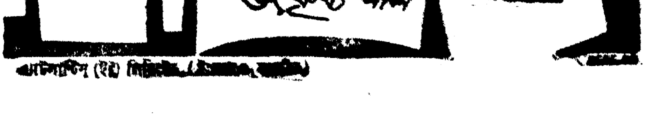


আটলান্টিস (ইষ্ট) লিমিটেড

ঝরনার মত উন্নত পাহাড় ভেদ করে নামছে। হস্তদর্পণে সে চকিতে নিজের মুখ, কেশ-পাশ দেখে নেয়। একটু শিথিল হয়েছে কবরী, চূর্ণ কুন্তল ছড়িয়ে পড়েছে কপোলে। নিমেষে কেশবিন্যাস করে নেয়। অধরের তাম্বূলরাগ একটু ম্লান। করঙ্ক হতে একটি সুবাসিত তাম্বূল মুখে দেয়। মুহূর্তে রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়ে অধরে, গণ্ডে। বঙ্কিম ভ্রূযুগল অনঙ্গের উদ্যত ধনু, কটাক্ষ কুসুমশর। অনাহত পুরের বহির্দ্বারে দাঁড়ায় অনঙ্গমোহিনী।

মনোজব পঞ্চাশ্বের রথারূঢ় হয়ে কেউ আসছে না?—হাঁ, পঞ্চ অশ্বযোজিত রথ। পিঙ্গলারই সামনে এসে থমকে দাঁড়াল, একটা চঞ্চল গতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল চোখের পলকে। রথ থেকে নামছেন পাঞ্চাল-রাজ 'মনস'। সর্বাঙ্গে চঞ্চল বিদ্যুৎতরঙ্গ—চপলমতি পাঞ্চালপতি, সঙ্কল্প-বিকল্পে চির-অস্থির। বদনে, নয়নে, বক্ষে, চরণে সেই চাঞ্চল্যের তরঙ্গ। বহুবিস্তৃত তাঁর রাজ্য, বহুবিস্তৃত ক্ষমতা। পঞ্চ চর, পঞ্চ কর্মাধ্যক্ষ—পঞ্চে পঞ্চীকৃত পাঞ্চালরাজ্য। চৌরঃ পঞ্চাশিত রাজানঃ—পাঞ্চালরাজ তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। অতি ধূর্ত ছয়জন মন্ত্রী, কিন্তু অতি বিশ্বস্ত। রাজা হয়েও পাঞ্চালরাজ এই মন্ত্রীর অধীন। স্বর্গের ইন্দ্র যেন পাঞ্চালেশ্বর। ইন্দ্রের মতই ভোগী, ইন্দ্রের মতই প্রতাপশালী। অসীম তাঁর ক্ষমতা। ইচ্ছা করলে সৃষ্টিকে তিনি নরকে পরিণত করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে স্বর্গও করে তুলতে পারেন নরককে। সবই নির্ভর করে তাঁর ইচ্ছার ওপর। সৃষ্টির অমৃত ও গরল—দুই-ই তাঁর করায়ত্ত।

নাগরবৃত্তিতেও নিপুণ পাঞ্চালেশ্বর। চতুঃষষ্ঠী কলায় তিনি অধীশ্বর। অসম্ভব কল্পনা ও অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনা তাঁর ইঙ্গিতের দাসী। সুদক্ষ শিল্পীর মত তিনি বাকচতুর। কল্পনা করে এমন গল্প রচনা করেন যে, তাকে মিথ্যা বলার উপায় নেই। মানুষের মনস্তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে। লোকে বলে, সত্যযুগে উনিই নাকি ছিলেন আদি কবি মনীষী।

পাঞ্চালরাজ মনসের এই কবিত্ব পিঙ্গলা উপভোগ করেছে অনেকদিন। অনেক উতলা মধুরাত কেটেছে পাঞ্চালরাজের সরস প্রণয়-ভাষণে মোহিত, পুলকিত হয়েছে পিঙ্গলা। লুব্ধ চিত্তে বাক্যসুধা পান করেও তৃপ্ত হয়নি। কিন্তু আজ কবিত্বে পিঙ্গলার প্রয়োজন নেই। যত অপ্রয়োজনের বোঝা স্তূপীকৃত করে কবি। মিথ্যার ফেনায় রচনায় ওরা অদ্বিতীয়। বস্তু নয়, অবস্তু নিয়ে ওদের কারবার। পণ্যাঙ্গনা পিঙ্গলা, পিঙ্গলার কাম্য পণ্য। বাণীর বরপুত্র নয়, আজ লক্ষ্মীর বরপুত্রে তার আসক্তি। ঐশ্বর্য পাঞ্চালরাজেরও আছে, কিন্তু অপর-রাজের তুলনায় তা নগণ্য। পাঞ্চাল তো অঙ্গের বড়ো রাজা। পিঙ্গলা ইচ্ছা করে কোন সম্বর্ধনা করে না, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রগল্ভ পাঞ্চালরাজ এসে সম্মুখে দাঁড়ান। একগাল হেসে বলেন, 'কি গো, আজ যে রাজরাজেশ্বরীর বেশ! কোন্ কন্দর্পের দর্প হরণ করবে? কন্দর্প তো ভস্ম হয়েছে অনেক দিন। অনঙ্গ আজ ভর করেছেন আমাদের অঙ্গে। এই দিকেই দৃষ্টি ফেরাও সজনী!'

পিঙ্গলা উত্তর দেয় না। দুরাশার নিঃসীম সাগরে দোল খাচ্ছে তার মন। হয়তো কানেই যায় না মনসের কথা। সে ভাবে, বাঁকা চাঁদটা কোথায়? নয়নে কি এখনো তার রত্নাকরের স্বপ্ন? অস্তাচলসীমায় রত্নাকর কি বুকে টেনে নিয়েছে তাকে?

অপ্রস্তুত পাঞ্চালরাজের রত্নকুণ্ডল গণ্ডে দোল খেতে থাকে। কণ্ঠের রত্নহার অবোধের মত হাতে ধারণ করে তিনি বলেন, 'এস অর্থ!'—

বাক্য শেষ হয় না। সংকোচে সরে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। আরো মর্যাদা অর্থী আজ তার কাম্য। শুধু রত্নহারে আজ তুষ্ট [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]

[illegible]

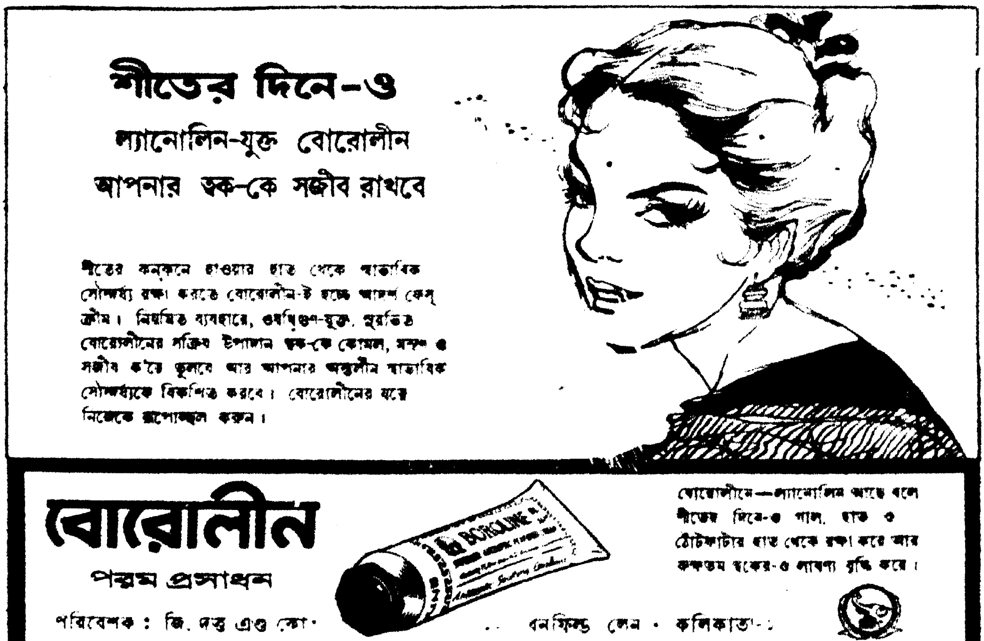

বিষণ্ণা বারাঙ্গনা পিপাসা। [illegible] হয়েও অসামান্যা। পাহাড়ের [illegible] হয় না [illegible] সে বলে, [illegible] বহুপতিকে [illegible] ধর্ম। সে তো একবীরা নয়, বহুবীরা।'

—কোন ভগবান বুঝি তাকে বীরবধূকে ব্রহ্মচারিণী করেছে, তাই তো প্রশ্ন!

—সে [illegible] হন, [illegible] কাছে [illegible] নন।

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

—[illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible]?

[illegible]

হয়ে উঠেছে পিপাসা, রক্তকণায় যেন মাতাল

[illegible]। ওর [illegible] পিপাসা—[illegible]। [illegible] করেছে পিপাসা। [illegible] হয়ে পিপাসা [illegible]। [illegible] হয় [illegible]।

[illegible]


## শ্বাসারিষ্ট

[illegible] কবিরাজ এ, পি দত্ত, ১৪৭ [illegible] কলিকাতা-১২।

## দি রিলিফ

২২৬, [illegible] রোড

এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়

[illegible] রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা

সময়:—সকাল [illegible] থেকে ১২·৩০ ও বিকাল [illegible] থেকে [illegible]

## জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

[illegible] ডাঃ এস পি মুখার্জি [illegible] করেন।

[illegible] রোড, কলিকাতা—৯

[illegible]

সন্ধ্যা, দেখা, নিহারময় তমঃ। অন্ধকার সেই তামসী তনুর আর এক প্রতিবেশ। পুঞ্জীভূত তমসা—প্রেত-পিশাচের ভোগ্য। [illegible] থেকে ওর রাক্ষসী ক্ষুধা। বিকট গ্রাস যেন মেলে ধরেছে পৃথিবীর দিকে। [illegible] বিশ্বগ্রাসী রূপ দেখে নিজের অন্তরে নিজেই শিউরে ওঠে শিল্পী। [illegible] কি অমনি কাব্য, অমনি [illegible]।

মহামায়া পুরী আর [illegible] না [illegible] শিল্পীর। প্রমোদভবনের একটানা অনাহত মূর্ছনা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। [illegible] কলসের সুউচ্চ ধ্বজাটি যেন [illegible] মত দেখাচ্ছে। আকাশকে যেন স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছে সে। কি স্পর্ধা! কোথায় আকাশ, আর কোথায় এই পতাকা! না, [illegible] মানুষকে উপেক্ষা করা উচিত হয়নি শিল্পীর। এর [illegible] কি [illegible]? যদি [illegible] প্রাণ [illegible] না আসেন? বিদেহ-


# এই তিনটি কারণে টেক কেনাই উচিত!

একমাত্র টেক টুথব্রাশেই পাবেন

★ মিরাকল গ্রিপ হ্যাণ্ডেল

★ পছন্দমত ২ রকমের মাথা

★ 'কীটন'-এর কুঁচি

তাই টুথব্রাশ কিনতে হ'লে—সবসময় **টেক**-ই নেবেন!

জনসন এণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

TEK 9166

[illegible]

কবির দ্বিতীয় প্রহর। এই প্রহর [illegible]

[illegible]

আপনার পত্রাদি [illegible]

[illegible]

সাহিত্যিকের বার্ষিক চাঁদা—১০ টাকা

[illegible]

আরো পরিষ্কার!
আরো ঝরঝরে!

মার্গো
টয়লেট
সোপ

[illegible]

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯
CMC-13

রাধু
জুতা
সুন্দর ও মজবুত

রাধু এণ্ড কোং

[illegible]

পিংগলা? সামনে অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে পিংগলার বুক কাঁপতে থাকে। তিনি যদি প্রশ্ন করেন, ভানুমতী তুমি, সূর্যপ্রিয়া: কেন পতন হল তোমার?—লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয় পিংগলা। অন্তরে অনুশোচনার দংশন; স্বর্গসম্ভবা সে, সূর্য-স্বরূপিণী—কিন্তু সে স্বর্গভ্রষ্টা! বুকের অতলে জাগে অশ্রু-উচ্ছ্বাস। সাশ্রুনেত্রে স্থির দৃষ্টিতে পিংগলা তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের পশ্চাৎপটে অদূরে, ঠিক উত্তরে উজ্জ্বল ধ্রুবনক্ষত্র। ধ্রুবজ্যোতি ধ্রুব নক্ষত্র। একটি শিশু-হৃদয়ের ভক্তি-বলে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে। জ্যোতিষ্কলোকে অক্ষয় তাঁর আসন। শাশ্বত শান্তির প্রতীক এই ধ্রুবতারা। সংসার-তরঙ্গের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে আছে, [illegible] সংসারের অশান্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, মন যেন ইঙ্গিতে বলছে আকাশের মানুষকে, [illegible] উর্ধ্বে চেয়ে দেখ, [illegible] দেখ এই ধ্রুবজ্যোতি। অনির্বাণ অমর দীপ্তি। আমিই অক্ষর অমর, আমিই অনাদি, অনন্ত। অবিনশ্বর আমি শান্তি, [illegible] পরম নির্ভর। চঞ্চল গ্রহ, চঞ্চল নক্ষত্র—কল্পান্তে তাদের প্রলয় হয়, আমিই শুধু অচল, অক্ষয় ধ্রুব। আমি চিরন্তন শান্ত—পরম শান্তি। আমাকে দেখ, আমাকে [illegible]

নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে পিংগলা। [illegible]

মুহূর্তের চিহ্ন। যোগীদের জেগে ওঠার সময় এখন, ভোগীরা ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ।

পিংগলার দুচোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। শূন্য মনের কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে। শান্তির ঘুম যেন ডাকছে তাকে, ডাকছে শূন্য শয্যা। বিনিদ্র রজনীর শ্রান্তি তবু শান্তি অনুভব করে পিংগলা। বিরহিণী বিপ্রলব্ধার বিরহকুঞ্জে আজ যেন ভাবসম্মিলন। কোথায় যেন কিসের উৎসব শুরু হয়েছে। মধুর সুরে বাজছে কি ভোরের সানাই!

শ্রান্তিভরে পিংগলা শয্যায় দেহ এলিয়ে দেয়, মুদ্রিত নয়নে ভাবে, কি সুখের এই নিরাশা! কি আনন্দ এই নিরাশায়! দুরাশার তাড়নায় কি দুঃসহ দুঃখ, অশান্তি ভোগ করেছি এতক্ষণ। সন্ধ্যা থেকে ভোর রাত্রি—অস্থির চিত্ত [illegible] শান্তি। লোভ, দুরাশা উন্মত্ত করে তুলেছিল আমাকে। [illegible]

পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে [illegible] পিংগলা। [illegible]

[illegible]

পিংগলা যেন [illegible] এই [illegible]। হাঁ, সেই [illegible] হৃদয়।

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

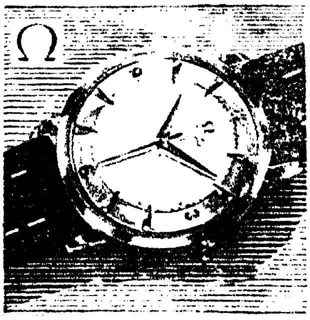

OMEGA
Seamaster
ROY COUSIN & CO
JEWELLERS & WATCHMAKERS
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1
OMEGA, TISSOT & COVENTRY WATCHES

'এনাসিন'
মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

তিনিই এসে দাঁড়িয়েছেন পতিতা পিঙ্গলার সম্মুখে। নাম ধরে ডাকছেন তাকে, কথায় অমৃতের ধারা, 'পিঙ্গলা!'

বিস্মিত, সচকিত পিঙ্গলা। ত্রস্তে সে উঠে দাঁড়ায়। তার দু'টি কর আপনিই যুক্ত হয়। করজোড়ে সে আদেশ প্রতীক্ষা করে। বুকে কিসের যেন কম্পন!

বিধাতাপুরুষ বলেন, তিনি অন্তরের অধীশ্বর, বাণী তাঁর মধুক্ষরা: 'পিঙ্গলা, আজ তুমি শাপমুক্ত। অপরিমিত আশায় তুমি অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিলে। সেদিন তুমি ছিলে কামার্তা, ভ্রষ্টা। আমি বলেছিলাম, যেদিন এই আশা ত্যাগ করবে, সেদিন আবার স্বর্গের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হবে তোমার তরে। আজ তুমি নিরাশ হয়ে [illegible] পরিত্যাগ করেছ, [illegible] হয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন [illegible]। আজ তোমার অন্তরের [illegible]। সুতরাং নিত্য তোমাকে আবার স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর তুমি মর্ত্যের বিলাসিনী, সংকেতগৃহ-বাসিনী নও, তুমি সেই সর্বজনবন্দ্য সর্বপ্রিয়া। ঐ দেখ, স্বর্গচক্ষু বিবস্বান সাগ্রহে তোমার অভিষেকের প্রতীক্ষা করছেন। স্বর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ [illegible] তুমি। এস স্বর্গে আবার [illegible] গ্রহণ কর।'

পিঙ্গলা কথা বলতে পারে না। [illegible] হয়ে আসে। আবেগে কম্পিত [illegible] পুলক রোমাঞ্চ, [illegible] দিব্য জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। [illegible] নিশ্চয় যেন অবগুণ্ঠিত [illegible]। এই সুখ, এই [illegible]। পিঙ্গলার দু'চোখ [illegible] নিমীলিত হয়ে আসে, মূর্ছিতের মত সে বিধাতাপুরুষের পাদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে। অন্তরে ও অন্তরের অধীশ্বর বিরাট পুরুষের [illegible] তাঁর আশীর্বাদ করকমলের স্পর্শ [illegible] যেন মূর্ছিত হয়ে [illegible] পিঙ্গলার।

অন্তর্ধান করলেন বিধাতা পুরুষ। জেগে ওঠে পিঙ্গলা। অবাক বিস্ময়ে সে দেখে, প্রভাতের তরুণ সূর্য সহস্ররশ্মি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। পিঙ্গলার বুকে সুধাক্ষরণ করছে যেন সুধাসমুদ্র, মধুবর্ষণ করছে যেন প্রভাতের অম্বর। সে সুধাধারার শেষ নেই।*

[পুরাণ-কাহিনী আশ্রিত ধারাবাহিক আখ্যায়িকা বর্তমান সংখ্যায় সমাপ্ত হইল।]

---

* পিঙ্গলার উপাখ্যান বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতে (১১ স্কন্ধ, ৮ অধ্যায়)। এখানে যোগশাস্ত্রের পিঙ্গলা নাড়ীর রূপক গ্রহণ করা হয়েছে। [illegible] প্রাণের প্রকৃতি নাগর প্রাণাদি বায়ু। যোগশাস্ত্র মতে প্রাণবায়ু যতক্ষণ পিঙ্গলায় প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ সাধক চঞ্চল—পিঙ্গলা নিরাশ হলেই মন, প্রাণ শান্ত হয় এবং তখনই সাধক সমাধি-শান্তির স্তরে উন্নীত হন।

সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ও-ডি-কোলন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় স্ফূর্তি এনে দেবে।

টাটার ও-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।

# চমৎকার!

# ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিলে হাসি আর মুখে ধরে না! বাচ্চাদের জন্যে অদ্ভুত ভালো এই ব্রিটানিয়া বিস্কুট—ওদের দৈনন্দিন খাবারে প্রায়ই যেসব জিনিসের অভাব থেকে যায় সেই স্বাস্থ্য ও শক্তিপ্রদ পুষ্টি ও ভিটামিনে ভরপুর। আপনার ছেলেমেয়েদের ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিন—এই বিস্কুট খুব সহজে হজম হয়!

বড়দের মধ্যে যারা কেবল ভালো জিনিসই চান তাঁরা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই নিয়ে থাকেন, কেননা স্বাদে ও গন্ধে ব্রিটানিয়ার তুলনা নেই।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

BC ৪৮২৭

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৫

'কাগজ-কলম নিয়ে এস।' বনবিহারী গম্ভীর গলায় হুকুম করলেন কার্তিককে।

কার্তিক থমকে গেল। কিছু লিখে দিতে হবে নিশ্চয়ই। কী না জানি লিখে দিতে হবে। কোনো দলিল? উইল-টুইল? কোনো সম্পত্তিপত্র?

কী না জানি কী। ভয়ে বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল কার্তিকের।

যদি লিখে দিতে হয় একটা বাড়ির অংশ আমার সমস্ত স্বত্ব ছেড়ে দিলে, লিখে দেবে কার্তিক? মনে মনে হাসল কার্তিক। [illegible] তাকে শুধু কলমের খোঁচায় দান করা যায়? কলমের [illegible] করা যায়, [illegible] বন্ধ, [illegible] বন্ধ?

যাই না, কাগজ-কলম নিয়ে, দেখি না দিয়ে। দেখি না কী লেখেন। তেমন কিছু হয়, লিখব না। সব ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে। ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু তাকে জল খাওয়াতে পারো না।

কলমে কালি ভরে নিল। একটা একসারসাইজ খাতার পেটের কাগজটা ছিঁড়ে নিল একটানে। খাটের পাশে কাছে এসে বসল মেঝের উপর।

ঝিমোচ্ছেন বনবিহারী। তাঁর দিকে চেয়ে কার্তিকের মন মায়ায় ভরে গেল। ভালো ঘুমুতে পারছেন না, মুখের দাড়ি চলে গিয়ে হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়েছে, গায়ে হাত দিলেই বোধ হয় জ্বর-জ্বর বলে মনে হবে। যেন শেষ ট্রেন মিস করে শূন্য প্ল্যাটফর্মে একা এক যাত্রী নৈরাশ্যকে শিকার করে শুয়ে আছে ক্লান্তির ধূলিতে।

রিটায়ার করে, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে, আর কোথাও ঢুকতে পেলেন না। কত লোক গাছের শাখা থেকে নেমে গেলেও কেমন ঝুরি ধরে এখনো ঝুলছে—বাবা সামান্য একটা এক্সটেনশনও পেলেন না। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই বাড়িখানা শুধু তুলেছেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্নের বাড়ি এর চেয়েও বড় ছিল। দাদার তো ঐ অবস্থা, আর আমি তো পথে ভেসেছি। ছোট ভাই-বোনগুলি কত দিন কী হবে, কেমন চেহারা নেবে, কে জানে। না, বাবা যা বলেন, তাই করব। যা চান, তাই লিখে দেব সন্তুষ্টচিত্তে। যদি তাঁর একটু শান্তি হয়।

'কী লিখতে হবে?' উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল কার্তিক।

'হ্যাঁ। এনেছ কাগজ-কলম?' বনবিহারী উত্তেজনায় নড়ে-চড়ে উঠলেন। 'হ্যাঁ, লেখ।' বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগলেন কাগজের প্যাকেট। 'এই যে, পেয়েছি।' একটা কাগজের টুকরো বের করে তাকিয়ে রইলেন চোখের কাছে। 'হ্যাঁ, এই—এই নম্বরগুলো—'

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল কার্তিক।

'কই, লিখছ না যে?' ধমক দিয়ে উঠলেন বনবিহারী: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একের পর এক দশটা নম্বর, দশ নম্বরের সমষ্টি। টার্নিং আমাদের। অফিসও বোধহয় সমান নয়। কী, লিখছ? হাত গুটিয়ে বসে আছ কী করতে?'

'জিনিসটা কী, তাতো বললেন।' কার্তিক তাকাল করুণ চোখে।

'লেখ, আই ডু হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার—'

এটুকু লিখতে আপত্তি কি, কার্তিক লিখল। কিন্তু সত্যি সত্যি ঘোষণাটা কী তা ঠিক-ঠিক না জেনে পর্যন্ত আর কলম চালানো অনুচিত। অসম্ভব।

'কী লিখলি?' আবার খিঁচিয়ে উঠলেন বনবিহারী।

'লিখেছি। কিন্তু লেখবার আগে ব্যাপারটা কোথায় আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে না?' দু চোখে বিষম কুণ্ঠা নিয়ে তাকাল কার্তিক।


— নামকরা উপন্যাস —

## নোনা জল মিঠে মাটি

॥ প্রফুল্ল রায় ॥

এই বিরাট দুঃসাহসী উপন্যাসের পটভূমি আন্দামান। এখন সেখানে অরণ্য সমুদ্রের [illegible] উঠেছে নতুন বাঙালির উপনিবেশ। এই উপন্যাসের [illegible] বাঙালির সেইসব সংগ্রামী মানুষ, যারা মৃত্যুকে জয় করেছে; প্রতি মুহূর্তে জীবনের মূল্যকে যারা উপলব্ধি করেছে। দাম : ৮·৫০

॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ — নীলকণ্ঠী ৫

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ — কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৪·৫০

॥ অনুরূপা দেবী ॥ — রামগড় ৪·৫০ বাগ্‌দত্তা ৫ পূর্বাপর ৪ বিবর্তন ৪

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ — পদসঞ্চার ৫

॥ ভোলা সেন ॥ — উপন্যাসের উপকরণ ২·৫০

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ — দুই আর দুয়ে চার ২·৫০

॥ বনফুল ॥ — পিতামহ ৬

॥ অমরেন্দ্র ঘোষ ॥ — দক্ষিণের বিল ১ম ৪, ২য় ৪

॥ পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য ॥ — দেহ ও দেহাতীত ৪

**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স**

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

'এর আর বোঝাবুঝি কী!' বনবিহারী উঠি-উঠি করেও শুয়েই থাকলেন চেয়ারে। 'তোমার জন্যে, তোমার বিয়ের বাবদ, দশ হাজার টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছিলাম। সেই টাকাটা তুমি আবার আমাকে লিখে দেবে। বলবে, ঐ ঐ নম্বর সার্টিফিকেটে তোমার কোনো অধিকার নেই; যেহেতু ওগুলো আমার টাকায় কেনা হয়েছিল, সেহেতু ওগুলো আমার।'

'এই কথা?' তা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি।' কাকলি লেখার উপরে উপুড় হয়ে পড়ল। বললে, 'বলো, কীরকম হবে বয়ানটা—'

বনবিহারীর মুখে কথা নেই। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন নাকি?

সোজা হয়ে উঠে বসল কাকলি। বললে, 'শুধু একটা ডিক্লেয়ারেশান করলেই হবে, না, একটা ক্লিয়ার এসাইনমেন্ট দরকার? ঠিক কী ফর্মটা হওয়া উচিত, আমি বলি কি, নরুকাকাকে পাঠিয়ে জেনে নেওয়া ভালো।'

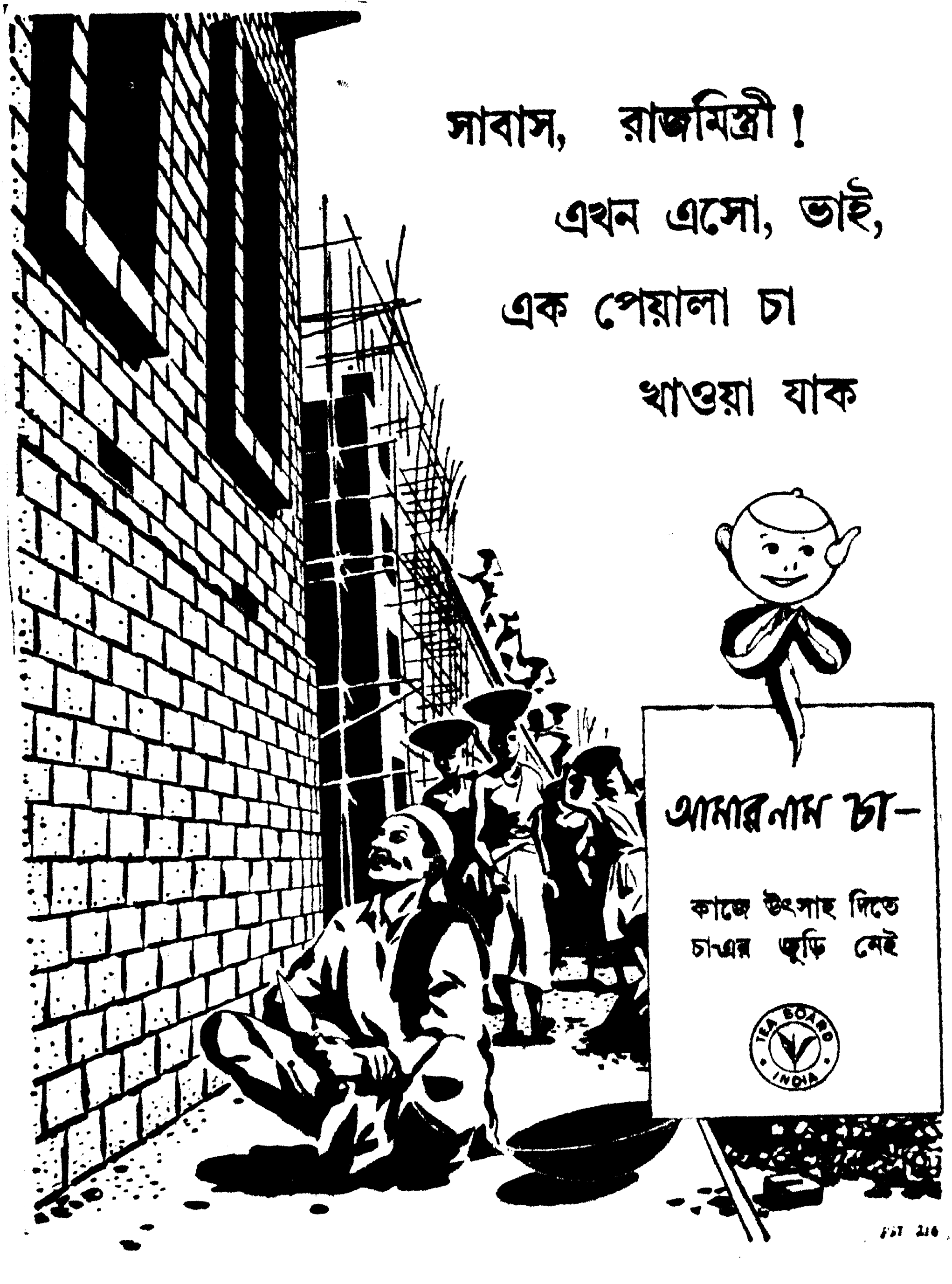

FST 216

বনবিহারী তবু নির্বাক।

'সেখানেই বা কাজ কি।' কার্তিক মৃদুকণ্ঠে বললে, 'সোজাসুজি সার্টিফিকেট গুলো ক্যাশ করে টাকাটা তোমার একাউন্টে জমা দিয়ে দিলেই তো চুকে যায়—'

'ক্যাশ করব মানে?' চমকে উঠলেন বনবিহারী। [illegible] ক্যাশ করবে [illegible]

[illegible]

'আমার কি টাকা খরচ করতে অসাধ,

[illegible] বনবিহারী চেয়ারে [illegible] পড়লেন। বললেন, 'আমার কত দিনের স্বপন, একটি অখণ্ড মুক্তোর মালার মত করে যাকে সাজাই। কিন্তু' দুহাতে চোখ ঢাকলেন বনবিহারী: 'কিন্তু সে-মালা আজ কার গলায় গিয়ে উঠছে?'

[illegible]

[illegible] মনের দিকে [illegible] দেখা [illegible] কোণ [illegible]

[illegible] আমরা এখনো জানি না আমাদের মধ্যে কত রহস্য, কত [illegible], কত [illegible] কিছুই জানি না। [illegible] আলো [illegible] আমাদের মধ্যে নতুনকে [illegible] আবার [illegible] নতুন [illegible]

---

# শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত পুস্তকাবলী—

—[illegible]—

[illegible]

[illegible]

১। [illegible] ১৲
২। [illegible]

দর্শন ও বিজ্ঞান

1 Energy Re. 1.25 2 Mind, 3 Natural Religion Each Re. 1/-
4 Mentation Rs. 2/-, 5. Theory of Vibration Rs. 2/-
6 Formation of the Earth -2/-
7 Triangle of love 1.50

রাষ্ট্র পরিচিন্তন

1. National Wealth 5.50
2. Federated Asia 4.50
3. Lectures on Education 1.25
4. Homocentric Civilization 1.50
5. Lectures on Status of Toilers 2/-.
6. Nation 2/-
7. New Asia Rs. 1/-
8. Temples and Religious Endowments .50

স্থাপত্য মনোবিজ্ঞান

1. Principles of Architecture 2.50.

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

বাংলা ভাষার প্রবাদ ২.০

পশু মনোবিজ্ঞান

[illegible] .৭৫

জীবনী-চিত্রণ বা অনুধ্যান

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান ২.৫০
২য় সংস্করণ
২। [illegible] অনুধ্যান ২.০০
৩। [illegible] অনুধ্যান ৩৲

ঘটনাবলী বা Annals

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—১ম ও ২য় খণ্ড—
২য় সংস্করণ—[illegible] ৩।০
২। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১ম ও ২য় খণ্ড—[illegible]—একত্রে ২.৫০
৩। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ ২৲
২য় সংস্করণ
৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী ১.২৫

[illegible]

নিত্য ও লীলা ১.৫০

[illegible]

—[illegible]

## মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি

[illegible] মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

([illegible] শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত।)

খুঁজে না পায়, তা হলেই প্রেম বিষম। তাই। দেখছ না,' ফুলের মালাটা সুকান্ত নিজেই কাকলির খোঁপায় পরিয়ে দিল: 'ফুলের মালায় তোমাকে একটু নতুন করলাম। দেখলাম নতুন করে। দেখি।' কাকলির চিবুক ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল সুকান্ত।

'আর তোমাকে নতুন দেখলাম কথার মালায়।' টলটলে চোখে বললে কাকলি।

'এবার বিষয় জ্বালায় আসি।' হাসল সুকান্ত: 'তোমার নরুকাকা দিনক্ষণ ঠিক করেছেন?'

'সব ঠিক। এমনকি নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে। আর জানো, নিমন্ত্রণপত্র বাবার নামে।'

'আয়োজন সব সংক্ষেপ তো?'

'অতিশয়। বাবার সেন্টিমেন্টের মান রাখছেন নরুকাকা। যে কটি নিকটতম আত্মীয়-বন্ধুদের না বললে নয়, শুধু তাদেরকেই চিঠি দিচ্ছেন। বলছেন, বাবার প্রেসার ভীষণ বেড়ে গিয়েছে, হৈ-চৈ, গোলমাল সইতে পারবেন না বলেই কাণ্ডটা ও-বাড়িতে না হয়ে এ-বাড়িতে হচ্ছে—'

'আসল কথা কারুরই বুঝতে আর বাকি থাকবে না।'

'বুঝুকগে।'

'তারপর বিয়েটাকে অনিবার্য করবার জন্যে মানে অনিবার্যরূপে [illegible] করবার জন্যে নরুকাকা যা একখানা গল্প ছেড়েছেন তা এখন ইতি-গজ না ইতি-গাজা বলে চালাকেও লোক চাচ্ছে না নিতে। কেমন কুটিল-কুটিল চোখে দেখছে আমাকে।'

'তোমাকে দেখছে?' খিল খিল করে হেসে উঠল কাকলি, 'তোমাকে দেখে কী হবে?'

এই হাসিটি নতুন। ভঙ্গিটা নতুন। মধুরেখ এই টানটি আর কোনোদিন দেখেনি চিবুকে।

'তোমাকে এখন পাচ্ছে কোথায়? যখন পাবে—'

'মজা দেখবে।' আঁচলে একটা ঘূর্ণি দিল কাকলি। বললে, 'এদিকে কী হয়েছে জানো? একটা মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে এসেছি।'

'সে আবার কী!'

ব্যাপারটা বিশদ করল কাকলি।

খুব একটা গৌরবের কাজ করেছে সুকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তা মনে হল না। বরং প্রায় বেদনার সুরে বার করল সুকান্ত, বললে, 'ইস! তুমি কী বোকা!'

'বোকা!' ঘাড় বেঁকাল কাকলি।

'তা ছাড়া আবার কী! নইলে অতগুলো টাকা কেউ ছেড়ে দেয় এক কথায়?'

'না, ঐ টাকা কি আমার?'

হাতের তাঁত

ভারতের অর্থনীতিতে একটি অচ্ছেদ্য অংশ

অতীতের কৃতিত্বে গৌরবান্বিত হস্তচালিত তাঁত শিল্প ক্রমেই প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। ১৯৫২ সালে এই শিল্পে ১১০ কোটি গজ বস্ত্র তৈরী হয় আর ১৯৫৯ সালে হয়েছে ১৮৫ কোটি গজ। উৎপাদনের লক্ষ্য হোল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শেষে ২২২ কোটি গজ। বর্তমানে প্রায় ৭০ লক্ষ তন্তুবায় এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। প্রতি বছর ভারতের যে পরিমাণ বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তার এক চতুর্থাংশেরও বেশী এঁরাই তৈরী করেন।

**অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড**
পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০০৪, বোম্বাই-১

DA 59,381

'তোমার নয় তো কার! যখনি তোমার নামে সার্টিফিকেটগুলো কেনা হয়েছে, তুমি অ্যাডাল্ট হয়েছ, টাকা তোমার ছাড়া আর কারু না। তুমিই তার একমাত্র মালিক— যাকে বলে নিরঙ্কুশ স্বত্বে স্বত্ববান। এখন যদি তুমি তা সাধ করে বিলিয়ে দাও, লোককে [illegible], তা হলে আর কী করা যাবে।'

[illegible]

কথাটা আর শেষ করা দরকার।

[illegible]

করুন।'

[illegible]

দক্ষিণকে তার নাম, তার প্রাপ্য উপকার [illegible] টাকা কি কম! [illegible] আমাদের জীবনে কত বড় একটা সুযোগ!'

'আমাদের জীবন মানে?'

কিরকম লাগল সুকান্তর কানে। বললে, কেন, মানেটা কঠিন কি! আমাদের জীবনে আমাদের সংযুক্ত উভয়ের জীবনে—'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমাদের মানে কি?' কিরকম কঠিন শোনাল কথাটাকে।

'আমাদের মানে আমার আর তোমার।' সুকান্ত মিনমিনে গলায় বললে।


॥ অন্তর্মনা ॥

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible] —দেশ

[illegible] —যুগান্তর

[illegible] —দর্পণ

[illegible]

অগ্রণী প্রকাশনী

[illegible] —১২

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোড়া | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯

যে-কারো পক্ষে—যে-কোনো বয়সে—যে কোনো সময়ে—আদর্শ খাদ্য-পানীয়

ALVITONE

অ্যালভিটোন ল্যাবরেটরিজ
৮ ট্রাংক রোড, মাদ্রাজ—১৬

উত্তর ভারতের পরিবেশক :
স্পেনসার অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড
বোম্বাই, কলিকাতা ও দিল্লী

ALV-3

'শুধু আমার বলো, তোমার নয়। টাকাটা বাবা আমাকে দিয়েছেন, আমাদের দুজনকে নয়।' পাথুরে গলা বের করল কাকলি। 'সুতরাং টাকাটা যখন আমার একলার, যখন ওটার উপর আমার একার কর্তৃত্ব, তখন আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দিয়ে দিয়েছি আমার বাবাকে।' এবার গ্রীবায় যে রেখা ফুটল, তা প্রায় কর্কশের কাছাকাছি।

'তা বেশ করেছ।' নিমেষে শান্ত হয়ে গেল সুকান্ত, একটু বা ঘন হয়ে বসতে চাইল বেঞ্চিতে। বললে, 'কিন্তু তুমি-আমি কি আলাদা? যদি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য হতে পারে, সতীর অর্থে কেন পতির অর্থ হবে না? আর শাস্ত্রে তো বলেইছে, স্ত্রী ভাগ্যে ধন—'

'আর স্বামী ভাগ্যে?' অলসে বিলাসে তাকাল কাকলি।

'ইঁট-পাটকেল!' হেসে উঠল সুকান্ত।

'ঘোড়া না হাতি?'

'ঘোড়া আর হাতি একই কথা।'

'শোনো। আমার কথা শোনো। স্বামী-ভাগ্যে এই ফুলের মালা।' [illegible] বেঞ্চির উপরে মালাটা ছুঁড়ল কাকলি। ছুঁড়ে দিল সুকান্তকে। বললে, 'এই মালার দাম দশ হাজার টাকাও বেশি। [illegible] আমি [illegible] হব না। এ দিয়ে আমি কী করব?'

[illegible]

'তোমার সাধের সানাই বাজবে [illegible] সেদিন?'

'নিশ্চয়ই। নহবতখানা বসেছে কোথাও বাবার।' মৃদুকে হাসল কাকলি: 'কোনোই ছাড়া পথ নেই, তেমনি সানাই ছাড়া বিয়ে নেই।'

'সানাইটা যেন কেমন!' বললে সুকান্ত, 'আনন্দের সুর, কিন্তু কেমন কান্না-কান্না কথা।'

'এই তো অত সুন্দর। প্রেমের মধ্যে যদি ভয় না থাকে, যদি সুখের মধ্যে না থাকে একটু সন্দেহ, জীবনের মধ্যে না থাকে সংগ্রামের অবকাশ, তা হলে স্বাদে কম পড়ে। কি বলো, পড়ে না?'

'পড়ে হয়তো।' পাশ কাটাল সুকান্ত। বললে, 'তোমার বন্ধুদের কাকে বলবে?'

'বিনতাকে তো বলবই।' আপনমনে হাসল কাকলি: 'জানো, একেক সময় সুখটাকে নেহাত গ্রাম্য বলে মনে হয়। ঐ যে গাঁ থেকে শহর দেখতে আসে রঙ-বেরঙের জামা-কাপড় পরে, তেমনি। দেখতে আসা মানে কতকটা বা দেখাতে

আসা। যদি কখনও কাকে দেখানো না যায়, কেউ উপস্থিত হচ্ছে, এই আরশীটা না থাকে, তবে, এমন পোড়াকপাল, সুখেও সুখ হয় না। তাই সকলের আগে কিনতাকে মনে পড়ছে।'

'কিন্তু এমন লোকও হয়তো আছে যে [illegible] অনুকরণ করে। মনে-মনে বলে [illegible] কী আছেই আছে এর, এর [illegible] [illegible]। [illegible] যে [illegible], তার খেয়াল নেই।'

[illegible]

'[illegible] সুখ আছে, [illegible] সুখ নেই। [illegible] চলছে [illegible] [illegible], [illegible] সুখ আছে, আনন্দের সুখ নেই। [illegible] [illegible] [illegible] সুখ আছে, [illegible] সুখ নেই।'

[illegible] [illegible] [illegible] ছায়া পড়ল। [illegible] শুধু [illegible] চুপচাপ।

'[illegible] [illegible] [illegible]? এ যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] শেষ আছে, [illegible] শেষ নেই।'

উঠে [illegible] আসতে পারল দীপঙ্করের আস্তানায়।

কিন্তু এ যে একটা অকৃত্রিম বন্দর। তোমার চালে একসার খিড়কি জানালা। হঠাৎ কাজের সরাইখানা। খোপা আছে, কুলওয়ালা আছে, ঝি আছে, ঝিরি-পোস্টওয়ালাও আছে। ওদিকে বুঝি এক হিন্দুস্থানী গয়লানীর এলাকা। চালের উপরে কাঠের ফ্রেমের আর সাইকেলের টিউব দেখে সহজেই বোঝা যায়, [illegible] কারবার চলছে এখানে। শহুরে গেরস্তও কি ওরই মধ্যে নাকি? না। শহুরে বস্তির রাজপথে। সেকি? শুনিসনে দেখ না? দেখে ঠেকি। দেখে, দৌড়ে, [illegible]। মানুষদের সে কী হল্লা! কখনো বা কী মারামারি! পুলিস এসে রাস্তায় লাঠি ঠোকে। কি দু? তোমরাও সুখে থাকো, আমরাও সুখে থাকি। তোমরাও [illegible] হয়েছ, আমাদেরও জন্ম হলো। বুদ্ধিমত্ত হয়েছ তো ঠেলাও করে। আর


বসু সাহিত্য সংঘ প্রকাশিত

—— [illegible] বই ——

● যা একান্ত প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মতো

● যা দেশের বিভিন্ন পাঠাগারে রাখবার মতো

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
**রূপমতী** [২·৫০]

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
**বেলকুঁড়ি** [২·৫০]

মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের
**কর্মযোগ** [২·০০]
**প্রেম** [২·০০]

[illegible]

সহজে হিন্দী শেখবার অপূর্ব সুযোগ

[illegible]

[illegible] দত্তের

**সহজ রাষ্ট্রভাষাবোধ** [১·৬২ ন. প.]

[illegible]

**বসু বুক স্টল**

১০, [illegible], কলিকাতা—১২



**সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউসের কয়েকখানা বই**

**সত্যানুসরণ**—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের [illegible] [illegible]। ১০ম সংস্করণ, মূল্য—[illegible] টাকা, [illegible] টাকা।

**চলার সাথী**—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথিত [illegible]। ২য় সংস্করণ, মূল্য—৩.০০ টাকা।

**নারীর নীতি**—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথিত। [illegible]। মূল্য ২·৫০ টাকা।

**ইসলাম প্রসঙ্গে**—[illegible] শ্রীশ্রীঠাকুরের [illegible]। মূল্য ৩·০০ টাকা।

**আলোচনা প্রসঙ্গে**—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের [illegible] সংকলন। [illegible] ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড। প্রতি খণ্ড—[illegible] টাকা।

# সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা।

গয়লানীর সঙ্গে তো পরিপাটি ব্যবস্থা। ভাটিও জবলছে, গর্ও হাঁটবে।

সেই অকৃত্রিম বস্তির রাস্তাঘেঁষা দুটো খোপের মধ্যে দীপংকর চাক বেঁধেছে। তার মা বাবা দিদি আর কতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে। ভিড়ের চাপে ঘর ছেড়ে বাইরে উপচে এসেছে দীপংকর, তার খাটিয়া ফুটপাতে।

'দীপংকর আছ?' বাইরে থেকে হাঁক দিল সুকান্ত।

'না, এখনো ফেরেনি।' বাইরে বেরিয়ে এলেন দুর্গাবালা, দীপংকরের মা। 'ফিরতে দেরি হয়। আপনি কে? কী বলব ও ফিরে এলে?' লক্ষ্য করলেন সুকান্তকে।

'আমি ওর বন্ধু। বলবেন, সুকান্ত এসেছিল।'

'আহাহা, বন্ধু। এ নিষ্ঠুর শহরে এমন কথা আর কে বলে? বসো, বন্ধু। বোসো বাবা বোসো।' ভিতর থেকে একটা ময়লা সুজনি নিয়ে এসে খাটিয়ার উপর পাতল দুর্গাবালা। তারপর নজরে আনল কার্কলিকে। 'আর তুমি?'

দুর্গাবালা ভাবছিল, সুকান্তরই কেউ হবে হয়তো। আর সুকান্তরও সেই আশা, তার মধ্য দিয়েই কার্কলি পরিচিত হবে।

'আমরা দুজনেই ওর বন্ধু।' বললে কার্কলি।

'বোসো মা বোসো। এই রাস্তাই আমাদের উঠোন, আমাদের বারবাড়ি। কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে বোস দুটিতে পাশাপাশি। বন্ধুর প্রাণে আবার কষ্ট কী! আহাহা, আমি দেখি, আমি শুনি, আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক।'

'না, আজ আর বসব না। আরেকদিন আসব।' সুকান্ত বললে।

চলে যাচ্ছিল, দু-তিনটে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল কার্কলিকে: 'তুমিই সেদিন গিয়েছিলে চিড়িয়াখানায়। চীনেবাদাম খাচ্ছিলে। তাই না?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তোমরাও গিয়েছিলে। কিন্তু ও—ঐ ছেলেটি কে?' ঘরের মধ্যে চোখ পাঠাল কার্কলি: 'ও যায়নি?'

'না, ও কি করে যাবে? ছোটদের মধ্যে থেকে কে একজন বললে, 'ওর একটা পা নেই। জবরে খসে গিয়েছে। যে পা-টা আছে, সেটাও নড়বড়ে।'

'আর ও কে?' আরো ভিতরে কৌতূহলকে সজাগ করল কার্কলি।

'ও বিল্টুরই ঠিক আগে। বিল্টু নয়, আভা এগারো।' এবার দুর্গাবালাই এগুলেন।

'কী করছে?'

'রাঁধছে। ফেন গালছে।'

বিল্টু জ্বলজ্বলে চোখে মুখভরা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে, যেন কিছুই তার হয়নি, আর ফেন গেলে আভা যখন উঠে দাঁড়াল, গায়ের উপর ছেঁড়া আঁচলটি মেলে, মনে হল একেও খোঁড়া করবার জন্যে আরেক দুর্মর জ্বর আসন্ন। আর, তখন যেন তারও কিছুই হবে না।

গলির থেকে বাইরে আসতে আসতে কার্কলি বললে, 'এরা কি করে বাঁচবে? কি করে দাঁড়াবে?'

'তোমার এ জিজ্ঞাসা মহাশূন্যের শোকে মহাশূন্যের বিলাপ।' সুকান্তর কথাটা প্রায় হাসির মত শোনাল। 'ফাঁকা কথা আর শূন্যেই হতে পারে।'

'যা বলেছ!' কার্কলিও হাসল সকৌতুকে। 'সত্যি, কোথায় নিয়ে এসেছিলে তুমি? বাবাঃ, বুকে হাঁপ ধরে। তুমি দিব্যি বললে কিনা আরেকদিন আসবে।'

'পাগল! আর কে এমুখো হয়? দীপংকরকে আমি তার অফিসে গিয়ে ধরব।'

(ক্রমশ)

পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।

গলক্ষত

বায়োসী সর্বপ্রকার ক্ষত ও চর্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ। জোড়া পোষ্ট কার্ড লিখুন। কবিরাজ শ্রীভীমচন্দ্র রক্ষিত, ইছাপুর, পোঃ সাঁত্রাগাছি, হাওড়া।

(সি ৬৭৭)

# বিশ্ব-বিচিত্রা

মাটি খুঁড়ে যেমন বহু সহস্র বৎসর পূর্বেকার মানুষের জীবনধারা ও শিল্পকর্মের নিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে, তেমনি এখন থেকে বহু শত বৎসর পরের অনুসন্ধিৎসু মানুষ যাতে বর্তমান কালের মানুষের বিষয়ে জানতে পারে, তার ব্যবস্থা করে রাখার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। বহু বিচিত্র রকমের সামগ্রী মাটির নীচে পুঁতে রাখার একটা ঝোঁক কোন কোন দেশে দেখা দিয়েছে। শিকাগোতে একটি কলেজ নির্মিত হবার সময় তার ভিত-এর তলায় বর্তমান কালের মানুষের বিষয়ে জানাতে গায়ক এলভিস প্রেসলির গানের খান কয়েক রেকর্ড এবং বাজাবার জন্য একটি গ্রামোফোন পুঁতে রেখেছে, যাতে বহু শত বৎসর পর কেউ ওজায়গায় মাটি খুঁড়লে এখনকার জনপ্রিয় গানের নমুনা পায়।

বৃটেনে দক্ষিণ ওয়েলসের এবারকার্নে টম রাউউইল নামক এক কৃষক তার খামার-বাড়ির সঙ্গে সংরক্ষণের জন্য নির্মিত ফুলবাগিচা প্রাচীরটি পরিষ্কার করতে একটা পলিথিনের মোড়া বাক্স পায়। তার ভিতরে প্রায় এক ডজন চিঠি আর একটি পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে, দুটিই প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ঐ পরিবারেরই একজনের লেখা। টম ঐ দুটিই এমন অবস্থায় পায় যেন মাত্র কয়েক দিন আগের লেখা। চিঠিগুলির একটিতে সুনীতিকার দুটি রাজা কোথায় দিয়ে যে বিস্ময় প্রতুল প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছিল, সেটি বিশদভাবে বর্ণনা করে তৎকালে রাউউইলের কেমন জীবনধারা ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। টম সেই চিঠির সঙ্গে আর একটি কাগজে নিজ স্বাক্ষরে লিখে বাক্সটিতে ভরে সেটি আবার যথাস্থানে রেখে দেয়, যাতে ভবিষ্যৎ পুরুষের কেউ ওটি পেলে এখনকার অবস্থার কথা জানতে পারে।

লণ্ডনের বিখ্যাত ঘড়ি বিগ বেনের ইমারতটি মেরামত করার সময় মিস্ত্রীরা ঘণ্টা ঘর থেকে একটা পুরনো যুগের স্মারক পায়। পুরু ধুলোয় আচ্ছন্ন একটা বাক্স; তালার অবস্থা দেখলে বহুকাল আগেকার বলে মনে হয়। কৌতূহলী হয়ে মিস্ত্রীরা বাক্সটি খুলে ওর ভিতর কতকগুলি মুদ্রা এবং একটা বিবর্ণ কাগজের টুকরা পায়। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলেন যে, বহু বৎসর পূর্বে বিগ বেন যারা নির্মাণ করেছিল, ওটা তারাই রেখে গিয়ে থাকবে।

গত বছর ইংলণ্ডের এক গ্রামাঞ্চলে নারীদের একটি পুরাতন কারাগার ভেঙে ফেলার সময়ে একটি গাঁথনে একখানি চিঠি পাওয়া যায়। ১৮৫০ সনে লেখা চিঠিখানিতে হিজিবিজি কোটে যা লেখা তার পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, তৎকালীন এক কয়েদী তার স্বামী এক ডাকাতের স্বীকারোক্তি লিখে রেখেছে। স্ত্রীলোকটি লিখেছে কিভাবে সে ডাকাতি করেছিল এবং চিঠিখানি সে লিখেছে যাতে আসন্ন বিচারকালে সে হাতে কোনরূপ ছলনার সেবাদাসী না হয়ে পড়ে।"

যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমার টুলসা শহরের এক অধিবাসী ১৯৫৮ সনে ওখানে একটি উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় আদালত প্রাঙ্গণে একখানি নয়া মডেলের গাড়ি মাটির নীচে এক প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে পুঁতে রেখেছে। ২০০৮ সনে ঐ বাক্সের কোন মালিক অথবা অন্য কেউ সঠিকভাবে বা সঠিক সংখ্যার কাছাকাছি টুলসার অধিবাসী সংখ্যা কত দাঁড়াবে বলতে পারলে গাড়িখানি তারই প্রাপ্য হবে।

•

চারটি স্ত্রীলোককে মুখের উপর প্রহার করার পর টোকিওর এক রাজমিস্ত্রী, শিগিও ইওকোয়ামা জানায় যে, তার যে স্ত্রীর সঙ্গে কলহ হয়েছে, প্রহৃতদের প্রত্যেকটি স্ত্রীলোককে দেখতে ঠিক তার মতো।

•

যুক্তরাষ্ট্রে একটি জীবন-উদ্ধার সংঘ আছে, যার কাজ হচ্ছে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করা। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হ্যারি এম ওয়ারেন বলেন, অর্থনৈতিক দুঃখ, লজ্জা, আত্মগ্লানি এবং অপরাধের দরুনই মানুষকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করে। ডাঃ ওয়ারেনের এই সংঘ ১৯০৬ সন থেকে এপর্যন্ত ত্রিশ হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোককে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

•


"একাঙ্ক নাটিকার ক্ষেত্রে তো তিনি কারও সম্রাট।" —দেশ

একাঙ্ক নাটিকার এই সুবর্ণ যুগে মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

| একাঙ্কিকা | ছোটদের একাঙ্কিকা | নব একাঙ্ক |
| --- | --- | --- |
| [ একুশটি উৎকৃষ্ট একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ ] | [ ছোটদের বারোটি একাঙ্ক নাটক ] | [ দশটি আধুনিক একাঙ্ক নাটক ] |
| মূল্য ৫.০০ ন. প | মূল্য ২.০০ ন. প | মূল্য ৩.০০ ন. প |

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলিকাতা—৬



**হেডমাস্টার** নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি এবং সর্বাধুনিক উপন্যাস। ২.৫০

**সাম্প্রতিক অনির্বাচিত কবিতা** হরপ্রসাদ মিত্র

আশা-নিরাশার আন্দোলিত নতুন সুরের কবিতা। ৩.০০

........................ আগামী সপ্তাহে বেরুবে ........................

**মারামারীচ** সুনীলকুমার ঘোষ

শহর কলকাতার পটভূমিকায় বাস্তবের নির্মম পরিচয়। ৩.৫০

সুরভি প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলকাতা-৯

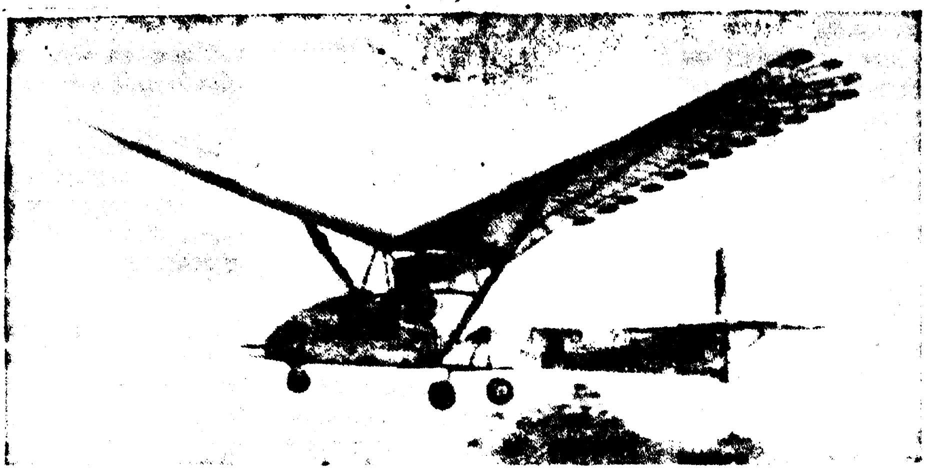

**পাখির মত ডানাবিশিষ্ট বৃটেনের নবাবিষ্কৃত যান "অরনিথপটার"—লণ্ডনের এক স্থপতি কর্তৃক আবিষ্কৃত নতুন ধরণের এই যানটি সম্প্রতি পরীক্ষাকালে কুড়ি ফিট উঁচুতে উড়তে সক্ষম হয়। ঠিক পাখির ডানার মত ডানা ঝাপটা দিয়ে যানটি ওপরে ওড়ে এবং সামনে উড়ে চলে।**

এদেশে বিবাহ বিভ্রাটের অনেক কাহিনী শোনা যায়। একই ব্যক্তি নাম বদলে বদলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিয়ে করেছে এবং ধরাও পড়ে আদালতে সাজা পেয়েছে, এমন ঘটনা অনেকেই মনে করতে পারেন। এছাড়া দুর্বৃত্ত দল টাকার লোভে একই মেয়েকে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, এমন কাহিনীও দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু আমাদের দেশেই শুধু নয়, আমেরিকার মতো স্থানেও এধরণের ব্যাপার ঘটে, অবশ্য একটু ভিন্ন ধরণের।

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুণী
যশোর কুম্ভ ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

ক্রিম-নাগিনী
এম. সি. চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ,
৩৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

গত মহাযুদ্ধের সময় শ্রীমতী বারবারা ফিট্‌জেরাল্ড নামে এক মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত সৈন্যদের [illegible] তার সঙ্গে বিবাহের [illegible] প্রাপ্য ভাতা আদায় করতে থাকে। অবশেষে পুলিশ এই জুয়াচুরি ধরে ফেলায় তার [illegible] ধরা পড়ে। এটি একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়, যুদ্ধের সময় এমনধারা বহু মেয়েরই খবর পাওয়া গিয়েছিল।

[illegible] সুন্দরী মেয়েরা বিস্ময়কর তত কাণ্ডই না ঘটাতে পারে। এক সুন্দরী ইংরেজ যুবতীর কীর্তি খোদ লণ্ডনের অনেকগুলো ঘটকালির কার্যালয়কে বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়। মহিলাটি জানায় যে ছ ফিট লম্বা, নীলচক্ষু ও ব্যারিস্টারদের মত চেহারা এবং বেশ আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন একজনের পাণিগ্রহণ করতে চায় সে। সাধারণত সে পাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের স্থান নির্বাচন করে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশন এবং প্রায় প্রতি পাত্রই তাকে দেখে বিবাহের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু পাত্রেরা যতই কেন ওর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ুক, শেষ পর্যন্ত একে একে সকলকেই সে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। ওটা যেন ওর একটা খেলা। শেষে একজন একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠতে মহিলাটি তাকে জানায় যে, সে বিবাহিতা এবং দুটি সন্তানের জননী, তবে স্বামীর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিই ব্যাপারটা তাই ছিল। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর মহিলাটি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিতা মনে করে। তাই সেই রকম চেহারার পুরুষদের ধরে ধরে নাজেহাল করে অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। ছ ফুটের সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার করে [illegible] আর ঠেকাতে পারেন না।

[illegible] শ্রীমতী [illegible] ১৯৫ [illegible] শ্রীমতী [illegible] উভয়েই [illegible]। [illegible] এই দম্পতির [illegible] বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু [illegible] তরুণ স্বামী রাজী হল না যেমন, তেমনি [illegible] বয়সী স্ত্রী তাতে কোন বাধাই মানলো না।

টেক্সাসের [illegible] শহরের এক বিবাহিতা মহিলা পুলিশকে তার স্বামীর নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা জানায়। পুলিশ জানতে পারে যে, স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে পাঁচ মাস আগে। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ প্রশ্ন করে এতদিন নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কথা জানানো হয়নি কেন। মহিলাটি একটু বিব্রতভাবে বলে, 'এদ্দিন ওর অভাবটা ঠিক বুঝতে পারিনি।।'

GOVERNM[illegible] LIBRARY

# তিন দিন তিন [illegible]

## *** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

[illegible]

মনস্বী

[illegible]

তুমি বিরক্ত হচ্ছ মনস্বী তা জানি। আমার এসব কথা তোমার কাছে আজ হয়তো শুধু, ব্যর্থতার প্রলাপই মনে হচ্ছে। কেন এই কথা লিখছি, একটি কথা বলবার জন্যে, না একটি কথা লুকোবার জন্যে তা আমি নিজেই জানিনে।

লুকোন খুবই সহজ ছিল। মাধুরীকে বলে দিলেই হত কিছু বল না, নিজের মনকে চোখ ঠারলেই হত, কিন্তু বলে দরকার

[illegible]

মনস্বী তুমি জানি আমি তোমার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি, নিজের প্রত্যাশার কাছেই কি পৌঁছাতে পেরেছি? তাই আমি যা কিছু লিখতে যাই আমার কলম থেকে বারবার একই কথা বেরিয়ে আসে, এক ব্যর্থতার চরিত্র কথা।

[illegible]


বাংলা ভাষায় প্রকাশিত

সমস্ত পুস্তকের অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

# দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম

২২।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

●

সমস্ত স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের

সহানুভূতি কামনা করে।

বিঃ দ্রঃ

বুক এম্পোরিয়ম প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের

স্টক আমরা কিনিয়া লইয়াছি। উহা এখন

কেবল আমাদের নিকটই পাইবেন।

হ্যাঁ, শুধু দৃষ্টির সম্পর্ক নয়, রূপের সঙ্গে দৃষ্টিরও সম্পর্ক।

কিন্তু আমি মূর্তিমান অনাসৃষ্টি। আমার কৃতকর্মের জন্যে যতটুকু অনুতাপ তার চেয়ে ঢের বেশি অনুশোচনা পর্যন্ত প্রমাণ অনুভবকরার জন্যে। শুধু প্রবল বন্যাস্রোত সেই অতল মূঢ়তার অবসন্নতায় পাহাড়কে টুকরো টুকরো করে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর আমার ধারণা, সত্য কিনা জানিনে, প্রেমস্রোতেরও সেই সাধ্য আছে। এতসাধ্য সাধনের সেও এক স্রোতস্বতী। পর্বতকন্দরে উদ্ভব তখনো তার প্লাবনের প্রলয়লীলা, তখনো সে অন্তরালে নিভৃত অন্তঃপুরে অন্তঃশীলা।

সেই স্রোতস্বিনীকে তো আমি দেখেছিলাম। অনুভব করেছিলাম তার শক্তি। তার ধারা ক্ষীণ হলো কেন। এই প্রশ্ন বারবার আমার মনকে পীড়া দিয়েছে। তবে কি আমার লেখকের বিলাসরূপে, অনাবশ্যকতার পাহাড় এমনই অচল অনড় অটুট দুর্ভেদ্য যা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙে না,

কর পায় না, ভেসে যায় না? আমি তোমার দোষ দিইনে মানসী, দোষ আমারই।

তারপর আবার সেই পাঁচিল ঘেরা কাঁটাবন পেরিয়ে সভ্যতার কাছে আর একটি ধারাকে আমি দেখলাম অনুভব করলাম। মনে হলো তা কাদের দুয়ে গেল, কাঁদিয়ে গেল, দুটি উজ্জ্বল চোখ যে অপূর্ণ অসম্পূর্ণ তবুও পূর্ণতার আলোয় প্রতিবিম্বিত হবে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার ভুল ভাঙল। একটি ধারাকে দুটি অনুভবে [illegible] পেলাম। আমার মনে হলো [illegible] [illegible]

[illegible]

আর একটি কথা বলবে কি তুমি [illegible] [illegible]

[illegible] শুধু [illegible]

তুমি বলবে [illegible] এসেছিলাম। তুমি খুশি মনে নিয়ে চললাম। কিন্তু এই তো বাইরের। ভিতরে ভিতরে যে অবস্থা গিয়ে পড়ল তা কে খুঁজবে, কে বুঝবে। সেই নৈপুণ্য শুধু সময়েরই আছে। সময়ের সেই কালো পর্দার আড়ালে নিজেকে সাঁতরে নিয়ে চললাম। দীর্ঘ অবসরোত্তির পর নষ্ট হয়ে নেপথ্যলোকে নির্বাসিত হোক। সেখানে আলো নেই, মায়া নেই, মেঘ নেই, ভুবন নেই, তাই বলে কি জ্বালার অভাব আছে? ইতি—

অসীম

চিঠিখানা শেষ করে মানসী চুপ করে বসে রইল। সব মিলিয়ে কথাগুলির যেন কোন অর্থবোধ হলো না। যেন এক পুঞ্জীভূত ধোঁয়া আর পুঞ্জ-পুঞ্জ বাষ্পাবেগ তাকে আচ্ছন্ন করে ধরেছে। শুধু শব্দ, শুধু শব্দ। অর্থহীন ধ্বনি, প্রেম, বাসনা কামনা, প্রাপ্তি বঞ্চনা সবই কি এই শব্দ-তরঙ্গ? অর্থহীন আর অর্থাতীত নাম-নীতি দুর্নীর বাঁধনমুক্ত ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি?

ফিরে ফিরে চিঠিটি পড়তে চেষ্টা করল মানসী। [illegible] [illegible] ছিঁড়ল, [illegible] সঙ্গে আরো [illegible] চিঠিখানা [illegible] কড়া নাড়ার শব্দ হলো না।

[illegible] মাধুরীর গলার শব্দই শুনতে পেল মানসী। ও যে কোথা আছে, এত কাছে আছে, সাঁতাই আছে তাই যেন মানসীর এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। এতক্ষণ মানসী যেন এক নির্জন দ্বীপের অধিবাসিনী হয়েছিল। সেই দ্বীপের চারদিকে উর্মিময় হাতছানি। বাসনার তেমনতর বিক্ষুব্ধ।

'কিসের শব্দ বলতো?' মানসী অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

মাধুরী বইখানা বন্ধ করে বলল, 'কে যেন কড়া নাড়ছে। যা খুলে দিয়ে আয়।'

মানসীর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, 'না দিদি, আমি পারব না। আমার ভয় করছে।'

মাধুরী যে অবাক হয়েছে মানসী তা বুঝতে পারল, কিন্তু মুখ নীচের দিকে নিজের সেই দুর্বল ভাবটাকে ঢাকতে চেষ্টা করল না।

মাধুরী মানসীর দিকে তাকিয়ে একটু


## ত্রিবেণীর বই — সব বই-ই ভাল

॥ গল্প সংগ্রহ ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | নীলাঞ্জনছায়া। | ৩·০০ |
| [illegible] | আপন প্রিয় (৪র্থ সং)। | ৩·০০ |
| | কথাকলি (২য় সং)। | ৩·০০ |
| [illegible] | পলাশের নেশা (৩য় সং)। | ৩·০০ |
| [illegible] | স্বপ্নমধুর (৪র্থ সং)। | ৩·৫০ |
| [illegible] | তৃষ্ণা (২য় সং)। | ৩·০০ |
| [illegible] | বধূবরণ (২য় সং)। | ২·৭৫ |
| [illegible] ঘোষ। | পরমায়ু। | ৩·৫০ |

॥ উপন্যাস ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। | রাধা (৪র্থ সং)। | ৭·০০ |
| [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। | অনুবর্তন। | ৫·০০ |
| [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। | জনপদবধূ (২য় সং)। | ৪·৫০ |
| অবধূত। | কলিতীর্থ কালীঘাট (৭ম সং) | ৪·০০ |
| [illegible] মুখোপাধ্যায়। | অপরূপা। | ৪·০০ |
| লীলা মজুমদার। | চীনে লণ্ঠন (২য় সং)। | ৩·২৫ |
| মনোজ বসু। | আমার ফাঁসি হল (২য় সং) | ৩·৫০ |
| বিমল কর। | বনভূমি (২য় সং)। | ৩·০০ |
| নরেন্দ্রনাথ মিত্র। | দ্বীপপুঞ্জ। | ৪·৫০ |
| সুবোধ ঘোষ। | রূপসাগর (২য় সং)। | ৪·০০ |

॥ রম্যরচনা ॥

| | | |
|---|---|---|
| সৈয়দ মুজতবা আলী। | ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সং)। | ৪·৫০ |

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

| | | |
|---|---|---|
| শিবশঙ্কর পিল্লাই। | দুকুনকে ধান। | ৩·০০ |
| কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। | মাটির মানুষ। | ২·৫০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

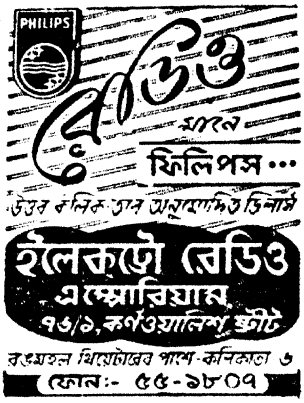


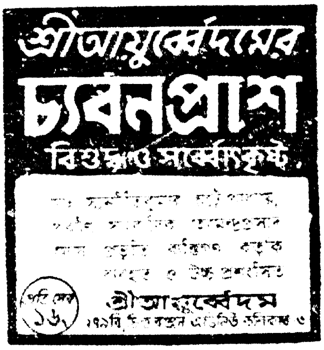


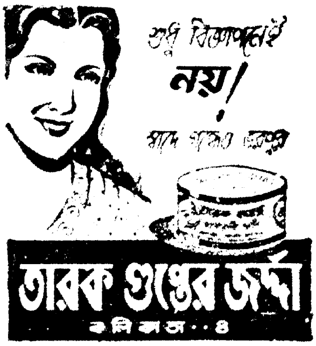

[illegible]
[illegible] কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭ ২৪৭৮

হেসেল, কিসের ভয়? চোর? ডাকাত? না ভূত?'

মানসী কোন জবাব দিল না। দিদি কি জানেনা এই মুহূর্তে যাদের নাম ও করল এই মাঝরাতে তারা যদি কেউ আসে, কড়া নেড়ে আসে না? দিদি কি জানে না এই অন্ধকার রাতে সবচেয়ে যে বড় ভয়ঙ্কর সে দুঃসংবাদের দূত। দিদি কি জানে না সব সময় ভয়ের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই, অন্ধকারই তার আকার, তারই মত সে সর্বগ্রাসী?

মাধুরী বলল, আর তাহলে দুজনে একসঙ্গে যাই।'

মানসী মনে মনে বলল দিদি, তাহলে [illegible] ভয় করছে? [illegible] একা যাবে সাহস নেই। দুইও চল একসঙ্গে যাই, [illegible] ভয়ের সমুদ্রে একসঙ্গে ঝাঁপ দিই, একসঙ্গে মরি।'

মাধুরীই [illegible] দরজা [illegible] মানসী [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] আগেই [illegible] আলো [illegible]। নন্দ উঠে দিয়ে [illegible] দরজা খুলে দিয়েছে। [illegible] ফেল করার [illegible] [illegible]।

দরজা খুলে দিয়েই নন্দ বলে উঠল [illegible]।

মানসী [illegible] বিশ্বাস করতে পারল না। তারপর নন্দ যখন তাকে [illegible] এবং তখন [illegible] বিশ্বাস করতে পারল না। আশ্চর্য সে ফের এসেছে।

নন্দ বলল, আমি জানতাম আপনি [illegible] আসবেন।'

নন্দ, কি [illegible] একবার কথা [illegible]? মানসীও কি জানত? সে [illegible] কী জানি।

কিন্তু মানসী ওদের দিকে তাকাল না। [illegible] তেজ। [illegible] সময় না দেখে [illegible] ইচ্ছা করে। চোখের [illegible] ওপর নির্ভর করতে [illegible] ভালো [illegible] চোখকে বড় ভয়, কী দেখাতে কী দেখায়। চোখের বড় [illegible] সে যে ধাঁধা দেয়, [illegible] দেয়, সত্যকে অসত্য [illegible] করে রাখে।

আশ্চর্য, অমন করে বিদায় নিয়ে সে আবার ফিরে আসতে পেরেছে? কিন্তু কেন? কার জন্য?

মাধুরীও মুখ তুলে আছে? নন্দর ওপর কি তারও ভার? নন্দ কি সকলেরই মোক্তার?

'কোথায় ছিলেন অসীমদা? কোথায় গিয়েছিলেন?'

অসীম একটু হাসল, 'তুমি যতদূর গিয়েছিলে সেই সোনপুর পর্যন্ত।'

নন্দ যেন লাফিয়ে উঠল, 'বলছেন কি? কী করে টের পেলেন? নিশ্চয়ই কারো কাছে শুনেছেন? কার কাছে শুনেছেন বলুন?'

অসীম বলল, 'সে কথা কি বলা ঠিক? তুমি কি কারো কাছে বলে বেরিয়েছিলে?'

নন্দ বলল, 'তবু বলুন, নাম বলুন। আমি সেই লোকটাকে চিনে রাখি। দাঁড়ু ছাড়া আর দুজনে জানে। ইন্দু [illegible] বোডের [illegible] আর [illegible]। কে সেই [illegible] আমাকে [illegible] দিল [illegible]। ওরা [illegible] মরে গেলেও কথাটা ফাঁস করবে না।'

অসীম একটু হাসল, [illegible] এসেছে [illegible] কথাটা ফাঁস [illegible] [illegible]।'

নন্দ বলল, 'আপনি কি [illegible] [illegible] না?'

অসীম বলল [illegible]।'

নন্দ, [illegible] [illegible]।'

অসীম বলল [illegible] কি [illegible] [illegible]।'

[illegible]

নন্দ জিজ্ঞাসা করল, [illegible] [illegible] অসীমদা?'

এই কথা [illegible] অসীমের [illegible] [illegible] না। [illegible] আগেই [illegible] [illegible] খুলে দাঁড়িয়ে [illegible]।

'এই যে অসীম, এসো এসো। আমি [illegible] পারছিলাম না। [illegible] এক [illegible] এল, আর এক [illegible] যে ফিরল না। এই রাতে কোথায় কোথায় [illegible]। কিন্তু সে যাই বলুক অসীম আমি ঠিক জানি তুমি আসবে। নন্দর খবর না নিয়ে তুমি আজ রাতে অন্য কোথাও বাস করতে পারবে না। আমি মানুষ চিনি অসীম। দায়িত্বজ্ঞান কার আছে কার নেই তা বড় কাজ দিয়ে নয়, এইসব ছোট ছোট কাজেই টের পাওয়া যায়। প্রাণের টান আছে বলে তুমি এসেছ, দায়িত্বজ্ঞান আছে বলে তুমি সোনপুর পর্যন্ত ছুটেছ। কিন্তু কই সেই [illegible] হারামজাদা তো একবার এল না। তার তো

নিজের ছোট ভাই। খবরটা তো সেও পেয়েছে। কিন্তু কই! মাথাব্যথা তো নেই-ই, সাধারণ একটা Curiosity পর্যন্ত থাকতে নেই?"

সুহাসিনীও কিছুক্ষণ আগে উঠে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, এই রাত্তিরবেলায় আর তোমার বক্তৃতা দিতে হবে না। মুখ খুললেই মহাভারত এ আর সব সময় সহ্য হয় না বাপু। মানুষের সময় আছে, অসময় আছে, মন আছে, মেজাজ আছে। এসো অসীম, হাতমুখ ধুয়ে এসো। তোমাকে খেতে দিই।'

অসীম বলল, 'না মাসীমা, এত রাতে আর কিছু খাব না। খিদেও নেই।'

মনোমোহন বললেন, 'না না অসীম, [illegible] উপবাস মোটেই ভালো নয় অসীম। [illegible] কিছু, তোমাকে মুখে দুটি দিতেই হবে। [illegible] তুমি আমার ছেলের [illegible] টা [illegible] আর আমরা সব [illegible] [illegible]'

খাওয়া দাওয়ার কথায় মানসীও [illegible] [illegible] আর অপেক্ষা করে বসে নেই।

অসীম বলল, 'তাহলে আর কী [illegible]।'

মনোমোহন বললেন, '[illegible] বাবা, দুটি [illegible] [illegible] [illegible] ঘুম [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] তবে [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] একটুও [illegible] সেই [illegible] ছোট বেলার আমাদের [illegible] কি।

[illegible] দুটি [illegible] অপরূপ
[illegible] সাথে [illegible]
[illegible] [illegible] আঁখি
এ [illegible] [illegible] আঁখি।'

সুহাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, মাধুরী তোরা কি এই শেষ রাতে কেবল হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুনবি? তাহলেই কি সব কাজ হয়ে যাবে? রাত পোয়াতে না পোয়াতে ফের তো উঠতে হবে আমাকে? তোমাদের যজ্ঞশালা একদিনও তো আমাকে ছাড়া চলবে না।'

মাধুরী বলল, 'যাই মা।'

রান্নাঘর ছাড়া খাওয়ার আর জায়গা কোথায়। বিছানা পেতে সব জায়গাকেই এখন শোয়ার জায়গা করে নেওয়া হয়েছে।

রান্নাঘরের মধ্যেই একক অতিথিকে এখন খেতে দেওয়া হলো। মানসীকে মা ডাকলেন না, সে খাওয়ার কাছে গেলও না। কিন্তু আশ্চর্য, মাধুরীকে বারবার ডাকা সত্ত্বেও সে শুধু আসন পেতে গ্লাসের পাশটি রেখে চলে এল। এসে দাঁড়াল জানালার সামনে। একি লজ্জা, না গোপন অনুরাগ? কই অসীমের কাছে এই সংকোচ তো মাধুরীর এর আগে ছিল না। নতুন সম্পর্কের রঙে রাতারাতি সব পাল্টে গেছে যে। চিরদিনের চেনা মানুষ হয়েছে অচিন দেশের রাজপুত্র।

[illegible] মা পরিবেশন [illegible] লাগলেন, বড়ো [illegible] উপকরণ [illegible] আপ্যায়ন করতে লাগলেন। মানসী ওদিকে আর গেল না। [illegible] মধ্যে ঢুকে পড়ল। মানসী [illegible] লক্ষ্য করল মাধুরী সেই যে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] প্রথম [illegible] [illegible] তারপর [illegible] [illegible] ওই।

[illegible] [illegible] মনোমোহন তার [illegible] [illegible] [illegible] অসীমকে। বললেন, [illegible] [illegible] [illegible] অসীম। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই।

অসীম বলল, 'হাঁ, চলুন। [illegible] [illegible] উঠে [illegible] বসতে হবে।'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অসীম [illegible] [illegible] এমন [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible] [illegible] কিছুই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠে [illegible] [illegible] [illegible] এর [illegible] [illegible]

অসীম [illegible] না, কিন্তু [illegible] [illegible], মানসী, অসীমের বিছানাটা একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible]।

এসব কাজের জন্য [illegible] মানসীকে ডাকে। ওর [illegible] যে আর এক মেয়ে আছে তাকে ডাকলেই হয়। সেই এসে সব করুক। সেই সব পারবে।

বাবা আর একবার তাড়া দিলেন, মানসী, আর হাত [illegible] না।

না গেলে আরো বেশি হৈচৈ হবে। তাই মানসী ঘরে ঢুকে অসীমের বিছানাটা ঠিক করে দিতে লাগল। অসীম বলল, 'আমিই তো করে নিতে পারতাম।' মানসী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বালিশের ওয়াড় বাওয়া ফুলতোলা ঢাকনিটা ঠিক করে দিতে লাগল।

তার আগেই অসীম নীচে নেমে মনোমোহনের বিছানায় গিয়ে বসেছে।

মনোমোহন বললেন, 'তুমি করবে কি অসীম? এসব মেয়েদের কাজ ওরা করে না দিলে কি আর চলে। এতখানি বয়স হলো শুধু ভালো করে বালিশটা গুঁজতে দিতে পারিনে। আমাদের এই পরাধীনতার সুযোগ নিয়েইতো ওর [illegible]।'

কথা শেষ না করে হাসতে লাগলেন মনোমোহন।

মাধুরী এসে ঘরে ঢুকল, 'বাবা।'

মানসী ভাবে ঢুকবেই। ও কি আর একা না এসে পারে। পান না সুপুরি কোন অজুহাত হাতে করে নিয়ে এসেছে?

মাধুরী বলল, 'বাবা।'

মনোমোহন বললেন, 'কিরে! তুই শুতে যাসনি মাধুরী? আমি ভাবলাম তুই বুঝি শুয়ে পড়েছিস তাই মানসীকে ডাকলাম। [illegible] মানসী [illegible] [illegible] [illegible] হলো।'

মানসী একবার [illegible] [illegible] দিকে না।

মাধুরী বলল, 'বাবা একটা কথা তোমার কাছে বলব।'

মনোমোহন বললেন, 'বল না।'

মাধুরী বলল, 'কথাটা এখন এর জায়গায় আছে, এখনই বলা দরকার। কাল আবার অসীমদা চলে যাবে।'

মনোমোহন একটু হেসে বললেন, 'বাবাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

মাধুরী বলল, '[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে না। তাই [illegible] [illegible] এসেছি।'

মনোমোহন বললেন, '[illegible] [illegible] হল না। [illegible] [illegible] [illegible]।'

মাধুরী বলল, 'কথাটা অসীমদারই বলবার কথা ছিল বাবা। কিন্তু সংকোচে বলতে পারেনি।'

মানসী নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠল না। মনে হল [illegible] [illegible] [illegible]। অসীমদা [illegible] [illegible] [illegible] তুমি নিজের মুখে [illegible] এসেছ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] কি আর— [illegible] এত লজ্জা আর [illegible] নয়। একজনকে পাবার জন্যে তুমি সব ছেড়েছ।

মনোমোহন বললেন 'আমার কাছে আবার সংকোচ কিসের থাকবে, ব্যাপারটা কি।'

মাধুরী একটু হেসে বলল, 'ঘটনাটা এক বছর আগেই ঘটে গেছে বাবা। কিন্তু ওরা গোপন করে রেখেছিল। আমার কাছেও গোপন করেছিল। আমি এবার জানলাম। ওরা বিয়ে করেছে বাবা।'

মনোমোহন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী করেছে!'

মাধুরী বলল, 'রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে।' অসীম বলল, 'এ তুমি কী বলছ মাধুরী!'

মানসীও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল 'দিদি এ তুই কী বলছিস। না না না, কখনো তা হয়নি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'ওরা এখন ভয়ে চেপে রাখতে চায় বাবা। স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সবই যখন হয়ে গেছে চেপে রাখা কি আর ভালো? তুমি বল।'

মনোমোহন এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে আবেগভরা গলায় বললেন, 'আমাকে আর ভালোমন্দের কথা জিজ্ঞেস করো না মা। আমার ভালোও নেই মন্দও নেই। আমার বিচারের সঙ্গে তোমাদের বিচারের কি কোনদিন মিল হয়েছে যে আজ হবে? ছি ছি ছি আমাকে না জানিয়ে এমন কাজ যারা করতে পারে তারা তো আমাকে খুনও করে ফেলতে পারে মাধুরী।'

অসীম বাধা দিয়ে বলল, 'মেসোমশাই শুনুন। আপনি না জেনে শুনে ওর কথা বিশ্বাস করে—।'

মনোমোহন অসীমকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না, পরম ক্ষোভের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি অসীম, ভয়ঙ্কর ঠকেছি। বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। তুমিও তো রাজ কর্মচারী। ওগো শুনছ? মাধুরী, তোর মা কি ঘুমিয়েছে না মরে আছে? তাকে একবার ডেকে দেতো। তার মেয়ের কীর্তি কাহিনী এসে শুনুক।'

মাধুরী বলল 'যাই বাবা। মাকে গিয়ে ডেকে দিই।'

মানসী প্রায় মাধুরীর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বলল, 'দিদি কেন তুই আমার নামে এমন করে মিথ্যে কথা বললি। বাবার কাছে এমন করে ছোট করে দিলি। তুই তো জানিস সব মিথ্যে।'

মাধুরী বলল 'ঠিক আগাগোড়া মিথ্যে নয়, আগাগোড়াই সত্যি। একটু মিথ্যের ছিটে কাল লেগেছিল, আর একটু ফোঁটা আজকে পড়ল। আসছে কাল কি পরশু ধরে ফেলিস তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সুহাসিনী সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে আর জাগাল না মাধুরী। ঘরে এসে খিল দিয়ে লাইট নিভিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

খানিকক্ষণ অন্ধকারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মানসীও শুতে এল।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

মানসী ডাকল 'দিদি!'

মাধুরী কোন সাড়া দিল না।

মানসী এবার আরো কাছে এগিয়ে এল, 'দিদি ঘুমিয়েছিস?'

মাধুরী বলল 'না।'

মানসী অস্ফুট আবেগরুদ্ধ গলায় বলল, 'এ তুই কী করলি বল তো।'

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মানসী কালরাত্রে ঠিক এই সময় তুই ঠিক এই কথাই বলেছিলি। দিদি তুই কী করলি দিদি, তুই এই করলি। তোর হয়তো মনে নেই, তুই হয়তো ঘুমের মধ্যে বলেছিলি। ঘুমের চেয়েও এ আরো বেশি অন্ধকার করে সেই অসহ্য গুরুভার বাধার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে বলেছিলি।'

মানসী বলল 'কই আমার তো মনে পড়ছে না।'

মাধুরী বলল 'তাহলে হয়তো তোর মুখ থেকে কথাটা বেরোয়নি আমার বুকের ভিতর থেকেই তা বেরিয়ে এসেছিল। একই কথা। প্রথমে ভেবেছিলাম মরব।'

মানসী ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দিদি, দিদি। তুই এত—।'

সেন্টিমেন্টাল গানটা আর মুখ থেকে বের করল না মানসী।

মাধুরী বলতে লাগল, 'কিন্তু দিনের আলোয় আবার আমার প্রাণের তৃষ্ণা জেগে উঠল। সব রকমের তৃষ্ণা। স্কুল করলাম টিউশনি করলাম সেই তৃষ্ণা আমার বুকের মধ্যে বসে রইল। সারাদিন তার সঙ্গে আমার যুদ্ধ যুদ্ধ কেটেছে। তারপর দেখলাম নন্দুকে। সে হেরেও হারল না, ফেল করেও তার বড়াই যায় না। দেখলাম বাবাকে। রোজই তো দেখি। কিন্তু আজ যেন সব অন্যরকম। নন্দুকে যতক্ষণ পাওয়া যায়নি একটা পাতা পড়লেও মনে হয়েছে অশুভ লক্ষণ। নিজেকে যখন ফিরে পেলাম তখন সবকিছুর মধ্যে শুভ লক্ষণ আশ্বাস আর সান্ত্বনা দেখতে পেলাম মানসী। আমার কাছে সমস্ত জগৎটাই একটা সিম্বল হয়ে উঠল। তুই, নন্দু, বাবা, বাবার প্রতিটি কথা, পুরোন পর্দার প্রতিটি পংক্তি আমাকে একই কথা বলতে লাগল। কিন্তু আর নয় মানসী রাত অনেক হোলো। এবার ঘুমো।'

মানসী বলল 'কিন্তু দিদি আমি যে হেরে গেলাম।'

মাধুরী বলল, 'আবার জিতলিও তো।'

ও হাসল কিনা মানসী অন্ধকারে তা বুঝতে পারল না। ও যে পাশ ফিরে শুয়েছে তা টের পেল।

কিন্তু এই কি জয়। না এর মধ্যে জয়ের আনন্দ নেই, এতো যুদ্ধ নয় সন্ধি। নিজের প্রাপ্যকে আর একজনের হাত থেকে দান হিসেবে গ্রহণ করা। হারানো বস্তুকে যে খুঁজে এনে দিল ফিরিয়ে দিল তার কাছে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হবে। জয়ের গৌরব কোথায় মানসীর।

অবশ্য ইচ্ছা করলে এই দয়ার দান সে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। ছিঁড়ে ফেলতে পারে মিথ্যার জাল। কিন্তু পারবে কি? নিজের ওপর সে ভরসা যেন আর হয় না। অসীম ঠিকই লিখেছে, একজন সংকল্প করে, আর একজন তা টুকরো টুকরো করে ভাঙে। দুদিন ধরে এক আঁধ ক্ষুদ্র টীকা তাকে মুহূর্তে মুহূর্তে নাড়িয়েছে, কাঁদিয়েছে আক্রোশ আর ক্ষোভের তরঙ্গ বাঁধের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়েছে। অথচ কেন? কিসের জন্যে? অসীম কি কোনদিনই তার কাছে এত মূল্যবান এত মহার্ঘ ছিল? আদর্শ পুরুষ তো ভালো পুরুষের সম্মানই কি মানসী তাকে দিয়েছে? দেয়নি। তবু সেই অসীমের জন্যে মানসী কী দুঃসহ যন্ত্রণাই না ভোগ করেছে। একটি কালো কালির [illegible] ছিনিয়ে নিয়ে ছোট্ট ছুরির এক অসমান টুকরো [illegible] মাধুরী যেন তাকে আর এক দুঃসহতার [illegible] করে দিয়েছে। সেই [illegible] পরতে [illegible] আবার না পরলেও [illegible] নেই। না পরলেও মনে হয় সব শেষ [illegible] হয়ে গেলো।

মানসী কি এই [illegible] ছিঁড়ে ফেলতে পারে না? পারে না? পারে না?

পারে না, পারে না, পারে না।

পারে না যে দুদিন ধরে তার প্রমাণ হয়ে গেছে। হঠাৎ মানসীর দুচোখ ফেটে জল এল। হাসিতেও কান্না, শোকেও কান্না। নিয়েও কান্না, দিয়েও কান্না। তার পাশে শুয়ে আরো একজন যে নিঃশব্দে কাঁদছে তা কি আর মানসী টের পাচ্ছে না?

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে মানসী বিনা ভাষায় বিনা শব্দে বলতে লাগল, না না, না না, না না। এই অস্তিত্বময় জগতে এত অসংখ্য না! বাসনায় বেদনায় এমন অপরিসীম অপরিমেয় কান্না। তারপর যে কী হলো মানসী জানতেও পারল না।

মায়ের মত মমে, বুকভরা মায়া নিয়ে রাত্রি তার মেয়েকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল। তারপর পরম স্নেহে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ঘুমের দোলায় দোলাতে দোলাতে তাকে নিয়ে রঙীন স্বপ্নের পথে রঙীন ভোরের দিকে এগিয়ে চলল।

— সমাপ্ত —

স্বর্ণ ও রসায়ণ যুক্ত অদ্বিতীয় সালসা
হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
• রক্তদুষ্টি, চর্মরোগ ও দুর্বলতা নাশ করে
• স্বাস্থ্য ও শক্তির সঞ্চার করে
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৭

ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, তিনি ভারত-আবিষ্কারের জন্য ভারতে আগমন করিয়াছেন।—"ভ্রমণান্তে ভারত-আবিষ্কার সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ রচনার বাসনা যদি তাঁর থেকে থাকে তাহলে আমরা বিনীত নিবেদন জানাব—গ্রন্থটির মূল্য যেন সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই রাখা হয়। অবশ্য সাংস্কৃতিক

বিনিময় হিসেবে বিনামূল্যে দিলেই অধিকতর কাম্য"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি ভারতীয় প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর উন্নতর জীবনযাত্রার জন্য সম্ভাব্য চেষ্টা করিবেন।—"সমস্তের ভিত্তিতে উন্নতিলাভের জন্য মূল্যে দ্রব্য দিয়ে না নিজেদের মতো যাতে সমানভাবে সম্ভব করা হয় আমরা সেই অনুরোধ আগে থেকেই করে রাখছি।"

• • •

কলিকাতা পোর্ট প্রতিষ্ঠান পত্রিকা 'উন্নতি'র মধ্যে কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ের মীমাংসা করিয়া বেকারী সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করলাম—"অবঃ ভালোও ভাল নয়—" সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

শ্রীনেহেরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মহিলাদের যদি আমরা দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের অগ্রগতি নিরর্থক হইবে। "এতে পুরুষেরাও বেঁচে যাবেন। যতদিন জীবন ধারণং ততদিন ভাত-কাপড় প্রদানং স্বাহার দায় থেকে তারা মুক্ত হয়ে যাবেন"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •

নয়াদিল্লিতে বিশ্ব কৃষিমেলার উদ্বোধনী সভায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্তব্য করিয়াছেন যে, কৃষি উন্নয়নের মধ্যেই অহিংস রাষ্ট্রের বীজ নিহিত রহিয়াছে।—"কিন্তু এই সঙ্গে ওনার রচনাটিই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। খাটে, খাটের পাশে ছড়ি, তার অনেক কাছে ছড়ি, ঘরে বসে পড়ছে বই, তবু ঘরে যা ভাত"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবর্গ, ভারত ও ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শান্তির সন্ধানে এক সাথে চলিবেন।—"খুবই ভাল কথা। কিন্তু সবকটা হাত এক সাথে বসাতেও পারবেন তো? কেননা ভারতের যে কখন যে সাথ দিবেন সেটা তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।"

• • •

শ্রীরাজাগোপালাচারী নাকি তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, তিনি এক হাজার মহিলার সহযোগিতা লাভ

করিতে পারিলে দেশের বর্তমান সরকারকে অনায়াসে উৎখাত করিতে পারেন।—"কিন্তু হাজারের দরকার নেই। তেমন-তেমন জাঁহাবাজ হলে দু'টি হলেই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা ভাবছি অন্য কথা। সরকারের সঙ্গে লড়তে রাজাজী কি সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত অন্তঃপুরচারী হলেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

সম্প্রতি ব্রডওয়ের এক প্রেক্ষাগৃহে গন্ধ-মধুর ছায়াচিত্রের যুগকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। "চীনের প্রাচীরের পশ্চাতে" ছবিখানার দৃশ্যের পর দৃশ্য যখন উন্মোচিত হইতে থাকে তখন সুদূর চীনের মসলা ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের মধুর গন্ধ প্রেক্ষাগৃহে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। বিশুখুড়ো বলিলেন—কিন্তু "চীনের প্রাচীরের বাইরে" ধরনের কোন ছবি যদি তোলা হয় তাহলে গ্যাস বা গুলী-বারুদের গন্ধ কি এমনি করেই ভেসে বেড়াবে?"

• • •

কূটনৈতিক শিষ্টাচার কাহাকে বলে তাহা জানেন না বলিয়া প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রধানমন্ত্রী নেহেরু

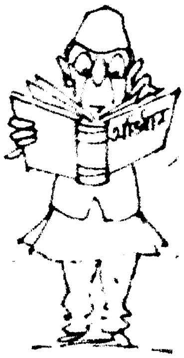

দুইজনেই স্বীকার করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন প্রকাশ্যে হাজার হাজার লোকের সামনে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এটা এমন কোন কঠিন কথা নয়, সহজেই শেখা যায়। যে-কথাটা সবচেয়েই প্রথমে মনে পড়ে তা চেপে দিয়ে যা মনে পড়ে না সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলাকেই বলে কূটনৈতিক শিষ্টাচার।"

---

"রূপ ভগবানের দান, দুর্লভ ও অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদের অধিকারী সত্যি ভাগ্যবান। আর যিনি সে-রূপের প্রকাশ দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তিনিও ভাগ্যবান।"

আবরণ ৫০০

বিচিত্রা, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কল-১২

# চিত্র প্রদর্শনী

**চিত্রগ্রীব**

গত সপ্তাহে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ব্যবস্থায় শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরীর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরী শান্তিনিকেতনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন কলা ভবনে 'শিল্পাচার্য' নন্দলাল বসুর কাছ থেকে। যা শিক্ষা পেয়েছেন সেই ধারাতেই ইনি সাধনা করে চলেছেন। এঁর চিত্রকলা শতকরা একশ ভাগই শান্তিনিকেতনী। প্রচুর পেন্সিলে আঁকা প্রতিকৃতি, একটি স্ক্রোল জাতীয় রচনা, কিছু প্যাস্টেলের কাজ, কিছু টেম্পারার কাজ, কিছু জল রঙের কাজ, কিছু বাটিকের কাজ এবং কিছু এম্ব্রয়ডারীর কাজ সাজিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এর মধ্যে বেশ পুরোনো কাজও কিছু ছিল, আবার নতুন কাজও ছিল, কিন্তু কাজের ধারায় কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। পেন্সিল-এ আঁকা প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে ভালো কাজ বেশ কয়েকটি চোখে পড়ে, তবে আঁকার ধরনধারনে অভিনবত্ব কিছু নেই। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, বেশীর ভাগ প্রতিকৃতিই পাশ থেকে দেখা। এটিও আগেকার আমলের ঢঙ। টেম্পারায় আঁকা সাঁওতালী বিবাহ উৎসবের ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালীদের বিবাহ উৎসবের বর আসা থেকে ঘটকী বিদায় পর্যন্ত একে একে বিভিন্ন অংশ দেখিয়েছেন শিল্পী মস্তবড় একটি স্ক্রোল রচনায়। এ রচনায় শিল্পী শুধু তার শিল্পনৈপুণ্যেরই পরিচয় দেননি, রসিক মনেরও পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি ফুলের রচনাও বেশ রসোত্তীর্ণ। ঝড়, কালবৈশাখী প্রভৃতি রচনাগুলিও ভালো লাগে। কারুশিল্পের মধ্যেও উচ্চাঙ্গের কাজ চোখে পড়েছে। শিল্পী সারাজীবনের সব রচনাই বোধহয় প্রদর্শন করেছিলেন। ভালো মন্দ কিছু বাছবিচার করেন নি। তাই বেশ কাঁচা কাজও অনেক দেখা গেছে। বিশেষ করে প্যাস্টেলের কাজগুলি প্রদর্শনযোগ্য বলে মনে হয় না। কয়েকটি পোর্ট্রেটের রচনায় শারীরস্থান অত্যন্ত দুর্বল। আর অতগুলি প্রতিকৃতিও রাখার দরকার ছিল বলে মনে হয় না। ব্যবস্থাপনায় আশ্রমিক সংঘের কিছুটা অবশ্যই দোষ ছিল। কারণ, দুদিন উপর্যুপরি গিয়েও প্রদর্শনীর ছবিগুলির কোনও নাম আমরা জানতে পারিনি। শুনলাম ক্যাটালগ তখনও ছাপা হয়ে ওঠে নি। সেই কারণে যেসব ছবি আমাদের ভালো লেগেছে সেগুলির সবকয়টির উল্লেখ আমরা এখানে করতে পারলাম না। এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

• • •

১৬৮নং লিন্টন স্ট্রীট-এ একটি নতুন শিল্পী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠীর নাম শিল্প ভারতী। এঁরা গত সপ্তাহে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এ প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিলেন রবীন মণ্ডল, গণেশ, নির্মলা দাস, দেবীপ্রসাদ সাহা, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, আনন্দ সিং, আশীষ সেন, প্রণব বসু, বংশী পানিরো, ঈশা মহম্মদ, রবিন গোস্বামী, দীপক নাগ এবং আব্দুল কুদ্দুস। মঞ্জুলা ভট্টাচার্য এবং বংশী পানিরো ছাড়া এঁরা সকলেই গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট থেকে সুকুমার শিল্পে ডিপ্লোমা লাভ করে বেরিয়েছেন। বংশী পানিরোর কাজ আমরা এর আগে দেখেছি ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ। ইনি কর্মিষ্ঠ। নানান রকম প্রথা প্রকরণে ইনি পরীক্ষণ নিরীক্ষণ করেছেন। তবে বেশীরভাগ ঝোঁক এর পয়েন্টিলিজম-এর দিকে। এখানে এঁর যে দুটি নগ্নচিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল সে দুটি বিন্দু প্রকরণে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে অংকিত। ছবিগুলি প্রশংসনীয়। দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে হয়েছে আব্দুল কুদ্দুসকে। এঁর জল রঙের ছবি এবং স্কেচ যথার্থই প্রশংসনীয়। ঈশা মহম্মদের তেল রঙের প্রতিকৃতি দুটি অত্যন্ত নিপুণ কাজ। রবিন গোস্বামীর জল রঙের প্রতিকৃতিটি এবং নকশাচিত্রগুলি প্রশংসনীয়। দেবীপ্রসাদ সাহাও বিশেষভাবে প্রশংসা দাবি করতে পারেন। গত বছর অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এ এঁর যে রচনাটি জল রঙের শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে গভর্নমেন্ট পুরস্কার লাভ করেছিল সেটিও এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। প্রণব বসুর রচনাগুলি বেশ ভালো কাজ, তবে একটু যেন কমার্শিয়াল আর্ট ঘেঁষা মনে হয়। এ দলের মহিলা শিল্পী মঞ্জুলাদেবী অনেক বেশী ভবিষ্যতের দাবি রাখেন। এঁর আঁকা অপেক্ষা পরিণত। ছাত্রাবস্থায় মঞ্জুলা ভট্টাচার্য অবশ্যই প্রশংসা দাবি করতে পারেন, তার কারণ ইনি কোনও স্কুলে বা কোনও শিক্ষকের কাছে থেকে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন নি। নিয়মিত শিক্ষা না পেয়েও ইনি অল্পকালে যে মান দেখিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আশীষ সেনের আঁকা অ্যাবস্ট্রাকশন-এর রচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দলের সকলেই চিত্র বিদ্যার ব্যাকরণ বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করেছেন। কিন্তু একমাত্র বংশী পানিরো ছাড়া আর কেউই প্রথা প্রকরণে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ করেন নি। দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাধারায় নতুন কিছু লক্ষ্য করলাম না। সেই কারণে কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে আসা সত্ত্বেও এঁদের রচনায় শিক্ষানবিশীর ছাপ থেকে গেছে। শিল্পীর ব্যক্তিগতভাবে যদি কিছু বলার থাকে তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে, তাহলে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে অনুসরণ করে আঁকলেই তাঁর বলাটা সম্পূর্ণ হবে না। শিল্পীর মন যখন তাঁর ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলিকে একটা আদর্শের অনুযায়ী করে গড়ে নিয়ে শিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয় তখনই হয় সে রচনা পরিপূর্ণ। এই পরিপূর্ণতার অভাব লক্ষ্য করলাম শিল্প ভারতীর এক প্রদর্শনীতে। তাই আমাদের অনুরোধ এঁদের কাছে যে এঁরা যেন এমন শিল্পের সৃষ্টি করেন ভবিষ্যতে যা দেখে দর্শক এঁদের ক্রিয়া-কৌশলের সঙ্গে মনেরও পরিচয় পান।

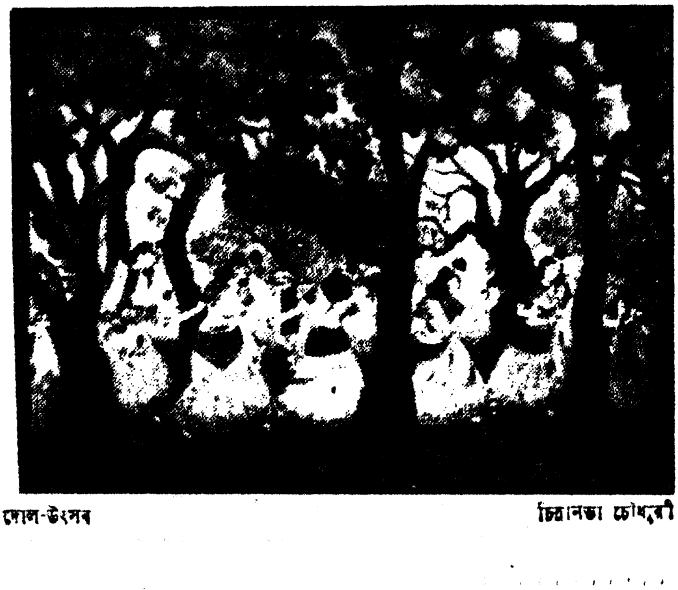

দোল-উৎসব — চিত্রনিভা চৌধুরী

### ছোটগল্প

**এক অঙ্গে এত রূপ**—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নাভানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩। মূল্য তিন টাকা।

সাতটি গল্পের সংকলন। জীবনের অনেক রূপসন্ধানের সাতটি সাক্ষ্য। অচিন্ত্যকুমার চিরদিনই রূপানুরাগী। তাঁর সৌন্দর্যবোধ এই রূপানুরাগে পরিমার্জিত, সুমার্জিত। আলোচ্য গল্পগুলিতেও সেই কোমল বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় বিস্তীর্ণ। এই গ্রন্থের সমস্তগুলি গল্পই প্রেমিক। পরবর্তীর দৃষ্টিতে যে প্রকার কামনাবেগ ফুটে উঠেছিল, এই গল্পগুলিতে তাঁর পরিণতশীলতা আছে সেই সঙ্গে অপ্রেমের উদ্ঘাটনও যে নেই একথা বলা যায় না। কোনো কোনো গল্পের শেষে যে প্রতীতি আছে তা প্রেমের না অপ্রেমের, তুলনায় কিন্তু সব মিলিয়ে প্রেমেরই বিচিত্র পরিক্রমা।

প্রসাধনা শব্দশিল্পী অচিন্ত্যকুমার। তাঁর গল্প চয়নে কোথাও একবিন্দু কার্পণ্য নেই, সর্বত্রই ছন্দ আছে প্রসাদগুণ আছে। একটি শব্দের পর একটি শব্দের পরিচর্যায় অদ্ভুত কুশলতায় মন চিন্ত করতে হয়। ... (অস্পষ্ট)

মাঝে মাঝে কি শব্দসজ্জাও কৃত্রিমতার ছোঁয়া না? কখনো কখনো অতিরিক্ত শব্দ বিন্যাসের আতিশয্যে দুয়েকটি গল্প সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। আবার কোনো-কোনো গল্পের অন্তরালে অপূর্ব চরিত্র সম্ভাবনা নিহিত ছিল, অলংকারের ছটায় সেই উজ্জ্বল আভাস নষ্ট হয়ে গেছে।

অভিনব চরিত্র আঁকবার নিপুণ ক্ষমতা অচিন্ত্যকুমারের আছে। এই বইটিতেও তার প্রচুর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আলোচ্য গ্রন্থের অনেকগুলি চরিত্রই বর্ধিষ্ণু মনোবৃত্তির মধ্য দিয়ে কিছুদূর গিয়ে হাতের কাছে যা পায়, তাকেই আঁকড়ে ধরে। তার নাম "ভালবাসা", "বাসা", "আশ্রয়", "সান্ত্বনা"—যাই বলা যাক না কেন। অবশ্য সেই অপরিমেয় সান্ত্বনার অন্তঃসারশূন্যতা আঁকতে গিয়েও অচিন্ত্যকুমার তাঁর শিল্পীসুলভ আত্মস্থতা হারান না।

অচিন্ত্যকুমারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরো দুর্গম, এবং গভীর। তিনি আমাদের জীবনবোধে উদ্দীপ্ত অনেক কাহিনী উপহার দেবেন। 'এক অঙ্গে এত রূপ' পড়ে সেই আশাই জাগল। (৩৫০।৫৯)

**প্রথমকাল**—রমাপদ চৌধুরী। ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

আধুনিক বাংলা গল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সাংবাদিকতাকে সে অর্থে বলতে চাই, তিনি জীবনের গল্পের সঙ্গে একটি রমণীয় অভ্যাসে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন। তাঁর প্রেমের গল্পগুলিও তাই আমাদের এই চলতি সমাজের স্পন্দনের মধ্য থেকে, কখনো বা হৃদয়ের ক্লান্তির সীমান্ত থেকে এক একটি স্ফুলিঙ্গের মত ফুটে বেরোয়। একটি মুহূর্তের বিস্ফোরণে তার অন্তরালের রূপ ধরা পড়ে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী যে একজন দক্ষ শিল্পিক সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না, যখন প্রতিটি গল্পের মুখবন্ধ এবং পরিণতি লক্ষ করি। একটি সাবলীল চমৎকৃতির মধ্য দিয়ে প্রায় গল্পেরই শুরু, এবং শেষ একটি নাটকীয় আবহের আবর্তের মধ্য দিয়ে। ফলে আগাগোড়া গল্পের উদ্দীপক গতি বজায় থাকে। এই গুণটি গল্পকারের একটি মহৎ


# আমাদের শান্তিনিকেতন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

লেখক বলেন :

শান্তিনিকেতনের অতীতের কথা বহুলোক বহুবার বলেছেন এবং আমিও বলেছি। কিন্তু শান্তিনিকেতনে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর অতি সমগ্র পরিচয় অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে পেয়েও বাল্যজীবনে যে আনন্দ-সুখ অনুভব করেছিলাম তার কথা বলে যেন শেষ করা যায় না। অতীতের সেসব কথা শোনবার লোক-সংখ্যাও কমে আসছে।

এই লেখায় যে আনন্দ-কৌতুক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকৃতিপ্রীতি ও সাধনার পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে পরিচ্ছন্ন-সুন্দর ভাষায় সহজ সাবলীল ছন্দে, তারই ফলে আভাসিত হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় বা বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে কী ছিল মহাকবির ধ্যান ধারণা ও সাধনা।

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রে, শোভন প্রচ্ছদে, অবনীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুকুলচন্দ্র রমেন্দ্রনাথ বিশ্বরূপ প্রভৃতি বহু শিল্পীর বহু বিচিত্র আলেখ্যমালায়—এ গ্রন্থ যুগপৎ নয়ন ও মনের চমৎকার-জনক, মননেরও বিষয়। মূল্য ৫, শোভন ৭,

বিশ্বভারতী

কলিকাতা ৭

পুনঃ বর্তমান লেখকের সুরেলা ভাষা-ভঙ্গীও তার সাক্ষর করেছে।

'কথাকলি' নিকট-দূর কালের ন-টি গল্পের সংকলন। এর মধ্যে রমাপদবাবুর শক্তির লক্ষণ ও দক্ষতা বিদ্যমান। উদ্বাস্তু, শরৎ-বসন্ত, বার সন্ধ্যা ও দুটি বোন আমাদের বিশেষ ভালো লেগেছে। প্রচ্ছদপট সুন্দর। ৩২৩।৫৯

## কবিতা

**নীল আকাশ**—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, আধুনিক-কালে, কথাশিল্পী হিসাবে অচিন্ত্যকুমারের নাম প্রথম সারিতে রয়েছে। একটি বিশিষ্ট গদ্যশৈলীর উদ্ভাবক হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর পাশাপাশি আলোচ্য লেখকের নাম আমরা স্মরণ করে থাকি। শব্দের নতুন নতুন চরিত্র আবিষ্কার এবং তাদের নবতর প্রয়োগ, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ—এই সংক্ষুব্ধ চতুরঙ্গ সমন্বয়ে যে ধ্বনিময় ভাবাবহ রচনা করতে তিনি দক্ষকাম তার তুলনা, তার হুবহু তুলনা, আর দ্বিতীয় নেই। অচিন্ত্যকুমারের যাবতীয় গদ্য রচনার মধ্য দিয়ে যে কবিকে আমরা দেখতে পাই এবং পেয়েছি, বর্তমান কাব্য গ্রন্থ নীল আকাশের মধ্যে ঠিক সেই একই পুরুষ চেতনাকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। নীল আকাশের কবি উভয় অর্থেই দ্বিতীয় পুরুষ।

কিন্তু গদ্যের মধ্যে গল্পের মধ্যে যে লেখক চতুর, মোটা হাতে ছোঁয়া দিয়েও আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে পার কাটিয়ে যেতে পেরেছেন, কবিতার মধ্যে তাঁর আত্মগোপনের প্রয়াস নেই। এই নিভৃত নিকেতনে তিনি অন্তরকে অকপটে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মর্মী চিত্রকল্প রচনা করেন নি।

আধুনিক কবিতার প্রতি যাঁদের দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তাঁরা এই গ্রন্থের কবিতাগুলি পড়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। প্রচ্ছদ এবং নামকরণ সুন্দর। ২১৬।৫৯

**মুখর মৌন**—বিভূপদ বসু। প্রকাশিকা শ্রীমতী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণ-ভারতী, ৮৬সি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা—১৬। মূল্য দুই টাকা।

আধুনিক কাব্যকার শ্রীযুক্ত বিভূপ্রসাদ বসু একেবারেই অপরিচিত। মুখর মৌন পাঠ করে মনে হল যে, আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে কবির যোগাযোগ তেমন নিবিড় নয়। লেখক রীতির দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল হলেও বর্তমান কবিতাবলীর মধ্য থেকে পাঠক একটি সহজ সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ পরিবেশ আবিষ্কার করে পুলকিত হবেন। বর্তমান কাব্যগ্রন্থে কবির বিশটির অধিক কবিতা সংকলিত হয়েছে—অধিকাংশ কবিতাই ভাবাবেগের আবেগে ঘনবিন্যস্ত, গভীর অর্থবহ হতে পারে নি—তবে 'মুখর মৌন' মর্মরিতা, অপচয়মানের, মনোময়ীর, পূরবী, মরণিকা, রবীন্দ্রের ইত্যাদি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। কবি আশাবাদী। পরিবেশের নৈরাশ্যবাদিতার মধ্যেও তিনি সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট, সেটা অবশ্য আশার কথা। ৪২৯।৫৯

**অমরাবতী**—জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬। দাম—১৲।

বাংলা কবিতার আঙ্গিক ও ভাববস্তু যে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, আধুনিক কালের গদ্য রচনার মধ্যে তা এত স্পষ্ট নয়। সব সময়েই যে আধুনিক বাংলা কবিতা সুষ্ঠু, পূর্ণ রূপ পাচ্ছে এ-কথা বলা যায় না বটে, তবু তারি মধ্যে কিছু কিছু যে ভালো রচনারও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তাও স্বীকার করা উচিত।

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অমরাবতী নিঃসন্দেহে একটি ভালো কাব্যগ্রন্থ। এখানে তিনটি নাট্যকাব্য স্থান পেয়েছে—দুটি নারী ও দুজন পুরুষ, 'অমরাবতী' ও 'প্রাণ প্রেম মৃত্যু ও সন্ধ্যা'। এখানে যে পরীক্ষার চেষ্টা করেছেন কবি তাতে তিনি কতখানি সার্থক হয়েছেন তার হিসাব নেওয়া হয়তো এখনই সম্ভব হবে না, তবে এ-কথা বলা যায় যে, কাব্যসুষমাকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি নাটকীয় মুহূর্তকে পাঠকের অনুভূতির কাছে তিনি পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন। একটি কবিতার পক্ষে এই সাফল্যটুকুও কম আশার কথা নয়। তবু, তুলনাগত বিচারে এ-কথাটুকু বলে রাখা ভালো যে, প্রথম রচনাটিতে কবির নিজের অনুভূতিই এত সুস্পষ্ট যে তাকে কাব্যরূপে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি অনেকখানিই অস্পষ্ট হয়ে পড়েছেন। ফলে পাঠক অনুভূতির অংশীভূত অনুভব করতে পারেন।

ছোট কাব্যগ্রন্থ। বড় বই প্রকাশের লোভ সম্বরণ করে কবি যে তিনটি ভালো রচনা সংকলন করেছেন, তার জন্য তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। ১২৬।৫৯

## সাহিত্যালোচনা

**সাহিত্য জিজ্ঞাসা**—গুরুদাস ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন, ৮১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সম্প্রতিকালে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ কাব্যগ্রন্থের চেয়েও বেশি সংখ্যায় বেরোচ্ছে, এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। এবং আমরা হিসেব করে দেখেছি সেই প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতাগণ অধিকাংশই অধ্যাপক। অর্থাৎ অধ্যাপনা কর্মে লিপ্ত থাকতে থাকতে নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে তাঁদের এবং ছাত্রদের মনে যে সমস্ত জিজ্ঞাসার উদয় হয় তারই সংক্ষিপ্ত উত্তরাংশ নির্দিষ্ট বিষয়ক, প্রায় নির্দিষ্ট বিষয়ক প্রবন্ধমালার সৃষ্টি করে। সমালোচনা-আলোচনার ক্ষেত্রে অধ্যাপকগণ এগিয়ে এসেছেন এটা খুশী হবার কথা। অন্তত যেক্ষেত্রে কোন কবি বা ঔপন্যাসিক সাহিত্যদান হয়ে সহজে দেখা দিতে চাইছেন না, সেক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাবো অবশ্যই। কিন্তু পাঠ্যতালিকা এবং পরীক্ষার প্রশ্নমুখাপেক্ষী হয়ে যদি কতকগুলি টপিক বিষয় নিয়ে কতকগুলি ধরাবাঁধা ছকে প্রত্যেকেই লিখতে থাকেন এবং সেগুলি গ্রন্থ-মূর্তি নিতে থাকে তাহলে বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

গুরুদাসবাবুর প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। কবি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি পুরোনো জিজ্ঞাসারই উত্তর খুঁজেছেন। এবং এই জাতীয় সাহিত্য মীমাংসা শেষ পর্যন্ত একটি

অবধূতের
বিস্ময়কর রচনা আজই পড়ুন
শুভায় ভবতু
• পাঁচ টাকা •
দুরি বৌদি
• চার টাকা •
আকাদেমী পুরস্কার ভূষিত
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সার্থকতম উপন্যাস
রাত্রির তপস্যা
• পাঁচ টাকা •
মিত্রালয় : কলিকাতা-১২
(সি-৮৪৫।২)

বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের মুখ চেয়েই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। তবু, একথা আমরা স্বীকার করবো আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কিছুটা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। নিজের বক্তব্যকে নিরপেক্ষভাবে [illegible] সুনিশ্চিত করে লিখতে পেরেছেন। তাঁর আলোচনাভঙ্গিমায় যথেষ্ট [illegible], বেশ একটা স্পর্শ করা [illegible] তিনি তাঁর বিষয় বিশ্লেষণে এগিয়ে গিয়েছেন। যাদের জন্যে লেখা তারা গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবে আশা করি। ৩১৭।৫৯

## সাধক জীবন

ভাবের প্রকাশ—শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ৯নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য মহাত্মা [illegible] মহাশয় [illegible]। তাঁহার শিষ্য [illegible] শ্রীহরিশচন্দ্র [illegible] জীবনকে অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি লিখিত। জীবনী বলিতে আমরা যাহা [illegible] জীবনের [illegible] সংগ্রহ পুস্তক [illegible] জীবনী বলা [illegible]। জীবনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুস্তক- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুস্তক- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুন্দর। ২৮৩।৫৯

## সংকলন

কেদার বদরী—জ্যোতিশ্চন্দ্র রায়। [illegible] বুক কোম্পানী, কলিকাতা-২২। মূল্য ৪·৫০ নঃ পঃ।

আলোচ্য পুস্তকখানি মাধবানী নামক [illegible] কেদার বদরীর পথে নাম দিয়া [illegible] প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের সংকলন। তীর্থভ্রমণ সম্বন্ধে যেসব তথ্য-পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বর্তমান গ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইদানীংকালে উত্তর ভারতের অসংখ্য তীর্থস্থানে যাতা-য়াতের সমস্যা, [illegible] বিষয়বস্তু এবং [illegible] তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামাগার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। তাকেই ভ্রমণ পিপাসী এবং তীর্থযাত্রীদের পক্ষে গ্রন্থখানি অবশ্য পঠনীয়। সহজবোধ্য ভাষা এবং সাবলীল রচনাভঙ্গির গ্রন্থকারের অন্য-তম বিশেষত্ব।

মুদ্রণ পারিপাট্য এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। ৩৫৪।৫৮

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এক যে ছিলো দেশ—কৃষণ চন্দর
অনুবাদক—মুস্তাফা নাসাদ।
আচার্য যোগেশচন্দ্র—শ্রীসুখময় সরকার।
সমর্পণ—সুকুমার বাগচী।
ঘরে বাইরে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়।
দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ—বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়।
দর্পণ—অরবিন্দ গুহ।
কবি মোহিতলাল—হরনাথ পাল।
পরবাসী—বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত।
কাজ কাল পরশু—রাজেন্দ্রনাথ রায়।
জীবনের রঙ—শঙ্কর।
দীপান্বিতা—আতাউর রহমান।


সুরঞ্জনী — সুবোধ ঘোষ

যে বই পড়ে আনন্দ—উপহার দিয়ে তৃপ্তি

| | | |
|---|---|---|
| পাঁচমাটি সোনাভরা | যজ্ঞেশ্বর রায় | ২·২৫ ন. প. |
| দুই কাননের পাখি | সন্তোষকুমার ঘোষ | ২·৫০ ন. প. |
| জলরেখা | বিমল কর | ২·৫০ ন. প. |
| মহুয়া মিলন | দীপঙ্কর ভট্টাচার্য | ২·০০ ন. প. |
| পথ ও পাথেয় | [illegible] | ২·০০ ন. প. |
| তুমি কোথায় | মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় | ২·০০ ন. প. |
| মেয়েদের [illegible] | বীরেন্দ্রনাথ ধাড়া | ·৭৫ ন. প. |

পরিবেশক:—কারেন্ট বুক সপ্—১৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলি:-১২

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সম্বলিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। [illegible] বিভিন্ন পটভূমিকায় [illegible] মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা অপূর্ব গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
**আত্ম-চরিত**
(২য় সং) ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
**ভারতকথা** ॥ ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
**জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ**
২·০০ টাকা

**অনাগত** (উপন্যাস) ২·০০ টাকা

**ভ্রষ্টলগ্ন** (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসনের
**ভারতে মাউণ্টব্যাটেন**
(২য় সং) ৭·৫০ টাকা

আর জে মিনির
**চার্লস চ্যাপলিন** ৩·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
**অর্ঘ্য** (কবিতা-সঞ্চয়ন)
৩·০০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
**গীতায় স্বরাজ** ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

## আবেগ-মধুর জীবন-কাব্য

তপন সিংহ এমন একজন চিত্র রূপকার যাঁর ছবির মুক্তিলগ্নটি রসিকজনের আমোদ-পঞ্জীতে সাগ্রহে সূচিহ্নিত হয়ে থাকে। এই জনপ্রিয়তা ও গৌরবের মূলে রয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের নিরলস অনুশীলন, চলচ্চিত্রের দাবির প্রতি তাঁর নির্বিরোধ আনুগত্য। আরোপিত বৈদগ্ধ্যের পথ ছেড়ে সুন্দর ও মধুরের সহজ, মুক্ত ছন্দটি তিনি অনুসরণ করেছেন তাঁর শিল্পকর্মে। তাই তাঁর সৃষ্টি সুন্দর থেকে সুন্দরতর, মধুর থেকে মধুরতর, পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। এই সৌন্দর্য, মাধুর্য ও পূর্ণতা নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে তিনি সবিনয় ও সগৌরবে বর্তমানে যে ছবিটি দর্শকদের উপহার দিলেন সেটি এস বি ফিল্মস-এর "ক্ষণিকের অতিথি"।

**চন্দ্রশেখর**

প্রেম প্রাপ্তিতে সার্থক হয় মিলনে, আর অপ্রাপ্তিতে বিরহে। তাই বিরহ ও বিচ্ছেদে প্রেমের নিবিড় উপলব্ধিকে নিয়ে রচিত হয়েছে এত কাব্য, এত কাহিনী, এত নাটক। ক্ষণিকের অতিথির কথাবস্তু প্রেমের এই সকরুণ বেদনাবিধুর রসেই আপ্লুত।

ভালোবাসার মধুর দিনগুলি বুঝি পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় না। দিনান্তের-নিশান্তের সঞ্চয়টুকু এরা রেখে যায় বিরহী প্রাণের প্রান্তে। দিনের আলোয় রাতের সব তারার মতোই প্রণয়ের মুহূর্তগুলি অনুজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর স্মৃতির মণিকোঠায়। এই ছবির নায়ক-নায়িকা বিমল ও মিতার নতুন জীবনের প্রসন্ন আলোয় দিনের তারার মতোই মুখ লুকিয়েছিল তাদের অতীতের প্রণয়মধুর দিনগুলির রাঙাভরা স্মৃতি, তাদের হাসির আড়ালে লুকানো ছিল সারি সারি অশ্রুবিন্দু।

বিমল চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করে গ্রামে এসে ভার নেয় একটি হাসপাতালের। এই হাসপাতালে নানারকমের রোগীদের নিয়ে তার দিন কাটে। এরা শুধু রোগী নয়, চরিত্র। বিচিত্র রকম চরিত্রের লোক এরা। এক বৃদ্ধ রোগী জীবন-সায়াহ্নে একটি আশায় বুক বেঁধে মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে চান—গ্রামের য়ুনিয়নের প্রেসিডেন্ট হওয়ার আশা। আশার ছলনা সইতে না পেরে তিনি একদিন চোখ বোজেন। তাঁর মৃত্যু বুঝি বেশী করে বুকে বাজে সেই পাগলের বিদ্রূপের বোলটি—যে বিদ্রূপ করত প্রাণের উচ্ছ্বাসকে। মনের লেখা দিয়ে দিনে দিনে তিলে তিলে রচনা করেছে এই রোগীর জেলখানাকে। ত্রুপের শূন্য শয্যার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে একটি করুণ সত্যই সে বুঝে নিয়েছে যে সে-হাসপাতাল থেকে কোনদিনই ছুটি পাবে না। হাসপাতালের আরেক অদ্ভুত রোগী সুখ-দুঃখের এক মূর্ত। তার উচ্ছল প্রাণশক্তির কাছে রোগ হার মানে। রোগশয্যায় বসে সে সঙ্গীত-অর্গান বাজায়—প্রাণশক্তির প্রেরণা, যখন শ্যামা মেয়েটি পথ্য নিয়ে আসে তার প্রিয়তমের জন্যে। শ্যামা এই গ্রামেরই মেয়ে। তার প্রণয়ী সুন্দর গান করে। সারা থিয়েটার গান গেয়ে অভিনয় করে আনন্দ দিত গ্রামের সকলকে। অসুখের প্রথম লক্ষণটি যেদিন তাকে কাবু করল, তখন সবাই তাকে ছেড়ে গেল। গেল না শুধু শ্যামা। শ্যামা তার মনের মানুষের জন্যে পথ্য নিয়ে আসে, পথ্য নিয়ে আসে। তার প্রণয়ী চিকিৎসকের বারণ না শুনে রোগশয্যায় শুয়ে গান গেয়ে যায়। তার গানে সকলের মনেই বুঝি সুখের অতীত বর্তমানের বঞ্চনার সঙ্গে কি এক গোপন খেলা খেলে যায়। ডাক্তার বিমলের মনও উতলা হয়—মনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে আবার সে মন দেয় রোগীদের চিকিৎসায়। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক রোগী আসে তার হাসপাতালে। তাদের ভিড়ের মধ্যে পঙ্গু ছেলের হাত ধরে এসে দাঁড়ায় একদিন মিতা।

বিমলের সামনে এসে যেন দাঁড়ায় তার ও মিতার ফেলে-আসা দিনগুলি—স্মৃতির দরবারে সকরুণ মিনতি নিয়ে। পঙ্গু


**শুক্রবার ১৮ই ডিসেম্বর থেকে চলছে!**

**তপন সিংহের শ্রেষ্ঠ চিত্র ক্ষণিকের অতিথি**

== একযোগে ==

**মিনার ○ বিজলী ○ ছবিঘর**

ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

এস বি ফিল্মসের 'ক্ষণিকের অতিথি'র প্রধান দুটি চরিত্রে রুমা গাঙ্গুলী ও নির্মল কুমার।

দেশের কোলে ভুলে এবং বিমল ভুলে যে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা। বাবু ও মিতা এসে ওঠে বিমলেরই সঙ্গে। [illegible] থেকে বিমল ও মিতার [illegible] অতীতের স্মৃতি থেকে [illegible] হয়ে ওঠে [illegible] বিমল [illegible] মিতাকে [illegible] মিতার [illegible] এক [illegible] মধ্যেই তার ছেলে এক দুর্ঘটনায় নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে।

অতীতের দুঃস্বপ্নরা [illegible] একটির পর একটি স্বপ্নের মতো ভেসে যায় তাদের মনের উপর দিয়ে। বিমল প্রাণপণ চেষ্টা করে বাবুকে সারিয়ে তুলতে। জীবনে সে কি পেল আর কি পেল না তার হিসাব-নিকাশ সে মিলিয়ে দেয় বাবুর প্রতি তার অপরিসীম মমতায়। মিতাও নিবিড় বন্ধনের মধ্যে সার্থক করে তুলতে চায় তার অন্তরের [illegible]। তবু যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে শামার প্রেমাস্পদ তাদের জানিয়ে যায় যে সে শামাকে বিয়ে করবে, সেদিন অকারণেই বিমল ও মিতার মন এক অনির্দেশ্য বেদনায় মুহূর্তে যেন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। [illegible] এই প্রসঙ্গ ছবির মধ্যে নিজেদের ভূমিকায় তারা [illegible] বাবুকে সারিয়ে তুলতে বিমল [illegible] বাবু [illegible] বিমলকে মিতাও [illegible] একদিন বিমল [illegible] প্রেমের [illegible] উপর দিয়ে যে [illegible] মিতা ও বাবুকে একদিন ভুলে যেতে বিমল। [illegible] বিমল জিজ্ঞেস করে বাবুকে। এতদিনের অবরুদ্ধ কান্না [illegible] মিতার উত্তর— [illegible] চলে। এই চলা [illegible] ক্ষমতা নেই বিমলের। চলার দিকে চেয়ে থাকে বিমল।

চলচ্চিত্রশিল্পীর জীবনের [illegible] নিষ্ঠার যে বিরল [illegible] দিয়েছেন তপন সিংহ এই ছবিতে তা তাঁর পরিচালক-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। এ ছবির কাহিনী মহৎ নয়, কিন্তু মরমী। আর এই মরমী প্রণয়োপাখ্যানটিকে রস, মাধুর্য, সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি এক নিরুচ্চার জীবন-ভাবনায় একটি অপরূপ হৃদয়-কাব্যে পরিণত করেছেন পরিচালক। তাঁর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের গুণে এ-ছবিতে সুরের মূর্ছনা অবস্তু আকৃতিতে বাঙ্ময়। তাঁর সংযত পরিমিতি জ্ঞান, শালীনতা ও পরিচ্ছন্ন ঘটনা-বিন্যাসে ছবিটি নিরুচ্ছ্বাস মাধুর্যে অভিষিক্ত। সমস্ত ছবিটিতে এক প্রণয়ী-যুগলের পরস্পরকে না-পাওয়ার বেদনা যেন অশ্রু


মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর অভিজ্ঞ ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ [illegible] সাহেব প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ১১১৪)

গীত-ভানু
'দক্ষিণী' পরিচালিত
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন
১০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
নূতন শিক্ষাবর্ষ
জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভানুর নূতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করা হয়। আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত ছয় বছরের নির্ধারিত পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তি হবার সময়: শনিবার বিকাল ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১১।

এলিট
—প্রত্যহ—
৩, ৬ ও রাত ৯টায়
দুষ্টু এক কিশোরী মেয়ে... এক [illegible] পরিবারকে কি করে কৌতুকরসে সিক্ত করেছে এবং এক ভগ্নহৃদয়কে কিভাবে প্রেমবন্ধু শিখিয়েছে, তারই রসমধুর কাহিনী।

মিনার্ভা থিয়েটার
৬, বিডন স্ট্রীট :: ফোন : ৩৩—৪৪৮৯
লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের অবিস্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি
অঙ্গার
আসন্ন
পরিচালনা - উৎপল দত্ত
সুর - - রবিশঙ্কর
লোকসঙ্গীত - নির্মল চৌধুরী
দৃশ্যসজ্জা - নির্মল গুহরায় ও রবি চট্টোপাধ্যায়
(সি ১১০২)

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

রঙমহল

—শুভমুক্তি—...
শনিবার : ১৯শে ডিসেম্বর : ৬॥টায়
রবিবার : ২০শে ডিসেম্বর : ৩টা - ৬॥টায়
ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্যঘন নাটক
এক পেয়ালা কফি
বাংলা রঙ্গমঞ্চে রহস্য নাটক এই প্রথম
পরিচালনা : তরুণ রায়
শ্রেষ্ঠাংশে—তরুণ রায়, রবীন, হরিধন, সত্য, জহর, অজিত, বিশ্বজিৎ, পিকু, সমর, দীপান্বিতা রায়, কবিতা, কেতকী দত্ত
এক মুঠো আকাশ বৃহস্পতি ৬॥টায়

সজল বেদনাবিধুর রেখায় আঁকা। এ-ছবির চিত্রনাট্য দর্শককে এমন এক দুঃখ-সুখের আস্বাদ দেয় যাতে চোখের পাতা সহজেই ভিজে ওঠে। নায়ক-নায়িকার অন্তর-বিরহ ক্ষতগুলি সুন্দর মুহূর্ত রচনা করে, কখনও বা ব্যঞ্জনা ও প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে, অস্ফুট সংলাপে পরিচালক নিমেষে সঞ্চারিত করে দেন দর্শকের মনে। অনাস্বাদিত এক রস-সম্ভোগের প্রত্যাশা দর্শকমনে জাগিয়ে দেয় ছবির অভিনব 'টাইটেল'টি—যাতে ছবির মর্মবাণী রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি চরণে পরিস্ফুট।

ছবিতে নায়ক-নায়িকা বাদে আরও যে কয়েকটি চরিত্র ভিড় করে এসেছে—হাসপাতালের যারা রোগী—সেগুলিও জীবনের জীবন্তরেখায় অঙ্কিত। অস্বাভাবিক মনে হবে না কাউকে, অস্বাভাবিক মনে হবে না কারোর কোন কথা, কারোর আশা-অভীপ্সা, ব্যথা-বঞ্চনা। একটি হাসপাতালের মাধ্যমে বিচিত্রধর্মী একটি মানুষের মিছিল পরিচালক রূপ দিয়েছেন তাঁর ভাবকল্পনায়। কবি অতুলপ্রসাদের একটি ভাবমণ্ডিত গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট আনন্দ ও বেদনা। কিন্তু তা নিয়ে কোন দার্শনিক বক্তব্য বা তত্ত্ব সরবে উচ্চারিত হয়নি ছবির কোথাও। এক অনবিল নাট্যসুষমায় পরিচালক বেঁধে রেখেছেন সকলকে, গভীর দরদের মধ্য দিয়ে তাদের অনেকেরই চাওয়া-পাওয়াকে পূর্ণ করে তুলেছেন তিনি। যে পেল না তার জন্যে রেখে দিয়েছেন একটি ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস —যা ব্যথার সুখে মন ভরে দেয়।

প্রয়োগ-কর্মে পরিচালক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ছবির অনেক জায়গায়। প্রত্যেকটি নাট্যমুহূর্ত রচনার আগে যথাযথ নাট্যপ্রস্তুতি গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি মার্জিত কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছবির ফ্ল্যাশব্যাকের দৃশ্যগুলির উপস্থাপন, দাদুর চলৎশক্তি ফিরে পাওয়ার দৃশ্য, নায়ক-নায়িকার প্রণয়মধুর দিনগুলির দৃশ্য-বিন্যাস, বিমল ও মিতার হাতে হাত রাখবার মুহূর্তে চলন্ত গাড়ির প্রচণ্ড আওয়াজে উভয়ের ছিটকে পড়া—যা তাদের ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদের প্রতীক, দূরের মন্দির থেকে ভেসে আসা সন্ধ্যারতির ঘণ্টা-কাঁসর ধ্বনির মধ্যে নায়ক-নায়িকার প্রিয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে গ্রহণের সংকল্প, বিমলের জীবন থেকে মিতার শেষ বিদায়ের দৃশ্য প্রভৃতি আরও অনেক সূক্ষ্ম ও রসসমৃদ্ধ মুহূর্ত ছড়িয়ে রয়েছে ছবিটিতে। ছবির এই সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে ছোটখাটো দু'য়েকটি বৈসাদৃশ্যও দর্শকের নজরে পড়ে। সিঁড়ি দিয়ে বাদ, দাঁড়িয়ে পড়বার সময় মিতার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাটা দৃশ্যটিকে বাঞ্ছিত নাট্যরস থেকে বঞ্চিত

আপনার নমনীয় রূপের জন্য......

আপনার দেহত্বক নমনীয়, পেলব রাখার—দেহত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও রমণীয়তা আনবার আধুনিক উপায়। চেহারায় পরিপূর্ণতা ও তারুণ্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য পাউডার মাখার আগে ব্যবহার করুন থ্রি ফ্লাওয়ার্স ভ্যানিশিং ক্রীম—নিজের প্রসাধন-স্নিগ্ধ চেহারা দেখে মুগ্ধ হবেন। অমূল্য দেহত্বককে সজীব করে তোলে এই সুন্দর, পেলব ও স্নিগ্ধকর ক্রীম।

THREE FLOWERS
Trade Mark

প্রস্তুতকারক
Richard Hudnut
ভ্যানিশিং ক্রীম
......ও ক্লীনজিং ক্রীম
লণ্ডন : প্যারিস : নিউইয়র্ক

করেছে। মেজোর অস্ত্রোপচারের সংবাদ পেয়ে মিতার কলকাতা যাওয়ার বাসনা কিংবা আরেকটু আকুল হওয়া অনেক দর্শকের কাছেই হয়তো স্বাভাবিক মনে হবে।

সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্য ছবিটির একটি বড় সম্পদ। নায়কের চরিত্রে নির্মলকুমার তাঁর চরিত্রটির মর্মরূপ সংযত ও সংবেদনশীল অভিনয়ে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। এ-ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের সহজেই মুগ্ধ করবে এবং তাঁর শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে বিবেচিত হবে। নায়িকা মিতার চরিত্রটির মর্যাদা রুমা গাঙ্গুলীর অভিনয়ে সুন্দর পরিস্ফুট। কয়েকটি নাট্যমুহূর্তে তাঁর ভাবের অভিব্যক্তি—বিশেষত শেষ বিদায়ের দৃশ্য—মনে রেখাপাত করে। মিতার শিশু শিশুপুত্রের ভূমিকায় শিশুশিল্পী শ্রীমান তরুণের আশ্চর্য অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই শিশু তার উপস্থিতির সর্বক্ষণ দর্শকের মনে যেমনি মমতার সৃষ্টি করে, তেমনি এক বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে—যখন সে চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে—তার অনিন্দ্যসুন্দর অভিব্যক্তিতে দর্শকের মন জয় করে নেয়। পরিচালক তপন সিংহ টিংকু ঠাকুরের পর অসাধারণ প্রতিভাময় শিশুশিল্পীর উপহার দিয়েছেন এ ছবিতে। হাসপাতালের নতুন নার্সের চরিত্রে অপর্ণা অভিনয়দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। তুলসী লাহিড়ী ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা এক একটি ছোটো মানুষের রূপ দিয়েছেন তাঁদের ক্ষণিকের অভিনয়ে। এক প্রবীণ অধ্যাপক চিকিৎসকের ভূমিকায় অনেকদিন পর রাধামোহন ভট্টাচার্য তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে বিস্মিত করেছেন দর্শকদের। ছোট্ট এ চরিত্রটিকে চলনে-বলনে সুন্দর স্বাভাবিক করে তুলেছেন তিনি। তাঁর ইংরেজী উচ্চারণ মনোজ্ঞ। ছবিতে আর যাঁরা খুবই প্রশংসনীয় অভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন দিলীপ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অজন্তা কর, ছবি বিশ্বাস, অতনুকুমার ও গীতা দাস।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য সুর-রচনা ছবিটিকে এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে। ছবির নাট্যমুহূর্তে তাঁর রচিত আবহ-সংগীত মর্মস্পর্শী ভাব-রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আবহ-সংগীত ছবিতে যে কতবড় ভূমিকা নিতে পারে এই ছবিতে হেমন্তকুমার তা যেন নতুন করে প্রমাণ করলেন। তাঁর গাওয়া অতুলপ্রসাদের "কে তুমি নদীকূলে বসি একেলা" বার বার শুনতে ইচ্ছা করে।

ছবির আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশে যথাক্রমে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ রায় ও সুনীতি মিত্র প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন; অঙ্গসজ্জা সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ।

# চিত্রালোচনা

পরিচালক তপন সিংহের নবতম অবদান "ক্ষণিকের অতিথি" বাংলা ছবির জগতে নতুন শিল্প-চেতনার আশ্বাস নিয়ে হাজির হয়েছে। পাওয়া এবং না-পাওয়ার বেদনার মধ্যেও যে-প্রেম চির-ভাস্বর, তাকেই উপজীব্য করে এস বি ফিল্মস ছবিটি তুলেছেন। নির্মলকুমার, রুমা গাঙ্গুলী এবং শ্রীমান তরুণ এর তিনটি প্রধান ভূমিকায় যে নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা সহজে ভোলবার নয়। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, তুলসী লাহিড়ী, অতনু ঘোষ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। হেমন্তকুমারের সুর ছবিটির নাটকীয় আবেদনকে ঘনীভূত করে তুলেছে।

এ সপ্তাহে দুটি হিন্দী ছবিও মুক্তি পাচ্ছে। একটি অল ইণ্ডিয়া পিকচার্সের "জওয়ানী-কি-হাওয়া", অপরটি নিও লাইট ফিল্মসের "ম্যাডাম এক্স-ওয়াই-জেড"।

এক বেকার যুবক, ফিল্মের জটিল অভিনেত্রী এবং অন্যায়কারী একজন ধন-কুবেরের বিচিত্র এক কাহিনী রূপ পেয়েছে "জওয়ানী-কি-হাওয়া"তে। প্রধানাংশে অভিনয় করেছেন বৈজয়ন্তীমালা, প্রদীপকুমার, জনি ওয়াকার, পূর্ণিমা, রাজ মেহরা, লক্ষ্মী, আনোয়ার, বদ্রীপ্রসাদ, হেলেন প্রভৃতি। পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের জন্যে এর [illegible] নাম উল্লেখযোগ্য। রবি এতে সুরযোজনা করেছেন।

"ম্যাডাম এক্স-ওয়াই-জেড" আসলে একটি ক্রাইম-ড্রামা। শকিলা, সুরেশ, প্রাণ, নাজিনী চোপড়া, লক্ষ্মী, ভগবান, [illegible], সুরেশ, নানা পালসিকর প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত। নানাভাই ভাট ও


বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিশীল নাট্যমঞ্চ)

(ফোন: ৫৫-১৫২৩)

বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৬॥টায়

রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬॥টায়

[illegible] বিধায়ক ভট্টাচার্যের

সেতু

(কিরণ মৈত্রের কাহিনীর অবলম্বনে)

পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তাপস সেন

শ্রেঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

অরুণকুমার, অজিতাভ, সন্তোষ, তারক, কমল, ডাঃ দীপক, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, সাবিত্রী আরতি

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)



॥ সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা মাসিকপত্র ॥

জলসা

ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। দাম এক টাকা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মদনভস্ম

রমাপদ চৌধুরীর

লেখালেখি

সাগরময় ঘোষের

সম্পাদকের বৈঠক

গৌরকিশোর ঘোষের

ব্রজবুলি

শচীন ভৌমিকের গল্প

একটি নিছক প্রেম

এ ছাড়া নিয়মিত অন্যান্য বিভাগীয় রচনা।

জলসা । ৫বি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা—১৪

চিত্রগুপ্ত যুগ্মভাবে এর পরিচালক ও সুরকার।

• • •

যে ক'খানি বাংলা ছবি হাউস চলছে সেগুলির জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় ডিসেম্বরের মধ্যে তারা আসর ছাড়বে না। সুতরাং বড়দিনের মরশুমে যে সব নতুন ছবির মুক্তি ঘোষিত হয়েছিল, জানুয়ারীর আগে তাদের সাক্ষাৎ মিলবে বলে মনে হয় না।

আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে বিকাশ রায় প্রযোজিত-পরিচালিত "রাজা সাজা", এমকেজির "মায়ামৃগ" অগ্রদূতে নিবেদিত "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" হীরেন বসুর "[illegible] নারদের সংসার" অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "গরীবের মেয়ে", জে এম পিকচার্সের "উত্তর মেঘ" এবং আরো দু একটি নতুন চিত্রার্ঘ।

গত দু'সপ্তাহ ধরে "মা" নামের একখানি ওড়িয়া ছবি কলকাতায় প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিখানি কলকাতাতেই তোলা। এক নিঃসহায় বিধবা কেমন করে তার একমাত্র মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করল তাই নিয়ে এর কাহিনী। জ্ঞানীন্দ্র বর্মার গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন নিতাই পালিত এবং তিনিই ছবিখানি পরিচালনা করেছেন। ভূমিকালিপিতে নতুন মুখের ছড়াছড়ি। কয়েকজনের নাম—চন্দনা, গৌরপ্রসাদ, লক্ষ্মী, গোবিন্দ তেজ, বিজয়কুমার। ছবিটির বৈশিষ্ট্য এর সারল্য ও আন্তরিকতা।

• • •

প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজের ভক্তিমূলক ছবি "নদের নিমাই"-এর কাজ সমাপ্তপ্রায়। হিন্দুর উন্মত্ত পরিবর্তীতে যে মহাপ্রভু শান্তির জীবন বাণী জনসাধারণকে শুনিয়েছিলেন তাঁরই পুণ্য জীবন লেখ্য—আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত—ছায়াছবির পর্দায় পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করেছেন এর নির্মাতারা। পরিচালক শ্রীবিমল রায় নবদ্বীপ-ধামে শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরের দৃশ্যাবলী তুলে এনেছেন। কোন ছবিতে ইতিপূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য দেখান হয়নি। এই দিক দিয়ে "নদের নিমাই" পরিকল্পনার গৌরব অর্জন করল। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অসীমকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা সেন ও অন্যান্য বহু শিল্পী।

হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "[illegible]"-এর চিত্রগ্রহণ পুরোদমে চলেছে। মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, চক্রবর্তী প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। পরিচালক মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই [illegible] যাচ্ছেন ছবির বহির্দৃশ্য তুলতে।

• • •

ইউ কে ফিল্মসের নির্মীয়মাণ ছবি "[illegible]"র শুভ মহরৎ গত ১০ই ডিসেম্বর ইন্দ্রপুরী ফিল্ম লেবরেটরীতে অনুষ্ঠিত হয়। অসিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় [illegible] রায়, গায়ত্রী বসু, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্রের গান রেকর্ড করেন সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।

গত রবিবার ১৩ই ডিসেম্বর ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে অভ্যুদয় চিত্রমের প্রথম নিবেদন "[illegible]"র মহরৎ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন অনুপ ভাদুড়ী।

কথাছবির প্রথম প্রচেষ্টা "[illegible]"র শুভ মহরৎ গত মঙ্গলবার ১৫ই ডিসেম্বর, রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়। শিব ভট্টাচার্য ছবিখানির পরিচালক।

**আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র-উৎসব**

আগামী ২৭শে ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র-উৎসব আরম্ভ হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৫০টি শিশু-চিত্র আগামী ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৬০ সাল) পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে উৎসবের অনুষ্ঠান-সূচী হিসাবে দেখানো আরম্ভ হবে। এবং ৫ই জানুয়ারী থেকে ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত দেখানো হবে পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে। বিভিন্ন হাসপাতালের

বৈজয়ন্তীমালার নৃত্য প্রদর্শনী আগামী নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। ২৫শে ডিসেম্বর থেকে মহাজাতি সদনে সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন সুরু হবে।

শিশু-'ওয়ার্ল্ড' ও অপরাধ-প্রবণ শিশুদের প্রতিষ্ঠানেও ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। চিত্রপ্রদর্শনী ছাড়াও উৎসবের অঙ্গ হিসাবে শিশু-চিত্র সম্বন্ধে একটি আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হবে এবং একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে শিশু-শিল্পীদের সম্বর্ধনা জানানো হবে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই উৎসবের ব্যবস্থাপক কমিটির সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় বলেন, উৎসব-কমিটি ইতিমধ্যেই রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, সুইডেন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী ও নেদারল্যাণ্ডস থেকে প্রতিযোগিতার শিশু-চিত্র, প্রামাণ্য-চিত্র, কার্টুন চিত্র ও 'পাপেট' চিত্র পাবেন বলে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। ভারতবর্ষের মোট ৫ খানি শিশু-চিত্র এই উৎসবে দেখানো হবে—তার মধ্যে ৭টি বাংলা।

সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীচট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, অধিক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ শিশু-চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত করা ও শিশুদের মধ্যে শিশু-চিত্রের কদর বাড়ানোই এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারী সহযোগিতা ব্যতীত এদেশে অধিক পরিমাণে শিশু-চিত্র তৈরী করাই সম্ভব হতে পারে না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের মারফত শিশুরা বিনা প্রবেশ-দক্ষিণায় এই উৎসবে যোগ দিতে পারবে। বিভিন্ন বিদ্যালয় বা

কেন মিছে

কষ্ট পাচ্ছেন?

তাড়াতাড়ি আরামের জন্যে

বি.আই. কফ সিরাপ ব্যবহার করুন

দমকা ও পুরোনো কাশিতে

এবং শ্বাসনালীর প্রদাহে

বিশেষ উপযোগী

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড

প্রতিষ্ঠান ১, টাকা ৫০ নয়া পয়সার বিনিময়ে প্রথম ১০ জন শিশু ও শুধু ১, টাকায় পরবর্তী প্রতি পাঁচজন শিশুর উৎসবে যোগদানের জন্য স্বীকৃতি লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এই স্বীকৃতি লাভে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আগামী ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট টাকা জমা দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসব-কমিটির অফিস (১০৭, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৪) থেকে যথাসময়ে ৬ বছর থেকে ১৫ বছরের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

### দক্ষিণীর নৃত্যানুষ্ঠান

গত রবিবার দক্ষিণীর বার্ষিকী নৃত্যানুষ্ঠান নিউ এম্পায়ারে সুসম্পন্ন হয়। দু-ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে প্রথমে দক্ষিণীর শিল্পীরা মণিপুরী ও কথাকলি ঢঙে কয়েকটি একক ও সমবেত নৃত্য এবং একটি মোহিনী-অট্টম নৃত্য পরিবেশন করেন। এ-ছাড়া কয়েকটি রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে গানের উপযোগী নৃত্যও পরিবেশিত হয়। বিরতির পর বসন্ত ঋতুর নানা রূপ ও ভাব নিয়ে রচিত একটি রবীন্দ্রগীতিগুচ্ছ তাঁরা শ্রোতাদের উপহার দিলেন। একক ও সমবেত কণ্ঠে গীত গানগুলির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নৃত্যশিল্পীরা বসন্তের পরিবেশটি ফুটিয়ে তুললেন। ভঙ্গি আর সংগীত হল একাকার। নৃত্যে চন্দ্রিকা বসু বিশেষ নৈপুণ্য ও শিল্পবোধের পরিচয় দেন। আর যাঁরা নৃত্যে অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণা রায়, বাণী ভট্টাচার্য, অনিন্দিতাসেনা রাজকুমার, অঞ্জলা রায়, নন্দিতা রায়, লেখা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রবীন্দ্র সংগীতে অংশ নেন দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্পনা বসু, মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ রায়, করুণা দাশগুপ্ত প্রভৃতি। নৃত্য পরিকল্পনা করেন অনিন্দিতাসেনা ও চন্দ্রিকা বসু।

# নাট্যাভিনয়

রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ে বহুরূপী সম্প্রদায় বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। "চার অধ্যায়", "রক্ত করবী" ও "[illegible]"-এর পর এবার তাঁরা "মুক্তধারা" মঞ্চস্থ করেছেন। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে গত ১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম দুটি অভিনয় হয়ে গেছে এবং ২১শে ডিসেম্বর তৃতীয় অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। মঞ্চের পরিকল্পনা তাপস সেনের এবং নির্দেশনা শম্ভু মিত্রের। মঞ্চসজ্জা করেছেন [illegible] বিভিন্ন ভূমিকায় বহুরূপীর [illegible] শিল্পীদের সঙ্গে বহুরূপী [illegible] মেধাবী ছাত্রেও অভিনয় করেছেন।

• • •

[illegible]

• • •

[illegible] ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় [illegible] ১৭, [illegible] নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে শিল্পীদের [illegible] মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী', [illegible] এবং [illegible] 'তুই' শব্দ [illegible] একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ হবে।

• • •

এক সুস্থ পরিবারের [illegible] গত ১৮ই নভেম্বর সুরশ্রী নাট্যসংস্থার সভ্যগণ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "জীবন-প্রবাহ" নামে একটি সামাজিক নাটক রঙমহল মঞ্চে বিশু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয় করেন। নাটকের সংলাপ ও চরিত্র সৃষ্টি বিশেষ প্রশংসনীয়। ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকে তীব্র গতিবেগ সৃষ্টি হয় এবং শেষ পরিণতি দর্শক মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। হারু দত্ত, মায়া চক্রবর্তী ও পরিচালকের অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

বাঙ্গালোরে বসছে জাতীয় টেবল টেনিসের আসর। এই সময় আবার কলিকাতায় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। এ সব খেলার আকর্ষণও কম নয়। কিন্তু আপাততঃ টেস্ট ক্রিকেটের আলোচনাতেই এখন সবাই মশগুল, তাই ক্রিকেট নিয়েই দু চারটি কথা বলি।

• • •

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীম পাকিস্তান থেকে 'রাবার' লাভ করে ভারতে এসে খেলা আরম্ভ করেছে। ভারতের সর্বত্রই এখন ক্রিকেটের আলোচনা। ক্রিকেট নিয়েই সবাই মশগুল। কিন্তু ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খেলাধুলোর আয়োজনও কম নয়। এর্ণাকুলমে এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা চলছে। জামসেদপুরে সম্প্রতি জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়ে গেল। আর ছোট বড় হকি টুর্ণির খেলা তো লেগেই আছে।

কলকাতায় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট খেলা আরম্ভ হবে জানুয়ারীর ২৩ তারিখে। তার জন্য ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট সংস্থার কর্মতৎপরতার অন্ত নেই। ভারতের টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক ১৯৫২ সাল ছাড়া কলকাতায় কোন বার পঞ্চম টেস্ট খেলার আসর বসেনি। ১৯৫২ সালে ভারত ও পাকিস্তানের পঞ্চম টেস্ট খেলা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে খেলার আকর্ষণও ছিল। কারণ ভারত দুটি ও পাকিস্তান একটি টেস্ট জেতবার পর চতুর্থ টেস্ট খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পঞ্চম ও শেষ টেস্টের আকর্ষণ বেড়ে যায়। কারণ এ খেলায় পাকিস্তান জয়ী হলে ক্রিকেট ইতিহাসে ভারতের প্রথম 'রাবার' লাভ সম্ভব হত না। কলকাতার পঞ্চম টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিত থাকবার ফলেই ভারত 'রাবার' পায়। যাই হোক এবার ফলাফলের দিক দিয়ে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্টের কোন আকর্ষণ থাকবে বলে মনে হয় না। তার আগেই হয়তো শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের 'রাবার' লাভের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। তবুও মহানগরী কলকাতার একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। এখানে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি যে খেলাই হোক না কেন তার জন্য দর্শকের কোনদিন অভাব হয় না। খেলা দেখবার জন্য ক্রীড়া উৎসাহীদের উৎসাহ উদ্দীপনারও অন্ত থাকে না। ক্রীড়ারসিক ছাড়া আর এক শ্রেণীর দর্শকরা বছরের একটি বড় ক্রিকেট খেলাকে ক্রিকেট মেলা হিসাবেও মনে করেন। দামী পোশাক-আশাকে সজ্জিত হয়ে তারা মাঠে যান। খানাপিনা চলে। বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে মিলে মিশে পাঁচদিনের এক উৎসবের আমেজ অনুভব করেন।

কলকাতার টেস্ট খেলার এখনো দেরি আছে। যথাসময়ে সে আলোচনা করা যাবে। ক্রিকেটের আগে কলকাতায় দুটি বড় খেলার আসর বসছে। ডিসেম্বরের ২১ তারিখ থেকে সাউথ ক্লাবে আরম্ভ হচ্ছে এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা। আর ২৩ তারিখ থেকে ইডেন উদ্যানের ইনডোর

সবাই জানেন বোম্বাইয়ের খেলোয়াড় জি এস রামচাঁদ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের

নতুন অধিনায়ক জি এস রামচাঁদ

প্রথম দুটি খেলায় অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। পরের টেস্টে রামচাঁদই অধিনায়ক থাকবেন কি অন্য কারো উপর অধিনায়কত্বের দায়িত্ব অর্পিত হবে সে সম্বন্ধে এখনো কিছু ঠিক হয়নি। কাজেকাজেই রামচাঁদের বিচক্ষণতা ও পরিকল্পনার সফলতার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। এখন, যে রামচাঁদকে ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দল থেকে একেবারে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছিল তাকেই আবার কেন অধিনায়ক নির্বাচিত করা হল স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অন্তঃপুরের কর্তাদের মতিগতি এবং কার্যকলাপের খবর যাঁদের ভালভাবে জানা আছে তারা কেউই এতে বিস্মিত হননি। কারণ শুরু থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তারা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে দলীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে অধিনায়ক নির্বাচন করেছেন। রামচাঁদকে নিয়ে এ পর্যন্ত ১২ জন খেলোয়াড় অফিশিয়াল টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করবার সুযোগ পেয়েছেন। এরা হচ্ছেন সি কে নাইডু, ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার 'ভিজি', পাতৌদির নবাব, লালা অমরনাথ, ভি এস হাজারে, বিজয় মানকড়, গোলাম আমেদ, পলি উমরিগার, হেমু অধিকারী, দত্তগায়কোয়াড়, পঙ্কজ রায় ও জি এস রামচাঁদ। অধিনায়ক নির্বাচনের এই ইতিহাস খুবই দীর্ঘ। একটি বা দুটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে পর্দার অন্তরালে কত ঘোঁটই না হয়েছে কত জল ঘোলা হয়েছে তার ইতিহাস ওয়াকিবহাল মহলের অজানা নেই।

বরাবর দেখা ভারতীয় ক্রিকেটের গোড়া থেকেই অধিনায়ক নির্বাচনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ১৯৩২ সালে সরকারীভাবে ভারত যখন টেস্ট খেলার অধিকার পেল তখন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় সি কে নাইডুর অধিনায়ক নির্বাচিত হবার কথা। কিন্তু ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দলের অধিনায়ক হলেন পোরবন্দরের মহারাজা। ভারতের ক্রিকেট তখন রাজন্যবর্গের প্রভাবাধীন। তাই সাধারণ ঘরের ছেলে নাইডুর অপেক্ষা উপেক্ষিত হল। তবুও সেবার লর্ডস মাঠে ইংলণ্ডের সঙ্গে একটিমাত্র টেস্ট খেলায় নাইডুই ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারত ভ্রমণকারী জার্ডিনের দলের বিরুদ্ধে নাইডুর অধিনায়কের পদ বজায় রইল বটে, ১৯৩৬ সালে আবার ভারতীয় দলের দলের ইংলণ্ড সফরের সময় অধিনায়ক হলেন ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার 'ভিজি'। ক্রিকেট খেলায় ভিজি নাকি সুপণ্ডিত। রাজন্যবর্গের প্রভাবেই যে 'ভিজি' সেবার অধিনায়ক হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক ভিজির মহারাজকুমারের পর আবার যখন ১৯৪৬ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরের কথা এল তখন কীর্তিমান খেলোয়াড় বিজয় মার্চেন্টের অধিনায়ক হবার কথা। কিন্তু মার্চেন্টকে অধিনায়ক করা হল না। পরিবর্তে অধিনায়ক হলেন অনভিজ্ঞপ্রায় খেলোয়াড় পাতৌদির নবাব। তারপর ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া সফরে মার্চেন্টকে অধিনায়ক করা হলেও তিনি অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারেন না। সেই সঙ্গে রুসি মোদী এবং মুস্তাক আলীও দলের বাইরে রইলেন। তখনকার এক নম্বর, দুই নম্বর ও তিন নম্বরের খেলোয়াড় মার্চেন্ট, মুস্তাক-মোদী বিহীন ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করলেন লালা অমরনাথ।

তারপর ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারত সফরের সময় অমরনাথের অধিনায়কত্বই বজায় রইল। মার্চেণ্ট আর ভারতীয় দলের হাল ধরলেন না। তারপর অমরনাথ হলেন ভারতীয় ক্রিকেট থেকে বহিষ্কৃত। ডিমেলো তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাঁকে ভারতের ক্রিকেট থেকে বিতাড়িত করলেন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন অমরনাথ। আবার তিনি স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু ১৯৫১-৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের নাইজেল হাওয়ার্ডের দলের ভারত সফরের সময় অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন ভি এস হাজারে। ইংলণ্ড দলের ভারত সফরের পর হাজারের অধিনায়কত্বেই ভারতীয় দল ইংলণ্ড সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ইংলণ্ড থেকে ভারতীয় দল ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল পাকিস্তান দলের ভারত সফর। এইবারে হাজারেকে দলে গ্রহণ করা হলেও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে অধিনায়কের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় অধিনায়কত্ব করবার জন্য আবার অমরনাথের ডাক পড়ল। এল ১৯৫৩ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর। আবার হাজারে ফিরে এলেন ভারতীয় দলের অধিনায়করূপে। কি বিচিত্র পালা বদল! জ্ঞানবৃদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড় বিনু মানকড়ের কথা কিন্তু এতদিন বিবেচনাই করা হয়নি। ১৯৫৫ সালে ভারতের পাকিস্তান সফরের সময় তাঁকে অধিনায়ক করে 'কনসোলেশন প্রাইজ' দেওয়া হল। ১৯৫৫-৫৬ সালে মানকড়কে দলে গ্রহণ করা হল, কিন্তু প্রথম টেস্টের জন্য অধিনায়ক হলেন গোলাম আমেদ, পরের চারটি টেস্টে পলি উমরিগর। ১৯৫৬ সালেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট খেলাতেও উমরিগর ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করলেন। গতবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট খেলায় অধিনায়কত্ব করলেন ৪ জন খেলোয়াড়—গোলাম আমেদ, উমরিগর, মানকড় ও হেমু অধিকারী। ১৯৫২ সালের ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের অধিকারী সহকারী অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে দুটি টেস্টে তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছিল, সে দুটি টেস্টে মাত্র এক এক ইনিংস খেলার সুযোগ পেয়ে ৮১ ও ৩১ রান করে নট আউট ছিলেন। তবু বাকী তিনটি টেস্টে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হল। ভারতের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সফরের সময়ও তাঁর ডাক পড়ল না। পাকিস্তান সফরের সময়ও তিনি উপেক্ষিত হয়ে রইলেন। সেই অধিকারীর ডাক পড়ল গতবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করবার জন্য। আবার তাঁকে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিহার করা হল। ইংলণ্ড সফরের জন্য অধিনায়ক মনোনীত হলেন ভারতীয় ক্রিকেট থেকে আর এক নির্বাসিত খেলোয়াড় দত্তজীরাও গাইকোয়াড়। বলা বাহুল্য, ইংলণ্ড সফরের সময় রামচাঁদকে ভারতীয় দল থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছিল। আজ আবার তাঁকেই অধিনায়কের আসনে বসান হয়েছে। এইভাবে অধিনায়ক নির্বাচনের অবহেলার যে কত ইতিহাস আছে, তা লিখতে গেলে এক মহাভারত হয়ে যাবে। তাই সে চেষ্টা করব না। হ্যাঁ, একটা কথা লিখতে ভুল হয়ে গেছে। অফিসিয়াল টেস্টের ১২ জন অধিনায়কের মধ্যে পঙ্কজ রায়েরও নাম আছে। পঙ্কজ রায় ইংলণ্ডে একটি টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন—ডি কে গাইকোয়াড় অসুস্থ হয়ে পড়ায়।

• • •

আজকের অধিনায়ক জি এস রামচাঁদও এর আগে একদিন ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। গতবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে চতুর্থ টেস্ট খেলার আগে নির্বাচিত অধিনায়ক গোলাম আমেদ পদত্যাগ করেন। উমরিগরের উপর অধিনায়কের ভার পড়ে। কিন্তু একজন দলীয় খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বোর্ড-সভাপতির সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তিনি অধিনায়কের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত হন। তখন দলের নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয় মানকড়ের উপর। মানকড় আবার খেলার সময় একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইদিন দলের অধিনায়কত্ব করেন জি এস রামচাঁদ। বিশেষজ্ঞদের অভিমত—এইদিন নাকি দলের পরিচালনায় রামচাঁদ কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া বোম্বাইয়ে ক্রিকেট ক্লাব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলাতেও রামচাঁদ অধিনায়কত্বে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রামচাঁদ নাকি ছিলেন ভারতীয় দলের 'প্রব্লেম বয়'। দলীয় কোন্দলে তিনি নাকি অধিনায়ক গোলাম আমেদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি। গোলাম আমেদের অভিযোগ ছিল কানপুর টেস্টে রামচাঁদ তিনটি ক্যাচ ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছেন। এই জন্যই বোধ করি ইংলণ্ডের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় রামচাঁদকে ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের মতে, রামচাঁদ এখন শুধরে গিয়েছেন। তাছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়দের প্রাধান্য অনস্বীকার্য—রামচাঁদ উমরিগরের অনুগত লোক। উমরিগরকে যখন অধিনায়ক করা হল না, তখন রামচাঁদকে অধিনায়ক করলে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়দের ভাল সহযোগিতা পাওয়া যাবে—এই আশাতেই রামচাঁদকে অধিনায়ক করা হয়েছে।

খেলোয়াড় হিসাবে রামচাঁদ কোনদিন উচ্চ মর্যাদার সম্মান পাননি। মাঝারিদের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকতেন। কিন্তু রামচাঁদের খেলার মধ্যে যে নির্ভীক উদ্দাম আছে, বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটে তার নিতান্ত প্রয়োজন। রামচাঁদের খেলা প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। যেমন নির্ভীক ব্যাটিং, তেমন ইনসুইং বোলিং, তেমনই সুন্দর ফিল্ডিং। দেখা যাক, নতুন অধিনায়ক হিসাবে নড়বড়ে ভারতীয় দলের মধ্যে রামচাঁদ কতটুকু প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন।

এই সঙ্গে টেস্ট খেলায় রামচাঁদের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের একটা হিসাব দেওয়া হল। এ থেকে তাঁর খেলার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

**জি এস রামচাঁদের টেস্ট অ্যাভারেজ**

| | ব্যাটিং | | | | | বোলিং | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ইনিংস | নট আউট | মোট রান | সর্বোচ্চ রান | গড় রান | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | গড় |
| ১৯৫২ ইংলণ্ড ... ... | ৭ | ০ | ৬৮ | ৪২ | ৯·৭১ | ১৩০·২ | ৩১ | ৩০৪ | ৪ | ৭৬·০০ |
| ১৯৫২—পাকিস্তানের বিপক্ষে ... | ৩ | ১ | ৬৩ | ২৫* | ৩১·৫০ | ৬৯ | ২০ | ১৭৪ | ৬ | ২৯·০০ |
| ১৯৫২-৫৩ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ... | ১০ | ০ | ২৪৯ | ৬২ | ২৪·৯০ | ১৫১ | ৩৬ | ৪০২ | ৮ | ৫০·২৫ |
| ১৯৫৪—পাকিস্তানে ... | ৬ | ১ | ১৪৭ | ৫৩ | ২৯·৪০ | ১১১ | ৪৪ | ২০০ | ১০ | ২০·০০ |
| ১৯৫৪-৫৫—নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে | ৬ | ২ | ২৩৪ | ১০৬* | ৫৮·৫০ | ১৬২ | ৭২ | ২৭৬ | ৫ | ৫৫·২০ |
| ১৯৫৬—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ... | ৬ | ০ | ১৫৮ | ১০৯ | ২৬·৩৩ | ২৭ | ৫ | ৯১ | ২ | ৪৫·৫০ |
| ১৯৫৮-৫৯ ... ... ... | ৬ | ১ | ১৫০ | ৬৭* | ৩০·০০ | ৯২ | ২১ | ২১৮ | ৪ | ৫৪·৫০ |

* তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক

পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া দলের তৃতীয় টেস্ট খেলার পর্যালোচনা করা হয়নি। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া দল ঢাকার প্রথম টেস্টে ৮ উইকেটে এবং লাহোরের দ্বিতীয় টেস্টে ৭ উইকেটে পরাজিত করায় আগেই 'রাবারের' প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। করাচী টেস্টের আর তেমন আকর্ষণ ছিল না। তবু শেষ টেস্ট খেলায় পাকিস্তান দল জিততে পারে কিনা তা দেখবার জন্য অনেকেই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রথম খেলার মত [illegible] পাকিস্তানের [illegible] দ্বিতীয় ইনিংসে [illegible] কিন্তু প্রথম ইনিংসের [illegible] দ্বিতীয় ইনিংসে [illegible] কিন্তু [illegible] করে না।

[illegible] প্রথম দিন [illegible] ৫ উইকেটে [illegible] ১৬৬ রান [illegible] তিনি এই দিন ৭২ রান [illegible] নট আউট [illegible] টেস্টে হাজার রান পূর্ণ করেছেন [illegible] ইংল্যান্ডের [illegible] ১২টি টেস্টে হাজার রান পূর্ণ করে যে রেকর্ড করেছিলেন, সাঈদ আহমদ [illegible] টেস্টে হাজার রান করে সে রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন।

খেলা শুরুর দ্বিতীয় দিন ২৮৭ রানে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া দল দিনের শেষে দুই উইকেট হারিয়ে ৩৬ রান তোলে। সাঈদ আহমদ মাত্র ৯ রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেন না।

তৃতীয় দিন ২৫৭ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ফলে প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩০ রানে অগ্রগামী থেকে পাকিস্তান শেষ সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসের [illegible] কোন রান হয় না। সমস্ত উইকেটই অটুট থাকে।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের [illegible] সময় ব্যাট করে পাকিস্তান [illegible] ৫ উইকেটে মাত্র ১০৪ রান। আরও মন্থর ব্যাটিং করতে হবে। শেষ দিন [illegible] এবং [illegible]। পাকিস্তান দল ৮ উইকেটে ২২৫ রান তুলে মাত্র ২ ঘণ্টা অস্ট্রেলিয়া দলকে ব্যাটিং করবার সুযোগ দেয়। জয়লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন থাকে ২২৫ রানের। ২ ঘণ্টায় ২২৫ রান করা টেস্ট ক্রিকেটে অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া দল ২ উইকেটে ৮৩ রান তুললে খেলাটি শেষ হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:—

**পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস**—২৮৭ (সাঈদ আহমদ ৯১, ইজাজ বাট ৫৮, হানিফ মহম্মদ ৫১, ওয়ালিস ম্যাথিয়াস ৪৩; রিচি বেনোড ৯৩ রানে ৪ উইকেট, রে লিণ্ডওয়াল ৭২ রানে ২ উইকেট)।

**অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস**—২৫৭ (নীল হার্ভে ৫৪, কেন ম্যাকে ৪০, এলান ডেভিডসন নট আউট ৩৯, লিণ্ডওয়াল ২৩, গ্রাউট ২০; ফজল মামুদ ৭৪ রানে ৫ উইকেট, ইন্তিখাব আলম ৬৯ রানে ২ উইকেট, মুনির মালিক ৭৬ রানে ২ উইকেট)।

**পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস** (৮ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড) ২২৫ (হানিফ মহম্মদ নট আউট ১০১, ডানকান শার্প ৩৫; এলান ডেভিডসন ৭০ রানে ৩ উইকেট, কেন ম্যাকে ৫৮ রানে ২ উইকেট)।

**অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস** (২ উইকেটে) ৮৩ (কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৩০, গেভিন স্টিভেন্স ২৬)।

(খেলা অমীমাংসিত)


রান্নার স্বাচ্ছন্দ্য

রান্নায় আপনি তখনই উৎসাহ বোধ করবেন যখন কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার ঝামেলায় ও অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়ায় আপনাকে বিব্রত হতে হবে না।

• বিনামূল্যে একসেট পলতে
• যে কোন অংশ সহজলভ্য

PATENT NO 62354 OF—'57

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

GOVT. ... LIBRARY

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

৭ই ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক একাউণ্টস কমিটি কর্তৃক উহার তৃতীয় রিপোর্টে আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কয়েকটি ক্ষেত্রে আর্থিক ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐসব ক্ষেত্রে সরকারী কোষাগারের প্রচুর অর্থের অপচয় হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। কমিটি ভবিষ্যতে কঠোরভাবে অডিটর জেনারেলের নির্দেশ পালন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

৮ই ডিসেম্বর—বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ও ছিটমহল বিনিময় সম্পর্কে পাক-ভারত চুক্তি কার্যে পরিণত হওয়া আইনসংগত কিনা ইহা জানিবার জন্য রাষ্ট্রপতি বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন। অদ্য প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি সিংহের সভাপতিত্বে ৮ জন বিচারপতির এক বেঞ্চে এই সম্পর্কে বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ এই রাজ্যের সকল শ্রেণীর দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণার্থে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের নিমিত্ত সরকার হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার দাবি উত্থাপন করেন। ঐ বিলটি এই দিনই পরিষদে গৃহীত হয়। পূর্বে ইহা বিধান সভায় গৃহীত হইয়াছে।

৯ই ডিসেম্বর—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আজ অপরাহ্ন ৫টা ২ মিনিটের সময় পালাম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৮ খানি হাণ্টার জেট বিমান রাষ্ট্রপতির বিমানখানিকে আগাইয়া লইয়া আসে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার পালাম বিমান বন্দরে উপনীত হইলে লক্ষ লক্ষ নরনারী উল্লাসধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন।

১০ই ডিসেম্বর—শান্তি-সৌহার্দ্য বহির্গত প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আজ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—"আমি অন্যান্য সকল মানুষের সংগে শান্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মানব মর্যাদার জন্য এবং পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

আসামের প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী শ্রীমহীতোষ দাস অদ্য আসাম বিধানসভায় জানান যে, চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সেনাবাহিনীর লোকজন লইয়া একখানি ট্রেন যখন পূর্ব সীমান্ত অভিমুখে যাইতেছিল, তখন উহাকে লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হইয়াছিল। আসামের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহিনীর এই কার্যকলাপে সকলে শংকিত হয়।

১১ই ডিসেম্বর—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আজ ক্ষুধার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ করিবার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, ইহা এমন এক ধরনের সংগ্রাম, যাহা মানুষকে মহিমান্বিত এবং উন্নত করে।

অদ্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে সম্মানসূচক "ডক্টর অব ল" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, কালিম্পংয়ের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিনা লাইসেন্সে তাঁহার বাসস্থানের ভূগর্ভস্থ এক কক্ষে একটি বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র রাখার দায়ে গ্রেপ্তার হইয়াছে। ঐ যন্ত্র সীমান্তের ওপারে চীনা সৈন্যদের সহিত সংযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

১২ই ডিসেম্বর—আট মাস নীরব থাকিবার পর নাগাদের প্ররোচিত নাগাদের কার্যকলাপ আবার আরম্ভ হইয়াছে। সরকারীভাবে জানা গিয়াছে—গত ৯ই ডিসেম্বর কোহিমা হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে পাহাড়ের গ্রামবাসী গ্রামগুলিতে নাগাগণ [illegible] আক্রমণ করে।

দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে বন্যানিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে শ্রী এম ডি কুলকার্নির নেতৃত্বে সম্প্রতি যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল সেই কমিটি বিস্তারিত [illegible] পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ডি ভি সির বর্তমানে যে ৫টি বাঁধ আছে, তাহা ছাড়া অবশ্যই অবিলম্বে আরও একটি বাঁধ নির্মাণ অপরিহার্য।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সম্বর্ধনায় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যে ভোজসভার আয়োজন করেন, ঐ সভায় উভয়ের মধ্যে ৮৫ মিনিটব্যাপী বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয় বলিয়া জানা যায়।

১৩ই ডিসেম্বর—আজ রাত্রে প্রকাশিত এক যুক্ত ইস্তাহারে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু, ভারত মার্কিন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং [illegible] আস্থার সহিত এই আশা ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতেও দুই দেশের মৈত্রী অটুট থাকিবে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এক সপ্তাহের জন্য এলাহাবাদ শহর ও জেলার সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখারও নির্দেশ দিয়াছেন। শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

## বিদেশী সংবাদ

৭ই ডিসেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আইসেনহাওয়ার আজ করাচী পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে বলেন যে, তাঁহার দেশ শান্তি ও পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের সহিত একযোগে কাজ করিতে চায়। তবে সর্বদা যথার্থ ন্যায়সংগত ও শুভকার্যে আত্মনিয়োগ করার জন্যই এই নিরাপত্তা ও শান্তি সংগ্রহ করা।

করাচীর সরকারী সূত্রে প্রকাশ যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর মধ্যে ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের উপর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যমূলক প্রভাব বিস্তার করিবে।

পাক প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান আজ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক নিশান-ই-পাকিস্তান পদকে ভূষিত করেন।

৮ই ডিসেম্বর—সিংহলে কমলাসীন শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি অদ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ দহনায়কের পদত্যাগপত্র গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি যে সময়ে পদ ত্যাগ করিয়াছেন উহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

ভারত সরকারী প্রতিনিধি [illegible] মার্কিন [illegible] জন্য ভূমিবিষয়ক উদ্দেশ্যে [illegible] ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

৯ই ডিসেম্বর—[illegible] কর্তৃপক্ষ [illegible] পার্টির [illegible] বিশেষ [illegible] জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

[illegible]

১০ই ডিসেম্বর—[illegible] এই [illegible] রাখিয়াছেন।

[illegible] একটি [illegible]

১১ই ডিসেম্বর—[illegible] পরিকল্পনার জন্য [illegible] হইতে [illegible] পাইবে। ইহার পরিমাণ ১০১১৭০০ ডলার। অনুরূপ [illegible] আর্থিক সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে গত বৎসর বিশেষ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ গত রাত্রিতে আলজেরিয়ার সমস্যা সংক্রান্ত এশিয়া-আফ্রিকার প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন। যদিও প্রস্তাবটি অনুচ্ছেদের স্বতন্ত্রভাবে ভোট গ্রহণ করা হইলে উহা সমগ্রভাবেই অনুমোদিত হইয়াছিল। জনৈক আলজেরিয়ান মুখপাত্র এ সম্পর্কে বলেন, আকস্মিক জোটের চক্রান্ত ও গোপন কারসাজিই এ ধরনের বিপর্যয় ঘটাইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

# হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইল্‌স-এর ক্যাপস্টান-এর
তুলনা নেই

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

CAP/386

# পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম

* পরিষ্কার করে
* সুন্দর করে
* সুরক্ষিত রাখে

রোজ রাতে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো ক'রে আপনার মুখে মাখুন। এই ক্রীম রোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে ময়লা বের করে দেয়। ত্বকের পক্ষে পুষ্টিকর এই চমৎকার পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহারে আপনার মুখশ্রী বাস্তবিকই নির্মল ও কমনীয় হ'য়ে উঠবে।

**ভ্যানিশিং ক্রীম:** হালকা ও তুষার-সাদা পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় কান্তি সুরক্ষিত রাখবে—পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলবে। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়—এটি একটি নিখুঁত পাউডার বেস্‌ এবং এর ওপর পাউডার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানভাবে লেগে থাকে।

P 7740 চিসব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ)

বর্ষ]  শনিবার, ১০ পৌষ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ  **DESH** Saturday, 26th December, 1959  মূল্য—৪০ নয়া পয়সা  সংখ্যা ৮

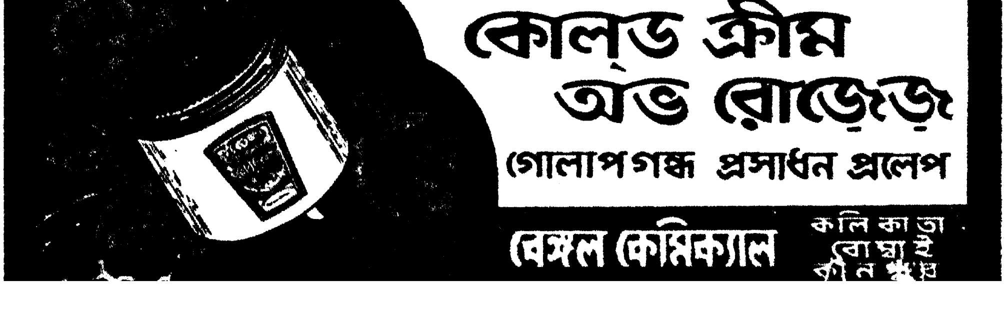

দেবতার কাছাকাছি...

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা ওঁর কাছে প্রায় ধর্ম্মের সামিল। পূজার্চ্চনায় যাবার আগে গোদরেজ স্যাণ্ডেল দিয়ে স্নান করা ওঁর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। গোদরেজ স্যাণ্ডেল ছাড়া অন্য কোন সাবানই উনি ব্যবহার করেন না, কেননা ওটা নিশ্চিত-ভাবে জান্তব চর্ব্বি থেকে মুক্ত।

কোমলকারক ভেজিটেবল অয়েলের সাবানে বিশুদ্ধ মহীশূর স্যাণ্ডেলউড অয়েল যুক্ত হয়ে গোদরেজ স্যাণ্ডেল সাবানকে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। ভেজিটেবল্ অয়েল টয়লেট সাবানের প্রস্তুতকারকদের অগ্রগামী কর্ত্তৃক তৈরী এই সাবানে চটপট প্রচুর ফেনা হয় যা শীতল ও স্নিগ্ধ করে এবং এর খাঁটি চন্দনের গন্ধটি অনেকক্ষণ থাকে···

গোদরেজ স্যাণ্ডেল আপনাকে দামের পুরো মূল্য দেয়।

গোদরেজ

সাবানের
জগতে
সেরা
নাম।

দেশ [illegible]

# প্রতিটি গ্রন্থে রহস্য—রোমাঞ্চ—[illegible]—শিহরণ।

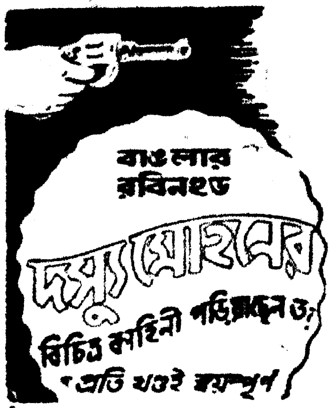


(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) [illegible] (৪) রমার বিয়ে (৫) [illegible] মোহন (৬) রমা-হারা মোহন (৭) [illegible] (৮) মোহনের জার্মানী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন (১১) নারী-হারা মোহন (১২) রুদ্র-সীমান্তে মোহন (১৩) মুখোশ মোহন (১৪) মোহনের দুর্নাম (১৫) মোহন ও [illegible] (১৬) দস্যু মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহনাস্ত্র-মন্ত্রে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমান্ত সংঘর্ষ (২০) গোপাপেশা-দুর্গে মোহন (২১) নেতা মোহন (২২) মোহনের প্রথম অভিযান (২৩) মোহন ও পঞ্চম-বাহিনী (২৪) ফাঁসির মঞ্চে মোহন (২৫) রমার সাধ (২৬) মোহন ও [illegible] (২৭) মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী (২৮) বার্লিনে মোহন (২৯) স্বপন ও দস্যু (৩০) বন্দ্ মোহন (৩১) মোহন ও হাট (৩২) তরুণ মোহন (৩৩) জার্মান-ষড়যন্ত্রে মোহন (৩৪) [illegible] মোহন (৩৫) স্বপনের রহস্য অভিযান (৩৬) [illegible] স্বপন (৩৭) মোহনের অভিনয় (৩৮) নিশাচরের মোহন (৩৯) মোহন-চপলা সংঘর্ষ (৪০) মোহনের অনুরাগ (৪১) প্রিয় মোহন (৪২) সর্বজ্ঞ মোহন (৪৩) মোহনের তিন শত্রু (৪৪) হত্যা-দুর্গে মোহন (৪৫) [illegible] মোহন (৪৬) মোহনের প্রতিদান (৪৭) স্বপনের এ্যাডভেঞ্চার (৪৮) নবরূপে মোহন (৪৯) মোহনের নূতন অভিযান (৫০) হারা মোহন (৫১) সুন্দরবনে মোহন (৫২) যুবক মোহন (৫৩) মোহন ও আণবিক বোমা (৫৪) মোহনের প্রতিশোধ (৫৫) মোহনের রূপ-পরিবর্তন (৫৬) করমচাঁদ মোহন (৫৭) মোহন ও বনবিহারী (৫৮) বিচারক মোহন (৫৯) সোভিয়েট রাশিয়ায় মোহন (৬০) মোহন ও রেকার (৬১) মোহনের পদ-রক্ষা (৬২) মোহনের দ্বিতীয় অভিযান (৬৩) মোহন ও শিকার (৬৪) মহাযুদ্ধে মোহন (৬৫) সাগরতলে মোহন (৬৬) বন্দী মোহন (৬৭) নারী-হারা স্বপন (৬৮) মোহন ও যক্ষের ধন (৬৯) বিপদ-জালে মোহন (৭০) সন্ন্যাসী মোহন (৭১) মৃত্যু-হারা মোহন (৭২) মোহনের মানবতা (৭৩) অপহৃতা রমা (৭৪) ছদ্মবেশী মোহন (৭৫) মোহন ও হীরা (৭৬) [illegible] মোহন (৭৭) মহানুভব মোহন (৭৮) মোহনের লক্ষ্যভেদ (৭৯) স্বপন ও [illegible] (৮০) প্রিয় স্বপন (৮১) অনুরাগী স্বপন (৮২) [illegible] স্বপন (৮৩) দস্যু সদনে মোহন (৮৪) অন্তরালে মোহন (৮৫) মোহনের এ্যাডভেঞ্চার (৮৬) মৃত্যুর পশ্চাতে মোহন (৮৭) দুঃসাহসিক স্বপন (৮৮) অপহৃত মোহন (৮৯) মোহন ও রাজপুতানী (৯০) মোহনের জয়যাত্রা (৯১) মহাযাত্রী স্বপন (৯২) দুর্বার মোহন (৯৩) উদ্ধারের পথে মোহন (৯৪) মোহন ও দমন (৯৫) প্রেমময় মোহন (৯৬) মোহনের পদধ্বনি (৯৭) স্বপন ও জলদস্যু (৯৮) [illegible] স্বপন (৯৯) দুর্জয় স্বপন (১০০) মহাসাগরে স্বপন (১০১) মোহন ও মহাদেবী (১০২) নায়ক মোহন (১০৩) বন্দী স্বপন (১০৪) [illegible] (১০৫) [illegible] (১০৬) [illegible] মোহন (১০৭) মোহন-নির্ভীকতা (১০৮) [illegible] মোহন (১০৯) [illegible] মোহন (১১০) [illegible] মোহন (১১১) [illegible] মোহন (১১২) রহস্য-জালে মোহন (১১৩) মোহনের [illegible] (১১৪) [illegible] মোহন (১১৫) মোহন ও [illegible] (১১৬) মোহনের [illegible] (১১৭) [illegible] (১১৮) [illegible] মোহন (১১৯) [illegible] (১২০) [illegible] (১২১) মোহনের [illegible] (১২২) [illegible] মোহন (১২৩) [illegible] মোহন (১২৪) [illegible] … [illegible] (২০১) [illegible] (২০২) [illegible] মোহন (২০৩) [illegible] মোহন (২০৪) অন্তরালে মোহন। যন্ত্রস্থ—(২০৫) আবার মোহন-চপলা (২০৬) মোহন-চপলা সংঘাত। প্রতি খণ্ড ২

---

দাম্পত্য-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

**নর-নারী** শ্রীশৈলেন বিশী বি-এল রচিত। প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতপ্রবর বসু লিখিয়াছেন, "কামপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে নর-নারীর অজ্ঞতা এই গ্রন্থপাঠে দূর হইবে। এই সুখপাঠ্য গ্রন্থখানিতে নর-নারীর বহু জ্ঞাতব্য তথ্য স্থান পাইয়াছে।" মূল্য ২৷৹

লেডি ডাক্তার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ

১। যৌবন-সম্ভোগ ৬ষ্ঠ সং ১৷৹
২। বিবাহ-বিজ্ঞান ৭ম সং ১৷৹
৩। দেশবিদেশের যৌনতত্ত্ব ৪র্থ সং ১৷৹
৪। দেশবিদেশের যৌনবোধ ৪র্থ সং ১৷৹
৫। যৌন-বিজ্ঞান ৪র্থ সং ১৷৹
৬। কাম ও যৌন-জীবন ৫ম সং ১৷৹
৭। কন্যাত্বরাপ ও যৌন-সমস্যা ৪র্থ সং ১৷৹

শ্রীঅমিয়কুমার বাগচী বি-এ প্রণীত

**পতিতা** পতিতা জীবনধারার সমস্যা ও আলোচনা মূল্য ২

**যৌন-জীবন** যৌন-জীবন সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ এই গ্রন্থে পড়ুন। ২৷৹

**ব্যভিচার** গবেষণামূলক তথ্য-বহুল বিরাট যৌন-গ্রন্থ। মূল্য—২ টাকা।

বিখ্যাত যৌন-বিজ্ঞানী হিরণ্ময় প্রণীত

**প্রেম ও প্রেমরতি**

Love technique সম্বন্ধে অভিনব গ্রন্থ। বহু চিত্র পরিশোভিত। মূল্য—২

**মনোবাসনা ও মনোবিকার**

[পরিবর্ধিত ও বহু চিত্র সম্বলিত]

বিকৃত মনোবাসনা ও মনোবিকারের হস্তে পতিত হইয়া মানুষ কিভাবে বিপন্ন হয়, তাহারই তথ্যবহুল আলোচনা। ২৷৹

**কেন এমন হয়** কয়েকটি সত্য কাহিনীর মাধ্যমে যৌন-তত্ত্বের অপরূপ ব্যাখ্যা। ১

**কেমন করে বাঁচি** যৌন প্রশ্ন বিশ্লেষণ। ২

---

সাধারণ পাঠকেরা অন্যূন দশ টাকার বই ভি. পি-তে নিলে ডাক-মাশুল লাগবে না।

**শিশির পাবলিশিং হাউস—২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬**

চিকিৎসক
আইন ব্যবসায়ী
ইঞ্জিনীয়ার

আপনার ছেলেকে কি তৈরী করাতে চান ?

ওর ভবিষ্যৎ আপনারই হাতে।
ভবিষ্যৎ জীবনে ও কি হবে সে সম্পর্কে আপনার যদি কোন পরিকল্পনা থাকে এবং ওকে যদি আপনি সেই রকম-ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চান, তাহলে আপনার সঞ্চয় করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

যাঁরা নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করেন তাঁদের সকলের পক্ষেই ভারত সরকারের ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্টকালীন জমা পরিকল্পনা সুবিধেজনক। আপনার নিকটবর্তী পোষ্ট অফিসে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে ৫ অথবা ১০ বছর পর করবিহীন সুদসহ একটা মোটা অঙ্কের টাকা পেতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর, ৫ বছরের জমায় শতকরা প্রায় ৩·৩ টাকা এবং ১০ বছরের জমায় শতকরা ৩·৮ টাকা সুদ পাওয়া যায়।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

আপনার পোষ্ট মাষ্টার আনন্দের সঙ্গেই ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্টকালীন জমা পরিকল্পনার বিস্তারিত সংবাদ দেবেন।

DA 59/303

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বাঙালীর মেধার কি অবনতি ঘটিতেছে? | - | ৫৬৯ |
| প্রসঙ্গত— | - | ৫৭০ |
| বৈদেশিকী— | - | ৫৭১ |
| গানের আসর— | শার্ঙ্গদেব | ৫৭৩ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | - | ৫৭৫ |
| প্রথম কদম ফুল— | শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৫৭৭ |

স্মরণীয়

[illegible]
গ্রন্থতিথি

৭ই কার্তিক ও ৭ই অগ্রহায়ণে
প্রকাশিত গ্রন্থ :

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
[illegible] গান ৫,
[illegible] চৌধুরীর
নীলে সোনায় [illegible] ৩.৫০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
[illegible] ২.৫০
[illegible]
[illegible] রাজকুমার ২.৫০
[illegible] রায়ের
ঘরে-বাইরে [illegible] ৫.৫০

১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিবেচিত হওয়ায়

কলকাতার কাছেই

১৯৫৯ সালে সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার লাভ করিয়াছে

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কলকাতার কাছেই (উপন্যাস) ৫-৫০

আমাদের প্রকাশনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিবিধ গ্রন্থ :

[illegible] বিচিন্তা ২॥০ ॥ মোহিতলাল মজুমদারের বাংলার নবযুগ ৬, : সাহিত্য-বিচার ৬, ॥ [illegible] দেবী চৌধুরাণীর পুরাতনী ৫, ॥ [illegible] আমার জীবন ২॥০ ॥ [illegible] ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ১, ॥ [illegible] পরম রমণীয় ৪, ॥ নলিনীকান্ত সরকারের শ্রদ্ধাস্পদেষু ২॥০ ॥ [illegible] চক্রবর্তীর অলঙ্কার-চন্দ্রিকা [illegible] ॥ [illegible] ঠাকুরের অবনীন্দ্র-চরিতম্ ৩, ॥ [illegible] আত্মজীবন-চরিত ৩, ॥ [illegible] দেবীর [illegible] চিত্তরঞ্জন [illegible] ॥ হুমায়ুন কবীরের শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব ১॥০ ॥ [illegible] বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১২, ॥ [illegible] অমৃতপথযাত্রী ৩৬০ : ভারতের আদিবাসী ৩, : ভারতীয় কোকের ইতিহাস ৩, ॥ [illegible] যখন নায়ক ছিলাম ৫॥০ ॥ [illegible] যখন আমি জেলে ৬, ॥ [illegible] এই কলকাতায় ২, ॥ [illegible] চক্রবর্তীর ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য ৮, ॥ বনফুলের শিকার [illegible] ২॥০ ॥ [illegible] ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৩, ॥ [illegible] দৃষ্টিকোণ ২।০ ॥ [illegible] ১৬০ ॥ [illegible] বিবি ও জোটা ২, : [illegible] ২॥০ ॥ [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ ১৬০ ॥ [illegible] আমরা ও তাঁহারা ৩।০ ॥ [illegible] শিকার পাথেয় ৪॥০ ॥ [illegible] শিশুর জীবন ও শিক্ষা ৪৬০ ॥ [illegible] গ্রন্থাগার : কর্মী ও পাঠক ১, ॥ [illegible] আপনার বিবাহ-যোগ ২।০ ॥ [illegible] ভারতে জ্যোতিষচর্চা ও কোষ্ঠি বিচারের নিয়মাবলী ১০, ॥ [illegible] বিদ্রোহে বাঙালী ৫৬০ ॥ [illegible] রবীন্দ্রনাথ ৩॥০ ॥ [illegible] শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ২॥০ ॥ [illegible] কলকাতার পথঘাট ৩, : [illegible] ২।০ ॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
গ্রাম : কালচার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

[illegible]

একদিন যা ঘটেছিল......ওদের গ্রামের ছেলের ছোট্ট সংসার। মাধুরী এসেছে নতুন বৌ হয়ে। খাস্ কোলকাতার মেয়ে মাধুরী। মাধবপুরের মতো গ্রামে ঠিক সে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। রাত্রি হলে এখনও তার বুকের ভয় করে। শেয়ালের ডাকে ঘরে দোর দেয়। হুতুম প্যাঁচার ডাকে তার নিশিথ রাতেও ঘুম ভাঙে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দও বাকি মাধুরীর জীবন ভর। গাঁয়ের বৌ-ঝা সকলে মাধুরীকে নিয়ে হাসাহাসি করে। মাধবপুরের মতো

# তারাপদ মাষ্টার

অজ গ্রামদেশে এসে কোলকাতার লোকও সত্যিই ভয়ে বোকা বনে যায়।......তবু মাধুরীর গ্রামকে কিন্তু ভাল-লাগে। ভালবেসে ফেলে মাধুরী ও গাঁয়ের মাটি আর মানুষ-গুলোকে—আপ্রাণ চেষ্টা করে ওদের আপন করে নিতে।...

বৃদ্ধা শাশুড়ী মঙ্গলাবালার যত্ন নিতে মাধুরী কখনও ভুল করে না। তাইতো তিনি মাধুরীকে এত ভালবাসেন। ফরমাস মতো তাঁকে মাধুরী ভালটা মন্দটা বেঁধে খাওয়ায়। আর কত দিনইবা বাঁচবেন—এই ভেবে মাধুরী বৃদ্ধার সব অনুরোধই মেনে চলতে চেষ্টা করে। ওদের ছোট্ট সংসারে মাধুরীকে পেয়ে বোধহয় সব চাইতে বেশী খুশী হয়েছেন তাঁর শাশুড়ী।......কত অনুযোগ অনুনয়ের পর তারাপদ বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বেচারী তারাপদ এই বিয়ের কথা নিয়ে মা'র কাছে কতই না কথা শুনেছে। মাধুরী এসে অবধি তাকে আর সকাল সাঁঝে মা'র বোকাবেলায় যেতে হয় না।

এম. এ. পাশ করে গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারীর কাজ নিয়েছে তারাপদ। ভাল চাকুরীর আশায় সে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়নি। গ্রামকে সে ভালবাসে। এ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবার সে আপনারজন—তারাপদ মাষ্টার। এদের নিয়েই তারাপদর দিন কেটেছে।......মাধুরী আজ তার স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে—মাধবপুরকে আদর্শ গ্রাম করে গড়ে তুলতে।......ইতিমধ্যে মাধুরী সবার প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেলাইয়ে রান্নায় মাধুরীর পাড়া জোড়া নাম। আনাড়ী ভাবলেও আজকাল কাজের ফাঁকে গাঁয়ের বৌ-ঝাই এসে মাধুরীর কাছে ভীড় জমায়। বুড়ীদের আসরে মঙ্গলাদেবী বৌ-মার যা প্রশংসা করে বেড়ান, তাতে সব শাশুড়ীই চায় বৌ-মা তাদের মাধুরী বৌ'র মতো কাজকর্ম শিখুক।.........গাঁয়ের বৌদের বড় নিয়ে রান্না শেখায়—মাধুরী। অবাক হয়ে তারা দেখে মাধুরীর রান্নার নতুন ঢং। মাধুরী তার সব রান্নাতেই ডাল্ডা ব্যবহার করে। ওদের কাছে, আজব লাগে। কালু মুদীর দোকান সাজানো খেজুর গাছ মার্কা 'ডাল্ডার' টিন তারা অনেকেই দেখেছে। বৌ-মা জানে 'ডাল্ডা' দিয়ে মেঠাই-মণ্ডা ভাজাভুজি হয়—সব রকম রান্নার কাজও যে 'ডাল্ডায়' হয় এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। তাই মাধুরীকে 'ডাল্ডা' দিয়ে সব রান্না রাঁধতে দেখে ওদের অত আশ্চর্য্য লাগে। কৌতূহল বাড়ে—তবু মাধুরীকে জিজ্ঞেস করতে তারা লজ্জা পায়। লজ্জার মাথা খেয়ে 'মেজ-বৌ' একদিন জিজ্ঞেস করে বসে। মাধুরী কিন্তু ওর কথায় হাসে না, বুঝিয়ে বলে ওকে 'ডাল্ডার' কাহিনী। 'মেজ-বৌ' পায় তার প্রশ্নের জবাব, কেন মাধুরী সব রান্নাতেই 'ডাল্ডা' ব্যবহার করে।......

"খাঁটি ভেষজ তেল থেকে 'ডাল্ডা' তৈরী। আর প্রতি "আউন্স" 'ডাল্ডা'তেই আছে ভিটামিন 'এ'র ৭০০ 'ইণ্টার ন্যাশনাল ইউনিট' এবং 'ডি'র ৫৬ 'ইণ্টার ন্যাশনাল ইউনিট'—আমাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ রান্নার কাজেই 'ডাল্ডা' ব্যবহার হয় না। 'ডাল্ডা' দিয়ে আমরা সব রকম রান্নাই রাঁধতে পারি। আর 'ডাল্ডা' সব সময় সীল করা টিনে পাওয়া যায় বলে ধুলোময়লা পড়বার বা ভেজালের কোন ভয় থাকে না। 'ডাল্ডা' চেনবার সহজ উপায় হোল—সীল করা টিনের গায়ের 'খেজুরগাছ' মার্কা ছাপ"—মাধুরী তার 'ডাল্ডার' বিশ্লেষণ পর্ব শেষ করে। গাঁয়ের বৌ-ঝা ঘরে ফেরে।

দিন কতক পরের কথা। বাইরে গনেশ ব্যাপারীর গলা শুনে মাধুরী দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। দেখে গনেশ ব্যাপারীর হাতে 'ডাল্ডা'র একটা ছোট্ট টিন। আজই হয়ত গনেশ কিনেছে। সত্যাসত্য জেনে নিতে মাষ্টারের কাছে ছুটে আসা। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই এ সব মেজ-বৌর পরামর্শে। নইলে গনেশ আবার 'ডাল্ডা' কিনতে যাবে কেন!...স্বামীর চোখে চোখ পড়ায় মাধুরী ভেতরে চলে আসে। ভেতর থেকে কান পেতে শোনে স্বামীর কথা "হ্যাঁ গনেশ, একেবারে খাঁটি জিনিষ 'ডাল্ডা' ওতে আর বলার কি আছে। ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবে......" হেসে মাধুরী কাজে চলে যায়।

DL.P. 6-X56 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড বোম্বাই।

# সূচীপত্র


| বিষয় — লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ৫৮৫ |
| নকল মক্কল—শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী | ৫৯৩ |
| বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ৬০৭ |
| নবতীর্থ রাউরকেলা—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত | ৬১৭ |
| দিন পেরিয়ে দিন (কবিতা)—শ্রীশোভন সোম | ৬২৩ |
| জীবন-স্বপ্ন (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাল | ৬২৩ |
| অন্তর্নিহিত (কবিতা)—শ্রীইন্দুমতী ভট্টাচার্য | ৬২৩ |



কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তক

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

## বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

প্রথম খণ্ড

[illegible] ... প্রথম খণ্ডের দাম—১২.৫০

## ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা

ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

[illegible] ... বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, আসামী, তামিল, তেলেগু, রাজস্থানী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার বিভিন্ন ... [illegible] ... পৃষ্ঠা ২৫২। মূল্য ৬.৫০

## ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতকের ... বাংলা গীতিকাব্য। এই গ্রন্থ গীতিকবিতার ... সংকলন। ১৮৬০ থেকে ১৯১০ : এই ... [illegible] ... পৃষ্ঠা ৭৭৬ : ... মূল্য ১২.০০ [illegible]

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ফোন: ৩৪ ৩১০১



ন্যাশনালের প্রকাশিত কয়েকটি বই

অনুবাদ সাহিত্য

আলেকজান্দার কুপ্রিনের

**রত্নবলয়**

[illegible]

—[illegible]

অনুবাদক : [illegible] ... ৬.৫০

[illegible]

**বুখারার বীরকাহিনী**

[illegible] ... কাহিনী।

অনুবাদক : [illegible] ... [illegible]

আর্কাদি গাইদারের

**অগ্নি-পরীক্ষা**

১ম খণ্ড : দুই বোন ... [illegible]
২য় খণ্ড : [illegible] ... [illegible]
৩য় খণ্ড : বিষম প্রভাত ... ৬.০০
তিন খণ্ড একত্রে ১৩.০০

পিয়েরের পাভলেঙ্কোর

**জীবনের জয়গান** ... ৪.০০

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির

**ইস্পাত** ... ৬.৫০

হাওয়ার্ড ফাস্টের

**স্পার্টাকাস** ... ৫.০০

**শেষ সীমান্ত** ... ৪.০০

শীঘ্র বের হবে

ইলিয়া এরেনবুর্গের

নবম তরঙ্গ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট : কলকাতা ১৩

ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র

কোকোনাট অয়েল

শ্যাম্পু

ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবালি ও বাসি তেল দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও চুল চকচকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা— | - | ৬২৪ |
| ট্রামে-বাসে— | - | ৬২৫ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য— | - | ৬২৬ |
| পুস্তক পরিচয়— | - | ৬২৭ |
| রংগজগৎ— | চন্দ্রশেখর | ৬৩০ |
| খেলার মাঠে— | একলব্য | ৬৩৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | - | ৬৪৫ |

এ বছরের সাহিত্য একাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের
**সোহাগপুরা ৪৲**
মহারাণী সম্রাজ্ঞী লালকুঁয়ারের পতন-অভ্যুদয়ের আশ্চর্য কাহিনী।
এটি শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রচিত
**দেশবন্ধু-স্মৃতি ১০৲**
"It is the greatest tragedy in my life that I have been drawn to a profession that I do not like."
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এইরূপ প্রামাণ্য জীবনী বাংলাভাষায় আর নাই।

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী
**রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪৲**

যোগেশ বাগল প্রণীত
**কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৫৲**

প্রমথনাথ বিশী
**বাংলার কবি ৪৲**

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
**বাংলা সাহিত্যের চতুষ্কোণ ১২৲**

সুবোধ চক্রবর্তীর উপন্যাস
**একটি আশ্বাস ৬॥৹**

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
**অন্য দিগন্ত ৫৲**

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত
**হে অতীত কথা কও ৪৲**
**বউডুবির খাল ৩৲**

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
**অরণ্য বাসর ৬৲ ছায়ানট ২॥৹**
সঞ্জয় ভট্টাচার্য—**স্মৃতি ৩৲**

**সমান্তরাল ৩॥**
প্রশান্ত চৌধুরী রচিত সর্বাধুনিক উপন্যাসখানি "লাল পাথর"এর মত সমাদৃত হবে আশা করা যায়।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ফোন ৩৪-২৯৮৪

আগামী বাংলা নববর্ষে বাহির হইবে
মূল্যে, পরিপাটি, রচনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ
নববর্ষ-সংকলন
**মধুরাংশ্চ**
সম্পাদক:
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
প্রকাশক:
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
গল্প-সংকলন "মধুরাংশ্চ" বিদগ্ধজনের নিকট আন্তরিক সমাদর লাভ করায় আমরা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আর একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা-সম্ভারে এই সংকলনটি পূর্বের মানকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। পাঠের জন্য, সংগ্রহের জন্য, উপহার প্রদানে "মধুরাংশ্চ" অপরিহার্য। আমরা গ্রাহক, বিজ্ঞাপন-দাতা, পুস্তক-বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের সহযোগিতা কামনা করি।

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে
**বরণীয়**
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
[illegible]

বারোটি অপূর্ব
প্রেমের গল্প
**সুভদ্রার ভিটে**
একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
একখানি অনবদ্য গল্প-সংকলন
মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

**এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং**
**প্রাইভেট লিঃ**
২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
ফোন: ৩৪-১৬০৩
গ্রাম: প্রকাশিকা

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

**প্রচ্ছদপট**

নিত্যকালের চিত্তস্পন্দী উপন্যাস

দাম : ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

**মনের মানুষ**

ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার ট্রাজেডি—করুণ-মধুর ভাবনায় ভাবিত রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ

দাম : ৩·০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন...

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬·০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ॥ | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১·২৫ |

...প্রকাশের অপেক্ষায়..

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

= মিত্র - ঘোষের বই মানেই শ্রেষ্ঠ বই =

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস

**বহ্নিবন্যা** (২য় মুদ্রণ) ৮॥

প্রেরণা ৩৲ সাবালক ২৸০
ছুটি ২।০ আবছায়া ২৸০
ভাড়াটে বাড়ী ৩৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

মন্মথনাথ ঘোষের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রিয় গল্প ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠ গল্প (যন্ত্রস্থ)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

**সমুদ্র সফেন** (নূতন মুদ্রণ) ৪॥

পঞ্চতপা ৬॥০ নবনায়িকা ৩॥০

—অন্যান্য উপন্যাস—

সাত পাকে বাঁধা
কাল, তুমি আলেয়া

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস

**পরিশোধ** ৪॥০

নিরুপমা দেবীর

**প্রত্যর্পণ** ৩৲

—সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত উপন্যাস—

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

**হীরা চুনি পান্না** (নূতন মুদ্রণ) ৪॥০

**কালোভ্রমর** (২ খণ্ড একত্রে) ৫৲

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের

**আধুনিক বাংলা কাব্য** ৬৲

**কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা**

পুনর্মুদ্রণ—৬৲ টাকা

কবিশেখর কালিদাস রায়ের
[illegible] সাহিত্য আলোচনা

**সাহিত্য প্রসঙ্গ** ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
নূতন উপন্যাস

**অনমিতা** (২য় মুদ্রণ) ৪৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

**ইরাবতী** (৩য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ)

**তরঙ্গের পর** (যন্ত্রস্থ)

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের
অসামান্য উপন্যাস

ভূগুজাতক ৫৲
অপরূপা ৫॥০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 26th December, 1959.

২৭ বর্ষ ॥ ৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১০ পৌষ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

কিছুদিন হইতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাঙালীর ইনটেলেক্ট বা বুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। অনেক পত্রলেখক বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের অধিকাংশেরই ধারণা যে, বাঙালীর বুদ্ধিতে একটা মন্দা অবস্থা দেখা দিয়াছে। এই মন্তব্যের সমর্থনে ইঁহারা যেসব প্রমাণ হাজির করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল ও চাকুরী-প্রাপ্তি অন্যতম। এমন [illegible] ভার এমন [illegible] উপরে ছাড়িয়া দেওয়া যায় কি না সন্দেহ। [illegible] কিন্তু ইহাতেই কি প্রমাণ হয় যে, বাঙালীর মেধা এখন [illegible] এক সময়ে বুদ্ধির অপচয় সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাফল্য-প্রমাণ সম্পর্কে [illegible] মনের ছিল। [illegible] পরীক্ষা পাশ করিয়া চলিলে বুদ্ধির অপকর্ষ সাধিত হয় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন; বাস্তবজ্ঞানহীন লেখাপড়ায় বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় না বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। আর তিনি শুধু বাঙালীর মেধা লইয়া আলোচনা করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে ভারতীয় মেধা মৌলিক গবেষণার পথ পরিত্যাগ করিয়াছে — ভারতীয় মেধায় মন্দা ভাব আসিয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে হঠাৎ মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, বাঙালীর মেধা এখন নিম্নমুখী, কিন্তু এমন জটিল ব্যাপারে মীমাংসার ভার আপাতদৃষ্টির উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় কি? একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, আজকাল স্কুলের

## বাঙালীর মেধার কি অবনতি ঘটিতেছে?

ছেলেরা কিছুই শেখে না। কিন্তু কথাটা কি সর্বৈব সত্য? আজকাল স্কুলের একজন সাধারণ মেধাবী ছাত্র দেশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে যত খুঁটিনাটি খবর রাখে, বিশ বছর আগেকার অনুরূপ বালক তাহা রাখিত না। ইহা কি জ্ঞানের প্রসারের লক্ষণ নয়?

**বিজ্ঞপ্তি**

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীবিমল মিত্রের বর্তমানকালের পটভূমিকায় লেখা নতুন উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' আগামী সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। সম্পাদক দেশ

আজকার স্কুলের বালক বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সব কথা জানে, পঁচিশ বছর আগেকার অধ্যাপকেরা তেমন জানেন কি না সন্দেহ। ইংরাজী ব্যাকরণ আগের আমলের ছেলেরা কিছু বেশি জানিত, হয়তো শুদ্ধতর ইংরাজী লিখিত। কিন্তু অপর পক্ষে এখনকার ছেলেরা বাংলা অনেক ভালো লেখে। এখন এই সব বিষয়ে হরণ পূরণ করিলে কি দাঁড়ায় যে, এখনকার ছেলেরা কম শিখিতেছে, অর্থাৎ তাহাদের মেধায় ভাটার চিহ্ন পরিস্ফুট? আমাদের তাহা মনে হয় না। তারপরে কলেজের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স-প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুরূপ ছাত্রের তুলনায় কম সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই কি প্রমাণ হইয়া যায় যে, মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বেশি? এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান উন্নততর, সাংসারিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে মান খাটো করিতে চান নাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাকাইলে দেখিব যে, বাঙালী সাহিত্যিকগণ এখনো সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার আসন রক্ষা করিয়াছেন। আজকার দিনে বাঙালীর মধ্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ নাই সত্য, কিন্তু যাঁহারা আছেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁহারা বাঙালীর মেধার গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। সমগ্র ভারতে ছয়-খানি "এ শ্রেণীর" সংবাদপত্র, তন্মধ্যে তিনখানিই প্রকাশিত হয় কলিকাতা হইতে, অধিকাংশ পাঠক অবশ্যই বাঙালী। ইহাতেও বাঙালীর জিজ্ঞাসা ও ঔৎসুক্য প্রকাশ পায় — এ দুটি মন্দগ্রস্ত মেধার লক্ষণ নয়।

তবে যে হঠাৎ বাঙালীর মেধা মন্দগ্রস্ত মনে হয় তার কারণ, আগে বাঙালীর প্রতিযোগীর অভাব ছিল, এখন সর্বত্র প্রতিযোগী—তাই তুলনায় তাকে মন্দগতি মনে হয়। আর এক সময়ে যে বাঙালীর প্রতিযোগীর অভাব ছিল, তার কারণ বাঙালীই সর্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কালের হিসাব কয়খানি একটি তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজী শিক্ষার আনুষ্ঠানিক পর্বের উদ্বোধন করে, অথচ ১৮১৮ সালে [illegible] হয় নাই—এখনো মহারাষ্ট্রে পেশবার শাসন চলিতেছে। ইংরাজী শিক্ষা দাক্ষিণাত্যের [illegible] মধ্যে। ইহারও ত্রিশ বছর পরে মাদ্রাজে ইংরাজী শিক্ষার সূচনা। কাজেই এ বিষয়ে বাঙালী যে সর্বাগ্রে সুযোগ লাভ করিয়াছিল, তাই তাহারা অনেক দিন পর্যন্ত জ্ঞানচর্চা ও চাকুরীর বাজারে শীর্ষস্থানে বসিয়াছিল। কিন্তু এমন তো চিরকাল চলিতে পারে না। কালের ও স্বভাবের নিয়মে অন্যান্য রাজ্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাই তুলনায় বাঙালীকে আজ অনেক মন্দগতি দেখাইতেছে। তাই বলিয়া এই মন্দগতিকে মেধার লক্ষণ বলা উচিত হইবে না। তা ছাড়া [illegible] তাহার উপর দিয়া কতকগুলো রাজনৈতিক দুর্যোগ গিয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের জন্য মেধার দুরবস্থা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইহাতে বাঙালীর ইনটেলেক্ট বা মেধার অপকর্ষ প্রমাণিত হয় না।

# প্রসঙ্গত

বোম্বাই প্রদেশকে মারাঠীভাষী বোম্বাই ও গুজরাটীভাষী গুজরাটে বিভক্ত করা সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক গঠিত নয়জন সদস্যযুক্ত কমিটির সুপারিশ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। বিদর্ভকে একটি পৃথক প্রদেশরূপে গঠনের জন্যে যে দাবী উঠেছিল, তা গৃহীত হয়নি। ওয়ার্কিং কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিদর্ভের পক্ষে বোম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বিদর্ভের স্বার্থের দিক থেকে এবং সমগ্র জাতির স্বার্থের দিক থেকেও সমীচীন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্যে চারিদিক থেকে যে দাবী উঠেছিল, শাসন-কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করেননি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু, যে কারণেই হোক, স্বাধীনতা লাভের পরে সে নীতি পরিত্যক্ত হয় এই অজুহাতে যে, তার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি প্রবল হবে এবং ভারতের ঐক্য বিনষ্ট হবে। এই নতুন নীতির বিরুদ্ধে প্রথম সক্রিয় প্রতিবাদ ওঠে অন্ধ্রে। প্রতিবাদ যখন দুর্বার হয়ে উঠল, তখন শুধু অন্ধ্রকেই পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হল। কিন্তু ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন নীতি হিসাবে স্বীকৃত হল না।

তখন আন্দোলন শুরু হল একই সাথে পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই রাজ্যে। তীব্র আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গের দাবী আংশিক পূরণ করা হল। কিন্তু বোম্বাই-এর দাবী মিটল না, বরং বৃহত্তর বোম্বাই রাজ্য গঠন করা হল, বলতে গেলে গায়ের জোরেই। এবারে বোম্বাই রাজ্যের দাবী অবশ্য মিটল, কিন্তু তাও আংশিকভাবে। বিদর্ভের দাবী অপূর্ণ রইল। অর্থাৎ সেখানেও অসন্তোষ যতদিন না দুর্বার হয়ে উঠছে, ততদিন তার দাবী পূর্ণ হবে না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতির কোনো উল্লেখ নেই, যদিও কার্যত সেই নীতিরই স্বীকৃতি এর মধ্যে নিহিত। বৃটিশ চলে গেলেও তার আমলাতন্ত্র যে রয়ে গেছে, তার প্রমাণ এর থেকে পাওয়া যায়। এক দায়ে মিটিয়ে ফেলে অসন্তোষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা আমলাতন্ত্রের কোষ্ঠিতে নেই। প্রত্যেক ব্যবস্থায় নবতর অসন্তোষের বীজ রেখে যাওয়া তার নীতি।

*

ফাইন আর্টস্ আ্যাকাডেমী এবার ছাব্বিশ বৎসরে পদার্পণ করল। এতদিন পর্যন্ত অ্যাকাডেমীর নিজস্ব ভবন ছিল না। অত্যন্ত আনন্দ এবং গৌরবের বিষয়, এবারে তার নিজস্ব ভবন হল এবং সেই নবনির্মিত ভবনেই এবারে চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হয়েছে। ভবনটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বর্তমানে সমসাময়িক চিত্রের প্রদর্শনী হলটি সম্পূর্ণ হয়েছে। সম্পূর্ণ ভবনে আরও অনেকগুলি গ্যালারী থাকবে। উপযুক্ত আলো ও মঞ্চসহ একটি সভাসমাবেশের জন্যে উন্মুক্ত স্টুডিওর পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রশস্ত প্রদর্শনী হল ও প্রেক্ষাগৃহটি, যখন শিল্প প্রদর্শনী হবে না, তখন আর্ট, সঙ্গীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিমূলক কাজের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারবে।

প্রদর্শনী উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেছেন, আর্টস কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে শিল্পীরা যাতে এখানে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের দেশে শিল্পের আদর যথেষ্ট নয়। সেজন্যে বহু শিল্পীকেই দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। এই সমস্ত দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্যে ডাঃ রায় ইংল্যান্ডের রয়্যাল অ্যাকাডেমী অব আর্টসের মতো একটি সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার জন্যেও উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর দুটি প্রস্তাবই অত্যন্ত সমীচীন ও সময়োপযোগী এবং আমাদের বিশ্বাস আছে, তাঁর সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা অনেকখানি সহজ হবে। এই ব্যাপারে উৎসাহ, উদ্যম ও অর্থানুকূল্যের জন্যে লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় শিল্পানুরাগী জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

*

ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সমস্যা খাদ্য। ভারতের শস্যভরা মাঠ এবং গোলাভরা ধান আজ গল্প-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। খাদ্যের জন্য অনেকদিন থেকেই ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষী। শিল্পোন্নতির আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু যতদিন ভারতে কৃষির পর্যাপ্ত উন্নতি না হচ্ছে, যতদিন ভারত খাদ্যে স্বাবলম্বী না হতে পারছে, ততদিন শিল্পোন্নতিও ভারতের দারিদ্র্য-মোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারবে না। কারণ ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষিপ্রধান। জনসাধারণের বারো আনা অংশ কৃষির উপরই নির্ভরশীল।

ভারতবর্ষের শাসন-কর্তৃপক্ষ এই তথ্য সম্বন্ধে অবহিত বলেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিই অগ্রাধিকার পেয়েছিল। অবশ্য প্রথম পরিকল্পনার ফলে যে কৃষির উন্নতি হয়েছে, সেচ-ও সার ব্যবস্থায় শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু সরকার এদিকে যে চিন্তা করছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার কথা শ্রী নেহরু অনেকদিন থেকেই বলে আসছেন। কয়েকদিন পূর্বে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দিল্লী কৃষি মেলা উদ্বোধন প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে শ্রী পন্থও সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন। কিভাবে কি হবে জানি না। কিন্তু সবটাই আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। সমবায় প্রথা প্রবর্তিত না হলে কৃষির আধুনিকীকরণ সম্ভব নয়। শুধু ইচ্ছা এবং অর্থব্যয়ের দিক দিয়ে সরকারী ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি আছে, এমন কথা কেউ বলছে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে, ফল উল্টো হয়। চিন্তা ও পরিকল্পনার দিকে তার অধিক অনুরাগ হওয়ায় পরিকল্পনা সরকার যদি উল্টো পথ কেন হয়, তবেই কাজে নির্দেশ এবং প্রতিকারের সন্ধান হয়, তাহলেই কৃষির যথার্থ উপকার হতে পারে।

•

[illegible] পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার চার কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত করেছেন। কতক ক্ষেত্রে সাহায্য হিসাবে এবং কতক ক্ষেত্রে বিনা-সুদে ঋণ হিসাবে এই অর্থ বিতরণ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। তার বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন উন্নয়ন বিভাগ।

তিস্তা নদীর উপত্যকা পরিকল্পনা ও ময়ূরাক্ষী বাঁধের খেসারত। সেচ-ব্যবস্থা এবং বন্যা নিরোধের উদ্দেশ্যে এই দুটি পরিকল্পনা বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। দুটি উদ্দেশ্যই অন্তত [illegible] ব্যর্থ হয়েছে, সরকারকেও তা স্বীকার করতে হয়েছে। বন্যানিরোধ দূরের কথা, যে অঞ্চলে কখনও বন্যা আসেনি, সে সমস্ত অঞ্চলও বন্যায় বিধ্বস্ত হল পর পর দুবার। তারই খেসারৎ এই চার কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, ক্ষতির তুলনায় এই অর্থ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সরকার বন্যানিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে অক্ষম হলে এমন খেসারৎ মাঝে মাঝেই দিতে হবে।

উপর কম্যুনিস্টরা ভারত-চীন সীমান্ত সম্পর্কিত বিবাদ সম্পর্কে এবং "নেহরু-চৌ বৈঠক চাই"এর রব তুলে যে-সব কথা বলছে এবং গভর্নমেন্টের দিক থেকে বাধা না পেয়ে বলছে; এমন কি সেইসব কথা বলার জন্য আহূত মিটিং রক্ষার জন্য পুলিসের সাহায্য পাচ্ছে—তাতে চীনা সরকারের ভারতীয় জনমত সম্বন্ধে একটা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা হওয়া সম্ভব। বিশেষ চীনা কম্যুনিস্ট কর্তাদের ধারণায় এটা আসতেই পারে না যে এখানে কম্যুনিস্টরা যে-সব কথা বলছে সে-সব কথা যদি সরকারের

১৮ই ডিসেম্বর চীনা প্রধানমন্ত্রীর যে-চিঠি পণ্ডিত নেহরুর হস্তগত হয়েছে সেই চিঠি লেখার সময়ে মিঃ চৌ এন-লাই এর মনে কি সত্যই এরূপ বিশ্বাস ছিল যে তাঁর প্রস্তাব অনুসারে ২৬শে ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু ভারত-চীন সীমান্ত সম্পর্কিত বিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য চীনে অথবা রেঙ্গুনে গিয়ে হাজির হবেন? এ বিশ্বাস যদি চীনা সরকারের থেকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে চীনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে ভারত সরকারের আত্মমর্যাদা একেবারে অন্তঃসারশূন্য। অথবা চীনাদের ধারণা হয়েছে যে ভারত সরকার খুব দুর্বল। একটি তৃতীয় সম্ভাবনাও আছে—সেটি হচ্ছে এই যে পিকিংএর এরূপ ধারণা যে, ভারতের জনমত আসলে চীনাদের ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত নয়, কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল মহলই এখানে চীনাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে, সুতরাং জনমতের চাপে নেহরুকে চীনা প্রস্তাবে রাজী হতে বাধ্য হবেন। ভারত সরকার এ চিঠির জবাবে জানাচ্ছেন ভারত সরকারের আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে চীনাদের ধারণা খুব উঁচু নয়। সীমান্তে যুদ্ধ করার কঠিনতা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু নিজে প্রকাশ্যে বারবার পার্লামেন্টে এবং অন্যত্র যে-সব উক্তি করেছেন সেগুলো নিশ্চয়ই পিকিংএর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তা থেকে পিকিং সরকারের ধারণা হতে পারে যে, ভারত সরকার অত্যন্ত ভীত এবং বলপরীক্ষায় নারাজ। বিশেষত ভারত সরকারের রক্ষামন্ত্রী **শ্রীকৃষ্ণ মেননকে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি** যে-রকম **সমর্থন** করে আসছে তাতে সে ধারণা আরো দৃঢ় হওয়া স্বাভাবিক। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি খোলাখুলি চীন সরকারের সমর্থক (কারণ কম্যুনিস্ট ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কম্যুনিস্ট চীনা সরকার কোনো অন্যায় করতেই পারে না)। সেই চীনা সরকারের সৈন্যসামন্তের বে-আইনী এগিয়ে আসা ঠেকাবার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত তাদের উপর যিনি মন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত তাঁরও অকুণ্ঠ সমর্থক হচ্ছে কম্যুনিস্ট পার্টি। এই বিচিত্র বিড়ম্বনা যতদিন চলবে ততদিন ভারত সরকারের আরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে চীনা সরকারের ধারণা কী হবে সহজে অনুমেয়। তার


বিমল মিত্রের **রাজপুতানী** ৩॥০

বাংলা-উপন্যাসে বিমল মিত্র স্বয়ং একটি অধ্যায়। তাঁর রচনার সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর এই নবতম উপন্যাসে পরিণততর রূপ লাভ করেছে।

সুবোধ চক্রবর্তীর **সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত** ৩॥০

রম্যাণি বীক্ষ্য-খ্যাত লেখকের প্রথম উপন্যাস 'সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত'। রসে-রূপে ঘটনাপ্রবাহের নিপুণ বিন্যাসে এই উপন্যাস একটি অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি।

বনফুলের **উদয়-অস্ত** ৬৲ **অগ্নীশ্বর** ৩৲

উপন্যাসের নব-নব রূপ আর আঙ্গিকের পরীক্ষায় বনফুলের উদ্ভাবনী প্রতিভা আজও অক্ষয়। 'উদয়-অস্ত' ও 'অগ্নীশ্বর' সেই প্রতিভারই স্বাক্ষর।

নতুন সংস্করণ বের হলো

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পুতুলনাচের ইতিকথা**

**শুভাশুভ** ৪৲

মানব-চরিত্রে মাণিকের মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে বিচলিত হয় না এমন পাঠক বিরল। শুভাশুভ লেখার ক্ষমতা সেই একজন মাণিকেরই ছিল।

প্রতিভা বসুর

**প্রথম বসন্ত** ২॥০

অনুরাগ ও বিরাগে চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী নিরুপমা ও আরুণী সাথে এক অর্থে অদ্ভুত প্রেমকাহিনী রচিত হয়েছে প্রতিভা বসুর লেখনীতে।

রমাপদ চৌধুরীর **প্রথম প্রহর** ৫৲ **লালবাঈ** ৫৲
দীপক চৌধুরীর **পাশ** ২য় খণ্ড ৪৲ ১ম খণ্ড ৭৲
রূপদর্শীর **রূপবাণ** ৩৸০
প্র. চ. নি.-র **অথ সংসার চরিতম্** ২৲
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **ঝাঁউসারিকা** ৩৲
বিমল করের **দেওয়াল** ১ম খণ্ড ৪॥০, ২য় খণ্ড ৬৲
সন্তোষকুমার ঘোষের **কিনু গোয়ালার গলি** ৩॥০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **স্বর্গমর্ত্য** ৭৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **নীলদিগন্ত** ৩॥০
নরেন্দ্র ঘোষের **আজব নগরের কাহিনী** ৭৲
অন্নদাশঙ্কর রায়ের **অজ্ঞাতবাস** ৬৲ **রত্ন ও শ্রীমতী** ৩॥০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **কল্লোল যুগ** ৮৲ বুদ্ধদেব বসুর **কালোহাওয়া** ৮৲ গোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত **ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে** ৩॥০ আশা দেবীর **জীবনদোলা** ৫৲ সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত **অষ্টাদশী** ৫৲ সুবোধ ঘোষের **ত্রিযামা** ৬৲ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **শুক্লপক্ষ** ২৲ **সহৃদয়া** ৪৲ দিলীপ রায়ের **দোলা** ৮৲ সমরেশ বসুর **পুতুলের খেলা** ২॥০ প্রবোধ গোস্বামীর **মৎস্যগন্ধা** ৫৲ মণীন্দ্রলাল বসুর **সহযাত্রিনী** ৪৲ প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্রের **নীলকণ্ঠের স্বর্গ** ৩৲ নীহার গুপ্তের **এপারে পদ্মা ওপারে গঙ্গা** ৩॥০ উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের **যৌতুক** ৪৲ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **প্রিয় অপ্রিয়** ২॥০

**ডি. এম. লাইব্রেরী** : ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা ৬

অনুমোদিত না হয় তাহলে তা বলার স্বাধীনতা কোনো দলের, বিশেষ করে কোনো মুষ্টিমেয় দলের থাকতে পারে। কম্যুনিস্টরা যা বলছে তা ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনমত উভয়েই যে তার বিরুদ্ধে, একথা পিকিং সরকারের পক্ষে ধারণা করা শক্ত, কারণ এর শত ভাগের এক ভাগও মত প্রকাশের স্বাধীনতা কম্যুনিস্ট চীনে নেই। সুতরাং ভারতীয় কম্যুনিস্টদের চেঁচামেচি দ্বারা চীনা কর্তারা কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারেন। তা নাহলে যে-চিঠি মিঃ চৌ লিখেছেন সেই চিঠির উপসংহারে তিনি কখনই একেবারে দিন তারিখ এবং জায়গা উল্লেখ করে পণ্ডিত নেহরুকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা বলতে পারতেন না। কারণ ভারত সরকার যদি একেবারে বেকুব না হন, অথবা একেবারে ভয়ে মুষড়ে না পড়ে থাকেন অথবা কম্যুনিস্টদের চেঁচামেচিকে তাদের জনমত বলে ধরা না হয় তাহলে মিঃ চৌ এন-লাই যা লিখেছেন তার পরে পণ্ডিত নেহরু তাঁর ডাকে চীনে অথবা রেঙ্গুনে ২৬শে ডিসেম্বর ছুটে যাবেন এরূপ কল্পনা চীনাদের মাথায়ও আসত না। আগের চিঠিতেও মিঃ চৌ দুই প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের কথা তুলেছিলেন। উত্তরে পণ্ডিত নেহরু কতকগুলি প্রস্তাব করেছিলেন যেগুলির দ্বারা পরিষ্কার হতো উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূর হতো এবং তখন দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনা হলে তা ফলপ্রদ হতো। মিঃ চৌ নেহরুজীর সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আরো কতকগুলি নতুন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। লাদাকে ভারতীয় সীমান্তে টহলদারী পুলিসের হত্যা ও বন্দীকরণ সম্পর্কে মিঃ চৌ ভারত সরকারকে আবার মিথ্যাবাদী বলেছেন। অথচ পণ্ডিত নেহরুর গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে সীমানা সম্পর্কে যেসব ঐতিহাসিক নজিরের বিস্তৃত উল্লেখ ছিল তার কোনো জবাব মিঃ চৌ দেন নাই। ৪ঠা নভেম্বর তারিখের ভারতীয় সরকারের বক্তব্যের নোটেরও কোনো জবাব এখনো চীনা সরকার দেননি। এ অবস্থায় দুই প্রধান মন্ত্রীর বৈঠকের ফল কী হবে, এক চীনের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি ছাড়া? বর্মাই বৈঠকের প্রস্তাবটি আরো চমকপ্রদ। বেচারা বর্মীরা সীমান্তের ব্যাপারেই এখনও চীনাদের চাপ থেকে উদ্ধার পেল না। এই অবস্থায় বিরাট ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী যদি ছুটে যান বর্মায় চীনের প্রধান মন্ত্রীর ডাকে, তবে বর্মার মনোবল বাকী যেটুকু আছে, তাও যাবে। চীন সরকার এবং ভারত সরকার যদি উভয়েই রেঙ্গুনে গিয়ে মিলিত হতে চান, তবে বর্মার পক্ষে উভয় সংকট উপস্থিত হবে। চীনারা এই সুযোগে বর্মার উপরও চাপ বৃদ্ধি করার চেষ্টায় ছিল। নিজের স্বার্থের কথা ছেড়ে দিলেও, ভারত সরকার কখনই বর্মার পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক এই প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন না। বর্তমান অবস্থায় পণ্ডিত নেহরুর চীনে যাওয়ার কথা যে ভারতবর্ষ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না, সেকথা জেনেই চীন সরকার চীনের সঙ্গে রেঙ্গুনের নাম জুড়ে দিয়েছেন, যদি লাভ হতে দেখা যায়। চীনের কথা বলতে গিয়ে মিঃ চৌ এন-লাই বলেছেন যে, চীন নেহরুকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে, কারণ চীনে কমিউনিস্টরা ভারতবিরোধী প্রচার হয়নি। কিন্তু তাদের কি কোনো মাথাই খারাপ নেই? তবে একথা ঠিক চীন সরকার ইচ্ছামত যে কোনো রকম অভ্যর্থনার আয়োজন করতে পারেন।

যাই হোক শ্রী নেহরু জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ২৬শে তারিখে চীনে অথবা রেঙ্গুনে মিঃ চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন না। দেখা করতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ঘটনাবলী সম্বন্ধে যেখানে দুই পক্ষের ধারণার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, সেখানে দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ করার দ্বারা কী লাভ হবে? কিন্তু একথা বলে বসে থাকলেও কোনো লাভ হবে না। কারণ কালহরণও চীনাদের লক্ষ্য হতে পারে। চীনারা এখন যে পর্যন্ত এসে বসেছে, সামরিকভাবে সেখান থেকে এদিকে এগুনো তাদের মতলব নাও থাকতে পারে, কারণ যতদূর তারা এসেছে সেখান থেকে ভারতবর্ষের ভিতর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালানোর পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ তাদের হবে এবং হচ্ছে। ভারতের যে-পরিমাণ ভূমি তারা নিয়েছে সেখান থেকে তাদের হটানো ভারতের সাধ্য নেই, এই ধারণা তারা সৃষ্টি করতে চায়। এই ধারণা কীভাবে এবং কত শীঘ্র ভাঙা যায়, সেইটাই ভারত সরকারের চীন সম্পর্কিত নীতির মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাকী সব বাজে কথা।

২২।১২।৫৯


সুসাহিত্যে সুপ্রকাশ

● উপন্যাস ●

নববৃন্দাবন
নীলকণ্ঠ । ৫·০০

রাজা
নারায়ণ সান্যাল । ৩·০০

● প্রবন্ধ ●

সাহিত্যের কথা
গুরুদাস ভট্টাচার্য । ৪·০০

কবিতার কথা
বিমলকৃষ্ণ সরকার । ৩·০০

নাটকের কথা
অজিতকুমার ঘোষ । ৪·০০

ছোটগল্পের কথা
রথীন্দ্রনাথ রায় । ৫·০০

সমালোচনার কথা
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । ৫·৫০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯ রায়বাগান স্ট্রীট
কলকাতা ৬

(সি ১২২৩)

# বনহরিণীর কাব্য

রবি গুহ মজুমদারের
অনুপমের প্রেমোপন্যাস
দাম—২·৭৫

'দেশ' বলেছেন।...বইখানির সর্বত্র এক অসংবৃত্ত নীল রোমান্টিকতার সুর বাজছে। ...লেখক রসিকতাকে তার সমস্ত সাহিত্যের সাথে মিশিয়ে সম্পর্কে সম্পর্কিত করে তার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য ও সুপরিণতির বহিঃপ্রকাশরূপে চিহ্নিত করে তিনি বইখানিকে পাঠকের যথার্থ উপভোগ্য করে তুলেছেন।

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :
বাঁধ—৩·৫০ যতদূর পৃথিবী ততদূর পথ—৩·০০

যে কোনও সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে খোঁজ করুন।
ডাক পাবলিশার্স — ১/১/১, ডাকহা রোড, কলিকাতা-২৯

(সি-১১৮৭)

# গানের আসর

### শার্ঙ্গদেব

কিছুকাল যাবৎ আমরা কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছি এবং তাঁদের বিবিধ কর্মধারা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যও সাধারণের গোচর করা উচিত বলে মনে করি।

কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শ্রোতার সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, তাঁদের প্রতিষ্ঠান তাঁদের কথায় চলে না; পরন্তু যেটা তাঁদের অভিপ্রেত নয় সেটাও তাঁদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই অবাঞ্ছিত মনোবৃত্তির প্রভাব নিয়ে আমাদের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া হবে বলে আমরা মনে করি না।

কলকাতার বেতারকেন্দ্র পূর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানে হিন্দী প্রোগ্রামের এত ভিড় কেন সেটা বোঝা দুষ্কর। এটির অনুষ্ঠানের তালিকা সংগীতানুষ্ঠান ছাড়াই সংক্ষিপ্ত হয়, তাছাড়া এবং কোন কোন দিনের প্রোগ্রাম দেখে মনে হয় কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান সংগীতানুষ্ঠানটি বোধ হয় ভুলে গেছেন। কয়েকটি হিন্দী অনুষ্ঠান দেখুন—হিন্দী শিক্ষার আসর, সংগীতচর্চা, হিন্দী কবিতা, হিন্দী আলোচনা, রঙ্গচূড়-মঞ্জরী, হিন্দী নিউজ রীল, হিন্দী সাহিত্য পাঠ, হিন্দীতে সাহিত্যবিষয়ক অনুষ্ঠান—এমন কি হিন্দী নাটক। কথা হচ্ছে, কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান এই হিন্দী অনুষ্ঠানের ভার বইবে কেন? হিন্দুস্থানী সংস্কৃতির পরিবেশনের জন্য হিন্দী ভাষাভাষী এলাকার বেতার প্রতিষ্ঠানের তো অভাব নেই, সেখানে এমন প্রোগ্রামের বাহুল্য কেন? দিল্লী বেতারকেন্দ্র—যেটি উত্তর ভারতের মুখ্য বেতার কেন্দ্র সেখানে এসবের কিছুই নেই। অথচ দিল্লী বেতারের মত আর কোন বেতার কেন্দ্র তাঁদের শ্রোতাকে পরিবেশন করেন কিনা সন্দেহ। অপর সব বেতার কেন্দ্রেই গান-বাজনার ব্যবস্থা প্রচুর করা হয়েছে, কিন্তু ব্যতিক্রম কেবল কলকাতারই বেতার।

সংগীতের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় হিন্দী গান বাংলা গানকে বংশপরম্পরাগত কোণঠেসা করেছে। সংগীতাঞ্জলি, ভজনগীতি, অবকাশ রঞ্জন, প্রভাত গীতি, ছায়াছবির গান, সুগমসংগীত প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানেই হিন্দী গানের যথেষ্ট আধিক্য।


সদ্য প্রকাশিত

সুমথনাথ ঘোষের

## সাগর-নগর

সাগর-নগর! ভাসমান এই নগরে নানা দেশের, নানা জাতের, নানা পেশার নাগরিকদের হাসি-কান্না সংসার-সাগরের চিরকালের চুনি-পান্না। ॥ ৩·৫০ ॥

বিনয় ঘোষ
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
॥ তৃতীয় খণ্ড ॥ ॥ ১২·০০ ॥

এ. এস. কার্দারিক
কাশ্মীর চিত্রেন্দ্র ॥ ৪·০০ ॥

আনন্দকিশোর মুন্সী
ভেসাক থেকে কেম্ব্রিজ ॥ ৬·০০ ॥

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

সা হি ত্য প্র কা শ না

প্রবোধকুমার সান্যাল
মঞ্জরী ॥ ৫·০০ ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশ
রাজা ও রাজিনী ॥ ৩·০০ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
অপারেশন ॥ ৬·০০ ॥

হুমায়ুন কবির
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ॥ ৩·৫০ ॥
(দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)

বিনায়ক সান্যাল
রবিতীর্থে ॥ ৪·০০ ॥

জরাসন্ধ
তামসী (৬ষ্ঠ মু) ॥ ৫·৫০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
একতলা (৩য় মু) ॥ ২·৫০ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের • উপন্যাস • মনোজ বসুর

| | | |
|---|---|---|
| হাঁসুলিবাঁকের উপকথা | (৬ষ্ঠ মু) | ৭·৫০ |
| আরোগ্যনিকেতন | (৮ম মু) | ৭·০০ |
| নাগিনী কন্যার কাহিনী | (৩য় মু) | ৬·০০ |
| পঞ্চগ্রাম | (৮ম মু) | ২·০০ |
| বিচারক | (৭ম মু) | ২·৫০ |
| রাইকমল | (৮ম মু) | ২·৫০ |

| | | |
|---|---|---|
| মানুষ গড়ার কারিগর | | ৫·০০ |
| রক্তের বদলে রক্ত | | ২·৫০ |
| বাঁশের কেল্লা | (২য় মু) | ২·২৫ |
| বৃষ্টি, বৃষ্টি! | (৩য় মু) | ৬·০০ |
| জলজঙ্গল | (৪র্থ মু) | ৩·০০ |
| বকুল | (৯ম মু) | ২·০০ |

• হরেকরকমবা •

শিশির কাব্য : সমরেন্দ্র বসু ॥ ৬·০০
পূর্ব পার্বতী : প্রফুল্ল রায় ॥ ৮·৫০
মধুর : মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬·০০
জল ও প্রবাহ : নিশিকান্ত ॥ ৩·০০
স্বদেশ ও সংস্কৃতি
: বুদ্ধদেব বসু ॥ ২·৫০
বিদেশ বিভুঁই
: শচীন্দ্রমোহন বসু ॥ ৪·০০
শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র
: সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৩·৫০
সুরের মিছিল
: সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ৪·০০
বিষয় চিত্র
: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·৫০
সাতরঙ : শিবরাম চক্রবর্তী ॥ ৫·৫০

•

সাহিত্যের খবর অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ সংখ্যা বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধগুচ্ছের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া বাহির হইয়াছে।

[illegible]

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥

## দেবতাত্মা হিমালয়

দেবতাত্মা হিমালয় : দ্বিতীয় খণ্ড ॥
॥ ১০·০০ ॥

১৯৬০-এ প্রবন্ধকার তাঁর গ্রন্থে এই পর্বতযাত্রার কাহিনী বর্ণনা করেছেন: [illegible]

দেবতাত্মা হিমালয় : প্রথম খণ্ড ॥ ৮·৫০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

এছাড়া গীত এবং ভজনও দুটি নিয়মিত হিন্দী অনুষ্ঠান। এর মধ্যে গীত নামক পদ্ধতির কোন সার্থকতা দেখা যায় না। ভজন সম্বন্ধে এইটুকু বলব যে, এগুলি আসলে হিন্দী রাগপ্রধান গান। নামের সার্থকতার জন্য ভক্তির কিছু ছিটেফোঁটা ছড়ানো থাকে মাত্র।

এছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারও আছে পনের দিনে দুবার। মাদ্রাজ থেকে নিয়ম করে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার হয় বলে মনে হয় না। এ সপ্তাহের আকাশবাণীর প্রোগ্রামে মাদ্রাজ রেডিওতে সে রকম কোন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গেল না। সবরকম সঙ্গীত শোনবার ব্যবস্থা ভাল মানি, কিন্তু সেটা কেবল এক কেন্দ্রের বেলায় প্রযোজ্য হলে সমদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয় না। তাছাড়া এর জন্য পঁচিশ মিনিট করে সময়টাও অত্যন্ত অধিক বলে মনে হয়।

সবরকম অনুষ্ঠান কলকাতা থেকে প্রচার করবার কারণ কলকাতায় ভারতের সব জাতির লোক আছেন। তাই যদি হয় তবে দিল্লী থেকে সেটা করা হয় না কেন? সেখানেও তো একই ব্যাপার। কিন্তু তার বেলায় দেখা যায় আকাশবাণীর প্রোগ্রামে বড় বড় করে লেখা—কেবলমাত্র—পাঞ্জাবী প্রোগ্রাম। দিল্লী রেডিও অন্য ভাষাভাষীদের জন্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবার কোন আবশ্যকতা বোধ করেন না।

এই সব ব্যাপারে যে বিপুল সময় কলকাতাকে দিতে হয় সেটা না হলে বাংলার সাংগীতিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনেক বেশি দেওয়া যেতে পারত।

আরো আছে। বর্তমানে ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আর কোন জাতির জন্য আলাদা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই। দার্জিলিঙের দিকে বহু নেপালী বাস করেন, যাঁরা স্থায়ীভাবে ভারতের বাসিন্দা। তাঁরা দুঃখ করে আমাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, তাঁদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থাই বেতারের তরফ থেকে হয় নি।

পল্লীমঙ্গল, মজদুরমণ্ডলী প্রভৃতি প্রোগ্রামে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, সেটা নেহাৎ চোখ-ভুলানো ব্যাপার। এসব দেখে মনে হয় রাষ্ট্রীয় প্রচারের চাপে সাংস্কৃতিক প্রচার অতি শীর্ণ কলেবরে কোনরকমে আত্মরক্ষা করছে মাত্র এবং সরকারের যাবতীয় প্রচারের দায়িত্ব বোধ হয় কলকাতা বেতার কেন্দ্রকেই বহন করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বেতার প্রতিষ্ঠানটি একান্তভাবে দিল্লীর অনুগত এবং দিল্লীর কর্মকর্তারা পুতুলনাচের মত এঁদের মাথায় সরকারি শাসনের সুতো বেঁধে রেখেছেন।

সব বাদ দিয়ে যে অল্প সময় সাংস্কৃতিক প্রচারের জন্য তাঁদের হাতে থাকে, তার সদ্ব্যবহারেরও বেশ সহজ উপায় তাঁরা বার করে নিয়েছেন গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে। আমরা হিসেব করে দেখেছি প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুঘণ্টা রেকর্ড বাজান হয়। এত রেকর্ড বাজাবার কোন সংগত কারণ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। এমনিতে সময়ে অসময়ে রেকর্ড তো আছেই, তাছাড়া যে-কোনও আলাদা প্রোগ্রামেও গ্রামোফোন বাজিয়ে অনেকখানি সময় নষ্ট করা হয়। গ্রামোফোন রেকর্ড লোকে শুনতে চায়, সেই রকম অবস্থার সৃষ্টি করা এবং একটা বিজ্ঞাপনের কাজও বেশ সরকারি ব্যবস্থায় কায়েমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরাপর বিজ্ঞাপনদাতারা চাইলে বেতারের প্রচারের সুযোগ নিতে চাইবেন না কেন?

কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান ক্রমাগতই নতুন শিল্পীদের ফিরিয়ে দেন তাঁদের সময় নেই বলে, কিন্তু এই রেকর্ড বাজান কমিয়ে দিলেও অনেক সময় তাঁরা নতুন শিল্পীদের জন্য ব্যয় করতে পারেন। অপরাপর অবাঞ্ছিত প্রচার কমিয়ে দিলে তো কথাই নেই।

রেকর্ড বাজাবার ব্যাপারটাও অদ্ভুত এলোমেলো। যাঁরা বেতারের নিয়মিত শিল্পী, তাঁদের রেকর্ড পুনঃ পুনঃ প্রচারের কোন সংগত কারণ দেখা যায় না। একই রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি কেন যে হয়, তাও বোঝা আমাদের সাধ্য নয়। অনুরোধের আসর ব্যাপারটা যে কী, সেটাও বুঝে উঠতে পারিনি। এই অনুরোধের মধ্যে অনেক "ইন্টারেস্টেড" ব্যাপার আছে বলে অনেকে অনুমান করেন। নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে দু ঘণ্টা ধরে অধিকাংশ সময় গানের তথাকথিত অনুরোধের আসর কী না হলেই নয়?

বছরের পর বছর ধরে বেতারের আধুনিক গানের কোন উন্নতি দেখা গেল না। এসব গানের নতুন [illegible] জনপ্রিয় [illegible] হয় এবং [illegible] করবার জন্য [illegible] কেউ [illegible] [illegible] পর্যন্ত [illegible] প্রতিশ্রুতি [illegible] এমন [illegible] হয় [illegible] সাফল্যের [illegible] জনপ্রিয় [illegible] কাদের [illegible] কোন রেকর্ড আছে [illegible] নেই কেন? [illegible] এমন [illegible] কেন, যাঁদের [illegible] কোন ক্ষমতাই নেই। এই সব ব্যাপার [illegible] আধুনিক গানের [illegible] কোন চেষ্টা [illegible] নেই।

এ হল সংক্ষেপে অবস্থাটা যে কী, তার বর্ণনা। এছাড়া বিবিধ সংগীতানুষ্ঠান সম্বন্ধেও অভিযোগের অন্ত নেই। সেসব প্রসঙ্গ এবারে আর তুললাম না। কিন্তু বেতার প্রতিষ্ঠানের এই পরিস্থিতি এবং মনোভাব, অতিশয় পরিতাপজনক। সব দিক পর্যবেক্ষণ করে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার শ্রোতাদের অভিযোগ দিনের পর দিন উপেক্ষা করে চলেছেন। অনুষ্ঠান-গুলির সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য শোনার চাহিদা, দেশগত সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁরা একেবারে উদাসীন। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চাড়ুকদের প্রচারের সুযোগ তাঁরা কলকাতা কেন্দ্র থেকে গ্রহণ করে চলেছেন।


নিউস্ক্রিপ্ট প্রকাশিত বই

| | |
|---|---|
| গল্পলোক সুবোধ ঘোষ | ৪·০০ |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য বৃত্ত ও অপরা | ২·৫০ ও ৩·০০ |
| আঙুরলতা বিমল কর | ২·৭৫ |
| প্রবোধবন্ধু অধিকারী প্রজাপতির রঙ | ২·৫০ |
| ছেলেবেলার দিনগুলি পুণ্যলতা চক্রবর্তী | ৩·০০ |
| নলিনী দাস রা-কা-যে-টে-না-পা | ১·৭৫ |

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

| | |
|---|---|
| প্রেমই ধন্বন্তরি প্রেমেন্দ্র মিত্র | ২·৫০ |

নিউস্ক্রিপ্ট ১৭২।৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯
এ১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

# বিশ্ব-বিচিত্রা

[illegible]

[illegible]

[illegible] করতে ; তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইছি,


**শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

[illegible] উপন্যাস

## তীরভূমি

জীবনের প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যেখানে জীবন-কাহিনীতে যতি পড়বার কথা এই বিচিত্র [illegible] উপন্যাসটির ঠিক সেইখানেই শুরু। [illegible] জীবনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গভীর [illegible] সমৃদ্ধ। লেখকের অনাত্ম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দাম ৪·৫০

**প্রবোধকুমার সান্যালের**

## অগ্নিসাক্ষী

উঁচু পর্দায় বাঁধা বলিষ্ঠ সুরের উপন্যাস

সুন্দর প্রচ্ছদ । দাম ৩·৫০

| | | |
|---|---|---|
| রমাপদ চৌধুরীর [illegible] | দুটি চোখ দুটি মন । | ৪·৫০ |
| | আপন প্রিয় (৪র্থ সং) । | ৩·০০ |
| | কথাকলি (২য় সং) | ৩·০০ |
| [illegible] | রূপসাগর (২য় সং) । | ৬·০০ |
| | পলাশের নেশা (৩য় সং) । | ৩·০০ |
| [illegible] | বধূবরণ (২য় সং) । | ২·৭৫ |
| | অপরূপা । | ৪·০০ |
| [illegible] | জনপদবধূ (২য় সং) । | ৬·৫০ |
| | নীলাঞ্জনছায়া । | ৩·০০ |

অন্যান্য বই

॥ গল্প সংগ্রহ ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] । | মন মানে না । | ৩·৭৫ |
| [illegible] । | স্বয়ম্বর (৪র্থ সং) । | ৩·৫০ |
| [illegible] । | তৃষ্ণা (২য় সং) । | ৩·৫০ |
| [illegible] । | পরমায়ু । | ৩·৫০ |

॥ উপন্যাস ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | শুক্লসন্ধ্যা । | ৫·০০ |
| [illegible] । | সুখের রেখা । | ৫·০০ |
| [illegible] । | আকাশদীপ । | ৬·০০ |
| [illegible] । | একান্ত আপন । | ৬·০০ |
| [illegible] । | বাধা (২য় সং) । | ৭·০০ |
| [illegible] । | অনুবর্তন । | ৫·০০ |
| [illegible] । | কালিতীর্থ কালিঘাট (২য় সং) | ৬·০০ |
| লীলা মজুমদার । | চীনে লণ্ঠন (২য় সং) । | ৩·২৫ |
| [illegible] । | আমার ফাঁসি হল (২য় সং) । | ৩·৫০ |
| [illegible] । | বনভূমি (২য় সং) । | ৩·০০ |
| নরেন্দ্রনাথ মিত্র । | দীপপদ্ম । | ৬·৫০ |

॥ রম্য রচনা ॥

| | | |
|---|---|---|
| সৈয়দ মুজতবা আলী । | ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সং) । | ৪·৫০ |
| লীলা মজুমদার । | ইস্টি কুটুম । | ৩·৫০ |

যন্ত্রস্থ প্রকাশ

[illegible] দেবী ॥ পঞ্চমীতমা | [illegible] ॥ আহ, আহ, পথে পথে

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

খৃষ্টপূর্ব ৭০৫-৬৮১ অব্দের এশীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন—ব্যাবিলনীয় বন্দিনীদের সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য।

কবে আমায় বিয়ে করবে বল?" প্রথম-প্রথম এঞ্জেলা ফ্রান্সিসকোর এই ধরনের কথার কোন জবাব না দিয়ে চলে যেত, কিন্তু ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে 'মূর্খ, জড়বুদ্ধি!' বলে ফ্রান্সিসকোকে হাঁকিয়ে দিতে থাকে। পরিচিতদের কাছে এঞ্জেলা বলে: "এটা আমি জানি যে, ফ্রান্সিসকোর মত পাত্র অনেক মেয়ের ভাগ্যের কথা, কিন্তু আমার ওপর ওর নজর কেন? ও আমার মনোমত নয়।"

এরপর থেকে ফ্রান্সিসকো প্রতি রাতে এঞ্জেলার শয়নকক্ষের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ভগ্নস্বরে এঞ্জেলার নাম ধরে ডেকে কাটাতে লাগল। দিনের বেলা এঞ্জেলার বাড়ির সন্নিকটবর্তী একটা কাফেতে বসে থাকতে লাগল একবার তার চোখের দেখা দেখবার জন্য। এঞ্জেলা সিনেমায় গেলে ফ্রান্সিসকো ঠিক তার পিছনের সীটে গিয়ে বসে। এইভাবে বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসকো শেষ পর্যন্ত বোকার মতো একটা কাণ্ড ঘটিয়ে না বসে, এইজন্য বিচলিত হয়ে তার বন্ধুরা এঞ্জেলাকে অনুনয় করলে বিয়েতে রাজী হবার জন্যে। এঞ্জেলা তাদের হাঁকিয়ে দিলে এই বলে যে, তার যাকে খুশি বিয়ে করবে এবং সেজন্যে অপর কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।

মাঝে যুদ্ধ বেধে গেল। পো নদী পারাপারের সেতুটি বোমায় বিধ্বস্ত হল, কিন্তু ফ্রান্সিসকোর মন কিছুতেই দমলো না। একটা নৌকা কিনে তাই বেয়ে সে তার নিত্যকার 'অভিসার' যাত্রা অব্যাহত রেখে চললো। একবার এঞ্জেলা তার হাত-ব্যাগে পাথর ভর্তি করে ফ্রান্সিসকো কাছে আসতেই তাকে ছুঁড়ে মারে। পরদিন ফ্রান্সিসকো ঠিক সময়ে আবার এসে হাজির মাপ চাইতে।

কোন উপায় না পেয়ে এঞ্জেলা পুলিসের সাহায্য নেয়। ১৯৫৭ সনে এক বিচারপতি ফ্রান্সিসকোকে সাধারণের উপদ্রব বলে অভিহিত করে তিন মাসের সদ্ভাবে থাকার মুচলেকা লিখিয়ে নেন। এর পর আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এবারে তাকে মনোচিকিৎসকদের কাছে হাজির করে দেওয়া হয়। পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা রায় দেন যে, ফ্রান্সিসকো বেশ স্বাভাবিক, কেবল প্রেমের ব্যাপারে যা একটু বাড়াবাড়ি। ছাড়া পেয়ে সে আবার ঠিক আগের মতো আচরণ আরম্ভ করলো। এঞ্জেলাকে রাস্তায় দেখলেই 'প্রিয়তমা স্ত্রী' বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করলো। এঞ্জেলা তার উত্তরে 'মূর্খ' বলে তিরস্কার করলে উৎসাহের স্বরে বলে ওঠে, 'রাগ করলে! আমি কিন্তু সেভাবে বলিনি।"

ইতালীর এক পত্রিকা ফ্রান্সিসকোর এই চল্লিশ বৎসরব্যাপী পাণিপ্রার্থনার কাহিনীটি সবিস্তারে প্রকাশ করে দেয় এবং কোন কিছুতেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তির সম্ভাবনা যা দেখা যায়নি তাই ঘটে গেল। ফ্রান্সিসকো সেই পত্রিকার সম্পাদককে লিখে জানিয়েছে যে, সে এঞ্জেলার পিছু ঘোরা ছেড়ে দিয়েছে; কারণ মেয়েদের মন পাওয়া ভার। এঞ্জেলাও আজ চল্লিশ বছর বয়সেও কুমারীই রয়ে গিয়েছে। ফ্রান্সিসকোর কথা শুনে জানায়: "কোন দিনই ওকে ভাল লাগেনি, আর এখন ত আরও খারাপ লাগে।" ফ্রান্সিসকো তাকে তার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী নির্বাচন করে রেখেছে, এই কথা জানানোতে এঞ্জেলা অত্যন্ত কটু স্বরে জবাব দেয় যে, ওর কোন কিছুর সম্পর্কে সে থাকতে চায় না, ও জীবিত থাকতেও নয়, মৃত্যু হলেও নয়।


প্রেমের প্রত্যয়ে দৃঢ় অসামান্য উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

"প্রেমেরও জীবনায়ন দরকার। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে দুঃখের দহনে পুড়ে, ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জর হয়ে এবং হতাশা ব্যর্থতার জ্বালা সয়ে যে প্রেম বিশুদ্ধ জীবনায়নের জন্ম দেয় — প্রেম সার্থক সেখানেই। বলতে দ্বিধা নেই সেই সার্থকতায় শুচি-স্নাত উপন্যাস অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'রূপসী রাত্রি'। তিনি চিরাচরিত পথে পা বাড়াননি। তাঁর লক্ষ্য আরও ঊর্ধ্বে, এক বিশেষ মূল্যবান বক্তব্যে।"

দাম: পাঁচ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৬

দীপঙ্করকে অফিসে গিয়েই ধরল সুকান্ত।

'কাল তোমাদের এখানে [illegible]।' সুকান্ত বললে, 'বাঃ, কোথায় এসে বাসা নিয়েছ।'

মুখের দিকে তাকাল দীপঙ্কর। না, ভুল নয়, অনুকম্পা নয়, প্রচ্ছন্ন আছে না একটা বেদনার সুর। বললে, '[illegible] দেখেছ? টিনের কৌটো আর কাঁচের [illegible] দিয়ে একলা ছাপ করে পড়েছে। কখনো কখনো আমার এই টিন-কৌটোতেই মনে হয় [illegible] রেখেছে মুখে। তার চেয়ে ভালো আছি।'

'না, না, অফিসটা ভালো নয়।' সুকান্ত প্রতিবাদ করলে। বললে, 'বরং সবাইকে আনলেই [illegible]—'

'না, এ উপায় ছিল না। প্রতিটি মুহূর্তেই [illegible] বাবের চোখ। দেখেছ তো কোনটাকে?'

'বরং এর চেয়ে একটা ভালো আস্তানা কোথাও করা যেত।' বলবে আর কী, বললে সুকান্ত।

'টাকা কোথায় আর পেলাম কই? জানো এই জন্যে সেলামি দিতে হয়েছে গয়লানীকে।'

'অসম্ভব। না, না, তুমি একটা বড় বাসা দেখ। এখানে বাবের চোখ না থাকলেও ভূতেরও চোখ আছে।'

'দেখছি তো, দেখ কে।' হাসল দীপঙ্কর: 'মাইনেটা যদি বেশি হত!'

'কত মাইনে?'

'দশ [illegible]।'

চারদিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'অফিসটা তো ছোট। আমি ভেবেছিলাম—' দোতলায় একটা লম্বা ঘর কাঠের পার্টিশন দিয়ে তিন টুকরো করা। আর ও-পাশে একটা বারান্দা। চার কামরার অফিসে কী বা জাঁকজমক হবে। কী বা দেখে ভোলে অন্যকে। লোকজনও তো বিশেষ দেখছি না। সুকান্তর মুখে হতাশার ছায়া পড়ল।

'অফিসের আয়তন দিয়ে ব্যবসার আয়তন বোঝা যায় না। [illegible] পাঁচ এর চেয়েও ছোট হয়।' দীপঙ্কর সুর বদলাল: 'তাছাড়া আমাকে না [illegible] একেবারে ঘরে বসে বলা যায় না। তাছাড়া কলকাতার বাজারে [illegible] কী! আমার চাকরি না হলেই মাইনে বাড়াতে হবে এটা বুঝি না, কিন্তু চুক্তির বাইরে আমার মত বাড়াও সেই সঙ্গে চুক্তির বাইরে মাইনেও বাড়াতে না এটা অদ্ভুত।'

'কেন, তোমাকে [illegible] কাজ?'

'শুধু যখন চুক্তি তখন কথা ছিল যতো [illegible] এটা-ওটা স্টেটমেন্ট তৈরি করার কাজ। দু-চারটে চিঠি লিখতে দাও তাও না হয় করলাম। এখন বলছে লোডিং ইনস্পেকশনে যাও। আর সে-সব গুদোম কোথায়! খিদিরপুর, ক্যানিং। [illegible], ঠাকুরপুকুর, ডায়মণ্ডহারবার। আগে আগে সন্ধ্যে হলেই বাসায় ফিরতাম, এখন কত রাত যে হয়ে যায় ফিরতে!'

'আলাদা ইনস্পেক্টর নেই?'

'বসেনই আগে ঘোরাঘুরি করত। গাড়ি আছে, পায়ে-পায়ে লাগায় না। এখন প্রায়ই তাকে ট্যুরে যেতে হয় বাইরে, পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তাই আমার উপর ভার পড়ে। বলে, একজন হোলটাইম সুপারভাইজার রাখবে। কী দরকার! আমার মাইনেটা ডবল ও সম্মত করে দিক, আমিই হোল টাইম এক্সপার্ট। শুধু একটা গালভরা নাম দিয়ে কী হবে। তাছাড়া, সেই কাউন্ট ক্যান্টিনটা তো আর্টিস্ট—'

'এদের দিকের এই কারবার?' সুকান্ত তাকাল জিজ্ঞাসু চোখে।

'ওর নাম, বিরাট ইম্পোর্টের কারবার।' দীপঙ্কর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'বিদেশ


## কলিকাতায় নূতন চাউল আমদানী!

[illegible]

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

৪৩ ২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা—১৪

[illegible]

তাজ মার্কা
কাজল নিম
দৃষ্টিশক্তি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক
এস, মেহের এলাহি মোঃ সফি
৩৭, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১
মূল্য -৫০ ন.প.।
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকানেও পাওয়া যায়

থেকে নানারকম র-মেটিরিয়েলস নিয়ে এসে বিক্রি করে এখানকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মের কাছে। দিশি ফার্মের প্রোডাকশান বন্ধ যদি ওসব মেটিরিয়েলস না পায়। আর বিদেশেই জন্মায় ওসব উপাদান। আর এরা এ কোম্পানি, ঐ বিদেশী কোম্পানিদের সোল এজেন্ট। সুতরাং, বুঝতে পারছ, চালাও ব্যবসা। এই তো কর্তা সেদিন ঘুরে এল টোকিও থেকে। শিগ্গির আবার যাবে নাকি হংকং—'

'কে কর্তা? বরেনের বাবা?'

'হ্যাঁ, ঐ তো রয়েছে ঐ ঘরে।' ফ্যানহু ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল দীপঙ্কর, আর, সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেরও অজানিতে কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বর সহজ করে নিয়ে বললে, 'বেশ আছে আনন্দে। এই মানুষ, ঐ কানাডা। হাওয়ায় পাখা মেলে দিলেই হল। নিচে রুপোর চাকা আর উপরে সোনার পাখা।'

হঠাৎ জিগগেস করল সুকান্ত, 'বরেন আছে?'

'আছে। ঐ ঘরে।' প্রান্তের সুইং-ডোরটা ইঙ্গিত করল দীপঙ্কর। 'যাবে? দেখা করবে ওর সঙ্গে?' শুধু মামুলি জিজ্ঞাসা নয়, যেন বা আশায় ভরা উৎসাহের স্পর্শ।

'দরকার কি। যাই না। কিন্তু, কী আশ্চর্য', পকেটে হাত ঢোকাল সুকান্ত, 'আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয়নি এতক্ষণ। আমার বিয়ে। সেই যে মেয়েটিকে দেখে-ছিল ডুংনতে, তার সঙ্গে। কী সব বাজে কথায় কাজের কথাটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল।' একটা চিঠি বার করে বাড়িয়ে ধরল দীপঙ্করের দিকে। বললে, 'এসো কিন্তু। দেখে রাখো তারিখ। আর কোনো দুর্দিনই যাওয়া চাই—'

কণ্ঠহাসি হাসল দীপঙ্কর। চিঠিটা প্রায় অজ্ঞানেই রেখে দিল পকেটে, তাকিয়েও দেখল না। বললে, 'বরেনকেও বলো না।' এগুচ্ছিল সুকান্ত, কথা যার টানল পিছন থেকে। 'আর সেই সঙ্গে আমার কথাটা কিন্তু মনে রেখো।'

'তোমার আবার কোন কথা!'

'বা, এতক্ষণ বলছিলাম কী তোমাকে!' পীড়িত মুখ করল দীপঙ্কর। 'বিয়ে তো লোকে আকছার করছে, তাই বলে দরকারী কথা কে ভুলে থাকে?'

'মানে, তুমি বলছ, তোমার ঐ গোডাউন ইনস্পেক্ট করার কথা?' সুকান্ত মাথা চুলকোলো। 'গোডাউনগুলো কার?'

'ব্যাংকের। কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়।'

'ব্যাংকের গোডাউন? কেন, এদের নিজেদের নেই?'

'কী দরকার করে? ব্যাংকেই তো কায়দা, খরচ-ও। এ দিকে ব্যাংকের গুদোমে এসে জমছে, সময় মত খালাস করে নিচ্ছে পার্টি। তারপর দরকার একজন আছে, ঘুরে-ঘুরে দেখা-শোনা করবে, মালের হিসেব রাখবে। কিন্তু বাইরে এক পয়সা তার আসান নেই।'

'ও! তুমি তোমার মাইনে বাড়ানোর কথা বলতে বলছ? সেই না?'

এবার আর কথা না, অস্পষ্ট হাসল দীপঙ্কর। বললে, 'বুঝেছ এতক্ষণে?'

'হ্যাঁ, এ তো তুমি নিজেও বলতে পারো।'

'আমি বললে হবে না।' মুখ নিচু করল দীপঙ্কর।

'আমি বললে হবে?'

'হবে। তুমি ওর বন্ধু। তোমার কথা ও ফেলতে না পারবে।'

'না, ওর বন্ধু তো তুমিও। আমি তো জানি সেই সূত্রেই তোমার চাকরি হয়েছে এখানে।'

'কার সঙ্গে কার তুলনা!' একটু কেঁপে হাসল দীপঙ্কর। বললে, 'আমি ওর মুখ-চেনা, আর তুমি ওর হৃদয়-চেনা। স্কুল কলেজ এক সঙ্গে ছিলাম তিনজন। পাশ করে তুমি ওকে টেনে নিয়ে গেলে কলেজে, আমি চুকলাম ব্যবসায়। সেই থেকে তোমার সঙ্গে না হলেও ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর, বলো, ওর বন্ধুত্বই না আমি ভুলতে পারি! স্কুলে কোনোদিন কোনো পারলাম না!'

'বন্ধুত্বটাই বা কদিন ছিল আমার সঙ্গে!'

'নাই বা থাকল। তুমি এগিয়ে গেলে আর ও সুন্দর আই-এস্ট হেজে গিয়ে ফেটে পড়ল। ফেটে পড়ল তো না ফেটে পড়ল। নিজে বানিয়েছে বাড়ি, বাপের কিছু হাতিয়ে না এদিক-সেদিক, তাকেও নাড়াল। সেখানে-সেখানে অর্থনৈতিক পরামর্শ করে তুলল। ছেলেরা বয়সের মাথায় বড় এসে উঠলেও মনে মনে এখনো কিছু সহজে আছে। অন্তত কারু কারু কাছে আছে। আর তাদের মধ্যে তুমি দু একজন তাতে সন্দেহ কি। তোমাদের কত একদিন ভালোবাসা ছিল!'

'ছিল!' সুকান্ত হাসল।


হিউলেট্স মিক্সচার

বদহজম এবং খাওয়ার পর পাকস্থলীর ব্যথায় দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে

হাতের কাছে সবসময় এক শিশি রাখুন

মানসিক দুশ্চিন্তা ও সময়মত না খাওয়া, অতিপানভোজন প্রভৃতি দূষিত কারণে থেকে যে অম্ল বদহজম ও খাওয়ার পর পাকস্থলীতে ব্যথা হয়। হিউলেট্স মিক্সচার পাকস্থলীর পাচক পরিপাকের শক্তি দিয়ে হজমের সহায়তা করে; অম্লনাশক অম্লরসের ভার থেকে পাকস্থলীর বিরক্তির প্রতিক্রিয়া রোধ পেটের ব্যথায় তৎক্ষণাৎ আরাম এনে দেয়। ৮০ বছরেরও ওপর পৃথিবীব্যাপী সব ডাক্তাররা হিউলেট্স মিক্সচার খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।

শিশু: শিশুদের পেটের পীড়ায়ও হিউলেট্স মিক্সচার চমৎকার। কয়েকটি ফোঁটাতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরাম।

পেট খারাপে আফিম সংযুক্ত হিউলেট্স মিক্সচার ব্যবহার করুন। হিউলেট্স মিক্সচার আফিমসহ বা আফিম ছাড়া দুরকমই পাওয়া যায়।

হিউলেট্স মিক্সচার

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৮৩/এ, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-৩

'বড়ই এখন উপেক্ষার হলো পড়ুক, ধৈর্য ধরে কিছুটা বালি খুঁড়লেই পাওয়া যাবে ভালোবাসার জল।' দীপঙ্কর বললে, 'আমরা যখন ফার্স্ট ক্লাসে উঠে ওকে ধরি, ও তার আগে দু-দুবার এলাউড হয়নি টেস্টে। মনে আছে, তুমিই ওকে নিজের কাছে বসিয়ে পড়িয়ে-পড়িয়ে তৈরি করে দিলে। আর মনে নেই সেই খেলার মাঠের কথা?'

'সে আবার কবে?' অবাক হবার ভান করল সুকান্ত।

'সেই খেলার মধ্যে কালবোশেখীর প্রচণ্ড ঝড় উঠল, দশদিক আঁধার করে নামল আকাশ বর্ষণ, আমরা যে যার দিকে ছুটলাম আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ লক্ষও করিনি কখন একটা গাছের ডাল ভেঙে এসে রমেনের উপর পড়েছিল। তুমি কাছে ছিলে, তুমি দেখলে। দেখলে, রমেন শুধু মাটিতে মুখ থুবড়েই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। সাহায্যের জন্য কাকে নাম ধরে ডাকলে আমাদের, ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবের মধ্যে কে বা শোনে, শুনলেও কে তার জবাব দেয়। তখন তুমি কী করলে? তুমিও ছুটলে।'

'তাতে কি, আমিও ছুটলাম।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ছুটলে নিজেকে বাঁচাতে নয় রমেনকে বাঁচাতে। কাছাকাছির মধ্যেই লোকজন নিয়ে এলে, শাদা নিয়ে এসে ধরে শুইয়ে দাঁড়ালে। ধরাধরি করে ওকে তুলে নিয়ে এলে এক ডাক্তারখানায়। বাঁচিয়ে দিয়ে এলে, ভালো করে তুললে। কি, মনে নেই?'

'আমার মনে থাকার দরকার কী! রমেনের মনে আছে কিনা সেইটেই জিজ্ঞাস্য।'

'নিশ্চয়ই আছে। সে কথা কি কেউ ভুলতে পারে? ঝড়জল মাথায় করে অন্ধকার মাঠ দিয়ে তোমার সেদিনের ছোটাটা জলজ্যান্ত হয়ে এখনো আঁকা আছে চোখের সামনে।'

'কিন্তু কে জানে সেদিনের সেই অন্ধকার আর কারো মনে হয়তো অন্ধকারই হয়ে আছে।' বললে সুকান্ত, 'জলের ঝাপটায় একটি রেখাও হয়তো আর জেগে নেই।'

'আছে, আছে।' জোর দিল দীপঙ্কর; 'একটা শব্দেরও স্বরবর্ণটুকু থাকে। আর এ তো শব্দ—এক ইস্কুলের ছাত্র।'

'এক সার্কাসের জানোয়ার।' হাসল সুকান্ত।

'তাই তুমি বললেই হবে। তুমি যদি বলো আমার হয়ে—'

'বলব, নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু আমি ভাবছি, সামান্য কাজের জন্য বাড়তি মাইনের দাবি এ তো নিশ্চয়ই অন্যায়ই বলা চলে। এ তো নাচনেওয়ালা জাতীয়দের কথা। তাছাড়া, তুমি স্কুল-ফ্রেণ্ড, পুরোনো পরিচিত, তোমার কথাতে অন্তত মুখ-চেনা তো নিশ্চয়ই—'

'মুখ-চেনা!' অন্তরঙ্গতা স্বীকার করল দীপঙ্কর; ভাবে ভঙ্গিতে সেই পুরোনো


● শান্তি-র আবার নূতন বই বের হল ●

প্রমথনাথ গুপ্তের

# কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
**রাত্রির বয়স**
● সাড়ে তিন টাকা ●

সুশীলকুমার ঘোষের
**গ্রহ সারথি**
● ছয় টাকা ●

প্রকাশিত হইল!
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত
ভিকি বাউমের
**গ্র্যাণ্ড হোটেল**
● ছয় টাকা ●

প্রকাশের অপেক্ষায়:
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোঃ
**বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ**
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
**আকাশ-নন্দিনী**
রমেশচন্দ্র সেনের
**কাজল**

রমেশচন্দ্র সেনের
নূতন উপন্যাস
**নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ**
● আড়াই টাকা ●

গ্রন্থ ভবন : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ১২

সিমের গন্ধ এতটুকুও ভেসে আসে না কোমোনিক।* আমি তো ওর এমপ্লয়ী, ওর চাকুরে। আগের সুরে আমাকে আর ভুলেও তুমি বলে না—আপনি বলে।'

'বা তাই তো বলবে। তাই তো আজ-কালকার কোড অফ কনডাক্ট, ব্যবহারনীতি। নিম্নপদস্থকেও আপনি বলতে হবে। বাস-ট্রাম কণ্ডাক্টর তো দূরের কথা, অফিসের চাপরাশি, পোস্টম্যান, এমন কি হোটেল-রেস্তরাঁর বয়কেও তুমি বলা চলবে না। চাকরদের জন্যে যে বিল আসছে তাতেও একটা ক্লজ থাকবে, তাদের আপনি বলা চাই। রেল-স্টিমারের কুলিদেরও সেই আওয়াজ।' সুকান্ত প্রায় বক্তৃতা দিয়ে উঠল।

'তুলুক আওয়াজ, আপত্তি নেই। কিন্তু কাজকর্মের বাইরে, অফিসের বাইরে, একেবারে আলাদা পরিবেশে যখন দেখা হয়, তখনো সেই 'আপনি'। কিছুতেই পুরোনো চোখে চায় না চিনতে। প্রভুত্বের চেহারাটা সব সময়েই পিছনে লাগিয়ে চলেছে।'

'আর সেই তোমার সামনে বসছে গাঁট হয়ে, তুমিও বাধা ছেলের মত দাঁড়াচ্ছ জোট হয়ে।' সুকান্ত ঝাঁজ আনল গলায়।

'উপায় কী তাছাড়া। প্রভুর কাছে ভৃত্য সব সময়েই ভৃত্য। নিত্যভৃত্য।'

'তবে দেখা করে কাজ নেই।' সুকান্ত পিছু হটল। 'হয়তো আমাকেও চিনবে না, আপনি করে বলবে।'

'না, না, তুমি তো ওর এমপ্লয়ী নও—'

'রক্ষে করো।'

'তোমাকে তাই ঠিক চিনবে। কথা কইবে আগের সুরে।'

'তা হলে যেতে বলছ? যাব?'

'অন্তত আমার জন্যে যাও। আমার বিশ্বাস তুমি বললেই আমার সুরাহা হবে। তুমি বললেই জাস্টিস [illegible] হবে ওর কাছে। নইলে, মানুষের জাস্টিস আর কী! যার যেখানে স্বার্থ তার সেখানে জাস্টিস! সেই জন্যেই খবর রাখি যে তোমার [illegible] [illegible]। আমি ডিসমিস হলেও 'কাকাকে' বিরুদ্ধ বলবে, প্রশংসা করবে তোমাকে, একথা [illegible] পুরোনো ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেদিন হয়তো [illegible]। আমার বেকার [illegible]।'

'তোমার হবে।'

'হ্যাঁ, [illegible] তাদের জন্যে, ছাত্রের জন্যে আর আমার [illegible] অফিসের জন্যে। তাঁর একটিমাত্র [illegible] উনি অনেক [illegible]। কিছুতেই পারা দিয়ে উঠতে পারি না তার সাথে।'

'কী রকম [illegible]?' সুকান্ত কৌতূহলী হল।

'আমি ভুল করছি, উনি হবে বলছেন। আর হবে আর বেশি হাত [illegible] সব কিছুই কাটা পড়ে। সেটার ভাগ পড়বে [illegible] ইন্দ্রজালের বই নেয় বটেই, মিস্টার, ডাক্তার, ম্যাজিস্ট্রেট-ডাক্তার, এমন কি হাস-পাতাল, পুলিশ-হাকিম—সবকিছু।' বলেছেন দিয়ে সুকান্তকে এক পা এগিয়ে দিল দীপঙ্কর। গলা নামিয়ে বললো, 'বেকার থাকার কৌশল জানো। যদি দরকার হবেই হয় তবে আর কাজকর্মের দরকার কি। ছাঁটাইয়ে একদম না হলেই [illegible] বলে ডাকা যাবে।' একটু থেমে দীপঙ্কর: 'তবে তুমি যখন আছ তখন সবকিছুই কাজ হয়ে যাবে।'

'তোমার যে কার্ড লাগবে না তো?' পরে এসেও সুকান্তর দ্বিধা নাকি?

'তোমার আবার কার্ড!'

সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল সুকান্ত।

র‍্যাকেটে কোর্টটি ঝুলছে হ্যাঙ্গারে, শার্ট-টাইয়ে-ট্রাউজার্সে [illegible] প্রতিচ্ছবি, ব্যরেন বসে আছে নিখুঁত মানা-যোগে। বিরক্ত-সন্দিগ্ধ চোখে আগন্তুকের দিকে তাকাল [illegible] [illegible]। পরক্ষণেই উঠল উল্লাস হয়ে: 'আরে, সুকু, সুকু যে। কী মনে করে? আয় আয় বোস।' ভঙ্গির


তরুণ ছোটগল্পকারদের

# ছোটগল্প

মূল্য একমাত্র মুখপত্র

সাহিত্যে আন্দোলনের ভূমিকা নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায়। সম্প্রতি জীবনের নবমূল্যায়নের সাহায্যে [illegible] [illegible] এক অনাতম অনিবার্য আন্দোলন এই দিকনির্দেশে [illegible] হয়েছে। পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই লোকপ্রিয়। বর্ষ [illegible] সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যা মূল্য ০·৫০। গ্রাহকমূল্য বার্ষিক সডাক ২·৫০ ॥

॥ সর্বত্র এজেন্সী চাই। পত্রালাপ করুন ॥

১১।৪ নবকৃষ্ণ পড় স্ট্রীট। কলকাতা ৫ [illegible] ৩৩-১৯৭০

(দি ১০৩০।২)



সাহিত্য রসিকদের জন্য : সমালোচনা গ্রন্থ।

অধ্যাপক জাহ্নবীচরণ ভট্টাচার্য

**বৈষ্ণব কবিতা**—দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ মূল্য—৩।২৫ নঃ পঃ

**শাক্ত পদাবলী**—সাধনতত্ত্ব ও কাব্য-বিশ্লেষণ মূল্য—৩, টাকা

[উপরিউক্ত দুখানা বইতে B. A. Special Bengali Bengali Honours এবং M. A.র ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী নির্ভরযোগ্য সমালোচনা আছে।]

অধ্যাপক হরনাথ পাল

**কবি মোহিতলাল**—মূল্য ৫।৫০ নঃ পঃ

[আজীবন সত্য সুন্দরের সাধক কবি মোহিতলালের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা গ্রন্থ]—"কবির কাব্য সম্বন্ধে এইরূপ বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা ইহার পূর্বে হয় নাই।" —যুগান্তর। ২৩।১২।৫৯

অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ

**বাঙ্‌লা সাহিত্য পরিক্রমা**—পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য—১১, টাকা

[হাজার বছরের বাঙ্‌লার সমাজ ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা]

**ছন্দ ও অলঙ্কার**—মূল্য ১।৫০ নঃ পঃ

**বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত**—মূল্য ২।৫০ নঃ পঃ

উপন্যাস

নীলিমা দাশগুপ্ত

**রাজমহল**—মূল্য ২।৭৫ নঃ পঃ

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

**যাত্রা হ'ল শুরু**—(তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য ২।৭৫ নঃ পঃ

অমরেন্দ্র ঘোষ

**অহল্যা কন্যা**—(দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ২।৫০ নঃ পঃ

রমাপতি বসু

**অনুশীলন**—মূল্য ২।৫০ নঃ পঃ

**এস্ ব্যানার্জি এন্ড কোং** — ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

**বামা পুস্তকালয়** — ১১৩, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

সমস্ত তাঁকিয়েছে মুহূর্তে স্তব্ধতা করে দিল। সিঁথিতো ছুঁয়ে দিয়ে বললে, 'কতদিন পরে দেখা বল তো।'

নিশ্চিন্ত হয়ে বসল সুকান্ত। মুখময় মিষ্টি হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছিস?'

'তুই কেমন আছিস? চেহারাটা তো বেশ হাট্টা দেখাচ্ছে।'

'তোর চেয়েও?'

'আমার সব গোলমাল। বলছি।'

'কলেজ বল।' সাগ্রহে তাকাল সুকান্ত।

'কলেজ ছেড়ে দিলাম, তুই না?' [illegible] একবার [illegible] রইল। বললে 'কিছু নেই, [illegible] করছে। [illegible] একটা [illegible] কী [illegible]? [illegible] তারপর? এখন?'

'কিছু নেই।'

[illegible] না।'

'কিছু পারছি না।'

[illegible]

[illegible] না?'

[illegible]

[illegible] আর [illegible] তাই [illegible] উঠল সুকান্ত।

[illegible] তাই। [illegible] চেহারাটা [illegible] হয়েছে।'

'কী?'

'কিছু এখনি। [illegible] [illegible]; [illegible] হয়ে গেল, [illegible] আর [illegible] হয়ে গেছিস? এই [illegible] এসে গেল? এখন [illegible]?'

'আর [illegible] একেবারে।'

'[illegible] আর তাই [illegible] পেয়েছিস? কিছুটা একটা [illegible]? [illegible] কী? [illegible] হাত [illegible] করে বললে: 'একটু [illegible] না? একটু [illegible] করে [illegible] না? [illegible] [illegible] কি [illegible]? [illegible] না হলে কি বাধা হয়? [illegible] না হলে কি

আনন্দ আছে? রোমাঞ্চ আছে? তার মানে? তাহা সাজিয়েছিস কেন? খুব শাঁও মেরেছিস বুঝি?'

'একটা কথাই যথেষ্ট, এখানে একেবারে আটটা। অন্তরঙ্গতা।'

'তবে আকর্ষণটা কিসে?' চোখ দুটো একটু সরু করতে চাইল যেন: মানে, জিনিস খুব ভালো?'

শব্দ করে হেসে উঠল সুকান্ত। বললে, 'তা এখনি কী করে বলি! জিনিস না হলে কি জিনিস বোঝা যায়?'

'তা হলে রহস্যটা কোথায়?'

'তুই এর বুঝিস আর একটু বুঝিস না? ভালোবাসার মত পড়েছিস?'

'ভালোবাসাকে মত পড়েছি।'

'ঐ, হ্যাঁ, ঐ কাজ করে। [illegible], দুর্দান্ত মজলা। সেই ভালোবাসা হয়েছে।'

'ভালোবাসা হয়েছে।' [illegible] করে উঠল

বললেন। তুই একটা মেয়েকে ভালোবাসিস এ সবটাই আন্দাজ করতে পারি। এককালে যাকে দেখেছিস তাকেই ভালোবেসেছিস—সে কথা নয়। কিন্তু তোকে কোনো মেয়ে পাকে পড়ে ভালোবাসবে এ অবিশ্বাস্য। বল, কে, মেয়েটা কে?'

'আমার সাথে পড়ত। আমার সঙ্গেই পাশ করেছে এম-এ।'

'বলিস কি! একটা এম-এ পাশ মেয়ে তোর প্রেমে পড়েছে?'

'সেইটেই তো আশ্চর্যের দেশে মহাশ্চর্য! তুই তো আমাদের সব জানিস—কত দুর্বিষহ দৈন্য নিয়ে বড় হয়েছি। চাল নেই, চুলো নেই, কিছু নেই, কোথাও কেউ—অবস্থায় একজন তবু পাব কী অদ্ভুত, তারই কিনা একজন ভালোবাসে, আর শুধু [illegible] এর জন্য নয়, জীবন-ভোর দিন-রাত্রির জন্য তাকে পেতে চায়।

---


# আমাদের শান্তিনিকেতন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

লেখক বলেন:

[illegible]

এই লেখায় যে আনন্দ-কৌতুক উৎসব-উদ্দীপনা প্রকৃতিপ্রীতি ও সাধনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে পরিচ্ছন্ন-সুন্দর ভাষার মধ্যে মনোজ্ঞ রূপে, তারই ফাঁকে আভাসিত হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বা বিশ্বভারতীর কোন্ কাজে কী ছিল মহর্ষির ধ্যান ধারণা ও সাধনা।

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা [illegible] ও রেখাচিত্র, [illegible] ফোটোগ্রাফে [illegible] সুন্দর, [illegible] মনোহর ও চমৎকার-জনক, মনোরমও বিষয়। মূল্য ৫, শোভন ৭,

বিশ্বভারতী

কলিকাতা ৭

Cooch Behar

[illegible]তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নতুন বই

# মুখোমুখি

আজকের এই জীবনের মুখোমুখি হচ্ছে, জীবনের মোকাবিলা করছে, জীবনের হাতে মার খাচ্ছে—এমনই কয়েকটি যুবক-যুবতীর কাহিনী।

॥ আড়াই টাকা ॥

পুস্তক প্রকাশক। ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

দি ১২২৭

'আর্ভেনির'-এর নতুন উপন্যাস

# সিন্ধু বারোয়াঁ

দেবেন্দু পালিত

বেদনামথিত প্রেমের সংহত আবেগে কিশোর কয়েকটি সাধারণ চরিত্রের পুরুষের ও নারীর অসাধারণ হৃদয় এবং বিচিত্র মানসিকতার উজ্জ্বল প্রতিফলন 'সিন্ধু বারোয়াঁ'—আধুনিক মানসের পরিপ্রেক্ষিতে আবহমান সত্যের অপূর্ব মঞ্জনাময় রূপায়ণ—সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যে শক্তিমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তরুণ হয়েও বিষয় ও শৈলীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দিবেন্দু পালিত সুপরিচিত। এই সরস সুন্দর শুচিস্নিগ্ধ প্রেমের উপন্যাস তাঁর পরিণত পরিচয়। দাম : তিন টাকা

অন্যান্য বই

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ ২য় সংস্করণ দাম : ৩·৫০

ছয় ঋতু বারো মাস ॥ মিহির আচার্য ॥ দাম : ৩·০০

রূপালী রেখা ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ দাম : ৩·২৫

যন্ত্রস্থ বই

পিঙ্গলার প্রেম ॥ বিমল কর ॥ দাম : ২·৫০ ২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ

মিতালি মধুর ॥ বারীন্দ্রনাথ দাশ ॥ যন্ত্রস্থ

সম্প্রতি প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস

গরু ছিল কবি

শিবরাম চক্রবর্তী

বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে চিত্তচাঞ্চল্যকর অথচ সরস কৌতুহলময় এই কিশোর উপন্যাস রুদ্ধনিশ্বাসে পড়বার মতন ॥ দাম : ২·৫০

॥ আর্ভেনির ॥ ৩২৮বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ॥ কলকাতা ১৯

পৃথিবীর ধূলোতে আশ্চর্যের ঋতু এখনো শেষ হয়নি। সূর্য উঠুক আর অস্ত যাক, আশ্চর্যের [illegible] নেই।'

বরেনের মনে হল আবার সে হারল, হার হল সুকান্তের কাছে। চেয়ারের [illegible] [illegible] পড়ল।

পাড়ায় তাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই যেদিন সুকান্তরা ভাড়াটে আসে সেদিন খুব মন খারাপ করেছেন। দূর মফঃস্বল থেকে এসেছে, বাঙাল-বাঙাল দেখতে, সেটাই তার উপর সদয় ছিল না বরেন। নয় কী স্পর্ধা, তাদের ইস্কুলে এসে ভর্তি হল, শুধু ইস্কুলে নয়, ঠিক তার ক্লাসে, তারই সেকশনে, আর [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোর্ট [illegible] নিয়ে বসল তার পার্টিতে। প্রথম-প্রথম মনে হত বরেনের, যেন কে-এক [illegible] ঢুকে সমস্ত মস্তিষ্কের [illegible] করে দিচ্ছে। কথা কইতেও চাইত না, নাক সিঁটকে থাকত। কিন্তু একটা লোক যদি [illegible] কারণে-অকারণে সহানুভূতি করে, উপকার করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে তবে তার প্রতি ক্রমে ক্রমে নরম না হয়ে উপায় কি। ও কেন উড়ে এসে জুড়ে বসবে, শুধু [illegible]-পাড়ায় নয় এমন কি [illegible] মনে, বাঙাল হয়েও কেন চিরকালের [illegible] হয়ে থাকবে না, বরং [illegible] [illegible] করে রাখবে, এ বরেনের [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কষ্ট করে [illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করবে, তার প্রতি [illegible] হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুখে [illegible] [illegible], [illegible] সুকান্তের হার [illegible], তার প্রেমে উপরে স্পর্ধা [illegible] [illegible] [illegible], এ বরেনের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ। তাই [illegible] না পারলেও যখন তাকে বরেনের মতন নরেনের [illegible] অর্থ ছিল না। মাথা নেই টাকায় সুকান্ত তার নাগাল পায়। অনেককে কটা ডিগ্রি পেতে পারে, কিছুটা হয়তো নাম, কিন্তু টাকার কাছে ও-সব সোনার কাছে রাংতা। টাকা দিয়েই নাম-কাম মান-শান্তি কিনতে পারে সমস্ত। এমন কি, যদি সুকান্ত হাত পাতে, কিছু তাকে দিয়েই দিতে পারে অকাতরে।

ধরে নিশ্চিন্তে ছিল বরেন, [illegible] নিশ্চিন্তে। কিন্তু এ আজ সে কী শুনল? একটি মেয়ে ভালোবেসেছে সুকান্তকে, তাকে তার হৃদয় দিয়েছে। আর এ মেয়ে প্রেমের পাওয়া নয়, স্থির কালের পদ্ম। শুধু রূপসী নয়, বিদুষী। আর, একটা হৃদয় পাওয়া মানে একটা সাম্রাজ্যের চেয়েও বেশি পাওয়া। তার চেয়ে ঢের ঢের বড় ধনী আজ সুকান্ত।

কতদিন ধরে একটা ভালোবাসার জন্যে বসে আছে বরেন। টাকার শব্দ দিয়ে তার

নূপুরের ধ্বনি তৈরি হয় না। মনে আছি তো, থাকব, আরো থাকব। কিন্তু এরই মধ্যে এক ফাঁকে সুকান্ত জয় করে নেবে অজ্ঞাতনামীকে, এ ধারণার অতীত। কিন্তু যা আজ ধারণার বাইরে তাই কাল ঘটে যেতে পারে, তারই জন্যেই তো পথচলা।

[illegible] একটু [illegible] ভালো করে। [illegible] নিজ চেয়ারটাকে। '[illegible] তোমাকে কৃপা করল, [illegible] সেই [illegible]।'

[illegible] তাকেই ঠিক দেখা [illegible] না [illegible] উঠে পড়ল সুকান্ত। [illegible] চিঠি লিখছি। [illegible] কিন্তু। [illegible]

'[illegible] না? [illegible] হবে।' [illegible] উঠে পড়ল। [illegible] সেই [illegible] [illegible]।'

'[illegible] দিয়ে [illegible] করলাম না [illegible] কিছু মনে [illegible] না।'

'ছি ছি, [illegible] কি আমার সেই সম্পর্ক?' আবার একটা সিগারেট ধরালেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সুকান্ত।

ওর পেছনে ছিল, দীপঙ্কর তাকে ঠিক ধরেছে। বললে, 'বরেন কী বললে আমার কথা?'

'বললে, হ্যাঁ, দেবে, দেবে তোমাকে একটা এক্সিডেন্ট—'

'দেবে?' [illegible] দীপঙ্কর [illegible] সুকান্তকে। '[illegible] তো কী [illegible] তুমি [illegible] এটুকু হল। বরেন যখন একবার কথা দিয়েছে তখন আর [illegible] হবে না। [illegible] তুমি [illegible]'

[illegible] দিয়ে [illegible] বেরিয়ে [illegible] সুকান্ত।

আর এদিকে, কার্তিক [illegible] হস্টেলে।

[illegible] একটা [illegible] উপর [illegible] পড়েছে। [illegible] সম্পর্কে [illegible] নিয়ে [illegible] কে [illegible] এবং [illegible] কিনা [illegible]—

'এই কার্তিক [illegible] সবাই [illegible]

'কিন্তু [illegible] সেই [illegible] নয়। [illegible] না [illegible] দিয়ে।'

'[illegible] না বটেই। [illegible] এই [illegible] এবং [illegible] কার [illegible]?'

'কিন্তু আছে?'

'তাই এখানে হয়। আর [illegible] কিনা [illegible]?'

দেখল, আছে। তার হাতে চিঠি দিল কার্তিক। বললে, [illegible] না। তুমি কিছু [illegible] কেউ একবার না থাকলে [illegible] না।'

[illegible] কার্তিককে [illegible] বললে, 'কিন্তু এক কথা। [illegible] তুই আমার কাছে একদিনও আসিসনি।'

'[illegible] কি [illegible]।'

'তার আমাকে সব বলবি—কী হল, [illegible]?'

[illegible] হেসে উঠল কার্তিক। বললে, '[illegible] হয়, না ঠেকানো যায়? তুমি [illegible] এসে বলতে পারলে এ কেমন কি?'

(ক্রমশ)

নিরপেক্ষ মতবাদের সচিত্র মাসিক

**প্রভাত**

[illegible]

(সি ৮৭০)

**গলক্ষত**

**বায়োরাসী** সর্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ ঔষধ। [illegible] লিখুন। **কবিরাজ [illegible]**, [illegible] হাওড়া।

(সি ৬৭৭)

**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

আরোগ্য [illegible] প্রতি দিন [illegible] ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টার সাক্ষাৎ করুন। ৩৭ [illegible] রোড, [illegible], কলিকাতা।

(সি ১১২৭)

[illegible] যুক্ত অদ্বিতীয় [illegible]

**হেমান্ত সার্সাপ্যারিলা**

[illegible]

[illegible]

সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা

**স্ফুলিঙ্গ**

৫ম বর্ষ — পৌষালী সংখ্যা

এতে লিখেছেন—শ্রী[illegible] রায়, [illegible] সরকার, প্রভাকর মাঝি, [illegible] রায়, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] এবং আরো অনেকে। প্রতি সংখ্যা [illegible] মাত্র। এজেন্ট আবশ্যক।

স্ফুলিঙ্গ কার্যালয়, [illegible]

(সি এন ২২০)

**বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত**

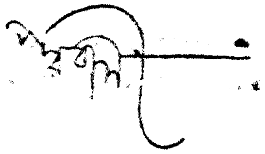

সন্ধ্যা

পূর্বাভিসার

কাব্যগ্রন্থ

[illegible]

[illegible]

সাহিত্য

১ [illegible] দে স্ট্রীট

কলকাতা ১২

**ধবল-অসাড়**

[illegible] বিফলতা [illegible] একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য [illegible] শ্রীবাঁক-[illegible] (হাওড়া), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮

# টাটার ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান দিয়েই আমি আমার সব কিছু কাচি

তার কারণ

- ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবানে প্রচুর ফেনা হয় আর তাতে জামাকাপড়ের ময়লা আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়।
- এতে খুব সহজে ও ভালোভাবে জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।
- এর ভেতরে অপ্‌টিক্যাল ব্রাইটনার থাকায় সাদা কাপড় ধবধবে আর রঙীন কাপড় ঝকঝকে দেখায়।

তাছাড়া

- ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান যে কোন কাপড় কাচবার পক্ষেই সেরা—ঝিরঝিরে নাইলন, দামী সিল্ক, নরম পশম কি সুতী কাপড় সব কিছু।

**[illegible]**

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৭

জীবনে বাবার হাতে প্রহার সেই প্রথম। তিনি চলে গেলেন, ঘরেও আর কেউ নেই, আমি চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে রইলাম। ক্ষীণ অভিমান, ব্যথা, অপমান-বোধও কিছুটা, সব মিলিয়ে তিক্ততা যেন শরীরে মনে উঠিয়ে দিলে [illegible]! নীরবেই বসে বসে মুছতে লাগলুম চোখের জল, বাড়ীর কিছু জানতে দিলুম না।

কিন্তু তার বিনিময়েও কি উন্মাদনার সেই কীর্তিকলাপ নিতে পারি? সে যে আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। শিশির দিয়ে ১৯২০ সালের কথায় এসেছিলাম। সেই সালেরই কথা বলে চলেছি। রঙ্গাল ক্লাবে সেবার সম্প্রদায়ের ছিল প্রচুর থিয়েটার দেখার শখ। স্কুলের পর সেখানে গেলেই [illegible], খেলাধুলার পর সকলে গোল হয়ে বসে সেই থিয়েটারের গল্প। এঁরা [illegible] দেখেছেন [illegible]— [illegible] এঁরা সবে ভক্ত ছিলেন। সেই সব গল্প শুনতুম। [illegible] একেবারে [illegible] দিয়েছেন, ওখানে এমনি করে অভিনয় করলেন। শুনে শুনে দেখার শখ আমারও তীব্রতর হয়ে উঠল। [illegible] নাটক দেখা শেষ, এবার দেখা।

কিন্তু কই আর দেখতে পেয়েছি? এদের মত অত নয়। সব মিলিয়ে দু'তিনখানা হবে। যেমন, সেবার পায়ে 'বাপ্পাপ্রতাপ' 'আত্মদান।' প্রতি বড়ো নাটকের পর কমিকখানা অথবা প্রহসন হত থিয়েটারে, সেসব আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হত না। কারণ, আমি ত বাড়িতে না জানিয়ে লুকিয়ে যেতুম—রাত শেষ করে ভোর বেলায় ফিরলে কৈফিয়ত দেব কি বাড়িতে? বলা বাহুল্য তখন থিয়েটার ভাঙত ভোরবেলায়। মূল নাটক শেষ হতো রূপও পড়ত, আমিও সীট ছেড়ে উঠলুম—একা। তখনকার দিনে শেয়ারের ঘোড়ার গাড়িতে লোকে থিয়েটার দেখতে যেত অত বাস্-ট্রামের প্রাচুর্য তখনও হয়নি। ভোর রাত্রে থিয়েটার শেষে বন্ধুরা ঐরকম করে ফিরে আসত শেয়ারের গাড়ি ধরে—শেয়ারে আট আনা-দশ আনা পড়ত। কিন্তু, ফেরার সময় ঐ অত রাত্রে আমি শেয়ারের গাড়ি পাবো কোন কালে? আমার মত মধ্যখান থেকে উঠে আসছে কে? দু'একখানা দৈবাৎ পাওয়া যেত, কিন্তু বাড়তি পয়সাই বা পকেটে কই? তাই, স্রেফ পায়ে হেঁটে আসতে লাগলুম সেই বিডন স্ট্রীট থেকে ভবানীপুরে, চৌরঙ্গীর পথ ধরে, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর নতুন রাস্তা তখনও হয়নি!

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি যখন ফিরলুম, তখন রাত দেড়টার কম নয়। তারপর দরজা খুলে দিত। মা জিজ্ঞাসা করত, এতো দেরী যে?

শরীরের ক্লান্তি গোপন করে কোনরকমে উত্তর দিতুম, বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, খাওয়ার পর গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গেল।

মিথ্যা আরও মিথ্যা টেনে আনে। 'বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে এসেছি' বলেছি, অতএব, রীতিমত ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও ঢাকা-দেওয়া খাদ্য-সামগ্রীর থালাটার দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলতে হত, খাবো না।

অবশ্য, বেশী দেখতাম না বলেই এক্ষেত্রে মিথ্যাচরণে পার পেয়ে গিয়েছিলাম। মাত্র তিনবার। ঘন ঘন হলে এসব কৈফিয়তে কুলাতো না!

কিন্তু থিয়েটার দেখাও ত কিছু হল, কিন্তু থিয়েটার না করলে ত চলছে না! মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা অস্থিরতা, কিছু করা চাই!


রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

## রবীন্দ্র জীবন কথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

অল্পপরিসর একখানি কোনো গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের সাহিত্য ও কর্ম সাধনা, তাঁহার জীবনকথার পরিচয় সাধারণ পাঠক যাহাতে লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার কর্তৃক এই গ্রন্থ বিশেষভাবে লিখিত, ইহা লেখকের সুবৃহৎ 'রবীন্দ্রজীবনী'র সংক্ষিপ্তসার নহে।

অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি ও হস্তলিপির ("ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে") প্রতিলিপি, বংশলতিকা ও রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী সংকলিত। পৃ ২৯৬।

মূল্য কাগজের মলাট ৬, বোর্ড বাঁধাই ৮,

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী যে রবীন্দ্র-পরিচিতি-গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন ইহা তাহার প্রথম গ্রন্থ।

পরবর্তী গ্রন্থ

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত

### রবীন্দ্রস্মৃতি

বর্তমানে যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

### বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

[illegible]রা একদম বলত, আর না, আমরাও লুকিয়ে একটা থিয়েটারের ক্লাব করি।

স্কুলের ক্লাসের কাউকে কাউকে চুপি চুপি করলাম সে প্রস্তাব। তারা যেন সভয়ে শিউরে উঠল বললে, কাদের সংগে?

প্রস্তাবকদের নাম বললাম।

শুনে, তারা বলত—সর্বনাশ! ওরা সব খারাপ ছেলে! মিশিস নি ওদের সংগে!

মনটা একটু বোধহয় থমকেও গিয়েছিল। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? মনে হল, ওরা স্কুল-পালানো, স্কুলে-নাম-কাটানো ছেলে হতে পারে, কিন্তু কোথায় ওরা খারাপ? নাটকের অদম্য আকর্ষণটি আমাকে তখন টেনে ধরেছে, আমার মন দ্রুত ধাবিত হতে লাগল সেই দিকে।

অথচ ক্লাব যে করব ঘর পাবো কোথায়? যেখানেই আমরা যাই, ঘর নিয়ে গান-বাজনা করব শুনে সবাই একযোগে না-না করে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অনেক গলদঘর্ম হয়ে, অনেক খোঁজাখুঁজির পরে, একটা বস্তিতে আস্তানা পাওয়া গেল। আমাদের অঞ্চলেরই কাছে তখন বিখ্যাত জলটুঙ্গির বস্তি ছিল, তারই একদিকে একটি খোলার ঘর। সেই খোলার ঘরে মহা উৎসাহে নাটকের মহড়া। কোথায় অভিনয় হবে বা আদৌ অভিনয় হবে কি না, এসব চিন্তা করার দরকার নেই, অভিনয় হবে, এ সম্ভাবনাও কল্পনাতীত, শুধু নাটকের পার্ট বণ্টন করে নিয়ে নিজেরা-নিজেরাই যার-যার অংশ মুখস্থ করে নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে তার আবৃত্তি। সেসব কী উদ্দীপনার দিনই না গেছে!

কিন্তু আমাদের সেই উদাত্ত কণ্ঠ সেই বীররস আর মধুর রস, সব একদিন হঠাৎই চাপা পড়ে গেল। মনের উৎসাহে আবৃত্তি করছি, এমন সময় দুর্দান্ত চেহারার এক মুসলমান গুণ্ডা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলে, ক্যা হো রহা হৈ ইধর?

আমরা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। প্রতাপ সিংহের মহত্ত্বগাথা, বিক্রম সঙ্গাতনের ঢেউ, কী যে ঠিক সেই সময় হচ্ছিল আজ মনে নেই, সব কে যেন মুহূর্তে টুঁটি টিপে বন্ধ করে দিল। আমরা নিঃশব্দে কামরার বাইরে বেরিয়ে এলাম। সেইরূপ চেহারা, টেরা কাটাকাটা দাড়ি গোঁফ, হাতে পাকা লাঠি। দেখেই আমাদের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। আমরা আমতা-আমতা করে বললাম, মিঞা, ছোকরা হায় গানের জন্য।

—গান বাজনা? সে যেন খিঁচিয়ে উঠল, সাপ সাংগ, হমলোক হিঁয়া গানা বাজনা নেহি হোগা। ইয়ে হ্যায় ভদ্রপল্লী, সমঝে? হটাও ইয়াসে। আভি হটাও। হুকুম!

উপায় নেই। বিনা যুদ্ধে এ অপমানকে মেনে নিতেই হবে। পরে শুনেছি ও-পাড়া ও-অঞ্চলের কুখ্যাত গুণ্ডা। কুখ্যাত কি সুখ্যাত সেই মুহূর্তে তা জানতে পারিনি, তবে চেহারাতেই বুঝেছিলুম, টাঁ-ফোঁ করলে কোমরের লুকোনো ছোরাখানাই হয়ত বুকে বসিয়ে দেবে! কিন্তু, হারমোনিয়ম-তবলা নিয়ে উঠে যেতে-যেতেও একটা কথা মনে না জেগে পারেনি, গুণ্ডাজী বস্তিটাকে হঠাৎ 'ভদ্রপল্লী' ঘোষণা করলে কেন? জলটুঙ্গির বস্তি সে সময় এত কুখ্যাত ছিল যে, কোনো ভদ্রলোক ওর ভিতরে ত দূরের কথা, ওর ধার দিয়েও হাঁটত না। তাহলে 'গান-বাজনা' এতদূর নিকৃষ্ট জিনিস যে,

PYG. 13-X.10 BG ডিস্ট্রিবিউটরস : আই. সি. আই. (আই) প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

জলটুঙির বাগিচার মত বাগিচার নিজস্ব ঐতিহ্যকেও অবিলুপ্ত করে তোলে!

খেদ করে আর কী হবে, চলে আসতে হল। অথচ খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান পাই না। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন মহামেডান ক্লাবের সভ্য, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাম, কাঁসারীপাড়া রোডে তাঁর বাড়ি, হরিশ মুখার্জী রোড থেকে ভবানীপুরের বাজারের মোড় পর্যন্ত এখন যে লেনের মোড় রোড, সেটা তখন কাঁসারীপাড়া ছিল ... হরিশ মুখার্জী রোড অতিক্রম করলেই বাঁ দিকে পড়ত তাঁর বাড়ি। [illegible]

আর একজন ইংরাজী সন্ত্রাস নাম মনে পড়ে। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর বাড়ি বেলিপাড়ার দিকে। কিন্তু কোথায় জমায়েত হওয়া যায়? শেষ পর্যন্ত—মাঠে। কোন মাঠে? হরিশ মুখার্জী রোড আর কাঁসারীপাড়ার ক্রসিং ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পানের দোকান ছিল একটি, তারপরে আস্তাবল, তারপরে মাঠ। সেই মাঠেই বসা হত। ফুটবল খেলার পর আমরা একসঙ্গে চলে আসতুম। সেই সময় আমাদের আরেক সঙ্গী জুটেছিল, তার নাম ভূতনাথ সিং—হিন্দুস্থানীই হবে—তবে বহুকাল এদেশে থেকে বাঙালীই হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। তাদের ছিল মস্ত খাবারের দোকান, এবং ঘোড়া ও ঘোড়া-গাড়ির ব্যবসাও ছিল তাদের। ভূতনাথেরও লেখাপড়া হয়নি, ও-ও স্কুলের নাম-কাটানো ছেলে, নাটকে খুব ঝোঁক হল।

LIBRARY Cooch Behar

শান্তি লাইব্রেরী গৌরব

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের
নবতম মহান কাব্য

আসন্ন

অমিয়রতনের কবিতা ও কাব্য সম্বন্ধে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একবার লিখেছিলেন: "তিনি শুধু কবি নন, দার্শনিক ও পণ্ডিত। তাঁর রচনারীতি ও ভাবাবেগের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর ... গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই ...।" অমিয়রতনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আসন্ন'-পাঠে এর চেয়েও গভীর ভাবের কবিকে অভিনন্দিত করতে হবে। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ঠিকই বলেছেন: "কালের ঐকান্তিকতায় অমিয়রতন সেই গভীরতার সন্ধান পেয়েছেন সমস্ত সার্থক রচনার যা একমাত্র উৎস।"

কবিতা পড়ুন। "গদ্য উপন্যাসের মত কবিতাও যে আগ্রহভরে পড়তে হয়, চমৎকারভাবে অমিয়রতন-ই তা প্রমাণ করেছেন।"

প্রিয়জনদের উপহার দেওয়ার মত প্রকাশিত মনোরম কাব্য 'আসন্ন' : ৭·০০ ।

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ । ৩৫-২০৩২ ।

ক্যান্থারল

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল

অমিশ্র ক্যান্থারাইডিনের সহিত অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈলের বিজ্ঞান-সম্মত সংমিশ্রণে প্রস্তুত অনুপম সুবাসিত কেশতৈল।

৫ আউন্স শিশি-কার্টন সমেত ও ১০ আউন্স শিশি কার্টন ছাড়া পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা—২৯

খাবারের দোকানের দিকে তেমন ঝোঁক ছিল না ওর বাবার মত, ওর ঝোঁক ছিল বরং ঘোড়া ও ঘোড়ার ব্যবসার দিকে। পরবর্তী কালে ওর বাবা মারা যাবার পর ঘোড়ার ব্যবসাটা নিজে দেখত আর ফলাও করেছিল, নিজে ভালো ঘোড়সওয়ারও ছিল সে।

এই যে ভূতনাথ সিং, এ জোগাতো আমাদের ঠাণ্ডা জল। আমরা গল্প করছি, প্রফুল্লবাবু গান গাইছেন খালি গলায় অবশ্য, আর মাঝে মাঝে ভূতনাথ তাদের খাবারের দোকান থেকে নিয়ে আসছে গেলাস আর ঘটি করে ঠাণ্ডা জল।

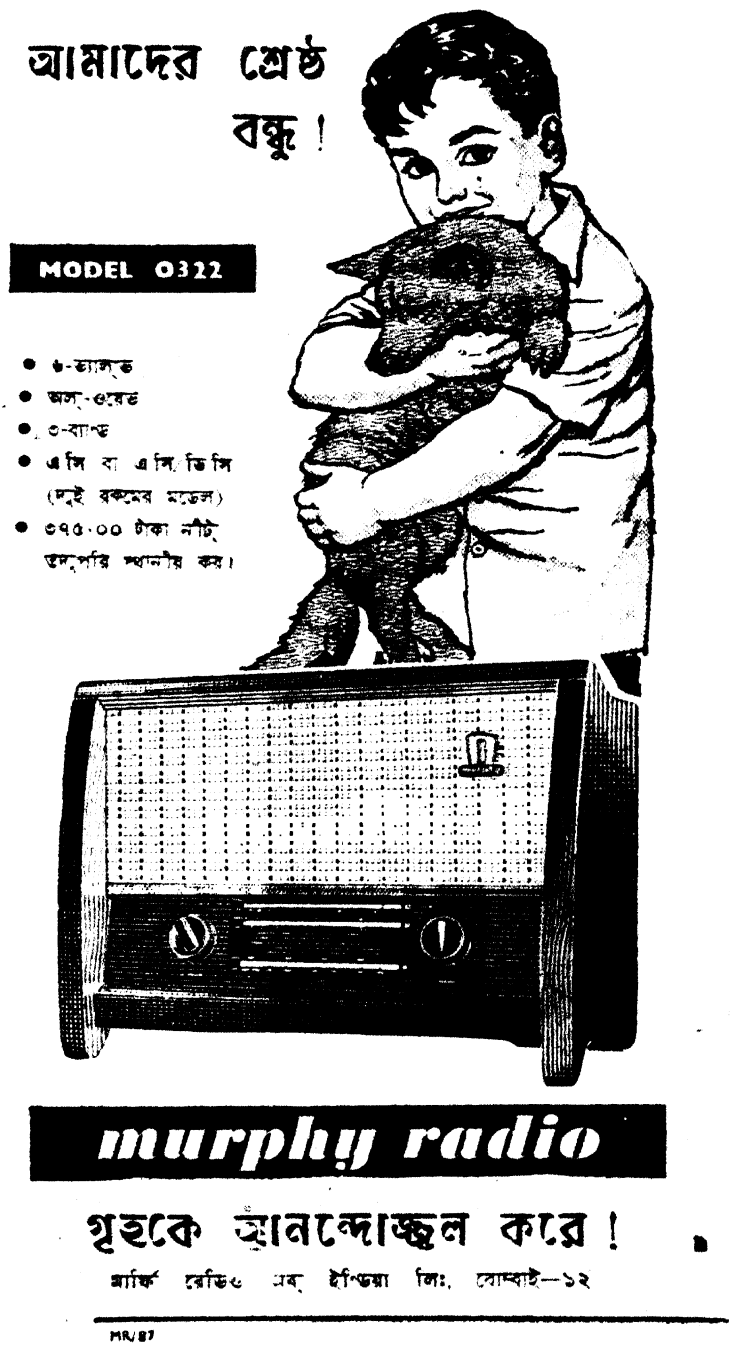


শুনতে শুনতে আরও থিয়েটারের নেশা জমে উঠল। সে হঠাৎ একদিন বললে, তাদের বাড়ির বৈঠকখানায় রিহার্সাল হতে পারে। তবে, সব দিন নয়। শনিবার আর রবিবার।

—তাই সই। কিন্তু, এতদিন বলিসনি কেন।

ভূতনাথ সলজ্জ হাসল একটু, মুখ নীচু করে।

আমরা আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। এ একেবারে পাকা বাড়ি—বড়ো বৈঠকখানা, বস্তীর খোলার সেই সব স্যাঁতসেঁতে ঘর নয়। তাছাড়া, তবলা-হারমোনিয়াম-মন্দিরা নিয়ে বসতে-না-বসতেই যে উঠিয়ে দেবে, এমন মনে হচ্ছে না।

তা-ই হল। দেখলাম, ভূতনাথের বাবা লোক ভাল। অন্ধ স্নেহ তাঁর ছেলের প্রতি। আমরা ছেলের বন্ধু, আমাদের ওপরও তাঁর স্নেহ জন্মাল। ক্রমশ এমন হল, আমাদের জন্য বৈঠকখানা প্রায় ছেড়েই দিলেন বলা চলে। আমাদেরও তখন মহড়ার এই নেশা যে, খেলাধুলো নিয়মিত আর হয়ে উঠত না, শুধু এই ছিল যে স্কুলের পড়াটা ছেড়ে দিইনি। ওটা বজায় রেখে চলেছি।

মহড়ায় আমাদের প্রম্পটারের দরকার হত না খুব মুখস্থ রাখতে পারতুমও। ভূমিকা মুখস্থ করায় অসুবিধে ত ছিল না, ঐ মহড়া নিয়েই আমাদের আনন্দ। আমরাই অভিনেতা, আমরাই দর্শক। অ্যাক্টিংয়ের কোন ক্লাইম্যাক্স কেমন হবে সে কথা যেই থিয়েটারের পালাটা দেখে এসেছে, তারা বলে দিত, অবশ্য যতটুকু তাদের পক্ষে মনে থাকা সম্ভব। বাকিটা আমাদের কল্পনা। রবিবার হত আমাদের ফুল রিহার্সাল। অর্থাৎ হুইসিল বাজিয়ে প্রথম ড্রপ তোলা থেকে শেষ 'যবনিকা পতন' পর্যন্ত। ড্রপ ত প্রকৃতপক্ষে ছিল না, হুইসিলের শব্দটাই ছিল ড্রপের নির্দেশ। আর, সখীদের গান-গুলি গেয়ে দিতেন প্রফুল্লবাবু। শুধু সখী কেন, অন্য সবার গানও। তবে তাঁকে বলতে হত না। হারমোনিয়াম নিয়ে তিনি একেবারে রেডী। অ্যাক্টিং-এর পরই হয়ত গান আছে, গানের পর সংলাপ, তারপরে আবার গান। দেখতে হত না, সংলাপও আছে, ওঁরও গান শুরু হয়ে গেছে।

এই মহড়ার নেশা এর পেয়ে বসলো যে, স্কুলেও নিয়মিত যাওয়া হত না। কোনদিন টিফিনেরও ঘণ্টা পড়েছে, আমিও চলে এসেছি। ১৯১০ সালের কথা ত? গোপনে থিয়েটার দেখাও হয়ে গেছে। 'তপোবলে' 'শঙ্করাচার্য'ও দেখেছি। ইতিমধ্যে স্কুলে হল কী, আমি তখন সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি, আমাদের কলেজ বিভাগে ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে এসে ভর্তি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

## ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনো করে সরকার দ্বারা রেজিস্টার্ড করা কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিন। বিনামূল্যে প্রোস্পেক্টাস-এর জন্য লিখুন।

**Indian Homeopathic College**
(DC.) Jullundur City.



বাইওকেমিক

## গার্হস্থ্য চিকিৎসা

ডাঃ টি, এন, সামন্ত, এল, এম, এস প্রণীত এই পুস্তকে রোগের বিবরণ ও চিকিৎসার অতি সহজ ভাষায় লিখিত আছে। গৃহস্থেরা অতি সহজেই এই পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। মূল্য ২.৫০।

**সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী**
৩৮/২ [illegible] রোড, কলিকাতা-২
বাইওকেমিক ঔষধ এবং পুস্তকের বিশ্বস্ত ও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান।



১০ম

## টি-বি সীল

বিক্রয় অভিযান

| | |
|---|---|
| আরম্ভ হয়েছে | ২।১০।৫৯ |
| সমাপ্তি হবে | ২৬।১।৬০ |

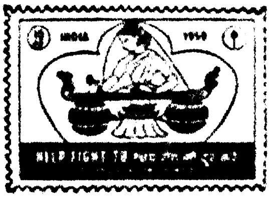


প্রত্যেকটি সীল বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিঃসহায় যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলায় যক্ষ্মা-প্রতিরোধ অভিযানে আপনার সক্রিয় সহানুভূতি অত্যাবশ্যক।

**বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি**
পোষ্ট ২১, পকীর ৯৯, চি আই টি রোড, কলিকাতা—১৪

(১১৫)


তিনি উত্তরকালে "রিজেন্ট থিয়েটার" করেছিলেন "থিয়েটার রয়েল"-এ। সেটা এখন গ্র্যান্ড হোটেলের নীচেকার 'প্রিন্সেস' নামের বিখ্যাত সরাইখানা। ধীরেন্দ্র মিত্রের ছিল প্রবল থিয়েটারের শখ। তিনি আমাদের সেই আমলের স্বর্গীয় চ্যাটার্জীকে সুপারিশ ধরে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করলেন থিয়েটার করার। স্কুল-কলেজে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। আমার মনটাও যেন মুহূর্তে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। একে-ওকে-তাকে জিজ্ঞাসা করে বেড়াই, কী থিয়েটার হবে? সদুত্তর পাই না। অবশেষে গিয়ে ধরলুম একেবারে সুধীরবাবুকে। গম্ভীর গলায় তিনি উত্তর দিলেন,—রঘুবীর।

—কবে হবে?

পুজোর আগেই।

—স্কুলের ছেলেরাও করবে কি?

—হ্যাঁ, স্কুল, কলেজ আর এক্স-স্টুডেন্ট সব মিলিয়ে।

প্রবল উৎসাহে মনটা যেন নেচে উঠল। তার কাছ থেকে বইটা সংগ্রহ করে বেশ পড়েও শেষ করেছি। মনের মত পার্ট বেছে নিয়ে মুখস্থও প্রায় শেষ করেছি। [illegible] তিন-চারটে পার্টই পছন্দ হয়ে গেছে, মন বলছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি? সব কটাই মুখস্থ করে ফেলি। এবার আমার পার্ট কেন? এবার [illegible] উঠে সেই জমকালো পোশাক, মুখে লাগাব রঙ!

কিন্তু না হায়রে! শেষ পর্যন্ত সমস্ত বড়দের হাতে পার্ট বিলি হয়ে গেল। স্কুলের ছেলেদের না নিলে নয়, এমনি ছোটখাটো দু-একটা ছোট ছোট পার্ট দিয়েছে, কোনোটায় মুখে দুটো একটা কথা মাত্র, কোনোটায় মুখে টু-ও নেই। আর আমাদের ভাগ্যে সেটুকুও জোটেনি। আমরা দর্শক পড়লুম।

এক্স-স্টুডেন্ট হিসেবে হিমাংশু চক্রবর্তী মশাই এসেছিলেন প্লে করতে, এক্স-স্টুডেন্ট হিসেবে এসেছিলেন হরিমোহন বসু। উত্তরকালে অভিনেতা হিসেবে 'নিউ থিয়েটার্স' বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, হরিমোহনবাবুও নাম করেছিলেন। এক্স-স্টুডেন্ট হিসেবে আরও একজন এসেছিলেন, তাঁর নাম [illegible]। [illegible] ইনি সুদর্শন, সুগায়ক এবং নারীচরিত্রে অভিনয় করতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উত্তরকালে নারী-চরিত্রাভিনেতা হিসেবে এত যশ অর্জন করেছিলেন যে, মফঃস্বল থেকে প্রচুর ডাক আসত ওঁর। ওঁর মত উঁচুদরের অভিনেতা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় আজকাল। আর ছিল আমাদের সঙ্গে পড়ত ভূপেন আচার্য বলে একটি ছেলে, তার ছোট ভাই নন্তু—ভালো নাম, বসন্ত আচার্য। স্কুলের দুটি ছেলে, সুরেশ


## ফলিত জ্যোতিষ

জ্যোতিষশাস্ত্রী শ্রীহরিহর মজুমদার বি, এল, এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)
প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ গ্রন্থ। কোষ্ঠী বিচারের উচ্চপ্রশংসিত প্রামাণ্য গ্রন্থ। ৩.২৫
গ্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২



## জাগরী

১ম বর্ষ সাহিত্য মাসিক। বার্ষিক—২.৫০ টা.
• [illegible] কবিতা-গল্পকারে লেখকদের প্রত্যেককে যথাসময়ে ফলাফল জানানো হবে। জাগরী (পৌষ) বিশেষ সংখ্যায় লেখা পাঠাতে পারেন।
উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ বই:
**সাগর পারে ফিরি (২.৫০)**
সম্পাদক ৩.৫৫
JAGARI : Calcutta—3.

(সি ১১৩৬)



শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
সর্বাধুনিক উপন্যাস

## হে নিরুপমা

মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ

শশিভূষণচন্দ্র ভট্টাচার্যের
অনবদ্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

**পতিতা ধরিত্রী**

মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ

শচীন্দ্রকুমার রায়ের
বৃহৎ নূতন [illegible] উপন্যাস

| | |
|---|---|
| বিমান বোটে বোম্বেটে | ... ৫.০০ |
| শতাব্দীরে নারী | ... ২.০০ |
| চক্রান্তকালে নারী | ... ২.০০ |
| গিরিচূড়ার বন্দী | ... ২.০০ |

**প্রমদা প্রকাশনী**
৫/১ [illegible] লেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

(সি ১১৩৩)

গলার জন্ত ব্রনকাইটিস্, কাশি এবং সর্দি পেপস্ গলার ও বুকের বড়ি তাড়াতাড়ি সারিয়ে দেয়। পেপস্ চুষে দেখুন, এর আরোগ্যকারী তাপ কি ভাবে কাজ করছে। কি ভাবে বেদনা নিবারণ ও জীবাণু ধ্বংস করছে।

সি. ই. ফুলফোর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
FPY 56 BEN
পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
৩২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

রায়চৌধুরী, সে করেছিল 'সখার মা'র পার্ট', আর ওই বসন্ত, ও করেছিল 'পরীবাবু'র পার্ট—এই দুটিই ছিল স্কুলের ছেলে, যারা বড়ো পার্ট করেছিল। রিহার্সাল আমরা দেখতে যেতুম, কিন্তু হৈ-হল্লা করতুম। মাস্টাররা বিরক্ত হতেন, মুখ ফিরিয়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করে প্রশ্ন করতেন, কী হচ্ছে কী?

আমরা নিশ্চুপ। কয়েকটি নিপাট ভালোমানুষ যেন চুপচাপ বসে আছি পিছনের সারিতে।

কখন যেন রিহার্সালের সময় এক দূতের প্রয়োজন হল। কে করবে দূত? খাতায় লিস্ট দেখে আমার পার্শ্ববর্তী এক বন্ধুর নাম উচ্চারিত হল। কিন্তু কোন সাড়া নেই। কে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে,—ঐ যে ওখানে বসে আছে।

মাস্টার ডাকছেন। বন্ধুবর বলে উঠলেন, 'পার্ট করবো না স্যর।'

—কেন?

কেনর উত্তর তাঁর অভিমানবশতই সে দিল না। চুপ করে রইল। শিক্ষক মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে অবশেষে সে দিলে সংক্ষিপ্ত, অথচ স্পষ্ট উত্তর, 'বাড়িতে বারণ আছে।'

মোক্ষম উত্তর।

কিছুক্ষণ পরে আবার এলো এক দুষ্ট সৈনিকের ভূমিকা। আবার রব উঠল, সৈনিক—সৈনিক!

ওদের কে বলে উঠলো আমার নাম। বলে উঠল, ও বাইরে রিহার্সাল দেয় স্যর, ও পারবে।

কিন্তু আমার তখন অভিমানে ঘা লেগেছে। দ্বিতীয়ত, 'বাইরে রিহার্সাল দেয়' এটা সুসংবাদ নয়—অভিভাবকদের কাছেও নয়, শিক্ষকদের কাছেও নয়। মনের মধ্যে হঠাৎ একটা মরিয়া ভাব এসে গেল, বললুম—'করব না।'

—তোমারও বাড়িতে বারণ আছে নাকি?

—বারণ না থাকলেও করব না।

—কেন?

—ওসব নির্বাক সৈনিকের পার্ট-টার্ট আমরা করব না। বলে সদলবলে গট্ গট্ করে সেদিন বেরিয়ে এলুম হল থেকে।

গেলাম আমরা ওখানে পরদিন।

—তোমরা কী চাও? তোমরা ত করবে না।

আমরা রিহার্সাল দেখব।

শিক্ষকমশাইরা আর কিছু বললেন না। আমাদের মত আরও অনেকে বসে মহড়া দেখছে। তাদের মধ্যে বসে আমরা মাঝে মাঝে চিৎকার বা হল্লা করে উঠতুম।

বাধাতে পড়তে হল না। রব উঠত—কে—কে?

আমরা ভালোমানুষের মতো মুখ করে চুপচাপ রইলুম।

কিন্তু ধরা পড়তে হল। কজন ছাত্রের মধ্যে থেকে গোলমালকারীকে ধরা

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
KALPANA.O.M.19B

আদৌ কঠিন ছিল না। একজন শিক্ষক বললেন, 'ওরকম হল্লা করলে হল থেকে বার করে দেবো।'

তার মানে! আমরা কি স্কুলের ছাত্র নই? বেশ করব, আমরা হল-এ থাকব।

এমনি গোলমাল দিনের পর দিন। বেড়েই চলল মনোমালিন্য। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, আমরা বন্ধুরা যে যার দিকে সব সরে দাঁড়িয়েছে, শিক্ষক মশাইদের বিষদৃষ্টিতে পড়ে গেলাম—আমি একা!

একদিন একজন শিক্ষক আমাকে একেবারে ধরে নিয়ে গেলেন হেডমাস্টার [illegible] মশায়ের কাছে। নালিশ করলেন আমার নামে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু এ মনোমালিন্যের কথা সেদিন বলার মত ছিল না [illegible] অবশ্য [illegible] কেউ আমাকে সঠিক বুঝতে পারছে না। আমার মন যে কি চায়, সেটা [illegible] কেউ বুঝছে না কেন? বোঝাতে পারি না, কিন্তু বুঝে নেবারও কি কেউ নেই?

[illegible] বাড়ির মহড়ায় আরও জোর যেন আমাদের বেড়ে গেল। এলো ১৯২১ সাল। উঠলুম ফার্স্ট ক্লাসে। 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় দেখে এলুম একদিন এই সালেই। তারপরে মোহনবাগানের শীল্ড নেওয়া। ইলিয়ট শীল্ড-এ খেলতে গিয়ে আমার অ্যাকসিডেন্ট। বাড়িতে বেশ কিছুদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকা। তারপরে আবার পুজোর আগে স্কুলে থিয়েটারের উদ্যোগ। শুনলাম, এবার বই হবে স্থির হয়েছে, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঞ্জাবতী'। গতবার গোলমাল করে হেডমাস্টারের বেত খেয়েছিলুম

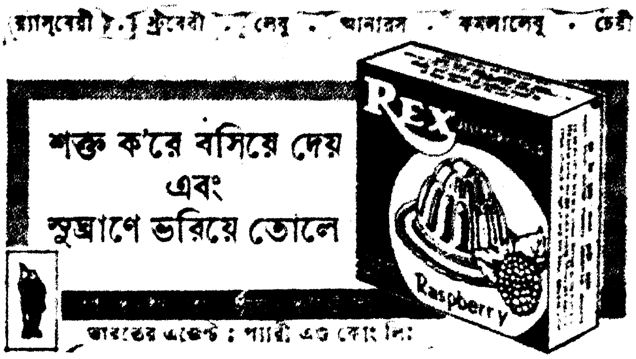

বলে এবার আমাদের নাট্য সম্পাদক ধীরেন-বাবু, যার কথা একটু আগেই বলেছি, তিনি আমায় ডেকে বললেন প্লে করতে।

শুনে মনে হল, উনি আমাকে করুণাই করছেন। আমি গোঁ ধরে রইলাম। থিয়েটারও করব না, গোলমালও করা চাই। দেখি, আমার কথা প্রিন্সিপাল সাহেবের কান পর্যন্তও গেছে।

সব মিলিয়ে যা দাঁড়ালো, তাতে আমাকে যেন ভিতরে ভিতরে ক্ষেপিয়েই দিল। ও'রাই যেন আমাকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তিক্ততা বাড়িয়ে দিলেন, নইলে প্রথমটায় আমি ঠাণ্ডা হয়েই ছিলাম। কয়েক-বার জরিমানা পর্যন্ত করলেন তুচ্ছ অপরাধ ধরে, কয়েকবার শাস্তিও দিলেন। আমিও ছিলুম একবগ্‌গা গোছের।

'রত্নাবলী'তে এবার সেই-সব Ex-studentরাই এসেছেন, আমার বন্ধুরাও সব গেছে, গেল আমার সহপাঠী প্রবোধ বন্দ্যো-পাধ্যায়—বাড়ি ছিল তার হোগলনী পাড়ায়। যেতে পারলাম না শুধু আমি। আমার মন কেমন যেন সায় দিল না কিছুতেই। এ-নিয়ে রীতিমত স্নায়ুযুদ্ধ চলেছিল কয়েকদিন। রীতিমত বিরোধ। কয়েকবার কথা-কাটাকাটি, বাদানুবাদ। আমার মন সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, এরা কেউ আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন না। হয়ত করুণা করে এবার এক কাটা সৈনিকের পার্ট বড়োজোর দেবে, এর বেশী এদের কাছে আশা পর্যন্ত করতে মন চাইল না।

শেষে অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, আমি স্থির করলুম, স্কুল ছেড়ে দেব। অথচ, সামনে ডিসেম্বর, তারপরেই বছর পেরিয়ে ১৯১২-র মার্চ মাসে পরীক্ষা। বাড়িতে কতো আমাকে বোঝানো হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, আমার যে-কথা সেই কাজ। বললাম, ও স্কুলে আর পড়ব না। ট্রান্সফার নেব।

বাবা একদিক দিয়ে ভাবলেন, কথাটা মন্দ নয়।

তাঁর মনে হয়েছিল, ছেলেকে কলকাতায় না রেখে বাইরে পাঠানোই ভালো। তাহলে যদি মানুষ হয়। এখানে ত বদসংসর্গে পড়ে উচ্ছন্নে যেতে বসেছে!

মধুপুরে স্যার আশুতোষ তখন একটা স্কুল করেছেন George V. Coronation School—ঠিক হলো সেইখানে আমাকে পাঠানো হবে পড়তে। অবশ্য জামতাড়া স্কুলও তখন নামকরা স্কুল ছিল।

কিন্তু ওখানে আমাকে পাঠিয়ে কোন লাভই হবে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আর দেড়টি মাসের একটি স্কুলেও অ্যাডমিশন পাওয়া যাবে না। অতএব, যাওয়া হলো না বাইরে কোথাও। এদিকে ফল হলো এই আগামী মার্চের পরীক্ষা দেবো সে আর বুঝি হল না। আগামী ডিসেম্বরে টেস্ট। কিন্তু কোনো স্কুলে না পড়ে টেস্ট দেওয়া যায় কী করে। প্রাইভেটে? আবার মনোনিবেশ করার মতো মন তখন ছিল না। অভিভাবকেরা চিন্তিত হলেন, আমার ভয় চিন্তা ছিল না আমি মধ্যবর্তী পড়তাম মাঝে। স্কুল বন্ধ হবার আগের দিন—সেদিন লণ্ডন মিশনারী স্কুলে থিয়েটার 'রত্নাবলী'। সে সবের আয়োজন দেখতে গেলাম দুপুরের দিকে। স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। একপাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ লক্ষ্য হয়ে সব দেখছি। এমন সময় উদ্যোক্তাদের কে এক-জন যেন আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। আমার ওপর ও রাগ ছিল, তাই তীব্র স্বরে বলে উঠলেন- তুমি এখানে কেন?

—স্টেজ দেখছি।

—তুমি আর এ স্কুলের ছাত্র নও।

শুনে, আমার মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল। হল-এর একদিকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, রীতিমত গালাগালি দিয়ে উঠলাম। ও'রা আরও রেগে সোজা গেলেন হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করতে।

এক সময় তাকিয়ে দেখি, সত্যিই হেড-মাস্টার পূর্ণবাবু আসছেন এগিয়ে হনহন করে। আমি করলাম কী, সামনের গেটের দিকে ছুটলাম। কিন্তু আমি পৌঁছবার আগেই গেটটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অন্য উপায় না দেখে রেলিং টপকে পালালুম, ও'রা আর ধরতে পারলেন না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও প্রতিজ্ঞা করলাম, একখানা কার্ড জোগাড় করে যেমন করে হোক আজসন্ধ্যায় ওদের "রত্নাবলী"-র দর্শকরূপে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবেই।

(ক্রমশ)


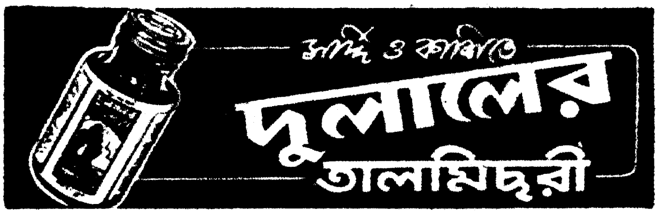


সর্বক্ষণ প্রফুল্লতার জন্য

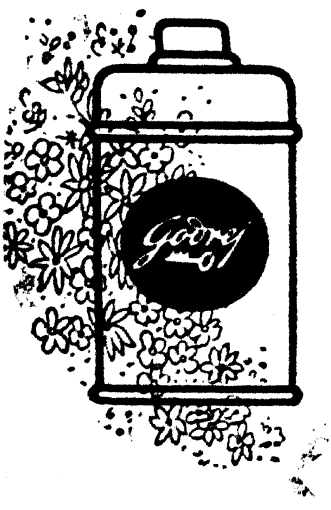

মধুর সুগন্ধযুক্ত, মোলায়েম ট্যালকম পাউডার এবং অন্য টয়লেট পাউডারে নেই, ত্বকের দাগ এবং ঘামের দুর্গন্ধ উৎপাদক জীবাণু বিনাশকারী জি-১১* যুক্ত...তবুও গোদরেজ টয়লেট পাউডারের দাম বেশী নয়।

অতি সত্বর ঘামাচি, চুলকানি স্থায়ী-ভাবে দূর করে...তাই শিশুদের বিশেষ উপযোগী।

গোদরেজ

টয়লেট পাউডার

দুর্গন্ধ নিবারক ত্বকের পরিচর্যা করে সুগন্ধযুক্ত আনন্দদায়ক

সর্বাপেক্ষা সুফল পেতে হ'লে সিন্থল দিয়ে স্নানের পর ব্যবহার করুন।

(* পেটেন্ট (রেজি:) সাবস্ক্রাইবেবিন্ড)

গোদরেজ সর্ব শ্রেষ্ঠ সা বা ন ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীর নির্মাতা

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

[illegible]

হওয়ার উপক্রম করলেন। তাকাতে চেষ্টা করলেন বারান্দার ছাদের দিকে। শেষ পর্যন্ত সেখানেও [illegible] না [illegible]। তাঁর অসুস্থ, মৃদু উত্তেজিত, অস্থির শরীর যেন পাখীর মতন হালকা। মন উড়তে চাইছে কিন্তু ডানা নেই, নেই...অবিনাশ আবার তাকালেন সুষমার দিকে।...আমি যাব...তাঁর দৃষ্টি করুণ ক্লান্ত ক্ষীণ এবং তাঁর আবেদনে সহজ, আন্তরিক। অদ্ভুত এক বিস্ময়কর মুখে। সমস্ত মুখে কাঁপছিল যেন, একটা সূক্ষ্ম কাঁপন যা খাঁচায় আটকানো অসহায় পাখির বুকের অস্থিরতা মিশল। স্পন্দন বাড়ছে। নিশ্বাস পর্যন্ত ক্লান্ত...“সুষমা” অবিনাশ ডাকলেন করুণ ক্লান্তির গলায়।

[illegible] দুটি [illegible] কাঁপল, এপাশের ঠোঁটে প্রশ্রয়ের হাসি দিয়ে কচি পাতার মৃদু [illegible]। ঠোঁটে ঠোঁট [illegible] খুলল না। ...আমি [illegible] সুষমা, আমার সময় হল এবার, [illegible] অবিনাশ, ঠোঁটবদ্ধ মুখে। [illegible] এক [illegible] বাতাস কাঁপল।

[illegible]

এক ছায়া উঠে এল। [illegible] ছিঁড়ে চারে চারে। অপলক। সেই অপলক ছায়া কালো, কালো অন্ধকার। তারা ফুটল। এক দুই তিন অসংখ্য... সেই তারা জ্বলল, নিভল, জ্বলল; হঠাৎই

টুপটাপ ঝরে পড়ুক। অনেক আছে। আস্তা নয়, ফুল। অসংখ্য রক্তে ফুল...

হ্যাঁ।

কেন?

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের মর্মস্পর্শী গ্রন্থ

ডোভার পেরিয়ে

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ১১১০)

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

প্রাচীন কাব্য

সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

গ্রন্থনিলয়, ১৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন গ্রন্থ নিবেদন

কবি ও অকবি ৩॥০

নেপথ্য নায়িকা ৫৲ রক্তকমল ৩॥০

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

নিত্য ব্যবহারে

নিম

টুথপেষ্ট

ছেলেবেলা থেকে এই টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও মাঢ়ী সুদৃঢ় হয়।

একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

মাথাধরা,
পেশী ও গ্রন্থির বেদনা,
সর্দি-জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জায়

নিরাপদ ও
নিশ্চিত
আরামের জন্য

এলাসিড

বেঙ্গল ইমিউনিটি
কোং লিঃ

[illegible]

মীনার অন্ধকারে। প্রায় গর্তে উঠছেন অবিনাশ; থেমেও গেলেন হঠাৎ। [illegible] এবং মনোভাবের এক ভার ঘটেছে। সেই [illegible]

[illegible]

অথচ উঠছে এই পথ, নামছে অথচও। [illegible] এই [illegible] পথ, এই পথে [illegible] সমস্ত [illegible] উজ্জ্বলতা কোথাও। পথ [illegible] নিচু হল এই পথ—দিনাথ,' অবিনাশ ডাকলেন। তাঁর ডাকের সুর [illegible] ঢেউ তুলল, [illegible] মতন করুণ শুনলো। [illegible] অবিনাশ, 'দিনাথ,' অবিনাশ আবার ডাকলেন, 'তুমি কি ক্লান্ত, দিনাথ?'

'না।'

'ভয় পেয়েছ?'

'না।'

'[illegible] পড়ছে না?'

'না।'

'পথ যে নিচু হয়ে যাচ্ছে, দিনাথ!'

'উঠো এবার।'

পথ উঠল। এবার সোজা সরল অন্ধকারে। অবিনাশের মনে ভয়ের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা মুছল। অন্ধকার হলেন অবিনাশ। ছোট্ট নিশ্বাস পড়ল তাঁর। অবিনাশের মনে হল, দূরে কি কান্না—এই কান্না শুনো প্রান্তরের কোথাও কেউ কাঁদছে। [illegible] এই কান্না। [illegible]

কান্না ভেসে আসছে। কী করুণ! অবিনাশ এক অকল্পনীয় অনুভূতির ক্ষীণ স্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন। এই কান্নার কান্না নয়; সুন্দর এক সুরের মতন। যেন সেই সুর বাজছে [illegible]। ঝিঁঝির ঝিঁঝির ক্রমে করুণ সুরে—ছাড়া ছাড়া ভাবে বেহালা-বাদিনের বেহালায় ছড় টানার মতন হচ্ছে। অথচ শব্দহীন এই বেহালা অন্ধকারেও

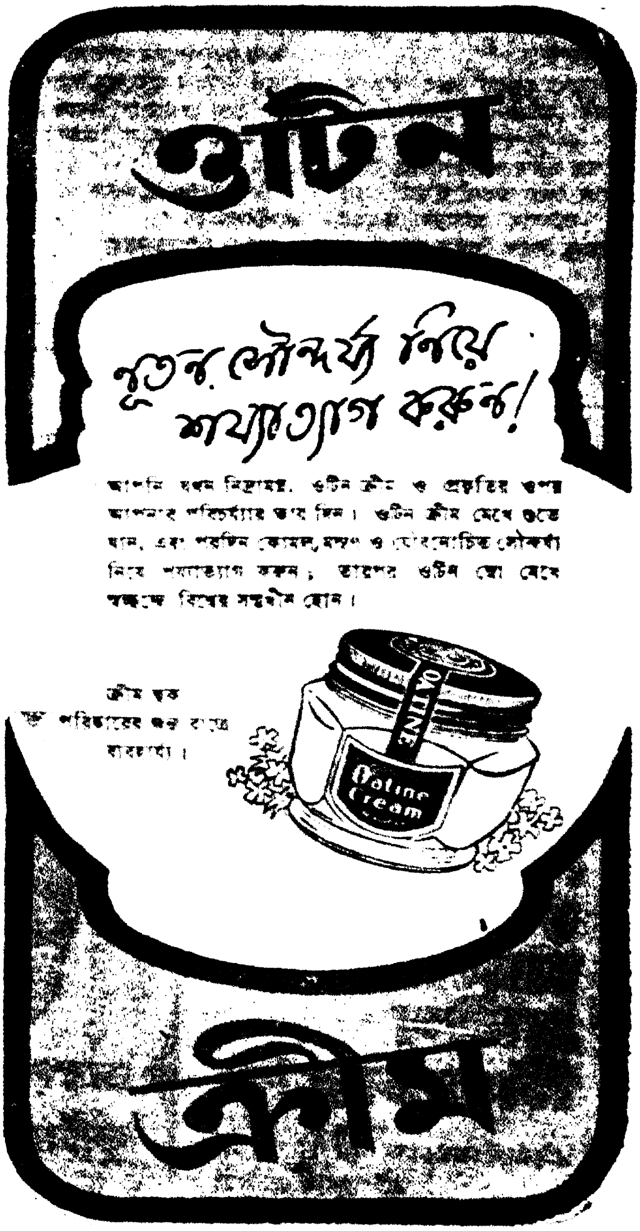

অদ্ভুত এক সমতা আছে। আর মিল। খানিক মোহিত হয়ে থাকলেন অবিনাশ। স্তব্ধতা, বিহ্বলতা এবং এক বিভ্রান্তির ভাব অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। যেন তিনি চলে যাচ্ছেন। রাত্রির শেষ প্রহরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে নিমাইয়ের সংসার ত্যাগের মতন। "উইংসের আড়ালে এই বিদায়-মুহূর্তকে করুণ করে তোলবার জন্যে বেহালার ছড় কেঁপে কেঁপে কাঁদছে। সেই কান্না ছড়িয়ে পড়েছে এইখানে। 'বিনাশ, বিনাশ', অবিনাশ ডাকলেন।

'অবিনাশ,' বিনাশ ডাকল।

দুজনের ডাক মিলে মিশে গেল জলের মধ্যে জল ঢালার মতন।

'আই বিনাশ,' ডাকতে গিয়ে আচমকা হেসে উঠলেন অবিনাশ। জোরে, শব্দ করে। তার হাসির শব্দ পাক খেয়ে খেয়ে ছড়াল, আলোর তলায় ঝুলল খানিক, ফিকে কুয়াশায় ধাক্কা খেয়ে ভাঙল, ছড়িয়ে পড়ল টুপটাপ। অবিনাশ হাসছেন তবুও। 'তোমার স্বভাব বিনাশ, শিশুর মতন।'

'কেন?'

'এই যে কেমন করছ!'

'কেমন?'

'এই লুকোচুরি খেলার মতন। কখনও সামনে আসছ আমার, আবার পেছনে পালাচ্ছ।'

সামনে আলোর থাম। ঝিঁঝিঁ ডাকছে কোথাও শুনতে পেলেন অবিনাশ। আচমকা ধরতে গেলেন বিনাশকে, 'এই যে, এই যে পালাচ্ছ পেছনে।'

'সামনে আলো; এবার আমার জায়গা পেছনে।'

'কেন?'

'আলো আমার শত্রু। আমি ছিলাম তোমার মধ্যে, তোমার দেহের অন্ধকারে—ছায়া হয়ে লুকিয়ে। আলো আমার স্বরূপ প্রকাশ করবে।'

আর কথা বললেন না অবিনাশ। হাঁটতে হাঁটতে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনছিলেন। আলো সরে গেল পেছনে। বিনাশ এল সামনে 'রাত এখন অনেক, না বিনাশ?'

'হাঁ।'

'কিন্তু বিনাশ, সুষমাকে আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম যে...'

'সুষমা তোমার নয়।'

'কার?'

'আমার।'

'কেন?'

'কারণ, আমি সুষমাকে ভালবাসি। তুমি বাসো না। সুতরাং...' বিনাশ থামল সামান্য, 'সুষমার কাছে আমি যাব, তুমি না।'

'কেন না?'

'সুষমা চায় না তোমাকে।'

'কাকে চায়?'

'আমাকে। তুমি জান, আজ সন্ধ্যাতেও আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। তিক্ত-বিরক্ত হয়েছে সুষমা তোমাকে নিয়ে। সারাজীবন ধরে সে অনেক দিয়েছে, পায় নি কিছুই। তুমি তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ। অত্যাচার অনাচার করেছ, নির্যাতন নিপীড়ন করেছ।' বিনাশ থামল।

'কিন্তু বিনাশ...' কি বলতে গিয়ে ভয় পেলেন অবিনাশ। ভাবলেন, সব কথাই জানে না বিনাশ। আমার মনের কথা, সুষমার কথা এবং আমাদের কলঙ্কের ইতিহাস। বাইশ বছরের। কেমন বিহ্বল বিমূঢ় নিশ্চল হয়ে পড়লেন। তার বুকের তলায় দুটি রুক্ষ অশ্রু ঝরে। 'সুষমা...' অবিনাশ ডাকলেন। চিবুক থেকে সুষমার মুখে। কপাল বেয়ে নাক, নাক থেকে চোখের কোল ছুঁয়ে কানের গোড়া ছুঁলে সেই চিবুক... গাল থেকে ঘাড় অবধি। ভুরুর তলা থেকে আর এক চিবুক [illegible] ছুঁলে। সুষমা। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন অবিনাশ।

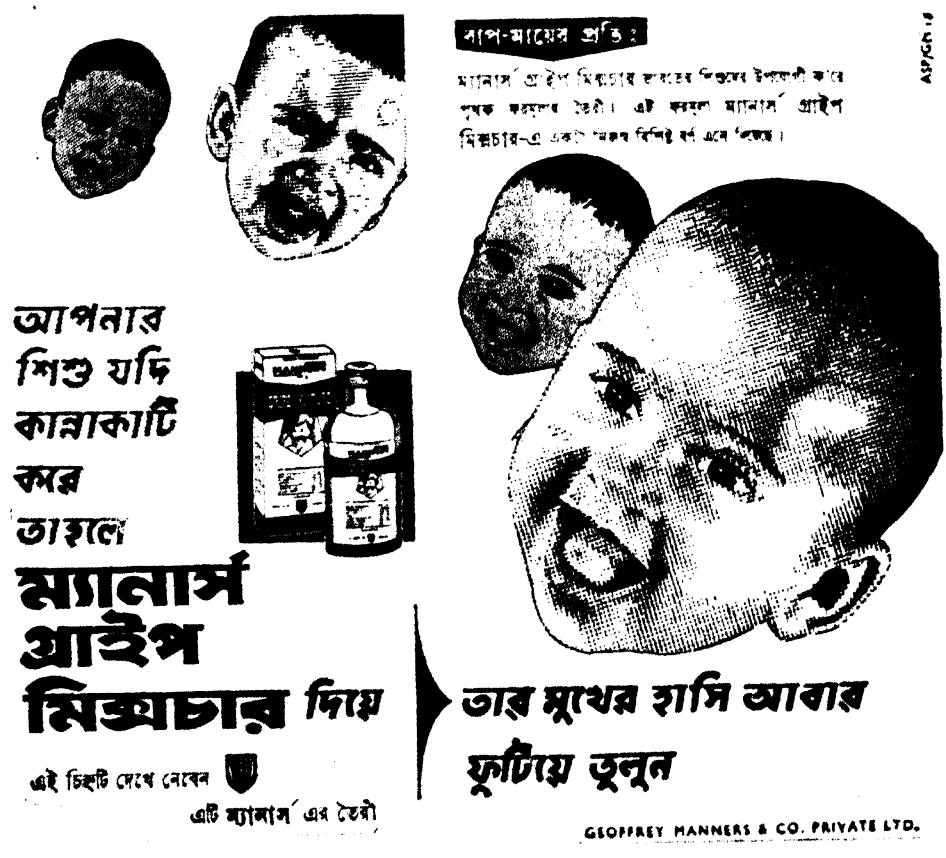

সুষমার মুখ-চোখ ভাঙল। চিত্ত আলগা হয়ে খসে এল খণ্ড খণ্ড হয়ে। 'বিনাশ', অবিনাশ ডাকলেন, 'তুমিই যাও যাও বিনাশ—'

স্বর্গীয় সুখের দিকে তাকিয়ে এই কথাই বলা উচিত। কারণ তুমি তার অমৃতই।'

'আর তুমি?' অবিনাশ শেষে দাঁড়িয়ে বিনাশকে দেখালেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন থমকে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] জ্যোৎস্না নয়। অন্য এক নৈসর্গিক আলো [illegible] একটুকু। [illegible] অবিনাশ। [illegible] আরও দূরে গিয়ে এখন বিন্দু হয়েছে—সেই বিন্দুও

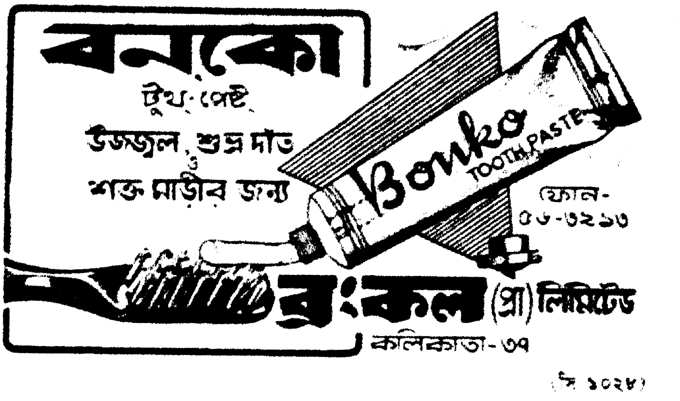

মুখে গেল হঠাৎ।...এক সপ্তধাতুর মহলে যেন নেমে গেলেন অবিনাশ। উড়ে বেড়াচ্ছিলেন হালকা ছোট পাখির মতন কিছু বাধা পেলেন। পাখা নেই তাঁর। পাখি নন। অন্য কিছু। অবিনাশের মনে হল এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে সবে। জল জল জল... আদি পৃথিবীর উষ্ণ জল। সেই জলের ওপর সব জমল। শক্তিকে হতে হতে মাটির রূপ ধরল। আর তিনি এই জলের তলায় বুদবুদ হয়ে লুকিয়ে ছিলেন, এবার উঠলেন।

এই জলের কি রঙ অবিনাশ জানেন না। তিনি উঠলেন। এই বিরাট বিশাল অন্তহীন জলধির তুলনায় একটিমাত্র বুদবুদ। তারও যেন রূপ পালটাচ্ছে। অন্য কিছু হয়ে গেল। মাছের মতন। চোখ খুললেন অবিনাশ। সামান্য সবুজ আভার মধ্যে হালকা হলদে রঙ। জল কেটে চলেছেন তিনি...রূপ পালটাচ্ছে তাঁর।

প্রায় মরার মতন এতক্ষণ পড়েছিলেন অবিনাশ, অজ্ঞান হয়ে। এখন জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। চোখ খুললেন অবিনাশ। উঠলেন। এই পৃথিবীর রূপ অন্য। এখানে জনপদ নেই, বসতি নেই, গাছগাছালি কি পাখি


ফিনিক্স দ্বারা পরিকল্পিত বস্ত্র যদি আপনি ব্যবহার করেন, তবে তা যে সুরুচি ও মর্যাদা সম্পন্ন হবে সেবিষয় আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

# রুইয়া বস্ত্র

রুইয়া বস্ত্র বহুপ্রকার আকর্ষণীয় ডিজাইন, বিচিত্র রঙ ও শেডে পাওয়া যায়। ফিনিক্স মিলের ভয়েল প্রিন্ট ও লেনো সত্যিকারের সৌন্দর্যের পথপ্রদর্শক।

দি ফিনিক্স মিলস্ লিমিটেড,
লোয়ার প্যারেল, বম্বে-১৩

[illegible]

[illegible] আমি এমনি সুষমা। [illegible] তোমার কেউই নয়, আপন নয়, [illegible] নয়...

[illegible]

[illegible] করছে আর প্রায় লুকিয়ে [illegible]।


শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত

**শ্রীগীতা**

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা। ৫৲ টাকা।

**শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম**

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সর্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪৷৷৹ টাকা।

**ভারত-আত্মার বাণী**

উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ-যুগান্তরের বিশ্বমৈত্রীর বাণীর ধারাবাহিক আলোচনা। ৫৲ টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

**PINE COUGH**
**ELIXIR**
WITH OIL OF PINE

সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানী এবং যাবতীয় শ্বাসযন্ত্রের রোগে আশু ফলপ্রদ।

বাথগেট এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা—১

**ক্লিপার**
**ডিলুক্স**

পি. আর. নং ৭৮১৬১
টি. এম. আর. নং ১৩১১৭০

[illegible]

THE CLIPPER
PEN CO
204 Hornby Rd.
Bombay-1.

# কেমিকো

## হোমিওপ্যাথিক লিভার টনিক

লিভারের সর্ব্বপ্রকার দোষে ও হজমের গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে চমৎকার ফলপ্রদ।

সোল এজেন্ট :—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

**মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ**
৩০।৪, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা-১১



## বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই আপনি কিনবেন কেন ?

চুল পরিষ্কার রাখবার জন্যেই সাধারণতঃ আপনি কেশতৈল কিনে থাকেন। কিন্তু উপর-উপর চুল চকচকে রাখাই যথেষ্ট নয়। চুলের তেলের আরও কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা দরকার যাতে মাথার ত্বক সুস্থ থাকবে আর চুলের গোড়া তার উপযুক্ত খাদ্য পাবে। এ সমস্ত গুণই যে কেশতৈলটিতে আছে, তা হচ্ছে

# কেয়ো-কার্পিন

সুরভিত কেশতৈল
চুলে নতুন জীবন দেয়

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটি • পাটনা • কটক •


অবিনাশের চোখের পাতা পড়ছে না... পড়ছে না...নড়ছে না। রক্ত জমেছে চোখে: কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। চিবুকের হাড় অল্প উঁচু হয়ে। গলা থেকে অবিরাম ধারায় ঘাম নামছে বুকে। বুক ওঠানামা করছে হাপরের মত। সেখানে হাতুড়ি পেটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। 'সু-ম-না!' জোরে ডাকলেন অবিনাশ। ভয়ানক গম্ভীর গলায়। তাঁর গলার স্বর জড়ানো, ঘনখানে, বীভৎস এবং দুর্বোধ্যকণ্ঠ। সেই স্বর শীতের উত্তুরে বাতাসের মত আছড়ে পড়ল জানলার কাচের পাল্লায়। কিন্তু শব্দ উঠল না। উঠল না—শীতের কুয়াশার কাপড়টা এল। মনে হল কুয়াশা। বাতাস এসে ঢুকল ঘরে। অবিনাশ অবশ হয়ে এলেন এ পাশের দরজায়।

দরজা খুলে গেল। অবিনাশ দেখলেন, ওরা দু'জন এসে। বিনাশ আর সুমনা একই সঙ্গে ঘরে ঢুকল। [illegible]

পা-ঘষার শব্দ হয়েছিল বুঝি, বিনাশ তাকাল। সামান্য চমকালো তার চোখ। দাঁড়াও, দাঁড়াও—এসো না, আমি আসছি। বিনাশ উঠল। ইশারা করল।

'তুমি!'
'হ্যাঁ!'
'কিন্তু এই কি কথা ছিল?'
'কি কথা?'
'তুমি আসবে না!'
'কিন্তু বিনাশ '

বারান্দা পেরিয়ে পাশে—নেমে এল ওরা। বিনাশ আর অবিনাশ তারপর পাশে।

'আমি খুঁজে দেখলাম বিনাশ, সুরমা আমার।' অবিনাশ হাঁটিতে হাঁটিতে বললেন।

'আমার!' বিনাশ হাঁটিতে হাঁটিতে বলল। 'তুমি শাপ এনেছ এ-কথা ঠিক?'

'ঠিক।'

'তুমি সাক্ষী করে দেখ শাপ, অনুপমার হয়ে আমিই শাপ দিয়েছিলাম সুরমাকে। তুমি নও?'

'না।'

[illegible]

'সুরমা [illegible] সুরমা [illegible] আমার।' অবিনাশ বললেন।

[illegible]

[illegible]

এই লড়াইও থামল এক সময়। বিনাশ পড়ল। পড়ে গেল। বিনাশ মরেছে। অবিনাশ দেখলেন তিনি এক আলোর [illegible] দাঁড়িয়ে। এই সেই ধাম, অবিনাশ ভাবলেন। এইখানে [illegible] বিনাশের, এইখানেই মরণ। অবিনাশ দাঁড়ালেন। বিনাশ হাঁটিতে পারে—এক পা এক পা বিনাশের এক সাথে।

সেই হাত সমানে বাড়ালেন অবিনাশ। আলো নেই। আলো নিভে গেছে কখন। অন্ধকার নেমেছে। শুধু ঘন নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকার। কী কালো! কী সীমাহীন অনন্ত অসীম সূচীভেদ্য অন্ধকার! সেই নিকষ কালো অন্ধকারের ঢেউ থইথই করছে। ঢেউ আসছে। এই বিরাট বিশাল সীমাহীন অনন্ত অন্ধকারের প্রান্তরের এক কোণে জড় জীবের মত পড়ে আছেন অবিনাশ। সুরমা সুরমা—আকুল আর্তস্বরে [illegible] ডাকলেন। সেই ডাক [illegible] হল। [illegible] অন্ধকারের [illegible] সেই ডাক। অবিনাশের [illegible] সুরমা, সুরমা, বিনাশ মরেছে, বিনাশ বিনাশ বিনাশ...

[illegible]

হয়। অবিনাশ তাঁর উত্তেজনায় বুকে বরে অন্য এক মানুষ থেকে জেগে উঠলেন...

ঘর পেরিয়েছিল সুরমা। আকুল আর্তস্বর উঠেছে তার মনে। চোখে মুখে ভয় আর [illegible]। ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়া অবিনাশকে নাড়া দিচ্ছিল অনেক।

একেবারে জাগালেন অবিনাশ। তখন চোখ [illegible]। সুরমা, [illegible]। 'ওরে [illegible]', [illegible] বললেন অবিনাশ। 'কত [illegible] একেবারে মেরেছি...'

'কাকে?' বিস্ময়ের গলায় শুধোলো সুরমা।

'বিনাশকে।'

'কে বিনাশ?'

'বিনাশ বিনাশ, আমারই—' তাঁর কথা [illegible] অবিনাশ।

এক মুহূর্ত কি ভাবল সুরমা। হাসলও [illegible] বিনাশ নয়।

'কে?'

সুরমার মুখে [illegible]। অবিনাশের মনে হল, বিনাশ এইখানেই লুকিয়ে আছে। এই ঘন [illegible]।


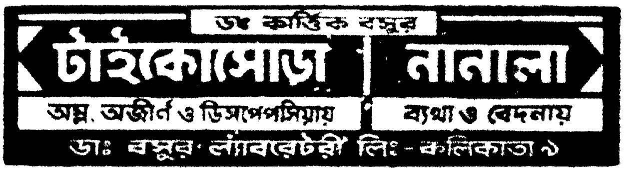

মনের মতো কাজ পেতে হ'লে
কাজে সেরা ও দামে সুবিধে ব'লেই ন্যাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লিয়ারটোনের জিনিস বিখ্যাত। আর তা-ও এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে আপনার যেমনটি চাই বেছে নিতে পারবেন।
ন্যাশনাল একো
রেডিও
ন্যাশনাল-একো রেডিও মডেল ইউ-৭১৭-এসি/ডিসি; ৫ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, ন্যাশনাল-একো'র বড় সেটের মত অনেক বিধি-ব্যবস্থা এতে আছে।
টাকা
ডিসি; ৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড
এই ধরণের রেডিওর মধ্যে সেরা।
টাকা
Kleertone ক্লিয়ারটোন বাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম
ক্লিয়ারটোন বৈদ্যুতিক ওয়াটার হীটার—
ক্লিয়ারটোন সিংক্রোনাস বৈদ্যুতিক দেওয়াল ঘড়ি—
ক্লিয়ারটোন কুকিং রেঞ্জ—
ক্লিয়ারটোন বাতি, ফ্লুরেসেণ্ট টিউব এবং সিল্ভ টাব—
ক্লিয়ারটোন বৈদ্যুতিক কেটলি —
জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড
GRA

# বাইশে শ্রাবণ

**নির্মলকুমারী মহলানবিশ**

[illegible]

---

## শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত পুস্তকাবলী—

[illegible]

রাষ্ট্র পরিকল্পনা

1. Energy Re 1.25 2. Mind 3. Natural Religion Each Re 1.
4. Mentation Rs 2. 5. Theory of Vibration Rs 2.
6. Formation of the Earth 2.
7. Tenets of Love 1.50

1. National Wealth 5.50
2. Federated Asia 4.50
3. Lectures on Education 1.25
4. Homocentric Civilization 1.50
5. Lectures on Status of Toilers 2.
6. Nation 2.
7. New Asia Rs 1.
8. Temples and Religious Endowments .50

1. Principles of Architecture 2.50.

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

বাংলা ভাষার প্রবাদ ২.

[illegible]

**মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি**

[illegible]

[illegible]

নেশাকল। কিন্তু শুনেছি গিরিডির খুব কাছেই গোরাপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোরদের একটা বাড়ি আছে; কে যেন বলছিল সেটা খুব বড়ো বাড়ি। ওদের যদি বলি আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে চাই কয়েকটা দিন, তা কি আর ওরা দেবে না? ঐ ওদেরই বাড়িতে তো আমরা কালিম্পঙে গিয়ে থাকি। সেখানকার বাড়িই যদি দিয়েছে তো এখানে দেবেনা কেন? আমার তো মনে হয়না ওদের কাছে চাইলে কোনো আপত্তি হবে।"

আমি বললাম, সে বাড়ি তো খুব চমৎকার আর প্রকাণ্ড বাড়ি। চারিদিক নির্জন, একটা ছোট্ট পাহাড় ওদের জমির মধ্যেই পড়েছে। বাড়িখানা উঁচু টিলার উপরে তৈরী। ওটা আগে একজন জার্মান সাহেবের ছিল শুনেছি। ১৯১৪ সালে লড়াই বাধবার আগেই সে অতি সস্তায় এবাড়ি বিক্রি করে দিয়ে দেশে চলে যায়—তখন এঁরা কিনেছেন। আমি ভিতরে কখনো যাইনি কিন্তু বাইরে থেকে মোটরে যাতায়াতের সময় বরাবর দেখতে পাই। কাছেই খাণ্ডো নদী, বরাকর নদীও মাইল চারপাঁচের মধ্যে।

কবি বললেন [illegible]

[illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

বিপদ হবে বলে বলে বিপদ ডেকে আনবার দরকার নেই।

"ঐ দেখো, কুডাক ডাকতে নেই—যতসব মেয়েলী কুসংস্কার। তুমি না ব্রাহ্ম-সমাজের মেয়ে?" আমি বললাম—কেন, আপনার মনে নেই ডাকাত পড়বে ডাকাত পড়বে বলে আমার বাড়িতেও সেই রাতে ডাকাত পড়ালেন। তারপর সেবার রথী-দাদার জন্যে যখন কলকাতা গিয়েছিলেন, মনে আছে? কত রকম বারণ করেছিলাম ওরকম ঠাট্টা করেও 'অসুখ করবে, অসুখ করবে' বলবেন না। কিছুতেই কথা শুনলেন না। আমাকে খ্যাপাবার জন্যে বোলপুরে আসবার আগে সারাদিন কুমারকে বললেন, "কেমন আমার সঙ্গে যাচ্ছ না দেখবে আমার জন্যে কি রকম ছুটে আসতে হবে পরে। এমন অসুখ করবে যে কাগজে রোজ বুলেটিন বের করতে হবে তোমার মেজমামাকে। সে একেবারে [illegible] [illegible] কলকাতা থেকে আসবে। [illegible] নামকরা ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে এলেন আপনার চিকিৎসা করতে। সেদিনটি আপনি ঠাট্টা করে বর্ণনা করেছিলেন ঠিক সেইটিই হ'ল।

আমি জোরে দেখছি দেখি, আপনি একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় আপনার এই আরামচৌকিটাতে বসে আছেন। অনেকক্ষণ পরে আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিনতে পেরে একটু হেসে বললেন, "কেমন? সেই এলে তো?" তার পরই আবার বেহুঁশ। বাবা, কি দিনই গিয়েছিল সকলের সেই সময়টা। সেদিনও বার বার আমাকে বলেছিলেন, "কুসংস্কার যত রকমের হতে পারে" ইত্যাদি। কিন্তু হল তো? তাই বলছি আপনার কুডাক ডাকবার দরকার নেই। আপনার মুখ থেকে খারাপ যা বলেন তাই হয়। খুব হাসলেন আমার কথা শুনে। ইতিমধ্যে ক্ষিতিমোহনবাবু এসে বসলেন।

"শুনেছেন মশাই, আমি এদের বলছিলাম যে এবারে পাহাড়ে না গিয়ে হাজারিবাগ, রাঁচি, গিরিডি অঞ্চলে অর্থাৎ ছোটোনাগপুরে ডিস্ট্রিক্টএ কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করছে। কাল আবার আমার শরীরটা যেরকম হ'ল তাতে মনে হচ্ছে পাহাড়ের বেশি ঠান্ডা আমার পক্ষে বোধহয় ভালো হবেনা। আচ্ছা আপনি তো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান, বলুন তো কোথায় গেলে ভালো হয়।"

ক্ষিতিমোহনবাবু বললেন, আমার মনে হয় রাজগীরে গেলে বোধহয় আপনার শরীরের সবচেয়ে বেশি উপকার হতো। জায়গাটি দেখতে সুন্দর, পুরোনোও বটে এবং যাওয়াও কষ্টসাধ্য নয়। যদি ওখানকার ওই [illegible] স্নান করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার শরীরের গ্লানিগুলো অনেক কমে যাবে। আমি তো দেখেছি ওখানে গিয়ে অনেকের খুব উপকার হয়েছে।

কবি বললেন, "দেখি রথীদের কাছে একবার বলে, ওরা কি মনে করে। পাহাড়ে যেতে এবারে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।" আমি বললাম—কেন, এর আগে তো আপনি কালিম্পং গিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছেন। "হ্যাঁ, দেখতে সুন্দর একথা তো অস্বীকার করছি না, কিন্তু এবারে যে আমার শরীরটা একটু গোলমাল করছে, ওই পাহাড়ের ঠান্ডাটা ভালো হবেনা আমার পক্ষে।" সেবারের মত আলোচনা এই-খানেই শেষ হ'ল। একবার বললেন, "[illegible] একখানা চিঠি লিখতে হবে ও জিজ্ঞাসা করতে ওর বাবাকে যে [illegible] পাওয়া যাবে কিনা।"

পরদিন অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট বিকেলের গাড়িতে আমি চলে এলাম। বিদায় নিতে যখন গেলাম, বললেন, "মনে আছে তো? [illegible] যদি এবার গিরিডিতে [illegible] বাড়িতে যাই, তাহলে তুমি এসে আমার দেখাশুনা করার ভার নেবে।" বললাম, হ্যাঁ মনে আছে। আপনিও বলছি, নিশ্চয়ই নেবো।

কলকাতায় ফিরেই গিরিডি রওনা হতে পারলাম না। কয়েকদিন অপেক্ষা করে যেতে হল। ইতিমধ্যে কবির ২০শে আগস্ট লেখা একখানা চিঠি পেলাম—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

একেবারে চার প্যাকেট সন্দেশ—একেই না বলে [illegible]। তা মেয়েলী লোকটি

---

৬। বরানগরে [illegible]।

৭। পরলোকগত ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের [illegible] মেজমামা।

৮। হেমন্তবালা দেবী। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার পরলোকগত ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। কবির বিশেষ ভক্ত।


নূতন বই

**কবি [illegible] দত্ত** ২·৫০
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
কবির জীবনীর একমাত্র আলেখ্য

**যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস** ১০·০০
নেভিন্স ও কমেজার
বাংলা ভাষায় যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস

**West To day** 7.00
**আজকের পশ্চিম** ৪·৫০
ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
এই মূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ বইটি সকলেরই সযত্নে পড়া দরকার :যুগান্তর:

**বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ** ৩·৫০
অধ্যাপক নীলরতন সেন
ছাত্র সমাজ এবং সাধারণ পাঠক সমাজ এই গ্রন্থ হইতে তথ্য ও সাহিত্যরসের সন্ধান পাইবেন :[illegible]:

**কক্ষপথ** ২·৭৫
সুনীল সরকার
আলোচ্য উপন্যাসখানির লেখক প্রতি-ষ্ঠাবান না হলেও এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবেন :দেশ:

**তারা তিন জন** ২·০০
নীলকণ্ঠ

**মণিমালা** ২·৫০
লীলা মজুমদার
আলোচ্য উপন্যাসখানি একটি উপভোগ্য রচনা। মা ও মেয়েদের পড়া উচিত :যুগান্তর:

**কালাপানি** ২·০০
জীবানন্দ ভট্টাচার্য
বাংলা কথা-সাহিত্যে নূতন সংযোজন। আমরা তাঁর নতুন অবদানের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব :[illegible]:

শিশু সাহিত্যে অভিনব সংযোজন

**রোশনাই** ৩·০০
সম্পাদনায়—[illegible]
রোশনাই কিশোরদের একটি সুখপাঠ্য ও সুন্দর সংকলন :দেশ:

**ছবি ছড়ার দেশে** ৩·০০
সম্পাদনায়—বিশ্বনাথ দে
প্রত্যেক পাতায় একগুচ্ছ করে ছবি দিয়ে বাংলা দেশের [illegible] ছড়ার এমন সুন্দর একখানি সংকলন পুস্তক, এক অভাব কাণ্ড। :যুগান্তর:

**এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি**
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলিকাতা-বারো

(সি ১১২১)

খুব যে খারাপ লাগে তা বলতে পারিনে।

নানারকম দায় ঘাড়ে চেপেছে। হীরেন্দ্র দত্তের সম্বর্ধনা, সাহিত্য পরিষদে বাণী চাই। আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন বেরিয়েছে, অভিমত চাই। আনন্দবাজারে ছেলেদের বিভাগে কবিতা পাঠিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করা চাই; সোম-মঙ্গলবারে ক্লাস নিতে হবে। সর্বোপরি আছে অরবিন্দ১, বেচারিকে অনেক পিটুনির পর ঠাণ্ডা করে দিয়েছি, সে চাটগাঁয়ে চাকরি পেয়েছে—কলকাতা থেকে লোকের আমদানি চলচে—তাছাড়া রাস্তে শুতে যেতে হয়—দিনের বেলা খাবার আসে—কী মুশকিল ভেবে দেখ। কাল আসবে সুধাকান্ত, তার আলাপ টগবগ করে ফুটে উঠবে কানের কাছে। গল্প লেখা চলেইচে কোনো ইনস্পিরেশন নেই নিকটের পাড়ায়। সংসারে—খুচরো দুঃখ আরো অনেক কিছু আছে—যেমন চিন্তা করে দেখো আমও আসে তা দামও দিতে হয়না, তার স্বাদও ভালো, চেহারাও মন্দ নয় অথচ মুখে দিয়ে সুখ পাওয়া যায় না। আমার দুঃখের এই ফর্দ তোমার কোন্ ঠিকানায় পৌঁছবে জানিনে। কোমল হৃদয়ে দুঃসহ ব্যথা লাগবে এই আশংকা। ইতি

১০।৪।৪০ কবি

কবির চিঠির পরে মীরাদির চিঠি এল—

ভাই রাণী,

তুমি এখনও যাওনি? তাহলে তোমার গাছগুলো কি হবে? তোমার মাকে লিখে দিয়েছ তো?

গরমের কথা যদি বল তো সে বিষয়ে কলকাতার কাছে বোলপুর হার মানবে মনে কোরোনা। এখানেও চারপাঁচ দিন ঘরে কারো চোখে ঘুম ছিলনা বা গরম ছাড়া কথা ছিলনা। বাবার মতো লোক যিনি সহজে গরম স্বীকার করতে চাননা, তিনিও গত রবিবারে আমাকে সারারাত পাখা চালাবার হুকুম দিতে বললেন শুনলাম। তারপরে আমরা বলাতে সেইদিন থেকে বাইরে দরজা জানলা বন্ধ করতে দেন, তা নইলে air condition ঠিক হয়না। তার আগে বাবা বলতে চাইছিলেন যে ওতে যতটা ঠাণ্ডা থাকলেও মশারির মধ্যে ঠাণ্ডা ঢোকেনা। শনিরবি এই দুটো দিনই বোধহয় সবচেয়ে কষ্ট গেছে। সোমবার সকালটা মন্দ ছিলনা, একটু মেঘলা ছিল অথচ মেঘচাপা গরম ছিলনা। সকালবেলায় হিন্দিভবনের সামনে বৃক্ষরোপণ হল। রোদ ছিলনা বলে অনুষ্ঠানটি আরামে দেখা গিয়েছিল।

১। অরবিন্দমোহন বসু। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম দিককার ছাত্র। পরলোকগত আনন্দমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্র।

ASP—LIC—12A

# ১৯৫৯ বোনাসের বছর

# একটি লাভ-সমেত পলিসি এখনই কিনুন

## শীঘ্রই দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশ

লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশনের দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশ ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হবে। যোগ্য বিবেচিত যে সব লাভ-সমেত পলিসি হিসাব-নিকাশের (ভ্যালুয়েশন) তারিখ পর্যন্ত চালু থাকবে, হিসাব-নিকাশের ফলে ঘোষিত লাভের মধ্যে সে সব পলিসিগুলি গৃহীত হবে।

১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্পোরেশনের প্রথম দফা হিসাব-নিকাশের ফলে যে মোট লাভ ঘোষণা করা হয়, কর্পোরেশনের বিলিকৃত লাভ-সমেত পলিসিগুলির ওপর নিম্নলিখিত হারে বোনাস দেওয়ার পক্ষে সে লাভ যথেষ্ট ছিল :

**মেয়াদী বীমা : প্রতি হাজার টাকার বীমায় বাৎসরিক ১৪ টাকা**
**আজীবন বীমা : প্রতি হাজার টাকার বীমায় বাৎসরিক ১৭½ টাকা**

**জরুরী :** যে সব পলিসি ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের আগেই কম টাকায় চুকিয়ে ফেলা হয়েছে (পেড-আপ) অথবা প্রিমিয়াম না দেওয়ার ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সে সব পলিসির ওপর বোনাস দেওয়া হবে না।

আপনার পলিসি সাবধানে রাখুন, নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে তা চালু রাখলে দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশের ফলে ঘোষিত বোনাস আপনার পলিসির ওপরেও বর্তাবে।

**মনে রাখবেন ১৯৫৯ বোনাসের বছর**

**লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া**

সেইদিনই লাইব্রেরির সামনে গৌরপ্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করা হয়েছিল কিন্তু সন্ধ্যার আগে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে সেদিনকার মতো উত্তরায়ণে যেখানে রিহার্সাল হত সেখানেই করা হল। ছেলেরা আসেনি, তবে বড়ো মেয়েদের দিয়ে জায়গাটা ভরে গিয়েছিল। তার পরদিন সকলের জন্যে গৌরপ্রাঙ্গণে আবার করা হয়েছিল, কিন্তু সেবারে দিনই বেশ আরাম করে দেখেছি। এবং নাচগানও বেশি ভালো হয়েছিল কারণ লাইব্রেরির সামনে সেটাকে বড়ো স্টেজ হয় নাচবার জায়গা পায়না, তবে গানবাজনাও উত্তরায়ণে যারা মধ্যে জমাট হয়েছিল বাইরে আওয়াজটা অনেক ফাঁকা হয়ে যায় বলে। তবে এটা বলবো, মাঝে একটা গানের বড়ো অভাব হয়েছিল, এখন তাদের বেশ ফাঁকিয়ে উঠেছে। অনেকদিন পরে এই গানে গান শুনলুম। ছেলেমেয়েদের [illegible] ছিল। একেবারে হয়নি, তবে বেশি ছিলনা, সেইটি ছিল তার একটি বিশেষত্ব ছিল।

বাবা সঙ্গে সেই লেকচারটি পড়েছেন, [illegible] হয়েছিল। বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে এর বেশি লোক এসে যেন পড়ে না। নন্দলাল, ক্ষিতিবাবু, প্রভাতকুমার, সুরেন, প্রমথ, সুধাকান্ত, মীরাদি ও অনিলবাবু এবং সুরেনবাবু। সুরেনবাবুর অতিথিদের পরিবারের [illegible] উপস্থিত ছিলেন। কাটুনের জন্য চায়ের আয়োজন ছিল বাবার ঘরে। [illegible] সেইখানে সকালেই চা খাওয়া হল, [illegible] সকাল থেকে বাবা হঠাৎ [illegible] ছিলেন। [illegible] সময় বাবা যে এখন এই nervous হন—এরকম কাণ্ড আমি এই প্রথম দেখলুম। চোখে না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করতে পারতুম না। [illegible] না অবশ্য যে দিন সকাল থেকে বাবার যে কতরকম হয় দেখল হল। তবে [illegible] চাকরের মতো, যেন নিজেকে [illegible] বাবার মত [illegible] মহাদেব।

১। শান্তিনিকেতন আশ্রমের পত্রিকা শ্রাবণ ১৩৩৭। 'বিচিত্রা' প্রথম প্রকাশ ১৩৩৪ পৌষ। ২। শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনের পুরাতন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। ৩। কৃষ্ণ কৃপালনী। কবির দৌহিত্রী নন্দিতার স্বামী। ৪। নন্দিতা কৃপালনী। কবির দৌহিত্রী। মীরা দেবীর কন্যা। ৫। শিল্পী নন্দলাল বসুর স্ত্রী। ৬। কিরণবালা সেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের স্ত্রী। ক্ষিতিবাবু, বাড়ীতে 'ঠাকুরমা' নামে পরিচিত, সেই সূত্রে এখানে এর নামও ঠাকুমা। ৭। রানী চন্দ। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। অনিলকুমার চন্দের স্ত্রী। শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে'র ভগ্নী। ৮। সেই সময় সেক্রেটারি। ৯। কবির ভৃত্য।

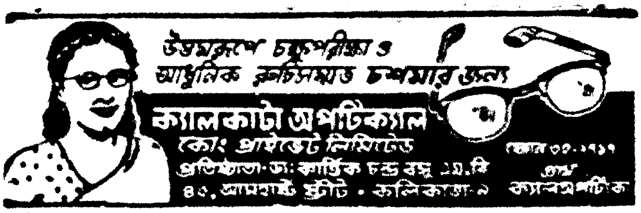

সাইকেল করে ছুটেছে চিঠি নিয়ে। কাল যাদের একবার চায়ের কথা বলে ডেকে আবার বারণ করে দেওয়া হয়েছিল সেই কয়েকজনকে আজ বিকেলে আসতে বলেছেন। গল্প শোনার পরিবর্তে সুধাকান্ত তাদের চা ঢেলে entertain করবে। তাতে ওরা যে কি সন্তুষ্ট হবে তা জানিনে।

যাই হোক এখন গল্পটার কথা বলি। লোকে একবারে চমকে যাবে এরকম অতি ভয়ানক মডার্ন নায়িকা এই গল্পে। চক্র বৈঠকের উপরে যারা চটা তারা পড়ে খুব enjoy করবে। বাইরের লোকে কেউ বুঝবে না এর কিসটা কোথায় পড়ল। বুঝলুম শুধু আমি আর সুধাকান্ত। অনিলবাবু জানেন বটে তবে শেষ পর্যন্ত ছিলেন না, বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় গেলেন তাই উঠে পড়তে হ'ল। ওতে এক রেবতী ভট্টাচার্য আছেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে, খুব বিদ্বান—ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদে তাকে বসিয়েছেন।

নীনা বলে একটি সুন্দরী ধনীকন্যা হঠাৎ এক রাত্তিরের মধ্যে বিজন বিজ্ঞানাগার থেকে রেবতীকে টেনে বের করে জোর করে চায়ের নিমন্ত্রণের নাম করে ক্লাবে নিয়ে গেল। তারপর সেখানে গিয়ে রেবতী দেখে তাকে প্রেসিডেন্ট পদে বসাবার জন্যেই সেদিনকার সভার বিশেষ আয়োজন। এক জন ধনী আর্টিস্ট৫ আছেন, তাঁর দুশ্চিন্তা নীনা রেবতীকে ওদের ক্লাবের ফাঁদে জড়াল। রেবতী ছিল নীনার বাপের বিজ্ঞানাগারের একজন ট্রাস্টি। ওকে হাত করতে পারলে টাকাটা নীনার হাতে আসবে এই আশায় নীনা রেবতীকে বিয়ে করবে বলে কথা দিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেল। লেখাটা খুব ড্রামাটিক। আগে থাকতে বলে মাটি করবো না, তাই এই পর্যন্ত গল্প স্থগিত রাখলুম।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি চলছে—থেকে থেকে কবিতাকার শ্রাবণের ধারা। এই বৃষ্টিতে ভিজতে বেরোতে হয়। ইতি।

রবিদাদা

একটা কথা বলতে ভুলেছি। আমি শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার দুদিন আগে ১৩ই তারিখে দুপুরবেলা খাবার আগে যখন কবির কাছে একবার গিয়েছি তখন বললেন, "এই নাও, কবিতা, আমাকে দেখে চলে যাচ্ছ—তার সান্ত্বনা।" ঠিক হাত থেকে নিলাম। দেখি একটা নতুন কবিতা১০, নিজে হাতে আমার জন্যে কপি করে নাম সই করে রেখেছেন, আমাকে আচমকা খুশি করে দেবেন বলে।

১০। এটি পরে ছাপা হয়। কবিতা, কার্তিক বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭। কবিতার পুঁথির তারিখ ১১।৮।৪০।

দেশ

বাঁশির আড়ে আকাশবাণী
বলেছি আজমনে
কিছু না জেনে, কিছু বা আধেক জেনে।
সাঁঝের রবি অস্তপথে
গানের সুরে শেষ
তখন ফিরে ফিরিয়ে চেয়ে
সুরের কিছু দেশ।
আলো ধরে বাঁশির চাওয়া
আবেশখানি হারিয়ে যাওয়া
পুষ্পহীন কথা,
ঝিঁঝির গুঞ্জরিত সাথে
দাঁড়িয়ে দেখে আলো হাতে
দুই পারে রেশ-পোহানো
গভীর নীরবতা।
চলতে বলা পারের খেলা
মনোবেদনা ও বেদনা খেলা
বিরহ চিরন্তনী
জোয়ার-ভরা অশ্রময়
দুর দিনের কী কথা কয়
জানি না তুমি তুমি।
জীবনে যবে অসমাপ্ত
হয়, মরণ জানে না ক্ষমা,
মিলনী ধরা মরমরী
শুধু না কভু জানে,
দুর্দিনের দুঃখ সুখের
অজানা হবে হবেই যেতে,
দাক্ষিণ্য দুঃখিত জেনে
প্রাণের বেদনাতে।।

১১।৮।৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খুব খুশি হয়ে বললাম, এই কবির স্নেহ নিয়ে এত কষ্ট করে একটা কবিতার কি দরকার ছিল? আমি না হয় খাতা থেকে নতুন কবিতাটা কপি করে নিতাম। আপনি শুধু তলায় নাম সই করে দিলেই হত। বললেন, "সেটা করে ফেলতে পারতুম সবাই আমার হাতের অক্ষর দেখে আমার বেশি খুশি হবে কিনা।" হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই হয়েছি, কিন্তু আপনার একটা পরিশ্রম আমার জন্যে করতে হল এটাতেও মন খুঁতখুঁত করছে। "কি করি বলো?" জোর করে ধরে রেখে দিলুম, এমন কি কুশল মানুষের ইতিহাস তৈরি পর্যন্ত নষ্ট করিয়ে, তাকেই তারপরে একটু কম হয়ে যাবে বলে দেওয়া উচিত? এমনি করে চেষ্টা করি তোমাদের ক্ষতিপূরণ করতে। নিজেই হাতের অক্ষর নষ্ট নয়, নিজেরই বা কতটুকু দিতে পারি। তোমাকেও মনে থাকবে আমি নিজের ইচ্ছেতেই এটুকু তোমাকে দিয়েছি, তুমি জোর করে চেয়ে নাওনি। কি বলো? ঠিক বলিনি?"

এইরকম আচমকা অপ্রত্যাশিতভাবে খুশি করে দেওয়াতে উনি খুব আনন্দ পেতেন। যখন 'সানাই' বইখানা ছাপা হয়ে বেরোলো তখন আমাদের গ্রন্থনবিভাগের 'পরিচালক' নামে পরিচিত উনি ছিলেন। রোজ আমাকে দিয়ে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে১১ টেলিফোনে

১১। বিশ্বভারতীর প্রকাশন-বিভাগের তদানীন্তন সহকারী সচিব।

"হাতই আপনার ভাগ্য"
জানতে চান?
আসুন অথবা দুই হাতের ছাপ পাঠান।
পারিশ্রমিক ৫, টাকা হইতে ২০, টাকা।
মাস্টার পামিস্ট
ভূপেন চ্যাটার্জি বি-এ
নিউ টালিগঞ্জ (ট্রিকেল বাড়ী)
ডাক—কলিকাতা-৩৩
[৮নং বাসে নেতাজী নগরে নেমে পুকুর ওপারে অথবা ট্রাম বাস-স্টপ থেকে জানতে হবে।]

বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বের হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং চিনি ছাড়া বহুবার প্রস্রাব হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। যেসব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন, তাঁদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাবোধ করেন, শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কাজে অনুৎসাহ অনুভব দেখা দেয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, দুর্বলতা হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, রক্তের চাপ কমতে হয়, মূত্রাশয় দুর্বল এবং শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি। এই রোগকে অবহেলা করার ফলে হয়, দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে, অনিদ্রা, কার্বাঙ্কল, দৈহিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস, অকালবার্ধক্য দেখা দেয় এবং সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যাঁরা এই রোগে ভুগছেন, তাঁদিগকে বিনা খরচায় ডাক্তারের পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট লিখিতে অনুরোধ করছি—যার ফলে তাঁরা ইনজেকশন না নিয়ে, উপবাস না করে বা পথ্য নিয়ন্ত্রণ না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং সর্বসময় যৌবন ও শক্তিশালী বোধ করবেন এবং দৈহিক কার্যকলাপে আবার বেড়ে যাবে। খুব বিলম্ব না হওয়ার আগেই লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

ডেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)
পোঃ বক্স ৫৮৭
৬৫, কানাই শীল স্ট্রীট (কলুটোলা)
কলিকাতা

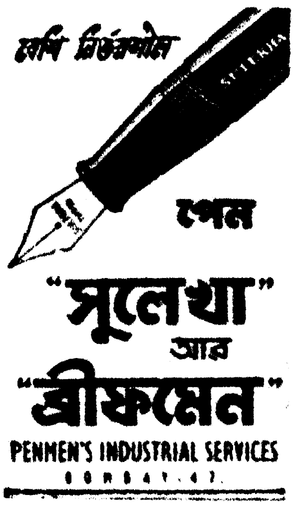

বিশ্বভারতী আপিসে তাগাদা দেওয়াচ্ছেন যে বইটা যেন তাড়াতাড়ি বেরোয়। আমি কিছুই জানি না তার আসল কারণটা কি। ও বইটা যে আমাকেই উৎসর্গ করেছেন তা ঘুণাক্ষরেও আমাকে জানতে দেননি।

কিশোরীবাবু একদিন বইখানা বিকেলে নিয়ে এলেন। আমি পাশের ঘরে কি কাজ করছিলাম, চেঁচিয়ে আমাকে ডাক দিলেন। ঘরে যেতেই বইখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, আমার নতুন বই আজ বেরোলো, কিশোরী এইমাত্র এনে দিলেন।" কিশোরীবাবুও গম্ভীর হয়ে চুপ করে আছেন। আমি বইখানা হাতে নিয়ে প্রথম পাতাখানা ওলটাতে গিয়েই দেখি উৎসর্গ পত্রে আমার নাম লেখা।—এ কি! আমাকে? বলে আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে হেসে উঠেছি। সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীবাবু আর কবিরও উচ্ছ্বসিত হাসি।

কিশোরীবাবু বললেন, আমাকে গুরুদেব বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছিলেন যেন খবরদার আপনাকে এ খবরটা আগে জানতে

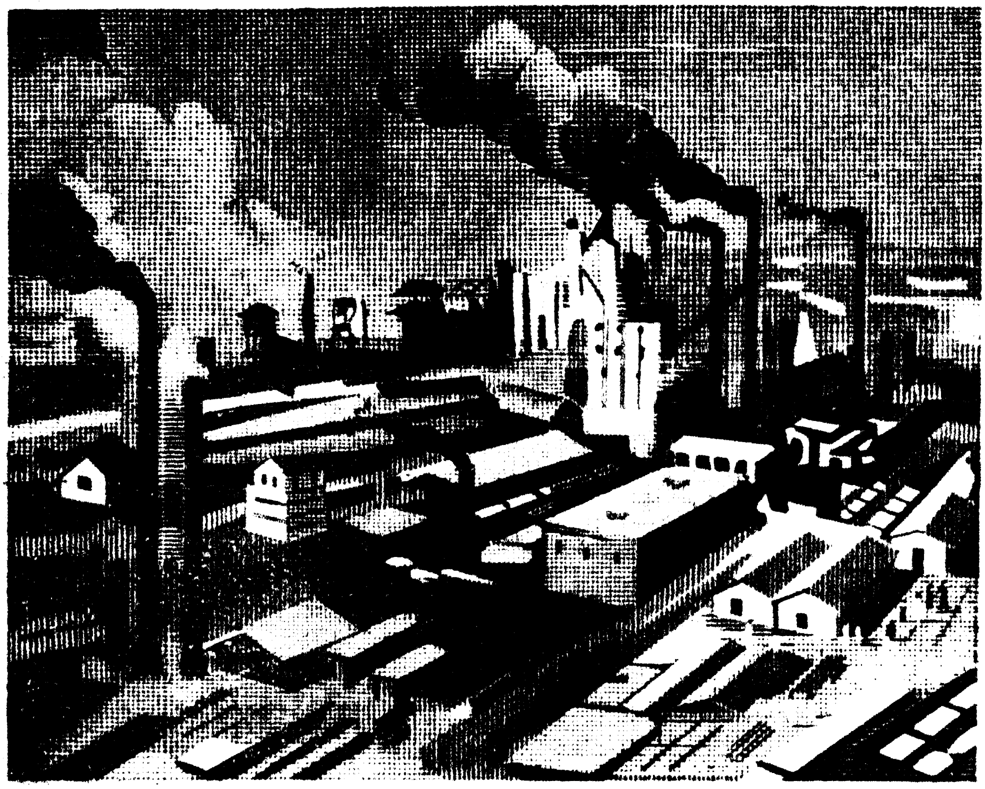

ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড-এর
বার্নপুর কারখানার প্রসারিত দৃশ্য

এই ইস্পাত-নগরীর চোখে ঘুম নেই। দিন রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত এর বিরাট কারখানা কর্ম-চাঞ্চল্যে মুখরিত, দেশের বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয় লোহা ও ইস্পাতের চাহিদা মেটাতে মানুষ ও যন্ত্রের কর্মসাধনা এখানে অব্যাহত। আধুনিকতম উৎপাদন-কৌশল ও মানের নিয়ন্ত্রণ নীতি কঠোর ভাবে অনুসরণ করে এই কোম্পানি রেল, স্ট্রাকচারাল, ব্লুম, শিট, বিলেট, স্ল্যাব, পিগ-আয়রন, স্পান আয়রন পাইপ, ভার্টিকালি কাস্ট আয়রন পাইপ এবং আয়রন স্টীল ও নন্-ফেরাস্ কাস্টিং প্রভৃতি নানা রকমের জিনিস ব্যাপকভাবে উৎপাদন করে চলেছে।

BC-7188N

না দিই। উনি নিজে উপস্থিত থেকে বই-খানা আপনার হাতে দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন আপনি কি করেন। উনি কাল কি পরশু চলে যাবেন বলে ক্রমাগত চিন্তিত হয়েছিলেন যাতে নিজের হাতে দিয়ে যেতে পারেন। এইবার আমি খুশি যে আপনাদের কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছি।

কবি যে কি খুশি হয়েছিলেন আমার আনন্দ দেখে তা বলতে পারি না। বললেন, 'কি করি? এই বাড়ি, নিজের হাতে গড়া বাগান, সব তোমাকে শীগগিরই ছেড়ে যেতে হবে বলে দুঃখ পাচ্ছ, তাই ভাবলুম নতুন বইখানা তোমাকে দিলে মনের ভার একটু কমবে। রইল এই বাড়িখানার ছবি আমার ঐ কবিতার মধ্যে। এ বাড়িতে আর তোমরা থাকতে পারবে না, কিন্তু কবিতাটা তো বরাবর তোমার কাছে থাকবে।' তাঁর 'নেড়া-কোণা' ঘরের জানলার ধারের যে বাগানের এবং পাকুরের যে আভাটুকু দেখতে পেতেন তারও একটা ছবি শুধু কালি দিয়ে এঁকে আমাকে দিয়েছিলেন সেই সময়। কত-জনের জীবনে যে এইরকম স্নেহের স্পর্শ ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন তার ঠিকানা নেই। কি অসীম স্নেহানুভূতি থাকলে মানুষ পরের আনন্দ দেবার জন্যে এমনি করে ব্যস্ত হয়।

আমার শিবপুর থেকে আসবার মাস প্রায় শেষ হয়ে এল। যাবার আগে আরো একটু বেশি অসুখে পড়েছিলাম। এখনও পাহাড়ে যাবার কয়েকদিন দেরি আছে, কাজেই আমি একটু পিছিয়ে যাব ভাবছি। ছুটি হলে আমার স্বামী গিয়ে পুরো ছুটির মাসটা কাটিয়ে আসবেন এই ঠিক হয়েছে।

আমি মনে মনে জল্পনা কল্পনা করছি যে, কবি হয়তো কালিম্পং যাবেন কিংবা থাকবেন দার্জিলিং শ্রীযুক্ত ... রায় চৌধুরীর বাড়িতে আসবেন, এসে কাটাবেন কিছুদিন। এর মধ্যে আমার স্বামীর চিঠি পেলাম যে কবি শেষ পর্যন্ত কালিম্পঙেই যাচ্ছেন। ওঁকে অনেক করে এখানে ওখানে পাঠিয়েছে অনেক জায়গায় বলে কোথাও আর বর্ষাকালের ঠিক যে কবি ওঁদের সঙ্গেই থাকেন। পাহাড়ে তো বরাবরই ভাল থেকেছেন কাজেই এবারেই বা না থাকবেন কেন? আজকাল হঠাৎ হঠাৎ এক একটা আইডিয়া মাথায় ঢোকে আর তাই নিয়ে worry করতে থাকেন। এবারও ঐ রকম একটা কিছু ঘটেছে বোধ হয়। কিন্তু ওখানে গেলেই আবার এটা ভুলে যাবেন।

আমার স্বামীর আর একটা চিঠি পেলাম—কবি যেদিন পাহাড়ে যান সেইদিন যাবার আগে দেখা করতে গিয়েছিলেন; তারপরে বাড়ি ফিরে লেখা। লিখছেন, "জোড়াসাঁকো গিয়ে দেখি কবি লালবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন। শান্তিনিকেতন থেকে এসে উনি এখন লালবাড়ির দক্ষিণপশ্চিম কোণের ঘর-খানাতে রয়েছেন।' আমাকে বললেন, 'শুনছ, পাহাড়ে তো যাচ্ছি কিন্তু কেন জানি না আমার ক্রমাগত মনে হচ্ছে এই যাওয়াটা আমার ভাল হবে না, একটা বিপদ ঘটবে।' কেন উনি এরকম বললেন জানি না, কিন্তু ওঁর এই মন খারাপ করে যাওয়া দেখে আমারও খারাপ লাগছে। কেন এত মন খারাপ করে বাড়ি থেকে বেরোলেন, তার চেয়ে বোধ হয় না গেলেই হতো।"

এই চিঠি পাবার দু'একদিন পরেই কবির কাছ থেকে চিঠি এল—কালিম্পং থেকে লেখা।

কল্যাণী,

জীবনের বন্ধন থেকে কখনও এবার বেরিয়ে চলে এসেছি হালকা পালকে অনেক জোর দিয়ে। চলাফেরা বন্ধ অর্থাৎ চলং-শক্তিহীন হয়ে বর্তমানে আমার অবস্থিতি কালিম্পঙে। চক্রহীন দেশে যাওয়া নিষেধ। ওদিকে বাংলা দেশের সমস্ত প্রদেশ গরম অসহ্য, তাই পালিয়ে এসেছি।

তোমার সম্বন্ধে জনশ্রুতি সন্তোষজনক নয়। তুমি জানিয়েছ Calc Sulph তোমার পক্ষে উপকারী। এটা অসম্ভব নয়। Siliciaর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে খেয়ে দেখতে পারো। লেখাপড়া আমার বন্ধ, চলাফেরা ঘুচেছে। অসুস্থতারই ফাঁকে ফাঁকে আমার অস্বাস্থ্যের দায় চাপিয়ে বসে আছি—তাঁর সঙ্গিনী আছেন সেই ইংরেজ মেয়েটি। কিছু কিছু সুস্থতার আভাস পাওয়া যায় ওঁর কাছ থেকে। এতদিন এখানে শরৎ-রৌদ্রের প্রভাব ছিল। আজ আকাশেই প্রকাণ্ড মেঘের আয়োজন পড়েছে।

২০।৯।৪০

কবি

(ক্রমশ)

পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।

এর পর যখন কিনবেন

আমাদের দোকানে একবার আসবেন এবং ফিলিপস্ লোহাসোনিক রেডিওর প্রভৃতি-এর চমৎকার সমন্বয়ী শুনে যাবেন। এখানে সহজ কিস্তিতেও পাওয়া যায়।

শুগেনস্

২৩—৫৮৭৮

৭ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

রেডিও মানে ফিলিপস…

উত্তর কলিকাতার অনুমোদিত ডিলার্স

ইলেকট্রো রেডিও

এন্টারপ্রাইজ

… ওয়ালিস স্ট্রীট

মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬

ফোন:- ৫৫-১৮০৭

সতীশ কবিরাজের

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ, ডি, এস, সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।

আর্য্য ঔষধালয় - কলিকাতা

# পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম

* পরিষ্কার করে
* সুন্দর করে
* সুরক্ষিত রাখে

রোজ রাতে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো করে আপনার মুখে মাখুন। এই ক্রীম লোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে ময়লা বের করে দেয়। ত্বকের পক্ষে পুষ্টিকর এই চমৎকার পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহারে আপনার মুখশ্রী স্বাভাবিক নির্মল ও কমনীয় হয়ে উঠবে।

**ভ্যানিশিং ক্রীম :** হালকা ও সুবাস-ভরা পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় কান্তি সুরক্ষিত রাখবে—পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলবে। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় —এটি একটি নিখুঁত পাউডার বেস্ এবং এর ওপর পাউডার লাগাবার পর অনেকক্ষণ সমানভাবে লেগে থাকে।

P 7749 পরিবেশক-পণ্ড্‌স ইন্ক (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত)

# নবতীর্থ রাউরকেলা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

রাত নটায় মনে হল ঘুমের কথা। ঘুমোবার পাকা বন্দোবস্ত। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণীর আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে শোবার এবং ঘুমোবারও জন্য নরম বিছানা পেতে দিয়ে গেছে অনেক আগে। হাওড়া স্টেশনের শেষ আলোটা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগেই। রাত এখন সাড়ে নটা হবে তবু ঘুমের কথা মনে হয়নি এতক্ষণ।

মনে হয়নি তোমার একটা কারণ আছে। মনে হয়নি আমাদের চারজনের। মনে হবার অবস্থা তখন কারো ছিল না। দুটিজোড়া তাস যেন চারজোড়া চোখের উপর নাচছে। ঘুম নেই চারজোড়া চোখে।

আরও নিয়েছে। সময় ছাড়া হয়ত আরও কিছু। অর্থাৎ এই সময়টুকুর মৃত্যু ঘটেছে। নিঃশব্দ মৃত্যু। শুধু যে মৃত্যু ঘটেছে তা নয়, এরই মধ্যে ভুলিয়ে দিয়েছে হাওড়া স্টেশনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। তাস শুধু খেলা নয়। খুনী। নিঃশব্দে খুন করে। হরণ করে।

একটু তিক্ততা জমেছিল মনে। রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে। বলা উচিত পূর্ব রেলওয়ের বিরুদ্ধে। কারণ হাওড়া স্টেশনটা ওদের দখলে। একচ্ছত্র অধিকার বা এক্তিয়ার। বলা যেতে পারে জমিদারি। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে যেন ওদের খাস প্রজা। হয়ত তাই ভোগ করতে হয় কিছুটা সাজা।

গোড়া থেকেই বলি।

নিমন্ত্রণ এসেছিল ভারত-জার্মান সংগঠনের কাছ থেকে। রাউরকেলায় ইস্পাত কারখানা দেখার। ভারত-জার্মান প্রচেষ্টার সফল রূপটা চোখে দেখার। আমন্ত্রিত হয়েছি আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর আমরা পাঁচজন আর ছজন শিব-পুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। বলা বাহুল্য সাংবাদিকদের দলের নেতা আনন্দবাজার পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকানাইলাল সরকার। তাঁরই পক্ষ-ছায়ায় যেন নিশ্চিন্তে হাতের তাসে ঘাঁটতে বসেছি।

ডাঃ ট্রেপ্টো। তিনি আগেভাগে জানিয়েছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন হাওড়া স্টেশনে ঠিক সাড়ে আটটায় হাজির থাকতে। কারণ ট্রেন হাওড়া-সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার। ছাড়বে নয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কারণ প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থাকবে আর থাকবে আমাদের জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরা।

তবু হাওড়া স্টেশনকে চিনি। ছোটবেলা থেকে পরিচয় কলকাতা শহর আর শহরের শিরোমণি হাওড়া স্টেশন-এর সঙ্গে। দিশেহারা হবার বোধহয় এর চাইতে ভাল আর কোন জায়গা নেই। নিউইয়র্ক শহরের গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রালের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। লণ্ডনের ইউস্টন চিনি। হামবুর্গ বা ফ্রাঙ্কফার্টও অপরিচিত নয়। কিন্তু হাওড়ার মত এমন হারিয়ে যাবার কেন্দ্র স্টেশন বোধহয় আর কোথাও নেই। অন্ততঃ আমার অভিজ্ঞতায় আসেনি।

তাই মনে একটা উদ্বেগ নিয়ে এসেছিলাম স্টেশনে। ঘড়িতে তখন ৮-৩৫ মিঃ। একটু দেরি হয়ে গেছে। অত্যন্ত দুঃখিত বলে ক্ষমা চাইলাম ডাঃ ট্রেপ্টোর কাছে। কিন্তু তিনি বিরক্ত হয়েছেন মনে হল না। হাসতে হাসতে বললেন, 'কিছুমাত্র দেরি হয়নি আপনার। ট্রেন এখনও আসেনি স্টেশনে।'

কানাইবাবু বললেন, 'সব ঠিক আছে। শুধু ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে এলে গেলেই হয়।'

সভয়ে বললাম, 'আসবে তো?'

'আসবে না মানে? এল বলে।'

'মনে হচ্ছে তাই।'

অপরে যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে ট্রেন আসবে। কিন্তু আসবে কেন? এতক্ষণ তো আসা উচিত ছিল। ট্রেন ছাড়বার কথা ছিল ৮-৫৫ মিঃ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বেজেছে ৮-৪০ মিঃ। পনের মিনিট বাকী।

যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। না হওয়াই অস্বাভাবিক। তৃতীয় শ্রেণীর উদ্বেগ আরও বাড়া উঠতে পারেনি, বলা বাহুল্য সংখ্যাধিক্য তাদেরই বেশী। আরও তাদের দুর্গতির শেষ হল না। চঞ্চল হবে না? একটু ঠাঁই পেলেই ওরা ধন্য হবে যে। চঞ্চল তো হবেই।

কিন্তু রেল কোম্পানী চঞ্চল হয় না। ঘড়ির কাঁটা নড়তে পারে। ওরা কিন্তু এক এক সময় নড়ে বসতেও জানে না।

৮-৪৫ মিঃ।

এবার কিন্তু আমরাও উৎসুক হয়েছি।

যাত্রীরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মোটঘাট কাঁধে। নড়েচড়ে উঠেছে ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম। অচলায়তন তবু নড়ছে না। নড়বার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় একটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছে মনে। দক্ষিণ-

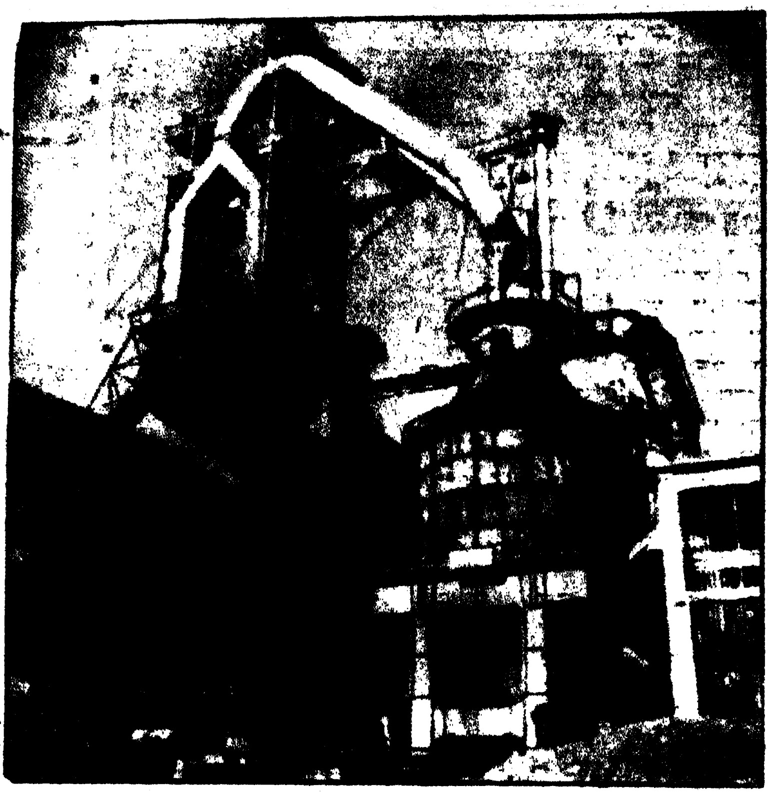

ইস্পাতনগরী রাউড়কেলার ব্লাস্ট ফার্নেসের একাংশ

পূর্ব রেলের ট্রেন আসে সাঁতরাগাছি স্টেশনে। হাওড়ায় তাদের ট্রেন রাখার হুকুম নেই। ঠাঁই নেই। পূর্ব-রেল ঠাঁই ছাড়তে চায় না। বেদখল হাতছাড়া হবার ভয়। সবাই তাই তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। যদি একটু আলো দেখা যায়।

আলোর বদলে দৈববাণী এল। অথবা দুঃসংবাদ। অকস্মাৎ শোনা গেল। লোকাহত ছাপিয়ে।

অর্থাৎ বিদ্যুৎ তরঙ্গ তাড়িত ঘোষণা লাউডস্পীকার প্রশ্রয় হয়ে উঠেছে। মিহি মিহি একেবারে মেয়েলী গলায় ঘোষণা: হাওড়া-সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার ৮-৩৫ মিঃ এ তের নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। হাওড়া-সম্বলপুর.....

বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত। বাঁধিয়েলতা প্রতি-বাদে কুলোল না। বিশৃঙ্খলার হয়ে ছুটোল সব থেকে ফেরার। প্রান্ত থেকে প্রান্তরে।

হাতে আর সাত আট মিনিট সময়। যা হুটো উপায় আছে। কে কার ঘাড়ে পড়ছে হুঁশ নেই। (আকাটাই আশ্চর্য)। কার কোলের ছেলে কাঁদিয়ে উঠেছে খেয়াল নেই (আকাটাই আশ্চর্য)। ছুটেছে সবাই। নয় নম্বর প্ল্যাটফর্মের দোরার মত পরিত্যাক্ত হয়ে পাশাপাশি হয়েই পড়ে রইল।

আমরা ছোটো প্রয়োজন মনে করিনি। তবু তিল-তলেও থাকিনি। একটু পা চালিয়েই গেলাম। তের নম্বরে গিয়ে দেখি ট্রেন তখন মন্থরগতিতে ঢুকছে প্ল্যাটফর্মে।

আর পাঁচ মিনিট বাকী ট্রেন ছাড়ার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাড়ল না ঠিক সময়ে। ৮-৩৫ মিঃ পার হয়ে গেল ছাড়ল গাড়ি তবু নড়ল না। ছাড়ল সাড়ে নটায়।

পরদিন ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। জানালার পর্দা সরাতেই বাইরের ঝলমলে রোদ্দুর চোখে পড়ল। বিহারের বুকে প্রান্তর যেন মুঠো মুঠো সোনা ছড়ান। নবীন প্রভাতের আদর মাখান।

রাউড়কেলায় গাড়ি পৌঁছবার কথা সকাল ছটায়। কিন্তু জানা গেল ঘণ্টা দেড়েক দেরি হয়ে পৌঁছবে।

আমার হাতের আসর জমে গিয়েছিল, তাই নিয়ে কল্পনা চলছে, এমন সময় একেন তাঁর টীকা। চমৎকার বিস্কুট ভদ্রলোক। বয়স বেশী নয়। প্রথম যৌবনে কার্পোরেশনে চাকরি করতে চুকেছিলেন। তখন বয়স ছিল আঠারো। পড়া শেষ হবার আগেই বিলেতের হুকুম এসেছিল তাঁর কাছে, যেমন এসেছিল আরও অনেক ভদ্রলোকের কাছে।

মুখের কথা উঠতেই তাঁর টীকা তার দ

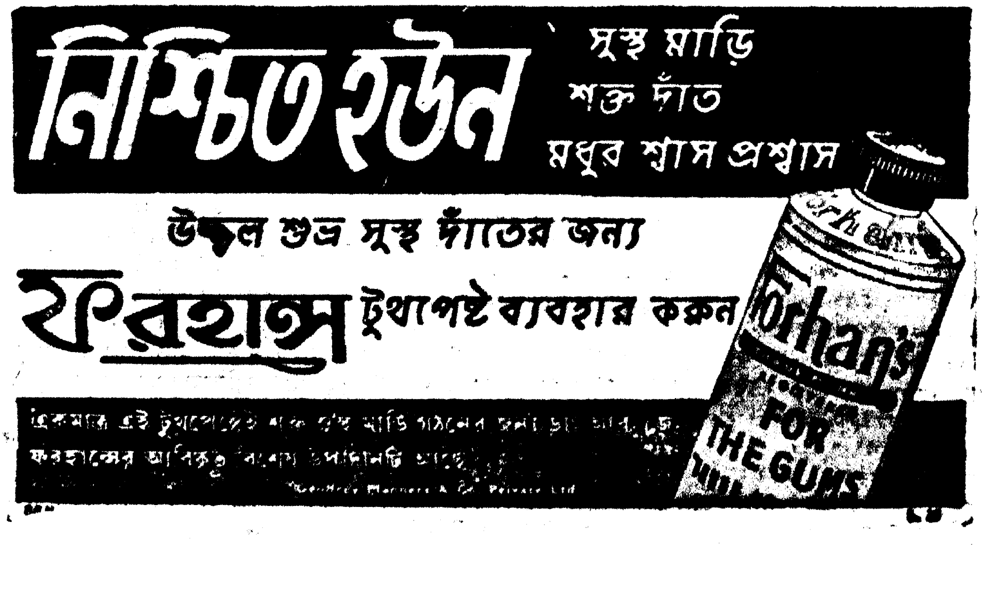

হাতটা দেখিয়ে বললেন, এটা সুন্দর ছিল।

হঠাৎই [illegible] হাতটা [illegible] উপরে। সেটা হাতটা কনুয়ের [illegible] দিয়েছে। কনুইয়ের ঠিক ওপরেই দুপাশে দুটো গভীর ক্ষতের দাগ।

ডঃ চৌধুরী [illegible] বললেন; [illegible] [illegible]। একেবারে [illegible] [illegible] যায়।

[illegible]

[illegible]

এমন ছিলো গেটি যে, [illegible] মনে করতে কষ্ট হয়।

শুধু তা চৌধুরী নয়। বহু জার্মানকে দেখেছি ওদেশে এসেছে। ভারত ও ভারতীয়ের সঙ্গে এরা আশ্চর্য গভীর আন্তরিকভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। জার্মানীতে দেখেছি। ব্রেমেনেও দেখেছি।

প্রায় সাড়ে এগারটায় ট্রেন পৌঁছল হাইডেল-বার্গে।

হাইডেলবার্গের পরিচয় চিরকাল জার্মানীতেই হয়ত থেকে যেত, যদি না ইংরাজ [illegible] [illegible] এখানে। এর প্রাচীন পরিচয় [illegible]

[illegible]

তিনি আর এক সঙ্গ [illegible]। [illegible] সময় নেই। এক ঘণ্টা পৌঁছিয়ে [illegible] [illegible]


দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯
এখানে চিঠি লিখলেই হাজার রকম বইয়ের [illegible]
শুকতারা
[illegible] পূজোর [illegible]
প্রয়োজন বার্ষি[illegible] পড়বে

কে, হোড়ের
কনক
পাউডার

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
[illegible]

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
[illegible] [illegible] ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, [illegible], [illegible], একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫৯।
শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

নবতর সৌন্দর্য
ত্বকের চিকিৎসা

ফ্লোরোজোন গাত্রত্বককে শুভ্রতর ও সুন্দরতর করে
[illegible]
FLOROZONE
আদর্শ সৌন্দর্যপোষক
(H.V.B.)

ভারত-জার্মান মিলনকেন্দ্র রাউরকেলা ক্লাবের এক অনুষ্ঠান

গণপতির সঙ্গে এবং সেই সময় প্রশ্নের জবাব উত্তর করে দেওয়ার অবকাশ পাওয়া যাবে।

বেরিয়ে আসতেই ডাঃ টোমা বললেন:

হাত, সময়টা পুষিয়ে নেওয়া গেল। ভেবেছিলাম, সাংবাদিকরা প্রশ্নের স্রোত বইয়ে দেবেন।

সবিনয়ে নিবেদন করলাম: সাংবাদিকরা প্রশ্ন করার চাইতে কথা শুনতে বেশী ভালোবাসে। আমাদের সাফল্যের ওটাই হল গোপন কথা। কথা শোনা।

কিন্তু এরপর যে কথা শুনতে হল, তার জন্য বিশেষ প্রস্তুত ছিলাম না। মিঃ রাও বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ম্যাপ দিয়ে কোথায় কিভাবে রাউরকেলার নবনগরী গড়ে উঠছে। বলতে বলতে তুলনামূলক আলোচনায় এসে গেলেন। তুলনা করছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম: দুর্গাপুর কি হিন্দুস্থান স্টীলের নয়?

থতমত খেয়ে গেলেন মিঃ রাও। বুঝলেন, তুলনামূলক আলোচনাটা আমরা খুব পছন্দ করছি না। প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। তাঁর চেহারায় লজ্জা ও ম্লান।

এরপর শুরু হল পরিক্রমা। প্রথমে নব-নগরী পরিক্রমা। এক ধাঁচের সারবন্দী ঘরবাড়ি। ঝকঝকে রাস্তা। নগরীর সঙ্গে কারখানার যোগাযোগ রক্ষা করতে প্রশস্ত রাস্তা। জার্মানীর অটোবান অথবা আমেরিকার হাইওয়ের ছাঁচে ঢালা। রাস্তার এ-পাশে ও-পাশে [illegible] রক্ষা করতে ছোট ছোট পার্কের মত হয়েছে তার ফাঁকে [illegible] বাগান। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible] নেই। এই নগরী [illegible] [illegible] কারখানার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] আন্দাজ

বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন

পরিবেশক:
জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন কলিকাতা-১

cdarts VP-1

ভিত্তে রং-এর ছটা লেগেছে মুক্ত প্রান্তরে। ময়দানের বুকে।

অস্তরবির শেষ ছটা আকাশে অপরীর বুলিয়ে দিয়েছে। কাঁচা লোহা থেকে ইস্পাত বের করার জন্য যে বিরাট কারখানা গড়ে উঠেছে, তার শিখর থেকে দেখছিলাম এই রং-এর খেলা। আর দেখছিলাম এই ইস্পাত কারখানাটা।

সামনে [illegible] কারখানা। [illegible] যেখানে [illegible] বের করা হয়। [illegible]

[illegible]

আমরাও মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম ছেলেদের দেখে। জার্মান ইঞ্জিনীয়ারদের দেখে। কি আন্তরিকতার এরা শেখাচ্ছে আমাদের ছেলেদের না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে গেছে এক হয়ে। এক উদ্দেশ্যে। রাউরকেলাকে সফল করা।

• • • •

এরপর ফেরার পালা। [illegible]

[illegible]

[illegible]

মুগ্ধ, [illegible] কারখানার কথা। [illegible] এসে বললেন: চমৎকার এই ছেলেরা। এরাই পারবে।

একজন জার্মান ইঞ্জিনীয়ার বললেন: শুধু পারবে নয়, খুব তাড়াতাড়িই পারবে।

তিনি ছেলেদের [illegible] তুলছেন। তিনি বললেন: এত চটপট এরা শিখে নিতে পারে যে, এক এক সময় অবাক হতে হয়। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে এদের হাতে এই কারখানা তুলে দিয়ে যেতে পারব, সে ভরসা আমার আছে।

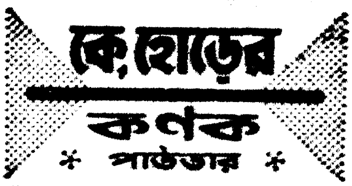

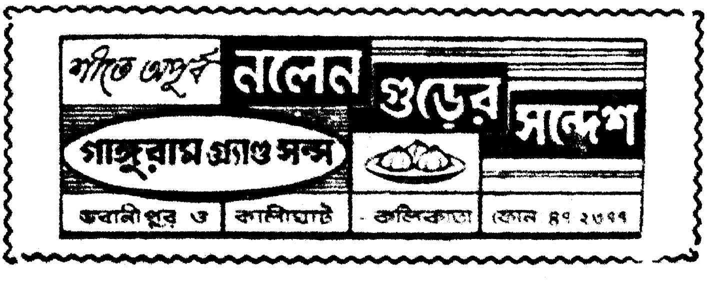

ভুক্তভোগী যাঁরা তাঁরা জানেন কি মর্মান্তিক এটা। একটু পরেই বললেন: তবে বলে দিয়েছি, বড়দিনের আগে না ফিরলে একেবারে ছাড়াছাড়ি।

বাধা দিয়ে বললাম: নয়ত, আড়ি, আড়ি, আড়ি। কি বলেন।

মিসেস স্পার্লিং হাসলেন। ঝকঝকে মোমের মত গাল দুটোয় যেন একটু সোনালী আভার ছোঁয়া লাগল কোথায়।

স্রোত বইল কথায়। বাইরে কনকনে শীতের হাওয়া। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ায় গুমোট। কিন্তু খেয়াল নেই কারো। ঘড়ির কাঁটা কোথা দিয়ে যেন ঘুরে গেল। হঠাৎ মিঃ স্পার্লিং বললেন: এবার উঠতে হবে। ট্রেন আসার সময় হয়েছে।

ফিরে গেলাম রাত দুটোয় ইস্টিশানে। নবনগরী ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ব্লাস্ট ফার্নেসের লাল আভা জ্বলছে আকাশের বুকে। গলিত লোহের রঙীন ছটায় উদ্ভাসিত যেন।

ভারতের আকাশে নবতীর্থের সূচনা।


ঐতিহ্যের সূচনা

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে যখন ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠছিল সে সময় আজকের সাতাশি বছর বয়সী সর্দার প্রতাপ সিং জুমরা সেখানে ক্রেন এবং বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম জুড়বার কাজে লেগেছিলেন।

প্রতাপ সিং-এর ছেলে জওলা সিং কাজ করতে এলেন সেই ইস্পাত কারখানাতেই যা গড়ে তোলবার কাজে সহায়তা করেছিলেন তাঁর বাবা। পরিণততর কারিগরি-নৈপুণ্য নিয়ে সোকিং পিট ক্রেন-এর উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি পুরস্কার পেলেন আর মার্কিন ক্রেন-নির্মাতাদের কাছ থেকে পেলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা।

জওলা সিং-এর ছেলে হরি সিং অল্প বয়স থেকেই এই পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছেন। এই তরুণ ইলেকট্রিশিয়ান টাটা স্টীল-এর ক্রেন বিভাগের কর্মী। সম্প্রতি ক্রেন সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে জাপানে পাঠানো হয়েছিল।

এইভাবে জামশেদপুরে কর্মকুশলতার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠছে। শিল্প সেখানে জীবিকার্জনের উপায় মাত্র নয়, জীবন যাপনেরই একটি অঙ্গ।

জামশেদপুর

ইস্পাতনগরী

The Tata Iron and Steel Company Limited

LIBRARY
Cooch Behar

## দিন পেরিয়ে দিন

শোভন সোম

ওরা আমায় একলা ফেলে কোথায় চলে গেলো
মুখ ফিরিয়ে! দিন পেরিয়ে অসংখ্য দিন এলো
ওরা আবার ফিরে আসবে কবে?

দিয়েছিলো ওরা আমায় অনেক কিছুই, রাখতে পারিনি যে
ছোট্ট মুঠোয় — যা ছিলো ঈপ্সিত।
ছায়ার মত অমোঘ ঘোরে সঙ্গে আমার স্মৃতি —
বর্তমানের চতুর্দিকে সীমার পরিমিতি —
শামুক-মন গুটিয়ে যায় আপন অভ্যন্তরে।

কত মেঘের রঙীন পাহাড় ওঠে আবার পড়ে
মন কেমন করে আমার [illegible] ঝড়ে —
চেনা মুখের অনেক ছবি হারিয়ে গেছে ভিড়ে

সবাই যায়, কেউ আসে না ফিরে,
দিন পেরিয়ে দিন চলে যায় — স্মৃতির মৌন কথা
বুকের মধ্যে জাগিয়ে রাখে গভীর আকুলতা।

## জীবন-স্বপ্ন

সত্যেন্দ্রনাথ পাল

সন্ধ্যাবনে নিত্য যেথায় চন্দ্র কুসুম ফোটে,
চিত্রাবতীর শীর্ণতীরে শ্মশান কেঁদে ওঠে —
যুগে যুগে আত্মহারা সেই বাবুবনের তলে,
কন্যাহারা রাজমহিষী ভাসে অশ্রুজলে।

আকাশ জ্বলে, সন্ধ্যা জ্বলে, জ্বলে রাবণ চিতা,
তারই তলে ঘুমিয়ে গ্রামের চিরজনম পিতা।
অস্থি পোড়ে, স্বপ্ন পোড়ে, পোড়ে না তার মান
বিজনে তাই শুনবে আজও চিরকালের গান।

দেশান্তরে পাড়ি দিল গ্রামের সখী মেয়ে,
মনের মাঝে জন্ম হোল অভিমানী মেয়ে।
চলে গেল মনের মানুষ কান্না বুকে সার,
এ ঘর মুখো অশ্রুমতী ফিরবে নাক আর!

আজও নাকি [illegible] ফুল [illegible] বনে ওঠে,
চকাচকী নদীর পাড়ে আকাশ দেখে জোড়ে।
আজও নাকি শহরের মানুষ কাঁদে হেসে,
দুঃখ নিয়ে স্বপ্ন বোনে বাঁশ বকুলের পাশে।

## অন্তর্লিখিত

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

সে সুখ কেবলই সখী, অহংকারের [illegible] নয়।
সূর্যের [illegible] উত্তরীয় ফসলের আবাদ?
তবে কে সম্পূর্ণ স্বর্গ: ভিক্ষার, বাঁচা বিলাসর!
মানবের নদী নারী আলাপন অবাধ ভাবনা।
বুকে মুখ গুঁজে থাকা — প্রীতি-স্নিগ্ধ উষ্ণ নিবাস:
এ জগৎ ভুলে যাওয়া — পরিপূর্ণ সমর্পণে —
চোখ দিয়ে দেখে যে খোলা পাতারের বাঁশবনের,
নূতন কোথাও মন — সূর্যস্নিগ্ধ চারুবাকনায়।

তবুও বিষের ধোঁয়া ফোটা ফোটা চন্দ্রমল্লিকায় —
দ্বিধা, ঘৃণা বিলেপন, উঁকিঝুঁকি আকার ইঙ্গিত
সুধাস্রোত রুদ্ধ করা: চাঁদ নয়, কলঙ্কপ্রধান।
অথচ চৈত্রের সন্ধ্যা: বাতাসের যাদুমন্ত্রণায়
পাগল আগল ভাঙা — মধুক্ষরা আসন্ন নিশীথ,
এই ভবে সম্ভবপর — বেঁচে থাকা — স্ফুটনাঙ্ক ঃ প্রাণ।

# আলোচনা

### নারীহরণ

সবিনয় নিবেদন,

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পত্রিকায় 'প্রসঙ্গত' শীর্ষকে নারী-হরণ সংক্রান্ত দুটি নৃশংসতা ও দুঃসাহসিকতার বর্ণনা পড়লাম। এ ধরনের ঘটনা আমাদের হতভাগা দেশে খুব নূতন নয়। তা নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও কিছু-সংখ্যক জনসাধারণ প্রায়ই আতঙ্কিত হন এবং অবশেষে পুলিস কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করে নীরবে ভবিষ্যতের অধিকতর আশঙ্কায় কালাতিপাত করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কোন পক্ষই সর্বসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ আত্মরক্ষার নৈতিক-চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন নি। আর যাই হোক, দেশে সং-নাগরিকই সংখ্যাগরিষ্ঠ; সুতরাং দুর্বৃত্ত-দমন তাদের কষ্টসাধ্য হওয়ার যৌক্তিকতা নেই। শুধু প্রয়োজন কেবলমাত্র পুলিসের উপর নির্ভর না করে নিজেদেরও স্থির-প্রতিজ্ঞ হওয়া। এ ব্যাপারে আমার ধারণা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অনায়াসে দেশে এক জন-আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেন এবং তার ফলাফলে বোধ করি অধিক বক্তৃতা নিষ্প্রয়োজন। আপনাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এটি আশাপ্রদ।

আশা করি, আপনার বিশিষ্ট পত্রের মারফৎ দূরপ্রবাসীর এই ক্ষুদ্র বক্তব্য প্রকাশে কোন বাধা হবে না। নমস্কারান্তে, শ্রীনন্দরানী দত্তগুপ্ত, কেম্ব্রিজ ইংলণ্ড।

### ছাত্র ও শিক্ষক

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণের 'দেশ' পত্রিকায় 'প্রসঙ্গত' বিভাগে শিক্ষক মহাশয়দের বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে—সেটি প্রতিবাদযোগ্য বলে মনে করি।

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমার কম দিনের নয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছি এক এক করে। মনে রাখবেন—বিহারের ছাত্র-ছাত্রীদের বা শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধেই আলোচনা করব। অবশ্য ছাত্র বলতে যে-কোন স্থানের ছাত্রদের সম্বন্ধে আলোচনা করাই যথেষ্ট বলে মনে করি।

প্রথমত শিক্ষা-বিভাগ যে সিলেবাস তৈরী করেছেন সেটা ছাত্রদের দিকে নজর রেখে নয়, নিজেদের বৈদেশিক অভিজ্ঞতা এবং ধ্যানধারণা চরিতার্থ করার জন্য। ছাত্রদের উপর পাঠ্যপুস্তকের এত বেশী চাপ দেওয়া হয়েছে যে, তারা ঠিক তাল সামলে উঠতে পারছে না। এখানে অষ্টম শ্রেণী হতে ইংরেজী শুরু করা হয় (মাত্র গত বছর হতে ষষ্ঠ-শ্রেণী হতে চালু করা হয়েছে)। আর নবম-শ্রেণীতে উঠেই ছাত্ররা সামান্য নাম্বার [illegible] বিরাট সমুদ্রে এসে পড়ে কূলকিনারা করে উঠতে পারে না। আবার Mathematics-কে নবম-শ্রেণী হতে Optional করে দেওয়া হয়েছে। এটা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন—অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ককে উর্বর করে তুলতে সাহায্য করে অনেকখানি। এর ফলে ছেলেরা জানতে পারল 'গণিত' না নিয়েও স্কুল ফাইনাল পাশ করা যায়। সুতরাং একেবারে নীচু শ্রেণী হতেই তারা গণিতে [illegible] করে। যার ফলে মস্তিষ্কের উর্বরতা তাদের [illegible] এছাড়া [illegible] নানা রকম ত্রুটি [illegible] ছাত্রদের [illegible] অতি [illegible]।

দ্বিতীয়ত ছাত্রদের শিক্ষাদানের অপূর্ণ প্রচেষ্টা আছে, শিক্ষক মহাশয়ের কম নয়। ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তাঁরা [illegible] বার বার তাঁদের [illegible] মন দিয়ে [illegible] হয়ে [illegible] হাত আসতে হচ্ছে।

তৃতীয়ত দেশভাগের পর ছাত্ররা যে দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে সেটা একমাত্র [illegible] সিনেমার দৌলতে। [illegible] মনে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য—কেবলমাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য ছবির আমদানীই বেশী। এ কথা অস্বীকার করতে পারেন কি?

চতুর্থত বর্তমানের 'Co-education system' ছাত্রদের আরও বেশী রসিক করে তুলেছে। সিনেমা-থিয়েটারের রোমান্স-কল্পনাগুলো ফুটিয়ে তুলতে তারা আপ্রাণ চেষ্টায় থাকে। এছাড়া চিত্রতারকাদের চুলছাঁটা, চাল চলন, চাউনি তাদের নখ-দর্পণে। ছাত্রছাত্রীদের চাল-চলনের দিকে একটু বিশেষভাবে নজর দিলেই বুঝতে পারবেন—কোন না কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে হুবহু নকল করতে তারা বেশ সচেষ্ট।

তারপর বর্তমানে হুজুগে মেতে (মোটেই প্রাণ থেকে নয়) আর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যর্থ চেষ্টা তো আজ [illegible]। সুতরাং তার সংস্পর্শ হতে একটু না বাঁচা কি করে?

শিক্ষক-মশায়দের ছাত্রদের বকতে [illegible] সে উপায় রাখেননি আমাদের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ। তাহলেই ভাবছেন না [illegible]। মাস্টার মশাইদের পরিশ্রম বেড়েছে অনেকখানি। আপনারা বলবেন—কেন? [illegible] ছাত্রদের হৃদয় জয় করুন! হায় কপাল! হৃদয় নামক বস্তুটি কবেই তারা [illegible] চরণে অর্পণ করে বসে আছে। আর [illegible] বা কোন [illegible] শিক্ষক—একটু Popular হতে চেষ্টা করলেন, ব্যস! অমনি সুযোগ বুঝে [illegible] উঠবে—[illegible] আপনি এসে গেছেন, তাহলে [illegible] একটা টাকা দাও।' [illegible] একটা উদ্ধৃত-[illegible] দুই ছাত্রদের [illegible]।

এদিকে [illegible] শিক্ষকদের [illegible]। [illegible] হয়— [illegible] না। [illegible] দুই [illegible] কাজ [illegible]। [illegible] ছাত্রদের [illegible] না। [illegible] দুই [illegible] সেই [illegible] কাজও না [illegible] সেই [illegible] আর [illegible] সুখে [illegible] সুস্থভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুক। [illegible]

আপনারা একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন—[illegible] একটি [illegible] ছাত্রদের কোন [illegible] শিক্ষকদের [illegible] চেষ্টা করা হয় না। বরং [illegible] সরকার [illegible] শিক্ষকদের মাসিক যে মাহিনা [illegible] টাকা করে দিয়েছেন সেটি [illegible] এবারে টাকা করে দিয়েছেন। কারণ দেশের সব জিনিসের দর যে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে!

আর আপনাদের কাছেও অনুরোধ, শিক্ষকদের যদি কোনদিন সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার সুযোগ করতে পারেন সেইদিনই তাদের কাজের সমালোচনা করবেন। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদেরও আছে।

—নির্মল চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক, জগদীশ-চন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঘাটশীলা (বিহার)।

কুঁচ তৈল (হস্তী দন্ত ভস্ম মিশ্রিত) টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি কারক কেশ পতন নিবারক, মরামাস, অকালপক্কতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে। মূল্য ২, বড় ৭ ডাঃ মাঃ ১।৵০। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারতাগমনের প্রাক্কালে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলিয়াছেন যে, ভারত তাঁহাকে (প্রেসিডেন্টকে) হৃদয় উপহার দিয়েছে। কিন্তু খুড়ো বলিলেন—"হৃদয় বস্তুকে দাঁড়ি দিয়ে বিচার করা চলে না। আমরা কোন ব্যক্তিকেও অবজ্ঞা করতে চাইনে। শুধু আশংকা হচ্ছে, যাকে হৃদয় দিলাম,

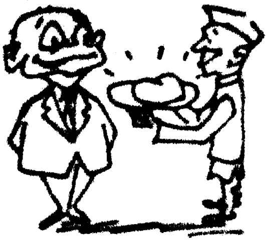

তাঁর দেশে বিবাহ-বন্ধন ছেদ [illegible] নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সুতরাং ——

• • •

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে সম্প্রতি [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] শুধু [illegible]—[illegible]

• • •

লেডী রাণু মুখার্জী বলিয়াছেন, সংসারের নানা কাজকর্ম মধ্যেও মহিলারা সুরুচিসম্পন্ন বিভিন্ন [illegible] [illegible] পারেন। [illegible] হতে পারেন। কিন্তু [illegible] কোথায়?" —বলেন জনৈক সহযোগী।

• • •

রাজ্যপাল শ্রীমতী [illegible] [illegible] ও পুতুল শিল্পের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] জন্য এপ্রোচ-জন [illegible] একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু পুতুল খেলাতেও কি ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের মতো এপোয়েন্টমেন্ট খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়?—প্রশ্ন করেন তিনি, খুড়ো।

• • •

মিঃ [illegible] পাইন্ট একটি [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের আইনের জন্য মিঃ পাইন্টকে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। —সেখানে বিচার নেই বলেই পাইন্টের স্থান হলো না—বলেন জনৈক সহযোগী।

• • •

দ্রাবিড় কাজাগমের নেতা শ্রী নাইকার সম্প্রতি একটি "আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সংবাদে বলা হইয়াছে, এই ধরনের বিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন নাই এবং আইনের রেজিস্ট্রেশন করারও দরকার হয় না। —[illegible] নাইকারজী [illegible] [illegible] শর্তই [illegible] [illegible] ফেলেছেন। এবারে আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

• • •

প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই —[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এখন আর [illegible] না—মন্তব্য করেন জনৈক সহযোগী।

• • •

জনৈক প্রবন্ধকারের মতে [illegible] একটা আর্ট। কিন্তু খুড়ো বলিলেন—আর্ট বড় আর্ট। বাজারে

সব দোকান, ওজন দোকান, ভালো মন্দ দোকান। আমরা জানি, আর্ট লাইজ ইন্ কনসিলিং আর্ট। সুতরাং দোকানদার এই [illegible] থেকে তিনি ঠিক ঠিক বাজার [illegible] আনতে পারেন, তিনি তো একজন পাকা আর্টিস্ট।।

• • •

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলায় হঠাৎ মাঠে একটি কুকুর ঢুকিয়া পড়ে। [illegible] অনেকে বলাবলি করছেন, কুকুরটির আইডেনটিটি সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াতে তিনি বিনো আর তাঁর কর্মীর খেলোয়াড়রা খুব ঘাবড়ে যান, যার ফলে তাঁদের পক্ষে প্রথম ব্যাটিংএ রান তোলা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যখন সন্দেহভঞ্জন হলো এবং জানলেন যে, কুকুরটি আকাশ থেকে নামেনি, সে মাঠের পাশেরই একটি নেড়ি মাত্র, তখন সাহস ফিরে এল। ফলাফল তো সবাই জানেন।"

• • •

ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে অন্যত্র জনৈক কৌতুক-রসিক সহযোগী বলিয়াছেন—"শিল্পী স্ট্রোক শুধু শখেরই নয়, অন্য একটি স্ট্রোকেও আমাদের

সাবধান হতে হবে। আমাদের ব্যাটসম্যান-দের [illegible] ব্যাটিংএর জন্য এতদিন একটা কৈফিয়ৎ ছিল, অর্থাৎ আমরা [illegible] [illegible] বিরুদ্ধে খেলতে পারিনে। কিন্তু এবারে দেখা গেল, [illegible] আমাদের [illegible] সমান।

• •

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে এক ভোজসভায় আপ্যায়ন করেন। সংবাদে প্রকাশ, অভ্যর্থনাপত্রখানা [illegible] লেখা হইয়াছিল। কিন্তু খুড়ো বলিলেন—"[illegible] [illegible] [illegible] দেওয়া হয়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে সংবাদদাতা নীরব।"


শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট
ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীরমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, [illegible] সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ব্যবহৃত ও উচ্চপ্রশংসিত
প্রতি [illegible] ১৬/
শ্রীআয়ুর্ব্বেদম
[illegible] চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

**চক্রদত্ত**

আজকাল কানে যন্ত্র লাগিয়ে সাময়িকভাবে বধিরত্ব দূর করার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বধিরত্ব দূরীভূত হয়, এমন কোনও রকম চিকিৎসাপদ্ধতি বা অস্ত্রোপচার পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে কৃতকার্য হয়েছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে নিউ ইয়র্ক য়ুনিভার্সিটির ডাঃ এলেন শে'র যে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে দশজনের মধ্যে নয়জনের বধিরত্ব সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের কানের মধ্যে বহুবিধ হাড়ের টুকরো দিয়ে একটি রীতিমত বাদ্যযন্ত্রের মত যন্ত্রবিশেষ আছে, তাদের মধ্যে কোনওটি বিকল হলে অথবা কোনওটির অস্তিত্ব না থাকলে আমরা আর শুনতে পাই না। এই সব হাড়ের মধ্যে একটি স্প্রিঙের মত হাড়ের টুকরো আছে, যার দ্বারা আমরা শব্দ শুনতে পাই। আসলে বাইরের শব্দতরঙ্গ ঐ অটো-ক্লেরোসিস নামক স্প্রিং হাড়ের টুকরোটিতে স্পন্দন জাগানোর দরুণ আমাদের শব্দের অনুভূতি জাগে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক মানুষের কানে ঐ টুকরোটি না হওয়ার দরুণ মানুষ কালা হয়। ডাঃ এলেন শে ঐ স্প্রিং হাড়ের টুকরোর বদলে নকল একটি হাড়ের টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ছোট্ট একটি প্লাস্টিকের টিউব—একটি কাঠ পেন্সিলের সীসের চেয়েও ছোট দেখতে, এমন ছোট যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। সেইটি কানের মধ্যে অপারেশন করে যথাস্থানে বসিয়ে দিতে পারলেই বধিরত্ব চলে যায়। ডাঃ এলেন বলেন যে, কান অপারেশন করে ঐ ছোট্ট প্লাস্টিকের টুকরোটি অটো-ক্লেরোসিসের জায়গায় বসান মাত্রই স্নায়ুর সঙ্গে ঐ নলটির এমন একটা যোগাযোগ ঘটে যে, বধির লোকটি তখনই শব্দময় জগতের সঙ্গে বিস্ময়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ে। আশা করা যায় যে, এ-যন্ত্র বিদেশে রীতিমত চালু হলে আমাদের দেশেও একদিন আসবে।

•

টারবোপ্রপ চালিত উড়োজাহাজ আমরা দেখেছি। সম্প্রতি একজন ইঞ্জিনীয়ার টারবোপ্রপ-এর সাহায্যে রেলগাড়ি চালাবার পরিকল্পনা করেছেন [illegible] এই নতুন ধরনের রেলগাড়ি [illegible] বেশী বেগে যাবে। যেমন [illegible] এক্সপ্রেস ট্রেনে এখন যে সময় বেশি লাগে, সেটা টারবোপ্রপ চালিত রেলে [illegible] ঘণ্টা কম লাগবে। —একটা পুরো ট্রেন তিনটি কামরা সমেত [illegible] এবং ২৫৬ জন যাত্রী আরামে যেতে পারবে।

টারবোপ্রপ চালিত রেলগাড়ি

•

রাজকুমার সিদ্ধার্থ পৃথিবী থেকে রোগ শোক জরা মৃত্যু দূর করার জন্য সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং রাজকুমার বুদ্ধত্ব লাভ করে ভগবান বুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু এজগতে আজও জরা-মৃত্যু রয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধনায় যা সম্ভব হয়নি, বৈজ্ঞানিক সাধনায় তার কিছুটা হয়ত সম্ভব হবে। রুমেনিয়ার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর সি আই [illegible] পারছেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের দেহকে জরা মুক্ত করা যে সম্ভব, সেকথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের দেহের জরা একটি রোগবিশেষ এবং অন্যান্য রোগের মত এ-রোগও চিকিৎসার দ্বারা সারান যায়। আমরা সকলেই জানি যে, মানুষের দেহ একটি বিরাট কারখানা-বিশেষ, এবং এর একটি অংশও যদি বিকল হয়, তাহলে সমস্ত দেহেই তার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-প্রবাহ প্রণালী, রক্ত চলাচল পদ্ধতি ব্যাহত হতে থাকে এবং [illegible] সমূহে শৈথিল্য প্রকাশ পায়, [illegible] দেহের [illegible] গ্রন্থির ক্ষরণেও [illegible] ঘটে, ফলে দেহে [illegible] যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাকেই আমরা বার্ধক্য বলি। এখন বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এ সমস্তই [illegible] চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করা যায়। প্রফেসর [illegible] ও তাঁর সহকারী বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, [illegible] শরীর রক্তশালী হয়, [illegible] উন্নতি ঘটে। এবং তার, রক্তচাপ [illegible] রোগ ইত্যাদি [illegible] যায়। প্রফেসরের বিশেষ সহকারিণী রুমেনিয়ার একজন বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসক [illegible] বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন।


প্রকাশিত হলো

'পাণ্ডুলিপি'র বই

শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত নতুন উপন্যাস

## কুমারী মন

[illegible] মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভূমিকার সাথে লেখকের মানুষের অন্তরের অদ্ভুত অনুভাবনা এ-গ্রন্থকে এক অসাধারণ স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। যার উপলব্ধি বিদগ্ধ পাঠককে নিঃসন্দেহে মোহিত করে আনন্দরসের নির্যাসে পৌঁছে দেবে।

............প্রকাশিতব্য উপন্যাস............

মন্মথনাথ ঘোষের নতুন কিশোর [illegible]

[illegible] মঞ্জরী ২.৫০

১৪/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২

(সি ১১৮৯)

## উপন্যাস

**দুখের রেখা।** সন্তোষকুমার ঘোষ। ত্রিবেণী প্রকাশন। ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। পাঁচটাকা।

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর এই উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

একথা বলছি এই কারণে যে, এ উপন্যাসে লেখক শুধু একটি জীবনের গল্পই শুনিয়ে ক্ষান্ত হন নি, দ্বিতীয় ঈশ্বরের মত একজন অদ্ভুত মানুষকে [illegible] জীবন থেকে খুঁড়িয়ে এনেছেন। তাও কোন অলৌকিক [illegible] নয়, [illegible] কয়েকটি [illegible] অভিজ্ঞতাকে বাছাই করে নিয়ে। সৌরেনের প্রথম সংসারের [illegible] সৌরেন তাঁর জীবনকে [illegible] জীবনকে নয়, জীবনের সেই [illegible], [illegible] একটি [illegible] একটি

# পুস্তক পরিচয়

[illegible] প্রৌঢ় অভিজ্ঞ সৌরেন করেছে। কোন ঘটনাই গল্পের জন্য আসে নি, রহস্য-[illegible] করতে চান নি পাঠকের কখনও। অনেক চরিত্র ঘটনা খণ্ড নাটক আসে জীবনে, তার মধ্যে [illegible] অনেক কিছু, কোন [illegible] শুধু কয়েকটি অনুভব চিরকালের ছাপ রেখে যায়। সন্তোষকুমার ঘোষ সেই চির-কালের [illegible] জীবন থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন।

এই [illegible] প্রথম [illegible] নাম [illegible]। [illegible] একটি [illegible], যে মনে মনে একটি জগৎ সৃষ্টি করে জীবনের [illegible] নিয়ে [illegible] সৃষ্টি [illegible] করে গেছে। কোথাও কোন [illegible] নেই না [illegible], না জীবনে [illegible] কেন [illegible] — সৌরেন এই প্রশ্ন করেছেন তাঁর প্রথম সংসারের [illegible] একদিক থেকে তাঁর [illegible] হয়—অথচ [illegible] জীবনের অভিজ্ঞতার।

[illegible] সংসারের [illegible] সৌরেন যে জীবনকে [illegible] সে জীবনে তাঁর [illegible] নয়, [illegible] জীবন। সেই জন্য [illegible] কথা দিয়ে লেখক জীবনের [illegible] রচনা করেছেন। আধুনিক উপন্যাসে [illegible] জীবনের [illegible] [illegible] চাই না [illegible] চাই না [illegible] উপর [illegible] দিয়ে জীবনকে [illegible] চাই। দুখের রেখা এই দিকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

এ জাতীয় উপন্যাসে লেখকদের প্রায়-[illegible] [illegible] উপমা [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] হয়। সন্তোষকুমার ঘোষ [illegible] সৃষ্টি উপমা-উৎপ্রেক্ষার চমৎকারিত্বের জন্য [illegible]—সেটা একটি [illegible] ছিল। কিন্তু [illegible], এই গ্রন্থে তিনি [illegible] কয়েকটি অলংকার ব্যবহার করেছেন। দুটি [illegible] একেবারে [illegible], [illegible] যে [illegible] দুটি [illegible] নিয়ে গেছে।

একটি [illegible] মাত্র [illegible]। এটিকে এই যুগ এবং সভ্যতার ছবিও বলা যায়। জীবনের [illegible] এক [illegible] মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছে অন্য [illegible] এবং [illegible] একটি পুরুষ ও একটি রমণী। এই দৃশ্য


[illegible] চট্টোপাধ্যায়ের
[illegible] বই

## নিঃসঙ্গ মেঘ

[illegible] একটি [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]

[illegible], ১৩৬৩
দাম [illegible] টাকা

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

লিপিকার দ্বিতীয় বই

নতুন একটি নাম, এবং নতুনতর একটি বিস্ময়!

●

'মরুবেশ' এর চমকপ্রদ সৃষ্টি

## দুস্তর মরু

●

॥ আগামী সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে ॥
দাম তিন টাকা

●

পরিবেশক :
আনন্দ পাবলিশার্স (প্রা) লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

নলিনীকান্ত সরকারের বহু পত্র-পত্রিকা অভিনন্দনধন্য স্মৃতিগ্রন্থ

## দাদাঠাকুর

মূল্য—৫

আনন্দবাজার :—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত—দাদাঠাকুরকে যাঁরা চেনেন, দেখেছেন, তাঁরা এই দাদাঠাকুরকে পড়ে মুগ্ধ হবেন। • • • বস্তুতঃ দাদাঠাকুর বাংলা দেশের এমন একটি চরিত্র, যার তুলনা নেই। • • • দাদাঠাকুর গ্রন্থ সরস গল্প উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য। এই গ্রন্থের সমাদর সুনিশ্চিত।

যুগান্তর :—এই পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পড়লেই প্রমাণ পাওয়া যায়, "দাদাঠাকুর" একটিমাত্র চরিত্র এবং মনে হয় বাংলা দেশের একমাত্র চরিত্র। • • • দাদাঠাকুর পড়তে, জেনে এবং প্রত্যেকের ঘরে ঘরে স্থান লাভ করে আনন্দ বিতরণ করতে থাকুন এই কামনা করি।

সদ্য প্রকাশিত একটি অনবদ্য উপন্যাস

লেখক [illegible] অভিজ্ঞতা [illegible] [illegible] এই বই। [illegible] সৌরীন সেনের "অন্য কোনখানে" তারই স্বাক্ষর [illegible] এনেছে।

সৌরীন সেনের
## অন্য কোনখানে

মূল্য—৩.৫০

[illegible] নারী —[illegible] [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] গুপ্তের অনবদ্য উপন্যাস
## অজ্ঞাতবাস

মূল্য—৩,

বহু পত্র-পত্রিকা উচ্চ-প্রশংসিত [illegible] রায়ের [illegible] সাহিত্য-কীর্তি

## ভারতের সাধক

১ম—৬.৫০ সদ্য প্রকাশিত হলো
১ম খণ্ডে এই সাধকদের জীবনী আছে।
১। ঈশ্বরচন্দ্র মহাবীর, ২। জ্ঞানদেব, ৩। [illegible] সদানন্দ, ৪। নানক, ৫। [illegible], ৬। [illegible] ও ৭। [illegible]
এ ছাড়া ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়)—৬.৫০, ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ)—৬.৫০; ৩য় খণ্ড (নিঃশেষিত-প্রায়)—৮, ও ৪র্থ খণ্ড—৬.৫০

রাইটার্স সিণ্ডিকেট
৮৭নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

(সি-১২৭৮)

সংস্থাপনের দুঃসাহস সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। অপর দৃশ্যটি সৌরির পাড়ার বাড়ির ছাদে। দুটি বারবণিতা চুল খুলে রৌদ্রে পিঠ এলিয়ে দিয়ে সৌরির ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলেছে। অসাধারণ সেই বর্ণনা।

তবে সর্বত্র সন্তোষকুমার ঘোষ পূর্ব-সংস্কার ভাঙতে পারেননি। কোন কোন অংশে সামান্য ত্রুটি আছে বলে মনে হল। কোথাও গল্পাংশ সম্পূর্ণ করবার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি। এ জাতীয় উপন্যাসে কোন ঘটনা বা চরিত্র আসা উচিত কোন বিশেষ ভাবনার সমর্থনে। মোহিতদা টুলুকে জীবনের প্রাচুর্যের সন্ধান দিয়েছিল—সে এসেছে সেইজন্য। আর টিলিদির একটি হাসি এবং একটি কান্না মনে আছে সৌরেনের। এ পর্যন্তই এদের সীমা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিলিদির বিয়ে হল কিনা, মোহিতদা ফিরে এলেন কি এলেন না—সেকথা জানানোর দায়িত্ব লেখকের নয়। সৌরেনের পিতার পাপবোধটুকুই অত্যন্ত সহজ—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মহত্যার কথা না জানলেই ভাল হত। লতা বৌদি—শচীপতি চরিত্র হিসেবে খুব সার্থক হলেও একটু যেন আলাদা বিষয়বস্তু।

এবার গল্পের উপসংহার। সৌরেন ফিরে টিকিট হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এ ঘুম পরদিন সকালে জেগে ওঠবার ঘুম। তাকে স্বর্ণ—প্যাগোডাটি, খাতা ইন্দুদের মত রঙ-মাখা ঠোঁট দূরে থেকে ক্লান্তি জুড়োতে হয়নি। কারণ সময় তার হাতে আরও যে সমস্ত দেখা জাগিয়ে—তা তাকে জেনে, জেনে যেতে হবে। এ উপসংহার আর্টিস্টের দিক দিয়ে হয়ত ঠিক সমর্থনীয় নয়, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক থেকে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। হেতু থাকার দুর্নির্দেশ্যায়, অন্তরের যথার্থটা নিঃশেষ ক্লান্তি যদি জাদুর হাতে নিয়ে কোঠা তুলে দেয়—তবে আমরা চাই সে ভুল করে ঘুমিয়ে পড়ুক। যেন সে পরদিন ভোরে আবার জেগে উঠতে পারে যেন সেই বিয়ের কোঠা সামনের পথের দাঁড়িয়ে দেখতে দেয়।

চা মাটি মানুষ (১ম পর্ব)। শ্রী[illegible] বসু, নবভারতী প্রকাশনী, ১৮৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

মানুষের কথা মানুষ জানে না, তাহাদের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার এবং জীবন-যাপন পদ্ধতি সাহিত্যের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীবসুর লেখা চা মাটি মানুষ এক অজানা অচেনা এলাকার কাহিনী।

আদিবাসী গ্রাম হইতে কুলি রিক্রুটারের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পিতামাতার সঙ্গে ডাওনাথের চা বাগানে আসিয়া পৌঁছান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ডাওনাথের বিভিন্ন মনের অভিব্যক্তি সরল সহজ এবং সাবলীল ভাষায় লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। এই-খানেই উপন্যাসের শুরু। ছয় বৎসর বয়সে ডাওনাথ চা বাগানে আসিয়াছিল। তার পরে একে একে তার জীবনের ৬৫ বৎসর এই-খানেই কাটিল। এই দীর্ঘ সময়ে ডাওনাথ মানুষের বহু বিচিত্র রূপের সম্মুখীন হইল। বিশ্বাস করিতে গিয়া ঠকিল, ভাল-বাসিতে গিয়া প্রতারিত হইল, প্রতিবাদ করিতে গিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিল। শ্রীবসুর কলমে এই প্রতীকী চরিত্র ত্যাগ, ভালবাসায়, বিশ্বাসে এবং কর্মে অটল রহিয়া গেল।

শ্রী[illegible]বাবু উপন্যাসের নায়ক ডাওনাথকে এক উজ্জ্বল মানসিক প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সার্থক শিল্প-


হুমায়ুন কবির সম্পাদিত **চতুরঙ্গ** ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সাময়িকপত্র হলেও চতুরঙ্গ শাশ্বত সাহিত্যের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিটি সংখ্যাই মননশীল রচনার ঐশ্বর্যে অবশ্যসংগ্রহযোগ্য।

॥ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৬ সংখ্যার সূচী ॥

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ। হুমায়ুন কবির ॥ ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন (এই সংখ্যায় সমাপ্ত) ॥ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ নৈরাজ্যবাদ ॥ অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ কবিতা : অরুণ মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার ॥ উপন্যাস : মনীশ ঘটক ও প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ আধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনা : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, হরপ্রসাদ মিত্র, [illegible] দাশগুপ্ত, সুশীলকুমার গুপ্ত ও নৃপেন্দ্র সান্যাল।

প্রতি সংখ্যা ১·২০ ন. প. । বার্ষিক সডাক ৫·৫০ ন. প.

॥ আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে ॥

৫৪, গণেশ চন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

## বাঙলার কাব্য । হুমায়ুন কবির

বাঙলা কবিতার আদিকাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের কর্মকৃতির ধারা ও প্রবণতা সম্পর্কিত আলোচনায় সমৃদ্ধ। সামাজিক পটভূমিকায় হাজার বছরের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাঙলা কাব্যের এই মূল্যবান আলোচনা-গ্রন্থ সাহিত্যপাঠক, গবেষক ও ছাত্রদের অবশ্যসংগ্রহযোগ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৩·০০

## মার্কসবাদ । হুমায়ুন কবির

আধুনিক চিন্তা-জগতের অন্যতম দিকপাল কার্ল মার্কস। তাঁর যুগান্তকারী মতবাদ আজ বিশ্বের মনীষী-মহলের বিশিষ্ট আলোচ্য বিষয়। মার্কসের সেই দর্শন ও তত্ত্ব বুঝতে হলে বর্তমান গ্রন্থখানি অবশ্যই পাঠ করা কর্তব্য। লেখকের প্রাঞ্জল রচনাভঙ্গীর গুণে মার্কসীয় দর্শনের সার-সংকলন এই গ্রন্থ অবশ্যসংগ্রহযোগ্য। মূল্য ২·৫০

## পটলডাঙার পাঁচালী । যুবনাশ্ব

'কল্লোল' পত্রিকার অগ্রণী কথাশিল্পী যুবনাশ্বের একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। গভীর জীবনবোধ, কঠোর সত্যনিষ্ঠা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে যুবনাশ্বের রচনা সেদিন পাঠক ও চিন্তাজীবী-মহলে বিস্ময়মুগ্ধ আলোড়ন তুলেছিল। মূল্য ২·২৫

: প্রাপ্তিস্থান :

চতুরঙ্গ । বেঙ্গল পাবলিশার্স । এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স । পুস্তক । শ্রীগুরু লাইব্রেরী । মিত্রালয়

(সি ১২৭৫)

সুরেশবাবু প্রতিটি চরিত্র এমন পরিবর্তিত করিয়া দাঁড়াইয়াছে—যাহা এ যুগের মধ্যবিত্ত মানুষের দেখা একটা—বেশ উপলব্ধি। চা-বাগানে শ্রমিকদের নির্যাতিত জীবনযাত্রার ছবি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে [illegible] লেখকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। চরিত্র হিসাবে [illegible] চিত্তাকর্ষণীয়। [illegible] বিশেষ বিশেষ সুরেশবাবুর দাবী রাখিবে।

৩৭৭।৫৯

## সাহিত্য আলোচনা

**বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—সাত টাকা।**

উক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের [illegible] প্রথমে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রবেশিকা প্রয়োজনীয় [illegible] [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সত্ত্বেও বইটির বস্তুবিন্যাসে কোথাও সেই [illegible] না থাকে সাহিত্যপাঠের পথে [illegible] বলতে পারি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদি গ্রন্থখানির পুনর্লিখনের পরিশ্রম স্বীকার করেন, তবে একটির ত্রুটিবিচ্যুতি নিশ্চয়ই হবে—এই প্রত্যাশা অস্বাভাবিক নয়। [illegible] [illegible] সেনের টীকা, কর্মপদ্ধতি কি [illegible] এখনো আমাদের আকর্ষণ করে না? ৩৩৩।৫৯

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের দপ্তরে আসিয়াছে।

কীর্তন রস—স্বরূপ।

মানব-মনন—সুধাংশুভূষণ ঘোষ।

মহা কবি—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাটির মেয়ে—অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাত্রির বাসন—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

গড়-পারধি—সুনীলকুমার ঘোষ।

জীব-ভারতী কাশীরাণী—শ্রীনগেন্দ্রকুমার।

ওগো বধূ ওগো বধূ—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

জন্মশাসন—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

Lahiris Indian Ephemeris of Planet Positions for 1960 A.D.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের —সুবিখ্যাত উপন্যাস

**মাশুল ৩॥০**

[illegible] ও [illegible] [illegible] জীবনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] এক [illegible]—এ উপন্যাস।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস... **শান্তিলতা**

[illegible] লেখকের [illegible] [illegible]। [illegible] প্রকাশ প্রতীক্ষায়।

[illegible]

[illegible] [illegible]—[illegible] উপন্যাস ॥ **বেনারসী** ৩, ॥

[illegible]

[illegible] : **অবরোধ** ৩, **বনজ্যোৎস্না** ৩॥০, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

[illegible] ৩, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **পাশাপাশি** ৩॥০, **মাসপয়লা** ৩, **হলুদ** ৪,

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **রাজপথ** [illegible] ৪, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের :

**অর্থকলঙ্ক** ২॥০ [illegible] : **নতুন টেকা** ৭॥০, [illegible] : **সোনার**

**পুতুল** ৩॥০, [illegible] উপন্যাস : **অঙ্কুর** [illegible] ২॥০

॥ [illegible] : **উপমা কালিদাসস্য** ৩,

সাহিত্য জগৎ—১০৩।৫, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

শ্রীঅরবিন্দ [illegible] ও [illegible]

[illegible] গ্রন্থগুলি কি আপনি নিয়েছেন?

১। The Soul of India—Rs. 12

২। **ভারত সংস্কৃতি** ৫, ৩। **ভারত বাণী** ৬,

৪। **বৈদিক জীবনবাদ** ২, ৫। Indian Culture Rs. 10

[illegible]

৬। **অরণ্যক** [illegible]

[illegible]—[illegible] পড়ুন।

৭। **স্বাধিকার** (উপন্যাস) ৬, ৮। **সহযাত্রিণী** (উপন্যাস) ২॥০

৯। **কৈশোরক** (উপন্যাস) ৩,

[illegible] উপন্যাসদ্বয়

১০। **লণ্ডন তীর্থে** ৪, ১১। **বিশ্ব-পরিক্রমা** ৩,

[illegible] ও [illegible]

১২। **রাজাবর্জন** ২, ১৩। **একলব্য** (নাটক) ১,

১৪। **মহেন্দ্র নাথের জীবন ও বাণী** ২, ১৫। Vaishnava Lyrics—Rs. 3

১৬। The Law of Confession—Rs. 10

[illegible] আইনের বই, [illegible]

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

### উপভোগ্য রহস্য নাটক

আজকের দিনে চলচ্চিত্রে প্রীতির প্রবল ঘূর্ণি হাওয়ার মুখে প্রাণপ্রদীপের আলো অনির্বাণ শিখায় জ্বালিয়ে রাখবার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী হলেন নাট্যরূপকার ও অভিনেতা রূপে রস-সাহিত্য রচনায় ও নাট্যকাররূপে যিনি ধনঞ্জয় বৈরাগী নামে খ্যাত। রঙমহলের 'এক মুঠো আকাশ'-এর মাধ্যমে পেশাদারী মঞ্চে তাঁর আবির্ভাবকে নাট্যামোদীরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই রঙ্গালয়ের অন্যতম আকর্ষণরূপে তিনি যে রহস্যঘন নাটকটি নতুন উপহার দিলেন, জনসাধারণের কাছে সেটিও এক অনুপেক্ষণীয় প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে রহস্য নাটক হিসাবে 'এক পেয়ালা কফি' নতুন না হলেও অভিনব। অভিনব এই কারণে যে, নাটকের আঙ্গিক বজায় রেখেও দৃশ্যপটও যেখানে দুটির বেশী নয় এবং মূল ঘটনার বিস্তারেও যেখানে সংলাপ-সাপেক্ষ—রহস্য বিন্যাসে পরিচালক নাটকটিতে এমন একটি সচ্ছন্দ গতি এনে দিতে পেরেছেন, যা চলচ্চিত্রেই সম্ভব। রহস্য নাটকের যে গতি দর্শকের রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠাকে সর্বক্ষণ চূড়ায় রাখে, সেই গতি এ নাটকের আছে। এবং এক পেয়ালা কফির ধোঁয়ার পাকে পাকে নাটকটিতে যে রহস্য জট বেঁধে উঠেছে তার শেষ গ্রন্থি উন্মোচনের জন্য দর্শকের কৌতূহলকে উদগ্রীব করে রাখার ক্ষমতাও রয়েছে নাট্যরূপটির। সেদিক দিয়ে 'এক পেয়ালা কফি' একটি সার্থক ও সফল রহস্য নাটক।

এই নাটকের প্রধান পুরুষ চিত্রপরিচালক অরুণ গুপ্ত। এক বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে নিয়ে তিনি একটি ছবি প্রযোজনা সাধ্য করে তুলেছেন। বন্ধু সমীর পরিচালক হয়েছেন, বন্ধুপত্নী রূপসজ্জাকারিণী। একটি রহস্য চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য অরুণ গুপ্ত ছবির নায়ক-নায়িকা অশোককুমার ও চিত্রা সেন, কাহিনীকার দীপু সেন, কৌতুকাভিনেতা প্রসাদ, রক্ষণাবেক্ষক নিকুঞ্জ, সহনায়িকা মঞ্জরী দেবী ও একজন [illegible] [illegible] নিয়ে বনজঙ্গলের বাইরে এক শহরে আস্তানা পাতেন।

অরুণ গুপ্তের দুর্ব্যবহার ও উগ্র মেজাজের জন্য সকলেই তার উপর বীতশ্রদ্ধ। প্রসাদ তার মরণাপন্ন ছেলেকে বাঁচাবার জন্য কিছু অগ্রিম টাকা চাইতে গেলে তিনি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। নিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ করেছে বলে তার সন্দেহ। অরুণ গুপ্তের অনেক দিন আগের ছবির নায়িকা পারুলবালা অপ্রকৃতিস্থা হয়ে যাওয়ার পর তাকে দেখাশোনার ভার তিনি দিয়েছিলেন নিকুঞ্জের উপর। তাঁর ধারণা, নিকুঞ্জকে পারুলবালার দেখাশোনা বাবদ যে টাকা তিনি দিয়েছেন, তাও সে আত্মসাৎ করেছে। তাই নিকুঞ্জকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করবেন বলে তিনি মনস্থ করেন। মঞ্জরীর মনে সর্বক্ষণ ঈর্ষার আগুন জ্বলে। চিত্রাকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সকলেই নানারকম বলে। তারপর অশোককুমারের সঙ্গে চিত্রার মধুর সম্পর্ক যখন গড়ে ওঠে, তখন মঞ্জরীর ঈর্ষাও চরমে ওঠে। বাইরের জন্য দৃশ্যেও চিত্রাকে নায়িকার কাজ জুটিয়ে দেবার প্রস্তাব দুটি সেই অশোককুমারের। এমনকি মঞ্জরীর সঙ্গে মন্টু। মন্টুর মনেও অরুণ গুপ্তকে নিয়ে অনুরূপ [illegible]। শেষ সেই কাহিনীকার দীপু, যেমনও যেদিন জানতে পারে যে তার স্ত্রী পারুলবালার অপ্রকৃতিস্থতার জন্য অরুণ গুপ্তের অবহেলাই দায়ী এবং অরুণ গুপ্ত তাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল যে পারুলবালা মারা গেছে, তখন থেকে তারও মনে ঘৃণা ও ক্রোধ দেখা দেয় অরুণ গুপ্তর সম্পর্কে।

চিত্রার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা মঞ্জরী একদিন


**আপনার নমনীয় রূপের জন্য......**

আপনার দেহত্বক নমনীয় কোমল রাখার—দেহত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও কমনীয়তা জাগানোর আধুনিক উপায়। ত্বকের পরিচর্যায় ও তারুণ্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য পাউডার মাখার আগে ব্যবহার করুন থ্রি ফ্লাওয়ার্স ভ্যানিশিং ক্রীম—নিজের প্রসাধন-নিপুণ চেহারা দেখে মুগ্ধ হবেন। অমনি দেহত্বককে সজীব করে তোলে এই সুন্দর, সরস ও স্নিগ্ধকর ক্রীম।

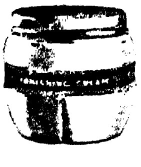

THREE FLOWERS
Trade Mark

প্রস্তুতকারক
Richard Hudnut

ভ্যানিশিং ক্রীম
......ও ক্লীনসিং ক্রীম
লণ্ডন : প্যারিস : নিউইয়র্ক

অর্জুন গুপ্তকে [illegible] আলোককুমার ও [illegible] চেষ্টার কথা—[illegible] প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় [illegible]। [illegible] অর্জুন গুপ্ত। [illegible] তীব্র তিরস্কার করেন এবং [illegible] প্রতিষ্ঠানে। [illegible] তীব্র অপমান করেন।

এই অবস্থায় [illegible] আলোককুমার। [illegible] অর্জুন গুপ্তের [illegible]। [illegible] কাজ করবে না এই প্রতিষ্ঠানে। অর্জুন গুপ্তের [illegible] ও [illegible] করবে।

অর্জুন গুপ্তের [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] এই [illegible] ষড়যন্ত্র [illegible]।

[illegible]

[illegible]

প্রকৃত আসামী কে [illegible] এই [illegible] ব্যাপারে [illegible] পরিচালক [illegible] পুলিস ইন্সপেক্টরের [illegible] আসল পরিচয় জানার জন্য [illegible] দেয় এবং তারপর [illegible] চরিত্রের সন্দেহ-


[illegible] মুখোপাধ্যায়ের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

॥ দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ ॥ ৬·৫০ ॥

[illegible]

॥ গৃহ ও প্রাঙ্গণ ॥ ৩·০০ ॥

অতুল চক্রবর্তী

[illegible]

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা বারো ॥



শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

[illegible] "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের [illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত
(৫ম মুঃ) ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর
ভারতকথা ॥ ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·০০ টাকা
অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা
ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·০০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউন্টব্যাটেন
(২য় মুঃ) ৭·৫০ টাকা

[illegible]
চার্লস চাপলিন ৩·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

এলিট প্রত্যহঃ ৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়

বড়দিনের শ্রেষ্ঠতম প্রমোদাকর্ষণ !!

মোহময়ী এক নারী—পরিপূর্ণ যৌবনের রূপলাবণ্যে সে ছিল বহু পুরুষের প্রণয়ের মধ্যমণি—তারই বিচিত্র বহুমুখী প্রেমের অনন্যসাধারণ কাহিনী!

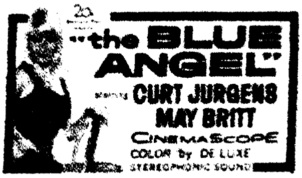


( কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য )

নিয়মিত এলিটে ছবি দেখুন !!!

এ-ভি-এম প্রযোজিত হিন্দী চিত্র 'বরখা'র নায়ক বেশে জগদীপ। ছবিখানি আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে

জনক পারিবারিক ও কথাবার্তার মধ্যে চরিত্র যেন কুয়াশা এক রহস্যের রোমাঞ্চকারী দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। কাহিনীর সমগ্র-পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিতে ও বাড়ি সমস্ত নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক একটি চিত্তাকর্ষক রহস্য নাটকের যে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন নাট্যামোদীদের কাছে সেটা অভূতপূর্বই মনে হবে। পুলিশ ইন্সপেক্টরের জেরা ও বিভিন্ন চরিত্রের জবানবন্দীর মধ্যে একটি রহস্য নাটকের রসকে আবদ্ধ করে রাখা যার ফলে দর্শকের দৃষ্টি ও স্মৃতি সর্বক্ষণ মঞ্চের দিকে নিবদ্ধ থাকে, তাও নাট্যপরিচালকের পক্ষে কম গৌরব ও কৃতিত্বের কথা নয়। নাটকটির মূল রহস্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক ছদ্মবেশধারীকে কয়েকটি রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার মুহূর্ত সৃষ্টি করে তুলেছেন। এই রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার মুহূর্তগুলিকে সুকৌশলে নাটকের 'সাসপেন্স' বজায় রেখেই কাজে লাগানো হয়েছে। দর্শক যখন তাঁর নিজের মনের যুক্তি দিয়ে কোন একজনকে প্রকৃত আসামী ভেবে নিয়েছেন, তখনই অন্ধকার ঘরে দেখা গেছে অশরীরী [illegible] মতো মাথা-মুখ কালো পোশাকে ঢাকা কখনও রহস্যজনক, আবার কখনও রোমাঞ্চকর কাজে লিপ্ত এক অপরাধকারীর। অথবা সম্পূর্ণ রূপে এক [illegible] যে রাত্রে অন্দরের ঘরে ঢুকে কি যেন একটা জিনিস হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়। দর্শকের উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলকে নিয়ে এমনি নিপুণভাবে লুকোচুরির খেলা খেলে গেছেন পরিচালক। এই খেলায় সুখ ও [illegible] পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন দর্শক এক অদ্ভুত রহস্য রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার উপাদানের মধ্যে নিজেদের [illegible] নাটকটি রসের আস্বাদনে চরিত্রের [illegible] হাজির হয়েছে।

নাটকের রহস্য রোমাঞ্চ রসের সঙ্গে হাস্যরস ও কৌতুকের অবতারণাও [illegible] নাট্যকার পরিচালক। নাটকের অধিকাংশ চরিত্রগুলি [illegible] ও [illegible] অতুল [illegible] চরিত্রটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়নি নাটকে।

অভিনীত অভিনয়-উৎকর্ষ নাটকটির একটি বড় দিক। [illegible] চরিত্রে [illegible]


রমণীজনের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য

কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লিঃ
রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ-১৪



"...পরিচয়লিপি থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ছবিটি জুড়ে রয়েছে পরিচালকের সৌন্দর্যবোধ, সংযম আর সুরুচির নিদর্শন" : আনন্দবাজার পত্রিকা

তপন সিংহের শ্রেষ্ঠ চিত্র

ক্ষণিকের অতিথি

মিনার ঃ বিজলী ঃ ছবিঘর

ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

য়ার পরিচালকের অভিনয়ভাবনা ও রূপ সজ্জাটি সুন্দরভাবে আরোপ করেছেন। অভিনয়ের গুণে চরিত্রটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখে। কৌতুকাভিনেতা প্রসাদের ভূমিকায় জহর রায় প্রায় সর্বক্ষণই দর্শকদের হাস্যরসে মাতিয়ে রাখেন। মরণাপন্ন বোনের অসুখ নিয়ে তাঁর বাবার [illegible] দর্শকের মনে দাগ কাটে। নাটকটির মূল রসের সঙ্গে [illegible] একটি [illegible] রস সঞ্চার করে গেছেন এই [illegible] শিল্পী। অলোককুমারের চরিত্রে [illegible] চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটিকে স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ করে তুলেছেন। [illegible]

[illegible]

[illegible] দর্শকদের প্রশংসার অধিকারী।

**বিদেশে সংস্কৃত নাটকের সমাদর**

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত শূদ্রকের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিক' বর্তমানে আমেরিকাবাসীদের [illegible] রঙ্গমঞ্চের একটি প্রধান আকর্ষণ। এই নাটকটি—যেটির নামকরণ হয়েছে 'আন ইণ্ডিয়ান বিউটি'—সেখানকার জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের সমালোচকদের কাছে বিপুল-ভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সেতু রচনার একটি প্রশংসনীয় উপায় হিসেবে এই নাট্য-প্রযোজনাটিকে অভিহিত করা হয়েছে সেখানকার সংবাদপত্রে।

আমেরিকার রঙ্গালয়ের প্রধান শিল্পীরা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন। বসন্তসেনার ভূমিকায় [illegible] ও [illegible] অভিনয়ে দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। চারুদত্তের চরিত্রে [illegible] অভিনয়ের [illegible]


রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

**খৃষ্ট**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- রবীন্দ্রনাথ খৃষ্ট-জীবন ও বাণীর যে ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময়ে (১৯১০ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল) করিয়াছেন এই গ্রন্থে তাহা একত্র সংকলিত হইল।
- এই গ্রন্থে সমাহৃত অধিকাংশ রচনা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।
- অবনীন্দ্র ও নন্দলাল অঙ্কিত খৃষ্ট-চিত্রে ভূষিত।
- মূল্য আড়াই টাকা

**বিশ্বভারতী**



॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥

**জ ল সা**

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
**মদনভস্ম**

রমাপদ চৌধুরীর
**লেখালেখি**

সাগরময় ঘোষের
**সম্পাদকের বৈঠক**

গৌরকিশোর ঘোষের
**ব্রজবুলি**

শচীন ভৌমিকের গল্প
**একটি নিছক প্রেম**

এ ছাড়া নিয়মিত অন্যান্য বিভাগীয় রচনা।

জলসা । ৩বি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা—১৪

বিশ্বরূপা
(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)
(ফোন—৫৫-১৪২৩)
বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৬॥টায়
রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬॥টায়
মধুসংলাপী বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্যের
সেতু
(কিরণ মৈত্রের কাহিনীর নাট্যরূপ)
পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তাপস সেন
শ্রেঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ
তরুণকুমার, রবিরায়, সন্তোষ, তারক,
কমলা, মাঃ দীপক, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা,
সুমিত্রা, আরতি
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)


নাটকটির প্রযোজক ও শিল্পনির্দেশক রূপে রয়েছেন আল্লাক কুন্নিরেক ও বেদিতীর আফানাজি। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন দুজান্‌গির দুজান্‌গিরজ।

নাটকটির সাফল্যের অন্যতম দুটি কারণ রূপে বর্ণিত হয়েছে এর সাঙ্গীতিক আবেদন ও অপরূপ দৃশ্যসজ্জা। প্রথম দিন থেকেই নাটকটি পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়ে চলেছে।

### পরলোকে রঞ্জিত রায়

বাংলা ছায়াছবি ও রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত নট রঞ্জিত রায় গত ১৯শে ডিসেম্বর ৫৬ বৎসর বয়সে হৃদরোগে পরলোকগমন করেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর ও হিন্দুস্থান রেকর্ডের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তিনি প্রচুর যশ অর্জন করেন। রঙমহল, মিনার্ভা, স্টার ও শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে এবং অগণিত ছায়াছবিতে জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার অন্যতম শিল্পী ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র দেড় মাস আগে তিনি কর্মত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। আমরা এই জনপ্রিয় শিল্পীর স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি।


— আমাদের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই —

| | | |
|---|---|---|
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ঢেউয়ের পরে ঢেউ | — ৪, |
| শ্রীবাসব | ক্লান্ত বিনোদিনী | — ৪, |
| " | এক মুঠো মাটি | — ৪, |
| প্রফুল্লকুমার মণ্ডল | আতলান্তিক | — ৪, |
| প্রমথনাথ বিশী | এলার্জি | — ৩, |

বিশ্ববাণী ১১এ বারানসী ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা—৭



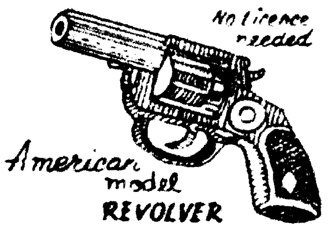

বনভোজন, ভ্রমণ, নাটক ইত্যাদি উপলক্ষ্যে এর জোরালো গুলী আপনার পরম বন্ধুর কাজ করবে। হুবহু আসল ও বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড আওয়াজ ও চোখ-ঝলসানো আলো আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।
মূল্য: টাঃ ৮, ১০, ১১,
নং ৫৫৫ ৮৮৮ ৯৯৯
বিনামূল্যে ২০০ গুলী। ২৫টি আইরিশ গুলী টাঃ ১।৫০, ১০০টি গুলী ৫, টাকা। চামড়ার কেস ৬, টাকা। কার্ট্রিজের আসল গ্রীজ বোতল ১, টাকা। ডাকব্যয় ২, টাকা। দুই বা ততোধিক পিস্তলের জন্য ডাকব্যয় লাগে না। কেবল ভি পি পি-তে মাল পাঠান হয়।
নিউ ইয়র্ক এজেন্সিজ (ইণ্ডিয়া)
পোষ্ট বক্স নং ৬০১১ বোম্বাই—৭।


# চিত্রালোচনা

বড়দিনের বাজারে মাত্র একখানি নতুন ছবির মুক্তি, তাও আবার হিন্দী। একদিক দিয়ে একে রেকর্ড বলা যেতে পারে। যে ছবিটি বড়দিনের উৎসবের মানরক্ষা করল, তার নাম হিন্দী ইংরেজী — ‘লাভ ম্যারেজ’। সুবোধ মুখার্জির এই ছবিটিতে অভিনয় করেছেন দেব আনন্দ, মালা সিনহা, প্রাণ, অভিভট্টাচার্য প্রভৃতি এবং এতে লেখকের স্ক্রিপ্ট রচনা ও পরিচালনা দুটোরই প্রশংসা যোগ্য। কাহিনীর মধ্যে ক্রিকেট, প্রেম, অভিমান এবং কিছুটা হাস্যরস আছে। এই সর্বজনপ্রিয় ছবিটির সুরকার শংকর জয়কিষণ ও গীতিকার হসরত জয়পুরী। প্রেম ধাওয়ানের গানে সুর দিয়েছেন চিত্রগুপ্ত।

• • •

সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে যে ছবিটিকে রূপ দিয়েছেন, সেই পরিচালক অমিতাভ ঘোষ-মজুমদার—তার নাম ‘মাটি’। সারা ভারতের অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ জায়গায় নতুন শিল্পী সমাবেশে ছবিটি শুটিং হয়েছে। এর আগে কেউ কোথাও দেখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই ছবির যেমন বাস্তবতা তেমনি কল্পনারও অপূর্ব সমন্বয়ে শিল্পী ও কলাকুশলীদের সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে যে অসাধ্যসাধন করেছেন, তার সর্বভারতীয় প্রদর্শনী নিয়ে সমস্যা। চিত্রগ্রহণে আছেন সঙ্গীতে কণ্ঠ সঙ্গীতে এবং সঙ্গীতপরিচালনায় আছেন যথাক্রমে দীপক সেনাধ্যক্ষ, সুধীন দাশগুপ্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মধু বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটির প্রযোজনা করেছেন এস এম ফিল্ম ইউনিট।

•

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চিত্রকল্প তাঁদের প্রথম ছবির নামকরণ করেন ‘মেঘে-ঢাকা তারা’। পরে ছবিটির নাম বদলে রাখা হয় ‘ফেনামুখ’। ছবিখানির পরিবেশক চণ্ডী পিকচার্স সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, ছবিটির আগেকার নামই, অর্থাৎ ‘মেঘে-ঢাকা তারা’ পুনর্বহাল করা হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ‘ফেনামুখ’ নামে

আর একটি ছবি বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলা হচ্ছে। জি শঙ্কর অ্যান্ড কম্পানি এর নির্মাতা।

বাসক পিকচার্সের নবতম অবদান 'সাথী-হারা'-র কাজ সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় দ্রুত এগচ্ছে। বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত পরিচালক ফণি মজুমদার 'সাথী-হারা'র কাহিনীকার। উত্তমকুমার ও মালা সিংহ এর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। হেমন্তকুমার সুর যোজনার ভার পেয়েছেন।


মিনার্ভা থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রীট :: ফোন : ৫৫-৪৪৮৯

বিশ্ব অনাথদের পাঠশালায়, হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে হাজার ফুট তলায় অন্ধকার প্রাচীরে বন্দী হয়ে থাকে যারা—একমাত্র সেই মানুষ যারা তার মুখোশ নিয়ে ঘর বাঁধবে একদিন।

অঙ্গার

নাটক ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত

সুর: রবিশঙ্কর — লোকসঙ্গীত: নির্মল চৌধুরী

প্রধান উপদেষ্টা—তাপস সেন

উদ্বোধন : মজুরের রামনারায়ণের পবিত্র জন্মদিনে শনিবার ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টায়

তারপর প্রতি বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥টায়

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি 'দেবী'-র একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস

টি কে বি প্রোডাকশন্সের প্রথম ছবি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্প অবলম্বনে। পরিচালনা করবেন অজিত সেন। প্রধান স্ত্রী চরিত্রে দেখা যাবে সুচিত্রা সেনকে। ছবির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

বংশীবদন্তী পিকচার্সের প্রথম ছবি 'নতুন ফসল'-এর প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। পরিচালক নিরঞ্জন দে ইতিমধ্যেই নব-সঙ্গীত সোম্রাজ্যের সুরসংযোজনার কাজ করেছেন ... জন্য। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা সাহা, তুলসী চক্রবর্তী ও প্রতিমা।

**পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন**

পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ আমীর খাঁ, দীপালি নাগ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, এ কানন, চিন্ময় লাহিড়ী, শিবকুমার মুখোপাধ্যায়, কমল মল্লিক, মানস রায়, কিষণ মহারাজ, মহাপুরুষ মিশ্র, লতিফ খাঁ প্রভৃতি। নৃত্য পরিবেশন করবেন সীতা চক্রবর্তী। রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে অংশ গ্রহণ করবেন দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' পরিবেশন করবেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। নির্মল চৌধুরী ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ লোকসঙ্গীতের কয়েকটি সুনির্বাচিত অংশ পরিবেশন করবেন।

কীর্তন পরিবেশন করবেন রথীন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ। নাট্যানুষ্ঠানে কাকলী থিয়েটারের প্রযোজনায় বিজন ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত 'গোত্রান্তর' অভিনীত হবে।


রঙমহল ফোন ৫৫-১৬১৯

প্রতি শনিবার : ৬॥টায়

রবিবার ও ছুটির দিন : ৩॥—৬॥টায়

মন্মথ বৈরাগীর রসমধুর নাটক

এক পেয়ালা কফি

পরিচালনা : ... রায়

শ্রেষ্ঠাংশে : অরুণ, নবীন, হরিধন, সত্য, জহর, অজিত, বিশ্বজিৎ, শিপ্রা, সন্ধ্যা, দীপান্বিতা, কাবেরী, কেতকী।

*

প্রতি বৃহস্পতি সন্ধ্যা ৬॥টায় এক মুঠো আকাশ


## চিঠিপত্র

"শুভ-বিবাহ" সম্বন্ধে

মহাশয়,

'দেশ'-এর ১১ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'শুভ-বিবাহ' ছবির সুচিন্তিত সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সমালোচনাই শিল্প-সৃষ্টির মানদণ্ড। দুঃখের কথা, আমাদের দেশে অন্তত এই একটি ব্যাপারে নেই বললে

এই যে রবিনসন্স 'পেটেন্ট' বার্লি এসে গেছে!

দেখেন, খোকাবাবু নতুন খেতে ... রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি খোকার দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে শিশুর কোমল পাকস্থলীতে দুধ ছানা বাঁধতে পারে না, কাজেই শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়, ওরা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর ওদের শরীরও গড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক
● ·০২০% আয়রন বি-পি
● ১.৫% ক্রিটা প্রিপ:-এর
সংমিশ্রণ আছে।

● ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করেছে। কিন্তু আলোচ্য সমালোচনায় কয়েকটি বিষয়ে আমি সমালোচকের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

সমালোচনায় বলা হয়েছে, ব্যঞ্জনা ও প্রতীককে দর্শকের নজরে আনবার অত্যধিক আগ্রহ এ-পদ্ধতির সার্থকতা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু আমার মনে হয়, বহুদিন পরে এই একটি ভালো ছবি পাওয়া গেল যেখানে পরিচালক একেবারেই অনুপস্থিত। সুরাপাত্রে দোদুল্যমান ঝাড়ের প্রতিচ্ছবি প্রয়োগ-নৈপুণ্যের যত সূক্ষ্ম পরিচয়ই হোক, দর্শকমন তাতে নাড়া খায় না। ঠিক এই ধরনের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা 'শুভ-বিবাহ'-তে আছে


বড়দিনের ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই!

**বিদ্রোহী বালক ২·২৫**

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাংলা দেশের শিশু ও কিশোর-সাহিত্যে বিদ্রোহী বালক একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। —শিশু-সাথী

**নীলনদের দেশে ১·৫০**

দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প

**রূপকথার দেশে ২·৫০**

রূপকথার মজাদার গল্প

**রুশদেশের উপকথা ২·২৫**

অরুণ ঘোষ

বারোটি সরস উপকথা

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট - কলিকাতা ৬



# গীত-ভানু

'দক্ষিণী' পরিচালিত

**শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন**

১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯

## নূতন শিক্ষাবর্ষ

'জানুয়ারী' মাস থেকে গীত-ভানুর নূতন শিক্ষা-বর্ষ শুরু হবে। এই শিক্ষায়তনে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষাদান করা হয়। আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত তিন বছরের নির্ধারিত পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তি হবার সময়: শনিবার বিকাল ৬—৯ ও রবিবার সকাল ৮—১১।

এম পি প্রোডাকসন্সের 'কুহক' চিত্রের একটি আবেগপূর্ণ দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অগ্রদূত পরিচালিত এই ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে

মনে দাগ পড়ে না। এ-জন্যই রসিক-দর্শক বোধহয় ছবিটিকে নিঃসংশয়ে ভালো বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, সমালোচনায় বলা হয়েছে —ছবিটির ক্লাইম্যাক্স বিলম্বিত হওয়ায় রসহানির কারণ ঘটেছে। আমার মনে হয় তা'ও ঠিক নয়। আমাদের জীবনে সবসময় ঘটনার স্রোত যে একখাতে বয়ে তার কোন মানে নেই। বরং উল্টোটাই প্রত্যক্ষ সত্য। জীবনের কোন একটা মুহূর্তের দিকে আমরা যখন পিছন ফিরে তাকাই, তখন দেখতে পাই সেই ক্ষণে অনেক ঘটনার জড়াজড়ি। শুধু তার মধ্যে একটা মূল সুরকে যিনি অনুভব করেন তিনিই শিল্পী, আর সেই মূল সুরটিকে পাঠক বা দর্শককে ধরিয়ে দেবার নামই শিল্প। এই বিচারে 'শুভ বিবাহ' ছবিটি কি সার্থক নয়? ইতি—

সুখময় ঘোষ
কলিকাতা-৩২

### মন্তব্যে বিপত্তি

মহাশয়,

'দেশ'-এর ১৯ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'শুভ-বিবাহ' ছবিটির সমালোচনা পড়লাম। সমালোচকের সাধারণ মতের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মতের মিল রয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়ে অমিল প্রকাশ না করে পারলাম না। সমালোচক লিখেছেন: "ফ্ল্যাশব্যাকে সন্ধ্যার অতীতের কাহিনীর উপস্থাপনের সময় বঁটি কাটার দৃশ্যটি সাজানো। মনে হয় বঁটি কাটার প্রসঙ্গই [illegible] সন্ধ্যার অন্তর্জীবনকে ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে তার বিয়ের আগে।"

আমার মনে হয়, বঁটি-কাটার দৃশ্যটির ভেতর দিয়ে সন্ধ্যার মানসিক অবস্থার প্রতীকী দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কারণ, দৃশ্যটি ফ্ল্যাশব্যাকে সন্ধ্যার দিক থেকেই দেখানো হয়েছে স্পষ্টভাবে। ইতি—

সুজিত মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৬

### সরকারী গুণগ্রাহিতা

মহাশয়,

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 'মুর্শিদাবাদের ইতিকথা', 'কাঁসারী' ও 'রেশম শিল্পী' নামে আমার তিনটি প্রামাণ্য ছবির বাংলা ও হিন্দী সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি ক্রয় করেছেন। সরকারের প্রচার বিভাগের মারফত আমার ছবির ইংরাজী সংস্করণ নির্দিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে ও করবে। ইতি—

আশীষ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৯

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় ভারত এক ইনিংস ও ১২৭ রানে পরাজয় স্বীকার করেছে। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের দুর্বল ক্রিকেট টীম হার স্বীকার করবে এ কথা আগে থেকেই সবাই ধারণা করে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে এত কাড়াকাড়ি এবং এত সমালোচনার পর আবার ভারতের খেলার প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব দেখা যাবে এটা অনেকেই আশা করেননি।

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠের চমৎকার উইকেট। সে উইকেটকে বল করার পক্ষে ব্যাটসম্যানের স্বর্গ বলা যায়। ভারতের নতুন অধিনায়ক জি এস রামচাঁদ টস জিতে সেই উইকেটে প্রথম ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ১৩৫ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। [illegible] আঘাত খাবার মত ডেভিডসন, বেনো ও মেকিফের বলে সবাই হয় খোঁচা মেরে না হয় ভুল খেলে আউট হয়ে যান। এক প্রথম দিকে নরী কন্ট্রাক্টরের খেলায় বেশ দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরে শেষ দিকে কিছুটা দৃঢ়তা দেখান খেলোয়াড় সুরেন্দ্রনাথ ও অধিনায়ক রামচাঁদ। মঞ্জরেকারের খেলোয়াড় [illegible], যার উপর অনেক কিছু আশা করা গিয়েছিল, তিনিও মাত্র ৯ রানে আউট হয়ে যান। তবু অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং ভাল হয়নি। প্রথম ইনিংসে অন্ততঃ ৬টি ক্যাচ অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ডসম্যানদের হাত থেকে পড়ে গেছে। না হলে আরও কম রানে হয়তো ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে যেত।

প্রথম দিনের খেলায় সবচেয়ে বলবার মত ঘটনা অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিচি বেনোর নিজের বলে তিনটি উইকেট লাভ। টেস্ট খেলায় এ ঘটনা হয়তো বিশ্ব রেকর্ডের পর্যায়ে পড়ে। আপাততঃ এর দ্বিতীয় নজীর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভারতের ইনিংস শেষ হবার পর প্রথম দিনের খেলায় বাকী সময়ে অস্ট্রেলিয়া দল কোন উইকেট না হারিয়ে ২২ রান করে। দ্বিতীয় দিন ভারতীয় দলকে সারাদিন ফিল্ডিং করতে হয়। অস্ট্রেলিয়া করে ৪ উইকেটে ২১৩ রান। স্বীকার করতে হবে এদিন ভারতের ফিল্ডিং ভাল হয়েছে শুধু মঞ্জরেকর কর্তৃক ম্যাকডোনাল্ডের একটি ক্যাচ ফেলে দেওয়ার ঘটনা ছাড়া। দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়া দলের দুই ব্যাটসম্যান নীল হার্ভে ও নর্মান ওনীলের খেলা দর্শকদের খুবই আনন্দ দেয়। দর্শকরা চোখ ভরে উপভোগ করেন দুই নিপুণ খেলোয়াড় নীল ও নীলের উন্নত ধরনের ক্রীড়াকলা। নীল হার্ভে ১১৪ রান করে আউট হন, আর দুর্ভাগ্যক্রমে ওনীল রান আউট হয়ে যান ৩১ রানের মাথায়। এখানে বলা যেতে পারে এই খেলাতেই নীল হার্ভের টেস্ট খেলার বিশতম সেঞ্চুরী পূর্ণ হল। ভারতের বিরুদ্ধে এটা ছিল তার তৃতীয় সেঞ্চুরী। এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে তিনি আরও দু'বার সেঞ্চুরী করেছেন।

তৃতীয় দিন চা-পানের কিছু পরে ৪৬৮ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে যায়। শেষ দিকে উমরীগড় প্রশংসনীয়ভাবে বোলিং করে ৪২ রানে চারটি উইকেট পান। এদিনও ভারতের ফিল্ডিং ভাল হয়, তবে অবশ্য অর্জিল কেন অপ্রস্তুত থাকায় ম্যাকের একটি সহজ ক্যাচ মিস করেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৩৩ রানে পেছনে থেকে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। [illegible] উইকেট ব্যাটসম্যানের পরম সহায়ক হয়, এ অবস্থায়

দিল্লীতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম টেস্ট খেলার আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে দুই দেশের খেলোয়াড়বৃন্দ

ডেনমার্কের কীর্তিমান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় আরল্যান্ড কপসের মারের এক ভঙ্গি

পরাজয় রোধের আশা করা আকাশকুসুম কল্পনার মত। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তবু কোন উইকেট না খুইয়ে ভারত যখন তৃতীয় দিনের শেষে ৪৬ রান করল তখন ক্ষীণ আশা দেখা দিল ভারতের সমর্থকদের মনে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের একটু ভাল খেলার সুনাম আছে। তার উপর দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান পঙ্কজ রায় ও নরী কন্ট্রাক্টর নট আউট আছেন। পরের দিন খেলার বিশ্রাম দিবস। দেখা যাক কি হয়—ভারতের খেলোয়াড়রা দুই দিন উইকেটে টিকে থেকে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে পারেন কি না—এই প্রশ্নই ঘুরতে ফিরতে লাগল সবার মুখে মুখে।

চতুর্থ দিনের সূচনাও ভাল হল। ১২১ রানের মাথায় ভারতের প্রথম উইকেট পড়ল। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় উঠল ১ উইকেটে ১২৮ রান। কিন্তু তারপর ভারতের খেলায় ভাঙ্গন ধরল। এক একজন করে ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে যান আর অল্প সময়ের ব্যবধানে ব্যাট হাতে করে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসেন। ভারতীয় দর্শকদের আশংকার মধ্যে একটি একটি করে বাতি নিভতে থাকে। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের ৪০ মিনিট আগে দেখা যায় ভারতীয় ইনিংসে বাতি দিতে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। ২০৬ রানেই সব শেষ হয়ে গেছে। ভারত পরাজিত হয়েছে এক ইনিংস ও ১২৭ রানে।

দ্বিতীয় ইনিংসে একটুখানি আশার আলো দেখিয়েছেন পঙ্কজ রায়। তার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে মাত্র এক রানের জন্য তিনি শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড।

**ভারত**—প্রথম ইনিংস—১৩৫ (নরী কন্ট্রাক্টর ৪১, সুরেন্দ্রনাথ নট আউট ২৪, জি এস রামচাঁদ ২০; রিচি বেনো ০ রানে ৩ উইকেট, এলান ডেভিডসন ৩১ রানে ৩ উইকেট, লিণ্ডসে ক্লাইন ৩০ রানে ২ উইকেট)।

**অস্ট্রেলিয়া**—প্রথম ইনিংস—৪৬৮ (নীল হার্ভে ১১৪, কেন ম্যাকে ৭৮, ইয়ান মেকিফ নট আউট ৪৫, ওয়ালী গ্রাউট ৪২, লেস ফেভেল ৪১, নর্মান ওনীল ৩৯, এলান ডেভিডসন ২৫, রিচি বেনো ২০; পলি উমরীগর ৪৯ রানে ৪ উইকেট, সুরেন্দ্রনাথ ১০২ রানে ২ উইকেট)।

**ভারত**—দ্বিতীয় ইনিংস ২০৬ (পঙ্কজ রায় ৯৯, নরী কন্ট্রাক্টর ৩৪, পলি উমরীগর ৩২; রিচি বেনো ৭৬ রানে ৫ উইকেট, লিণ্ডসে ক্লাইন ৪২ রানে ৪ উইকেট)।

(ভারত এক ইনিংস ও ১২৭ রানে পরাজিত।)

• • •

মেলবোর্ন অলিম্পিকের ফুটবল খেলায় ভারত চতুর্থ স্থান লাভ করেছিল বলে ফুটবল খেলা নিয়ে আমাদের মনে একটু গর্ব ছিল। আমাদের ফুটবলের কর্মকর্তারা গর্ব করেই বলতেন—বিশ্ব ফুটবলে আমাদের স্থান চতুর্থ। কিন্তু এশিয়ান ফুটবলে সম্প্রতি আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতার পর সেই কর্মকর্তারাই বলতে আরম্ভ করেছেন 'আমাদের ফুটবলের কোথায় যেন ঘুণ ধরেছে, এর একটা বিহিত করতেই হবে।'

অলিম্পিক ফুটবলে আমরা চতুর্থ স্থান লাভ করেছিলাম। এশিয়ান ফুটবলেও চতুর্থ স্থান পেয়েছি। তবে বলতে লজ্জা করে—চারজনের মধ্যে চতুর্থ। অর্থাৎ যোগদানকারী চারটি দেশের মধ্যে আমাদের স্থান সবার নীচে। তাও যদি এশিয়ান ফুটবলের মূল খেলায় এই ফলাফল হত, তবে একটা সান্ত্বনা থাকত। এটা হচ্ছে এশিয়ান ফুটবলের পশ্চিমাঞ্চলীয় খেলা। পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ৮টি দেশ। এর মধ্যে ছয়টি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। তার মধ্য থেকে আবার সিংহল ও আফগানিস্থান শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় না। আগে ব্যবস্থা হয়েছিল নক আউট প্রথায় খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু মাত্র চারটি দেশ যোগদান করায় শেষ পর্যন্ত 'রিটার্ন' লীগ প্রথায় খেলাগুলি পরিচালিত হয়েছে। প্রতি দলকেই ৬টি করে ম্যাচ খেলতে হয়েছে। লীগের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোট খেলা হয়েছে ১২টি।

এর মধ্যে ভারত জিতেছে মাত্র দুটি খেলায়। একটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, আর একটি ইরানের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান ও ইরানের সঙ্গে 'রিটার্ন' লীগে ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। আর ভারত লীগের দুটি খেলাতেই হেরেছে ইসরাইলের কাছে।

লীগ চ্যাম্পিয়ন ইসরাইল প্রতিযোগিতার একটি মাত্র খেলায় হেরেছে ইরানের কাছে। শক্তিশালী ইসরাইলের কাছ থেকে ইরান 'রিটার্ন' লীগেও একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। পাকিস্তানের কাছে ইসরাইলকে আর একটি পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে। এছাড়া ইসরাইল আর কোন পয়েন্ট নষ্ট করেনি। ভারতকে ৩—১ গোলে ও ১—১ গোলে এবং পাকিস্তানকে ২—০ গোলে পরাজিত করেছে।

এই খেলায় [illegible] ও লীগ টেবিল দেখা যাচ্ছে। [illegible] একটি [illegible]। [illegible] ইরানের [illegible]। ইসরাইল, পাকিস্তান ও ভারত তিনটি দেশকেই ইরানের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে এবং [illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible]। একমাত্র ইরান ছাড়া অন্য কোন দেশ [illegible] পরাজিত করতে পারেনি।

পাকিস্তান সম্বন্ধে বলা যায় ভারত ও ইরানের কাছে যারা একটি করে খেলায় যেমন পরাজিত হয়েছে তেমন একটি করে খেলায় এরা [illegible] জয়লাভ করেছে। [illegible] ইসরাইলের কাছে পাকিস্তানকে হারাতে হয়েছে তিনটি পয়েন্ট।

এখন দেখা যাচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলীয় লীগের খেলায় কোন দেশই একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রকাশ করতে পারেনি। খেলার ফলাফলও হয়েছে আন্তর্জাতিক খেলার ফলাফলের মত অপ্রত্যাশিত। অর্থাৎ আজ যে জয়লাভ করল, কালই হচ্ছে তাদের পরাজয়। [illegible] মাত্র [illegible] পশ্চিমাঞ্চলীয় লীগে [illegible] করেছেন। এরা হচ্ছেন ইসরাইলের সেন্টার

ফরোয়ার্ড লেভি এবং ইরানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড জেজাবী। লেভি হ্যাটট্রিক করেন ভারতের বিরুদ্ধে আর জেজাবী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ওমরও ইরানের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় তিনটি গোল করেন, কিন্তু তিনি হ্যাটট্রিক করতে পারেননি। ডিসেম্বরের ৭ তারিখ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে এর্ণাকুলামে। উদ্যোগ আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনা খুব ভাল হয়েছে সকলেই খবর পেয়েছি।

এখন কথা হচ্ছে, এশিয়ান যুব দলের পশ্চিমাঞ্চলীয় লীগের খেলায় ভারতের [illegible]

[illegible]

প্রথম লীগ

ইরান (৩) ইসরাইল (০)
(সাবুলী, হসেইনি ও জেজাবী)

ভারত (১) পাকিস্তান (০)
([illegible])

ইসরাইল (৩) ভারত (১)
(লেভি হ্যাটট্রিক) (বলরাম)

পাকিস্তান (৪) ইরান (১)
(ওমর ৩ ও জাফর হোসেন) (হাকিমপুরাস)

ইসরাইল (২) পাকিস্তান (০)
(লেভি ও স্টেলমাচ)

ভারত (৩) ইরান (১)
(চুনী গোস্বামী, ইউসুফ ও বলরাম) (জেজাবী)

দ্বিতীয় লীগ

ইসরাইল (১) ইরান (১)
(রেনফেল) (জেজাবী)

পাকিস্তান (১) ভারত (০)
(আকবুল্লা)

ইরান (৪) পাকিস্তান (১)
(জেজাবী হ্যাটট্রিক ও জামালী) (আবদুল কাদের)

ইসরাইল (২) ভারত (১)
(স্টেলমাচ ও লেভি) (বলরাম)

ইসরাইল (২) পাকিস্তান (২)
(ওমর ও গফুর) (রেনফেল ও ডাবারী)

ইরান (২) ভারত (১)
(জেজাবী ২) (ইউসুফ খাঁ)

লীগ টেবল-এ চারটি দল

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | পা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইসরাইল | ৬ | ৩ | ২ | ১ | ১০ | ৮ | ৮ |
| ইরান | ৬ | ৩ | ১ | ২ | ১১ | ১০ | ৭ |
| পাকিস্তান | ৬ | ২ | ১ | ৩ | ৮ | ৯ | ৫ |
| ভারত | ৬ | ২ | ০ | ৪ | ৭ | ৯ | ৪ |

• • •

এবার জাতীয় [illegible]

[illegible]

[illegible] খেলেই তিনি নাটেকারের কাছে হার স্বীকার করেন। তারপর পশ্চিম ভারতের আর দুটি প্রতিযোগিতায় নাটেকারকে হারিয়ে কপন প্রমাণ করেন যে বোম্বাইয়ের হার তার খেলার উন্নত মাপকাঠি নয়। জামশেদপুরেও কপনের কাছে নাটেকারকে স্ট্রেট গেমে হার স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু সিঙ্গলসের খেলাতেই নয়। ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের খেলাতেও বিজয়ীর [illegible] ভারতের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন ট্রি-ক্রাউন লাভ করেছেন। মেয়েদের সিঙ্গলস বিজয়িনী হয়েছেন কেরলের কুমারী মীনা শাহ বোম্বাইয়ের মিসেস প্রেম পরাশরকে পরাজিত করে।

জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের পর [illegible] নাটেকার প্রথম এবং [illegible] দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। মেয়েদের [illegible] প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন মহারাষ্ট্রের কুমারী মীনা শাহ, মিসেস প্রেম পরাশর ও [illegible]।

নীচে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার ফলাফল দেওয়া হল—

**পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল**

[illegible] ১৫—৭, ১৫—৮ পয়েন্টে নন্দু নাটেকারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

**মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল**

মিস মীনা শাহ (মহারাষ্ট্র) ১১—৮, ১০—১২, ১১—৮ পয়েন্টে মিসেস প্রেম পরাশরকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

**মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল**

[illegible] ১৫—৫, ৯—১৫, ১৫—৯ [illegible] এবং মিসেস প্রেম পরাশরকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

**মিক্সড ডাবলস ফাইনাল**

[illegible] ১৫—৮, ১৫—৮ [illegible] (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

**ডাবলস ফাইনাল**

[illegible] (বোম্বাই) [illegible] পরাজিত করেন।

**জুনিয়র বালক ফাইনাল**

[illegible] পরাজিত করেন।

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

১২ই ডিসেম্বর—পৃথিবীতে সর্বাধিক সংখ্যক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের দিক হইতে ভারতের স্থান তৃতীয়। বিশ্বের দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সম্বন্ধে আজ ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তিকায় ইহা বলা হইয়াছে।

খাদ্যের ক্ষেত্রে কোন অদৃষ্টপূর্ব বিপর্যয় ঘটিলে দেশে যাহাতে খাদ্যের অনটন না হয় তাহার ব্যবস্থা করার জন্য এক বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের একটি মজুত ভাণ্ডার গঠন করা হইবে বলিয়া খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস পাতিল আজ রাজ্যসভায় এক উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

১৫ই ডিসেম্বর—আজ রাজ্যসভায় দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে দুই ঘণ্টাব্যাপী এক আলোচনার সূত্রপাত করিয়া কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য শ্রীভূপেশ গুপ্ত "দণ্ডকারণ্য কেলেঙ্কারী" সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার পদত্যাগ দাবি করেন।

পাসপোর্ট পুনর্নবীকরণ অথবা নূতন পাসপোর্ট ইস্যু করিতে বিলম্ব হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের যে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা দূর করার জন্য করাচী ও ঢাকায় ভারতীয় কূট-নৈতিক মিশনের প্রতিনিধিগণ পাক-কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন বলিয়া দিল্লির সংবাদে প্রকাশ।

১৬ই ডিসেম্বর—১৯৬০ সালের ৫ই জানুয়ারীর পূর্বে রাজ্যে আগত বিদেশীদের অস্থায়িত্ব পারমিট লইতে হইবে বলিয়া পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় আকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ মত প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স ও তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের সিলেবাস গৃহীত হয়। ঐ নূতন সিলেবাস ১৯৬০—৬১ সালের সেশন হইতে চালু হইবে।

অদ্যকার অপরাহ্নে রাউরকেলায় ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত ও লৌহের পাত নির্মাণ ও কাটাই (স্লাবিং অ্যাণ্ড ব্লুমিং মিল) কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে কাজ আরম্ভ হয় এবং প্রথম ইস্পাতের পাতটি কারখানা হইতে বাহির হইয়া আসে।

১৭ই ডিসেম্বর—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ বি পট্টভি সীতারামাইয়া অদ্য সকালে হায়দরাবাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

বহুত মুদ্রাপাচার ছাড়া অসমানী [illegible] সম্পর্কে স্টার্লিং ও ডলার এলাকার মধ্যে পার্থক্য উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আজ নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

আজ কলিকাতার জেলা শাসকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত দুই ঘণ্টাব্যাপী এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে হাওড়া পোর কর্মচারীদের ২০শে ডিসেম্বরের প্রস্তাবিত ধর্মঘটের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হওয়ায় উক্ত ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

১৮ই ডিসেম্বর—শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের উপর ৯০ দিনের নোটিশ জারী করা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপত্তি তুলিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ অদ্য রাইটার্স বিল্ডিংসে রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসার-গণের এক সম্মেলনে প্রসঙ্গটি আলোচিত হয় এবং আপাততঃ ঐ নোটিশ জারী বন্ধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

অদ্যকার উড়িষ্যা বিধান সভায় রাজ্য হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানির ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে দুইদিনব্যাপী আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে রাজ্যের ক্রেতা ও উৎপাদকের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া খাদ্যশস্য রপ্তানির ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের ভার দেওয়া হইয়াছে।

১৯শে ডিসেম্বর—আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় অকস্মাৎ জি টি রোডের উপর অবস্থিত মুদিয়ালিতে এক বিধ্বংসী অগ্নি-কাণ্ডের ফলে প্রায় ২৩টি দোকান ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০,০০০ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

২০শে ডিসেম্বর—চীনের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুকে আলোচনার জন্য আহ্বান করিয়া যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী উহার উত্তরের খসড়া লইয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থের সহিত আলোচনা করেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্ভবতঃ চীনা প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের প্রস্তাব সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইবে না। বিতর্কমূলক কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানাইতে বলা হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

১৪ই ডিসেম্বর—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আজ ইরাণী মজলিসে (পার্লামেন্ট) ভাষণ দান প্রসঙ্গে পশ্চিমী গোষ্ঠী কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত সেন্টো জোটের পক্ষে সুদৃঢ় সমর্থন জানান। প্রেসিডেন্ট ও ইরানের শাহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক যুক্ত ইস্তাহারে সেন্টো (বাগদাদ চুক্তির উত্তরাধিকারী) জোটকে সমর্থন জানানো হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ আজ পুনরায় ভারতকে তিন বৎসরের জন্য অছি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের অছি এলাকার শাসন কার্যের তদারকী করাই অছি-পরিষদের মুখ্য কাজ।

১৫ই ডিসেম্বর—নিরপেক্ষ নেপালী সংবাদপত্র স্বতন্ত্র সমাচারে আজ এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে কয়েকদিন পূর্বে চীনা সেনাবাহিনী মধ্য-পশ্চিম নেপালে প্রবেশ করিয়াছে এবং নেপালী এলাকায় চীনা পতাকা উত্তোলন করিয়াছে।

রাজ্যের প্রেসিডেন্ট ঐ উইল ম. ১৯শে ডিসেম্বর হইতে দশ দিন সময় [illegible] বিবাহ [illegible] আজ ঘোষণা করিয়াছেন।

১৬ই ডিসেম্বর—প্যারিসে ইউনিয়ন নিউজ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুর বিদ্যমান তাঁহাদের সাম্প্রতিক দিল্লি আলোচনায় তিব্বতের বিষয় আলোচিত হওয়ায় চীনের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেন।

১৭ই ডিসেম্বর—কাঠমাণ্ডুতে চীনা দূতাবাস [illegible] একটি বিশেষ [illegible] একটি [illegible] প্রচারিত হইয়াছে। [illegible] বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যরা ঐ সব স্থানে আক্রমণ ও অধিকার স্থাপন করিয়াছে।

১৮ই ডিসেম্বর—চীনের প্রধান মন্ত্রী শ্রী চু এন লাই চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা [illegible] জানাইয়াছেন। তিনি আলোচনা শুরুর দিন ধার্য করিয়াছেন আগামী ২৬শে ডিসেম্বর, স্থান—চীনের যে কোন জায়গা কিংবা রেঙ্গুন।

প্রেসিডেন্ট [illegible]

[illegible] একটি আবেদন [illegible]

১৯শে ডিসেম্বর—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য ২৬শে ডিসেম্বর এক বৈঠকের প্রস্তাব করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট চীনের প্রধানমন্ত্রী যে পত্র দিয়াছেন—তাহার মূল বক্তব্য আজ পিকিং ও [illegible] প্রকাশিত হয়। তবে উভয় সরকারই এই সম্পর্কে কোন মন্তব্য করে নাই।

২০শে ডিসেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেঃ আয়ুব খাঁ আজ লণ্ডনে বলেন যে, কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সামরিক জোট স্থাপনের বিষয় বিবেচনাই করিতে পারেন না।

কর্তৃপক্ষ মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, এপ্রিল মাসে প্যারিসে পূর্ব-পশ্চিম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভের নিকট প্রস্তাব করা হইবে বলিয়া পশ্চিমী নেতৃবর্গ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক ২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

পিয়ার্স
... সুন্দরী
নারীদের
ঐতিহ্য
PEARS
TALCUM
PEARS
TRANSPARENT
SOAP
"পিয়ার্স" নামটি সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল পিয়ার্সে
তাদের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়ার্স সাবানের সাহায্যে
তাঁদের লাবণ্যের যত্ন নেন — পিয়ার্স আসল
গ্লিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে এত বিশুদ্ধ এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মখমলের মত মোলায়েম পিয়ার্স ট্যালকম
পাউডারে অপূর্ব সুগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিশুদ্ধতা।
আপনার সৌন্দর্য্য
চর্চায় নিয়মিত
পিয়ার্স ব্যবহার করুন
এ আর এক পিয়ার্স লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

REG. NO. C. 2109

রাজশেখর বসু
মহাভারত ১২·০০ রামায়ণ ৬·৫০
চলন্তিকা (অভিধান) ... ৬·৫০

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্পাদিত
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ৭·০০

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত
পৌরাণিক অভিধান ... ৭·০০

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সংকলিত
বিজ্ঞান-ভারতী ... ৪·৫০

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
পৌরাণিক উপাখ্যান ... ৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম) ... ৫·০০

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা ... ২·০০

[illegible]
মন্দিরময় ভারত
প্রথম খণ্ড ৫·০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৩·৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পথের দাবী ৬·০০
বিপ্রদাস ৫·০০
দত্তা ৩·০০
শেষের পরিচয় ৩·০০
শ্রীকান্ত (নাটক) ২·৫০
পরিণীতা (,,) ১·৫০
ছেলেবেলার গল্প ·৮৫
শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ [illegible] খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রতি খণ্ড ৯·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
জাপানে ৬·৫০ পথে প্রবাসে ৩·৫০
রূপের দায় ৩·৫০ কামিনীকাঞ্চন ৩·০০

সুবোধ ঘোষের
শতকিয়া ৪·০০ থির বিজুরী ৩·০০
ফসিল ২·৫০ জতুগৃহ ৩·৫০
প্রাচীন মিশর—[illegible] ৫·৫০

[illegible]
[illegible] ইত্যাদি গল্প ... [illegible]·০০
[illegible] ইত্যাদি গল্প ... ৩·০০
[illegible] ৩·০০ [illegible] ২·৫০
[illegible] ২·৫০ [illegible] ২·৫০

বিনয় চৌধুরী
[illegible] মহানদী ... ৩·৫০

বুদ্ধদেব বসু
কালিদাসের মেঘদূত ... ৬·০০
মৌলিনাথ (উপন্যাস) ... ৪·০০
শেষ পাণ্ডুলিপি ... ৩·২৫
আধুনিক বাংলা কবিতা ... ৮·০০

[illegible] কবিতার বই
[illegible] ... ২·০০
নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত
কাব্য দীপালি ... ৭·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible] (নাটক) ... ২·০০
[illegible] নাটক ১·৫০ [illegible] ১·৫০

মৈত্রেয়ী দেবী
ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ ... ২·৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



॥ আনকোরা নতুন বই ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস মিলনান্তক ৪॥

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
পরিশোধ ৪॥

কবিশেখর কালিদাস রায়ের
সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫৲

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
আধুনিক বাংলা কাব্য
— ছয় টাকা —

নিরুপমা দেবীর
প্রত্যর্পণ ৩৲
শ্যামলী ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
উত্তর ফাল্গুনী ৩॥
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৫৸০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
মহান ঐতিহাসিক উপন্যাস
বহ্নিবন্যা ৮॥

আশাপূর্ণা দেবীর
ছাড়পত্র ৪॥
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
অনমিতা ৪৲
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲, চেনামহল ৫৸০

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
জীবনজাহ্নবী ৬॥০

কালীপদ ঘটকের
চন্দন বাহিরা ৫৲

[illegible]
অপরূপা ৫॥০

[illegible]
শ্রীমতী আর্ডের ৪॥০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সমুদ্র সফেন ৪॥
পঞ্চতপা ৬॥০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
উপকূলে ৩৲, আরাকান ৫৲
তরঙ্গের পর (যন্ত্রস্থ)

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী (২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ৮॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নবরূপায়ণে

# কুয়াশা

পৌষালী সংখ্যা

তাজমহলের পাথর দেখেছ,
দেখেছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী
বাহিরেতে সাজাহান!

প্রেম আর বিরহ! বিস্ময় আর কৌতূহল! সমস্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর বয়ে আনবে 'কুয়াশা'র বিশেষ পৌষালী সংখ্যাটি। খ্যাতনামা লেখকের দুটি বড় গল্প। একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস ও একটি নাটক। আরো পাঁচটি রহস্য গল্প এবং দুটি বিস্ময়কর নিবন্ধ।

প্রায় আড়াই শ পাতার বই
দাম মাত্র ১৷৷০ টাকা

প্রকাশিত হবে ৭ই জানুয়ারী

## কুয়াশা

রহস্য-রোমাঞ্চ গোয়েন্দা মনস্তত্ত্বমূলক রোমান্টিক ধর্মী মাসিক পত্রিকা

৩৭, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৯



বিদ্যোদয়ের বই

কানাই সামন্ত
**চিত্রদর্শন**
২৫·০০

প্রফুল্ল চক্রবর্তী
**মানব বিকাশের ধারা**
১২·০০

অনিলা দাশগুপ্তা
**স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য জগৎ**
"...এই [illegible] ... [illegible] সেই [illegible] ... [illegible]।"
আনন্দবাজার পত্রিকা : ১০ই ডিসেম্বর '৬১
২·৫০

কপিল ভট্টাচার্য
**বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা**
৪·৫০

নির্মলকুমার বসু
**পরিব্রাজকের ডায়েরী**
৪·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
**মধুমিতা**
"...[illegible] ... এবং [illegible] ... [illegible]।"
আনন্দবাজার পত্রিকা : [illegible] ডিসেম্বর, '৬১
৬·০০

অমরেন্দ্র ঘোষ
**নাগিনী মুদ্রা**
৩·৫০

সুশীল জানা
**সূর্যগ্রাস**
৩·৭৫

**বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র** ॥ শতবর্ষপূর্তি সংকলন
"...[illegible] এই [illegible] বিজ্ঞানী [illegible] ... [illegible]।"
দেশ : ২২শে মার্চ, '৬১
৬·০০

| | | | |
|---|---|---|---|
| ময়ূরাক্ষী | ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·০০ |
| গৃহকপোতী | ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |
| তাপসী | ॥ | প্রফুল্ল রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |
| পথে প্রান্তরে ২য় পর্ব | ॥ | [illegible] | ৪·০০ |
| পরিভাষা কোষ | ॥ | সত্যপ্রকাশ রায় | ১০·০০ |
| শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য | ॥ | খগেন্দ্রনাথ মিত্র | ৭·০০ |
| বক্তব্য | ॥ | ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা | ॥ | ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৬·৫০ |

**মহাভারত** ॥ হেমদাকান্ত চৌধুরী ১২·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিশ্বভারতীর আদর্শ— | | ... ৬২৯ |
| প্রসংগত— | | ... ৬৩০ |
| বৈদেশিকী— | | ... ৬৩১ |
| দ্বিতীয় মত—রঞ্জন | | ... ৬৩৩ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য— | | ... ৬৩৫ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | | ... ৬৩৭ |
| যে পত্নী অর্ধাঙ্গিনী নয়—শ্রীসুধাংশু ঘোষাল | | ... ৬৬৫ |



অ্যাসোসিয়েটেড-এর

৭ই পৌষের বই :

প্রবোধকুমার সান্যালের নতুন উপন্যাস
ইস্পাতের স্বাক্ষর ৩·৫০

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের
লাবণ্যের এনাটমি ৩.

দিলীপ গোস্বামীর
লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৩.

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের
উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩.

## আমাদের প্রকাশিত পাঁচখানি বিবিধ গ্রন্থ ঃ

**রাজশেখর বসুর বিচিন্তা** ২য় সংস্করণ ২·২৫ [illegible]

**দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত** ৩·০০ [illegible]

**শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের অবনীন্দ্র-চরিতম্** ৩·৫০ [illegible]

**নলিনীকান্ত সরকারের শ্রদ্ধাস্পদেষু** ২·৫০ [illegible]

**প্রাণতোষ ঘটকের কলকাতার পথ-ঘাট** ৩·০০ [illegible] কলকাতার ইতিবৃত্ত এই বই ॥

* আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি *

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

গ্রাম ঃ ক্যালকাটার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১


(সি ১০৬৫)

এই বৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

কণাদ গুপ্তের

# অবরোহণ

মূল্য : আড়াই টাকা ● সব দোকানে পাবেন

পাঠাগার - লাইব্রেরী ও সেবাপ্রতিষ্ঠান

আমাদের কাছে এই বই

২০% কমিশনে পাবেন।

কথা-সাহিত্য মন্দির :

৩৪-বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

(সি ১৪১০)

● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত

ভিকি বাউম্ রচিত

প্রকাশিত হইল!!

# গ্র্যাণ্ডহোটেল

● ছয় টাকা ●

**হোটেলের ঘুরোনো-দরজাটা ঘুরছে—অনবরত ঘুরছে দরজাটা**

**—লোক আসছে আর যাচ্ছে**

**—দরজাটা ঘুরছে,—ঘুরছে, দরজাটা ঘুরছে···**

এই দরজা দিয়েই নর্তকী গ্রুসিনস্কায়া, চটুলা ফ্ল্যাম, ব্যারন, ডাক্তার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর সবাই আসা-যাওয়া করছে। বিরাট দুনিয়ারই ক্ষুদ্র-অনুলিপি এই হোটেল:

**গ্রুঃ**......প্রথম জীবনের প্রণয় ওর মনোরাজ্যে বড়রকমের কোনো বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। ওর যা কিছু আশা-স্বপ্ন সবই নৃত্যলোককে কেন্দ্র করে রচিত হ'ত। ওর মনের মানুষ দু-চার জন ছিল বই কি, কারণ হীরা-জহরৎ পোশাক-গাড়ির মতো ও-জিনিসটারও প্রয়োজন ছিল। দিনরাত ওর কাছে প্রেম-নিবেদনের আকুতি নিয়ে কতো লোকই পিছু-পিছু ঘুর-ঘুর করেছে। কিন্তু ওর মনে ছিল সংশয়, **ভালোবাসা** ব'লে কিছু থাকতে পারে এটাই ও বিশ্বাস করে নি তখন।.....কিন্তু এখন.....

**জেনারেল ডিরেক্টর**···যেন ঝাঁপিয়ে পড়েন ওদের ওপর। তাঁর মুখে-চোখে বাঁধন-ছেঁড়ার উন্মত্ততা—কারাগারের দুয়ার ভেঙে বেরিয়ে আসে চুয়ান্ন বছরের ক্ষুধিত, নিপীড়িত জৈব-তাড়নায় উত্যক্ত মানুষ। নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার কী প্রাণপণ চেষ্টা তাঁর। সেই পুরাতন আদর্শবাদী বিবেকের বোঝা-বওয়া মানুষটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় যৌবনতাড়িত বিপ্লবী প্রাইজিং।··· হাউই-এর মতো নিজেকে ছুঁড়ে দিলেন ফ্ল্যামশেনের বাহুর মধ্যে।......

**ক্রিংগেলাইন**···সেই মেয়েটির মুখের ওপর মুখ নিয়ে গিয়ে থমকে ভাবে—এ কোন্ অজানা দ্বীপে অভিযান করতে এসেছে সে!···

**ফ্ল্যাম্**···এতদিন পরে আজ এই প্রথম অনুভব করছে দেহ বিক্রয়ের চেয়ে অনেক বেশী স্বাদ স্বতউৎসারিত দেহদানে।...

**এইরকম হাজারো নরনারীর আনাগোনার চেনা-জানাতে উপন্যাসের দিক্‌দর্শন বিচিত্র। বিশ্বসাহিত্যের সার্থক সৃষ্টি।**

---

**গ্রন্থ-ভবন : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৭**

(সি ১০৯৬)

যুরোপে লেখা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের

চাঞ্চল্যকর ভ্রমণকাহিনী

# ডোভার পেরিয়ে

আর্ট পেপারে উনিশটি ছবি। প্রথম শ্রেণীর কাগজ। প্রথম শ্রেণীর ছাপা। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। মূল্য: ৪·৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স

প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিঃ—১২

(সি ১৪২৭)

# গীত-ভানু

'দক্ষিণী' পরিচালিত

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন

১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা-২৯

## নূতন শিক্ষাবর্ষ

'জানুয়ারী' মাস থেকে গীত-ভানু'র নূতন শিক্ষা-বর্ষ সুরু হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্র কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করা হয়। আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত ছয় বছরের নির্ধারিত পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তি হবার সময়: শনিবার বিকাল ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১১।

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্ম্মলকুমারী মহলানবিশ | | ... | ৬৬৯ |
| শপথ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | | ... | ৬৭৩ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | | ... | ৬৮২ |
| প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | | ... | ৬৮৭ |
| চিত্র প্রদর্শনী— | | ... | ৬৯১ |
| কলের পুতুল—শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায় | | ... | ৬৯৫ |
| বিশ্ববীক্ষা— | | ... | ৭০১ |



এ বছরের সাহিত্য একাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত

**সোহাগপুরা ৪৲**

**দেশবন্ধু-স্মৃতি ১০৲**

"It is the greatest tragedy in my life that I have been drawn to a profession that I do not like."

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী — **রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪৲**

যোগেশ বাগল প্রণীত — **কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৫৲**

প্রমথনাথ বিশী — **বাংলার কবি ৪৲**

প্রবোধ সান্যালের — **এক বাণ্ডিল কথা ৪৲**

গল্প সঞ্চয়ন ৪৲ বন্দীবিহঙ্গ ৩৷৹

সুবোধ চক্রবর্তীর উপন্যাস — **একটি আশ্বাস ৬৷৹**

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস — **অন্য দিগন্ত ৫৲**

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত — **হে অতীত কথা কও ৪৲**

**বউঠাকুরাণীর খাল ৩৲**

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস — **অরণ্য বাসর ৬৲ ডায়মণ্ট ২৷৹**

**সমান্তরাল ৩॥**

প্রশান্ত চৌধুরী রচিত সর্বাধুনিক উপন্যাসখানি "লাল পাথর"এর মত সমাদৃত হবে আশা করা যায়।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ফোন ৩৪-২৯৮৪

॥ ন্যাশনালের কয়েকটি বই ॥

উপন্যাস

**চরকাসেম** ৩·৭৫

ছোট গল্প

**চৈত্রদিন** ৪·০০

অরুণ চৌধুরীর **সীমানা** ১·৭৫

কবিতা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের **কটি কবিতা ও একজন** ২·০০

প্রবন্ধ ও ইতিহাস

নরহরি কবিরাজের **স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা** ৩·০০

নীরেন্দ্রনাথ রায়ের **সাহিত্যবীক্ষা** ৩·০০

রেবতী বর্মণের **সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ** ৩·৫০

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের **ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ** ০·৫০

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ** ০·৩৭

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ১২

১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলকাতা ১৩

= প্রকাশিত হইল =

# পশ্চিম দিগন্ত

## নির্মল চট্টোপাধ্যায়

ইউরোপের বিশিষ্ট মনীষী বার্নার্ড শ', ওয়েলস্, রাসেল, হ্যাভলক্ এলিস, অস্কার ওয়াইল্ড এবং আধুনিক চারিজন মার্কিন ঔপন্যাসিকের উপর লেখা ছয়টি উজ্জ্বল প্রবন্ধের সংগ্রহ। চিন্তার গভীরতায়, দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে ও প্রকাশের প্রসাদগুণে প্রতিটি রচনা অনন্য।

মূল্য—২৲।

**কল্লোল প্রকাশনী:**
এ-১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২



ডন ব্র্যাডম্যানের

**ক্রিকেট খেলার অ আ ক খ—৪৲**

(How to Play Cricket-এর অনুবাদ)।

"ক্রিকেট খেলা শেখার পক্ষে বইখানি চমৎকার। এই গ্রন্থে ক্রিকেট খেলার সমস্ত দিকই বহু ছবির দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন ডন ব্র্যাডম্যান।" —যুগান্তর

"...প্রত্যেকেরই এটা বিশেষ কাজে আসবে এবং প্রত্যেক লাইব্রেরীরও এক কপি করে এ বইটি সংগ্রহ করা উচিত।" —পঙ্কজ গুপ্ত

"...আমি প্রত্যেককে বিশেষতঃ তরুণ বয়স্কদের এই বইটি পড়তে পরামর্শ দিচ্ছি। অনুবাদও হয়েছে খুব স্বচ্ছ সুন্দর।" —বেরী সর্বাধিকারী

**আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স**
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনা, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২।



**উমাচল-গ্রন্থাবলী**

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত

**যোগবলে রোগ আরোগ্য**
(সহজ যৌগিক উপায়ে সর্ববিধ রোগের চিকিৎসাপ্রণালী)—৫।৽

Yogic Therapy—(Simple Yogic Treatment of diseases) Rs. 7/-.

**যৌগিক ব্যায়াম** (আসন-মুদ্রা)—২৲

**যৌগিক ব্যায়াম** (প্রাণায়াম)—২৲

**ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন**—১।।৽

**ঈশোপনিষৎ**
(যুগোপযোগী নবীন ভাষ্য)—২৲

**খাদ্যনীতি ও শিশু-পালন**—১।৽

শ্রীনারায়ণী দেবী অনূদিত

**নিবেদিতা** (লিজেল রেম), যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা সিস্টার নিবেদিতার অপরূপ জীবন-কথা—৫।।৽

**উমাচল প্রকাশনী**
৫৮।১।৭বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি:-৬
ও কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়

(সি ১৪৪০)



## রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ছয়খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস একত্রে গ্রথিত। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য-সাধনার কথা আলোচিত। পাইকা হরফে ঝরঝরে ছাপা, স্বর্ণাঙ্কিত রেক্সিন বাঁধাই, মনোরম প্রচ্ছদপট। [মূল্য: ৯৲ টাকা।]

## SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই শব্দের উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, প্রয়োগের উদাহরণ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, পরিভাষা প্রভৃতি সম্বলিত ১৬৭২ পৃষ্ঠার একটি সর্বজনপ্রয়োজনীয় আধুনিক শব্দকোষ। [১২৲]

## সংসদ বাঙলা অভিধান

৪০,০০০ শব্দের ও ২৫০০ চিত্রের প্রকাশক সংক্ষিপ্ত ব্যুৎপত্তিসহ সর্বশেষ অভিধান কোষগ্রন্থ। [৭৲]

**সাহিত্য সংসদ**
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯।

অন্যান্য পুস্তকালয়েও পাইবেন।



প্রকাশিত হল—

## অবধূতের

নবতম বিস্ময়কর উপন্যাস

# দেবারিগণ

"আজ নয়, কাল নয়—অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে হয়তো এ কাহিনী লুকিয়ে আছে। আশায় মানুষ বেঁচে আছে। আশা করতে দোষ কি যে, এমন একটা সময় আসছে যখন ঘুষ, ভেজাল, ধরাধরি—এই তিন শত্রুর কবল থেকে আমরা মুক্তি পাব। তখনকার সেই অভিশাপমুক্ত জাতির কাছে হয়তো আমার এই কাহিনীটির কিছু মূল্য হবে।"

—— সাড়ে চার টাকা ——

**গুপ্ত প্রকাশিকা**
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| হলুদ আলোর কবিতা (কবিতা) | —শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ... ৭০৩ |
| সুন্দর খেলনাগুলি (কবিতা) | —শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় | ... ৭০৩ |
| পুস্তক পরিচয়— | | ... ৭০৪ |
| প্রেক্ষাগৃহে— | | ... ৭০৯ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | | ... ৭১০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | | ... ৭১৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | | ... ৭২০ |


প্রচ্ছদ—শ্রীনীরদ মজুমদার


লিপিকার দ্বিতীয় বই

নতুন একটি নাম, এবং প্রবল একটি বিস্ময়!

'মরুবেশ' এর চমকপ্রদ সৃষ্টি

**দুস্তর মরু**

বাংলা সাহিত্যের আসরে অনেকদিন আর নতুন কোনও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়নি। লিপিকার দ্বিতীয় গ্রন্থই সেই নতুন বিস্ময়ের বার্তা নিয়ে এসেছে [illegible] এই ছদ্মনামের আড়ালে যিনি আত্মগোপন করে আছেন [illegible] তিনি গিয়েছিলেন দুস্তর মরুর দেশে। তিনি সাংবাদিক, [illegible] এমন সংবাদ, [illegible] যা কেউ সংগ্রহ করতে পারে না। [illegible] সংগ্রহেই তিনি [illegible] রাজপ্রাসাদে, মরুচারীদের [illegible] একদিকে তিনি [illegible] অন্যদিকে [illegible] আর সেই বিচিত্র বিস্ময়ের সমাবেশেই 'দুস্তর মরু' এক চমকপ্রদ অসামান্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।

দাম মাত্র তিন টাকা

লিপিকার প্রথম বই

তারাশঙ্করের একমাত্র প্রবন্ধ-গ্রন্থ

**সাহিত্যের সত্য**

পরিবেশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৯



আগামী বাংলা নববর্ষে বাহির হইবে

রূপসজ্জা, পরিপাটি, রচনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ

নববর্ষ-সংকলন

**মধুরাংশ্চ**

সম্পাদক :

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

প্রকাশক :

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[illegible] "মধুরাংশ্চ" [illegible] নিকট [illegible] লাভ [illegible] বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে [illegible] একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা-সম্ভারে এই সংকলনটি [illegible] পাঠের জন্য, [illegible] "মধুরাংশ্চ" [illegible] গ্রাহক, বিজ্ঞাপন-দাতা, পুস্তক-বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের সহযোগিতা কামনা করি।

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে

**বরণীয়**

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[illegible] মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

বারোটি অপূর্ব

প্রেমের গল্প

**সুভদ্রার ভিটে**

একালের শক্তিশালী কথাশিল্পী

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

একখানি অনবদ্য গল্প-সংকলন

মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

**এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং**

প্রাইভেট লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪—১৬০৬

গ্রাম : প্রকাশিকা

প্রকাশিত হইল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**

প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ

সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত ও পরিবর্তিত এবং কয়েকখানি মূল্যবান চিত্র ও পুঁথির প্রতিলিপিযুক্ত। মূল্য ১২·৫০

পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডের অপরার্ধ মুদ্রিত হইতেছে।

তৃতীয় খণ্ডের নূতন সংস্করণ তৈয়ারী হইতেছে।

**বাংলা সাহিত্যের কাহিনী**—মূল্য ২·২৫

প্রকাশক: **ইস্টার্ন পাবলিশার্স**

৪০-এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলি-৬

---

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদের নিকট পাওয়া যায়

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**—
দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০·০০

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**—
চতুর্থ খণ্ড মূল্য ১০·০০

**ভাষার ইতিবৃত্ত**— মূল্য ১০·০০

**চর্যাগীতি পদাবলী**— মূল্য ১০·০০



# শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী

| | | |
|---|---|---|
| ১। | শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী ... | ৩·০০ ন. প. |
| ২। | শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সংস্করণ) | ·৫০ ন. প. |
| ৩। | গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) ... ... | ·৫০ ন. প. |
| ৪। | দীন মহারাজ ... ... ... | ·৫০ ন. প |
| ৫। | ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ... ... ... | ১·০০ ন. প. |
| ৬। | মাতৃদ্বয় (গৌরীমা ও গোপালের মা) ... ... | ·২৫ ন. প |
| ৭। | ব্রজধাম দর্শন ... ... ... | ১·৫০ ন. প. |
| ৮। | পাশুপত অস্ত্রলাভ (কাব্য) ... ... ... | ৫·০০ ন. প. |
| ৯। | সঙ্গীতের রূপ ... ... ... | ১·৫০ ন. প. |
| ১০। | নৃত্যকলা ... ... ... | ১·০০ ন. প |
| (11) | **Triangle of love** ...... | 1.50 nP |

The bond of unification and relation between Divinity, Self and the manifested world have been dealt in this treatise in a lucid way. The careful reader will find how the essence amidst all variations from changeable manifestations a permanency is obtained which gives solace to the mind, peace and joy.

| | | |
|---|---|---|
| (1(13) | **Federated Asia** ........ | 4.50 nP |
| (14) | **National Wealth** ........ | 5.50 nP |

**মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি**

৫নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

(সি ৬৫৩)



সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

# প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পর্শী উপন্যাস

দাম: ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মনের মানুষ

ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার ট্র্যাজেডি—
করুণ-মধুর ভাবনায় ভরিত রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ

দাম: ৩·০০ টাকা

........ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন ........

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | । | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | । | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| রূপসী রাত্রি | । | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | । | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬·০০ |
| শতকিয়া | । | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | । | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | । | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | । | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | । | সরলাবালা সরকার | ॥ | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | । | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | । | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১·২৫ |

........ প্রকাশের অপেক্ষায় ........

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | । | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

# দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 2nd January, 1960

২৭ বর্ষ ॥ ৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৮ পৌষ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## বিশ্বভারতীর আদর্শ

বিশ্বভারতীর এবারের সমাবর্তন উৎসবে নূতন উপাচার্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ মহোদয় খুব স্পষ্টভাবে তাঁহার দুটি সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন—প্রথম, বিদ্যালয়টির উন্নতি সাধন করিতে হইবে আর দ্বিতীয়, সর্বতোভাবে বিশ্বভারতীর [illegible] কলাত্মক বিদ্যার উপরে জোর দিতে হইবে। [illegible]

প্রথমে বিদ্যালয়টির কথাই ধরা যাক। বিদ্যালয়টিই বিশ্বভারতীর প্রাথমিক ভিত্তি, ইহারই উপরে সমগ্র প্রতিষ্ঠানের সংগঠন [illegible]। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণই আবার সোপানে সোপানে কলেজ ও অন্যান্য স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রবেশ করিবে; বহিরাগতদের পক্ষে কলেজ ও অন্যান্য বিভাগের দ্বার রুদ্ধ হইবে না সত্য, কিন্তু তাহাদের উপরে নির্ভর করিলেও চলিবে না। এখন বিদ্যালয়টি যদি উঠাইয়া দেওয়া হয় বা দুর্বল হইয়া পড়ে তবে বহিরাগত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন, বহিরাগত ছাত্রের এখানে আসিবার আকর্ষণ কি হইবে? তাহারা দেখিবে যে, বিশ্বভারতী আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র নয়। আমাদের আশঙ্কা প্রায় সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগসমূহের ছাত্র সংখ্যা আশাপ্রদ নয়। নিজস্ব বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই যদি বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের প্রতি আকৃষ্ট না হয় তবে বাহিরের ছাত্রদের দোষ দেওয়া যায় না। আমরা যতদূর জানি বিদ্যালয়টি উপেক্ষিত এবং তাহার অবস্থা আশাজনক নয়। অতীতের উপাচার্যগণ বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। এ হেন [illegible] স্মরণ করিয়াই বর্তমান উপাচার্যকে বিশেষ জোরের সহিত বিদ্যালয়টির উন্নতি সাধনের সংকল্প প্রকাশ করিতে হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। বিদ্যালয়টি হইতেছে সমগ্র বিশ্বভারতীর ভিত্তি, প্রাণ ও মূলধন। বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়া যে ছাত্র ক্রমান্বয়ে বিশ্বভারতীর উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহার মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির সংস্কৃতি প্রতিফলিত। এমন ছাত্রের সংখ্যা [illegible]। শ্রীযুক্ত দাশ যদি বিদ্যালয়ের সম্যক উন্নতি করিতে পারেন তবেই বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ পাকা হইবে। আমাদের আশা [illegible] নিরপেক্ষভাবে তিনি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। কলাত্মক বিদ্যাচর্চাই বিশ্বভারতীর আদর্শ। ইতিপূর্বে কোন উপাচার্য বিশ্বভারতীকে উচ্চতর বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে পরিণত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। উচ্চতর বিজ্ঞান তথা যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব দেশে নাই। প্রতি বৎসর নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান দেখা দিতেছে, বস্তুত দেশের মেধা ও মনোযোগ এখন ঐদিকেই আকৃষ্ট। অভাব যথার্থ কলাত্মক বিদ্যা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। যে জ্ঞান হাতে হাতে বাস্তব ফল দেয় না, পরোক্ষভাবে মনকে উদার ও সংস্কারমুক্ত করিয়া সত্তাকে চিরকালীন পটভূমিতে শিক্ষা দান করে এরূপ শিক্ষার স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। আশার এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞানের শিখারূপে বিশ্বভারতী দেদীপ্যমান থাকিবে ইহাই বিশ্বভারতীর সংকল্প—আর ইহাই ছিল প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের আশা। বিশ্বভারতীর সংকল্প বাক্য পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যেখানে সত্যরূপে স্বতঃপ্রকাশ, তাহার দর্শনলাভ উদ্দেশ্যেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। একটা বিজ্ঞান কলেজ ও যন্ত্রবিদ্যা শিখিবার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সে উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না—হয় তো ঠিক উল্টাই হইবে। একমাত্র কলাত্মক বিদ্যার চর্চাতেই পরিপূর্ণ মানুষ গড়িয়া ওঠে। এরূপ বিদ্যাচর্চার স্থানের অভাব দেশের পক্ষে প্রকাণ্ড একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্যা পূরণে বিশ্বভারতীর দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ন্যস্ত। ইহার অন্যথা ঘটিলে বিশ্বভারতী অসম্পূর্ণ হইবে, জাত খোয়াইয়া আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের সামিল হইয়া পড়িবে, বিশ্বভারতীর সে রূপ আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীযুক্ত দাশ কর্মীপুরুষ, নেহরুর বিশ্বাস ভাজন, দেশের লোকেরও আস্থা তাঁহার উপরে আছে আর সর্বোপরি তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বিশ্বাসী। এখন তিনি যদি এই দুটি কার্য, বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন আর কলাত্মক বিদ্যাচর্চার প্রাধান্য স্থাপন করিতে সক্ষম হন তবে বিশ্বভারতীর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার চেষ্টায় বিশ্বভারতী স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের আশীর্বাদ লাভ করিয়া যুগপৎ লোকঋণ ও গুরুঋণ পরিশোধের সাফল্য অর্জন করিতে পারিবেন।

# প্রসঙ্গত

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর অভিভাষণে ঐতিহ্য ও যুগধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছেন। প্রশ্নটি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে উঠেছে, কিন্তু খুব স্থিরভাবেও নয়, স্থায়ীভাবেও নয়। জনৈক ইংরেজ তাঁর একখানি গ্রন্থে লিখেছেন, দু'শো বৎসরের বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন করতে পারেনি, "মাই লর্ড মাউন্টব্যাটেন" তা কয়েক বৎসরেই সম্পন্ন করেছেন। দিল্লিতে এখন আর ককটেল ছাড়া পার্টি হয় না। "মাই লর্ডের" বিদায়-গ্রহণের পর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেছে। এবং এই কয়েক বৎসরে ইংরেজিয়ানা রেসের ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে!

কোট-পেন্টলুন যুগধর্মের অন্তর্গত বলে মনে করার কারণ, অন্য দেশে বহু কাল থেকে এইটিই তাদের জাতীয় পরিচ্ছদ। আমাদের বাংলা দেশেও সে একটা যুগ কেটে গেছে যখন ইংরিজী ভাষা, পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে ইংরেজ হবার স্বপ্নে 'ইয়ং বেঙ্গল' বিভোর হয়ে উঠেছিল। তাদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির তীব্র তেজে। কিন্তু সেই উন্মাদনা কাটতে দেরি হয়নি। অল্পদিনেই বুঝতে পারলে, শুধু ভাষা এবং পরিচ্ছদের সাহায্যে ধর্মান্তর হয়, কিন্তু জাত্যন্তর হয় না। ইংরেজ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মোহ আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এও একদিন কাটবে। আর যতদিন না কাটছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ভয়-ভয়ে থাকবেন।

*

ঐতিহ্য হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। তা মাটির অভ্যন্তরে নিহিত। সেইখানে সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। সেইখান থেকে সে প্রাণরস আহরণ করে। মাটিকোর প্রভাব যে শুধু উদ্ভিদরাজ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, প্রাণীজগতেও তার প্রভাব অপরিসীম। তারই ফলে যেমন ওক গাছ ভারতবর্ষে দেখা যায় না, তেমনি বাঘও দেখা যায় না ইউরোপে। এবং তারই ফলে ধুতি পরলেই ইংরেজ বাঙালী হয় না, তেমনি কোট-পেন্টলুন পরলেই বাঙালী ইংরেজ হয় না।

কিন্তু যুগধর্ম বয়ে চলেছে বায়ু-তরঙ্গে। সেই তরঙ্গ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। তার জন্যে একটি বিশেষ যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও চিন্তাধারার সমগোত্র ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। মাটির ধর্মের সঙ্গে আকাশের ধর্মের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াসের মধ্যেই বিশ্বভারতীর সৃষ্টিতত্ত্ব। কবিগুরুর যে বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতিকতা তা মোটা স্থূল বস্তু নয়। তা আরও সূক্ষ্ম এবং আরও গভীর। শান্তিনিকেতনের সুন্দর পরিবেশে, আম্রকুঞ্জের উৎসব-সভায় ঋষিকবির সেই সূক্ষ্ম সুরটিই শ্রীনেহরুর ভাষণে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু শুধু ধ্বনির মধ্যেই তো চলবে না। তার বাস্তবরূপের ভারও মুখ্যত রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপরই, যিনি একই সঙ্গে বিশ্বভারতীর আচার্যও।

*

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা আজ রাজ্যের সিংহাসনকেও নাড়া দিয়েছে! ছাত্রদের কথা আজ রাজনৈতিক নেতারা ভাবতে আরম্ভ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলছেন এদের কথা, এমন কি, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-সভায় এই কথার উল্লেখ করেছেন। ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় অনেকদিন থেকেই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। ছাত্রেরা এর সমস্ত দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর চাপিয়ে এসেছে, শিক্ষকেরা ছাত্রদের উপর, আর জনসাধারণ চাপিয়ে এসেছে একসঙ্গে শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাব্যবস্থার উপর। 'নটে গাছটি মুড়োলো' সেই সনাতন অভিযোগ-শৃঙ্খলা' ছেলেরা ফেল করে কেন? বিদ্যালয়ে পড়া হয় না। পড়া হয় না কেন? পড়বে কে, ছেলেরা সিনেমা আর খেলায় মশগুল। শিক্ষকদের মাইনে কম। পাঠ্যতালিকার সংশোধন আবশ্যক। তার জন্যে কমিশন বসে। সিনেমা-খেলার উপর কারও হাত নেই। তবে শিক্ষকদের কিছু-কিঞ্চিৎ বেতন বাড়ে। পাঠ্যতালিকারও সংশোধন হয়। কিন্তু নটেগাছটি মুড়োয় না!

এখন প্রশ্ন ওঠে, "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"। 'আগে কহিবার' পালা শুরু হয়েছে। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন, এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ আরও গভীরে। বেকার সমস্যা, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন, ভাষা সমস্যা, প্রাচীন ঐতিহ্য এবং আরও অনেক কিছু এর মূলে রয়েছে। ছেলেদের মনে নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটেছে। এবং যতদিন যুবকদের সঙ্গে তাদের পরিবেশের সমঞ্জস্য ও সঙ্গতি বিধান না হচ্ছে এবং তাদের মনে নিরাপত্তা-বোধ না জাগছে, ততদিন এই অবস্থার উন্নতির আশা বৃথা। অর্থাৎ যে কথা শ্রীনেহরু সূক্ষ্মভাবে বলেছেন ঃ যুগধর্মের সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয়।

*

কলিকাতা রাজভবনে ভারতীয় শিক্ষা পরিষদের সমাবর্তন উৎসবে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ভাষা সমস্যা সম্পর্কে আর একটি কথা বলেছেন ঃ হিন্দী ভাষার প্রসার ভারতে নিশ্চয় আবশ্যক হয়ে পড়েছে সত্য (রাজনৈতিক প্রয়োজনে), কিন্তু যাঁরা হিন্দী-প্রচারে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের লক্ষ্য রাখা উচিত, অনিচ্ছুক স্বদেশে জোর করে যেন হিন্দী চাপিয়ে দেওয়া না হয়। অ-হিন্দী-ভাষীদের এই ভাষার দিকে আকৃষ্ট করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য তার জন্যে প্রচার-কার্যের চেয়ে হিন্দী-সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির দিকেই অধিকতর আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ আরও বলেছেন, বাংলাভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ, উন্নত ও অগ্রসর। হিন্দী সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে বাংলাভাষা থেকে ভারতীয় শিক্ষা পরিষদের ঋণ গ্রহণ করা উচিত। নিজের ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে অন্য ভাষার ঋণ গ্রহণ করাও লজ্জাকর নয়। বাংলাভাষাও ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে যথেষ্ট ঋণ গ্রহণ করেছে এবং ভারতের অন্য কোনো ভাষা থেকে ঋণ গ্রহণেও লজ্জার কোনো কারণ নেই।

*

বলা বাহুল্য, শুধু অনুবাদের সাহায্যেই তা সম্ভব নয়। মূল ভাষার সঙ্গে পরিচয় বিশেষ আবশ্যক। ভারতবর্ষে অনেক ভাষা প্রচলিত এবং তার অনেকগুলিরই জননী এক, সংস্কৃত। সেইজন্যে এবং ধর্মের জন্যেও ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, এমন কি, বেশ-ভূষাগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটা মূলগত গভীর ঐক্য ভারতবর্ষকে এক এবং অখণ্ড রেখেছে। সেই গভীর ঐক্যকে পুনর্জাগরণে আমাদের সাহিত্যের দায়িত্ব অনেকখানি।

সেই মহান উদ্দেশ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়। একটি নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের ৩০তম অধিবেশন বাঙ্গালোরে হয়ে গেল। প্রত্যেক বৎসর বাংলার বাইরে এক একটি রাজ্যে এর অধিবেশন হয় এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সেই রাজ্যের কিছুটা পরিচয় সাধিত হয়। অপরটি নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন। সম্প্রতি মাদ্রাজে এর অধিবেশন হয়ে গেল। এখানে ভারতের বিভিন্ন ভাষার লেখক-বৃন্দের সমাবেশ হয়। দুটি সম্মেলনকেই আমাদের শুভকামনা জানাই।

# বৈদেশিকী

আগামী ২৭শে এপ্রিল থেকে প্যারিসে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার "শীর্ষ সম্মেলন" আরম্ভ করার "পশ্চিমী" প্রস্তাবকে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট স্বাগত করেন—তারিখের বিষয়ে ছাড়া। সোভিয়েট গভর্নমেন্ট বলেন যে, "মে দিবস" (১লা মে) উৎসবে সোভিয়েট গভর্নমেন্টের প্রধানকর্তা মিঃ ক্রুশ্চেভের মস্কোতে উপস্থিত থাকা দরকার। সেজন্য শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ হয় কয়েকদিন এগিয়ে নয় কয়েকদিন পেছিয়ে দিতে হবে। মস্কো প্রস্তাব করেছে যে সম্মেলন আরম্ভ করার তারিখ ২১শে এপ্রিল অথবা ৪ঠা মে হতে পারে। "পশ্চিমী" তরফ থেকে ১৬ই মে সম্মেলন আরম্ভ করার কথা পাল্টা প্রস্তাব দিচ্ছে। ১৬ই মে মস্কোর মনঃপূত হবে কিনা অথবা সোভিয়েট গভর্নমেন্ট আবার অন্য কোনো তারিখের কথা বলবেন যে, বর্তমান প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত আন্দাজের বিষয়। তবে ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিত বাড়া রকমের কিছু না ঘটলে যে মে মাসের মধ্যে প্রথমদিকেই সম্মেলন হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বৈঠকের স্থান যে মস্কোর খুব মনঃপূত হয়েছে তা বলা যায় না। তবে জেনেভা বৈঠকের সময়ে ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের পীড়াপীড়ি ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন জেনিভা। সোভিয়েট গভর্নমেন্টেরও মোটের জেনিভা হতে বেশি পছন্দ ছিল। তবে "পশ্চিমী" তরফ থেকে যেভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে তাতে এই আভাস দেওয়া হয়েছে যে, "পশ্চিমী" শক্তিদের এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন একটি হয়েই শেষ হবে না, পর পর কয়েকটি হবে। প্যারিস দিয়ে আরম্ভ। এর পরে মস্কো, ওয়াশিংটন, লন্ডনে বৈঠক হতে পারবে—অবশ্য এই ক্রম অনুসারেই যে হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে প্যারিসের পরবর্তী বৈঠক—যদি হয়—তবে সেটা মস্কোতেই হবার সম্ভাবনা। যখন জেনিভাতে না করে পক্ষদ্বয়েরই কারো রাজধানীতে বৈঠক করা ঠিক হল, তখন প্রথম বারের জন্য প্যারিসের নির্বাচন একরূপ অবশ্যম্ভাবী ছিল বলা যায়। দুই পালের গোদা—আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া একে অপরের রাজধানীতে প্রথম বৈঠকের স্থান নির্বাচিত হতে দিতে আপত্তি করত। তাছাড়া, প্রেস্টিজের প্রশ্ন উঠত। ফ্রান্স পশ্চিমী দল-

GOVT. ... LIBRARY Cooch Behar


নাভানার বই

কবিতা

| | |
|---|---|
| জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ... | ৪·০০ |
| বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা ... | ৪·০০ |
| শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু ... | ২·৫০ |
| পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী ... | ২·০০ |
| কঙ্কাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু ... | ৩·০০ |
| নরকে এক ঋতু ॥ র‍্যাঁবো । অনুবাদ—লোকনাথ ভট্টাচার্য | ২·০০ |

গল্পসংগ্রহ ও উপন্যাস

| | |
|---|---|
| প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প ... | ৫·০০ |
| এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... | ৩·০০ |
| চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ... | ৩·০০ |
| গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার ... | ৮·০০ |
| ফরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী ... | ৪·০০ |
| সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... | ৪·০০ |
| বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ... | ২·৫০ |
| মীরার দুপুর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ... | ৩·০০ |
| মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... | ৩·৭৫ |
| তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... | ৪·০০ |
| চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ ... | ৩·০০ |
| বন্ধুপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ... | ২·৫০ |
| মাধবীর জন্য ॥ প্রতিভা বসু ... | ২·৫০ |
| নীল ভূঁইয়া (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার ... | ৫·০০ |
| মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... | ৩·০০ |
| বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... | ৩·৫০ |

প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা

| | |
|---|---|
| সব-পেয়েছির দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু ... | ২·৫০ |
| আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী ... | ৭·৫০ |
| পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ... | ৪·০০ |
| রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় ... | ৩·০০ |
| স্মৃতিরঙ্গ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ... | ২·৫০ |
| রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত ... | ৩·৫০ |
| সময়টা কেমন যাবে ॥ জ্যোতি বাচস্পতি ... | ৩·০০ |

কিশোর সাহিত্য

| | |
|---|---|
| মিঠুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় ... | ১·০০ |
| অবন পটুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় ... | ২·০০ |

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা
(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

**নাভানা**

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

তুচ্ছ হলেও পরের গোলা নয়। শক্তিতে সোভিয়েটের সঙ্গে ফ্রান্সের কোনো তুলনাই হয় না, সুতরাং ফ্রান্স ও সোভিয়েটের মধ্যে কে ছোটো কে বড়ো, কে কার কাছে ছোটো বা বড়ো হল তা নিয়ে মানের প্রশ্ন উঠে না। তাছাড়া প্যারিস শহরের একটা বিশেষ ঐতিহ্য আছে। মিঃ খ্রুশ্চেভের ফ্রান্স পরিদর্শনে আসার একটা কথাও ছিল। সেদিক দিয়ে শীর্ষ সম্মেলনের স্থান হিসাবে প্যারিসের নির্বাচন মিঃ খ্রুশ্চেভের বিদেশ-ভ্রমণের পরিকল্পিত সূচীর সঙ্গে হয়ত এক-রকম মিল খেয়ে যাবে।

অবশ্য প্যারিসের নির্বাচন 'পশ্চিমী' গরজেই বেশি হয়েছে—প্রেসিডেন্ট দ্য গলকে একটু খুশী করার জন্য। কারণ "অতলান্তিক পরিবার"কে কোনরকমেই "সুখী পরিবার" বলা চলে না। তার মধ্যে ফ্রান্সকে নিয়েই বেশি মুশকিল হয়েছে। আসলে ফ্রান্সের আর পূর্বের শক্তি নেই, কিন্তু প্রেসিডেন্ট দ্য গল এমন চালে চলতে চান যেন ফ্রান্স "প্রথম শ্রেণীর" শক্তিই রয়ে গেছে। ফ্রান্স আলজেরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে চলেছে, যদিও সে নীতির ভারবহনের শক্তি তার নেই। ফ্রান্স চায় যে সে শক্তি অন্যেরা জোগাবে থাক। কিন্তু অন্যদের কোনো পরামর্শ দেবার অধিকার থাকবে না।

আমেরিকা এটা পুরোপুরি বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তাতে দ্য গল চটেছেন এবং চটে ন্যাটো সংস্থার সঙ্গে অসহযোগিতা করতে শুরু করেছেন। ন্যাটো কমান্ডের আওতা থেকে ভূমধ্যসাগরস্থিত ফরাসী নৌবহর সরিয়ে আনা হয়েছে এবং ফরাসী ভূমিতে মার্কিন নিউক্লিয়ার অস্ত্র রাখার অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়েছে। এইসব নিয়ে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে মনকষাকষি চলছে। কারণ ফ্রান্স যেভাবে চলছে তাতে ন্যাটো সংস্থার পরিকল্পিত সংগঠনের কাজ গুরুতররূপে ব্যাহত হচ্ছে। সম্প্রতি আমেরিকা ফ্রান্সকে কিছু কিছু কড়া কথাও শুনিয়েছে।

কিন্তু ফ্রান্সকে বাদ দিয়েও তো ন্যাটো চলতে পারে না। তা ছাড়া ফ্রান্সও অপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে। কারণ ন্যাটোর শক্তির সঙ্গে নিজের শক্তির একীকরণের ব্যাপারে ফ্রান্সই তো একমাত্র অপরাধী নয়। বৃটিশ বিমানবাহিনীর যে অংশের ঘাঁটি য়ুরোপে অবস্থিত সেটা ন্যাটো কমান্ডের আওতায় আছে বটে, কিন্তু বৃটেনে অবস্থিত বৃটিশ বিমানবাহিনীর আত্মরক্ষামূলক ইউনিটগুলির উপর ন্যাটোর কোনো এক্তিয়ার নেই। তাহলে ফ্রান্সে অবস্থিত ফরাসী বিমানবাহিনীই বা কেন ন্যাটোর এক্তিয়ারের বাইরে স্বতন্ত্র থাকতে পারে না?

আমেরিকা নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে একক কর্তৃত্ব রাখতে চায় অর্থাৎ কোনো অবস্থায় য়ুরোপে রক্ষিত নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহৃত হবে কি হবে না তার আদেশ ন্যাটোর মার্কিন জেনারেল ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। সে অধিকারের অংশ দাবি করে জেনারেল দ্য গল কাউকে দিতেও পারবেন না। যে অস্ত্র ফ্রান্সের ভূমিতে এনে রাখা হবে সেই অস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে ফরাসী গভর্নমেন্টের কোনোই কর্তৃত্ব থাকবে না—দ্য গল এই ব্যবস্থা মেনে নিতে চান না। বৃটেনে অবস্থিত মার্কিন বোমারু ঘাঁটিগুলিতে যেসব নিউক্লিয়ার অস্ত্র আছে তার ব্যবহার সম্পর্কেও এই নিয়ম অর্থাৎ সে অস্ত্রের ব্যবহার হবে কি হবে না তার সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে একমাত্র মার্কিন কর্তৃপক্ষের উপর। অবশ্য বৃটেনের নিজেরও হাইড্রোজেন বোমা আছে, যা এখন পর্যন্ত ফ্রান্সের নেই। যাই হোক (মার্কিন কংগ্রেসের [illegible]) আইন অনুসারে মার্কিন নিউক্লিয়ার অস্ত্র যেখানেই থাক তার ব্যবহারের অধিকার মার্কিন ছাড়া অন্য কারো হাতে দেওয়া যেতে পারে না। বৃটেন বা ফ্রান্সে অবস্থিত নিউক্লিয়ার অস্ত্র সম্পর্কে এই অধিকারের অংশ বৃটেন বা ফ্রান্সকে দিতে হয়ত মার্কিন গভর্নমেন্টের বর্তমানে আপত্তি হোত না কিন্তু দু-এক ক্ষেত্রে নিয়মের এরূপ ব্যত্যয় হলে আরো অনেক জায়গায় মুশকিল হতে পারে, কারণ বিদেশে বহু জায়গায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আছে। তার কোথায় কোথায় নিউক্লিয়ার অস্ত্র মজুত করা আছে বা করা থাকবে তা বলা যায় না। এক জায়গায় যদি নিয়ম শিথিল করা হয়, তবে অন্যত্র অনুরূপ দাবি উঠতে পারে, যেখানে মার্কিন সরকারের পক্ষে এবিষয়ে অন্যকে দায়িত্বের শরিক করা অন্যায় ও বিপজ্জনক হবে। অবশ্য যে কোনো জাতিই বলতে পারে, "আমার দেশে নিউক্লিয়ার অস্ত্র আনতে দেব না, আর যদি দিই তবে তার ব্যবহার যদি কখনো করা হয় তবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার অধিকারে আমারও অংশ থাকবে।" স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি ন্যাটো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, তা সত্বেও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কোথাও ন্যাটোর বিমানবাহিনীর ঘাঁটি রাখতে দিতে তারা আপত্তি করেছে।

সুতরাং ফ্রান্সের উপর চাপ দিতে গেলে ফ্রান্সও অনেক পাল্টা নজির দেখিয়ে নিজের জেদ বজায় রাখতে পারে। সেইজন্য দ্য গলকে কিছুটা তুষ্ট না রাখতে পারলেও চলবে না। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ঘাঁটি স্থাপন করতে দিতে আপত্তি করায় সেগুলো এখন পশ্চিম জার্মানীতে করবার কথা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ঘাঁটি হলে জার্মান সমস্যা সম্পর্কে রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা আরো হ্রাস পাবে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমী মহলে কোনো সর্বসম্মত নীতি এখনো পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারেনি। শীর্ষ সম্মেলনে পশ্চিমী মহল কোন ব্যাপারে কী বলবে তা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কি বার্লিন সম্বন্ধে, কি নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে আগের চেয়ে উন্নত কোন নতুন প্রস্তাব উত্থাপিত হবে বা হতে পারে তা বোঝা যাচ্ছে না। ন্যাটো ছেড়ে দেবার কথা নিশ্চয়ই কেউ ভাবছে না। বরঞ্চ ন্যাটোকে আরো শক্তিশালী করবার চেষ্টাই চলছে। অথচ রাশিয়ার সঙ্গে আলোচ্য বিরোধগুলির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ নিশ্চয়ই একটা প্রধান স্থান নেবে বলে লোকে ভাবছে। ন্যাটোর সদস্যদের মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে অনেকেই স্ব-স্ব জাতীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে। এই এলোমেলো চিত্র শীর্ষ সম্মেলনের বৈঠক বসবার পূর্বে কতখানি পরিষ্কার হবে কিনা কে জানে!

২৯।১২।৫৯

# দ্বিতীয় দশক

Cooch Behar

সেই যে 'রক্তকরবী' নাটকের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'সূর্যশক্তি পাঁজরের আড়াল থেকেই কাজ করে। তাকে বের করে তার কার্যপ্রণালী উদ্ঘাটন করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।' তাঁর [illegible] এখন [illegible] সবাই [illegible] হয়েছে [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকৃত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রবন্ধটি [illegible] এখনও সেই প্রশ্নই।

[illegible] বিশ্বভারতীর [illegible] সেই [illegible] যখন রবীন্দ্রনাথ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্যক্ষ [illegible] [illegible] [illegible] তিনি ছিলেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শান্তিনিকেতনের [illegible] তিনি [illegible] শান্তিনিকেতনবাসীদের রবীন্দ্রভক্তির প্রশ্নাতীত নিদর্শন এ সম্বন্ধে নেই। কিন্তু নব পর্যায়ের শুরু হবে কী করে যদি পুরাতন পর্যায়ের সমাপ্তি না স্বীকৃত হয়? চতুর্থ অঙ্ক কি আরম্ভ হতে পারে তৃতীয় অঙ্কের উপর যবনিকা না পড়লে? অতএব [illegible] কবির তিরোধানের [illegible] —অথচ সবাই গ্রহণ করেনি। একটা দীর্ঘায়িত বিষম গোধূলি

বিশ্বলোককল্পনাই চিন্তার সুষ্ঠুতম পরিবেশে নিশ্চয়ই নয়।

*

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রার্থিক সাহায্য মিলেছে। চিন্তার স্বচ্ছতা সে-অঞ্চল থেকে আশা করা বৃথা। ইতিমধ্যে আদর্শবোধ ম্লান হয়েছে, আর সঞ্জীবনীবিহীন বিশ্বাসের সঙ্গে অসংগতি প্রকট হয়েছে নব্য ধ্যান-ধারণায়। নেহরু এই উভয়সংকটের কথা উল্লেখ না করে পারেননি। তবু তাঁরাও অবাক লাগে, যে-বিশ্বভারতী সাধারণ না হলেও উচ্চতরে অন্যান্য ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাইতে প্রভেদে ছিল, যে-নীড়ের সব জানলা খোলা ছিল সারা বিশ্বের সব হাওয়া আত্মীয়তার প্রবেশের জন্য, সেখানেই নাকি স্থির করা প্রয়োজন—বিশ্বভারতী ব্যবহারের টুকরো হবে, নাকি মুক্তধর্মের সঙ্গে সন্ধি করবে। বলা বাহুল্য, এর নিহিত বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথ হতে বর্তমান চিন্তাধারা উপেক্ষা করতে হবে তার দুর্বলতা-

---

**কয়লাকুঠির দেশ** শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥ **নীলাঞ্জন** সরোজকুমার রায়চৌধুরী ৪·০০ ॥ **গৃহ ও প্রাঙ্গণ** অতুল চক্রবর্তী ৩·০০ ॥ **চিরকালের লেখা গ্রন্থমালা** (পাঁচ খণ্ড) অখিলেন্দু চক্রবর্তী প্রত্যেকটি ১·২৫ ॥ **কুটীরশিল্প ও পরিকল্পনা** অনাদিনাথ সিংহ ২·৫০ ॥ **কিশোর-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা** (তিন খণ্ড) অজিতকৃষ্ণ প্রত্যেকটি ০·৬২ ॥ **বন্ধা ক্যাম্প** অমলেন্দু দাশগুপ্ত ৩·৫০ ॥ **ঠিকানা বদল** অমরেন্দ্র ঘোষ ৫·০০ ॥ **ডার্কাটিকট** অমরেন্দ্রকুমার সেন ১·২৫ ॥ **তারা** অরুণ হালদার ২·০০ ॥ **নিরঞ্জনা** অলকা মুখোপাধ্যায় ২·০০ ॥ **ভারতের চিত্রকলা** অশোক মিত্র ১১·০০ ॥ **ডাক্তারের ডায়েরী** আনন্দকিশোর মুন্সী ৩·৫০ ॥ **পার্বণিকা গ্রন্থমালা** (তিন খণ্ড) আনন্দ ঘোষ প্রত্যেকটি ০·৬২ ॥ **কাকলী-মুখর** আবদুল কালাম শামসুদ্দীন ২·০০ ॥ **নীলাম্বিকা** অর্ধকুমার সেন ৪·০০ ॥ **ঘূর্ণিত নদীর ঢেউ** আশা দেবী ১·০০ ॥ **চলাচল** আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৬·৫০ ॥ **এবংপরের টিকটিকি** ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ১·০০ ॥ **মা** ঊষা দত্ত ২·৭৫ ॥ **অমৃতকুম্ভের সন্ধানে** কালকূট ৩·০০ ॥ **জননী** কুমুদরঞ্জন মল্লিক ২·০০ ॥ **ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী** গোপাল ভৌমিক ১·২৫ ॥ **সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ** জগদীশ ভট্টাচার্য ৬·০০ ॥ **নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ** জ্যোতিপ্রসাদ বসু ২·৫০ ॥ **প্রশ্ন** তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ১·২৫ ॥ **বস্তুর্হীনের পথে-বিপথে** তারাপদ রাহা ১·২৫ ॥ **হারানো ছেলে** দেবেশচন্দ্র সেন ১·২৫ ॥ **ধুলোমাটি** নন্দী ভৌমিক ৬·০০ ॥ **দুর্গম পথের যাত্রী** নন্দীগোপাল চক্রবর্তী ১·০০ ॥ **ডাক দিয়ে যাই** নরেন্দ্র ঘোষ ৩·০০ ॥ **আকাশের কথা** নিখিলেশ দাশগুপ্ত ০·৭৫ ॥ **মনা দেখ** নিখিলরঞ্জন রায় ২·০০ ॥ **নবীন ও প্রাচীন** নির্মলকুমার বসু ৪·০০ ॥ **ভারত জীবিকা** নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩·০০ ॥ **ঋগ্বেদের নারী-চরিত্র** নৃপেন্দ্রকুমার বসু ৬·৫০ ॥ **ভারত ছাড়** নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ ২·৫০ ॥ **পথে পথে** পরিমল গোস্বামী ৩·০০ ॥ **যুদ্ধের ইয়োরোপ** বিমল মিত্র ৪·০০ ॥ **লাল, ফুল, বালভট্ট** ৩·০০ ॥ **খোলা চোখে** মণীন্দ্র রায় ২·০০ ॥ **প্রভাত সঙ্গীত** মহেন্দ্রধর ২·০০ ॥ **সাহিত্য মেলা** (সম্পাদনা) মৈত্রেয়ী রায় ৫·০০ ॥ **লাফা যাত্রা** মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২·৫০ ॥ **মন্দভট্টং** মৌলানা খাদিম খান ২·৫০ ॥ **টেনটাল আর কুনকালি** মৌমাছি ১·৩৭ ॥ **বিদ্রোহ ও বৈরিতা** যোগেশচন্দ্র বাগল ২·০০ ॥ **বৈত সঙ্গীত** রণজিৎকুমার সেন ৪·০০ ॥ **বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ** রবীন চট্টোপাধ্যায় ১·৫০ ॥ **শিবাপসন্দ** রমাপদ চৌধুরী ২·৫০ ॥ **কথায় কথায়** রূপদর্শী ৩·০০ ॥ **সবুজ চিন্তা** রেবতীভূষণ ঘোষ ০·৭৫ ॥ **বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ** ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ১·৭৫ ॥ **সাদা কালো** শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·০০ ॥ **আরাকান ফ্রন্টে** শান্তিলাল রায় ২·০০ ॥ **অ্যাং বাং** শৈল চক্রবর্তী ০·৭৫ ॥ **জাপানী বন্দীশিবিরে** সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২·৫০ ॥ **হারানো অতীত** সরলাবালা সরকার ৩·০০ ॥ **মাটির বাসা** সীতা দেবী ৩·৫০ ॥ **রাগে আর অনুরাগে** সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·০০ ॥ **'তোমাদের নিত্ত সম্ভার' গ্রন্থমালা** (পাঁচ খণ্ড) সুনির্মল বসু প্রত্যেকটি ১·০০ ॥ **বিপ্লবের পথে** সুবোধ লাহিড়ী ২·০০ ॥ **অনাত্মা** হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২·৫০ ॥ **শিক্ষক ও শিক্ষার্থী** হুমায়ুন কবির ৩·৫০

**বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড** ॥ কলকাতা-বারো

যদি শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হলে 'শিপাহী অব টেগোর' অবমানিত হবে। স্পষ্ট করেই বলা ভালো, আমি এই 'ডিকটাম'-নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করি। প্রত্যেক মহাপুরুষের মৃত্যুর পরেই শিষ্যদের মধ্যে হানাহানি লাগে গুরুর বাণীর স্বত্বাধিকার নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়নি, যেমন হয়নি গান্ধীজীর বেলায়। কিন্তু নীহার সংশয়ের সঙ্গে লক্ষণীয় শুধু এই যে, জনকয় প্রতিদ্বন্দ্বী সত্ত্বেও উভয়ের উত্তরাধিকার বর্তেছে নেহরুতে বর্তেছে। আরো লক্ষণীয়, নেহরুর এই দ্বৈত ভূমিকা অধিকাংশের কাছে বিস্ময়কর বা বিসদৃশ ঠেকেনি। যুগধর্মের সন্ধি এখানে বিনা সংঘর্ষে সংঘটিত হয়েছে।

*

অথচ সংঘর্ষের কারণ ছিল। বিভিন্ন কারণে পারস্পরিক পারম্পর্য সত্ত্বেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীতে সাদৃশ্য ছিল সামান্যই। দুজনের মহত্ত্ব একান্তই দ্বিবিধ। নেহরু এতে সেতুবন্ধন করলেন কী করে? আমি বলি, ক্ষমতা দিয়ে।

ক্ষমতার হরেক রকমফের। রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো জেলা বোর্ডের সভাপতি হয়েছিলেন বলে জানিনে। তবু তিনি নিজেকে শক্তিহীন, নিষ্প্রভাব বলে জ্ঞান করতেন এমন তথ্যও অজানা। অথচ রবীন্দ্রজীবনের সর্বাংশ প্রতিবাহিত হয়েছে পরম পরাক্রান্ত বৃটেনের পদানত পরাধীন ভারতবর্ষে। সে-সরকারের কোনো দায় ছিল না ঠাকুরের বাউলকে শ্রদ্ধা করবার। জেলে ফেলে রাখলে বিশেষ কেউ জানত না, বড়জোর নাইট করে দিলে তার অহংকার থাকত অক্ষুণ্ণ। (অরওয়েল লিখেছেন, চার্চিলের চোখে গান্ধীর কী অবস্থা হতো।) তবু কেন রবীন্দ্রনাথ নাইট হলেন? তবু কেন তাঁর নাইটহুড ত্যাগে আন্দোলন শোনা গেল সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র? আজ কেন সরকারের বাইরে সবারই এমন শোচনীয় অসহায়তা? উত্তর নৈর্ব্যক্তিক না হলে অসম্পূর্ণ হবে। বৃটিশ শাসনের প্রধান আজ বিদায় হয়েছে, তাই স্বীকার করা আজ মোটামুটি নিরাপদ যে, বৃটিশ দেশদ্রোহী বলে বিবেচিত হবার বিপদ এখনো যায়নি। যে অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ সরকার নিজেকে এতখানি শক্ত মনে করেনি যে, তিনি সমস্ত ভারতের ভাগ্যের ভুক্ত জ্ঞান করতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য জনকয় ভারতীয়ের এটুকু আত্মবিশ্বাস ছিল যে তাঁরা রাজশক্তিকে অন্যায় জানলে অবজ্ঞা করবার সাহস রাখতেন। আজকে সাহিত্য আকাদেমি সত্ত্বেও সরকারের অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপ আজ দ্বিধাহীন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আত্মসমর্পণ আজ সম্পূর্ণ, এমনকি দেশপ্রেমের সংস্কার আর ব্যক্তিত্ব অনুপ্রেরণার রাষ্ট্রীয়করণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—উপকূলের ছাত্রের মতো ছয় শত ব্যক্তি পৃষ্ঠে নাম হয়। সরকার কেন উপাচার্য পদে উপর চাপন করেন?

বিশ্বভারতীর সেবায় আমার বড় দিনগুলোর প্রধান হয়েছে অপ্রত্যক্ষ, তাই নিশ্চয়ই। সাম্প্রতিক ঘটনার আমি জানি কতটুকু? অন্যদের দেবার অধিকার কী আমার? তবু সাহস করি, মনুষ্যত্বের প্রকাশপন্থী মানস আমাদের অতএব থেকে 'বিশ্বভারতী' পড়ে পাই নিশ্চয়ই না দেখে থাকতে পারি নে। বিশ্বভারতীর সাম্প্রতিক কালে হয়েছে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নয়, শুধু বিশ্বভারতীর দুর্ভাগ্য পরিবেশের মধ্যে। সরকারী মঞ্জুরীসহ নির্বাচন অধ্যক্ষের হস্ত আর স্বাধীনতার সংকীর্ণতার চাপ দূরে সকল সংস্কার ও বাঁধুনির মধ্যে। অজ্ঞাত আজকের পরীক্ষা কার্য হয়েছে দিন-দুপুরে অকারণই পড়ছে, সরকার সেকালে যে নিরবচ্ছিন্ন মুক্তি পাবার প্রত্যাশা করছিল না। তবে শুনে যে কর্মকর্তারা প্রাচীন শান্তি আর নতুন শান্তি একটিও হবে না। সরকারের বিশ্বভারতীকে দানও নয়, দণ্ডও না। দুয়ের কোনোটিতেই উপকার হবে না। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সরকারের উপর নির্ভর করবে না, ভারতীর উপর তো নিশ্চয়ই নয়, যদি তার মানে হয় ভারত সরকার; একমাত্র ভরসা বিশ্বভারতী যাঁর কর্ণধার আর রবীন্দ্রনাথ নন। প্রতিষ্ঠানের পুনরুদ্ধার করতে পারেন এমন ব্যক্তি যিনি রবীন্দ্রনাথকে জানতেন বা রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত শোনেননি। বলা বাহুল্য, এমন ব্যক্তি দুর্লভ। ঠিক যেমনি দুরূপনেয় বিশ্বভারতীর পুনরুজ্জীবন। পরিমিত আশা নিয়ে আমি অপেক্ষা করব।


একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ, কালীঘাট

সেই কালীঘাট আর কালীমন্দিরের আড়ালের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গবেষণামূলক রম্য উপন্যাস—

অজিত মুখোপাধ্যায়ের

অমৃত মন্থন

॥ মূল্য—চার টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত

কৃত্তিবাস পরিচয়

এ বই-এ কৃত্তিবাস সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য একত্র সংকলিত হয়েছে এবং কৃত্তিবাস যে সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের সভায় গিয়েছিলেন, তা প্রমাণ করা হয়েছে। ১·২৫

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের কালক্রম

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক গবেষণা গ্রন্থ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও বি-এ অনার্স পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। ৩·৫০

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ প্রণীত উপন্যাস

কোপাই নদীর মেয়ে

গান্ধীবাদ, সর্বোদয়বাদ, সমাজ সেবার পটভূমিকায় প্রেমমধুর, বিরহ-মিলন বেদনা-করুণ-মধুর-তিক্ত রসসংসক্ত জীবনের কথা আজও পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে লেখা হয়নি। **যুগান্তর** বলছে..."লেখক গল্পের গ্রন্থনা এবং চরিত্র সৃষ্টি উভয় দিকেই প্রশংসনীয় নিপুণতা দেখিয়েছেন। উপন্যাসটিতে তিনি এমন একটি প্রাণশক্তি দিতে পেরেছেন, যা পাঠককে শেষ পর্যন্ত একাদিক্রমে টেনে নিয়ে যায়। লেখকের ভাষা পরিচ্ছন্ন, বিচার-বিশ্লেষণও পরিপাটি। বইটির সমুচিত আদর বাঞ্ছনীয়।"

—যুগান্তর ৬-১২-৫৯

যক্ষ্মারোগ ও প্রতিরোধ

ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন বলেন "...দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেরই এ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এর জ্ঞাতব্য বিষয় চতুর্দিকে প্রচার করা কর্তব্য। তাঁহার পাণ্ডুলিপিকরণের প্রকরণ আমার বিশেষ প্রশংসনীয় মনে হইল।"

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

রাশিয়া, চাঁদের উল্টোপিঠের ছবি তুলে বৈজ্ঞানিক জগৎকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। আমেরিকাও চাঁদের ছবি তোলার চেষ্টা করে চলেছে। আমেরিকা যে সমস্ত রকেট চাঁদের দিকে ছুঁড়বে তার সমস্ত যন্ত্রপাতির মধ্যে টেলিভিশন ক্যামেরা একটি প্রধান অংশ। ছবিতে এই রকম একটি [illegible]

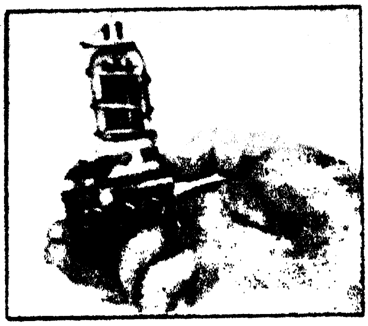

চাঁদের ছবি তোলার জন্য টেলিভিশন ক্যামেরা

ক্যামেরার ছবি দেখা যাচ্ছে। এটির [illegible] ক্যামেরার [illegible] চাঁদের [illegible] সম্ভব হবে। [illegible]

•

বড় বড় অফিসে বড়কর্তাদের অনেক সময় ফোনে একটা নির্দেশ এক সঙ্গে কয়েকজন অফিসারকে দেবার দরকার হয়ে পড়ে। তখন যে বড়কর্তাকে সমস্ত [illegible] অফিসারদের হয় অফিসে ডেকে পাঠাতে হয় অথবা আলাদা আলাদা করে ফোনে কথা বলতে হয়। সম্প্রতি এক নতুন ধরনের টেলিফোন বের হয়েছে যার সাহায্যে একবারে এই কাজ করা যাবে। যখনি অনেক জনকে ফোনে কিছু বলতে হবে তখন [illegible] একটা বোতাম টিপে কথা বললে অনেকে কথাটা শুনতে পারবে। আর বোতাম যদি না টিপা হয় এবং শুধু নম্বর ডায়াল করা হয় তাহলে শুধু একজনের সঙ্গে সাধারণ ফোনের মত কথাবার্তা বলা চলবে।

একজন অথবা অনেকজনের সঙ্গে কথা বলার ফোন

•

জার্মানীতে সম্প্রতি বই বাঁধাইয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। বইয়ের ফর্মাগুলো ছাপবার পর সেগুলো এই নতুন যন্ত্রের সাহায্যে আপনা থেকেই ভাঁজ, সেলাই, সাজান এবং ঠিক মত কাটা হয়ে যাবে। এরপর আবার যন্ত্র আপনা থেকে প্রয়োজনীয় মলাট লাগিয়ে একটা সম্পূর্ণ বাঁধান বই হয়ে যন্ত্র থেকে বের হয়ে আসবে। একই যন্ত্র ১৬, ৩২ এবং ৬৪ পৃষ্ঠার ফর্মায় বই বাঁধতে পারবে তবে পৃষ্ঠার আকার ছোট বড় হলে যন্ত্রের ভেতরের [illegible] বদলে নিতে হবে। এতে এক ঘণ্টায় ২৪০টি বই বাঁধান যাবে।

•


প্রকাশিত হল

**তপস্বীমহল** — আশাপূর্ণা দেবী

বাংলা কথা-সাহিত্যে [illegible] আশাপূর্ণা দেবী [illegible] দাম : ৬·০০

**তীরভূমি**

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

[illegible] উপন্যাস

দাম ৪·৫০

সাম্প্রতিক প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩·৫০ |
| আকাশলিপি | ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ | ৪·০০ |
| দুটি চোখে দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইষ্ট কুটুম্ব | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| শুক্ল সন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৫·০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৫·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·০০ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

[illegible]
চিন্তামণি করের
**সান্নিধ্য**
[illegible]

[illegible]
**গ্রীষ্ম বাসর**
[illegible]

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

কাগজে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, ব্যাংকে টাকা জমা দিতে যাবার সময় অথবা টাকা নিয়ে আসবার সময় রাস্তায় দরোয়ানের কাছ থেকে ডাকাতে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

এই অসুবিধা দূর করবার এক নতুন উপায় বের হয়েছে। যে থলে করে টাকা নিয়ে যাওয়া হবে সেটা বহনকারীর হাতে একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা থাকবে। এই ব্যাগটার ভেতরে এমন বন্দোবস্ত করা থাকবে যে, হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগের ভেতর থেকে লাল রংএর ধোঁয়া বের হয়ে টাকা এবং অপহরণকারীকে লাল রং-এ রাঙিয়ে দেবে। এর ফলে টাকাও কোথাও ভাঙান যাবে না এবং ডাকাতকেও সহজেই ধরা যাবে।

নতুন উপায়ে টাকা অপহরণকারী ধরা

•

রাশিয়ার একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ সম্প্রতি উত্তর মেরুতে একজাতের মাছের খোঁজ পেয়েছেন যাদের রক্তের রং জলের মত সাদা। আমরা জানি যে মাছের রক্তের রং লাল কারণ রক্তের ভেতরে লাল রক্তকণিকা-গুলিতে 'হেমোগ্লোবিন' থাকে—যার সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ হয়। সাদারক্তওয়ালা মাছেরা যে কি প্রকারে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করতে পারে তা এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা বুঝে উঠতে পারেননি। এই ধরনের মাছের তিনটি প্রজাতি এরা এখানে পেয়েছেন। এছাড়াও অবশ্য তাঁরা অন্য যে সমস্ত মাছ ধরেছেন তার মধ্যে কয়েকটি নতুন ধরনের মাছ পাওয়া গেছে।

•

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ ডাঃ মেলভিনের মতে মহাশূন্যে যে হাজার হাজার গ্রহ উপগ্রহ আছে তাদের প্রত্যেকটিতেই পৃথিবীর মত জীবের অস্তিত্ব আছে। তিনি এর কারণ দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে, আজকের দিনে আমরা জানি যে, অজৈব বস্তুর ওপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জীবন্ত কোষের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই যদি হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি যেরকম ভাবে হয়েছিল সেইরকম ভাবেই অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে যে বস্তু এবং সৌর শক্তি যেরকম ভাবে জীবের সৃষ্টি করেছে ঠিক সেই বস্তু এবং সেই সৌরশক্তি থাকলে আর আর গ্রহ ও উপগ্রহে ঠিক আমাদের মতই জীবের সৃষ্টি নিশ্চয় করেছে।

•

সূর্য কিম্বা চাঁদ প্রথমে ওঠবার সময় অথবা অস্ত যাবার সময় খুব বড় দেখায়। কিন্তু যখন আমাদের মাথার ওপর আসে তখন আমরা একই আকারে অনেকটা ছোট দেখি। কিন্তু এটা কেন হয়? নতুন বৈজ্ঞানিক এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এর কারণ বার করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এর জন্য বিভিন্ন বয়সের, শিশু থেকে আরম্ভ করে প্রাপ্তবয়স্ক লোক নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদের মতে ছোট ছেলেরা যেমন চার বছর বয়সের—তাদের মাথার ওপরকার জিনিস অনেক ছোট দেখে এবং প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ আকৃতির সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা ক্রমশ কমতে থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা প্রায় শতকরা ২০ ভাগ ভুল করে। চাঁদ কিম্বা সূর্য আকাশে ওঠবার সময় বড় দেখানোটা বৈজ্ঞানিকদের মতে শুধু ইন্দ্রিয়গত ব্যাপার। আমরা কোন বস্তুর আকৃতি খুব সহজেই ঠিক করতে পারি যখন সেটা আমাদের দৃষ্টি পথের সমরেখায় সমানভাবে থাকে। যখন সেই জিনিসটি মাথার ওপর থাকে, অর্থাৎ সমান-ভাবে বা সমরেখায় থাকে না তখন আমরা বস্তুটির আকৃতি ঠিক ধারণা করতে পারি না—কারণ এটা আমাদের কোন বস্তু দেখবার সহজ অবস্থা নয়। ফলে আমাদের আকৃতির সম্বন্ধে ভুল ধারণা হওয়াই সম্ভব।

ঋষি দাসের

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস ১২·৫০

[ আদিকাল থেকে বর্তমান অবধি সোভিয়েত দেশের ইতিহাস ]

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
হাসির গল্প ... ৫৲
[ হাসির গল্পের সংকলন ]

পরিব্রাজকের লেখা
বড়ো সাহেব ... ২৲
রাত বিলাপ ... ২৲

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের
পশ্চিম দিগন্তে ৫৲ [ সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ] | মহাকালের পূজারী ২৲ [ ঐতিহাসিক উপন্যাস ] | যুদ্ধের গল্প ৩৲ [ ২৭টি গল্পের সংকলন ]

ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

(সি ১০৫৪)

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

## সূত্রপাত

কীসের কথা বলবো, কার কথা বলবো, কেমন করে বলবো! অতীতের কথা না বর্তমানের কথা, জীবনের কথা না মৃত্যুর কথা, আনন্দের কথা না বেদনার কথা! অতীতের কথা তো অনেক অনেক বলেছি। পুরোন কথা তো অনেক লিখেছি। অতীতের অরণ্য থেকে অনেক পাখী তো বর্তমানের আকাশে উড়ে এসেছে। ওরা অমর হয়ে থাক, ওর অক্ষয় হোক ইতিহাসের পাতায়। ওদের জায়গা আছে ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তকে, লাইব্রেরীর মোটা মোটা কেতাবে আর মিউজিয়মের কাচের বাক্সে। আবার একশো বছর পরে কোনও ছাত্র হয়ত পুঁথিকীট কোনো ঐতিহাসিক হয়ত ওদের দেখবে, ও নিয়ে গবেষণা করবে। কবে কোন নতুন তাম্রশাসনের কোন শিলালিপির অন্তরালে কোন ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা তার আবিষ্কার করে উপাধি পাবে, মর্যাদা পাবে, মান-সম্মান পাবে। তারপর একদিন অবলুপ্ত হয়ে যাবে মহাকালের অমোঘ নিয়মে। কেউ আর মনে রাখবে না, কেউ আর স্মরণ করবে না তাকে।

এই-ই হবে নিয়ম। এ নিয়ে আর আক্ষেপ করা বৃথা।

কিন্তু এবার অন্য গল্প বলি। এবার আমার-আপনার গল্প। এবার এ-যুগের গল্প। এবার কাছের মানুষের গল্প। এবার এখনকার গল্প।

তা এদিকটায় আগে বসতি ছিল না তেমন। এই মাঝেরহাট থেকে কালিঘাট, কালিঘাট থেকে বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটা। বেলেঘাটা থেকে ছেড়ে ট্রেনটা পোড়ো জমি আর শুকনো খালের পাশ দিয়ে বালিগঞ্জে এসে দাঁড়াতো এক মিনিট। তারপর পাখাটা নিচু হলেই ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজতো। ঘন্টার শব্দ শুনেই গার্ড-সাহেব সবুজ পাখা দেখিয়ে বাঁশি বাজিয়ে দিত। তারপর হুস হুস করে ট্রেনটা ছেড়ে দিত। দুধারের পচা ডোবা আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেল-লাইন। ঢাকুরিয়ার কাছে এসে দুভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে লক্ষ্মীকান্তপুর আর ডায়মণ্ডহারবার। আর একদিকে কালিঘাট-মাঝেরহাট হয়ে বজবজ স্টেশন। ট্রেনটা যাবে বজবজের দিকে। গার্ড সাহেব মাথাটা বাড়িয়ে একবার দেখে নিলে। পাখাটা নিচু হয়ে আছে। রাস্তা ক্লিয়ার। ইঞ্জিনটা একবার হুইসল বাজালো। দুপাশের পায়ে চলা পথে তখন তরি-তরকারীর ঝাঁকা মাথায় নিয়ে ব্যাপারীরা চলেছে বাজারে। বেগুনের ঝাঁকা, মাছের ঝাঁকা। লাউকুমড়োর ঝাঁকা। ছোট ছোট আশশ্যাওড়া গাছের ঝোপ। একটা লেভেল-ক্রসিং। সবুজ পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পয়েন্টওয়ালা। পাখাটা নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। লোহার গেটটা বন্ধ। দুপাশে সার সার গরুর আর মোষের গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

—এ গেটম্যান গেটম্যান!

এ-সব লোক অভ্যেস আছে পয়েন্ট-ওয়ালার। কুড়ি বছর চাকরি হয়ে গেল দুজনের। চুল পেকে গেল কাজ করতে করতে।

—এ গেটম্যান, গেটম্যান!

লোকে অমন তামাশা দেখেই। নতুন নতুন মটরগাড়ি চড়ে সাহেবরা যাবে শহর থেকে শহরতলীতে। ওদিকে রাজপুর, ওদিকে সাহেবদের ক্লাব আছে, জোকপুর ক্লাব। সাহেব-মেমদের ভিড়। গাড়ির পর গাড়ি আসে। গাড়ির অন্ত নেই। ভোরবেলা থেকে শুরু, কার বেলা একটা দুটো পর্যন্ত। তারপর আবার বিকেল থেকে শুরু হয়। সারের পর সার চলেছে। লাল লাল মুখ। দেখলে ভয় হয়। সোঁ সোঁ করে লাইন পেরিয়ে চলে যায় ঝড়ের বেগে। আর শনিবারে হলে তো কথা নেই। ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আছে ওদিকে। দুপুর বারোটা থেকেই গাড়ির ভিড়। সেদিন আর নাওয়া-খাওয়া হয় না। একটু অসাবধান হলেই, একটু অন্যমনস্ক হলেই [illegible] এসে যাবে হুড়মুড় করে। লোহার গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে হৈ-চৈ বেধে যাবে। তখন হেড-অফিস থেকে ডি-টি-আই সাহেব এসে যাবে। বেলেঘাটা

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

থেকে রেলের পুলিস এসে যাবে। তখন হাতে হাতকড়া পড়ে যাবে, চাকরি নিয়ে টানাটানি।

—গেটম্যান তো বড় জ্বালালে দেখছি, ইঞ্জিনের দেখা নেই, এক ঘণ্টা আগে থেকে গেট বন্ধ করে রেখেছে—এই গেটম্যান—

ওসব কথা শুনতে গেলে গুমটিওয়ালার চাকরি করা চলে না। বাবুদের মেজাজ বিগড়েই আছে হামেশা। ওসব কথায় গুমটিওয়ালা যদি নিজের মেজাজ বিগড়োয় তো তাতে নিজেরই ক্ষতি। অমন কত বাবু দেখেছে, ভুবন কত সাহেবসুবো দেখা গেছে। চাকরি তো করতে হয় না তোমাদের বাপু। আছ তোফা। তোমাদের কী! পয়সা আছে ফুর্তি করতে বেরিয়েছ, ঘরে বউ আছে, মেয়েমানুষ আছে, কুকুর আছে, পেছনের বাক্সের মধ্যে মদের বোতল আছে, ক্লাবে যাবে তার গান গাইবে নাচবে রাত বারোটা পর্যন্ত। তারপর রাত পুইয়ে শেষ রাত্তিরের দিকে ফিরে এই গেটম্যানের ওপর হম্বি। আমি তো তোমার চাকর নই বাপু। তোমার মাইনেও খাই না, তোমার ধারও ধারি না। তম্বি দেখাওগে যাও তোমার বাড়ির চাকর-ঝিদের ওপর। আমরা সরকারী লোক। কোম্পানীর চাকর। কোম্পানীর খাই, পরি, কোম্পানীর ধার ধারি। কোম্পানী জুতো মারলে সে জুতো মাথা পেতে নেব। কোম্পানীর জুতো মারবার এক্তিয়ার আছে। হাজার বার এক্তিয়ার আছে। ডি টি এস যদি বলে—আমার বাগানটা কুপিয়ে দাও তো ভুবন, আমি কুপিয়ে দেব। ডি টি আই যদি বলে—জুতোজোড়া একটু ঝেড়ে দাও তো ভুবন, আমি জুতো ঝেড়ে দেব। তাঁরা হলেন গিয়ে মনিব। মনিবের হুকুম একশোবার শুনবো। তাঁরা হলেন মা-বাপ। রবিনসন সাহেব একবার এসেছিল লাইন দেখতে। সাত ফুট চেহারার লম্বা-চওড়া চেহারা। আসল খাঁটি গোরা সাহেব। খাকি হাফ প্যান্ট পরা। কী সব ইংরিজী বলে—মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। কিন্তু দেবতার মত মানুষটা। ট্রলি করে এসেছিল। কালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে ট্রলি করে বজবজের দিকে যাবে। জমিদারি দেখতে বেরিয়েছে। কেমন সব কাজ হচ্ছে, কেমন সব চলছে এই আর কি। সঙ্গে মেমসাহেব ছিল। আর ছিল একটা কুকুর। আগের দিন খবর পাওয়া গিয়েছে। ডি-টি-আই সাহেব খবর দিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল। বড়-সাহেব আসছে! জাঁদরেল সাহেব, কুর্তা-টুর্তা পরে যেন রেডি থাকে সব। দাড়ি-টাড়ি যেন কামানো থাকে। কালো পাখা সবুজ পাখা—সব যেন সাবান দিয়ে কেচে ফর্সা করা হয়। গুমটি ঘরের আশেপাশে যেন জঙ্গল-ঝোপ না থাকে। সাহেব গুমটি ঘরের ভেতরে ঢুকে উঁকি মেরে দেখতে পারে। সব ময়লা-নোংরা জিনিস সরে করে দাও। বাকিগুলো মেজে-ঘষে সাফ করে ফেলো। বড়সাহেব আসবে, জাঁদরেল সাহেব। খারাপ দেখলে আর আস্ত রাখবে না। একেবারে বাঘের বাচ্চা।

সাবধান করে দিয়েছিল ডি-টি-আই সাহেব; কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ওই রবিনসন সাহেব।

সাহেব নামতো দেবতা। হাসি-হাসি মুখ। ট্রলির ওপর বসেছিল আর ছোট একটা চুরুট খাচ্ছিল। আর পাশেই ছিল মেমসাহেব। মনে মনে একটু ভয়ও হচ্ছিল ভুবনের। ট্রলি গুমটিতে থামতেও পারে, আবার না-ও থামতে পারে। রবিনসন সাহেবের যদি খেয়াল হয় তো সোজা চলে যাবে কালিঘাট পেরিয়ে একেবারে বজবজের দিকে। হে মা কালী, সাহেব যেন না নামে। হে মা মঙ্গলচণ্ডী সাহেব যেন সোজা পশ্চিম দিকে চলে যায়। কোনও কোনো ফাঁকে খুঁত বেরিয়ে পড়বে গুমটি-ঘরের, আর রিপোর্ট হয়ে যাবে ভুবন মাস্টার নামে। তখন চাকরি নিয়ে টানাটানি। কিম্বা জরিমানা হয়ে যাবে পাঁচ টাকা।

কিন্তু সাহেব নামলো।

ট্রলিটা এসে থামলো একেবারে গুমটি-ঘরের সামনে রেল-লাইনের ওপর।

গেট আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল ভুবন। হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল সবাইকে। ট্রলিটা এসে থামতেই গেট আবার খুলে গেল। আবার গরুর গাড়ি, মোটর গাড়ি সব পার হয়ে গেল। মোটরগাড়িগুলো হুস হুস করে বেরিয়ে গেল।

ভুবন সোজা গিয়ে সাহেবের পায়ের কাছে খোয়ার ওপর ঢিপ করে একটা প্রণাম করলে।

সাহেবের সেদিকে খেয়াল নেই। কিন্তু দেখলেন মেমসাহেব। আহা, মেমসাহেব নয় তো, যেন জগদ্ধাত্রী। তেমনি রূপ তেমনি গড়ন। তেমনি চেহারা। এই শুধু সিগারেটটা না খেলেই যেন দেবী মানাতো। কিন্তু নেশা করেছেন, এখন আর উপায় কী! তবু মেমসাহেবকে যেন মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করছিল। 'মা' বলে হয়ত ডাকতোই ভুবন। মাকেও একটা প্রণাম ঠুকতে যাচ্ছিল—কিন্তু কুকুরটা তখন ভুবনের দিকে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এসেছে—

চেন-ছাড়া কুকুর। একটু ভয় পাবারই কথা। অবলা জীব, কথা তো বোঝে না।

মেমসাহেব ডাকলেন—জিমি—জিমি—

ভাগ্যিস মেমসাহেব দেখেছিলেন তাই বাঁচা গেল। নইলে খেয়েই ফেলতো কুকুরটা। মেমসাহেবের ডাক শুনেই কুকুরটা একেবারে ল্যাজ গুটিয়ে মেম-সাহেবের বুকে উঠে আদর করতে লেগেছে। সে-যাত্রা ভুবন বেঁচে গেল বটে, কিন্তু বিপদ হলো আর একটা। বড়সাহেব তখন ডি-টি-আই সাহেবের সঙ্গে কী ইংরিজী কথা বলছে। লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে এটা দেখছে, ওটা দেখছে। গুমটি ঘরটার দিকে আঙুল দিয়ে কী সব দেখাচ্ছে। ছাদ দিয়ে জল পড়ে ভেতরে, দেয়ালটায় ফাটল ধরেছে, একটা অশথ গাছ উঠেছে গুমটির মাথায়। সব দেখাচ্ছে ডি টি আই সাহেবকে। পাশে একটা নর্দমা আছে, সেখানে বর্ষার সময়ে জল জমে। সেই দুর্গন্ধ জল পচে গন্ধ হয়। শরীর খারাপ হয় কোম্পানীর লোকদের। তারপর আছে সাপের ভয়। নাইট ডিউটির সময় কাজ করা বিপদ। ওই যে সাপ, ওদিকে দেখাচ্ছেন সাহেব। পেছনে এই জায়গাটা [illegible] একটু শহরের মতন। একটা রাস্তা [illegible] আছে। সাহেবেরা টিকি [illegible] একটু [illegible] [illegible] [illegible] এই জন্যেই [illegible]।

ডি টি আই সাহেব হুঁ-হুঁ করে রবিনসন সাহেবকে বোঝাচ্ছিলেন।

ভুবন ইংরিজী বুঝতে পারে না। কিন্তু [illegible] সব। এই যে [illegible] এ [illegible] এ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে [illegible] হয়েছে। [illegible] সাহেবের মত। প্রথম [illegible] পাড়া হলো, তখন এখানে শহরতলী ছিল না। পাশে ছোট পথ ছিল একটা। তখন গুমটিও ছিল না, গেটও ছিল না। গুমটি-ঘরও ছিল না। [illegible] হয় একটা [illegible]। [illegible] গোল কাটা [illegible] লোক। তারা [illegible] তাড়ি [illegible]। [illegible] ঠাকুরের [illegible] লম্বা লম্বা তালগাছের জঙ্গল। [illegible] ঠাকুরেরই নয়—ওই যে উত্তর দিকে জঙ্গল-ভরা দেখছেন, ওখানে একটা তালগাছ রয়েছে। ভোরবেলা ঝাঁক বেঁধে দিয়ে আসতো পাখীরা তালগাছের মাথায়। নিয়ে আসতো [illegible]। [illegible] রসকেই বলে তাড়ি। আপনাদের দেশে যাকে মদ বলে, এদেশে তারাই আর এক-রকম মদ হলো তাড়ি। তাড়িটা সস্তা। নেশা হয় ভালো। এধারের এই জঙ্গলের ভেতর বুড়ো লোকের তাড়ির বাবসা আছে। এদের জন্যেই, প্রথম রেল-কোম্পানীর গেট তৈরি করতে হয়। রাত-বিরেতে কখন কে এ-পথ দিয়ে যাবে ঠিক নেই। তখন থেকেই পাহারা বসাতে হলো।

তখনো কলকাতা শহরটা আরো উত্তরে। চৌরঙ্গী পর্যন্ত এসে শহর ওইখানে আটকে গিয়েছিল। এদিকটায় লোক আসতো না। এখানে ছিল ডাকাতির আড্ডা। শহরে মানুষ খুন করে লাশ এনে ফেলে দিত এই জঙ্গলে। সে-লাশ পচে গন্ধ উঠতো। দু-তিন দিন কেউই টের পেত না। পচা ডোবা আর জঙ্গলের মধ্যে কে খোঁজ রাখবে কার। মাইলের পর মাইল পোড়ো জমি আর খানা-খন্দ। এদিকে খুন করলে ওদিকে টের পায় না কেউ। হঠাৎ এক একদিন হৈ-চৈ হতো ওই জঙ্গলের ভেতর। ওদিকের বস্তির লোকদের কানে যায়। বাঁশী দিয়ে [illegible] করে। জঙ্গলের লুকোনো ঝোপে আগুন লাগিয়ে দেয়। তবু এদিকে আসতে সাহস পায় না কেউ। বলে—ডাকাতের জঙ্গল। ডাকাতের জঙ্গলের দিকে সন্ধের পর আর কেউ আসতে চায় না। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় এর মাইল চারেকের মধ্যে বসতি ছিল না। ইংরেজ কোম্পানীর সাহেবরা কাজ-কর্ম সেরে তারা ফিরতো দিনমানে। আর দিনমানেও একলা একলা ফেরা নিরাপদ ছিল না। ফিরতো দলবল নিয়ে। ওই [illegible] জঙ্গলের লোকেরা আসবার সময় [illegible] সব সঙ্গে নিয়ে আসতো। ইংরেজ [illegible] আর শুধু কি ডাকাত! ডাকাতের সঙ্গে ছিল সব জন্তু জানোয়ার [illegible] এই জঙ্গলে। বড় বড় মাথা সমান উঁচু হোগলা বন। সেই হোগলা বনের মধ্যে শুধু ডাকাত নয় শুধু বাঘই নয়। ইয়া ইয়া সাপ। সাপের রাজত্ব ছিল চারদিকে। সেকালে কে জানতো এখানেও একদিন বস্তি গড়ে উঠবে। এখানেও একদিন কোম্পানীর রেললাইন বসবে। এখানেও একদিন হুস্‌ হুস্‌ করে সাহেব-মেমদের ঘোড়াগাড়ি চলবে। এখানেও বিজলী বাতি, কলের জল, টিউবওয়েল, কলকারখানা বসবে। এখানেই, এই এখানেই একদিন মেলা হবে। শহরের গণ্যমান্য লোক এখানে বেড়াতে আসবে হাওয়া খেতে।

যখন প্রথম রেল-লাইন হলো—সে-ও অনেকদিন আগের কথা। তুমি আমি কেউই তখন জন্মাই নি। ওই বেলেঘাটা থেকে লাইন এসে মিললো বালিগঞ্জ ইস্টিশানে। প্রথমে ওই পর্যন্তই ছিল। তারপর একদিন বজবজে পেট্রল কোম্পানীর ট্যাঙ্ক বসলো। পেট্রল কোম্পানীর আপিস হলো সেখানে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তখন সবে নতুন গাড়ি আসতে শুরু করেছে। কলকাতার সাহেবসুবো গাড়ি কিনলো। সেই গাড়ি


এক পক্ষকালের মধ্যে প্রকাশিত হবে

হাজার বছরের

প্রেমের কবিতা

(খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ থেকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী)

• সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত • মিসরীয় • হিব্রু
• চীনা • গ্রীক • লাতিন • আরবী
• জাপানী • ফারসী

সোয়া তিন হাজার বছরের প্রেমের কবিতার একটি আশ্চর্য চিত্রবহুল সংকলন।

সম্পাদনা • অবন্তী সান্যাল

কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন:
ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কালিদাস রায়, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, ডাঃ সুশীলকুমার দে, নজরুল ইসলাম, আশুতোষ ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কানাই সামন্ত, সুরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ মিত্র, [illegible] রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অবন্তী সান্যাল, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন ও শান্তিতোষ ভট্টাচার্য।

অঙ্গসজ্জা • পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

মজবুত কাপড়ে বাঁধা এবং সুদৃশ্য জ্যাকেট
ও রঙিন বাক্স সম্বলিত

আনুমানিক মূল্য আট টাকা

নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০
ফোন : ৪৭—৪২৩৩

শহরের মাধ্য ঘুরে বেড়ায় এধার থেকে ওধার। লোকে হাঁ করে চেয়ে দেখে। দিশী পাড়ার ছেলেমেয়েরা মটরগাড়ির শব্দ শুনলেই দৌড়ে আসে গলির সামনে। ভিড় জমে যায় চারধারে। বুড়োরা আপিস যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। ছেলেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চারটে রবারের চাকা, তার ওপর একটা বাক্স মতন খাঁচা। মাথার চালটা ইচ্ছে করলে খুলে ফেলা যায়। আবার দরকার হলে ঢেকে দেওয়াও চলে। রোদ-বৃষ্টি হলে চালটো তুলে দাও, তারপর গায়ে রোদ লাগাবার ইচ্ছে হলে ঢেকে ফেলো।

বি এন আর কোম্পানীর মেভারলি প্রথম গাড়ি কিনলে।

সেদিন আর কাজকর্ম হলো না আপিসে। সারা আপিস ভেঙে বাবুরা গাড়ি দেখতে এলো। চুঁচড়ো, রাণাঘাট, উলুবেড়ে থেকে যারা পায়ে হেঁটে নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে আপিসে আসে, তারা হাঁ করে দেখতে লাগলো। প্রথমে শহরে একখানা-দুখানা গাড়িই ছিল। এধারে থেকে ওধারে গেলে পাড়াসুদ্ধ লোক জড়ো হতো। তারপর গাড়ি বাড়লো। নানা ধরনের, নানা রংএর গাড়ি। গাড়িতে নম্বর লাগাবার নিয়ম হলো। গাড়ির তলায় লোকজন চাপা পড়তে লাগলো। গাড়ির ভিড়ে রাস্তা চওড়া করতে হলো। শেষে টান পড়লো পেট্রোলে। পেট্রল আসতো আগে জাহাজে করে। খিদিরপুরে জেটিতে তেলের পিপে ভর্তি জাহাজ লাগতো। সেই পিপে সাবধানে নিয়ে যাওয়া হতো গুদাম-ঘরে। একবার সেই তেলে আগুন লেগে সে কী কাণ্ড! সারা জাহাজখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বোমা ফাটার মত দুমদাম আওয়াজ হতে লাগলো। কত লোক কুলি-কামার যে মারা গেল! আর তেল আসতো রেল-গাড়িতে। মালগাড়িতে ক্যানেস্তারার টিন সিল্ করা তেল আসতো। এসে শালিমারের গুদামে ভর্তি হতো। তারপর সেই টিন কিনে নিয়ে গাড়ির ট্যাঙ্কে ঢালে। তখন আবার গাড়ি গড় গড় করে গড়িয়ে চলবে।

তারপর যেবার পাইপলাইন হলো বজবজে সেইবার হলো এই লাইন। রেলের বড়সাহেবরা জমি জরিপ করতে এলেন। ইঞ্জিনীয়াররা এলেন। ওই বেলেঘাটা থেকে বন-জঙ্গল কাটতে কাটতে রেলের ইঞ্জিনীয়ার ওভারসিয়াররা উঁচু-নিচু সমতল করে দিলে। দুপাশে তারের বেড়া লাগিয়ে দিলে। বন থেকে কত সাপ বেরুল। সাপের কামড়ে মরলো কত লোক। বালিগঞ্জ ইস্টিশান হলো। বাবুদের কোয়ার্টার হলো। কুলিদের বস্তি হলো। জলের পাম্প বসলো। বেলেঘাটা থেকে মালগাড়িতে ভর্তি হয়ে এল লোহা-লক্কড়, এল লক্কড়, এল সাটবল্টু, এল ফিস-প্লেট, এল হাতুড়ি, হাপর, কোদাল, সব। এই এখানকার তালগাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লাইন পাততে পাততে চললো ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। সিগনাল বসলো, টেলিগ্রাফের পোস্ট বসলো, সিগনাল বসলো। তারপর এসে পৌঁছুলো এই এখানে। এই ঢাকুরিয়া আর গড়িয়াহাটার লেভেল-ক্রসিংএর কাছে।

এই সেখান থেকে আমাদের গল্পের শুরু।

আসলে এ জায়গাটা গল্পের শুরুও বটে আবার গল্পের শেষও বটে।

শেষটাই আগে বলে দেওয়া ভালো। তাতে আগ্রহ বাড়ে। পড়বার ধৈর্য থাকে। নইলে শুরু থেকে শুরু করলে কে পড়বে মন দিয়ে। আজকাল, এই বাস্তুতার যুগে কার এত ধৈর্য! কে পড়বে এত বড় উপন্যাস। কবে কেমন করে নায়ক বড় হলো, কবে লেখাপড়া শিখলো, কবে বিয়ে-থা করলো, কবে মারা গেল—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত জানবার সময় নেই কারো। যেমন সময় ছিল না ভূষণ মালীর, যেমন সময় ছিল না ডি-টি-আই সাহেবের, আর যেমন সময় ছিল না রবিনসন সাহেবের। বড় থেকে ছোট সবাই কোম্পানীর চাকর। কেউ বড় চাকর, আবার কেউ ছোট-চাকর। কোন দূর দেশ সেটা। স্কটল্যাণ্ড না ইংলণ্ড কেউ জানে না। হয়ত লণ্ডনের কিম্বা বার্মিংহামের কোনও রোড-সাইড ইস্টিশানের কেবিনম্যান ছিল প্রথমে। তারপর কোম্পানীর দৌলতে এখানে এসে একেবারে এক লাফে ডি-টি-এস হয়ে বসেছে পায়ের ওপর পা তুলে। সঙ্গে জাহাজে করে এনেছে মেমসাহেব আর এনেছে একটা সাদা কুকুর।

ডি-টি-আই সাহেব তো মন দিয়ে দেখাচ্ছিল। কিন্তু রবিনসন সাহেব কী বুঝছিল ভগবানই জানেন।

শুনেছি ওদিকটায় ওই উত্তরদিক বরাবর একটা লেক হবে। এমন জঙ্গল সাফ হয়ে যাবে শিগগির। ওদিকে আর জমি বিক্রী করছে না ক্যালকাটা করপোরেশন। ওদিকে সেই ভবানীপুর পর্যন্ত শহরের চেহারা একেবারে বদলে যাবে নাকি। ওদিকে খিদিরপুর, তারপর কালিঘাট, তারপর এদিকে কসবা, মাঝখানের এই জঙ্গলটা সাফ করে দিলে কলকাতা শহরের চেহারা একেবারে পালটে যাবে স্যার। তখন এই ঢাকুরের দিকেও বসতি হবে, লোক্যালিটি হবে। তখন এই রাস্তায় ট্রাফিক বেড়ে যাবে। এই আমাদের সব লেভেল-ক্রসিং-এ আর কুলোবে না। কম্পাস সাহেব সেই রকম নোট দিয়েছে—এই দেখুন স্যার, ফাইল দেখুন! এই প্ল্যান এন্‌ক্লোজ করে দেওয়া আছে। প্ল্যান দেখলেই বুঝতে পারবেন এ-জায়গাটা ফিউচারে কত ইম্‌পর্টেণ্ট হয়ে উঠবে। কম্পাস সাহেব লিখেছে—এখানে একটা স্টেশন করলে ভালো হয়। আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রাফিকও বাড়বে তাতে। ওদিকে বালিগঞ্জ আর পশ্চিমে কালিঘাট—এই দেড়ো ফারলং ডিসট্যান্স এর মধ্যে একটা স্টেশন করে সাইডিং তৈরি করলে সেকশন্-ক্যাপাসিটিও বাড়ে—

রবিনসন সাহেব কথাটা বুঝতে পারলেন না। বাঁ হাতটা মেলে করে নেড়ে বললেন—ইউ মিন্ আওয়ার রেলওয়ে স্টেশন?

ডি-টি-আই সাহেব বললেন—ইয়েস স্যার—

রবিনসন সাহেব খাস বিলিতি রোড-সাইড স্টেশনের কেবিনম্যান ছিল। তাঁর সঙ্গে মেমসাহেব আছে, বিলিতি কুকুর আছে। আর ওদিকে সন্ধে হয়ে আসছিল। টি-টাইমটা উতরে গেছে কাজ করতে করতে।

বললেন—ননসেন্স—

রবিনসন সাহেবের সেই কথাকে গলায় 'ননসেন্স' বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ সমস্ত আবহাওয়াটা একটা বিকট আওয়াজ করে উঠলো। আর মেমসাহেব চিৎকার করলেন। মেমসাহেবও হাউ-হাউ করে উঠছেন। ডি-টি-আই সাহেবও পেছন দিকে ছুটলেন। রবিনসন সাহেবও এদিক ওদিক কোনওদিকে খেয়াল ছিল না। কাজ করতে করতে নাওয়া-খাওয়া টি-টাইমও ভুল হয়ে যায় তাঁর। তিনিও পেছন দিকে দৌড়ে পড়ে গেলেন। ভূষণ মালী এতক্ষণ সাহেবদের পেছনে-পেছনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে মাথামুণ্ডু সব শুনছিল। সেও দৌড়ে গেল পেছন দিকে।

পেছন দিকে মাঠ উত্তর দিকে। একটা কাঁটা ঝোপ, একটু পচা ডোবা মতন সেখানটা। ঠিক সেইখানে রবিনসন সাহেবের কুকুরটা মাটিতে পড়ে ছটফট ছটফট করছে। তখন তার গলা দিয়ে আর চেঁচাবারও ক্ষমতা নেই। ভূষণ দৌড়ে কাছে গেছে। কিন্তু তার আগেই মেমসাহেব সেই সিল্কের গাউন নিয়েই মাটিতে বসে কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

—জিমি, ডিয়ার, জিমি—

ডি-টি-আই সাহেব, রবিনসন সাহেব দু'জনেই এসে পড়লেন। কুকুরটার দশা দেখে মেমসাহেব হাউ-মাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। রবিনসন সাহেবও মাটিতে বসে পড়ে কুকুরটাকে ধরতে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ ভূষণ মালী চেঁচিয়ে উঠেছে—সাপ, সাপ—

ডি-টি-আই সাহেবও রবিনসন সাহেবকে

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়েছে— দেবক নায়—দেবক—

একটা কাল-কেউটে! যেতে যেতে এক-বার পেছন ফিরে সাপটা ফণা তুলে দেখালে ধানিকক্ষণ। তারপর আবার এঁকে বেঁকে নিঃশব্দে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভূষণ মাঝীর এখন আরো বয়েস হয়েছে। [illegible]

[illegible]

হয়েছে রা

সবাই গেল—না—

তারপর জিজ্ঞেস করে—কেন, হরিবংশ সাহেব কী করতে?

—না এমনি জিজ্ঞেস করছি।

—হরিবংশ সাহেবই নাকি তোমার চাকরি দিয়েছিল ভূষণ?

ভূষণ বলে—আজ্ঞে না হুজুর, হরিবংশ সাহেবের কুকুরটাকে এখানে সাপে কেটেছিল কি না তাই জিজ্ঞেস করছি—

ভূষণ মাঝী শুধু একলাই গোমান নয়। আসলে [illegible] গোমান [illegible] করে [illegible] করে। [illegible] করে [illegible]। সমস্ত দিনের [illegible] [illegible]


# নতুন রকমের আবরণ

এই নতুন রকমের সাবান—স্নিগ্ধ এবং মনোরম গন্ধযুক্ত সিনথল ব্যবহার করুন—আপনার গায়ে কোন গন্ধ থাকবে না, গায়ের চামড়া সুস্থ থাকবে এবং গায়ের রংও পরিষ্কার দাগহীন হবে।

ভারতে একমাত্র সিনথল সাবানেই জি-১১ (পেটেন্ট হেক্সাক্লোরোফিন) আছে। যে বীজাণুগুলি গায়ে দাগ ছড়ায় এবং গন্ধ সৃষ্টি করে, জি-১১ সেগুলিকে নষ্ট করে। নিয়মিত ব্যবহারের পঞ্চম দিন থেকে শতকরা ৯৫ ভাগ বীজাণু ধ্বংস হয়ে যায়—যা সাধারণ সাবানে সম্ভব হয় না। জি-১১ যুক্ত সিনথল আপনাকে ঘামাচি, তিল, ব্রণ এবং চুলকানি ও অন্যান্য চর্ম্ম-উপদ্রব থেকেও রক্ষা করে। সিনথল সাধারণ সেরা সাবানের চাইতেও বেশী স্নিগ্ধকর, চোখের কোন ক্ষতি করে না—শিশুর পক্ষে সব চাইতে ভাল।

## মনে রাখবেন

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে জি-১১ একমাত্র রাসায়নিক পদার্থ যা শরীরের ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এবং যা সাবানে ব্যবহার করলে সমস্ত বীজাণু নাশ করে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ডাক্তাররা জি-১১ যুক্ত সাবান ব্যবহার করবার নির্দেশ দেন এবং আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে বিশেষভাবে জি-১১ যুক্ত সাবানই ব্যবহৃত হয়।

একমাত্র সাবান যা গায়ে ঘামের গন্ধ দূর করে এবং গায়ের রঙের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দেয়—লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষেত্রে প্রমাণিত।

জি-১১ যুক্ত **সিনথল**

পুরোপুরি রক্ষার জন্যে সিনথল দিয়ে স্নান করবার পর মিষ্টি গন্ধসহ স্নিগ্ধকর জি-১১ যুক্ত গোদরেজ টয়লেট পাউডার ব্যবহার করুন।

গোদরেজ-এর হেয়ার টনিক এবং শেভিং স্টিকও জি-১১ যুক্ত।

গোদরেজ সাবানের জগতে সেরা নাম

আটে চব্বিশ। ভূষণ মালী ছাড়া মঙ্গল দেও আছে। আর আছে দেওকীনন্দন। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা। বিকেল চারটে থেকে রাত বারোটা। তারপর রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা। এমনি ঘুরে ফিরে ডিউটি পড়ে। কাজ বেশি তেমন কিছু নয়। ওই কেবল গেট পাহারা দিয়ে পড়ে থাকা। ওইটেই আসল কাজ। তারপর বোতাম টিপলেই গেট বন্ধ হয়ে যাবে। সে তেমন কিছু হাঙ্গামের ব্যাপার নয়। তিনজনের ডিউটি। পালা বদল করে কাজ করা। আপোষে মিলে মিশে কাজ। কারো শহরে কাজ থাকে তো আর একজনকে বলে গেলেই হলো। তার হয়ে ডবলডিউটি করে দেবে। সকাল আটটা থেকে টানা রাত বারোটা পর্যন্ত একজনই ডিউটি করবে।

বালিগঞ্জ ওয়েস্ট কেবিন থেকে হুকুম হবে—থার্টি থ্রি আপ, লাইন ক্লিয়ার—

দেওকীনন্দন ফোন্ ধরে বলবে—হাঁ—হুজুর—

কেবিনম্যানের টেলিফোনটা ছাড়তে গিয়ে হঠাৎ কী যেন একটা সন্দেহ হবে। বলবে—কে রে, দেওকীনন্দন?

—জী হাঁ—

কেবিনম্যান বলবে—কেন, এখন তো মঙ্গল দেও'র ডিউটি—মঙ্গল কোথায় গেল?

—হুজুর মঙ্গল কলকাত্তা গেছে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি, আমি ডবল ডিউটি করছি—

—আর ভূষণ? ভূষণের কোন্ ডিউটি?

দেওকীনন্দন বলে—ভূষণের সেকেণ্ড নাইট হুজুর—রাত বারোটায় আসবে—

আসলে তিনজন গেটম্যান হলেও ভূষণের কথাই বেশি করে বলা। কারণ ভূষণের ডিউটিতেই ঘটনাটা ঘটেছিল। তখনও ছিল তার সেকেণ্ড নাইট ডিউটি। সেবার হলো কী, জেনারেল ম্যানেজার লাইন দেখতে বেরোবে। এমন বছরে একবার লাইন দেখা নিয়ম। সেদিন ইস্টিশান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। স্টেশন মাস্টার সেদিন কাচানো ইউনিফর্ম পরবে, মাথায় টুপি দেবে। মাল-গুদামে সাজানো-গোছানো থাকবে মালের বস্তা। সেদিন ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করবে প্ল্যাটফরম। একটু ধুলো-বালি খুঁজে পাবে না কেউ কোথাও। স্টেশন মাস্টার নিজে বেরোবে দেখতে। আউটার সিগন্যাল ভালো করে চলছে কি না। কেবিনে উঠে লিভার টেনে টেনে দেখবে। জেনারেল ম্যানেজার যদি খুঁত পায় কোথাও তো রিপোর্ট হয়ে যাবে। পার্সোন্যাল ফাইলে দাগ পড়ে যাবে। চাকরির উন্নতির রাস্তা চিরকালের জন্যে বন্ধ। সুইপারকে ডেকে হুঁশিয়ার করে দেবে, কেবিনম্যানকে ডেকে সাবধান করে দেবে। সবারই হর্তাকর্তা-বিধাতাপুরুষ আসছে। কারো রেহাই নেই। সঙ্গে থাকবে সব ডিপার্টমেণ্টের কর্তারা। চীফ ইঞ্জিনীয়ার থাকবে, চীফ মেডিক্যাল অফিসার থাকবে। ট্রাফিক ম্যানেজার থাকবে, ডি-টি-এস থাকবে। আরো অনেকে থাকবে। একখানা স্পেশ্যাল ট্রেন ভর্তি বড় সাহেবরা থাকবে। ট্রেনটা বেলেঘাটা ছাড়বে বেলা দেড়টায়। দুপুরের খাওয়া খেয়ে বেরোবে সবাই। তারপর বালিগঞ্জে এসে পৌঁছোবে পৌনে দুটোয়। বালিগঞ্জে হল্ট আছে আধঘণ্টা। আধঘণ্টার মধ্যে ইস্টিশানের যাবতীয় রাজকর্ম দেখা শেষ করে স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়বে দুটো পনেরো মিনিটে। তারপর ঢাকুরিয়া। ঢাকুরিয়ার পর সোনারপুর। এমনি পর পর লাইন দেখতে দেখতে সোজা চলে যাবে ডায়মণ্ডহারবার। সার্কুলার বেরিয়ে গেছে সাতদিন আগে থেকে। সারা সেকশানে সোর-গোল পড়ে গেছে। যার যা অভাব অভিযোগ এই সময়ে বলবে বড়সাহেবদের। বছরে এই একটা সময়। এই সময়ে কারো প্রমোশন হয়, কারো জরিমানা হয়, কারো নিচু ধাপে নামতে হয়।

ভূষণ কেবিনবাবুকে জিজ্ঞেস করে—এস্‌স্পেশ্যাল এদিকে আসবে না হুজুর?

কেবিনম্যান বলে—নারে, তেরো সেভেন গেল এধারে, ও ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাবে প্রথমে, তারপর যাবে লক্ষ্মীকান্তপুরে—

—আর বজবজ সেকশান?

কেবিনবাবু বলে—সে এখনও সার্কুলার পাইনি—

এদিক কথা নেই বার্তা নেই ঠিক দিন বুঝেই কোপ। বর্ষাকাল নয় কিন্তু নয়। সকালবেলাও কিছু বোঝা যায়নি। একটু একটু কুয়াশা মতন ছিল। সকাল আটটার সময়ও অন্ধকার-অন্ধকার ভাব। যত বেলা বাড়তে লাগলো ততই অন্ধকার হতে লাগলো। বৃষ্টি তখনও পড়েনি, কিন্তু ভিজে ভিজে হাওয়া দিচ্ছে জোরে। বেলেঘাটা স্টেশন তখন জমজমাট। ধোয়া মোছা হয়েছে প্ল্যাটফরম। জাঁদরেল জাঁদরেল সাহেবরা এসে গাড়ি থেকে নামলো। কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার আর আসে না। হাতঘড়ি, প্ল্যাটফরমের ঘড়ি, সব ঘড়ি মিলিয়ে দেখা হলো। ঘড়ির বড় কাঁটাটা ছটার ঘর পেরিয়ে গেছে। এমন তো দেরি হয় না কখনও।

কিন্তু এসে পড়েছেন তিনি।

বালিগঞ্জের নর্থ কেবিন থেকে কেবিনম্যান ফোন তুলে ধরলে—হ্যালো, কে? লাহিড়ী? কী হলো? জেনারেল ম্যানেজারের কী হলো? স্পেশ্যাল ক্যানসেলড্ নাকি?

ওদিক থেকে উত্তর এল—ওই এসে গেছে, এই এখুনি এল হে, বড়সাহেবদের কারবার, এই লাইন-ক্লিয়ার পেলাম—

ট্রেন ছেড়ে দিলে। লেট করেই ছাড়লো। কিন্তু ড্রাইভার পাকা। আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস চালিয়েছে একদিন।... এই সেবার ভাইসরয়ের স্পেশ্যালও চালিয়েছে। ইঞ্জিনটাও মজবুত। মনের মত কল পেয়েছে—সুতরাং হুস্ হুস্ করে দেখতে-না-দেখতে বালিগঞ্জ এসে পড়েছে। স্টেশনে তখন স্টেশন মাস্টার নিজে লালপাখা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চার বোগির স্পেশ্যাল। ঠিক মাপে মাপে দাঁড়িয়েছে ট্রেনটা। বালিগঞ্জ স্টেশনে নামবে সবাই। সব দেখা-শোনা করবে। মাল-গুদাম দেখবে। স্টেশন দেখবে। গাড়ি থেমে রইল কিছুক্ষণ। প্ল্যাটফরমের ওপর জলের ছিটে দেওয়া হয়েছে—ধুলো যেন না ওড়ে।

স্টেশন মাস্টার অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। আজ তিনি রেলের কোট পরেছেন, টুপি পরেছেন। পুরোদস্তুর স্টেশন মাস্টার।

কিন্তু কেউ নামে না।

কী হলো? হলো কী?

স্টেশন মাস্টার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। চীফ মেডিক্যাল অফিসার বড় কামরায়। এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছেন। হাতে ওষুধের শিশি, গলায় স্টেথিসকোপ।

হঠাৎ তারপর আরো জোরে বৃষ্টি নামলো। অকাল বর্ষণ। অন্ধকার করে এলো। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে চারদিকে। কাঁপুনি ধরে সারা গায়ে।

হঠাৎ সেনসাহেব নামতেই স্টেশন মাস্টার এগিয়ে গেলেন সেলাম করে।

বললেন—স্যার কী হলো, ইনস্পেকশান হবে না?

সেনসাহেব পুরোনো লোক। অনেকদিন আগে চাকরিতে যখন নতুন ঢুকেছিল, তখন অনেকে মাঝে মাঝে। বেশ সুন্দর চেহারা। বছর পনেরো আগেকার কথা। স্টেশন মাস্টার তখন সবে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অনেক ঘুর-প্যাঁচের কোর্ট এখানে তখন সবে এসেছেন। একদিন এই সেনসাহেবই এলেন ডি-টি-আই হয়ে। তখন জাঁদরেল সাহেব ছিল রবিনসন। রবিনসন সাহেবের নামে সারা লাইন কাঁপতো। এক-একদিন সকাল বেলা ডিউটিতে এসেছেন আর বাড়ি গেছেন রাত এগারোটার পরে। কেবল স্টেটমেণ্ট চাই। ওয়াগনের হিসেব দাও। নানা ফাই, নানা ফরমাজ। হেড-অফিসের জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই যে বালিগঞ্জ ইস্টিশানের দু'পাশে এই ভিড়—এসব তখন কোথায় ছিল! গেটের ধারে গোটা দশেক দোকান শুধু। একটা দোকান ছিল—পরোটা আলুর দমের। পরোটা আর আলুর দম লোকটা করতো ভালো। বৈঠকখানার বাজার থেকে আলু-কপি বাজার করে নিয়ে আসতো। আর একটা মস্ত কাঠের পিঁড়ির ওপরে ঘি দিয়ে

পরোটা বেচতো [illegible] বলে। ইস্টিশানের পোর্টার গিয়ে এক-একদিন বলতো—দুটো গরম পরোটা দোব—

পরোটাওয়ালার নামটা এখন আর মনে পড়ে না।

—কার জন্যে পরোটা চাই—কে খাবে গো?

পোর্টার বলতো—মাস্টারবাবু, আমাদের নতুন মাস্টারবাবু—

মাস্টারবাবু তখনও কোয়ার্টার পাননি এখানে। পরিবারও আসেনি। হোটেল থেকে দু'টি পরোটা খেয়ে দিন কাটায়। আর ওয়েটিংরুম-এর ভেতরে রাত্রে শোবার ব্যবস্থা। তা মাস্টারবাবুর নাম শুনে আর দাম নিতে চায় না লোকটা। চেয়েছিল দু'খানা পরোটা। দিলে চারখানা। সঙ্গে একখানা আলুর দম ফ্রি। সেই মজুমদারবাবু অবাক।

বললেন—কেন দাম নিলে না কেন?

লোকটা বললে—দাম নেবো কেন হুজুর, দাম নেবার কি দরকার আছে ওর—

—কেন, দাম নেবে না কেন? মাস্টারের খাতির করছো নাকি!

—হুজুর, মাস্টারের দাম নিলে ও কি আর [illegible] চালাতে পারবে? [illegible] মাস্টারের দাম নিলে পরে [illegible] ওর [illegible] করবে না?

[illegible] এই অবস্থা, এখন তো লাইন হয়েছে, [illegible] সেই কালিগঞ্জের লেভেল-ক্রসিং পর্যন্ত [illegible]। [illegible] মধ্যে [illegible] শুরু হয়। [illegible] তখন মজুমদারবাবু [illegible]। সেই সময়ে [illegible] এসেছিলেন [illegible] ইনস্টিটিউশনে [illegible] তিনিই প্রথম বলেছিলেন—কালিঘাট থেকে কালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত ট্রেন চলবে শিগগির—

কালিগঞ্জ স্টেশনের কামরাটার মধ্যে তখন মজুমদারবাবুর সামনে কাজের পাহাড়। কোনওদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। টেবিল ভর্তি কাগজ-পত্র ফাইল। কোন্ কাজটা আগে করবেন তার ঠিক নেই। একগাদা ইনভয়েস, একগাদা ইনডেমনিটি বণ্ড—চোখে মাকে তখন দেখতে পাচ্ছেন না। রবিনসন সাহেব কাণ্ডজ্ঞান লোক হোক, মায়া-দয়া ছিল তাঁর। গড়িয়াহাটার লেভেল-ক্রসিংএ দেখেন তাঁর কুকুরটাকে সাপে কামড়াবার পর আর এখানে থাকলেন না—

ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেলেন। সেই জায়গায় এল ঘোষাল সাহেব। বাঙালী হলে কী হবে। একেবারে [illegible]। রোজ একজনের চাকরি না খেয়ে আর জল-গ্রহণ করতো না ঘোষাল সাহেব। কয়লা-ঘাটের হেড-অফিসে গিয়ে কতদিন দেখা করতে গিয়ে দেখেছে ঘোষাল-সাহেব চীৎকার করছেন—গেট আউট—গেট আউট—

গড়িয়াহাটার লেভেল-ক্রসিং-এ একবার একটা লোক কাটা পড়ে। সাক্ষী দিতে গিয়েছিল মজুমদারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেটম্যান ভুবন। আর কেবিনম্যান কালী-পদ। তিনজনেই হেড-অফিসের ঘোষাল-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ঘোষাল সাহেবের ওপরেই চাকরি নির্ভর করছিল তিনজনের। এক-কথায় তিনজনের চাকরি চলে যেত।

ঢুকে ঘোষাল সাহেবের ঘরের দিকে দেখতেই ঘোষাল সাহেব চীৎকার করে উঠেছিল—গেট আউট, গেট আউট—

গেট আউট-ই ছিল ঘোষাল সাহেবের বুলি।

কালীবাবু বলেছিল—এ সাহেব মরে তবে ঘোষাল সাহেব মরে না যে—

ভুবন বলেছে—রবিনসন সাহেব বড় ভালো লোক ছিল হুজুর—রবিনসন সাহেবের মেমসাহেবও ভালো ছিল—সেই সাহেব [illegible]—আমি তো মেম-সাহেবের পা জড়িয়ে ধরতুম গিয়ে—

[illegible] এসেছিল ঘর থেকে। [illegible] চেহারা [illegible]। [illegible] পরনে। [illegible] চোখ জুড়িয়ে যায়।

[illegible] হয়েছিল কেন, ঘোষাল সাহেব [illegible]—

মজুমদারবাবু এগিয়ে বলেছিলেন—আমরা ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলাম, গড়িয়াহাটা লেভেল-ক্রসিং এর [illegible] জন্যে—

তিনি বলেছিলেন—তা যখন [illegible] এখন যান—

বলে আবার ভেতরে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

কালীবাবু বললেন—একে চিনতে পারলেন তো মাস্টার মশাই—

—না তো!

কালীবাবু মুচকি হাসলেন।

বললেন—আরে চিনতে পারলেন না—ইনিই তো সেই হীরে—ঘোষাল সাহেবের হীরে—

যাক গে, ওসব ব্যাপারে নাক না গলানোই ভালো। সেই একদিনের একটুখানি দেখা। বড় সাহেবদের ঘরের ব্যাপার নিয়ে মাথা-ঘামানোর অভ্যেস মজুমদারবাবুর নেই। মজুমদারবাবুর নিজের ঘরের ব্যাপার নিয়ে কে মাথা ঘামায় তার ঠিক নেই। চাকরি করতে এসেছেন পেটের দায়ে, চাকরিটা বজায় থাকলেই হলো। কবে সেই কালিগঞ্জের জঙ্গল কেটে [illegible] চোখের সামনে [illegible] গজিয়ে উঠলো রাতারাতি তাও টের পাননি। কবে লোক হলো তাও জানতে পারেননি। একদিন বেড়াতে বেড়াতে ওদিকপানে গিয়ে সব দেখে শুনে তো অবাক। সেই লেভেল-ক্রসিং আর চেনা যায় না। [illegible] মন্দির হয়েছে একটা। বড় রাস্তা হয়ে গেছে। হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। শুধু কালিগঞ্জ আসবার পর একবার সাউথ কেবিন-এ ঢুকেছিলেন—তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন লেভেল-ক্রসিং পর্যন্ত। তারপর ওদিকে আর যাবার দরকারই হয়নি। ভুবন দেখালে কোনখানটা রবিনসন সাহেবের কুকুরকে সাপে কামড়েছিল—কোনখানটার মাটির ওপর বসেছিল মেমসাহেব। আর সে-সব সাহেবই ছিল আলাদা। তারা দেশের মত মানুষ ছিল, তাদের দয়া ছিল, মানুষের দরদ ছিল।

কালীবাবু বলতো—আমার ছেলের বিয়ের সময় [illegible] সাহেব কলকাতা থেকে [illegible] গিয়েছিল, জানেন মাস্টার মশাই—আপনি তখন আসেন নি—

ভুবন বলেছিল—রবিনসন সাহেবের মেম-সাহেবকে দেখেছি হুজুর, আহা, কী চেহারা, যেন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ—

মজুমদারবাবু বলতেন—আমাদের মেম-সাহেবও কম যায় না কালীবাবু—গরীবের [illegible]—

[illegible] সাহেবই [illegible]।

ঘোষাল সাহেবের [illegible] যেন সাহেবের [illegible] এসে বললে—এখানে কী করছেন আপনারা—

মজুমদারবাবু বললেন—সেই [illegible] ব্যাপার নিয়ে একবার ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি স্যার—

—আপনি কে.

মজুমদারবাবু বললেন—আমি বালিগঞ্জ স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, আর এই হলো গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিংএর গেটম্যান ভূষণ, আর এ হচ্ছে সাউথ কেবিনের কেবিনম্যান করালীভূষণ সরকার—আপনি যদি ঘোষাল সাহেবকে একটু বলে দেন স্যার।

—আপনারা ঘোষাল-সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন নাকি?

মজুমদারবাবু বললেন—দেখা কী করে করবো স্যার, ও'র ঘর থেকে কে একজন বেরিয়ে এলেন, ও'র পি-এ বোধহয়...

সেন সাহেব বাধা দিয়ে বলেছিলেন—বুঝতে পেরেছি, আপনারা চলে যান, আমি চেষ্টা করে দেখি কী করতে পারি—বাড়ি যান এখন—

তা সেবার সেই সেন-সাহেবের জন্যেই বিপদটা কেটে গিয়েছিল। সেন-সাহেবের জোরের জোরে সেবার এনকোয়ারীতে খালাস পেয়ে গেলেন তিনজনেই। ভূষণ বাইরে এসে সেন-সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলে।

বললে—হুজুর, আপনি আমার মা-বাপ হুজুর, আপনার মঙ্গল হবে হুজুর, ভগবান আপনাকে অনেক দেবে হুজুর—

সেন-সাহেব অতি কষ্টে পা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন—ছাড় ছাড় পা ছাড় ভূষণ, পা ছাড়, আমি কে, আমি কেউ না—

ছোকরা সাহেব, কিন্তু বাপের বেটা বটে। সেন-সাহেবের কাছে যে গেছে, সেন-সাহেবকে যে ধরতে পেরেছে তেমন করে, সে আর খালি হাতে ফেরেনি। সাহেব বটে সেন-সাহেব। সারা লাইনময় সেন-সাহেবের প্রশংসা। ওদিকে রাণাঘাট, বনগাঁ, শিলিগুড়ি, ঢাকা, ময়মনসিং থেকে শুরু করে শেয়ালদ'র সব স্টাফ একবাক্যে সেন-সাহেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সত্যিই সাহেবের বয়েস কম, এখনও বেশি দিনের চাকরি নয়। সামান্য ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিল হেড-আফিসে। কিন্তু দেখতে দেখতে একদিন ডি-টি-আই হয়ে গেল। রবিনসন সাহেবের বড় পেয়ারের ডি-টি-আই। সেখানেই রবিনসন সাহেব যাবে, সঙ্গে যাবে ডি-টি-আই সেন সাহেব। রবিনসন সাহেব চলে যাবার পর সেই পোস্টে এল ঘোষাল-সাহেব। কিন্তু বেশি দিন টিকলো না ঘোষাল-সাহেব। একদিন চুরির দায়ে ধরা পড়লো। আর সেই সিঁথিতে সিঁদুর পরা মেয়েটি?

করালীবাবু ফোনে বললেন—শুনেছেন মাস্টার মশাই কাণ্ড?

মজুমদারবাবু বললেন—শুনেছি—

—আর শুনেছেন সেই মাগীটার কাণ্ড? সেই যে সিঁদুর পরা, সেই ফরসা মতন মেয়েটা, আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল—তার কী কাণ্ড শুনেছেন?

মজুমদারবাবু বললেন—কই না, শুনিনি তো কিছু—

তা না-শুনেছেন তো শুনে আর কাজ নেই। পরে সবই শুনতে পাবেন, পরে সবই জানতে পারবেন। শুধু আজ বলে নয়, এমন ঘটনা চিরকালই ঘটে। চিরকাল ধরেই ঘটে আসছে। লাইনের একমুড়ো থেকে আর একমুড়ো পর্যন্ত সেই প্রসঙ্গই চলতে লাগলো ক'দিন ধরে। একদিন লোহা ইঞ্জিন-কেবিন-ওয়াগন লাইন ক্লিয়ারের মধ্যেও আবার রোমান্সের মশলার গন্ধে কেরানী-জীবন মুখর হয়ে ওঠলো। বেশ রসিয়ে রসিয়ে পান চিবোতে চিবোতে শেয়ালদ'র কন্ট্রোলরুমে, কেবিন-ঘরে, প্লাটফরমে আলোচনা চলতে লাগলো। তারপর সেই ঢেউ এসে পৌঁছলো একেবারে গড়িয়াহাটা লেভেল-ক্রসিং-এর গুমটি ঘরে। তখন সেকেণ্ড নাইট ডিউটি করছে ভূষণ...

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক।

তা কোথায় গেল সেই ঘোষাল-সাহেব, আর কোথায় গেল সেই সিঁদুর পরা মেয়েটা। রবিনসন সাহেব গেছে, ঘোষাল-সাহেবও গেছে। এখন এতদিন পরে সেই জায়গায় এসেছে সেন-সাহেব। কতদিন সেন-সাহেব ঢাকা না শিলিগুড়ি কোথায় বদলি হয়ে গিয়েছিল। এখন এসেছে ডি-টি-এস হয়ে। এই এতদিন পরে।

হঠাৎ এতদিন পরে সেই সেন-সাহেবকে দেখে মজুমদারবাবু এগিয়ে এলেন।

বললেন—কী স্যার, কেউ নামছেন না কেন?

সেন-সাহেব বললেন—না, স্পেশ্যাল যাবে না আজ, জেনারেল ম্যানেজারের শরীর খারাপ,—আপ-গাড়ির লাইন ক্লিয়ার দিতে বলুন—

অভাবনীয় কাণ্ড! এমন কাণ্ড ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। স্পেশ্যাল ট্রেন ফিরে গেল আবার। আবার ঢিলে-ঢালা কাজ। সারা লাইনময় খবর চলে গেল টেলিফোনে। ডায়মণ্ডহারবার লক্ষ্মীকান্তপুর সর্বত্র। ট্রেন ক্যান্‌সেল্‌ড্‌ হয়ে গেছে। জেনারেল ম্যানেজারের অসুখ। আবার থার্টি থ্রি আপ এল। আবার টুয়েন্টিওয়ান আপ এল, আবার নাইনটিন আপ এল। ডাউন ট্রেনও আসতে লাগলো পর পর। আবার গড়িয়ে চললো চাকা। ওয়াগন আর ইঞ্জিন, লাইন-ক্লিয়ার আর শান্টিং। আবার ম্যুভিং ইয়ার্ডে শান্টিং ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি শুরু হলো—

বেলেঘাটা থেকে ফোন এল কেবিনে—স্পেশ্যাল কী হলো হে—ছেড়েছে?

বালিগঞ্জ থেকে উত্তর এল—নাহে, লাইন ক্লিয়ার দিতে হবে ডাউন স্পেশ্যালের—

—কেন?

—স্পেশ্যাল ক্যান্‌সেল্‌ড্‌!

—দূরোর কলা-কচুপোড়া খেয়ে যা—

বলে ঘড়াং করে লিভারটা টেনে দিলে গায়ের জোরে।

স্পেশ্যাল চলে গেছে অনেকক্ষণ! স্পেশ্যালের সঙ্গে অন্য সবাই-ই চলে গেছে। চীফ মেডিক্যাল অফিসার, চীফ ইঞ্জিনীয়র—কেউ বাকি নেই।

মজুমদারবাবু হঠাৎ দেখে অবাক।

—স্যার, আপনি? আপনি ফিরে যাননি?

সেন সাহেব যেন একটু থেমে গেলেন। বালিগঞ্জ প্লাটফরমের একেবারে শেষ প্রান্তে একা একা দাঁড়িয়েছিলেন।

বললেন—না আমার এদিকে একটা কাজ ছিল—

মজুমদারবাবু আর কিছু না বলে চলে গেলেন। তারপরে আর কিছু জানেন না তিনি। তাঁর ডিউটি শেষ হয়ে যাবার পর তিনি বাড়ি চলে গেলেন। পরে শুনেছেন সব ঘটনাটা। শুনে চমকে উঠেছেন।

আর সেনসাহেব তখন আস্তে আস্তে সেই অন্ধকারের মধ্যে নেমে পড়েছেন। চারদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার। হঠাৎ মনে হলো যেন তাঁর চোখের সামনে দরজার শেকলটা খোলে দরজাটা হাট করে খুলে দিলে অঘোরদাদু, আর একটা ভ্যাপসা গন্ধে তাঁর দম যেন বন্ধ হয়ে উঠলো।

অঘোরদাদু বললে—দেখলি তো মুখ-পোড়া, দেখলি তো?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এত ঘড়া ঘটি বাটি তুমি কী করবে অঘোরদাদু?

অঘোরদাদু বললে—আমি বেচবো রে মুখপোড়া, আমি বেচবো, বেচলে অনেক টাকা হবে—

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—এত টাকা-কড়ি নিয়ে কী হবে তোমার অঘোর-দাদু? কী করবে তুমি?

অঘোরদাদু রেগে গেল। রেগে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠেছে।

বললে-টাকা-কড়ি নিয়ে কী হয় রে মুখপোড়া? কী হয়? বড় হলে বুঝবি—সব হয়, কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়, সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে— (ক্রমশঃ)


শুষ্ক মূলারিষ্ট

শোথরোগে সমস্ত শরীর ফুলিয়া হস্তীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইলেও ৩ দিনে শোথ দূর করে। মূল্য ১।০ টাকা। কবিরাজ শ্রীজলধরপদ রায়, ১৯৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

GOVER… …RARY … Behar

# যে পত্নী অর্ধাঙ্গিনী নয়

সুধাংশু ঘোষাল

পত্নীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে। তবে পত্নীকে যে অর্ধাঙ্গিনী হতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ আজও পর্যন্ত দিতে পারেনি। অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বললে কোন ভুল হবে না। মানুষের বেলায় সহধর্মিণীকে অর্ধাঙ্গিনী বলতে কোন রীতিগত, নীতিগত বা প্রীতিগত বাধা নেই। তবে এর ব্যতিক্রম যে কোথাও নেই, একথা পাকাপাকি করে বলা শক্ত ঠিক। দুনিয়ায় এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের জীবনযাত্রা ভালো করে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐ প্রাণীগুলির পুরুষেরা কোনদিন তার সহধর্মিণীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে ডাকতে পারবে না। কারণ ঐ প্রাণীগুলির স্ত্রী সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা আকারে বড়ো। কাজেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে বিচার করলে, অনুপাতে পুরুষটির পক্ষে বিশালকায়া স্ত্রীকে একটি নিজের দিক বলে সম্বোধন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

গভীর সমুদ্রে এক ধরনের মাছ (ceratoid angler fish) বাস করে, যাদের ক্ষেত্রে স্ত্রী মাছটি পুরুষ অপেক্ষা প্রায় ১৪।১৫ গুণ বড়ো। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোকের গায়ে একটি ছোট পুতুল বেঁধে দিলে যেমন দেখায়, স্ত্রী মাছটির পাশে পুরুষ মাছটিকে ঠিক তেমন দেখায়। সমুদ্রের কোন কোন জায়গা এত গভীর যে, দিনদুপুরে পর্যন্ত সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে এই বিদঘুটে মাছের বাস। ডিম হতে জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে এক বা একাধিক পুরুষ মাছ কোন স্ত্রী মাছের পেট বা বুকের কাছের চামড়া মুখে করে কামড়ে ধরে। কোন জাহাজের সঙ্গে বোট বেঁধে দিলে বোটটি যেমন জাহাজের সঙ্গে চলাফেরা করে, তেমনি স্ত্রী মাছটির দেহ-সংলগ্ন পুরুষেরা স্ত্রীর সঙ্গে সর্বত্র যাওয়া আসা করে। এভাবে আঁকড়ে ধরার জন্যে কিছু দিনের মধ্যে পুরুষ মাছটির মুখের মাংস ও স্ত্রী মাছের দেহের মাংস একসঙ্গে মিশে যায়। এই অবস্থায় পুরুষটির পক্ষে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে সম্বোধন করায় বাধা আছে। কারণ, প্রথমত স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক বড়ো; দ্বিতীয়ত পুরুষের ঠোঁটটি স্ত্রী দেহে মিশে যাবার ফলে (যদি এ মাছ রূপকথার মাছের মতো কথা বলতে পারতো তবুও) পুরুষের পক্ষে ঠোঁট নাড়িয়ে একটা কথা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়। ভাঙা বাসনপত্র ঝাং-ঝাল দিয়ে জুড়ে দেবার পর খণ্ড অংশটা যেমন পৃথক করা যায় না, এখানেও তেমনি ছুরি দিয়ে না কাটলে স্ত্রী মাছটির দেহ হতে পুরুষকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। অবস্থাটা 'বাহুর প্রেম'-এর মতো। 'প্রাণের বাঁধন দিয়েছি প্রাণেতে দেখি কে খুলিতে পারে।' এ বাঁধন খোলা সহজ নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে গভীর অন্ধকারে ডিম হতে জন্মাবার কিছুকাল পরে যে স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের বিবাহ হয়েছে সেখানে শত ছেলেমেয়ে হোক, মন কষাকষি হলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার কোন ভয় নেই। পুরুষটির জননেন্দ্রিয় ছাড়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পুরুষটির পক্ষে হাঁ করা পর্যন্ত সম্ভব নয়, কাজেই স্ত্রীর সহায়তা ভিন্ন সে খাদ্যদ্রব্য পেতে পারে না। অভ্যন্তরীণ বিষয়, স্ত্রীদেহ হতে রক্ত পুরুষদেহে সঞ্চারিত হয়, আর সেই রক্তের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ হয়ে থাকে স্ত্রী-নির্ভরশীল পুরুষ মাছটির দেহে। এককথায় স্ত্রী [illegible] নিজের জন্য ও [illegible]র মতন স্বামীর জন্যে খাওয়া-পরা বাসস্থানের কার্য চালিয়ে থাকে। রেগান ও ক্যাপটেন এ ধরনের বিচিত্র মাছের অদ্ভুত জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। স্ত্রীর গলগ্রহ হয়ে থাকার ফলে পুরুষেরা তাদের সাঁতার কাটবার স্বাভাবিক ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। কাজেই যদি শক্তি-হীন পতির অক্ষমতার গতি বা অন্ধের যষ্টি হচ্ছে পত্নী। পুরুষগুলির এক বাসনা "চিরকাল তোমার হবো আঁকড়িয়া কঠিন লৌহদ্বারে।" তথাপি পতিতে দিবস নির্বাধ পুরুষগুলি স্ত্রীর নিত্যকালের সঙ্গী।" এদের মধ্যেকার জীবনযাত্রা এক-সঙ্গে, আবার পরলোকযাত্রাও একসঙ্গে, কারণ, স্ত্রী যতদিন বাঁচে পুরুষ ঠিক ততদিনই বাঁচে ও স্ত্রী মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরাও মারা যায়। এই বিবাহক্ষেত্রে যেমন বিবাহবিচ্ছেদ হবার ভয় নেই, তেমনি সধবা স্ত্রীর পক্ষে বিধবা হবার, অথবা পত্নীবিয়োগে পতির বিপত্নীক হবার কোন আশঙ্কা নেই।

উপরের মাছগুলির ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামী হতে বড়ো হলেও স্ত্রী স্বামীর কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু প্রাণিজগতে এমন কয়েকটি প্রাণী আছে, যাদের মধ্যে বিশাল স্ত্রী ক্ষুদ্র ও দুর্বল স্বামীর উপর অত্যাচার করে। এমনকি, স্ত্রীর কবলে স্বামীর মৃত্যু কোথাও কোথাও এক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। মাকড়সাকে এমন একটি উদাহরণ হিসাবে সামনে ধরা যেতে পারে। অধিকাংশ

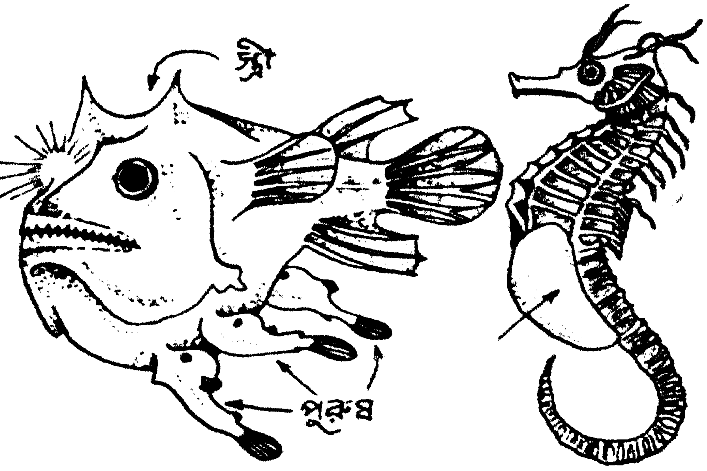


বাঁদিকের ছবিতে এক বিশালকায় স্ত্রীমাছের পেটের চামড়া আঁকড়ে ধরে আছে তিনটি ছোট ছোট পুরুষমাছ। এদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার কোন ভয় নেই। স্বামী-স্ত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাস, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া—এমন কি মৃত্যুও একসঙ্গে। ডানদিকে, পুরুষ "সামুদ্রিক ঘোড়ার" পেটের এক থলিতে (তীর চিহ্নিত) ডিম হতে শাবকের জন্ম হয়। এদের ক্ষেত্রে স্ত্রী হচ্ছে নিষ্কর্মা

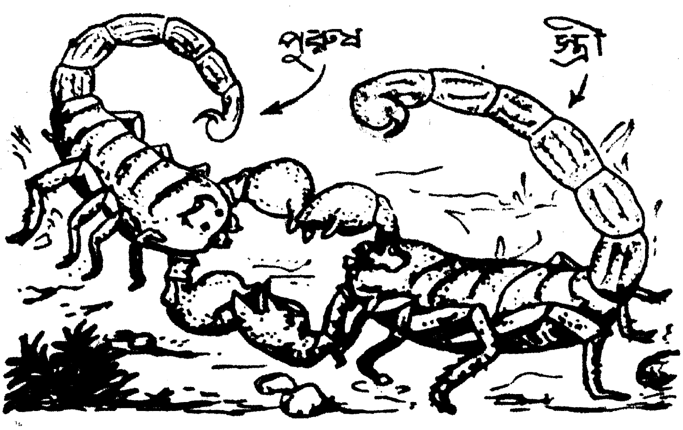


পুরুষ ও স্ত্রী কাঁকড়াবিছার যুগলনৃত্য।

মাকড়সার স্বামীর আকার ও অবয়ব স্ত্রীর তুলনায় যথেষ্ট ছোট। এদের জীবনযাত্রাও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক মাকড়সার নাম "কালো বিধবা মাকড়সা" (Black Widow Spider)। স্ত্রী মাকড়সাটি পুরুষের প্রায় চারগুণ। এরা খুবই বিষাক্ত। নিজের ডিম ও সন্তান রক্ষা করার সময় উত্তেজিত অবস্থায় স্ত্রী মাকড়সা যে কোন মানুষকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে পিছপা হয় না। বিষটি এতই ক্ষতিকর যে বিষক্রিয়ায় স্নায়ুমণ্ডলী আক্রান্ত হতে পারে, এমন কি সাময়িকভাবে অঙ্গবিশেষের অনুভূতিশক্তি লুপ্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে পেশীতে যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট, শ্রমবিমুখতা ও মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। যদিও এই মাকড়সা আক্রান্ত মানুষের মৃত্যু হয় না, তবুও উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য না নিলে বিষক্রিয়া সপ্তাহকাল পর্যন্ত চলতে পারে।

প্রজনন ঋতুতে অন্যান্য মাকড়সার মতো এই স্ত্রী মাকড়সাটি যেন মুখফুলিয়ে নিজের জালের কেন্দ্রে অভিমানীর মতো বসে থাকে চুপ করে। এবারে বধূর মান-ভঞ্জনের পালা। পুরুষ মাকড়সাটি কেমন-ভাবে বুঝতে পারে স্ত্রী মাকড়সাটি অধীর আগ্রহে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। সে ধীরে ধীরে জালের প্রান্ত হতে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সামান্য কিছু-দূর গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায় এবং তারপর স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে জোরে পা ফেলে পূর্বস্থানে ফিরে আসে। মনে হয় সে যেন পত্নীর সলজ্জ সন্ত্রস্ত চাহনির মাঝে ধরা পড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে পুরুষ আবার স্ত্রীর দিকে চলতে থাকে। এবারে সে স্ত্রীর আরো কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে; আবার পূর্ব স্থানে ফিরে আসে। মাকড়সাটি এভাবে বার বার আসা যাওয়া করে এবং প্রতিবারে আগের তুলনায় ক্রমশ স্ত্রীর কাছে এগিয়ে যেতে থাকে। পূর্বরাগের ব্যাপার আর কি! শেষে সাহসে ভর করে পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। তারপর আগের মতো পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্ত্রীমাকড়সা ছাড়বার পাত্রী নয়, সে পুরুষটির পিছু পিছু ধাওয়া করে। প্রাণ ভিক্ষা দেবার ফল রঙ্গিনীর হাতে অপমৃত্যু। স্ত্রীমাকড়সাটি পুরুষটিকে ধরে খেয়ে ফেলে। এভাবে স্ত্রীর প্রচণ্ড ক্ষুধার আগুনে নিজেকে আহুতি দিয়ে পুরুষকে ক্ষান্ত হতে হয়। আপনার আমার তুলনায় এদের কাণ্ডকারখানাও একেবারে উল্টো। আমরা বিয়ের সময় বরপক্ষের আত্মীয়স্বজনকে মাছ মাংস খাইয়ে থাকি। এদের মধ্যে এসব লৌকিকতার বালাই নেই। বিয়ের শুভক্ষণে স্ত্রীর পক্ষে শুভ, বিনীত সেবাব্রতী স্বামীর পক্ষে বুঝি বা অশুভ। স্ত্রীমাকড়সা কাউকে মাছমাংস খাওয়ায় না। বরং নিজে খায়। এ মাংস পাঁঠা বা ছাগলের নয়— নিজের স্বামীর। এই অকালবৈধব্যের জন্য দায়ী স্ত্রীমাকড়সা নিজেই, তাই তার নাম "কালো বিধবা মাকড়সা।" বিয়ের রাতে উত্তেজনাভরা মুহূর্তে যে সিঁদুর টিপটি সে পরেছিলো, প্রচণ্ড বুভুক্ষা আর সনাতন রীতির দোহাই দিয়ে সিঁদুর টিপটি সে নিজেই মুছে ফেলে। স্বামীকে হত্যা করে ডিমপাড়ার পর বিশ্বাসঘাতিনী একটিবারও ভেবে দেখে না যে, ডিম হতে যে বাচ্চা বের হবে তারা কোন দিনও তাদের বাবার কোন হদিশ পাবে না। তবুও স্ত্রী-মাকড়সার ঠিকুজিতে বহুবিবাহ আর বহুবৈধব্যযোগের ছড়াছড়ি।

কাঁকড়া-বিছার ক্ষেত্রেও স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা কিছু বড়ো। এদের প্রজনন ঋতু হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। বিকালে বা সন্ধ্যায় এরা গর্ত ছেড়ে বাইরে হাওয়া খেতে বের হয়। পুরুষ বিছার সঙ্গে স্ত্রীর দেখা হলে পুরুষ থমকে দাঁড়ায় না, অথবা পুরুষ মাকড়সার মতো পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টা পর্যন্ত করে না। বরং সে ধীরগতিতে স্ত্রী-কাঁকড়াবিছার কাছে এগিয়ে যায়। দুজনে আনন্দে বেশ কিছুক্ষণ নাচানাচি বা মাতামাতি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা লেজের প্রান্ত উপরে উঠিয়ে কিছুক্ষণ লাঙ্গুলনৃত্য করে। কখনো-সখনো এদের লেজের ডগা পরস্পরকে স্পর্শ করে। লেজের ডগায় হুল থাকলেও নাচাকালীন অবস্থায় একজন অপরকে আক্রমণ করতে, ও হুল ফোটাতে চায় না। এতক্ষণ এরা সামনাসামনি পরস্পরের দাঁড়া ধরে নৃত্য করছিলো। এবারে যুগলনৃত্য থামিয়ে পুরুষ স্ত্রীকে ঘর গড়তে আনতে উদ্যত হয়। এরা যদি আপনার আমার মতো কথা বলতে পারতো, তবে হয়তো বা জাহাজের ডেকের রেলিং ছুঁয়ে, না হয় বাগিচাজের লোকের চক্ষু ছাড়িয়ে রাতজাগা চাঁদ ও তারাকে সাক্ষী রেখে শপথ করে বলতো। 'বেঁচেছি হবেই বা আমাদের' যুগলের সৌভাগ্য হাত দুটি ধরে সাথে হবার অনুরোধ জানাতো। হাত নেই, ক্ষতি নেই। পুরুষ স্ত্রীকাঁকড়াবিছার দাঁড়া ধরে পিছু হটিয়ে হটিয়ে কোন গর্ত বা পাটেলের দিকে চলতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে স্ত্রী-বিছাটি এমন ভাব দেখায় যে, মনে হয় সে আর যাবার ইচ্ছা নেই। পুরুষটি আবার দাঁড়া ধরে স্ত্রীকে অনুরোধ করে। স্ত্রী অনুরোধের ভার ফেলতে না পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছু নাচিয়ে পড়ে। আবার আরম্ভ হয় সাধাসাধির পালা। এভাবে অনুরাগ ও বিরাগের পারস্পরিক রূপান্তর ঘটিয়ে ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত দুজনে কোন গর্ত বা কোন নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করে। তখন আমাদের চোখ হতে বহুদূরে গোপনে তাদের কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী অসীম নিকটে। এ সময় ডিমের উদ্ভব হলেও স্ত্রী-কাঁকড়াবিছা ডিম পাড়ে আরও ৫।৬ মাস বা বছরখানেক পরে। হাঁস, মুরগী যখন ডিম পাড়ে তখন তার মধ্যে কোন পূর্ণাঙ্গ শাবক থাকে না। কিন্তু কাঁকড়াবিছা যে আবরণযুক্ত ডিম দেয়, তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা থাকে। এদিক হতে বিচার করলে এখানে "ডিম পাড়া" কথাটা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। ডিম দেবার পর স্ত্রী-বিছা নখ ও দাঁড়ার সাহায্যে আবরণটি ছিঁড়ে ফেলে ও বাচ্চা-গুলি বেরিয়ে আসে ও সত্বর মায়ের পিঠে আশ্রয় নেয়। প্রায় ৫।৬ দিন মায়ের পিঠে আদর লুটে নেবার পর তারা নীচে নেমে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে। শাবক জন্মের পর পরিত্যক্ত আবরণ বা খোলসটি স্ত্রী-বিছা কখন কখন খেয়ে ফেলে।

পুরুষ কীটজাতিশিশুটি যখন শত অনুনয়-বিনয় করে আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে স্ত্রীকে গর্তের দিকে নিয়ে যায়, তখন সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে না যে, এভাবে সে খাল কেটে কুমীর আনছে। দুজনে একত্র গর্তে প্রবেশ করার দু' একদিন পরে আপনি যদি হঠাৎ হঠাৎ করে গর্তটা অনুসন্ধান করেন, তবে স্ত্রী-কীটজাতিশিশুকে দেখতে পাবেন কিন্তু পুরুষকে দেখতে পাবেন না। তবে সেখানে পুরুষ কীটজাতিশিশুর দেহ ও পায়ের কয়েকটি টুকরো হয়ত ইতস্ততঃ ছড়ানো দেখবেন। এখানে আসল যে ঘটনা বা দুর্ঘটনার ফলে পুরুষের অপমৃত্যু হয় তা দেখা যাক। ব্যাপারটা এই, পুরুষ যখন তার প্রণয়িনীকে নিয়ে গর্তে প্রবেশ করে, তখন অল্পক্ষণ মিলনের পর সে [illegible]

পতঙ্গ রাজ্যেও এই ব্যাপার দেখা যায়। ক্যালিফোর্নিয়ার এক [illegible] এক পতঙ্গের নাম টিমেমা (Timema), যার স্ত্রী পতঙ্গটি পুরুষের প্রায় দেড়গুণ। প্রজনন ব্যাপারে অন্যান্য পতঙ্গের মতো এরাও ডিম পাড়ার কাজ করে। মিলিত অবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রী কয়েক ঘণ্টা কেন, একাদিক্রমে কয়েকদিন চুপচাপ থাকতে পারে। সৈনিক গুবরের (Soldier Beetle) স্ত্রী আকারে পুরুষের চেয়ে খানিকটা বড়। এ ধরনের বহু উদাহরণের মধ্যে সামাজিক পতঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন পিঁপড়ে। (প্রায় ৬,০০০ বিভিন্ন ধরনের পিঁপড়ে আছে, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা ১০,০০০ হবার সম্ভাবনা। কাজেই এখানে একটা সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হলো।) এক একটি পিঁপড়ের গর্ত এক একটি ছোটোখাটো সমৃদ্ধিশালী শহর বলা যেতে পারে। পিঁপড়ের রাজ্যে আছে—স্ত্রী, পুরুষ, কর্মী ও রানী। স্ত্রী পিঁপড়ের মধ্যে আকারে বড়ো হচ্ছে রানী। তার আকার পুরুষের দ্বিগুণ হতে বহুগুণ পর্যন্ত হতে পারে। অন্ধকারে সে থাকে। যখন যৌবন এসে ডাক দেয় তখন গর্তের বাইরে বেরিয়ে আকাশে উড়তে থাকে। "নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবন-মদে মত্তা।" উড়ন্ত অবস্থায় পুরুষের সঙ্গে হয় তার মিলন। সে আবার ফিরে যায় তার গর্তে। ডিমপাড়া শুরু করে। রানী অবশ্য ক্রমাগত ডিম পাড়তে পারে না। কিছুদিন ডিম পেড়ে রানী থামে, আবার ডিম পাড়া আরম্ভ করে। এইভাবে ডিম পাড়ার কাজ চলে। রানী বাঁচে সবচেয়ে বেশীদিন। পুরুষের জীবন কাল খুব কম। কর্মীর জীবনকাল ঠিক মাঝামাঝি। কোন কোন কর্মী ৫।৬ বছর বাঁচতে পারে। মৌমাছির ব্যাপার অনেকটা পিঁপড়ের মতো। এদেরও নীল আকাশের নীচে মুক্ত বাতাসে অনন্ত বিহার। রানী মৌমাছি যখন ডিম পাড়া আরম্ভ করে, তখন পুরুষ মৌমাছি এ দুনিয়া হতে বহুদূরে পাড়ি দিয়েছে। পুরুষ সংযুক্ত হবার পর রানী একদিনে প্রায় এক হাজার—দেড় হাজার ডিম দেয়। আমাদের দেশে আমরা যে মৌমাছি দেখি, তাদের স্ত্রী ২।৩ বছর বাঁচে। আমেরিকার এক মৌমাছি আছে, যাদের রানী ১৫ বছর বা আরও বেশীদিন বাঁচে। বোলতা, ভীমরুল ও উইপোকার খবর একই রকম।

প্রজাপতি ও মথের ক্ষেত্রেও এমন উদাহরণ বিরল নয়। আমেরিকার অধিবাসী এক স্ত্রী মথ পুরুষের প্রায় দেড় গুণ। প্রজননকালে স্ত্রী পুরুষের থেকে খাদ্য

অবধূত বিরচিত
শ্রেষ্ঠ পাঁচখানি বই

বহুব্রীহি ৪।।
দুই তারা ২।।
বশীকরণ ৪।।
মরুতীর্থ হিংলাজ ৫,
উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪।।

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত
ভূদেব-রচনাসম্ভার ৮, রমেশ-রচনাসম্ভার ১০,
বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার ৮, মাইকেল-রচনাসম্ভার ১০,
বিহারীলাল-রচনাসম্ভার (যন্ত্রস্থ) ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প ৫।।০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮।।০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮,
আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮,
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
গল্প-পঞ্চাশৎ (যন্ত্রস্থ)
বনফুলের
রচনাসংগ্রহ ৭।।০
শরৎচন্দ্রের
নাট্যসম্ভার (যন্ত্রস্থ)

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,
আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,
প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,
প্রমথনাথ বিশীর
শ্রেষ্ঠ (নিকৃষ্ট?) গল্প—৫,
সুমথনাথ ঘোষের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,
তারাশঙ্করের
প্রিয়গল্প—৫,

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

হয় না। সে যদি পুরুষের সান্নিধ্য না-ও পায়, তবুও চুপচাপ গাছের ডালে বসে থাকে। নর্দী সরমী মরমীর কাছে আর যাই মনে হোক, রাধা কিন্তু অন্তরের ব্যথা নিয়ে চুপটি করে ঘাপটি মেরে বসে নেই। সে এক ফন্দী এঁটেছে। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী মথটির (অন্যান্য বহু স্ত্রী মথের বেলায়ও এটা সত্যি) উদরের কাছের নির্যাস-গ্রন্থি হতে সুগন্ধি রস বের হয়। পুরুষ এ গন্ধ পেয়ে খুঁজতে থাকে স্ত্রীকে। পুরুষ মথটির মাথার শুঁয়ো স্ত্রী অপেক্ষা অনেক বড় ও স্ফীত। অণুবীক্ষণের নীচে পুরুষের শুঁয়োকে বোতল পরিষ্কার করার বুরুশের মতো দেখায়। শুঁয়ো হচ্ছে তার নাক। পুরুষ এই শুঁয়োর দৌলতে স্ত্রীর সন্ধান পেয়ে "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী" বলে ছুটে আসে। এক পর্যবেক্ষক বলেন যে, গভীর অন্ধকারে পুরুষ নাকি দুমাইল দূর হতে স্ত্রীর আঘ্রাণ পেয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই নিঃশব্দ গন্ধ আহ্বান ও আত্মনিবেদন বিস্ময়কর নয় কি!

পতঙ্গ রাজ্য ছেড়ে আসুন আবার সাগর জলে যাওয়া যাক। বহু মাছের স্ত্রী পুরুষ হতে প্রায়শ বড়ো হয়। সামুদ্রিক ঘোড়ার (সী-হর্স) মুখ ঘোড়ার মতো, তবুও সে মাছ। ইভা মেলেনা বার বার নিরীক্ষণ করেছেন, যে স্ত্রী সামুদ্রিক ঘোড়ার সঙ্গে পুরুষের মিলন হয়, তার আকার স্বামী হতে কিছুটা বড়ো। প্রণয়ঘন্দুরের সামুদ্রিক মাছের ভালোবাসা যেন পিরিত মাখো মাখো, জমাট, কিন্তু এদের ব্যাপার যেন অন্যরকম। মিলনের পর পুরুষ সামুদ্রিক ঘোড়া পেটের কাছে এক থলি বিশেষে ডিম নিয়ে ঘোরাফেরা করে। ডিম হতে শাবকের জন্ম হলে তারা এই থলি হতে বেরিয়ে পড়ে। এদের স্ত্রী নিষ্কর্মা। তার ডিম ও শাবকের যত্ন নিতে সে নারাজ।

**মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের আকার যদি খুব ছোট হত তবে অবস্থাটা কি হত, ভাবুন দেখি!**

বোনেলিয়া (Bonellia) সাগরজলের এক অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পুরুষের আকার স্ত্রী হতে অনেক ছোট। স্ত্রীকে দেখতে বেগুনের মতো। শরীরের অগ্রভাগ বেগুনের বোঁটার মতো—এটাকে 'শুঁড়' বলতে পারেন। এরা সাগর জলে ডিম ছাড়ে। সে ডিম যদি সাগরের তলায় পড়ে যায়, অথবা কোন স্ত্রীর সাক্ষাৎ না পায়, তবে সে ডিম হতে স্ত্রী বোনেলিয়ার জন্ম হয়। পক্ষান্তরে ডিম যদি সৌভাগ্যবশতঃ কোন স্ত্রী বোনেলিয়ার সাক্ষাৎ পায় ও স্ত্রীর 'শুঁড়ে' আঁকড়ে ধরে, তবে সে ডিম হতে পুরুষ বোনেলিয়া জন্মায়। স্ত্রী-দেহ-স্পর্শে পুরুষ হওয়া, আর পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হওয়া একই কথা। এই ঘটনার কারণ কি? সম্ভবত মনে হয় স্ত্রী-দেহে এক হর্মোন তৈরী হয়—যা ডিম ও ডিম-উদ্ভূত লার্ভাকে পুরুষে পরিণত করতে সক্ষম। আমরা কারো বুকে ফুটো করে হৃদয়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারি না। বিশ্বাস করুন, ক্ষুদ্রকায় পুরুষটি স্ত্রীর শরীরের মধ্যে (জননেন্দ্রিয় বা তার কাছে) বাস করে।

উপরের সব প্রাণীর কথা আলোচনা করা হয়েছে, তাদের কয়েকটির ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর আকারের পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম। আবার কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা আকারে বেশ বড়। কাজেই [illegible] কাজে লাগিয়ে বলা যায়, একজন অপরের অর্ধাঙ্গিনী নয়। আরও অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ব্যাপার দেখা যায়। মানুষের বেলায় স্ত্রী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী না—এমন অভিযোগ আনা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাবুন দেখি, যদি আমাদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর দৈর্ঘ্য পুরুষের দ্বিগুণ, তিন গুণ, এমন কি ৮।১০ গুণ হতো, তবে অবস্থাটা কি হতো! পুরুষের আকৃতি যদি খুবই ছোট ছোট হতো, তবে [illegible] [illegible] অফিসে [illegible] [illegible] মানুষের মধ্যে স্ত্রীর [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেওয়া চলতো [illegible] প্রকৃতির ভুল নাই, বলা যায় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপেক্ষাও [illegible] না। [illegible] স্ত্রীর কানে কানে [illegible] [illegible] কথা বলতে হলে [illegible] [illegible] ধরবার আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে শূন্যে [illegible] কানের নাগাল পাবার জন্য টুল নিয়ে উঠে অথবা স্ত্রীর গায়ে মই ঠেকিয়ে উঠে কথা বলার পালা শেষ করতে হতো। শুধু কি তাই, বিলাসিনী স্ত্রীর, মাথার তেল, সায়া, ব্লাউজ, সেমিজ—সব কিছুর দাম দিতে দিতে নাজেহাল হতে হতো। মাসের প্রথমে পকেট গরম, তবুও পত্নীর মেজাজ নরম করতে গিয়ে নিজে গরম হয়ে সন্ন্যাসবাদী সাজতে হতো। কেউ কেউ মিছিল করে বলতো—"মাইনে বাড়াও"। একদল পিঁপড়ে বা পঙ্গপালের মতো ঠনঠনিয়া হতে দক্ষিণেশ্বরে সর্বত্র মায়ের পায়ে গিয়ে পড়তো, বলতো—"মা, স্ত্রীর দৈর্ঘ্য কমাও, নইলে মার্কেটিং করা সম্ভব নয় (পিকেটিংও ভুলতে বসেছি!); একটু মুখ তুলো মা, জোড়া পাঁঠা মানত রইলো।" এমন আরো কত কি? আমাদের নেহাৎ বরাতটা ভালো বলে, স্ত্রীর দৈর্ঘ্য পুরুষের কয়েকগুণ নয়। পতি-পত্নীর মধ্যে এক চমৎকার মানান-মাফিক মাপ-জোখ আছে। কাজেই মানুষের বেলায় পত্নী অর্ধাঙ্গিনী বটে, এক শ' বার বটে, হাজার বার বটে।

প্রকাশ-প্রতীক্ষায়
সায়ন্তী —সুবোধ ঘোষ

যে বই পড়ে আনন্দ—উপহার দিয়ে তৃপ্তি

| | | |
|---|---|---|
| ॥ পার্কস্ট্রীটে প্লেনাকেন | ॥ যজ্ঞেশ্বর রায় ॥ | ২·২৫ ন. প. |
| ॥ নই কাননের পাখি | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ২·৫০ ন. প. |
| ॥ জলরেখা | ॥ বিমল কর ॥ | ২·৫০ ন. প. |
| ॥ মহুয়া মিলন | ॥ ধীরাজ ভট্টাচার্য ॥ | ২·০০ ন. প. |
| ॥ পথ ও পাথেয় | ॥ দেবদূত ॥ | ২·০০ ন. প. |
| ॥ তুমি কোথায় | ॥ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ॥ | ২·০০ ন. প. |
| ॥ ছেলেদের নিউটন | ॥ ধীরেন্দ্রনাথ ধাড়া ॥ | ·৭৫ ন. প. |

পরিবেশক:—কারেন্ট বুক সপ্—৫৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলি:-১২

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ৩ ॥

প্রেসিডেন্সী কলেজ পূজোর ছুটির জন্যে বন্ধ হবে অক্টোবরের গোড়ায়, কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের একেবারে শেষের দিকে। আমি দিন পনেরো আগে অধ্যাপক গিরিডি এসেছি, কারণ আমার দেহস্বাস্থ্য তেমন ভালো চলছে না। হঠাৎ আটাশে সেপ্টেম্বর সন্ধেবেলা ডাকপিয়ন বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—টেলিগ্রাম।

আমি অত্যন্ত খুশি মনে দৌড়ে বাইরে গিয়ে পিওনের খাতায় নাম সই করে খামখানা হাতে নিলাম। নিশ্চয় জানি খবর যে অধ্যাপক নির্বিঘ্নেই এবারে পাহাড়ে পৌঁছবার খবর দিচ্ছেন। টেলিগ্রামটি খুলে দেখি আমার অনুমানই মাত্র ঠিক, কিন্তু আসল খবর তা নয়। লেখা—
Poet seriously ill. Arrived with doctors. Removing Calcutta today or tomorrow. Prasanta

কবির খুব অসুখ, ডাক্তারদের নিয়ে এসেছি। আজ অথবা কাল নিয়ে যাচ্ছি কলকাতায়।

প্রশান্ত এসে পৌঁছেছেন কালিম্পঙ থেকে এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর পৌঁছেছেন। টেলিগ্রাম আসাটা হচ্ছে ২৮শে তারিখে—আমাকে ছেড়ে গিয়েছেন ঠিক এক সপ্তাহ পরে। আমি হতবুদ্ধির মতো কাগজখানার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কথাগুলোর যেন কোনো মানে বোঝা যাচ্ছে না। মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি কাগজখানা আমার হাত থেকে তুলে নিলেন দেখবার জন্যে যে কি খবর, কার খবর এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি করবি এখন? বললাম, কি আর করবো? কলকাতায় ফিরে যাবো তাঁকে দেখতে। মন প্রশ্ন করল, দেখা পাবো তো?

সে রাতে আর কোনো ট্রেন নেই। শেষ গাড়িখানা চলে যাবার পরে টেলিগ্রামটা এসেছে। অগত্যা পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। মনে মনে বার বার বলতে লাগলাম, এত অনিচ্ছা করে কেন গেলেন পাহাড়ে। বলেছিলেনই তো এবারে যাত্রা শুভ হবে না পাহাড়ে গেলে—কথাটা ফললো। সেদিন আমার কুসংস্কার নিয়ে কত ঠাট্টা করেছিলেন।

পরদিন সকালে খেয়েদেয়ে বেলা দশটার গাড়িতে গিরিডি থেকে রওনা হলাম। মার মন খুঁতখুঁত করতে লাগল আমি এরকম দুর্বল শরীর নিয়ে অতখানি পথ একা যাচ্ছি বলে, কিন্তু যে খবর পেয়ে যাচ্ছি তাতে জোর দিয়ে আপত্তিও করতে পারলেন না।

বিকেলে হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা জোড়াসাঁকো চলে গেলাম। দোতলার পাথরের ঘরখানায় কবি শুয়ে আছেন। আমার গাড়ির আওয়াজ পেয়েই প্রতিমাদি বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে হাত ধরে খুশি মুখে অভ্যর্থনা করলেন—

ভাই এসেছ! আমি সমস্তক্ষণ তোমার জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করছিলাম। জানি তুমি প্রশান্ত সময়মতো ডাক্তারদের নিয়ে গিয়ে পড়লেন তাই তো ওঁকে পাহাড় থেকে ভালো ভাবে নামিয়ে আনতে পেরেছি। কি বিপদেই যে পড়েছিলাম। একা আমার মাথায় এতবড় দায়িত্ব, অথচ পরামর্শ করবার মতো কোনো লোক হাতের কাছে নেই। উনি শান্তিনিকেতনের দিকে কোথায় গেছেন জানি না। ওদের যে খবর দেবো তার উপায় নেই।

একা ঘরে কাছে ছিল তাদের তার সম্পাদক১ বাড়ি থেকে টেলিফোন করতে লাগলাম, বললাম কিছুতে প্রশান্তকে আগে টেলিফোন করো। তা না করে ওরা দিয়ে একবার বিশ্বভারতী আপিসে ফোন করছে, একবার চারুবাবু২ কি প্রেসিডেন্সীকে ফোন করবার চেষ্টা করছে কিন্তু প্রশান্তকে খবর দেবার সুবিধে হচ্ছে না।

এদিকে বাবামশায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন বলে ওঁকে ছেড়ে আমিও যেতে পারছি না। মেজদাদার এক ছাত্র এসে বলল যে টেলিফোনে কারো কাছ থেকেই পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারলো না যে কালিম্পঙে কোনো সাহায্য আসবে কিনা। তাঁরা বললেন, তাঁরা টেলিগ্রামে খবর দিয়ে দিয়েছেন, তখন আমি রেগে গিয়ে বললাম—তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না, নিজেই যাচ্ছি—শুধু প্রশান্তকে খবরটা দিয়ে দিন। এখনি খবর না দিতে পারলে সে আজকের দার্জিলিং মেল ধরতে পারবে না। কোনো-মতে তার কাছে খবর পৌঁছে দিতে পারলেই আমি জানবো আর কোনো ভাবনা নেই, সব ব্যবস্থার ভার সম্পূর্ণ সে নিয়ে নেবে। টেলিফোনে কি ভাগ্য সহজেই তাকে কলেজে পেয়ে গেলাম। তাকে প্রথমেই বললাম, কোনো প্রশ্ন করে সময় নষ্ট কোরো না। আগে শুনে নাও কি খবর, কারণ তিন মিনিট সময় এখনি ফুরিয়ে যাবে।

বাবামশায়ের খুব অসুখ, অজ্ঞান হয়ে গেছেন, আজই ডাক্তার নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হওয়া দরকার। উনি কালিম্পঙে, সেখানে খবর পৌঁছবার উপায় নেই তাই তোমাকে খবর দিচ্ছি, যা ব্যবস্থা করবার সব তুমি করো এখনই, নইলে বাবামশায়কে বাঁচানো যাবে না। প্রশান্ত বললেন, তুমি কিছু ভেবো না বৌঠান, আমি আজই দার্জিলিং মেলে রওনা হয়ে যাচ্ছি ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে। প্রশান্তর সঙ্গে কথা বলে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, জানলাম সেই রাত্রেই ডাক্তার নিয়ে উনি রওনা হতে পারবেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজ সিভিল সার্জন এসে বললেন, মিসেস টেগোর, তোমার ফাদার-ইন-ল'কে এখনি আজ রাত্রেই অপারেশন করা দরকার, তা না হলে ঘোর বিপদ ঘটতে পারে। আমি তো জানি বাবামশায়ের অপারেশনে কি রকম আপত্তি, আর উনি

১ ডক্টর [illegible] এম এল সি। সেই সময় কলিকাতার [illegible]।
২ অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সেই সময় অধ্যক্ষ।


পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।

শ্রীআয়ুর্বেদাশ্রমের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট
পূর্ববর্তী রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ রাধাবিনোদ পাল প্রমুখ দেশবাসিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ও উচ্চপ্রশংসিত।
শ্রীআয়ুর্বেদাশ্রম

অজ্ঞান হয়ে গেছেন ব'লেই আমি তাড়াতাড়ি অপারেশন করে দেবো এ হ'তেই পারে না। বিশেষ করে ওঁর ছেলে যখন কাছে নেই তখন এতবড়ো ডিসিশন আমি নিজে করতে পারি না।

সাহেব ডাক্তারের খুব ইচ্ছে যে সে অপারেশন করে—এতবড়ো একটা নামজাদা রুগী তো সে সহজে পাবে না, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়ে বলল, তুমি যদি অপারেশনে মত না দাও তাহলে জেনো যে, ওঁর মৃত্যুর কারণ তুমি হবে।

বললাম, হ্যাঁ সে দায় আমি নিচ্ছি, তা সত্ত্বেও অপারেশনে মত দেবো না। আজ রাত্রেই কলকাতা থেকে আমাদের বন্ধু ডাক্তার নিয়ে রওনা হচ্ছেন, যদি অপারেশন করতে হয় তাঁরাই ঠিক করবেন। তাঁদের মত না নিয়ে আমি কিছু করবো না। কোনোমতে তো সাহেবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলুম।

সারারাত সকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। ভাবছি কখন কলকাতার দল আসবে, তারা এলে যে বাঁচি। অবশেষে তোমার সত্যসখাদা৩, জ্যোতিবাবু৪ আর অমিয় বোসকে৫ নিয়ে প্রশান্ত পৌঁছলেন। এদিকে শান্তিনিকেতন থেকে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরে সুরেনবাবুরা৬ এলেন।

তোমার সত্যসখাদাদা দেখে বললেন, অপারেশন করতে দেননি খুব ভাল করেছেন। আজ এখনি ওঁকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বলে গ্লুকোজ ইনজেকশন দিলেন এবং তার একটু পরেই অনেকখানি ইউরিন হয়ে গেল।

আজ সকালে আমরা এসেছি, উনিও রেডিয়োর মারফত খবর পেয়ে চলে এসেছেন। তখন থেকে ভাবছি তুমি কখন আসবে, যাক তুমিও এসে পড়লে। প্রশান্ত বলেছিলেন যে, উনি গিরিডিতে তোমাকে অসুখের খবর দিয়েছেন। চলো, ঘরে চলো, বাবামশাই তোমাকে দেখলে খুশি হবেন।

প্রতিমাদি আমার হাত ধরে খাটের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, বাবামশায়, দেখুন কে এসেছে। রানী আপনাকে দেখবার জন্যে গিরিডি থেকে এসেছে।

কবির তখন শরীরে কি রকম অসহ্য যন্ত্রণা, তেমনি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, মাথাটাও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, কি রকম ঘুমে জড়ানো অবস্থা। কিন্তু প্রতিমাদির কথা শুনে চোখ তাকিয়ে আমাকে দেখে প্রতিমাদিকে সম্বোধন করে বললেন, "ও কেন এল? ও এসে ভালো করেনি।" প্রতিমাদি বললেন—বাঃ! আপনার এত অসুখ শুনেও ও আসবে না আপনাকে দেখতে? সে কি কখনও হয়? বললেন, "কিন্তু ওর অসুখ সামলাবে কে? ওরও যে শরীর ভালো নয়" বলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "ভালো করোনি এসে, আবার শীগ্‌গিরই পালাও গিরিডিতে, পালাও, পালাও।" একটু হেসে বললাম হ্যাঁ যাবো। আপনি তাড়াতাড়ি একটু ভালো হয়ে নিলেই চলে যাবো।

আবার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ঘুমের আবেশ এসে গেল। মনে পড়লো ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে কবির অসুখের কথা। মনে-মনে ভাবলাম সেই সময় ডাক্তারদের সবাইকে কী দারুণ লড়াই করতে হয়েছিল। কী ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনায় আমাদের সকলের তখন দিন কেটেছে। সেদিনও তো সবাই আশঙ্কা করেছিল ওঁকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু ওঁর অসামান্য জীবনীশক্তিরই জয় হ'ল, উনি সেরে উঠলেন। এবারও যেন তাই হয়, সব বাধাকে পরাস্ত করে দিয়ে উনি যেন সেরে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ নেই একথা কল্পনা করাও অসম্ভব।

আমি রোজই খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে জোড়াসাঁকো যেতুম। সারাদিন কবির কাছে থেকে রাত্রে আমার স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম। রোগীর ঘরে যাঁরা রাত জাগতেন তাঁরা দুপুরে আমি আছি জেনে দিনের বেলা একটু বিশ্রামের অবকাশ পেতেন। বাইরের থেকে যাঁরা শুশ্রূষা করতে আসতেন তাঁরা অনেকেই এই দিনের বেলাটাতেই পালা করে সেবা করতেন।

ডাক্তারদের মধ্যে তখন আলাপ আলোচনা চলছে যে, অপারেশন করা হবে কি হবে না। সকলে একমত হতে পারছেন না। স্যার নীলরতনের আপত্তি ছিল বলে তখন ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা চললো।

মাথাটা তখন থেকে থেকে খুবই ঝাপসা হয়ে যায়, জ্বরও অত্যন্ত বেশি, শরীরের অন্যান্য গ্লানির তো কথাই নেই। তবু বাইরের নানা রকম খবর একটুও যে মনে পৌঁছচ্ছে না তা নয়। যুদ্ধের খবরে মন খুবই খারাপ হয়ে আছে। সারা পৃথিবীতে বিপদের ছায়া পড়েছে সে কথা ভুলতে পারছেন না। সেটা বুঝতে পারি হঠাৎ দু' একটা কথায়। সব সময়ে ভালো করে মনের ভাব প্রকাশও করতে পারেন না, বলতে গিয়ে মাথাটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তবু ছটফট করতে থাকেন মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে।

৬ই অক্টোবর দুপুরবেলা আমি ঘরে একা আছি, অন্যদের মধ্যে কেউ খেতে, কেউ বিশ্রাম করতে গিয়েছেন। হঠাৎ চোখ তাকিয়ে আমাকে বললেন, "একটা কাগজ নিয়ে এসে যা বলছি তা লেখো।" তারপর থেমে থেমে জোরে জোরে বলতে লাগলেন—

"We have known the primitive Mongols, the most terrible cruel hord of mankillers and we have the habit of calling them barbarious but the unalloyed sign of barbarism is revealed when all through the trappings of so-called civilization comes out the treason against humanity and that has been shown in the late history. We who stand by the side of humanity we may be victimised by the satanic power, we may defeated in our enjoyment of human rights and yet we have the consolation to realize that man is great. And the time may or may not come when man will assert the dignity of freedom but we have the consolation to proclaim that man is great."

এইরকম আর একদিন দুপুরে ঘরে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "ও কোথায়?" আমি বুঝতে পারছি না কার কথা বলছেন, ভাবছি ডিলিরিয়ামের মতো বুঝি আবার হ'ল। "আঃ, বলো না যা জানতে চাচ্ছি।" বললাম, কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। অধৈর্য হয়ে বললেন, "তুমি বুঝতে পারছো না কাকে খুঁজছি? প্রশান্তকে চাচ্ছি। তাকে একটা কথা বলতে চাই, এখনি আবার হয়তো ভুলে যাবো কি বলতে চেয়েছিলাম।" আমি বললাম, উনি কলেজে আছেন। খবর দিচ্ছি যে আপনি ডাকছেন। "যাও, তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠাও।"

উনি আমার টেলিফোন পেয়ে তখনই চলে এলেন। ওঁকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, "অনেকক্ষণ থেকে তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। চীনদেশের লোকেরা চিরদিন যুদ্ধ করাকে বর্বরতা মনে করেছে। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েছে লড়াই করতে দানবরা ওকে আক্রমণ করেছে বলে। এতেই ওদের গৌরব। ওরা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে এই হ'ল বড়ো কথা। ওরা যুদ্ধে হেরে গেলেও ওদের লজ্জা নেই। ওরা যে অত্যাচার সহ্য করেনি,

---

৩ পরলোকগত ডাঃ সত্যসখা মৈত্র। লেখিকার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। ৪ ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। ডাঃ নীলরতন সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র। ৫ ডাঃ অমিয়নাথ বসু। ৬ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। সেই সময় শান্তিনিকেতন-সচিব।

বাতরক্ত গলিত নাক কান হাতপায়ের আঙুল প্রভৃতির স্ফীতিসহ চর্মের বিবর্ণতা সোরাইসিস, একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য রোগীর জন্মবারসহ পত্র লিখুন। শ্রীঅমিয়বালা দেবী, পাহাড়পুর ঔষধালয় [illegible]), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮

তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এরেই ওরা অমর হয়ে থাকবে।"

কলকাতায় আসবার পর আমার শরীর ক্রমশ আরো খারাপ হতে লাগলো। জ্বর সকাল থেকেই লেগে আছে। এদিকে কবির সেরকম অবস্থা হতে ওঁকে ছেড়ে শহরের বাইরে চলে যেতেও ইচ্ছে করছে না। তাতেই যদি তার একটু ভালো হয়ে যাবো, কিন্তু সেই ভালোটুকু আর কিছুতেই হচ্ছে দিচ্ছে না।

একদিন দুপুরবেলা আমি তার জন্যে [illegible] কাছে চিঠিটির [illegible]। [illegible] Kali Sulphur [illegible]

[illegible]

[illegible] ওঁকে দেখতে এলাম না।

আমি [illegible] জিজ্ঞাসা করছি। রথীবাবু [illegible] অন্যান্য যাঁরা বসেছিলেন [illegible] না। তাঁরা বললেন, এখন [illegible] এবং আমাও কোনো আত্মার [illegible] এর উপরে কিশোরীবাবুকে অনেক-[illegible] শরীরের পক্ষে [illegible]। ওঁকে দেখলেই নানারকম আপিসের কথা [illegible] করবেন, তারপর নিশ্চয়ই জ্বর আরো বেড়ে যাবে। কিশোরীবাবুকে বলা আছে উনি একটু আছো হন তারপর দেখা করানো হবে। [illegible] কিশোরীবাবু নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

কবি দু'তিনদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, "কিশোরী কলকাতায় আছেন কিনা।" আরেক বলাতে বলেছেন, "আমার কাছে কেন আসে না?" একথার আমি কি জবাব দেবো।

দু'একদিন পরে আমরা স্থির করলাম চিঠিটি না পেলে আর চলবে না। পুজোর ছুটিও ফুরিয়ে যাবে এবং আমার জ্বরও বাইরে না গেলে কমবে না। কবির কাছে চলে যাবার কথাটা কি করে তুলবো সেই হচ্ছে এক ভাবনা।

[illegible]

[illegible] আশীর্বাদ [illegible] শরীরটাকে সারিয়ে [illegible] [illegible] কবিকেও [illegible] [illegible] কিছু।

এত [illegible] আশীর্বাদ [illegible] নিজের শরীরে এত [illegible] আমার অসুস্থতার কথা ভুলতে পারছেন না। শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে পড়ি তাই জেনে চারটের সময় রথীবাবুকে দিয়ে ফোন করে আশীর্বাদ জানালেন। শুধু তাই নয়, পরদিন গিরিডিতে আমাকে একখানা চিঠি

এল। খামে দেখি কবির নিজের হাতের বড় বড় লেখা, হাতের অক্ষর এবং আঁকা-বাঁকা অক্ষরের জন্যে যে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে চেনা শক্ত।

লিখেছেন—

রানী

দিনে দিনে তোমার অন্তরে স্নেহকে জাগ্রত করে আমার প্রতি অন্যায় করেছিলে সে আমার ভুল ভাঙিয়ে না—কেননা তোমার সেবার মধ্যে দাঁড়িয়ে স্নেহের মধ্যে আমিও যে বন্দী হলাম।

কবি

কবি নিজে তারিখ দেননি কিন্তু আমি সেই সময় তারিখ দিয়ে রেখেছিলাম— ১।১০।৪০

সেদিন প্রতিমাদেরও একখানা পোস্টকার্ড পেলাম।

জোড়াসাঁকো, ১।১০।৪০

ভাই রানী,

[illegible] ১১-৫° [illegible] [illegible]

গলক্ষত

বারাসী [illegible]

[illegible]

[illegible] ৬৭৭।

কুঁচ তৈল [illegible] ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ [illegible] কলিকাতা—২৫। ফোন : ৫৭-১৭১৬।

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) [illegible] ও জটিল রোগাদির [illegible] প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকালে ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)

১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

লেখা সহজ হয়। আজ অন্যদিনের চেয়ে নিঝুম আছেন, বেশি কথা বলেন নি। দুপুরে আজ ঘুমিয়েছেন। কাল রাতেও ঘুম হয়েছিল। ওখানে ঠান্ডা কেমন? ইতি।

প্রতিমাদি

আমরা যেদিন ভোরবেলা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি এই চিঠি সেইদিনই বিকেল বেলাটাতে লেখা।

কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিনে গিরিডি থেকে কবিকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম, সঙ্গে মীরাদিকেও। ২৯শে অক্টোবর মীরাদি তার জবাব দিলেন—

ভাই রানী,

তোমার দুখানা চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।......দুজনে মিলে আলিপুরের সেই প্রকান্ড বারান্ডায় কি বাগানে৭ বসে গল্প। তোমার চিঠিখানা পড়ে তাই মনে হচ্ছিল যে, বরাকরের ডাকবাংলোর বারান্ডায় হয়ত আবার সেই যুগের মতো জমতে পারতো। বরাকর ডাকবাংলো সম্বন্ধে আমারও ছোট্ট-বেলার একদিনের স্মৃতি আছে। হাজারিবাগে যাবার পথে খুব মেঘ করে এসেছে, বৃষ্টি পড় পড়, আমরা তখন ডান্ডি করে বরাকর পার হচ্ছি। বাবার সঙ্গে আমি বোধহয় একা ছিলুম; রানীদিদের হাজারিবাগে রেখে আমাকে মেজমা'র কাছে কলকাতায় রেখে আসতে যাচ্ছিলেন। ডাকবাংলোয় এসে দেখলুম একগাদা সাহেব-মেমে ভর্তি—জায়গা নেই। তারপরে কি হ'ল ঠিক মনে নেই।

তোমার জন্মদিনে লেখা চিঠি বাবা নিজেই চশমা দিয়ে পড়লেন। তোমাকে এইকথা লিখতে বললেন যে, অসুস্থ বলে বাইরের প্রকাশের অভাব হলেও অন্তরের ভাব তাই আছে; সেখানে তোমার জন্মদিনে তাঁর সেই স্নেহাশীর্বাদ জমা আছে। আমারও সেইকথা ভাই; সময় অভাবে জন্মদিনের ভালোবাসাটা তোমার কাছে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেল।

কিশোরীবাবুর খবরটা৮ পেয়ে সেদিন মনটা এত খারাপ লেগেছিল ঠিক ঐ কথাটা মনে করে যে এত কাছে থেকেও বেচারির বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল না। আমি যদি আগে টের পেতুম নিশ্চয় তাঁকে ডেকে এনে একদিন দেখা করিয়ে দিতুম। তোমাকে যখন বলেছিলেন তুমি যদি একবারটি বলতে কাউকে যে, কিশোরীবাবু দেখা করতে চান আমার মনে হয়না যে তাতে আপত্তি হতো।৯ যাই হোক এখন আর সেকথা বলে কি হবে, শুধু অমিয়ার১০ মনে চিরকালের একটা দুঃখ থেকে যাবে। এ দুঃখ শুধু আমাদের। তিনি গেছেন তাঁর তো আর কোনো বাধা রইল না দেখবার বা শোনবার।

কি আশ্চর্য ঘটনা যে খবরটা পেয়ে দাদা ও কৃষ্ণ যখন কিশোরীবাবুর বাড়ি গেছেন এবং তখনও সেখান থেকে ফেরেন নি তখন থেকে বাবা কিশোরীবাবুর খোঁজ করছেন। শেষকালে দুতিনবার একে ওকে বলে অনিলকে বলেছেন, "অনিল আমাকে কি সব বাজে কথা বলছে; তুই একবার ভালো করে দেখে আয়তো কিশোরী এসেছে কিনা।" তারপরে বুঝি তাঁকে বলা হয়েছিল কিশোরী এখানে নেই, গিরিডি গেছেন। একটা দিন মাত্র; তারপর নিজেই কাগজে কিশোরীবাবুর ছবি দেখেছেন।......

বাবা বেশ ভালো ছিলেন তবে পরশু থেকে শরীরটা আবার একটু খারাপ হয়েছে বলে মনে হয়। পরশুর আগের রাত্তিরে বুকে একটা ব্যথা ব্যথা বলেছেন; রাত্তিরে সেঁক দেওয়া হয়েছিল। তারপরে পরশু সকালেই জ্বর ৯৯°র উপরে ছিল, অন্যদিন সকালে জ্বর থাকে না। তাছাড়া, সেদিন থেকে ভালো করে খাচ্ছেন না। কি হয়েছে ঠিক বলতে পারিনে; একরকম খেয়ে খেয়ে আর ভালো লাগছে না বলেই খাচ্ছেন না কিংবা খিদে হচ্ছে না বলে খাচ্ছেন না তা বলা শক্ত। কাল দাদাকে বলছিলেন মাঝে মাঝে fast করা শরীরের পক্ষে ভালো, তাতে দাদা বললেন, তুমি ত অনেকদিন fast করছ তার আর কি দরকার। নেপালবাবুর১১ ভাই নিকুঞ্জবাবুকে১২ কদিন থেকে আসতে দেখছি, তিনি দু একটা ওষুধ ও পথ্য বলে গেছেন। পথ্য মানে মাংসটা খেতে বারণ করেছেন আর দু একটা তরকারি যেমন মুলো, কচু পেঁপে এইগুলো বেশি খেতে বলেছেন। গাছ থেকে পেড়ে তখুনি সেই ভাব খেতে বলেছেন। সেটা অসুবিধা হচ্ছে না, তবে যথাসাধ্য তাজা দেখে কচি ডাব আনা হয়। তুমি কেমন আছ? আমার ভালোবাসা নিও। ইতি।

মীরাদি

(ক্রমশ)

৭ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আলিপুরে মিটিওরোলজিক্যাল অফিসের বাস-ভবন (১৯২২-২৬)।

৮ বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের সহকারী সচিব কিশোরীমোহন সাঁতরার হঠাৎ মৃত্যু হয়।

৯ আমি যে বলেছিলাম এবং তাতে কোনো ফল হয়নি সেকথা মীরাদি জানতেন না।

১০ পরলোকগত কিশোরীমোহন সাঁতরার স্ত্রী।

১১ শান্তিনিকেতনের বহু পুরাতন অধ্যাপক পরলোকগত নেপালচন্দ্র রায়।

১২ কবিরাজ নিকুঞ্জরঞ্জন রায়।

# পঙ্গু

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

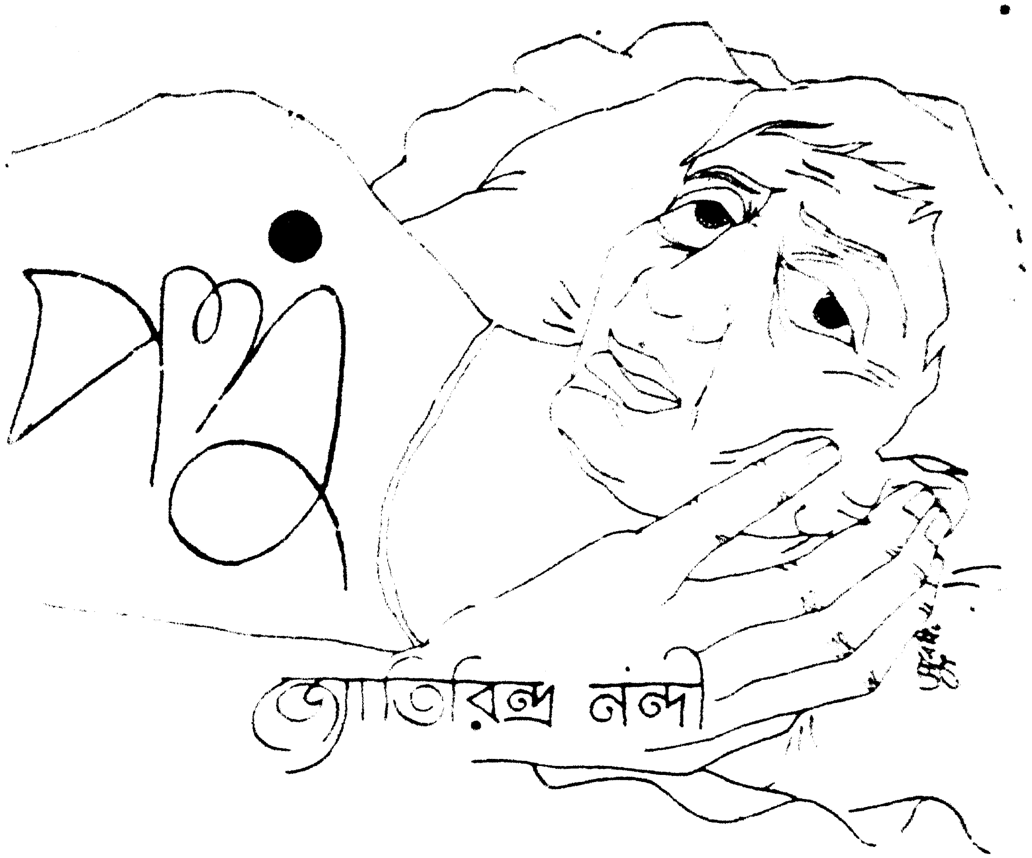

[illegible]

এক মিনিট বসে থাকে না। আলস্য বলতে কি জানে না। পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে কাজে লেগেছি। বাসন ধুয়েছে, জল ধরেছে, উনুন ধরিয়েছে, বাটনা বেটেছে, ভাত চাপিয়েছে—ভাত চাপিয়ে বাজারে ছুটে গেছে। কাঁপ নিয়ে এল কড়াইশুঁটি নিয়ে এল গলদা চিংড়ি নিয়ে এল। মাছ কুটল কাটল কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়াল কাঁপটাকে টুকরো টুকরো করল তারপর ঝোল চাপিয়ে দিল। রান্না হয়ে গেল। রান্না সময়মত নামিয়ে রেবাকে খেতে দিতে পেরে হরিপদ নিশ্চিন্ত, খুশি। তার চোখ দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না। শুভেন্দু দুই কারণে খুশি। রেবা চিংড়ি কাঁপর ঝোল দিয়ে বেশ ভাল করে ভাত খেয়ে অফিসে যেতে পারল, আর এমন শক্ত শক্ত খোসা এতগুলি পা নিয়ে যে গলদা মহারাজ ঘোঁটি ধরে তাকে বাজারের মেছোর (মেছুনী?) ঝুড়ি থেকে তুলে এনে কেটে-কুটে অমন খাসা তরকারী পাক করতে রোগা পা-ওয়ালা। তাও মাত্র দুটো পা। হরিপদর অর্ধ ঘণ্টাও লাগল না। কাজেই, যেন শুভেন্দু চিন্তা করছিল, পা থাকাটা বড় কথা না। মোটা থামের মতো চারটে পা নিয়ে বিপুলকায় হাতী কী করতে পারে হরিপদর মতো রোগা পায়ের মাহুত যখন তার পিঠে চেপে বসে খুঁশিমতন এদিক ওদিক চালিয়ে নিয়ে যায়।

আর এই পায়ের কথা চিন্তা করতে করতেই বুঝি শুভেন্দু হরিপদকে ডেকেছিল। কিন্তু ডাক শুনে রেবা এসেছিল। কাপড় পরা হয়ে গেছে। বটুয়া হাতে ঝুলছে।

'তুমি কি এখন খাবে, বাবা?'

'না না।' শুভেন্দু মিটিমিটি হাসছিল। 'হরিপদকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তা থাক পরে হবে।'

রেবা নড়ছিল না, সরছিল না। চুপ করে বাবাকে দেখছিল।

'কি, কিছু বলবে মা?' শুভেন্দু মেয়েকে দেখছিল।

রেবা কিছু বলবে কি না চিন্তা না করে শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেছিল: 'বাসে খুব ভিড় হয়? উঠতে কষ্ট হয়?'

'হয়।' অল্প হেসেছিল রেবা। 'তা আমিতে প্রায় টার্মিনাস থেকে উঠি। খুব একটা কষ্ট হয় না।'

'হ্যাঁ, সেজন্যই তো এখানে বাসা করেছিলাম। বাসের ভিড় আমিও সহ্য করতে পারতাম না। ভিড় মানে উঠবার সময় ধাক্কাধাক্কিটা—অসহ্য, জঘন্য।'

'তুমি কিন্তু এখনই খেয়ে ফেলো বাবা, গরম থাকতে—'

'খাব খাব।' শুভেন্দু যে অন্য কথা চিন্তা করছিল মেয়ে বুঝতে পারছিল, টেবিলের টাইমপীস দেখছিল।

'এখনো পাঁচ মিনিট হাতে আছে তোর।' শুভেন্দু আশ্বাস দিয়ে আর একটু গভীর ভাবে মেয়েকে দেখছিল, তারপর দেয়াল দেখছিল, তারপর পশ্চিমের জানালাটা দেখছিল।

'আঃ ভুলে গেছি।' বটুয়াটা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রেখে রেবা তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে জানালাটা খুলে দেয়।

'শোন্।'

চমকে উঠেছে ও বাবার ডাক শুনে, আয়নায় মুখ দেখছিল হয়তো দেয়ালের মতন, মুখ না দেখে কেমন একটু ভীত আড়ষ্ট হয়ে শুভেন্দুকে দেখছিল। 'কি বাবা?' সরে এসেছিল ও খাটের পাশে।

চেহারা কঠিন হয়ে গেছে [illegible] হয়ে গেছে টের পেয়ে শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করতে মুখে হাসি টেনে এনেছিল, স্বরটা নরম করে বলেছিল, 'বড় [illegible] দিন তোকে আমি কষ্ট দেব না।'

রেবা চুপ ছিল।

'[illegible] পারছিস?'

রেবা ঘাড় কাত করেছিল।

'আবার কালকে [illegible] [illegible]। [illegible] বইটইগুলো যত্ন করে রাখিস। হয়তো [illegible], কিছু [illegible] [illegible] [illegible] এরা বই রাখবার না।'

'না।'

'কি, ও হ্যাঁ বই।' শুভেন্দু [illegible] [illegible] [illegible] বলে [illegible] দিন তার [illegible] [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] তারপর [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] হবে। তা [illegible] কাজ [illegible] [illegible]। তুই তো [illegible] [illegible] মতন কথা বলছিস। [illegible] তো?'

রেবা ঘাড় নেড়ে [illegible] [illegible] [illegible] দেখতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারছিল না। টের পেয়ে শুভেন্দু [illegible], [illegible] পরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] হবেই। [illegible] তো আর [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে—'

'তুমি [illegible] খেয়ে নিও বাবা।' চেয়ারের পিঠ থেকে বটুয়াটা তুলে নেয় রেবা, টেবিলের ঘড়ি দেখে। 'আর হরিপদকে বলে যাচ্ছি, মিনিটের মধ্যে তোমার দুধ গরম করে দেবে।' রেবা দরজার দিকে পা বাড়ায় ও।

'কি, তুই এখনি বেরোচ্ছিস? এখনো দু মিনিট হাতে আছে।' আবার বুঝি রাগ হয়েছিল শুভেন্দু, কঠিন চোখে মেয়েকে দেখছিল। বুঝতে পেরে [illegible] [illegible] সামলে নিয়ে দৃষ্টিটা মোলায়েম করে নরম গলায় সে ডাকল 'শোন্'।

'কি বাবা!'

মুখটা কি ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল ওর? না কি একটু বেশি স্নো পাউডার,...প্রায় না করে শুভেন্দু শান্ত গলায় প্রশ্ন করেছিল, 'কাল নীহার তোকে কি বলেছিল বলেছিলি যেন, ওর একটা চিঠি কপি করে দিতে বলেছিল, পার্সোনাল কেটার? ম্যানেজার তোকে তার কামরায় ডেকেছিল?'

'না তো।' চোখ পিটপিট করছিল কি রেবা? কিন্তু শুভেন্দুর দৃষ্টি তখন ওর চোখের দিকে। একটুও অবাক না হয়ে সরল হাসির ছটায় চোখ দুটো ঝকঝক করে তুলেছিল ও।

'নীহারবাবু কখনো আমাকে তাঁর কামরায় ডাকেন না, আমাকে না, কাউকেও না, দরকার হলে উনি নীচে নেমে আসেন, আমাদের টেবিলে এসে কথা বলেন।'

শুভেন্দু চুপ ছিল। দেয়াল দেখছিল। ঘড়ির টিকটিক শুনছিল।

'[illegible] বাবা।'

কথা না বলে শুভেন্দু ঘাড় কাত করেছিল। রেবা বেরিয়ে গেছে।

এখন দুপুর। না দুপুর বুঝি গড়িয়েছে। ঘড়ির কাঁটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

'হরিপদ!'

'বাবু!'

'কি করছিস?'

'এই তো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

'থাক থাক।' হাত তুলে দিয়ে শুভেন্দু হাসে। 'মুখ দেখে কে বলে মানুষ হয়েছে। শোন্।'

'বাবু!'

মিটসেফের পাল্লা বন্ধ করে হরিপদ সোজা হয়ে দাঁড়াল।

শুভেন্দু ওর চোখ দেখে।

'হরিণ পাওয়া যায়? হরিণের মাংস আনতে পারবি?'

হরিপদ হাসে। অপরিচ্ছন্ন দন্তপঙ্‌ক্তি। একটা দাঁত ভেঙেও গেছে।

'হাসছিস কেন বোকার মতো।' শুভেন্দুর

[illegible]

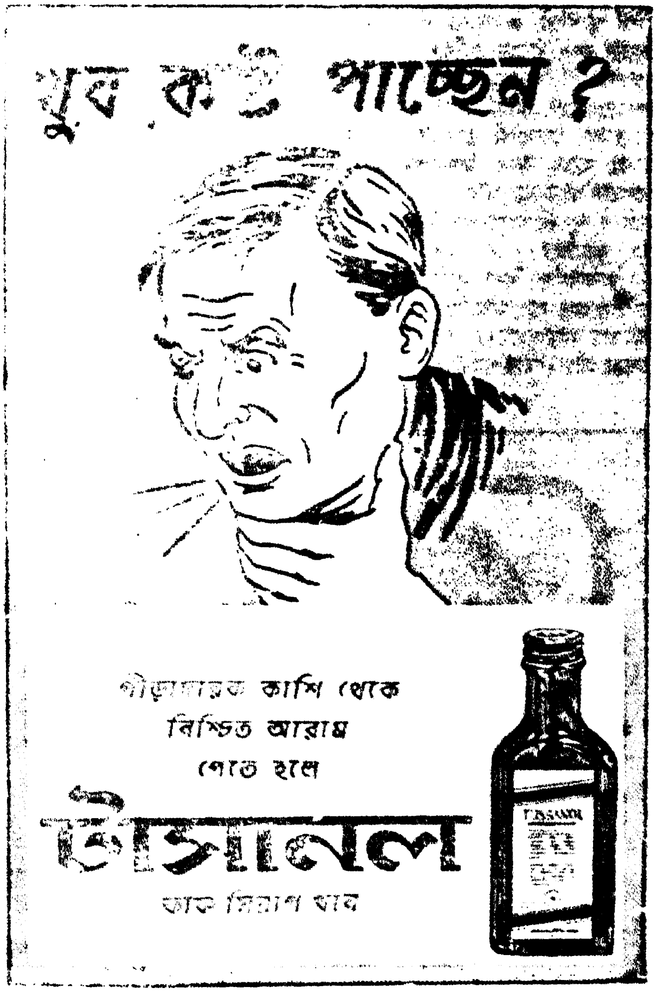
পাচ্ছেন?
কাশি থেকে
নিশ্চিত আরাম
পেতে হলে
টৈসানল

এবং এখান থেকে হরিপদর নিষ্ক্রমণটাও তো অত্যন্ত নিঃশব্দে ঘটল কেন এমন হয়? শুভেন্দুর ভুরুর মাঝখানে একটা গভীর রেখা জাগে। দুশ্চিন্তার নিশান। মুহূর্তের জন্য। কপালের রেখা মিলিয়ে যায়। শুভেন্দু হাসে। হরিপদর পায়ে জুতো নেই, খালি পায়ে ও চলাফেরা করে বলে শব্দ হয় না। আর এই নিয়ে, যেন কী গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করতে গিয়ে শুভেন্দু প্রায় ঘামতে চলেছিল। আচ্ছা, আবার সে চিন্তা করে, জুতো পরা থাকলেই কি শব্দ হয়, সবাই শব্দ করে হাঁটে। নীহার, রেবার অফিসের ম্যানেজার জুতো পায়ে ওপর থেকে যখন নীচে নামে, রেবার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন কি খুব বেশি শব্দটব্দ হয়? জুতো পরা মানুষও কি সময় সময় শব্দ না করে হাঁটতে পারে? হরিপদর মতো? মুখ বুজে রেবা কাজ করছে। শুভেন্দু দেখছিল। টেবিলের কাগজ-পত্রের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে অষ্টাদশী, পিঠের ওপর স্থির লম্বমান বেণী, কালো মাথাটার দুপাশ থেকে শক্ত পাপড়ির কোনো বুনো ফুলের মতো দুটো কান ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে; অনতিপ্রশস্ত পিঠ—নুয়ে থাকলে আরো সরু দেখায়, ছোট দেখায়, সাদা ফুটকি তোলা হাল্কা গোলাপী ব্লাউজের ওপর অতসী রং আঁচল স্থির নিষ্কম্প—পিছন থেকে দেখলে মনে হয় পরিশুদ্ধ একাগ্রচিত্ত হয়ে ও পুজো করছে। পুজো করছে? কাঁদছে। কাঁদছে? মনে হয় পুজো ও কান্নার মাঝামাঝি কিম্বা ধূসর কোনো ভাবনার নিরবয়ব মুহূর্তগুলি বুকে নিয়ে ও পাথর হয়ে বসে আছে। না তো, অফিসের কাজ করছে রেবা। তবে বুনো ফুলের মতো শক্ত পাপড়ির দু কান খাড়া রেখে ও স্থির হয়ে রইল কেন। দোতলার সিঁড়ির পাথর শব্দ শুনেছে? জুতোর শব্দ। ম্যানেজার আজ আবার নীচে নেমে আসছে। এসে ওর চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়াবে টেবিল ঘেঁষে?

আশ্চর্য! শুভেন্দু টের পায় তার দুই ভুরুর মাঝখানের রেখাটা কী গভীর, কত বড় হয়ে গেছে। তার ভয় হল। নিজের দুশ্চিন্তাকে শুভেন্দুর ভয় করে উঠল। এসব কি ভাবছে সে। যেন ইচ্ছা করে, [illegible] করে বুকের ভিতরের ভারের শক্ত ঢেলাটাকে সে গলিয়ে ঘৃণার কাদায় পরিণত করে ফেলল। ফেলে কিছুটা শান্তি পেল। এবং নিজেকে ঘৃণা করতে [illegible] হাতের বুড়ো আঙুলটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে শুভেন্দু পশ্চিমের প্রায়ান্ধকার খোলা জানালাটা দেখতে লাগল। [illegible] একটু একটু গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু [illegible] করে আর [illegible] গন্ধ অনুভব করতে সে ভুলে রইল। [illegible] শাসন চলছে। [illegible] বয়সের শত শত রেবা ডালহৌসির নানা অফিসে কাজ করছে, আর তেমন অফিসে ম্যানেজার আছে, নীহার আছে। তাদেরও অনেকের ঘরে বাপ ভাই আছে, অসুস্থ অক্ষম দাদা আছে। কিন্তু তারা কি শুভেন্দুর মতন বিছানায় শুয়ে [illegible] রেবাকে নিয়ে এমন অদ্ভুত ভাবনা দুশ্চিন্তা—

কারণটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারল। সেসব রেবার বাবা কি দাদার ট্রাম থেকে পড়ে নিশ্চয়ই পা কাটা যায়নি। শুভেন্দুর মতন এক-পা হয়ে কেউ বিছানায় শুয়ে নেই। এই পায়ের কথা [illegible] ভাবতে [illegible] সে পায়ের শব্দের [illegible] ভাবছিল, না শব্দ না হওয়ার। নীহার কি শব্দ করে নীচে নামে, না নিঃশব্দে নেমে এসে রেবার চেয়ারের পিছনে ঘড়ি পরা রোমশ মোটা হাতটা রাখে।

আর নিজের ওপর ঘৃণা হল না শুভেন্দুর। দুঃখ হল। এক এক রকম অসুখে বা শরীরের একটা বিশেষ অবস্থায় মানুষের চিন্তা ভাবনারও পরিবর্তন ঘটে, এমন কি তার ইচ্ছা অনিচ্ছার, রুচির, দৃষ্টিভঙ্গিরও। দুঃখটাকে পাতলা করে দিয়ে শুভেন্দু নিজেকে করুণা করতে লাগল এবং করুণার সঙ্গে সূক্ষ্ম হাসির সম্পর্ক থাকে বলে শুভেন্দুর ঠোঁটের প্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল। নিজের পা নিয়ে এত ভাবছে বলে তো সে হরিপদর পা দুটো [illegible] দেখছিল [illegible] এখন [illegible] উঠল। [illegible]—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] একটু [illegible]

[illegible]

কেশের পারিপাট্য
আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ সহায়ক।
'লাইজু' অসংযত কেশকে সংযত ক'রে কেশের পারিপাট্য অক্ষুণ্ণ রাখে, চুলের চাকচিক্য এবং ঔজ্জ্বল্যও বাড়ায়।
বড় মুখ নূতন আধারে পাওয়া যায়।
লাইজু
অনুপম হেয়ার ক্রীম
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

শুভেন্দুর চোখ চকচক করছে।

হরিপদ ঘাড় কাত করল।

'কিছু পায়ের কিছু পাঁউরুটি।'

বাইরে জুতোর শব্দ হল।

'কে?'

'আমি।'

লাল টুকটুকে বটুয়া হাতে রেবা ছুটে এসে বাবার সামনে দাঁড়াল। দুই [illegible] পড়ছে, ঝকমক করছে [illegible] হাসছে মেয়ে।

'আজ প্রথম [illegible] কাটার কাটার ছাতার বাড়ি [illegible] বাবা, [illegible]'

[illegible] দিকে তাকাল না শুভেন্দু, [illegible] কাত করে [illegible] এই [illegible] হরিপদকে বলতে [illegible] সকাল সকাল [illegible]

'ওর হাতে কি ওটা?'

'[illegible]'

'কিছু—'

'কি [illegible]'

[illegible]

'কি [illegible]' শুভেন্দু, [illegible] খুশি করবে [illegible] হরিপদকে কিছু করতে হবে।'

'একটু চা খাবে?' [illegible] হরিপদকে [illegible] হবে।

'কি [illegible] হরিপদ [illegible] আছে নাকি [illegible] হবেই—' [illegible] শুভেন্দু হরিপদের দিকে [illegible] 'হরিপদ—'

স্টোভ-এর [illegible] হরিপদ [illegible] মাথায় নাড়ু উঠল।

'আমি এখনি ইনুন ধরিয়ে [illegible] চা করে দিচ্ছি।'

'আমিও একটু খাব, আমার [illegible] কবিস।' খুশী গলায় শুভেন্দু বলছিল, কিন্তু রেবা অন্য প্রকারে [illegible]

'তারচেয়ে বরঞ্চ এই দোকানটা থেকে চা নিয়ে আয় হরিপদ আমার জন্য, বাবার জন্য। ওদের চা-টা খারাপ না।'

বাবার মুখ দেখে হরিপদ। শুভেন্দু মেয়েকে দেখছে।

রেবা বিছানার কাছে [illegible] হাসি তখনও ঠোঁটের আগায়।

'আমি একটু বেরোব বাবা, উনুন ধরিয়ে চা খেতে গেলে দেরি হবে।'

'ও—অমন [illegible] হয় না, দেরিও হয় না' শুভেন্দু, হাত বাড়িয়ে বালিশের তলা থেকে মনিব্যাগ টেনে বার করে হরিপদর হাতে পয়সা দেয়। হরিপদ [illegible] [illegible] মাথা বাঁট দিয়ে [illegible] চায়ের কেটলি তুলে নেয়।

রেবা [illegible]

শুভেন্দু [illegible]

রেবা ফিরে আসে। একটু [illegible] শুভেন্দু [illegible]

[illegible] ইচ্ছা [illegible] কিছুতেই ছাড়বে না, একবারটি [illegible] যেতেই হবে।'

'কোথায় ওর [illegible]' শুভেন্দু [illegible] 'ওর একজন [illegible]'

[illegible]

[illegible] শুভেন্দু [illegible]

[illegible]

'[illegible]'

'আর [illegible]'

'[illegible] এই [illegible] নাকি [illegible] শুভেন্দু [illegible]'

[illegible]

'[illegible] হবে।' [illegible] বলছিল [illegible]

কথা না বলে শুভেন্দু [illegible] পাশে নামিয়ে রাখল।

হরিপদ চা নিয়ে এল।

শুভেন্দুর জন্য কাচের গ্লাস রেবার হাতে কাপ তুলে দেয় হরিপদ। তারপর বিছানার [illegible] উঁচু করে [illegible] শুভেন্দু [illegible]

'হাঁ, এখন তোর ওদিকের কাজে হাত লাগা।'

হরিপদ বেরিয়ে গেল।

'বাবার নামে খুব একটা কাজ হবে না কিন্তু।' রেবা [illegible]

'চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে।' শুভেন্দু বলল।

যেন একটু তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করছিল রেবা। যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ও। কাপ থেকে মুখ তুলল।

'আমায় কিছু বলছ, বাবা?'

ফুলের গন্ধের কথা আর বলে না শুভেন্দু। মেয়ের চোখে চোখ রেখে ইচ্ছা করেই যেন দৃষ্টিটা অসহায় করে ফেলল।

'ভাবছি ক্রাচ পরে হাঁটতে পারব কিনা।'

'কেন পারবে না, অবশ্য অভ্যাস করতে হবে।'

'আমার মনে হয় ক্রাচ পরে হাঁটতে বিশ্রী

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম.এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২৲

বীরত্বে বাঙালী ১৷৷০

বিজ্ঞানে বাঙালী ২৷৷০

বাংলার ঋষি ২৷৷০

বাংলার মনীষী ১৷০

বাংলার বিদুষী ২৷৷০

আচার্য জগদীশ ১৷৷০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৷৷০

রাজর্ষি রামমোহন ১৷৷০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

(জন্মনিয়ন্ত্রণের মত ও পথ)

● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ ●

—সর্বাধিকবিক্রিত জনপ্রিয় ডাক্তারের

সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—

প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকব্যয় সহ ৭৮ নয়া পয়সা M. O.তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। এই অল্পমূল্যের পুস্তক ভি: পি: হয় না। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বা ফোন বেলা ১টা—৬টা। রবিবার বন্ধ।

ফোন : ৩৪—২০৮৬

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন

(Family Planning Stores)

রুম নং ১৮ * টপ ফ্লোর

১৩৩ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা-৯

[illegible] আমহার্স্ট স্ট্রীট [illegible]

চেয়ারের শব্দ হলো বাঁ পায়ের জুতোর। দু'পায়ে জুতো থাকলে যেমন হাঁটার সুবিধে—'

'এখনই তুমি এসব ভাবছ কেন?' ভুরুর মাঝখানে আলপিনের মতো সরু, ছোট্ট টিপ, কালো মেয়েটি হাত থেকে কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। 'আমি যাই, বাবা ডাকছে?'

'রাগ করব না, শরতের মধ্যে একে যাব।' দুরে হাত বাড়িয়ে হুক থেকে বটুয়াটা তুলে নিল ও। জুতোর শব্দ হবে কি না হবে, ক্রাচ পরে হাঁটার অসুবিধা হবে ভেবে এখনই মাথা গরম করার কিছু নেই, এখনো দুটো স্টেপ খোলার বাকি আছে, এখনো কিছুদিন তোমাকে—'

মেয়ে বেরিয়ে গেল। বারান্দার জুতোর শব্দ সিঁড়িতে নেমে গেল, সিঁড়ির শব্দ রাস্তায় মিলিয়ে গেল। এখনো কিছুদিন আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, শুয়ে কান পেতে থেকে শুনতে হবে ওদের পায়ের শব্দ কখন বিচ্ছিন্ন কখন বিচ্ছিন্ন না, বিড়বিড় করে উঠল শুভেন্দু। [illegible] হয়ে গেছে, শূন্য হয়ে আছে। ঘড়িটা টিক টিক করছে। আর একটু সময় কান পেতে থেকে সে অভ্যস্ত হয়, না আরো শব্দ [illegible] পাথিবীতে উনুন ধরানো হয়, [illegible] হরিপদ বাটনা বাটছে, [illegible] শোনা যায়। শুভেন্দুর ভিতরে [illegible] রসনা ধরানো হয়ে উঠল, ছাদের [illegible] লাগল সে। এক এক রকম ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা মানুষের মন কত বদলে দেয়! শুভেন্দু চিন্তা করে। এইমাত্র শুধু শব্দ আর শ্রুতির ভাবনা ভেবে খুব খারাপ লাগছিল


# দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

**এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়**

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা

**সময়**:—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা

# ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

**যাঁহাদের** বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।

বাতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি মেচেতা, ব্রণাদির দাগ **প্রভৃতি** চর্মরোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র।

**হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন।**

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক

**পণ্ডিত এস শর্মা** (সময় ৩—৮)

২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

**পত্র দিবার ঠিকানা পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা**


থাবে। এখন একেবারে [illegible] পর্যন্ত হয়ে উঠল সে। একটু পর হরিপদর [illegible] মসলা [illegible] [illegible]

[illegible]

'[illegible]'

'[illegible]'

[illegible] উঠল শুভেন্দু [illegible]

'[illegible]'

'[illegible]'

[illegible] পাওয়া শব্দ।'

[illegible]

হরিপদ বলিল।

[illegible] শুভেন্দু, [illegible]

[illegible]

হরিপদ [illegible]

[illegible] শুভেন্দু [illegible]

[illegible] হরিপদ [illegible]

[illegible] হরিপদ [illegible] —একবার যখন [illegible] এখনো পাওয়া [illegible] না কি বলিস।'

হরিপদ [illegible] একটা বাটি হাতে [illegible] এই [illegible]

শুভেন্দু আর কিছু বলে না। বাটি হাতে হরিপদ বেরিয়ে যায়।

'উঁহু,' শুভেন্দু ডাকল, 'শোন্।'

হরিপদ ঘুরে দাঁড়ায়।

'আলোটা নিবিয়ে দে।'

আলো নিবিয়ে দিয়ে হরিপদ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হরিপদ তোয়ালে মাথায় জড়ানোর পর শুভেন্দু একটা কাপ্ শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল। [illegible] ভাবছিল, আবার [illegible] কথা। ঘুমিয়ে তার সামনে ভেসে [illegible] উঠছিল তার মাথার সেটা সবচেয়ে [illegible] সবকটির সেটা দেখার জন্য [illegible] আকাশ [illegible] শুভেন্দুর ছুটির দিন। দরজাটার [illegible] ছিল [illegible] হরিপদ [illegible] শুভেন্দু [illegible] হাতে করে [illegible] শুভেন্দু [illegible] একটা চিৎকারের উত্তেজনা এত তীব্র [illegible] হাঁটতে পারবে শুধু, যেখানে সেটা সে [illegible] হরিপদ আর কি, সেই [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible]

সমস্তের [illegible] এক একটা [illegible] হরিপদ আর কিছু মনে ছিল না [illegible] তারপর—

[illegible] থেকে যে দুটো কথা শুভেন্দুকে [illegible] হয়েছে, এখনও হচ্ছে, সেই দুটো [illegible] 'কর্মফল'—[illegible] সবাই শুভেন্দুকে দেখতে [illegible] কথা কানে [illegible] শব্দ দুটো প্রয়োগ করেছে। [illegible] শুভেন্দু যে কতদিন চিন্তা করেছে! [illegible] যে এত শাস্তি পেতে ট্রাম থেকে পড়ে পা'টা কাটা গেল। কোনোদিন সে কারও অনিষ্ট করেছে, কাউকে ঠকিয়েছে বলে মনে করতে পারে না। পারে, একটা ঘটনা তার মনে পড়ে এবং যতবার সে তা চিন্তা করে তার হাসি পায়। একটা সিল্কের পাঞ্জাবি একবার

[illegible]

হোমিওপ্যাথিক

# পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

[illegible]

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible] ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা—১

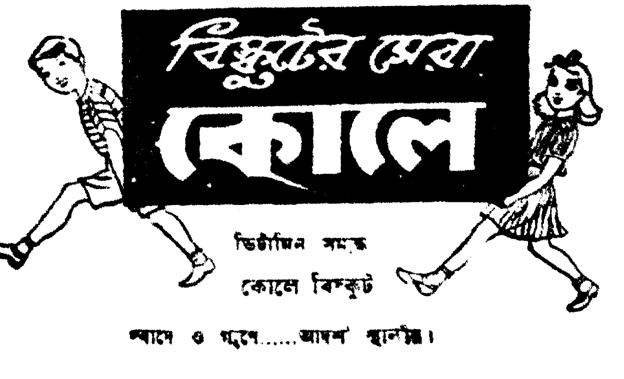


স্বাদে ও গন্ধে......আদর্শ স্থানীয়।

আসল কথা, শুভেন্দুর কখনো কখনো মনে হয়, রেলের ছোকরা হয়ে জন্মানো বা মেয়ে হয়ে আসা বড় কথা না, বা তার উল কি ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট চাওয়াটাও কিছু না। শুভেন্দুর বাইরে যাওয়ার ইচ্ছাটাই মূল কারণ, আর সেই ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে একজন, শোভা, কাজেই শোভার অনুপস্থিতি, তার মৃত্যুই শুভেন্দুর জীবনে এতবড় একটা অ্যাকসিডেন্ট ডেকে এনেছিল। কিন্তু সেটাই বা কথা কি, শুভেন্দু ভাবে, ছুটির দিন বাড়ি থেকে সে না বেরোক অন্য যে-কোনো দিন হয়তো অফিসে যাচ্ছে কি অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে বাসে উঠতে বা নামবার সময় পড়ে গিয়ে তার এ-অবস্থা হত। যা হবার। শোভা বেঁচে থাকলেও হত। কাজেই তার পা কাটা পড়ার সঙ্গে কারও হওয়া-না-হওয়া থাকা-না-থাকা, কিছু চাওয়া-না-চাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। নিয়তি কোনো কারণের অপেক্ষায় থাকে না।

শুভেন্দুর কপাল ঘামছিল। যেন এই উক্তির ঘটনাটাকে সে আর কোনোদিন বদলাতে চেষ্টা করেনি, এখন বদলাতে গিয়ে অসহায়বোধ করতে লাগল। সে একা, বিচ্ছিন্ন। সব মানুষই তাই। এক জনের দুঃখ দুর্ভাগ্যের জন্য আর একজন দায়ী নয়। আর কেউ তার দুঃখের অংশ নিতে এগিয়ে আসে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একলাই তাকে হোঁচট খেয়ে খেয়ে পথ চলতে হয়। কখনও অ্যাকসিডেন্ট, কখনও স্বজন বিচ্ছেদ, কখনও কঠিন ব্যাধি। আর পাঁচজন সমব্যথী আঃ উঃ করে বটে, কিন্তু একটি কোটা তার বেদনা তুলে নিতে পারে না। শারীরিক বাধা বেদনা না, বিকলাঙ্গ হয়ে দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে কাটানোর মানসিক যন্ত্রণার কথা শুভেন্দু ভাবছিল বুঝি।

চমকে উঠল সে। তারপর নিশ্চিন্ত হল। কেউ না। বাতাস। দরজার পাল্লাটা খট করে নড়ে উঠেছে। কেবল নিশ্চিন্ত না, শুভেন্দু একটু খুশি হল। হরিপদ না। হরিপদ আর চুপি চুপি ঘরে ঢুকছে না। যদি বা ঢোকে শুভেন্দু টের পাবে। এই জন্য সে কান খাড়া রেখেছে। চোরের পাটকাঠির মতো পায়ের শব্দ শুনতে সে এখন থেকে প্রস্তুত হয়ে আছে। এবং হঠাৎ তার মনে এই ইচ্ছা কেন জাগছে তাও সে বুঝতে পারছে।

একটা পায়ের অভাব ঘুচাতে সে তার অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সব কটা ইন্দ্রিয়কেও সজাগ প্রখর রাখতে চাইছে। মানুষ তাই করে। যার ডান হাত চলে যায় সে বাঁ হাতে পটু সে বাঁ হাতে কাজ করে। অসুবিধা হয়, কিন্তু অভ্যাস ও প্রবল ইচ্ছার জোরে একদিন বাঁ হাতেই সে এমন নিপুণভাবে ছবি আঁকতে পারে, লিখতে পারে, মেশিন চালাতে পারে যে অনেকের ডান হাত হার মানে। আবার এও দেখা যায় যারা অন্ধ তাদের শ্রবণশক্তি স্পর্শশক্তি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি প্রখর হয়ে ওঠে। কোনো কোনো [illegible]

[illegible] পেরেছে। [illegible] বিশ্রী শব্দ করে নড়ে উঠল না [illegible] সে খুব একটা [illegible] পারল। তার অর্থ আমার [illegible], অন্যদের শক্তিটা ক্রমেই বাড়ছে। [illegible] হরিপদ, কেবল চোখ মেলে দেখা না, আমি মন দিয়েও আজকাল অনেক কিছু দেখতে পারছি। আমি ঠিক বলে দিতে পারি দুই

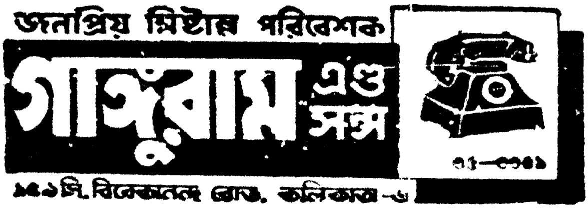

উনুনের পাশে চুপ করে বসে আছিস। [illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্যামলেন্দু, [illegible]

[illegible]

[illegible] চোখে পড়ছে। কিন্তু এক ফোঁটা জল পথে আসছে না [illegible], তবে কি সব

[illegible] হঠাৎ ফুঁপিয়ে [illegible] উঠে না কি করে হয়। [illegible] শ্যামলেন্দু। [illegible]

[illegible]

শ্যামলেন্দু [illegible] দেখল। [illegible]

[illegible] কিছু বলছে না। [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্যামলেন্দু [illegible]

Bathgate's
THYBORENE
[illegible]

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলি ১ ... ফোন ২২-৭০৮০

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৮

আমাদের বন্ধুদের একজন—প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়—সেদিন দেখা করেছিল—একথা আগেই বলেছি। তার বাড়িতে গেলাম ছুটে। বললাম—এই, একটা কার্ড যোগাড় করে দিতে পারিস আমাকে?

সে একটু আশ্চর্য হয়ে বললে—তোকে দেয়নি?

—না।

সে বললে, অন্যায়। এক্স-স্টুডেণ্ট হিসাবেও ত তোকে ওদের দেওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা, দাঁড়া, আমার কার্ডখানাই তোকে দিয়ে দিচ্ছি। দেখি, কে ঠেকায়।

বললাম—বলা যায় না, এতেও ঠেকাতে পারে। আমি ত ওদের বিষ নজরে পড়ে আছি।

যথারীতি সেই কার্ড নিয়ে সন্ধ্যেবেলা গেলাম থিয়েটার দেখতে। গেট-এ আমাদেরই এক শিক্ষক মশাই দাঁড়িয়ে-ছিলেন—তাঁকে গিয়ে কার্ড দেখালাম। বললাম—কী মশায়, যেতে দেবেন?

তিনিও প্রসন্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন—কার্ড যখন এনেছ, ঢুকতে পাবে বইকি!

এভাবে হল-এ ঢুকলাম, কিন্তু আমরা বন্ধু কজন যুক্তি করে ঠিক করলাম, নীচে বসব না। বিরাট উঁচু হল আমাদের লণ্ডন মিশনারি স্কুলের। সেই হলের পিছন দিকে দোতলায় ছিল আমাদের ল্যাবরেটরী।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে—বাঁদিকে ফিরে ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে হত—ওপরে রেলিংঘেরা একটা ছোট্ট বারান্দা ছিল বাইরে, যা দিয়ে ল্যাবরেটরীতে যাওয়া যেত। ঠিক করলাম, ঐ দোতলার মতো বারান্দায় বসেই ল্যাবরেটরীর পাশে আমরা থিয়েটার দেখব। যা ভাবা, সেই কাজ। ওখান থেকে একটা বেঞ্চি টেনে এনে আমরা কজন বসে গেলাম। কিন্তু আমাদের ব্যাপার লক্ষ্য করলেন আরেকজন শিক্ষক, তাঁরা ভাবলেন আমাদের ওখানে বসার পিছনে বুঝি কোনো দুরভিসন্ধি আছে। প্রফুল্লবাবু, আর একজন শিক্ষক মশাই উঠে এলেন আমাদের কাছে। আমাকে ডেকে বললেন—দেখ, তুমি আজ দেখো কার্ড নিয়ে এসেছ। এমন কিছু করবে না অভদ্রতা বা গোলমাল, যাতে তোমার দিকে সবার চোখ পড়ে। আমি তোমার শিক্ষক মশাই—আমাকে কথা দাও।

আমি সহজভাবে একেবারে হেসেও উঠি কথার মধ্যে ছিলাম। মনেও নেই তখন। বললাম—গোলমাল করার ইচ্ছে নেই, শক্তিও নেই। তবে নানারকম ব্যাপারে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়েছি। দুঃখ পেয়েছি কম না, লজ্জিতও হয়েছি। তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা কোনরূপ অশান্তি হবে না।

চুপচাপ বসে অভিনয় দেখেছি। প্রবোধের অভিনয় বেশ ভালো হয়েছে। আমরা উঠে এলাম। তারপর ফিরে এলাম প্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে।

সহপাঠীদের কথায় আজ অনেকের কথাই না আজ মনে হয়। কারো মুখ মনে, কারও নামের অংশ। কারো সহপাঠীর মুখই না মনে পড়ে। চারুচন্দ্র নাগকেও মনে পড়ে। বাগবাজারে বাড়ি ছিল—হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত—ধর্মে ছিল খৃষ্টান। খুব বন্ধু ছিল সে আমার। পরে সে ডাক্তার হয়েছিল, এখনো বোধ হয় বাগবাজারে প্র্যাকটিস করছে। দশ বছর আগেও তার খবর রাখতাম। বরং, বলা যায়, সে-ই আমার খবর রাখত। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। সঙ্গে এনেছিল তার মেয়েকে। আর-এক বন্ধু ছিল—ইমদাদ রসুল—পরে সরকারী কর্মচারী হয়েছিল—জেলায় জেলায় তাকে সফর করে বেড়াতে হত। তবে যেন শুনেছিলাম, সে আর ইহজগতে নেই। আরেক বন্ধু ছিল—পুলিন চ্যাটার্জি। আমাদের সুধীর চ্যাটার্জি মশায়ের ছোট ভাই। ইনি কাস্টমস-এ চাকরি করতেন, অধুনা অবসর-জীবন যাপন করছেন। আজও ইনি মাঝে মাঝে এসে পড়েন দেখা করতে। কখনো বা টেলিফোনেও করেন।

সহপাঠীদের কথায় শিক্ষক মশাইদের কথাও মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে হেডমাস্টার প্রফুল্ল চাকলাদার মশাইয়ের কথা। ইনি আমাদের ভূগোল পড়াতেন, এমন চমৎকার করে পড়াতেন যে, মন্ত্র-মুগ্ধের মতো শুনতে থাকতুম। ভূগোল বিষয়টিকে আমার নিজের কাছে জীবন্ত করে তুলতেন। ক্লাসের দেওয়ালে প্রকাণ্ড ম্যাপটি টাঙিয়ে দিয়ে, আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেন গোটা পৃথিবীটা। আজও সেই সব কথা ভুলতে পারি না।

ওঁর এই মাপ-জোকের কথায় আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনকড়ি চক্রবর্তী মশায় এক্স-স্টুডেন্ট হিসাবে মাঝে মাঝে আসেন। ইনি ছিলেন আমাদের স্কুলের পুরাতন ছাত্র এবং আমার অনেক সিনিয়র। অনুসন্ধিৎসু মন, একেবারে অপ্রত্যাশিত সময়ে পণ্ডিতমশায়ের কথা উঠতেই তিনকড়িবাবু এই ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। বললেন, পণ্ডিতমশাই, হয়তো আমাদের ভূগোল পড়াতেন। ক্লাসে ভূগোলের মাস্টারও ছিলেন হরিহরবাবু। একদিন তিনকড়িবাবুকে ভূগোলের ম্যাপে সিংহল দেখাতে বললেন। তুমি কিছু কিছুদিন ধরে পড়েছ, বলো, সিলোন দেখাও। তারপর বললেন এসো, দেখাও সিলোন—কই?

ছাত্ররা তাকিয়ে দেখছেন পণ্ডিতমশাই, তারপরই উঁচিয়ে আস্ফালন করছেন এগিয়ে আসছেন।

কাঁপতে কাঁপতে আমি এগিয়ে গেলাম তুই দিক তিনকড়িবাবু। বিরাট পালোয়ান পণ্ডিতমশাই, বাঘের থাবার মতো হাতের মুঠো। পড়া না পারলে সেই হাতের গাঁট্টা যখন মাথায় এসে পড়ত, তখন চোখের সামনে একেবারে সর্ষের ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না।

তিনকড়িবাবু এমন বাঘের সামনে-সামনি হঠাৎই হুঙ্কার শুনলেন—সিলোন কোথায়, দেখা?

ম্যাপটার দিকে কলের পুতুলের মতো এগিয়ে গিয়ে উঁচুতে খুঁজছি—তিনকড়িবাবু বললেন—সামনে তাকিয়ে দেখি, টিকটিকি। কোথায় সিলোন রে বাবা!

'আর কোথায়!' তিনকড়িবাবু বললেন—'মাথায় এসে পড়ল সেই বিরাশী সিক্কা ওজনের গাঁট্টা, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে

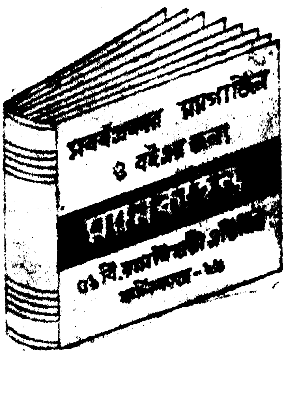

বসে পড়লাম। [illegible] সেই [illegible] মেলে তাকিয়েছি, ও দিকে, সামনেই দেখি, সিনেমাটা একেবারে [illegible] করছে। [illegible] —এই যে [illegible] এসেছিল, কিন্তু এবার [illegible] হয়ে গেল। [illegible]

কিন্তু এবার [illegible] সাক্ষাৎ করে [illegible] এলাম। এই [illegible] হয়ে [illegible] [illegible]

[illegible]

বৈদ্যুতিক পাখা আছে বটে, কিন্তু [illegible] প্রায় সবাই [illegible] এসে বসেছে। [illegible] সবাই [illegible] এই [illegible] একটি [illegible] [illegible]

[illegible] এই সব লক্ষ্য করছি, হঠাৎ এক সময় একটি [illegible] [illegible]

[illegible] চড়বার সময়, যা অকল্পনীয়। [illegible] যে সেখানে পায়ে বসে পড়বার জন্য সে এক [illegible] মূল্য বটে। আর কোনোরকম [illegible] নেই, [illegible] এর [illegible] ওর [illegible] —সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। [illegible] সেই [illegible] একটা কথা ছিল, সে [illegible] কী? [illegible] ঠিক ওপরেই ছিল [illegible] বন্ধ। সেই [illegible] কী, [illegible] হয়। ও ধারে মাথা উঁচু করে [illegible] না মাথা নীচু করে দেখতে হবে সর্বক্ষণ। কিন্তু [illegible] জায়গা। [illegible] জায়গা পেলো না, [illegible] ঐ যে [illegible] কথা [illegible], তার [illegible] ছিল [illegible] ওপরে। [illegible] কী, সেই [illegible] দিয়ে সেই [illegible] করে থাকবে। আর

সেইভাবে আগাগোড়া থিয়েটার দেখতে। বলা বাহুল্য, অস্বাভাবিক ভীড় হলেই এটা হতো। একেই বলত, 'বাদুড়-ঝোলা'। কখনো বা পা লোহার থাম থেকে সরিয়ে নেয় বা একটু গ্যালারীর কাঠের কিনারে কেউ রেখেছে, অমনি গ্যালারীর লোক উঠত তিরস্কার করে—করছেন কী মশাই, গায়ে পা দেবেন নাকি? অগত্যা, পা আবার চলে যেত লোহার থামে। এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থিয়েটার দেখা! সাংঘাতিক কথা। নয় কী?

সে রাতে 'দুর্গাদাস' হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দানীবাবু। সমরদাস—নরেশবাবু, ঔরংজীব—প্রিয়নাথ ঘোষ।

কিন্তু যাঁর অভিনয় আমাকে সেদিন অভিভূত করেছিল তিনি দানীবাবু। প্রথম দিকেই, ঔরংজেবের রাজসভা ছেড়ে দুর্গাদাস যখন বেরিয়ে যান, তখনই এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। যাবার আগে দুর্গাদাস বলছেন—তবে আসি জাঁহাপনা। আদাব।

ঔরংজীব উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বললেন—দাঁড়াও।

তারপরে, আরও কিছু কথার পর ঔরংজীব বললেন, [illegible] —বন্দী কর।

সঙ্গে সঙ্গে তরবারি খুললেন দুর্গাদাস, বললেন—'তরবার' এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছি সম্রাট।

বাস, তুরী বাজালেন। পাঁচজন সৈনিক খোলা তরবারি হাতে প্রবেশ করল তখনই। দুর্গাদাস বললেন,—এই পাঁচজন দেখছেন সম্রাট? আর এক তুরীধ্বনিতে পাঁচশ সৈনিক দরবার-কক্ষে প্রবেশ করবে—ভেবে কাজ করবেন।

উত্তরে ঔরংজীব বললেন—যাও।

এর পর বইতে লেখা আছে 'চলিলা দুর্গাদাসের প্রস্থান।' কিন্তু এই প্রস্থান-দৃশ্যটি নির্বাকভাবে যা দেখালেন দানীবাবু, তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনো ভুলবেন না। ঔরংজীব 'যাও' বলবার পরই তরবারি বন্ধ করে দানীবাবু একবার ফিরে তাকালেন [illegible]। তারপরে সরাসরি বিপরীত দিকে মুখ ফেরালেন তিনি। [illegible] দাড়ি কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে, আর জোব্বার মতো পোশাক হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলেছে। যেই উনি বিপরীতদিকে মুখ ফেরালেন, অমনি সেই দাড়ির চুলগুলি গালের ওপর এসে পড়ত, আর পোশাকের ঝালরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যেত। সে যে কী অপূর্ব [illegible]-এর জ্ঞান, বর্ষীয়ানের অভিজ্ঞতা ছাড়া এটা হয় না—আজ তা বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় করে হাততালি পড়ত। তারপরে উনি মধ্যম গতিতে অথচ দৃপ্তভঙ্গীতে, মঞ্চ থেকে প্রস্থান করছেন—খুব দ্রুতও না, খুব ধীরেও না।

চতুর্থ অঙ্কের শেষ দিককার সেই কারাগারের দৃশ্যটিও মনে আছে। দুর্গাদাস এখানে বন্দী। শম্ভুজী ওঁকে বন্দী করে ঔরংজীবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার প্রেম নিবেদন করতে এলেন, দুর্গাদাস প্রত্যাখ্যান করলেন। গুলনেয়ার রেগে ফুঁসে উঠলেন, বললেন—তুমি আমায় উপেক্ষা করছ? বেছে নাও, [illegible] গুলনেয়ার অথবা মৃত্যু।

দর্পভরে দুর্গাদাস উত্তর দিলেন—বেছে নিলাম—মৃত্যু।

এই 'মৃত্যু' কথার সঙ্গে সঙ্গে যাঁর [illegible] যে দর্প প্রকাশ পেল, তাঁর সেই অভিব্যক্তি আর দাঁড়াবার ভঙ্গী হয়ে গেল সুন্দর একটা ছবির মতো। মনে হতো যেন এক চিত্রশিল্পী মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে একটা সুন্দর ছবি এঁকে দিয়েছেন।

এর পরে [illegible] কাসেমকে [illegible] দুর্গাদাসকে হত্যা করতে [illegible] আকস্মিকভাবে [illegible] দিলীর খাঁ [illegible] দিলীর খাঁ [illegible] কী বলে [illegible] দাঁড়িয়েছিলেন [illegible] ভুলবার নয় [illegible] শিল্পীদের [illegible] উক্তি এই আমার [illegible] জানে।"

দানীবাবুর [illegible] এই বর্ণনাই যেন [illegible] মনে উঠেছিল। প্রতিটি অঙ্গচালনা যেন ছবির মতো। সারা মঞ্চ জুড়ে যেন এক [illegible] চলমান করে রেখেছেন। সেই দাঁড়ি, সেই পদক্ষেপ, সেই দৃপ্ত ভঙ্গী আমার মনে চিরকালের হয়ে আছে। দুর্গাদাসও আরও [illegible] অভিনেতা ছিলেন কিন্তু দানীবাবু সেদিন যে ছাপ রেখেছেন তা কখনোই মুছে যাবার নয়।

বাড়িতে এলাম, যথারীতি আমাদের [illegible] নাটকের মহড়া নেই কিন্তু মন যেন আর ভরে না। একটা কী যেন মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছি—কী এক নতুনত্বের বিকাশ। দানীবাবুর 'দুর্গাদাস' একটা নতুনত্বের আস্বাদ এনে দিল, কিন্তু আরও একটা বিশেষ সার্থক রূপ দেখবার জন্য আমার মন ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, মহড়ার নামে যে ধরনের অভিনয় ধারাকে অনুসরণ করছি, এই কি ঠিক? এতে মন ভরে উঠেছে কই?

এই সময় হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, আমার নাট্যপ্রয়াস এবং নাট্যধারণা যেন মুহূর্তে নতুন এক ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করল। ১৯২১ সালেরই কথা। হঠাৎ কলকাতায় এলেন Matheson Lang'র বিলেতী থিয়েটার। ইনি এরও আগে এসেছিলেন শুনেছি। তখন ওঁর অভিনয় দেখবার সুযোগ পাই নি। এবার পেলাম। গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকতেন। পায়চারি করতেন, অনেক দেখেছি। দীর্ঘ দেহ—আর বেশ বলবান চেহারা—সুন্দর চৌকোশ—ভরাট মুখ। আমি ওঁর অভিনয় দেখলাম; 'Hamlet' অভিনয় দেখলাম, কিন্তু তার ভাষা একটি বর্ণও বুঝতে পারলাম না। আর সেই [illegible] হবে ঐ [illegible] অদ্ভুত [illegible] ঐ সাবলীল চলাফেরার ভঙ্গী—সে যেন নতুন এক জিনিস দেখলাম। দানীবাবুর [illegible] অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু অভিনয়ের যে একটা [illegible] আছে তা ওঁদের অভিনয় না দেখলে সম্যক উপলব্ধি করতে পারতাম না। তাছাড়া Lang-এর নিজস্ব অভিনয়েরও তুলনা হয় না। [illegible] Lang-এর [illegible] কিন্তু [illegible] দেখেছি।

[illegible] কিন্তু [illegible] এর অভিনয়সম্ভার যে কোনো [illegible] এসেছে শুনেছি। অমনি [illegible] ওঁর 'কার্নিভাল' দেখেছি। দেখেছি, 'দি ওয়াণ্ডারিং জু' দেখেছি ওঁর [illegible]। এতে একজন চাইনীজ ম্যাণ্ডারিন বা নোবলম্যানের অভিনয় করেছিলেন Lang। সে যে কী অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর চলাফেরা—তাঁর অঙ্গভঙ্গী—তাঁর চলন-বলনের grandeur—সে এক দেখবার বস্তু। শেক্সপীয়রেও দেখেছিলাম একরকম ভঙ্গী, 'কার্নিভাল' বা 'ওয়াণ্ডারিং জু'-এ অন্যরকম, এবার চাইনীজ সেজে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অভিনয় দেখালেন Matheson Lang। একটা দৃশ্যের বর্ণনা দেই। চীনদেশে যখন প্রথম ইংরেজ যেতে শুরু করে সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল কাহিনী-স্থাপনা। ওঁর মেয়ের প্রণয় হয়েছিল এক ইংরেজ ছেলের সঙ্গে। কোনো

মুরলীর সম্পর্ক নয়। [illegible] মেয়েটি [illegible] করে তোলা [illegible] —হ্যাঁ একে প্রেমই বলতে হয় [illegible] কিন্তু একদিন দূর থেকে মেয়েটি [illegible] ওর মনে [illegible] একটা তরবারি ছিল [illegible]

[illegible]

[illegible] Lang [illegible]

[illegible]

[illegible] Lang বললেন, [illegible] আমার কাছে। [illegible] দেখেছি। যদি তার মর্যাদা দাও, তবে আমার আতিথ্য গ্রহণ করো তুমি। আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে পান-ভোজন করো।

মহিলাটি কোনো কথা বলতে পারলেন না, তাঁর মন তখন পত্রের জন্য ব্যাকুল। এদিকে হয়েছে কী, Lang-এর প্রস্তাবের [illegible] ঐ মহিলাটির কাছ থেকে [illegible]

[illegible]

তারপর Lang [illegible] মহিলাটির [illegible]

[illegible]

[illegible] Chinese [illegible] Chinese Cure [illegible]

[illegible]

[illegible] Lang [illegible]

মেয়েটি [illegible]

[illegible]

বাইরের এই সমাধানের [illegible] কিন্তু ভিতরে ভিতরে [illegible] উত্তেজনা, তা বলার নয়, [illegible] ঝিলিক দিয়ে উঠেছে একটা [illegible] আর তারপরেই উনি চলে যাচ্ছেন ভিতরে, বদল করে আসছেন [illegible] পোশাক।

[illegible] জন্যই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে ঐ পোশাক বদল করার মধ্যে।

মেয়েটি করলো কী, [illegible]

[illegible]

Lang উদ্যত তরবারি হাতে [illegible]

[illegible]


# জাতিস্মর কথা

শ্রী[illegible] বসু প্রণীত।

[illegible]

মূল্য—[illegible]

প্রকাশক—শ্রী[illegible] কোম্পানী,
[illegible]

ডি এম লাইব্রেরী,
[illegible]

সেই পাঁচুর পাড় বাবার কানে ঘণ্টী বাজে উঠেছিল প্রলয়ভাবে, তাই ধ্বনির হাত লাগল সজোরে—ঢং-ঢং-ঢং! ঢং-ঢং-ঢং!

পরেশবাবুর নির্দেশ অনুসারে খুলে গেল দরজা। মেয়েটি ছুটে পালিয়ে গেল। অন্দরে দেখা গেল বন্দী-দশা থেকে মুক্ত ওরা পরস্পর। নূতন পাশাপাশি এসে, তারপরে বাগানের পথ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

বলা বাহুল্য Lang-এর অভিনয় আমাকে শুধু অভিভূতই যে করল তা নয়, আমাকে একেবারে মাতিয়ে তুলল। মনে হলো, অমর থিয়েটারের মঞ্চের নামে যা করেছিলাম, তা ছেলেখেলা। নতুন কিছু করতে হবে। ততদিনে অমর [illegible] ঠাঁই পাড়ু গেছে। [illegible] ডিঙিয়ে হয়ে দাঁড়ালেন অমর জন্য।


দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯
এখানে চিঠি লিখলেই
হাজার রকম বইয়ের
ক্যাটালগ পাঠানো হয়
শুকতারা
সরস্বতী পূজার দিন
ত্রয়োদশ বর্ষে পড়বে

ডাক্তার হউন
[illegible]
Indian Homoeopathic College
(DC.) Jullundur City.

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
[illegible] হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, [illegible] ফোন—৬৭-২৩৫৯।
শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯


এমন দিনে শোনা গেল, সম্রাট আসছেন। মস্ত হবার মতো এ আয়োজন দিল্লী দেখার হবে। সম্রাট মানে, পঞ্চম জর্জ। ইনিই ১৯০৫ সালে এসেছিলেন Prince of Wales হিসাবে। কিন্তু সে সময়ের সঙ্গে এ-সময়ের তফাত প্রচুর। [illegible] Special Train [illegible] Pontoon bridge [illegible]

[illegible]

ছিল না। যখনই কোনো রাজপুরুষ এসেছেন, তখন সাধারণত পাঁচটার বরাদ্দ দিয়ে। এবার স্বয়ং সম্রাট আসছেন বলে তাঁর সম্মানে তৈরী হয়েছিল এই [illegible]। সে কী [illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু কেন?

(ক্রমশ)

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৮

[illegible]

'এখনো তো কই আর্টস।' [illegible] মানুষ, তারপরেই তো আসল খেলা শুরু হবে।'

[illegible] এসেছে। সে ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এই-এ পাপ।'

'প্রেম পাপ।'

'শুধু পাপ নয়, [illegible] প্রয়োজন।'

[illegible]

আমার উপর ভিড় করবে তো? তা তুমি যত খুশি [illegible]। যত খুশি [illegible]। শুধু মা-বাবার উপর সরাসরি কটাক্ষ কোরো না।

না, না, তা করব কেন?

[illegible]


[illegible]

গদাধর (১ম খণ্ড) ৪·৫০

গদাধর (২য় খণ্ড) ৫·৫০

[illegible]

খেরাগড়ের পৈশাচিক দুর্গ

[illegible]

গীতিকথা (২য় সং) ২·৫০

[illegible]

নক্ষীতায়ন ১·৫০

কল্পতরু প্রকাশনী

[illegible]


[illegible]

'যত সব বাজে কথা।' মৃণালিনী ঝাঁজিয়ে উঠল। 'বাপের বাড়িতে জায়গা কম, তাই কাকার বাড়িতে হচ্ছে। মানুষ তো বিয়ের ব্যাপারে ইস্কুল বাড়িও ভাড়া নেয়। তাই বলে সেটা কি মেয়েকে তাড়িয়ে দেওয়া হল? না—কি তাই বলে মেয়েকে সালঙ্কারা করে দান করে না বাপ-মা?'

জিভের ঠেলায় নিচের ঠোঁটের নিচে টিপলি পাকিয়ে তাতে সযত্নে ব্রুশ ঘষতে লাগল প্রশান্ত। বললে, 'তা উনি তো সালঙ্কারা হয়েই আসছেন।'

'মিথ্যে কথা।' ইঙ্গিতটা কোথায় মুহূর্তে বুঝে নিয়ে জ্বলে উঠল মৃণালিনী। বললে, 'যাতে কিছু দিতে-থুতে না হয়, তারই জন্যে বাপ-খুড়োর এই কারসাজি। এখন শুনতে পাচ্ছি উচ্চ আদালতের জজ নয়, নীচু আদালতের। মফস্বলী হাকিম, ধড়িবাজ, সংক্ষেপে কাজ বাগাবার মতলব। নইলে না দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছিল।'

'জজ নয় মা, ম্যাজিস্ট্রেট।'

'বটে? তা হলে তো শুধু ঘুঘু নয়, রাম-ঘুঘু। নইলে আমি মা, আমি জানি না সত্যকে?'

এবার গরম লাগল বরুণার গায়ে। হোস্কার মত ফুলে উঠে বললে, 'বেশ তো, ঠাকুরপো গিয়ে তার নামে পাওনা-গণ্ডা দাবি করবে না, আর শাসিয়ে আসুক, যদি তা না দেয়, এ বিয়ে ভেঙে দেবে।'

'ভেঙে দেবে?' এবার নাকের নিচে কসরৎ দেখাচ্ছে প্রশান্ত: 'তা হলে কোমরে দড়ি পড়বে। বিয়ে করলে নাকে দড়ি হয়, না করলে কোমরে দড়ি।'

'এমনিতে বিয়ে না করলে পুলিস জোর করে বিয়ে দেওয়াতে পারে?' [illegible] এসব ব্যাপারে আইনকানুন জানা, না জানি হায় কত দরকার এমনি একখানা ছাই-ছাই মুখ করলে বরুণা।

'পুলিসে কী না পারে?' গালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে প্রশান্ত দেখতে লাগল কাটা-খোঁচা কোথাও আছে কিনা লুকিয়ে। বললে, 'বিয়ে হোক বা না হোক, খোরপোষের দায় থেকে আর রেহাই নেই।'

বরুণা ঘোলা-ঘোলা চোখে তাকাল মৃণালিনীর দিকে। বললে, 'ডবল খোরপোষ।'

'আহা কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে যাচ্ছ।' মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল। বললে, 'যখন কাউকে দাবি-দাওয়া নাই-বা করল, তাই বলে নিজের থেকে বাপ মেয়েকে কিছু দেবে না? দেবে না?'

'অমন মেয়েকে কোনো বাপেরই দিতে ইচ্ছে করে না।' বরুণা সংসারের [illegible] পাকি পেয়েছে।

'অমন মেয়েকে মানে?' কুধ না শুনিয়ে আর্ত শোনাল মৃণালিনী।

'আর বর্ণনা করে বলতে হবে না। দু'দিন পরেই দেখতে পাবে সকলে। বৃক্ষের কথা ফলেই কইবে ভালো।'

এমন সময় নিরুপমা এসে সেখানে দাঁড়াল। বললে, 'ওরা কিছু দিক বা না দিক, আমাদের ছেলের বিয়ে, আমরাই সব দেব বর-কনেকে। ওদের তোয়াক্কা করব না। ওরা না করুক আমরা উৎসব করব।'

মুহূর্তে কী হল কে বলবে, মৃণালিনী ঘি-পড়া আগুনের মত দাউদাউ করে উঠল। বললে, 'অমন ঘর [illegible] উৎসব হবে কি করে? উৎসব [illegible] এসে [illegible] থাকবে [illegible] কুলিয়ে [illegible] করবেন এই [illegible] উৎসবের [illegible]?'

'কী কথা বললুম [illegible] কী [illegible] হল!' নিরুপমা [illegible] দিকে। [illegible] কঠিন। [illegible]

'এই উত্তর [illegible] মৃণালিনী [illegible]

[illegible]

[illegible] উঠল [illegible]।

[illegible] তাই বলে উঠল প্রশান্ত, [illegible] এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ।'

'সেটা আবার কী?' উৎসুক উঠল বরুণা।

'আজকাল জেলে চোরদের খুব আদর। তাদের জন্যে দিঘি, বড়-হামাম বাড়ি বানানো, চুলছাঁটা [illegible] জলসা, চোরদের মনোরঞ্জনে [illegible] সব [illegible]। সে এক আনন্দের লহরী। সর্বক্ষণ তাদের বলা হচ্ছে ছুটি সব, আবার ফিরে এস জেলে। এমন সোহাগ আর পাবে না। তার আবার [illegible] কনডাক্ট তাকে দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ।' স্ত্রীর দিকে তাকাল প্রশান্ত: 'তার মানে একা ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশোনা। ধারে-কাছে কোনো ওয়ার্ডার থাকবে না, একেবারে নিজের বাড়ির মত ব্যবস্থা।'

'স্ত্রী যে, সব সময়ে [illegible] করবে কে?'

দিল পাড়ছে বরুণার, দেখে নিজ মুখ টিপে।

'আহা-হা স্ত্রীলোক হলেই হল। স্ত্রীও তো স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু নয়। জেলারদের পরিবর্তনটা [illegible] প্রশান্ত নিজেই [illegible] সব কল্পনার দিকে তাদের ইশারায় ঠেলে দিল আর কল্পনায় [illegible] ইঙ্গিতে [illegible] দিল সেই সব দূরে-দূরে [illegible]।'

নিরুপমা মৃণালিনীকে লক্ষ্য করে বললে, 'আপনার কি মনে হয় যে [illegible] বিয়ে হলেই [illegible]?'

[illegible]

এই [illegible]

[illegible]

[illegible] সবাই ঘরে-ঘরে বলবে একেবারে অমি কী জানি? ভালো লাগে এসব [illegible]? কত জন্মের তপস্যায় ঠিক সময়ে একটা চাকরি পাওয়া যায় [illegible]। ইচ্ছে করে না একটা গাড়ি কিনতে? [illegible] গাড়ি? আর সিগারেট খেয়ে [illegible] তার ভাই জানলা

দিয়ে বাইরে না ফেলে ভিতরে ঠেলে ফেলবে? টাকা কি অন্যায়, না শুধু বিস্ময়ের চিহ্ন! টাকা হচ্ছে শুধু ক্রিয়া অসমাপিকা। এবং বলতে লজ্জা কি, আত্মনেপদী। নইলে শুধু কোনো রকমে থাকা, যেমন-তেমন করে খাওয়া, মাথা গুঁজে থাকা, টাকাতে লোকের কলঙ্ক। ইচ্ছে করে না গ্যাসের রান্না খেতে? খাবার টেবিলে বসা, চাদরের উপর প্লেট রাখতে? সোফায় বসে কার্পেটে জুতো ঘষতে? রেডিওতে খেলা শুনতে? রেফ্রিজারেটরে আইসক্রীম বানাতে? কলিং বেলে আগন্তুক পেতে? টিউবের নিচে নিওন লাইটে বই পড়তে? কী রকম যেন ঝকঝকে-তকতকে? এর চৌহদ্দি ছেড়ে না। ছি-ছি, নিজের [illegible]-বাঁচিয়ে থাকে। টাকা সব আছে, সব কিসের অর্থ কিছু-কিছু?'

'এবার শুনি বল।'

[illegible] করতে করতে বিজয়া নিচে [illegible] এল। হেমেনকে বললে, [illegible] নিয়ে আজই ঘর ছেড়ে চলে যেতে।'

[illegible] বাইরে [illegible] কথা বলছিল হেমেন। [illegible] কথা [illegible] না। [illegible] একটা [illegible]। [illegible] না [illegible] না [illegible] না। আর, [illegible] [illegible] [illegible] বাইরে [illegible] [illegible]।'

[illegible] শুনে [illegible] মধ্যে [illegible] বিজয়া [illegible] উঠল। অপমানের একটা সীমা আছে। দুদিন বাদে ছেলের বিয়ে, বলছি কিনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না, তোর ঘরে থাকবে ছেলে-বউ। আর কিছু না পাই ঘর [illegible] [illegible] [illegible]।'

'মাথা খারাপ হলে এরকম অনেক কথাই বলে থাকে অনেকে। গায়ে মাখতে হয় না। এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে হয়।' তোয়ালে [illegible] মুছে এক টিপ নস্যি নিল হেমেন। 'অপমান ভাবলে অপমান, পাগলামি ভাবলেই মহাশান্তি।'

'তোমার তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।' মুখচোখ আগুন হয়ে উঠল বিজয়ার। বললে, 'আজকেই যে করে পারো একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করো। যত ভাড়া চায়, যত সেলামী। নয়তো সেই যে কে মেমসাহেব পেরিং গেস্ট রাখে সেখানে গিয়ে উঠব। যাও খোঁজ করো। নিদেন একটা হোটেলে ঘর নাও। দিশি-বিদেশী যেখানে হোক, যত টাকা লাগুক—'

'দাঁড়াও, হ্যান্ডবিলের ফর্দটা দেখি।' কী একটা কাগজের টুকরো গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল হেমেন। বললে, 'আমি এখন যাই কি করে? আমার হাতে এখন কত বড় কাজ!'

'কাজ—তোমার কাজ?' মুখ ঝেঁকে উঠল বিজয়া। 'তোমাকে সকলে কত পেয়েছে!'

'পাগুক না পাগুক, কাজটা তো নির্বাহ করতে হবে। দাদার কাছে গেলুম, দাদা বললেন, তিনি কিছু জানেন না, যে এ কাজ করেছে সে এর ব্যবস্থা করুক।'

'ঠিকই তো বলেছেন।' খাটের উপরে পাটি হয়ে বসল বিজয়া।

'মোটেই ঠিক বলেন নি। ওটা ক্রোধের কথা, অভিমানের কথা। নইলে সাধু জোয়ানমানুষ, ও এর কী ব্যবস্থা করবে?'

'তাই তোমাকে মাতব্বরি করতে হবে! গায়ে মানে না আপনি মোড়ল! এতে তোমার কী?'

'আমার কী মানে? দাদার মান, পরিবারের প্রতিষ্ঠা—এ আমি দেখব না? আমি থাকতে সব হেঁটমুখ হয়ে দাঁড়াবে? বাড়ির ছেলের বিয়ে হবে বউ আসবে ঘরে, আর সমস্ত বাড়ি শোকের চেহারা করে থাকবে?'

'তাই তো উচিত। কী কীর্তি করেছেন ছেলে তা তো আর জানো না।'

'আহা!' ধমকে উঠল হেমেন। 'নিজের মনটা চওড়াই করলেন না কি শুধু সংস্কারে, কাদিন আগে না পারে, এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাথা ঘামায় না। আমার পাঁঠা আমি যে-দিকেই কাটি তাতে লোকের কী কারবার? বই লিখছি আমি, তাতে আমি-ওরা শেষ পরিচ্ছেদ আগে লিখে প্রথম-দ্বিতীয় পরে লিখি তা হলে বই কি অশুদ্ধ হবে? বাজারে চলবে না?'

'বাজারেই চলবে।' দাঁতে দাঁত চাপল বুঝি বিজয়া।

'না, সমস্ত ব্যাপারটা স্বাভাবিক করতে হবে, সজ্জিত করতে হবে। এমনিতে যেমন জাঁকজমক হওয়া উচিত কোন অংশে তার ত্রুটি করা চলবে না। ম্যারাপ বাঁধা হবে, আলোর অলোকময় হয়ে উঠবে বাড়িঘর। তুমি নেমন্তন্নের লিস্টটা দেখনি বুঝি?'

'তুমি আজ অফিসে যাবে না?'

'না, ছুটি নিয়েছি কদিন। ছুটি না নিলে চলবে কি করে? হাত বাড়িয়ে লাটটা দাও তো, প্রেসে গিয়ে নেমন্তন্নের চিঠি-পত্রের ডেলিভারি নিতে হবে। তারপর লিস্টি ধরে বেরোতে হবে বিলোতে। দাদা বললেন, যার বিয়ে সে সব ব্যবস্থা করুক। সাধু সেদিনের ছেলে—ও এসব পারবে? কাকে বলতে কাকে বাদ দেবে তার কিছু ঠিক আছে? আমরা যখন মাথার উপর আছি তখন কীসের অসুবিধে—'

'কে তোমাকে মাথার কথা রেখেছে! এত বড় কথা, বলে কিনা ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাও বাইরে!'

'কথাটা খুব খারাপ বলে না।' হাসল

"একাঙ্ক নাটিকার ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সম্রাট।" —দেশ

একাঙ্ক নাটিকার এই সম্রাট [illegible] অমর বাবুর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

| একাঙ্কিকা | ছোটদের একাঙ্কিকা | নব একাঙ্ক |
| --- | --- | --- |
| [ একুশটি প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ ] | [ ছোটদের বারোটি একাঙ্ক নাটক ] | [ দশটি আধুনিক একাঙ্ক নাটক ] |
| মূল্য ৫.০০ ন. প | মূল্য ২.০০ ন. প | মূল্য ৩.০০ ন. প |

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলিকাতা—৬

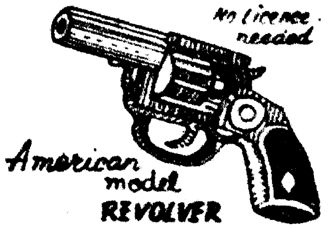


বন্যজন্তু, চোর, ডাকাত ইত্যাদি উপদ্রবকারীদের এবং জেলাসের গুলী আপনার পরম বন্ধুর কাজ করবে। হালকা ওজন ও বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড আওয়াজ ও চোখ-ঝলসানো আলো আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মূল্য: টাঃ ৮, ১০, ১৫,
নং ৭৭৭ ৮৮৮ ৯৯৯

বিনামূল্যে ২৫টি গুলী। ২৫টি অতিরিক্ত গুলী টাঃ ১/৫০, ১০০টি গুলী ৫, টাকা। চামড়ার কেস ৬, টাকা। লাইসেন্সের অর্ডার প্রতি বোতল ১, টাকা। ডাকব্যয় ২, টাকা। দুই বা ততোধিক পিস্তলের জন্য ডাকব্যয় লাগে না। কেবল ভি পি পি-তে মাল পাঠান হয়।

নিউ ইয়র্ক এজেন্সিজ (ইণ্ডিয়া)

পোস্ট বক্স নং ৬০৯২ বোম্বাই—২।

হেমেন। বললে, 'আমাদের এ ঘরটা পেলে ওদের বেশ ভালো হত, তাতে আর সন্দেহ কী।'

'তবে চলো না, এখুনি চলো [illegible] ঘর ছেড়ে।' খাট থেকে উৎসাহে নেমে পড়ল বিজয়া। 'ফেরবার সময় সব ঠিক করে একেবারে একটা লরি নিয়ে এস।'

'আস্তে। অত উতলা হয়ো না। যাব, ক'দিন পরে যাব। গোলমালটা চুকুক, আর একটা বাড়ি-টাড়িও দেখে ফেলি এর মধ্যে। ক'দিন ওদের কষ্ট।' শার্টটা নিজেই টেনে নিয়ে পরল হেমেন। 'সত্যি উপরের ঐ ছোট ঘরটায় বেঁধমাফিক দুটো তিনতে তক্তাপোশ সরিয়ে নিলেও বড় সড় একটা খাট পড়ে না। তা কি আর করা, যেমন পড়ে তেমনি মাপেরই অর্ডার দিয়ে দিলাম।'

'আর বিছানা?'

'উপরে কি, ওবাড়ি থেকে যখন কিছুই দেবে না তখন আমাদেরই দিতে হবে। কিন্তু, সত্যি, দোকান থেকে কেনা নতুন ওয়াড়-দেওয়া লেপ বালিশ বিছানা মশারির কী অপূর্ব গন্ধ বলো তো! তার কাছে ফুলের গন্ধ লাগে না।' [illegible] বাইরে গিয়েছিল, আবার ফিরল হেমেন। বললে, 'আচ্ছা, তোমার জন্য কী আনব বলো? তুমি কী দেবে বউকে?'

'এই বলা দেবে।' এবার একটা ম্যাগাজিন নিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ল বিজয়া।

'ছি তুমি কেন নিষ্ঠুর হবে? নতুন বউ —ভাবো তো সে কেমন এক পবিত্র মূর্তি— তাকে তুমি একটু অভ্যর্থনা করবে না? সেই তুমি যে প্রথম এসেছিলে নতুন বউ সেজে, তুমি চাওনি সকলে তোমাকে আদর করুক, কেউ কেউ দিক কিছু, সোনাদানা, আর বাকি সব শাড়ি আর শাড়ি, বই আর বই—'

চোখের কোণ থেকে কি রকম করে তাকাল বিজয়া।

'আমি বলি কি, তোমার নামে একটা নেকলেস কিনে আনি। আর সেটা তুমি— আহা, কী জানি নাম, তুমি ওকে পরিয়ে দাও নিজের হাতে।'

'জানি না। তোমার যা খুশি তাই করো।' খাটের উপর পা টান করে দিল বিজয়া।

'তোমার যা খুশি তাই করো।' একথা বনবিহারীও বললেন নরনাথকে, যখন নরনাথ বললে, কাকলিকে দু'দিন আগেই আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

কাকলি এসে দাঁড়াল বাপের কাছে। প্রণাম করল।

নরনাথ বললে, 'ওকে আপনি আশীর্বাদ করুন।'

চুপ করে রইলেন বনবিহারী।

'আপনি এমন একটা কাণ্ড করছেন, যে [illegible] নেই টিকিটি দেবে। কী [illegible] আপনি! কাকলির অপরাধ যে নিজে পাত্র বেছেছে, সেটা অপরাধই নয়, আর ঐ পাত্র সম্পূর্ণ [illegible] সেটা তার নিজের রুচি, নিজের নির্বাচন।'

'এসব কথা আমার ভালো লাগছে না।' বিরক্তমুখে বনবিহারী বললেন, 'আমি যে কখনো চুপ করে থাকিনি। আমি ভাবছিলাম আশীর্বাদ করবার আমার অধিকার আছে কিনা—'

'সে কী কথা? আপনি বাপ—'

'ভাবছিলাম মানুষেরই আছে কিনা। নেই। মানুষ আবার কী আশীর্বাদ করবে! শুধু ভগবান করবেন।'

'বেশ তো তাই বলুন না, ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন।'

নরনাথের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন বনবিহারী।

টিকিট এসেছে। নরনাথের সঙ্গে সেও [illegible] গায়ত্রীকে।

গায়ত্রী বললে, 'মেয়ের বিয়ে মা দেখবে না।'

'অনুষ্ঠান [illegible] পরে [illegible]।'

'কোনো মানুষই দেখে না। চোখ বুজে [illegible]।' প্রাণপণে চোখ মুছল গায়ত্রী।

কাকলি মাকে প্রণাম করল।

নরনাথ বললে, 'আশীর্বাদ করুন।'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(ক্রমশ)


# শীতের দিনে-ও

ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ফেস্ ক্রীম। নিয়মিত ব্যবহারে, ল্যানোলিন-যুক্ত সুরভিত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, মসৃণ ও সজীব ক'রে তুলবে আর আপনার অতুলনীয় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোজ্জ্বল করুন।

# বোরোলীন

সুরভিত প্রসাধন

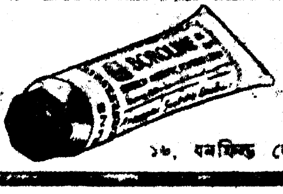

বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও ঠোঁটফাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রুক্ষতম ত্বকের-ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে।

পরিবেশক: জি. দত্ত এণ্ড কোং: ১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১

# চিত্র প্রদর্শনী

চিত্রগ্রীব

## বড়দিনের প্রদর্শনী

ব[illegible]

[illegible]

আর্ট সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনী দেখাতে হবে। কিন্তু পাকের বর্তমান মিউজিয়ামের সেই সব ব্যবস্থাই বাকবন্ধ [illegible] আগে আর্টের [illegible] প্রদর্শনীর ব্যবস্থা [illegible] পারেনি। কিন্তু এবার সত্যিই তাদের

[illegible] নিজেদের বাড়িতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। [illegible] মিউজিয়ামে হবার পক্ষে স্থানটি [illegible] চমৎকার। এখনও নির্মাণের কাজ শেষ হয়নি। শেষ হলে আশা হয় তাদের মধ্যে [illegible] বলে বিবেচিত হবে। এই বাড়ীর [illegible] রচনা স্থায়ীভাবে টাঙানো হয়ে [illegible] হবে। দুটি বড় নির্দিষ্ট হলে চিত্র এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনী ছাড়াও নিয়মিত-ভাবে [illegible] শিল্পীদের একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হবে। [illegible] ব্যবস্থা হবে এবং শিল্পীদের [illegible]

[illegible]

পোর্ট্রেট — চিন্তামণি কর

[illegible]

নিউড — স্বর্গীয় অবিনাশ মুখোপাধ্যায়

আউট ডোর ওয়েটিং হল —[illegible] চৌধুরী

রথীন মৈত্র, মাখন দত্তগুপ্ত, [illegible], দেবযানী কৃষ্ণ, [illegible] এবং গোবর্ধন আশ তাঁদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। স্বর্গীয় অনিলনাথ মুখোপাধ্যায়ের ইতালীতে থাকাকালীন দুটি স্টাডি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনোময় [illegible] চড়ে [illegible] হয় অসাধারণ [illegible] [illegible] সুকুমার [illegible] [illegible] সম্ভব [illegible] মধ্যে

[illegible] —সুলেখা চট্টোপাধ্যায়

সুনীল দাস, গণেশ হালোই এবং যোগেন চৌধুরীর কাজ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অ্যাকাডেমির এই প্রদর্শনী ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে বলে প্রকাশ।

গত ১৬ই ডিসেম্বর গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট-এর উদ্বোধন হয় সাড়ম্বরে। সেই দিনই প্রদর্শনী দেখবার আমন্ত্রণে সেখানে উপস্থিত হই। কিন্তু দর্শকের ভীড়ের চাপে মন দিয়ে কিছুই দেখতে পারলাম না। কেবল এ কোণ থেকে সে কোণে আর সে কোণ থেকে ও কোণে [illegible] ঘুঁটির মত ঠোক্কর খেতে খেতে কোন সময় টুপ করে দরজার বাইরে [illegible]। যাই হোক, এই হট্টগোলের [illegible]

[illegible]

সর্বদিনের প্রদর্শনীর মধ্যে আরও দুটি প্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য। একটি আর্টিস্ট্রী হাউস-এ অনুষ্ঠিত শ্রীমতী সুলেখা চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র-প্রদর্শনী এবং অন্যটি গ্র্যান্ড হোটেলের [illegible]-রুমে অনুষ্ঠিত ইটালিয়ান গ্রাফিক আর্ট প্রদর্শনী। সুলেখা চট্টোপাধ্যায় সব-সুদ্ধ ৬০টি ছবি টাঙিয়ে তাঁর একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্যাস্টেল, [illegible] এবং তেল এ তিনটির মাধ্যমেই ইনি সমান স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। উগ্র আধুনিক-

ই, [illegible] —[illegible]

সংযোগ, যান্ত্রিক সভ্যতা প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া রূপেই এসব রচনার সৃষ্টি। এঁদের নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য আছে বলে মনে হয় না। মাইথ অব আর্টামিস এবং 'মেল ডান্সার' এ দুটি রচনার সঙ্গে আমরা মুর্তী মহাশয়ের রচনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রচনা দুটি [illegible]। নিউড রচনাটিও উৎকৃষ্ট কাজ।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও [illegible], ও কারুকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল এই মহলেই। শিল্পীদের বয়স আট থেকে [illegible] বছরের মধ্যে। শিশুদের চিত্রকলা [illegible]

করে, তাকে কেবলমাত্র বলে অবহেলা করা যায় না। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রচনা দেখে আমরা সবাই খুশি হয়েছি। এরা চমৎকার শিক্ষা পাচ্ছে। এত অল্প বয়সেই এদের মধ্যে অনেকেই অঙ্কনের ব্যাকরণ এবং ক্রিয়াকৌশলে বেশ পাকা হয়ে উঠেছে। সবার আগে উল্লেখযোগ্য [illegible] চক্রবর্তীর নাম। এর রচনা দেখে [illegible] কিন্তু এদের [illegible] অত্যন্ত সততার সঙ্গে [illegible], [illegible] নিজেরাই আঁকা। [illegible] চৌধুরী, [illegible] দত্ত, [illegible] সেন, [illegible] রায়, ইন্দ্রজিৎ সিং, [illegible] মজুমদার, [illegible] রায়, [illegible] ব্যানার্জি [illegible]। কারুকলা [illegible]

[illegible] ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা প্রদর্শনীটি [illegible] উপভোগ করেছি।

গ্রান্ড হোটেলে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীটি এর আগে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব [illegible]। ইতালীর বিশিষ্ট কয়েকজন শিল্পীর ৩০টি গ্রাফিক আর্ট নিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমরা [illegible] রচনা অপেক্ষা একরঙা রচনাগুলিই বেশী উপভোগ করেছি, বিশেষ করে 'নাইট ফেস্টিভ্যাল', 'ফিগার', 'ল্যান্ডস্কেপ' এবং 'ফিগার অব উওম্যান'। রঙীন রচনাগুলি বেশীর ভাগ বস্তুনিরপেক্ষ আর্ট। শিল্পীরা যেন অব্যক্তপ্রায় ভাব প্রকাশ করবার জন্যে জোর করে প্রকৃতির সঙ্গে অর্থহীন কলহ বাধিয়ে বসেছেন। রচনাগুলি অস্থির এবং অনিশ্চিত মনের পরিচায়ক। রচনাগুলি ইতালীয় 'ফিউচারিজম'-এর পরের অবস্থা হলেও এগুলিতে অভিব্যক্তিবাদীদের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ওদেশের যুদ্ধবিগ্রহ, বাণিজ্যের স্বার্থ-


ত্রিবেণীর বই — সব বই-ই ভাল

॥ গল্প সংগ্রহ ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] চৌধুরী। | আপন প্রিয় (৪র্থ সং)। | ৩·০০ |
| | কথাকলি (২য় সং) | ৩·০০ |
| সুবোধ ঘোষ। | পলাশের নেশা (৩য় সং)। | ৩·০০ |
| [illegible] আলী ও রঞ্জন। | স্বপ্নমধুর (৪র্থ সং)। | ৩·৫০ |
| সমরেশ বসু। | [illegible] (২য় সং)। | ৩·০০ |
| শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। | বহুবরণ (২য় সং)। | ২·৭৫ |
| সন্তোষকুমার ঘোষ। | পরমায়ু। | ৩·৫০ |

॥ উপন্যাস ॥

| | | |
|---|---|---|
| তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। | রাধা (৪র্থ সং)। | ৭·০০ |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। | অনুবর্তন। | ৫·০০ |
| শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। | জনপদবধূ (২য় সং)। | ৪·৫০ |
| অবধূত। | কলিতীর্থ কালীঘাট (৭ম সং) | ৪·০০ |
| শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। | অপরূপা। | ৪·০০ |
| লীলা মজুমদার। | চীনে লণ্ঠন (২য় সং)। | ৩·২৫ |
| মনোজ বসু। | আমার ফাঁসি হল (২য় সং) | ৩·৫০ |
| বিমল কর। | বনভূমি (২য় সং)। | ৩·০০ |
| নরেন্দ্রনাথ মিত্র। | দ্বীপপুঞ্জ। | ৪·৫০ |
| সুবোধ ঘোষ। | রূপসাগর (২য় সং)। | ৪·০০ |

॥ রম্যরচনা ॥

| | | |
|---|---|---|
| সৈয়দ মুজতবা আলী। | ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সং)। | ৪·৫০ |

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

| | | |
|---|---|---|
| শিবশঙ্কর পিল্লাই। | দু-কুনকে ধান। | ৩·০০ |
| কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। | মাটির মানুষ। | ২·৫০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

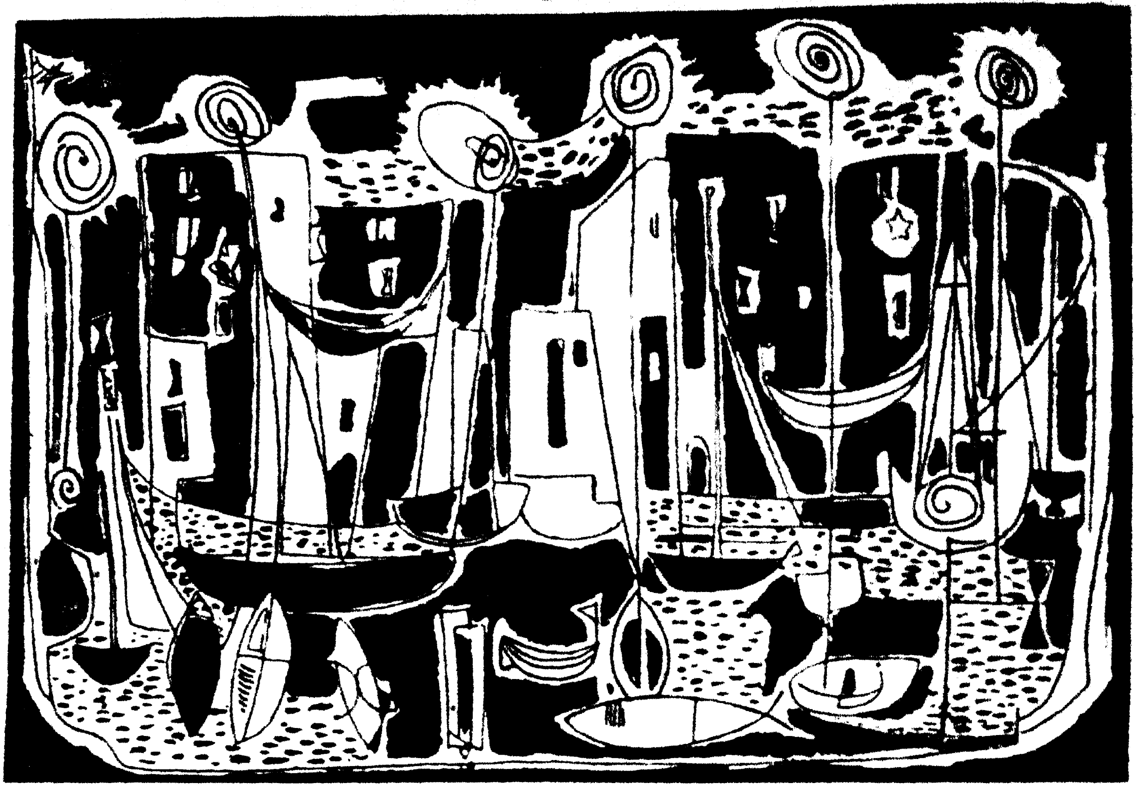

নৈশ উৎসব —এনায়েৎ পতনাইক

ফ্লুপট ডেকরেশন-এর কাজগুলি আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করেছি। এ সব কারুশিল্প অন্য কোনও স্কুলে শেখানো হয় বলে শুনিনি। পিযূষ বোস, স্বপন সরকার, প্রীতি পাল, রমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভেঙ্কট রামের কাজ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক সঙ্গে এতগুলি শিল্পী প্রদর্শনী এর আগে কলকাতায় কখনও হয় নি। প্রদর্শনীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে দর্শকের সংখ্যাও সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে। প্রদর্শনী-কক্ষে দাঁড়ি, ক্রাইস্ট, গহনা, স্বপ্না, সন্তু, টেই সম্বন্ধীয় আলোচনা যে একেবারেই হয় না, সে কথা বলছি না। তবে শিল্পকলার শিল্পানুরাগী দর্শকের সংখ্যাও বেড়েছে, তার প্রমাণ অনেক। নামজাদের মধ্যে নাম থাকলে মধ্যবিত্ত পরিবারেরও অনেক আজকাল এগিয়ে আসেন ছবি কেনবার জন্যে। আর্টের জনপ্রিয়তা আরও বাড়ুক যাতে শিল্পীরা ছবির দাম আরও কমান এবং যে ছবি দুর্বোধ্য পরিবেশের দুর্বোধ্যতা না হয়, যাতে কিছুটা কমিউনিকেটিভও হয়। অনুপ্রাণিত ছাড়া আর্ট হয় না—সে কথা একশবার মানি, কিন্তু সেটা দর্শকের ওপর অত্যাচারে যাতে পরিণত না হয়, আর্টের জনপ্রিয়তা বাড়ুক সেজন্য শিল্পীদের সব সময় সে দিকে নজর রাখতে হবে।

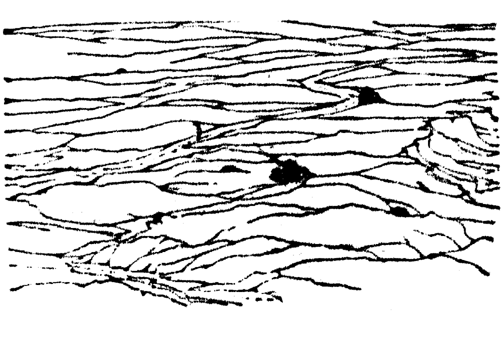

# কলের পুতুল

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

রেলের উপর থেকে অনেকগুলো পা পাশাপাশি হয়ে নিজের দিকে ঝুলে পড়েছে। অর্জুন সেই পাগুলোর ফাঁক দিয়ে সামনের জানালার খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল। জানালায় চৌকো ফ্রেমের মধ্যে আকাশটাকে যেন বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে, এমনি মনে হচ্ছিল ওর। জোনাকি পোকার আলোর মতো তারাগুলির আলো মিট মিট করছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে আকাশটাকে। কিন্তু অর্জুনের এখন অবস্থা নেই আকাশটার দিকে চোখ তুলে তাকায়। বেঞ্চের নিচে সেঁধিয়ে ও কেমন জড় হয়ে পড়ে রয়েছে। যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে।

খুব সম্ভব এটাই ঘাটশীলা। গাড়িটা থেমে আছে। উপরে একটা বাক্স [illegible] [illegible] যেন [illegible] পুতুল। গাড়িটা যখন ছেড়ে দেবে, তখনই অর্জুনের মনে হবে [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] হবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] একটু একটু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্জুনের [illegible] [illegible] করে উঠল। [illegible] [illegible] ওর [illegible] [illegible] [illegible] অর্জুন এখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অসম্ভব হবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটু এগিয়ে এসে [illegible] [illegible] ওকে! সর্বনাশ, কথাটা ভাবতেই অর্জুনের চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। [illegible] [illegible] যদি ওর মুখের উপর [illegible] হয়, তখনি ধরা পড়ে যাবে অর্জুন। যদি ধরা পড়ে যায়, একগাড়ি লোকের কাছে হয়তো কান্নাকাটি করবে ও [illegible] [illegible] না [illegible] ওর সিধনী যাওয়া বড় দরকার। [illegible] করে টেনে ওকে নামিয়ে দেয় ওরা। যদি নামিয়ে দেয়.....

জোরসে গাড়ী আবার একটু নড়ে গেল। অর্জুনও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হাঁ, এটা ঘাটশীলা। হয় এখানেই ডাকগাড়ি উল্টো দিক থেকে আসবে। অর্জুনের [illegible] গাড়িটা ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ডাকগাড়ি যতক্ষণ না ছেড়ে যায় ততক্ষণ অর্জুনকেও ঠাণ্ডা হয়ে অচল গাড়ির মধ্যে দম খিঁচে পড়ে থাকতে হবে। ডাকগাড়ি বেরিয়ে গেলে ওদের গাড়িও নড়তে শুরু করবে। সিধনী পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হবে একটা কি [illegible]। এখন কটা হবে? মনে মনে প্রশ্ন করল অর্জুন। বারোটা নিশ্চয়ই বেজে গেছে। এখনো এক ঘণ্টা [illegible]। এক ঘণ্টা [illegible] [illegible] নেই। বেঞ্চের নিচ থেকে [illegible] ওকে টেনে বার না করলেই হয়। গাড়িটা ছাড়তে বড় দেরি করছে যেন।

পাগুলো বেঞ্চের উপর থেকে ঝুলে পড়েছে অনেকটা [illegible] কাঠির মতো। লোকগুলির মুখ দেখতে পাচ্ছে না অর্জুন। তবু ওর মনে হচ্ছে মুখগুলি যেন বিরক্তিতে কুঁচকিয়ে রয়েছে। পাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেই মুখগুলি কল্পনা করবার চেষ্টা করল অর্জুন। [illegible] [illegible] থাকবে না আর! অর্জুন [illegible] [illegible] পারছে না। হাতটাও ওঠাতে পারছে না। গলাটা একটু টান করে দিতে পারছে না। নড়তে চড়তে ভয় পাচ্ছে অর্জুন। যদি কেউ টের পেয়ে যায়। চোখের উপর দিয়ে ফুলঝুরির মতো ঝলকে কয়েকটা [illegible] নেচে উঠে মিলিয়ে গেল। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। কাল ভোরের আগে সিধনী গিয়ে পৌঁছবার এই একটিই মাত্র গাড়ি। এ-গাড়িটা হাতছাড়া হলে কি করে ও ভিক্ষে করবে শিবনীর মেলায়? সিধনী যদি সময়মতো না পৌঁছতে পারে অর্জুন, কি হবে [illegible] করবে ও খুশিরামের কাছে। খুশিরাম কি ওকে রেহাই দেবে।

খুশিরামের চেহারা সামনে ভেসে উঠল। [illegible] [illegible] হয়েছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] একটা কাটা দাগ, আর চোখ [illegible] টকটকে লাল। খুশিরাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

অর্জুন ভয়ে ভয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

খুশিরামের কথা, অর্জুন কেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। অর্জুন [illegible] [illegible] [illegible] খুশিরামই ওকে [illegible] [illegible] [illegible] রেল-[illegible] ওপর ফেলে রেখে কেউ থাকত না আর।

অর্জুন খুশিরামের কথায় সারাদিন রেল-স্টেশনে [illegible] ভিক্ষে করল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এল। অর্জুন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে এল। এসে একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কুলিদের মাথায় মাল চাপিয়ে কত লোক এল। কত ভদ্রলোক, শাড়ি-পরা গিন্নী-মা মেয়ে-বউ। কত বাবু। কত সাহেব। আবার কত [illegible] [illegible]।

আলোর পোকার মতো মনে হচ্ছিল লোকগুলিকে। স্টেশনের আলো দেখে যেন লোকগুলি পোকার মতো ছুটে এসেছে। স্টেশনের আলো কেমন ফ্যাকাশে ধরনের যেন। [illegible] মুখগুলিকেও [illegible] [illegible] করে দেয়। [illegible] [illegible] ভিড় জমে উঠেছিল স্টেশনে। পান-বিড়ি-অলারা ঘুরছিল। চায়ের কলসী নিয়ে ডাক দিচ্ছিল চা-অলারা। পাঞ্জাবী [illegible] [illegible] কম্বল কাঁধে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কি সব বলাবলি করছিল। ওদের অনেকের মুখই অর্জুনের চেনা। ওরা ঘাটশীলা নামবে।

ওখানে মাল কিনে আবার ফিরতি গাড়িতে ফিরে আসবে। অর্জুন যাবে গিধনী। গিধনী কি আর এখানে? টাটা থেকে অনেক, অনেকগুলি স্টেশন দূর।

গাড়িটা থেমে থাকলেই অর্জুনের বুকটা ধুকধুকিয়ে ওঠে। গতির মধ্যে বেশ থাকে অর্জুন। এ সময়ই ও নড়তে চড়তে পারে একটু। চোখ তুলে চৌকো আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে।

আবার সেই লোমশ পা'টা এগোচ্ছে। অর্জুন আবার কুঁচকে ছোট হয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। পা'টা দুলছে। লোকটা যেন কিছু ভাবতে ভাবতে পাটাকে নাড়াচ্ছে। পায়ের পুরু মাংস-পেশীর আড়ালে পড়ে গেল জানলাটা। পা'টা এগোতে এগোতে থেমে পড়ল। অর্জুন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল...... অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ ও চমকে উঠল, গাড়িটা ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠেছে। চলতেও শুরু করেছে। পাগুলোও ঝাঁকি খেয়ে অনেকখানি সরে গেছে। যাক বাঁচা গেল। আরো কিছুদূর তো এগোন যাবে। চলা গাড়ি থেকে তো আর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবে না কেউ। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করা যে অস্বস্তিটা ওর মুখের রক্ত শুষে নিয়েছিল সেটাও অনেকটা কমে এল।

চোয়াল-বাঁকা খুশিরামের মুখটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। খুশিরাম রেগে উঠলে চোয়ালটা ওর আরো বাঁকা হয়ে যায়। গলার শিরাগুলো ফুলে ওঠে শক্ত নলের মতো। খুশিরাম রেগে উঠলে টুঁটি টিপে ধরতে পারে ডালকুত্তার মতো। অর্জুনকে একবার এক লাথে নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল ও। ইঁট দিয়ে গুঁড়িয়ে বুঁচির পায়ের হাড্ডি ভেঙে দিয়েছিল খুশিরাম। দল ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল বুঁচি। সে অনেক দিন আগের কথা। অর্জুন জানে খুশিরামকে তোয়াজ করে চলা ছাড়া তার আর গতি নেই কোন।

খুশিরামের টকটকে লাল চোখ দুটো যেন বার বার অর্জুন দেখতে পাচ্ছে। খুশিরাম যেন বলছে, দেখি অর্জুন, আজ কত পেলি?

অর্জুন তার ট্যাঁক খুলে খুচরো পয়সা-গুলো বার করে গুনল। তারপর বলল, বাবা আজ এক মজা হয়েছিলো জানো?

পয়সাগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে খুশিরাম বলল, ইঃ দাঁতপাটি যে বেরিয়ে পড়ল হারামজাদা। কি হ'ল শুনি?

অর্জুন তার কালো ঠোঁটটা আর লাউ বিচির মতো পেছল দাঁতগুলো মেলে ধরে হিঁ হিঁ করে খানিকখন হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, বুঁচিকে শুধবি যা কেন। আমি বলব না। হিঁ হিঁ হিঁ...। খুশি-রাম চটে উঠল। চটবারই কথা। কি সেই মজার ঘটনা যা বুঁচি জানে অর্জুন জানে অথচ এখনও খুশিরাম জানে না।

ধমক খেয়ে অর্জুন বলেই ফেলল কথাটা। সেই যে, বুঁচির দিকে একবাবুর নজর পড়ার ঘটনাটা। বুঁচি মটকে মটকে খানিক হাসল। আর বাবুটি একটি সিকি বার করে এগিয়ে দিলো।

তারপর?

তারপর বাবুটি বলল, এই, কাজ করবি বাড়ির?

বুঁচি কি বলল?

বুঁচি? অর্জুন জিভ মেলে নিজের ঠোঁটটা একটু চাটল। বড় নোনতা লাগছে ঠোঁটটা। ঠোঁট চাটতে চাটতেই বলল, বুঁচি আর কি করে, বলল, না বাবু উ পারবনি।

বাবুটির তখন কি গজর গজর। এমন সময় একটা রিকশা এল, বাবুটিও উঠে পড়ল রিকশায়।

খুশিরাম একবার অর্জুনের চোখের দিকে তাকাল। চোখ দেখেই লোকটা সাচ্চা ঝুটা বুঝতে পারে। নাঃ, সাচ্চাই বলছে অর্জুন। দুটো পয়সা অর্জুনের দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে খুশিরাম বলল, আজকাল বড্ড কম রোজগার করছিস অর্জুন। আর দুদিন এমনি করবি তো তোর খাওয়া বন্ধ করে দেব। মনে থাকে যেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল। মনে থাকবে। একটা বিড়ি দেনা বাবা।

খুশিরাম ততক্ষণে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেছে খানিকটা। অর্জুন ঠোঁট চাটতে চাটতে উঠে দাঁড়াল। এবার খিদ্দিড়টা গিলে আসা যাক।

গাড়ির গতি অসম্ভব রকম বাড়ছে।

লোমশ ডান পা'টা বাঁ পায়ের উপর রাখল লোকটা। কিন্তু পরক্ষণেই বাঁ পায়ের জুতোটা ডান পায়ের আঙুল দিয়ে টেনে টেনে খুলল। সাথে সাথে একটা চামসানো গন্ধ অর্জুনের নাকের উপর আছড়ে পড়ল।

কামরার বাতিটা যেন নিবু নিবু হয়ে আসছে। নিভে গেলেই বেশ হতো। অর্জুনকে দেখতে পেত না কেউ। না টিকিট বাবুরা, না কামরার লোকেরা; না এই লোমশ পা-অলা লোকটা, কেউ না। বেশ নিশ্চিন্তে পৌঁছাতে পারত অর্জুন। কিন্তু তেমন কপাল নয় ওর। বাতিটা নিববে না। স্টেশনের কাছাকাছি এলে আবার ঝকমক করে উঠবে। তখন আবার স্পষ্টভাবে পায়ের লোমগুলিও দেখতে পাবে অর্জুন। অর্জুন কেবল দেখবে হাত পা নাড়তে পারবে না গলাটাও এদিক ওদিক ঘুরাতে পারবে না। পারবে না, কারণ গাড়ির যাত্রীরা এখনো জানে না অর্জুন শুয়ে আছে বেঞ্চের নিচে। অর্জুনকে পৌঁছতেই হবে গিধনী পর্যন্ত, নয়তো খুশিরাম ওর খাওয়া বন্ধ করে দেবে।

বাতিটা জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে উঠল না, কিন্তু গাড়ির গতি যেন কমে আসছে। হাঁ, এবার নিশ্চয়ই ঘাটশীলা এসে গেছে। জানালা গলিয়ে বাইরের আলো লাফিয়ে লাফিয়ে ভেতরে আসছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। অর্জুনের বুকের মধ্যেও আবার তোলপাড় শুরু হল। এবার আধ ঘণ্টা পড়ে থাকতে হবে ঠিক মরার মতো। কত লোক উঠবে নামবে, ডাকগাড়ি ক্রসিং হবে। আর এর মধ্যে যদি কোন টিকিটবাবু উঠে পড়ে, যদি ধরা পড়ে যায় অর্জুন...।

লোমশ পা'টা আবার জুতোর মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটা নামবে নাতো। না নামলেই যেন ভালো হয়! তবু একটা আবডালের মধ্যে আছে অর্জুন। লোকটা নেমে গেলে আবার কে এসে দখল করবে ওর জায়গাটা কে জানে! ঐ তিকন পা দুটো? না ওদিককার ঐ এক পা কাটা লোকটা? পায়ের কাটা অংশটাই শুধু দেখতে পাচ্ছে অর্জুন।

বাঁ হাতটা টনটন করছে এখন। হাতটা একটু উঠাতে পারলে হতো। ঠায় একভাবে কতক্ষণ পড়ে আছে ও। আরো কতক্ষণ পড়ে থাকতে হবে কে জানে। উঃ একটু নড়বার চেষ্টা করল অর্জুন।

গাড়িটা গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত থেমেই গেল। আবার সেই শুভঙ্করের মতো হাঁটুই পড়ার জন্য শুরু হল। ফ্যানটা ঘুরছে। ঠিক এই মুহূর্তে অর্জুন বুঝতে পারল কামরায় আরো লোক উঠবার চেষ্টা করছে। কোথায় উঠছে রে বাবা! জায়গা কোথায় আর? কেউ বাধা দিচ্ছে না কেন? সর্বনাশ, লোমশ পা দুটো নেমে যাচ্ছে যে! আর বোধ হয় লুকিয়ে থাকতে পারবে না অর্জুন। এখনই হয়ত সকলে ওকে দেখে ফেলবে, দেখে ফেললে .. অর্জুন মেঝের সাথে মিশে যেতে চাইল। হাত পাগুলো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। চোখ মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠল...

কে যেন একটা সুটকেস ঢুকিয়ে দিচ্ছে বেঞ্চের নিচে, অর্জুনের মাথায় এসে ঠেকেছে। এবার কি করবে অর্জুন! আরো নিচের দিকে সরে যাবে? কিন্তু কিভাবে, ওদিকে মাল ঠাসা। সুটকেসটা মাথার ওপর চাপ দিচ্ছে অর্জুনের। ইস, মাথাটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে যেন। অর্জুন প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল সুটকেসটাকে বাধা দেবার জন্য। কানের পাশে যেন ঝিঁঝি ডাকছে অর্জুনের......

হঠাৎ অল্পবয়স্ক একটি বাবুর মুখ নুয়ে এল নিচের দিকে। লোকটার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল। অর্জুন কি করবে ভেবে পেল না। হাত জোড় করে বাবুটির পা চেপে ধরবার চেষ্টা করল। বাবুটি যেন ভূত দেখার মতো অর্জুনকে দেখে আঁতকে উঠেছে, এমনি ভাব করল।

তারপর সামনে দিকে চেঁচিয়ে উঠল, এই এই, ওখানে ঢুকেছিস? বেরো, বেরো বলছি।

গাড়িটা যেন ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে গড়িয়ে পড়ছে একটা বিরাট খাদের দিকে। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে। হাত পা অবশ হয়ে আসছে। এখন কি করবে অর্জুন! কেমনভাবে ও বোঝাবে ওর মনের কথা।

চারপাশ থেকে অনেকেই ড্যাব ড্যাব করে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবুটি আরো জোরে স্যুটকেসটাকে ভেতর দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছে।

উঃ, অর্জুন বেঞ্চের নিচ থেকে একটুখানি বাইরের দিকে বেরিয়ে এল। তারপর প্রাণপণে চোখ দুটোকে করুণ করে তুলল। একটু কি দয়া হবে না বাবুদের।

নাঃ, সবাই যেন চাইছে অর্জুন বেরিয়ে যাক। হ্যাঁ সকলেই তো বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছে অর্জুনের দিকে।

বেরো, বেরো বলছি অন্য গাড়িতে যা। বেরো আগে—

অর্জুন হাত জোড় করে বলল, নাম্বা ভিখিরী বাবা।

ভিখিরী তো মাথা কিনে নিয়েছিস আর কি। বেরো আগে, তারপর অন্য কথা। হাত বাড়াবার জায়গা নেই সেটা পড়ে পড়ে চলেছে। নবাব কোথাকার!

অর্জুন তবু শেষ চেষ্টা করবার জন্য বেঞ্চের নিচটা আঁকড়ে রইল। আলোটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে জ্বলে জ্বলে উঠল। দরজার সামনে পাশাপাশি দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোক তারই মতো হাত উঁচিয়ে রেখে কিছু চাইছে। একটা লোক মুখ খুলে বোধ হয় একটা খোঁচকাই ঢুকছে। জানলার ওপর বাক্স, বাক্স পড়ে আছে দুটি ঝাঁকড়া পা দুটো কাঁচির মতো আটকে নিয়ে।

অর্জুন আবার আকুতি মিনতি করল, নাম্বা ভিখিরী বাবু...

অর্জুনের কথা কারো কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। চারদিক থেকে একরকম খোঁচাতেই খোঁচাতেই যেন বেঞ্চের নিচ থেকে ওকে টেনে বার করে আনল সবাই।

অর্জুন বেরিয়ে এল। বোকা হয়ে খানিকক্ষণ অসহায় ভাবে দাঁড়াল। উদোম পিঠের উপর একটা হাল্কা বাতাসের স্পর্শ পেল অর্জুন। পিঠের ঘামটা মরে যাচ্ছে। পায়ে যেন এতক্ষণ ঝিঁঝি ধরে ছিল, এখন একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে। উঃ, অর্জুনের ইচ্ছে হচ্ছে হাত পা জড়িয়ে ধরে বাবুদের—আর কটাই বা স্টেশন! এটুকু দয়াও কি হবে না বাবুদের। বাবুগো... নাম্বা ভিখিরী...

কিন্তু কে শুনবে সেই কথা। সে অবসরই বা কার আছে। অর্জুনকে নামতেই হল গাড়ি থেকে। গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই অর্জুন পায়ের নিচে শক্ত মোরম মাটির স্পর্শ পেল। গোড়ালিটা চিনচিন করে উঠল পাথর ফুটে। প্রায় টলেই পড়ে যাচ্ছিল অর্জুন, সামলে নিয়ে থমকে দাঁড়াল আবার। হাঁটতো এখন ও কি করবে! স্টেশন ঘরটা কেমন ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে অর্জুনের। বাতিগুলোর চারদিক ঘিরে বড় বড় কালকেটো পোকা উড়ে মতো পাক খাচ্ছে। ওপাশে চায়ের দোকান। চায়ের দোকানে ছোট একটা ভিড় জমেছে যাত্রীদের। এ-পাশে ছড়ানো কয়েকটা কাপড়ঢাকা খাট, অন্ধকার আঁকড়ে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। কামরার মধ্যে যেন আগুনের তাত জড়িয়ে রাখা হয়েছিল। অর্জুন যে খামের ছাপের মূর্তিটা বেঞ্চের নিচে এঁকে রেখে এসেছে এতক্ষণ বোধহয় সেটা ঝাঁকিয়ে চড়চড়ে হয়ে উঠেছে। বাবুদের মালপত্রে বোঝাই হয়ে গেছে বোধহয় বেঞ্চের নিচের ফাঁকটুকু।

সর্বনাশ, টিকিটবাবু এগোচ্ছে বুঝি! অর্জুন দু এক পা করে সরে এল কালো থামের নিচে। পাশেই বেঞ্চের উপর বসে আছে জনকয়েক লোক। কি যেন ওরা বলাবলি করছে ফিসফিস করে। টিকিটবাবু আর এগোল না একটা কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। অর্জুনও দাঁড়াল না আর, উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। অন্য কোন কামরায় উঠতে হবে ওকে। জানলা গলিয়ে গলিয়ে চুঁইয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে আলো প্ল্যাটফরমের উপর। আলো-আঁধারির পথ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অর্জুন এগোতে লাগল। নাঃ খালি কামরা পাওয়া কি এতেই সোজা। তবু অনেক খুঁজে নিয়ে অর্জুন একটা ফাঁকা কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। এক ফাঁক দরজাটা দেখে ভেতরে চেষ্টা করল, এ-পাশ ও-পাশ তাকাল অর্জুন। এটাতো থার্ড ক্লাসই, তবে এতো কম লোক কেন? অর্জুন সরে এল একপাশে। একপাশে কাঠ থাকে থাকে সাজান, ঠিক তার গায় গায় এসে দাঁড়াল অর্জুন। এখানে ডাকগাড়ি আসবে উল্টো দিক থেকে। সময় অল্পই।

তবু অর্জুনের ভয় হতে লাগল, যদি সে উঠতে না পারে। যদি উঠবার আগেই গাড়িটা ছেড়ে দেয়। যদি ও পৌঁছুতে না পারে শিবনী! খুঁজবার কি আশ্রয় রাখবে ওকে। বুচির সাথে পাশাপাশি বসে ভিক্ষে করার এমন সুযোগটা কি ওর নষ্ট হয়ে যাবে। খালি কামরাটার দিকে তাকিয়ে রইল অর্জুন।

টিকিটবাবু কামরায় উঠে পড়ল। যাক বাঁচা গেছে।

ইঞ্জিনবাবুরা নিচে নেমে বিড়ি খাচ্ছে। ওদের চেহারাগুলো স্পষ্ট দেখা যায় না এখান থেকে। তবু অর্জুন বুঝল ওরা ইঞ্জিনবাবু ছাড়া অন্য কেউ নয়।

কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে ছিল অর্জুন, সে খেয়াল তার ছিল না। হঠাৎ ও চমকে উঠল। বাইরের অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড লম্বা চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে তীব্রভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাক গাড়ি আসছে। আকাশ তো বটেই মাটিও যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। হাঁপাতে হাঁপাতে কী জোরে বাঁশি বাজাচ্ছে ইঞ্জিনটা। কানের ভেতরটা যেন ঝনঝন করে উঠছে। বাঁশি নেড়ে ডাকগাড়িকে স্টেশনবাবু ইশারা করছে। গাড়ি দেখতে দেখতে প্ল্যাটফরমে এসে পড়ল। কামরাগুলোর পাশে পাশে যেন ঝনঝন করে আওয়াজ হতে লাগল। অর্জুনের বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। ওর সুমুখ হাত-পাঁজরগুলি যেন দুমড়ে দিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা।

ডাকগাড়ি থামল না। চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল। আর অর্জুন দেখল, গাড়ির পেছনের সেই লাল বাতিটা মিট মিট করতে করতে অন্ধকারের মধ্যে যেন দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এইবার বাঁশী পড়ল নাগপুর গাড়ির। হুইসিল বাজার শিহরণ শিহরণ। গাড়িটা একটু দুলে উঠল প্রথমে, তারপর

যাঁরা আঙ্গিকে অভিনব, প্রসাদে প্রাঞ্জল গল্প পড়তে চান এবং যাঁদের তরুণ কথাকারদের লেখায় আস্থা আছে শুধুমাত্র তাঁদের জন্যই

ছোটগল্প

বর্ষশেষ সংখ্যা
৭ই জানুয়ারী প্রকাশিত হবে
সংখ্যা প্রতি—৫০ নঃ পঃ
বার্ষিক গ্রাহক—২.৫০ নঃ পঃ

পত্রিকাটি যে তরুণ গল্প লেখকদের সত্যিই মিলনস্থল সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। বাংলা ছোটগল্পের উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়াসে কিছু তরুণ সাহিত্যিক যে বিশেষ একটি গুরু দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন—এর জন্যে তাঁরা প্রশংসনীয়। পত্রিকাটির দীর্ঘ আয়ু কামনা করি। —দেশ

॥ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট ও গ্রাহক চাই ॥
১১।৪ মনমোহন দত্ত স্ট্রীট। কলিঃ ৬ ফোনঃ ৫৫-১১৭০

(সি ১০৫০।২)

ঐ ডাক গাড়িটার মতই ছুটতে শুরু করবে। বড় হওয়ার কথা মনে পড়বে অর্জুনের।

অর্জুন একটু একটু করে একেবারে কামরাটার গায় গায় এসে দাঁড়াল। এতেই উঠতে হবে ওকে। হ্যাঁ গাড়িটাও নড়ে উঠেছে। কিন্তু ঘণ্টি পড়ল নাতো, কিংবা বাঁশি! অর্জুন লাফিয়ে উঠে পড়ল। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল গাড়ির মধ্যে। ঢুকতে ঢুকতেই অর্জুন লক্ষ্য করল গাড়িটা টিকিয়ে টিকিয়ে চলতে শুরু করেছে। তারপর একটুক্ষণ যেতে না যেতেই অন্ধকারটাকে তছনছ করে ভেঙে ফোঁসাতে ফোঁসাতে, তারপর আরো জোরে, আরো বিকট শব্দ করতে করতে।

গাড়িটাকে যতখানি ফাঁকা ভেবেছিল অর্জুন ততখানি ফাঁকা নয় ওটা। চারটে বেঞ্চ। তার তিনটে জুড়েই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে তিনজন। এ পাশের লোকটার ঠোঁট দুটো নিশ্বাস টানার সাথে সাথে ফড় ফড় করে কাঁপছে। ভারী অদ্ভুত লাগছে অর্জুনের। কতদূর যাবে লোকটা? কলকাতা! হয়ত তাই, নইলে এভাবে ঘুমোতে পারে কেউ। ও পাশের বেঞ্চের উপর দুটো লোক বসে বসে ঢুলছে। ওদিকের দরজার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছে একজন। অর্জুন লোকটাকে দেখেই আঁতকে উঠল। কুষ্ঠ ভিখিরী। এও কি শিয়ালদা যাবে? অর্জুনের মতো বে-টিকিটেই চলেছে বোধহয় লোকটা।

নিশ্চয়ই তাই, নইলে ওভাবে জড়সড় হয়ে বসে থাকে!

হঠাৎ অর্জুন কেমন যেন ভরসা পাচ্ছে মনে মনে। যা হোক একজন সঙ্গীতো পাওয়া গেল! লোকটার দিকে একমনে তাকিয়ে রইল অর্জুন।

গাড়িটা সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে। জানালার ধার ঘেঁষে ছোট ছোট ঝোপগুলি শব্দ করতে করতে ছুটে যাচ্ছে।

হঠাৎ সামনের বেঞ্চের বাবুটি উঠে বসল। রুমাল বার করে মাথার উপর একবার ঘষে নিল। হাই তুলতে তুলতে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উঠল। তারপর জানালার দিকে মুখ ঘুরাতে গিয়েই চোখ দুটো ওর অর্জুনের দিকে এসে আটকে গেল। সর্বনাশ, অর্জুন চমকে উঠল। নামিয়ে দেবে নাতো আবার।

লোকটা গালি গালাজ করল না অর্জুনকে। কিংবা সেই কুষ্ঠ ভিখিরীটাকেও। শুধু ছোট ছোট কয়েকটা কথায় বুঝিয়ে দিল, এটা যাত্রী গাড়ি নয়, রেলবাবুদের গাড়ি।

আবার এক অনিশ্চয়তা......আবার অসহায়তা। অর্জুন চোখ মুখ বুজে গাড়িটার ঝাঁকানি অনুভব করতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে গাড়িটা ছুটে চলল একটানা। তারপর আবার তার গতি কমতে লাগল। যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কলকব্জাগুলি। একটু জিরিয়ে নিতে চায় আবার। হ্যাঁ গতি ঠিকই কমে যাচ্ছে। ধলভূমগড় এসে গেল নাকি! অর্জুনের চোখ মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কি বিশ্রীভাবে লোকটা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অর্জুনকে লক্ষ্য করছে। বেচারা অর্জুনের জন্য কারো মায়া নেই। সত্যি সত্যি অর্জুনের চোখ দুটো ভিজে উঠেছে। অর্জুন যেন ভেঙে পড়ছে ধীরে ধীরে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে গাড়িটা থেমে পড়ল। অর্জুনকেও নামিয়ে দিল লোকটা। সেই কুষ্ঠ ভিখিরীটাকেও।

প্লাটফরমে নেমে অর্জুন কেমন চুপসে গেল আবার। টিমটিমে কয়েকটা বাতি জ্বলছে এ দিক ও দিক। ঘাটশীলার মতো আলো উজ্জ্বল নয় ধলভূমগড়। তবু অর্জুনের ভয় কাটছে না। থর থর করে ওর পায়ের আঙুলগুলো কেঁপে উঠল একবার। এবার কি করবে অর্জুন! কত লোকই তো উঠছে নামছে। কি তাড়াহুড়ো চলেছে কামরাগুলোর দরজায়। অর্জুন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খানিকটা পিছিয়ে এল। না, এই ওঠা নামার তাড়াতাড়িতেই ওকে উঠে পড়তে হবে কোন কামরায়। আরো পেছন দিকে এগিয়ে এল অর্জুন। ভিড়ের মধ্যে টিকিটবাবুকে দেখা যাচ্ছে না। আর দেখা গেলেও না। অর্জুন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এতদূর যখন পৌঁছানো গেছে শিয়ালদাও যাবে। তার মানে শিয়ালদা স্টেশন মনে মনে আবৃত্তি করল অর্জুন, রেলগাড়ি চড়ে চলেছি শিয়ালদা।

বুড়িদিদের বাঁকাচোরা মুখ আর চোখ দুটো যেন আবার ভেসে উঠছে অর্জুনের মনে। বুড়িদির মন বলছে কত কম রোজগার করছিস অর্জুন। খাওয়া বন্ধ করে দেব, তেমনি মনে থাকে যেন। অর্জুন ঠোঁট চাটতে চাটতে এগোতে লাগল। মুখের চামড়ায় চাপ চাপ নুন জমা বুড়িদির মুখটাও চোখের ওপর ভাসছে। বুড়িদির সঙ্গে পাল্লাপাল্লি করে একটা দিন টিকে থাকতে পারেনি অর্জুন। বুড়িদের এত কাছে কোনদিনই পায় না অর্জুন। বুড়িদিদের ইচ্ছে নয় ওরা একসাথে বসে গল্প গল্প ফুসুর ফুসুর করুক। কে জানে কার মনে কি থাকে!

অর্জুন ঠোঁট দুটো চাটতে চাটতে এগোতে লাগল। নাঃ, ফাঁকা গাড়ি একটাও নজরে পড়ছে না অর্জুনের। কোথায় উঠবে ও। সামনের দিকে এগিয়ে দেখবে একবার?...

গাড়ির হুইসিল বেজে উঠল। সাথে সাথে ঘণ্টিও। নড়ে উঠেছে গাড়িটা। অর্জুন লাফিয়ে একটা বগির রড ধরে ঝুলে পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু কার যেন হাঁটুর গুঁতোয় পাক খেয়ে ঘুরে পড়ল বেচারা। উঃ, ভীষণ জোরে পড়ে গেছে ও। কিন্তু সেদিকে এখন লক্ষ্য নেই অর্জুনের। গাড়ির গতি যেন বাড়ছে ক্রমশ। যেভাবেই হোক উঠতেই হবে ওকে। উঠতেই হবে। গতি আরো বাড়ছে। অর্জুন আবার লাফিয়ে আর একটা বন্ধ বগির রড ধরে ঝুলে পড়ল। এটা কি কামরা? দরজার ওপর দিকে তাকাল অর্জুন। অন্ধকার। কিছুই ও দেখতে পাচ্ছে না। কোন দাগ টাগই নেই মনে হচ্ছে ওর। কোন ক্লাস এটা? থার্ড, না কি? পাশেই একটা জানালা রয়েছে মনে হচ্ছে। লোহার শিক লাগানো জানালা। ভেতরে কোন আলো জ্বলছে না বোধ হয়। জ্বললে বাইরে থেকে একটু না একটু দেখা যেত। অনেক গাড়িতে আলো থাকে না, এ গাড়িতেও হয়তো নেই। কিন্তু কোন ক্লাস এটা?

শক্ত করে রডটা চেপে ধরে অর্জুন দুলতে লাগল। কপালের পাশে চিন চিন করে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছে ও। হাঁটুর পাশটা মচকানোর ব্যথাটা লাগছে। দরজার গায়ে পায়ের চামড়ায় যেন ছুরির ফলার মতো বিঁধে যাচ্ছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়ে মুখে জড়িয়ে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় হচ্ছে অর্জুনের। ভীষণভাবে ধড়ফড় করছে ওর বুকের মধ্যে। এতক্ষণেই ওর হাতের কব্জিতে জোর কম, তার এভাবে ঝুলে থাকা, যে কোন মুহূর্তেই হাত ফস্কে যেতে পারে, টেলিগ্রাফের খুঁটিতে ধাক্কা লেগে যেতে পারে। আর ধাক্কা লাগলে অর্জুনের মাথাটা থ্যাঁতলানো যেন রবারের বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবে। লোহার ঠাণ্ডা শক্ত রডটাকে চেপে ধরে রইল অর্জুন। দরজার গায়ে আরো লেপটে যাওয়ার চেষ্টা করল। হাতটা দরজার পাল্লার গায়ে ঝাঁকুনিতে ধীরে ধীরে আবার অবশ হতে লাগল। লোহার হাতলটা সত্যি খুব ঠাণ্ডা। দুটো বুকের সেই ঠাণ্ডা ওর সারা গায় যেন পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে। হাত দুটো অবশ হয়ে উঠেছে, হাত দুটো যেন ওরই নয় এমনি মনে হচ্ছে ওর।

যদি এই ছুটে পালানো লোহার পেটটার গায় একটা আঘাত খেয়ে অর্জুন। রক্তে ভিজে উঠত মাটি। এই অন্ধকারের মধ্যে অবশ্য কেউ টের পেত না, গাড়িটা ঠিকই ছুটতে ছুটতে চলে যেত। শিয়ালদা ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর চলে যেত, কিন্তু অর্জুন...

হঠাৎ চমকে উঠল অর্জুন। এটা কি গাড়ির বাবা; ভেতর থেকে যেন ছাগল ডাকার শব্দ ভেসে এল! এতক্ষণে খেয়াল হল ওর গরু ছাগলের গাড়ি বোধহয় এটা! হ্যাঁ, দরজার গায় কেমন যেন একটা গন্ধ পাচ্ছে অর্জুন। জন্তু জানোয়ার নিয়ে

যাবার ফাঁক না হলে অমন অন্ধকার হয় ভেতরটা। জানালার শিকগুলো দিয়ে ফাঁক ফোকর অত্যো কম রাখা হয়!

দরজাটা অমন চওড়া ধরনের হয়! প্রথমেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল ওর।

কি নিশ্চিন্তেই না চলেছে ছাগলগুলো। অর্জুনের ইচ্ছে হল জানালা গলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে ও-গুলোর পাশে একটুখানি জায়গা করে নেয়। কিন্তু ভেতরে ঢোকা কি সম্ভব, জানালা গলিয়ে একটা বেড়ালও ঢুকতে পারে কিনা সন্দেহ। অর্জুন তো দূরের কথা। জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরটা একটু দেখবার চেষ্টা করল অর্জুন। না, অসম্ভব। পায়ের নিচের দিক ঝাঁকিয়ে কেঁপে উঠল অর্জুন। কী ভীষণ জোরে ছুটে চলেছে গাড়িটা। লাইনের পাশে নুড়ি পাথরগুলো সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছে উল্টো দিকে। এত জোরে যে ওগুলোকে আর আলাদা আলাদা ভাবে চিনবার উপায় নেই কোন। যেন একটাই পাথরের চাঁই হয়ে রয়েছে পাথরগুলো। আর তারই উপর ঝকাং শব্দ করে সাঁই সাঁই এগিয়ে চলেছে ট্রেনটা। [illegible] কানে [illegible] শব্দে ওর [illegible] যেন চীৎকার করে উঠছে [illegible] একটুকরো পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে [illegible] অর্জুন [illegible] মাথা ঘুরেই পড়ে যায়। কেমন ঝিমঝিম করে উঠেছিল ওর মাথাটা। [illegible] নিয়ে অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল। এখন আর তাকাবার [illegible] নেই। [illegible] প্রকাণ্ড হয়ে [illegible] হাজার কুঁচি কুঁচি [illegible] এক [illegible] উঠছে যেন। সমস্ত অন্ধকার [illegible] নেই, উপরে আকাশ, নিচে পাথরের মতো শুধু নিরেট মাটির চাপ। অর্জুনের মনে হল এই পরিবেশের মধ্যে ও কত ছোট কিন্তু ওর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা কত বড়।

চোখ বন্ধ করল অর্জুন। আবার ও নাকটাকে দরজার গায় খুঁটিয়ে [illegible] চলতে লাগল। গাড়ির গতি আবার কমে আসতে লাগল। হাঁ চোখ বন্ধ রেখেই অর্জুন ঝোঁক সামলাতে সামলাতে বুঝতে পারছে অনেক ধীরে ধীরে চলছে গাড়িটা। মনে হচ্ছে যেন নুড়ি পাথরগুলো এখন আলাদা আলাদা হয়ে ছুটছে। পিছনে সরে যাচ্ছে কেবল। বিরাট বিরাট [illegible] গাছগুলো এখনো ছুটছে, তবে হাঁপিয়ে পড়া মানুষের মতো অনেক কষ্টে অনেক ধীরে। চোখ মেলে তাকাতেই অর্জুন বুঝতে পারল সামনেই একটা স্টেশন। কোকপাড়াও তবে পৌঁছান গেল। দূর থেকে স্টেশনের বাতিগুলো কেমন অদ্ভুত লাগছে অর্জুনের কাছে। ঐ আলোগুলোকে লক্ষ্য করেই ছুটে চলেছে গাড়িটা। এক লাইন থেকে আরেক লাইনে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে কোকপাড়া এসে গেল। গাড়িটাও শেষ শিটিটা দিয়ে থেমে পড়ল। এখনো চাকুলিয়া বাকি। চাকুলিয়া, তারপরই গিধনী।

গিধনীতে যেন নেশায় এসে পড়েছে অর্জুন, এমনি মনে হতে লাগল ওর। সেটা মুহূর্তের মধ্যে খুঁশিতে ঝলমল করে উঠল। যেন বাঁচি তার ভাঙা পাটা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অর্জুনের সামনে এগিয়ে এসেছে। খুঁশিরাম তো এখন নেই এখানে, বাঁচির এগিয়ে আসতে মানা কি! বাঁচি আর অর্জুন পা [illegible] করে চলেছে। কত লোক এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, খুশি হয়ে দু'চার পয়সা ওদের দিয়ে যাচ্ছে। বাঁচি আর অর্জুন দু'হাত তুলে ভগবানের নাম ধরে ডাকছে।

হঠাৎ বাঁচির চোখ দুটো যেন [illegible] খুঁশিরামের খাঁকা-চোয়াল আর টেকো [illegible] চোখ দুটো এগিয়ে আসছে। খুঁশিরাম যেন [illegible] পরিস্থিত অর্জুন। [illegible] বন্ধ করে [illegible]

খুঁশিরামের [illegible] জন্য [illegible] অর্জুনকে [illegible] হয়ে এই গাড়ির [illegible] কাহিনীটা [illegible] মুহূর্তেই অর্জুন এই [illegible] স্টেশনগুলোর [illegible] খুঁশি- [illegible] অর্জুন [illegible] দিতে পারে।

[illegible] অর্জুন [illegible] চেষ্টা করতে [illegible] অর্জুন [illegible] একেবারেই [illegible] তার [illegible] ভাবতে গেলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। [illegible] ঠেলে ঠুলে উঠবে অর্জুন। যেভাবেই হোক গাড়ি চলতে না চলতেই উঠে পড়তে হবে। টিকিটবাবু, এখন কোন দিকে আছে কে জানে। অর্জুন এগোতে এগোতে চট করে এক সময় থেমে পড়ল। হাঁ এটাতেই উঠতে হবে। কামরাটা খুবই ছোট, বাতিও নেই। দরজাটা একটুখানি ফাঁক হয়ে রয়েছে। ভেতরে লোক আছে বলে বোঝা যায়, তবে অনেক হাল্কা ভিড়। এতেই উঠবে অর্জুন

[illegible] বাঁশি পড়ল স্টেশনের। গাড়িটা ঝাঁকি খেয়ে নড়ে উঠল। অর্জুন প্রায় লাফিয়েই অন্ধকার কামরাটার মধ্যে উঠে পড়ল। উঠেই হাঁপাতে লাগল অর্জুন। এমন কোন পরিশ্রম ওর হয়নি, তবু ও হাঁপাচ্ছে, বোধহয় উত্তেজনাতেই। উত্তেজনা থামতে বেশ একটু সময় লাগল ওর। এ কামরাটায় বাতি নেই, তাই [illegible] কথাও ওর কানে আসছে না।


দুইটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

দিনেশ দাসের

১। শ্রেষ্ঠ কবিতা

২। ভক্টোরিয়া

লেখক সমবায়

২৫, [illegible] মজুমদার স্ট্রীট, কলি ১

(সি ১৫৫১)



Amico's

GREEN LINIMENT

আপনি কিসের দৈহিক ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, কোমরে? [illegible], হাঁটুতে, কিম্বা কোন সন্ধিস্থানে?

তবে খুশী হবেন।

শারীরিক, বুক বা পিঠের পাঁজরের বাতের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যথায়

এ্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট

(সবুজ মালিশ)

বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।

মূল্য বড় শিশি ২।৭৫ নঃ পঃ

ছোট শিশি ১।৭৫ নঃ পঃ

"মাশুল" স্বতন্ত্র

ব্যবস্থাপত্রের জন্য লিখুন—

আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ

১৩ নং [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কিছু কিছু লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে রয়েছে এদিক ওদিক। একটু শব্দও নেই কারো মুখে। অর্জুনের কেউ লক্ষ্য করছে কি, তা-ও মনে হ'ল না ওর। সবাই যেন নির্বিকার। কে উঠল কে নামল কোন দিকেই লক্ষ্য নেই কারো। সবাই মরে পড়ে আছে নাকি! নইলে এখনও অর্জুনের দিকে নজর পড়ছে না কেন? কেমন একটা সন্দেহ হতে লাগল অর্জুনের। এটা কোন ক্লাস? ভুল করেনি ত অর্জুন! না, স্পষ্ট সে তিনটে দাগ দেখেই তো গাড়িতে উঠেছে। তা হলে.....

আলোর ধাঁধাটা কেটে যেতেই অর্জুন দেখল তার পাশেই একজন লোক আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে পড়ে রয়েছে। একটা হাত সেই ঢাকা দেওয়া মূর্তিটার মধ্য থেকে বেরিয়ে অর্জুনের পায়ের কাছে এসে পড়ে আছে। অর্জুন ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে পাশের দিকে তাকাল। লোকটা ঘুমোচ্ছে, না জেগে আছে! বোধহয় ঘুমিয়েই আছে। নইলে অমন স্তব্ধ কেন?

একটু পাশ ফিরে বসল অর্জুন।

লোকটা কি ওরই মতো ভিখিরী নাকি! বেঞ্চের উপরে না শুয়ে নিচে শুয়েছে কেন? শীত নয় যে সমস্ত দেহ ঢেকে নিতে হবে, অমন পা-ঢাকা দিয়ে শুয়েছে কেন? হাতটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল অর্জুন, যদি লোকটা ওর মতো ভিখিরী না হয়। ভাবতে ভাবতেই আর একটু সরে বসল ও।

সামনেই চাকুলিয়া। চাকুলিয়া পেরোলেই শিমলী পৌঁছান যাবে। কেমন একটা সাহস পাচ্ছে অর্জুন মনে মনে।

লোকটার হাতের আঙুলগুলি নড়ছে নাকি! দরজাটা খোলা থাকলে হয়ত স্পষ্ট দেখতে পেত অর্জুন। কিন্তু দরজাটা একটু ফাঁক করে দেবার মতো সাহসও নেই এখন। এই অন্ধকারের মধ্যে বসে আছে অর্জুন। কর্কশ চীৎকার করে ছুটে চলেছে গাড়িটা। অর্জুন যেন দেখতে পাচ্ছে গাড়ির চাকা-গুলো পাথরের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতো আলো কাঠগুলো জানালার ফাঁক দিয়ে ছুটে ছুটে হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের সাথে মিলিয়ে যাচ্ছে পেছনে পড়ে।

সেই হাতটা আবার একটু নড়ে উঠল যেন। অর্জুন কুঁকড়ে এতটুকুন হয়ে গেল। আর মাত্র চাকুলিয়া তারপরই শিমলী।

হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে অর্জুন চমকে উঠল। না, ওটাতো পায়খানার দরজা নয়। এক কামরা থেকে আর এক কামরায় যাবার দরজা। সেই দরজাটা খুলে গেছে বিকট একটা শব্দ করে। এক ঝলক লম্বা আলো এসে পড়েছে এ কামরায়। এ ঘরটা এক মুহূর্তেই ফর্সা হয়ে উঠেছে। কার একটা ছায়া এসে সেই আলোটাকে ঢেকে ফেলল। তারপর ছায়াটা দরজাকে ফাঁক করিয়ে এদিকে চলে এল। আলোটা আবার দেয়ালের উপর পড়ে গাড়িটা দোলার তালে তালে দুলতে লাগল। কিন্তু ছায়ার সাথে সাথে যে মূর্তিটাকে দেখবার সুযোগ পেল অর্জুন, তাতে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

সাদা একটা পেন্টালুন পরনে। কালো রংয়ের কোটটার সামনের দিকে সার সার পিতলের একটা বোতাম। মাথায় কালো টুপিটা কপালের উপর নোয়ানো। কালো চেহারাটা লোকটার।

টিকিট টিকিট।

অর্জুন তাকিয়ে রইল টিকিটবাবুর দিকে। অসহায় অর্জুন বুঝি আর কোন রক্ষা হ'ল না। এবার ওকে হাজতে যেতে না পারে কেউ। গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে আসছে। চোখ দুটো অকস্মাৎ গরম হয়ে উঠেছে যেন। কান্না আসছে নাকি!

না, এই তো বেশ দেখতে পাচ্ছে অর্জুন ওর পাশেই পড়ে থাকা চাদরে ঢাকা মূর্তিটা যেন তার হাতটাকে চাদরের মধ্যে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

টিকিট!

অর্জুন কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমার টিকিট নেই।

হুঁ। টিকিটবাবু তার পায়ের জুতো দিয়ে ধীরে ধীরে ধাক্কা মারল পাশের লোকটাকে। সেই চাদরে ঢাকা মূর্তিটাকে, টিকিট টিকিট।

লোকটা চাদর থেকে মুখ তুলল। আর সাথে সাথে চমকে উঠল অর্জুন। এ কি, এ যে সেই কুষ্ঠ ভিখিরীটা! রেলস্টেশনের কামরার মধ্যে এই লোকটাকেই তো দেখেছে অর্জুন। লোকটা তার কুষ্ঠধরা আঙুলগুলো একেবারে জড়ো করে টিকিটবাবুর দিকে করুণভাবে তাকিয়ে রইল।

হটো! টিকিটবাবু গর্জন করে উঠল। অন্ধকারেও অর্জুনের সাহস হচ্ছে না ওর মুখের দিকে একটু তাকায়। একটু পরেই বলল, কি বলবে অর্জুন? কিসের জন্য কেন টিকিটবাবু? কেন করবে না......

গাড়িটা যেন চীৎকার করে ছুটে চলেছে। টিকিটবাবু, হয়ত এখনই ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠবেন, টিকিট!

অর্জুনের চোখ দুটো এক একবার বন্ধ হয়ে উঠছে আবার খোলা থাকছে। উঃ অসহ্য গরম লাগছে ওর। জানালা খুললে একটু বাতাসও ঢুকে ভেতর দিকে আসতে পারছে না।...

চাকুলিয়ায় থামার সময় হ'ল অর্জুনকে। টিকিটবাবু, পুলিশ দিয়েছে। শুধু অর্জুনকেই না সেই কুষ্ঠ ভিখিরীটাকেও। আর মাত্র একটা স্টেশনের পথ। কি করবে এখন একেবারে অর্জুন। ছুটবে? হয়ত [illegible] অর্জুন। হয়ত চোখে দেখবে ভিখিরীটাই ও পালাতে পারবে না। [illegible] একটা [illegible] ঠিক যেমন এসেছে। [illegible] সঙ্গে [illegible] শুধু [illegible] চোখ দুটো [illegible] করে উঠল তখন অর্জুনের মনে [illegible] কথাটা [illegible]।

[illegible]

অর্জুন চমকে উঠল। সেই কুষ্ঠ ভিখিরীটা [illegible] অন্য কামরা [illegible] দেখেছে। অর্জুনের মনে এ ও কি ফিকিরী [illegible] একেবারেও জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পেলনি অর্জুন। লোকটা দৌড়াচ্ছে।

অর্জুনও একবার দিকটা।

গাড়ির দরজা থেকে উঠল আবার। আলোর পর্দায় যেন সাপের মতো একটা দিকে বসল। আবার চলতে শুরু করল গাড়িটা। অর্জুন সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে একটা হাতল ধরে বসল। মাটিতে খোঁচাতে খোঁচাতে খানিকদূর এগোল। তারপর পা দুটো টেনে পা-দানিতে রাখল। কিন্তু ঐ খোঁড়া লোকটা গেল কোথায়? অন্ধকারে অন্ধকারের মধ্যে ও খুঁজছে না। হাঁ, ঐ তো গাড়ির হাতল ধরবার চেষ্টা করছে। অর্জুন আরো খানিকক্ষণ তাকিয়ে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করল লোকটাকে। কিন্তু ঘন অন্ধকারের মধ্যে ও দেখতে পারছে না লোকটা উঠতে পারল কি না। অন্ধকারের মধ্যেই যেন মিলিয়ে গেল লোকটা।

যাক গে অর্জুন তো উঠেছে। সামনে এইবার গাড়িটা থামলেই শিমলী। অর্জুন শুধু দরজাটাকে ঠেলতে লাগল ভেতরে ঢুকবার জন্য।

ডাঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা-৭

# বিশ্ব-বিচিত্রা

ঘুমোবার সময় মাথাটা যদি উত্তরমুখো থাকে তাহলে ভাল ঘুম হয়—অন্ততঃ যুক্তরাষ্ট্রের একদল বৈজ্ঞানিক মানুষের দেহের ওপর পৃথিবীর চৌম্বকশক্তির প্রভাব নিয়ে পরীক্ষাকালে এটা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন : ঘুমের [illegible] দেহ ও মনে নতুন তেজ ও শক্তির সঞ্চার [illegible] অবস্থানের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। মাথাটা থাকা দরকার উত্তর দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর প্রধান চুম্বক শক্তিকেন্দ্রের দিকে, আর পা দুটো উত্তর থেকে দক্ষিণে।

ইওরোপের কোন কোন হাসপাতালে [illegible] রোগীদের [illegible] রাখা হয়। তাদের ধারণা হচ্ছে, উত্তর [illegible] চুম্বক [illegible] প্রভাবের [illegible]

একজন [illegible] উত্তর দিকে মাথা এবং দক্ষিণ দিকে পা রেখে [illegible] উত্তরে মাথা এবং দক্ষিণ দিকে পা রেখে শয়ন করলে [illegible] চুম্বক স্রোতের মধ্যে [illegible] হয় এবং তার ফলে রক্তের স্বাভাবিক [illegible] রক্তকণিকাগুলি [illegible] পায়।

[illegible] ঘুম ভাল হওয়া না-হওয়াটা [illegible] অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। তিনি আরো বলেন যে, 'মানুষের মন ও দেহের প্রকৃতির ওপর [illegible] এবং অন্যান্য মহাজাগতিক শক্তির প্রভাব কার্যকরী থাকে।'

•

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে আকস্মিক কোন দুর্ঘটনায় [illegible] পরিচয় হলে পরস্পরের সঙ্গে প্রেম [illegible] চেয়ে বেশী গভীর এবং বেশী স্থায়ী হয়। উদাহরণ—যেমন [illegible]। [illegible] তাঁর পত্নীকে লাভ করেছিলেন সম্পূর্ণ আচার বহির্ভূত উপায়ে। [illegible] তখন নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করছেন। এমনি একদিন রাত্রে [illegible] কাছে [illegible] বাইরে সাইকেল থেকে পড়ে যান। এই দুর্ঘটনার ফলে [illegible] ঐশ্বর্যশালিনী কুমারী [illegible] সান্নিধ্যে আসেন। [illegible] তাঁর প্রেমেও পড়ে গেলেন। এঁদের বিবাহ বেশ সুখের হয়। স্ত্রীর [illegible] তাঁর নাটক [illegible] করার এবং গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন।

ইতালীর [illegible] উপায়ে, তবে একটু ভিন্ন রকমে। তখনও [illegible] হননি। [illegible] প্রেমে পড়ে যান। [illegible] কিন্তু [illegible] প্রত্যাখ্যান করে দেন। [illegible] সঙ্গে ইতালীর [illegible] এক [illegible] যখন জানায় যে, সে [illegible] স্থির করেছে।

[illegible]

•

•

[illegible]

•

[illegible] বর্তমানে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের প্রত্যেকেরই পায়ের ছাপ রেখে দেওয়া হয়। কোন শিশু অদলবদল হলে তাকে খোঁজার সুবিধের জন্যে এই বাধ্যতামূলক [illegible] প্রবর্তন করা হয়েছে। [illegible] মায়েদের [illegible] আঙুলের ছাপ নিয়ে রাখা হয় এবং এ [illegible] প্রবর্তিত হয়েছে। শিশুদের এবং তাদের মায়েদের এই সব ছাপ জুড়ে একত্র রেখে দেওয়া হয়।

জাপানের [illegible] শিক্ষার্থিনীদের [illegible] এক বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে হয়। টোকিওর [illegible] স্কুলের মেয়েরা [illegible] বছরে একদিন করে [illegible] পথ অতিক্রম করে [illegible] শিখরদেশে উপস্থিত হয়। সকলে [illegible] পোশাক পরে পাহাড়ের গায়ে এক পবিত্র মন্দিরের [illegible] হয়। তারপর একে একে [illegible] প্রপাতের নীচে বসে প্রার্থনা করে। মন্দিরের এক পুরোহিত সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং [illegible] পর্যন্ত মেয়েরা প্রার্থনায় রত থাকে। প্রার্থনা শেষ হলে তবে মেয়েদের দেহ ও মন পবিত্র বলে পরিগণিত হয়। এরপর [illegible] ঘরে গিয়ে তাপ নিয়ে আবার মন্দিরে [illegible] বসে উপাসনা করতে হয়। ছবিতে প্রপাতের নীচে প্রার্থনারত একটি [illegible] দেখা যাচ্ছে

শিশু এবং প্রসূতিদের যথাক্রমে পা ও আঙুলের ছাপ নেবার এই রীতিটি প্রথম প্রচলিত হয় দক্ষিণ আমেরিকায় এবং সেখানে ব্যবস্থাটি চলে আসছে পঞ্চাশ বছর ধরে।

অপরাধ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এইভাবে ছাপ রাখার রীতিটি শিশু অপহরণ এবং বদলাবদলি হয়ে যাওয়ার প্রতিরোধক হিসেবে একদিন পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত হবে। এই ব্যবস্থাটি প্রবর্তিত হয় এক মা তার সন্তান বদল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করা থেকে। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল শিশুদের আঙুলের ছাপ নেওয়ার। বড়দের আঙুলের রেখায় যে বৈশিষ্ট্য সেটা শিশুদের আঙুলে থাকলেও অতি ক্ষুদ্র বলে আঙুলের ঠিকমতো ছাপ নেওয়ায় অসুবিধে দেখা দেয় এবং তার বদলে পায়ের ছাপ নেওয়া সহজ দেখা যায়।

•

ব্রিটেনে বর্তমান বছরে যে সকল দম্পতী তাদের বিবাহের হীরক বা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে তারা যদি রেড ক্রস সোসাইটির বন্ধুদের ক্লাবের সভ্য হয় তাহলে একটা রসাল উপহার লাভ করতে পারবে। উপহারটি হচ্ছে কমলালেবু, এবং তারা পাবে নির্দিষ্ট প্রতি বৎসরের জন্য একটি করে। ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রী ই এইচ হুইটনীর অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ আফ্রিকার কমলালেবু উৎপাদকরা এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করছে।

পিটারবরোর প্রাক্তন মেয়র জন শ্রীহুইটনী বার বছর বয়সে আফ্রিকায় যান এবং ১৮৯৯ সনের অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্ট লণ্ডন শহরে বিবাহ করেন। সেই বিবাহের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে যুদ্ধের সময় এবং তৎপরে রেড ক্রসের কাছ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন যে ব্যাপক সাহায্য লাভ করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থেই শ্রীহুইটনী এই ব্যবস্থা করেন।

•

যান্ত্রিক সাহায্য নিয়ে মানুষের কাজ সহজ করার কত বিচিত্র উপায়ই উদ্ভাবিত হচ্ছে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের এক অফিস বাড়ীতে একটি 'বাকচতুর' লিফট বসানো হয়েছে। ম্যাগনেটিক ফিতেতে রেকর্ড করা কতকগুলি বুলি সংযোজিত হয়েছে এতে। কেউ লিফটে চড়ে যদি যে তলায় যাবে সে তলার ঠিক বোতামটি টিপতে ভুলে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বর ভেসে আসে: "কত তলায় উঠবেন অনুগ্রহ করে সেই বোতামটা টিপে দিন।" অনুরোধ দরকার মত বার বার উচ্চারিত হয়।

লণ্ডনের ভূগর্ভস্থ রেলপথে "গেট থেকে সরে দাঁড়ান" বলে যাত্রীদের সতর্ক করে দেবার জন্যে 'বাকচতুর' লিফট বহুকাল আগেই প্রবর্তিত হয়েছে। তবে নিউ ইয়র্কের উক্ত লিফটটি কোন তলায় থামলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে "নীচে যাবেন!" বা "ওপরে যাবেন!" এবং লিফটের দরজা বন্ধ হবার সময় কোন যাত্রী পথ আটকে থাকলে কি বলতে হয় এই কথাটিও তাও বলে দেয়, বলে: "দরজাটা ছেড়ে দাঁড়াবেন দয়া করে।" লিফট চালনার যন্ত্রটি কোন কারণে বিকল হয়ে গেলে বলে: "একটি স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা যন্ত্র লিফটটা বন্ধ করে দিয়েছে। দয়া করে এলার্ম বেল বাজিয়ে মিস্ত্রীকে খবর দিন।"

আর একটি বিচিত্র 'বাকচতুর' লিফট কিছুদিন আগে কানাডায় বসানো হয়েছে। শুধু কথা বলাই নয়, কেউ ফরাসী ভাষায় উঠতে বা নামতে বললে তাও বুঝতে পারে।

•

সুখে শান্তিতে বিবাহিত হওয়ার জন্যে কোনটা বড় বেশী—স্বামীর না স্ত্রীর এই নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। [illegible] ব্যাপারে ডাঃ [illegible] এই [illegible] মতে মেয়েরাই হয় প্রবর্তক। কারণ মেয়েদের প্রবৃত্তিই হচ্ছে অপরের মনোযোগের ওপর প্রতিষ্ঠালাভ করা। যখন অনুভব করে যে, যথাযথ মনোযোগ তারা আকর্ষণ করতে পারছে না, তখনই নিজেদের নিরাপত্তাহীনা মনে করে। এইভাবে কোন স্ত্রী কোনসময় তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই ঝগড়া বাঁধিয়ে তুলতে পারে। তবে [illegible] পরিণত হলে তাদের মাথায় জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারা ব্যাপারটা কিন্তু স্বামীদের দ্বারাই হয়।

ব্রিটেনে বেনামী বিবাহিত দম্পতিদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে কতকগুলি নির্দেশে পৌঁছান সম্ভব হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে: স্ত্রীরা স্বামীদের দোষত্রুটি সম্পর্কে বেশী ছিদ্রান্বেষিণী। প্রতি একজন স্ত্রীর মধ্যে একাধিক জন স্ত্রী তাদের স্বামীর কতকগুলি অভ্যাসের সমালোচনা করেছে; সে তুলনায় স্ত্রীর কোন কোন দোষের কথা উল্লেখ করেছে শতকরা দুজন স্বামী। প্রশ্ন উত্তরগুলি থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীরা খাবার আগে বেশী রুক্ষ মেজাজের হয়। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশী সংকীর্ণচেতা হয় এবং নিজেদের ওপর দিকটা দেখায় মেয়েরা পুরুষের মতো ঔদার্যের অধিকারিণী নয়। কোথাও উপস্থিত হওয়া ব্যাপারে মেয়েরা সময় রক্ষা করে না এটা ঠিক নয়। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা নিজেদের জীবন বিষয়ে বেশী অখুশী, অতৃপ্ত এবং মনে করে যে, পুরুষেরা অধিকতর আকর্ষণীয় জীবনযাপন করে এবং জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য তাদের বেশী। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল তারা কি হওয়া পছন্দ করে—পুরুষ না স্ত্রীলোক। পুরুষদের শতকরা মাত্র দুজন জানায় যে, তারা স্ত্রীলোক হওয়াই পছন্দ করে এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা উনচল্লিশ জন জানায় যে, তারা পুরুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে।

খাপখাটি প্রকৃতির হয় কে বেশী, এ বিষয়ে লণ্ডনের ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ মেন্টাল হেলথ নামক সংস্থার অনুশীলনের ফলে দেখা গিয়েছে যে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা আবেগের দিক থেকে অসংযত। অন্তরে গভীরভাবে বাঁধন বিরোধ এবং বিভিন্ন প্রকার আতংক পোষণ করে। অনুশীলনে আরো দেখা গিয়েছে যে, মেয়েরা তার চার পাশের প্রকৃত জগতের সঙ্গে অসংস্পৃষ্ট-প্রবণ হয় এবং নিজেদের ব্যথা বেদনাকে বড় করে দেখাতে চায়।

স্ট্যানফোর্ড এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন যে মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা [illegible]

[illegible] সমালোচনা মনে করা হয়। কিন্তু স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবৈজ্ঞানিকরা অনুশীলন করে দেখেছেন যে, মনস্তত্ত্ব জ্ঞান প্রভৃতি [illegible] ক্ষেত্রে একটা [illegible]। যেমন পরিস্থিতি কল্পনা করা সহজ [illegible] স্বামীর [illegible] অভিলাষ অটি করে নেওয়ার স্ত্রীর আবার পারিবারিক বিবাদের সৃষ্টি করে। যাই হোক, অনুশীলনকারীরা দেখেছেন যে, সুখী বিবাহিত দম্পতীর চেয়ে অবিবাহিত বা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি অনেক বেশী প্রভাবশালী।

•

যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ শহরের জন জোনস নামক উনিশ বছরের যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় এই কারণে যে, প্রথমে সে একখানি গাড়ি চুরি করে এবং অপরাপর গাড়িওয়ালাকে টেক্কা দিয়ে যাবার জন্যে সে আর একখানি গাড়ি চুরি করে এবং দ্বিতীয় অপহৃত গাড়ির চাকার হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ায় তৃতীয় একখানি গাড়ি চুরি করে হাওয়া ভরবার জন্যে।

# হলুদ আলোর কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দুয়ারে হলুদ পর্দা। পর্দার বাহিরে ধূধূ মাঠ।
আকাশে গৈরিক আলো জ্বলে।
পৃথিবী কাঞ্চনপ্রভ রৌদ্রের অনলে
দগ্ধ হয়।
কারা যেন সংসারের মায়াবী কপাট
খুলে দিয়ে ঘাস, লতা, পাখির স্বভাবে
সানন্দে সৃষ্টির স্রোতে মিশে গেছে।
শান্ত সব দিক।
দুয়ারে হলুদ পর্দা। আকাশে গৈরিক
আলো কাঁপে। সারা দিন কাঁপে।

আকাশে গৈরিক আলো। হেমন্ত-দিনের মৃদু হাওয়া
কৌতুকে আঙুল রাখে ঘরের কপাটে,
জানালায়। পশ্চিমের মাঠে
মানুষের চিতার কাঠ। কে জানে মানুষ আজও কেন
হাত দিয়ে স্বর্ণাভ মেঘের ছিন্ন ছায়া
ছুঁতে চায় কিনা। তার সমস্ত আবেগ
হয়তো সহসা হয় রোদ্দুরের হলুদ উত্তাপ।

আলো কাঁপে। সারা দিন কাঁপে।

# সুন্দর খেলনাগুলি

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সুন্দর খেলনাগুলি রেখেছে মুছে শো-কেস-এ সাজায়;
ক্রমশ তার হাত কুরুশ-বুনের খুদে, জোড়া;
ইঞ্জিন, প্লেন, ট্রেন, মোটর, জাহাজ, নৌকা চায়
খদ্দের। কে বোঝে কোনটি স্মৃতির সোনার পাতে মোড়া।—
মনোরমা ভালবাসতো! মনোরমা এখন কোথায়!

অন্যমনে হাত পড়লো। কতোদিন মায়াবী বিকেল
সোনালী নদীর মত নেমে আসে, মনে পড়ে যায়,
যখন সে রোজ কিনতো চুড়ি, শাঁখা, সিঁদুর ও নিকেল
গয়না, স্নো-পাউডার, সেন্ট; মনোরমা থাকতো জানালায়!
তারপর সে ঘরে এলো! আনন্দের সমুদ্র উদ্বেল।

মসৃণ, চিক্কন দেহে ধুলো মাখতে সাধ ছিল তার!
বলতো সে, "পুতুল বেচো, ভালো করে সাজাও দোকান;
আলো হবে ঘরদুয়ার।" কেন বলতো? কেন অন্ধকার
নামলো তার বুক জুড়ে! কেন থামলো সে গুনে গুনে গান!
দুর্জ্ঞেয় নারীর মন। জীবনটা কি পুতুল-খেলার।

আলো বড়ো প্রতারক; বিশেষত এ বিকেলে। ভিড়
খদ্দেরের। অথচ সে শব্দেতে চায় একান্ত নীরব,
হবে একটি কণ্ঠস্বর। লোক রেখেছে: প্লাস্টিকের শরীর
স্পর্শ চায়। খেলনা নেড়ে কাঁপনা চোখ, করে অনুভব:
একই নারী আলো জ্বালে, অন্ধকারও আনে পৃথিবীর।

# পুস্তক পরিচয়

## গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

**বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। দাম—১০্।**

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে অতএব বাংলাদেশেও, গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এবং তার ফলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পুস্তক-পাঠের চাহিদা তেমনি বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষেরও আইনশৃংখলার প্রতি আধুনিকতম পদ্ধতি প্রকরণের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞান একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সন্দেহ কি। সুতরাং এ-বিষয়টি নিয়ে যত বেশী আলোচনা হয় দেশের পাঠকদের প্রকারান্তরে অত বেশীই উপকার সাধিত হবে। একটি আশার কথা এই যে, বাংলাদেশের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের কেউ-কেউ এ আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। অভিজ্ঞতায় এত প্রবীণ গ্রন্থাগারিক আর ক'জন আছেন জানি না, তবে একাদিক্রমে ৩৬ বৎসর যিনি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষতা করেছেন, অন্তত তিনি যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহাতীতভাবে একজন অথরিটি এ-কথা জানতে কারো নিশ্চয়ই বাধা থাকবে না। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দান।

বর্গীকরণপদ্ধতি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন আমেরিকার মেলভিন ডিউই। এবং তার প্রবর্তিত রীতিই পরবর্তী কালে পৃথিবীতে গ্রাহ্য হয়। কিন্তু সকল দেশেরই জাতীয় ভাষার একটি বিশেষ এবং প্রধান স্থান আছে। তার মূল্য সেই বিশেষ দেশের পক্ষে অসাধারণ। সেজন্য কোনো বিশেষ দেশের জাতীয় ভাষায় রচিত পুস্তককে তার উপযুক্ত স্থান দেওয়ার প্রয়োজনে যদি ডিউই-প্রবর্তিত পদ্ধতিকে একটু অদল-বদল করে নিতেই হয়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। অধিকন্তু যে-কোনো পদ্ধতিই পরিবর্তন সাপেক্ষ। অন্তত গ্রন্থকার নিজে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি পরিচালনায় কখনও থমকে যাননি। কিংবা বলা চলে প্রতিনিয়ত গ্রন্থাগার-পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে এত বেশী জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, প্রচলিত রীতির ওপর ভিত্তি করেই নতুনভাবে তাঁকে ভাবতে হয়েছে, যার ফলে ধীরে ধীরে বর্গীকরণে একটি আধুনিক পদ্ধতি তাঁর অভিজ্ঞতায় অবধারিতভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ভূমিকায় লেখক বিশেষভাবেই বলেছেন 'পূর্বসূরিগণের পথই অনুসরণ করা শ্রেয়—তবে অনুকরণ করা কোনো কাজের কথা নয়।'

সমগ্র বইটিতে একবার চোখ বুলালেই যে-কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির কাছেও এ সত্য ধরা পড়বে যে অসাধারণ ধৈর্য ও প্রতিভা না থাকলে এ-রকম একটি গ্রন্থ সংকলন করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং এই ধৈর্য দীর্ঘ ৩৬ বৎসরের, প্রতিভা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন একনিষ্ঠ সত্যানুসন্ধানীর। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্যই এ-বই নয়, আশা করি প্রতিটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষই বুঝতে পারবেন যে এ-বই তাঁদের পক্ষেও একান্তভাবেই অপরিহার্য।

(৩৬২।৫৯)

**গ্রন্থাগার প্রচার—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য দুই টাকা।**

বাংলাদেশে বহু গ্রন্থাগার থাকলেও পাঠক এখনও গ্রন্থাগার-সচেতন হয়ে ওঠেনি। তার জন্য চাই ব্যাপক প্রচার। গ্রন্থাগারিক কেমন ভাবে সহকর্মীর সহিত গ্রন্থাগারের বিষয় প্রচার করে পাঠককে সচেতন করে তুলবেন, সেসম্পর্কে গ্রন্থকার সুস্পষ্টভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থকার বহুভাষাবিদ, এবং আলোচ্য বিষয়ে বহু পুস্তক বাংলা ভাষায় রচনা করে কৃতী হয়েছেন। সেই গৌরব এই গ্রন্থেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য যেমন সরল তেমনি সুলিখিত। সুনিপুণ রসবোধসম্পন্ন [illegible] চিত্রাদি ভরপুর করে তুলেছে। গ্রন্থখানির দ্বারা সাধিকাংশ বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রী কৌতূহলী পাঠক ও গ্রন্থাগারিক সমভাবে উপকৃত হবেন। ৩৩০।৫৯

## গবেষণা প্রবন্ধ

**কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র—যোগেশচন্দ্র বাগল। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬। পাঁচ টাকা।**

গবেষক প্রবন্ধকার হিসাবে যোগেশচন্দ্র বাগল বর্তমান সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনায়, জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুনরাবেক্ষণে শ্রীযুক্ত বাগল দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে নিযুক্ত আছেন। স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে ঐ জাতীয় প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে একবাক্যে যাঁদের নাম করা চলে আমাদের আলোচ্য লেখক তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ-শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত সময়ে ভারতবর্ষে আধুনিক সংস্কৃতির যে প্রবাহ বহমান তার মূল নির্ঝর বাংলাদেশেই উৎসারিত হয়েছে। বাঙালীই ভারতের সর্বাঙ্গীন সাধনার অন্যতম পুরোধা। তৎকালীন ভারতে যে তিনটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল কলিকাতা তাদের মধ্যে অন্যতম। সেই কলকাতারই উনিশটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস যোগেশচন্দ্র আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। নানাদিক সমাজ উন্নয়নমূলক এই প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতার প্রথম প্রভাব থেকে কেউ জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কেউ শিক্ষার ক্ষেত্রে কেউ কেউ ধর্ম বা রাজনীতি বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর মনন-সম্প্রসারণে সহায়তা করে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম [illegible] থেকে বিকাশ পর্যন্ত কালের কাহিনী [illegible] কৌতূহলো-[illegible] [illegible] গ্রন্থটিকে অধিক আকর্ষণীয় করেছে।

৩০৯।৫৯

## জ্ঞান-বিজ্ঞান

**হর্মোন বা উত্তেজক রস—শ্রীবৃন্দেন্দু পাল। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২৯৪।২।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা মাত্র।**

চিকিৎসকসম্প্রদায়ের কাছে শ্রীবৃন্দেন্দু পাল নিতান্ত অপরিচিত নন। বর্তমান গ্রন্থখানিতে তিনি তাঁর গবেষণা-লব্ধ হর্মোন-রহস্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। রোগ প্রতিষেধ এবং প্রতিকারের জন্য ইদানীং হর্মোন সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানবার জন্য অনেকেই উৎসুক। বাংলাভাষায় রচিত এই গ্রন্থখানি বহুলাংশে তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে সমর্থ হবে আশা করি। পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস ও অ্যাড্রিনেল প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে হর্মোন ক্ষরণের ফলাফল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা গ্রন্থখানির বিশেষত্ব। অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রতি-শব্দের ব্যবহার একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। ছাপা বাঁধাই ভাল। ৬৮২।৫৯

**জনসাধারণের পারমাণবিক শক্তি**—মূল লেখকঃ ক্যাপ্টেন প্যার্ট। অনুবাদকঃ কুণাল কুমার। জ্যোতিশিখা প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর। মূল্য ২,।

পৃথিবীর জনসাধারণ পারমাণবিক শক্তির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্ময়ের ব্যাপার। শিল্প, চিকিৎসা, গবেষণা এমনকি কৃষির ক্ষেত্রেও পারমাণবিক শক্তি এক বিরাট ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্প্রসারিত করেছে। এর ফলে বহু লোক বহু দিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে গেছে। [illegible] ... একটি ... [illegible]

**বেতার কথা** [illegible] ... ৫১৩।৫৯

[illegible]

... ৫২২।৫৯

## পার্বত্য জাতির কথা

**কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে**—শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী। প্রাপ্তিস্থান—জ্যোতিশিখা প্রকাশনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর। আড়াই টাকা।

আমাদের নিকট প্রতিবেশী সহজ, সরল লেপচা জাতির ইতিহাস স্বল্প পরিসরে বর্তমান গ্রন্থে লেখক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। লেপচারা নিজে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে—এই কাঞ্চনজঙ্ঘাই নাকি সমস্তের পূজ্যা লেপচা জাতির উপাস্য দেবতা। এদের ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, সব কিছুরই উপর এই কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইতিহাসের উত্থান-পতনের মতনই এই জাতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে ইতস্তত এবং রাষ্ট্রীয় নানা কারণে বর্তমানে এদের সংখ্যাও অত্যন্ত মুষ্টিমেয়। গ্রন্থকার কয়েক বছর সিকিম ও দার্জিলিং-এ বসিয়ে বসিয়ে লেপচাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে বর্তমান গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিল্প ও সাহিত্যবিষয়ক ইতিহাসের একটি সুষ্ঠু পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের মনীষীগণের গবেষণাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা প্রধানত লোকাচারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলেই প্রাচ্য দেশের ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ ঐতিহ্যের অনেক সময় [illegible] ... [illegible] ... লেপচা জাতির নিগূঢ় ইতিহাস জানতে পারবেন। [illegible] ... প্রকাশকের বিশেষ সাধুবাদ প্রাপ্য।

৫৩০।৫৯

### উপন্যাস

**মণিবেগম**—শ্রীকুমার বাঞ্চন্দ্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বর্তমান গ্রন্থ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত লেখকের একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। [illegible] ... এবং ... [illegible] ... ঐতিহাসিক ... [illegible] ... তাহাই আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য।

Burke's speech In Impeachment of Warren Hastings

এবং অন্যান্য অনেক লেখকের লিখিত কাহিনী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া রচিত এই গ্রন্থ বাংলা দেশের সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক অবস্থা বিশ্লেষণের এক [illegible] ... এবং ... [illegible] ... ইতিহাস এবং উপন্যাস সম্পর্কে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানা

নতুন বই :—

তিমির লগন

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

লেখিকার নতুন উপন্যাসের [illegible] ... ?

৪·৫০

নাজমা বেগম

শ্রীবাসব

[illegible] ... ঐতিহাসিক পটভূমিকায় [illegible] ... কাহিনী।

৫·০০

শীঘ্রই বেরুচ্ছে :

নীলকণ্ঠের : একটি অশ্রু, দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ

অন্যান্য বই :—

| | | |
|---|---|---|
| মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য | এতটুকু আশা | ৩·০০ |
| হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | অঙ্কুরজ | ৩·০০ |

করুণা প্রকাশনী । ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা—১২

আকস্মিকভাবে স্থান লাভ করিবার যোগ্য। ইতিহাসের বস্তুতা থাকায় সমকালীন ভাষা এবং স্বাদসম্পন্ন গ্রন্থখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১১১।৫৯

**পুষ্পধনু**—প্রবোধ সেন। তুলি-কলম, ৩৭-এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দু টাকা।

একটি প্রেমের কাহিনীকে উপজীব্য করে উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। নায়িকা এক রক্ষণশীল রাজপুত রাজ-পরিবারের কন্যা সুদর্শনকুমারী এবং নায়ক পুরাতত্ত্ববিদ্ বাঙালী কল্যাণসুন্দর। নায়ক-নায়িকার প্রেমের রোমান্স এবং অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠকের মনে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। সুদূর রাজস্থানের এক রাজপুত পরিবারের ঘটনা বর্তমান উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের লেখক নবাগত; তাঁর উপন্যাসের মধ্যে একটি সহজ বাঁধুনি বর্তমান।

২৭৩।৫৯

**অচল প্রেম**—শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

বর্তমান গ্রন্থখানি লেখকের [illegible] প্রথা অবলম্বনের প্রাক্কালে রচিত একখানি মিলনান্ত উপন্যাস। ইহা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ কখন প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কোন হদিস নাই। গ্রন্থখানিতে লেখক ভাল এবং মন্দ উভয়বিধ চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু কিছু সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিবরণও ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু এইসব বিভিন্ন-ধর্মী চরিত্রের মধ্যেও বিশেষভাবে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ঘটনাবলীর বর্ণনা [illegible] ইতিহাস-ধর্মী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। লেখকের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না। প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে পুস্তকখানি নিখুঁত।

৩৪৩।৫৯

## শিশু-সাহিত্য

**কুনকুনি**—বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। নভ প্রকাশনী, ১১৯, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা—৬। সাধারণ সংস্করণ ১.৫০ নয়া পয়সা।

খেলাচ্ছলে শিশুদের শিক্ষাদান নিয়ে দেশে-বিদেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং শিক্ষাবিদগণ খেলার ভিতর দিয়ে শিশু শিক্ষাদানের এই মাধ্যমের উপকারিতাকে নানা কারণেই সমর্থন করেছেন। আমাদের দেশেও মন্তেসরী, কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি সেই জন্যই ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। বিদেশী ভাষায় এই শ্রেণীর নানা রকম পুস্তক বর্তমান কিন্তু সেই তুলনায় বাংলা ভাষায় এই ধরনের প্রচেষ্টার অভাব উল্লেখযোগ্য রকম অনুভূত হয়েছে। [illegible] মজার খেলা, ছড়া [illegible] গল্প বলা এবং [illegible] দিয়ে [illegible] সহজ [illegible] উপস্থাপিত [illegible] এই [illegible] ছবি এবং [illegible] শিশুদের [illegible] এই শ্রেণীর বইয়ের [illegible] প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি। [illegible] এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

৬৮৩।৫৯,

## কবিতা

**কাঁচরাস**—[illegible] সংকলন, ১৩৬৬। [illegible] ২২, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। দাম [illegible] টাকা।

[illegible]

**মা-মণি**—[illegible] অমরেন্দ্র [illegible] প্রকাশক—[illegible] [illegible] টাকা [illegible] আনা।

শ্রী [illegible] কবিতা [illegible] সহজ করিবার চেষ্টা হয়েছে। [illegible] একটি সুন্দর [illegible] তার মধ্য দিয়ে [illegible] সুন্দর। [illegible] যথেষ্ট কৃতিত্ব [illegible] গ্রন্থখানিতেও তার [illegible] মা মাতৃমণির বিষয়ে লেখা এই বই পড়ে নারায়ণের ছেলেমেয়েরা প্রচুর আনন্দ লাভ করতে পারবে।

গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সাধারণ; এদিকে প্রকাশকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

৩০৬।৫৯

**স্বর্ণাভ**—সাবিত্রী গুপ্তা। মুদ্রণাধ্যক্ষ [illegible] ১৯নং ভুবন সরকার লেন, কলকাতা—৭ থেকে প্রকাশিত। এক টাকা।

কবিতা সংকলন। [illegible] লেখিকা [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] পরিবারের [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] যে [illegible] অর্জন করেছেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৩৮৭।৫৯.

## নাটক

**[illegible]**—[illegible] ইন্ডিয়ানা, ২।১, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। [illegible]

[illegible] শ্রীমতী, [illegible] [illegible] সাধনা [illegible] মানুষ [illegible] [illegible] [illegible] মঞ্চস্থ [illegible] নাটকটির [illegible] নাটকীয়। [illegible] মঞ্চাভিনয় [illegible] শ্রী [illegible] অভিনয় [illegible] নয়।

৩৬৫।৫৯

**ডাইন রৌদ্র**—[illegible] সেন। ইন্ডিয়ানা, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

একাঙ্ক নাটক রচনার দিকে বাংলা নাট্যকের সাম্প্রতিক ঝোঁক লক্ষণীয়। সাবলীল ও কষ্টুনিষ্ঠ একাঙ্ক নাটকের

[illegible] ১৬৩।৫৯

## দর্শন

[illegible]

।৩০৫।৫৯।

## গ্রামের ইতিহাস

**[illegible] ইতিহাস**—শ্রী[illegible] [illegible] বাসুদেবপুর, [illegible],

[illegible] জেলা মেদিনীপুর। দাম ১.২৫ নঃ পঃ।

[illegible]

[illegible] এখানেই তাঁর শ্রম সার্থক। [illegible]

১০৮।৫৯

## অনুবাদ

**আধুনিক যৌন বিজ্ঞান**—[illegible] দাম [illegible] টাকা।

[illegible]

যাবতীয় জটিল সমস্যা এবং প্রজনন সংক্রান্ত সমুদয় প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এ গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিবাহেচ্ছু এবং বিবাহিত নরনারীর পক্ষে গ্রন্থখানি অপরিহার্য পাঠ্যরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। বর্তমান যুগে বহুবিধ সমস্যা-সংকুল যৌন সংসর্গ এবং তাহার সমাধান সম্পর্কে প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে গ্রন্থকারদ্বয়ের বক্তব্য বিষয়গুলি সাফল্যজনকভাবে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার প্রয়াস প্রশংসারযোগ্য। যৌন আচরণের সামাজিক বা নৈতিক সমস্যা অপেক্ষা যৌন সম্পর্কের ব্যক্তিগত দিকগুলির আলোচনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

যৌন সম্পর্কের কলাকৌশল ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতি গ্রন্থকারদ্বয় বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দাম্পত্য সুখ পরিস্ফুটে স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়াবেগ ঘটিত ব্যাপারের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও গ্রন্থখানির আকর্ষণ। বিবাহের যোগ্যতা, যৌন সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, প্রজনন এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিচ্ছেদগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট প্রশংসাই। ৪।৫৯

## জীবনচর্চা

**শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক (প্রথম খণ্ড)**—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্বাচল প্রকাশনী, ৩২ই, লান্সডাউন রোড, কলিকাতা—২০। ৩·৫০ নঃ পঃ।

এখন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রই বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। পল্লীর গভীর স্তর থেকে শুরু করে মহানগরীর বহির্মহল পর্যন্ত নরনারীর হৃদয়াবেগের সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের একটি নিগূঢ় যোগাযোগ রয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রতিটি পৃষ্ঠাই আমাদের নখদর্পণে থাকলেও তাঁর জীবনের অনেক অজ্ঞাত পৃষ্ঠাই এখনও আমাদের অবিদিত। গুণী শিল্পীর মতই সমাজে তিনি ছিলেন নেপথ্য নায়ক। তাঁর চঞ্চল আশাত-উচ্ছৃঙ্খল জীবন বহু স্থানে অতিবাহিত হয়েছে। প্রতিটি রচনার, প্রতিটি বর্ণিত চরিত্রের উৎস তার বৃহৎ জীবন পটভূমির মধ্য থেকে উৎসারিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। শরৎচন্দ্রের নেপথ্য-জীবনের অনেক দুর্লভ মুহূর্তের ছবি তিনি

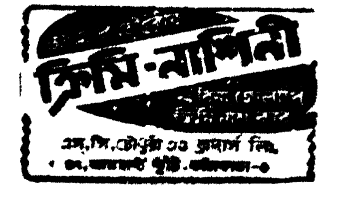


আমাদের উপহার দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠকের কাছে গ্রন্থটি উপভোগ্য হবে। ৪০২।৫৯

**বাংলার নাট্যকর্ণ**—শ্রীসুরেন নিয়োগী। সংহতি প্রকাশনী, ২০৩।২বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য এক আনা।

নাট্যবীর ও ত্যাগীপুরুষ ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কেবলমাত্র বাংলাদেশের নয়, ভারতের একজন কৃতীসন্তান। নিরহংকার শিক্ষাব্রতী, পণ্ডিত এবং জনকল্যাণের উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত এই মহান ব্যক্তির ত্যাগের কথা কারো অজানা নেই—তিনি ছিলেন বাংলার নাট্যকর্ণ। অনাড়ম্বর জীবনকাহিনীটি গ্রন্থকার সকলের উপযোগী করে সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলীর বিচিত্র-জীবনী একটি সুন্দর পরিবেশ পরিবেশন করেছেন, যা থেকে বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে সকলেই নাট্যকর্ণ হরেন্দ্রকুমারের আদর্শ জীবনে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত হতে পারবে। লেখকের গদ্যভঙ্গী ও ভাষা মন্দ নয়। আর্টপ্লেটে একটি সাধু প্রচ্ছদ আছে। এই বইর অর্থ সম্পূর্ণ ডক্টর হরেন্দ্রকুমারের স্মৃতি রক্ষায় দেওয়া হইবে। [illegible]

## বিবিধ

**Raghtriya Panchang : For Saka Era 1881 (1959-60 A.D.)**—Published by The Director General of Observatories, India Meteorological Department, Lodi Road, New Delhi. Price : 25 nP. or 5d.

[illegible]

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে এবং দামেও সস্তা। এই পুস্তক প্রকাশে যেমন বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি সর্বসাধারণের মহৎ উপকার সাধিত হবে—ইহা নিঃসন্দেহ। ১৭৫।৫৯

**আলোচনা প্রসঙ্গ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। সঙ্কলয়িতা : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এম-এ।** সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস-পি। প্রত্যেক খণ্ডের দাম সাড়ে ছয় টাকা।

শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের প্রায় অবতার মূর্তি আলোচ্য জীবনী গ্রন্থ দিনপঞ্জিকার মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। আশ্রমের আবাসিক শিষ্য শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস দিন প্রতিদিনের ডায়েরী লেখেন এবং ঠাকুরের আলোচনা-ব্যাখ্যান ও সদুপদেশ ভাণ্ডারী হিসাবে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছেন। উপদেশ এই রচনার সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সংকলয়িতার ঠাঁই আন্তরিকভাবে উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা শেষ করছি—এই দিনপঞ্জী এক সময় উপভোগ্য ব্যাপার ... উপযোগী ... ১৬৪।৫৯, ৬১।৫৯

**পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন**—সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার চৌধুরী। প্রকাশক—প্রজাপতি, ৭।১, হাওলী লেন, কলিকাতা—৫।

[illegible] ১৬১।৫৭

### প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা)—নগেন্দ্রমোহন সেন।

রংলাল রচনা সংগ্রহ—শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহান্তরাল—প্রশান্ত চৌধুরী।

এবার আমার পালা—জোসেফ ক্রুগেরক্স অনুবাদক অজয় চক্রবর্তী।

নিরন্দেশ বিহংগ—রমেশচন্দ্র সেন।

সর্ববর্ণের সভার জনোড—ডাঃ সুরেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল।

গোপীচন্দ্রের গান—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত।

# টুকরো কথা

কানপুরের গ্রীন পার্কে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিন লেঞ্চ ঘণ্টার মধ্যে বিপক্ষের প্রবল দল অস্ট্রেলিয়াকে ভারত ১১৯ রানে পরাজিত করিয়া ভারতীয় ক্রিকেটে নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে।—আমরা নূতন ভূগোলও রচনা করতে পারি। এই বছরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যদি ঘোষণা করেন যে আমরা কানপুর ছাড়া আর কোথাও খেলব না। খেলোয়াড় আছেই, যা ছাড়া দুর্ভাগ্যও তো আছে। কানপুর হোক আমাদের দুর্গ—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

ক্রিকেট-সমালোচক [illegible] আমাদের একটি ছবির মজার কথা শুনাইয়াছেন। [illegible] দেখা গিয়াছে, ভারত [illegible] ইনিংস-এ ব্যাট [illegible] একবার [illegible] ইনিংস-এ ব্যাট [illegible] অস্ট্রেলিয়াকে [illegible] প্রথম খেলোয়াড় [illegible]।

• • •

আমাদের জনৈক সহযাত্রী একটি কাগজে খবর উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, ক্রিসমাস ইভের দিন হইতে বিলাতে নাকি একটি অদ্ভুত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই রোগের বিশেষ লক্ষণ হইল এই যে—আক্রান্তদের [illegible] মুখ [illegible] হইয়া যাইতেছে। [illegible] আমাদের দেশের সঙ্গে এই রোগের কোন [illegible]—[illegible]।

• • •

ঠিক সময় সংবাদ প্রচারের জন্য একটি বড় ঘড়ি স্থাপিত হইয়াছে। অতএব [illegible] বক্তৃতা শুরু হইবে

[illegible] নির্দিষ্ট সময়ে হইবে বক্তৃতা [illegible] বক্তৃতা না করিয়া [illegible] বন্ধ করিয়া থাকে, এবং [illegible] সৃষ্টি করিয়া থাকে—[illegible] বক্তৃতা [illegible] হয় বলেই মনে হয়। কিন্তু শ্রোতা কেউ না শুনলেও যদি বক্তা থামতে চান না সেই বক্তার কাছে এই ঘড়ির দাম কানা-কড়িও নয়—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

এই দিন শুধু খেলা আর খেলা [illegible] কোন কথা নাই। কেউ [illegible] মাতাইয়া দিল সবাই পরমানন্দে তা উপভোগ করিয়াছেন; যাত্রীদের ওঠা-নামার পথ করিয়া দিয়াছেন, কলকাতার এক নতা পাশের [illegible] ছাড়িয়া দিয়াছেন; মহিলাদের মধ্যে যারা জানালায় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন না তাঁরা পর্যন্ত ভিতরের দিকে তাকাইয়াছেন, আর শুধু তাই নয় পাশের খালি জায়গাটায় বসিতে পর্যন্ত দিয়াছেন। বলা বাহুল্য। ক্রিসমাসের আনন্দ খানিকটা [illegible] দেখাইল।

• • •

এই আনন্দের মাঝখানে আমাদের এক সহযাত্রী একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেন: "লেখক বলেছেন শহর এবং লোকজনকে মনে হলেও যখন শহরে [illegible] হয় তখন আমরা মনের মধ্যে প্রচুর [illegible] প্রয়োজন যে বড় বাঁধা পড়ে যায়"—। প্রবন্ধ পাঠ শেষ করে সহযাত্রী বলিলেন—"অতএব সাধু সাবধান"। অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা সবাই [illegible] মধ্যপন্থীর ভয় আমাদের নেই।"

• • •

শ্রীযুত ২৬শে ডিসেম্বর চীনা প্রধানমন্ত্রীর [illegible] বৈঠকে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] বলিয়াছেন—"[illegible] আশা পোষণ করেন। ২৬শে ডিসেম্বরটা দীর্ঘ হয়। যে কালে মনের মধ্যে কিছু [illegible] ফিরিও যেতে পারে।"

• • •

মুর্শিদাবাদের এক প্রাচীন সম্পত্তির এক [illegible] হইতে [illegible]। সংবাদে বলা হইয়াছে [illegible] দেখিয়াছেন [illegible] বলিয়াছেন—"[illegible] এদিন [illegible] সবাই [illegible] এই প্রবন্ধ।"

• • •

এক সংবাদে প্রকাশ চীন ভারত হইতে [illegible] লক্ষ টাকার বাদাম কিনিয়াছে

—[illegible] আর কিছুতেই বাদাম [illegible] মাথা [illegible] না-ভেবে চীন এবার [illegible] দিকে মন দিয়েছে—অবশ্য বলা বাহুল্য বিশুখুড়োর।


ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
[illegible] • কলিকাতা

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৫ বৎসর [illegible] ও [illegible] প্রতি [illegible] ও প্রতি [illegible] ও [illegible] বৈকাল ৫টা হইতে [illegible] সাক্ষাৎ করুন। [illegible] রোড, [illegible], কলিকাতা।
([illegible] ১৫৭১)

বর্ণ ও রসায়ন যুক্ত [illegible]
হেমাটো
সার্সাপ্যারিলা
[illegible]

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

**স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী**

স্ত্রী-নায়ক, শিশু-নায়ক ও বহু-নায়ক বর্জন করার কথা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে গিয়েছেন। নিও লাইট ফিল্মস-এর ক্রাইমস ছবি 'মাদাম-এক্স-ওয়াই-জেড'-এর নির্মাতারা এই প্রাজ্ঞবাক্যে বিশ্বাসী নন। তাই তাঁদের ছবিতে নায়কের ভূমিকা নিয়েছে তিন নারী।

স্ত্রী-বুদ্ধি যে সর্বদা প্রলয়ংকরী নয় এই প্রমাণই দিয়েছে ছবিটির তিন নায়িকা—আশা, লক্ষ্মী ও কীর্তি। তারা তিনজন সহোদরা। এক খলনায়কের কুচক্র ব্যর্থ করে দিয়ে তারা প্রমাণ করে দেয় নারীর নায়কত্ব শুধু প্রমাদই ঘটায় না, প্রমোদের খোরাকও জোগায়।

ছবির খলনায়ক একজন ধনী এবং নিহত ব্যক্তির গুপ্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে নেওয়াই তার লক্ষ্য। নিহত ব্যক্তি তার গুপ্ত রত্ন-ভাণ্ডারের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা, দিল্লি ও মহীশূরের তিন ব্যক্তির কাছে তিনটি চাবি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। অপরাধ-চক্রমণি চক্র ছলে-বলে-কৌশলে সেই চাবি তিনটি অধিকার করতে। সে তার অনুচরদের এই তিন শহরে পাঠিয়ে দেয় স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনে। তিন বোনও বেরিয়ে পড়ে চাবির সন্ধানে, এবং সব শহরেই তারা নতুন নতুন সুহৃদের সহায়ে কি-করে পাপাচারীর অনুচরদের চোখে ধুলো দিয়ে তিন ব্যক্তির কাছ থেকে চাবি তিনটি নিজেদের দখলে আনে, এবং তাদের দুঃসাহসিক অভিযানের পথে সকলেই কেমনভাবে তার জীবনের সার্থকে থাকে শেষ ও শেষ পর্যন্ত দুর্বৃত্তের বিনাশই বা কেমনভাবে ঘটে তা-নিয়েই গড়ে উঠেছে চিত্রনাট্যের পরিণতি।

দুঃসাহসিক অভিযানের পথে নারী বিবর্জিতা হলেও এ-ছবিতে দুষ্কৃত-বিনাশের পথ সুগম করেছে নারী। নানা ছাঁদে ছাঁটে পরিচালিত এই ছবিটির আমোদ-আয়োজনে হয়তো এটাই বৈশিষ্ট্য। ছবির রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার মুহূর্তে নারীর সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যাদের কাছে উপভোগ্য তারা ছবিটিতে রসের সন্ধান পাবেন।

ভারতের বিভিন্ন শহরের বহির্দৃশ্য-গুলি এ ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ। ছবির এই সুলক্ষণগুলি শেষ পর্যন্ত কিছু অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, কাহিনীর অসংগতি ও কষ্টকল্পনার দৌলতে। ছবিটির প্রতি পদে যে অনাবশ্যক উপাদানের জঞ্জাল ও কাহিনীর বিন্যাসের প্রতি ধাপে যে গোঁজামিলের রেখা সুস্পষ্ট হয়ে আছে তা সরিয়ে ছবির রস আহরণের ধৈর্য ও উৎসাহের অভাব যাদের নেই তাঁদের কাছে এক্স-ওয়াই-জেড মহাশয়েরা বিশেষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

তিনটি ইংরেজী বর্ণনামা অর্থাৎ আশা, লক্ষ্মী ও কীর্তির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নায়িকা [illegible] প্রভাকর ও পূর্ণিমা। এবং চিত্রনির্মাতাক ও চিত্রনাট্যের দর্শক-কর্তৃপক্ষের অনুরাগ ও হাস্য-রসের মধ্য দিয়ে ভালভাবেই ফুটিয়েছেন তিনি। ভূমিকায় প্রাণ—সঞ্চার ও তার সকল ভাইয়ের চরিত্র—ছবিটিতে প্রাণবন্ত করেছেন। নায়িকাদের পিতার ভূমিকায় ... এবং অন্যান্য চরিত্রে নানা শিল্পীদের মধ্যে সুরেশ, সুরেশ হুসেন ও ... অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

চিত্রগ্রহণ পরিচালনায় ছবির সম্পাদনা কাহিনীর প্রয়োজন সাধিত। কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক ও সাংগঠনিক সজ্জা প্রশংসনীয়।

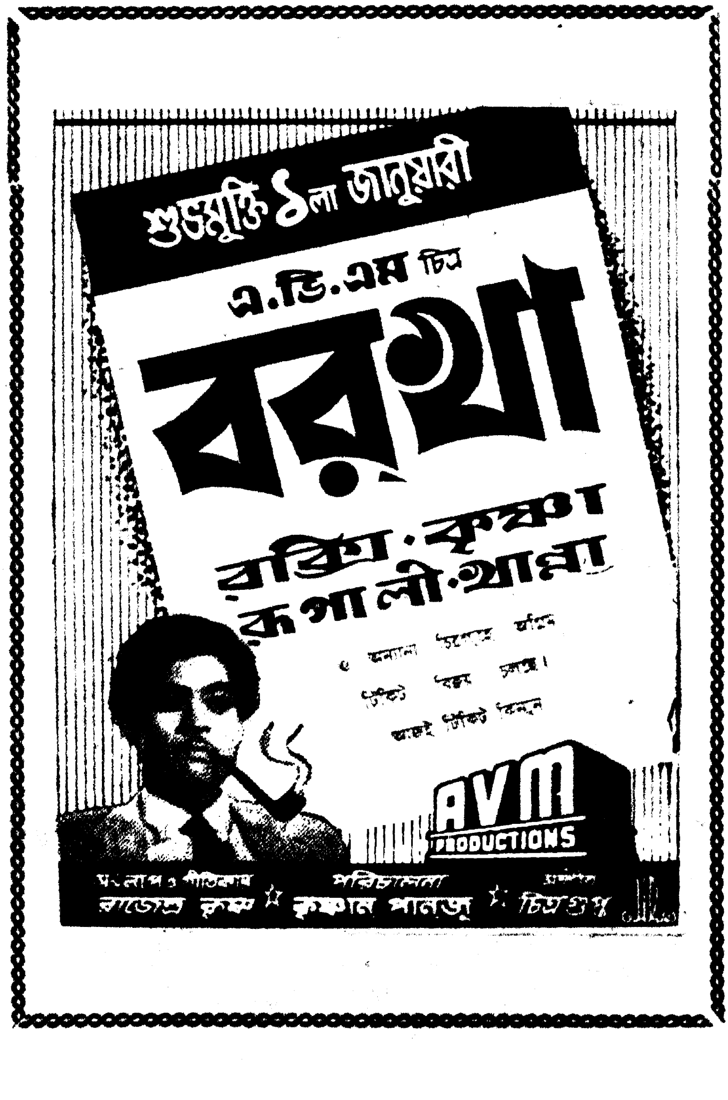


# চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে নতুন বাংলা ছবি 'দেবর্ষি নারদের সংসার' মুক্তিলাভ করেছে। হীরেন বসু প্রডাকশনস-এর এই ছবিটির বিষয়-বস্তু হল—দেবর্ষি নারদ, অনাটন-অঘটন-ভরা সংসারী মানুষের ভক্তিকে শুধু অবিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হন না—বিদ্রূপও করেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবর্ষির এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার অন্য পথ না দেখতে পেয়ে শেষে দেবর্ষিকে মানুষ করে সংসারের মায়াজালে জড়িয়ে দেন এবং প্রমাণ করেন যে, যে-মানুষ তার সব ভার স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর হাতে সমর্পণ করে, তার চেয়ে বড় ভক্ত স্বয়ং নারদও নন। 'বরাহ পুরাণে' এই নিয়ে দেবর্ষি নারদের সংসার বর্ণিত হয়েছে।

[illegible] বস্তু, প্রোডাকসনের 'দেবর্ষি' নারদে র সংসার' চিত্রের একটি দৃশ্যে জহর রায়, [illegible] চক্র ও পরেশ মিত্র। ছবি টি এই সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে

[illegible] ইন্দ্রজিৎ [illegible] এই [illegible] ছবির [illegible] ছবি [illegible] জহর রায়, [illegible] প্রভৃতি।

চিত্র [illegible] ছবি [illegible] [illegible] এই [illegible] ছবি [illegible] চিত্র [illegible] এই [illegible] উত্তমকুমার, [illegible] ছবি [illegible] প্রভৃতি।

এ সপ্তাহে একমাত্র হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে এ ভি এম-এর 'বরখা'।

**অক্সফোর্ড প্লে-হাউস কোম্পানির ভারত সফর**

[illegible] অক্সফোর্ড প্লে হাউস [illegible] এসেছে। [illegible] এসেছে। [illegible]

[illegible] ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান-এর [illegible] ম্যান অব ডেস্টিনি; এবং [illegible] টুয়েলফথ নাইট।

অক্সফোর্ড প্লে-হাউস-এর ডাইরেক্টর [illegible] টুয়েলফথ নাইট [illegible] ককটেল পার্টির [illegible]

[illegible] অক্সফোর্ড প্লে-হাউস-এর [illegible] নতুন করে তৈরি করে নেওয়া হইয়াছে।

[illegible] ১২ জন অভিনেতা [illegible] এবং [illegible] [illegible] এবং [illegible] সিলভিয়া কে এবং এভিল [illegible]


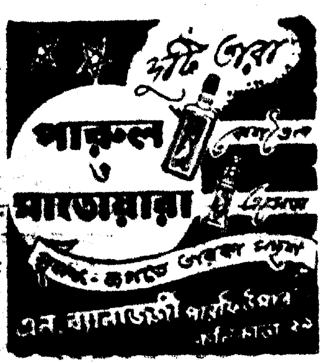


# মিনার্ভা থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রীট :: ফোন: ৫৫-৪৪৮১
লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের [illegible]

## অঙ্গার

সুর—রবিশঙ্কর
নাটক ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত
[illegible]: তাপস সেন
অভিনয়ে:—শোভা সেন, [illegible] সেন, [illegible] দত্ত, [illegible] এবং আরো [illegible]
(বি ১৯৯৭)

JHANKAR
RADIO
ELECTRO RADIO STORES

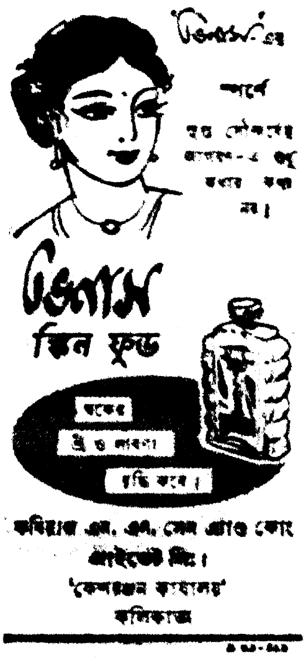

উল শিল্প
মীরা দেবী
১ম—৩.৫০ ঃ ২য়—৩.৫০ ঃ ৩য়—৪.৫০
—প্রাপ্তিস্থান—
(ক) মীরা দেবী, ৬৭, হিন্দুস্থান পার্ক কলিঃ—২৯
(খ) ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স, কলেজ স্ট্রীট ( ৪৮ খণ্ড দ্রষ্টব্য )
(গ) কমলালয় স্টোর্স, ধর্মতলা
(ঘ) ন্যাশনাল বুক স্টল, ২০৮/২, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা—২৯

১-লা জানুয়ারী শুক্রবার শুভারম্ভ
সবাই ভাবছেন হাসির ছবি
কিন্তু এতে আছে কিছু হাসি, কিছু কান্না। আর আছে ভগবানে বিশ্বাস—যা আঁকড়ে মানুষ সংসারে বাঁচতে চায়—বেঁচে থাকে!

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ দুর্গা সেন • পরিচালনা ঃ পঞ্চভূত
রূপায়ণে ঃ ছবি, জহর, নীতিশ, তুলসী, নবদ্বীপ, নৃপতি, হরিধন, কালী, রঞ্জিত, শীতল, মিণ্টু, দাশগুপ্ত, পরেশ, বাবু, মাঃ তিলক, অনসূয়া, মায়া চক্র, কুমারী রাণী, কেতকী ও নিভাননী
শ্রী - ইন্দিরা - সুরশ্রী - আলোছায়া

আইভের ও মার্টিন ফাউলার হলেন স্টেজ ম্যানেজার।

পুনায় প্রথম অভিনয়ের পর দলটি বোম্বাই হয়ে সিংহলে যায়; সেখানে দলটি একপক্ষকাল অবস্থানের পর মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, নাগপুরে অভিনয় করে কলিকাতায় আসে। তারপর ঢাকা, পাটনা, নয়াদিল্লী, লাহোর এবং সর্বশেষে করাচী পরিভ্রমণ করে।

প্লে-হাউস-এর ৩৬ বৎসর পূর্ণ হল সম্প্রতি (১৯২৩ সালের ২২শে অক্টোবর দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং দলটির [illegible] অভিনয়ের ২১ বৎসর এই সময় পূর্ণ হল (১৯৩৮ সালের ২০শে [illegible] অভিনয় শুরু হয়)।

[illegible] প্রাচীন থিয়েটার [illegible] ইংল্যাণ্ডের [illegible] থিয়েটারের [illegible] না হলেও অক্সফোর্ড প্লে-হাউস-এর একটি [illegible] মর্যাদা আছে।

১৯২৩ সালে অক্সফোর্ডের [illegible]

[illegible]

[illegible]

অক্সফোর্ড [illegible] বাণী, [illegible] ফলে এই ভবনটির [illegible] ছিল না [illegible] এই ভবনটির ছিল না, [illegible] ছিল না [illegible] কোন ব্যবস্থা।

প্লে-হাউস মঞ্চে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করেন ১৯২৩ সালের ২২শে অক্টোবর—বার্নার্ড শ'র 'হার্টব্রেক হাউস'। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন তৎকালে স্বল্প পরিচিত ফ্লোরা রবসন, এবং টাইরোন গাথরি—গাথরি পেশাদার অভিনেতা হিসাবে সেইবার প্রথম অক্সফোর্ডের সেন্ট জন্‌স কলেজের শিক্ষা শেষ করে পাদপ্রদীপের সামনে আসেন,

এখন অবশ্য তিনি নাট্য পরিচালক হিসাবে [illegible] যায়।

১৯২৪ সালে একজন ১৯ বছর বয়স্ক অভিনেত্রী লণ্ডনের রয়েল অ্যাকাডেমি অব ড্রামাটিক আর্ট থেকে বেরিয়ে এসে এই [illegible] সর্বপ্রথম [illegible] **লাভ ফর লাভ** নাটকে [illegible] ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এই নতুন অভিনেত্রীর নাম [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] নাট্য [illegible] পরিচালক [illegible] [illegible]

১৯২৫ সালে [illegible] **চেরি অর্চার্ড** [illegible] [illegible]

[illegible]

এ বি এম-এর 'বরখা' চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী নন্দা

১৯৩৮ সালে [illegible] নতুন [illegible] [illegible]

**এই নতুন ভবনে প্রথম যে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, তা হল** [illegible]-এর [illegible] [illegible] [illegible] নাটকটি [illegible] [illegible] হয়।

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই [illegible] [illegible] বলা যেতে পারে। ১৯৫৬ সালে তার এই [illegible] [illegible] [illegible] নবজীবন [illegible]। ১৯৫৬ সালের [illegible] [illegible] পরিচালনাধীনে [illegible] নতুন [illegible] আরম্ভ করে এবং বহু বিখ্যাত [illegible] মঞ্চস্থ করে। ১৯৫৮ সালে [illegible] পরিচালনাধীনে মঞ্চস্থ হয় '[illegible] **নাইটস ড্রিম**', নাটকটি [illegible] [illegible] লাভ করে।

### [illegible] শিল্পীর ভূমিকা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] এই যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]


আপনার নমনীয় রূপের

জন্য......

[illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]।

THREE FLOWERS

Trade Mark

[illegible]

Richard Hudnut

ভ্যানিশিং ক্রীম

......ও ক্লীনজিং ক্রীম

লণ্ডন : প্যারিস : নিউইয়র্ক

পারি না। আমার এ অক্ষমতা অগৌরবের হলেও, অস্বীকার করার নয়। প্রত্যেক বাঙালীরই মত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আমারও রক্তে, অস্থিতে ও মজ্জায় সঞ্চারিত। অন্য কোন ভাষা আমি জানি না, ভাল বুঝিও না। বাংলা ভাষা আমি জানি, বুঝিও—এ' আমার মাতৃভাষা। সাতাই এ' আমার ও আমাদের গর্ব, আশা। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, এর মাধ্যমে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারি সে ক্ষমতা ভগবান আমাকে দেননি। তবু যে আমার মতো জনকে এমন স্থানে যোগ দেবার ভার দিয়েছেন, তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা

শ্রীমতী কানন দেবী

আপনাদের বাংলার জনাই আমার ও আমার শিল্পী-সাথীদের তরফ থেকে। একমাত্র বাংলা ভাষার প্রতি মহৎ অনুরাগের গৌরব নিয়েই যে আজ আমরা শিল্পীরা আপনাদের সমানে এক সৌভাগ্যের অধিকার পাচ্ছি, এটা মনে-প্রাণে অনুভবের কথা।

কেন এই গৌরব? কেন এই আনন্দ? সাহিত্যিক না হলেও সাহিত্যের এই তীর্থ ক্ষেত্রে আপনাদের মত মহৎ স্রষ্টা ও জ্ঞানীদের সাথে এক সারিতে স্থান দেবার যে সুযোগ আমরা পেলাম তারই জন্য। কেননা, যে সাহিত্য গড়েছে আমাদের অনেক শিল্পীদের আত্মা। আমি বাংলা দেশের একজন সাধারণ শিল্পী। প্রতিষ্ঠা জগতে না সৃষ্টির রস-লোকে আমার বলা কোন পরিচয় না থাকলেও আমি যে এক জন শিল্পী, এই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। আপনারা, সাহিত্যিকরা কল্পনার রঙে ভাষার রূপে যে চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন, আমরা শিল্পীরা তাদের ও সাহিত্যের প্রতিচ্ছবিতে সেই চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তুলি। শিল্পীরা যে চরিত্র সৃষ্টি করেন, সব সময় তা সার্থক সৃষ্টি হয় না, যেমন হয় না সাহিত্যিকদেরও সমস্ত সৃষ্টি। কিন্তু সার্থক সৃষ্টি যেখানে হয়, সেখানে সাহিত্যিকরা যে তৃপ্তি ও আনন্দ পান, শিল্পীর সার্থক রূপদানের তৃপ্তি তার চেয়ে কিছু কম হয় না। এবং এ সৃষ্টির প্রেরণাও অভিন্ন, যোগ পরিচয়ও পৃথক নয়। কেননা, লক্ষ্য দুয়েরই এক। ব্যক্তিগত জীবনে শিল্পী হিসাবে আমি বারবার তার পরিচয় পেয়েছি।

সাহিত্যিকরা যখন গল্প ও উপন্যাস লেখেন, চরিত্র সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের সামনে থাকেন পাঠক। শিল্পীরা যখন সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সেই চরিত্রকে রূপ দেন, তখন তাঁদের সামনে থাকেন দর্শক। সাহিত্যিকরা লেখেন তাঁদেরই জন্য যাঁরা বইএর পাতায় তাঁদের রচনা পড়েন, আর শিল্পীরা অভিনয় করেন, তাঁদেরই জন্য যাঁরা ছবির পর্দায় তাঁদের প্রতিরূপ দেখেন।

এই দিক থেকে আমি মনে করি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অভিন্ন বটে, কিন্তু তাঁদের সাধনার রূপ দুটি ভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি পৃথক। কেননা, পাঠক বলতে বুঝায় কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যাঁরা অশিক্ষিত জনসাধারণের তুলনায় মুষ্টিমেয়। আর দর্শক বলতে বুঝায় দেশের আপামর জনসাধারণ। যদি আপনারা বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পাঠক সংখ্যার সঙ্গে সর্বনিকৃষ্ট বাংলা ছবির দর্শকসংখ্যার তুলনামূলক আনুমানিক হিসাব করেন, তবে সেই আমার উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

যখন আমরা আপনাদের সৃষ্ট পাঠক-সমাজ কর্তৃক সমাদৃত জনপ্রিয় চরিত্রের রূপদান করি, তখন আমাদের দৃষ্টি থাকে সেই অশিক্ষিত জনসাধারণের দিকে, যাঁরা ছবির মধ্যে দিয়ে চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। বহু সময় তাদের জানার দরকার হয় না, অনেক সময় তাঁরা জানতেও পারেন না কাহিনীর মূল অংশ কী; শিল্পীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয়। অনেক সময় দেখেছি একটি বই পড়ে একটি বিশেষ চরিত্রের যে বিশেষ ছবিটি মনে জাগে, পাঠকেরা পর্দায় তার অনুশীলন করে সেই ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। শিল্পীর পক্ষে সেই চরিত্রের রূপদান করা একটি কঠিন সমস্যা। বহু সময় শিল্পীদের গোটা চরিত্রটি সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়। শিল্পীর যে অন্তর্দৃষ্টি তা কাহিনীর রূপেই প্রকাশ পায়। সাহিত্যিক শিল্পীদের অনেক সময় তাঁর উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখতে হয় না, লেখকের লেখার পাতায় বাঁধা থাকে না। তেমনি অনেক ছবিতে আমরা যে রূপ একাকারে দেখি, তা আপনারা পাতার পর পাতায় রচনার তার দর্শন দেন।

সময় সময় আপনাদের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমতার অভাব ঘটে এজন্যই। আপনারা আপনাদের সৃষ্টি কাহিনী ও চরিত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত রক্ষণশীল, সময় সময় হয়তো কিছুটা উগ্র-রক্ষণশীল। অনেক ক্ষেত্রে দেখি আপনারা যে চরিত্র সৃষ্টি করেন তার সমালোচনা জনসাধারণও মেনে নেয়। আপনাদের পক্ষে হয়তো সহজ ও স্বাভাবিক হয় না। কিন্তু একটি সত্য আপনারা যদি মেনে নেন, তবে এ সমস্যার খুবই সহজেই হয়তো সমাধান হয়। আপনাদের সৃষ্টি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, আমাদের কাজ অশিক্ষিত ও সাধারণের। আর আমাদের সৃষ্টি শুধুমাত্র বর্তমানের, যে বর্তমান কালই অতীত হয়ে যাবে সেই ক্ষণস্থায়ী বর্তমানের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্বসাধারণের। সুতরাং মূল সৃষ্টির মহিমা ক্ষুণ্ণ না করে সিনেমার জন্য সৃষ্টি জনগণ ও জনগণের উপযোগী সংযোজনা অবলম্বনে বা

ছবির নাট্যরূপের উন্নতি হয়, চরিত্রের সার্থকতা ঘটে, তবে তা যেন নেওয়াই আমি উচিত মনে করি, যদিও তাতে তেমন নির্ভর সাহিত্যরসের কিছু হেরফের ঘটে।

আমার এ উক্তি দুঃসাহসিক, কিন্তু [illegible] নয়, [illegible] প্রকাশ নয়, চিত্রশিল্পীর নিবেদন। শিল্পীদের ও চিত্র-নির্মাতাদের এই সৃষ্টিশীলতার স্বীকৃতিটুকু আপনারা যদি একটু সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করেন—এই আশাতেই আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করলাম।

[illegible]

[illegible] আজ [illegible] নির্ভর। [illegible] একই [illegible]। যে আমরা একই প্রকৃতির কোলে, একই নীল আকাশের নীচে, একই চন্দ্র-সূর্যের আলোয় এক মায়ের কোলে জন্ম নিয়েছে, সেতু উভয়ের ভাষাও এক, ভাবও এক। তাই জগতের সকল স্তরের সাহিত্যের পাঠকের মনের ভাবের মধ্যে স্থান ও কালের ব্যবধানের ভিত্তি করে আজ যে একই মহাসংগীতের মূর্ছনা জেগে উঠেছে, আমাদের চিত্রশিল্পকে ও শিল্পীকেও সেই একই সুন্দরের সাধনা করতে হবে, একই সৃষ্টির মানস সরোবরে স্নান করতে হবে। যেমন শিল্পীর কোন ভিন্ন জাত নেই, তেমনই তার কোন ভিন্ন ভাষাও থাকা উচিত নয়,—শিল্পের ক্ষেত্রে। জানি না এমন কোনদিন পৃথিবীর বুকে জন্ম নেবে কিনা—যেদিন পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠী একই

ছায়াচিত্র পরিষদের 'কাজা মাজা'-র একটি মনোরম দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ভাষার মধ্য দিয়ে পরস্পরকে চিনবে, জানবে, অনুভূতির আদান প্রদান করবে। সেদিন নিশ্চয়ই সেই শিল্পের মাথায় দেবতার অলক্ষ্য পুষ্পবৃষ্টি হবে। তবুও একথা আজ সকল দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য ও চিত্রশিল্পের পসারীরা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, একই সুন্দরের ছায়া সকল দেশের, সকল ভাষাভাষী শিল্পীদের এবং বিচার—এর সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যের আবেদনেই বাংলা ছায়াছবি আজ দেশ ও বাইরের প্রাঙ্গণে যে পসরা সাজিয়ে আসবার অধিকার পেয়েছে, সে অধিকার নিশ্চয় জানি এসেছে বাংলার ও প্রবাসের বাংলা সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবীদের হাতের প্রসারিত পরিচয়। তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে শেষ করা যায় না। আর চলচ্চিত্রে এই সাধ্য ও প্রাপ্য অধিকার অর্জিত এখনো না প্রযোজনা করবার মতো আর যাদের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার তুলনা হয় না, সেই চলচ্চিত্রশিল্পের সেই একনিষ্ঠ সেবকদের সেই পরিশ্রমের প্রতিও আমাদের এই শিল্পের কৃতজ্ঞতা যেন কখনো [illegible] না মন থেকে। তাঁদের কষ্টের ও [illegible] ইতিহাস উজ্জ্বল করবার পথে ও [illegible] সৌধের ভিত্তির নয়। [illegible] উদাহরণ এই যে কৃতজ্ঞ [illegible] তাঁরা শুধু বাংলা ছায়াচিত্রশিল্পেরই পথ প্রসার করে দিয়ে যাননি, তাঁদের অবদান সাগরের মধ্যে যেমন ভাবার স্রোতিকে তাঁরা নিয়ে গেছেন অন্তরের অন্তঃ। তাঁদের আমরা কোনদিন ভুলব না, যেমন ভুলতে পারি না বাংলা ভাষাকে যাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের অবিনাশ কীর্তির দিক।

এই নিবেদন প্রযোজকদের কাছেই যে আপনারা প্রযোজকদের দেশের এই বিরাট জাতীয় শিল্পকে আরও একটু সহানুভূতি ও সহযোগিতার মন নিয়ে দেখুন। যে শিল্প আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প, যে শিল্প আজ ভারতের লক্ষ লক্ষ পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করছে, তার মধ্যে সমস্যা নিশ্চয়ই অনেক থাকতে পারে বটে, কিন্তু এই শিল্পের কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে [illegible] নিয়ন্ত্রণ ও [illegible]। তা না হলে এই শিল্প কখনই এত বড় ও স্থায়ী হতে পারতো না।

শ্রী এন সি এ প্রোডাকসন্সের "হাসপাতাল" চিত্রের একটি দৃশ্যে নবীন (শ্রীমান অলক) ও প্রবীণের (ছবি বিশ্বাস) মধুর সমন্বয়

## চিঠিপত্র

### শুভ বিবাহ

মহাশয়,

[illegible] কাহিনীর ভিত্তিতে [illegible] পরিচালনায় [illegible] ... এর মধ্যে বিবাহ [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] উপস্থিত করা হয়েছে।

[illegible] বিবাহ-অনুষ্ঠান [illegible] ... এর অর্থ সম্পূর্ণ অন্যভাবে অনুভব করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, [illegible] পরিচালক যেন দুটি হৃদয়ের মিলনের বেদনাকেই মূর্ত করতে চেয়েছেন। অভিভাবকদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে অনাগতে যেন এমনি করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো সন্ধ্যা ও অন্যান্য নায়িকার ছায়াছবি।

তাছাড়া, সন্ধ্যার বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরে দেখানো হয়েছে, শুধু এই দৃশ্যের পরে সন্ধ্যার বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রকৃতি এবং নির্ধারিত সাজসজ্জার [illegible] মনে হয়, সন্ধ্যার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ এরে হয়তো প্রকাশিত হয়নি।

[illegible]।
কল্যাণী সিংহ।

# খেলার মাঠে

একলব্য

কানপুরের গ্রীন পার্কে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারত অস্ট্রেলিয়াকে ১১৯ রানে পরাজিত করে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সারা ক্রিকেট বিশ্ব আজ হতবাক হয়ে গিয়েছে ভারতের এই সাফল্য দেখে। [illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

ভারত—[illegible]

অস্ট্রেলিয়া—[illegible]

[illegible]

## ☆☆ বিজয়-অভিযানের সারথি ও রথী ☆☆

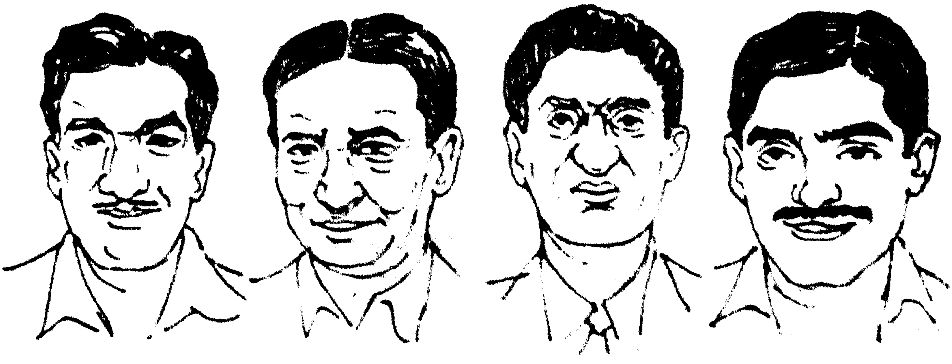

অধিনায়ক রামচাঁদ, জেসু প্যাটেল, পলি উমরিগর ও নরী কন্ট্রাক্টর

জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা হয়। প্রথম টেস্টের পি জি যোশী, মুদিয়া ও রামকান্ত দেশাই-এর স্থানে নরেন তামানে, জেসু প্যাটেল এবং রামনাথ কেনীকে দ্বিতীয় টেস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরিবর্তনে ভারতীয় দলের ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং সব বিষয়েই উন্নতি দেখা যায়।

* * *

এবারে আসা যাক খেলার আলোচনায়। গত ১৯শে ডিসেম্বর কানপুরের মনোরম গ্রীন পার্কে রামচাঁদ টসে জয়ী হওয়ায় পঙ্কজ রায় ও নরী কন্ট্রাক্টরকে ব্যাট করতে পাঠান। ভারতের সূচনা তেমন ভাল হয় না। মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই কন্ট্রাক্টর রায় ও উমরিগর মাত্র ৫১ রানের মধ্যে আউট হয়ে যান। মধ্যাহ্ন ভোজের পর দলের পতন আরও দ্রুততর হয়ে পড়ে। ডেভিডসন ও বিনোডের মারাত্মক বোলিং-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যাটসম্যানই বেশীক্ষণ উইকেটে টিকে থাকতে পারেন না। চা-পানের সময় পর্যন্ত ভারতের ৬ উইকেটে মাত্র ১২৩ রান ওঠে। কিন্তু চা-পানের অর্ধ ঘণ্টা পরেই মাত্র ২৩ রান যোগ করে ভারতের বাকী চারজন ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। মাত্র ২৬৩ মিনিট ব্যাটিংয়ের পর মোট ১৫২ রানে ভারতের প্রথম ইনিংসের উপর যবনিকা নেমে আসে। ডেভিডসন ৩১ রানে ৫টি এবং বিনোড ৬৩ রানে ৪টি উইকেট নিয়ে বিপক্ষের পতনের পথ সুগম করে দেন। দিনের শেষে মাত্র ২০ মিনিট ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে ২৩ রান তোলে।

দ্বিতীয় দিনের খেলার ইতিহাস উত্তেজনা এবং উন্মাদনায় পূর্ণ। প্রথম দিনের দুই নট আউট ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড ও ফেভারেল খেলার শুরুতে দলের রান সংখ্যাকে সহজভাবেই এগিয়ে নিয়ে যান। ৭১ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট পড়ে। এর পর হার্ভে ও ম্যাকডোনাল্ড জুটি যখন ১ উইকেটে ১২৮ রান তোলেন তখন প্রথম টেস্টের মত এই টেস্টেও অস্ট্রেলিয়ার সহজ জয়লাভই দর্শকদের চোখে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্রিকেট খেলা অনিশ্চয়তার খেলা। নিশ্চিত সত্যও অনেক সময় অসত্যে ও অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় বলেই তো ক্রিকেটের আকর্ষণ এত বেশী। মধ্যাহ্ন ভোজের পর গুজরাটের তরুণ স্পিন বোলার জেসু প্যাটেল অস্ট্রেলিয়ার নিশ্চিত বিজয়ের পথ রোধ করে দাঁড়ান। তাঁর মারাত্মক স্পিনের সামনে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের মহারথীরা বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। [illegible] উইকেটে তাঁর অফব্রেক এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে একেবারে তাঁর বোলিং-এর পরিসংখ্যান হিসাবে দাঁড়ায় ১৮.৩—১০—২৬—৮ উইকেট। চা-পানের কিছু পরেই ২১৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। জেসু প্যাটেল ৬৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার ৯জন ব্যাটসম্যানকে আউট করার অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্য হয়ে তাঁরই বলে বাকী একজন ব্যাটসম্যান ওনীল যে ক্যাচ তুলেছিলেন, সেই ক্যাচটি নাদকার্ণীর হাত থেকে যদি পড়ে না যেত, তাহলে বাকী উইকেটটিও তাঁর হাতছাড়া হত না। যাই হোক ৬৯ রানে ৯টি উইকেট ভারতের কোন বোলার টেস্ট ক্রিকেটে আগে কখনো লাভ করেননি। গতবার কানপুরে টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সুভাষ গুপ্তে ১০২ রানে ৯টি উইকেট দখল করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন জেসু প্যাটেল সেই ইতিহাসকে ম্লান করে দিলেন। ব্যাটিং-এ ম্যাকডোনাল্ড, হার্ভে এবং শেষ সময় ডেভিডসন খানিকটা কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তবে ডেভিডসন ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার কোন ব্যাটসম্যানই প্যাটেলের বিরুদ্ধে সহজভাবে খেলতে পারেননি।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬৭ রান পেছনে থেকে ভারতীয় দল দ্বিতীয় দিনের শেষ [illegible] মিনিট খেলার সুযোগ পেয়ে কোন উইকেট না হারিয়ে ৩১ রান সংগ্রহ করে। রায় ৮ রান ও কন্ট্রাক্টর ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনের খেলার সূচনা ভারতের পক্ষে শুভ হয় না। আগের দিনের [illegible] এক রান যোগ হবার পরেই [illegible] পঙ্কজ রায় আউট হয়ে যান। [illegible] কন্ট্রাক্টরের [illegible] মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতের ২ উইকেটে ৯৯ রান ওঠে। কন্ট্রাক্টর ৬২ রান ও [illegible] ১১ রানে নট আউট থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পরেও বেশ কিছুক্ষণ [illegible] উইকেটে থাকে। কিন্তু কন্ট্রাক্টর নিজস্ব ৭৪ রানের মাথায় এক অবিবেচনার আউট হয়ে যান। তাঁর আউট হবার কাহিনী হল—ডেভিডসনের একটি বল মারার চেষ্টা করায় বলটি তাঁর ব্যাটের কিনারায় লাগে। [illegible] যাই হোক এরপর চাঁদ বোরদে খেলতে নেমেও বেশ ভাল খেলে রান সংখ্যাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু দলীয় ১৪৭ রানের মাথায় [illegible] আউট হয়ে যাবার পর রামচাঁদ খেলতে নেমে অল্প-রানের মধ্যেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। রামনাথ কেনী বোরদের সহযোগী হিসাবে খেলতে নেমে প্রথমদিকে কিছুটা আড়ষ্ট-ভাবে খেলার পর নিজের খেলা শুরু করে দেন। ৪৪ রান করার পর বোরদে আউট হয়ে গেলে অনেকের মনেই ভারতীয় দলের ভাগ্য পতন নিশ্চিত বলে মনে হয়। কিন্তু নাদকার্ণী মাঠে নেমে সে ধারণার পরিবর্তন করে দেন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ২২৬ রান ওঠে। কেনী ও নাদকার্ণী ২৯ ও ৮ রানে অপরাজিত থাকেন। তৃতীয় দিনের [illegible]

একদিন বিশ্রামের পর চতুর্থ দিনে [illegible] ২৯১ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে।

২২৫ রান করলে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করতে পারে এমন [illegible] ম্যাকডোনাল্ড ও [illegible] অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করেন কিন্তু সূচনা শুভ হয় না। [illegible] ২ উইকেটে ৫৯ রান ওঠে। [illegible] ও ওনীল অপরাজিত থাকেন।

পঞ্চম বা শেষ দিনের খেলা যখন শুরু হয়, তখন অস্ট্রেলিয়ার হাতে ৮টি উইকেট এবং জয়লাভের জন্য দরকার ১৬৬ রানের প্রয়োজন। সারা ভারতের ক্রিকেট উৎসাহী-দের মনে একটি জিজ্ঞাসা—আবার কি প্যাটেল প্রথম ইনিংসের মত বোলিংএ [illegible] দেখাবেন? সারা ভারত রেডিওতে খেলার ধারাবিবরণী শুনতে থাকে, [illegible] সকলেই দাঁড়িয়ে পড়ছে—ঐ একই প্রশ্নের

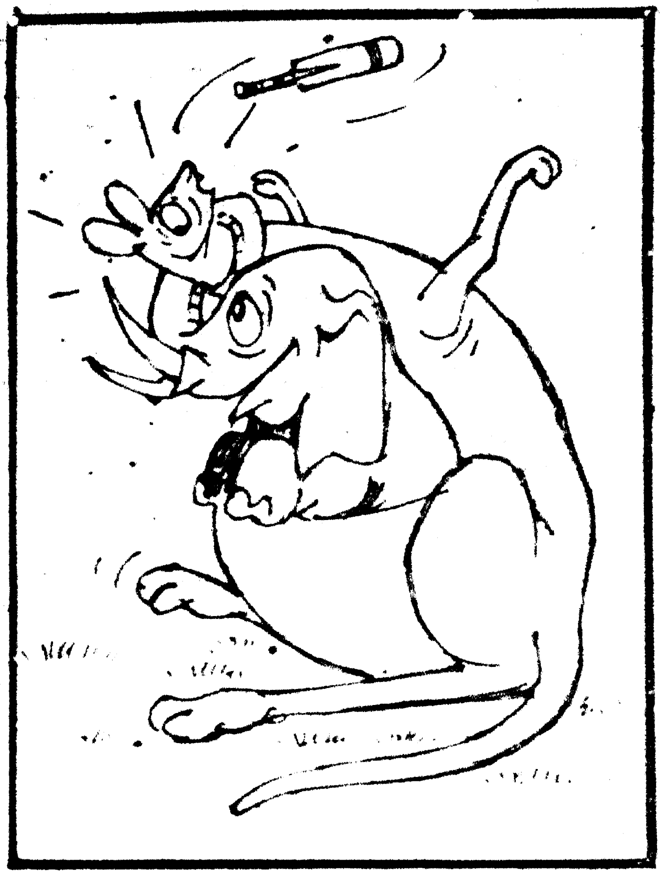

কার্টুনিস্টের চোখে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টের দৃশ্য—অস্ট্রেলিয়ার প্রতীক ক্যাঙারু, আর ভারতের হাতি। দিল্লীতে প্রথম টেস্টে ক্যাঙারু হাতিকে পেটের থলের মধ্যে পুরে ফেলেছিল। কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টের সময় থলের মধ্য থেকেই হাতি শুঁড় দিয়ে ক্যাঙারুর গলা চেপে ধরেছে

[illegible]

[illegible]

সর্বপ্রথম বিজয়ী [illegible] সবচেয়ে [illegible] বিরুদ্ধে।

[illegible]

ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার সর্বনিম্ন রানসংখ্যা [illegible] কানপুর টেস্টের ১০৫ রান [illegible] ১৯৫৭ সালে ১০৭ রানে ইনিংস শেষ করে অস্ট্রেলিয়ার ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কম রানের যে রেকর্ড ছিল, সেটিও ভেঙেছে এই টেস্টে।

[illegible]

## স্কোর বোর্ড

**ভারত ১ম ইনিংস—১৫২ রান** [illegible]

**অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস—২১৯ রান** [illegible]

**ভারত ২য় ইনিংস—২৯১ রান** [illegible]

**অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস—১০৫ রান** [illegible]

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২১শে ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন, তিনি আজ পূর্বাহ্নে চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রীচু-এন-লাইয়ের নিকট প্রেরিত এক পত্রে তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি ২৬শে ডিসেম্বর যে বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি (শ্রীনেহরু) তাহা স্বীকার করিতে অক্ষম।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল লোকসভায় ঘোষণা করেন, আজ হইতে [illegible] উড়িষ্যা ও [illegible] পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লইয়া একটি খাদ্যাঞ্চল গঠিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ কর আইনসমূহের জটিল নিয়ম-সমূহ, বিভাগীয় কর্মচারীদের [illegible] এবং [illegible] অপ্রচুর, মামলা দায়ের এবং [illegible] ব্যবস্থা না করা—এইগুলিকে ত্যাগী কমিটি এই দেশে [illegible] কর ফাঁকি দিবার অন্যতম কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

২২শে ডিসেম্বর—গত ২১শে নভেম্বর আসানসোলে সংঘটিত বিস্ফোরণ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তদন্তকারী অফিসার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন বে-সরকারী দল কর্তৃক [illegible] গুরুতর গাফিলতি ও অসাবধানতা হয়। তিনি বলেন যে, এই অন্যায় কাজের জন্য নির্দিষ্ট-ভাবে [illegible] সরকারী অফিসারদের দায়িত্ব অস্বীকার্য নয়।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালী অদ্য লোকসভায় ১৯৫৯ সালের শিশু বিল উত্থাপন করেন। অবহেলিত ও বিপথগামী শিশুদের রক্ষা, শিক্ষা-দান, পুনর্বাসন ও নাবালক অপরাধীদের [illegible] এবং বিচারের ব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই বিল উত্থাপিত হইয়াছে।

২৩শে ডিসেম্বর—উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চীনা সৈন্যের সমাবেশের পর হইতে আসামে সমাজ-বিরোধী লোকদের কার্যকলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে বিশেষ উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি সমাজবিরোধী লোকেরা পূর্ব সীমান্তগামী একটি সেনাবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করে; শুধু তাহাই নয়, তাহারা চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আসাম ও নেফা অঞ্চলে মোতায়েন সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিরও চেষ্টা করিতেছে।

আজ সকালে আগ্রার নিকটে এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে বিমানবাহিনীর পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন অফিসার।

২৪শে ডিসেম্বর—কানপুর শহরের মধ্যে গ্রীন পার্ক মাঠে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিল। অস্ট্রেলিয়া ভারতের কাছে ১১৯ রানে হার মানিল। ভারতীয় ক্রিকেট আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে নূতন আলো দেখা দিল। [illegible] অভিনন্দন জানাইল বিজয়-অধিনায়ককে [illegible]।

আজ দেশ জাতীয় [illegible] শিশিরকুমার [illegible]। তিনি [illegible] অর্থ [illegible] হইতে মুক্ত হইয়া [illegible] জীবনযাত্রার [illegible] না [illegible] হইয়া [illegible] এবং [illegible] হইয়া পড়িবে।

২৩শে ডিসেম্বর—আজ [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন [illegible] সম্মেলনের [illegible] অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] —এই সম্মেলনের [illegible] প্রতিনিধি [illegible] যোগদান করিয়াছেন।

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ওয়াশিংটন হইতে প্রেরিত এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, চীন-ভারত সীমান্তে প্রচুর চীনা সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। মার্কিন সরকারী মহল এই সংবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে অস্বীকার করেন।

২৬শে ডিসেম্বর—[illegible] আজ এবং ২০ দিনের [illegible] উদ্বাস্তুদের [illegible] জীবন যাপন করিয়া দিবার যে নূতন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না সম্প্রতি তৈয়ারী করিয়াছেন; তাহার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অসন্তোষ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। এখন সেই বিক্ষুব্ধ জনমতের সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রতিবাদও যুক্ত হইয়াছে।

কিছু দিন আগে ট্রাম কোম্পানী ট্রাম যাত্রীদের প্রতি টিকিটে এক নয়া পয়সা করিয়া ভাড়া বাড়াইয়াছেন। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাসের ভাড়া বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৭শে ডিসেম্বর—অদ্য যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে দীক্ষান্ত ভাষণ [illegible] ভারতের [illegible] যাহাতে বেকার সমস্যার উদ্ভব না হয়, তাহার জন্য এখন হইতে উপযুক্ত [illegible] ও বেকারী সমস্যাকে [illegible] করিয়াছেন।

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, [illegible] কর্মকর্তাদের [illegible] পশ্চিমবঙ্গ [illegible] ও [illegible] মধ্যে [illegible] এ সম্বন্ধে আর কোন বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই।

## বিদেশী সংবাদ

২১শে ডিসেম্বর—পশ্চিমী দেশের আজ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভকে আগামী ১৯৬০ এপ্রিলে প্যারিসে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

ইরানের শাহ আজ তেহরানে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে কুমারী ফারাদিবার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কুমারী ফারাদিবার বর্তমান বয়স ২১ বৎসর। ইরানের শাহের বর্তমান বয়স ৪০ বৎসর।

২২শে ডিসেম্বর—[illegible] সরকারের [illegible] এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, [illegible] একটি [illegible] লইয়া [illegible]।

২৩শে ডিসেম্বর—[illegible] ১৩,০০০,০০০ [illegible] এই অর্থ [illegible] হইবে।

২৩শে ডিসেম্বর—[illegible] এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, [illegible] সম্মেলনে [illegible] প্রেরণ করিয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—[illegible] সরকার আজ [illegible] এবং [illegible] এক [illegible] ইউনিয়নের নিকট [illegible] করিয়াছেন। এই [illegible] এবং [illegible] উন্নয়ন [illegible]।

২৭শে ডিসেম্বর—ইরান-ইরাক সীমান্ত হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত [illegible] হইতে আজ এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইরাকের সীমান্তে ইরাকের দিকে আরও ৩টি [illegible] সীমান্তের [illegible] হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহার পর ইরান সীমান্তের নিকটে [illegible] ও ট্যাঙ্ক প্রেরণ করিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৬০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

Cooch Behar

') শনিবার, ২৪ পৌষ, ১০৩৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 9th Jan[illegible] 1969 [illegible] পয়সা সংখ্যা ১০

GOVERNMENT LIBRARY

শিষ্টাচার
ক্ষিপ্রতা
নৈপুণ্য

বাদ পড়বে না কিছু—তেল, জল, হাওয়া, পেট্রোল সবই দেখা হয়। হবেই বা না কেন—আমাদের প্রত্যেক পাম্পে যে-সব সহায়কদের হাতে এই কাজ তারা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তারা শান্ত অথচ ক্ষিপ্র ও বিধিসম্মত নৈপুণ্যের সঙ্গে গাড়ীর প্রয়োজনীয় সব কিছুই যোগাতে প্রস্তুত। তাদের কাছে এলেই আপনি অনুভব করবেন সম্মানিত ক্রেতার সমাদর।

বার্মা-শেলের পাম্পে গাড়ী নিয়ে আসুন। এলেই দেখতে পাবেন সহাস্য মুখের অভিবাদন এবং আপনাকে সব রকমে সাহায্য করার আগ্রহ।

বার্মা-শেলের
সেবাই
এই।

— নূতন তিনটি উপন্যাস —

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **মিলনান্তক** ৪৸৹

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পরিশোধ** ৪৷৷

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **তরঙ্গের গন্ধ** ৫৲

[illegible]রের নূতনতম উপন্যাস
**উত্তরায়ণ**
তৃতীয় বর্দ্ধিত সংস্করণ
—সাড়ে পাঁচ টাকা—

প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্রেষ্ঠ আধুনিক উপন্যাস
**বেনোয়ারী** ২য় মুদ্রণ ৬৷৷

আশাপূর্ণা দেবীর
**শ্রেষ্ঠগল্প** নূতন মুদ্রণ ৫৲
**গল্প-পঞ্চাশৎ** ৮৲

অনুরূপা দেবীর
চক্র ৪৷৹ পথহারা ৪৲
জ্যোতিঃহারা ৬৷৹
বিচারপতি ৩৲
বারিবহা বাদলে ৩৷৹

নিরুপমা দেবীর
**অনুকর্ষ** ৪৲
শ্যামলী ৫৲
প্রত্যর্পণ ৩৲

অবধূতের আশ্চর্য বই:
**উদ্ধারণপুরের ঘাট** ১০ম মুদ্রণ ৪৷৷ **বহুব্রীহি** ৩য় মুদ্রণ ৪৷৷
**বশীকরণ** ৪৷৷ **মরুতীর্থ হিংলাজ** ৫৲ **দুইতারা** ২৷৷
৭ম মুদ্রণ ১৮শ মুদ্রণ ৪র্থ মুদ্রণ (যন্ত্রস্থ)

প্রমথনাথ বিশীর
সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি
**কেরী সাহেবের মুন্সী**
পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হইল
—সাড়ে আট টাকা—

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস
**বহ্নিবন্যা** ২য় মুদ্রণ ৮৷৷
প্রেরণা ২৸৹ দুটি ২৷৹
আবছায়া ২৸৹
পিতরাশ্চরিত্রম্ ৩৲ ভাড়াটে বাড়ী ৩৲
নারী ও নিয়তি ২৷৹
বিরহবিলাপ (নাটক) ২৲

কবিশেখর কালিদাস রায়ের
**সাহিত্য-প্রসঙ্গ**
—পাঁচ টাকা—

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
**আধুনিক বাংলা কাব্য** ৬৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
**সমুদ্র সফেন** ২য় মুদ্রণ ৪৷৷ **পঞ্চতপা** ২য় মুদ্রণ ৬৷৷

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**অনমিতা** ২য় মুদ্রণ ৪৲
**শ্রেষ্ঠগল্প** ২য় মুদ্রণ ৫৲

তারাশঙ্করের অনন্যকাহিনী
**না**
চতুর্থ মুদ্রণ
আড়াই টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
দুটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
**অস্তি ভাগীরথী তীরে** ২য় মুদ্রণ ৭৲
**উত্তরফাল্গুনী** ৬৷৷
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৫৷৹ কালো ভ্রমর ৫৲ নূপুর ৩৸৹
হীরা চুনি পান্না ৪৷৹
আ রা ম ন গ ২৷৹

বনফুলের
**রচনাসংগ্রহ** ৭৷৷

॥ মিত্র ঘোষের বই মানেই শ্রেষ্ঠ বই ॥

# গীত-ভানু

কল্পনা পরিচালিত

**শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন**

১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯

## নূতন শিক্ষাবর্ষ

জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভানুর নূতন শিক্ষা-বর্ষ সুরু হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষাদান করা হয়। তাল, লয় ও অন্যান্য শ্রেণীতে বিভক্ত চার বছরের নির্ধারিত পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তি হবার সময়: শনিবার বিকাল ৫—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১১।

---

একালের কীর্তিমান লেখকদের
দু'খানি নতুন উপন্যাস

**ব্রাত্য**

নারায়ণ সান্যাল । ৩·০০

**নববৃন্দাবন**

নীলকণ্ঠ । ৫·০০

সাহিত্যের রূপ ও রীতি সম্পর্কে
পাঁচখানি প্রবেশক গ্রন্থ

**সাহিত্যের কথা** গুরুদাস ভট্টাচার্য চার টাকা • **কবিতার কথা** বিমলকৃষ্ণ সরকার পাঁচ টাকা • **নাটকের কথা** অজিতকুমার ঘোষ চার টাকা • **ছোটগল্পের কথা** রথীন্দ্রনাথ রায় পাঁচ টাকা • **সমালোচনার কথা** অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়ে পাঁচ টাকা।

**সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড**
৯ রায়বাগান স্ট্রীট । কলকাতা ৬

(সি ৯৭৩৭)

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| এশিয়ার নেতৃত্ব— | ... ... ... ... | ৭২৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... | ৭৩০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... | ৭৩১ |
| দেশের কথা—ডক্টর শশধর সিংহ | ... ... ... | ৭৩৩ |
| দ্বিতীয় মত—রঞ্জন | ... ... ... ... | ৭৩৬ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | ... ... ... | ৭৩৭ |
| আমার সমস্ত ডাক (কবিতা)—শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী | ... | ৭৫২ |

স্মরণীয়

প্রকৃতিমিত্র

নবরূপে পুনঃপ্রকাশ

SONGS
OF THE SEA 4.00

৭ই পৌষের বই ঃ

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস ইস্পাতের ফলা ৩·৫০
শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের লাবণ্যের এনাটমি ৩·০০
হিমানীশ গোস্বামীর লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৩·০০
ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩·০০

সম্প্রতি প্রকাশিত ঃ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস রিক্শার গান ৪·০০
দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস নীরে সোনায় বসতি ৩·৫০
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস মাঝির ছেলে ২·৫০
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর (জীবনালেখ্য) ৩·৫০
'শ্রীখেলোয়াড়'-এর ক্রিকেটের রাজকুমার (জগৎবিখ্যাত রনজির জীবনী) ২·৫০

পুনর্মুদ্রিত ঃ

দিলীপকুমার রায়ের ভ্রমণ কাহিনী দেশে দেশে চলি উড়ে (২য় সং) ৬·৫০
বনফুলের বিচিত্র উপন্যাস জঙ্গম (৩য় সংস্করণ) ৫·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত উপন্যাস আগামীকাল (নতুন ২য় সংস্করণ) ২·৫০

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
গ্রাম ঃ ক্যালকাটা ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১

সি ১২০৮

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা

**বিদ্রোহী বালক ২·২৫**

ঘটনাবৈচিত্র্যে ও বিন্যাসে বইখানি অপূর্ব হয়েছে। এবং তা ছোটদের ত বটেই বড়দের মনকেও আকৃষ্ট করবে। —দেশ

**রূপকথার দেশে ২·৫০**

বিভিন্ন রূপকথার মেলা

অরুণ ঘোষের লেখা

**রুশ দেশের উপকথা ২·২৫**

নয়টি চিত্তাকর্ষক গল্প

জগদানন্দ রায়ের লেখা

**বিজ্ঞান গ্রন্থমালা**

১৫খানা বইয়ে পূর্ণ

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬



অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

# কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

(অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভূমিকাসহ)

মূল্য : ২·৭৫

# প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

(ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকাসহ)

[illegible] সাহিত্যের এক অসাধারণ সংযোজন।

"... শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় [illegible]" [illegible]

"Because of his clarity of understanding he had expressed himself in so nice a way that it is a joy to be in his company ... All university students will find the book to be most useful and usable. It is an excellent reference book as well."

—Amrita Bazar

মূল্য : ৮

॥ গ্রন্থনিলয় ॥ ১৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬



**READ !**

**Bidhu Bhusan Das Gupta's**

**SELF-TAUGHT SERIES**

**1. LEARN BENGALI** (yourself) 2.50
(Through English—2nd Edition)

**2. LEARN HINDI** (yourself) 3.00
(Officers' guide-through English)

**3. রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ** 1.80
(৮ম সংস্করণ)
[বাংলা ভাষায় হিন্দী শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম পুস্তক বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে]

**4. বাংলা ভাষা প্রবেশ** 1.25
(হিন্দীভাষীদের জন্য 2nd Edition)

**5. বাংলা সাহিত্য পাঠ** .85
(অবাঙালীদের জন্য)

**6. হিন্দী বাংলা কথোপকথন শিক্ষা** (৩য় সংস্করণ) .85

**7. বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী—ত্রিভাষা শব্দবোধ** .85
(৩য় সংস্করণ)

**8. রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা**
(১ম, ২য়, ৩য় ভাগ)

**Das Gupta Prakashan**

8, Ramanath Mazumder Street, Cal.-9.



# নাটক বাছাই করুন

শচীন্দ্র [illegible] ১৯৫৮ সালের [illegible] পুরস্কারপ্রাপ্ত

**সংক্রান্তি ২·৫০**

তুলসী লাহিড়ীর শ্রেষ্ঠ নাটক

**লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার ২·০০**

কিরণ মৈত্রের প্রতিযোগিতায় [illegible] নাটক

**নাটক নয় ১·২৫**

ছোটদের অভিনয়ের জন্য

**ছোটদের রঙমহল ৩·৫০**

[illegible] নাটক সংকলন।

সুনীল দত্তের

প্রতিযোগিতায় [illegible] নাটক

**হবু রাজার দেশে ১·৭৫**

॥ বের হল ॥

জোছন দস্তিদারের বিখ্যাত নাটক

**দুই মহল**

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২·৫০

॥ বের হল ॥

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

[illegible]

**কান্না-হাসির পালা ২·৫০**

॥ অন্যান্য নাটক ॥ [illegible] একাঙ্ক নাটক সংকলন **একাঙ্ক সপ্তক** (৩·০০) সুনীল দত্তের **হরিপদ মাস্টার** পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ (২·০০) **জতুগৃহ** (১·৫০) স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত **অংকুর** (১·৫০) ও **দুঃস্বপ্ন** (০·৫০) একাঙ্ক নাটক সংকলন **ত্রিনয়ন** (১·০০) রমেন লাহিড়ীর **অপরাজিত** (১·৭৫) শান্তি মুখোপাধ্যায়ের **জিজ্ঞাসা** (২·২৫) দীপঙ্কর সরকারের **অপরাধী** (০·৬২) সঞ্জীব সরকারের **জয়ের পথে** (১·৫০)

**জাতীয় সাহিত্য পরিষদ** ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

# সূচিপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |

আয়না (কবিতা)—শ্রীউৎপলা গোস্বামী ... ... ৭৪২
ফরমায়েসী গল্প—আরণ্যক ... ... ... ৭৪৩
বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ ... ... ৭৪৯
মাটির পুতুল—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ... ... ৭৫৩
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ... ৭৬৩
নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ... ... ৭৬৭
দুই যাত্রায় এক ফল—শ্রীশচীন কর ... ... ... ৭৭৩
আলোচনা— ... ... ... ... ৭৭৬

**বিদ্যোদয়ের বই**

উপন্যাস ও স্মৃতিকথা

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| মধুরিমা | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ... | ৬·০০ |
| নাগিনী মুদ্রা | অমরেন্দ্র ঘোষ | ... | ৩·৫০ |
| সূর্যগ্রাস | সুশীল জানা | ... | ৩·৭৫ |
| তাপসী | প্রফুল্ল রায়চৌধুরী | ... | ৩·৫০ |
| ময়ূরাক্ষী | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ... | ৩·০০ |
| গৃহকপোতী | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ... | ৩·৫০ |
| দূরের নদী (অনুবাদ) | আনা লুইস স্ট্রং | ... | ৪·৫০ |
| পথে প্রান্তরে : ২য় পর্ব | বেদুইন | ... | ৪·০০ |
| চলমান জীবন : ১ম খণ্ড | পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় | ... | ৫·০০ |

প্রবন্ধ ও বিবিধ সাহিত্য

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| চিত্রদর্শন | কানাই সামন্ত | ... | ২৫·০০ |
| মানব-বিকাশের ধারা | প্রফুল্ল চক্রবর্তী | ... | ১২·০০ |
| পরিব্রাজকের ডায়েরী | নির্মলকুমার বসু | ... | ৪·৫০ |
| বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা | কপিল ভট্টাচার্য | ... | ৪·৫০ |
| স্বাধীনতার পরে পাঁচ বছর | অনিলা দাশগুপ্তা | ... | ২·৫০ |
| পরিভাষা কোষ | সুপ্রকাশ রায় | ... | ১০·০০ |
| শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য | খগেন্দ্রনাথ মিত্র | ... | ৭·০০ |
| সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা | ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য | ... | ৬·৫০ |
| বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র | | ... | ৬·০০ |
| স্তালিন যুগ (অনুবাদ) | আনা লুইস স্ট্রং | ... | ৩·২৫ |
| বক্তব্য | ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ... | ৫·০০ |
| রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন | ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য | ... | ৫·০০ |
| মহাকাব্য | হেমন্তকান্ত চৌধুরী | ... | ১২·০০ |

**বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড**
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড :: কলিকাতা ৯

চীন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা

*

**CHINA PICTORIAL**

চীন দেশের বিরাট গঠনমূলক কর্মকাণ্ড ও জনজীবনের চিত্ররূপ।
[illegible]

**WOMEN OF CHINA**

বার্ষিক : ১০·০০ প্রতি সংখ্যা : ০·৪০
চীনা মেয়েদের খবরাখবর সম্বলিত একটি উজ্জ্বল সচিত্র দ্বিমাসিক পত্রিকা। ১৯৬০ সালের প্রথম সংখ্যায় চীনা মেয়েদের ওপর একটি সচিত্র ক্রোড়পত্র সংযোজিত থাকবে।
বার্ষিক : ১·৮০ প্রতি সংখ্যা ৩১

**CHINESE LITERATURE**

[illegible]
প্রতি সংখ্যায় প্রায় ১৫০ পাতা থাকে।
বার্ষিক : [illegible] প্রতি সংখ্যা : ০·৫০

**CHINA'S SPORTS**

[illegible] দ্বিমাসিক পত্রিকা।
বার্ষিক : ১·৮০ প্রতি সংখ্যা : ০·৩৫

**EVER GREEN**

চীনের যুব ও ছাত্রসমাজের উপর পত্রিকা।
[illegible]
বার্ষিক : ২·০০ প্রতি সংখ্যা : ০·৩৫

নিয়মিত পাবার জন্য
অবিলম্বে গ্রাহক হোন।

**ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ**
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট : কলকাতা ১৩

ঘন, সতেজ ও পরিপাটী
কেশগুচ্ছের জন্য
টাটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু
● সহজে বারে বারে চুল পরিষ্কার করা যায়
● খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
● চুল ও চুলের গোড়া নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়
● সহজে ধুয়ে ফেলা যায়
● চুল কালো কুচকুচে দেখায়
Shampoo
For Lustrous Hair
দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| গানের আসর—শার্ঙ্গদেব | ... ... ... ... | ৭৭৯ |
| ছায়াছবি— | ... ... ... ... | ৭৮২ |
| চিত্র প্রদর্শনী— | ... ... ... ... | ৭৮৩ |
| বিশ্ব বিচিত্রা— | ... ... ... ... | ৭৮৫ |
| পুস্তক পরিচয়— | ... ... ... ... | ৭৮৭ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | ... ... ... ... | ৭৯০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... ... ... ... | ৭৯৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... ... ... ... | ৮০০ |



প্রকাশিত হল—

অবধূতের

নবতম বিস্ময়কর উপন্যাস

দেবারিগণ ৪৷৷০

"আজ নয়, কাল নয়—অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে হয়তো এ কাহিনী লুকিয়ে আছে। [illegible] এমন একটা সময় আসবে যখন [illegible]—এই তিন শত্রুর কবল থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। তখনকার সেই [illegible] কাছে হয়তো আমার এই কাহিনীটির কিছু মূল্য হবে।"

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপন্যাস
সীমান্তরেখা ৩৷৷
সমারোহ ২৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
মহুয়া কথা ৩৷৷
আশাপূর্ণা দেবীর
স্বপ্ন শর্বরী ৩৲

প্রবোধকুমার সান্যালের বহু বিখ্যাত উপন্যাস

নদ ও নদী ৫৲

নব প্রকাশিকা—১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



আগামী বাংলা নববর্ষে বাহির হইবে
সুন্দর, পারিপাটি, রচনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ
নববর্ষ-সংকলন

মধুরাংশ্চ

সম্পাদক:
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
প্রকাশক:
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[illegible]

• • • •

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে

বরণীয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[illegible]

বারোটি অপূর্ব
প্রেমের গল্প

সুভদ্রার ভাটে

একালের শক্তিশালী কথাশিল্পী
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
একখানি অনবদ্য গল্প-সংকলন
মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

•

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
ফোন: ৩৪—১৬০৬
গ্রাম: প্রকাশিকা

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

## প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিরন্তনী উপন্যাস

দাম ঃ ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

## মনের মানুষ

ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার প্রীতিতে—
করুণ-মধুর ভাবনায় ভাবিত রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ

দাম ঃ ৩·০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন...

| | | |
|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৫·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ৬·০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ১·২৫ |

প্রকাশের অপেক্ষায়...

| | | |
|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৪·০০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

# আমাদের নিবেদন

অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে, প্রতিমাসে, গল্পভারতীর নিয়মিত নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একটি বিচিত্র সংযোজন দেওয়া হইতেছে। ইহাতে গল্পভারতীর উৎকর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না। একই মূল্যে এই বিচিত্র ও পরমউপভোগ্য সংযোজন পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশিত হইবে ও তাঁহাদের আনন্দ বর্ধন করিবে।

এই নিদারুণ অর্থসঙ্কটের দিনেও বহুব্যয়সাপেক্ষ এই প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য আমরা আমাদের সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি। গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ নব কলেবরে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ গল্পভারতীকে অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিবেন এই আমাদের আশা। দেশের সর্বত্র, বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এই জনপ্রিয় পত্রিকার অভিনব, নিয়মিত ও চিত্তাকর্ষক সংযোজনার দ্বারা বিজ্ঞাপনদাতাগণ প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হইবেন ইহা সুনিশ্চিত। এজেন্টগণও নানাভাবে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্পভারতীর বহুল বিক্রয়ে অধিকতর লাভবান হইবেন — ইহা নিঃসন্দেহ। বঙ্গভাষায় বহু পত্রিকা আছে। কিন্তু এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গল্পভারতী তাহার জয়যাত্রা সুরু করিয়াছে এবং তাহার সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দেশবাসীর উপর। দেশবাসীর নিকট আমাদের নিবেদন গল্পভারতী যেন তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন ও উৎসাহদান হইতে কখনও বঞ্চিত না হয় এবং ইহার নব নব প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা যেন চির-সঞ্জীবিত থাকে।

যে আদর্শ লইয়া গল্পভারতী বঙ্গভারতীর বেদীমূলে দীপ জ্বালিয়াছে, সেই আদর্শের দীপালোকে বাংলাসাহিত্য ও বাংলার সংস্কৃতি যেন সমুদ্ভাসিত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এই আমাদের একান্ত কামনা। সকলের মিলিত সহযোগ ও শুভেচ্ছায় গল্পভারতীর এই নব প্রচেষ্টা সার্থক হউক।

**গল্প-ভারতী**

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৬ ফোন—৫৫-৩২১৪

# দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 9th January, 1960

২৭ বর্ষ ॥ ১০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২৫ পৌষ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ


## এশিয়ার নেতৃত্ব

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ আপাত-দৃষ্টিতে এমনই অপ্রত্যাশিত যে, সহসা ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবু, অবশ্য একটা কারণ আছে, কারণ ছাড়া তো কার্য হয় না। শ্রীযুত নেহরু অবশ্য ইহার কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত নন বলিয়া মনে হয়। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন যে, চীনের ইতিহাস হইতেছে সম্প্রসারণের ইতিহাস, আর নূতন শাসক-গোষ্ঠীও সেই ইতিহাসেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ইহা একটা কারণ হইতে পারে। কিন্তু মূল কারণ না হইতেও পারে অর্থাৎ ইহা মূল কারণের আংশিক প্রকাশ হয়। অনেকে অনুমান করেন আর কিছুই নয়, নূতন এশিয়ার নেতৃত্ব আকাঙ্ক্ষা আছে চীনের ভারত আক্রমণের মূলে। বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য, এই দিক দিয়ে আলোচনা আবশ্যক। নূতন এশিয়ার অর্থাৎ ইউরোপীয় রাষ্ট্রের শাসনমুক্ত এশিয়ার নেতৃত্ব করিবে কোন্ দেশ, এশিয়ার জনগণের কোন্ দেশের দিকে নেতৃত্বের জন্য, নির্দেশের জন্য তাকাইয়া থাকিবে ইহা বর্তমান দিনে এশিয়ার প্রধানতম সমস্যা। অনেকে মনে করেন, লাল চীন ইহার একটা সামরিক সমাধান করিবার আশায় ভারতকে আক্রমণ করিয়া, সম্ভব হইলে ভারতকে পর্যুদস্ত করিয়া নেতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। এই প্রচেষ্টা নূতন নয়, গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে নবজাগ্রত জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করিলে এশিয়ার নেতৃত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল। তখন এশিয়ার অধিকাংশ ছিল পরাধীন, চীন পরাধীন না হইলেও ছিল দুর্বল ও শতধাবিচ্ছিন্ন। এমন অবস্থায় একটি প্রধান পাশ্চাত্য রাষ্ট্রকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে যে-জাপান স্বভাবতই তাহার প্রতি এশিয়ার অন্যান্য দেশের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান ছিল বিজয়ী পক্ষে, তাই তাহার শক্তি আরও বাড়িয়াছিল। ফলে নামে না হইলেও কাজে এশিয়ার নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল জাপান। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম জাপানকে সে স্থান হইতে অপসারিত করিল। এমন সময়ে ভারতবর্ষ ও চীন বিদেশী প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইল। তারপরে-দুই দেশের মধ্যে তুমুল ভেরী নিনাদে মৈত্রী ঘোষিত হইল—পঞ্চশীল ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু তখনি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এমন দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। চীন ও ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র তথা জীবনতন্ত্র এমন বিপরীতমুখী যে, মিলিত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এখন কার্যতঃ তাহাই প্রমাণিত হইল। ইহার কারণ চীনের নেতৃত্ব আকাঙ্ক্ষা। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভারত কখনো এশিয়ায় বা অন্যত্র নেতৃত্ব কামনা করে নাই। নেহরু একথা বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন, এমন কি 'কমিউনিস্ট' কর্তৃক পরোক্ষে অযুক্ত পদে তাঁহাকে টানিবার চেষ্টা হইলেও ভারত সবিনয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ভারত নিজের ঘরোয়া সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত, বহির্জগতে নেতৃত্ব কামনা তাহার নাই। তবে যদি অন্য কোন দেশ তাহার রাষ্ট্রতন্ত্র তথা জীবনতন্ত্র দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, সেকথা আলাদা। তাহাকে আর যাই হোক নেতৃত্ব কামনা বলা চলে না। ভারতের পরাধীনতার যুগে রবীন্দ্রনাথ চীন, জাপান, দক্ষিণ এশিয়া, দ্বীপময় ভারত ও পারস্য ভ্রমণ করিয়াছেন, ভারতের বাণী প্রচার করিয়াছেন, এশিয়ার সৌভ্রাত্র ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বাণীর মধ্যে নেতৃত্ব কামনার আভাসটুকুও নাই। ভারত নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, নেতৃত্ব কামনা করে নাই। নেতৃত্ব একটি রাজনৈতিক সংজ্ঞা।

বলা বাহুল্য কম্যুনিস্ট চীন নৈতিক প্রভাবে বিশ্বাস করে না, তাহার একমাত্র আস্থা শক্তির জোরে। আর সেই শক্তির জোরে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারত আক্রমণ। তাহার মনের ভাব এই যে, শক্তির জোরে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হইলে এশিয়ার এখনো যে-সব ছোট-বড় দেশ আছে, তাহারা চীনের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া কম্যুনিস্ট সঙ্ঘের আয়তন বৃদ্ধি করিবে। এখন, শক্তির জোরে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে কি না সে প্রশ্নের সদুত্তর ভবিষ্যতের উপরে ছাড়িয়া দিয়া শক্তির জোরের যুক্তির মধ্যে যে ফাঁক আছে, তাহার আলোচনা করিব। নিছক শক্তির জোরে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুগ চলিয়া গিয়াছে। শক্তির জোর নেতৃত্বের একটি উপাদান, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। অষ্টাদশ শতকে ফরাসী দেশ পাশ্চাত্যে নেতৃত্ব করিয়াছে; কিন্তু সে কি শুধু শক্তির জোরে? উনিশ শতকে ইংলণ্ড পৃথিবীতে নেতৃত্ব করিয়াছে, সে কি শুধু শক্তির জোরে?

আজ রাশিয়া যে নেতৃত্বকামী, তাহাও শুধু শক্তির জোরে নয়। চীন শুধু শক্তির জোরের উপরে নির্ভর করিতে গিয়া সেই ভুল করিতেছে, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে জয়ী জাপান যে ভুল করিয়াছিল। শক্তির জোরের পরিপূরকরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির গৌরব থাকিলে তবেই অন্যান্য দেশের মনে নেতার গৌরবময় স্থান লাভ করা সম্ভব হয়। এসব বিষয়ে চীনের দুর্বলতা, আর সেই দুর্বলতা দূর করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত না হইয়া সে কেবল বাহুর মাংসপেশী সবল করিতে চেষ্টা করিতেছে—বাহ্বাস্ফোটে নেতৃত্ব দাবি করিতেছে—ইহা যেমন হাস্যকর, তেমনি শোচনীয়। দশ বৎসরের মধ্যে লাল চীন এশিয়ার বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। আর ঠিক সেই জন্যই নেতৃত্ব পদ লাভ তাহার ঘটিবে না।

# প্রসঙ্গত

প্রতিটি রাজ্যে একটি করে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও একটি হবে এবং সেজন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা পাওয়া যাচ্ছে। এর উপর রাজ্য সরকারকে অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হবে। জাতীয় নাট্যশালা যখন অন্য দেশে আছে, তখন আমাদের দেশেও (দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে) করা চাই নিশ্চয়ই। অন্য দেশের অনুকরণে আমাদের সাহিত্য আকাদেমি হয়েছে, তখন জাতীয় নাট্যশালাই বা হবে না কেন? কিন্তু নাট্যশালা কেন জাতীয় হবে তার বিবরণ পাওয়া যায়নি এখনও। এখন পর্যন্ত এইটুকু জানা গেছে যে, এর সঙ্গে নাকি রবীন্দ্রনাথের পুণ্য-নাম জড়িত থাকবে।

জন্মের পূর্বেই নামকরণ!

তা হোক। উৎসাহী জনক-জননী এ কার্য অনেক সময় করে থাকেন। বিশেষ আমাদের দেশে বড়লোকের নাম ভাঙিয়ে খাওয়া তো নিত্যকার বস্তু। এমনি করেই তো আমরা মহাপুরুষদের ঋণ শোধ করে থাকি। আমরা বিবেকানন্দের নামে মুদিখানা খুলি, বিদ্যাসাগরের নামে হোটেলখানা, সুভাষচন্দ্রের নামে জুতোর দোকান কিংবা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামে তেলেভাজা দিয়ে দোকান খুলতেও দ্বিধা করি না। নামকরণের সময় নামের পবিত্রতা এবং তার সঙ্গে জড়িত নীতির সম্বন্ধে সচেতন থাকারও আবশ্যকতা অনুভব করি না।

নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যশিল্পে রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বজা অনেক উঁচুতে উড়ছে। এত উঁচুতে যে তাঁর নাম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যে জাতীয় নাট্যশালা তার সঙ্গে সংযুক্ত করতে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিমাত্রেরই মনে ভয় হওয়া স্বাভাবিক। জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে প্রবল ক্ষোভ নিয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার চলে গেছেন। সুতরাং প্রস্তাবিত জাতীয় নাট্যশালা যদি সাহিত্য আকাদেমির পথেই চলে তাহলে তার সঙ্গে কবিগুরুর নাম জড়িত করার সমীচীনতা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

•

শুধু সাহিত্য আকাদেমির কথাই বা বলি কি। আমাদের জ্ঞানরাজ্যের সমস্ত পথই নিজেদের গোঁড়ামি এবং অবিবেচনায় আমরা কণ্টকিত করে রেখেছি। সেখান থেকে যা পাবার তার সকল সম্ভাবনা সযত্নে রোধ করার চেষ্টায় আছি।

প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতম শিক্ষালাভ করে যাঁরা বেরিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনকে কেরানীগিরি অথবা উচ্চতর সরকারী কি বেসরকারী চাকুরীর উমেদারী করতে দেখা যায়। বাকি ২০ জন কলেজে এবং স্কুলে শিক্ষকতায় ব্রতী হন। এই পথ সর্বজনস্বীকৃত। এঁদের মধ্যে যাঁরা গবেষণা করতে চান তাঁদের বাধার অন্ত নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে নতুন নতুন বস্তু আহরণের দিকে জাতীয় শিক্ষা নিকেতনের অধ্যাপকের অভাবেই হোক, অথবা অন্য যে কারণেই হোক, গবেষণার অত্যন্ত অল্প সুযোগই তাঁরা গবেষকরূপে পেয়ে থাকেন। তাঁদের সপ্তাহে ১৫ থেকে ২১ ঘণ্টা মামুলী অধ্যাপনা করতে হয়। তার পরেও যে সময়টুকু তাঁদের হাতে থাকে তা বলার নাই, সাময়িক পত্রিকা এবং লাইব্রেরীর অভাবে সেটুকুও তাঁরা সদ্ব্যবহার করতে পারেন না।

এর ফলে বহু কৃতী ছাত্র বিলেতে চলে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে আর ফিরে আসতে চাইছেন না। সেখানে তাঁরা সেখানকার তুলনায় হয়তো খুব বেশি পান না, কিন্তু এখানকার তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক বেশি পেয়ে থাকেন। এবং যাঁরা ফিরে আসেন অবিচারে লাঞ্ছনা ও অনুতাপের মধ্যেই তাঁদের দিন কাটে।

•

অর্থাভাব সত্ত্বে থেকে এঁদের উদ্যমকে বলতে গেলে খাদ্য যোগাতে বিশেষ হচ্ছে না। এখানে যা শিখলেন তাই নিয়েই মাতৃভূমির সেবায় লেগে যান। এঁরা তার উত্তরে বলছেন, এঁদের অনুসন্ধান সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বিজ্ঞানের উপর যার ফল সমস্ত পৃথিবীর সেবায় লাগে, যা কোনো একটি বিশেষ দেশের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। সেই কারণেই যদি সরকারী সাহায্য না হয়, যদি না পাওয়া যায় আবশ্যক বই, সাময়িক পত্রিকা, যন্ত্রপাতি এবং সেগুলোর কাছে আসবার অবকাশ, তাহলে স্বদেশে থেকে তাঁরা করবেন কি? কথাটা ধীরভাবে বিবেচনা করবার সময় এসেছে।

এঁদের অভিযোগ, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত মামুলী, বর্তমান কালের অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। পুরাতন শিক্ষকেরা এই ব্যবস্থার কল্যাণে শুধু জরাজীর্ণ জ্ঞানের রোমন্থন করে চলেন। বিভিন্ন বিভাগে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার চেয়ে স্বার্থগত রাজনীতিই প্রবল। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সেই চিরন্তন সংগ্রামের খেলা।

•

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র আমাদের দেশের উপযোগী কিনা, প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। প্রশ্ন অসমীচীন নয়। কিন্তু অশিক্ষিত দেশ এখনও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের উপযুক্ত হতে পারেনি। জনসাধারণের অধিকাংশ অশিক্ষিত, বিচারবুদ্ধিহীন এবং তাতেও ক্ষতি ছিল না, যেহেতু নির্বাচনগুলো জনমতের একান্তভাবে নির্ভর করে প্রার্থীর অর্থবলের উপর। সম্প্রতি বৃটিশ কমনওয়েলথ-মন্ত্রী মিঃ সি জে এম এলপোর্ট বলেছেন: "পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে কেবলমাত্র কাটছাঁট নিয়মের সাহায্যেই টিকে থাকতে এবং উন্নতি লাভ করতে পারে।" আমাদের দেশের সরকারী চাকুরীয়াদের কর্মদক্ষতা এবং সাধুতা—কোনো দিক দিয়েই খ্যাতি নেই, তাও অনস্বীকার্য।

কিন্তু করা যায় কি?

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলছেন, সমস্ত ক্ষমতা শাসন-সরকারে কেন্দ্রীভূত না করে বিকেন্দ্রিত করা হোক। কেন্দ্রের ক্ষমতা এতও খর্ব করে রাজ্যসমূহের হাতে এবং রাজ্যের ক্ষমতা জেলাসমূহের হাতে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। জেলাগুলিই ছোট ছোট সরকারী শক্তির কেন্দ্র হবে।

•

কথা নতুন নয় এবং শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণই প্রথম বলছেন না। বহু পূর্বে আবার বন্দী- শক্তি এবং সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ঘুরে এসে আবার নতুন করে এই প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। যেখানে সমস্তটুকু শাসন প্রবর্তিত হচ্ছে সর্বত্রই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই একই যুক্তি উত্থাপিত হয়।

তেমন দেখা যাক তাতে ফল কি হতে পারে। শুধু বিকেন্দ্রিত হলেই যে তার ফল ভালো হবে একথা অবশ্য আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটির দিকে চেয়ে স্বীকার করতে পারবে না কি? গ্রামের অবস্থা তো আরও খারাপ, অশিক্ষার দিক দিয়েও, দুর্নীতির দিক দিয়েও। অল্প সময়ের মধ্যে একটা দেশ ও জাতিকে উন্নত করার জন্যে "সদাশয় একনায়কত্বের" উপযোগিতার কথা অনেকে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু একনায়ক তৈরি করার কি কোনো কারখানা আছে?

আসল কথা অশিক্ষা এবং দুর্নীতি। কোনো দেশে এই দুটির প্রাবল্য যতদিন থাকবে ততদিন কোনো তন্ত্রই কোনো কাজে আসবে না। আসল প্রশ্ন, মনে হয়, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এই দুটি প্রতিবন্ধক দূর করার শক্তি রাখে কি না।

## বৈদেশিকী

পিকিং সরকারের যে-দীর্ঘ নোটটি গত শনিবার দিল্লীস্থিত চৈনিক দূতাবাস থেকে প্রকাশ করা হয়েছে সেটি কয়েকদিন পূর্বে পিকিং-এ ভারতীয় দূতের হাতে দেওয়া হয়। নোটটি ২৬ ডিসেম্বর তারিখের। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ চৌ এন-লাইকে লিখিত পণ্ডিত নেহরুর পত্র এবং ৪ঠা নভেম্বর ভারত সরকারের নোটে সীমান্ত সম্পর্কে যে-সব ঐতিহাসিক তথ্যাদির উল্লেখ ছিল চীনা সরকারের এই নোট তার উত্তর। উত্তরটা না বলে প্রত্যুত্তর বলাই বোধহয় ঠিক হবে। কারণ পণ্ডিত নেহরু এবং ভারত সরকারের প্রত্যেকটি তথ্য ও যুক্তি চীনা সরকার মানেন নি। চীনা সরকারের দাবীটি বড় চমৎকার। একদিকে তাঁদের দাবী হল লাদাখে চীনা ম্যাপে যা আছে সেটাই চীনের সীমানা, তার অর্থ লাদাখ অঞ্চলের ১২ হাজার বর্গমাইল এবং ন্যেফা অঞ্চলের ৩৬ হাজার বর্গমাইল জমি ভারতকে ছাড়তে হবে। দ্বিতীয়ত, তিব্বত সম্পর্কে ১৯৫৪ সালের চুক্তিতে বাণিজ্য ও তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের জন্য যে-সব গিরিপথের উল্লেখ আছে সেগুলিও চীনের অধিকারভুক্ত বলে দাবী করছে তারা। অন্যদিকে ভারতকে মানতে হবে যে, সীমানা কোনোখানেই নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত ছিল না অর্থাৎ সীমানা চিহ্নিত করার যে-সব ঐতিহাসিক যুক্তি আছে, অথবা সীমানা সম্বন্ধে যে-সব চিরাচরিত ধারণা এবং প্রথা প্রচলিত আছে তার কোনোটাই মর্যাদা নয়। এর অর্থ এই যে, চীনের নিজেদের ম্যাপে যতটা চীনের এলাকা বলে ধরে নিয়েছে ততটা ধরে নিয়ে যে-কোনো উপায়ে এগুলোর মালিকানা চীনা সরকার রাখতে চাচ্ছেন। সেইজন্য সব সীমানাই অনির্দিষ্ট, সীমানা কোনোদিনই নির্দিষ্ট ছিল না—এই কথা ভারত সরকারকে দিয়ে মানিয়ে নিতে পিকিং চাচ্ছে। কারণ তাহলে বলপ্রয়োগ বা আলোচনা—যখন যেটা সুবিধা চীনা সরকার স্বার্থসাধনের জন্য সেই উপায় অবলম্বন করতে পারবেন। আসলে চীনা ম্যাপ ছাড়া অন্য কোনো কিছুকেই পিকিং সরকার আলোচনার ভিত্তি হিসাবে মানতে রাজী নন। পণ্ডিত নেহরুর ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে এবং ভারত সরকারের ৪ঠা নভেম্বরের নোটে উল্লিখিত কোনো ঐতিহাসিক নজিরকে চীনা সরকার মানতে রাজী নন। ভারতের পক্ষে যা কিছু প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে সবই অসিদ্ধ বলে পিকিং সরকার নস্যাৎ করে দিতে চান।

অথচ এই অবস্থায় বলা হচ্ছে, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাতের মাধ্যমে মীমাংসা কীভাবে হতে পারে তার নীতি নির্ধারণের জন্য। কিন্তু চীনা সরকার যে-পথ নিয়েছেন তাতে হাঁটতে গেলে পিকিং-এর নিকট ভারত সরকারের আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া আর কী হতে পারে? পণ্ডিত নেহরু যদি এই অবস্থায় মিঃ চৌ এন-লাইয়ের সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব স্বীকার

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

**সাগর-নগর** কুমারেশ ঘোষ ৩·৫০ ॥ **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ** (তৃতীয় খণ্ড) বিনয় ঘোষ ১২·০০ ॥ **অপারেশন** নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬·০০ ॥ **রাজা ও মালিনী** বারীন্দ্রনাথ দাশ ৩·০০ ॥ **রবিতীর্থে** বিনায়ক সান্যাল ৪·০০ ॥ **মণিপদ্ম** সুবোধকুমার চক্রবর্তী ৪·০০

**বৃষ্টি, বৃষ্টি!** ॥ মনোজ বসু

[illegible] এই যুগের এক মহৎ উপন্যাস। ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ ৬·০০ ॥

**প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি**

# দেবতাত্মা হিমালয়

প্রথম খণ্ড (নবম মুদ্রণ) ৮·৫০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড (পঞ্চম মুদ্রণ) ১০·০০

• **১৯৫৫-য় গ্রন্থকার এই গ্রন্থে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন** •

...রাজনীতির কারণে যুগে যুগে মানচিত্র পরিবর্তিত হয়। এ আমরা জানি। [illegible] no man's land [illegible] কিন্তু [illegible] পশ্চিম তিব্বত বলা হয়, এটি [illegible] নয়।

॥ উপন্যাস ॥

**বিচারক** তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২·৫০ ॥ **পদ্মানদীর মাঝি** মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·০০ ॥ **কলম** বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২·৫০ ॥ **সংকেত** সতীনাথ ভাদুড়ী ৩·৫০ ॥ **শিলালিপি** নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥ **সুখ-দুঃখের ঢেউ** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৪·০০ ॥ **বি. টি. রোডের ধারে** সমরেশ বসু ২·৫০ ॥ **অন্য নগর** সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥ **বল্মীক** নারায়ণ সান্যাল ৪·০০

**বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড** ॥ কলকাতা - বারো

করে নেন তাহলে সেটা পিকিং-এর নিকট ভারত সরকারের রাজনৈতিক আত্মসমর্পণের সামিল হবে। গত দশ বছর ধরে পিকিং সরকার যে-নীতি অবলম্বন করে চলেছেন ভারত সরকার স্বেচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক তার পিছু পিছু যেতে বাধ্য হয়েছেন। চীনারা যখন অন্যায়ে তিব্বত অধিকার করতে এলো তখন পণ্ডিত নেহরু মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, তাতে তাঁকে গালাগাল খেতে হয়েছিল এবং পরে চীনাদের কার্যকে "আইনসম্মত" বলে ভারত সরকার মেনে নিয়ে ১৯৫৪ সালের চুক্তি করেন। তাতেও চীনাদের দক্ষিণাভিমুখে "অগ্রগতি" শেষ হয় না। এখন জানা যাচ্ছে যে, ভারত সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়ে আসছেন কয়েক বছর ধরেই, কিন্তু চীনারা তাতে কর্ণপাত না করে নিজেদের ইচ্ছামতো যা করার করে চলেছে। ভারত সরকার তাদের কাজে বাধা দিতে পারেন নি। এখনো পিকিং সরকার নিজেদের কোনো দাবিই ছাড়তে নারাজ। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, চীনারা এ পর্যন্ত যা করেছে সেটাকে ভারতকে দিয়ে "বৈধ" বলে স্বীকার করিয়ে নেওয়া। আশ্চর্য এই যে এই সঙ্গে এমন কোনো প্রতিশ্রুতিরও আভাস নেই যে, চীনারা যতদূর করেছে সেই পর্যন্ত দাঁড়ি টানতে তারা রাজী আছে। বরঞ্চ আরো এগুতে পারে এই ভয় দেখাবার আভাস পাওয়া যায়।

চীনাদের এই সাহসের কারণ কী? প্রধান কারণ এই যে, এপর্যন্ত চীনারা যা করে এসেছে তাতে তারা দেখেছে যে, ভারত সরকার কখনো কখনো প্রতিবাদ করলেও দুর্নীতিবিলম্বে পিছু হটিতে আরম্ভ করেন। আজ দশ বছরের মধ্যে এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি যেখানে ভারত সরকার প্রতিবাদ করে সেইখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অথবা চীনাদের কড় কোনো জবরদস্তির ব্যবহারের সমুচিত উত্তর দিতে পেরেছেন। সুতরাং চীনাদের এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, ভারতকে যতদূর ঠেলা যাবে সে সরতে থাকবে। গত দশ বছরে চীনা কম্যুনিস্ট সরকার কতদূর এগিয়েছে সে কথা স্মরণ রাখা দরকার। এখানে সেইসব জায়গার কথা বলছি যেখানে বহুকাল চীনা প্রভুত্বের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তিব্বতের স্বাধীনতা লোপ করা থেকে শুরু, তারপর চীনা সরকার গত দশ বছরের মধ্যে কতদূর এগিয়েছে স্মরণ করলেই চীনা নীতির প্রকৃত রূপ কী তা ধরা পড়বে। এইসব জায়গা চীনা ম্যাপে মাত্র ছিল, কিন্তু বাস্তবে চীনাদের অধিকার সেখানে শুধু ছিল অথবা আদৌ কখনো ছিল না। তিব্বতের যে-সব অঞ্চল আজ চীনারা দখল করছে বা দখল করতে প্রয়াসী হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে তিব্বতী ধর্ম ও কৃষ্টির যোগাযোগ থাকলেও চীনাদের সঙ্গে তাদের কোনোকালের সম্বন্ধই ছিল না। এইসব অঞ্চল চীনা দখল সম্প্রসারণী দখল ছাড়া আর কিছু নয়। তিব্বতের স্বাধীনতা লোপ চীনারা জবরদস্তি করেছে, যা উচিতের মাত্রা ভারত সরকারের ধর্ম নাই থাকে তাহলেও তাকে বৈধ বলে স্বীকার করে নেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে নীতির কাজ হয়নিক। সেই অপরাধের শাস্তি এখন পেতে হচ্ছে। ভারত ও চীনের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে-সব জায়গায় চীনের প্রভুত্ব অপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন তিব্বত, অথবা যে-সব জায়গা আদৌ কখনো চীনের অধীন ছিল না এইরকম বহু হাজার এবং তিব্বত ধরলে বহু লক্ষ বর্গমাইল ভূমি গত দশ বছরের মধ্যে চীনা কম্যুনিস্ট সরকার অন্যায়ে দখল করেছে। সেই তুলনায় ভারত সরকারের অবস্থা হয়েছে এই যে, যে-সব জায়গা ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা ছিল তারও হাজার হাজার বর্গমাইল ভূমি ভারতের এক্তিয়ার থেকে চীনা সরকার জোরে এবং বলে দখল করে নিয়েছেন এবং এখন সেটাকে বৈধীকরণের চেষ্টায় আছেন—ভারত সরকারের সহযোগিতায়।

৩।১।৬০


● নূতন প্রকাশিত হইল ●

চিত্তগুপ্তের

# জীবন বিচিত্রা

মূল্য ৩.০০

আদালতের অঙ্গনে ওরা বিচারাধীন আসামী। সমাজের রাজপথের এক নিম্নস্তরের ভারবাহী মানুষ। কিন্তু ওরা কেউ অপরাধী হয়ে জন্মায়নি। পরিবেশ আর পারিপার্শ্বিকের ঘাত আবহাওয়ায় প্রবৃত্তির কাছে ওদের বিবেক হার মেনেছে। প্রেম আর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ওরা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে।

এমনি একদল নিম্নস্তরের নরনারীর বিচিত্র জীবনের প্রতিচ্ছবি।

শরৎচন্দ্রের জীবনী নূতন করে শোনালেন
—আনন্দবাজার

এই প্রথম শরৎচন্দ্রের জীবন ও ব্যক্তি পরিচয় সম্বন্ধে একখানি যথাসম্ভব সম্পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশিত হলো
—যুগান্তর

মণীন্দ্র চক্রবর্তীর

# দরদী শরৎচন্দ্র

মূল্য ৪.৫০ নঃ পঃ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

# যমুনা-কী-তীর

মূল্য ৩.০০

সংগীতসিদ্ধ আনন্দের সকরুণ জীবনলেখা আপন মাধুরীতে সমুজ্জ্বল। হিন্দু ও মুসলমান— একজন প্রভাতী পথের কুঙ্কুমসম আর একজন রজনীর রজনীগন্ধা, দুই প্রেমও আনন্দের পায়ে বাঁধন জড়াতে পারল কি?

● বসুধারা প্রকাশনী ●

৫২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬



প্রকাশিত হল

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় রচিত

# দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার

বাঙলা দেশের একটি কাল, বাঙলা সাহিত্যের একটি যুগ আর বাঙালীর রসরুচির বিশেষ একটি অধ্যায়ের পটভূমিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিমানস ও নাট্যপ্রতিভার সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর অব ফিলজফি পর্যায়ে মৌলিক গবেষণা-গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। ॥ বারো টাকা ॥

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড । ১ রায়বাগান স্ট্রীট । কলকাতা ৬


(সি ১৭৪০)

# দেশের কথা

ডক্টর শশধর সিংহ

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
হে ভগবান।

চিরদিন তো বাইরে বাইরে কাটল, এখনও ভবঘুরের জীবন শেষ হল না। এবার [illegible] নিয়ে বাংলা মায়ের কোলে ফিরে এসেছি। ভরসা এই যে, আপন জনের [illegible] বন্ধুবান্ধবের স্নেহ [illegible] দেশের মাটি, আলো, বাতাস ও জলের স্পর্শে শরীর মন সুস্থ হয়ে উঠবে এবং আবার আমি পুনরায় নতুন উদ্যমে কর্মজীবনে ফিরে যেতে পারব।

জীবনে একটা বড় আশা মনে সযত্নে পোষণ করে এসেছিলাম, যা এখনও পূর্ণ হল না। [illegible]

[illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] বাংলার [illegible] ভাব, অনুপ্রেরণা ও কর্মের [illegible] ভারতবর্ষ [illegible] জীবনের [illegible]—শিক্ষা, ভাব, স্বাধীনতা ও কর্মের যে শক্তি যোগান করেছিলেন [illegible] আমাদের [illegible] হবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় ও নবজাগরণে বাংলা দেশের বহুমুখী দান কে অস্বীকার করতে পারবে? অনেক এবং ভারতের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এদের সংখ্যা কম নয়, বাংলা দেশের এই দানকে অস্বীকার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। এর জন্য আমরা ক্ষোভ করব না। কিন্তু ভারতবর্ষকে এঁরা নকল ইতিহাসের ভিত্তিতে স্থাপন করে এঁরা ইতিহাসের সাক্ষ্যকে অপ্রমাণ করতে পারবেন কি?

[illegible] আমরা স্বাধীনতার কড় [illegible] না দেখেছি। এখন আমরা ভারতবর্ষ ও


সদ্য প্রকাশিত

**পঞ্জীমহল** (?)
আশাপূর্ণা দেবী

[illegible]
[illegible] প্রচ্ছদ : দাম ৬.০০

সাম্প্রতিক প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| তীর্থভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩.৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩.০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৪.৫০ |
| ইষ্টকুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩.৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩.৭৫ |
| শুক্লসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৫.০০ |
| সুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৫.০০ |
| একান্ত আপন | ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.০০ |

[illegible] বই

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] চৌধুরী। | [illegible] (৪র্থ সং)। | ৩.০০ |
| | কথাকলি (২য় সং)। | ৩.০০ |
| [illegible] ঘোষ। | পলাশের নেশা (২য় সং)। | ৩.০০ |
| [illegible] ও [illegible]। | [illegible] (৪র্থ সং)। | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] (২য় সং)। | ৩.০০ |
| [illegible] মুখোপাধ্যায়। | [illegible] (২য় সং)। | ২.৫০ |
| [illegible] ঘোষ। | [illegible]। | ৩.৫০ |

॥ উপন্যাস ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] মুখোপাধ্যায়। | [illegible] (৪র্থ সং)। | [illegible] |
| [illegible] মুখোপাধ্যায়। | [illegible]। | ৫.০০ |
| [illegible] মুখোপাধ্যায়। | [illegible] (২য় সং)। | [illegible] |
| [illegible]। | [illegible] (২য় সং)। | [illegible] |
| [illegible] মুখোপাধ্যায়। | [illegible]। | [illegible] |
| লীলা মজুমদার। | [illegible] (২য় সং)। | ৩.৭৫ (?) |
| [illegible]। | [illegible] (২য় সং)। | [illegible] |
| [illegible]। | [illegible] (২য় সং)। | [illegible] |
| [illegible]। | [illegible] (২য় সং)। | [illegible] |

॥ [illegible] ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible]। | [illegible] (৩য় সং)। | [illegible] |

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible]। | [illegible]। | [illegible] |
| [illegible] | মাটির মানুষ। | ২.[illegible] |

প্রকাশের অপেক্ষায়

[illegible]
[illegible]
[illegible]
**সা [illegible] [illegible]**
[illegible]

[illegible]
[illegible]
**গ্রীষ্ম বাসর**
[illegible]
[illegible]

**ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২**

বাঙলার মধ্যে কোন তফাত করিনি, ভারত-বর্ষকে আমরা সব সময়েই বাঙলারই এক বৃহত্তর রূপ বলে ধরে নিয়েছিলাম এবং এখনও তা করি।

আমাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে বাঙলারও স্বাধীনতা আসবে, ভারত-মায়ের মুখে হাসি ফুটবে, বাঙলা মায়ের মুখেও হাসি দেখতে পাব। ভারতের অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষদের দুঃখ অবসান হলে বাঙলার নরনারীদেরও দুঃখ ঘুচবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হলে বাঙলার ছেলেমেয়েদেরও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। এই ব্যাপারে কোন মতভেদ হতে পারে তা আমাদের কল্পনাতীত ছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলারও স্বাধীনতা এসেছে। এতে করে আমাদের স্বাধীনতা-স্বপ্নের এক অংশ যে ফলেছে তা অস্বীকার করব না; কিন্তু কে বলবে যে, এতে করে বাঙলা বা বাঙালী জাতির দুঃখ ঘুচেছে বা বাঙলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়েছে? বাঙলার অবস্থা যে ক্রমশই মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে চলেছে, চারিদিকে নৈরাশ্যের ছায়া ঘনায়ে উঠেছে অন্যের কথা তো বড় শুনি না। অনেক দিন পর বিদেশ থেকে এসে বাঙলার এই নির্মম চিত্রই প্রথমে চোখে পড়ে এবং তা মনকে গভীরভাবে পীড়া দেয়।

বাঙলার এমন অবস্থা কেন হল এই প্রশ্নটাই বারবার মনে জাগে।

একটা কথা মানতেই হবে যে, বাঙলা দেশ আজ গভীর সমস্যার সম্মুখীন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে রাখা দরকার যে এই সমস্যার সমাধান সমগ্র বাঙালী জাতির সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতীত সাধিত হবে না বা একদিনেও হবে না। পরের মুখাপেক্ষী হয়ে কখনই আমাদের মুক্তি আসবে না। বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষায় যদি বাঙালী জাতি অবশেষে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়, তবে বাঙলার জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক সমস্যার সমাধান হবেই ও বাঙলার ভবিষ্যৎ পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তখন বাইরের কোন বাধা বাঙলার উন্নতির পথে দাঁড়াতে পারবে না।

বাঙলার সঙ্কটের অবসান হবেই, কিন্তু এই পরিণতি সময় ও কঠিন প্রয়াসসাপেক্ষ।

এখন দেখা যাক বাঙলার সমস্যার স্বরূপটা কি।

যথা বহুক্ষেত্রে জীবনের অধিকাংশ সমস্যার মত বাঙলা দেশের সমস্যারও দুটো অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দিক আছে। স্বভাবতই বাইরের দিকটা প্রথমেই চোখে পড়ে এবং এই দিকটা দেখতে পাওয়া সহজ বলেই তাকে আবিষ্কার করবার জন্য কোন গভীর চিন্তা বা বিশ্লেষণ-শক্তির প্রয়োজন হয় না, তবে আমাদের জাতিসুলভ ভাব-প্রবণতা এই অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে ছাড়ে না।

এ-ও কি করে অস্বীকার করি যে আমাদের জাতীয় সমস্যার একটা সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বলেই আমরা এর কঠিন অথচ সত্যতর দিকটা দেখতে চাই না বা চাইলেও তার অনুরূপ প্রয়াস করতে বিমুখ হই।

আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য অপরের উপর দোষ আরোপ করবার প্রবৃত্তি বাঙলায় ও জাতীয় চরিত্রের জন্য আমাদের নিজেদের দায়িত্ব অনেক পরিমাণে কমে যায় সত্য কিন্তু এতে করে যে বাঙলার বা বাঙালী সমস্যার কোন সমাধান হয় না বা হতে পারে না তা একবারও ভেবে দেখি কি?

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বাঙলার বর্তমান দুর্গত বিপর্যয়ের যে একটা প্রধান কারণ সেই সম্বন্ধে সকলেই একমত হবেন। আগেকারও তো বাঙলাকে ভাগ করা হয়েছিল; কিন্তু তা তো টিকল না। বাঙালীর সমবেত চেষ্টাতেই ইংরেজদের এই অবিচারকে নাকচ করা হয়েছিল, এবার কেন হল না এবং বঙ্গ তথা ভারত বিভাগের জন্য আমাদের নেতারা কি পরিমাণে দায়ী তার সম্যক আলোচনা করবার সময় এখনও হয়নি। এক সময়ে না এক সময়ে এর সুযোগ আসবে।

মৌলানা আজাদের 'ইণ্ডিয়া উইনস্‌ ফ্রিডম' পড়বার পর অনেকটা আভাস পাওয়া গেছে। [illegible] থেকে জানি এবং আমার মনে হয় [illegible] এই যে ভারত বিভাগের কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। আমরা সবাই যদি জোর [illegible] এত বড় [illegible] ঘটতে পারত না।

[illegible]

[illegible]

আফ্রিকায় নাইজিরিয়াতেও এইটি [illegible] মুসলমান [illegible] ছিল কিন্তু [illegible]

এখানে আরেকটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা দেশবাসীকে বুঝাতে পেরেছিলেন যে, দেশকে ভাগ করে মুসলমান বা হিন্দু অবশেষে কেউই উপকৃত হবে না। এমনকি তারা রাজিও হয়েছিলেন সম্মিলিত ভাবে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে। কেন পারলেন না তার আলোচনা এখানে করব না। কিছু করা দরকার, অন্ততঃ ইতিহাসের খাতিরে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় নেতৃত্বের বাঙলার প্রতি ঔদাসীন্য বা অবহেলা নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এটাও যে ভারত-বিভাগের একটা কারণ হতে পারে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। সে যাই হোক, বর্তমান ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তারা জানেন যে, ভারতীয় নেতৃত্ব আজও এবিষয়ে

নতুন বছরের নতুন বই

নীহার রঞ্জন গুপ্তের

সর্ববৃহৎ উপন্যাস

পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর

॥ আট টাকা ॥

আর, এন চ্যাটার্জী এণ্ড কোং

২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অনেকাংশে ইংরেজ আমাদের ভেদনীতিই অনুসরণ করে চলেছেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, তাঁরা অনেকেই বাংলাদেশকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করে দেখেন এবং করেন বলেই বাংলার প্রতি এঁদের শাসকবর্গের কোন দরদ নেই। এই মনোবৃত্তির মূলে যে শক্তিটি প্রচ্ছন্ন বর্তমান আছে তা বেশ বোঝা যায়।

[illegible] একটা আদর্শ, কেন্দ্রীয় নেতারা মনে করেন এবং ভাবেন যে, এই বলেই [illegible] করা হল।

এই মনোভাব যে [illegible] প্রতি উদাসীনতা বা অনাদরের একটা নিশ্চিত কারণ হতে পারে তা বোঝা কঠিন নয়।

[illegible]

আমরা প্রত্যেকে [illegible] একটি [illegible] এই যে, এই [illegible] এইটুকু [illegible] অথবা নৈতিক [illegible] প্রয়োগ করতে অক্ষম হয়ে গেছি।

বলা বাহুল্য, নৈতিকতা [illegible] অর্থ মানুষের সমস্ত [illegible] জড়িত, সুতরাং এই অর্থে [illegible] আমরা নৈতিকতা [illegible] মানুষ নিজের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি [illegible] চরিত্রের বল এবং সাধুতা ও জাতীয় আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান [illegible] এর ফলে সে তার নিজের মানসিক শক্তি ও চারিত্রিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় এবং তারই বলে সে যে কেবল নিজের শক্তিতে [illegible] হয় তা নয় দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনেও সমর্থ হয়।

নানা কারণে, আমাদের মধ্যে একটা বদ্ধ বিশ্বাস হয়েছে যে, আমরা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়েছি। ফলে আমাদের সমস্ত জাতীয় আদর্শ অমূলক পরিবর্তিত হতে চলেছে। আমরা আজ সব কিছুতে এমনকি নিজেদের [illegible] ও ইতিহাস সম্বন্ধেও বিশ্বাস হারিয়েছি।

এই ভাবের মনোবিকৃতির অবস্থা কোন জাতির কল্যাণের কারণ হতে পারে না। তাই আমাদের সমস্ত বাঙালী জাতির অন্তরে আজ জাগছে কী করে আমরা পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারব।

বাঙালীর অনেক দোষ আছে, কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস হারাবার ফলে আমরা এই অবস্থা [illegible] কোন প্রকৃত ব্যবহার করতে সমর্থ হচ্ছি না।

একটা কথা কখনই ভোলা যায় না যে, জীবনের কোন সমস্যাই [illegible] সমাধান হতে পারে না। [illegible] ও [illegible] সব সমস্যারই সমাধান হয়। আমাদের জাতীয় সমস্যারও সমাধান হবে।

[illegible]

বাঙালীর [illegible] নিজেদের [illegible] এবং [illegible] সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে [illegible]

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় বলতেন, মানুষ আত্মপ্রত্যয় নেই যার, সে কখনও বিশ্বাস করতে পারে না। এই কথাটি যে কতদূর সত্য তার সাক্ষ্য পাই আমাদের বিগত জাতীয় জীবনের থেকে।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, আমরা যেদিন থেকে জাতি হিসাবে এক হয়ে কাজ করতে শিখব, সেদিন থেকেই আমাদের জাতীয় [illegible], অবসাদ ও দুর্বলতার অবসান হবে। এইভাবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে আর আমরা ভারতের জাতীয় জীবনে পুনরায় আমাদের যথোচিত স্থান পাব। তাতে করে বাংলার ও ভারতবর্ষের সমগ্র কল্যাণ ও গৌরব বাড়বে।


প্রাপ্তির নতুন বই:

ডা শ্রীকৃষ্ণ [illegible] সম্পাদিত বাংলার প্রথম সামাজিক নাটক

প্রায় শতাধিক বর্ষ পরে পুনঃপ্রকাশিত

রামনারায়ণ তর্করত্নের

কুলীন-কুলসর্বস্ব ৩৲

দীনবন্ধু মিত্রের

নীল দর্পণ ৩৷৷

[illegible] প্রকাশনী : [illegible] কলিকাতা-৩৪। পরিবেশক : [illegible] প্রকাশনী, [illegible], কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

([illegible] ১৫৭৩)

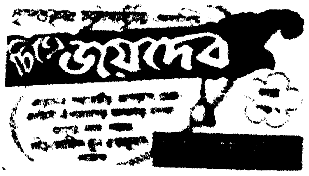


কিরণ মৈত্রের

নতুন নাটক

[illegible]

চোরা-বালি ২৲

[illegible]

সিটি বুক এজেন্সী

[illegible] স্ট্রীট, কলি-১

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

[illegible] ২০ বৎসর [illegible] প্রত্যহ [illegible] বৈকাল [illegible] কলিকাতা।

([illegible] ১১১৮)

# দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

আমি তো বলি চীনকে আমাদের দু' হাত তুলে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সে আমাদের পররাষ্ট্রনীতিবিদ্যায় অ আ ক খ শেখাতে শুরু করেছে সবে, স্বাধীনতার মাত্র বছর বারো পরে। এটাকে অ্যাডাল্ট এডুকেশন বললেও প্রয়োজন নেই: এ-বিদ্যায় পাঠারম্ভের বেশ প্রশস্ত বয়স। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শৈশব মধুর হওয়াই বিধেয়; নেহরু সে-ব্যবস্থা করে-ছিলেন বলে তাঁকে যাঁরা ফৌজদারী কোনো ধারায় সোপর্দ করতে উন্মত্ত, আমি তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে অক্ষম। তাঁর বৈদেশিক নীতির প্রকাশ্য ব্যাখ্যানে আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটি পুরোপুরি অনুপস্থিত নয়, কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ ও প্রত্যক্ষ প্রয়োগের সমালোচনার অধিকার তাঁরই আছে যিনি বিকল্প পন্থার সন্ধান দিতে সমর্থ এবং দেখাতে পারেন যে তাঁর নীতি নেহরু-অনুসৃত নীতির চাইতে কার্যত অধিকতর ফলপ্রসূ বা নাহয় সম্ভাব্যতর হত। এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইনি, ভবিষ্যতেও না। বর্তমান সংকট—যার আয়ু দীর্ঘ হবে—বিশ্লেষণ করে তার থেকে বহু শিক্ষা আহরণ করবার আছে। সংকটের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে পঞ্চশীলনীতিবিদ্যার আর ক্লীব বিশেষে।

এমন স্বীকৃতির মধ্যে লজ্জার [illegible] প্রচ্ছন্ন যে নেহরুর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, কেননা স্বপ্নটি ছিল একাধারে সরল ও মহান। নেহরু ইতিহাস পড়েছেন। জানতেন, য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য বহুল, অন্তত এশিয়ায় যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী। তবু য়ুরোপ এক হোলো কই, কবে? রোমান সম্রাজ্য থেকে নেপোলিয়ন হয়ে হিটলার পর্যন্ত চেষ্টা কম হয়নি। অথচ য়ুরোপের ইতিহাস সহস্র সংঘর্ষে আকীর্ণ। য়ুরোপীয় মনন বলে একটা বস্তুর সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে মেলে একজন গ্যেটে বা দান্তে [illegible] মধ্যে, কিন্তু রাজনীতিক জাতীয়তা-বোধের বেড়া উঁচু আর লম্বা। তুলনায় এশিয়ার নানা অংশের মধ্যে মৌলিক পরিচয়ও নেই বললে চলে। তা সত্ত্বেও নেহরু চেষ্টা করলেন এক এশিয়ার জন্য, তার সঙ্গে জুড়তে চাইলেন আফ্রিকা। তাও জাপানের মতো তলোয়ারের মাধ্যমে নয়, শুধু মাথা আর মনের প্রেম দিয়ে। চীন বজ্জাতি করেছে বলে নেহরুকে গাল দেব ভারতীয় ঐতিহ্যের কোন শিক্ষার নির্দেশে? একথাও সত্য নয় যে নেহরু তাঁর কসুর লুকোতে চেয়েছেন। সংকটে প্রতিরক্ষা বিভাগের গলদ কমেনি, বেড়েছে।

*

নেহরু নিজে কবুল করেছেন, চীন-ও [illegible]

মৈত্রীর আশায় তিনি সময়মতো সব তথ্য প্রকাশ করেননি। এটা অস্বাভাবিক নয় কূটনীতিতে। যাঁরা নেহরুর কর্মনীতিতে রাজনীতিক দুঃসাহসের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা কিন্তু একবারও বলেননি চীনা আক্রমণের সংবাদ পূর্বাহ্ণে প্রচারিত হলে কার কী লাভ—বা ক্ষতি—হত। দেশের প্রতিক্রিয়া এখন তো প্রত্যক্ষ। এখানে সভা, কোনো কোনো সভায় গালাগালি, আর প্রায় সর্বত্র গরম বুলি। আমাদের জাতিগত দেশপ্রেম তো নেহরুর অজানা নয়। আমাদের দৈন্যের পরিমাপও তিনি নিয়েছেন গত চল্লিশ বছর ধরে। একটানা যখন জাপানীর বোমা পড়ল কলকাতায় তখন হাওড়া স্টেশনের ভিড় আমি দেখেছি। [illegible] বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করতে এমন দরিদ্রের মূল্য খুব বেশী নয়। [illegible] ভারতীয় ইতিহাসে একেবারে অজানা নয়। [illegible] কিন্তু আমাদের সামরিক দুর্বলতার পরিচয় সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই। এখন নিজেদের কাছে স্বীকার না করলে আমরা বিপদ এড়াব না, বাড়াব। বড় কথায় চীন ঠেকে না।

বিরাট উদ্যমে দেশের সীমান্ত রক্ষার ভার আমাদের সেনাবাহিনীর উপরই থাকবে। সাধারণের প্রত্যক্ষ কর্তব্য সামান্য, যদিও সৈনিকদের পাশাপাশি যুদ্ধ দেবার নয় আমাদের। [illegible] দেবার নয়। দিতে হবে আপন আপন ক্ষেত্রে কঠোরতর কাজ দিয়ে। আমরা এই সহজ সত্যটা এখনো সবাই শিখিনি যে আধুনিক যুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকাটি একমাত্র নয়—যদিও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যদি তিন হাজার অফিসারের ঘাটতি থাকে (যা জেনারেল থিমায়া সেদিন বলেছেন) তাহলে তা থেকে আমাদের মধ্যবিত্তরা মুক্ত হন না। সরকারী অফিসে যে কেরানী ফাইল ধরে রাখল, ইস্কুলে যে মাস্টার ফাঁকি দিল, কারখানায় যে-কর্মী ঢিলে দিল—এরা সবাই জাতি গঠনে দেরীর জন্য দায়ী। আমাদের মধ্যে কজন বুকে হাত দিয়ে বলবেন যে আমরা কখনো ফাঁকি দিইনি? তারপর চীনকে গাল দিয়ে লাভ কী?

•

আমার ধারণা নেহরুর পররাষ্ট্রনীতি আদৌ ব্যর্থ হয়নি, যদিও পাশ্চাত্যের অনেকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কোনো কোনো ভারতীয়ও বলছেন—আই টোল্ড য়্যু সো। আজকের গোলমালের তারিখ চার বছর এগিয়ে দিলে কী উপকার হত? কোনো দলে নাম না লেখানোয় কার কতটুকু ক্ষতি হয়েছে? কার কাছ থেকে আমরা অর্থ সহায়তা পাইনি? অথচ অন্য যে কোনো পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করলে জাতীয় মর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ থাকতো না। আমরা গত কয়েক বছর সময় পেয়েছি—তার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছি কিনা তা অন্য প্রশ্ন। [illegible] জাতীয় সংকটের কালে [illegible] আইসেনহাওয়ার ভারতে এসে [illegible]। পশ্চিম জগৎ আজ যদি চীন সম্পর্কে সন্দিগ্ধ [illegible] [illegible]।

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-চীন বিরোধ [illegible]। [illegible] আমার আক্ষেপ শুধু এই যে, বাইরের বিপদের সম্মুখীন হয়ে অন্তরের ঐক্যের যে-সম্ভাবনা ছিল দেশের সম্মুখে তার আভাস দেখছি অল্পই। সরকারের—এবং নেহরুর—ত্রুটি অনেক। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে একটা দেশের সরকার সে-দেশের অধিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন হবে না। আগে সরকার বিজাতীয় ছিল, তখন সরকার মানে দুর্নীতি ঠেকাবার প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর ছিল না। সে-সরকারের কাছে চাওয়া যেত, না পেলে গাল দেওয়া যেত। আজকের সরকারের যাঁরা—তুমি বা আমি—আমার মাথা না তোমার জানেন। তাঁদের গায়ের রঙ শুধু এক নয়, মনেরও। [illegible] এই সোজা কথাটাও আমাদের বোধগম্য হলো না, আর তাই সরকার ও দেশবাসীর মধ্যে সৃষ্টি হলো দুস্তর ব্যবধান। আর ব্যবধান লোপ পেতে চলল দেশ আর দেশের বহিরাগত শত্রুর অবস্থানের মধ্যে।

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

॥ দুই ॥

সেই অন্ধকার [illegible] প্লাটফরমের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তখন সেন সাহেব হঠাৎ যেন নিজেকে গোপন করতে চাইলেন। যেন কেউ না দেখতে পায় তাকে। [illegible] এই যে [illegible] এই [illegible] সেখানে ছিল সব। সেখানে ছিল সব লক্ষ্মীদির [illegible] একটা লাইট [illegible] হঠাৎ এই অন্ধকারে [illegible] তার দুটি চোখ [illegible]। সেন-সাহেব এলেন। এই প্লাটফর্মের [illegible] ইঞ্জিনের [illegible] অন্ধকারে দাঁড়িয়ে [illegible] এসেছেন কী করতে। কেউ চিনতে পারবে না। কেউ বুঝতে পারবে না। কেউ ই না বুঝেছে। কেউ ই না বুঝতে পেরেছে। সামনে কেউ [illegible] বুঝতে পারবে না। তাঁকে সবাই বলে সেনসাহেব। সেনসাহেবের নামই হয়ে গেছে তাই। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সেই দীপু হয়ে গেল কিনা সেন-সাহেব। [illegible] ইচ্ছে হলো সেনসাহেবের।

একটা কথার জন্যে মা কতদিন এর কাছে ওর কাছে দৌড়ে গিয়েছে। সেই লক্ষ্মীদি, সেই কিরণ, সেই নির্মল পালিত, সেই প্রাণমথবাবু, সেই ছোটবাবু...... সবাই যেন এসে ভিড় করে দাঁড়ালো তাঁর চোখের সামনে। [illegible] যেন এসেছে একটু। সিগন্যালগুলো [illegible]। কী যে হলো! কেন যে এমন হলো! কোথায় সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে এঞ্জিন [illegible] ট্রেনটা [illegible]—তারপর অনেক কয়লা অনেক স্টীম খরচ করে করে আজ এতদূর চালিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও যেন ট্রেনটা আর চলতে না। যেন স্টেশনে এসে লাইন-ক্লিয়ারটা [illegible] হয়ে গেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেই পা বাড়িয়ে নিলেন সেন-সাহেব—

—দীপু!

এক নিমেষে চমকে উঠেছেন সেন-সাহেব। হঠাৎ কেউ যেন তাঁকে ডাকলো। এই যে, এই যে আমি লক্ষ্মীদি! তোমাদের বড় টাকা, বড় গয়না। আমরা যে গরীব, আমার মা যে [illegible], আমার চাকরি, আমার যে বাবা নেই। আমি কি তোমাদের মতো [illegible]? সেই কালীঘাটে মন্দিরের [illegible], কিন্তু এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন [illegible] বাড়ি [illegible] আমার সমান [illegible]। তাই তো তোমাদের কাছে যেতে ভয় করে লক্ষ্মীদি। তোমরা যদি দেখো। তোমরা যদি আমাকে ঘেন্না করো? আমার বড় অভিমান হলো। আমি যেদিন পেট ভরে ভাত খেতে পাই না, সেদিন আমি কাউকে বলি না সে-কথা। কাউকে আমি বলতে পারি না, বলতে আমার লজ্জা করে। সেদিন আমি হাসিমুখে ইস্কুলে যাই। কিরণের আমার [illegible] করে। রাখালেরা বড়লোক, ওদের বাড়ি থেকে চাকর আসে ওর জন্যে খাবার নিয়ে। একটা কাঁসার গেলাসে ঢাকা দেওয়া গরম দুধ, আর একটা বাটিতে দুটো রসগোল্লা।

রাখাল বলতো—এই দীপু খাবি?

তার চাকরটা আমার দিকে কটমট করে চেয়ে দেখতো।

আমি বলতাম—না, আমার পেট ভর্তি—

তোমরাও কেউ জানতে না, পাড়ার লোকেরাও কেউ জানতো না। শুধু জানতাম আমি আর আমার বিধবা মা। মনে আছে সেবার সেই যুবরাজ এল কলকাতায়, ইস্কুলের প্রত্যেক ছেলেকে একটা করে মেডেল দিলে, একটা ব্যাজ আর একটা ফ্ল্যাগ [illegible] ইউনিয়ন-জ্যাক ছিট-ছিট। সকলেও তোমরা আনন্দে লক্ষ্মীদি, তুমিও আনন্দে সতীও আনন্দে। মনে আছে আমি সেই যুবরাজকে, তার [illegible] দেখবো বলে [illegible] বাড়ি নিয়ে [illegible] জন্যে। [illegible] সে হঠাৎ আমাকে এক ছড় মেরে দূরে সরিয়ে দিলে।


এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি

## ভারত প্রেমকথা

শ্রীসুবোধ ঘোষ

মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তার অজস্র প্রেমকাহিনী। সে-প্রেম মানবিক, তবু স্বর্গীয়। বেদনার্ত, তবু আনন্দময়। বিচ্ছেদে মলিন হয়েও মিলনে মধুর।

'ভারত প্রেমকথা' প্রেম ও প্রণয়ের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। আঙ্গিকের নতুনত্বে, কাহিনীর মনোহারিত্বে ও ভাষার গৌরবে এক ক্লাসিক সৃষ্টির নিদর্শন।

'ভারত প্রেমকথা' শুধু নতুন সাহিত্যকীর্তি নয়, আমাদের চিরন্তন মানসভূমির নবোদ্ঘাটন।

— মোট কুড়িটি গল্পের সংকলন —

দাম : ছয় টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

বললে—দে, আমাকে দে—

আমি বলেছিলাম—না রে, ওটা আমি মাকে দেখাব বলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি যে——

কিন্তু তার গায়ের জোরের সঙ্গে আমি পারিনি সেদিন। সে কেড়ে নিয়েছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিয়েছিলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। সান্ত্বনা দিয়েছিল। বুঝিয়েছিল—সংসারে সবাই লক্ষ্মণ নয়, সংসারে ভালো লোকও আছে। এমন লোকও আছে যারা কেড়ে নেয় না, বরং দেয়। দান করে দেয়। দিয়েই তারা সুখ পায়। মা-ই বুঝিয়েছিল—বড় হতে চেষ্টা করো তুমি, ভালো হতে চেষ্টা করো তুমি—তখন সবাই তোমায় ভালো-বাসবে, সকলে তোমায় শ্রদ্ধা করবে। তা হলেই সুখ পাবে, শান্তি পাবে। সেই দিন থেকে কেবল বড় হতেই চেষ্টা করেছি, ভালো হতেই চেষ্টা করেছি। কিন্তু সুখ?

কিন্তু মার কথা তো একেবারে মিথ্যে হয় না। সেই লক্ষ্মণই একদিন আবার আমার কাছেই এসেছিল। তখন লক্ষ্মণের অনেক বয়েস হয়েছে। আমার কাছে চাকরি চাইতে এসেছিল সে। আমি চাকরি দিয়েছিলাম তাকে। এখনও [illegible] আমাকে এখন সে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আমাকে সেন সাহেব বলে ডাকে।

তারপর সেই অন্ধকার ট্রেনে বসে, গাড়ির ওপর চলতে চলতে দীপঙ্করের সব মনে পড়তে লাগলো আবার। এই বালিগঞ্জ স্টেশন, এই ঢাকুরিয়া, এই সোনারপুরে, কালিঘাট, [illegible]—এখানে সবাই তাকে সেন-সাহেব বলেই জানে। যখন সবাই সেলাম করে, নমস্কার করে, তখন হাসি পায়। একদিন ওই ঘোষাল-সাহেবের মত [illegible] সেদিনের চণ্ডীবাবুরাও তাকে গেট-আউট বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

[illegible] থেকে নামবার সময় [illegible] বলেছিল—এখন কোথায় চললেন সেন, এই বৃষ্টির মধ্যে?

সত্যি, এই বৃষ্টিটাই কেমন যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে দিল। সব যেন এক নিমেষে ওলট-পালট করে দিল। অন্ধকারে [illegible] সবাই [illegible] আবার [illegible] এই সেন সাহেব [illegible] বছর পরে [illegible] কলকাতায় [illegible] সেই কলকাতা। একদিন এই কলকাতার [illegible]

[illegible]

নিজেদের ওপর দিয়ে ট্রেনটা চলেছে? কোথায় চলেছে?

পকেটে হাত দিয়ে আবার দেখলেন সেন-সাহেব। চিঠিটা রয়েছে। চিঠিটা সঙ্গেই রয়েছে তাঁর।

দীপঙ্কর সেন। মিঃ সেন। সেনসাহেব।

অনেকগুলো নাম তার। সেই [illegible]

[illegible]

নিয়ে হুকে ইউনিয়ন-ব্যাংক এ'টে চলে গেল।

পেছে হয় একজন বাকি।

—দীপঙ্কর সেন—

সব কেমন যেন হো হো করে হেসে উঠলো।

মেজ মাস্টার গম্ভীর গলায় চীৎকার করে উঠলেন—দীপু—

একটা হাই-বেঞ্চের পাশের চটিটা [illegible] মুখ [illegible] উজ্জ্বল্য [illegible] হিস্টোরি দীপঙ্কর সেন। [illegible] —এই দিন।

মেজ মাস্টার সুধন্যবাবুর সামনে সেই ই [illegible] কথা বলা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আবার পাথরপটি বলে দেখা উপর পালপুরী থেকে।

ক্লাসে দেখা হলো কিরণ বললে—এই, তোদের বাড়ির সামনে আমি আর দীপু কাল [illegible]—জানিস—

[illegible] কিরণ বললে—কেন? কী করতে গিয়েছিলি?

কিরণ বললে—এমনি তোর সঙ্গে দেখা করতে—

[illegible]

কিরণ বললে—না ভাই, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দিয়েছি, এবার তোমার পালা, এবার তোমার পালা, বল কিছু বাস না বলে! দাঁড়াও, নিজে লাইব্রেরিকে বড় তোমার চাকরি-করা ঘুচবে—

তারপর পকেট থেকে নোট-বই বার করলে একটা।

পেন্সিল নিয়ে বললে—বল, কী নাম তোর! কোথায় থাকিস, কী চাকরি করিস। কত মাইনে পাস—বয়স কত কী?

দীপঙ্কর তো অবাক হয়ে গেল।

আবার লোকটা চীৎকার করে উঠলো—বল—

দীপঙ্কর বোধ হয় ভয়ে একটা কাণ্ডই বার করেছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রকাশিত হয়েছে

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখোমুখি

॥ আড়াই টাকা ॥

পুস্তক-প্রকাশক

[illegible] কলি-১২

(সি ১৬০৭)

দুর্ভিক্ষ মুখার্জি রোডে তোমাদের বাড়ি ছিল? কী হয়েছে তোমার?

নির্মলের চোখ দুটো তখন লাল জবা-ফুলের মত।

নির্মল পালিত চীৎকার করে উঠলো—আবার ইয়ার্কি হচ্ছে! কী হয়েছে আমার! লেব লাটসাহেবকে বলে সকলকে ধরিয়ে, যত সব চোর জুটেছে। সুরেন বাঁড়ুজ্জেকে ধরিয়ে দিয়েছি, বিপিন পালকে ধরিয়ে দিয়েছি, এবার তোদেরও ধরিয়ে দেব—কাউকে ছাড়বো না—ওই গান্ধী বেটাকেও ধরাবো—বল্, তোর নাম বল্—

বলে খোলা নোটবুকে পেন্সিল উঁচিয়ে রইল।

মধুবাবু বললেন—দেখলেন তো স্যার! বদ্ধ পাগল সেজেছে, টিকিট ফাঁকি দেবার মতলব—

সেদিন সেন-সাহেব নির্মলকে ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু বার বার মনে হয়েছিল এ কেমন করে হয়! এমন তো হবার কথা ছিল না। সেদিন তো এ-কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি! সেদিন সেই ইনফ্যান্ট ক্লাসে ফকলাবেব্, আর কদমা আর ইউনিয়ন-জ্যাক নেবার সময় সে তো রোগার পেয়ার লোভ হোঁচট খায়নি। তবে রাজ-প্রসাদ পেলো না কেন নির্মল!

স্লিপারের ওপর পা ফেলে ফেলে চলবার সময় হঠাৎ মনে হলো যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। যেন মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। কবেকার এই মাটি, কবেকার এই স্লিপার। কবে কোন বন থেকে কাঠ কেটে সাপ্লাই করেছে কোন্ কনট্রাক্টর। তার কোন স্লিপার কনট্রাক্টার ভেন্ডার নাম দিয়ে মার্কা মেরে পাস করে দিয়েছে। তবু একদিন পরে আবার কাঁপ ফেলে! তবে কি নির্মল পালিতই ঠিক কথাই বলছে! সব চোর, সব ফাঁকিবাজ!

অনেকদিন আগে একবার এই এখানেই, এই কেবিনটার কাছেই একটা গ্যাংম্যান কাটা পড়েছিল। সেদিনও এনকোয়ারি করতে এসেছিলেন সেন-সাহেব। আজ এখন এই রাতে যেন আবার এনকোয়ারি করতেই বেরিয়েছে দীপংকর। সকলের এনকোয়ারি হবে। জেরার জেরার সব ঠিক করে দেবে! সব ফাঁকি ধরে ফেলবে আজ। কোথাও কিছু গোপন থাকবে না। অপরাধীকে খুঁজে বার করতেই যেন বেরিয়েছে আজ সে। এই কালীঘাট, এই গড়িয়াহাট, এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, এই ভবানীপুর, কালীঘাট, খিদিরপুর—কেউ বাদ যাবে না। সকলের বিচার হবে। এই কলকাতারও বিচার করবে যেন দীপংকর সেন। ডি-টি-এস্ ডি সেন। [illegible] আজ থেকে তিনশো বছর আগে যেদিন লর্ড ওয়েলেসলী প্রথম কীর্তি রেখেছিলেন সেই দিন থেকে অনেকবারই চাই সকলের [illegible] থেকে এই কলকাতার [illegible] দিবাজীর্ণ হলো। কোথায় হলো। [illegible] টিমের রাস্তা হাঁটা নগরের মালা। সেই দিন থেকে। তখন কি এই কালীঘাট কোথায় ছিল? এই ধর্মতলা, এই সেন্ট্রাল, এই চাওড়ঙ্গী? তখন কি [illegible] হয়েছিল? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা থেকে হিমালয় গিয়েছিলেন হাঁটা-পথে। সকল লোকেরা ভিড় করে। সনাতনবাবুর এ কথা মুখস্থ। মুখে মুখে বড় কথা বলেন আর অপত্যে স্নেহ বড় সনাতনবাবু।

সনাতনবাবু বলেন—আপনারা যেমন চাকরি করেন, আমি চাকরি না-করেও আপনাদের চেয়ে বেশি বোধ জানি—

যতদিন গেছে দীপংকর ততদিন দেখেছে সনাতনবাবুর মুখে কোনও বিকার নেই। যেন হলেও চলে, না-হলেও চলে। এ সংসারে কিছুরই যেন প্রয়োজন নেই তাঁর।

সনাতনবাবু বলেন—সাকারে প্রার্থনাটা আন্তরিক হয়, নিরাকারে হয় না। তাই তো আমাদের সাকারপূজোর প্রচলন—। কিন্তু আমি বলি দীপংকরবাবু, কাঠ কি পাথর দেখে যদি আন্তরিক কান্না আসে, তা হলে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখে কেন আন্তরিক কান্না আসবে না—

সতী বললো—তুমি জানো না দীপু, ওঁর সঙ্গে কথা বলে শুধু সময় নষ্ট—

দীপংকর বললে—কিন্তু উনি যে কথা-গুলো বলেন, সেগুলোতে তো যুক্তি আছে—

সতী বললো—ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে ঘর-করা যে কী তা তুমি বুঝবে না—

—কিন্তু ঘর তো করতেই হবে তোমাকে!

সতী বললো—আমি অনেক পাপ করেছি দীপংকর, তাই ওঁর সঙ্গেই আমাকে ঘর করতে হচ্ছে—

—অমন কথা বলো না তুমি!

সতী কাঁদলো।

বললো—তোমার কাছেও যদি না বলি তো আর কার কাছে বলবো বলো, কে শুনবে?

একদিন অনেকদিন আগে ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে দীপংকর [illegible]

[illegible] নিশ্চয় মরবার আগে তাদের মাথায় তুলে রেখেছিল। তারপর কেটেছে পর একটা যুগ এসেছে আর যারা মরলো তারা আরো মরবে হয়তো আর যারা মুর্খ তারা আরো মুর্খ হবে। দীপংকর দেখেছে, শুধু তাদের কাছেরা [illegible] নয়, শুধু চোর ফাঁকিবাজ ভণ্ডামির শুধু চোর ইংরিজিওয়ালাই নয়, মানুষের মধ্যে আপা-তোষণ শুধু, তাদের নয়, ওই সনাতনবাবু, ওই নৃপেন্দ্রনারায়ণ, ওই লক্ষ্মণ সরকার ওই নির্মল পালিত, ঘোষালবাবু, অঘোরদাদু, ছুনুবাবুরা থেকে শুধু করে ওই কেদিন-মান কালী সরকার, ওই টিকিট কালেক্টার মধুবাবু, ওই গেটম্যান জুনিয়—সবাই ই যেন কোথায় অপরাধী! আর শুধু কি তারাই আরো আছে! ওই দিল্লীতে যে সাহেবরা সিংহাসনে বসে আছে, ওই গভর্নমেন্ট হাউসে যারা গদীতে বসে আছে, ওরাও অপরাধী! একজন লোকও যদি না-খেতে পেয়ে মারা যায়—তাহলে সমস্ত দেশের লোকই তো অপরাধী! ও সনাতনবাবু, বললে কী

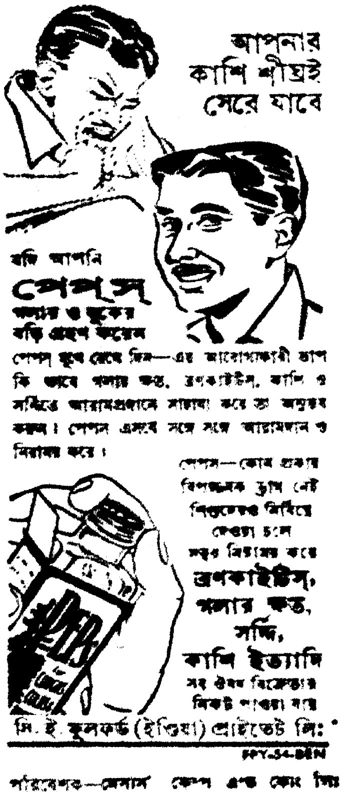

পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
৩২বি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কালকাতা-১২

হবে, ওই জন্যেই তো জেনারেল ম্যাকেঞ্জারের অসুখ হলে দেশপাণ্ডে প্রেস ব্যাক্-সেকেণ্ড হয়ে যায়, ওই জন্যেই পোকাকুকুরকে সাপে কামড়ালে ডি-ডি-এস পেলে ফিরে যায়, ওই জন্যেই দ্বেরকা এখানে এসে মেয়েদের কমলালেবু আর ফলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়, আর ওই জন্যেই তো ম্যাকিন্টোর পার্টিদের জেলে [illegible] হয়—ওদের জন্যেই তো ....

হঠাৎ দীপংকর কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

এখন রাত্রি হবে। সবখানেই যেন একটা [illegible]

[illegible]

হঠাৎ দীপংকরের মনে হলো [illegible] দেয়ালটায় ঠেস্ দিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে

না। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু আবছা আবছা বোঝা যায়, একজন মানুষের [illegible]

[illegible]

(ক্রমশ)

[illegible] সমাপ্ত

'রক্তবৃষ্টি'-এর যে জীবনের সুরু—
তারই বর্ণালিকাপাত ঘটেছে
বরেন বসুর নবতম উপন্যাসে
প্রাঙ্গন ৪।।০
[illegible]
ছাউনি ১।।০
[illegible]
[illegible]
নতুন [illegible]
শেষ প্রান্তর ভবেশ [illegible] ৪।।০
চার প্রহর মাহমুদ আহমদ ২,
রক্তবৃষ্টি বরেন বসু ৫,
মরিয়ম গোলাম কুদ্দুস ৪,
বাঁদী গোলাম কুদ্দুস ৩,
[illegible]
সাধারণ পাবলিশার্স
[illegible] কলিকাতা ১২

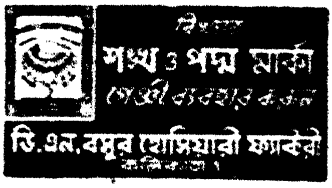

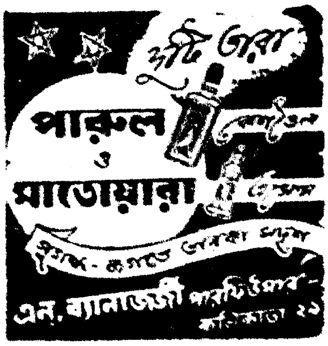

## আমার সমস্ত ডাক

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমার সমস্ত ডাক সে দেয় ফিরায়ে
আমি তাকে পারি না ফিরাতে।
আমি তবু কাছে যাই পায়ে পায়ে, ডাকি
যখন সন্ধ্যার আলো আকাশের গায়ে
তারা হয়ে কাঁপে।
আমি ডাকি।

রেলপুল পার হই
দূরের সিগন্যালে জ্বলে দূরের পিপাসা;
বেলেঘাটা—ধুলোয় আবৃত পথ—
বিদ্যাধরী নদী—
আমি ডাকি,
ভাঙ্গা নৌকা কাঠ হয়ে শোনে,
সব ডাক ফিরে আসে একে, একে,
সে দেয় ফিরায়ে,
নিঠুরা সে।

আমি তাকে দেখিনি কখনো
কাচের চুড়ির মত হাসি তার শুনেছি আড়ালে;
মাটিতে লুকায়ে রাখে অনাবৃত মুখ
চোখের কাজল মোছে চোখে,
জানি না সে কাঁদে কি না বনের আড়ালে
দিগন্তের বিশাল প্রাচীরে পিঠ দিয়ে
আকাশের নিচে।

চোখে কোনো আকাঙ্ক্ষার আলো
কাঁপে কি কাঁপে না—
জানি না।

আমি আর সেই নারী
মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি ঝড়ের ধূসর-ঢাকা সন্ধ্যায়
কতোদিন,
কুয়াশার হাত রেখে ডেকে গেছি,
চোখে তাকে দেখিনি কখনো।

সে নিঠুরা, প্রহেলিকা,
আমার সমস্ত ডাক, সব কথা, কেন যে ফিরায়
কেনই বা আমি তবু ডাকি
কেন তবু কাছে কাছে ঘোরে
আমি যতো দূরে যাই
ভাঙ্গা প্রাচীরের কিম্বা বটের জঙ্গলে
মাঠের নদীর কিম্বা রেলপুলের পাশে—
কে জানে হয়তো এই নির্লিপ্ত ধূসরে, আমার দূরের মধ্যে
কান পেতে থাকে নিপুণ আগ্রহে যেন
আমার সমস্ত ডাক শোনে।

তারপর সব ডাক ফিরে আসে
সব কথা সে দেয় ফিরায়ে,
সে নিঠুরা।
তবু ডাকি।

## আয়না

উৎপলা গোস্বামী

লোকটা ভালোই বাসে সকলকে, সযত্ন হাতে
সযত্নে সংগ্রহ করে সংসারের সামান্য সঞ্চয়
কপালের ঘাম তার জল হয়ে ঘরে ফিরে আসে
নিঃশেষে বিলিয়ে দেয় তার যত সোনালী সময়।
তার মুখে কোনোদিন অভিযোগ আঁকে না ভ্রূকুটি
দিনে তার রৌদ্রালোক চাঁদের চন্দন ঝরে রাতে
শৈশবের ছবি কোলে লাবণ্যের প্রতিমাটি পাশে
কাজেই কৃপণ নয় দানশীল ভাগ্যের মুঠি।
ঋতুতে ঋতুতে তার সংসারের যত ডালপালা
রাজকর দিয়ে যায় পরিমিত নিখুঁত নিয়মে
আকাশ সুনীল কিনা কতগুলি মণিদীপ জ্বালা
এ প্রশ্ন অবান্তর গান তার পৌঁছবে সমে।
দিন যায়। - - - জানে না সে কোথায় মনের চোরাবালি
সবকিছু গ্রাস করে অসহ্য শূন্যতা ঢেলে
ভরাবুক নিমেষেই আকাশের মত হয় খালি
নির্বোধ ভয় পায় কোথা যাবে অন্ধকার ঠেলে ?
সেই দিন তারও রক্তে কেঁপে ওঠে সুদূর বিস্ময়
সব কাজ ভুলে গিয়ে সেও বুঝি শুধু স্তব্ধ হয়॥

# ফরমায়েসী গল্প

না, আর বাঘের দুধ। তবে বরাত যদি খুলে যায়, বাঘের দুধও হয়ত খাওয়াতে পারব।'

অনুকূল পথে একটা ময়ূর [illegible] ছিল। একটু তফাতে বসে হৃষীকেশ রোস্ট-এর জন্য সেটাকে সাফ করাচ্ছে।

সন্ধ্যা পার হওয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডাটাও রীতিমত চেপে বসছে। আগুনে কতগুলো মোটা মোটা গুঁড়ি ঠেলে দিয়ে আমরা কম্বলগুলো কাছে টেনে আঁচের ধার ঘেঁষে বসলাম। নিজের গুমোর বাঁচাতে আড্ডার লোভ ছেড়ে হৃষীকেশ বাবুর্চির চালায় ঢুকেছে খানার তদারক করতে। আমরা তাকে শাসিয়ে রেখেছি একটা পদও যদি স্বাদে একতিলও উনিশ বিশ হয়, তাহলে সকলের ভাগ তাকে একলাই গেলাতে হবে।

এদিকে হাসি মস্করায় গুলতানি যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন প্রফুল্লই হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করল, 'আচ্ছা ভাই, আমরা শিকারের নেশায় ভয়ঙ্কর অনেক কাজ হঠাৎ করে বসি, কে সবচেয়ে মন্দ কি করেছি সেটাই শোনা যাক।' কেউ কথা বলল না। বোধ হয় মনের দেরাজে নিজের নিজের অপকর্মের ফিরিস্তি হাতড়াচ্ছে।

মিনিট দুই পরে রমানাথই প্রথম [illegible] শুরু করল, 'শুন, আমার কথা বলি তাহলে। ছোট থেকেই শিকারের উপর আমার বিষম ঝোঁক। বাবা ছিলেন একেবারে উল্টো, জীবহত্যা পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে পাখী বা নিরীহ প্রাণী। আমি যে শখ করে [illegible] ধরব এ চিন্তাও তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। আমার [illegible] একটা [illegible] [illegible]। তখন আমার [illegible] [illegible] বাড়ীতে [illegible] ছিলাম। একদিন এক মামা আমাকে একটা এয়ারগান এনে দিলেন। আমি যে [illegible] [illegible], যেন আকাশের চাঁদখানা হাতে পেয়েছি। পরে [illegible] বিলেতের সবচেয়ে নামজাদা কোম্পানীতে [illegible] বন্দুক [illegible] দিয়ে তৈরী করিয়েছি, কিন্তু আমার সেই প্রথম হাতে বন্দুকটা পেয়ে যে উল্লাস হয়েছিল তেমন আনন্দ আর টের পাইনি।

যাক, বাড়ী ফিরেই বাগানের চারদিক ঘুরে [illegible], বুলবুলি ছোট ছোট সব পাখী মারা আরম্ভ করে দিলাম। একদিন বাবা দেখলেন। [illegible], কান-মলার চোটে দুই কান লাল হল। সবচেয়ে মর্মান্তিক শাস্তি, আমার বুকের পাঁজর [illegible] অমূল্য সম্পত্তি এয়ারগানটা তখনই দীঘির জলে ফেলে দেওয়া হল। আমাকে [illegible] জন্য মামার কাছে কড়া চিঠি গেল। [illegible] কথা শুনলেন আমার মাতৃ-[illegible] জন্য।

শুনেছি আমার কাকার শিকারের খুব শখ ছিল। তিনি কম বয়সে মারা যান। একবার বিদেশে শিকারে যেয়ে নিউমোনিয়া নিয়ে বাড়ী ফিরলেন, আর সেরে উঠলেন না। বাবার তাঁর বিতৃষ্ণার মূলে এও সম্ভবত একটা কারণ। যাই হোক, অতিরিক্ত কড়াকড়ির ফলেই শিকারের উপর আমার বিজাতীয় একটা ঝোঁক পড়ল বোধ হয়। বারো তের বছর বয়সে চুরি করে বন্দুক ছোঁড়া সম্বন্ধে কৌশলে বেশ চালাক হয়ে উঠলাম। সুবিধা করতে পারলেই একটা একনলা গাদাওয়ালা বন্দুক ছিল, সেটা চুরি করে ঘুঘু, বক পায়রা, ডাহুক মেরে বেড়াতাম চুপিচুপি।

এ কাজে উপযুক্ত সাকরেদও জুটল: আমাদের গ্রামের হবের মাঝির বেটা নাক্কার। প্রায় আমার সমান বয়সের। কোন বাঁ পাখী [illegible] পড়ছে, কোথায় [illegible] [illegible] [illegible], কোন [illegible] [illegible] [illegible], সমস্ত তার নখদর্পণে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] শিকারের [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

শিকারের ব্যাপারে নাক্কার একটা সহজ ক্ষমতা ছিল। নিঃশব্দে বনের মধ্যে শিকার খোঁজবার কায়দা, পাখী বা জানোয়ারের চোখ এড়িয়ে তাদের কাছে পৌঁছবার কৌশল ইত্যাদি নানা জরুরী বিদ্যা [illegible] কাছে শিখতে লাগলাম। তার মধ্যে যেমন গুণ ছিল, আর ওই বয়সে যেমন বুকের পাটা ছিল, তাতে এখন মনে হয় উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেলে সে অনায়াসে দেশী শিকারী-দের সমান সমান হতে পারত। তার কল্যাণে আমিও তখন থেকে [illegible] [illegible] হয়েছি।

বছরখানেক পরে একদিন দুপুরবেলা নাক্কার কেরামতিতে একটা মস্ত দাঁতাল শুয়োর মেরে দিলাম। শুয়োরটা বাস্তবিকই খুব বিরাট ছিল। এটা আর গোপন রইল না, আমার বাহাদুরী নিয়ে সারা গ্রামে ঢিঢি পড়ে গেল। প্রথমেই বাড়ীর ভিতর মায়ের কাছে, তারপরে বাবার কাছে আমার বীরত্বের কাহিনী ডালপালা ছড়িয়ে পৌঁছল। ফলে যে লাঞ্ছনা আমি ভোগ করলাম, তার বিবরণ দিয়ে আর তোমাদের মন ভারী করব না। মা, পিসিমা, জেঠিমারা আমার হয়ে শিকারের বিষয়ে খানিকটা [illegible] করলেন, কিন্তু বাবার শাসনের ভয়ে তাঁর কানে তুললেন না একথা। তাঁরা নাক্কাকেই দোষ দিলেন, যত রাগ তার উপরে। শুয়োর মারার ঘটনায় তাঁরা আর [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] বাহাদুরের কথা [illegible] শিকারের [illegible] [illegible]।

নাক্কার কাছে শুনলাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখেছে। আর বড় বিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জল চোখ পড়ে না। সে নিজে দেখে এসেছে। আমরা পরামর্শ করে ঠিক করলাম: [illegible] বাড়ী [illegible] পড়ন্ত [illegible] বেলায় খাওয়ার আগে বাড়ী ফিরে আসব। সে সময় সুবিধাও ছিল, বাবা কি দরকারে তখন কলকাতায় আছেন। তখন বন্দুকে

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

আমার ডবল প্রোমোশন হয়েছে, যাতে একটা ঘোড়াওয়ালা দোনলা নিয়ে শিকার [illegible] [illegible]।

পৌষ মাসের হাড় কাঁপানো শীত; অমন ঘোর ঘোর অন্ধকার থাকতেই বিলের ধারে হাজির হলাম। [illegible] একটা ছোট ডিঙি কিনারে বাঁধা ছিল, এককোণে তার দড়ি কেটে [illegible] সেটাকে [illegible] জলে নামান গেল। [illegible]

[illegible]

[illegible] আপনি সে দিন ছিলেন না?

[illegible]

করল, মন: বুক ধড়ফড়ে থামা হয়ে গেছে,

[illegible]

দুর্নাম ছিল, কিন্তু বড় মেয়ার, কিছুতেই

[illegible] তবে হাত-

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

অনেক পরে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, শুনলাম খালার বাড়ীতে গেছে। পরে বড় হয়ে শুনেছিলাম, খোরশেদ মৌলবীর উপদ্রবে তার মা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। অনেকদিন থেকে না কি তার উপরে খোরশেদের নজর ছিল। ছবের আর ফেরেনি, জেলেই মারা যায়।'

আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রফুল্ল বলল, 'কিন্তু এটাকে কি ঠিক শিকারের জন্য কোন অপকর্ম বলা চলে?' রমানাথ নির্বাক, চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগল। আমি বললাম, মুখ্য না হলেও গৌণভাবে তাইই। শিকার কেন্দ্র করেই তো মারাত্মক প্রমাদের উদ্ভব। না কি বল হে রমানাথ?' রমানাথ অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' আমাদের কথাগুলো তার কানে গেল বলে মনে হল না।

অনুকূল খুব আস্তে আস্তে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমার চেয়ে অপরাধী তোমরা কেউ নও।' প্রফুল্ল বলল, 'আগেই সেটা জানলে কি করে? অতটা অভিমানী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ভাল নয়।' অনুকূল বলল, 'কাহিনীটা তোমাদের কাছে খুলেই বলছি, কিন্তু আমি বেশ জানি তোমাদের চোখে অনেকখানি নেমে যাব।' আমি একটু বিজ্ঞভাবে বললাম, 'যে যত বড় অন্যায়ই করুক, সেটা অকপটে নিজের কাছে স্বীকার করলে তার নিশ্চয়ই ক্ষমা হয়।' অনুকূল পাইপে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'তোমরা তো জান, আমি বিলেত থেকে এসে চা-বাগানে কাজ নিয়েছিলাম? ইংরেজ কোম্পানীর বাগানে বড় ডাক্তারের কাজ নিয়েছিলাম, হঠাৎ চাকরি ছেড়ে কলকাতায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করি। কেন চাকরি ছাড়লাম, তা তোমরা জান না।

কাজ তো বেশ ছিলাম। কয়েকটা বাগানের ডাক্তারদের উপর আমি কর্তা, মোটা মাইনে, কাজও তুলনায় খুব বেশী নয়। প্রথম প্রথম আমার ফাঁকা লাগত; নিঃসঙ্গ জায়গা, সপ্তাহে দুবার ক্লাবে গেলে পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হোত, নয়ত নিজের বাংলোয় একা বসে কাটাই। ক্লাবেও গোড়ায় আমার সঙ্গে সবাই ভদ্রতা করত বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা হোত না। সকলেরই সাদা চামড়া, আমিই এক নেটিভ, হংস মধ্যে বক যথা। ওদের মধ্যে আমিই প্রথম এদেশী আমদানী, সেজন্য অনেককাল ওরা বোধ হয় আমাকে বাঁকা চোখে দেখত [illegible] না চলল। কিছুদিন পরে ওই অঞ্চলের অধিকাংশ বাগানের সাহেবদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল এবং কেউ কেউ আমাকে বেশ পছন্দ করত। ওদিকে [illegible] শিকার ওখান থেকেই আমার শিকারী জীবন শুরু। [illegible] ভাল। সপ্তাহে [illegible] ক্লাবের [illegible] ছুটি পেলেই শিকারের চেষ্টা [illegible] এর ওর বাড়ীতে [illegible] [illegible] [illegible] না। আমার সামাজিক [illegible] [illegible] গেল।

যতটুকু কাজ করি, তার [illegible] [illegible] [illegible] উপরওয়ালাদের [illegible] [illegible] কারণ আমাকে বড় চাকরিতে [illegible] [illegible] ইংরেজের সঙ্গে [illegible] আমি ওখানকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] বাড়ীতে উঠতে [illegible] [illegible] ইংরেজের [illegible] [illegible] ইংরেজের চেয়েও ইংরেজ হলাম, ওদেরই চালচলনের [illegible] ভুল ধরে মনে মনে সমালোচনা করি।'

অনুকূল পাইপের পোড়া তামাক বার করে পাউচ থেকে তামাক নিয়ে ভরতে ভরতে বলল, 'কিন্তু বিধাতা আড়াল থেকে নিষ্ঠুর হাসি হাসছিলেন।' পাইপটা জ্বালা করে ধরিয়ে, গলা ছেড়ে বলে চলল, 'আমার শিকারের বাতিক দেখে অনেকে শিকারের ভাল খবর পেলে আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠাত। এইভাবে আমাদের একটা ছোট দল গড়ে উঠেছিল, যেমন এই দলটা। ইংরেজদের সহযোগে সামাজিক দিক সুবিধা হোত। অবশ্য আমি ততটা সুবিধা নিতাম, তার চেয়ে [illegible] [illegible] আমার [illegible] একটা [illegible] ছিল।

একবার ইস্টারের সময় [illegible] খবর পাঠায় [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

আমরা [illegible] খবরের প্রত্যাশায় [illegible] দিন কাটাই, কিছুই করবার নেই। [illegible] একটু [illegible] [illegible] চা [illegible] বাড়ীর [illegible] নিয়ে। [illegible] বাংলোয় [illegible] [illegible] একদিন আমি কয়েকজন [illegible] ইংরিজি [illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible] নিয়ে সময় কাটাই। আমাদের [illegible] ফেব্রুয়ারির আগের দিন সকালে খবর এল

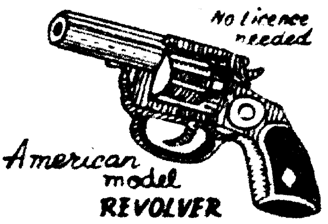

ডাকাত, চোর, [illegible] ইত্যাদি উপদ্রবে এর জোরালো গুলী আপনার পরম বন্ধুর কাজ করবে। [illegible] ও বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড আওয়াজ ও চোখ-ঝলসান আলো আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| মূল্য: টাঃ | ৮, | ১০, | ১৩, |
| নং | ৫৫৭ | ৮৮৮ | ১১১ |

বিনামূল্যে ২৫টি গুলী। ২৫টি অতিরিক্ত গুলী টাঃ ১/৫০, ১০০টি গুলী ৭, টাকা। চামড়ার কেস ৬, টাকা। লুব্রিকেটিং অয়েল প্রতি বোতল ১, টাকা। ডাকব্যয় ২, টাকা। দুই বা ততোধিক পিস্তলের জন্য ডাকব্যয় লাগে না। কেবল ভি পি পি-তে মাল পাঠান হয়।

নিউ ইয়র্ক এজেন্সিস (ইণ্ডিয়া)
পোস্ট বক্স নং ৬০১২ বোম্বাই—৭।

একটা ঝাঁড় হয়েছে। সমস্যা দাঁড়াল কে সুযোগটা নেবে। আমি অবলোটের বাঁটুবি, সেই কারণে ও আমাকে এই সুযোগ দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু ইংরেজের সংগে ইংরিজী প্রথায় শিকার শিখেছি, ওর দাক্ষিণ্য হাতে পেতে নিতে পারলাম না। তখন ও প্রস্তাব করল, আচ্ছা বেশ, টস করা যাক। পকেট থেকে একটা রুপোর টাকা বার করে অবলোট জিজ্ঞাসা করল, হেড না টেইল? বলে ফেললাম টেইল। বন করে টাকাটা শূন্যে উঠে ওর হাতের চেটোয় পড়ল—রাজার মাথা সগর্বে উঁচু করে। [illegible]

[illegible]

মাহুতকে বললাম সাহেবের জন্যে করেছে

[illegible]

দেখছি। প্রস্তুত ও হমনাথ শিকারীদের দুর্ভাগ্যের আশির্বাদ মনোরম লাগ দেখছে। কোয়েলের ওপারের মহুয়াবন থেকে ময়ূরের টাঁকা কাঁও কাঁও ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

অনুকূল পাইন গাছের [illegible] আমার পথে আমার শিকারের দুর্দান্ত উত্তেজনা উবে গেল। নতুন লজ্জায় অনুতাপে আমি একেবারে মুষড়ে পড়লাম। একটা কেন, একজোড়া বাঘ মারবার আনন্দও যেন তুচ্ছ হয়ে গেল। ঠিক করলাম নিজেই অবলোটের কাছে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব। কিন্তু তা হল না। [illegible]

[illegible]

নীচে [illegible] অবলোটের নাম ধরে দুবার ডাকলাম, কোন সাড়া পেলাম না। উপরে ওর ঘর থেকে দেখি অঘোরে ও ঘুমোচ্ছে, গায়ে পাতলা

এখন বাজারেও প্রকাশিত হলো :
মহাত্মা গান্ধী
রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ভূমিকা
সম্বলিত।
দেশে ও বিদেশে মহাত্মা গান্ধীর
কার্যাবলীর তিন শতাধিক
আলেখ্য সংকলন।
প্রবন্ধপঞ্জিকা লিখেছেন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
আর্ট পেপারে মুদ্রিত। সাইজ ১০" × ৯১/২"
মূল্য ১০ টাকা মাত্র। ডাক খরচ ২·২৫ নয়া পয়সা
দি পাবলিকেশন্স ডিভিশন
১, গার্স্টিন প্লেস, কলিকাতা—১
অফিস : দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ
[illegible]

**পুরোপুরি আসল কণ্ঠস্বরের জন্য**

বহু রকমারি নোভোসোনিক রেডিও এবং রেডিওগ্রামের মনোরম প্রদর্শনের জন্য আমাদের এখানে আসুন।

সব জিনিসই সহজ কিস্তিতে পাওয়া যায়।

**[illegible]**

৭, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন—২৩-৪৮৭৮



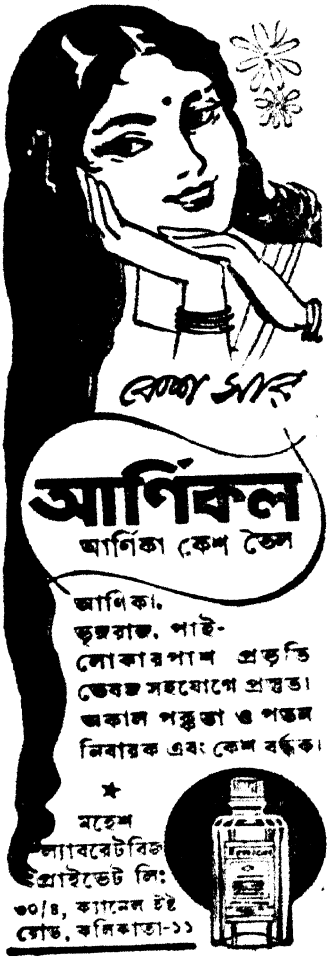


সোল এজেন্টঃ
এম, ভট্টাচার্য্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১


পাশা ফরমাস করল। সারা সন্ধ্যায় একবারও অরুণেট কথা কইবার সুযোগ দিল না। তার পিঠ ছাড়া মুখ আর দেখতে পাই না।

পরের সপ্তাহে বুঝলাম, অবস্থা আরও খারাপের। এ সমাজে আমি একঘরে হয়েছি। যে ময়ূরপুচ্ছের জোরেতে আমি এদের মধ্যে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলাম, নিজের উচ্চবাচির চড়ায় ঝাঁকিয়ের দুটিতে সেই রঙীন পুচ্ছ খসে পড়েছে। এখন আমি শুধু অবাঞ্ছিত দাঁড়কাক। জোচ্চোর।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে ফাঁকা এক কোণে গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ আমার কাঁধে কে হাত রাখল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম বুড়ো জোনাথন ব্যাক্সটার। [illegible]

[illegible] চেয়ার ছেড়ে [illegible] বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ, আমার [illegible] জানাই তোমাকে।' [illegible] নীরবে মাথা নাড়ল। আমার সঙ্গে বাইরে এসে, গাড়ীতে উঠতে [illegible] আমার পিঠে হাত রেখে বলল, [illegible] তোমার বয়স বেশী নয়, [illegible] ভুলই, তা নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামিও না। আমি আন্তরিকভাবে [illegible] তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক। আমি যদি কখন তোমার

হঠাৎ আমার কাঁধে কে হাত রাখল

জন্য কিন্তু, হঠাৎ [illegible] বাড়ী আসায় আমায় ব্যাক্সটারের [illegible] চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার একজন মানুষের অমায়িক [illegible] স্পর্শ আমার [illegible] মনে হল যেন অনেক হালকা বোধ হচ্ছে। [illegible] সেই [illegible] একটা [illegible] যে আমার কত [illegible] করে [illegible] পারলাম।

ব্যাক্সটারের কাছে [illegible] কিন্তু, অনুরোধ জানানোর অবকাশ হয়নি। কিন্তু যে দামী জিনিস হাতে [illegible] পেয়েছিলাম, আমার জন্যে অন্যদেরকে যা নতুন চোখ দিয়েছে। হয় উপরওয়ালা অন্যদের দুটো ওদের বরাত উৎসাহ থেকে আমাকে দূরে রাখতে সাহায্য করেছে। না হলে দিন দিন ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে যেতাম।'

'তারপর', অনুকূল হাত নেড়ে বলল, 'তারপর আর কি।'

আমরা সকলেই উৎসুক, চুপচাপ। ইতিমধ্যে হাসকিল এসে পড়েছে ঘর খুঁজতে খুঁজতে। কোটের আস্তিনে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'তোমরা বেশ জমিয়েছ মনে হচ্ছে। আমিই বাদ পড়ে গেলাম।' আমি কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। সমরনাথ মোটা চুরুটের শেষটুকু অ্যাসট্রের মাথায় ছুঁড়ে দিল। অনুকূল সমরনাথের দিকে ঝুঁকে মুখ নীচু করে পাইপটা কাঠের গুঁড়ির গায়ে ঠুকে ঠুকে ছাই বার করতে লাগল। তখনও লেকের [illegible] মোটা মোটা রব নিঃশব্দ অন্ধকার ভেদ করে দূর থেকে ভেসে আসছে।

# বাইশে শ্রাবণ

**নির্মলকুমারী মহলানবিশ**

॥ ৪ ॥

আমি গিরিডিতে [illegible] মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিলাম। অনেক দিন জেগে থাকার ফলে আবার একটু ভালো হয়ে ফিরে [illegible] আমার স্বামীর সঙ্গে মোটরে [illegible] কারণ [illegible] সামান্য করেছেন।

কলকাতা থেকে ২০শে [illegible] একদিন কবির কাছে থেকে আমরা [illegible] চলে গেলাম। কবির শরীর দিন দিনই বেশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। [illegible] তখনকার সেই সময় [illegible] ছিলেন [illegible] শরীর।

[illegible]

[illegible] এইরকম করে [illegible] ছাড়িয়ে দিয়ে চলে গেলে। এসে [illegible] দিলে না কেন?' বললাম, কালকে [illegible] হয়েছে, কাল সকালে তো ক্লাস নিতে হবে।

এখানেই মন দেবার চেষ্টা করবেন বলেছেন। [illegible] উৎসবের দিন ওঁর আসা [illegible] সেই সময় [illegible] চলে যেতে হয়েছিল।

মেয়েদের এখানেই মায়ের উপর [illegible] কাছে [illegible] হয়ে গেছে। [illegible] সম্পূর্ণ করলাম না।

উৎসবের সময় শান্তিনিকেতনে [illegible] কবির কাছে ছিলাম। উনি [illegible] ছিলেন।

[illegible]

বছর বা চল্লিশ বছর আগে লিখলেও এর চেয়ে কিছু বেশি হতো না।

তুমি এমন দিন করেছ [illegible] থাকলে-পরে কবি খুশি হবেন। সে ভালোই হল। আমার ছোটগল্প কিছু পাওয়া গেলে হলেই তোমাকে লিখব।"

ওঁকে আবার ৭ই ফেব্রুয়ারী আসানসোল [illegible]; তারপর দু'তিনদিন পরে শান্তিনিকেতনে এসে আমাকে কলকাতা নিয়ে গেলেন। কবিকে চিঠিতে লিখে জানালাম যে আবার সুবিধা হলেই চলে আসবো।

কোনো একটা মাসিক পত্রিকার কোনো একজন লেখিকা লিখেছিলেন, আমরা মায়ের জাত, [illegible] আমরা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। কবি সেইটে পড়ে আমাকে বলেছিলেন, [illegible] এর বেশি [illegible] প্রকৃতি তোমাদের [illegible] করেছে, আমাদের [illegible] এতে আমাদেরও কোনো ক্ষতি নেই, তোমাদেরও না। কিন্তু আজকাল অনেক সময়েই [illegible] পারে, আমরা মায়ের জাত [illegible] তুমি কেন [illegible] বাহাদুরি? [illegible] কেবলমাত্র [illegible] বলেই ওঁরা আমাদের চেয়ে [illegible] সেই থেকে কোনো কোনো সময় [illegible] বলতেন, "ওগো মায়ের জাত, [illegible]" [illegible] শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার পরে একখানা চিঠি পেলাম কবির কাছ থেকে, সেই ফেব্রুয়ারী মাসে।


শ্রীজওহরলাল নেহরুর

**বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ**

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের অনুবাদ

[illegible] বিশ্ব-ইতিহাসের [illegible] একটি [illegible] এই ইতিহাস-গ্রন্থ [illegible] বিশেষভাবে তৈরি কাগজে বাংলা বাইন্ডিং [illegible] ছাপা ডবল ডিমাই ১৬ পেজী সাইজে ১৬১ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। [illegible] ৫০ খানা মানচিত্রসহ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ ১৬·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর ॥ **আত্ম-চরিত** ॥ ৩য় সং টা ১০·০০

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর ॥ **ভারতকথা** ॥ টা ৮·০০

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের ॥ **ভারতে মাউন্টব্যাটেন** ॥ টা ৭·৫০

আর জে মিনির ॥ **চার্লস চ্যাপলিন** ॥ সচিত্র ॥ টা ৫·০০

**শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ** । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

● [illegible]

হে মায়ের জাতের [illegible],

বাবার জাতের অধঃপতন হতে হতে যখন সে কাঁশদের হাতে এসে ঠেকে তখন তার বড়ো দুর্গতি। হাত খালাস করে দেবার জন্যে মহাজন তাকে reduced price saleএ চড়িয়ে দেন। কিন্তু সেই আধমরা দামের জখমি মালটাকে স্কুলের আড়ালের কোণে গুটিয়ে গুটিয়ে রাখাই ভালো, কাজ নেই নাড়াচাড়া করে—বুঝতে পারি দোকানের মালিক তাকে সরিয়ে ফেলবার হুকুম দিয়েছেন—তার প্যাকেটটার বাঁধনগুলো খুলে ফেলা চলছে। অতএব তোমরা—যদি পারো তবে সেই কবিকে মনে কোরো যে একদিন গেয়েছিল 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'—আজ তার ভাঙা গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ইতি ১লা ফাল্গুন ১৩৪৭

তোমাদের সত্যনামের রবিঠাকুর

উদয়ন
বারান্দার কোণ
সকাল সাতটা

পনেরই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমাদের বিয়ের সাম্বৎসরিক। প্রত্যেক বছরেই এই দিনে ওঁর আশীর্বাদ পাই। এবারে এত শরীর খারাপ সত্ত্বেও আমাদের সে-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেননি। খাম খুলে দেখি—

**রানী ও প্রশান্ত**

বর্ষ পরে বর্ষ গেছে চলে,
ছন্দ গাঁথিয়াছি আমি তোমাদের মিলনমালিকে।
এবার দিনের অন্তে রিক্ত আমার আশীর্বাণী
রবির স্নেহের স্পর্শ আনি
পশ্চিমের ক্লান্ত রশ্মি হতে
সোনা দিল তোমাদের আনন্দিত প্রাণের
আলোতে ॥

**কবি**
১৫ ফাল্গুন ১৩৪৭

মন আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। কতবড়ো সৌভাগ্য আমাদের যে এইখানি অযাচিত স্নেহ পেয়েছি। গত বছরেও এমন দিনে পেয়েছিলাম—

**রানী প্রশান্তের পরিণয় বার্ষিক**

যুগল প্রেমের কল্যাণমালা
চলেছ গাঁথিয়ে গাঁথিয়ে,
বরষের পর বরষে
ক্লান্তি বিহীন হরষে
জড়ায়ে রহে সে মাধুরী মিলায়ে
তোমাদের দিন রাতিতে।

সে মিলনমালা বন্ধুজনেরে
গন্ধ দিয়েছে বিলায়ে,
দেশ বিদেশের অতিথি
নিয়ে যায় তার প্রতীতি,
আমি দূর হতে কবির ছন্দ
দিনু তার সাথে মিলায়ে॥
আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫ ফাল্গুন ১৩৪৬

ফেব্রুয়ারী মাসটা কলকাতায় কাটিয়ে আবার মার্চ মাসের বারো তারিখে উনি যখন দিল্লি গেলেন আমিও তখন শান্তিনিকেতন ফিরে গেলাম। সেইসময় এইরকম করেই ক্রমাগত কলকাতা আর শান্তিনিকেতন যাওয়া আসা করছি—যতটুকু কবির কাছে থাকতে পারা যায়। কেবলি ভাবি আর কতদিনই বা ওঁকে কাছে পাবো আমরা। প্রত্যেকবার গিয়ে যখন প্রণাম করি ওঁর খুশিতে উজ্জ্বল মুখ দেখে নিজেকে ধন্য মনে হয়।

বরানগরে আমাদের যে নতুন জমিটা কেনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কবির খুব কৌতূহল। কিরকম দেখতে তার চেহারা, কটা পুকুর আছে, পুরোনো শান বাঁধানো ঘাট আছে কি নেই—সব খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বললাম, একসময় বাগানটা দেখবার মতোই ছিল, কিন্তু এখন একেবারে যেন সুন্দরবনের জঙ্গল, এত বড়ো বড়ো উলুঘাস। একটা খুব পুরোনো ভাঙাচোরা তিনতলা ঘরওয়ালা বাড়িও আছে, কিন্তু ওবাড়ির ধ্বংসস্তূপ দূর না করলে ওখানে বাস করা যাবে না। আমরা সেই কাজই এখন হাত লাগিয়েছি। বাগানেও এখন খালি পরিষ্কার করার কাজই চলেছে, পরে গাছপালা লাগাবার কথা ভাবব।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন একদিন, "তোমার ঐ নতুন বাড়িতে আমার জন্যে একখানা ঘর থাকবে তো?" আমি বললাম, সেকথাও কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে? চিরকাল পরের ছাড়াবাড়িতে আপনি আমাদের কাছে থেকে এসেছেন, আর এখন এই নিজেদের বাড়িতে আপনার থাকবার জায়গা থাকবে না? আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা, অনেকে আমার কাছে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে নাম চায়, তোমার তো আর তার দরকারই হল না। কিন্তু এতকাল পরে যখন একটা বাড়ি করছ, তখন আমাকে তো বলতে না হয় তার জন্যে একটা নাম দেওয়া চাই। ছেলেমেয়েদের নামকরণ করতে পেলুম না, কিন্তু বাড়িটার তো নামকরণ করতে পারবুম।"

আমি বললাম, কি করে জানলেন যে আমি নাম চাইবো না? আমি শুধু অপেক্ষা করছি যে কাজ আর একটু এগোলে যখন তখন নামের জন্যে আপনাকে বিরক্ত করবো। খুশি হয়ে বললেন, "আচ্ছা, এখন থেকেই ভাবা থাকলো যে কি নাম দেবো। বলো তো বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে তোমার বাড়ির কোন দিকে পড়বে?" বললাম, পূর্ব দিকে। বললেন, "আচ্ছা, তাহলে নাম হোক 'প্রাচী'।" আমি বললাম—না, ওটা শুনতে মিষ্টি লাগছে না। "বাবা! আবার শুনতে মিষ্টি হওয়া চাই। আচ্ছা, তাহলে না হয় হোক 'অরুণী'।" আমি বললাম—না, ওটাও হল না; কারণ শুনেছি অমিয় চক্রবর্তীদের পৈতৃক বাড়ির নাম 'অরুণী'। আপনার কাছ থেকে নাম নেবো যখন তখন একটা পুরোনো নাম কেন নেবো? আর একটা নামের কথা ভাবুন।

"আচ্ছা, তাহলে বলো তোমার বাগানে কোন গাছের প্রাধান্য বেশি।" বললাম, আমগাছ। খুব খুশি হয়ে বললেন—"বাঃ, তাহলে একটা খুব সুন্দর নাম মনে এসেছে—'আম্রপালি'।" বললাম, সত্যিই তো চমৎকার নাম। তাছাড়া শুনতেও যেমন মিষ্টি, নামটাও নতুন। বললেন, "না, নতুন নয়। এটা বৌদ্ধ-সাহিত্যের খুব একটা বিখ্যাত নাম, যাকে বলে ক্লাসিকাল নেম। একজন খুব বিখ্যাত নর্তকীর বাগানের নাম এটা। সেই নর্তকীর একটিবের নাচের মধ্যে ছিল এক সহজ স্বর্গসুধা। বুদ্ধ তার বাগানে তাঁর বাণী প্রচার করতে একদিন গিয়েছিলেন। সেই অমৃত বুদ্ধের কথা শুনে এবং তাঁকে দেখে একমুহূর্তেই মন বদল হয়ে গেল। সেইদিন থেকে তার নর্তকীজীবনের সমাপ্তি। সে তার বাগান, ধন ঐশ্বর্য সর্বকিছুতে জলাঞ্জলি দিয়ে বুদ্ধের শরণ নিয়েছিল—এই আম্রপালি একটা পবিত্র বাগান বলে লোকে মনে করত। কিন্তু তোমাদের একটা পবিত্র নাম; কিন্তু দেখো, এমন কিছু কখনো কোরোনা যাতে তোমাদের দ্বারা এই পবিত্র নামটার অসম্মান হয়।" বললাম, আপনার একথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমি যতো থাকতে দেবো এ নামের অসম্মান হতে দেবো না। তবে তার পরেকার কথা আগে থেকে আমি জানি না।

আবার একটু পরে বললেন, "আচ্ছা, আমার জন্যে যে ঘর করবে সেখান থেকে অনেকটা দেখতে পাবো?" আমি বললাম, হ্যাঁ আপনার ঘরখানার সামনে পুকুরটাই আমাদের বাগানের খুব বড়ো বড়ো আম গাছ। আবার বললেন, "আচ্ছা, তোমার তেতালাতে আমার ঘরে বসে যেমন পুকুর দেখতে পেতুম এখানেও সেই রকম পুকুর দেখতে পাওয়া যাবে?" হ্যাঁ, একেবারে দক্ষিণে একটা পুকুর আর উত্তরেও একটা পুকুর, মধ্যে বড়ো বড়ো নিচু নিচু জায়গা ভরা হয়েছে। আপনি পুবদিকে মুখ করে বসলে সামনে পুকুর দেখবেন, ডানদিকে মুখ ফেরালে দক্ষিণের পুকুর, বাঁদিকে মুখ ফেরালে উত্তরের পুকুর। ঘরখানার প্ল্যান সেভাবে নেই বলেছি হয়। আপনি যেন বসেই সমস্ত বাইরেটাকে কাছে পেতে চান বলে বিশেষভাবে এই ঘরখানার প্ল্যান একরকম করেছি।" খুব খুশি হলেন শুনে।

বললেন, "তোমার ঐ আম্রপালিতে[1] আমার মোটে পছন্দ নয়। যতগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিল্ডিং শুধু ঘরটাই দেখতে হয়,

---

১। বরানগরে গুপ্ত নিবাস। এই বাড়িতে গুরুদেব আমাদের কাছে অনেকবার এসে থেকেছেন। পালের দেশের সাহিত্য বৌদ্ধশাস্ত্রের শব্দ থেকে বাড়ির এই নাম দিয়েছিলেন।

[illegible]

কলকাতা এসে একদিন সকালে meet করতে পারেন। [illegible] কথাবার্তা [illegible] operation [illegible]

[illegible]

নববর্ষের প্রথম দিনে মঙ্গলবার ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৯ শান্তিনিকেতন আশ্রমে গুরুদেবের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে।

২। ডা: বিধানচন্দ্র রায়।
৩। ডা: জ্যোতিপ্রকাশ সরকার।
৪। ডা: অমিয়নাথ সেন।

এই উৎসবে যোগদান করিয়া আপনি আমাদিগকে ভাগ্যবান করিবেন—এই প্রার্থনা।
নমস্কারান্তে ইতি—২৫শে চৈত্র, ১৩৬৮।৫

নিবেদক
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

[illegible]

রাণী প্রভাবতী,

[illegible] সর্বাধিনায়কী [illegible] ইতি—
রবীন্দ্র

[illegible]

১। [illegible] ১৩৫৮ [illegible] ১৩৫৮এর [illegible]

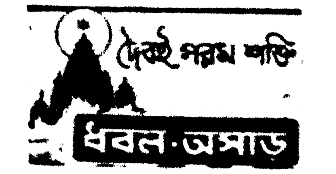


[illegible] শ্রীঅম্বিকা [illegible] কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৩৫৮

পৌঁছতে শান্তিনিকেতনে এসে চৈত্র সংক্রান্তির রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা উৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগেই ফিরে যেতে হল। বর্ধমান গিয়ে তিন ঘণ্টা দিল্লির গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে বসে রইলেন, কিন্তু এত কাছে থেকেও অনুষ্ঠানটা দেখা হল না। ট্রেন থেকে তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন—

১৪ই এপ্রিল, ১৯৪১

১লা বৈশাখ কবির জন্মদিনের উৎসবে থাকতে পারলাম না বলে খারাপ লাগছে। অথচ বর্ধমানে এসে তিন ঘণ্টা বসে থাকা।

খানা জংসনের কাছাকাছি পশ্চিমদিক লাল হয়ে মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যাবেলা যখনি রেলের গাড়ি থেকে বাইরে তাকাই মনটা ভার হয়ে ওঠে। সব চলে যাচ্ছে এই কথাটাই মনে হতে থাকে। আজকাল বয়স বেড়ে চলেছে বলেই আরো বেশি এরকম মনে হয়।

কবি আজ সকালে ডেকে পাঠিয়ে গল্প করলেন, খুব ভালো লাগল। আজ যে কথাগুলি বললেন মনে রাখবার মতো। ওঁর গানের স্বর-ভেদ করে আলোচনা করা সত্যি দরকার। এক সময়ের এক এক পর্যায়। এ নিয়ে আমাদের দেশে কেউ ভেবে দেখে না। আসলে সমালোচনা জিনিসটাই আমাদের দেশে নেই। কবিকে বোলো যে 'গল্পসল্প' পড়ছি আর খুব enjoy করছি।

পরের দিনের চিঠিতে লিখছেন—

দিল্লি মেল। ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪১

কবি কেমন থাকেন তা লিখো। সত্যেন রায় ৬ বা জিতেন দত্ত ৭ কারোরই তো অপারেশন করবার ইচ্ছা নয়। যা মনে হচ্ছে তাতে যে operation-এর দিকে যাওয়ার মতো, না। এই বয়সে অতটা risk নেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

পয়লা বৈশাখ বিকালে কী হল তা আশা করি আজকের চিঠিতে বৃহস্পতিবার জানতে পারবো। কবির সঙ্গে আজকাল যা কথাবার্তা হয়, তা যদি রোজ আমাকে চিঠিতে লেখো কিংবা টুকে রেখে দাও তো খুব ভালো হয়। আজকাল অনেকে অনেক বাজে কথা লিখে যাচ্ছে। তার মধ্যে নিজেদের মতামতও আরোপ করছে। তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা লেখা থাকলে ভালো। সব সম্বন্ধেই এরা লেখে কিন্তু কবি যখন রামমোহনের কথা বলেন, সে বিষয় কখনও ভুলেও উল্লেখ করে না। তাই বলছিলাম তুমি যদি লিখে রাখো তো সেটা সত্যি কাজ হয়।

আমি শান্তিনিকেতন থেকে উৎসবের খবর দিয়ে ১৭ই এপ্রিল আমার স্বামীকে চিঠি লিখেছিলাম—

কাজ সত্য খুব সার্থক হয়েছে। অসুস্থ হয়ে সারাটা বছর। কবি সেই রাত নটা পর্যন্ত সমানে বসে রইলেন, অনেক বলা সত্ত্বেও কিছুতেই উঠলেন না। ক্ষিতিমোহনবাবু কবির লেখা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটা পড়বার আগে কবি নিজে বাবা ওঁকে অভিনন্দন দিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে মুখে একটু বললেন। সমাগত সকলকে আশীর্বাদের ছলে চমৎকার বললেন। মনে হল, যেন অসুখ হবার আগেকার মানুষ। বলার মধ্যে কোনো প্রয়াস নেই, কথার জন্যে হাতড়ানো নেই, কোনোখানে থামা নেই, ক্লান্তি নেই, কিছু নেই। গলা বেশ অনেকদূর থেকেও আমরা পরিষ্কার শুনতে পেলাম। কি রকম moved হয়ে বললেন—খুব ভালো বলা হয়েছে। তোমার জন্যে মন খারাপ লাগছিল। ভাবছিলাম তুমি বর্ধমানে বসে আজ হয়তো আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে। আর হয়তো কবি কোনোদিন সকলের সামনে উপস্থিত হয়ে এরকম করে কিছু বলতে পারবেন না। অথচ এই শেষ বলাটা এর আনন্দের জন্যে তুমি শুনতে পেলে না।

কবি আজ সকালে ডেকেছিলেন, আমি [illegible] শেষ হলে পৌঁছতে [illegible] লিখছি, [illegible] [illegible] [illegible] ওঁর কাছে [illegible] দুই যখন দেখা করলাম [illegible] [illegible] বাড়িতে উপস্থিত হয়ে উঠলেন। এইটাই আমার পুরস্কার।

(ক্রমশ)

৬। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু।
৭। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত।


বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন

পরিবেশক :
জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

adarts

# মাটির পুতুল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[illegible]

রঞ্জন সেদিন কোয়ার্টারে আসতেই রাণু বললে, বড়ুদার কান্না শুনে ছুটে এলে বুঝি?

রঞ্জন বললে, না, কই কান্না তো শুনতে পাইনি।

—তা কেন পাবে? রাণু বললে, ওদিকে টক্কা টক্কা করে তো শুধু শুনিবার কথা শুনতে পাও!

—বড়ুদা কোথায়? রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে।

বড়ুদার মা বললে, গেল তোমার ওই খালাসীর ছেলেটার সঙ্গে খেলা করতে। ভেবেছিলাম যেতে দেবো না, কিন্তু কি করবো বল, এমন জায়গায় এলে যে, ছেলেটার খেলা করবার একটা সঙ্গী পর্যন্ত নেই।

রঞ্জন আবার জিজ্ঞাসা করলে, বড়ুদা কাঁদছিল কেন?

রাণু বললে, ঝোঁক ধরেছিল রান্না করবে।

রঞ্জন হেসে বললে, মেয়েছেলে তো! কিন্তু খবরদার, দেখো যেন আগুনের কাছে না যায়!

—না না এ রান্না নয়। রাণু বললে, খেলাঘরের রান্না। তবে আর বলছি কেন? এমন হতভাগা দেশ যে কাছাকাছি কোথাও একটা শহর-বাজার নেই।

—থাকলে কি করতে?

—টিনের একটা খেলনার সেট্ আনিয়ে দিতাম। ছোট ছোট উনোন, কড়াই, তাওয়া, ঘটি, বাটি, বালতি—

রঞ্জন বললে, আচ্ছা দাঁড়াও কাল আমি মাটি দিয়ে ওই সব তৈরি করে দেবো।

রাণু হেসে উঠলো—বাবো, তুমি তৈরি করবে মাটির খেলনা! তবেই হয়েছে!

—হাসছো? হাসো। রঞ্জন বললে, কাল আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো পারি কিনা।

সকালের ট্রেনটা পার করে দিয়েই লালু ছুটলো মাটি আনতে।

কিন্তু কাঁকর-পাথর আর সোঁদর রঙের এদেশে মাটির দেশ। খেলনা তৈরির নরম মাটি পাওয়া মুশকিল।

শেষে অনেক কষ্টে অনেক দূর থেকে [illegible] ধারের [illegible] নীচে একটা পুকুরের পাড় থেকে এক তাল মাটি এনে লালু মাথায় বসে গেল স্টেশনের সামনে।

তার পর শুরু হলো রঞ্জনের শিল্প-[illegible]।

[illegible] মাটির একটা উনোন তৈরি করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কিন্তু [illegible] হাত, তার ওপর মাটি [illegible]

খারাপ। কোনো কিছুই সহজে দাঁড়াতে চায় না!

শেষে সবাই মিলে হাত লাগিয়ে দিলে।

রঞ্জন তৈরি করে একটা উনোন, তো তার অ্যাসিস্টেন্ট তৈরি করে তিনটে বাটি। ওদিকে লালু খালাসী বসে বসে একটা [illegible] কিছুতেই খাড়া করতে পারছে না।

দেখতে দেখতে স্টেশন-ঘরের দু'খানা বড় বড় টেবিল মাটিতে আর মাটির কাদ্কাদে ভরে গেল।

এদিকে তখন আর একখানা গাড়ি আসবার সময় হয়ে গেছে।

মাটি-মাখানো অ্যাসিস্টেন্ট [illegible] [illegible] [illegible]। খালাসী ছুটলো মাটিমাখা হাত নিয়েই। রঞ্জন শুধু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হাত দুটো একবার মুছে নিলে।

ট্রেনটা পার করে দিয়ে আবার চললো [illegible] [illegible]।

[illegible]

তার পর [illegible] [illegible] [illegible]।

রঞ্জন [illegible] [illegible] [illegible] মাটির এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাগিয়ে দিলে। [illegible] বললে, [illegible], এবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে।

[illegible] [illegible] [illegible], এর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মাটির [illegible] [illegible] [illegible] মাটির [illegible]।

রঞ্জন বললে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাল [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। মাটির তৈরি উনোন, [illegible], ঘটি, বাটি, [illegible]—[illegible] ওপর [illegible] [illegible]।

রাণু জিজ্ঞাসা করলে, [illegible] [illegible] বড়ুদার জন্যে সারা [illegible] মাটির খেলনা তৈরি করেছ?

খুব [illegible] [illegible] [illegible] রঞ্জন বললে, [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] বড়ুদা হাত তালি দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible]।

—কি মজা! কি মজা!

[illegible] [illegible] [illegible] কাল ঘুম হলো না বড়ুদার। সকালে উঠেই লালু খালাসীর ছেলেটাকে নেমন্তন্ন করে এলো: আজ আমি রান্না করবো। তুই খাবি আমাদের বাড়িতে।

ছেলেটা ভাবলে বুঝি-বা সত্যিই নেমন্তন্ন। তার মাকে গিয়ে বললে, কাল আমি বড়ুদাদের বাড়িতে খাব।

পরের দিন দুপুরে মাটির তৈরি রান্নার

[illegible] স্টেশন থেকে। বুড়ো স্নান করে [illegible] আছে। এমন সময় একটি রুমাল-বাঁধা পোঁটলা হাতে নিয়ে রঞ্জন ঘরে ঢুকলো।

[illegible] বললে—এই [illegible] কি এনেছ!

[illegible] উপরে [illegible] বললে, [illegible]।

[illegible] বললে, [illegible]।

রঞ্জন বললে, [illegible]।

[illegible]

[illegible] রঞ্জনের [illegible] ঘরে [illegible] বললে, বুড়ো কি এখন খাবি? না আমার সঙ্গে খাবি?

[illegible] হঠাৎ নজরে পড়লো, [illegible] আড়ালে বুড়োর মা তখন তার ছেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু চোখ ভরে দেখছে তার [illegible] সংসার। রঞ্জনের চোখে চোখ পড়তেই [illegible] সরে গেলেন।

রঞ্জনের কিছু বলবার উপায় নেই। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] রঞ্জনকে স্টেশনে যেতে হবে। [illegible] বললে, তুমি [illegible] খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

রঞ্জন বললে, [illegible] কি যেতে পারবো? আচ্ছা [illegible]।

[illegible] বললে, বুড়ো কি এখন খাবি? না আমার সঙ্গে খাবি?

বুড়ো বললে, আমি তোমার সঙ্গে খাব। [illegible] আমার এখনও বড় কাজ! [illegible] পরিষ্কার করতে হবে, [illegible]।

[illegible] বললে, পাকা গিন্নী হয়েছ তুমি! [illegible] পরিষ্কার কর!

[illegible] পরিষ্কার করতে গিয়ে আবার আর-এক মুশকিল [illegible]।

[illegible] রঞ্জন চলে গেল স্টেশনে। [illegible] হলো না বুঝি? [illegible]

[illegible]


বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই
আপনি কিনবেন কেন?

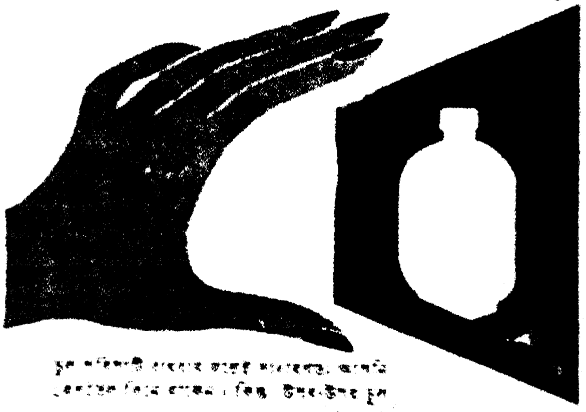

[illegible]

কেয়ো-কার্পিন

[illegible]

[illegible] মেডিকেল স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটী • পাটনা • কটক

নিয়ে একটি একটি করে বুলো তার রান্নার আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখছিল। মার তাড়া খেয়ে উনোনটি তাড়াতাড়ি তুলতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

বাস, একটিমাত্র উনোন, বুলো পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো।

রাণু অনেক কষ্টে তার কান্না থামিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

ঘুম থেকে যখন উঠলো, লালু খালাসীর ছেলেটা তখন দোরের কাছে উঁকিঝুঁকি মারছে। বুলোর কাছে তার আজ খাবার নিমন্ত্রণ!

বুলো তার মাকে ধরে বসলো, এখন আমি কি করি বলতে পারো?

রাণু বললে, আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি। —কি রে, কি নাম তোর?

ছেলেটা বললে, হরিয়া।

—ও মা, তোর নাম হরিয়া আর তোর বাপের নাম লালু। তোরা হিন্দুস্থানী?

ছেলেটা বললে, হাঁ মা-জী!

রাণু বললে, তোকে খেতে বলেছিল বুলো?

—হাঁ মা-জী।

—কিন্তু বুলোর উনোনটা গেছে ভেঙে। তাই রাঁধতে পারছে না। আর-একদিন তোর নেমন্তন্ন রইলো। বুঝলি?

—বেশ।

ছেলেটা চলে গেল।

বুলোর ঝোঁক কিন্তু কমলো না।

বেশ ছিল। তার বাবাই মাটি করে নিজে মাটির একটা উনোন তৈরি করে দিয়ে। খেলাঘরের সংসার পাতবার অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা তার বেড়েই চললো।

রাণু বললে, শহরে যাবার কাউকে যদি পাও তো সেখান থেকে টিনের একটা রান্নার সেট আনিয়ে দাও না ওকে।

রঞ্জন বললে, তাই দেবো। আর নয়ত অমনি আর-একটা উনোন—

কথাটা রাণু তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, না থাক্, আর মাটি দিয়ে তৈরি করতে হবে না। আবার ভেঙে যাবে। আবার কাঁদবে।

শহরে যাবে আবার ফিরে আসবে—সেরকম লোক সেদিন একজন পাওয়া গেল। রঞ্জন তার হাতে একটি টাকাও দিয়ে দিলে, কিন্তু লোকটি ফিরে এসে রঞ্জনের হাতের কাছে টাকাটি ফিরিয়ে দিয়ে বললে, পাওয়া গেল না।

এদিকে বুলোর আগ্রহ বেড়েই চললো। আর সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটার ওপর রাণুর বিতৃষ্ণা।

রঞ্জন রাগ করে লালুকে আবার এক-বার মাল আনতে পাঠাব পাঠাব করছে এমন দিনে একটা সুরাহা হয়ে গেল।

আপ্ ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটা লোক এসে রাজিবপুরের টিকিট চাইলে। টিকিটের কাউন্টার তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। লোকটার মিনতিকাতর মুখখানা দেখে রঞ্জন তাকে টিকিট না দিয়ে পারলে না।

টিকিটখানি নিয়ে লোকটি ছুটে গিয়ে ট্রেনে চড়লো—রঞ্জন দেখলে।

গার্ডের কাছ থেকে রঞ্জন ফিরে আসছে, ট্রেন ছাড়তে তখন আর বেশি দেরি নেই সন্ধে হয়ে এসেছে, হঠাৎ রঞ্জন শুনলে, কে যেন ডাকছে, বাবু!

ডাক শুনে রঞ্জন থমকে থামলো। ফিরে দেখে, সেই লোকটি।

—কি বলছো?

লোকটি বললে, আপনি আমার খুব উপকার করলেন বাবু। বেহুঁশ থেকে আমি বিনা টিকিটেই আসছি। মাটির পুতুল তৈরি করে খাই বাবু, আমি বড় গরীব।

এমন সময় গার্ড সিটি বাজিয়ে দিলে। লোকটি তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠবার আগে রঞ্জনের হাতে কি একটা জিনিস গুঁজে দিয়ে বললে, এইটি দিয়ে গেলাম বাবু, আপনার ছেলেমেয়ে থাকে তো তাকে দেবেন।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রঞ্জন তার হাতের মুঠো খুলে দেখলে, চমৎকার রং করা মাটির একটি পুতুল।

চলন্ত গাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো রঞ্জন। গাড়িটা বেরিয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে।

পুতুলটি হাতে পেয়ে বুলোর সে কি আনন্দ!

এতদিন পরে [illegible] সে তার উনোনের কথাও ভুলে গেল।

পুতুলটি দেখে যেন তার আর দেখাই হয় না। পুতুলটিকে বুকে করে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আর তার মাকে দেখায়। বলে, মেয়েটার কিরকম চুল হয়েছে দেখছ মা?

মা সেদিকে না তাকিয়েই বলে, বুলোর মেয়ে, ও আমার নাতনী, ওর চুল হবে না তো হবে কার?

বুলো হেসে বললে, আমার মেয়ে? একে কি বলে ডাকবো মা?

রাণু কিছু না ভেবেই বলে বসলো, বুলোর মেয়ের নাম চুনা।

—ধেৎ! চুনা আবার নাম হয় নাকি কারো? ছাই নাম।

মা বললে, তাহলে তুমিই একটা নাম ঠিক করে নাও।

বুলো বড় মুশকিলে পড়ে গেল। মেয়ের নাম রাখা কি সহজ কথা নাকি? যা তার মনে আসে তাই মনে হয় পারলো না। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে বেশ ভাল নামই সে রাখলে। বললে, মেয়ের কেমন সোনার মত গায়ের রং মা! মেয়ের নাম রাখলাম—সোনামণি।

সোনামণি!

চমৎকার নাম।

সেইদিন থেকে সোনামণি হলো বুলোর নিত্যসঙ্গী।

সোনামণিকে সে তার বুকে চেপে ধরে আদর করে, চুমু খায়। সোনামণিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। সোনামণির সাথে গল্প করে। সোনামণির ওপর রাগ করে। সোনামণিকে মারে। সোনামণিকে বিছানার ওপর একা শুইয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মাকে গিয়ে বলে, জানি মা, দুষ্টু মেয়েটা, আমার একটা কথা শোনে না।

মা তাকে যা বলে, বুলোও ঠিক সেই সব কথা তার সোনামণিকে শুনিয়ে দেয়।

রাণু আপনমনেই হাসে।

কথায় কথায় রাণু সেদিন বলে ফেললে, ওমা, মেয়ে যে তোর অনেক বড় হয়ে গেছে, এবার যে ওর বিয়ে দিতে হয়।

বিয়ের কথা শুনে কী [illegible] বুলোর আর আনন্দের সীমা রইলো না।

—আমার মেয়েকে এইবার শাড়ি পরিয়ে দাও মা।

ভাল কাপড়ের [illegible] সেলাই করে [illegible] রাণু, সোনামণিকে শাড়ি পরালো।

শাড়ি পরিয়ে দিয়ে [illegible] বললে, আমার মেয়েকে তুমি একটা গয়না দেবে না মা?

—নিশ্চয়ই দেবো। [illegible] গয়না না দিলে চলে?

সরু সরু পুঁতির মালা গাঁথতে লেগে গেল রাণু।

পুঁতির মালা গেঁথে সোনামণির গলায় পরিয়ে দিয়ে রাণু বললে, এই নাও, তোমার মেয়েকে কিরকম সুন্দরী হয়েছে দ্যাখ তো?

বুলো তার মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। আমার সোনা খুব সুন্দরী হয়েছে। নয় মা? হাতটা কেমন সুন্দর মানিয়েছে দ্যাখো তো!

বুলো তার মেয়েকে আদর করে কখনও ডাকে, সোনা, কখনও ডাকে, মণি।

সোনামণির বিয়ে দিতে হবে অথচ বর পাওয়া যায় না। এদিকে দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল।

বুলোর একটি প্লাস্টিকের পুতুল ছিল। অনেক দিনের পুরানো। বিলিতী পুতুল।

বুলো তাকে আগেকার মতই পছন্দ করে না। ভাঙা একটা টিনের বাক্সের তলায় সেটা পড়ে ছিল, রাণু একদিন সেটাকে বের করলে। বেশ করে ঝেড়ে মুছে কোঁচা দিয়ে কাপড়

পরিয়ে, জামা পরিয়ে সাজিয়ে দিলুম। বুলাকে ডেকে বললে, এই দ্যাখ, কেমন সুন্দর নাত-জামাই ধরে এনেছি। এরই সংগে তোর সোনার বিয়ে দে।

তা এখন বুকে মন্দ লাগছে না।

ওর সংগে সোনামণির মত পরমসুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল না বুলার। কিন্তু কি আর করবে, পাত্র যখন পাওয়া গেল না, তখন রাজী হতে হলো শেষ পর্যন্ত।

আষাঢ় শেষ হয়ে গেছে এখন। শ্রাবণ চলছে। ভাদ্র মাসে বিয়ে হয় না। সুতরাং বিয়ে দিতে হলে এই মাসেই দিতে হবে।

বুলা অতশত জানে না। সুবল যা বলছে এই কথা।

এখানে এই জনবিরল নির্জন প্রান্তরে এসে অবধি বুলারও যে নিঃসঙ্গ জীবন এক-ঘেয়ে জীবনে সোনামণি হয়ে এসেছে একটা-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গেছে সে [illegible] এই [illegible] [illegible]।

মা ও [illegible] সোনামণি এখন একটা নিছক মাটির পুতুল নয়। সোনামণি [illegible] [illegible] জীবনের প্রতিমা।

শ্রাবণের [illegible] আকাশ। [illegible] [illegible] অন্ধকার [illegible] বৃষ্টি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজ করতে হয়।

ছোট ইনেলপটি ধরিয়ে কাপড় কেচে এসে প্রতিদিনের মত বুলাকে চা আর রুটি খাইয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে সেদিন [illegible] জানলার কাছটিতে এসে দাঁড়ালো।

চোখের সুমুখে একটি কাটা খাল [illegible] চলে গেছে মাঠ-ময়দানের [illegible] ভেতর দিয়ে। প্রথম যখন ওরা এখানে এসেছিল তখন জল ছিল না। বর্ষায় ভরে খালটি এখন কানায়-কানায় ভর্তি।

[illegible] [illegible] সেদিন [illegible]—[illegible] [illegible] দূরের কোন নদী থেকে এই খালটি কেটে নিয়ে গেছে [illegible] চাষের জমিতে জল দেবার জন্যে। নদীর মতই জল বয়ে চলেছে মাঠের ভেতর দিয়ে। কোথায় তার উৎস, কোথায় গিয়ে শেষ কিছুই সে জানে না।

সুবলের এই রেলের লাইনটাও [illegible] [illegible]। [illegible] এই [illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ওই লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন [illegible] যায়। অনেক দূর থেকে আসে, আবার অনেক দূরে চলে যায়। সে [illegible] [illegible] জানে না।

[illegible] অনেক [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] বড় ছোট। ওই স্টেশন ওই লাইন আর তাদের এই তিনটি ছোট ছোট কোয়ার্টার। [illegible] [illegible] [illegible] যেন আরও ছোট করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন এর বাইরে আর কোথাও কিছু নেই। শুধু তার এই ছোট কোয়ার্টার [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible]।

[illegible] জীবনটাও ঠিক এমনি [illegible] ওই [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]। আজ সে তার মাটির সোনামণির বিয়ে দিচ্ছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এমনি করে জীবন্ত সোনামণিরও বিয়ে হয়ত [illegible] দিতে হবে। সেই [illegible] [illegible] [illegible] ছায়া পড়েছে তার আজকের জীবনে। মন তার [illegible] [illegible] কল্পনার [illegible]। আকাশ-কুসুমে মন [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible]।

[illegible] বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছে এক-দৃষ্টে। বৃষ্টির মতই এই। আকাশ থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃষ্টি সে [illegible] [illegible]। [illegible] কাপসা করে দিয়ে এলোমেলো হাওয়ায় উড়িয়ে [illegible] [illegible] [illegible]।

হঠাৎ [illegible] ডাকে তার চমক ভাঙলো। [illegible] [illegible] তার এলোমেলো চিন্তার সূত্র।

—[illegible]।

[illegible] [illegible], উঁ।

[illegible] বললে, আজকেই না সোনার বিয়ে!

—হাঁ।

[illegible] [illegible] উঠে বসলো [illegible]। [illegible] [illegible] আজকে আমার বড় কাজ।

[illegible] না হাই।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] ভেতর সোনামণির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] কৌটো— সব-কিছু [illegible] [illegible] ছোট একটি টিনের [illegible] ভেতর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৌটো।

[illegible] [illegible] [illegible] কৌটো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। মাটির ওপর


বন্ধ করুন
মাড়ির রোগ
দাঁতের ক্ষয়
খারাপ শ্বাসপ্রশ্বাস
উজ্জ্বল শুভ্র সুস্থ দাঁতের জন্য
ফরহান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করুন

Geoffrey Manners & Co Private Ltd

চন্দনের ফোঁটা দিলেন। লাগে প্লাস্টিকের ওপর চন্দনের ফোঁটা কিছুতেই ধরে না! বাপ্‌ তখন কাজললতাটা এনে পরে কাজল দিয়ে মায়ের কপালে ফোঁটা কেটে দিলে।

বরযাত্রীর ব্যবস্থা মন্দ হয়নি। লালু খালাসীর বাড়িতে ছিল অনেকগুলি ছাগলের বাচ্চা। তার ভেতর একটি ছিল একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতো। সেখানে ধরেছিল তাকে। সেই খোঁড়া ছাগলটাকে কেটে নিয়ে এলো লালু। রঞ্জন তার দাম দিতে গেল। লালু নিলে না কিছুতেই।

স্টেশনের সবাই বললে যে-ক'জন ছিল, রঞ্জনের বাড়িতে পেট ভরে লুচি-মাংস খেয়ে আশীর্বাদ করে গেল বুলোর মেয়ে-জামাইকে।

সারাটা দিন ঘোরাঘুরির পরিশ্রম করে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কনের মা বলছিল, আমি এখন খাব না মা। রাতে বিয়ের বাসর জাগাতে হবে।

মা তাকে জোর করে খাইয়ে দিলে।

খাবার পরেই চোখদুটো তার ঘুমে জড়িয়ে এলো।

বাসর জাগানো আর হলো না। সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়লো সোনামণির মা।

বুলোর কী আপসোস তার পরের দিন!

—তুমি আমাকে তুলে দিলে না কেন মা?

—তোমার চোখের যে ঘুম পাচ্ছিল! ছেলেমানুষ, ও আর কতক্ষণ জেগে থাকবে?

ফিক করে হেসে ফেললে বুলো।

সবই জানে সে। তবু তার এই মনের বিলাস।

আকাশে মেঘ ছিল, কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। মেঘলা-মেঘলা সকালটা মন্দ লাগছিল না।

বুলো বাইরে বেরিয়ে গেল।

দেখলে, লালুর ছেলে হরিয়া খালের ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে।

—কি করছিস রে?

হরিয়া বললে, নৌকো চালাচ্ছি।

বুলো তার কাছে গিয়ে দেখলে, কলাগাছের একটা বাসনা খালের জলে ভাসিয়ে হরিয়া দড়ি দিয়ে টানছে। খালের ওপর দিয়ে সেটা ঠিক নৌকোর মত ভেসে চলেছে তরতর করে।

বুলোর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললে, আমার মেয়ে-জামাইকে যদি এই নৌকোয় চড়িয়ে দিই, তুই ওদের নিয়ে যেতে পারবি?

হরিয়া বললে, কেন পারবো না? কোথায় নিয়ে যেতে হবে বল।

কোথায় নিয়ে যেতে হবে বুলো জানে না। খালটা বনের ভেতর দিয়ে কোথায় কতদূরে চলে গেছে তাও তার অজানা। শুধু আঙুল দেখিয়ে বললে, ঐদিকে। অনেক দূরে। সোনামণির শ্বশুরবাড়ি।

হরিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে বললে, আমি একটা বড় নৌকো তৈরি করে আনি তাহলে।

এই বলে সে ছুটে চলে গেল বড় নৌকো আনতে।

নৌকো তৈরি করতে দেরি হলো না হরিয়ার। কিন্তু টিপটিপ করে বৃষ্টি নামলো। বুলো বেরুতে পারলে না বাড়ি থেকে।

হরিয়া নৌকো নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

বুলো চুপিচুপি বললে, মা এখন যেতে দেবে না। তুই খেয়ে দেয়ে আসবি।

সেই ব্যবস্থাই ঠিক রইলো। কিন্তু পোড়া বৃষ্টি আর থামে না কিছুতেই।

রঞ্জন এলো স্টেশন থেকে। তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

বুলোকে [illegible] দেওয়া হয়েছে। খাইয়ে দেবার [illegible]। খাইয়ে দিয়ে বাপ্‌ বলেছে, যা চুপটি করে ঘুমোগে যা।

বুলোর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। জামাইকে পাশে শুইয়ে রেখে তার মেয়েকে কোলের কাছে নিয়ে জানলার কাছটিতে বুলো চুপ করে বসে আছে। দেখছে—বৃষ্টি বন্ধ হলো কিনা!

কিন্তু তার কপালটাই খারাপ। আরও জোরে বৃষ্টি নামলো।

খাওয়া শেষ করে রঞ্জন ডাকলো।—কি গো, পেছন ফিরে শুয়ে কেন? মেয়ে তো তোমার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে না! জামাইটি তো ঘর-জামাই থাকবে! দুঃখ কিসের?

বুলো চুপ করে রইলো। রঞ্জন ভাবলে বুঝি সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

স্টেশনে চলে গেল রঞ্জন।

এবার ঘরে ঢুকলো বাপ্‌। খাবার পর পান না খেলে তার চলে না। পান খেয়ে বেশ আরাম করে একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়লো। বই আছে মোটে ছ'খানি। একখানি রামায়ণ, একখানি মহাভারত, রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা একখানি আর তিন খানি গল্প-গুচ্ছ। রামায়ণ মহাভারত মোটা মোটা, শুয়ে শুয়ে পড়া চলে না। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি কতবার যে পড়েছে তার অন্ত নেই। আজ সে সঞ্চয়িতা খুলে কবিতা পড়তে লাগলো। পড়তে পড়তে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতেই পারেনি।

বর্ষাকালের ঘুম সহজে ভাঙতে চায় না। ঘুম যখন ভাঙলো মনে হলো যেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মেঘে মেঘে আকাশটা অন্ধকার হয়ে আছে।

কিন্তু বুলো কোথায়?

—বুলো! বুলো!

বুলোকে ডাকতে ডাকতে বাপ্‌ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—বুলো! বুলো!

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না মেয়েটার। কোথায় গেল সে?

বাপ্‌ অন্ধকার বারান্দায় বেরিয়ে গেল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

মেয়েটা কি তবে স্টেশনে চলে গেল তার বাবার কাছে?

[illegible] সদ্য পথ ধরে বাপ্‌ ছুটলো স্টেশনের দিকে। খোলা ঘর-দোর পড়ে রইলো পেছনে। [illegible]। কাঁকর-পাথরের পথটা পেরিয়ে দিলে বাপ্‌। [illegible] উঁচু [illegible] ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটলো সে। লাইনের ধারে ধারে কোয়ার্টারের বাতিগুলো জ্বলছে। স্টেশন-ঘরে আলো জ্বলছে। [illegible] টেলিগ্রাফের [illegible] শোনা যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

স্টেশনের সামনে [illegible] বাপ্‌ [illegible] স্টেশনের পেছনে গিয়ে [illegible] [illegible]।

[illegible] তুমি এখানে? কি হয়েছে?

[illegible]

[illegible]

[illegible] বাপ্‌ দাঁড়িয়ে [illegible] [illegible]।

বাপ্‌ তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বুলোকে দেখেছ?

—না মা, বুলো তো এখানে আসেনি।

বাপ্‌ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি একবার আমার সঙ্গে আসতে পারবে লালু?

লালু বললে, গাড়ি পার করে দিয়েই আসছি মা। বিষ্টি পড়ছে, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

—না আমি বসবো না। গাড়িটা পার করেই তুমি এসো বাবা।

এই বলে বাপ্‌ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই আবার তার বাড়ির দিকে চলে গেল।

এতক্ষণ পরে কথাটা লালুর মাথায় ঢুকলো। মা বললে, বুলোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

লালু তাড়াতাড়ি স্টেশন-ঘরে ফিরে গিয়ে বললে, গাড়িটা পাস করে দেবেন বাবু, আমি আসছি।

ভজন জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে রে?

লালু চট করে বলে বসলো, ভজুদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না কি রে? যাবে কোথায়?

এই বলে সে নিজেও [illegible] টিকিটের কাউন্টারে [illegible] পড়তে লাগল। গাড়ি আসতে আর দেরি নেই। [illegible] টিকিট দিতে হবে। ভজন যেতে পারলে না। কাউন্টার থেকে টিকিট দিতে আরম্ভ করলে।

কিন্তু মন তার পড়ে রইলো ভজুদার দিকে।

ওদিকে ছুটোছুটি করে [illegible] অন্ধকার মাঠের ওপর বাবুকে [illegible] লালু, [illegible], কোথায় গেল সে। [illegible] কোথাও [illegible] দেখতে [illegible]।

বাবু শুধু [illegible] না [illegible] নেই।

[illegible]

কানায় কানায় খালের জল [illegible] এইখানে।

[illegible] ছুটে এলো। [illegible] ধরে ধরে [illegible] লাগলো।

বাবু চীৎকার করে ডাকলে, ভজুদা!

[illegible] যেন ছোট্ট [illegible] হয়ে গেল। [illegible] ডাক।

—লালু! তুমি একবার এই খালের ধারে ধারে একটু এগিয়ে দ্যাখো বাবা!

—দেখছি। বলে লালু হাতে সেই হ্যারি-কেনটি দোলাতে দোলাতে এগিয়ে চলে গেল অনেকখানি পথ। বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। দেখলে খালের জলে আলো পড়ছে। ভজুদাকে আর দেখা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর ব্যাঙের আওয়াজ। সামনে লাল, পলাশ আর শিমুলের বন জঙ্গল। বাঁশবনের সন্ধ্যায় আঁধার যেন থম্‌থম্‌ করছে চারিদিকে।

হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় যেন অনেকগুলো শেয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠলো।

বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গেছে। বাবু আকাশের দিকে তাকালে। না আছে চাঁদ, না আছে তারা। কালো একটা চাদরে অন্ধকার যেন ঢেকে রয়েছে সারা আকাশটাকে। চোখ ধাঁধিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে।

বাবুর নিজেরই কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। ডাকলে, ভজুদা! ভজুদা!

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সে। আবার ডাকলে, ভজুদা! ভজুদা!

[illegible]

[illegible] আলো [illegible]

ওদিকে লালু, দেখলে [illegible] ভজুদা [illegible] হাঁপিয়ে [illegible] উল্টে পড়েছে আর পা দিয়ে হাত দিয়ে ডুবে ডুবে কি যেন হাতড়াচ্ছে জলের নীচে।

বাবুটি সেখানে [illegible] নয় তাই রক্ষা।

এদিকে এক-কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে ভজুদা। অন্ধকারে সে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে তার। মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া বড়-চুল ভিজে একাকার হয়ে গেছে। গায়ের মুখ থেকে জল পড়ছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সে। কাঁদছে আর বলছে, [illegible]?

[illegible] হাঁপিয়ে [illegible] নাড়ছে, [illegible] ডুবছে আর উঠছে।

[illegible] চীৎকার করে উঠলো, [illegible] উঠে আয়!

[illegible] না, [illegible] উঠবে না।

বলেই সে নিজে কাঁদতে কাঁদতে উঠে এলো জল থেকে। [illegible] কাছে এসে [illegible] দিলে।

—তুইও এই সময় [illegible] মরতে না কেন হতভাগী। বলেই ঠাঁই ঠাঁই করে মাথায় মারে চড়।

[illegible] পেছন ফিরে [illegible]।

[illegible] বুকটা [illegible] টিপ টিপ করছে।

[illegible]

বাবু তার [illegible] মাথায় হাত দিয়ে চমকে উঠলো—এ তুই কী করেছিস হতভাগী! [illegible] ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ—[illegible] এখনো [illegible]—

এই বলে [illegible] মাথার ওপর একটা চড় [illegible] কিন্তু [illegible] না। নিজের [illegible] মাথায় [illegible] তাড়াতাড়ি বাবু বললে, চল।

সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজতৈল
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।
আর্য্য ঔষধালয়, কলিকাতা

বুলো কিন্তু কিছুতেই যাবে না। পেছন ফিরে যেই দেখলে হরিয়াকে তার বাবা জল থেকে টেনে তুলছে, অমনি আবার কান্না!

—ওই দ্যাখো মা, হরিয়া উঠে এলো।

লালু বললে, যাও তোমরা বাড়ি যাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের পুতুল।

স্টেশনের কাজ শেষ করে ছুটতে ছুটতে রঞ্জন এলো। বুলোকে দেখে মুখে তার হাসি ফুটলো। বললে, আমি জানি—ও যাবে কোথায়। ওকে মারলে নাকি? কাঁদছে কেন?

রাণু বললে, কাঁদছে মেয়ের শোকে। সোনামণি খালের জলে ডুবে গেছে।

—ডুবলো কেন?

—ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

রঞ্জন বুলোকে তার বুকে তুলে নিলে। তখনও সে ফুলে ফুলে কাঁদছে। রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, মেয়ে কি তোমার রাগ করে খালে ডুবলো?

বাপের এ নিষ্ঠুর রসিকতা বুলোর ভাল লাগলো না। কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো সে।

—কি গো, চুপ করে রইলে কেন? বল।

ফুঁপিয়ে উঠলো বুলো। বললে, সোনামণি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল নৌকোয় চড়ে। হরিয়ার নৌকো ডুবে গেল।

লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে যাচ্ছিল রাণু। রঞ্জন বললে, ওগো শুনেছো? বুলোর মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল। খালে নৌকোডুবি হয়ে গেছে।

রাণু বললে, জানি। তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসো। বৃষ্টি নামবে।

বুলো কিন্তু পেছন দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। দেখছে, হরিয়ার বাবা লালু আসছে কিনা!

হরিয়া আসছে তাদের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে। হরিয়ার বাবাকে তখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাড়ি ফিরেও কান্না থামলো না বুলোর। থামা দূরে থাক, বরং বাড়লো। রাণু একটা তোয়ালে দিয়ে মেয়ের গা-মাথা মুছে দিয়ে শুকনো ফ্রক-প্যান্ট পরিয়ে দিলে। হরিয়াকে দিলে একটা শুকনো গামছা। হরিয়া নিজের ব্যবস্থা নিজেই করলে।

রঞ্জন বললে, কাঁদছিস কেন মা? লালু তোর মেয়ে-জামাইকে এক্ষুনি তুলে আনবে জল থেকে।

বুলো যেন একটুখানি আশ্বস্ত হয়ে খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু সে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো।

মেয়েটাকে নিয়েই সময়টা গেল। উনোনে এখনও আগুন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। রাণু রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

হরিয়া চেঁচিয়ে উঠলো, বুলো! বাবা এসেছে।

বুলো ছুটে এসে দাঁড়ালো দোরের কাছে।

লালুরও পরনের কাপড়টা গেছে ভিজে। তার এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে প্লাস্টিকের সেই জামাই-পুতুলটা। দুটি আঙুল দিয়ে ধরেছে তার একটা পা, মাথাটা নীচের দিকে ঝুলছে, হাতদুটো নড়-নড় করছে, কাপড় জামা ধুয়ে মুছে কোথায় চলে গেছে কে জানে। সোনামণির অবস্থা আরও শোচনীয়। কাঁচা রং ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। কাঁচা মাটি গলে গেছে স্রোতের জলে। অত যত্ন করে পরানো শাড়ি-জামার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আছে শুধু সুতোয় গাঁথা পুঁতির মালার সাতনরী হার কাদায় মাটিতে একাকার হয়ে। লালু সেই মাটির ঢেলাটা নামিয়ে দিলে রাণুর কাছে। বললে, যা পেয়েছি এই নাও।

সোনামণির দুরবস্থা দেখে সেদিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলে না মেয়েটা। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছুটে চলে গেল খাটের কাছে। আছাড় খেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

—না না। তোমরা আমার সোনাকে এনে দাও।

বুলোর কাছে গিয়ে বসলো রঞ্জন। আদর করে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, কালই আমি তোমাকে একটি খুব ভাল পুতুল আনিয়ে দেবো।

কাঁদতে কাঁদতে বুলো বললে, চাই না আমার ভাল পুতুল। আমার সোনামণিকে এনে দাও।

কান্না তার কিছুতেই থামাতে পারলে না রঞ্জন। কত বললে, কত বোঝালে—'অনেক বেশি দাম দিয়ে ওর চেয়ে অনেক ভাল সোনামণি আমি আনিয়ে দিচ্ছি দ্যাখো।'

বুলোর কিন্তু সেই এক কথা।

—ভাল সোনামণি চাই না, আমার সেই সোনামণি চাই।

মহা বিপদে পড়লো রঞ্জন। কোথাকার কোন এক অজ্ঞাত অপরিচিত একটি মানুষ অযাচিতভাবে দিয়ে গিয়েছিল এই সোনামণিকে। সে মানুষটিকেও আর পাবার আশা নেই, সুতরাং সোনামণিকেও আর সে পাবে না।

যে যায় তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না—সেকথা রঞ্জন কেমন করে বোঝাবে এই ছোট্ট মেয়েটাকে?

ওদিকে আর একখানা ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। রঞ্জনকে উঠতে হলো।

এদিকে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে বুলো ফুকরে ফুকরে কাঁদছে।

রঞ্জন ডাকলে, রাণু!

মুখ ফেরাতেই দেখলে, রাণু দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

—তুমি দ্যাখো যদি পারো চুপ করাতে, আমি তো পারছি না।

রাণু কুড়িয়ে নিয়েছে সোনামণি পুতুলের মাটির ঢেলাটা। বাঁ হাত দিয়ে ধরে তারই গেঁথে দেওয়া পুঁতির মালাটা ডান হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

রঞ্জন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে, কী দেখছো অমন করে? ফেলে দাও না মাটির ঢেলাটা!

উঁ। বলে মুখ তুলে তাকালে রাণু।

রঞ্জন দেখলে, তারও চোখদুটো ছল ছল করছে, ঠোঁটদুটো কাঁপছে থর থর করে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না রঞ্জনের।

—তুমিও কাঁদছো?

হাসি পেলো রঞ্জনের। কিন্তু রাণুর সে বেদনা-পরিম্লান মুখখানার দিকে তাকিয়ে হাসতে পারলে না। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে তখন।

—কাঁদো। বলে ঘরের কোণ থেকে ছাতিটা তুলে নিয়ে রঞ্জন চলে গেল তার স্টেশনের কাজে। কিন্তু মন তার খুঁত-খুঁত করতে লাগলো মেয়েটার জন্যে। অমনি করে সারাক্ষণ কাঁদবে কে-জানে!

লালু জিজ্ঞাসা করলে মেয়ে কি এখনও কাঁদছে বড়বাবু?

রঞ্জন বললে, হ্যাঁ। তুমি মানিককে পাঠিয়েছি লালু, কাল থেকে ডাউনের গাড়ি-গুলোর দিকে তুমি একটু নজর রেখো তো লালু—বেহারি থেকে একটা লোক মাটির পুতুল নিয়ে রাজীবপুরের হাটে বিক্রি করতে। সেই লোকটাই আমাকে এই পুতুলটা দিয়েছিল।

লালু বললে, তার চেয়ে সময় করে একদিন বেহারি চলে যাই না বাবু।

ছোটবাবু বললে, বেহারি-না গিয়ে হাটের দিন রাজীবপুরে চলে যা।

কথাটা রাণুর কানে গিয়ে উঠলো। রাতের শেষ ট্রেনটা পার করে দিয়ে, রঞ্জনই কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে কথাটা তাকে বললে।

বুলো তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমের মাঝেও কেমন যেন চমকে চমকে উঠছে।

রাণু বললে, আজ আর ভাল করে খেলে না মেয়েটা।

রঞ্জন বললে, রবিবারে রাজীবপুরের হাট থেকে আমি ওর ঠিক তেমনি সোনামণি একটি আনিয়ে দিচ্ছি দ্যাখো।

হাঁ না কিছুই বললে না রাণু, চুপ করে রইলো।

খানিক পরে মনে মনে রবিবারের হিসেব করতে গিয়ে বিড় বিড় করে কি যে সে বললে রঞ্জন কিছুই বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছো?

—আজ বৃহস্পতিবার তো?

রঞ্জন বললে, হ্যাঁ আজ লক্ষ্মীবার।

রাণু বললে, দেখলে? লক্ষ্মীবারের বারবেলায় বুলো এই কাণ্ডটি করে বসলো।

বরুন হাসলে। বাপ্পুর মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, এটা কি একটা 'কান্না' নাকি? তারি তো একটা মাটির পুতুল, তার জন্যে তোমরা মা-মেয়ে [illegible] কেঁদে কেটে একেবারে অস্থির হয়ে গেলে!

বাপ্পু জানে সে কথা। বোঝে সবই। না বুঝবার মত নির্বোধ সে নয়। তবু মন মানে না।

ম্লান একটুখানি হেসে বললে, কেন যে এরকম হচ্ছে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।

বরুন বললে, ভেবো না ও সব কথা। দু দিনেই ভুলে যাবে।

সত্যিই তো! মানুষ [illegible] ভুলে যায়, এতো সামান্য একটা মাটির পুতুল।

পরের দিন দুপুরবেলা।

[illegible]

[illegible] নিশ্চিন্ত মনে [illegible] কাজ নেই।

[illegible] এখনও ঘুমোয়।

সেদিন কিন্তু [illegible] ঘুম থেকে [illegible]

কিন্তু আশ্চর্য, বাপ্পু যা ভয় করেছিল তা হলো না। খুকী মেমসাহিবের জন্য কাঁদলে না, এমনকি মেমসাহিবের নামটি পর্যন্ত মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে না।

বাপ্পু যেন একটুখানি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের কাজকর্ম করতে লাগলো।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাপ্পু ঘরে এসে বসলো। পানের বাটাটা রোজ যেমন হাতের কাছে এনে দেয় খুকী সেদিনও তেমনি পানের বাটাটা এনে দিয়ে বললে, আমি একটা পান সাজবো মা?

বাপ্পু দিলে না তাকে পান সাজতে। বললে, না। তোমার সাজা পান খেয়ে সেদিন আমার দাঁত পড়ে গিয়েছিল। পান তোমাকে সাজতে হবে না, তার চেয়ে বরং— তুমি আমার জরদার কৌটোটা এনে দাও।

দেয়ালের তাকে ছিল জরদার কৌটো। খুকী আনতে গেল।

আনতে গিয়ে আর আসে না কিছুতেই।

বাপ্পু পানের খিলিটা মুখে দিয়ে বললে, কই রে, কি হলো? পেলি না?

খুকী একটি কথাও বললে না। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলো তাকের কাছে।

বাপ্পু ভাবলে বুঝি সে খুঁজে পাচ্ছে না—এইখানেই তো ছিল।

বাপ্পু উঠে গেল তার কাছে। গিয়ে দেখলে জরদার কৌটোয় সে হাতও দেয়নি। [illegible] এই কৌটোটি [illegible] মেমসাহিবের [illegible] সেই কৌটোটি [illegible] কাপড়ের টুকরো [illegible] একটি [illegible]

[illegible] দাঁড়িয়ে আছে সেইদিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে।

বাপ্পুর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো।

[illegible] বিছানায় [illegible] মেমসাহিব [illegible] তুমি [illegible] না।

[illegible]

[illegible] কাঁদতে লাগলো।

বাপ্পু বললে, [illegible]

[illegible] না।

[illegible] একটা পুতুল [illegible]

মা [illegible] সেই [illegible]

[illegible] এসে—সেই মেমসাহিব [illegible] সেই [illegible] সেই হাসি-হাসি মুখ, সেইরকম দুটি কালো-কালো চোখ, সেই-রকম একমাথা চুল—

বলতে বলতে চোখদুটি তার জলে ভরে এলো, টপ টপ করে দু ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো তার হাতের ওপর।

আবার কাঁদছে মেয়েটা! বাপ্পু দু হাত দিয়ে জড়িয়ে তাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো সেইখানে।—অব কাঁদিসনে মা, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

মাটির একটা পুতুলের জন্যে এত কান্না! এতটুকখানি বুকের মধ্যে এত ভালবাসা!

রাত্রে হঠাৎ ভারি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলে বাপ্পু।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোরেই সে নাকি চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। বরুনের ঘুম ভেঙে যেতেই সে তাকে জাগিয়ে দিয়েছে।

খোলা জানলার পথে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছিল বিছানার ওপর। খুকী তার পাশেই চুপ করে ঘুমোচ্ছিল। বাপ্পু ধড়মড় করে উঠে বসে এমন একটা কান্ড করে বসলো যে বরুনের দৃষ্টি এড়ালো না।

বাপ্পুর গায়ের কাপড় খসে গেলো, মাথার চুল পড়েছে এলিয়ে—তাড়াতাড়ি খুকীর নাকের কাছে হাত রেখে দেখলে তার নিশ্বাস পড়ছে কিনা, বুকের ওপর হাত রেখে দেখলে ধুক ধুক করছে কিনা, তার-পর দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তার সেই ঘুমিয়ে-থাকা মুখখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

বরুন বললে, ও কি করছো তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

জলভরা চোখ একবার তুলে সে তাকালে বরুনের দিকে। কোনও কথা বললে না।

—কী এমন স্বপ্ন দেখেছো?

স্বপ্নের কথাটা সে বলতে পারলে না। বললে, কিছু না। তুমি ঘুমোও। এখনও রাত আছে।

এই বলে খুকীকে কোলের কাছে টেনে এনে শুয়ে পড়লো বাপ্পু।


শীতে অপূর্ব নলেন গুড়ের সন্দেশ
গাঙ্গুরাম অ্যাণ্ড সন্স

ভবানীপুর ও কালীঘাট - কলিকাতা ফোন: ৪৭-২৩৭৭

চোখে ঘুম আর এলো না কিছুতেই। আসবেই বা কেমন করে? চোখ বুজলে তো ঘুম আসবে। বুলোর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে বাণু শুধু তার সেই স্বপ্নের কথাই ভাবতে লাগলো।

—সেও একটা রেল স্টেশন। কিন্তু সে-রকম অদ্ভুত রেল স্টেশন জীবনে সে কখনও দেখেনি। চারিদিকে ফুলের বাগান। ছোট বড় সব রকমের গাছেই অজস্র ফুল ফুটেছে। নানারকমের ফুল। আর সেই ফুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে ট্রেন চলছে। ছোট ছোট ট্রেন, ছোট ছোট ইঞ্জিন। ট্রেন এসে দাঁড়াচ্ছে স্টেশনে। লোকজন নামছে শুধু। উঠছে না কেউ।

সানাই বাজছে। মস্ত বড় একটা প্যাণ্ডেলের নীচে সবাই এসে জড়ো হচ্ছে। নাচগানের আসর বসেছে।

মানুষগুলি সব পুতুলের মত ছোট ছোট। এরা সব বরযাত্রী। বর কোথায়?

বর এলো প্লেনে করে।

ছোট্ট একটি প্লেন উড়তে উড়তে নামলো এসে একেবারে তাদের সেই ছোট্ট কোয়ার্টারের দরজায়। প্লেন থেকে নামলো সাহেবের মত পোশাক পরে সোনামণির বর।

সোনামণির বিয়ে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত বেশ মনে পড়ছে বাণুর। আনন্দের যেন হাট বসে গেছে চারিদিকে।

তার পরেই এলো শোকাবহ এক দৃশ্য।

স্বপ্নের সবই উদ্ভট। সোনামণি শ্বশুর-বাড়ি যাবে। তাকে নিয়ে যাবার জন্যে খালের মুখে চমৎকার একটি নৌকো এসে দাঁড়ালো। এরোপ্লেন ট্রেন—কিছুই তখন আর দেখা যাচ্ছে না। গভীর এক অরণ্যের মাঝখানে খরস্রোতা এক ছোট্ট নদী—তার ওপর দিয়ে নৌকো যাবে সোনামণিকে নিয়ে।

সোনামণিকে নৌকোয় তুলে দিতে হবে। মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি। কান্নায় বুক ভরে এসেছে সবাইকার। সানাই-এর বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। সারা আকাশ অন্ধকার করে ঘনিয়ে এসেছে বর্ষার মেঘ।

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে বাণু। হঠাৎ ছুটে এসে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বুলো। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না মা। তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।

এতক্ষণ সোনামণি ছিল বিয়ের কনে, কিন্তু স্বপ্নের মাঝে কখন যে সবকিছু বদলে গেছে বাণু বুঝতেও পারেনি। দেখলে, বুলোর মাথায় ফুলের মুকুট, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গায়ে সোনার গয়না।

তাহলে সোনামণি নয়, বুলোর বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে বুলোই কাঁদছে বাণুকে জড়িয়ে ধরে।

বাণুও কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বুলোর চোখদুটি মুছে দিয়ে বললে, কাঁদিসনে মা; মেয়ে হয়ে জন্মেছিস স্বামীর ঘরে তোকে যেতেই হবে।

ছোট্ট জামাইটি এসে প্রণাম করলে বাণুকে। বললে, আকাশে ঝড় উঠবে মা, অনেক দূরে যেতে হবে, বুলোকে ছেড়ে দিন।

ছেড়ে দিতে মন চায় না, তবু বুলোকে ছেড়ে দিতে হলো।

জামাই-এর হাত ধরে বুলো গিয়ে নৌকোয় উঠলো। নৌকো ছেড়ে দিলে। বাণু দাঁড়িয়ে রইলো নদীর ঘাটে।

নৌকো চলে যাচ্ছে। মাঝিরা পাল তুলে দিয়েছে।

নদীর পাড়ের ওপর দিয়ে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাণুও এগিয়ে গেল খানিকটা। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলে না। প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠলো। ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামলো।

বৃষ্টির জলে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। নৌকোটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। বাণু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলো।

হঠাৎ কিসের যেন একটা কোলাহল শুনে বাণু এগিয়ে দেখলে, নদীর মাঝখানে নৌকোটা ডুবে যাচ্ছে, আর বুলো তখন প্রাণপণে চীৎকার করছে, মা মা বলে।

বাণু ছুটে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ছুটতে পারলে না। পাদুটো [illegible] যেন মাটিতে বসতে লাগলো। স্বপ্নে বুঝি এমনিই হয়। মানুষ সব পারে, শুধু ছুটতে পারে না।

সে যে কি মর্মান্তিক যাতনা তা বাণুই জানে। চোখের সামনে দেখছে—বুলো ডুবে গেল, তলিয়ে গেল জলের তলায়। তবু সে কিছুই করতে পারছে না। তার কাছে পর্যন্ত যাবার শক্তি তার নেই। শুধু কান্না আর কান্না। বুকের ভেতর কেমন যেন একটা প্রলয়ের [illegible]। নিঃশ্বাস যেন তার বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

হঠাৎ দেখলে, খালের সেই এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আছে সে। হুড় হুড় করে কাঁচের মত স্বচ্ছ জল বয়ে চলেছে তার পায়ের ওপর দিয়ে। নীচের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে বাণু দেখছে—ফুলের মালা পরে তার বুলো—তার প্রাণাধিক বুলো জলের তলায় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে, হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে, তবু তাকে সে ধরতে পারছে না।

হাতের লণ্ঠনটা খালের পাড়ে নামিয়ে রেখে বাণু ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই জলের ওপর। বাণু কোত্থেকে কেমন করে এলো কে জানে। ঝাঁপিয়ে পড়েই ডুবে ডুবে খুঁজতে লাগলো সে। খানিক পরে [illegible] দিয়ে যাকে সে তুলে এনে তার প্রসারিত দুই হাতের ওপর ধরিয়ে দিলে—সে তার বুলো। নিঃসাড় নিস্পন্দ মাটির ঢেলার মত নির্জীব একটা খেলার পুতুল। চোখ মেলে তাকায় না। ডাকলে সাড়া দেয় না।

ঠিক এই সময়েই বোধ করি সে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছিল। বুলোর বাবা তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

না, আর সে ভাবতে পারে না।

গাছে গাছে পাখীদের ডাক শোনা যাচ্ছে। চারিদিক ফরসা হয়ে এসেছে।

প্রতিদিনের অভ্যাসমত বাণু উঠলো বিছানা থেকে। বুলো, বুলোর বাবা, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। [illegible], জানলা দিয়ে ঝিরঝির করে নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বাণু বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

বাসি কাপড় ছেড়ে উঠোন ঝাঁট দিয়ে [illegible] বাণু ভাতের উনুন ধরাতে বসলো।

আবার সেই [illegible] ছবি। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাণুর হঠাৎ মনে পড়লো আজ [illegible]। [illegible] মাটির পুতুল আনবে। আবার সেই [illegible] পুতুল। আবার সেই সোনামণি।

—ওগো, শোনো!

বাণু ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডাক শুনে বঙ্কিম গিয়ে দাঁড়ালো দোরের কাছে—কি হয়েছে?

বাণুর মাথার চুল খুলে গেছে, শাড়ির আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে। উন্মাদিনীর মত বঙ্কিমের হাতখানা চেপে ধরে বললে, পুতুল আনিয়ো না।

বঙ্কিম অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে—সে কি?

বাণুর মুখের দিকে তাকালে বঙ্কিম। চোখদুটো জলে টল টল করছে, সারা দেহটা যেন তার থরথর করে কাঁপছে। বাণুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে তোমার? কি এমন স্বপ্ন দেখেছ?

বাণু বললে, সে তোমার শুনে কাজ নেই। আমি বলতে পারব না।

পেছনে ডাক শোনা গেল, মা!

বুলো উঠেছে।

বাণু তার শাড়ির আঁচলটা গায়ে তুলে নিয়ে বললে, যাই।

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৮

বিনতা [illegible] পড়তে শুরু করে।

[illegible]

'না না, সে একটা [illegible] নেই সাথে [illegible] বললে [illegible] একে তোর [illegible] হয়। আর [illegible] এক রকম কথা [illegible] না।'

বিনতার হাতে [illegible] কাটিয়ে করছিল। বললে, 'দরকার নেই বাড়ী [illegible] কী করে আবার [illegible] কঠিন। দরকার নেই, [illegible] মুখ [illegible]'

'অমনি দেখছি একবার?' উৎসাহে [illegible] হয়ে উঠল বিনতা। বললে, 'তুই নিজেও জানিস না তোর মুখে কত শ্রী ছিল কত আনন্দ—'

'সত্যি?'

'এমনি একটা দিনের ছোঁয়াচ না লাগলে [illegible]

[illegible]

'হাঁ, [illegible]' বলেছিল বনবিহারী। [illegible]

'তবে, বরযাত্রী যারা আসবে তাদের ভর-পেট না খেতে দিলে কী রকম দেখায়?' নরনাথ আপত্তি করলে।

'কিছুমাত্র খারাপ দেখায় না।' বনবিহারী বিরক্তিতে খিঁচিয়ে উঠলেন। 'তবে তোমার পথ হয় ভাগ্যবান কনও। পারে পড়ে নিজের উপর ভর দিয়ে, নিজেই নেমন্তন্ন করে ডেকে আনছ লোকজন, নিজেই জোগাড় সামলাও একা। নিজের খরচের মুখ খুলে নাও। [illegible] লোকের ভিতের খরচ যা পড়বে পরে আমি হাই দেব।'

'কিন্তু,' মাথা নিচু করে কানের পিঠটা চুলকোতে চুলকোতে নরনাথ বললে, 'বিয়ের কনের গায়ে দু একখানা নতুন গয়না না উঠলে কেমন দেখায়? সোনা অল্প হোক, হার, বালা চুড়ি, একজোড়া দুল আর এক-জোড়া বালা—আর কানে—'

'থাক' উঠলেন বনবিহারী। 'আবার মুকুট দেবে না, শাড়ি পরবে? তোমার যা খুশি তাই করো। আমাকে কিছু বলতে এস না। গয়না-গাঁটি হবে না।'

'সে কি? খালি হাতে-গায়ে বিয়ে হবে? কখনো হয়?'

'যেমন খালি হাত তেমনি খালি গায় বটে।' চেয়ারের পিঠে হেলে পড়লেন বনবিহারী। 'তোমার মতন হয় তুমি কিনে দাও।'

'আমার কথা আমার কাছে থাক। আপনি বলেছিলেন নতুন করে বাগানটা দেবেন। [illegible] সে বাবদ যা হয় তা দিয়ে দেবেন।'


দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯
এখানে চিঠি লিখলেই
হাজার রকম বইয়ের
ক্যাটালগ পাঠানো হয়
শুকতারা
[illegible] পূজার দিন
ত্রয়োদশ বর্ষে পা দেবে

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
[illegible] যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দূর-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২০০১।
শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

নমো নমো করে সারা মানে কি গয়না, না ভোজ, না ছাদজোড়া প্যান্ডেল, না আলো-বাজনার ধুমধড়াক্কা?' হুমকে উঠলেন বনবিহারী: 'নমো নমো করে সারা মানে বিয়ে ও সেই সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি বিধিমত সম্পন্ন করা। কী বলেছি আমি? বলেছি যৎসামান্য যা খরচ লাগে তা পিতৃপুরুষদের খাতিরে দিয়ে দেব।'

'তাই তো দেবেন।' দ্বিধাহীন সায় দিল নরনাথ। বললে, 'তবে কী যে কার সামান্য তার কোনো স্থির মাপ নেই।'

'না, না, আছে। আমি সবসুদ্ধ দু'শ টাকা তোমাকে দেব। এর এক আধলাও বেশি নয়। তাই দিয়েই তুমি ম্যানেজ করবে।'

'করব।'

এজেন্ট : মেসার্স শা বাতিশ এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

'তবে তুমি যদি এখন বাজি পোড়াও, জলসা বসাও, ম্যাজিক লাগাও, বাইজি নাচাও, সে খরচা তোমার।'

'তা তো বটেই।'

'মোট কথা, দু'শোর চেয়ে বাড়তি যদি খরচ হয় সে দায়িত্ব আমার নয়।'

'বলছি তো, নয়, দায়িত্ব আমার।'

'তবে আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? কি, এক্ষুনি—এক্ষুনি টাকা চাই? দাঁড়াও, দিয়ে দিচ্ছি।' হাতের কাছেই টেবিল, টেনার থেকে চেক বই বার করলেন বনবিহারী।

'না, টাকার জন্যে তাড়া কিসের?' নরনাথ কণ্ঠস্বর আর্দ্র করল: 'আমি বলছিলাম কি, গায়ে যদি ছিটে ফোঁটা গয়না না থাকে তবে কেমন অদ্ভুত-অদ্ভুত দেখায়।'

'অদ্ভুতই তো, অদ্ভুতই তো দেখাবে। কিন্তু,' ধীরে-ধীরে আবার পিঠ তুললেন বনবিহারী, বললেন 'কিন্তু, কেন, ওর আগে যেসব গয়না ছিল তার কী হল? দুটোতেই একটু পালিশ দিয়ে দিলে চলে না সাজবার?'

'ওসব গয়না নেই।'

'নেই? কী হল? গেল কোথায়? ঐ ছোঁড়াটা পাচার করেছে বুঝি?'

'না, কার্তিক যখন যায় আমাদের বাড়ি, তখন বৌদি বললেন, পায়ের গয়নাগুলি খুলে দিয়ে যেতে। এক-এক করে সবই খুলে দিয়ে গেল কার্তিক।'

'খুলে দিয়ে গেল? তা ভালোই করল। সোনাদানা থাকা মানেই ছোঁড়াটার পাতে খরচের অনিয়ম করে দেওয়া। তুমি বরং কাচ বা প্লাস্টিক বা কেমিক্যালের কিছু কিনে দিও।'

'তা না হয় দিলাম। কিন্তু অন্তত একখানা বেনারসী শাড়ি চাই তো।'

'কী শাড়ি?'

'বেনারসী। যা পরে বিয়ে হবে।'

'রাখো। বেনারসী না চন্দ্রকোণা! অত ঠাটে কাজ নেই। চলতি যা শাড়ি আছে তাই, কাচবার সময় না থাকে ইস্ত্রি করে নিতে বলো।'

'সেই সব সাবেকি আটপৌরে শাড়িই বা কোথায়? একবস্ত্রে তো বেরিয়ে গেল কার্তিক।'

'বেশ করেছে। রাস্তায় বেরুবার সময় ক'বস্ত্র আবার পরে নেয় লোকে?'

'ইন্দিরাকে পাঠিয়েছিলাম ওর পুরোনো কাপড়জামাগুলো নিয়ে যেতে। বৌদি দিলেন না কিছুতেই।'

'ঠিকই করেছেন। বিয়ের পরে পুরোনো বস্ত্র আবার কে পরে? তারপর আবার জুতো চাই না?'

'চাই-ই তো। স্লিপার-আলগা সামান্য স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জুতোর দাম তো বেশি নয়। কিন্তু শাড়ি—'

চোখ [illegible] : '[illegible] ছাড়া একটা বাক্সও তো দরকার।'

'বাক্স?'

'[illegible] সুটকেস। না হলে জিনিসপত্র রাখবে কোথায়?'

[illegible]

[illegible] : 'তা ছাড়া [illegible]'

[illegible]

এই [illegible] হাতে [illegible] দরকার। [illegible] ... [illegible]

তাই বলে চেয়ারে টেবিলে কি বাসর হয়?

প্রথমেই একটা খাটা দরকার। [illegible] নতুন বাড়িতে [illegible] নিজের [illegible] কিনে এনেছে বিছানা। বিছানা ছাড়া আবার কি? [illegible] ছাড়া [illegible] কি।

এ নিয়ে কম [illegible] ইন্দিরা: '[illegible] উপর একটা [illegible] চাদর পেতে [illegible] হয়। [illegible] শাড়ি [illegible] কী হয়েছিল? [illegible] টেবিল কী [illegible] তুমি কেন [illegible]?'

[illegible]

'তবে আর [illegible] কার্তিকের [illegible] নতুন [illegible]'

'নতুন কালাই তো দেখছে।' সুন্দর করে হাসল কার্তিক।

'[illegible] নয়।

'ওকে তুমি কখনো দেখছ?'

'না, দেখিনি কখনো।'

'কোথায় [illegible]?'

'ওর [illegible] ওর [illegible] সামনে [illegible] বসে [illegible] দুই [illegible] কাশিকেটি, সন্ধ্যা কাটল, তবে একেবারে [illegible] না চক্ষু চোখে?'

'[illegible] এখন যাক [illegible] তাকে [illegible] না?'

'[illegible] না। [illegible] সাধারণের [illegible]।'

'[illegible] হাসে মুখ [illegible] কার্তিক। বললে, 'তবে, কে কাছে, কে-না-কে এসেছে। বল, না, তোর?'

'সেই [illegible] সুকান্ত নয়। আরেক পুরুষ।'

'তবে ডাকাত? ভয় পাইয়ে দিচ্ছ না।'

'সাঁতা কটাছি। আরেক রকম চেহারা।'

'[illegible] সময় চোখ বড় করে দেখে [illegible] করে। যদি [illegible] না [illegible] সেই না। তেমন [illegible]।'

[illegible] সময় চোখ বড় করে [illegible] দেখল কার্তিক। বর দাঁড়িয়ে, আর কার্তিক [illegible] নতুন [illegible] এমন সময় [illegible] বাবু [illegible] [illegible] মাথায় উপর [illegible] [illegible] ঠিকই [illegible], এ আরেক [illegible]। [illegible] আরেক [illegible], আরেক [illegible]। আরেক [illegible]। [illegible] সুন্দরের [illegible]।

[illegible]

<hr>

বসে আছে। এই বসে থাকাটি আর দেখত কে!

তারপর? তারপর কী জানতে চাও?

তারপর মহাসিন্ধু পারে বসে উপলখণ্ড কুড়োনো। উপলখণ্ড, পাথরের টুকরো? না, না, মুক্তো কুড়ানো। স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দুপাতে যে মুক্তোর জন্ম, সেই মুক্তো। স্নিগ্ধকান্ত অমল মুক্তো!

সত্যি, আজ রাত্রিও ঘন হবে? স্তব্ধ হবে? নিবিড় হবে রুদ্ধশ্বাস নির্ভৃত? আর পরমের সীমানায় যে ভাষা শোনা যায় না সেই ভাষাতেই কথা কইবে অন্ধকার?

সম্প্রদান হয়ে গিয়েছে, বিয়ের আসরে দীপঙ্কর এসে উপস্থিত।

'কখন এলে? জিগগেস করল সুকান্ত।

'এই তো—'

'সোজা এখানে?'

'তা ছাড়া আবার কি!'

'তাহলে তুমি বরপক্ষের নও, তুমি কন্যাপক্ষের।'

কার্কলি তাকাল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে, 'যে পক্ষেরই হই আমরা ইতরজন, আমাদের মিষ্টান্নে সন্তোষ।'

'বরেন এসেছে?'

'কই দেখিনি তো।'

'এখানে আসবে না। বউভাতে আসবে।' নিজেই কল্পনা করল সুকান্ত।

'তাই সম্ভব। কিন্তু জানো এখনো বাড়ীতে রিসেপশনের কিছু দিল না।' দীপঙ্কর বিদ্রূপের সুরে বলল: 'তুমি এত করে বললে তবু কান পাতল না।'

'তবেই তো বুঝছ আমার কত বড় বন্ধু!'

'না, তুমি জান না যদি হয় তোমার কথাতেই হবে। বউভাতে যখন সে আসবে তোমাদের বাড়ি, তখন তাকে একবার রিমাইণ্ড করে দিও।'

এসব কথা বলার সময় ও স্থান বেশ বেছে নিয়েছ তোমরা। এমনি তিরস্কারের সুরে কার্কলি তাকাতেই দীপঙ্কর চুপ করল।

কিন্তু বউভাতের দিন সুকান্তদের বাড়িতেও বরেন অনুপস্থিত।

সুকান্ত জিগগেস করল দীপঙ্করকে, 'বরেন আছে তো কলকাতায়? না কি বাইরে যাবার কথা আছে?'

'না, না, এখানেই আছে, অফিস করছে। বাইরে যেতে হলে আমাকেই তো সব টিকিট-ফিকিট বন্দোবস্ত করতে হত। যায়নি কোথাও।'

'বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন করিনি বলেই হয়তো আসেনি।'

'তাই হবে।'

'তবেই দেখছ কত বড় বন্ধু! কত বড় মুরুব্বি ধরেছ আমাকে।' কষ্টে হাসল সুকান্ত।

'আমি যা ধরেছি ঠিকই ধরেছি।' দীপঙ্কর বিজ্ঞের মত মুখ করল: 'নিশ্চয়ই না—আসার গ্রহণযোগ্য কারণ আছে।'

'থাকলে আছে না থাকলে নেই।' সুকান্ত বিরক্ত হয়ে বললে।

'তাই আবার যখন দেখা হবে ওর সঙ্গে, কথা হবে, আমাকে ভুলে যেও না। ভুলো না আমার বন্ধুর চেহারা।'

বউভাতের তিন দিন পর নিচে রান্নাঘরে, সকালে, বন্দনার সঙ্গে রান্না করতে গেছে কার্কলি, হঠাৎ শুনতে পেল উপরে কে কাকে মারছে।

ভয় পেল কার্কলি। জিগগেস করল, 'কী হচ্ছে দিদি?'

এক নিশ্বাসে বুঝতে পেরেছে বন্দনা। বললে, 'ঠাকুরপো সুবীরকে মারছে।'

কেন মারছে কাকে জিগগেস করবে? দুরুদুরু বুকে উন্মনা হয়ে রইল কার্কলি। ভাবল নিজেই একবার উপরে যাবে নাকি, সব জেনে-বুঝে দেবে নাকি মিটিয়ে। নতুন বউয়ের পক্ষে সেটা সমীচীন হবে কিনা কে বলবে। এ নিয়ে সংসারে আর কোথাও চাঞ্চল্য নেই। এমন ঘটনা যেন মোটেই আকস্মিক নয়।

নিচতলার পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সুবীর। সুকান্ত বলে দিয়েছে, বরাবরের মত বইখাতার জঞ্জাল নিয়ে তার চলবে না [illegible] এবার। উপরেই তো তার জোড়া রুম।

সেই আদেশ পালন করেনি সুবীর। সুকান্তর অনুপস্থিতিতে বসে বইখাতার স্তূপ নিয়ে নিচে পড়ার ঘরে, বসে লিখছে।

'এখানে লেখাপড়া হয়?' বলল কার্কলি?

কথা কানেও তুলছে না সুবীর। একটা খাতার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী লিখছে তো লিখছেই। তার মাথা ধরে নেড়ে দিয়ে সুকান্ত বললে, 'এ তোর টেবিল-চেয়ার?'

'আমার টেবিল-চেয়ারও তো এই ঘরে ছিল। কে এক নতুন লোক এসে সব ওলটপালট করে দিল।'

'মুখ সামলে কথা বল বলছি।' সুবীরের মাথায় গাঁট্টা মারল সুকান্ত। 'যা এঘর থেকে।'

মুখ তুলে সুবীর বললে, 'আমাকে কোথাও পড়তে হবে তো?'

'যে ঘরে তোর শোবার জায়গা হয়েছে, সেই ঘরে বসে পড়বি। ওঠ, ওঠ বলছি শিগগির—'

'আর ঘরে টেবিলচেয়ার রাখবার জায়গা নেই।' আবার লেখায় মন দিল সুবীর।

'জায়গা নেই তো মাটিতে বসে পড়বি।'

'তুমি পড়ো গে।'

আর কথা নেই, সুকান্ত সুবীরের মাথায় প্রচণ্ড চাঁটি মেরে বসল। এক হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল বাইরে। শেষ পর্যন্ত আরেক হাতে সুবীর তার বইখাতাগুলো গুটিয়ে নিতে যাচ্ছিল, হেঁচকা টানে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

'মুখের উপর কথা! পাজি, অবাধ্য ছেলে!'

'মার ধরে পড়াতে গেলে স্বাধীনতা [illegible] ওঠে।' কান্নাভেজা গলায় ফুলে ফুলে উঠল সুবীর: 'বলো [illegible] পড়ানো তার [illegible] হয়।'

'তাহলে কী না মেরেই পড়া, তার আবার [illegible]।'

'কেন মেরেছে পড়া বুঝি পড়া নয়?' যে [illegible] সেই [illegible] বাড়ীই কথা বলল সুবীর: [illegible] আর [illegible] হবে নেই [illegible] তুমি ঐ একজনকেই [illegible]?'

আরেক [illegible] সুবীরের উপর। সুকান্ত [illegible] না।

[illegible] নিজেকেই [illegible] বলি, বলি, [illegible]।'

'[illegible] না।'

'তুমি [illegible]।'

এমন সময় [illegible] লেখা, [illegible] জানার জায়গা। [illegible] পড়বে।'

[illegible] সুবীরকে [illegible] না [illegible] হল সুকান্তে। [illegible] না বললে চলবে কেন?'

আরেক বইখাতা কুড়িয়ে নিয়ে সুবীর নিচুই [illegible] [illegible] কিছু দিল সুকান্ত। [illegible]।

সিঁড়ির উপর থেকে [illegible] বললে, [illegible] ঐ [illegible] ছেলে-মেয়েদের [illegible] নেই [illegible] পড়াশোনার [illegible] পড়া [illegible] পড়া, [illegible] পড়া। [illegible] হতো [illegible] আলো। এমন কি [illegible] ঘর তাই [illegible] পেতে পারে সুবীর।'

বাহিরটা নিচে এসে পৌঁছুবার আগেই মুখের উপর ঘরের দরজা সজোরে বন্ধ করে দিল বিজয়া।

(ক্রমশ)

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

...ERAL ... RARY ... Bihar

॥ ১ ॥

ব[illegible]

[illegible]

... ছিন্ন ... নতুন একটা উত্তেজনাও সৃষ্টি হল না। কারণ এমন একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি যে নতুন আন্দোলন [illegible] করতে পারেও না। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন সবে হয়ে গেছে, তাতে বঙ্গভঙ্গ রোধও করা গেল,—কিন্তু, ঠিক তারপরেই অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না, বিশেষ

[illegible]

মজার ব্যাপার। ইংরেজ বণিক-সমাজ তখন বুঝে নিয়েছেন যে, রাজধানী আর পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তখন তাঁরা মনকে প্রবোধ দিলেন এই সংকল্প করে যে, যাক, রাজধানী দিল্লীর উপর হয়েছে,—কলকাতাকে করবেন তাঁরা ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী, কলকাতা শ্রেষ্ঠ বন্দর, কলকাতার বাণিজ্যিক গুরুত্বকে তাঁরা অস্বীকার করেননি।

এতো গেল ইংরেজ বণিক সমাজের কথা, বাঙালীর অর্থনৈতিক ক্ষতির পূরণ হবে কী করে? বড়লাট, বর্তমানের মত কলকাতায় আসবেন বটে, কিন্তু তাঁর দপ্তর তো আসবে না, অতএব বাঙালী বাবুদের আর কলকাতা-নিবাসী হওয়া হবে না, সেটা হবে, সেটা হচ্ছে দিল্লী-নিবাসী হওয়া। ফলে, বাঙালীবাবুদের ঘটল প্রবাস-বাস। এবং ক্রমে ক্রমে চাকরির ক্ষেত্রেও বাঙালীর প্রাধান্য কমে আসতে লাগল। এক কথায়, রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চাকরিজীবী বাঙালীর ভাগ্য গেল। কলকাতার [illegible] তখন অনেকেই চাকরি [illegible] সরকারী দপ্তরে। [illegible] আর রইল না। তখন কলকাতার [illegible] ছিল না, পরবর্তীকালে [illegible] কল-কাতার জন্য [illegible]


শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত

শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, তাত্ত্ব-রহস্য ভূমিকাসহ অন্যান্য [illegible] সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা। ৫৲ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সর্বাঙ্গসুন্দর [illegible] আলোচনা। ৪৷৷০ টাকা।

ভারত-আত্মার বাণী

উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ-যুগান্তরের বিশ্বচৈত্যের বাণীর ধারাবাহিক আলোচনা। ৫৲ টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

শ্রীআয়ুর্বেদমের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট

[illegible]

প্রতি সের ১৬৲

শ্রীআয়ুর্বেদম
[illegible]

করেছিল, কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ যা কৌশল করে গেলেন, তার চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কিছু বোধ হয় নেই। ক্রমে ক্রমে কী যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো বাঙালী, তা আমরা সেদিনকার লোক সবাই অনুভব করেছিলাম।

ইংরাজ রাজশক্তির সেদিনকার সেই কূটনৈতিক চাল বাঙালী যে না বুঝেছিল এমন নয়, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রবল আন্দোলন করার অনুকূল মুহূর্ত সেটি ছিল না। তবে, তার অন্তরে যে ক্ষোভে গুমরে গুমরে উঠেছিল, তাতে আর ভুল নেই। বাঙলার সন্ত্রাসবাদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তার এক অভিব্যক্তির সংবাদ আমরা পেলাম হার্ডিঞ্জের উপর বোমা-ক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীতে প্রবেশ করছিলেন রাজধানী প্রবেশের গৌরব হিসাবে, তখন তিনি চড়েছিলেন একটি সুসজ্জিত হাতির ওপর—রূপোর হাওদায়। সেই হাতি যখন রাজধানী প্রবেশ করছে, তখন কে যেন হঠাৎ নিক্ষেপ করে তার ওপর বোমা। লক্ষ্য একটু ভ্রষ্ট হয়েছিল, বোমাটা পড়েছিল হাওদার পিছনের অংশে। ফলে, রূপোর হাওদাটি ভেঙে হার্ডিঞ্জের পিঠের ভিতর নাকি ঢুকে গিয়েছিল মারাত্মকভাবে। তিনি সংগে সংগে পড়েছিলেন মূর্ছিত হয়ে। হাতিটিও বেশ আহত হয়েছিল, সেটি পরে মারা গিয়েছিল বলে শুনেছিলাম কিনা মনে নেই। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জের যা হয়েছিল তাতে তাঁর বাঁচার কথা নয়। শুনেছিলাম, হাওদায় প্রথম মূর্ছিত হবার সময়, কাছেরই একটি বাঙালী ডাক্তারখানা থেকে ওর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় এবং সেটা হয়েছিল খুবই সময়মতো। যা হোক চিকিৎসার জোর আর কিসের জোর ভাগ্যের জোরে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। ভগবৎ কৃপাও বলা যেতে পারে।

অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সংযোগ ছিল না, তবে দেশ-জোড়া যে ঘটনা


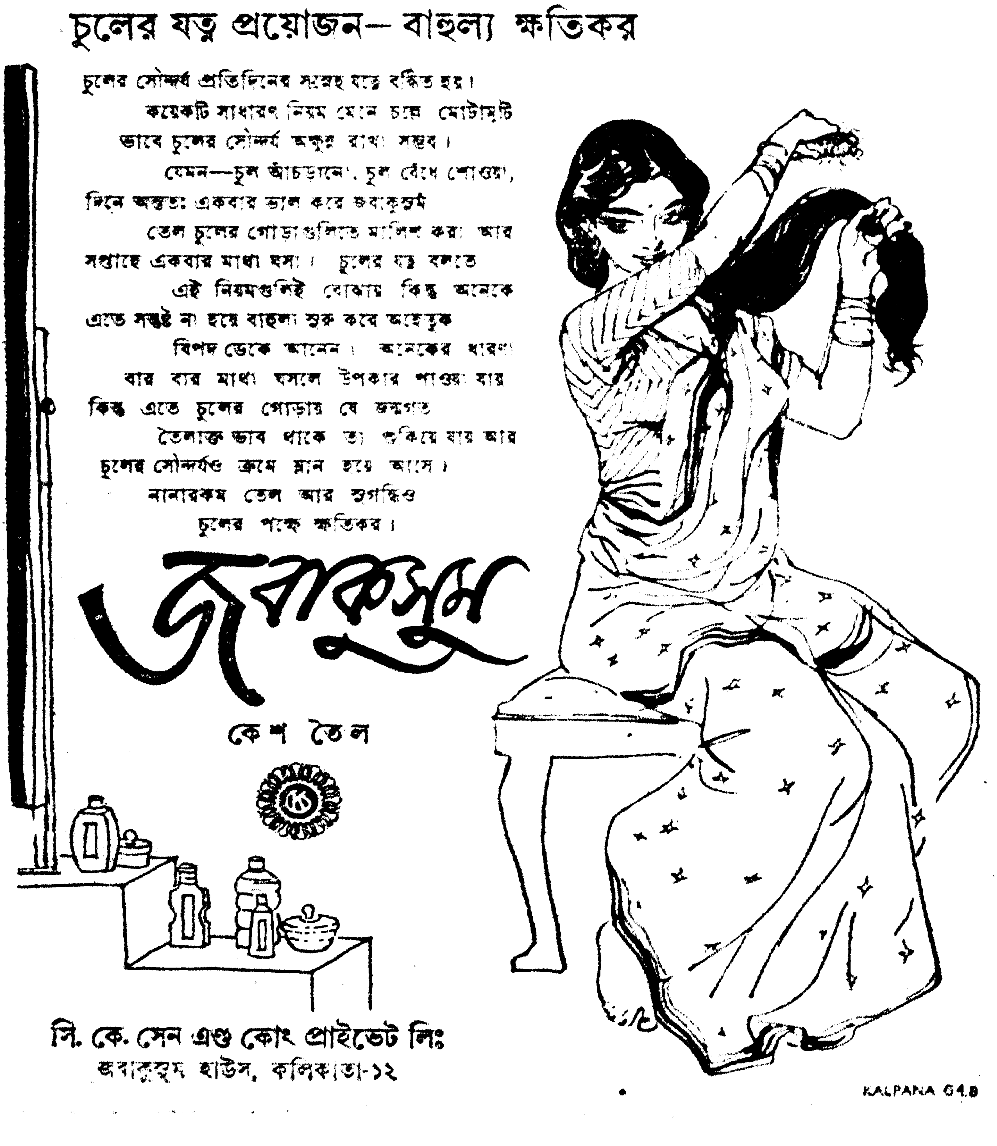

যা সংবাদ আলোড়ন তুলত, তা আমাদের মনকেও স্পর্শ করত বই কী। রাজধানী পরিবর্তনের পর প্রথম গভর্নর হয়ে এসেছিলেন লর্ড কারমাইকেল, ১৯১২-র এপ্রিলে। এদিকে, রাজা যখন এসেছিলেন তখন কলকাতার রঙ্গমঞ্চগুলি কিন্তু একদিনও না থেমে একানিক্রমে অভিনয় করে গেছে। আজকাল থিয়েটারের যে ম্যাটিনী শো হয়, বলা যেতে পারে তার প্রবর্তনা হয়েছিল তখন। রাজা এসেছেন, মফস্বল থেকে কলকাতায় লোকও তখন এসেছে অনেক, অভিনয়-দর্শনেচ্ছু দর্শক স্বভাবতই প্রচুর। তাই, তখন অভিনয়-কালের দৈর্ঘ্য-অনুযায়ী কেউ বেলা বারোটা, কেউ বেলা দুটোর সময় একটা বাড়তি শো করতে লাগলেন। আমরাও সেই ফাঁকে কিছু কিছু থিয়েটার দেখে নিয়েছি। থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়েও থাকতাম অনেক সময়, অভিনেতাদের দেখব বলে। স্টার থিয়েটার তখন খুব জমজমাট ছিল। অমর দত্ত মশাই তখন স্টারে অভিনয় করছেন। তাঁর অভিনয় দেখবার অভিলাষও হত প্রবল। [illegible] একদিন মিটিয়েছি।

[illegible] 'মিনার্ভা' থিয়েটার-এর সামনেটা এখন যেমন আছে তখন কিন্তু তেমনটি ছিল না। [illegible] দুটি গেট। [illegible] আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম ঐ [illegible]। অভিনেতাদের [illegible] এখানে আসতেন [illegible]। আমরা [illegible] দেখতাম তাঁদের। আজও মনে আছে পশ্চিম ফুটের গায়ে একটা মনিহারী দোকান ছিল, তাতে থাকত সব থিয়েটারের বই সাজানো। এক টাকা করে দাম। দর্শকরা থিয়েটার দেখে ঐসব দোকান থেকে বই কিনে নিয়ে যেত [illegible]। দোকানেও সব সময় লোক থাকত বই বিক্রী করবার জন্য। দর্শক ছাড়া, অন্য ক্রেতারাও এইসব বই এখান থেকে কিনে নিয়ে যেত, গুরুদাসবাবুর দোকান পর্যন্ত না গিয়ে। ঐ যে মনিহারী দোকান, ওখানে মাঝে মাঝে হীরালাল চট্টোপাধ্যায় মশায় এসে বসতেন গল্প-গুজব করতে। বসে বসে তিনি তামাক খেতেন। হীরালালবাবুর সঙ্গে অনেক পরে আমিও একদিন পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করেছি—তিনি তখনকার খুব নামকরা অভিনেতা ছিলেন—খুব হাল্কা রসের অভিনয় করতেন। আমরা তখন অবাক হয়ে হীরালালবাবুকে দেখতাম। ভাবতাম, এই যে এত গম্ভীর হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোকটি, ইনিই আবার কেমন মঞ্চে অবতরণ করে হাস্যরসের স্রোত বইয়ে দেন, হাসতে হাসতে আসনে গড়িয়ে পড়ে দর্শক।

কোহিনুর থিয়েটার তখনো ছিল। এইসব থিয়েটারের আশেপাশে আমরা ঘুরঘুর করতাম। এঁকে দেখছি, তাঁকে দেখছি, এঁর কথা শুনছি তাঁর কথা শুনছি। যেন এক রহস্যময় জগতের বার্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অভিনয়ের মঞ্চগুলি।

এইভাবে ঘুরঘুর করতে করতে একদিন শুনলাম, গিরীশবাবু আর থিয়েটারে আসছেন না—তিনি খুব অসুস্থ। নাম রয়েছে বিজ্ঞাপনে, অথচ আসতে পারছেন না তিনি। শুনে হতাশ হলাম, অসুখ সেরে গেলে আবার আসবেন। আবার দেখব তাঁর অভিনয়। কিন্তু হঠাৎই একদিন শুনলাম [illegible]। [illegible] ১৯১২ সালের প্রথম দিকেই। [illegible] সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাস। শুনলাম, গিরীশবাবু আর ইহজগতে নেই।

মনে একটা ধাক্কা লাগল। মনে হল, আর দেখতে পাব না তাঁর অভিনয়। যাই হোক, [illegible] আমরা সকলে দাঁড়িয়ে পড়লাম পথে। [illegible] কাশী মিত্র ঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরাও ছুটলাম। কিন্তু [illegible] দেখা যায় [illegible] পৌঁছতে পারলাম না, ফিরে এলাম।

ওঁর মহাপ্রয়াণের দুই-একদিনের মধ্যেই দেখলাম, ছবির দোকানে বা বড় মনিহারী দোকানে ওঁর ছবি বিক্রি হচ্ছে। গিরীশবাবুর [illegible] ছবি, চারদিকে কালো বর্ডার দিয়ে। নীচে, [illegible]। এই ছবি ছাড়া আরও একখানা ছবি বিক্রি হচ্ছিল। ওঁর [illegible] ছবি—[illegible] সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দানীবাবু ও তাঁর [illegible]। এইসব ছবি তখন উত্তর-দক্ষিণ—কলকাতার সর্বত্র এমনকি [illegible] বিক্রি করত যেসব স্টেশনারী দোকান—তারাও বিক্রি করতে শুরু করল। বলা বাহুল্য, ছবিগুলির চাহিদা হয়েছিল খুব আর বিক্রিও হয়েছিল প্রচুর। আমি দু'খানি ছবিই কিনে আনলাম, এনে টাঙিয়ে দিলাম আমাদের ক্লাবঘরে, অর্থাৎ ছোটদের বৈঠকখানায়।

এদিকে বাবা দেখছেন, লেখাপড়ায় আমার আর মন নেই। বললেন, এবার ভর্তি হও। ভর্তি হবার দিকে আমার তখন মন নেই, বাবার তখন ভীষণ কাজের চাপ, কাজেই উনি নিজে সময় পান না, আমাকে বলেন কোনো স্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে।

বলেন—কী হল, স্কুল-টুলে খোঁজ নিচ্ছ?

বললাম, ওটাতে গিয়েছিলাম, ওটা তেমন সুবিধের নয়।

অন্যদিন।

—গিয়েছিলে?

বললাম,—ও স্কুলটায় ভালো পড়ায় না, একটা অন্যটায় খোঁজ নেব।

এই করে সব কাটিয়ে দিচ্ছি। আর করছি কী? সেই আমাদের ক্লাবঘরে গিয়ে [illegible]—খাওয়া-দাওয়ার পর—দুপুরবেলা। তারপর, বিকেলের জন্য সন্ধ্যাবেলাও। কিন্তু শুধুই কি আড্ডা দিয়ে যাবে? অভিনয় হবে না? হিসেব করে দেখা গেল, একখানা বই একটু ভালোভাবে অভিনয় করতে গেলে কম করে পঞ্চাশ টাকা লাগে। কাটছাঁট করে [illegible]। সামাজিক বই করলে খরচ আরও কম হয়, পঞ্চাশ-পঞ্চান্নতে


## ফলিত জ্যোতিষ

জ্যোতিষশাস্ত্রী [illegible] বি, এস, [illegible]

[illegible] কোষ্ঠী [illegible] ৩.২৫

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

## ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে সরকার দ্বারা রেজিষ্ট্রী করা কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিন। বিনামূল্যে প্রোসপেক্টাস-এর জন্য লিখুন।

**Indian Homeopathic College**
(DC.) Jullundur City.

পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।

-হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, সামাজিক বই করতে তেমন মন সায় দেয় না। ওতে সাজ-সজ্জা তেমন নেই, তদুপরি—অল্প বয়স—কাঁচা মুখে কর্তাব্যক্তি সাজলে মানাবে না। পোশাকওয়ালা ঐতিহাসিক ধরনের বইতে দাড়ি-গোঁফ লাগাবার যে সুযোগের প্রচুরতা আছে, সামাজিক বইতে তা কই? তা ছাড়া, পঞ্চাশ টাকাই বা পাচ্ছি কোথায়? পাঁচটি টাকারও তো সম্বল নেই! অতএব, থিয়েটার করার আশা আর দেখছি না।

বাড়িতে—বাবা বলছেন—ভালো মাস্টারই না হয় দেখ। বাড়িতে মাস্টার রেখেই না হয় পড়।

আমি এ-ও কাটিয়ে দিতুম। নির্বিকার বলা যেতে পারে। অভিনয় যে করতে পারব না, এই নিরাশাই তখন মনটাকে অধিকার করে আছে, অন্য কথা সেখানে অনুপ্রবেশ করবে কী করে?

তার ওপর, আরও এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। ভূতনাথ পড়ল তার বাপের বিষদৃষ্টিতে। ভূতনাথ তাদের বাক্স-টাকা দেখে না, বাড়িতেও থাকে না সব সময়। সারাদিন কী যে করে, কোথায় যে যায়, আমরাও জানতুম না। একদিন সকালের দিকে হঠাৎ ধরেছি তাকে। বললাম,—তুমি যাচ্ছিস না কেন?

বললে, একটু কাজে আটকে গেছি।

কী কাজ কে জানে! আমরা করতাম কী, বাড়ি থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে বসতাম, চলত আমাদের মহড়া, ভূতনাথের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও।

ওদের বাড়ির সামনে একটা সাঁকো ছিল, সিমেন্ট-করা, তাতে বসবারও জায়গা ছিল। সেখানে বসে থাকতেন ওর বাবা। বৈঠকখানার চাবি অনেক সময় ওঁর কাছ থেকেও নিতাম। উনি বলতেন,—তোমরা আসো, বাড়িতে আমার চাঁদের হাট বসে যায়, কিন্তু যার জন্য এই হাট, সেই ভূতটা থাকে না বাড়িতে, এটা কী রকম লাগে বলো তো?

আমরা উত্তর দিতে পারতাম না।

উনি একদিন অবশেষে স্পষ্টই বলে ফেললেন ওঁর মনের কথাটা। বললেন,—দেখ বাবা, তোমরা আসছ, তার বন্ধু, অথচ সে আসছে না। এটা তো ভালো দেখায় না। দিনের পর দিন—স্কুল নেই—শুধু তোমরা আসছ, লোকে ভাববে, আমি বুঝি কোনো থিয়েটারের আখড়াকে ঘরছাড়া দিয়েছি। সুতরাং, তোমাদের আর এখানে না আসাই ভালো।

[illegible] যেন বজ্রাঘাত হল। ভূতনাথের [illegible] বলবারও কিছু নেই। কিন্তু আমরা যে আবার ঘরছাড়া হলাম! এবার যাই কোথায়? [illegible] তখন [illegible] না, [illegible] তখন আমাদের [illegible] লেগেছে।

কী করি? তখন [illegible] দিকে আমরা যেতে শুরু করলাম হাজরা পার্কে। [illegible] তো নয়, কিন্তু একে নামে যে আলোচনা করব, তারও তো জায়গা চাই? হাজরা পার্ক তখন যেখানে ছিল, এখনো সেখানেই আছে, তবে ওই হাজরা রোড পর্যন্ত কিছুই ছিল না। সেখানে এখন আশুতোষ কলেজ, সেটার কিছু [illegible] ছিল পার্কের এলাকার মধ্যে। তার পরে ছিল মস্ত একটা পুকুর [illegible]। তার চারধারে ছিল বাগান। পূর্বদিকে একটিমাত্র ফটক। সেই ফটকের উলটো দিকে [illegible] ছিল আমাদের [illegible] বাড়ি। একটি [illegible] উপরই [illegible]। এই বাড়িতেই [illegible]

স্টকিস্টস্ : মেসার্স হিন্দাইন্ প্রাইভেট লিঃ, পি-১১, নিউ হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ রোড, কলিকাতা-১।

মনে আছে, পুবে ঘাটের ওপরে ছিল একটা বড়ো ছাতিম গাছ। আর, পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ছিল একটা ঘাট। ও ঘাটটায় বেশী লোক বসত না, তাই ওই ঘাটটা বেছে নিয়ে ওখানে আমরা বসতে শুরু করলাম। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ গান গাইছে, কেউ আবৃত্তিও করছে। বিকেলের দিকে ওদিকটা [illegible] হয়ে যেত। [illegible] সকালের বা বিকেলের দিকে লোকে বেড়াতো বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পর [illegible] একেবারে জনহীন জায়গা হয়ে যেত। [illegible] পশ্চিম পাড়ে ছিল [illegible] ছিল [illegible] একেবারে [illegible] পর্যন্ত ওখানে একেবারে [illegible] সে এখন আর [illegible] মনে নেই।

এই ভাবে [illegible] বিকেলটা [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] এক সঙ্গে কথাও বলা যেত। [illegible] আমার প্রথম [illegible] ওপরের ছাই [illegible] আমাদের সঙ্গে। এই প্রথম [illegible] কোম্পানিতে। [illegible] পরিদর্শক ছিল, কোম্পানির পক্ষ থেকেও পরিদর্শক ছিল, যারা বাড়ির অবস্থা ঠিক ঠিক চলছে কিনা—কোথায় দোষ হচ্ছে—এসব দেখে বেড়াতো। [illegible] ভাগ করা ছিল। কখনো এ জোনে ডিউটি পড়ছে, কখনো ও-জোনে। প্রথম ছিল

এমনি এক পরিদর্শক। তাই বিকেলে বা সন্ধ্যাতে তাকে আমরা পেতাম না। তারও তখন ডিউটি পড়তো! এই প্রফুল্লর দেখা মিললে আমরা ভীষণ খুশী হয়ে উঠতাম। কোহিনূর থিয়েটার ১৯১২-তে উঠে যায় বটে, কিন্তু ১৯১০ সাল নাগাদ—ঐ প্রফুল্ল গ্যাস কোম্পানির চাকরি বাগানো [illegible] এলাকায় ডিউটি দিতে দিতে [illegible] কোহিনূরে [illegible] কিন্তু [illegible] একটা [illegible]

[illegible]

[illegible] ঐ প্রফুল্লর [illegible]

[illegible]

একদিন আমাকে এসে বললে,—এই, নবীনা ডেকে পাঠিয়েছে। একদিন যাস।

—নবীনা! কেন?

—গেলেই বুঝবি।

গেলাম নবীনার কাছে। নবীনা আমাকে [illegible] একবার দেখে নিয়ে বললেন,—থিয়েটার করবে?

আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম,—কোথায়? কী করে হবে? টাকা কোথায়?

নবীন বললেন,—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। করবে কি না, বলো?

—করতে তো চাইই। কিন্তু—

বাধা দিয়ে বললেন,—কিন্তুর কিছু নেই। [illegible] তোমাদের ভাবতে হবে না। [illegible] [illegible] উপলক্ষ—[illegible] উৎসব হবে—সেই উৎসবে থিয়েটার হবে। করবে তো?

—নিশ্চয়ই।

কিন্তু থিয়েটার করতে গেলাম প্রবেশ ও বিদায়ের সময় এক আমিই দেখে শুনেছি। [illegible] কিংবা [illegible] ওর কেউ এল না।

[illegible] না [illegible] কিন্তু কী বই হবে? [illegible] ঠিক [illegible] [illegible] কেমন উৎসাহ [illegible]! [illegible]?

[illegible] দেখলেন?

[illegible] না, ওর দেখ [illegible]

[illegible]

[illegible] ছিল [illegible] শুধু ঠিক হয়, উনি দেখবেন, [illegible] আমাদের [illegible] ভাবিছেই। মনে হল, বাড়িতে যদি উনি বলে দেন? যদি বলে দেন যে, আমি [illegible] করছি? যদি বাবা টের পেয়ে যান তাহলে কী হবে?

(ক্রমশ)

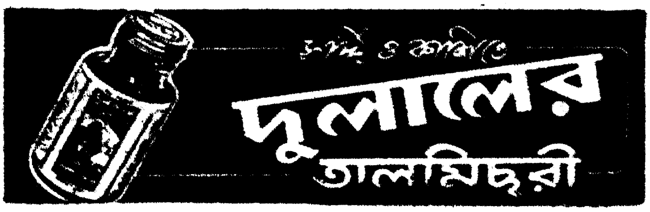

ওরা সবাই বলে...আমরা হামাম পছন্দ করি

নরম, মসৃণ ফেনা···
নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে!
ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে···
হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!
কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে
চায় না···
এত অল্পই খরচ হয়।

হামাম
মেখে তাজা বোধ করুন এবং
তাজা গন্ধে ভরে উঠুন

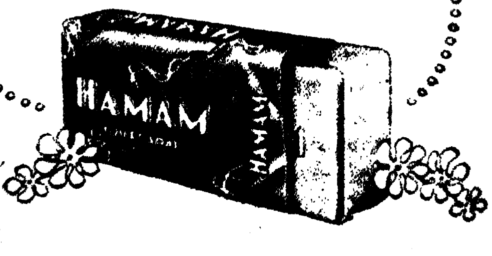


বাড়ীর সবাই হামাম পছন্দ করে

টাটার তৈরী তাই—নিশ্চয়ই ভাল

THY-3

[illegible]

[illegible]

রাজার সব কথা মনে পড়ল। [illegible] —"রাজা কি আর ভালো লাগবে"। কিন্তু [illegible] এখনো [illegible] হাতে [illegible]। [illegible] অপেক্ষা করতেন না। এখন করছি। এই যা তফাৎ।

রাজার আসরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। [illegible] সব পূর্ণ হয়ে গেছে। শুধু [illegible] দিক দিয়ে [illegible] প্রবেশ [illegible] পথ, সেই দিকটাই একটুখানি ফাঁকা। কিন্তু [illegible]

[illegible]

রাজার দুঃখ মোটেও [illegible] নয়

Cooch Behar

অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল, "ছোটবাবু"

বেলো করতে লাগলেন। সেই সুরে কান পেতে তবলচী তবলা বাঁধতে লাগলেন। অধিকারীর অলক্ষ্যে একরাশ বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে মন্দিরাওলা-ও তবলচীর পাশে বসলেন।

ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজল। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে প্রবেশ পথের দিকে তাকালেন। দর্শকদেরই কে একজন বলিয়ে বললেন—"ঢের দেরি, ঢের দেরি। সবেতো প্রথম ঘণ্টা পড়ল"।

কিন্তু দেরি হলো না। "এবার তা হলে যাত্রা শুরু হোক"—কে যেন নির্দেশ দিলেন। গায়ে সিল্কের হাতা ফরফরে পাঞ্জাবি। কাঁধে দোরোখা কাশ্মীরী শাল। পরনে চুনট করা শান্তিপুরী ধুতি। পকেট ঘড়ির সোনার মোটা চেনটা গলায় ঝুলছে। আসরে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। ছোটবাবুর নির্দেশেই যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

পর পর তিনটি ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে চারটি ছোট মেয়েদের পোশাক পরে আসরে এসে ঢুকল। তারপর বেহালার সুর ধরার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গান। সেই পুরনো গান—আয় লো অলি কুসুম কলি। নাচও তেমনি। খানিকটা দিশি, খানিকটা ইংরেজী, খানিকটা [illegible]। তেমনি কথাকলির চলন নেই। মুদ্রার অর্থও কেউ বোঝে না। [illegible] মাথা ঘুরিয়ে চোখ ঘুরিয়ে হাত বাঁকিয়ে হাত-পা নেড়ে নাচতে লাগল মেয়ের পোশাকে ছেলেগুলো। নাচ, তাই সই। মেকআপও তেমনি। মুখে পাউডারের অত্যধিক প্রাচুর্য। [illegible] রক্ত অলক্তক। পোশাকের [illegible], না কোন দেশের, না কোন কালের। তবু এর আবেদন [illegible]। নাচের শেষে ছোটবাবু একবার একবার বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

আবার খানিকটা নাচ হলো। ঝন্ ঝন্ করে উঠল আসরের এক পাশে রাখা রুপোর প্রকাণ্ড থালাটা। ছোটবাবু প্রথম প্যালা দিলেন। গণ্যমান্য আরো দু-একজন দিলেন। যাত্রা জমে উঠল।

তখনকার দিনের প্রখ্যাত যাত্রাওয়ালা অহিভূষণের "সুরথ উদ্ধার" পালা। এই পালার কদর আজ আর নেই। অহিভূষণও বিস্মৃত। কিন্তু প্রাচীনদের কেউ কেউ নিশ্চয় এখনো আছেন—যাঁদের কাছে একবার গুনগুনিয়ে উঠলে হয়—

"এ মায়া প্রপঞ্চময়।
ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান
সে তাই সাজে।"

তাঁরা হয়ত সঙ্গে সঙ্গে পরের কলিটিও গেয়ে উঠবেন—

"যার যখন হয়েছে সাঙ্গ
এখানে ভূমির অভিনয়,
কাহারো পরিত্রাণ তখন
সে আর কারু নয়;
কোথায় বা প্রেয়সীর প্রণয়
কোথা পুত্রের কাতর বিনয়,
শোনে না সে কারো অনুনয়,
চলে যায় সাজঘরে ত্যজিয়া।"

এ ধরনের গান আজকাল আর শোনা যায় না। [illegible]

কত দিন হয়ে গেল। [illegible] এই রেকর্ড কিছুই [illegible] না। কিন্তু দিন যখন পালার কলিটি গাই—

"ঐ যে মার একটি কথা
সিংহের মাথা ছুঁয়ে দাঁড়ায়
চিনতে কোথায় না?"

এই গানের [illegible] না, কিন্তু "সিংহের মাথা ছুঁয়ে দাঁড়ায়" [illegible] ভুবনমোহনকে আজও ভুলিনি।

পালার [illegible] আজ মনে নেই। কিন্তু মনে আছে 'কাশীদের অপূর্ব অভিনয়-কৌশল। তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠ এখনো কানে লেগে আছে। এ কণ্ঠ সাধনা ছাড়া আয়ত্ত করা যায় না। যাত্রায় সাজসজ্জার বালাই নেই। যখনকার কথা বলছি তখন হ্যাজাকের মধ্যে ডেঁটের রেওয়াজ মাত্র চালু হয়েছে। তার আগে তাও ছিল না। সর্বত্র খোলা আসর। চারদিকে একটা রেলিং দেওয়া। মাঝের উঁচু আসর। চারদিক খোলা। চারদিকেই দর্শক। এই রকম খোলা আসরে জীবন্ত অভিনয় জমানো যে কী শক্ত তা অভিনেতা

সেই পুরোনো গান—'আয় লো অলি কুসুম কলি!'

সাগ্রেই স্বীকার করলেন। অভিনেতার কণ্ঠ সুস্পষ্ট হওয়া চাই। মানুষের ভেতরকার সুখ-দুঃখ-রাগ-অনুরাগের বিচিত্র ভঙ্গিমা সমস্ত দর্শকের নয়নগোচর হওয়া চাই। [illegible] 'শাস্ত্রীয় ক্লাইভ'। সেই অভিনয় দেখলাম। নয়নভরে, প্রাণভরে উপভোগ করলাম। যাত্রার দলে ঢাকতে 'পারে যদি ঠিক এই রকম অভিনয় করতে পারতাম'—কথাটি ছোটবেলার [illegible]। আজ এদের অভিনয় দেখে ছোটবেলার বাসনার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না।

ঠাকুরদার মতো জমিদারের শখ মনে পড়ে। [illegible]

[illegible] কতখানি [illegible] তা এক সংগীত-রসিক ছাড়া [illegible] বুঝতে পারতেন। কিন্তু সে কথা থাক।

[illegible] একটি ছবি [illegible] হুজুরের [illegible] কথা কী জড়ানো। কিন্তু [illegible] ভুল করবার নয়। [illegible] সবাই [illegible] অর্থাৎ স্বয়ং জমিদার।

জমিদার তাঁর প্রজাদের [illegible] করলেন। এবারে [illegible] একটু ওপারে চলুন। আসর নিস্তব্ধ। [illegible] একমুহূর্ত আগেও এই আসরে নাচ-গান অভিনয়ের [illegible] ছিল একথা মনেই করা যায় না। কোলাহল মুখরিত গ্রাম অকস্মাৎ যেন অতীব অন্যায়ের আগমনে যেমন স্তব্ধ হয়ে যায় তেমনি একটা থমথমে ভাব।

[illegible] থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত দেহটাকে যথাসম্ভব অবনত করে জীর্ণ, আর্ট সার্জেন্ট-এর মতো তিনি জমিদারবাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি আমাদের সেই অধিকারী। প্রায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে অধিকারী জমিদারবাবুকে প্রণাম করলেন। তারপর অবনত মস্তকে [illegible] বললেন—"হুজুর"—

"আজ্ঞে [illegible] নয় নিকুঞ্জ। আমি উপস্থিত নেই অথচ তুমি যাত্রা আরম্ভ করেছ এ সাহস তোমার কী করে হলো তাই ভাবছি। আমি জানতে চাই কে তোমায় হুকুম দিয়েছে।" [illegible] জমিদারের কথা কটি [illegible] আসছে। কিন্তু নিস্তব্ধ আসরে [illegible] কারুরই কোন বেগ পেতে হলো না।

হনুমন্ত সিং 'হুজুর' বলে হাজির

নিকুঞ্জ অর্থাৎ অধিকারী সহজে কোন জবাব দিতে পারলেন না। অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"জবাব দাও। চুপ করে থাকলে চলবে না। আমি জানতে চাই কার হুকুমে তুমি যাত্রা শুরু করেছ।"

অধিকারী হয়ে বিবর্ণ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। ছোটবাবু আসরে নেই দেখে তাঁর [illegible] সাহস হলো। বললেন—"আজ্ঞে ছোটবাবুর।"

"ও, বুঝেছি। তাহলে [illegible] ছোটবাবুই [illegible]"—জমিদারের কণ্ঠ [illegible] হয়ে উঠল।

"আজ্ঞে, আমি হুজুরের চাকর"—ফাঁসির আসামী যেন [illegible] হাকিমের কাছে।

"ও জানি, তা চাকরের মতোই হুকুম তামিল করবে। যাও আবার যাত্রা শুরু কর। গোড়া থেকে।" হাকিম হুকুম দিলেন।

"আজ্ঞে, এই যে বাজি বাবু"—পরমানন্দে ফিরে এলেন অধিকারী। ফাঁসির আসামীর যেন বেকসুর খালাস হলো।

আসর তেমনি নিস্তব্ধ। শীতের জমিদারের অপ্রতিহত প্রতাপ। তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস কারু নেই। এমন কি কানাকানি করেও বুঝি কেউ প্রতিবাদ করল না। নিকুঞ্জ হয়ত জমিদারের প্রজা। উপস্থিত অনেকেই হয়ত তাঁর প্রজা। অন্য প্রজা থাকলেই জুলুম চলবে। এর কি কোন প্রতিকার নেই, কোন বিচার নেই? একটা [illegible] ক্ষোভে গা রি রি করতে লাগল। কিন্তু কী করব। [illegible] অতিথিও [illegible] সম্মান দিতে হয়!

কিন্তু শেষ না হতেও জমিদারবাবু [illegible] আরম্ভ করেছেন। দারোয়ান হনুমন্ত সিংকে তিনি যে-কণ্ঠে ডাকলেন [illegible] সকলেরই [illegible]। হনুমন্ত সিং 'হুজুর' বলে জমিদার বাবুর সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

জমিদারবাবু হুকুম দিলেন—"এখুনি গিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দাও। আর নজর রাখবে কেউ যেন পালা শেষ হবার আগে বেরিয়ে যেতে না পারে। আসর যেন না ভাঙে।"

তারপর সভাজনের দিকে তাকিয়ে বললেন—"আপনারা আমার কথাটি নিশ্চয়ই শুনেছেন। আশা করি মনে রাখবেন। তবে মনে রাখবেন আমার নাম রজনীকান্ত চৌধুরী।"

কিন্তু মনে রাখবার প্রয়োজন হলো না। গোড়া থেকে আবার যাত্রা শুরু হবে শুনে দর্শকেরা খুশীই হলেন। যাঁরা [illegible] এই আকস্মিক [illegible] সামনে এসে বসলেন, যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ বসবার সুযোগ করে নিলেন। ছেলেরা [illegible] একটু নড়েচড়ে [illegible] হলেন।

আবার পালা শুরু হলো। শুরু হলো সেই [illegible] ক্ল্যারিওনেটের বাজনা দিয়ে। [illegible] নাচও বাদ গেল না। অভিনেতাদের অভিনয়ে কোন ফাঁকি নেই। [illegible] পারফরমেন্স-এর অভাব নেই। [illegible] আসর গরম করে তুলল। [illegible] সেই একই [illegible]—[illegible] হাতে, এসে [illegible] আর একদিক সেই একেবারে, সেই বাহবা, সেই করতালি। জমিদার রজনীকান্ত চৌধুরীর নাম মনে রাখবার প্রয়োজন হলো না।

পালা শেষ হতে ভোর হয়ে গেল। সবাই

জমিদারবাবু আর দলের অধিকারী নিকুঞ্জকে সাধুবাদ জানাতে জানাতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নিকুঞ্জ আসরে দাঁড়িয়ে সবাইকে স্মিতহাস্যে নমস্কার করলেন। যাত্রা সবার ভালো লেগেছে, সবাই খুশী হয়েছেন, এতেই তার আনন্দ। এর চেয়ে বড় প্রত্যাশা বুঝি তার নেই। নিকুঞ্জর দুই করতল যুক্ত হয়েই রইল।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার সব কটি চুল পাকা। তার ওপরেই আলবার্ট ফ্যাশানের টেড়ি-কাটা। পরনে চুনোট করা ধুতি। গায়ে ডবল স্পেটের শার্ট। নাকের ডগায় সোনার চশমা। হাতে একটি ছড়ি। ছড়িটার মাথার দিকে একটি রুপোর-বাঁধানো বাঘের মুখ। ইনি জমিদারবাবুর সদর সেরেস্তার নায়েব।

নায়েব মশাই আসরে দাঁড়িয়ে সবাইকে নমস্কার জানালেন। বললেন—"আপনাদের অনেক অসুবিধে হলো সেজন্য বাবুর প্রতিনিধি হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। বাবু অনুরোধ করেছেন, আপনারা সবাই চলে যাবার আগে দয়া করে অতিথিশালায় গিয়ে এক কাপ চা আর গরম জিলিপি খেয়ে যাবেন"—ঘোষণা শুনে সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন।

নায়েব মশাই বললেন আবার—"আপনারা শুনে সুখী হবেন, আজকের পালাতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন জমিদারবাবু তাঁদের একটি করে গরম শাল দেবার হুকুম দিয়েছেন। আর অধিকারী নিকুঞ্জকে দিয়েছেন শালের সঙ্গে একটি গিনি। প্রধান অভিনায়ক বজ্রধর মাইতি পেয়েছেন একটি সোনার মেডেল।"

বাড়ি ফিরে যেতে যেতে বাবাকে মনে হলো জমিদারের রূপ দুটি-ই দেখেছিলাম। মনে মনে বিরক্তও হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ মুখটি চোখে পড়েনি। আর দুটি পড়বেও না। জমিদার নেই। যাত্রাও শেষ। নিকুঞ্জদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না

# আলোচনা

### শিক্ষক ও ছাত্র

সবিনয় নিবেদন,

'শিক্ষক ও ছাত্র' সম্পর্কের ওপরে 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা বিভাগে (২৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যা) জনৈক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক যে আলোকপাত করেছেন, আমি নিজে একজন শিক্ষক হিসাবে তার জন্যে গভীর বেদনা-বোধ করছি। অবশ্য এর জন্য তাঁর ওপর কোনরকম দোষারোপ করতে চাই না; নিজের বোধ এবং বোধি দিয়ে বুঝি শিক্ষক মহাশয়-দের কোন অবস্থা-চক্রের মধ্য দিয়ে চালিত করলে এমন আত্মহননকারী মতামত দেয় হয়।

ছাত্রসমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিনয়ের অভাব, লঘুচিত্ততা, অশালীন ব্যবহার, নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি শিক্ষক-অশিক্ষক প্রত্যেকের মুখে একতার করে শোনা যায় যে, কিছুদিন পরে এদের অনেকগুলিই হয়ত প্রবাদে পরিণত হবে। ছাত্র সমাজের এই অস্বাভাবিকতায় দিকে কটাক্ষ করে সমাজের অন্য স্তরের মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন; কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্কান্বিত শিক্ষক মহাশয়দের অন্তত প্রসঙ্গটিকে বিশেষ সহানুভূতি ও সুবিবেচনার সঙ্গে বিচার করে মূল্যানুসন্ধান করা প্রয়োজন। এবিষয়ে বরং আমার সতীর্থের অপেক্ষা আপনাদের পত্রিকার 'ছাত্র-বিক্ষোভ' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যটিতে (২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৬) অধিকতর সহানুভূতি ও বিবেচনা লক্ষ্য করি। সেই সঙ্গে 'প্রসঙ্গত' শীর্ষক আলোচনাংশও (২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৩) অবশ্য স্মরণীয়।

শিক্ষাব্রতী হিসাবে এই একই প্রসঙ্গটিকে অন্য একদিক থেকে দেখার প্রয়োজন বোধ করছি। ছাত্র হিসাবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বের অভিজ্ঞতা থাকলেও শিক্ষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা বিদ্যালয় জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই আমার মতামত এবং মন্তব্যগুলি প্রধানত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়ার জোরেই প্রসঙ্গে। অবশ্য প্রসঙ্গত ছাত্র-অসন্তোষের বিবর্তন ধারার পরিণতি সম্পর্কে [illegible] আমার অবশ্যই হয়েছে।

[illegible] স্কুল থেকে ছাত্রদলের প্রতি [illegible] নিয়ন্ত্রণ [illegible] করা কেবল [illegible] ছাত্রদের [illegible] চালানোর [illegible] শত্রু হয়। শিক্ষার্থী যা কেবল যে পথ আমার মত ছাত্রদেরই জানেন। [illegible] সবাই জানে। তাই শিক্ষক-দের সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করতে হয়।

পুরোটাই সমাজের শিক্ষকের অভিভাবক-দের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম প্রধান শিক্ষক মহাশয়, দ্বিতীয় বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটি, তৃতীয় মাধ্যমিক বোর্ড এবং চতুর্থ ছাত্রদের অভিভাবকেরা। এদের মধ্যে কেউই [illegible]—[illegible] যে কোনভাবে [illegible] একমাত্র লক্ষ্য নেই [illegible] কাছে শিক্ষক মহাশয়েরা নিজের [illegible] কর্মচারীর—[illegible] কাজ করেন। [illegible] শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্রসম্প্রদায়ের পরীক্ষা-ফলাফলেই আগ্রহ নিয়ে থাকেন। যে কোন আদর্শবাদী শিক্ষকই শেষ আশ্রয় এবং সান্ত্বনা খুঁজে পান ছাত্রদের মধ্যেই; ছাত্রেরাও যে তাঁর মর্যাদা রাখে না, এও অনেকের জীবনের পরীক্ষিত সত্য। বয়স ও অভিজ্ঞতা (অভিজ্ঞতা কার? শিক্ষকের, না অভাবগ্রস্ত মানুষটির)। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক মহাশয়দের কিছু ভাব লক্ষ্য করেন ছাত্রদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে অস্বাভাবিকতা। অথচ আসলে, আমাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে [illegible] ছাত্র-অসন্তোষ [illegible] এই পরিবর্তনের পেছনে এমন অনেক কার্য-কারণ যোগ আছে যা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচিতব্য নয়।

[illegible]

শিক্ষকদের [illegible] ছাত্র [illegible] কিছু করবার জন্য, তাঁরা আজ ছাত্রের দিকে [illegible] দাঁড়িয়ে আছেন [illegible]। গ্রামের মধ্যে এসে একবার প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের দিকে চেয়ে দেখুন, [illegible] তাঁদের অভাববোধের অনুভূতিকে পর্যন্ত কিভাবে অসাড় করে ফেলা হয়েছে। বিদেশে, শুনেছি, এ সমস্ত কাজে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই নিযুক্ত করা হয়।

আমাদের দেশের সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করেছেন—যাতে ধনী-দরিদ্র-

নির্বিশেষে সকল স্তরের ছেলেমেয়েরাই নিম্নতম শিক্ষাবস্তটুকু লাভ করে। দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তুলব, অথচ তার জন্য ন্যায্য মূল্য দেব না, লোকের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে সমাজের সব থেকে দরিদ্র, অসহায় এবং পশ্চাৎপদ মানুষগুলিকে নামমাত্র বেতন দিয়ে ভারতময় অবৈতনিক শিক্ষার কথা যাঁরা ঘোষণা করছেন তাঁরাও জানেন এই অনুন্নত দুর্দশাগ্রস্ত একটি জাতির [illegible] উত্তরাধিকারী গড়ে উঠতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষকরাও কেউ [illegible] প্রাচীন ঋষি না [illegible] মন। কোন রকমে বিদ্যালয়ের কার্য সমাধা করেই কেউ [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] হোমেছ এখনো আমাদের দেশে এই রকম Ideal-কে Real-এ পরিণত করার কথা ভাবা 'ইউটোপিয়ান' চিন্তার সামিল, সেইজন্য প্রাথমিক স্তরেই এই শিক্ষাবস্তুর পরিবেশে দলে দলে মানবসন্তানকে পাঠিয়ে

তাদের শিক্ষণ কাজে মনঃসংযোগ নিয়ে বাড়িতে করতে শুরু করি। কারণ, আমরা, কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের অধিকাংশই শিক্ষকবৃত্তিকে গ্রহণ করেছি পেশা হিসাবে, জীবনব্রত হিসাবে নয়। তবু এরই মধ্যে [illegible]

[illegible]

[illegible] করে।

উদ্ভিদের আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে, আংশিকভাবে রাষ্ট্র-[illegible] বহির্ভূত [illegible] এবং শিক্ষাদান [illegible] জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণও বিবেচ্য :

এই বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
কণাদ গুপ্তের
অবরোহণ
মূল্য : আড়াই টাকা ● সব দোকানে পাবেন
পাঠাগার - লাইব্রেরী ও [illegible]
আমাদের কাছে এই বই
২০% কমিশনে পাবেন।
কথা-সাহিত্য মন্দির :
৫৫-বি, [illegible] স্ট্রীট কলিকাতা—৯
(সি ১৮২০)

লেখক সমবায়-এর বই
নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য
সম্মেলনে পুরস্কৃত
১৩৬৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
দিনেশ দাসের
শ্রেষ্ঠ কবিতা
[illegible] রায়ের আঁকা মনোরম প্রচ্ছদ
দাম : সাড়ে তিন টাকা
ক্নুট হামসুনের
অবিস্মরণীয় প্রেমের উপন্যাস
ভিক্টোরিয়া
[illegible]-এর সরল [illegible] অনুবাদ
দাম : টা: ৩·২৫
১৪, [illegible] স্ট্রীট
কলিকাতা ১
(সি ১৪১৪)

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

ক্রেও এণ্ড কোম্পানীর
শান্তিরস সালসা
রক্তশোধক বলবর্দ্ধক
বাত ও বেদনা নাশক
[illegible]

(১) শিক্ষকদের মর্যাদাহীনতা।

(২) অর্থনৈতিক দুরবস্থা।

(৩) মানসিক দাসত্ব

(৪) প্রতিটি ছাত্র এবং শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে শ্রদ্ধা-প্রীতিপূর্ণ যোগাযোগের অভাব।

এই ছাত্র-অসন্তোষ দূর করতে হলে ওপর থেকে না করে, একেবারে তলার স্তর থেকে, অর্থাৎ যেখান থেকে তাদের চরিত্র ও শিক্ষার ভিত পত্তন হচ্ছে সেই প্রাথমিক স্তর থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম কর্তব্য শিক্ষা তথা শিক্ষক মহাশয়দের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তোলা। আবাসিক বিদ্যালয়ের দ্বারা সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে বটে—কিন্তু তার ক্ষেত্র যখন আমাদের দেশে অপ্রতুল তখন নিম্নের কয়েকটি উপায় অবলম্বন করলে যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ পাওয়া যেতে পারে বলে, আমার বিশ্বাস। অবশ্য এত বড় এবং জটিল সমস্যার সমাধানের বহুতর পথ ও মাধ্যম থাকতেই পারে, কিন্তু আমার শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই কটি উপায়কেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

(১) যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষক মহাশয়দের বেতন বৃদ্ধি করা—যার ফলে তাঁরা আর্থিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবেন—কোন রকম ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স জাগাতে পারবে না—স্বচ্ছন্দচিত্তে পড়াতে পারবেন এবং সমাজের সেরা মেধাবী ছাত্ররাও ভবিষ্যতে আনন্দের সঙ্গে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন।

(২) ছোট ছোট ক্লাসে বিভক্ত করে ছাত্রদের শিক্ষাদান করা—যাতে প্রতিটি ছাত্রের প্রতি শিক্ষক মহাশয়েরা আলাদাভাবে দৃষ্টি দিতে পারেন এবং শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ ও আন্তরিকতাপূর্ণ গভীর যোগাযোগ ঘটতে পারে।

(৩) বাধ্যতামূলকভাবে টিউশনি বন্ধ করা; একান্ত সম্ভব না হলে ছাত্রের বাড়ি গিয়ে টিউশনি বন্ধ করা। অবসর সময়ে শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্রদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারেন।

(৪) বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা—যাতে নবীন শিক্ষক ও [illegible] প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের খাম-খেয়ালীতে সাধারণ শিক্ষকেরা কোনরকম মানসিক দাসত্ব অনুভব না করেন। অনেক বিদ্যালয়ে দেখেছি যেখানে প্রধান শিক্ষক মহাশয় [illegible] বিবেচনা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার সঙ্গে সমস্ত শিক্ষকদের এবং সেই সঙ্গে ছাত্রদের একটি পরিবার-গোষ্ঠীর মত করে গড়ে তুলেছেন। আবার [illegible] বিদ্যালয় [illegible] বহু স্থানে নষ্ট হয়। তাই [illegible] ও সমমর্যাদা [illegible] ক্ষেত্রগুলিতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। ইতি

রমেন্দ্রকুমার ঘোষ। শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর অ্যাকাডেমী, হাওড়া।

### কোনারকের ধ্বংসাবশেষ

সবিনয় নিবেদন—দেশ-এর ২৫ বর্ষ ৪২ সংখ্যায় 'কোনারকের মৃত্যু' নামক প্রবন্ধে শ্রীবিষ্ণু [illegible] লিখেছেন, "একটি অপূর্ব পাথর, যেটি প্রবেশদ্বারের অংশ—সবুজ মুগনী পাথরে খোদিত, খাড়াভাবে উল্টো অবস্থায় পড়ে রয়েছে একেবারে মাথা নিচে পা উপরে করে"—তাঁর সেই কথার জের টেনে বলতে পারি আমি সম্প্রতি কোনার্ক মন্দির দেখতে গিয়ে ঐ মুগনী পাথরের কারুকার্যটি এখনো উল্টোভাবে তেমনিই পড়ে থাকতে দেখেছি। [illegible] শুধু আমারই লাগেনি, সমাগত অনেক দর্শকই এরকম অবহেলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এটিকে সহজেই বর্তমান মিউজিয়মে রাখা যায়; অন্ততঃ সোজা করে রাখলে দর্শকের দেখার সুবিধা হয়। মিউজিয়মের সামনেই [illegible] গোলাকার পদ্মাকৃতির একটি শিলাখণ্ডের সুন্দর [illegible] কাজ পড়ে রয়েছে—সেটিকেও ভেতরে রাখা যেতে পারে। তা ছাড়া মুণ্ডহীন কিন্তু সুন্দর, সুঠাম দেহবল্লরীবিশিষ্ট একটি নায়িকামূর্তি দক্ষিণ-পূর্বকোণের এক উঁচু বারান্দায় ফেলে রাখা হয়েছে। এছাড়া মিউজিয়মের পেছন দিকে এবং সীমানা-দেওয়ালের পূর্বে, দক্ষিণে অনেক ভাস্কর্যের টুকরো পড়ে রয়েছে—সেগুলো ভালভাবে সাজানো থাকলে দেখার সুবিধা হয়, বোঝার সুবিধা হয়। এখানে এইরকম ইতস্তত যে শিল্পকীর্তিগুলি পড়ে রয়েছে সেগুলির সঙ্গে যদি একটি করে পরিচয়লিপি থাকতো, অর্থাৎ কোনটি কোথায় ছিল বলা থাকতো, তাহলে কল্পনায় সৌন্দর্যের আভাস পেতে আমাদের সুবিধা হত। পরিচয়লিপি প্রত্নবিভাগ অন্যত্র অনেক জায়গায় দিয়েছেন, উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতেও রয়েছে। এইরকম পরিচয়লিপি থাকলে দর্শকদের কৌতূহলের, চিন্তা উদ্রেক হয়—তার [illegible] পক্ষে তো [illegible] 'গাইড' ও [illegible] জানা সম্ভব নয়। পরিচয়লিপি খুব দরকার। যেমন ধরুন, জগমোহনের সামনে [illegible] সাজানো রয়েছে—[illegible] দক্ষিণ-পশ্চিমে চারটি এবং উত্তর-পূর্বে [illegible]। সহজেই জিজ্ঞাসা জাগে, [illegible]। [illegible] দক্ষিণ-পূর্বের প্রথম [illegible] রাখা হয়েছে, সেটি [illegible] মনে হয় এটি [illegible] এককালে [illegible] ছিল [illegible] আমাদের এই অনুমান ঠিক কিনা। প্রসঙ্গত, জগমোহনের [illegible] নবগ্রহমূর্তিটি ছিল সেটি এখন কোনার্ক মন্দির চত্বরে [illegible] একটি বাড়িতে (মন্দিরে) পূজিত হচ্ছে এবং [illegible] শিল্পসৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করে কেবলমাত্র পূজা করানোর দিকেই ঝুঁকেছেন। এটি মন্দিরের একমাত্র মূর্তি। [illegible] এটির যে ক্ষতি হবে না কে বলতে পারে। এটিকে মিউজিয়মে রাখলে ক্ষতি হয় কি? কিংবা নবনির্মিত ঐ বাড়িটি মিউজিয়মের আর একটি বাড়ি হিসেবে ধরলে এটি ও আরো অনেক কিছুই ও এর মধ্যে রাখা যেত। আরো বলি, শ্রীসুধাংশু চৌধুরীর ইংরেজি 'কোনারক' (১৯৫৬ সংস্করণ) বইটিতে মুণ্ডধারিণী কিন্তু [illegible] নায়িকার যে ছবিটি ছাপা হয়েছে এবং বলা হয়েছে সেটি মিউজিয়মে রয়েছে, সেটি আমরা মিউজিয়মের ভেতর দেখতে পাইনি।

ইতি—

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়


১০ম

টি-বি সীল

বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৫৯

সমাপ্তি হবে ২৬।১।৬০

প্রত্যেকটি সীল বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিঃসহায় যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলার যক্ষ্মা-প্রতিরোধ অভিযানে আপনার সক্রিয় সহানুভূতি অত্যাবশ্যক।

বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি

প্লট ২১, স্কীম ৪৯, সি আই টি রোড, কলিকাতা—১৪

# গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

## বাংলার সংগীত ও পুতুলনাচ

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের এই ইতিহাসে সংগীত সম্বন্ধীয় কিছু আলোচনাও আছে এবং নানা কারণে এই আলোচনা কৌতূহলোদ্দীপক। অধ্যাপক সেন [illegible] প্রাচীন সংগীতের একটা প্রধান অংশ [illegible] পুতুলনাচ, এবং পূর্ব-প্রচলিত পাঞ্চালী (পাঁচালী) [illegible] পুতুলনাচ [illegible] [illegible]

[illegible]

(puppet) [illegible]

[illegible] "পাঞ্চালী" [illegible] পুতুলনাচ [illegible] পাঞ্চালিকা [illegible] কিছু নিদর্শন নাই।"

এই বিবরণ [illegible] [illegible] কাহিনীর উদ্ভব [illegible]। এই [illegible] পুতুলনাচ ছিল [illegible] অনুমান।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পাঞ্চালিকা শব্দের অর্থ পুতুল হলেও এটি [illegible] প্রচলিত শব্দ নয়। "পুতুল" শব্দটিই বহুকাল থেকে চলে আসছে, পাঞ্চালিকা-নাচ বা পাঁচালীনাচ এরকম শব্দ প্রচলিত নেই। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্তীও বলেছেন—"অথবা পুত্তলী [illegible] পাঞ্চালিকা ইতি খ্যাত"। পুতুলনাচের সঙ্গে যে পাঁচালীর উদ্ভব বলা হয়েছে তার সমর্থন আমরা এপর্যন্ত কোন প্রাচীন গ্রন্থ

[illegible]

[illegible] উদ্ভব [illegible] পুতুলনাচ [illegible] কোন [illegible] কাহিনীর উদ্ভব হয়নি।

সুকুমার সেন মহাশয় পাঞ্চালিকার সঙ্গে পাঞ্চালী গীতির উদ্ভব [illegible]। পাঞ্চালী গীতি [illegible] একটা রীতি ছিল। [illegible] পাঞ্চালীর [illegible] [illegible] পাঞ্চালিকা [illegible]। [illegible] পদ বা [illegible] [illegible] পাঞ্চালিকা বা পাঞ্চালী। এই "পাঞ্চাল" শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। [illegible] গান বা [illegible] ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গীত হচ্ছে—

পঞ্চতালেশ্বর, পঞ্চতাল, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি। পঞ্চতালেশ্বর নামক বিখ্যাত গীতে পাঁচটি পদ এবং পাঁচটি বড় বড় তালের প্রয়োগ হত। এই জাতীয় গানেও ঢাক, ঢোল এবং কাঁসি বাজান হত এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠান করা হত। এটি [illegible] পর্যায়ের গীত। এই [illegible] জাতীয় পঞ্চপদের গান ক্রমে পাঞ্চালী নামে পরিচিত হওয়া আশ্চর্য নয়। [illegible] বিস্তীর্ণ পঞ্চপদে পাঞ্চালী গানের সঙ্গে নির্ভর করে বিশেষভাবে [illegible] [illegible] সম্ভবত [illegible] পাঞ্চালীও প্রচলিত ছিল।

[illegible] পাঞ্চালিকা শব্দের [illegible] উক্ত হয়েছে। [illegible] এই জাতীয় সংগীতের প্রচলন ছিল এ অনুমানও অসম্ভব নয়। [illegible]:—

[illegible] ও [illegible]


[illegible]
পালবনের কান্না—১,
[illegible]
[illegible] লাইব্রেরী
[illegible]

(সি ১৮০৬)

[illegible]
মন্মথ রায়ের
মহাভারতী
( [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ )
[illegible]
মূল্য ২.৫০ ন. প.
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কলিকাতা-৬

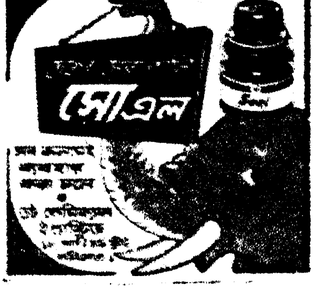

একযোগে হইত এবং ইহার নাম ছিল "নাট" পাঞ্জাবী নামে পরিচিত হওয়া আশ্চর্য নয়। পাত্র নৃত্য ও প্রেরণ নৃত্য। পাত্র নৃত্যে দেব বা মানব ভূমিকার উপযোগী মুখোশ ও সাজ পরা হইত। এ ধরনের নৃত্য ও মূকাভিনয় (বা গীতাভিনয়) অনেকদিনের রীতি।

প্রেরণ নৃত্য স্বাভাবিক বেশে নৃত্য কোন পাত্রপাত্রীর অভিনয় নয়। মনে হয় কথাটি প্রাচীন পুতুলবাজি হইতে আসিয়াছে। পুতুলকে (প্রেরণ করিয়া অর্থাৎ সুতা ধরিয়া) নাচাইতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' শব্দটি। সূত্রধার হইতেছে নাটকাভিনয়ের ডিরেক্টর এবং ম্যানেজার। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে, যে সূতা ধরিয়া থাকে। অর্থাৎ যে পুতুলবাজি নাচায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শব্দটি পুতুলবাজি হইতে আসিয়াছে এবং আমাদের দেশে নাটকাভিনয়ের রীতির উদ্ভব পুতুলনাচ হইতে। পুতুলনাচ ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে খুব জনপ্রিয় ছিল।"

প্রেরণ নৃত্য নর্তকের অনুষ্ঠান বলেই আমরা জানি। প্রেরণ নৃত্য তান্ত্রিকের অনুষ্ঠান, এতে বহুল অঙ্গবিক্ষেপ থাকত। আসলে প্রেরণ থেকে এ শব্দটি প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গবিক্ষেপাদিতে একটা প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যেত। পুতুল প্রেরণ অর্থে এটির ব্যবহার হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না।

গ্রন্থকার সূত্রধার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা বলেছেন কিন্তু সূত্র শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি কী তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আভিধানিক বলেছেন—"সূয়তে সূত্রং"। সূয়তের অর্থ প্রসব করা। অর্থাৎ মূল থেকে উৎপন্ন করা। সূত্রধার এই নাট্য-বিষয়ের উপস্থাপন ব্যাপারেই নিযুক্ত থাকতেন। সুতরাং সূত্রধারকে পুতুলনাচের সুতো-ধারক হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। এ সম্বন্ধে বহুপূর্বে Pischel একটি মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাতে অনুমানের পরিমাণ এত অধিক যে, উক্ত মতবাদ সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়নি। [illegible] দেশ সম্বন্ধেও এইরকম আলোচনা হয়েছে।

৭৩ পৃষ্ঠা:

"ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যে রাধা-বিরহগানের বর্ণনা আছে তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, জয়দেবের গীতিকাব্যেও রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই ভূমিকা পুতুলের দ্বারা প্রদর্শিত হইত, গান গোয়ার গাহিত আর সখীর ভূমিকা অধিকারী অথবা প্রধান গায়ক গ্রহণ করিত। (এখনকার দিনেও কৃষ্ণযাত্রা এইরকমই হয়।)"

জয়দেবের গীতগোবিন্দ উচ্চ মানের সংগীত। কিন্তু মহাপ্রভু জয়দেবের গানের নানা রীতিতে প্রচলিত আছে কিন্তু পুতুলনাচের [illegible] দেখা যায় না। যদি এরকম একটা মত হয়েছে তবে কোথাও না কোথাও উল্লেখ থাকত এমন কি একটি কিম্বদন্তীও চলে থাকতে পারত। কিন্তু সে সব কিছুই নেই। সংগীতজ্ঞদের অনুসারে জয়দেবের গান "মার্গ" প্রথার অনুগামী। পরে এটি কীর্তনীয়দের পালায় এসেছিল এবং পালাগীত অনুসারে কখনই করা হয়নি। বস্তুত পুতুলনাচের গানে যে ধরনের [illegible] থাকে তার একটা মহৎ গীতিকে কেন উপেক্ষা করা হবে সেইটাই বোঝা মুশকিল। জয়দেব গীতজ্ঞ ছিলেন, তিনি নিজে পুতুল ছাড়া 'অন্যান্য' মাধ্যমে অনায়াসেই তাঁর সংগীতশিল্পকে সুসম্পূর্ণ করতে পারতেন। বস্তুতঃ যে পুতুলনাচের এত জয় ছিল যে বড় বড় সংগীতজ্ঞেরাও তাকে পুতুলের অভিনয় দেখাতে ভালবাসত এমন কোন প্রমাণ এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

৮২ পৃষ্ঠা:

"মেয়েলী গানের নাম চর্চরী হইত—বরহাটের ও প্রাচীন গুজরাটীর চচ্চরী—চাচরী। বাংলায় "চাঁচরি" শব্দে প্রায় উৎসবের নামেই রহিয়া গিয়াছে। 'তন্ত্রাভিনয়' নাচ হইতে আসিয়াছে বরং স্থানী "কাবাল" নৃত্য। বাংলায় ইহা অন্যেরও পরিণত। পুতুলনাচের সঙ্গে নৃত্যগীত অভিনয় "হইতে" বলিতে সম্পর্কিত।"

বস্তুত প্রয়োজন নর্তকের পক্ষেই চচ্চরী একটি গীতিরূপে পরিণত হয়েছিল। এই ধরনের গান গুজরাট অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল এটা ঠিক কিন্তু মেয়েলী গানের নাম চর্চরী ছিল সাধারণভাবে এরকম অভিমত প্রকাশ না করাই ভাল। এটি একটি বিশেষ শ্রেণীর গীত। এর অনেক খণ্ড বা কলি ছিল। এর সঙ্গে বদ্ধ হত হিন্দোল রাগ। সে তালে এটি গাওয়া হত তারও নাম ছিল চর্চরী। এটি বসন্তোৎসবে গাওয়া হত। অর্থাৎ আসলে এটি ছিল হোলীর গান। একজন সংগীতশাস্ত্রী বলেছেন—সা বসন্তোৎসবে গেয়া চর্চরী প্রকৃতিঃ পরিঃ। বাংলাতেও হোলী উপলক্ষেই চাঁচর হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ দ্রুত হিন্দোলি দিয়ে এ গানগুলি গাওয়া হত এবং এই হিন্দোলিত হাততালির আওয়াজ থেকে "চচ্চরী" নাম হয়েছে। গুজরাট অঞ্চলে হাততালি দিয়ে এরকম গান এখনও প্রচলিত।

[illegible] এটি [illegible] 'তাণ্ডব' নামক একপ্রকার [illegible] এর [illegible]

[illegible]

১০৮ পৃষ্ঠা:

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতি এবং গীত-গোবিন্দ ধরনের। পাত্র পাত্রীও তিনজন—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই (দূতী—সখী) যেন পুতুলনাচের তিনটি পুতুল। গানগুলির প্রায় সবই পাত্র পাত্রীর উক্তি। অন্য গান যে দুই চারিটি আছে তাহা অধিকারী সূত্রধারের উক্তি। জয়দেবের কাব্যে যেমন গান-গুলির সংযোগের দ্বারা কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে এবং বাকী বাঁধা বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও তেমনি গানগুলি ছোট ছোট শ্লোক-ভাষিকায় সংযুক্ত এবং কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। পাঞ্জাবী কাব্যের এইরকম খণ্ড-বিভাগ গোচরের ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়।....

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতি কাব্য। কাব্যটির

কুঁচ তৈল (দন্তী মস্ত তন্ম মিশ্রিত) টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি কারক কেশ পতন নিবারক, মরামাস, অকালপক্বতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে। মূল্য ২, বড় ৭, ডাঃ মাঃ ১৸০। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ হাজরা রোড কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ফোন : ৪৭-১২১৬।

কে, হোড়ের কণক পাউডার

শঙ্খ মার্কাই শ্রেষ্ঠ চিরুনী যশোর কুম্ব ইণ্ডাষ্ট্রী কোং কলিকাতা-৯.

গঠন হইতে মনে হয়, আসলে এটি ছিল পাঞ্চালিকানাট্য অর্থাৎ পুতুল নাচ। পাত্র-পাত্রীর মাথায় রাগ তাল ছাড়াও অন্য কিছু নির্দেশ আছে। এ নির্দেশ ঠিক অভিনয়ের নয়, পুতুলনাচের সঙ্গে গীত-অভিনয় রীতির নির্দেশ। পুতুলনাচের মধ্য [illegible] কাহিনীর ধারা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কাব্যটি যে পুতুলনাচ লইয়া গীতিনাট্য হিসাবে নয়, পাঞ্চালিকা নাট্য বলিয়া লেখা তাহার আরেকটি প্রমাণ শ্লোকগুলি। [illegible] একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। সাধারণ অভিনয়ের পক্ষে এই শ্লোকের নির্দেশ নিরর্থক, কিন্তু পুতুলনাচের নির্দেশ হিসাবে [illegible]।

[illegible]

এ সম্বন্ধে [illegible] এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন [illegible] গীত [illegible] এটি যে পাঞ্চালিকা নাট্য [illegible] প্রমাণ নাই। [illegible] পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদগুলির মধ্যে রাগ, তাল ছাড়া আর যে সব নির্দেশ আছে সেগুলি হচ্ছে—প্রকীর্ণক, খণ্ডক, চিত্র, বিচিত্র, লগনী—এই কটি। এর মধ্যে প্রকীর্ণক হচ্ছে প্রকীর্ণক শব্দ। আগেকার দিনে বড় বড় পাঁচালী ছিল [illegible] গান [illegible] বিবিধ অবসরে [illegible] থাকত তাদের প্রকীর্ণক পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। সংগীত গ্রন্থে এর সমর্থনও রয়েছে। প্রকীর্ণক শব্দের অপর কোন অর্থই ঠিক নয় কারণ "প্রকীর্ণক-লগনী" এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে এই বোঝায় যে, এটি একপ্রকার লগনী শ্রেণীর গীত। চিত্র এবং বিচিত্র—এ দুটি শব্দও অপর অর্থে প্রযোজ্য নয় কেননা এ দুটিও লগনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে মনে হয়, এ দুটিও লগনীর প্রকারভেদ। এক সময় চিত্র এবং বিচিত্র—এই দুটি "খোম্বড়" নামক গীতগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন প্রমাণও সংগীতশাস্ত্রে আছে। লগনী বা লগ্নী যে একপ্রকার গীত এ বোধ হয় না বললেও চলে, কেননা এটি আজও সুপ্রচলিত। পূর্বে [illegible] অঞ্চলে লগনীর বহুল প্রচলন ছিল এবং এটি বিবাহ উপলক্ষে বিশেষভাবে গাওয়া হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উল্লেখ থেকে মনে হয়, তিনপ্রকার লগনীর প্রচলন ছিল—প্রকীর্ণক লগনী, চিত্রলগনী এবং বিচিত্র-লগনী। পূর্বে লগনের নামে একটি বিখ্যাত তালও ছিল। খণ্ডক ছিল প্রকীর্ণক প্রবন্ধ পর্যায়ের একপ্রকার গীত। সংগীতশাস্ত্রে এর বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে। একটি গানের ওপর "[illegible]" শব্দটি পাওয়া যায়। এর অর্থ পুতুলনাচের [illegible] নয়। শব্দটি [illegible] এটি তারই নির্দেশ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুটি গীত-রীতির প্রাধান্য ছিল—একটি লগনী, অপরটি খণ্ডক। এটি একমাত্র গ্রন্থ যাতে আমরা বাংলার প্রচলিত মধ্যযুগীয় প্রবন্ধ-গীতির পরিচয় পাই।

এমন কোন গ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যাতে স্পষ্টভাবে পুতুলনাচের সঙ্গে গীত-অভিনয়ের নির্দেশ আছে। পুতুলনাচ যদি সংগীতের দিক থেকে এত সমৃদ্ধ হত [illegible] সংগীত [illegible] এটি [illegible] ছিল। [illegible]

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ দুটি [illegible] সংগীত [illegible] Art song. পুতুলনাচের সঙ্গে এইরকম [illegible] সংগীত যুক্ত হত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

[illegible] ওপরে বা [illegible] ওপরে অনেক সময় "[illegible]" উদ্ধৃত থাকত। এই শ্লোকগুলিও সেইরকম। তাঁরা তো এর মধ্যে পুতুলনাচের কোন একটা প্রমাণ পেলেন না।

১০৯ পৃষ্ঠা:

"সত্য করিয়া আমরা নিশ্চিতভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে আবদ্ধ ও অন্তর্ভুক্ত চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণ পাই নাই। পাইয়াছি মধ্যযুগীয় বাংলাভাষা যাহা [illegible] প্রভৃতি অঞ্চলে [illegible] আধুনিককাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে আমরা একথা বলতে চাই যে, উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত মধ্যযুগীয় সংগীতের পরিচয়ও আমরা এই গ্রন্থ থেকে কিছুটা পেয়েছি। এখানে আজও ঝুমুর জাতীয় গানের প্রচলন রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গীতরূপ থেকে আমাদের অনুমান হয় যে, এই [illegible] শতাব্দীর [illegible] এর কারণ সংগীতের [illegible] এই [illegible] হয়েছিল তার পরিচয় [illegible] নেই।

আমাদের বিচারে, পুতুলনাচের [illegible] হয়েছে। [illegible] এটি জড়িত ছিল না।

অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন [illegible] এবং [illegible] এই [illegible] হবেন। অতএব এ সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও বিচারের প্রয়োজন আছে। [illegible] আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হবার সম্ভাবনা।

একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ, কালীঘাট
সেই কালীঘাট আর [illegible] কেন্দ্র করে [illegible] উপন্যাস—
অজিত মুখোপাধ্যায়ের
অমৃত মন্থন
॥ মূল্য—চার টাকা ॥
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায়
নানালা
ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ কলিকাতা ৬

# ট্রামে-বাসে

গবেষণায় বলা হইয়াছে, ১৯৬০ সাল হইতে প্রার্থনার বছর অর্থাৎ নানা বিপৎগ্রস্ত মানুষের একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই বড় একটা করিবার থাকিবে না।—"অসম্ভব নয়; আমরা তো ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে হে মা কালী দিয়ে বছর আরম্ভ করেছি"—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

এক সংবাদে শুনিলাম, আগামী ১৫ বছরে খাদ্যের অনটন আর সমস্যা

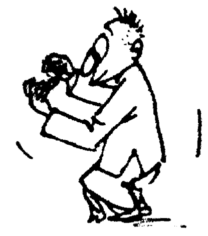

থাকিবে না, সমস্যা হইবে খাদ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন, বিশেষত গম ও চাউলের অতিরিক্ত উৎপাদন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী

বলিলেন—"১৫ বছর পরের এই অবাস্তব সম্ভাবনার [illegible] একটি নূতন সমস্যার সমাধান [illegible] হবে, সমস্যাটি হলো একটি পাকা [illegible]"।

• • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] [illegible]

• • •

"ম[illegible]

• • •

ত[illegible] [illegible] [illegible]

• • •

নি[illegible] [illegible]

• • •

শ্রী[illegible] [illegible] অভিজ্ঞতার [illegible] প্রথম শ্রেণীর [illegible]। [illegible] অভিজ্ঞতার সুযোগ যারা [illegible] তারা [illegible] শ্রেণীর। আর অপরের [illegible] নিজের [illegible] অভিজ্ঞতার সুযোগ যারা [illegible] তারাই [illegible]। [illegible] কাজ [illegible] বড়ই দায়। বাজারে মুড়ি মিছরির আজকাল

এক দর [illegible]" বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

শ্রী[illegible] চীনা [illegible] "বোকা" আখ্যা দিয়াছেন, বলিয়াছেন, তারা ভারতের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত থাকিয়া বোকামির পরিচয় দিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"এ হলো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বোকা, যাদের বলা যায় সেয়ানা বোকা অথবা আত্মঘাতী"।

• • •

একটি [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

• • •

এ[illegible]

[illegible] [illegible]!"

• • •

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১লা জানুয়ারী হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে [illegible] কোন সম্বন্ধ নাই"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

বোম্বাইতে তৃতীয় টেস্ট খেলা প্রসঙ্গে [illegible] সমালোচক বলিয়াছেন যে, [illegible] "চীনাম্যান" কার্যকরী হইবে বলিয়াই মনে হয়।—"কথাটা তিনি [illegible] "চীনাম্যান" দেখে বলেছেন কিনা তা অবশ্য বোঝা গেল না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

...RARY

# প্রদর্শনী

চিত্রগ্রীব

অ্যাকাডেমী হাউস-এ গত সপ্তাহে অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌স বোর্ড পরিচালিত [illegible] একটি [illegible] প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। [illegible]

[illegible]

• • •

প্রাগ [illegible] ইতালীর [illegible] শিল্পী রথীন মিত্রের চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি। [illegible] দিয়ে ইউরোপ সফর করে [illegible] শিল্পী এবং শিল্প-রসিক মহলে [illegible] সুপরিচিত। [illegible]

[illegible] মতো। এই প্রদর্শনীর অনেকগুলিই নতুন নয়, তা হলেও [illegible] প্রশংসার দাবি করতে পারেন, কারণ এই রচনাগুলি অনেক পরিণত হাতের কাজ। [illegible] স্কেচ-এর ভাবটাই বেশী। [illegible] রচনা দুটিতে পোর্ট্রেট-এর আভাস আছে। [illegible] ইতালীতে থাকাকালে ইনি যেসব রচনা করেছেন সেইগুলিই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। [illegible] প্রশংসনীয়।

• • •

শিল্পী [illegible] ১ নম্বর চৌরঙ্গী [illegible] একটি প্রদর্শনীর [illegible]

[illegible]

ম' মার্ত্র (প্যারিস) —রথীন মিত্র

সে-কথা ঠিক কিন্তু অসঙ্গত বলা চলে না কখনও। এ উত্তাপ না থাকলে এঁর রচনা এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো না কিছুতেই। বর্ণের বিন্যাস অত্যন্ত চমৎকারভাবে শিল্পী করেছেন প্রত্যেকটি রচনাতেই। অসাধারণ সাহস এবং রঙ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকলে এমন বর্ণবিন্যাস সম্ভব হত না। তুলির ওপরেও এঁর দখল অসাধারণ। প্রতিটি টানটোন অত্যন্ত পরিণত। নির্দিষ্ট কোনও ধারায় ইনি চলেন নি, কখনও বা প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য চয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন, কখনও বা কিছুটা রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন, কখনও বা অবাস্তবতার দিকে ঝুঁকেছেন, আবার কখনও বা অন্তরের অজানা অনুভূতিমূলক রচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কল্পনা ছাড়া বাস্তব এবং বাস্তব ছাড়া কল্পনা যে রসরচনার কাজে লাগে না তা শিল্পী বেশ বোঝেন, তাই নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার কোনও অস্তিত্ব নেই এঁর রচনায়। বাস্তব জ্ঞানকে আশ্রয় করেই অতিরঞ্জন অনুরঞ্জনের সাহায্যে আপন বাস্তবতাবোধকে প্রকাশ করেছেন শিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে।

এঁর রচনায় টেকনিক লক্ষণীয়, কিন্তু রচনাগুলি বোনার্ডের ছবির মত টেকনিক সর্বস্ব শুকনো খটখটে নয়, রসে সিক্ত। ঘোড়ার রূপ আঁকায় ইনি অত্যন্ত পটু। প্রত্যক্ষভাবে বা রেসকোর্সে গিয়ে ঘোড়া থাকেন নি, ঘোড়ার আকৃতির সাহায্যে কয়েকটি অতি চমৎকার ভাবপ্রধান পেইন্টিং-এর সৃষ্টি করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত 'দি স্টালিয়ান্স' এবং 'দি মুন লাইট'। 'ফেমা, ট্রী অ্যান্ড মাউন্টেন' 'দি ব্যাটলগ্রাউন্ড' প্রভৃতি রচনায় প্যাস্টেলটাই বেশী হলেও চাক্ষুষ পরিচ্ছন্নতাকে বাদ করেই শিল্পী স্বকীয় দুর্বার ফ্যান্টাসির টানটোন এবং অতিরঞ্জিত বর্ণের এ রচনাগুলিও ভাবপ্রধান করে তুলেছেন। এমন করে ভাব ফোটাতে পারার ক্ষমতা খুব কম শিল্পীর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। 'মডার্ন একট' 'আওয়ার এজ' প্রভৃতি রচনায় অনুভূতিমূলক চরিত্রায়ণে নিপীড়িত বর্তমান জনসমাজের দুঃখ দুর্দশার কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন শিল্পী। এঁর [illegible] রচনায় [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

[illegible] LIBRARY ... Ghosh Bahar

[illegible]

বন্য জন্তু জানোয়ারের মধ্যে গোরিলাকে পোষ মানানো সবচেয়ে কঠিন বলেই হয়তো কেউ তেমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] একটি গোরিলা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীমতী [illegible] [illegible] [illegible]

আফ্রিকার [illegible] [illegible] ছেলের নামক এক শিকারী [illegible] আফ্রিকায় শিকার করেন এবং তাকে ধরতে [illegible] হয়। শ্রীমতী বেঞ্চাম [illegible] ও [illegible] শিশুকে ঘুমোতে রেখেছেন। তার [illegible] মতো ওঠা। ভোর ছটায় ঘুম ভাঙিয়ে ওকে দু প্যাক দুধ খেতে দেওয়া হয়। সকাল আটটায় শক্ত জাতীয় জিনিস চিনির সঙ্গে, বেলা এগারোটায় ফলের রস এবং তারপর বাড়ির সবাদের সঙ্গে টেবিলে বসে মধ্যাহ্নভোজ। সন্ধ্যায় তরকারি দিয়ে ভাত খেতে ভালবাসে খুব। রোজ ওকে স্নান করানো হয় এবং তার আগে সর্বাঙ্গে মালিশ করে দেওয়া হয় যেটা ওর খুব ভাল লাগে। ঘুম পেলে কিন্তু শ্রীমতী বেঞ্চামকে হাত ধরে টানতে টানতে বিছানার ধারে নিয়ে যায়।

মেজাজের দিক থেকে গোরিলা তার নিকটতম জ্ঞাতি শিম্পাঞ্জির ঠিক বিপরীত। শিম্পাঞ্জি হয় অতিরিক্ত রকমের কৌতূহলী, অনুকরণপ্রিয় এবং উত্তেজনাপ্রবণ। কিন্তু গোরিলারা হয় শান্তস্বভাবী, গম্ভীর এবং [illegible]। কিন্তু [illegible] গোরিলা প্রকৃতির [illegible] এই [illegible] দেখা দিয়ে [illegible] [illegible] এক [illegible] এবং [illegible] [illegible] বলেন যে তারা পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হলেও না কেন [illegible] সবসময়ে তিনি ঠিকমতো বুঝতে পারেন না।

কিন্তু কয়েকটি মজার কথা বুঝতে পারে। কয়েকটি মাত্র জিনিস, যেমন তার টিফিন আনতে বললে আনে, অথবা [illegible] হয়। নিজে দাঁত মাজতে জানে, [illegible] দিয়ে চুল আঁচড়ায়, তার অপরিচ্ছন্ন হলে [illegible] বাইরে দেবার জন্যে। পরিচ্ছন্ন থাকা পছন্দ করে এবং টেবিলের ভদ্রতা [illegible] করে নিয়েছে বেশ। কোন রকম [illegible] ছোট ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা এবং [illegible] করা ছাড়া। টেলিভিশন পর্দার সামনে বসে থাকে এবং বিশেষ করে [illegible] শুনতে ভালবাসে।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর [illegible] [illegible] প্রাপ্ত মাটির তৈরী দেবীর নিদর্শনে অঙ্কিত [illegible] [illegible] এক বানরের চিত্র

আর জলবায়ুতে সুরা জাতীয় পানীয়, বিশেষ করে বাঁচার থেকে। কিন্তু অত্যন্ত-আবেগ-প্রবণ এবং শিম্পাঞ্জীদের চেয়ে আত্ম-পরিপূর্ণ। পুরুষদের চেয়ে পছন্দ করে মেয়েদের বেশী। তাহলেও এ সন্দেহ যায়নি যে কিতু বড় হলে বদলে যাবে না, কারণ উল্লুক জাতীয় জন্তুরা বড় হওয়ার সঙ্গে বদলে যেতে থাকে। ইতিমধ্যেই কিতুর মধ্যে গোরিলাসুলভ প্রকৃতি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। ওর গায়ের শক্তিও দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করছে।

শক্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মেজর টাম্সটারের মতে সর্বাধিক শক্তিশালী মানুষের চেয়ে গোরিলার শক্তি দশের গুণ বেশী। বাস্তবের দিক থেকে গোরিলা সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার প্রসার দেখা যায়। বহু শিকারী এই মত প্রকাশ করেন যে গোরিলারা হয় দাম্ভিক এবং এমন অনমনীয় প্রকৃতির যে ওদের তীর বল্লম দ্বারা আহত করা হয়।

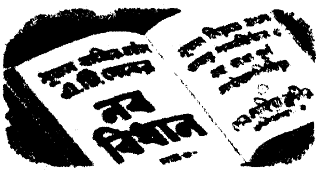


কিন্তু রেনি সেভিয়ার নামক এক ফরাসী বিশেষজ্ঞ বলেন, মোটেই তা নয়। তিনি বলেন গোরিলারা খুবই বুদ্ধিমান এবং এ জ্ঞানটা তাদের আছে যে দৈহিক শক্তি প্রবল থাকলেও রাইফেলের বুলেটের কাছে তা কিছু নয়। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে পরিবারের প্রধান পুরুষ গোরিলা পাল্টা আক্রমণের ভাঁওতা দেখিয়ে এবং তর্জন-গর্জন করে মহড়া দেখে অন্যান্যদের পালাবার সুযোগ করে দেয়। নিজে পালাবার সুযোগ না পেলে তেড়ে আক্রমণ করে এবং নিহত হয়।

মানুষ ছাড়া পূর্ণবয়স্ক গোরিলার একমাত্র শত্রু বলতে চিতাবাঘ যারা সুযোগ পেলেই শিশু গোরিলাদের ধরে নিয়ে যায় খাদ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে রাখার জন্য। তবে লড়াইয়ে বাপ মা কারুর পাল্লায় পড়লে চিতাবাঘের আর রক্ষা পাবার উপায় থাকে না। শিকারীরা বহু স্থানে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ টুকরো টুকরো অবস্থায় পেয়েছে, মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এমনি অবস্থা—যেটা নিঃসন্দেহে কোন ক্রুদ্ধ পুরুষ গোরিলার কাজ বলে মনে করা হয়।

গোরিলা দুই শ্রেণীর হয়। নিম্নভূমির আর পার্বত্য অঞ্চলের। পৃথিবীর নানা দেশের পশুশালায় যেসব গোরিলা দেখা যায় তাদের অধিকাংশই নিম্নভূমি অঞ্চলের। এদের বাসস্থান আটলান্টিক তটভূমি ও কঙ্গোর মাঝে এবং ক্যামেরুন্স এলাকায়। পার্বত্য শ্রেণীর গোরিলাকে বিখ্যাত জার্মান অভিযানকারী বেরিঙ্গারের নামানুসারে বেরিঙ্গারি গোরিলা বলে আখ্যাত করা হয়। এদের ঘাঁটি হচ্ছে নিরাপদে আগ্নেয়গিরির চূড়াতে অথবা বেলজিয়ান কঙ্গোর রুয়েনজোরির পর্বতে।

পার্বত্য গোরিলারা নিম্নভূমির গোরিলাদের চেয়ে আকারে বড় হয়, এবং ঠাণ্ডা প্রতিরোধের উপযোগী তাদের গায়ের চামড়া হয় অধিকতর পুরু। পার্বত্য গোরিলা আকারে কত বিরাট হয় সেটা সঠিক কেউ বলতে না পারলেও নিম্নভূমির একটা বড় গোরিলার আকার থেকে তা অনুমান করে নেওয়া যায়। নিম্নভূমির একটি বড় গোরিলা ছিল নাম 'জিয়েন্টে' পশুশালার এবং সেটা ১৯৬১ সালে মারা যায়। এই গোরিলাটির ওজন ছিল [illegible] পাউন্ড; লম্বায় ৫টা ফিট দেড় ইঞ্চি এবং বুকের ছাতি ছিল [illegible] ইঞ্চি।

●

স্টকহলমে একটি [illegible] থেকে ইলেকট্রনিক চক্ষু এবং [illegible] [illegible] অথচ তা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] হয়েছে।

●

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে একটা [illegible] নিয়ে দেখা গেছে যে, দশ হাজারেরও বেশি মানুষের চোখ কাঁচের তৈরী। অথচ [illegible] এটা সাধারণভাবে অনেক সময় কৃত্রিম বলে ধরা যায় না। চক্ষুবিশেষজ্ঞেরা বলেন মানুষের জন্য কৃত্রিম চোখ [illegible] বহু প্রাচীন [illegible] তৈরী হত [illegible] চোখ এঁকে। পরে তৈরী হয় সোনা ও রূপোর, পোর্সিলেন ও হাতির দাঁতের, কাঁচের এবং অ্যালুমিনিয়াম, [illegible] থেকে, এখন তৈরী হচ্ছে প্লাস্টিকের।

কৃত্রিম চোখ তৈরীর প্রাচীন পদ্ধতি বহুকাল লুপ্ত হয়ে থাকার পর মধ্যযুগে আবার তার পুনরুদ্ধার হয়। ফরাসী শল্য-চিকিৎসক অ্যামব্রোস প্যারে (১৫১০-১৫৯০ সন) প্রথম আধুনিক পদ্ধতির পোর্সিলেন ও কাঁচের চোখ ব্যবহার প্রবর্তন করেন। চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত কাঁচের চোখ একমাত্র জার্মানীতেই প্রস্তুত হতো এবং ১৯৩০ সনে ওখান থেকে রপ্তানি বন্ধ হবার পর বৃটেন ও আমেরিকা প্লাস্টিকের নকল চোখ নিখুঁতভাবে তৈরী আরম্ভ করে।

WINTER REDUCTION SALE

পৌষ তত্ত্ব ও শীতের বাজার

● কাশ্মীর হইতে নূতন ডিজাইনের কাশ্মিরী শাল ও সৌখিন মাল আমদানী হইল।

○ সৌখিন ওভারকোট, ক্লোক ও স্কার্টের নূতন ডিজাইন SALE-এ বিশেষ কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

● নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত জামনগর, ক্যানেল ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মিলের ফেব্রিক্‌স-এ প্রস্তুত কোট, ট্রাউজার্স, সার্ট, পাঞ্জাবী ও স্যুট (উৎকৃষ্ট সিল্ক লাইনিংসহ) বাজার অপেক্ষা বিশেষ কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

বিঃ দ্রঃ—লাটে নানাবিধ গরম মাল কমমূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

হরলালকা: ● ধর্মতলা স্ট্রীট। ● কলেজ স্ট্রীট। ● ভবানীপুর।

# পুস্তক পরিচয়

## কিশোর সাহিত্য

**ভানুমতীর বাগ—প্রেমেন্দ্র মিত্র।** গ্রন্থপ্রকাশনী, ৬২, [illegible] স্ট্রীট, কলকাতা-৯। [illegible] টাকা।

ভানুমতীর বাগ কিশোরদের জন্য লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন বই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই শ্রেণীর রচনার একটি বিশেষ গুণ এই যে তা কেবল কিশোরদেরই আকর্ষণ করে না, [illegible]

[illegible]

**[illegible]—[illegible]** [illegible]

[illegible] বক্তব্য এবং প্রচেষ্টা

[illegible]

৭৭৫।৫৯

**[illegible]—[illegible]** [illegible]

[illegible] করে আনন্দ পেতে ও শিক্ষা পেতে [illegible] অনুভূত হয়। একটি বিষয় অবশ্য [illegible] নাটিকার মাঝে মাঝে [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] আপত্তিকর হবে [illegible] নাটিকা-[illegible] অভিনয়ে উৎসব [illegible] আশা করা যায়। প্রচ্ছদপটটির পরিকল্পনা সুন্দর।

৫০১।৫৯

**[illegible] জানুক—আলাউদ্দিন [illegible]।** [illegible] সাহিত্য ও [illegible], ১০৭ [illegible] রোড, ঢাকা থেকে [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত। দুটাকা চার আনা।

ছেলেদের জন্য লেখা চার অঙ্কের একটি নাটক। আরব্য উপন্যাসের বিখ্যাত কাহিনী 'আলাউদ্দিন ও তার আশ্চর্য প্রদীপ'কে কেন্দ্র করে বর্তমান নাটিকাটির পটভূমি গড়ে উঠেছে। নাট্যকারের কৃতিত্ব এখানে এই যে, তিনি সেই বহু পরিচিত কাহিনীর অন্ধ অনুসরণ না করে এর একটি আধুনিক রূপায়ণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কয়েকটি নতুন চরিত্রের আবির্ভাবে এবং ঘটনা সংস্থাপনে [illegible] ছেলেদের [illegible] করবে এবং মনে হয়, [illegible] এ গ্রন্থ থেকে কিছুটা [illegible] পেতে পারবেন। [illegible] ভালই। ৫৭৬।৫৯

## কবিতা

**[illegible]—[illegible]।** [illegible] ১০ [illegible] দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দু টাকা।

[illegible] কবিতার [illegible] এবং [illegible] ছাড়া [illegible] কবিতা [illegible] এই [illegible] নামকরণ করা হয়েছে। [illegible] কবি [illegible] ও [illegible] কবির [illegible] বর্তমান। [illegible] ছাড়া [illegible] আনন্দের সন্ধান। সেই [illegible] অন্তর [illegible] কবি


আপনার পাঠাগারের
[illegible] সম্পূর্ণ করতে অপরিহার্য
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অশনি সংকেত
উপন্যাস দাম ৪.৫০ নঃ পঃ
নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব
১২টি গল্পের সংকলন, ৩.৫০ নঃ পঃ
শীঘ্রই প্রকাশিত হবে
অনুসন্ধান
প্রচ্ছদ অলংকরণ [illegible]
বিভূতি প্রকাশন
২২৫ [illegible] স্ট্রীট মার্কেট, কলি: ১২

(সি-১৮৩০)

বটকৃষ্ণ দে'র কয়েকটি কবিতার মধ্যে পরিস্ফুট—

......'এ আমার দুর্লভ গৌরব,
আমাকে দাওনি কিছু, দুঃখ না,
প্রেম না করুণার
এক কণাও না। শুধু ঐশ্বর্য দিয়েছ
বেদনার। কিছুই যে দিলে না তুমি।

মাঝে মাঝে কবি নিজেকে নির্ভীক নায়ক মনে করলেও তার মধ্যে অনুরাগ বড় হয়ে উঠতে পারেনি; বৈষ্ণব কবিদের মতো বিরহেই তাঁর আশ্রয়—

বেদনায় পাশে থাকে। অন্ধকার
অজানা ফুলের
গন্ধের মতন, ঘ্রাণে।' (মনোগন্ধা)।

বর্তমান যুগজীবনের যৌবন যন্ত্রণা কবির মধ্যে একেবারে অনুপস্থিত না থাকলেও, তথাপি তথাকথিত হাহাকার বা না পাওয়ার পান্ডুর বেদনায় জর্জরিত বা সংকুচিত নয় তাঁর কাব্যের মন; একটা সুস্থ চিন্তন তাঁর নায়িকাকে ঘিরে: যদিও সে সুলগ্নায় হয়,—তুমি আসবে না তা জেনেই হেমন্ত আমার [illegible] বসন্তের প্রতিশ্রুতি [illegible] নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এবং তুমি এসে সম্পূর্ণের শেষ অংক [illegible]।

বটকৃষ্ণবাবুর কবিতার মেজাজ মিষ্টি এবং তাঁরও একটা সুর লক্ষ্য করা যায়। কবিতা পড়তে পড়তে চমক লাগে এবং কয়েকটি পংক্তি থাকলেও কবিতার ও শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে আবেগাতিশয্যে কবি বেশ কয়েকটি স্থানে অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন। ফলে ছন্দ বা শব্দের ব্যবহারে প্রমাদ কবিতা পাঠকের কিছু প্রশ্ন থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। 'কয়েকটি শব্দের বহু ব্যবহার কবির শব্দভাণ্ডারকে উজ্জ্বল করতে না। এদিক থেকে কবিকে কিছু সংযমী হওয়া আবশ্যক। ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি যে পরীক্ষা চালিয়েছেন অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে কখনো কখনো মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত প্রয়োগ করে তাঁর ভাবপ্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে তিনি বিশেষ উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে মনে হয় না। অন্ত্যমিলের দিক থেকেও কবি কয়েকটি ক্ষেত্রে বেশ সমর্থ এবং 'অন্ধকারে, ম্যাজিসিয়ান' ইত্যাদিতে জীবনানন্দের স্পষ্ট প্রভাব পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে। তবু কবিকে অভিনন্দন জানাতে হয় 'শান্তিনিকেতনের ছবি, কলকাতার কথা, [illegible]' [illegible] ইত্যাদি কবিতাগুলির আন্তরিক উত্তাপের জন্য।

**জীবনের রঙ**—[illegible]। গ্রন্থ জগৎ, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। এক টাকা।

ছোট বড় তেতাল্লিশটি কবিতা সংকলিত এই কাব্য সংকলনটি সম্ভবত নবাগত কবির প্রথম প্রচেষ্টা। কবি তাঁর কাব্যে জীবনের কঠিন দিকটাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনের অস্থির দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে। প্রকাশকলা কোথাও রসোত্তীর্ণ বা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠেনি; কবিতার প্রবাহ অত্যন্ত দুর্বল বলেই পাঠকের মনে হবে।

৫১১।৫৯

**একটি রাতের রূপ**—সুধীরকুমার দাস। গ্রন্থভবন, ১৬৮এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য: দুই টাকা।

কবি কাব্যক্ষেত্রে নবাগত। কবিতাগুলিতে ছন্দের নৈপুণ্য আছে, গদ্য কবিতাও রয়েছে, কিন্তু কোথাও তেমন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হল না। কাব্যরচনায় উৎসাহ দেওয়া চলে, কিন্তু কয়েকটিমাত্র কবিতা রচনার পরই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দুঃসাহসকে সমর্থন করা যায় না। এই কবির ক্ষেত্রেও ঐ কথা প্রযোজ্য বলে দুঃখ বোধ করছি। ২১২।৫৯

## উপন্যাস

**তৃষ্ণা**—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যতীর্থ, ৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.৭৫ নয়া পয়সা।

'তৃষ্ণা' উপন্যাসটির লেখক দেখিয়েছেন যে, [illegible] এই [illegible] জীবন [illegible] সিনেমার ক্ষেত্রেই সফল হতে পারে।

২৫৪।৫৯

**পাথরবাটী**—শ্রীমন্ত সওদাগর। [illegible] প্রকাশনী, ১০, [illegible] স্ট্রীট, কলকাতা-৫। দু টাকা।

কাম্পবাসী উদ্বাস্তু জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনীকে কেন্দ্র করে লেখা একটি অপরিণত হাতের উপন্যাস। মনে হয় শ্রীমন্ত সওদাগর সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত এবং এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। লেখকের এই রচনায় আরো সতর্ক এবং যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল—মাত্র একশ' পাতার মধ্যেই তিনি অনেক জায়গায় কাহিনীর সূত্র হারিয়ে ফেলেছেন এবং মূল কাহিনীর সম্পর্কবিহীন বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যেগুলি কেবলমাত্র উপন্যাসের কলেবর স্ফীত করতেই সাহায্য করেছে। কাহিনীর উপস্থাপনা থেকে শুরু করে সমাপ্তি পর্যন্ত লেখক শুধুমাত্র একটি বাস্তব ক্যাম্প জীবনের চিত্র তুলে ধরা ছাড়া অন্য কোথাও পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারেননি। গ্রন্থসজ্জা শোভন। ৫৩০।৫৯

## ছোটগল্প

**প্রফেসর হেঁশিরামের ডায়েরী**—[illegible]কৃষ্ণ বসু। প্রকাশক—[illegible] সেন, [illegible] সাহিত্য সংসদ, ১৩, [illegible] লেন রোড, কলিকাতা-১৫। দু টাকা।

'প্রফেসর হেঁশিরামের পরিচয় দিয়ে মোট [illegible] কাহিনী [illegible] স্থান লাভ করেছে। [illegible] এই [illegible] ঢঙে [illegible] আকর্ষণীয়। ২৬৭।৫৯

**পাড়ি**—সুশীল সিংহ। [illegible] ৭৬।১, [illegible] রোড, কলকাতা-২৬। দু'টাকা [illegible]।

'পাড়ি' সম্ভবত লেখকের প্রথম গল্প-সংগ্রহ। মোট আটটি ছোট গল্প বইটিতে স্থান লাভ করেছে। আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের বিভিন্ন মানসিক অনুভূতিগুলিকে কয়েকটি গল্পে মূর্ত করে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা রয়েছে, কিন্তু লেখকের দৃষ্টি তেমন স্বচ্ছ বা ব্যাপক না থাকায় গল্পগুলিতে সেভাবেই শব্দের কারুকার্য বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'অবশিষ্ট' ও 'মাটি' গল্প দুটি অন্য সাহিত্যগুণ—মাটিতে নাবিক জীবনে মাটির প্রতিক্রিয়া এই গল্প অপেক্ষাকৃতভাবে ফুটে উঠেছে। বইটিতে বেশ কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুল বর্তমান, কয়েকটি গল্পে ইংরাজী শব্দের অনর্থক ব্যবহার (যে ক্ষেত্রে ঐ কথাগুলি সহজেই অন্যভাবে বলা চলে) না করলেই লেখক ভাল করতেন। লেখক নবীন, তাঁর কাছে আমাদের আশা রইলো।

৪০২।৫৯,

## বিদেশী সাহিত্য

**Poetry (January 1959, Volume 93: Number 4) Editor: Henry Rago, 1018 North State Street, Chicago 10, Illinois. Fifty cents.**

[illegible]

[illegible] ৩৩৩।৫৯

**Fortitude—Hugh Walpole. Jaico Publishing House, 125, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1. Price (In India only) Rs 3.75 net.**

[illegible]

Areopagitica [illegible]

**I cannot praise a fugitive and cloistered virtue unexercised and unbreathed, that never sallies out and sees her adversary, but slinks out of the race when that immortal garland is to be run for, not without dust and heat"**

[illegible]

'Blessed be these things for of these things cometh the making of a Man'—Scaw House

[illegible] Jaico [illegible]

২২১।৫৯

## বিবিধ

**বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকা** (১৩৬৫-৬৬) [illegible]

[illegible]

[illegible]

**শিল্প-দর্শনের ভূমিকা**—[illegible]

[illegible]

৬১২।৫৯

## প্রাপ্তি স্বীকার

[illegible]

Gospel from Sri Sri Sadguru Sangha—Brahmachari Garganando

[illegible]

Professional Emigres—Miklos Szabo.

[illegible]

রেখা ও লেখা

[illegible]

(সি ১৯২৫)

GOVERNMENT LIBRARY

## সাহিত্যমেলায় সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র

**চন্দ্রশেখর**

বাঙ্গালোরে ৬৫তম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে এ-বছর

জয়শ্রী শিল্পচর্চার "অজানা কাহিনী"-র একটি মুখ্য চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তী

সাহিত্যের রাজদরবার সঙ্গীতের মূর্ছনায় অনুরণিত হয়ে উঠেছে। সম্মেলনের সঙ্গীত ও ললিতকলা শাখার এবার পৌরোহিত্য করেন জনপ্রিয় সুরকার ও গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অধিবেশনে বাঙ্গালী প্রবাসী সুধীবৃন্দ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সামনে ভাষণ দেওয়া ছাড়াও মধুর কণ্ঠসঙ্গীতে তাঁদের আপ্যায়িত করেন হেমন্তকুমার। একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র অংশবিশেষ সুরারোপে পরিবেশন করে তিনি উপস্থিত বিদগ্ধ জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন ও গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের শাস্ত্রসঙ্গীত শ্রোতাদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীশ্রীসারদামণির জীবনের কতগুলি ঘটনার ভিত্তিতে ডাঃ রবীন্দ্রবিমল চৌধুরী রচিত একটি সংস্কৃত নাটিকা প্রবাসী বাঙালীদের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

সঙ্গীত ও ললিতকলা শাখার উদ্বোধন করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রপ্রযোজক ও পরিচালক বিমল রায়। তিনি তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে বলেন, বহু সৎসাহিত্যের চিত্ররূপ হয়েছে। এবং সে চলচ্চিত্র সমাদরও লাভ করেছে। এবং আশা রাখি, কালক্রমে আরও বহু সৎসাহিত্যের নবমাধ্যমের যোগ্য ব্যাখ্যা আপনারা দেখতে পাবেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে, উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মাত্র চিত্ররূপ হওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যের বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গী যখন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখনি চিত্ররূপ আপন মহিমায় ও বিশেষত্বে এই বক্তব্য প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু যেখানে যে সাহিত্য শব্দাড়ম্বরে অর্থাৎ চিত্ররূপের সম্ভাবনার দিকে কিছুটা দৃষ্টি রেখে নিজের প্রকাশভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার পক্ষে চিত্ররূপায়ণের প্রেরণা জোগানো সম্ভব নয়। দুঃখের কথা এই যে, সমকালীন সাহিত্যে কিছু কিছু রচনায় দিক লক্ষ্য করেছি। প্রায়ই দেখা যায় যে, সাহিত্যের কাহিনীর সঙ্গে চিত্ররূপের একটা বড় ব্যবধানকেই লেখকের মতো স্বীকার করেছে। তবে সাথী [illegible] হয়েছে —প্রভৃতি চিত্ররূপের [illegible]।"

সঙ্গীত ও ললিতকলা শাখার সভাপতির অভিভাষণে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাঙলার লোক সঙ্গীতের ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যের কথা দিয়ে পরিবেশন করেন, "বাংলাদেশের মাটি, মেঘের জলে, নদী তার জল, মাটি আর নদীর কলতান, সবুজের উচ্ছ্বাসে চৈতীর মর্মর, ফুলে ফলে মৌমাছি আর ভ্রমরের গুঞ্জরণে লোক-

রাজা সাজা

রূপবাণী ০ অরুণা ০ ভারতী

এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে চলিতেছে

এ ডি ফিল্মসের "ইন্দ্রধনু" চিত্রে [illegible] ও পরিচালকের ভূমিকায় অসিতবরণ

# চিত্রালোচনা

[illegible]

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন [illegible] প্রকাশিত হয়েছে [illegible] সাহিত্যের এই মহামিলন [illegible] প্রতিনিধিদের [illegible] এই [illegible] সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবীদের। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এই কারণে [illegible] কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন। সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই ঘনিষ্ঠতাপূর্ণ সংযোগের মূলে যাঁর ঐকান্তিকতা ও প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য, তিনি বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ অসিত চৌধুরী। তাঁর [illegible] কলকাতার এগারোজন চিত্রসাংবাদিক প্রতিনিধি এবারের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। নিখিল ভারতে গোষ্ঠীগতভাবে চিত্রসাংবাদিকদের এই সফর আনন্দ ও নতুন অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ সপ্তাহে [illegible] নতুন ছবির মুক্তি— [illegible]

[illegible] নায়ক উত্তমকুমার [illegible]

[illegible]

• • •

নতুন বছরের গোড়ার দিকে যে সব ছবি মুক্তির প্রতীক্ষা করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "কুহক", "[illegible]", "উত্তর মেঘ", "[illegible]", "[illegible]" প্রভৃতির নাম। এদের মধ্যে "কুহক"-এর মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে আগামী ২০শে জানুয়ারী। এ সি প্রোডাকশন্সের এই নতুন ছবিটি তোলা হয়েছে অগ্রদূত পরিচালক গোষ্ঠীর পরিচালনাধীনে। অগ্রদূতের নিজস্ব ছবি "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"-এর সম্পাদনা [illegible] "কুহক"-এর [illegible]। দুটি ছবিরই নায়ক উত্তমকুমার।

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "দেবী"র [illegible] তপন সিংহের পরিচালনায় ইস্টার্ন ফিল্ম [illegible] "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। এই দুটি ছবিই ১৯৬০ সালের বিশেষ আকর্ষণ।

পরিচালক [illegible] মজুমদার শ্রী এন সি


এলিট
প্রত্যহ : ৩, ৬ ও ৯টায়

এ্যান ফ্র্যাঙ্ক বলেন :—
"সব কিছুরই উপরে আমি আজও বিশ্বাস করি, মানুষের অন্তর অন্তরে মহৎ"!

[illegible]

GEORGE STEVENS' [illegible] MILLIE PERKINS
THE DIARY OF
ANNE FRANK
CinemaScope

রঙমহল

[illegible]

এক পেয়ালা কফি

[illegible]

*

এক মুঠো আকাশ

# আজ সাড়ম্বর শুভমুক্তি

সংসারের ধূলি-ধূসর বুকে রাজপথে যে অসহায় মানবাত্মা মানুষেরই পদাঘাতে প্রতিদিন লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অপমানিত হয়........তাদের জীবনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের আড়ালে আগুনের যে পরশমণি লুকিয়ে থাকে, তারই এক নাটকীয় প্রকাশ!

মালা সিনহা - রাজেন্দ্রকুমার - নন্দা অভিনীত

**ধুল কা ফুল**

ও মনমোহন কৃষ্ণ ● লীলা চিটনিস
ডেইজি ইরানী ● সুশীল কুমার
পরিচালনা : যশ চোপরা
সঙ্গীত—এন দত্ত ● গীত—সাহীর
কাহিনী—পঃ মুখরাম শর্মা
প্রযোজনা—বি, আর, চোপরা

প্রত্যহ ৩ — ৬ — ৯

ওরিয়েন্ট : ম্যাজেষ্টিক : প্রেস : পূর্ণশ্রী
কালিকা : ভবানী : বঙ্গবাসী : ন্যাশনাল

পিকাডিলী — পি-সন — পূর্বাশা — রিজেন্ট — চম্পা ও
(শালকিয়া) (টিটাগড়) (কসবা) (কাশীপুর) (ব্যারাকপুর) অন্যত্র

● ইস্টার্ণ সার্কিট পরিবেশিত ●


এ প্রোডাকশন্সের "হাসপাতাল"-এর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। অশোককুমারকে নিয়ে আর কয়েকটি দৃশ্যের ছবি তুললেই সেটের কাজ সারা হবে। সম্পাদনা ও সঙ্গীতানুলেখনের পর ছবিটি মুক্তিযোগ্য হয়ে উঠবে যথাসময়ে। এ বছরে এইটিই হবে সুচিত্রা সেনের প্রথম ছবি।

অন্যান্য সমাপ্তপ্রায় ও মুক্তিযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে রামধনু পিকচার্সের "তেরো নদীর পারে", আর প্রোডাকশন্সের "শহরের মেয়ে", জয়শ্রী পিকচার্সের "অজানা কাহিনী" ও আরো কয়েকটি নতুন চিত্র।

● ● ●

অনেকগুলি নতুন ছবির প্রাথমিক চিত্রগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র [illegible] পরিচালনায় [illegible] প্রথম নিবেদন "[illegible]"র চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। [illegible] কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] [illegible]

[illegible] প্রোডাকশন্স [illegible] ও [illegible] শুরু হয়েছেন। সাবিত্রী [illegible] ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রধান ভূমিকায় [illegible] সেনের পরিচালনায় এই মাসের শেষের দিকে এর চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে।

[illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] নতুন করে চিত্ররূপ দেবার [illegible] করেছেন। [illegible] পিকচার্সের প্রথম চিত্র "[illegible]"র [illegible] গ্রহণ করার পরিচালক নিরঞ্জন [illegible] সুসম্পন্ন করেছেন।

**মাতৃত্বের স্বপ্ন**

একদিকে বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের ব্যথা-বিড়ম্বনা ও অন্যদিকে এক নিঃসন্তানের তৃষিত অন্তরের আশা আকাঙ্খাকে কেন্দ্র করে রচিত নীহাররঞ্জন গুপ্তের মঞ্চসফল নাটক "মায়ামৃগ"। চিত্র রূপায়ণ পরিকল্পনায় আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভেতর দিয়ে এই নাটকটিরই চিত্ররূপ উপহার দিয়েছেন এমকেজি প্রোডাকশন্স।

সাবিত্রী ও সীতা দুই বোন—কাহিনীর দুটি মুখ্য নারীচরিত্র। সীতা স্বেচ্ছায় দরিদ্র বিভূতিকে স্বামীরূপে বরণ করে বঞ্চিত হয়েছিল ধনী পিতার আশীর্বাদ ও সম্পত্তি থেকে। বড় বোন সাবিত্রীর বিয়ে হয় ব্যারিস্টার অমিয়নাথের সঙ্গে। স্বামীর সংসারের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে সাবিত্রী

বি আর চোপরা প্রযোজিত 'ধুল কা ফুল' ছবির একটি দৃশ্যে রাজেন্দ্রকুমার ও মালা সিনহা।

[illegible] [illegible] সে বিশ্বাস [illegible] [illegible]। [illegible] সীতা ও বিশ্বজিৎ [illegible] [illegible]। [illegible] সাবিত্রী [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

সাবিত্রী ও অমিতাভের [illegible] [illegible] এসে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] সাবিত্রীর [illegible] [illegible] নিয়েছে। [illegible] [illegible] দুটি [illegible] ও নিরুপমা। নিজের [illegible] নিরুপমা সাবিত্রীর [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible]। আর সকলের [illegible] ও নিরুপমার মন [illegible] বাঁধা [illegible] দিন [illegible]। [illegible] এই মন দেওয়া-নেওয়ার সংবাদ রাখে সাবিত্রী আর মহেন্দ্র। এক অন্দুর চাকরের যুবক এই মহেন্দ্র। সে ভবঘুরে—জেল থেকে আর মনের আনন্দে পায়রা ওড়ায়। আকাশের বুকে মুক্তপক্ষ পারাবতের বিহারের মধ্যে মহেন্দ্র তার ভব-ঘুরে জীবনের সুরটি যেন খুঁজে পায়। [illegible]

সাবিত্রীর [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি চিঠি। [illegible] সীতা ও বিশ্বজিৎ সাবিত্রীর [illegible]। [illegible] সাবিত্রীর [illegible] [illegible] সীতার [illegible] [illegible] না পারে, [illegible] সাবিত্রী [illegible] [illegible] [illegible]। বিশ্বজিৎ [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সীতা ও বিশ্বজিৎ [illegible] [illegible] [illegible]।

সাবিত্রীর [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] সীতা ও বিশ্বজিতের। [illegible] সীতা ও বিশ্বজিৎ [illegible] [illegible]। সাবিত্রী [illegible] [illegible]। সীতা ও [illegible] বিশ্বজিৎ [illegible] [illegible] [illegible] না পারে। [illegible] সীতা ও বিশ্বজিৎ [illegible] [illegible] [illegible] সাবিত্রী [illegible] [illegible]। [illegible] সীতা ও বিশ্বজিৎকে [illegible] সাবিত্রীই [illegible]। বিশ্বজিৎ [illegible] কি এক [illegible] [illegible] [illegible] সীতা ও বিশ্বজিতের কাছে।

সাবিত্রীর তখন একমাত্র লক্ষ্য সীতার কাছ থেকে শত্রুকে দূরে দূরে রাখা। শত্রুকে নিয়ে কাশী রওনা হবার সংকল্প করে সাবিত্রী। হঠাৎ প্রাকালে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয় শত্রু। পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে এর কাছ থেকেও শত্রুকে দূরে সরিয়ে দিত সীতা। কিন্তু অসুস্থ শত্রুর কাছে যাতে শত্রুকে না দিয়ে থাকতে পারে না সে। শত্রুর কাছে সীতার গোপনে যাওয়াটা সাবিত্রীর কাছে ধরা পড়তেই সীতাকে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় সাবিত্রী। এদিকে [illegible] শত্রুর সঙ্গে নিরুপমার [illegible] [illegible] পথে [illegible] [illegible] সাবিত্রী নিরুপমাকে তিরস্কার করে। অপমানে ও [illegible] নিরুপমা যখন


# মিনার্ভা থিয়েটার

৬ [illegible] স্ট্রীট :: ফোনঃ ৫৫-৪৪৮৯

[illegible] থিয়েটার গ্রুপের [illegible] নাট্যার্ঘ্য

# অঙ্গার

সুরঃ রবিশঙ্কর

নাটক ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত

[illegible] তাপস সেন | [illegible] নির্মল গুহ রায়

[illegible] চিত্ত চৌধুরী | [illegible] প্রভাত রাজবা

[illegible]—নির্মল চৌধুরী

[illegible]: শোভা সেন, [illegible] সেন, [illegible] দাস, রবি ঘোষ, [illegible] মিত্র, নির্মল চৌধুরী, [illegible], [illegible], [illegible] ঘোষ, [illegible] দত্ত, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] মিত্র এবং আরও অনেকে।

[illegible]

# বিশ্বরূপা

[illegible]

# সেতু

[illegible]

[illegible]—নরেশ মিত্র [illegible] তাপস সেন

শ্রেঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

মিনার্ভার নূতন নাটক "অঙ্গার"-এর মহলার সময়ে নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্তের সঙ্গে সুরস্রষ্টা রবিশঙ্করকে আলোচনায় মগ্ন দেখা যাচ্ছে। নাটকটি লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে

বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত, তখন নিবৃত্তির ক্রুদ্ধ মন সহসা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাড়ির সকলের সামনে সদর্পে উত্তেজনায় সে সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তার জ্ঞান আর কোন দিনই ফেরে না। এই সব ব্যাপারের পর রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে মহেন্দ্রর কাছে। নিরুপম ও সীতাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে মহেন্দ্র মৃত্যুর দিকে যায় সত্যের ইঙ্গিতে। সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে নতুন [illegible] পায় তার আসল পরিচয়। সীতা ফিরে পায় তার [illegible], সাবিত্রীও হারায় না তার [illegible]। [illegible] উত্তরে [illegible] [illegible] নতুন জীবনের [illegible] [illegible] প্রথম [illegible] নিয়ে নিরুপমা [illegible] করে [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] ও তার জীবনের [illegible] তার [illegible] [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওঠে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভূমিকায় [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible]। এই জন্য পরিচালক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ অর্জন করেছেন। [illegible] [illegible] পরিচালক [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলতে না পারলেও ছবিটির [illegible] [illegible] দর্শকদের [illegible] চরিত্রের পাত্রের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে। তাই নীহাররঞ্জন গুপ্তের এই নাটক রজতপটেও সার্থক রূপ নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। ছবির বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে [illegible] উপস্থিত করেছেন পরিচালক। মহেন্দ্র ও রথীন্দ্রর চরিত্র দুটির উপস্থাপনে পরিচালক যে [illegible] পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। [illegible] বিন্যাসের দিক দিয়ে নিবৃত্তির মৃত্যুর দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর প্রকাশ [illegible] "মেলোড্রামা"র দিকে পরিচালকের [illegible] মনোযোগের মধ্যে অনেক সময় পরিমিত জ্ঞান ও সংযমের অভাব লক্ষিত হয়েছে। চিত্রনাট্যটি সাবলীলভাবে আরও সুগ্রথিত হলে ছবিটি বিশিষ্ট শিল্পকীর্তির মর্যাদা অর্জন করতে পারত।

মুখ্য শিল্পীদের সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয় ছবিটির অন্যতম সম্পদ। সীতার চরিত্রে অনেকদিন পরে সন্ধ্যারাণীর অভিনয় দর্শকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। চরিত্রটির মর্মবেদনা তাঁর অভিনয়ে সুন্দর পরিস্ফুট। সাবিত্রীর চরিত্রে সুনন্দা দেবী একদিকে যেমন দায়িত্ব আরোপ করেছেন, তেমনি এক নিঃসন্তানা নারীর ব্যথা-বেদনাটিও তিনি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। সীতার স্বামীর চরিত্রে বিকাশ রায়ের অভিনয় তাঁর শিল্পীজীবনের অন্যতম স্মরণীয় কৃতিত্ব হয়ে থাকবে। সাবিত্রীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিবৃত্তির মন যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তখন তাঁর অভিনয় তুলনাহীন হয়।

মহেন্দ্রর চরিত্রে অনুকরণীয় অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন উত্তমকুমার। চরিত্রটির উপর মৃত্যুর মত তিনি যেমন তাঁর অনবদ্য অভিনয় প্রকাশ করেছেন, তেমনি সীতা, নিবৃত্তি ও নিরুপমার সম্পর্কে তিনি চরিত্রটির অন্তর-বেদনা অপূর্ব অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিরুপমার চরিত্রে সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় সাবলীল। রথীন্দ্রর ভূমিকায় তরুণকুমার কৌতুকরসে দর্শকের মনকে তাঁর অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট করে রাখেন। সাবিত্রীর স্বামী প্রতিমনাথের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় [illegible] ও [illegible]। দুটি অপ্রধান চরিত্রে জহর রায় ও তুলসী চক্রবর্তী যথারীতি দর্শকদের মন ভরিয়ে তোলেন।

সঙ্গীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ছবির আবহ সঙ্গীত সর্বাঙ্গীণভাবে [illegible] ও কাহিনীর মর্মানুগ। [illegible] সময় তাঁর সুরসৃষ্টি মনে [illegible]। গানের সুর ঈষৎ হাল্কা হলেও [illegible]। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠদানে ছবিটি সমৃদ্ধ।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক বেশ পরিচ্ছন্ন। চিত্রগ্রহণে সুহৃদ ঘোষ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শব্দগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনা সৌষ্ঠবে উন্নতির অবকাশ আছে।

## হিন্দী ছবি "বরখা"

নতুন ইংরেজী বছরে এ-ভি-এম'এর নতুন উপহার হল "বরখা"।

"বরখা"র বাংলা প্রতিশব্দ বর্ষা; কিন্তু বর্ষার সঙ্গে বসন্তের আবির্ভাবও অভাব নেই ছবিটিতে। কান্না ও হাসির পালাবদলের

কবিরাজ এন. এন. সেন এ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ।
'কেশরঞ্জন কার্যালয়'
কলিকাতা

[illegible]

[illegible] উপকরণকে সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করে ছবিটিকে তাঁরা জনমনোরঞ্জনের দিক দিয়ে সফল করে তুলেছেন। ছবির বস্তাবাস ও প্রচারের উপাদান-গুলিও খুবই চিত্তাকর্ষক। কাহিনীর অনেক গোঁজামিল ও অবান্তর অংশ সত্ত্বেও ছবিটি

[illegible]

নাট্যকের চিত্রবিজ্ঞানসম্মত কার্য প্রশংসনীয়।

[illegible]

## চিঠিপত্র—

### 'অদ্ভুত বিবাহ' সম্বন্ধে

[illegible]

[illegible] morbid [illegible]

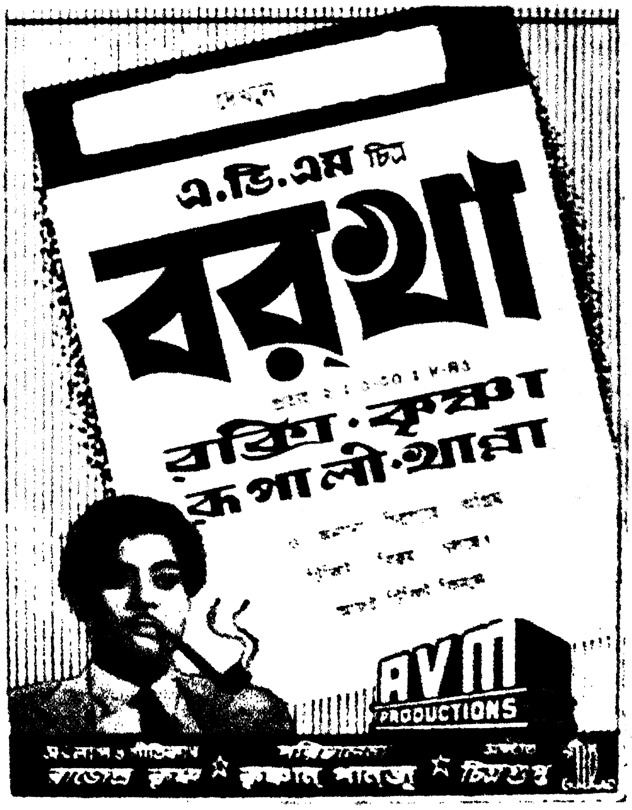

ভিক্টর হ্যুগোর "দি হাঞ্চব্যাক অফ নোতর দাম"-এর নতুন চিত্র সংস্করণে এসমেরাল্ডার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জিনা লোলোব্রিজিডা ও কাসীমদো সেজেছেন এন্থনি কুইন। ছবিখানি এদেশে শীঘ্রই মুক্তি পাবে

নায়ক ছবিটিতে সন্ধ্যার উপস্থিতি যেমন অস্বস্তিকের বলে মনে হয়। (অবশ্য সন্ধ্যার ভূমিকায় [illegible] সংবেদনশীল অভিনয় ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ।) তাছাড়া সন্ধ্যার প্রতি তার স্বামীর আচরণও যেন বড় বেশী রূঢ় বলে মনে হয়। তাঁদের আচরণে রূঢ়তা আর একটু কম দেখালেই যেন বেশী বিশ্বাসযোগ্য হত। নীরেন-সন্ধ্যার প্রেম অধ্যায়টি [illegible] হয়ে উঠতে পারে নি। দুটি মানুষের প্রণয়ের সম্পর্ক [illegible] মনে হয়। নীরেনের [illegible] [illegible] না। [illegible] কোন আবেগ [illegible] পেলেন না।

এরপর ছবিটির বিষয়ে আপনাদের [illegible] প্রকাশিত চিঠি দুটির সম্বন্ধে কিছু বলবো। প্রথম চিঠিতে সুখময়বাবু লিখেছেন, "[illegible] পরে এই একটি ভাল ছবি পাওয়া গেল, যেখানে পরিচালক একেবারেই অনুপস্থিত। [illegible] প্রয়োগ নৈপুণ্যের হয় সাক্ষ্য পরিচয়ই [illegible], দর্শকদের [illegible] না। [illegible] এই ধরনের [illegible] 'শুভ বিবাহ' [illegible] বলে মনে পড়ছে না। এই জন্যই রসিক-দর্শক বোধ হয় ছবিটিকে [illegible] বলেছেন।" সুখময়বাবুর মনে আছে কি না জানি না, ছবিটির অনেক জায়গায় প্রতীক ও ব্যঞ্জনা নজরে পড়ে; উদাহরণস্বরূপ [illegible] অপেক্ষা করার সময়ে জলস্রোতের দৃশ্য, ইত্যাদি। এ ছাড়া ছবিটির অনেক জায়গায় ব্যঞ্জনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এ থেকে সত্যিই কি মনে হয় পরিচালক এ ছবিতে একেবারেই অনুপস্থিত? 'জলসাঘর'-এর সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার চেয়ে কি রসিক দর্শকের কাছে 'শুভ বিবাহ' মহত্তর শিল্প-সৃষ্টি বলে মনে হবে? তাই যদি হয়, তবে শিল্প-সৃষ্টির দিক দিয়ে 'দো বিঘা জমীন্' বা 'হীরা-মোতী' কিংবা 'ভাঙা-গড়া', 'পরশ-পাথর', 'অপরাজিত', 'অযান্ত্রিক'-এর চেয়ে সার্থকতর। কারণ, শেষোক্ত ছবি তিনটির চেয়ে প্রথম তিনটি ছবি অনেক বেশী সহজ-বোধ্য। সুখময়বাবুর বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে যে, প্রয়োগ-নৈপুণ্য ছবিটির গুণ-বিচারে নয়, বরং [illegible] দৃষ্টি-বিচারে।

সুখময়বাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য হল 'আমাদের জীবনে সমস্ত ঘটনার স্রোতে যে একটি [illegible] নেই। বরং উল্টোটাই প্রত্যক্ষ সত্য। জীবনের কোন একটা মুহূর্তের দিকে যখন ফিরে তাকাই, তখন দেখতে পাই সেইখানে অনেক ঘটনার জড়াজড়ি। এই বিচারে 'শুভ বিবাহ' ছবিটি কি সার্থক [illegible]' [illegible]

দ্বিতীয় চিঠিতে 'শুভ বিবাহ' ছবিটির [illegible] দৃশ্যটির ব্যঞ্জনা [illegible]বাবু যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। বরং এই প্রতীকী দৃশ্যটি সম্বন্ধে 'দেশ'-এর সমালোচকের বক্তব্যই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ, ঐ দৃশ্যটির উপস্থাপনে সন্ধ্যার যে অন্তর্বেদনার [illegible] উঠেছে, তা তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য বলে মনে হয় না। বরং সন্ধ্যার জীবনে তার স্বামীর স্মৃতি একেবারেই অবান্তর। যাই হোক, এই দৃশ্যটির ব্যঞ্জনা-প্রসঙ্গে ছবিটির পরিচালকমশায় তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য জানিয়ে যদি আমাদের সংশয় নিরসন করেন তবে ভাল হয়। ইতি

ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, প্রবাল সেন, দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। পুরী, উড়িষ্যা।

GOVERNMENT LIBRARY

টেনিস আর টেবল টেনিস নিয়ে পর পর দু'সপ্তাহ ধরে কলকাতায় মহা হৈ চৈ হয়ে গেল। ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে বসেছিল ভারতের জাতীয় টেবল টেনিসের আসর, আর সাউথ ক্লাবে ছিল এশিয়ান টেনিসের মহা আয়োজন। দু'টি অনুষ্ঠানের উপরই যবনিকা পড়েছে। তারপর [illegible] এর মধ্যে বড় অনুষ্ঠানের কোন সম্ভাবনা নাই।

[illegible]

• • •

[illegible] পুরুষ ও মেয়েদের পৃথক পৃথক ভাবে শুরু প্রতিযোগিতা হয় [illegible] তার নাম আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতা। পরে হয় ভারতের সমস্ত রাজ্যের সেরা পুরুষ ও মেয়েদের ব্যক্তিগত বা অংশীগত প্রাধান্য প্রতিযোগিতা। এখানে

## একলব্য

[illegible] জাতীয় প্রতিযোগিতার [illegible] টেবল টেনিসের আসর [illegible]

জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন
গৌতম দেওয়ান

[illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible]

[illegible] প্রতি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত আসর জমিয়ে [illegible] বোম্বাইয়েরই [illegible] টেবল টেনিস খেলায় বোম্বাইয়ের সুদীর্ঘ প্রাধান্যের পর্যাপ্ত পরিচয়।

ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় বোম্বাই-এর [illegible] পর পর ৪ বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে ভারতের টেবল টেনিস ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেছেন, তেমন সমস্ত প্রতি-যোগিতার পুরুষ বিভাগেও বোম্বাইয়ের আধিপত্য বজায় রয়েছে ৭ বছর ধরে।

প্রথম বছর প্রতিযোগিতায় [illegible]

[illegible]

• • •

[illegible]

পঞ্চম সেটে ২২—২৪ পয়েণ্টে মাত্র পরাজিত হয়েছিলেন। সেই নাগরাজ গৌতম দেওয়ানের কাছ থেকে প্রথম দু'টি সেট লাভ করেও শেষ পর্যন্ত ৩—২ সেটে হেরে গেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় দেওয়ান কত ভাল খেলেছেন।

দেওয়ানের খেলার ভঙ্গি সত্যিই দর্শক চোখের আনন্দদায়ক। অযথা হাঁকডাক নেই। শান্ত ও সুন্দরের প্রতিমূর্তি। মনে হয় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু কোন বলই তার নাগালের বাইরে নয়। হাতে মারের রকমারী আছে অপর্যাপ্ত। সে মার নৈপুণ্যে ভরা, সঙ্গে আছে মারার বুদ্ধি। তার পর পর দু'টি মারের ধরন, প্রকৃতি এবং গতিবেগ এক রকমের নয়। একটি আস্তে মারলেন ত পরেরটি তীব্র বেগে, তার পরেরটি হল 'ফ্লিক', তারপর এল 'ড্রাল', পরেরটি হয়তো টপস্পিন। দেওয়ান এখন খেলছেন স্যান্ডউইচ ব্যাটে। গত নভেম্বর মাস থেকে তিনি এই ব্যাট গ্রহণ করেছেন। দুর্ভাগ্য বি কম পরীক্ষার জন্য এ বছর ভালভাবে অনুশীলন করতে পারেন নি। এ বছরই বি কম পাশ করেছেন. কলকাতায় দেওয়ান এবার যেরকম খেলে গেছেন, এরকম খেলতে পারলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তার সাফল্য লাভ অসম্ভব নয়।

পুরুষদের মধ্যে এস বি ভোস, এ এন রঙ্গরাজ, হ্যারী অ, জয়ন্ত ভোরা এবং জ্যোতির্ময় ব্যানার্জির খেলাও মনের উপর ছাপ রেখে গেছে।

মেয়েদের খেলায় মীনা পরান্ডে চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার এবং মহীশূরের ঊষা সুন্দররাজ রানার্স-এর পুরস্কার পেলেও মারের নৈপুণ্যে দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন দিল্লির উর্মিলা থাপা আর বোম্বাইয়ের ইন্দিরা আয়েঙ্গার। ইন্দিরা আয়েঙ্গার রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর মিঃ আয়েঙ্গারের কন্যা। খেলা শিখেছেন রণবীর ভান্ডারীর কাছ থেকে। উর্মিলা থাপাও টেবল টেনিসে রণবীরের ছাত্রী। দুজনেরই খেলায় হাফভলি মারের কায়দাকানুন রণবীরের মাধুর্যময় খেলার ছাপ রাখা। ১৯৫১ সালে কলকাতায় মেয়েদের টেবল টেনিসের জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। সে যুগ ছিল সৈয়দ সুলতানার যুগ। ৯ বছর পরে দেখা গেল মেয়েদের খেলায় সৈয়দ সুলতানার যুগ আর নেই। মারের নৈপুণ্যে এরা এখন সুকৌশলী পুরুষ খেলোয়াড়দের সমকক্ষ। পাঞ্জাবের প্রথা সোধী, মাদ্রাজের ১২ বছরের [illegible] মহিলা পি কে কে পিল্লাইও ভাল খেলেছেন। উষা আয়েঙ্গারকে পিল্লাইয়ের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। অন্য ভাল খেলেছেন নতুন মহিলা ডাক্তার—হায়দরাবাদের মীরা জনার্দন ও

জাতীয় টেবল টেনিসের মহিলা চ্যাম্পিয়ন মীনা পারান্ডে

বাংলার রূপালী মিত্র। এরা দুজনেই এম বি পাশ করেছেন। মীরা জনার্দন এখন প্রসূতি হাসপাতাল [illegible] কন্যা। [illegible] টেবল টেনিসও [illegible] [illegible] ইনস্টিটিউট [illegible] হয় নি। [illegible] ছাত্রী [illegible] খেলাও মনের উপর ছাপ রেখে গেছে।

[illegible]

মহিলা বিভাগের রানার্স ঊষা সুন্দররাজ

ক্রীড়ানৈপুণ্যে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। আরও অনেকের খেলা দর্শকদের আনন্দের খোরাক হয়েছে। কিন্তু সবার বিষয়ে লেখা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

নীচে জাতীয় টেবল টেনিসের সমস্ত বিভাগের ফাইনালের ফলাফল দেওয়া হল:—

**পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল**—গৌতম দেওয়ান (বোম্বাই) ২০—২২, ১৩—২১, ২১—১৬, ২১—১৬ ও ২১—১০ পয়েণ্টে কে নাগরাজনকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

**মেয়েদের সিংগলস ফাইনাল**—কুমারী মীনা পরান্ডে (বোম্বাই) ২১—৮, ১৬—২১ [illegible] ও ৬—৫ [illegible] পয়েণ্টে ঊষা সুন্দররাজকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

**ছেলেদের সিংগলস ফাইনাল**—[illegible] (বোম্বাই) ২১—১৭, ২১—১২ ও ২১—৮ পয়েণ্টে [illegible] (বোম্বাই) পরাজিত করে।

**বালিকাদের সিংগলস ফাইনাল**—[illegible] মজুমদার [illegible] ২১—১১, ২১—১৭ ও ২১—১৭ পয়েণ্টে [illegible] পরাজিত করেন।

**পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল**—[illegible] ২১—১১, ২১—১৭, ২০—২২, ২১—১৩ ও ২১—১১ পয়েণ্টে [illegible] পরাজিত করেন।

**মিক্সড ডাবলস ফাইনাল**—[illegible] পরাজিত করেন।

**মেয়েদের ডাবলস ফাইনাল**—মীনা পরান্ডে ও [illegible] ২১—১৭, ১৬—২১ [illegible] ২১—১৫ ও ২১—১২ পয়েণ্টে উর্মিলা থাপা (দিল্লি) ও ইন্দিরা আয়েঙ্গারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

**ছেলেদের ডাবলস ফাইনাল**—এস ভাই [illegible] ও [illegible] (বোম্বাই) ২১—১৬, ২১—১১ ও ২২—২০ পয়েণ্টে [illegible] ও এস আর এন মূর্তিকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

**প্রবীণদের ফাইনাল**—পি সি [illegible] (মহারাষ্ট্র) ১৯—২১, ২১—১১, ২১—৯ ও ২১—১৮ পয়েণ্টে এ চক্রবর্তীকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

• • •

এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার খেলাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় টেনিসের পীঠস্থান সাউথ ক্লাবে এবার যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেছে টেনিস রসিকদের মন থেকে তার স্মৃতি সহজে মুছবার নয়। সাউথ ক্লাবের

টেনিসের বহু বড় আসর বসেছে। কিন্তু বিশ্বের জ্যাক ক্রামারের পেশাদার দলের খেলোয়াড়েরাও এখানে খেলে গেছেন। কিন্তু মর্যাদা, আভিজাত্য এবং ক্রীড়া সম্ভারের দিক দিয়ে এবারকার এশিয়ান প্রতিযোগিতা এক বিশিষ্ট সম্মান অর্জন করেছে। ক্রীড়ানৈপুণ্যের দিক দিয়ে জ্যাক ক্রামার এবং তাঁর পেশাদার দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ই এদেশের খেলোয়াড় অপেক্ষা অধিক দক্ষ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পেশাদার খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে টেনিস রসিকদের মনে যে একটা স্বাভাবিক অনীহা আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। [illegible] খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য [illegible] খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য [illegible] টেনিসের উঁচুদরের [illegible] খেলোয়াড়দের খেলা [illegible] এবার অ্যামেচার [illegible] টেনিসের [illegible]

এবারকার এশিয়ান টেনিস [illegible] ভারতের [illegible] কৃষ্ণন [illegible] অস্ট্রেলিয়ার [illegible] এশিয়ান [illegible] পর্যায়ে [illegible] আর্জেন্টিনার [illegible]

[illegible] কৃষ্ণন [illegible] এশিয়ান টেনিস [illegible] আর্জেন্টিনা [illegible] রানার্স-আপ [illegible] এবং [illegible] খেলোয়াড়দের টেনিসের [illegible] তারা যে খেলা দেখিয়ে গেছেন তা অনেক প্রশংসার দাবী রাখে। তারা শুধু হাতে দেশে ফিরে যাননি। মিক্সড ডাবলসে রানার্সের

এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণন

[illegible] সম্মান নিয়ে গেছেন। [illegible] খেলোয়াড় [illegible]

[illegible] কৃষ্ণনের [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] কৃষ্ণনের [illegible] অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় [illegible] আমেরিকার [illegible] খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও [illegible] খেলোয়াড় [illegible] অস্ট্রেলিয়ার [illegible] কৃষ্ণন [illegible] খেলা দেখার জন্য [illegible] তিল ধারণের জায়গা ছিল না। অনেকে [illegible] খেলোয়াড় [illegible] কৃষ্ণনকে বিদ্রুপ [illegible] কিন্তু কৃষ্ণনের [illegible] হার স্বীকার করতে হয়। ফাইনালে যাবী মাহেক অবশ্য কৃষ্ণনকে বিদ্রুপ-[illegible]

দিয়েছেন। [illegible] যেতে [illegible] খেলোয়াড় বারী মাহেক টেনিসের একজন [illegible] শিল্পী। এর হাতে তাঁর [illegible] সার্ভিস আর নানা রকমের [illegible] হয়। কিন্তু কৃষ্ণনের [illegible] এবং মাহেকের [illegible] মাহেককে হার স্বীকার করতে হয়েছে। [illegible] অবশ্যই স্বীকার [illegible] কৃষ্ণন [illegible] সার্ভিস [illegible] কৃষ্ণনকে [illegible] কৃষ্ণনের [illegible] উইম্বলডনের [illegible] কৃষ্ণনের [illegible] ১০ [illegible]

[illegible] দ্বিতীয় [illegible] কৃষ্ণনের [illegible]

[illegible]

[illegible] সিঙ্গলস ফাইনাল— [illegible] ৬—২, ৬—৪, ৬—৩ ও ৬—৫ [illegible]

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল— [illegible] ৬—১, ৬—২ ও ৬—১ [illegible]

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল— [illegible] ৬—৩, ৬—২, ৩—৬ ও ৮—৬ [illegible]

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল— [illegible] ৭—৫, ৫ ৬—২ [illegible] (আর্জেন্টিনা) [illegible] করেন।

GOVERNMENT ... LIBRARY

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২৮শে ডিসেম্বর—আজ সন্ধ্যায় কোচিন বন্দরের অদূরে আরব সাগরে একটি অজ্ঞাত-পরিচয় সাবমেরিন দেখা গিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু তাহারা এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তৃত সংবাদ দিতে অসমর্থ হয়।

এক সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতার বাজার হইতে চীনারা প্রায় ৪ কোটি টাকার বস্ত্র ক্রয় করিয়াছে। বর্তমান ভারত-চীন বিরোধের জন্যই ওয়াকিবহাল মহল সামরিক দিক হইতে প্রয়োজনীয় ঐ উপকরণ ক্রয়কে তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ [illegible] এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহারা কেহই মনে করেন যে, আফ্রিকার দেশের আর এখনও ঔপনিবেশিক শাসন-মুক্ত হয় নাই, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারাও স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

২৯শে ডিসেম্বর—অদ্য সকালে [illegible] অদূরবর্তী দুইটি [illegible] ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষে ১৮ জন যাত্রী আহত হন। তন্মধ্যে ১১ জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় [illegible] স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

[illegible] মন্ত্রী শ্রী[illegible] কলিকাতায় [illegible] আসিয়া [illegible] সংবাদের সহিত [illegible] করিতে [illegible] কিছুটা [illegible] স্বীকার করিতে [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] নূতন কোন [illegible] না [illegible] স্বীকার করিয়াছেন।

[illegible] ইস্পাত কারখানার প্রথম চুল্লি [illegible] উদ্বোধন করেন। [illegible] আজ [illegible] ইস্পাত কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

[illegible] অনুসারে [illegible] ঘণ্টা [illegible] বন্দরে [illegible] সন্ধান পাইয়াছে। [illegible] পরিকল্পনা হইতে [illegible] হইয়াছে।

৩০শে ডিসেম্বর—[illegible] বহু [illegible] [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] সংখ্যা বাড়িয়াছে। [illegible] কোথাও [illegible] [illegible] দেখা যায়।

৩১শে ডিসেম্বর—অদ্য [illegible] জানা গিয়াছে যে, [illegible] [illegible] এবং [illegible]

[illegible] সকল ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই অঞ্চলে [illegible] ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হইয়াছে।

১লা জানুয়ারী—ভারত সরকার চীন সরকারের নিকট হইতে চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে একটি নিস্তৃত নোট পাইয়াছেন। [illegible] সমুদ্রপথ একদিন এই নোট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারী [illegible] রামকৃষ্ণ [illegible] [illegible] ভক্ত ও শিষ্য [illegible] কল্পতরু [illegible] [illegible] সহজ সরল [illegible] রামকৃষ্ণদেবের [illegible] [illegible] করেন।

[illegible] সরকারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় নাই বলিয়া জানা [illegible]

২রা জানুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] প্রকাশ করা হইয়াছে। [illegible] চীন [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] করিতে যায়।

৩রা জানুয়ারী—[illegible] [illegible] মাইল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৮ জন [illegible] হইয়াছেন বলিয়া [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] সরকারী [illegible] প্রকাশ, [illegible] সীমান্তে যে সকল অঞ্চলে তাহারা ও [illegible] চালাইতেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আসামের পুলিশবাহিনী যৌথ ভাবে একযোগে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান চালাইতেছে।

## বিদেশী সংবাদ

২৮শে ডিসেম্বর—প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, [illegible] মাঝামাঝি [illegible] শীর্ষ সম্মেলনের উপযুক্ত সময়। অদ্য সরকারীভাবে ইহা জানান হইয়াছে।

আজ [illegible] হইতে [illegible] সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

২৯শে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চীন [illegible] করিয়াছে।

[illegible] ১৬৫ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৩০শে ডিসেম্বর—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৭৮ বৎসর।

৩১শে ডিসেম্বর—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] ১৯৬০ সনে [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible]

১লা জানুয়ারী—[illegible] প্রধানমন্ত্রী [illegible] [illegible] শ্রীনেহরুকে [illegible] করিতে পারেন।

[illegible] ১০১ [illegible] ৪০ [illegible] [illegible] এবং [illegible] করা হয়।

২রা জানুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীনেহরু, ও [illegible] [illegible] শীর্ষ সম্মেলন [illegible] প্রথমে সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীনাগবরম ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২০—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

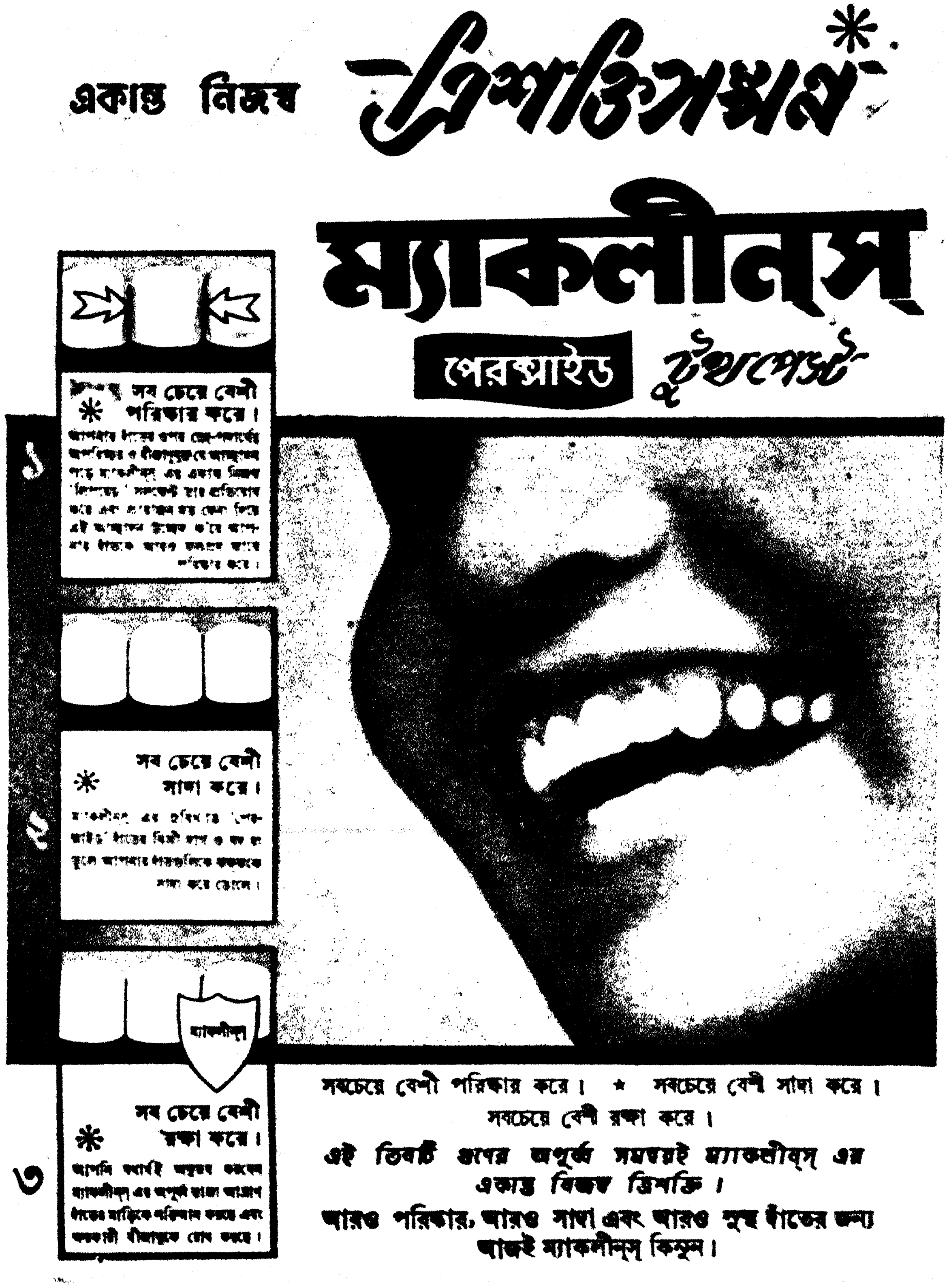
একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তিসম্পন্ন
ম্যাকলীনস্
পেরক্সাইড টুথপেস্ট
১
সব চেয়ে বেশী
পরিষ্কার করে।
২
সব চেয়ে বেশী
সাদা করে।
ম্যাকলীনস্
৩
সব চেয়ে বেশী
রক্ষা করে।
সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। ★ সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।
এই তিনটি গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্‌স্ এর
একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।
আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য
আজই ম্যাকলীন্‌স্ কিনুন।

REG. NO. C. 2100

আপনার গরম জামা কাপড়
দীপ দিয়ে ধুয়ে নিন
দীপ
'অপটিক্যাল ব্রাইটনার' যুক্ত
দীপ পশম ধোওয়ার পাউডারটি
খুব খাঁটি তাই আপনার গরম জামাকাপড়ের সৌন্দর্যতা বহাল রাখে।
অতি কোমল তাই নরম ও সুন্দর হাত কাচাকুচিতে নষ্ট হতে দেয় না
এবং মিতব্যয়ী হওয়ায় প্রত্যেক গৃহিণীদেরই, যাঁরাই গরম কাপড়ের যত্ন নেন,
আয়ত্তের মধ্যে
আপনি কি মানেন না যে আপনার দামী গরম জামাকাপড়
দীপ-যত্ন পাবার উপযুক্ত? এই শীতে একবার পরখ করবেন না কি?
দীপ একটি গোদরেজ সামগ্রী

বর্ষ ] শনিবার, ২ মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 16th January, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ১১

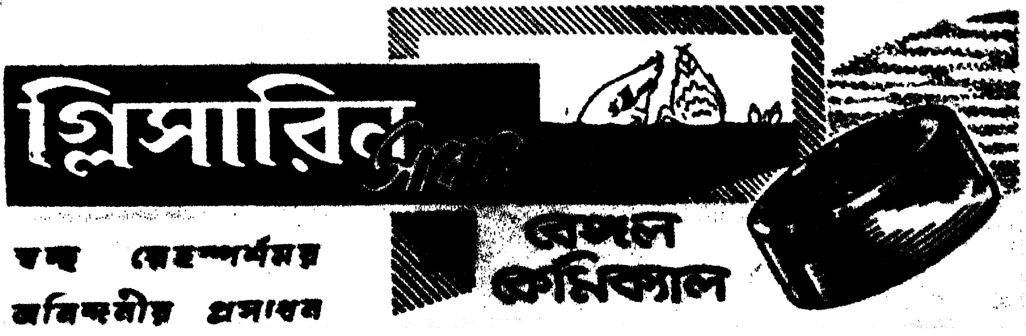

ফিনলে পরিকল্পিত বস্ত্রে
সর্বদাই নিজেকে অসাধারণ
করে তুলুন
ফুইয়া বস্ত্র
ডিজাইন ও বুনুনির নিখুঁত চমৎকারিত্বে
ফিনলে প্রিন্ট, ভয়েল ও লোনের মত
সূক্ষ্ম কাজ আর নেই। সারাদিন ধরে
তাজা ও ঝকঝকে বলে মনে হবে।
দি ফিনলে মিলস্, লিমিটেড,
লোয়ার প্যারেল, বম্বে-১৩

॥ মিত্র ঘোষের নূতন বই ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস

**মিলনান্তক**

— সাড়ে চার টাকা —

নয়ান বৌ ৫৲ কথাচিত্র ৩৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস

**পরিশোধ**

— সাড়ে চার টাকা —

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নূতনতম উপন্যাস

**তরঙ্গের পর**

[illegible] টাকা

আরাকান ৫৲ উপকণ্ঠে ৩৲

ইরাবতী (যন্ত্রস্থ)

নিরুপমা দেবীর
[illegible] উপন্যাস

**অনুক্রম**

— চার টাকা —

শ্যামলী ৫৲ প্রত্যর্পণ ৩৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সর্বদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ
ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম

**বহ্নিবন্যা**

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

— সাড়ে আট টাকা —

মনে ছিল আশা ৩৲
শিশুপাশ্চারিত্রম্ ৩৲
ভাড়াটে বাড়ী ৩৲
দুটি ২।০ আবছায়া ২।০
কমা ও সেমিকোলন ২।০

**প্রেরণা** নূতন মুদ্রণ ২৮

॥ শ্রেষ্ঠ লেখকদের শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

| | | |
|---|---|---|
| বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের | শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩৲ |
| [illegible] | শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩৲ |
| [illegible] মিত্রের | শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩৲ |
| [illegible] | নিকৃষ্ট গল্প | ৩৲ |
| [illegible] | নিকৃষ্টতর গল্প | ৩৲ |
| [illegible] | শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩৲ |
| [illegible] মিত্রের | শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩৲ |
| [illegible] | শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩৲ |
| [illegible] | শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩।০ |
| [illegible] | প্রিয় গল্প | ৩৲ |

অবধূতের
অত্যাশ্চর্য উপন্যাস

**বশীকরণ**

[illegible] বাংলা সাহিত্যে নূতন অধ্যায় সংযোজন করিয়াছে।

— সাড়ে চার টাকা —

**বহুব্রীহি**

[illegible]

— সাড়ে চার টাকা —

**দুই তারা** [illegible]

কালিদাস রায়ের

**সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫৲**

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের

**আধুনিক বাংলা কাব্য ৬৲**

জাতীয় প্রকাশক
[illegible]

**প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ৭-০০**

[illegible] নতুন বই

**চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩-০০**

| | | | |
|---|---|---|---|
| পথে প্রবাসে | ৪·০০ | পথের দাবী | ৫·০০ |
| বীরেশ্বর বিবেকানন্দ | ৫·০০ | শোণপাংশু | ৪·০০ |
| জানালা | ২·০০ | ভোজবাজ পেরিয়ে | ৬·৫০ |
| প্রাচীন মিশর | ৫·৫০ | বেত্রবতী ভরা নদী | ৩·৫০ |

কালিদাসের মেঘদূত ৬·০০
(নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল)

অন্যান্য বই

তোপ ও তোপর (নাটক) ২·০০

পৌরাণিক অভিধান ৭·০০

[illegible] ভারত
প্রথম খণ্ড [illegible] দ্বিতীয় খণ্ড [illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] এক বধু (উপন্যাস) [illegible] | ৩·০০ |
| এই গ্রহের ক্রন্দন ( " ) " | ৬·০০ |
| [illegible] ( " ) " | ৩·৫০ |
| [illegible] ( " ) " | ৩·৫০ |
| বাজার বই—[illegible] | ৬·০০ |
| [illegible] | ২·৫০ |
| [illegible] | ৩·২৫ |
| [illegible] | ২·৫০ |
| [illegible] | ৬·০০ |
| [illegible] | ৩·০০ |

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করুন !

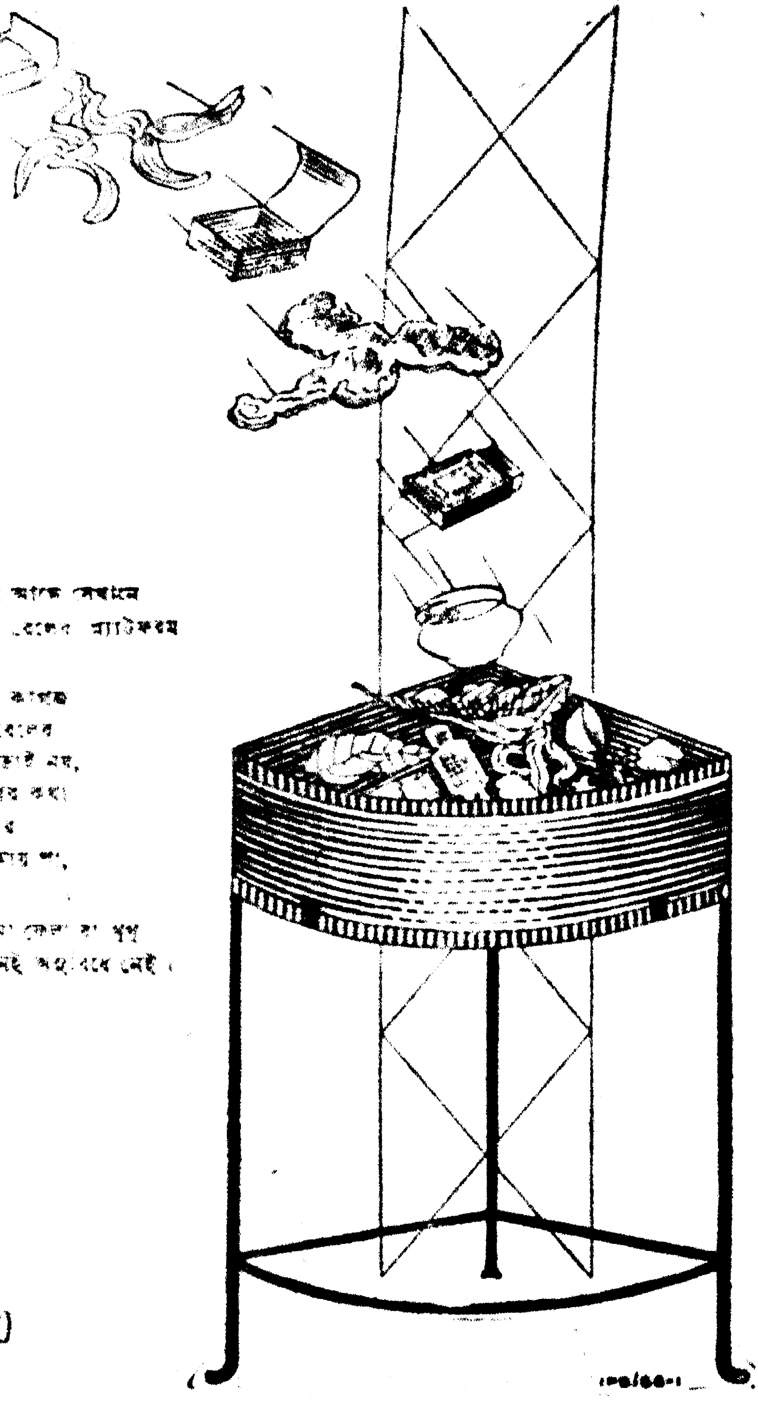

যেখানে আবর্জনা ফেলার পাত্র আছে সেখানে যদি আবর্জনা ফেলেন তবে রেলের প্ল্যাটফরম আরও পরিষ্কার থাকে।

তরিতরকারী ও ফলের খোসা, কাগজ ও অন্যান্য প্রকার আবর্জনায় রেলের প্ল্যাটফরম শুধু যে নোংরা হয় তাই নয়, এতে স্বাস্থ্যহানিও হয়। রোগের কথা ছেড়ে দিলেও এর জন্য দুর্ঘটনার ভয় সব সময়—কারুর বা মচ্‌কায় পা, কারুর বা ভাঙে শিরদাঁড়া।

আবর্জনা ফেলার পাত্রে আবর্জনা ফেলা বা থুথু ফেলার পাত্রে থুথু ফেলার কোনই অসুবিধে নেই।

**আবর্জনা ফেলার পাত্রে আবর্জনা ফেলুন**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| গুণী সম্বর্ধনা— | ... | ৮০৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... | ৮১০ |
| দ্বিতীয় মত— | রঞ্জন | ৮১১ |
| আলবেয়ার কামু— | শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮১৩ |
| তুষার হরিণী— | শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় | ৮১৭ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি— | শ্রীপ্রদীপ্ত চৌধুরী | ৮২৬ |

স্মরণীয়

নবরূপে পুনঃপ্রকাশ

SONGS
OF THE SEA . 4.00

৭ই পৌষের বই :

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস **ইস্পাতের ফলা** ৩·৫০

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটমি** ৩·০০

হিমানীশ গোস্বামীর **লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়** ৩·০০

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের **উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল** ৩·০০

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমতের কতকাংশ :

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস **রিকশার গান** ৩·০০

আমাদের সম্প্রতি প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইগুলি :

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস **নীলে সোনায় বর্ণাঢ্য** ৩·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস **মাঝির ছেলে** ২·৫০

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর** ৩·৫০

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

(সি ১১০০)

## ঃ দেবশ্রীর বই ঃ

ঃ উপন্যাস ঃ

| | |
|---|---|
| নব-বিগ্রহ | ৩·৫০ |
| প্রাণ ও পাষাণ | ৫, |
| স্বাক্ষর | ৩·৫০ |
| মেঘমেদুর | ৩·৫০ |
| জ্যোতির্ময় | ৫, |
| জীবন রুদ্র | ৩·৫০ |
| কালরুদ্র | ৪, |
| মহারুদ্র | ৪, |
| সন্ধ্যারাগ | ৪·৫০ |
| চিত্তাবাহিমান | ৪, |

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

| | |
|---|---|
| ওরা কাজ করে | ৫, |
| সাহিত্যিক | ২·৫০ |
| মরা নদী | ৫, |

সুবোধ রায়

| | |
|---|---|
| মধুর মুকুর | ৪, |
| মর্তের মৃত্তিকা | ৩·৫০ |
| আরাত্রিম | ৪, |
| জাগ্রত জীবন | ২, |

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

| | |
|---|---|
| বন্ধনহীন গ্রন্থি | ৩, |

সরলা বসু রায়

| | |
|---|---|
| পথ ও পাথেয় | ২, |

ঃ জীবনী ঃ

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| পরিত্রাতা বিজয়কৃষ্ণ | ৫, |

ঃ কিশোর উপন্যাস ঃ

| | |
|---|---|
| সবুজ বনে দুরন্ত ঝড় | ১·২৫ |
| চোর যাদুকর | ১·২৫ |

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ



বীরেশ্বর বসুর

# চা মাটি মানুষ

দাম চার টাকা

কয়েকটি অভিমত

সমস্ত জীবন বাংলা দেশের উত্তর প্রত্যন্ত দেশে চা-বাগানে কাটাইয়া কবি ও কথা-সাহিত্যিক শ্রীবীরেশ্বর বসু চা-বাগানের মাটি ও মানুষকে বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাসে চিরস্থায়িত্ব দান করিলেন। বীরেশ্বরবাবু মুন্সিয়ানার সঙ্গে মাটির মর্যাদা ও মানুষের মহত্ত্বকে যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন ইহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। চা মাটি মানুষ কাহিনী পাঠককে আনন্দ এবং চিন্তাশীল পাঠককে চিন্তার খোরাক দিয়াছে। —শ্রীসজনীকান্ত দাস

বীরেশ্বরবাবু যে সাদর অভ্যর্থনার যোগ্য এটুকু অসংকোচে বলা যায়। তাঁহার কলমেই এই দেশটির প্রাণ জীবন্ত হয়েছে। চা-বাগান থেকে কিছু কাহিনী শুধু নয়, তার চেয়ে অনেক কিছুও আহরণ করে এনেছেন। সে কাহিনী কিছু প্রাণ জীবনের অন্তরালে লেখকের একটি নতুন স্বাদ। সেই স্বাদই তিনি বাংলা সাহিত্যে যুক্ত করে দিলেন। তাই চা মাটি মানুষ-এ চা-এর নিবিড় মাধুর্য, মাটির নিগূঢ় মমতা আর মানুষের বেদনা জটিলতার ইঙ্গিত, সবই বর্তমান।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

চা মাটি মানুষ উপন্যাসে এমন একটি অনাস্বাদিত স্বাদের এবং অপরিচিত মানুষের কথা বলা হইয়াছে,—যাহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ ছিল অত্যন্ত কম। লেখকের সেই অপরিচিত মানুষগুলির জীবনযাত্রা সুখ দুঃখ বেদনাবোধ, নিষ্ঠুর অবহেলার এবং বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তব সত্যের প্রতিফলন পুস্তকখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এ দেশে চা-বাগানের ইতিহাস এক পুরাতন কাহিনী, কিন্তু এ কাহিনী নিয়ে এর আগে কেউ এমন সহানুভূতির সঙ্গে এমন রসোত্তীর্ণ ছবি আঁকেন নি। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা ও জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি অনায়াস কৌশলে লেখক আয়ত্ত করেছেন; লেখক তাঁদের দার্শনিক অথচ সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গির এক বিস্তৃত জীবনধারা রূপে উঠেছে। লেখকের সংযত বাক্যরীতি, পর্যবেক্ষণ দক্ষতা, মানবীয় সহানুভূতি ও প্রসন্ন জীবনবোধ আমাকে বিস্মিত করেছে। তাই এই নিপুণ শিল্পী ও জীবনরসিককে সাদর ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

—অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়

প্রকাশিত হল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

# মানুষের মতন মানুষ

শিউলীতলা জেলের অসংখ্য মানুষের ভিড় থেকে যে-চরিত্রটিকে শৈলজানন্দ আলোয় টেনে এনেছেন তিনি মহৎ, মহান। যারা অন্যায়ীর পাপের জন্য নিজের সন্তানকে তিনি অনায়াসে ফাঁসিতেও ঝুলিয়ে দিতে পারেন......এ উপন্যাস শৈলজানন্দের সাম্প্রতিককালের সাহিত্য-রচনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। দাম ৩.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস

# প্রিসিলার বিয়ে

প্রিসিলার প্রেম এবং পরে তার বিয়ের সর্বাঙ্গীণ কাহিনী নিয়ে একখানি অনবদ্য এবং অফুরন্ত হাসির উপন্যাস। দাম ২.৭৫

— অ ন্যা ন্য গ্র ন্থ —

বিমল কর

| | |
|---|---|
| মানুষের আয়ু | ১.৭৫ |
| সোনারুপার কাঠি | ২.০০ |

সুবোধ ঘোষ

| | |
|---|---|
| মনোবাসিতা (২য় সং) | ৩.০০ |

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| ভাটিয়ালী (২য় সং) | ২.৫০ |

বীরেশ্বর বসু

| | |
|---|---|
| উৎসব | ২.০০ |
| রাগ | ৩.০০ |

প্রেমেন্দ্র মিত্র

| | |
|---|---|
| নদীর দূরের পথ | ২.৫০ |

প্রবোধেন্দু অধিকারী

| | |
|---|---|
| বিহঙ্গকিশোর | ৩.০০ |

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

| | |
|---|---|
| জীবনায়ন | ৪.০০ |

শৈলজানন্দ

| | |
|---|---|
| ভাল আমার মেলা | ৩.৭৫ |

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| কাজল ছবি | ২.৭৫ |

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

| | |
|---|---|
| তাপমাত্রা | ৬.০০ |

হরকুমার মিত্র

| | |
|---|---|
| কৌতুক ভিত্তিক কথা | ৮.০০ |

সুকোমলনাথ দত্ত

| | |
|---|---|
| কবিতা ও কাব্যপথ | ৮.০০ |

সুশীল রায়

| | |
|---|---|
| বেলায় এল | ২.৫০ |

শিবরাম চক্রবর্তী

| | |
|---|---|
| বিয়ের চুক্ত বই | ২.৭৫ |

কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম কদম ফুল | শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৮৩৩ |
| বাইশে শ্রাবণ | শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ৮৩৯ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম | শ্রীবিমল মিত্র | ৮৪৫ |
| বর্ণপরিচয় | শ্রী[illegible] জীবন ভট্টাচার্য | ৮৫৫ |
| ট্রামে-বাসে | ... | ৮৬৩ |
| বিশ্ববিচিত্রা | ... | ৮৬৫ |



রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ

ডাঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়

প্রথম পর্ব

দাম আট টাকা মাত্র

[illegible]

১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ক্যালকাটা পাবলিশার্স



**অনুবাদ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই**

গল্প ও উপন্যাস :

ম্যাক্সিম গোর্কি

মা ৪·০০

আলেক্সেই টলস্টয়ের

অগ্নিপরীক্ষা

১ম খণ্ড দুই বোন ৫·০০

২য় খণ্ড উনিশ-শো-আঠারো ৫·০০

৩য় খণ্ড বিষণ্ণ প্রভাত ৬·০০

তিন খণ্ড একত্রে ১৫·০০

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি

ইস্পাত ৬·৫০

হাওয়ার্ড ফাস্ট

স্পার্টাকাস ৫·০০

আলেকজান্ডার কুপ্রিন

রত্নবলয় ৫·৫০

লিওনিদ সোলোভিয়েভ

বুখারার বীর কাহিনী ৩·৫০

মিখাইল শলোকভ

ধীর প্রবাহিনী ডন ৯·০০

সাগরে মিলায় ডন

১ম খণ্ড ৬·০০

প্রবন্ধ :

মার্কস - এঙ্গেলস - লেনিন

সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে ৩·০০

লেনিন

তলস্তয় প্রসঙ্গে ০·৬২

ম্যাক্সিম গোর্কি

নানা লেখা ৪·৫০

[illegible] :

জুলিয়াস ফুচিক

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে ১·৭৫

লোক বিজ্ঞান :

ইলিন ও সেগাল

মানুষ কি করে বড় হল ৩·৫০

[illegible]

অতীতের পৃথিবী ১·৬২

এফ-আই [illegible]

[illegible] কথা ১·৫০

[illegible]

চাঁদে অভিযান ৩·০০

এ-এন কারমানভ

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৭·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা-১৩

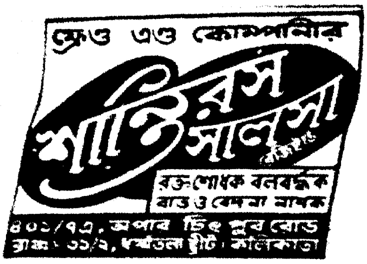
ক্রেও এণ্ড কোম্পানীর
শান্তিরস সালসা
রক্তশোধক বলবর্দ্ধক
বাত ও বেদনা নাশক
৪০১/৭এ, অপার চিৎপুর রোড
ব্রাঞ্চ: ৩১/২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা

শুধু বিজ্ঞাপনেই
নয়!
তারক গুপ্তের জর্দ্দা
কলিকাতা-৪

আরো পরিষ্কার!
আরো ঝরঝরে!
MARGO
SOAP
HYGIENIC TO
মার্গো
টয়লেট
সোপ
বিশেষ গুণসম্পন্ন
নিম-সবুজ প্রসাধন সাবান
প্রস্তুতকারক
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২৯
CMC-13 BEN

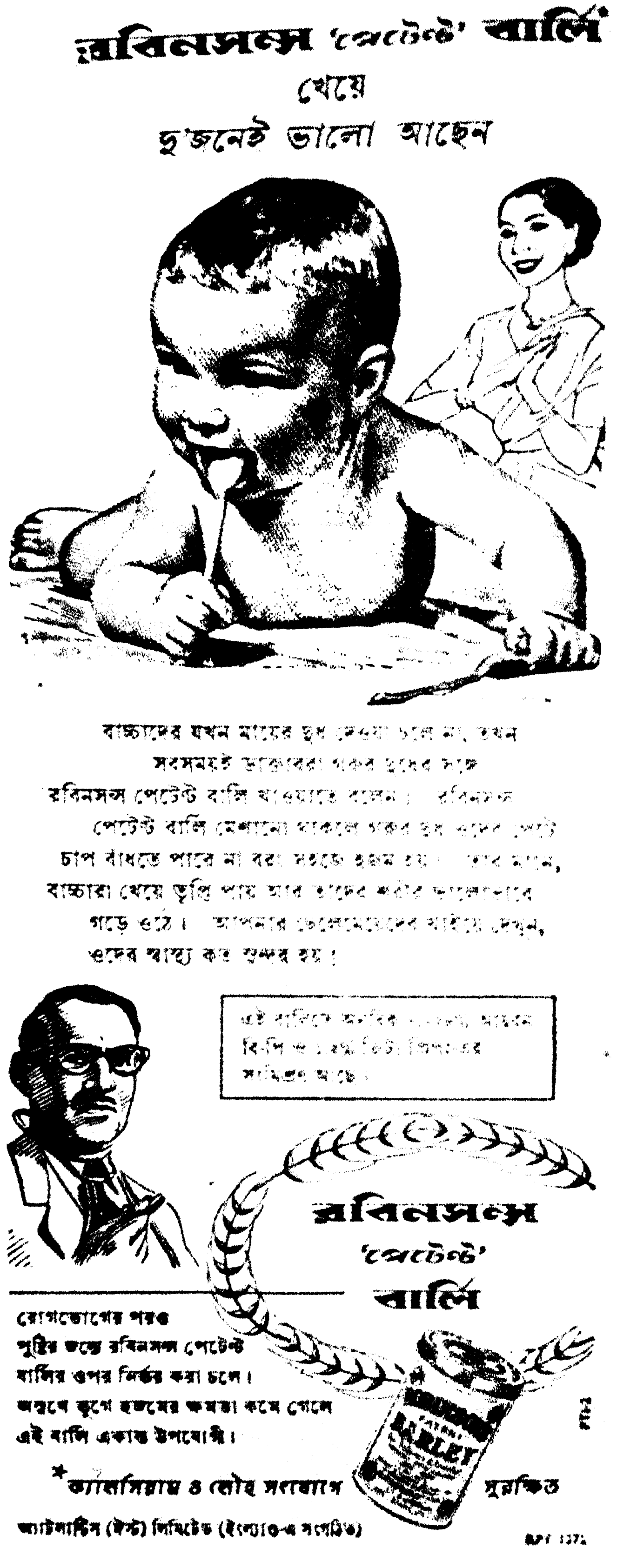
রবিনসন্স 'পেটেন্ট' বার্লি
খেয়ে
দু'জনেই ভালো আছেন
বাচ্চাদের যখন মায়ের দুধ দেওয়া চলে না, তখন
সবসময়েই ডাক্তারেরা গরুর দুধের সঙ্গে
রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি খাওয়াতে বলেন।
বাচ্চারা খেয়ে তৃপ্তি পায়
গড়ে ওঠে।
ওদের স্বাস্থ্য কত সুন্দর হয়!
রবিনসন্স
'পেটেন্ট'
বার্লি
রোগভোগের পরও
পুষ্টির জন্যে রবিনসন্স পেটেন্ট
বার্লির ওপর নির্ভর করা চলে।
অসুখে ভুগে হজমের ক্ষমতা কমে গেলে
এই বার্লি একান্ত উপযোগী।
*ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত
BARLEY
অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


| | | |
|---|---|---|
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত | ... ... ... | ৮৬৬ |
| পুস্তক পরিচয়— | ... ... ... | ৮৬৭ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | ... ... ... | ৮৭০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... ... ... | ৮৭৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | .. ... ... | ৮৮০ |



প্রকাশিত হল—

## অবধূতের

নবতম বিস্ময়কর উপন্যাস

# দেবারিগণ

"আজ নয়, কাল নয়—অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে হয়তো এ কাহিনী লুকিয়ে আছে। আশায় মানুষ বেঁচে আছে। আশা করতে দোষ কি যে, এমন একটা সময় আসছে যখন যুদ্ধ, ভেজাল, ধর্মাধর্ম—এই তিন শত্রুর কবল থেকে আমরা মুক্তি পাব। তখনকার সেই অভিশাপমুক্ত জাতির কাছে হয়তো আমার এই কাহিনীটির কিছু মূল্য হবে।"

— সাড়ে চার টাকা —

গ্রন্থ প্রকাশিকা

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আগামী বাংলা নববর্ষে বাহির হইবে
মুদ্রণ, পরিপাটি, রচনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ
নববর্ষ-সংকলন

# মধুরাংশ্চ

সম্পাদক:
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
প্রকাশক:
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নববর্ষ-সংকলন "মধুরাংশ্চ" বিদগ্ধজনের নিকট অকুণ্ঠিত সমাদর লাভ করায় আমরা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আর একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা-সমৃদ্ধ এই সংকলনটি পূর্বের মানকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। পাঠের জন্য, সংগ্রহের জন্য, উপহার প্রদানে "মধুরাংশ্চ" অপরিহার্য। আমরা গ্রাহক, বিজ্ঞাপন-দাতা, পুস্তক-বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের সহযোগিতা কামনা করি।

• • • •

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে

## বরণীয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গ্রন্থকার ইহাতে সুদীর্ঘ একশত জীবনের মধ্যে মনীষী ব্যক্তির জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। ইতিহাসের দেশ গঠনকারীদের বরণীয় জীবনের কাহিনী ইহাতে বলিষ্ঠভাবে ... চিত্রিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

বারোটি অপূর্ব
প্রেমের গল্প

## সুভদ্রার ভিটে

একালের শক্তিশালী কথাশিল্পী
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
একখানি অনবদ্য গল্প-সংকলন
মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

•

## এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ

২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
ফোন: ৩৪—১৬০৬
গ্রাম: প্রকাশিকা

**সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ**

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

## প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পন্দী উপন্যাস

দাম : ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

## মনের মানুষ

ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার ট্রাজেডি—
করুণ-মধুর ভাবনায় ভাবিত রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ

দাম : ৩·০০ টাকা

**অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন**

| | | |
|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৫·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ৬·০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ১·২৫ |

**প্রকাশের অপেক্ষায়**

| | | |
|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৪·০০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

# আমাদের নিবেদন

অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে, প্রতিমাসে, গল্পভারতীর নিয়মিত নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সংযোজন দেওয়া হইতেছে। ইহাতে গল্পভারতীর উৎকর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না। এই মূল্যে এই বিচিত্র ও পরমউপভোগ্য সংযোজন পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশিত হইবে ও তাঁহাদের আনন্দ বর্ধন করিবে।

এই নিদারুণ অর্থসঙ্কটের দিনেও ব্যয়বাহুল্যসাপেক্ষ এই প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেজন্য আমরা আমাদের সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি। গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ নব কলেবরে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ গল্পভারতীকে অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিবেন এই আমাদের আশা। দেশের সর্বত্র, বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এই লোকপ্রিয় পত্রিকার অভিনব, নিয়মিত ও চিত্তাকর্ষক সংযোজনার দ্বারা বিজ্ঞাপনদাতাগণ প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হইবেন ইহা সুনিশ্চিত। এজেন্টগণও নানাভাবে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্পভারতীর বহুল বিক্রয়ে অধিকতর লাভবান হইবেন — ইহা নিঃসন্দেহ। বঙ্গভাষায় বহু পত্রিকা আছে। কিন্তু এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গল্পভারতী তাহার জয়যাত্রা সুরু করিয়াছে এবং তাহার সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দেশবাসীর উপর। দেশবাসীর নিকট আমাদের নিবেদন গল্পভারতী যেন তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন ও উৎসাহদান হইতে কখনও বঞ্চিত না হয় এবং ইহার নব নব প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা যেন চির-সঞ্জীবিত থাকে।

যে আদর্শ লইয়া গল্পভারতী বঙ্গভারতীর বেদীমূলে দীপ জ্বালিয়াছে, সেই আদর্শের দীপালোকে বাংলাসাহিত্য ও বাংলার সংস্কৃতি যেন সমুদ্ভাসিত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এই আমাদের একান্ত কামনা। সকলের মিলিত সহযোগ ও শুভেচ্ছায় গল্পভারতীর এই নব প্রচেষ্টা সার্থক হউক।

**গল্প-ভারতী**

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৬ ফোন—৫৫-৩২৯৪

# দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 16th January 1960

২৭ বর্ষ ॥ ১১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২ মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## গুণী সম্বর্ধনা

গত ১০ই জানুয়ারী শ্রীরাজশেখর বসুর [illegible] তাঁহার [illegible] সম্বর্ধিত করিয়াছেন। [illegible] তাঁহার [illegible] প্রথম সম্বর্ধনা। কিন্তু [illegible]

[illegible] আবির্ভাব। কিন্তু ছদ্মনামে তিনি প্রবেশ করিলেন, প্রথম বইটিতেই দেখা [illegible] আর সেইসঙ্গেই প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। [illegible] তাঁহার আবির্ভাবের আকস্মিকতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এ যেন ঘরের দরজা খুলিয়া সামনে দেখা গেল এক মহীরুহ,—পূর্বাভাসরূপে অঙ্কুররূপেও যাহার অস্তিত্ব ছিল না।

আর প্রথম আবির্ভাবের সেই বিস্ময়কে ত্রিশ বৎসরের উপরে তিনি সমান সজীব করিয়া রাখিয়াছেন। পরশুরামের রসরচনা বাঙালীর জীবনে একটি রমণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। আজ ত্রিশ বৎসর [illegible] পত্রপত্রিকাগুলি খুলিয়া প্রথমেই পরশুরামের রচনা দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, কখনো ফাঁক পড়িলে মনে হয় কালের ঘড়ি বুঝিবা বিকল হইয়াছে। রসরচনায় পরশুরাম প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, আর এতদিনেও তাঁহার উত্তরসূরি দেখা দিল না। বঙ্গসাহিত্য প্রবাহে বিদ্যুতে বর্ষণে, আতপে [illegible] মায়াগন্ধীর এই মনোরম ধারাটির তুলনা নাই।

কিন্তু পরশুরামকে রাজশেখর বসুর প্রতিভার সর্বস্ব মনে করিলে ভুল হইবে। অন্যরূপে তিনি মনীষী বৈজ্ঞানিক, চিন্তাশীল, সমালোচক, আভিধানিক, [illegible] [illegible] সংকলনকর্তা, আর সর্বশেষে মূল রামায়ণ ও মহা-

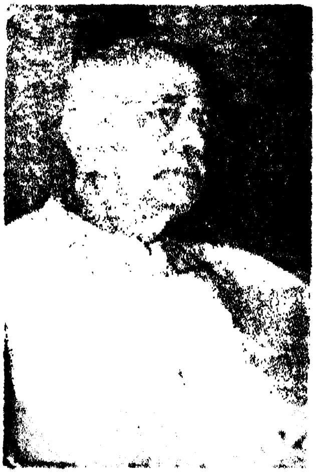

শ্রীরাজশেখর বসু

ভারতের [illegible]। কিন্তু এখানেও তাঁহার [illegible] সীমানা নয়। একটি সুবৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন তিনি দীর্ঘকাল, সেখানেও সমান কৃতিত্ব। বাংলা অক্ষর ও বানান সম্বন্ধেও তিনি নূতন নির্দেশ দান করিয়াছেন। বস্তুত বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার সমান অধিকার তাঁহার সম্বন্ধে বিস্ময়ের প্রধান কারণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই, অন্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেও এরূপ উদাহরণ দুর্লভ। তাঁহাকে প্রদত্ত মানপত্রে বলা হইয়াছে—"রসের উদার ক্ষেত্র হইতে মনীষার দুর্গম পথে আপনার প্রবেশ আর এক বিস্ময়। চলন্ত ভাষাকে আপনি আভিধানিক [illegible] দান করিলেন, প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারত নবরূপ ধারণ করিল আপনার হাতে। বৈজ্ঞানিক নির্মল বুদ্ধিকে সাহিত্যরসের সহিত মিলিত করিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন মনস্বিতার সৃষ্টি করিলেন আপনি। মনীষা ও রসের সঙ্গমতীর্থে প্রতিষ্ঠিত আপনার ধ্রুব [illegible]।"

[illegible] রাজশেখর বসুর [illegible] বাংলা সাহিত্যে একটি [illegible] [illegible] যাহার তুলনা নাই।

আগামী ১৬ই মার্চ তাঁহার [illegible] বৎসর পূর্ণ হইবে।

তাঁহার শেষ জীবন শান্তি ও স্বাস্থ্যপূর্ণ হোক ইহাই আমাদের কামনা।

# প্রসঙ্গত

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আসামের প্রতিনিধি শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্ত এবং 'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া'র প্রতিনিধি শ্রী পি এস থঙ্গার মৃত্যু নিতান্ত শোকাবহ ঘটনা। আসাম বিধান সভায় চেরাপুঞ্জি উপ-নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে তাঁরা চেরাপুঞ্জি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরবার পথে তাঁদের বাসটি পাঁচশত ফিট নীচে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় আরও চারজন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এবং আরও বহু লোক আহত হয়েছে।

উভয়েরই প্রথম যৌবন রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কেটেছে। এবং উভয়কেই তার পুরস্কারস্বরূপ কারাবরণ করতে হয়েছে। তীক্ষ্ণধী ও নির্ভীক শ্রী গুপ্ত ফিজো ও নাগা বিদ্রোহ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করেছেন। চীন কর্তৃক লংজু আক্রমণের সংবাদও বিশ্ববাসীকে তিনিই প্রথম জানান। সংবাদ-সংগ্রহের জন্যে কোনো বিপদ এবং বাধাই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। এঁদের মৃত্যুতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হল, তা কোনোদিন পূরণ হবে না। মৃত্যুকালে শ্রী গুপ্তের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বৎসর। শ্রী থঙ্গা আরও অল্পবয়স্ক। আমরা উভয়ের অকালমৃত্যুতে স্বজন-বিয়োগ বেদনা অনুভব করছি এবং তাঁদের পরিজনবর্গের গভীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

•

সর্বজনশ্রদ্ধেয় রস-সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়ের বয়স আগামী মার্চ মাসে ৮০ বৎসর পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষ্যে তাঁর অনুজ সাহিত্যিক ও বন্ধুগণ তাঁকে বকুলবাগান রোডে তাঁর বাসভবনে সম্বর্ধনা জানান।

সম্বর্ধনার উত্তরে বসু মহাশয় বলেন,

"আপনারা এতজন মানী কৃতী গুণী এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমাকে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার বিশেষ আনন্দের কারণ, যেসব বন্ধুদের মাঝে মাঝে পৃথক পৃথক দেখেছি আজ তাঁদের একত্র দেখছি।

"আমার একটা মজ্জাগত লজ্জা আছে, বয়স অধিক হলেও তা রয়ে গেছে। একটু আধটু প্রশংসা যদি দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে, তাহলে অবশ্য খুশীই হই। কিন্তু যদি শিলাবৃষ্টির মতন ঘনীভূত প্রশংসা মাথার ওপর এসে পড়ে, তবে আতঙ্কিত হই, মনে হয় ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে আমাকে একটু আশ্রয় দিন। ভাগ্যক্রমে আমি কালা, আপনাদের অনেক কথাই শুনতে পাইনি। তথাপি যেটুকু শুনেছি তাতে আমার জরাগ্রস্ত কান লাল হয়েছে। যাই হক, আমার আজকের সংকট কেটে গেছে, ভবিষ্যতে আবার এরকম হবে তারও সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এখন আমি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি।

"যেমন বিশেষ বিশেষ বিদ্যা না শিখলে উকিল ডাক্তার বিজ্ঞানী ইত্যাদি হওয়া যায় না, তেমনি স্বদেশের আর কিছু কিছু বিদেশের সাহিত্যে ভালরকম জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তবে লেখক হওয়া যায় বটে।

"বাংলা আর বিদেশী সাহিত্যে আমার জ্ঞান অতি অল্প সেকারণে আমি সাহিত্যিক নই। আসলে আমি আধা মিস্ত্রী আধা কেরানী। অভিধান তৈরী আর পরিভাষা রচনা ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ, আর রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ কেরানীর কাজ। হালকা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি বটে, কেউ কেউ [illegible] তা পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় যাকে বলা হয় 'সৃজনধর্মী সাহিত্য' তার মধ্যে আমার রচনার স্থান হয়নি। [illegible] মতন অনেক বয়সের লেখাও একটু খাপছাড়া আর বিশৃঙ্খল হয়ে যায়।

পরিষদের অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি, আপনাদের নয়, নিজেকে। আজ আপনাদের প্রীতির যে নিদর্শন পেয়েছি তাতে আমি সত্যই ধন্য এবং অন্তরে সম্মানিত হয়েছি।"

•

সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র-সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এত গভীর, বেগবান ও প্রশস্ত নদের উপর বাঁধ নির্মাণের প্রয়াস পৃথিবীতে বেশি হয়নি। এর দ্বারা উত্তর আসামের সঙ্গে দক্ষিণ আসামের, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের রেল ও পথের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। সেদিক দিয়ে এই সেতুর সার্থকতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তথাপি এত বড় একটা সেতুর উদ্বোধন-কার্যকে অভিনন্দন জানাবার সময় মানুষের মন থেকে সংশয় ও উদ্বেগ যে একেবারে তিরোহিত হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। স্বাধীন ভারতে অনেক বৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু তার সবগুলিই যে খুব সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দামোদর এবং ময়ূরাক্ষী বন্যা রোধে ব্যর্থ হয়েছে। তথাপি আশা করি, ব্রহ্মপুত্রে সেতু নির্মাণের মহদুদ্দেশ্য সার্থক হবে।

•

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে। এর জন্যে সরকারী তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদিনেও এর সুসমাধান হল না। বরং সমস্যা যেন ক্রমেই জটিলতর হচ্ছে এবং উদ্বাস্তুদের ভিতরে অসন্তোষ প্রবলতর হচ্ছে।

দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের কথাই ধরা যাক। দণ্ডকারণ্য, এমন কি, আন্দামানে যেতেও মোটামুটি উদ্বাস্তুদের অনিচ্ছা নেই। সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণের সরকারী নীতির বিরোধী নন। তাঁরা সেখানে জোর করে উদ্বাস্তু প্রেরণের একান্ত বিরোধী। তাঁদের আশংকা তার দ্বারা পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সরকার পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে, কোনো উদ্বাস্তু পরিবারকেই জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হবে না। তবুও দণ্ডকারণ্য নিয়ে এত বাদ-প্রতিবাদ ও সমস্যা কেন?

উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্বাস্তু উপ-সমিতির সভাতেও আলোচনা হয়েছে। এ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়েছে, তাতে (১) অর্থনৈতিক পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পবাসী ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের [illegible] মধ্যে অর্থসাহায্যের দাবি জানানো হয়েছে; এবং (২) শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে [illegible] [illegible] ও তার সঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলির উন্নয়নের সরকারী পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যে পরিণত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বাইরে থেকে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সরকার পক্ষের মধ্যে মোটামুটি একটা মতৈক্য দেখা যাচ্ছে। তবে উদ্বাস্তুদের ভাগ্য-পরিবর্তনের [illegible] কোথায়?

•

সুখের বিষয়, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সীমানা-বিরোধের সমস্তগুলি বিষয় উভয় পক্ষের সন্তোষজনকভাবে মীমাংসিত হয়েছে। পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতা লেফটেনান্ট জেনারেল শেখ ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা সর্দার স্বরণ সিংহের আন্তরিক চেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হল। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা নিয়ে আরও যদি কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়, তারও আশু মীমাংসার জন্যে উভয় গভর্নমেন্ট দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সীমান্ত-বিরোধের শুরু। যত দিন যাচ্ছিল, সমস্যা যেন উত্তরোত্তর জটিলতর হয়ে উঠছিল। এবং যে-কোনো সময়েই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যেই সংঘর্ষের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল। দেখা যাচ্ছে, বিবদমান দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মীমাংসার আন্তরিক প্রয়োজন অনুভূত হলে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য ছাড়াও মীমাংসা সম্ভব এবং অত্যন্ত ভালোভাবেই সম্ভব। পাক-ভারত বিরোধের সুসমাধান শ্রী নেহরুর পঞ্চশীল নীতির জয় ঘোষণা করল।

# দ্বিতীয় মত

॥ বুজন ॥

[illegible]

[illegible] কিন্তু একজন [illegible] [illegible] সরকারী [illegible] কোনো [illegible] সমর্থ।

*

[illegible] সরকারী অফিসে দাঁড়িয়ে কে এমন সন্দেহ করবে যে, এদের


প্রকাশিত হবে ১৮ই জানুয়ারি সোমবার

হাজার বছরের প্রেমের কবিতা

সম্পাদনা • অবন্তী সান্যাল

[illegible]

অঙ্গসজ্জা • পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন :

[illegible]

নতুন সাহিত্য ভবন

[illegible]

প্রকাশকের প্রধান বিক্রেতারা নিম্নোক্ত কেন্দ্র থেকে বই নিতে পারেন :

১। আধুনিক, ১১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।

২। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

হাতে তোমার আমার জীবন-মরণ? ডাক বিভাগের কথাই ধরা যাক, কেননা, প্রতিদিন কাগজে দেখি, এর নানা ত্রুটির বিরুদ্ধে অভিযোগ। কাউণ্টারের পিছনে বসে পান চিবোতে চিবোতে যে-বাবুটি অপরদিকে দণ্ডায়মান সকলের প্রতি সমান ঔদাসীন্য নিয়ে—নিতান্ত অনিচ্ছায় একটু-আধটু কাজ করেন, মাঝে মাঝে তিনি কি একবারও স্মরণ করেন যে, একটা চিঠি বা মনিঅর্ডার দেরিতে পৌঁছোলে একটা বিরাট পরিবারে বিপর্যয় ঘটতে পারে? সরকারী হাসপাতালে যে শ্রমিক-নায়ক ধর্মঘট করালেন, তিনি কি ভাবেন যে, কোনো গুরুতরভাবে অসুস্থ রোগী তার ফলে জীবনের আশা থেকে বঞ্চিত হতে পারে? রেলওয়ের সম্পত্তি চুরির পিছনে যে অমিতক্ষমতাশালী গোষ্ঠী আছে, তাদের কেউ কি একবারও ভাবে যে, গাড়ি দেরিতে পৌঁছোলো বলে কোনো একজন মায়ের তার মুমূর্ষু ছেলেকে শেষবারের মতো দেখা হোলো না? এ-তালিকা প্রায় অনন্ত।

যে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ত্রুটি নেই এমন বলি না। অসাধুতা সেখানে বোধহয় আরো বেশি, যদিও দুর্নীতির অপবাদ প্রধানত সরকারী বিভাগগুলির। কিন্তু যে কারণেই হোক, সরকারী চাকরির নিরঙ্কুশ নিরাপত্তা উদাসীনতার পরিপোষক বলে মনে করি। সিনিয়রিটির জগদ্দল পাথরের নীচে উচ্চাভিলাষও বোধহয় পিষ্ট। কী হবে ভালো কাজ করে? বেঁচে থাক পেনসন।

*

অথচ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের খ্যাতি সম্যক্‌ভাবেই বিশ্ববিশ্রুত। তখনও তো বড় রকম ব্যবধান ছিল ব্যবসায়ীর আয়ে আর কর্মচারীর বেতনে। তবে কেন সিভিল সার্ভিসে ভালো লোকের অভাব হয়নি, যা এখন শোনা যাচ্ছে? তার কারণ আই সি এস—এই তিনটি অক্ষরের মর্যাদা ছিল, এবং এর সম্মানের ছিল আকর্ষণ। শেষের দিকে এতে ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল প্রচুর, কিন্তু এর মূলে অনুপ্রেরণা ছিল ব্রিটিশ। ভাবখানা এই রকম। আমরা নির্বাচিত হয়ে এই আধা-বর্বর দেশে প্রেরিত হয়েছি এদের নিজেদের হাত থেকে এদেরকে রক্ষা করতে। [illegible]

[illegible]

[illegible] নিযুক্তই।

উকীল জোসেফ [illegible] বেঁচেছেন। কারণ শুধু তাঁর [illegible]। হায়রে, [illegible] যদি তাঁর পকেটে থাকতো একটা দিনকয়েকের জন্য জেলে যাওয়ার সার্টিফিকেট!

প্রমথনাথ বিশীর
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
কেরী সাহেবের মুন্সী
॥ পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ॥
সাড়ে আট টাকা

তারাশঙ্করের
না
॥ চতুর্থ মুদ্রণ ॥
— আড়াই টাকা —

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সমুদ্র সফেন
॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥
— সাড়ে চার টাকা —

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# আলবেয়ার কামু

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসকে কামু দুদিক থেকে চিহ্নিত করে গেলেন। তিনি পুরস্কার পেয়েছেন সবচেয়ে কম বয়সে, আর, এত কম বয়সে কোনো নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের মৃত্যু হয়নি। সোমবার, ৪ঠা জানুয়ারি মোটর দুর্ঘটনায় কামু পরলোকগমন করেছেন। গত ৭ই নভেম্বর তাঁর ছেচল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল।

১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর আলজিরিয়ার অন্তর্গত মোনদোভিতে আলবেয়ার কামু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ভূমিহীন কৃষিমজুর। খুব কষ্টের সংসার। তবু চলছিল একরকম। কিন্তু কামুর বয়স এক বছর পূর্ণ না হতেই বাবার মৃত্যু হয় প্রথম মহাযুদ্ধে। সুতরাং জন্মের কিছুদিন পর থেকেই কামুর জীবনের কঠোর দিকটার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হয়েছে। নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে ১৯৩৬ সালে কামু আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি ছিলেন দর্শনের ছাত্র।

সাংস্কৃতিক জীবনে কামুর প্রথম প্রবেশ আলজিয়ার্স শহরে নবনাট্য আন্দোলনের সংগঠনকারী হিসাবে। বহু খ্যাতনামা লেখকের নাটক তিনি পরিচালনা করেছেন এবং নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথমভাগে কামু আলজিরিয়ার এবং ফ্রান্সের সংবাদপত্রের অফিসে চাকরি করেছেন। জার্মানির নিকট ফ্রান্সের পতনের পর কামু আলজিরিয়ায় এসে স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। স্কুলের শান্ত পরিবেশে তাঁর নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সুযোগ হয়। ১৯৪২ সালে কামু প্যারিস এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধ আন্দোলন সফল করবার জন্য তিনি দিবারাত্রি কাজ করেছেন।

১৯৫৭ সালে কামুকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়

"for his important literary work which illuminates, with penetrating purposiveness, the problems of the human conscience in the contemporary world."

ঐ বছর নোবেল কমিটি আঁদ্রে মালরো, সেন্ট-জন পের্স এবং নিকোস কাজান্ট-জাকিসের দাবিও বিচার করেছিলেন। পুরস্কারের খবর পেয়ে কামু বিস্মিত হয়ে বললেন,

"Had I been a judge, I would have voted for Andre Malraux."

এই উক্তি থেকে কামুর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য একথা বলতে হয় যে, কামু মালরোর ভক্ত, সাহিত্য সাধনায় তাঁর নিকট ঋণ স্বীকার করতে কামু কখনো কুণ্ঠিত হননি।

১৯৩৭ সালে কামুর প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক বের হয়। মাত্র একশ কপি ছাপা হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী বই Noces প্রকাশিত হয় দু' বছর পরে। এ-বইয়ের প্রবন্ধগুলিতে তরুণ মনের রোমান্টিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলেও এখানেই প্রথম লেখকের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। ১৯৪২ সালে বের হল 'দি আউটসাইডার' বা 'দি স্ট্রেঞ্জার'। এই উপন্যাস য়ুরোপ আমেরিকায় অল্পদিনের মধ্যে অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করে। মানুষ এই পৃথিবীতে


সাম্প্রতিক প্রকাশনা

সাগর-নগর কুমারেশ ঘোষ ৩·৫০ ॥ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (তৃতীয় খণ্ড) বিনয় ঘোষ ১২·০০ ॥ অপারেশন নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬·০০ ॥ রাজা ও মালিনী বারীন্দ্রনাথ দাশ ৩·০০ ॥ মণিপদ্ম সুবোধকুমার চক্রবর্তী ৪·০০

বৃষ্টি, বৃষ্টি! ॥ মনোজ বসু

রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার সঙ্গে সংঘাত লাগল সত্যসন্ধ জ্ঞানীর পেশায়। ফলে সুস্থির থাকতে দিল না ইতিহাসের শান্তিকামী সাধককে। তারই সঙ্গে চরিত্রের নিকৃষ্টচোরা নিষিদ্ধ অনুরাগের আলাপ। সমাজের সর্বদিকে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি মনোজ বসুর। তারই সার্থক উদাহরণ এই বৃহৎ এবং মহৎ উপন্যাসে। ॥ তৃতীয় মুদ্রণ : ৬·০০ ॥

জরাসন্ধ

তামসী (ষষ্ঠ মুদ্রণ) ৫·৫০
লৌহকপাট (প্রথম খণ্ড : দ্বাদশ মুদ্রণ) ৩·৫০
লৌহকপাট (দ্বিতীয় খণ্ড : নবম মুদ্রণ) ৩·৫০
লৌহকপাট (তৃতীয় খণ্ড : চতুর্থ মুদ্রণ) ৫·০০

নীলকণ্ঠ

জলা ও প্রভাব (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৫·০০
হ রে ক র ক ম বা (দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২·৫০)
ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন (চতুর্থ মুদ্রণ : ৩·৫০)

হরেকরকমবা

সপ্তপদী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২·০০ ॥ পুতুলনাচের ইতিকথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫·৫০ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী এবং জলে ডাঙায় প্রত্যেকটি ৩·৫০ ॥ শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫·০০ ॥ বরযাত্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥ রবিতীর্থে বিনায়ক সান্যাল ৪·০০ ॥ কাশ্মীর প্রিন্সেস কার্নিক ৪·০০ ॥ অমৃতকুম্ভের সন্ধানে কালকূট ৫·০০ ॥ কাব্য-বিতান (সিনিয়র কেম্ব্রিজে অনুমোদিত) প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ১০·০০ ॥ ভেলকি থেকে ভেষজ আনন্দকিশোর মুন্সী ৫·০০ ॥ এরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৬·৫০ ॥ বিদেশ-বিভুঁই দক্ষিণারঞ্জন বসু ৬·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা—বারো

আগন্তুকের মতো কয়েক দিনের জন্য বাস করতে আসে। সংসারের অন্ধ নির্মম নিয়মের সঙ্গে মানুষের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন মিল নেই। তাই তাকে সারাজীবন নিষ্ফল সংগ্রাম করে যেতে হয়। য়ুরোপের সমকালীন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মনের প্রতিফলন পাওয়া যাবে এই কাহিনীতে। ঐ বৎসরই প্রকাশিত হয় 'দি মিথ অব সিসিফাস।' 'দি আউটসাইডারে' যা বলেছেন, প্রবন্ধ-পুস্তক 'দি মিথ অব সিসিফাসে' সেই তত্ত্বকেই আরও বিশদ-রূপে আলোচনা করা হয়েছে। করিন্থের রাজা সিসিফাসকে দেবতার অভিশাপে বিরাট এক প্রস্তর খণ্ডকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তুলতে হয়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কিছুদূর তোলবার পর পাথর গড়িয়ে নীচে নামে, আবার সিসিফাস পেছনে পেছনে ছুটে এসে ঠেলতে আরম্ভ করে। অবিশ্রাম এই অসম্ভব চেষ্টা চলছে। মানুষের ভাগ্যও তেমনি। জন্মের পর দেখতে পায় সে 'অ্যাবসার্ডের' প্রাচীরে বন্দী। সারাজীবন তাকে অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হয়।

কাম্যু (১৯১৩—১৯৬০)

দু' বছর পরে 'ক্রস পারপাসেস' এবং 'কালিগুলা' নামে দুটি নাটক বের হল। প্রথমটিতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত প্রবাসী নায়ককে চিনতে না পেরে মা ও বোন কি করে তাকে হত্যা করল, তারই মর্মন্তুদ কাহিনী বলা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রতীকী নাটক। যথার্থ পরিচয় না পেয়ে আত্মীয়-বন্ধুদেরও আমরা কেমন করে নির্যাতন করি, মনুষ্যত্ব বিকাশে বাধা দেই—এই নাটকে কামু তা বোঝাতে চেয়েছেন। 'কালিগুলা' এক উদ্ধত রোমান সম্রাটের কাহিনী উপলক্ষ্য করে রাজার হাতে নগ্ন চরম ক্ষমতার স্বরূপ বিশ্লেষণের সার্থক প্রচেষ্টা।

১৯৪৭ সালে পাওয়া গেল আর একটি উপন্যাস—'দি প্লেগ'। আলজিরিয়ার ওরাঁ বন্দর প্লেগের মড়কে আক্রান্ত হয়েছে। ডাঃ বেরনার রিয়োর নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছা-সেবক মড়কের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহর রোগমুক্ত করল। এটিও প্রতীকধর্মী উপন্যাস। হিটলারের শাসন প্লেগের মতো ভয়াবহ। লেখক ও পাঠকের মনে ছিল হিটলারের কথা। সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে এই ভয়াবহ অবস্থাকেও ঠেকানো যেতে পারে।

পরবর্তী প্রবন্ধ পুস্তকে 'দি রিবেল (১৯৫১)'-এ কামু য়ুরোপে বিগত দু'শ বছরে যত রাজনৈতিক ও চিন্তা বিপ্লব ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করে বর্তমানে বাঁচবার পথ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছেন। শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা আছে।

কামু তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'দি ফল (১৯৫৬)'এ নতুন পথ ধরেছেন। এতদিন তিনি বাহিরের বাধা ও এক অন্ধ অদৃশ্য-শক্তির বিরুদ্ধাচারণের জন্যই মানুষের আদর্শের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু 'দি ফল'-এর নায়ক জাঁ-বাপ্তিস্ত ক্লামেন্স উপলব্ধি করেছে তার পতনের জন্য সে নিজেই দায়ী।

ইংরেজী অনুবাদে কামুর সর্বশেষ বই Exile and the Kingdom (১৯৫৭)। এটি ছয়টি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলি [illegible] এবং একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বিরোধের বেদনাই এই ঐক্যসূত্র। এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প [illegible]।

কামুর অনেকগুলি বই এখনো ইংরেজীতে অনুবাদ হয়নি। সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হল না। তিনি কোয়েসলারের সঙ্গে মিলিতভাবে প্রাণদণ্ড রহিত করবার পক্ষে একটি বই লিখেছেন। এটি সম্ভবত তাঁর শেষ রচনা।

সাহিত্য-রসিকদের নিকট কামুর অকাল-মৃত্যু বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছে। তাঁর রচনা এখনো পরিণতি লাভ করেনি। 'আউটসাইডার' থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি বইতে তিনি নতুন পথে চলেছেন। কামুর রচনার আঙ্গিক ও মানসিকতার নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয়। 'আউট-সাইডারের' নায়ক মারসো নিঃসঙ্গ, পৃথিবীতে সে নিজেকে আগন্তুক মনে করে। কিন্তু 'দি প্লেগে' ডাঃ রিয়োর জীবনে তেমন নিঃসঙ্গতা নেই। তিনি অনেকের সঙ্গে মিলিতভাবে জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন। 'দি ফল'-এর পূর্ববর্তী রচনায় সমসাময়িক ঘটনা ও চিন্তাধারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই প্রথম পর্বে জীবনে সাফল্য লাভের অন্তরায় হিসাবে বাইরের ঘটনাকেই বড় করে দেখিয়েছেন কামু। আর এই পর্বে আমরা তাঁর লেখায় মেলভিল, হেমিংওয়ে, জিদ, মালরো এবং প্রাচীন গ্রীক লেখক প্রভৃতির প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই। 'দি ফলেই' কামুর স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে। তাঁর নায়ককে এখানে শুধুই পরিবেশের ক্রীড়নক হিসাবে পাই না, পাই মানুষ হিসাবে। নায়কের মানসিকতা তার পরিবেশের ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। কাম্যু

নীহার রঞ্জন গুপ্তের
সর্বাধুনিক উপন্যাস
[illegible]
দাম—৮, টাকা
আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রচনাবলী পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হয় যে, কীর্তির চেয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনাই ছিল মহত্তর।

কামু নিজেও একথা উপলব্ধি করেছিলেন। উপন্যাসের মানদণ্ডে বিচার করে তিনি তাঁর তিনটি কাহিনীর একটিকেও প্রকৃত উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। তাঁর মতে 'আউটসাইডার' ও 'দি ফল' শুধু recit বা ধারাবিবরণী; 'দি প্লেগ' হল chronique বা রিপোর্ট। একটিকেও বৃহৎ উপন্যাস রচনার প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। কামু 'দি ফার্স্ট ম্যান' নামে একটি বৃহৎ উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। নায়কের জন্ম থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত জীবনের বিস্তৃত বিবরণ থাকবে। এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। এই উপন্যাস কামুর [illegible] শেষ করে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

কামু জীবন অপেক্ষা মৃত্যুর কথা বেশী বলেছেন। তিনি জীবনবিলাসী নন, মৃত্যুবিলাসী এমন অভিযোগ কেউ কেউ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ যথার্থ নয়। মৃত্যুর অর্থহীনতা উপলব্ধি করে তিনি জীবনকে আরো নিবিড়ভাবে আঁকড়ে [illegible] এবং [illegible] কামুর জীবনের প্রথম পর্বটি যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়ে কেটেছিল। [illegible] তাঁর [illegible] মৃত্যু [illegible] হওয়ার পর [illegible] তাঁর মৃত্যু হয়েছে— [illegible] জীবন মৃত্যুর [illegible] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় [illegible] আকস্মিক [illegible] মৃত্যুর সঙ্গে [illegible] মুখোমুখি [illegible] হয়েছে [illegible] মৃত্যু [illegible] অনিবার্য [illegible] ও আকস্মিক [illegible] বিরুদ্ধে আমাদের নিরন্তর [illegible] সংগ্রাম করতে হয়। কামু তাঁর প্রধান প্রধান রচনাগুলিতে মানুষের [illegible] কথা বলেছেন। মানুষের [illegible] বন্দী; মানুষ নিজে বন্দী সমাজের যুক্তিহীন অন্যায় [illegible] মধ্যে। 'আউটসাইডার' সমাজের নিয়মে বন্দী; [illegible] বন্দী [illegible] প্লেগের প্রকোপে। 'দি ফল' এর নায়ক বিবেক-যন্ত্রণার শৃঙ্খলে বন্দী। মানুষের এই [illegible] উপলব্ধি করেও কামু জীবন-বিদ্বেষী নন। তিনি বলেছেন: In the midst of winter, I finally learned that there was in me an invincible summer."

'দি মিথ অব সিসিফাস'-এ তিনি জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যার কথা নাকচ করে দিয়েছেন। দুঃখ, যন্ত্রণা, [illegible] সত্ত্বেও বাঁচতে হবে; অবিরাম [illegible] করতে হবে জীবনের [illegible] পরিবেশের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম করে প্রত্যক


প্রকাশিত হল

[illegible]
[illegible]

## চিন্তামণি করের

# সান্নিধ্য

[illegible]

[illegible] অপূর্ব গ্রন্থ। দাম ৪.০০

সম্প্রতি প্রকাশিত

| | | |
|---|---|---|
| পান্থনিবাস | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪.০০ |
| তীরভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩.৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩.০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ২.৫০ |
| ইষ্টি কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩.৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩.৭৫ |
| শুক্লসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৫.০০ |
| সুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৫.০০ |
| একান্ত আপন | ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.০০ |

[illegible] বই

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | আপন প্রিয় [illegible] | ৩.০০ |
| | কথাকলি [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.৭৫ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৭.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.২৫ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪.০০ |
| | ॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥ | |
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.৫০ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

[illegible]

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

কোন ফল পাওয়া যাবে না; কিন্তু আমরা সকলে রুখে দাঁড়ালে জীবন-বিদ্বেষী শক্তিগুলি প্রবল হতে পারবে না, তাই কাম্যু বলেন, ফলের আশা না করে লড়াই করে যেতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের নিষ্কাম কর্মবাদের কথা মনে পড়ে।

অন্য কোন আশা যখন নেই, তখন বেঁচে থাকার অনুভূতিটাই সবচেয়ে বড় কথা। তবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বাঁচা নয়, অ্যাবসার্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্যেই আমাদের জীবনের সার্থকতা। বর্তমানে ধর্ম, প্রেম, সত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের চিরাগত আদর্শবাদের ব্যর্থতা দেখছি। এই পরিবেশে কাম্যু এবং অস্তিত্ববাদীদের জীবন-দর্শনই মানুষকে চরম হতাশা থেকে রক্ষা করতে পারে। কাম্যু অস্তিত্ববাদী কিনা সেই তর্ক না তুলেও বলা যেতে পারে তাঁর ভাবধারা অস্তিত্ববাদের সগোত্র। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বহু উন্নত হয়েও যুদ্ধে ফ্রান্সের পতন হল,—এই একান্ত অযৌক্তিক কারণ-সঞ্জাত অভিমান থেকেই ফ্রান্সে অস্তিত্ব-বাদের প্রসার ঘটেছে।

কাম্যু যে মৃত্যুবিলাসী নন তার আর একটি প্রমাণ তাঁর বিদ্রোহের সমর্থন। দি রিবেল গ্রন্থে কাম্যু বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন। সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রতি যাদের গভীর আসক্তি তারাই বিদ্রোহ করে। সুন্দর জীবনকে যথার্থরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিদ্রোহ বা বিপ্লবের প্রয়োজন। শিল্পী, লেখক ও দার্শনিকের বিদ্রোহ স্বার্থকলঙ্কিত নয়। তাঁদের বিদ্রোহ ভাবগত ও আদর্শগত, তাই বিশুদ্ধ। কাম্যু বলেন: The greatest style in art is expression of most passionate rebellion. সুতরাং "We have art in order not to die from truth."

শিল্পের বিদ্রোহ মৃত্যু, বিশৃঙ্খলা ও অসত্যের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী লেখক হিসাবে কাম্যু তাই মৃত্যুবিলাসী হতে পারেন না। মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি উদাসীন; কিন্তু সুস্থ জীবনধারা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের শেষ নেই। 'কালিগুলা'য় তিনি বলেছেন:

To lose one's life is a little thing ....But to see the sense of this life dissipated, to see our reason for existence disappear: that is what is insupportable."

জীবন এবং শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হল পূর্ণ স্বাধীনতা।

"The end of art, the end of each life, can only be to add to the sum of freedom and responsibility that is in every heart and in the world".

কাম্যু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে [illegible] উল্লেখ করেছেন। মানুষ হিসাবে [illegible] দেখে [illegible] নেই [illegible] হয়ে [illegible] অস্থির। [illegible] মানুষের ধর্ম।

কাম্যুর [illegible] মধ্যে [illegible] মনে হতে পারে [illegible] কাম্যু [illegible] তিনি [illegible] বিশেষ [illegible] এই সময় [illegible] হয়ে [illegible] লেখক হয়েও [illegible] পারেননি। [illegible] তাঁর [illegible] নেই। তাঁর [illegible] করে রয়েছে।

[illegible] কাম্যুর [illegible] দিয়ে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] দিল। [illegible] নন তিনি। ১৯৫৫ সালে এক [illegible] তিনি বলেছেন:—

"....we refuse to despair of mankind. Without having the unreasonable ambition to save men, we still want to serve them."

মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা হয়ত দুরাশা; কিন্তু মানুষের সেবা করবার অধিকার তো সকলেরই আছে।

কাম্যুর মানবিকতাবোধ ধর্মনিরপেক্ষ। 'দি প্লেগ'-এ ডাঃ রিয়ো এবং তারোর আলোচনা থেকে এর আভাস পাওয়া যাবে। তারো বলছে:

"How to be a saint without God: that is the only concrete problem I understand today."


প্রেমের গল্পের একটি নিরুপম সংকলন।

**সুশীল জানার** **দ্বিতীয় জীবন** দাম ৩ টাকা

"বাংলা সাহিত্যে তিনি যে বিশিষ্ট ভঙ্গীর অধিকারী গল্পগুলিতে তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়াছে।"......যুগান্তর

"যাঁরা কম লেখেন অথচ ভাল লেখেন সুশীল জানা তাঁদেরই অন্যতম গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। বহুদিন পরে একটি এক্সপ্রেস ভঙ্গির গল্প লেখায় পাঠক খুশিই হবেন।"......বসুমতী

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে প্রবীণ ঔপন্যাসিক

**সরোজকুমার রায় চৌধুরীর উপন্যাস** **মধুচক্র** দাম টাঃ ২·৫০ নঃ পঃ

**মঙ্গল বুক হাউস**

৭৪।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯।

(সি-৩০২৫)

প্র কা শি ত হ ল

# প্রেমেই ধন্বন্তরী

**প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত ২·৫০**

প্রেমেন্দ্র মিত্র এতকাল যা-কিছু লিখেছেন, তার প্রায় সবগুলোই সাহিত্যের উৎকর্ষ পর্যায়ভুক্ত হয়ে আছে; তবু তাই তাঁর সর্বাত্মক পরিচয় না। অবশ্য অন্যকালের অনাবিল আলো-ছায়ার মতো উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর এ-গ্রন্থ তার প্রমাণ। যদি তাই না হত, তা হলে তাঁরই কথায়, 'এ-কাহিনী না লিখলেও পারতাম।'

অ ন্যা ন্য প্র কা শি ত গ্র ন্থ

**গল্পলোক** । সুবোধ ঘোষ । ৪·০০ ॥ **বস্তু ও অপরা** । সঞ্জয় ভট্টাচার্য । ২·৫০ ও ৩·০০ ॥ **আঙুরলতা** । বিমল কর । ২·৭৫ ॥ **প্রজাপতির রঙ** । প্রবোধবন্ধু অধিকারী । ২·৫০ ॥ **ছেলেবেলার দিনগুলি** । পুণ্যলতা চক্রবর্তী । ৩·০০ ॥ **রা-কা-যে-টে-না-পা** । নলিনী দাস । ১·৭৫

**নিউস্ক্রিপ্ট** ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯
এ ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

আমি অবশ্য তোমাকে কোন চিঠি লেখার কথা ছিল না ভেবেছি। গত দু'বছরে আমরা অনেক চিঠি লিখেছি। এখন দেখ পেছনে তাকিয়ে মনে হয় আমাদেরও একটা অতীত আছে। যে অতীতের নাম দিয়েছ তুমি—মন যা কাঁদিয়েছে তাই করেছি। লিখেছ—আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই, তাই আমি বিয়ে করব না।

তুমি যা বলেছ তার ওপর নতুন কিছু বোঝাতে যাওয়ার মানে হয় না। বিদেশে পড়তে গেছ। তোমার বয়সে আমার মত কোন তিন ছেলে। তোমার ধারণা কতখানি ঠিক তা তর্ক করে বোঝাবার জিনিস নয়। বয়েস হবে। সংসার করবে। তোমার মনই তোমাকে সব বলবে।

তবে আমার কোন ক্ষতিও হয়নি লাভও হয়নি। স্বভাবে মানুষ আর বস্তু এক রকমের। মেঘ বৃষ্টি ঝড় এসব ত পর পর সাজান। তাই আর ভাবি না।

তোমার চিঠি পেয়ে মন খারাপ হল। রবিবার। মেসের ঘরে তালা দিয়ে লাইব্রেরীতে এলাম।

লাইব্রেরীতে সুরমার সঙ্গে দেখা। সুরমাকে তুমি চিনবে না। আমার মুখে নাম শুনে থাকতে পার। কথা সেরেই ঘরে ফিরবে। চাকরির পরীক্ষার এই এক জ্বালা।

"কি ব্যাপার। লাইব্রেরীতে?"

"অফিস নেই। দুপুরবেলা কি করব?" [illegible] একটু দিন দুয়েক ছুটি পেলাম। পরীক্ষার আর দু মাস এখন। তুমি ক্রমাগত [illegible]।

"এসে ভাল করেছ।" কি বলব ভাবি। [illegible] কি এ পরীক্ষার দরকার। এবারে [illegible]। [illegible] পরীক্ষা দেবে না। [illegible] একটু [illegible] বিকেল [illegible]।

"আরও পরীক্ষা আছে নাকি?"

"এখনও একটা দেবার বাকি।"

"খুব কঠিন বুঝি।" হাসতে হাসতে চাইল। ছোট, ছড়ানো সাজানো দাঁত। সাবধানে ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠুক ঠুক করে এক একটা দাঁত তুলে নেবার ইচ্ছে হল। তোমার দাঁত ভারি ভারি। হাসলে বয়েস কমে যেত।

"তোমার দাঁত ত খুব সুন্দর।"

"সপ্তাহে স্কেলিং করলাম সেদিন। ফোকলা হচ্ছিল। আচ্ছা এনামেল উঠে যায়নি তো?" দাঁতে দাঁত লাগিয়ে দেখাল। কারখানার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে যখন পড়াশুনো শুরু করলাম তখন সুরমার সঙ্গে আলাপ। টেস্টের আগেই কলেজ ছেড়ে দিল। শুনেছিলাম [illegible] মাইনে করছি। লাইব্রেরীতে একদিন দেখলাম [illegible] ইংরেজী পড়ায় [illegible] দিতে নেই। [illegible] দিয়ে [illegible] আছে। [illegible] পরীক্ষা দিল না। এসব তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগের কথা।

[illegible] মাঝে মাঝে দেখা হত সুরমার সঙ্গে। কখনও লাইব্রেরীতে। কখনও [illegible] ট্রামে। [illegible] তখন [illegible] ছিল জানি না। [illegible] এগিয়ে দিয়ে [illegible] সুরমা। [illegible] দিয়ে তোমার নীল চিঠিটা [illegible] পড়েছিল।

"না না, পয়সা আপনি দেবেন কেন? এখন, আমি এখন চাকরি করি।" বলেই হাত ধরতে গেল সেদিন।

তা সত্যি। মাস দুয়েক চাকরি পেয়েছে সুরমা।

হাতে করে রসগোল্লা আর ভরা ওমলেট এল।

"চা একটু পরে দিয়ো।" বলেই লঙ্কা-মরিচের গুঁড়ো ছড়াতে লাগল ওমলেটে। কোমরের নীল রুমালটা দেখা যাচ্ছে। এক পরত চর্বি বেরিয়ে আছে। এত খাবার।

অনেক পয়সার ব্যাপার। বারণ করব। কিন্তু কি হবে। ইচ্ছেও করে না। আসলে তোমার চিঠিটা মন প্রাণ [illegible] করে দিয়ে গেছে।...

সুরমাও চাকরিতে ঢুকে কয়েকদিনে বদলে এসেছে। এইত পরীক্ষার কদিন আগে একখানা ছবি দেখে সিনেমা হল থেকে লাইব্রেরীতে এসে হাজির। অনেক কষ্ট দুঃখের পর নায়ককে ফিরে পাওয়া নিয়ে ছবির গল্প। সম্ভবত বুকে হাত রেখে চিৎ হয়ে শোয় রাতে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে বোবায় ধরে।

"কার কথা ভাবছেন?" অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলাম। তোমার সামনে খুব কথা বলতাম। এমনিও সুরমা খানিক চপল হতে ভালবাসে। উত্তর না দিয়ে অন্য কথায় এলাম।

"অফিস কেমন লাগছে?...ডাক্তার সংখ্যা?"

ধমকে দিয়েছি। ধমকে দিয়েছি। কথার সঙ্গে চামচে ওমলেট কাটা থামল না। ঠোঁটের ওপর ঘাম জমেছে। মুখে নাকে তেল গড়াচ্ছে। মুখ থেকে পড়ে পড়ে ওমলেটের টুকরো ঠোঁট বাড়িয়ে ধরছিল। সে সময় সুরমাকে দেখছিলাম মন দিয়ে। কাছের থেকে দেখলে খুব নিকটের মনে হয়। তোমারও আমাকে আপন মনে হয়। শিখেছিলে—আমাকে যেন ভুল বুঝে তুমি কখনও ছেড়ে যেও না। আমরা কত অল্পদিন আর আছি পৃথিবীতে।'

কথাগুলো পড়ে মনে হতো আমারও মনে আছে। তুমি মেলার পাখি নও যে টিপলে ডেকে উঠবে। আমার ওপর এখন আর অনন্ত নরম কোথায়? সবটা দিন মনে হয় বিকেল হয়ে আছে। পৃথিবীতে অনেকদিন থাকব আমরা। কীসের ভাবনা? কিন্তু সুরমাকে বোঝাই কি করে? সিনেমা দেখা সিনেমাই। আর আমার সম্পর্কই না কাটাল। কি অনুযোগ সুরমার সেদিন: "আজ [illegible] কাজ পড়ে... [illegible] নিপ [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] সুরমা এসে হাজির। [illegible] [illegible] কি [illegible] পারব সুরমাকে [illegible] কথা [illegible] দিতে হল।

একটু একটু করে হাত হাতে পড়ে হল। সেদিন দুপুরের দিকে [illegible]। [illegible] থেকে বেরিয়ে মাঠে এসে বসলাম আমরা। কি দিয়ে শুরু করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

"তুমি কিন্তু অনেকখানি বদলে গেছ।"

এ-কথায় পা ভাঁজ করে নিল সুরমা।

"কোথায়?" চোখের মণি নামিয়ে পায়ের নখে স্থির করেছে। ছোটরা খেলতে এসে কাচের মার্বেল লুকোচুরি করেছে ঘাসের মধ্যে ফেলে গেছে। হাতের নখের মাথাগুলো ছাঁটা নেই। আঙুলে আমার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে ঢেকে দিল সুরমা।

"এই যেমন—আজকাল আমাকে স্নেহ করতে শুরু করেছ!"

হঠাৎ সুরমা আমার মুখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, "আমি আপনাকে স্নেহ করতে পারি? আপনার বন্ধুরা বলে না আমি কি খারাপ দেখতে!" হাসতে গিয়ে থামতে হল। ভেবে দেখলাম কোন্ বন্ধুদের কথা বলছে। যারা কোনো কালো রোগা মেয়ের সঙ্গে দেখলে বলে—

'শেষে এই তোর টেস্ট! ছিঃ!' যখন মনে হয় কেউ ভালবাসে, তখন তো ভয়ে যাই। এসব কথা সুরমাকে বলিনি। তোমাকে বললে তুমি স্তব্ধ হয়ে যেতে। সুরমা শুনলে কি করত জানি না। শুধু একরকম। সুরমা অন্য-একরকম। চিবুকে হাত রেখে লালচে ঠোঁট চেপে হাসলে বা পাশ থেকে দেখলে মনে হবে চোখ দুটি ভারি সুন্দর। চিঠিতে জানিয়েছিলে তুমি কেমন দেখতে হয়েছ?

[illegible] এক একদিন [illegible] [illegible] এখানে এসে আমি [illegible] সুন্দর হয়েছি। [illegible] একটু [illegible] হয়েছে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] অন্য [illegible] একটা [illegible] দেখে [illegible]

[illegible]

"[illegible] দিয়েছে দিলেন।" [illegible] বলল সুরমা। অফিসের [illegible] দুটি [illegible] ভিড়ে [illegible] হাত [illegible] যায়। তখন দুটি [illegible] মত হাসে।

"[illegible] কোথা থেকে? তুমিও [illegible] অফিস কেমন লাগছে বললে না তো।"

"লাগবার মত কিছু নেই।"

"শুধু দু একজন।"

[illegible] আমারই মত মাঝিমাল্লা কেরানী।" কথা বলছিলাম অন্ধকারে বসে। লাইব্রেরীর টেনা [illegible] কেউ নেই। ভাগ্যিস আমাদের মা বাবা [illegible] ছিলেন। না হলে আমরা কোথায় যেতাম। আচ্ছা ভেবে দেখ, আমি


অচিন্ত্যকুমার সেই এক সাহিত্যিক [illegible] ক্ষণকালের উপর দাঁড়িয়ে খুলে [illegible] পারেন নিত্যকালের সিংহদ্বার।

রূপকুশলী অচিন্ত্যকুমারের অপরূপ ভাষা আর ছন্দোময় [illegible] মহিমান্বিত ১৪টি প্রেমের গল্পের শোভন সংকলন।

# প্রেমের গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দাম : চার টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯



এ. [illegible]

প্র কা শি ত হ ল

[illegible]

# মনের মধ্যে মন

[illegible]

## দীপক চৌধুরী

[illegible]

দাম : [illegible] টাকা

শ ক্তি মা ন লে খ কে র

শক্তিশালী রচনার প্রতীক

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স । এ, ৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলকাতা ১২


[illegible] GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

এসে ভাবছি। সামনে আমার ভাবনার সংগে সংগহীন এই মেয়েটি বসে। কথা নেই মুখে।

এই মুহূর্তে আমাকে নিতে পারে? আগে ভাবিনি, কেন বলতে গেলাম? আর সত্যিই, তো আমাকে কিভাবে নেবে ও। একেই তো নেওয়ার জন্যে লোক দরকার। ... ঢেকে বসল সুরমা।

"আমাকে বিয়ে করতে পারবে? আমার চাকরি নেই।" বেশ জোর দিয়েই বললাম। তুমিও জোর দিয়ে লিখতে: জীবনে তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না। তুমি খানিকটা নাটুকে।

সুরমার হাতখানা টেনে নিলাম। আঙুল দিয়ে চেরা সিঁথিটার দাগ নিলাম। কানের নরম প্রান্ত ধরে টেনে দেখলাম দুজন পারেন। পরলে বাধা পেত। পেলেও চুপ করে থাকত। বেকায়দায় আমার হাতখানি টেনে নিল সুরমা। যেন বেওয়ারিশ জিনিস। মোল কাটা পড়ে লাইনের পাশে পড়েছিল এতক্ষণ। একটু পরে আমার হাত ছেড়ে দিল। ওর দুটো হাত জুড়ে গেল।

"আমাকে ভাল লাগে তোমার?" আমার


# ৫ থেকে ৫০ মণ...

শেখ আবদুল গফুর ও তাঁর পাঁচ ভাই, তাঁদের জমিতে প্রতি একরে ফসলের উৎপাদন এতোখানি বাড়াতে পেরেছেন। তাঁদের সাফল্যের গোপন কথা হোল—উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি এবং যুক্ত চাষ।

নতুন ধরণে চাষ করার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিহারের ... গ্রামের এই কৃষকগণ, ভালো বীজ লাইন করে লাগিয়ে, যথেষ্ট সার দিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ শুরু করলেন। এঁরা সকলে মিলে নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী করে এবং নতুন ধরণে চাষ করে, তাঁদের প্রায় ৬২ একর জমি যুক্তভাবে চাষ করলেন। এই সবের জন্য তাঁরা অন্য কারুর সাহায্য নেন নি—নিজেদের চেষ্টাতেই সব করেছেন।

ফলে—যেখানে গতানুগতিক চাষে, তাঁরা বড় জোর গড়পড়তা ৫/৬ মণ ধান পেতেন উন্নত ধরণের চাষে সেখানে তাঁরা প্রতি একরে ৪০ থেকে ৫০ মণ ফসল পেয়েছেন।

আপনার জমি থেকে আপনি আরও বেশী ফসল পেতে পারেন—উন্নত ধরণের পদ্ধতিতে চাষ করুন—এবং বেশী ফসল গোলায় তুলুন। এর আর একটা অর্থ হোল—দেশের সকলের জন্যই আরও বেশী খাদ্য।

## পরিকল্পনাকে সাহায্য করে নিজেকেই সাহায্য করুন

কাজেই তো আমাকে কেমন খারাপ লাগে।"

আমার কথাগুলো শুনেছে ও। কাঁটা ধরে কাছে নিয়ে এলাম। শাড়ির [illegible] অভাবে তৈরী করানো ব্লাউজ। পিঠটা দেখতে পছন্দ না। তবু বেশীক্ষণ চোখ লাগবে না। ওর কাঁধের ব্লাউজের [illegible] বুড়ো আঙুলে ধরে দেখলাম। [illegible] ব্লাউজের ওপর হাত রাখলে [illegible] লাগবে। কোমরটা সরু। চোখের কোণে কালি। নাকের [illegible] নরম লাগছে। ওখান থেকে শরীরের সব [illegible] নিতে হয়। এমন ভাবছি, [illegible] কেমন শব্দ করল [illegible]। একটা [illegible] থেকে [illegible] আমরা [illegible] ভাবছি না [illegible]। ওর মধ্যে আমার কাঁধে [illegible] নয় যে এমন সুখী হয়ে শব্দ করবে।

সময় সেই [illegible] এল আরও। ইচ্ছে ছিল [illegible] কেমন লাগবে কে জানে। [illegible] কেমন শব্দ। [illegible]

"তুমি [illegible] ভুল না [illegible]।"

এই [illegible] ও এসে আরও [illegible] লাগল।

"[illegible]" বলে [illegible] শাড়ির [illegible] এল। [illegible] কালো [illegible] উপহার করে [illegible] লাগল।

[illegible] কাজেই উপরে একটু হয়ে আছে। [illegible] ওর সাথে [illegible] এক জায়গায় এসে থেকে পড়েছে। সেটাই কেমন [illegible]। [illegible] বছর। [illegible] বেশী হলে [illegible] বছর আগে। এখনই কেমন [illegible] লাগে। [illegible] হচ্ছে। [illegible] সেই একই [illegible]।

সুরুচি এখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

তুমি ত বললেই। [illegible] হয়ত কাঁটা ধরলাম শুধু, [illegible] ছিলো [illegible] আর হয় না। চোখের [illegible] সব সময়েই থাকবে।

[illegible] বাড়িটার ছাদে ভাঙা শরীরটা [illegible] কাছে হয়ে [illegible] ছিলাম। [illegible] যখন বাড়ীটা [illegible] একটা বুড়ো কুকুর [illegible] থাকছে। এমন ভাবে [illegible] করে আছে, মনে হবে হাসছে আরামে।

আমরা হয়ে যাব।

ঠিক এই মুহূর্তে নিজের ওপর রাগ হল। তার চেয়ে বেশী রাগ হল সুরুচির ওপর। বোকা হয়ে বসে আছে। [illegible] একটা কথা তো বলতে পারে।

"তোমার বাবা তোমার বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? বয়েস কত হল?"

এখানে অন্ধকার। উঁচু-নীচু ছাদের ওপর মুখখানি রাখল। [illegible] শরীর একটু একটু নড়ছে।

হাঁটুতে চোখ রেখে বলল, "বাইশ। [illegible]" একটা হাতের মুঠ- [illegible] আমার দিকে তাকিয়ে [illegible] "কেউই না [illegible] করবে।"

"কেন, বাড়ীর লোকেরা দিতে চায়?"

"ভয় করে। ভীষণ ভয় করে।"

[illegible] একটা [illegible] একটা [illegible] দিয়ে [illegible] এমন অন্ধকারে [illegible] একটা [illegible] শব্দ [illegible]। [illegible] কথাগুলো [illegible] দিয়ে যাচ্ছে [illegible] না এর।

[illegible]

[illegible]

সুরুচির ওপরে নয়, সুরুচির ওপরেই কেমন একটা মায়া হল। পাশে শাড়ি, চোখ বন্ধ, কার্নিশের গোড়ায় [illegible] ঠেকেছে। সামনের ক বছরের জীবন। এর [illegible] পারেও কোন একটি মেয়ের বাসনার সামগ্রী নাকি। [illegible] বাসনা আমাকে মহৎ করে। যে মহৎ, যে মহনীয় হয়, তাকেই [illegible] কেমন করুণা করতে ইচ্ছে হয়।

সব অন্ধকার মাঠ থেকে [illegible] আলোতে এলেন। হাঁটুতে হাঁটুতে [illegible] থাকলে [illegible] কি [illegible] হবে [illegible] চলে গেল।

"[illegible] এইভাবে হাঁটছেন। ভীষণ ভয় করে। [illegible] কোনদিন [illegible] পড়বেন।" [illegible] মনে হয়, যদি [illegible] পড়ি, তবে কেন একেবারে পড়ি। উঃ! [illegible] পড়ে থাকা। তবেই [illegible] না।

[illegible] অন্ধকারের [illegible]। একটা [illegible] দিয়ে অন্ধকার পার হয়ে [illegible] এমন [illegible] না। অথচ ওকে [illegible] কিছু নেই। "আচ্ছা, তোমার [illegible] একটা ভাল [illegible] করবে। তোমাকে [illegible] চলবে না।"

[illegible] ইচ্ছে [illegible] ওর এই [illegible]

উৎসবে
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট• কলিকাতা

করে দিয়ে ওকে একটা স্বস্তির জগতে নিয়ে আসি। সেই মুহূর্তে তোমার কথা আমি একেবারে ভুলে গেছি।

"আমারটা আমি বুঝব। আচ্ছা, আপনি কি হতে চান, বলুন তো। কি আপনার ভাল লাগে।"

"তোমার জেনে কি হবে।" কয়লার গাড়ির মোষ লেজের বাড়ি মারল হাতে।

"না। এমনি। দেখি ত আপনি কেমন মনমরা হয়ে বসে থাকেন। ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।"

সুরমার ঠোঁট দুখানা নীলচে লাগছে। কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছে। তাই ভিড়ে হাঁটতেও হচ্ছে আমার পাশে পাশে। একদিন বিয়ে হবে। এমন ঠোঁটের মেয়েরা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন ভারিক্কী গিন্নী হয়ে ছোট নাতিতে সুন্দর কুচোয়। ছেলের বৌর হাতে জর্দার কৌটটা কোথায় জানতে চায়। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গা পেরিয়ে নবগ্রহ মন্দির। প্রণামীর থালায় ব্যাগ খুলে পয়সা দিল সুরমা। মাথা নিচু করে নমস্কারও করল।

"কি বললে ভগবানকে?"

"বলব কেন? বাসনার কথা বলে দিলে কামনা হয়ে যায়।" অল্পবয়সী ঠাকুরমা কথা বলছে মনে হবে। শুনতে কিন্তু ভাল লাগছিল।

কালীঘাট, নিওন আলো, ফুটপাত, ঠেলাগাড়ি—পার্ক স্ট্রীট ট্রাম স্টপে এলাম আমরা।

"আচ্ছা, আমরা নতুন তো হাঁটছি একসঙ্গে। অনেকে দেখছে হয়ত।" হঠাৎ পর ঠোঁট উল্টেই বলল—"দেখুকগে।"

চুপচাপ। পানের দোকান। ট্রাফিকের লাল আলো। হজুর পার্কে মিটিং হচ্ছে।

সুরমা ডান পাশ দিয়ে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলিংটনের নির্জন ট্রাম লাইনে এসে গেছি।


সদ্যপ্রকাশিত সুপাঠ্য রচনাবলী

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস

**সাড়া**

যে উপন্যাস নতুন যুগের বাণী শুনিয়েছে। পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ। ৩.০০ ॥

লীলা মজুমদারের নতুন লেখা

**বাঘের চোখ**

সচিত্র কাহিনী। চমৎকার প্রচ্ছদ। ২.৫০ ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি উপন্যাস একত্রে

**ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস**

সঙ্গে "পিঁপড়ে পুরাণ"। ২.৫০ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নাটগুচ্ছ

**নতুন তারা**

নতুন তারা শুধু আকাশে নতুন নয়, সাহিত্যেই নতুন। সাতটি একাঙ্ক নাটিকার উজ্জ্বল সমাবেশ। যে কোন থিয়েটারে, ঘরে বা বাইরে, মঞ্চে বা মণ্ডপে ক্লাব-থিয়েটারের মতো অভিনয়ের উপযোগী। দীপ্ত সংলাপ, তীক্ষ্ণ সংঘর্ষ ও নিবিড় উৎকণ্ঠা যা একমাত্র অচিন্ত্যকুমারেরই সম্ভব তার এবং স্বাদে একটি অনন্য ও অনিন্দ্য সৃষ্টি। ৩.০০ ॥

যে দুটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নতুন ভাবের দ্যোতনা এনেছে

**দিলীপকুমার রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি**

**তরঙ্গ রোধিবে কে** ৬.০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর বিস্ময়কর রচনা

**এক মুঠো আকাশ** (৪র্থ সং) ৫.০০

**প্রকাশের অপেক্ষায়ঃ** চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের **শ্রেষ্ঠ গল্প**
প্রতিভা বসুর **প্রেমের গল্প**

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইঃ জ্যোতির্ময় ঘোষের রসরচনা **ভজহরির সংসার** ৩.০০ ॥ পরিমল গোস্বামীর উপন্যাস **স্কুলের মেয়েরা** ২.০০ ॥ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর-উপন্যাস **মন্দীপন পাঠশালা** ১.৫০ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্রন্থ **সামনে চড়াই** ১.৫০ ॥ বিধায়ক ভট্টাচার্যের উপন্যাস **অজানিতার চিঠি** ৩.০০ ॥ অহীন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকাসমৃদ্ধ ছটি পুরস্কারপ্রাপ্ত একাঙ্কিকা **একাঙ্ক নাটক সংকলন** ৩.০০ ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক **এক মুঠো আকাশ** ৩.০০ ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপন্যাস **মধুবাই** ২.৫০ ॥

**গ্রন্থম**
২২।১, কর্ণোয়ালিশ স্ট্রীট
॥ কলিকাতা—৬ ॥


"আমরা হাঁটছি পাশাপাশি। অথচ লোকে কত ভুল বুঝবে। ভাববে......" কথাটা শেষ করল না। হাসল, খুব মৃদুস্বরে বলল—[illegible] কপোত-কপোতী যেন। ......কি ভাবছে?"

[illegible]

সুরমা অফিস ফেরত পরীক্ষা হাতে আসতে চাইছিল। স্মরণ করে দিলাম, তুমি থাকলেও চাইবে। পাড়ার পার্কে কুয়াশার এমন একটা বড় আছে যে, কিছুদূর এগিয়ে গেলেই পথ থেকে প্রায় দেখা যায় না। আবার সেই হাওয়া খুলে ঘরে ঢুকতে হবে নড়বড়ে সিঁড়িটা বেয়ে। ধাপ-গুলোও কেমন ভাঙাচোরা। একতলার মাতাল আয়েঙ্গারের চোখ এড়ালেও ওর কুকুরটা নতুন কাউকে দেখলেই এমন চেঁচাতে শুরু করবে। পাটকলে চাকরি করেও কুকুর পোষার শখ আছে। তুমি এসে মাঠটাতে গিয়ে বসতে।

সুরমাকে মাঠে নিয়ে বসাতে মায়া হল। অনেকক্ষণ তো হাঁটাই ছিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। কদিন ধরে সারা বাড়ির ইলেকট্রিক ফিউজ। আচ্ছা, হ্যারিকেনের

আলোর আয়নার সুরে আছে। ওপাশে কোন অজানা গলায় দড়ি-বাঁধা কুকুরটা লম্বা সাদা ঘর কি কামড়াচ্ছে' শব্দ হচ্ছে দাঁতে আর হাড়ে। [illegible] হাঁটু, [illegible] পারে। এলোমেলো ঠোঁট-খাওয়া [illegible] হাওয়ায় [illegible] বাঁশি বাঁধুরে শীর্ণ শব্দ উঠছে।

[illegible]

না।

সুরমা [illegible]

[illegible]

ভারতবর্ষ [illegible]

[illegible] পড়ে। [illegible] জমেছিল। [illegible] ধানভানার [illegible] জেনে [illegible] ভরা [illegible] কালো [illegible] সাদা মাটি, খয়েরি মাটি, আমরা [illegible] গন্ধও মিশে ছিল।

আচ্ছা, আমি তুমি সুরমা, আমরা তিনজন কোন হাসপাতালে মরে গেলাম। আমাদের দেহের জন্য কোন দাবি নেই কারও। ডাক্তারবাবুর আদেশে আমাদের শরীর পছন্দ করে ওদের মাঝখানে টেবিলের পাঠান হল। কিছুদিন পরে আর মাংস নেই। ওদের তিনজন নতুন হাড় আমাদের মিলে মিল। আমরা বন্ধন, [illegible] সঙ্গে এক হয়ে গেলাম।

জানিস সুরমা বললি এত সিগারেট খাও কেন? কলকাতায় বসন্ত হলে তুমি লণ্ডন

থেকে সাবধানে থাকতে শিখছে। অতি-ব্যবহারে শরীরটা কেমন জীর্ণ লাগে। জোড়গুলো আলগা লাগছে কিছুদিন। [illegible] শুয়ে ছিলাম। বিছানায় শুয়েই সুরমাকে একগ্লাস জল দিতে বললাম। কুঁজো থেকে জল ভরার ভঙ্গী, আঁচল লুটিয়ে ধীরেসুস্থে জলের গ্লাস হাতে [illegible] সন্তর্পণে কাছে এসে দাঁড়াল, হাতে ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। জল খেয়ে বললাম, "[illegible] রাখতে হবে না। ওখানেই রেখে দিয়ে কাছে এসে বস।"

"না। [illegible] রান্না হয়ে যাচ্ছে।"

[illegible]

[illegible]

কাগজের ওপর পড়ল। পাখা উড়ছে কাগজে কি বিশ্রী শব্দ করছে। ফুলদানির ফুলটা তুলে দিলাম। [illegible] গেছে ফুলটি। প্রায় শুকিয়েছে। আবার তুললাম। সুরমা কথা না বলে বাইরে [illegible] হাতে [illegible] দিল ওপাশে। আস্তে আস্তে পাখা ঘুরিয়ে [illegible] হয়ে গেল। বাইরে [illegible] সুরমা একমনে [illegible] দেখছে। সুরমার দিকে তাকালাম। ফুলটা হাত থেকে পড়ে [illegible] যেখানে [illegible] দেখেছি। কাঁপছে। মুখে হাসি। আঙুল [illegible] ছুঁড়ে পড়ল। [illegible] মুখ [illegible] এমনি [illegible] মুখ দেখেছি। [illegible]

লিপিকার তৃতীয় বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

# বিদূষক

অসামান্য চরিত্রের অসামান্য রূপায়ণ

এমন একটি মানুষকে নিয়েও যে উপন্যাস লেখা যেতে পারে, এর আগে
তা কেউ ভাবতেও পারেনি। সেই মানুষটি,
সকলকে যে শুধু হাসিয়েই গেছে, তবুও
জীবন [illegible] ছিল [illegible] ছিল।
সেই মানুষ, [illegible] প্রেম, [illegible] অন্তরালও [illegible]
[illegible]
যে জীবনের [illegible] উচ্চারিত হয়।
কে তাকে [illegible]—অস্বীকার করবে?
[illegible] এই অসামান্য উপন্যাসে
[illegible]
এ এক আশ্চর্য অসাধারণ, অশ্রুতপূর্ব গ্রন্থ।

দাম [illegible] টাকা

॥ লিপিকার আর দুটি বই ॥

তারাশঙ্করের একমাত্র প্রবন্ধ-সংকলন

**সাহিত্যের সত্য**

২৷৷৹

মরুবেশ-এর চিত্রকারী, রোমাঞ্চকর গ্রন্থ

**[illegible]**

৩৲

পরিবেশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৯।

ঘুরিয়ে চুমু খেলাম ঠোঁটে। তেমন কিন্তু লাগল না। সুরমা আমার মাথা দুহাতে কোলে তুলে নিল। ভীষণ জোরে আমার মুখে, ঠোঁট, জিব, ঘষে দিল। পোস্ট অফিসের খামে লাগান আঠার গন্ধ পাচ্ছি। ঠোঁটের ওপর দারুণ ঘাম হয়েছে। গলার নীচেটা একটা শরু হারে, ঘামে, বিশ্রী ক্যাতকেতে হয়ে গেছে। আমি তখন ওর নাকের ফুটো দেখছিলাম। ঐটুকু পথ দিয়ে কি করে এত হাওয়া যায় শরীরে।

পিঠে মুখ রাখব। সুরমা নড়ল না। আমি পিঠ খুলে নিলাম। আরও ঘাম। পিঠে মুখ রেখে ওর শিরদাঁড়াটা দেখছিলাম। বড় বড় চানু মাছের প্রায় এমন মোটা শিরদাঁড়া হয়। কতদিন মাছের শিরদাঁড়া দাঁতে চিবিয়ে ভেঙে ফেলেছি। সুরমা খুব ক্লান্ত। এই শরীরে কতখানি হেঁটেছে। সবসুদ্ধ পাঁচানব্বই পাউণ্ড ওজন হবে ওর।

বললাম, "আচ্ছা, তোমার চুলে যখন চোখ ডুবিয়ে ছিলাম, তখন কি মনে হচ্ছিল আমার বল তো?"

"যাঃ! আমি কি করে বলব আপনার কথা?" এমন তীক্ষ্ন গলা চিরে দিয়ে হাসল!

"আমার তো মনে হচ্ছিল অন্ধকারে জলভর্তি নৌকোর ভরাডুবি হচ্ছে। তোমার কেমন লাগছিল? মনে মনে হাসছিলে যেন।"

"কি করে বলব! মনে নেই।"

"তোমাদের চুলে তো কোন ইন্দ্রিয় নেই। তবে অমন সুখী ভাবটা দেখাচ্ছিলে কি করে?"

"আপনারা কখন কি করেন, তার কি কিছু ঠিক আছে! সুখ-টুখ কিছু বুঝি না।" জানলায় অন্ধকার, বৃষ্টির ছাট আসছে। দেওয়ালে বিলাতী চা কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার। হিমালয়ের বরফ আচ্ছন্ন প্রান্তরে বড় বড় নীল পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। দূরে উঁচু-নীচু সমতলে ঢালা চায়ের চাষ। পাহাড়ের নীল চুড়ো। পাইনের আড়ালে বরফের ওপর হরিণ ছুটতে গিয়ে থমকে পড়েছে। বাঁকানো শিং। গাছের শুকনো ডালও হতে পারে। চা কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার। ছবিটা দেখলে চায়ের কথা মনে পড়ে না কিছুতেই। একটু থেমে বলতে লাগল সুরমা, "আপনার ভাল লাগছে এই ছবিটা কেমন ভাল লাগে!"

খানিক পরে উঠে এলাম বাইরে। কাঠের সিঁড়িতে এসে দেখলাম, বৃষ্টি হচ্ছে কিনা। না। থেমে গেছে। মোম ধরিয়ে সেই আগুনে সিগারেট ধরালাম। চোখ কি-একটা রক্তহীন হরফে জ্যাবজেবে হয়ে উঠেছে। মোমের পোড়া সুতোর ছাই উড়ে এসে সিগারেট ধরাবার সময় চোখে পড়ে থাকবে। একটা আঘাত-খাওয়া কুকুরের মত করে কাঁদতে লাগলাম। একটানা। থামতেই চায় না। আমার কোথাও কোন কষ্ট ছিল। কী-একটা খুব জোরে এসে লেগেছে সেখানে। অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঁদছি। এতে কোন হাত নেই আমার।

পুলিস ফাঁড়িতে লোহা পিটিয়ে ঘণ্টা দিচ্ছে। আলাদা আলাদা শব্দ। গুনলাম। রাত দশটা। দূরের ট্রামের শব্দ এখন জাহাজের নোঙর তোলার মত লাগবে। লণ্ডনে এখন বিকেল। হঠাৎ একসময়ে দক্ষিণ উপকূলে তুষার ঝড়ও উঠতে পারে। পা অবধি লম্বা ঝুল ভেলভেট কোট আছে তোমার। ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই।

ময়লা মোমের ছাই মাখানো আঁচল কাঁধে ফেলল। কপালে হাত বুলিয়ে, মুখের হাসি মুছল আঁচলে। তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল—ঠিক আমার পেছনেই। [illegible]

এখানে বরফ পড়ে না। শুধু রাত দশটায় চাপ চাপ ধোঁয়া এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ পাড়াটাকে গুলে খায়। তার ওপর আবার বৃষ্টি হল। নিঃশব্দে আটকে আসছে। ঈশ্বরের ছোট মেয়ের মত পায়ের খাঁজ [illegible] পা দিয়ে ঠোকর দিতে দিতে সুরমা চলে গেল। শেষ ট্রামটা ধরতে না পারলেই গেল! সেই কখন বেরিয়েছে। ভাবলাম ডেকে বলি, পা চালিয়ে যাও। এমন ধীরেসুস্থে খেলতে খেলতে যাচ্ছে। অবিশ্যি ট্রাম লাইন অবধি এ-গলিটায় লোকজনের যাতায়াত বেশী নয়।

ঘরে এলাম। [illegible] সেখানেই বসে।

আচ্ছা, কাল পরীক্ষা, পরশু ইণ্টারভ্যু। পরশু যদি চাকরি হয়ে যায়! কি বলব সুরমাকে। কি বলব তাকে?

তোমার বয়েসে আমার মার কোলে তিন ছেলে। আগের কালে অবশ্য অল্প বয়সে বিয়ে হত। তবু, তুমি তো সবই জান। সবই বোঝ।


য়ুরোপে লেখা
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের
চাঞ্চল্যকর ভ্রমণকাহিনী

ডোভার পেরিয়ে

আর্ট পেপারে উনিশটি ছবি। প্রথম শ্রেণীর কাগজ। প্রথম শ্রেণীর ছাপা। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। মূল্য: ৪·৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি:—১২

(সি ১৪২৭)

সদ্য প্রকাশিত হল
স্বর্গত নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্রের

আমেরিকায় শিশিরকুমার

বিশ্ববরেণ্য নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ১৯২৯ সালে তদানীন্তন বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী-বৃন্দ সহ আমেরিকায় গিয়ে বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন নাট্যশালাতে যে যুগান্তর ঘটিয়ে আসেন তারই প্রামাণিক ঘটনাবলী।
● নিঃসন্দেহে নাট্যসাহিত্যে এ এক বলিষ্ঠ সংযোজন ●
দাম পাঁচ টাকা

গুনে পুণ্যবান

বিধায়ক ভট্টাচার্য বিরচিত যে অমরেন্দ্রের কাহিনীগুলি ইতিপূর্বে পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তারই অনুপম একত্র সমাবেশ। তিন ঘণ্টা অভিনয়ের উপযোগী।
দাম আড়াই টাকা

বুক এণ্ড বুক
৪৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা
অথবা যে কোনও বড় দোকানে পাওয়া যায়

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

## শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

॥ ১০ ॥

আমার অবস্থাটা আতঙ্ক দেখবার মুখের ভাবে ফুটে উঠে থাকবে। দেবেনবাবু, যা লক্ষ করেই সম্ভবতঃ আমাকে কাছে ডেকে নিলেন, বললেন—ভয় পাচ্ছ নাকি?

মৃদুকণ্ঠেই বললাম—শিশিরবাবু যদি জানতে পারেন?

উনি একটু হাসলেন, বললেন—না।

অর্থাৎ শিশিরবাবুকে বোঝাতে চাইলেন,—আমার দিক থেকে কেউ কিছু জানতে পারবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। উনি আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—কোনো ভয় নেই। [illegible] নিয়ে এসো।

[illegible] শিশিরবাবুর দলও [illegible] না।

আমার শিশিরবাবুর [illegible] একেবারেই [illegible] না।

[illegible] ক্ষতি নয় না। [illegible] দেখে [illegible] না।

আমাদের [illegible] হল কিন্তু বিপদ। দেবেনবাবু, মনমোহন নিয়ে আসতে বলেছেন। তবে আমরা তিনজন, অর্থাৎ আমি, বিশ্বনাথ আর প্রবোধ ছাড়া লোক কই? লোকজন না পেয়ে, যদি মনীন্দ্র বা দেবেনবাবু থিয়েটার বন্ধ করে দেন? ছোট পার্ট পাই ক্ষতি নেই, কিন্তু থিয়েটারটা হওয়াই চাই, এই ছিল আমাদের মনোগত অভিপ্রায়। সেইজন্য, অন্যের সম্বন্ধে যে আসতে চাইবে না সে কথাটা বেমালুম চেপে গেলাম, ওঁদের আর তা বললাম না।

তিনজনে রিহার্সালে ঠিক যাচ্ছি। কিন্তু 'রাণা প্রতাপ' বই ঠিক হয়েছে, বহুলোক দরকার। কোথায় এত লোক? ওঁরা একদিন জেরা করলেন—কই হে, তোমাদের দল কই?

'রাণা প্রতাপ'-এ আমাকে দিয়েছিলেন ওঁরা 'আলাপতি মানার পার্ট', হলদিঘাটের যুদ্ধের আগের একটি ছোট দৃশ্য, তাতে আমার ২।১ বার প্রবেশ ও প্রস্থান ছিল। তাই খুব আগ্রহের সঙ্গে তৈরী করছিলাম পার্টটা। দিন দু'তিনবার করে আসতাম। সকালে আসতাম, দুপুরে আসতাম খাওয়া-দাওয়ার [illegible], আবার সন্ধেবেলায় খানিকটা হয়, হাইট্ট্রুর জন্যই। কারণ, সন্ধ্যা ভোর হয়ে এলেই বাড়ি ফিরতে হবে।

কিন্তু 'কালাপতি মানাই' ও 'রাণা প্রতাপ'-এর সব নয়। প্রচুর ভূমিকা। ওঁদের প্রশ্নের উত্তরে অগত্যা বলতেই হ'লো সাঁচ্চা কথাটা। বললাম—ওরা কেউ আসবে না।

ওঁরা কী ভেবে চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে মনীন্দ্র বললেন, বেশ, ওরা না আসে, না আসবে। তোমরাই লেগে যাও।

দেবেনবাবুকে ফিরে ফিরে বললেন—এরা ত তিনজন রইল, এছাড়া যাকে-যাকে দরকার, তুমিই খবর দিয়ে আনাও।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, যা ভেবেছিলাম, তাই হল। লোকজনের অভাব দেখে দেবেনবাবু বইটা পাল্টে দিলেন। বললেন—'রিজিয়া' হবে।

—রাণা প্রতাপ হবে না?

না।

বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। আমার অতো যত্নের 'কালাপতি মানা' শূন্যে মিলিয়ে যাবে!

দেবেনবাবু পিঠ চাপড়ে বললেন—দমে যেও না। 'রিজিয়া'য় তোমাকে ভালো পার্ট দেবো।

দেবেনবাবুর নিজের তৈরী ছিল 'বক্তিয়ার'-এর ভূমিকা। আরও ক'জনকে নিয়ে এলেন। পুরানোদের মধ্যে ছিলেন ভাওনা প্রেসের ম্যানেজার তারকবাবু। তারকচন্দ্র দত্ত। তাঁকে দেওয়া হল '[illegible]'-এর ভূমিকা। আমি হলাম 'সমরকন্দ', প্রবোধ '[illegible]', বিশ্বনাথ 'বাইরাম খাঁ'।

শুরু হলো রিহার্সাল। সারা দুপুর ধরে খাঁটিমতো রিহার্সাল চলতে লাগল। তিন-চারখানা 'রিজিয়া' বই কিনে ফেলা হল। দেবেনবাবু প্রথমেই নিজে বইটা আমাদের কাছে পড়ে সব বুঝিয়ে দিয়ে-

ছিলেন। ননীদার ক্লাবের ঘরে ব'সে আমাদের যার যা পার্ট সব টুকে নিতে লাগলাম সকাল-দুপুরে-সন্ধ্যায় অবসর বুঝে। অবারিত দ্বার ছিল ননীদার ক্লাবের। তামাক খেতেন প্রায় সকলেই। ক্লাবের ঘরখানায় থেলো হুঁকো-কল্কে-গড়গড়া—সব সাজানো থাকতো। খেতুম আমরাও। তবে আর লুকিয়ে-লুকিয়ে নয়। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বলতেন,—খাও,খাও, লজ্জা কী?

আমরা তবু—একটু সমীহ করতাম। কিন্তু ও'রা সে-ভাবটা রাখতে দিতেন না। বোধহয় গোঁফের রেখা দেখা দিলেই জ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের অন্তরঙ্গ ক'রে নিতেন। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে' আর কী!

আরও অভিনব !! আরও বৈচিত্র্যময় !!
দীর্ঘ প্রতীক্ষান্তে বহির্বঙ্গের বৈশিষ্ট্যোজ্জ্বল সাহিত্য ত্রৈমাসিক

দ্বৈ র থ

দীপান্বিতা সংখ্যা প্রকাশিত হইল:
মূল্য ৭৫ নঃ পঃ (সডাক) শ্রীপঞ্চমী
দ্বৈরথ-এর জন্য লেখক গ্রাহক বিজ্ঞাপন-দাতা ও বিক্রয় এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। বার্ষিক—২৷৷৹ টাকা (সডাক)। গত বৎসরের বহুপ্রশংসিত "দীপান্বিতা" দ্বৈরথ, মূল্য—এক টাকা। ৩২ শান্তিপথ, রাঁচী, বিহার।
(এম ও ২৩১)

পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।

PINE COUGH
ELIXIR
WITH OIL OF PINE
সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানী এবং যাবতীয় শ্বাসযন্ত্রের রোগে আশু ফলপ্রদ।
বাথগেট এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা—১

এরপরে, যখন তিনকড়িবাবুর সঙ্গে রিহার্সাল দিয়েছি, তখনো বাইরে এসে ধূমপান করেছি, কিন্তু রিহার্সালে ডাকবার জন্য বাইরে এসে তিনি যদি দেখতেন আমরা লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছি, অমনি ধমকে উঠতেন, বলতেন—সিগারেট খাস তো, ঘরে বসে খেতে পারিস না? এখন বড়ো হয়েছিস, লজ্জা কীসের? খেতে যখন শিখেইছিস ত, ঘরে বসেই খাবি।

যাই হোক, 'রাণা প্রতাপ' ছিল গদ্যে, কিন্তু 'রিজিয়া' পদ্যে, তাই আমাদের নিয়ে দেববাবুকে পরিশ্রম করতে হতো ভয়ানক। সকালে দু'তিন ঘণ্টা। দুপুরে তিনি খেতে যেতেন, আমরাও যেতাম। কিন্তু খাওয়ার পর তিনি একটু না ঘুমিয়ে নিয়ে আসতে পারতেন না, আমরা কিন্তু খাওয়ার পরই চলে আসতাম। এসে নিজেরাই মহড়া করে নিতাম। আমাদের পক্ষে 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' বলাটা খুবই কঠিন ঠেকছিল, তবে তাঁর যা নির্দেশ, সব আমরা যথাযথ তুলে নিচ্ছিলাম। কোথায় কোন্ ভঙ্গি, কোথায় প্রবেশ, কোথায় প্রস্থান, কীভাবে প্রবেশ, কীভাবে প্রস্থান, সব নিয়ে খুবই কসরত করছি। আমার স্মরণশক্তি তখন খুবই ছিল, তার উপর অভিনয়ের দিক থেকেও পড়েছি। তাই, সব-কিছু আয়ত্ত করা কঠিন ঠেকছিল না আমার পক্ষে। তবে, গলার স্বরটা আমার একটু নরম ছিল। তাই দেববাবু একদিন আমায় বললেন—রোজ সকালে উঠে খোলা জায়গায় গিয়ে খুব জোরে—গলা ছেড়ে প্র্যাকটিস করো দেখি?

কথাটা মনে লাগল, কিন্তু কোথায় যাই ভেবে, করতুম কী, অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে বেরিয়ে পড়তুম গড়ের মাঠের দিকে। বাবা একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—অতো ভোরে উঠে খোকা যায় কোথায়?

মা বললেন—ভোরে উঠে বেড়ায়।

ও'রা জানেন শরীর-চর্চায় আমি খুব মন দিয়েছি। বাবার নিজেরও ভোরে উঠে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল, তিনি কথাটায় সেদিন খুশীই হয়েছিলেন সম্ভবত, তাই আর কিছু বলেন নি।

আমি গড়ের মাঠে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করা শুরু করলাম। ভোরে উঠে বেড়াতে বেড়াতে এই যে একেবারে এসে গলা ছেড়ে আবৃত্তি করা, এতে মনটা অদ্ভুতরকম খুশী হয়ে উঠত। এমন কি, শরীরটাও ভালো হয়ে উঠেছিল। শুধু যে আবৃত্তির আনন্দ, তা-ই নয়, উষাকালের সেই প্রকৃতির দৃশ্য, যার একটা প্রভাব অন্তরটাকে যে এক অবাক আনন্দে ভরিয়ে তুলত, সে কথাটাই বা আজ অস্বীকার করি কী করে? উত্তরকালে অভিনেতা হয়েছি, মানুষের মধ্যে আমাদের প্রতিদিনের মেলামেশা, প্রাত্যহিকের কারবার, তবু প্রকৃতির রূপ—নৈসর্গিক শোভা আমাকে চিরকাল সবার অলক্ষ্যে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, তাই দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে যখনি অবকাশ পেয়েছি, ছুটে ছুটে বাইরে চলে গেছি। কিন্তু, অন্তরের সেই বিচিত্র অনুভূতির লিপিগুলি এখনো লেখায়িত করবার সময় আসেনি।

মাঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে করতে এক-এক সময় হঠাৎ থেমে যেতুম। একা—একেবারে একা আমি—অদূরের কুটীরে মেমারিয়ালের পতাকাদণ্ডের ফল উঠেছে কি ওঠেনি জানি না, কিন্তু কথাটা তা নয়—এই যে একা দাঁড়িয়ে আছি, একাকীত্বের অনুভূতিই আমাকে বুঝি মাঝে মাঝে এমন মূক করে তুলত। সামনে বিস্তৃত গড়ের মাঠ—কেমন কুয়াশা-কুয়াশা দেখাচ্ছে—তার মধ্য থেকে দূরের গাছপালা-বাড়িঘরগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে—দেখতে দেখতে, মনটা এক অদ্ভুতপূর্ব আনন্দে ভরে উঠত। আমার আবৃত্তি শুনে পাছে লোক জড়ো হয়ে যায়, তাই লোকজনের চলাফেরা শুরু হবার আগেই আমার আবৃত্তির পালা শেষ ক'রে ফেলতেম। রাত থাকতে থাকতে গিয়ে পড়তেম মাঠে, বাড়ি যখন ফিরতি, তখন সূর্যোদয় সূর্যের রাঙা আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যাই হোক, কিছুদিন এভাবে চলবার পর দেববাবু একদিন আমার রিহার্সাল শুনে বলে উঠলেন—বাঃ! গলা অনেক পরিষ্কার হয়েছে হে। তিনি নিজে যে কী পরিশ্রম করেছিলেন তা বলার নয়। বেশ কিছুদিন ধরে অবিরাম অবিশ্রান্ত মহড়া খাটিয়ে। তবু এই হয়েছিল যে, অভিনয়ের দিন—উনি বখতিয়ারের ভূমিকা অথচ, উনিই গলা হয়ে গেল। অবশ্য সেদিকে হয় কেউ নেই, আমার পার্টটা যে তৈরী হয়েছে, এতেই তিনি খুশী। তিনি খুশী হওয়ায় আমিও একটু ভরসা পেলাম, মনে হল, স্টেজে ঠিক উৎরে যাবো, ভাবনার কিছু নেই।

এদিকে স্টেজের ব্যবস্থা সবই হয়ে গেছে। ননীদার ক্লাবের উত্তর সীমানার দিকে হবে স্টেজ। অর্থাৎ যেদিকটায় ছিল ক্লাবের প্যারালাল বার, রোমান রিং, ট্রাপিজ, হোরাইজেন্টাল বার ইত্যাদি। তাই ওসবই যেন হলো সরিয়ে। উঁচু পোস্তা-ওয়ালা দু'খানা মাটির ঘর ছিল, ওপরটা গোলপাতার ছাউনী, সামনে বারান্দার মতো চওড়া দাওয়া। ঘর দু'খানাই ছিল বেশ বড়ো-বড়ো। ঠিক হল, দাওয়ার সামনের দিকে চিক ফেলে দেওয়া হবে, তার আড়াল থেকে দাওয়ায় বসে মেয়েরা দেখবেন থিয়েটার। দক্ষিণের দিকে পাঁচিলের ভিতরে কুস্তির আখড়া—লাঠিখেলার জায়গা। অষ্টমীর দিন এখানে লাঠিখেলা, কুস্তি, এসব হবে, তার আগের দিন অর্থাৎ সপ্তমীর দিন হবে আমাদের 'রিজিয়া।' নবমীর দিন আবার থিয়েটার—অন্যদের বৃষকেতু।

নিজেরাই মিলেমিশে স্টেজের বাঁশ

প্যাটানো, প্ল্যাটফর্ম তৈরী—এসব করেছিলাম। তারকবাবু সিন-সিনারী নয়, পোশাকের ব্যবস্থা, চুল, সখীর দল, সব—দেখেশুনে কোথা থেকে যেন জোগাড় করে এনেছেন। মোটকথা, অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই।

তারকবাবু আমাকে বললেন—তোমার যে একজোড়া লাল ফুল মোজা চাই।

—লালমোজা!

—হ্যাঁ। তুমি হিন্দু সাজবে, তোমার দরকার হবে লাল ফুল মোজা। আর যারা মুসলমান সাজবে, তাদের দরকার হবে কালো ফুল মোজা।

সেদিন এটাই দেওয়াক ছিল। রয়াল ড্রেস ও পরতে গেলেই রাজা-রাজড়া-সেনা-পতিদের, হাঁটুর নীচে পাজামা চাই, আর সেই পাজামাকে আবার নীচে থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে মোজা দিয়ে। হিন্দুর লাল—মুসলমানের কালো।

অতএব কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে জমানো পয়সা দিয়ে লাল মোজা কিনে এনে রাখলাম বাড়িতে।

থিয়েটারের দিন সকাল থেকে ও স্টেজেই কাটছি। সেনাপতির গলা ধরা। তিনি কখনো নুনজলে কুলি করছেন, কখনো গরম জলের ভাপ নিচ্ছেন, বক্তিয়ারের গলা ধরে থাকলে 'খিজিরা'র সমূহ বিপদ!

বেলা দুপুরের দিকে পড়তেই আমায় বললেন,—যাও স্নানটান করে খাওয়াদাওয়া সারগে যাও। একটু বিশ্রাম করে সন্ধ্যার পর এসো। কেননা সেই যার নাম রাত দশটা। তবে এদিকে স্টেজও কমপ্লিট!

চলে এলাম বাড়ি। কিন্তু চান খাওয়া-দাওয়া সারার পর কিছুতেই আর ভালো লাগছিল না বাড়িতে থাকতে। কতক্ষণে যে যাবো? কতক্ষণে যে সন্ধ্যা হবে? সে এক নিদারুণ অস্থিরতা!

অবশেষে সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় মা বললেন—একি রে! চুপচাপ বসে আছিস যে বড়ো? খেলতে যাবি না? বেড়াতে যাবি না?

বললাম—সন্ধ্যার পর বেরুবো। ক্লাবে আজ থিয়েটার, কুস্তি, এসব আছে। ওখানে নেমন্তন্ন আছে রাত্রে। ওখানেই খাবো।

মা বললেন—কিন্তু রাত করবে না বলে দিচ্ছি। বাবু শুনলে বকাবকি করবেন।

উত্তর দিলাম—রাত একটু হবে বই কি আজ!

—সে কী রে!

—বাবে, হবে না!—বললাম—খেলা আরম্ভ হতেই ও কতো দেরি হবে। তারপরে আছে খাওয়াদাওয়া। রাত একটু হবে। তুমি ভেবো না। মা কিছু আর বললেন না বটে, কিন্তু আমার আর একটুও ভালো লাগছিল না চুপচাপ বসে থাকতে। যেই সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাস্তার গ্যাসগুলো একে একে যেই জ্বলে উঠছে, আমি আর থাকতে পারলাম না, মোজাজোড়া বগলদাবা করে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

গিয়ে দেখি, চারিদিকে সবই তৈরী, লোকজনের বসবারও ব্যবস্থা হচ্ছে, সাজঘরে সাজো-সাজো রবও উঠে গেছে। সবকার আয়োজন একটু লক্ষ্য করে, স্টেজের ব্যবস্থা-টাবস্থাগুলো একবার একটু দেখে নিয়ে সবাই গেলাম সাজঘরে সাজতে দেবাবুর খবরদারির জন্য তখনো সবাকে তম্বির চলেছে।

তারকবাবু বললেন—এসেছ? যাও-যাও, রঙ করে নাও।

তখনকার দিনে 'মেক আপ-করা' কেউ বলতো না, বলতো—রঙ-করা।

তারকবাবু আমার দিকে আরও একবার

"সোভিয়েত দেশ"-এর গ্রাহক হোন

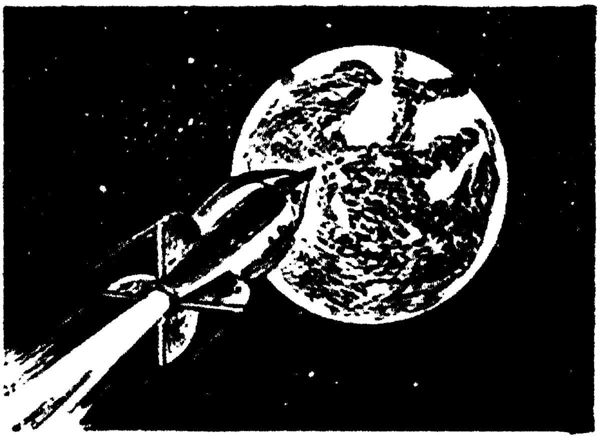

৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে
চাঁদা পাঠালে

* বাৎসরিক ৫, টাকার বদলে ৪,
* ৪-পাতা রঙীন ক্যালেণ্ডার উপহার
* ২ বছরের চাঁদা এক সঙ্গে দিলে একসেট বই উপহার

সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী • সোভিয়েতে ভারত সম্পর্কিত কার্যাবলী • সোভিয়েত বিজ্ঞানের যুগান্তকারী অগ্রগতি • মহাশূন্যো জয়ের তথ্যপূর্ণ ঘটনা প্রভৃতির জন্য
"সোভিয়েত দেশ" নিয়মিত পড়ুন

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ :: ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

ভালো করে দৃষ্টিপাত করে বলে উঠলেন—একজন নাপিত বসে আছে, যাও তার কাছে আগে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে এসো। তারপরে রঙ কোরো। পেশাদারী কি অপেশাদারী, সর্বদলেই তখন নিয়ম ছিল, নাপিত একজন আসবে, সাজবার আগে ক্ষৌরকর্মটি সেরে নিতে হবে।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—গোঁফ কামাবো না, বাড়িতে টের পাবে গোঁফ কামালে।

গোঁফের কথা অত বড় করে বললেও, আসলে কিন্তু তখন সবে আমার গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে মাত্র।

তারকবাবু বললেন—আচ্ছা, তাই করো।

সুতরাং গোঁফটি রেখেই দাড়ি-কামানোর পর্ব শেষ করলাম। এবার রঙ-করার পালা।

যিনি রঙ করবেন, তিনি বললেন—ওখানে সাবান রাখা আছে, বেশ ভালো করে মুখ-হাত ধুয়ে এসো।

তথাস্তু। তাই করলাম। ক্লাব থেকে যে-সব তোয়ালে-ঝাড়ন সব কেনা হয়েছিল, সেগুলি দড়িতে টাঙানো ছিল, তার একটিতে মুছে নিলাম মুখ-হাত। রঙকারী করলেন কী, সাদা গুঁড়ো রঙ আর লাল গুঁড়ো রঙ হাতের চেটোর মধ্যে নিয়ে—তাতে একটু জল মিশিয়ে বেশ করে গুলে নিলেন। রঙটা হলো ঈষৎ গোলাপী-গোলাপী। সেই গোলাপী রঙ ঘষে ঘষে আমার সারা মুখে, ঘাড় গলা পর্যন্ত, আবার ওদিকে দু হাতে একেবারে কনুই পর্যন্ত লাগিয়ে—ভালো করে মেলাতে লাগলেন। রঙ ক্রমে শুকিয়ে উঠতে একটু জল দিয়ে আবার ঘষে ঘষে মিলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপরে রঙ যখন বেশ শুকিয়ে এলো, তখন দিলেন নরম ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে। আমি ততক্ষণে চুপটি করে বসে আছি যেন কাঠ হয়ে গেছি। যা আমাকে বলছেন, তাই করছি।

—ঘাড় তোলো।

তুলছি।

—ওদিকে ঘাড় ফেরাও।

ফেরাচ্ছি।

—চোখ বোজো।

বুজছি।

—চোখ খোলো।

খুলছি।

চোখ বোজা আর খোলার মধ্যে যদিই বা মুহূর্তের জন্য চোখ পিটপিট করে একটু তাকিয়েছি ও অমনি ধমক।

রঙের পর রঙের বাক্স থেকে ছোট ব্রাশে করে একটু রঙ তুলে গালে কপালে নাসিকায় মিলিয়ে দিতে লাগলেন ভালো করে। কাজল দিয়ে এঁকে দিলেন দুটি চোখ আর ভুরু। এমনকি গোঁফের রেখাটি পর্যন্ত দিলেন প্রায় ঢাকা করে। কপালে দিলেন সিঁদুরের মতো লাল রঙ দিয়ে টিপের ফোঁটা। ঠোঁটের মধ্যে, গলায় হাতের খাঁজে খাঁজে লাগিয়ে দিলেন পাউডারের প্রলেপ।

সব হয়ে গেলে বললেন—মুখে চোখে হাত দিও না যেন। ঘুমিও না পর্যন্ত। বুঝলে?

আমার যেন ঠিক তখখুনি গালের পাশটা চুলকাতে লাগল। রঙ-কারী ছোট্ট একটা পুঁটলী থেকে একটু অভ্রের গুঁড়ো নিয়ে মুখে ধরে ধরে দিয়ে বললেন—বেশ হয়েছে। যাও।

ততক্ষণে আমার ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছিল। বললাম—কী করি এখন?

বললেন—একটা পায়রার পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দাও।

তাতে আর সুরাহা হবে কতটুকু? কী ভেবে খপ করে আয়নাটা ধরলাম মুখের সামনে। নিজের মুখখানা দেখতে দেখতে সুড়সুড়ির কথাটা আর মনেই রইল না। ভাবলাম, বাঃ! এতো সুন্দর দেখতে লাগছে আমাকে!

পোশাকারী যিনি তিনি ততক্ষণে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চারদিকে ঝুড়ি-ঝুড়ি সব পোশাকের ট্রাঙ্ক ছড়ানো, কতো-গুলো ছোট-ছোট ছেলে সখী সেজে বসে আছে ঐ সব ট্রাঙ্কের ওপরে। কিন্তু, ওদের তিনি বলছেন না কিছুই। কেননা, যাঁরা পোশাক দিচ্ছেন, তাদেরই হাত করে আনা ঐ ছেলেগুলি। অর্থাৎ নিজেদেরই লোক, বসতে দিতে সুতরাং আপত্তি হবে কেন?

আমি অমনি সেই সাজসজ্জার পরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি ও রয়েছিই। ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। অবশেষে নিজেই একটু জোর দিয়ে বলে উঠলাম—পোশাক? আমাকে পোশাক পরিয়ে দিন?

বেলকারী মুখ ফেরালেন আমার দিকে। বললেন—কী আপনি?

একটু থেমে থেকে তারপরে বললাম—সমরেশ।

আমাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করে নিয়ে বললেন—হাফপ্যাণ্ট পরে আসেন নি কেন?

বললাম—কেউ ত বলে নি। তাই কাপড় পরে এসেছি।

বললেন—তাহলে এক কাজ করুন। বেশ করে মালকোঁচা এঁটে কাপড়টা পড়ুন, যেন মাটিতে লুটিয়ে না পড়ে।

[illegible]

[illegible] পারছেন না। [illegible]

আমি জানতাম, আমার সামনের দিকেই [illegible] হবে। সেইভাবেই পরেছিলাম। [illegible] অবশ্য মনে হচ্ছিল, [illegible] যে সব জরির কাজ করা [illegible] সব নকশা দেখছিলাম, সেগুলো গেল কোথায়! [illegible] দিকে ত কোনো নকশা নেই।

ওদের হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি খুলে ফেললাম জামা। ও হরি, জামার নকশাগুলো দেখছি রয়েছে পিছনে! বুঝলাম, ঐ পিছনের দিকটাই সামনের দিক হবে। [illegible] পিঠের দিকে।

এবারে আর ভুল হল না। কিন্তু জামা পরার পরও [illegible] এই যে, জামার হাতার [illegible] একটু [illegible] কী করি।

[illegible]

—[illegible]

—[illegible] কী হবে?

[illegible]

—[illegible]

—[illegible] কী?

[illegible]

'প্রিন্সেস' [illegible] জন্য [illegible] একটা জিনিস পরে নিতে [illegible] 'প্রিন্সেস' [illegible] কাজ করা। একটা [illegible] বেলকারী সেফটিপিন দিয়ে ও দুটো [illegible] দিলেন। [illegible] ঐ 'প্রিন্সেস' [illegible] ঐ সেফটিপিন [illegible] বেলকারী। তারপর, [illegible] পর্যন্ত [illegible]।

বেলকারী বললেন—এবার পাগড়ি [illegible]।

ঘরের এককোণে চুলওয়ালা বসে [illegible] একটা চেয়ারে—সামনে অনুরূপ একটি টেবিলে চুল সাজিয়ে। সামনে যেতেই সে [illegible]—কী?

—সমরেশ।

—[illegible] বসুন।

একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ, কালীঘাট
[illegible]
অজিত মুখোপাধ্যায়ের অমৃত মন্থন মূল্য ৪.০০
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-১২

হাঁপানীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য হাতের কাছে রাখুন
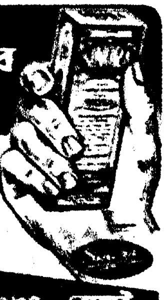
[illegible]
সোল এজেন্টস :
হ্যামিল্টন ডেভিস এ্যাণ্ড সন্স, পোষ্ট বক্স : ২০৮৫, বোম্বাই

আমি বসামাত্র সে কালো কোঁকড়ানো একটি বাবরী চুল আমার মাথার ওপর বসিয়ে দিলেন, তারপর কপালের ওপর নিজের থুতনিটা দিয়ে চেপে ধরে পিছনে—ঘাড়ের দুদিক থেকে টেনে এমনি করে বসিয়ে দিলে যে, চমৎকার মাথায় আটকে গেল। আমাকে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিয়ে সে মন্তব্য করলে—বেশ হয়েছে।

তাড়াতাড়ি আয়না টেনে নিয়ে মুখখানা দেখে মনে হল সত্যিই বেশ হয়েছে। কিন্তু চুলটাতে বড্ড নারকোল তেলে জব-জব করছে, গন্ধ বেরুচ্ছে নারকেল তেলের, কেমন যেন গা ঘিনঘিন করতে লাগল। অথচ, উপায় ত নেই।

বেশকারী কিন্তু পাগড়ি পরালেন না। মোমের ওপরে সিল্ক-ভেলভেট দিয়ে মোড়া একটা পাগড়ি—"সিরপাঁচের" মতো সামনে জরির চুড়ো দেওয়া—তার ওপরে পালক বসানো—সেটা আমার মাথায় দিলেন পরিয়ে। পরাবার পর বললেন—ব্যস, সব হয়ে গেছে।

সব হলেও আমার দৃষ্টি কিন্তু তখন গলার ঝোলানো সেফটিপিনের মালার দিকে। ঐ সেফটিপিনের কারসাজিতে কী না হচ্ছে! আমার পায়ের 'শুঁড়তোলা'র [illegible] নিচটা কাটা, এখন ঐ সেফটিপিন। প্রশ্ন উঠতে পারে, কাটা কেন? উত্তর আসবে, কাটা থাকাই নিয়ম যে! একে বলে, কাটা পোশাক। রোগা-মোটা সবারই এক জিনিস। যে মোটা, তার বেলায় পোশাক কষে দেবে ঢিলে, যে রোগা, তার বেলায় সেফটিপিন দিয়ে এঁটে ছোট করে দেবে। আর, ঐ যে বললাম, পায়ের ওপরটা টিকিন দিয়ে তৈরী, তার অর্থ হল খরচ বাঁচানো। কারণ, ও অংশটুকু ত চাপকানেই ঢাকা পড়ে যাবে! তখনকার দিনে অযথা বাজে খরচের দিকে লোকের মন ছিল না, হিসেব-নিকেশ করে কাজ করতেন তাঁরা।

পোশাক দিয়ে [illegible] অভিনেতাকে দেখি, গলায় ওর মুক্তোর মালা, মুক্তোর কণ্ঠি, জামায় কলারও আছে, বেশ চমৎকারই দেখাচ্ছে ওর পোশাক। [illegible], পায়জামা, মকমলের—সবারই গলায় কণ্ঠি আর মালা, শুধু আমারই নেই! ছুটে গেলাম বেশকারীর কাছে। তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে বললেন—[illegible] এই সবই সাজালাম, বাকী সাজালাম, সব ফুরিয়ে গেছে।

[illegible]

প্রথম অভিনয়-রাত্রির উত্তেজনা, পার্ট আর বলা হল না। পার্ট অবশ্য সবই আমার কাছে মুখস্থ, না দেখলেও চলবে।

স্টেজ ত নিজেরাই তৈরী করেছি। বাঁশের মাচার ওপরে তক্তা পাতা, তার ওপরে শতরঞ্চি বিছানো। স্টেজের আলো হচ্ছে সেই প্রাগৈতিহাসিক কারবাইডের অ্যাসিটিলিন গ্যাস, যে আলো একবার জ্বালালে আর নিভানো মুশকিল। ফুটলাইট বা পাশের লাইটও তাই। সেজন্যে প্রথমটিই আবার দেশলাই দিয়ে জ্বালাতে হবে। সে এক মস্ত বিপদের ব্যাপার। ঐ আলো সর্বক্ষণই জ্বলবে পাদপ্রদীপে, সেগুলি কখনো নেভানো চলবে না। কারণ সে বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো বা অন্য আলো নেই যে বাঁচাতে ঐ পাদপ্রদীপ হবে, অন্ধকার হলে কে কার ঘাড়ে গিয়ে পড়বে কে জানে! আর স্টেজ, [illegible]

[illegible]

(ক্রমশ)


শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প ২.৫০

[illegible]

বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প ১.৫০

[illegible]

সাহিত্য সদন

[illegible]

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

[illegible] "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের [illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫.০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
**আত্ম-চরিত** ১০.০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
**ভারতকথা** [illegible] টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
**জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ** ২.০০ টাকা
**অনাগত** (উপন্যাস) ২.০০ টাকা
**ভ্রষ্টলগ্ন** (উপন্যাস) ২.৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
**ভারতে মাউন্টব্যাটেন** [illegible] টাকা

আর জে মিনির
**চার্লস চ্যাপলিন** [illegible] টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
**অর্ঘ্য** (কবিতা-সঞ্চয়ন) [illegible]

[illegible] মহারাজের
**গীতায় স্বরাজ** [illegible] টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

# পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম

* পরিষ্কার করে
* সুন্দর করে
* সুরক্ষিত রাখে

এবার রাতে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো ক'রে আপনার মুখে মাখুন। এই ক্রীম রোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে ময়লা বের ক'রে দেয়। ত্বকের পক্ষে পুষ্টিকর এই অবস্থায় পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহারে আপনার ত্বক স্বাভাবিকই নির্মল ও কমনীয় হয়ে উঠবে।

**ভ্যানিশিং ক্রীম :** হালকা ও সুবাস-ভরা পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় কান্তি সংরক্ষিত রাখবে—পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলবে। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় এটি একটি নিখুঁত পাউডার বেস্ এবং এর ওপর পাউডার বসাবার পর ঘণ্টা সমানভাবে লেগে থাকে।

P 77

ভারতে-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (...)

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১১

[illegible]

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
১৫৯ সি. বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

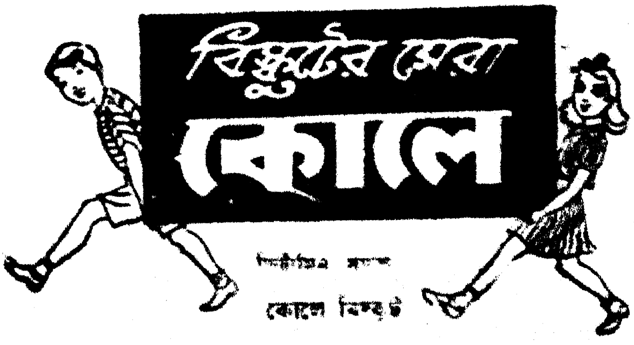


কোলে বিস্কুট
স্বাদে ও গুণে......আদর্শ খাবার।

নিয়ে আসে সুকান্তকে। কিন্তু শাশুড়ীর সামনে এই হঠকারিতা নতুন বউকে মানাবে না, শাশুড়ীর প্রবচনার বিরুদ্ধে এই আচরণ স্পষ্ট নিরশ্রীকরণের মত দেখাবে, তাই ভেবে নিরস্ত থাকল। দূরত্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল।

'কী শোবার! কী শোবার!' বলে উঠল নন্দনা। 'এখানে তার দেখছ কী?'

বন্ধ দরজা যে খুলছে না, উপরে কাজে, এখন অন্তত এইটুকু তো দেখি। চোখ নাজুক কাকলি।

'বাড়ির একটা ছেলে পড়ার জন্যে জায়গা পাচ্ছে না, আর এরা, এদের একটাও বাচ্চা-কাচ্চা নেই, দিব্যি একটা আস্ত ঘর দখল করে বসে আছেন।' আশ্চর্য, বলতে পারল সুকান্ত। এতেই থামল না, আরো একটু যোগ করল: 'ওঁর নিজেদের একটা থাকলে কী করতেন। তবে কোণে পড়ার জায়গা করে দিতেন না?' বলেই আরো কাঠ হয়ে যায়।

'মেয়েদের মত ছেলেদেরও একটা পরিশ্রমের ব্যাপার, এবং হয় তাড়ার পর এই যে আবার কর্মিকরণ নিজেদের দরে থাকা, এটা হচ্ছে ছেলেদের ক্লান্তি দূর করার জন্যে বিশ্রাম। সেই বিশ্রামে বাধা হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল নিজেদের দিকে।

'কি, এখনো উঠবে না?' উঠল দুর্গাত্তর মত হালকা ঝোটাল বিজয়: 'পড়ে-পড়ে অপমান সইবে?'

'তোমাকে বলছি না, অপমান ভাবতে বলুক, পাকামি ভাবুক দয়ার্দ্রিত।' শান্ত নিরুত্তর মেয়েদের: 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। মহলতাই প্রকৃত উত্তর। আর বন্ধ দরজার উত্তর প্রত্যুত্তর।'

'যে অবস্থাপন্ন কথাবার্তা সে তো এ কথা বলবেই।' দরজা বন্ধ করলে কি হয় জিভ বন্ধ করতে পারছে না বিজয়: 'তোমাকে এত সব কঠিন কথা বলছে আর তুমি বাইরে বেরিয়ে মুখোমুখি একটাও প্রতিবাদ করবে না?'

'প্রতিবাদ? বাইরে বেরিয়ে অবাঙালীদের মুখে সটান এক চড় বসিয়ে দিতে পারি।'

'পারো?' উৎফুল্ল হয়ে উঠল বিজয়।

'পারার জোরে পারি। সংসারের জোরে পারি।' অবিচলে হাই তুলল সুকান্ত: 'কিন্তু সত্যিকার মারতে পারলেই, আর তো কিছু নয়, বউটির অপমান।'

'আহা, কী আমার দয়ার সেজোদাদা।'

'তাছাড়া তুমিই বলো না, নতুন বউ এসেছে সংসারে এই মাত্র তার সামনে একটা অনুক-ঝিনুক ছাড়ী ভেঙে কী কাণ্ডে বাধা হো। তার উপর তার আর দুঃখ-কষ্ট থাকবে?'

'তার কাণ্ডকীর্তির জন্যেই দেখছি সেঁধ ভাবনা। নিজের স্ত্রীর কাণ্ডকীর্তি...'

'যে নয় সেই জানে। সব জানা আর জানি না। নতুন একজন যে এসেছে সংসারে সুন্দরকে দেখতে ভালোবেসে দেখতে, তারই কাছে এক নিজের সবাই [illegible] হয়ে বসী যেন?' বলতে বলতে [illegible] দিকে চোখ এনে [illegible] আরো প্রসারিত হল। 'কথায় বলে, বর্ণীর হয় নির্বাণীর হয়। কুল বলে। আর ওঁর নির্বাণীর হয়, বন্ধনদের হয়।'

শুধু হাত নেড়ে রইল বিজয়।

'তা, কে পড়বে? আর পড়ার জায়গা হয় না?' শাড়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল অনুপমাদেবী। সুবীরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিয়ে আয় তোর বই, ইংরিজী আর বাঙলা, দেখি কেমন পড়েছিস, কেমন তোর পড়ার জায়গা দরকার।'

সুবীর শুকনো মুখে বই নিয়ে এসে দাঁড়াল আর সুকান্ত নিশ্চয়ই তার উপরে উঠতে-উঠতে দাঁড়াল সিঁড়ির উপর।

'আহা, কী চমৎকার ওকালতি!' সুর্বাঙ্গিনী টিটকিরি দিয়ে উঠল: 'পড়ার ঘর নিয়ে কথা হচ্ছে আর উনি এলেন পড়ার বই নিয়ে কথা কইতে! জায়গা নেই তো পড়া তৈরির কথা ওঠে কী করে? এমনিতে ঠিকঠাক হওয়ার জন্যেই তো এই দশা।'

'অধিকন্তু পড়ুয়া কোথায়?' নতুন চোখে তাকাল কুঞ্জলতা।

'তাকে? জানে না কিছু, কেন উপরের কোণে ঘুমই বসাতে—শুধু ছাই আটকে দিয়ে এসেছে।'

'না, সেইখানে পড়াশুনো তো হয়।'

'সেইখানে পড়াশুনো তো হয়? না জানো নাই কথা বলো।' সুর্বাঙ্গিনীর মুখে রক্তের রেখামাত্র নেই। 'দাঁড়িয়ে নতুন বউ এসেছে না?'

'এখানেই না। তাই বলে ঘর তো আর উড়ে যাবে?'

'কী দুর্বুদ্ধি! কী দিল! এই না হলে অন্নপূর্ণা।' ঠিক হয়ে আর দিয়ে চুকে না সুর্বাঙ্গিনীর: 'ওঁর নতুন বউ বসবার একটা আসবাব নয় এসেছে না?'

'আসবাব নয়।' এবারও কেন নিষেধ কুঞ্জলতার।

'আর কী আর দরকার আসবার দরকার না হলেই দরকার অতিরিক্ত নিশ্চিন্তে দেখে-শুনেই যে একটু একটু আসবাব হয় দরকার সেটুকুও আমাকে দেখিয়েছে?'

'দেখো। সেটুকু দেখো।' মাথার একবার

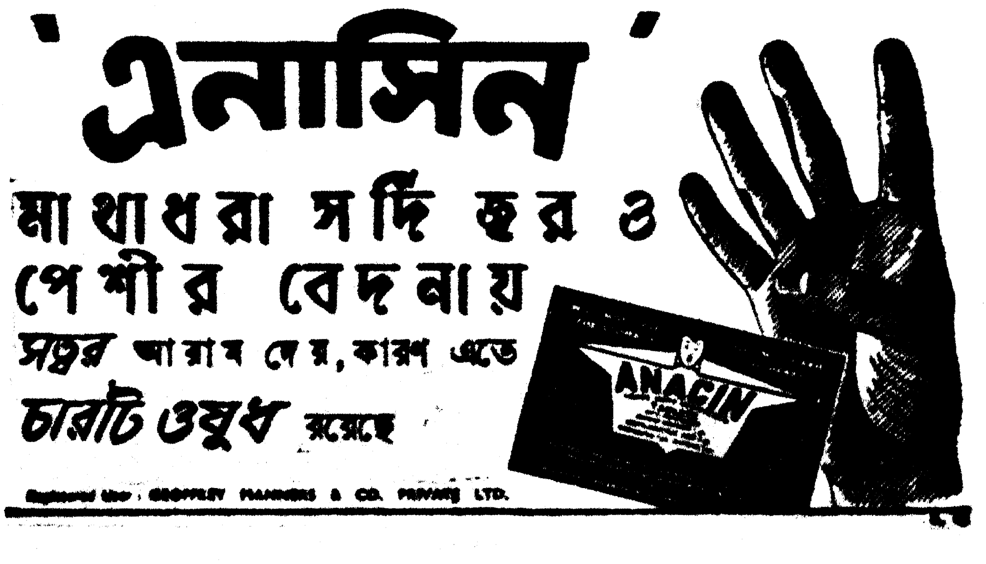

হাত বুলোলো কুন্দন। অন্যত, কিন্তু আমি ভাবছি পাছে যে [illegible] বলেছে কিছুই বলেনি। তারে-তারে শীর্ণ না করে তার শান্তি নেই।'

'আর সোনামণিকে কী বলেছে?'

'কিছু বলেনি নাকি?' [illegible] হঠাৎ একটু বিস্মিত হয়ে বলল কুন্দন।

[illegible]

'না, ভুল হয়েছে। টিউশানি-করা মেয়ে। হরে-দরে সে একই কথা। সেই সুকু কেমন দিব্যি এক বড়লোকের এম-এ পাশ মেয়ে সজ্ঞানে বিয়ে করে আনল।'

'হ্যাঁ, এম-এ পাশ।' ঝকঝক করে উঠল মৃণালিনী: 'তোমাদের মত কোনোরকমে মুখস্থ-করে-ইস্কুল-সারা মেয়ে নয়।'

'তারই মুখে কত প্রশংসা করেছি। এবং বলেছি, আমার শিক্ষা, আমার কেমন করে খুশি তেমনি করে খাব। গলে খাই কি গিলে খাই, চুষে না চিবিয়ে—তাতে কার কী মাথাব্যথা!'

বিজয়া-বন্দনা এখন একদিকে, তাই তাক বুঝে বন্দনা টিপ্পনী কাটল: 'আর চোখ গিলতে গলায় যদি আটকায় তো আমার আটকাবে।'

'তার যে বলছিলে জেলে যাবার কথা, কোমরে দড়ি পরাবার কথা—মৃণালিনী আবার বন্দনার উপর উদ্যত হল।

'সে সব প্রশান্ত বলেছে।' গম্ভীরমুখে বিজয়া বললে।

'প্রশান্ত বলেছে!' শুধু সমস্ত দেহ নয় বন্দনার এমনিভাবে বন্দনার দিকেই অপলকে তাকিয়ে রইল মৃণালিনী। 'বলেছে, ভাই হয়ে ভাইকে জেলে পাঠাতে পারলেই খুশি!'

'তবেই বুঝুন, যেন একটা তুরুপের তাস তক্ষুনি হাতে পেল বন্দনা, কলকে উঠল: 'এবারেই বুঝুন, কেমন বাক্যের কেমন ফল।'

এ একেবারে মৃণালিনীকেই ছুঁড়ে মারা। প্রশান্ত কুলাঙ্গার কেন? যেহেতু মৃণালিনী কুলাঙ্গার।

'মুখ সামলে কথা বলতে শেখ বড়বৌ।' মৃণালিনী চেঁচিয়ে উঠল।

ব্যাপারটা আর বেশি গড়াতে দিল না বিজয়া। বন্দনা আর সে এখন এক দল, এক পার্টি, তাই বন্দনাকে অনায়াসে নিয়ে এল নিজের ঘরে। আর সমস্ত কলহের মীমাংসা দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মৃণালিনীর ইচ্ছে হল ঘর দুটো এখুনি বদলাবদলি করে দিই। প্রশান্তদের বড় ঘরটা সুকান্তদের দিয়ে সুকান্তদের ছোট ঘরটাতে প্রশান্তদের পুরে রাখে। মন্দ নিশ্চয়ই কিছু নেই, মৃণালিনী সেই মতলবেই উঠল উপরে। ঠাঁই করে বন্দনা এখন বিজয়ার শামিল হয়েছে, এই সুযোগেই নয় ঘর করে ফেলতে। দুপুর-বেলা ধারে-পারে কেউ নেই, তদুপরি বন্দনা এখন ঘরছাড়া—এই তো সোনার সুযোগ।

বন্দনার ঘরে ঢুকতেই মৃণালিনীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী অদ্ভুত, [illegible] কণ্টু-সেণ্টুকে সে তার ঘরেতেই পায়নি। একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

দেখল, আজ [illegible] কণ্টু পাড়-পাড় [illegible] উপর। [illegible] কিন্তু কণ্টু, সেণ্টু কোথায়?

পাশের ঘরে, কার্নিশের ঘরে, দু আঙুল পর্দা সরিয়ে উঁকি মারল মৃণালিনী। সুকান্ত কলেজে নয়, লাইব্রেরিতে গেছে। খাটে পাতা বেডকভারের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে কাকলি, নিবিড় [illegible] হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার বুকের কাছে আলগোছে পাঁজরে ঘুমুচ্ছে সেণ্টু। কাকলির কেমন আপন হয়ে গেছে ছেলেটা। ছিঁড়তেই ছাড়তে না বুকের আঁচল। মার জন্যে অপেক্ষা না করে কাকিমার গায়ের গন্ধেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

[illegible]

ডাঙা থেকে শুরু করে ঝাড়ি-বাটী নিয়ে হামামের ধোয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজে হাত দিয়ে [illegible]। [illegible] এই যে, সে এমন [illegible] যে ওদের বাপের বাড়ির [illegible] হয়েছিল। কেন, সবু এমন কী অপরাধ [illegible]? [illegible] একটা [illegible] [illegible] একটা [illegible] সুন্দরী।

[illegible] একটা [illegible]

[illegible]

[illegible] নেই?

ফিরে এসে ঘরে [illegible] বললে সুকান্ত: "আমার আর ভয় কী?" বলে [illegible] উঠল সুকান্ত।

"[illegible]। হাওয়া করি।" হাত-পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বললে কার্তিক।

"পাখা তো আমি করব। এবং তোমাকে।" পাখাটা কেড়ে নিল সুকান্ত। বললে, "তুমি আমার মত এমন বিদ্রোহী হতে পারো না?"

"বিদ্রোহী?"

"হ্যাঁ, আমার মত এমনি অস্থির-অস্থির।" কার্তিককে লক্ষ্য করে জোরে হাওয়া করতে লাগল সুকান্ত: "এমনি [illegible]।"

"পাগল না [illegible]!" হাওয়ার [illegible] বাইরে চলে গেল কার্তিক।

"এমন [illegible] অথচ [illegible] নেই [illegible]। একটা [illegible] থেকে [illegible]। [illegible] সুন্দরের [illegible] হবে?" [illegible] সুকান্তকে: "এমন যে [illegible] থেকে [illegible] নাও। [illegible] একটা [illegible] না। [illegible] সেই [illegible] নেই, এখন যে [illegible]—এখন আর [illegible] কী?"

[illegible]

"তাই [illegible], তুমি যে এই [illegible] একটা কথা [illegible] এ [illegible] না। [illegible] না।"

[illegible] একটা [illegible]

[illegible] কেউ নেই—

[illegible]

[illegible] সুকান্ত [illegible] কার্তিককে [illegible]

[illegible] একটা [illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible] একটা [illegible]

[illegible] একা [illegible] কার্তিক [illegible] নেই।

কার্তিক [illegible]

[illegible] এই [illegible] একটা [illegible] কার্তিক।

[illegible] সুকান্ত [illegible]

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণের [illegible])
• [illegible] •
—[illegible]—
[illegible] M. O.-র [illegible]
ফোন : ৩৫—২১৬৮
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
[illegible] ১৮ • [illegible]
১৬৬ [illegible]

নিত্য ব্যবহারে
নিম
টুথপেষ্ট
ছেলেবেলা থেকে এই টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় হয়।
একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

'দয়া করে একটু বাইরে যাও', মিনতির সুরে বললে কার্লাস, 'আমি ঠিকঠাক হয়ে নেই।'

'আমি কোথায় যাব?'

'না, তা কী জানি। বারান্দায় যাও, নয়তো ছাদে যাও। নয়তো বাথরুমে গিয়েই ঢোকো।'

নড়ল না সুকান্ত। বললে, 'আমার যাবার জায়গা নেই।'

'সে কী কথা! ড্রেস করবার এখন আলাদা ঘর নেই, আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দেবে না?'

'আমার কাছে তোমার কোনো সংকোচের কারণ নেই।'

'এ সংকোচের কথা নয়, এ শালীনতার কথা।' বললে উইল কার্লাস। 'ওঠো, সরো, এ কী অন্যায়, আমাকে খানিকক্ষণ একলা থাকতে দাও।'

যেমন-কে-তেমন বসে রইল সুকান্ত। চোখ বুজে হাওয়া খেতে লাগল।

সেই একমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে ঘর থেকে কার্লাস চেঁচিয়ে উঠল : হোটেলবয়!

(ক্রমশ)

হাতের কাছে

ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইলস-এর ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

# বাইশে শ্রাবণ

**নির্মলকুমারী মহলানবিশ**

১৫

[illegible]

[illegible] civilized [illegible] Law and Order [illegible]

[illegible]

---

১ [illegible] "an impertinent challange to our conscience" [illegible]

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

| | |
|---|---|
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২৲ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১৷৷০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ২৷৷০ |
| বাংলার ঋষি | ২৷৷০ |
| বাংলার মনীষী | ১৷০ |
| বাংলার বিদুষী | ২৷৷০ |
| আচার্য জগদীশ | ১৷৷০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১৷৷০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১৷৷০ |

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

প্রতি কবি, আমার সবচেয়ে বড়ো কাজ দেশের লোকের দৃষ্টি যাতে ভালমন্দর তফাতটা পরিষ্কার দেখতে পায় সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করা, চরিত্রের মহাত্ম্য যেখানে খর্ব হয় সেখানে পৌঁছতে দিয়ে পারা আসল গৌরবটা কি। সবচেয়ে বড়ো কাজ সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতে পারার মতো চেতনা জাগানো। তাই তো ভগবানকে বলেছি, 'সত্য হউক, সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান।' কি হবে অন্যের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।"

এইজন্যেই তো যখন প্রায় সমস্ত দেশ ওঁর বিরুদ্ধে তখনও সত্যের আহ্বানে 'শিক্ষার মিলন'-এর মতো বক্তৃতা দিয়েছেন নির্ভয়ে স্বয়ং জনতার সমক্ষে দাঁড়িয়ে। সেই নির্ভীক বাণী শুনতে শুনতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে—আজও সেকথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতো কণ্ঠই শুধু বলতে পারে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো।' বাংলাদেশ ধন্য যে এই বাণী বাংলা দেশ থেকেই উত্থিত হয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশের মনের সে উদারতা আজ কোথায়? সত্যিই কি বাংলাদেশের গৌরবরবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত গেছে? চরিত্রের গাম্ভীর্য নেই, সত্যের প্রতি আস্থা নেই, ধনের প্রতি বৈরাগ্য নেই, কোনো আদর্শের প্রতি অনুরাগ নেই—এই কি রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ, যাকে তিনি 'সোনার বাংলা' বলেছিলেন? বিশ্বাস করা শক্ত একথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বাণী 'সভ্যতার সংকট'-এ বলে গিয়েছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' যখন চারদিকে কুৎসিত ইতরতা দেখতে পাই মন তখন সেই কথাটাই আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করে। তাঁর মতো [illegible] মানুষ যখন বলে গেছেন 'আবার সূর্যোদয় হবে' তখন নিশ্চয়ই হবে। সমস্ত দেশ আবার আপন মহিমা ফিরে পাবে—সেজন্যে এই দুর্যোগের রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আশা করে প্রতীক্ষা করে থাকব।

সেদিনই এপ্রিল [illegible] তারিখে চিঠি লিখেছিলাম—

কাল সব আত্মীয়দের দল [illegible] গিয়েছেন। বাড়িটা আজ একেবারে খালি। মনে হচ্ছে [illegible] বাড়ির কাজ চুকে যাবার পর যেন সব শূন্য হয়ে গেছে। [illegible] খোলা, [illegible] দুপাশে ওঠানো এমনতর [illegible] যেন কি রকম একটা নিঃসঙ্গ ছবি দেখতে পাই।

কাল বড়ো তুমুল গরম ছিল, কিন্তু আমাদের [illegible] হাওয়া থাকায় তেমন কষ্ট হয়নি। কাল [illegible] এসেছিলেন [illegible] তাপটা এড়াতে পারিনি। তবে কবির কষ্টটা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের জ্বর আজও ৯৯° হয়েছে, তবে শরীর আগের চেয়ে ভালো বোধ করছেন। অবশ্য প্রাতঃকালে একটু কম। [illegible] দিক থেকে [illegible]—[illegible] এই যে [illegible] ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের [illegible] একেবারেও [illegible] হয়, [illegible] ও [illegible] দেখছে।

কবি অবশ্য খুব অনিদ্রায় ও পরিশ্রমে কষ্ট পাচ্ছেন। কাল ১০-৫° ছিল এবং আজও কিছু খারাপ নেই। ওঁর মনে উদ্বেগ হচ্ছে তিনি সব পারছেন।

আমি যাবার কথা এখনও কবিকে বলতে পারিনি। রবীবাবুকেও [illegible] দেখি [illegible] আমার [illegible] যাবার কথা তখন তুলিনি। এবারে ভাবছি আস্তে আস্তে বলবো। পূজোবাবের আগে যাওয়া হবে বলে মনে হয় না।

উদয়ন। ১৫ই এপ্রিল ১৯৪১

কবির কাল আবার শরীরটা অন্যদিনের চেয়ে বেশি খারাপ হয়েছে। তাই কাল আর যাবার কথাটা তুলিনি। আজ ভালো থাকলে বলবো। উনি আজকাল যখন তখন থেকে থেকে মনে করেন যে উনি এখন uninteresting হয়ে গেছেন। [illegible] আমরা [illegible] [illegible] মুখে বেধে যায়। উনি ভুলে যান যে [illegible] সাধ্য না [illegible] একটা [illegible] কাজও থাকে [illegible] দরকার। [illegible] উনি [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] কিন্তু [illegible] একটা [illegible] মনে [illegible], তাই [illegible] করেন।

কাল [illegible] ছিল [illegible] একবার [illegible] [illegible] [illegible] নেই।

উদয়ন। ১৬ই এপ্রিল ১৯৪১

এখানে [illegible] আজ [illegible] [illegible] ভাবছি।

আমি [illegible] পারিনি, কারণ শরীর ও [illegible] খারাপ ছিল। আজ এখনও [illegible]

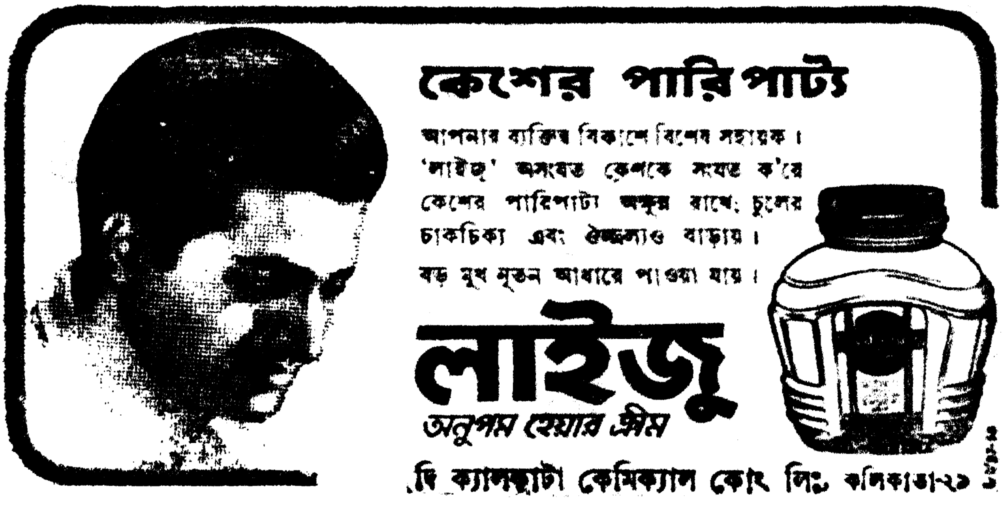

ধোঁয়াতে ঘর যখন অন্ধকার হয়ে যাবে তখনই মুগ্ধ একজন বাষ্পবিজ্ঞানের মুখচ্ছবি দেখতে পাবেন। যতই পথ পাবেন, ততই দম বেড়ে চলবে।

সিগারেটগুলো এত পছন্দ হয়েছে যে পকেট [illegible] করে পরতে চান কিন্তু [illegible] কিছুতেই ছাড়ে না।

ভদ্রমাস অনুযায়ী একটা লিখছি। আপনারা শান্তিনিকেতনে নিশ্চয়ই আসবেন। গরম যথেষ্ট। আপনি আমার প্রণাম জানবেন। ইতি।

[illegible]

চিঠিখানা পড়ে কবি যখন নিজহাতে ডিক্টেশন লিখিয়েছেন তখনকার কৌতুকপূর্ণ মুখের ছবি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

৪

কল্যাণীয়াসু,

মাথা খারাপ হলে যা তা বকি কিছু মনে কোরো না।

ইতি।

১।৩।৪১ ২ [illegible]

যখন চিঠিতে লিখেছিলাম, শান্তিনিকেতনে যাবো ভাবছি। কিন্তু ঠিক বলতে পারছি না যাওয়া হয়ে উঠবে কিনা। তবে খুবই ইচ্ছে আছে। কবি অনর্থক উদ্বিগ্ন হবেন বলে আমার মার অসুখের কথা কিছু জানাইনি; তিনি সে সময় হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই লিখেছিলাম, যাওয়া হয়ে উঠবে কিনা জানি না। তবে খুব চেষ্টা করবো। সেই চিঠির উত্তরে লিখলেন—

২ তারিখ দেওয়া ছিল না, আমি খামের পোস্টমার্ক দেখে বসিয়ে দিয়েছি।

৫

কল্যাণীয়াসু,

এবার আমার জন্মদিন সাড়ম্বরে [illegible] হবে। এমন বিশ্রী উৎপাত আর কোনোদিন হয়নি। সেই আশঙ্কায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তুমি খুব সংক্ষেপে লিখেছ জন্মদিনে যাবে "ভাবছি"—যদি সত্যি যেতে হয় সেদিন আমার উৎসাহ দিন জমবে, উদ্দীপক হবে আমার পক্ষে। [illegible] আমার নিরানন্দ সম্মুখে প্রভাত [illegible] হয়ে আসবে।

৩।৩।৪১ ৩ দাদু

এবারে ২৫শে বৈশাখে (১৩৪৮) কবির জন্মোৎসবে যোগ দেবার জন্য ২৪শে বৈশাখ বিকেলের গাড়িতে বোলপুরের টিকিট কিনে চড়ে বসলাম। সঙ্গে [illegible] সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁর একটি মেয়ে।

সত্যেনবাবু যে যাবেন তা জানা ছিল, ঠিক ছিল না তবে কবিকে কিছু লিখিনি। [illegible] যখন যাই তখন দেখি কবি খুব [illegible] যে সত্যেনবাবুও [illegible] জন্য আমরা ধরে নিয়ে যেতে পারবো এবং তিনি [illegible] নতুন সায়েন্স ল্যাবরেটরির উদ্বোধন করবেন। তাঁকে কোনো সময় একবার বলেও ছিলেন যে সত্যেনকে নিয়ে তিনি যদি কোনো দিন আসতে পারেন [illegible]। কিন্তু তাঁকে একবারে [illegible] সময় [illegible] উৎসব—সত্যেনবাবুর পক্ষে [illegible] না। তবুও ২৫শে বৈশাখের উৎসবে আমরা [illegible]

৩ তারিখ দেওয়া ছিল না, আমি খামের পোস্টমার্ক দেখে বসিয়ে দিয়েছি।

যখন সত্যেনবাবুও আমাদের সঙ্গী হয়ে চলেছেন, তখন আমরা কবির জন্মদিনে তাঁকে এক বিশেষ উপহার দিতে পারবো—এই অপ্রত্যাশিত অতিথিটিকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে—আগে চিঠিতে কিছু জানানো হবে না। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। রাত্রে যখন পৌঁছলাম কবি শুয়ে পড়েছেন, কাজেই জানতে পারেননি যে সত্যেনবাবু এসেছেন।

ভোরবেলা ওঁর ঘরে গেলাম প্রণাম করতে। দেখি চেয়ারে চুপ করে বসে কি ভাবছেন। সত্যেনবাবু আমাদের পিছনে, কাজেই আগে দেখতে পাননি। প্রণাম করতেই খুশি হয়ে বললেন, "এই, এলে?" বললাম শুধু [illegible] আসিনি, সত্যেনবাবুকেও নিয়ে এসেছি। কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সত্যেনবাবু এগিয়ে এসে প্রণাম করতেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নতুন ল্যাবরেটরীটি একবার দেখে এসো। এখন [illegible] [illegible] সত্যেনবাবুর [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] ল্যাবরেটরী [illegible] [illegible] [illegible] তুমি এখানে [illegible] [illegible] উদ্বোধন করে দিয়ে।"

সত্যেনবাবুকে [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] কিছু [illegible] [illegible]। তুমি [illegible] একটা [illegible] এই [illegible]। [illegible] এখানে [illegible] [illegible] পায়। সত্যেনকে আমার [illegible] [illegible]।"

বৈশাখ মাস। শান্তিনিকেতনে বেশ গরম। কবির অসুস্থ শরীরের জন্যও আমাদের সকলের মনে যথেষ্ট ভাবনা যে আমরা পাখা পেয়েছি কিনা, ঘরে কষ্ট হচ্ছে না আবার তাই। [illegible] জানতেন, সে সব [illegible] [illegible] ছিল। ইত্যাদি।

আমাদের একবার খুব ভালো [illegible] ছিল। সত্যেনবাবু উত্তরায়ণের নিচের তলায়

৪ [illegible]। সত্যেনবাবু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক।

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা
একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার
উপক্রমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" এবং "হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে প্রত্যেক রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগলক্ষণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে [illegible] তথ্য, [illegible] রেপার্টরী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাণুতত্ত্ব ও [illegible] রহস্য এবং মল-মূত্র-রক্ত পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ত্রিংশ সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ নয়া পয়সা মাত্র।
এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

[illegible]

[illegible]

[illegible]

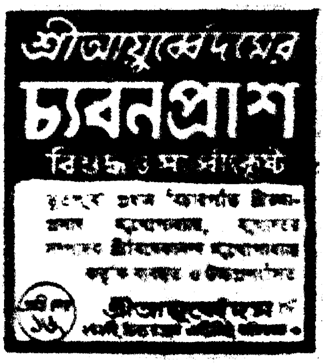
চ্যবনপ্রাশ

লোধ্রা

# মনভোলানো

# ব্রিটানিয়া

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে ব্রিটানিয়া বিস্কুটের মতন ভালো জিনিস আর হয়না। অতিরিক্ত ভিটামিন ও পুষ্টিকর জিনিসে তৈরী ব'লে দৈনন্দিন খাদ্যে পুষ্টির অভাব মেটায়, স্বাস্থ্য ভালো করে ও শক্তি বাড়ায়। ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে এত ভালো যে বাচ্চারা ব্রিটানিয়ার লোভ সামলাতে পারে না।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট বড়দেরও ভারি প্রিয় জিনিস। ভালো জিনিস ছাড়া যাঁদের চলেনা তাঁরা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই চান — স্বাদে ও গন্ধে অপূর্ব এ বিস্কুট।

ব্রিটানিয়া
বিস্কুট

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

উপন্যাস

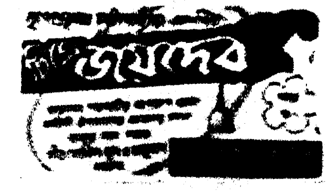

READ !

Bidhu Bhusan Das Gupta's

**SELF-TAUGHT SERIES**

1. **LEARN BENGALI** (yourself) 2.50
(Through English—2nd. Edition)

2. **LEARN HINDI** (yourself) 3.00
(Officers' guide-through English)

3. রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ 1.80
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
(বাংলা ভাষায় হিন্দী শিক্ষার ... পুস্তক হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।)

4. বাংলা ভাষা প্রবেশ 1.25
(হিন্দীভাষীদের জন্য 2nd Edition)

5. বাংলা সাহিত্য পাঠ .85
(অবাঙ্গালীদের জন্য)

6. হিন্দী বাংলা কথোপকথন শিক্ষা (২য় সংস্করণ) .85

7. বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী—ত্রিভাষা শব্দবোধ .85
(২য় সংস্করণ)

8. রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা
(১ম, ২য়, ৩য় ভাগ)

**Das Gupta Prakashan**
3, Ramanath Mazumder Street
Cal-9

লোকের ও-সব করলে তো পেট ভরবে না যে, স্বদেশী করতে কি আমারই সাধ হয় না? ওদের ওদের পোষাক ওই আনী বেসান্ট, তিলক, সি-আর-দাশ, সুভাষ বোসের মত লোকদের পোষাক—বড়লোকের ছেলে,......তা যাক্‌গে, তাহলে ওই কথাই রইল—

বলে তিনি ভেতরের দিকে চলে যাবার উপক্রম করলেন।

মা এগিয়ে গিয়ে বললে—তাহলে—

নৃপেনবাবু বললেন—এনেছ? তা এখন তো আমার আবার তেল-হাত—

মা বললে—তাহলে ভেতরে যেদিকে দিয়ে আসি—


# রবিন আলট্রাম্যারিন

লাগালে যতবার ধোবেন ততবারই
নতুনের মতো সাদা ধবধবে দেখাবে

সাদা পোষাক [illegible] রাখার পক্ষে
রবিন আলট্রাম্যারিন ব্যবহারই সব চাইতে নির্ভরযোগ্য, সহজ এবং সস্তা। রবিন আলট্রাম্যারিন [illegible] নীল গুঁড়ো
এ খুব তাড়াতাড়ি এবং সমানভাবে জলের সঙ্গে মিশে যায়। [illegible]
ধোবার সময় এই গুঁড়ো সাবান একটু জলের সঙ্গে মেশালে সব
রকমের সাদা জামা-কাপড় স্বাভাবিক মনোরম শুভ্রতা ফিরে পাবে
যে-কোনো রকমের [illegible] অথবা [illegible] বাজারের
নীলের চাইতে রবিন আলট্রাম্যারিন অনেক সস্তা। [illegible]
কাপড়-চোপড়ের কোনো ক্ষতি হয় না। আপনার বাড়ীর
কাপড়-চোপড় ধোবার জন্য রবিন আলট্রাম্যারিন ব্যবহার করুন।

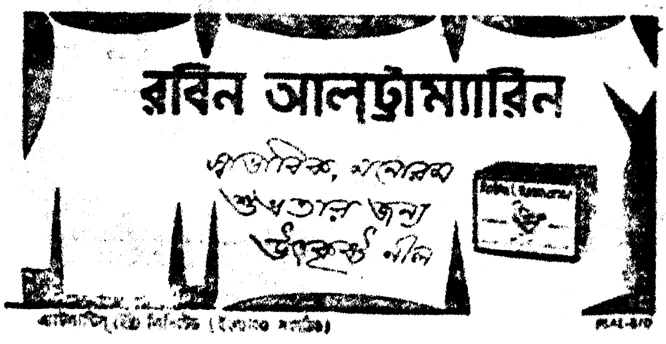


[illegible] লিমিটেড (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)


—না না, আমরা ওইখানেই থাকবো—বলে [illegible] ওপরটা দেখিয়ে দিলেন।

দীপঙ্কর দেখলে—মা দুটো দশটাকার আর একটা পাঁচ টাকার নোট [illegible] ওপর রেখে দিলে।

নৃপেনবাবু নোট-ক'খানা দেখে বললেন—কত? পঁচিশ?

মা বললে—হ্যাঁ, আপনি তো পঁচিশ টাকার কথাই বলেছিলেন—

—এই দেখ, পঁচিশ টাকা তো তোমাকে আমি গেল-বছর বলেছিলাম! তা তখন এলে পঁচিশ টাকাতেই হয়ে যেত, এখন যে [illegible] সব আরো মাগ্‌গি হয়ে গিয়েছে। [illegible] আগে দু' টাকা করে দিলে হতো। এখন সব পাঁচ টাকা করে রেট করে দিয়েছে—আমি কী করবো?

মা বললে—আমি তো আর টাকা আনিনি সঙ্গে—

নৃপেনবাবু বললেন—এই দেখ, [illegible]

[illegible]

মা বললে—তাহলে [illegible]

[illegible]

নৃপেনবাবু [illegible] বললেন—না, আর বলতে হবে না, [illegible]

[illegible]

সোজা গিয়ে দোতলায় উঠলো।

—কেন কোথায়?


সরল হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা

[illegible]

সারদা-রামকৃষ্ণ

[illegible]

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

ততক্ষণে নবীন মস্তরী ফুলের মালা নিয়ে হাজির।

রোহিণীবাবু চীৎকার করতেন—বন্দে-মাতরম্‌

সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলের সেকুশো ছেলে একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করতো—বন্দে-মাতরম্‌—

একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার। সমস্ত বাড়িটা গম্‌ গম্‌ করে উঠতো। সে যে কী আনন্দ। আর রোহিণীবাবু ফুলের মালাটা প্রাণমথবাবুর গলায় পরিয়ে দিতেন।

তখন হেড-মাস্টারও বলতেন—বন্দে-মাতরম্‌—

দীপঙ্করেরাও একসঙ্গে বলতো—বন্দে-মাতরম্‌।

আর তারপর লাহাবাবু, হেড-মাস্টারকে নিয়ে যেত বাইরে। সেই বন্দে-মাতরমের শব্দে তখনও সমস্ত কলকাতার ধর্মদাস ইস্কুল বাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তখন ছেলেদের ছুটি। ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলটা দোকানের মত বন্ধ হয়ে যেত। আর তারপর মাস তিন-চারেকের মধ্যে আর প্রাণমথবাবুকে ইস্কুলে দেখা যেত না।

মা প্রথম-প্রথম অবাক হতো। তখনও হয়ত রান্নাঘরে বসে রান্না করছে। অনেক লোকের রান্না মাকে একলা করতে হতো।

বলতো—ওমা, তুই ফিরে এলি যে? ইস্কুল হলো না?

দীপঙ্কর বলতো—আজকে শুধু ছুটি হয়েছে—

—কেন?

দীপঙ্কর বলতো—আজকে ছুটি হলো প্রাণমথবাবুকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে যে—

—কেন, পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে কেন হঠাৎ?

দীপঙ্কর নিজেই জানতো না তার জবাব কী দেবে। নিজেই জানতো না তুমুল মাতে মাতে হেড-মাস্টারকে ধরে নিয়ে যায় পুলিসে, কেন আবার ছেড়ে দেয়। কেন প্যাকাটির মত একটা হাত তুলে 'বন্দে-মাতরম্‌' বলতে হয়। আর হেড-মাস্টারকে ধরে নিয়ে গেলে কেনই বা ছুটি হয় অমন করে।

আবার হয়ত একদিন দীপঙ্কর দেখে, প্রাণমথবাবু এসে গেছেন। আবার তিনি তাঁর নিজের ঘরে বসে আপিসের কাজ-কর্ম করছেন। সেই মোটাসোটা চেহারা, সেই [illegible] সেই [illegible] [illegible]

[illegible]

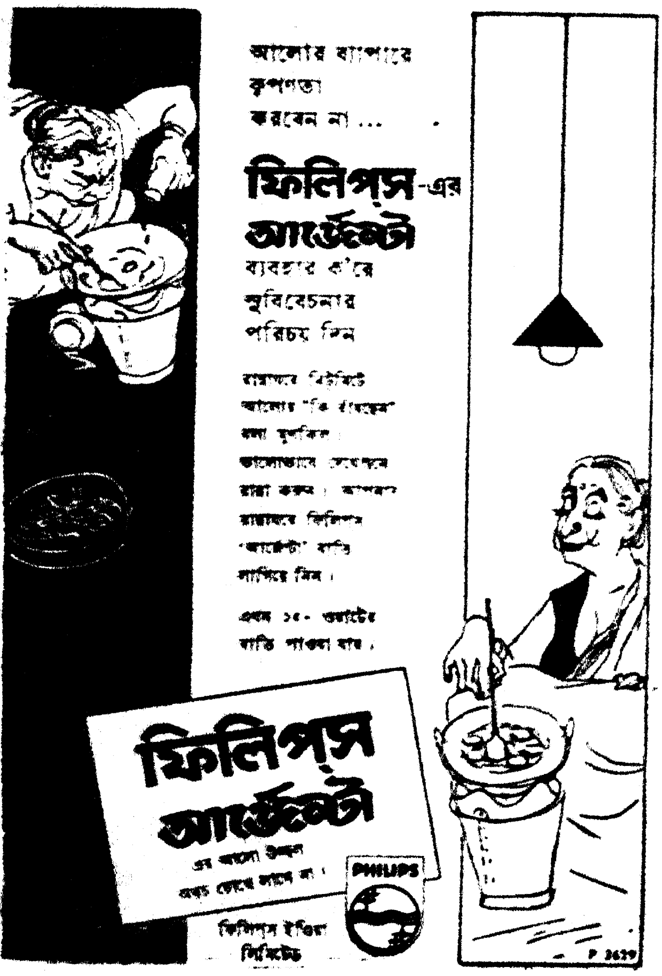

বয়সে ফুলপাতী তাদের পাতা আর এক-কাপড়ে একটা গামছা সম্বল করে বাড়ি ছাড়া হয়েছিলেন, তারপর এই আজ সবে নিজ জমির ওপর বাড়ি, তার ওপর উনিশ চালিশ হয়েছেন। বাড়িটা পুরোনো হয়ে গেছে। ইট বালি চুন খসে পড়ছে। ঘর-দোর সারানো হয় না। [illegible] তারপর [illegible] বাইরে বেরিয়ে যায়। [illegible] দেখা হয় [illegible] এসে [illegible] বলে—ও [illegible] কোথায় গেল সে—মুখপোড়াগুলো গেল কোথায়—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এক একদিন দীপঙ্করের [illegible] হয় আবার [illegible] বলতে—আবার [illegible] এসেছিল—

আবার মা, চীৎকার করে উঠতো—কে এসেছিল? মুখপোড়াটা নাকি? মুখপোড়ারা লাঠিসোটা নিয়ে এসেছিল?

—না গো জানি না, আমার মা,—

—তা জানিস না তো বললে এসেছিল কেন হা মুখপোড়া, মুখপোড়াটা মরেও না, মুখপোড়াটা মরলে আমার হাড় জুড়োয়—

বলে মোটা লাঠিটা নিয়ে তাড়া করে আসতো আমার মা।

বলতো—দেখো দেখো মুখপোড়া—মুখ-পোড়াটা মরেও না—

আবার অবশ্য বলতো দীপঙ্করকে। একদিন দেখা না হলেই আবার মা, বলতো—মুখপোড়াটা গেল কোথায় গো—ও দেখ, মুখপোড়া মরেও না, বাঁদর মুখপোড়াটা গেল কোথায়?

যা হবার তখন তাই হবে। তাকে কান পাকড়ে পাকড়ে আনলো—কবে কথা বলছিল বাবা? দীপুর?

অঘোর দাদু বলতো—আমার কোন, মুখপোড়ার কথা বলবে, সেই দিকে মুখপোড়াটা—

দীপু যেমন বাড়ি আসতেই যা বলতো—ওরে, দেখ আমার দাদু একবার ডাক-ছিলেন দেখে—দেখ তো—কী বলছিলেন—

দীপঙ্করের উঠোনটা পেরিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। পশ্চিম-মুখো [illegible] [illegible] উঠে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেইখানে [illegible]

বাড়িটা উঁচুতে দীপঙ্করের মামার [illegible] বাড়ি আছে।

[illegible]

আবার একদিন অঘোরদাদু, [illegible]

বলে—মুখপোড়াটা গেল কোথায় গো, ও দেখ, মুখপোড়া মরেও না, বাঁদর মুখ-পোড়াটা গেল কোথায়—

যা বলতো—দীপু, আর কবে মা, ডাকলে কাছে যাবা, আপনি ওকে বাড়ি দিয়ে গেছেন—

অঘোরদাদু তোমাকে পাঁচ চীৎকার করে উঠতো—কবে ডেকেছি মুখপোড়াকে? বাঁদর কবে আবার কখন ডাকলুম মুখ-পোড়াকে?

—হাঁ বাবা, আপনি লাঠি দিয়ে ওর মাথায় মেরেছেন, ওর মাথাটা ফুলে গেছে তাই দেখলাম—

অঘোরদাদু তখন আরো জোরে চীৎকার করে উঠতো—ও মুখপোড়া মরে গেলে না কেন, মরে গেলে না কেন মুখপোড়া, আমি জ্বলেপুড়ে মরি কিন্তু মুখপোড়া মরতে ভোলে মুখপোড়া—! মুখপোড়া তবুও কি দেখতে পাই তুমি—

[illegible]

---


প্রবন্ধ, সমালোচনা :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রমথ চৌধুরী | — | আত্মকথা | ... | ২·৫০ |
| দেবপ্রসাদ মিত্র | — | বাংলাকাব্যে প্রাক্ রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা | ... | ৪·০০ |
| প্রিয়রঞ্জন সেন | — | বাংলা সাহিত্যের ধনদ্বন্দ্ব | ... | ২·০০ |
| নরেন্দ্রনাথ সিংহ | — | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ | ... | ৪·৫০ |
| যোগেশ দত্ত | — | বাংলা সংকেতলিপি (Short hand) | ... | ৫·০০ |

উপন্যাস ও গল্প-সংকলন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | — | যে যাই বলুক | ... | ৬·০০ |
| | | আসমুদ্র | ... | ৩·৫০ |
| | | হাঁড়ি-মুচি-ডোম | ... | ২·৫০ |
| প্রবোধ সরকার | — | বাবার বেলায় পিছু ডাকে | ... | ২·৫০ |
| জ্যোতির্ময় রায় | — | উদয়ের পথে | ... | ২·৭৫ |

ছোটদের জন্য

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রেমেন্দ্র মিত্র | — | পৃথিবী ছাড়িয়ে | ... | ১·৫০ |
| | | ময়নামতীর দ্বীপ | ... | ১·৫০ |
| শিবরাম চক্রবর্তী | — | বাড়ী থেকে পালিয়ে | ... | ২·০০ |
| সৌরীন্দ্রপ্রসাদ বসু | — | হাসির গল্পের সংকলন | ... | ২·০০ |
| | | ভূতের গল্পের সংকলন | ... | ২·৫০ |

বিস্তারিত তালিকার জন্য লিখুন
বাংলা ভাষার বহির্ভূত সকল পুস্তকের জন্যও লিখুন

দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম

২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ছিটে কখন বাড়ি ফিরে আসতো ঠিক ছিল না। রাত কখনও একটা কি দুটো বাজতো। দীপঙ্কর তক্তপোষটার উপর মা'র পাশে শুয়ে থাকতো, হঠাৎ যেন কেমন একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। তখন চারদিকে সব নিস্তব্ধ। কালিঘাট বাজারের ভেতর বাজনার শব্দটাও থেমে গেছে তখন।

দীপঙ্কর ডাকতো—মা—

—কী বাবা?

—কীসের শব্দ হলো যেন মা—

—ও কিছু না, তুই ঘুমো!

দীপঙ্কর তবু শান্তি পেত না মনে।

বলতো—একটা শব্দ হলো যে, আমি শুনলুম—

মা বলতো—ও কিছু না, ছিটে ফিরলো—

কিন্তু ছিটে ফিরলে দরজা খুলে দেবার বালাই ছিল না কারো। যে-যার ঘরেই [illegible] দরজা খুলে দিতে হতো না। পশ্চিম দিকের জানালার [illegible] একটা [illegible] রাস্তা করা ছিল। [illegible] ছিটে আর ফোঁটা দু'জনেরই। সেইখান দিয়েই ঢুকে পড়তো ছিটে। আর ফোঁটা যে কখন ঢোকে কিংবা কখন ঢোকে না তার খবর কারো রাখবারই দরকার হতো না।

শুধু অঘোর ভট্টাচার্যি এক-একদিন [illegible] কাণ্ড করে বসতো।

[illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible]

অঘোর দাদু। তাই ছিটের মাথায়-মাথায় গিয়ে [illegible] কখনও [illegible], কখনও [illegible]। ছিটে ফোঁটা [illegible] করে [illegible] পারেনি। কিন্তু [illegible] অনেকক্ষণ ধরে ছিটে ফোঁটাকে উদ্দেশ করে গালাগালি দিতে শোনা যায় অঘোর দাদুকে।

অথচ একদিন এই কালিঘাটে জঙ্গল ছিল। [illegible] মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটা বসতি গড়ে উঠেছে এখানে। [illegible] এসেছে, [illegible] এসেছে, [illegible] এসেছে, [illegible] এসেছে। [illegible]

অঘোর ভট্টাচার্যির [illegible] মুখুজ্জেদের এসে-এসে [illegible] হয়েছে। [illegible] হয়েছে। [illegible] অঘোর ভট্টাচার্যির [illegible] বাড়ি হয়েছে। [illegible] দিয়েছে অঘোর ভট্টাচার্যি [illegible], দিয়েছে নতুন [illegible], দিয়েছে [illegible], দিয়েছে [illegible], আর দিয়েছে টাকা আর কখনও কখনও দিয়েছে সোনার মোহর।

এমনি করে যখন [illegible] এসেছে, [illegible]

[illegible]

অবাক। অমরেশবাবুও জানতে পারেননি। [illegible]

[illegible]

শশীশেখরবাবুর দেখতে পারেননি [illegible]

মা বললেন—এ-ঘরও তো অমরেশবাবুর ঘর, [illegible]


ছোট গল্প

প্রকাশিত হয়েছে

[illegible]

ডাক্তার হউন

[illegible]

Indian Homeopathic College

(DC.) Jullundur City.

[illegible]

প্রা[illegible]ন ৪॥০

[illegible]

ছাউনি ১॥০

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | ৪॥০ |
| [illegible] | ২, |
| [illegible] | ৩, |
| [illegible] | ৪, |
| [illegible] | ৩, |

সাধারণ পাবলিশার্স

[illegible] কলিকাতা ১২

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

[illegible]

[illegible] কলিকাতা—৯

উনি সেখানে খুঁজে ওর টাকা রাখবেন— তাতে আমাদের কী!

দীপঙ্কর বললে—তোমারও টাকা আছে মা? তোমার টাকা তুমি কোথায় রাখো?

মা বললে—আমাদের টাকা নেই বাবা,


## জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগীদিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির চিকিৎসার বিবরণ সহ প্রাতে ৯—১১টা ও বিকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)

১৬৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

১০ম

টি-বি সীল

বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৫৯

সমাপ্তি হবে ২৬।১।৬০

[illegible]

বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি

[illegible]




তুমি যখন বড় হবে, চাকরি করবে, তখন তুমিও অনেক টাকা উপায় করবে, এই রকম সিন্দুক করবে, তখন তোমার টাকা হলেই আমার টাকা হবে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তোমার টাকা নেই কেন?

মা বললে—তুমিই তো আমার টাকা, তুমিই তো আমার সিন্দুক বাবা, তুমি মানুষ হও, আর আমার কিছুই চাই না—

অঘোরদাদুর বাড়িটা সারে দিয়ে জমির ওপর। তার মধ্যে উত্তর দিকটার [illegible] ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাইরে মাঝে মাঝে একটা সাইন-বোর্ড টাঙানো থাকতো। সাইন-বোর্ডে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা থাকতো বাড়ি ভাড়া। সেই বাড়িভাড়ার সাইন-বোর্ড দেখে মাঝে-মাঝে অনেক ভদ্রলোক এসে খোঁজ করতো। [illegible] ভাড়া নিয়ে [illegible] জিনিষপত্তর নিয়ে এসে উঠতো একদিন। কেউ থাকতো চার মাস, কেউ বা এক বছর। তারপর আবার একদিন উঠে যেত। [illegible] চন্নুনীর [illegible]।

[illegible] এসে পাড়ার [illegible] উঠোন। [illegible] মাথায় করে এনে ফেলেছে, আর তারপরই চন্নুনীর [illegible] হয়ে গেছে।

সেই উঠোনের ওপর দাঁড়িয়েই [illegible] [illegible] চন্নুনী [illegible]—

—[illegible] [illegible]

[illegible]

এর পর [illegible] চন্নুনী [illegible]

[illegible]

অথচ [illegible] দীপঙ্কর [illegible] ভাড়াটেদের [illegible] আজও [illegible] চন্নুনী। সে কী আনন্দের [illegible]—[illegible] তখন [illegible] আদরই করতো চন্নুনী।

—মানিক আমার, আমার ধনটি, আমার সনাটি, আমার যাদুগোপাল, আমার চাঁদ-গোপাল, মানটুগোপাল.....

কত যে আদর করতো তার আর সীমা নেই। তার অনেক আদরের কোনও মানেই হোত না।

পান খেয়ে মুখ লাল করে পাড়া মাতিয়ে [illegible] আদর করতো চন্নুনী।

কিন্তু এই [illegible] আবার দেখা যেত একটা ঠেলা গাড়িতে ভাড়াটেদের [illegible] [illegible] উঠেছে। [illegible] [illegible] চলে যাচ্ছে [illegible]।

অঘোরদাদুর [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দীপঙ্কর [illegible]—চন্নুনী [illegible] [illegible]?

মা [illegible]—[illegible]

—[illegible]?

মা [illegible] উচ্চারণ করতে না, [illegible] [illegible]— তুমি [illegible] বড় হবে, বড় [illegible] হবে তোমার, বড় টাকা উপায় করবে—

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ মা, আমি অঘোরদাদুর মত টাকা উপায় করবো?

মা বলেছে—এখন তোমার ও-সব ভাবনার দরকার নেই, তুমি লেখা-পড়া শিখে যাও, ও-সব আপনিই আসবে, যখন তোমারও বাড়ি হবে, তখন আর এই [illegible] [illegible] থাকতে হবে না তোমাকে—

সত্যিই অনেক মজা ছিল তার। অনেক সখ ছিল। মন ভরেছিল এই বাড়ি, এই কাছারি, এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী যেন তাকে অনেক দূরে টেনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাছারী থেকে চলে গেলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

একটা পাঁচিল। ভেতরে দু' একটা পাকা কলা উঁকি মারছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দি রিলিফ
২২৬, আপার সার্কুলার রোড
এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়
দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা
সময়:—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও
বিকাল ৫টা থেকে ৭টা

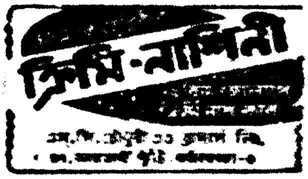


Amico's
GREEN LINIMENT
এ্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট
আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ

বেলা ফিরে রিক্সাওয়ালাকে এক-আনি পয়সা ফেলে দিয়েছে। বাড়ির উঠোন দিয়ে ঢুকে ছোট রোয়াক। রোয়াকের ওপর উঠে ডান দিকে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো অঘোরদাদু। দীপঙ্করও পেছনে পেছনে উঠতে লাগলো।

অঘোরদাদু বললে—আয় মুখপোড়া, আয়—

দীপঙ্কর বললে—অঘোরদাদু, রিক্সাওয়ালাটা এখনও চেঁচাচ্ছে—

অঘোরদাদু বললে—দূর মুখপোড়া, ও চেঁচাচ্ছে তো তোর কী রে? তোর কী?

তারপর দোতলায় উঠে বারান্দা, বড় বড় ঘর। প্রত্যেকটা ঘর তালা-বন্ধ। তারপরে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে অঘোরদাদু নিজের ঘরের তালাটা খুললে। চাবিটা পৈতেয় আটকে রাখলে।

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

বললে—বল্ মুখপোড়া, কী বলছিলি বল—বল্ তুই এবার

দীপঙ্করের মনে পড়লো।

বললে—বলছিলাম, চোখে তুমি দেখতে পাও না তো পুজো করো কেমন করে?

অঘোরদাদু বললে—মুখপোড়া ঠাকুর কি আমি দেখতে পাই যে পুজো করবো, পুজো আমি করি না মুখপোড়া—

—তাহলে পুজো করো না তো কী করো?

অঘোরদাদু বললে—কী করি তাই তো দেখাতে নিয়ে এলাম মুখপোড়া, দেখবি তুই, দেখবি মুখপোড়া?—এই দেখ্—

বলে দরজার তালাটা টেনে দরজাটা হাট করে খুলে দিলে অঘোরদাদু। আর একটা ভ্যাপসা গন্ধে দীপঙ্করের যেন হাঁপ ধরে উঠলো। ঘরের ভেতরটা প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠলো সব।

—দেখছিস তো মুখপোড়া, দেখছিস তো?

দীপঙ্করের চোখের সামনে তখন কেউ যেন আরব্য উপন্যাসের সিং-দরজাটা খুলে দিয়েছে। দীপঙ্কর দেখলে ঘরের মধ্যে যেন তাল তাল সোনা পাহাড় হয়ে আছে। চক্ চক্ করছে ঝক্ ঝক্ করছে। তারপরে আরো স্পষ্ট হলো। দেখলে, অনেক ঘড়া, কাঁসার ঘড়া। ঘড়ার ওপরে ঘড়া। শুধু ঘড়াই নয়। থালা, বাটি, গেলাস, ঘটি, পিলসুজ। সব পুরুতগিরিতে পেয়েছে অঘোরদাদু। সব যজমানের দান। কুল-পুরোহিতের দান। একটার ওপর আর একটা চাপানো।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এতো ঘড়া ঘটি কী করবে অঘোরদাদু?

অঘোরদাদু মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

বললে—দূর মুখপোড়া, এই জিনিস নিয়ে লোকে কী করে? আমি বেচবো রে মুখপোড়া—অনেক বেচে ফেলেছি, এগুলোও বেচবো, বেচে অনেক টাকা হবে—

টাকা। দীপঙ্করের মনে পড়লো ছাদের ঘরের সিন্দুকটার কথা। সেই সিন্দুকটার ভেতরেও অঘোরদাদুর অনেক টাকা, অনেক মোহর দেখেছিল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এত টাকা-কড়ি নিয়ে কী হবে তোমার অঘোরদাদু? কী করবে তুমি?

অঘোরদাদু রেগে গেল। রেগে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

বললে—টাকা-কড়ি দিয়ে কী হয় রে মুখপোড়া? কী হয়? বড় হলে বুঝবি যে কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়। সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে—সব—

(ক্রমশ)

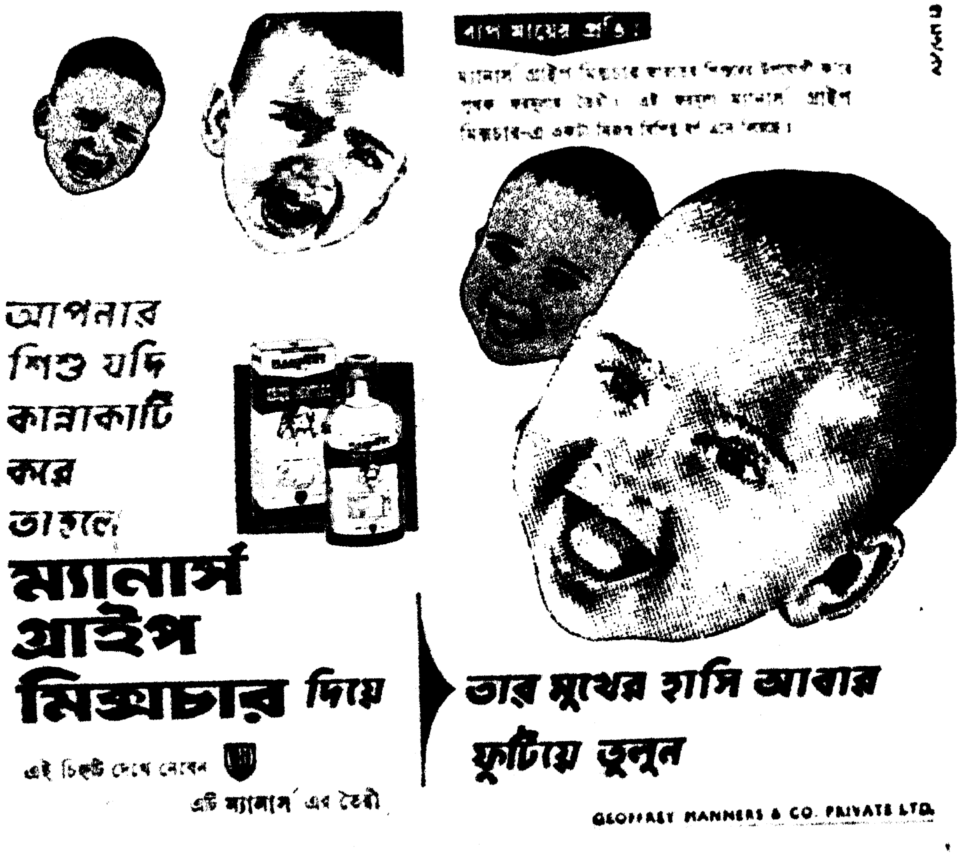

## যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

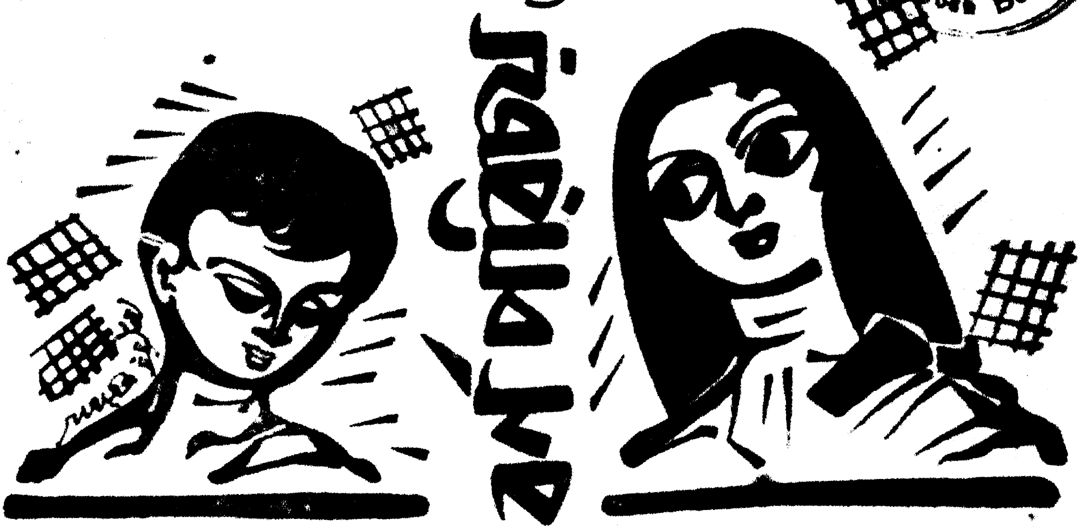

শোনা গেল না। ঠিক যেন গরম তেলে তরকারি সাঁতলাচ্ছে মা। শব্দটা তেমনি। বৃষ্টিটা থামছে না। থামতে চাইছে না একটুও।

চুর্লি কী শুনল কে জানে। কাঁধে ঢাক তুলে নিলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢাক বাজাতে শুরু করল। মেঘের ডাক, বৃষ্টির স্বর— ঢাকের বাজনার সঙ্গে অস্পষ্ট হয়ে গেল সব। অথবা একসঙ্গে বাজতে লাগল সবাই। আলাদা করে কাউকে জানা গেল না। একা একটিমাত্র শব্দকে অনুভব করা গেল না।

মেঘ ডাকলে চারুদি ছুটে আসত। বুকের ভেতরে জাপটে ধরত তপুকে। চারুদি তপুকে ভালবাসে। ছোটদি তত না। আকাশ চমকালে তপু ভয় পায়। ভয়ে কাঁদে। চারুদি বুকে জড়িয়ে তপুর কান দুটো চেপে ধরে। মেঘের ধমক আর শোনা যায় না।

ভয় করছিল। আকাশ চমকাচ্ছিল। মেঘ ধমকাচ্ছিল আকাশকে। নাকি শিবঠাকুর। মা দুর্গা কাঁদছিল। বৃষ্টি পড়ছিল ঝুপ-ঝুপ, ঝুপ-ঝুপ।

চারুদি বৃষ্টি থামাবার মন্ত্র জানে। বৃষ্টি চারুদির কথা শোনে। ছড়া কাটলে থেমে


আমাদের তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র বিলি করতে দিন

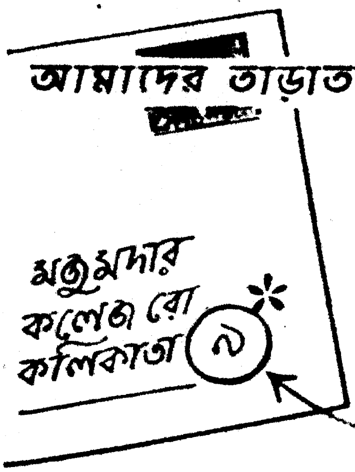


ঠিকানায় ডাক বিভাগের
অঞ্চল সংখ্যা
দিন

ডাকবিলির সুবিধের জন্য বেশীর ভাগ বড়ো বড়ো সহরকেই বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

এই রকম ভাবে অঞ্চল ভাগ করার উদ্দেশ্য হোল পর্যন্ত প্রমাণ চিঠিপত্র এক জায়গায় না বেছে, ঠিকানা অনুযায়ী বিভিন্ন বিলি কেন্দ্রে বেছে এবং ডাক পিওনের বিলিপথের দূরত্ব কমিয়ে, তাড়াতাড়ি ডাক বিলি করা।

ঠিকানায় অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে ডাকে যে সব জিনিষপত্র পাঠানো হয়, সেগুলি সরাসরি সেই অঞ্চলের বিলিকারী ডাকঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অঞ্চল সংখ্যা থাকলে চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বেছে ফেলা যায়, এই সংখ্যা না দিলে সেগুলি দেরীতে পৌঁছুবার সম্ভাবনা বাড়ে। ডাক বিভাগীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এমন কোন সহরে যদি আপনি থাকেন, তাহলে আপনার কাছে যাঁরা চিঠি লেখেন তাঁদের অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে চিঠির ঠিকানা লিখতে বলুন।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 39/248

যায়। লেবু পাতা কমলা, নতুনের কিছি নয়রে বা। ছড়াটা মনে পড়ে। ঠোঁট নেড়ে ছড়া কাটল তপু। কিছি পড়েনি মা। বাজনা না তবু। বড় খোকা আর দুর্গা এই কিছিটা। চারুদি ছড়া কাটে কখনই শোনে না। ওদের বুদ্ধি যা নেই! তপুর মারের ভয় না। বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ালে ওদের কেউ রাগ করে না। রাগ করার কেউ নেই ওদের। তপুর কিছি হতে ইচ্ছে করে।

আজ সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে তপু, কেউ ডাকেনি। মা আজ কথাই বলেনি তার সঙ্গে। কেবল কেঁদেছে। চুপ-চাপ [illegible] চোখ মুছেছে। বড় জেঠাইমা [illegible] একবারও। কাঁদছে [illegible] একটুও [illegible] না তপুর। [illegible] তাই [illegible] কাছে [illegible] বাইরে বাইরে [illegible] একলা।

[illegible]

চুপি চুপি [illegible]

[illegible] হল।

চুনির হাতের উপরে দুলে দুলে করে। চোখ বুজে হাতের উপর চুনি।

মাথার ওপরে সুপারি ফুল দিয়েছে বেলা। শীত কিছু কমেছে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সামনে। মা কালীর জিভটা লাল। রক্তের মত লাল টকটকে। চারুদির পা জেটে গিয়েছিল সেদিনকে।

সারাদিন বাঁশের গিয়ে কেঁদেছিল তপুকে। পুকুরের ঘাটে ছুটোছুটি করেছিল তপু। চারুদি নাগাল পায়নি তার। [illegible] পেয়েছিল। [illegible] চারুদির [illegible] চোখের জলের দাগ [illegible] এঁকেছে [illegible] তপু। চারুদি তার একটিও কথা বলেনি। তপুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তখন।

বাবা তপুকে দেখেছিল। তপু চুপ করে থাকতে পারেনি। চারুদির মত না [illegible] কাঁদতে পারেনি।

বাবা আজ [illegible]

[illegible]

মা কেন কেমন করে কথা বলে। মাকে তখন ভাল লাগেনি তপুর। একটুও না।

সারাদিন উপোস করে ছিল বাবা। মা-ও। [illegible] দেখেছিল। [illegible]

বাইরে কিছিটা ঘুরে এল। কান্না চাপতে [illegible]

[illegible]

চারুদি, এই চারুদি।

কী রে কী?

[illegible]

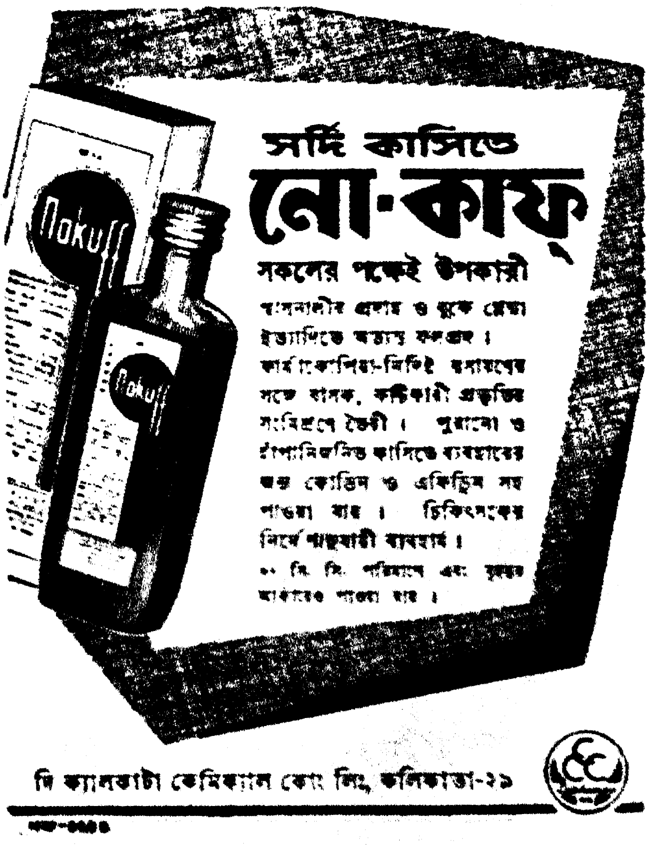

গেছে। আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। নিয়ে যাবি?

আয়, কোলে আয় তবে।

না, আমি হেঁটে যাবো।

তপু, কথা শোন্‌। নতুন জলে ভিজলে তোর নির্ঘাত অসুখ করবে।

সামনে উঠোনটা জলে ভেসে গেছে। কয়েক পশলা বিষ্টিতেই নদী হয়ে গেছে। হ্যাজাকের আলোয় জল চিক্‌ চিক্‌ করছে। জলের মধ্যে কিল-বিল করছে কী! চারুদির কোলে চেপে নদীতে গিয়েছিলাম। মা স্নান করতে গিয়েছিল। সূর্যটা লাল হয়ে গিয়েছিল। মাঠ ঘাট থেকে রোদ্দুর মুছে নিয়েছিল যে। চারদিক অন্ধকার হয়েছিল তখন।

উঠোন ভর্তি জল। দু' পাশে ছোট ছোট ঢেউ তুলে হপ্‌-হপ্‌ শব্দ করতে করতে টেঁপু এল।

'তপু, দেখবি আয়!' টেঁপু ডাকল।

'কী?'

'চারদিকে বাইরে এনেছে।'

তপু অবাক চোখে তাকাল। কথার মানে বুঝল না টেঁপুর। টেঁপু তপুর হাত ধরে নিল।

তপু বাড়ির ভেতরে গেল। দেখে অবাক হল। বাইরে খোলা উঠোনে বিছানা পেতে শুইয়েছে চারদিকে। মাথা পা চাদরে ঢাকা। মুখটাও দেখা যাচ্ছে না চারুদির। মাথার কাছে হ্যারিকেন জ্বেলে রেখেছে একটা। এখনো ঝির ঝির বিষ্টি হচ্ছে। তপুর মুখ- [illegible]

[illegible]

'কী করবে টেঁপুরা? একা কি দেখবার? [illegible] কাঁদলে কি ফিরে পাবে? [illegible] বড়কাকা [illegible]।

[illegible] কথা বলতে জানে বড়কাকা? তপুর জানা


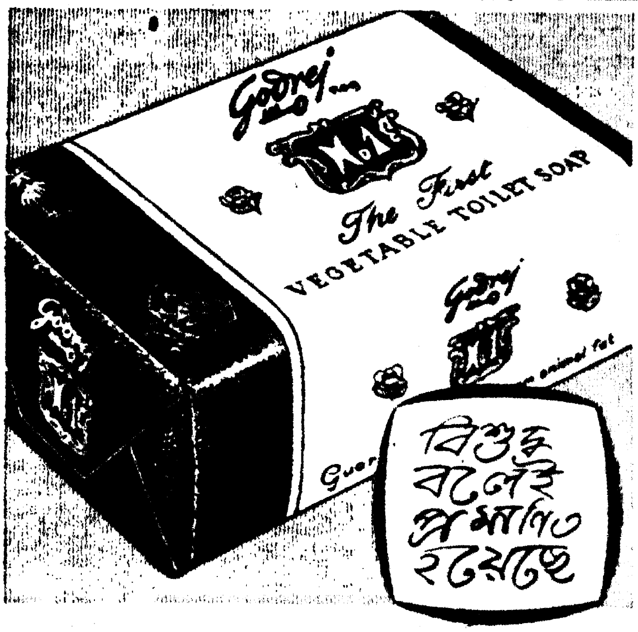


শীতকালে আপনার ফেটে যাওয়া ত্বককে শান্ত করতে সাবানের সেরা (রাজা) বড় সাইজের (রাজা সাইজের) গোদরেজ নং ১ সাবান দিয়ে স্নান করুন। ইহা সেলোফিনে মোড়া হয়। আর গোলাপ গন্ধযুক্ত তাই এর সৌরভ আপনাকে আনন্দ দেয়।

এ সাবানটিই প্রথম ভেষজ টয়লেট সাবান। সমঝদার ব্যবহারকারী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা উপকারী এবং বিশুদ্ধ বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

ভুলবশতঃ কতক সাবান স্বচ্ছ থাকায় বিশুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখবেন স্বচ্ছ হলেই বিশুদ্ধ এবং ভাল* হবে এমন কোন নজীর নেই।

গোদরেজ নং ১
টয়লেট সাবান

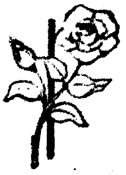

* ইউ. এস. ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ড এর পরিভাষা "সাবান পরখ করার প্রণালী—"

গোদরেজ সাবানের সেরা নাম

ছিল না। [illegible] না করে সব সময় এমন করেই কথা বলে না কেন বড়কাকা? কিন্তু বড়কাকাকে তাহলে [illegible] হবে। [illegible] না। [illegible] হবে। [illegible] বড়কাকার [illegible]। বড়কাকা [illegible] এই [illegible] হয়েই থাকে। [illegible] বড়কাকার এই [illegible] এই [illegible] না। [illegible] উঁচু হল [illegible] বড়কাকার [illegible] উঁচু হল বড়কাকার।

কিন্তু বড়কাকার [illegible]

[illegible]

[illegible] জোতাইয়া [illegible]

[illegible] মাথা [illegible]

[illegible] আবার মাথা নাড়ে।

জোতাইয়া [illegible] হল্দুরে। [illegible] ওপর [illegible] জোতাইয়া [illegible]।

[illegible] এল?

জোতাইয়ার [illegible] না। [illegible]

—কোথায়?

—[illegible]

—[illegible]

—[illegible]

[illegible]

[illegible] হল্দু। [illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible]। [illegible] হল্দু। [illegible] হল্দু। [illegible] উঁচু হল, [illegible] কিন্তু [illegible] না। [illegible] কিন্তু [illegible] না। [illegible] এক [illegible] না।

এখন বাজারেও প্রকাশিত হলো:
**মহাত্মা গান্ধী**
[illegible] প্রসাদের ভূমিকা
সম্বলিত।
[illegible] ও [illegible] মহাত্মা গান্ধীর
[illegible]
[illegible] সংকলন।
[illegible]
[illegible] ১০" × ১৪"
মূল্য ১০ টাকা [illegible] নয়া পয়সা
**দি পাবলিকেশন ডিভিশন**
[illegible]
[illegible] : দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ
DA 59/667

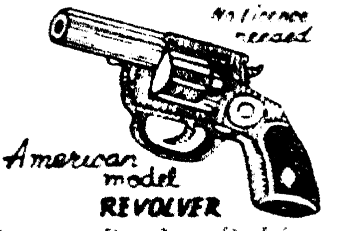

[illegible]
মূল্য [illegible] ৮, ১০, ১২,
নং ৭৭৭ ৮৮৮ ১১১
[illegible]
**নিউ ইয়র্ক এজেন্সিজ (ইণ্ডিয়া)**
[illegible] বম্বে [illegible]

বাড়িটাকে ভয়ংকর শান্ত মনে হল। কেন তপু ছাড়া আর একটিও লোক নেই বাড়িতে?

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল। আজ ছোটমা ডেকে তুলল তপুকে। এমন কিন্তু কোনদিন হয় না। এত বেলায় কোনদিনই ঘুম ভাঙে না তপুর। আর ছোটমাকেও ডেকে তুলতে হয় না। তপু নিজেই জাগে। আজ বিছানায় বসেই মনে পড়ল। কালকেও অনেক রাত হয়েছে ঘুমোতে। প্রায় মাঝ-রাত্তির পেরিয়ে কান্না থামিয়েছে মা। ঘুমিয়েছে তারও পরে। মায়ের পাশে তপুকেও জেগে থাকতে হয়েছে। আজ তাই ঘুম ভাঙতে এত বেলা।

দুদিন হয়ে গেল। চন্দ্রদি তবু ফিরে এল না। হয়তো আজকেও আসবে না। কথাটা কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। সবাই গম্ভীর। কেমন থম-থমে। কেন বোবা হয়ে গেছে সবাই। সারা বাড়িটাই কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সবাই চুপ। সকলের মুখেই কান্না-কান্না ভাব। সারা বাড়িতে একটিও মানুষ আছে কি নেই, বোঝা ভার। কেমন বিপদের পরে গাছ-পালা বন-বাদাড় হঠাৎ শান্ত আর গোবেচারার ভাব দেখায়, বাড়িটার অবস্থাও তেমনি। কেমন চুপ-চাপ কাজ করে যাচ্ছে সবাই। কথা বলছে কম। তপুর ভারি খারাপ লাগে। হঠাৎ অস্বস্তি। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন ভারি মনে হচ্ছে। ভারি আর ভয়-ভয়। তপুর ভীষণ একলা মনে হচ্ছে নিজেকে।

ছোটমাই কাল বলেছে, চন্দ্রদি আর আসবে না। চন্দ্রদি মরে গেছে। কথাটা বিশ্বাস করেনি তপু। কারণ ছোটমা মিথ্যে কথা বলে। মিথ্যা নালিশ করে চন্দ্রদির [illegible] একদিন। [illegible] চন্দ্রদিকে [illegible] হবে। তপু তাই ছোটমাকে বিশ্বাস করতে পারে না। ছোটমা মিথ্যুক। চন্দ্রদির ওপর ভীষণ রাগ ওর। [illegible] তপু [illegible] চন্দ্রদিকে অনেক দেখা যায় [illegible]। কাল রাত্রে [illegible] পেয়েছে কিনা বুঝে পারে না।

বাইরে এসে তপু কাউকে দেখতে পেল না। ছোটমা বললে, খোকা, কত বেলা [illegible] মুখ ধুয়ে [illegible] খাবার [illegible]।

তপু উৎসুক চোখে তাকাল।

ছোটমা বললে, আজ যে [illegible]। [illegible]

[illegible]

[illegible]

বাড়ির সামনে একটা [illegible] দেখা যায় না। এক [illegible] তাকিয়ে কী দেখছে। নীল-নীল বাড়ির

ফুলগুলি কাঁপছে। ঝির-ঝির করছে হাওয়াটা। সারা শহরের মত বাড়ীটা চুপ-চাপ। কার্নিশ [illegible] চারপাশে ঝাঁকড় উঠুক। ফুলের কুঁড়িগুলি এখনো [illegible] [illegible] কাঁপছে।

এই [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

থেকে ওখানে কেড় [illegible] শাঁখর। [illegible]

[illegible], দুই না [illegible] [illegible] তৈরী করে দিই। [illegible] এসে, [illegible]

[illegible]

[illegible] ফুলের কুঁড়ির [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ... [illegible] অনুভবের ক্ষমতা নিয়ে গেছে


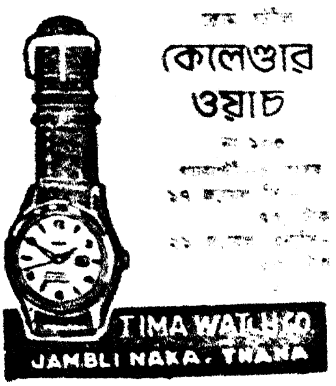

বকটা আর বসে নেই। কোথায় উড়ে গেছে। মাছরাঙাটাও। ঢেঁকি কলমির দামের পাশেই গোটা তিনেক সাপলা। ঝিনুকের মত পাপড়িগুলি গোটানো। ফড়িংগুলি এখনো উড়ছে। জলে ছায়া কাঁপছে এখনো। কান্না থামিয়ে তপু দেখতে লাগল এইসব। আবার সেই পুরনো আর চেনা গন্ধটা এসে লাগল নাকে। ভিজে মাটি, ঘাস, শিউলি ফুল আর পানা পুকুরের ঘ্রাণ। এক সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল সবাই। কাউকে আলাদা করে ভাবা গেল না।

—'তপুরে, এই তপু!' ডাকতে ডাকতে মা তপুর কাছে এসে দাঁড়ায়। পেছনে ছোটদি।

আনমনা ভাবটা কেটে যায়। তপু সম্বিৎ ফিরে পায় যেন। মুখ তুলে মা আর ছোটদিকে দেখে। কিছু বলে না। নিঃশব্দে এগিয়ে যায়।

ছোটদি হাত ধরে। 'মুখ না ধুয়েই কোথায় গিয়েছিলি বল তো?'

মা কোলে তুলে নেয়। বলে, 'তোর বুঝি খিদে-তেষ্টা নেই?'

তপু কোন কথা বলে না। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে চুপচাপ কোলে ওঠে এইবার।


**যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।**

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

**প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লাজনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।**

L/P. 3-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত

আ[illegible] অনেক হইয়া গেলাম, বিনু- [illegible] টেস্ট খেলায় [illegible] সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। [illegible]

[illegible]

আ[illegible]

[illegible] করিতে পারিলাম।

• • •

কলিকাতা টেস্টের সাপ্তাহিক [illegible] টিকিট লইয়া [illegible] খেলা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। ইউ সি সি কার্টারাইট [illegible] বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় যে টেস্ট খেলা হইবে, তাহার টিকিট [illegible] হইয়াছে। ফলে হাজার হাজার দর্শকের ভাগ্যে আর এই খেলা দেখা হইবে না।

[illegible] বলিয়াছেন—এইও বিনুমানের [illegible] এই খেলায় [illegible] নেই।"

• • •

ইংরেজী নববর্ষের একটি সংবাদ [illegible]

[illegible]

• • •

প শ্চিমবঙ্গ [illegible] একটি [illegible] করিলাম। [illegible] কী করবেন [illegible] একটি [illegible]

• • •

ব র্তমান [illegible] টিকিটে [illegible] দর্শক [illegible] এক [illegible] এই [illegible]

• • •

অ [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible]

[illegible] করেন বিনুমানের।

• • •

প [illegible] এক [illegible] এই [illegible]


হোম সাইন প্রোজেক্টার

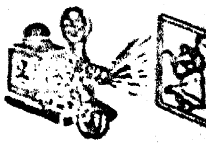

[illegible] টাকা

টিমা কোং

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

যতবার যদি পেট্রোল নিতে হয় তার স্থির হয়ে নয় বরং আপনার তাড়া থাকে যথেষ্ট। এ অবস্থায় পেট্রোল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সরবরাহ করতে হবে। আর এ কাজের জন্য আমাদের প্রত্যেক পেট্রোল পাম্পে আপনি দেখা পাবেন বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন সব লোকের যারা আপনার গাড়ীর প্রয়োজনের সব কিছুই দ্রুত ও বিশেষজ্ঞ নৈপুণ্যের সঙ্গে যোগাতে প্রস্তুত।

আর এই কর্মচারীদের কাছেই অপেক্ষা করছে আপনার জন্য সকল সহায়তা— আপনি সর্বদাই দেখবেন এ বিষয়ে তারা সদা সচেতন

বার্মা-শেলের সেবাই এই।

# বিশ্ব-বিচিত্রা

আমেরিকার এক অসাধারণ প্রতিভা-শালিনী মহিলা ফ্লোরেন্স ফস্টার জেনকিন্সের নাম সুবিদিত। [illegible] জেনকিন্সের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফ্লোরেন্স ফস্টার জেনকিন্স [illegible] [illegible]

[illegible] ফ্লোরেন্স ফস্টার জেনকিন্স [illegible] [illegible]

[illegible] হয়েছে [illegible] এবং [illegible] [illegible] একটি [illegible] অনুষ্ঠানসূচীতে বা সাব-টাইটেল রেকর্ড [illegible] ... শেষ থাকে। [illegible]

[illegible] অনুরোধ করা হয় তার গান অনুষ্ঠানসূচীর বা সাব-টাইটেল রেকর্ডিং হয়ে যাবার পরদিন তিনি মেলো-টোন রেকর্ডিং স্টুডিওকে টেলিফোন করে জানান যে কি মারাত্মক ভুল! গানখানির একস্থলের একটি নোট সম্পর্কে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর বেশ কৌতুকভরে উত্তর দেন, 'একটা [illegible] জন্য আপত্তি জানাবেন না নিশ্চয়।'

যা হোক, [illegible] নিউ ইয়র্কের কার্নেগী হলে অনুষ্ঠান করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং শেষে যখন তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হন তখন [illegible] [illegible]

একজন সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে [illegible] সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন মন্তব্য করে: 'মহিলাটি তাঁর কাজে অত্যন্ত খুশী ছিলেন। খুব কম শিল্পীকেই এমন দেখা যায়। এবং তাঁর সেই আনন্দ তিনি যেন শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। কিন্তু এটা কি নিছক একটা পাগলামি? না, এটা তাঁর বড় রকমের পরিহাস? এ একটা মনোরম রহস্য। মহিলা নিশ্চয়ই বুঝতেন না কি রকম [illegible] তিনি গান। যদি বুঝেই এমন করে থাকেন, তাহলে জনসাধারণকে নিয়ে তিনি কি পরিহাসই না করেছেন।' [illegible] লোক মজার কিছু পেলে তা নিয়ে মাতে [illegible] ফ্লোরেন্স ফস্টার জেনকিন্সের কাহিনীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

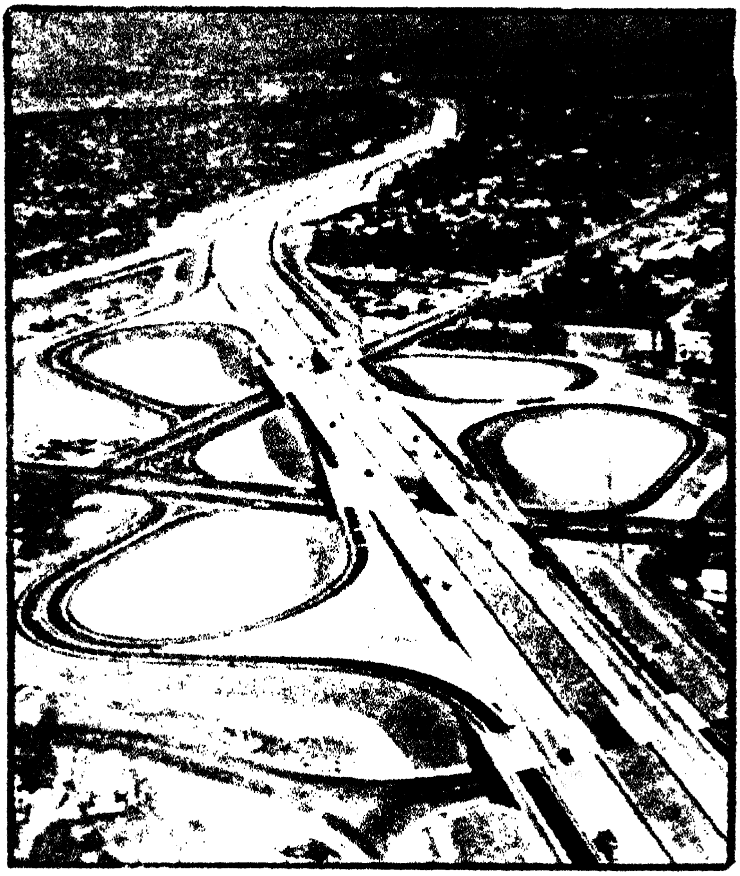

মোটর চলাচলের জন্য নতুন ধরনের রাস্তা—পথিক ও যানবাহন একই পথে চলার জন্য দুর্ঘটনার অন্ত নেই অথচ দ্রুতগতি যানবাহনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ধরনের পথ পরিকল্পিত হয়েছে কেবলমাত্র মোটর চলাচলের জন্য। উপরের ছবিখানি এক মার্কিন শহরের সান বার্নার্ডিনো সড়ক —পায়ে চলা পথিকের কোন স্থান নেই এই সড়কে এবং দ্রুতগতি মোটর বেগে নির্বিঘ্নে চলতে পারে

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

**চক্রদত্ত**

আজকাল আমাদের গতির নেশায় পেয়ে বসেছে। পৃথিবীর যতরকম যানবাহন আছে তার গতি বাড়াবার প্রতিযোগিতা আজ সবাই করে চলেছে। প্রায়ই কাগজ খুললে দেখা যায় যে, রেল, মোটর, জলযান, মোটর-সাইকেল, উড়োজাহাজ ইত্যাদি নতুন নতুন গতির রেকর্ড করে চলেছে। সম্প্রতি 'গ্রিফন' নামক এক নতুন উড়োজাহাজ তৈরী করা হয়েছে যার গতি

দুটি জেট ইঞ্জিন চালিত গ্রিফন্ উড়োজাহাজ—ওপরের ছবিতে পাইলট কক্-পিটে চড়ছে। নিচের ছবিতে উড়োজাহাজটি আকাশে উড়ছে

শব্দের গতির দু-গুণ বেশী। এই নতুন উড়োজাহাজটিতে টারবোজেট ও র‍্যাম-জেট ইঞ্জিন লাগান আছে। দুটো জেট ইঞ্জিন এক সঙ্গে চলার দরুণ জাহাজটি এত জোরে উড়তে পারে। পাইলটের বসার স্থান উড়োজাহাজটির মাথার ওপর।

•

সময় সময় স্থানে স্থানে জলাভাব ঘটে, তখন সঞ্চিত স্বল্প জলে কাজ সারতে হয় এবং ঐ অল্প জল থেকেই পানের জন্য জল ব্যবহার করতে হয়—এছাড়া অনেক স্থানে চিরকালই জলাভাব, সেসব স্থানে অন্য স্থান থেকে জল বহন করে নিয়ে যেতে হয়। এসব ক্ষেত্রে জল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই দূষিত জল পান করার জন্য নানারকম রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এক্ষেত্রে জল শোধন করার ব্যবস্থা করতে পারলেই ভাল হয়; কিন্তু সেটা খুব সহজ উপায় নয়। শোনা যাচ্ছে যে, পশ্চিম জার্মানীর কোনও একটি কোম্পানী এই জল শোধনের একটি চলমান যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন—ফলে যেসব জায়গায় ভূমিকম্প, বন্যা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে জল দূষিত হওয়ার দরুণ পানীয় জলের অভাব ঘটে, তখন ঐ যন্ত্রের সাহায্যে দূষিত অপেয় জলকে শোধন করে বিশুদ্ধ পানীয় জলে পরিণত করা খুব সহজ হয়। যন্ত্রটি বহনোপযোগী হওয়ায় অনায়াসেই মোটরলরী করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। ঐ কোম্পানী বলেন, যে কোনও নোংরা ডোবা বা পুকুরের দূষিত জল ঐ যন্ত্রের সাহায্যে ঝকঝকে পরিষ্কার স্বচ্ছ পানীয় জলে পরিণত হতে পারে। এইভাবে এক ঘণ্টার মধ্যে আট হাজার লীটার পানীয় জল তৈরী করা যেতে পারে। যদি ধরা যায় জলাভাবের সময় মাথাপিছু পাঁচ লীটার করে পানীয় জল সরবরাহ করা যায়, তাহলে ৩৬ হাজার লোকসম্বলিত একটি শহরে এই একটি যন্ত্রের সাহায্যেই ঐ জনগণের দৈনিক প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করতে পারা যাবে। একটি লোক দ্বারা যন্ত্রটি চালান যায় এবং বীজাণুমুক্ত, শোধন ইত্যাদি সবরকম ভাবেই জলকে পরিষ্কার করা যায়।

•

গত মহাযুদ্ধের 'ব্ল্যাক আউটের' কথা আমরা আজ অনেকেই ভুলি নি। ঐরকম অন্ধকার রাতে মোটর-চালকদেরই সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হতো। সম্প্রতি যে

ইনফ্রারেড বাইনাকুলারের সাহায্যে মোটরচালক অন্ধকার রাতে মোটর চালাচ্ছে

'ইনফ্রারেড বাইনাকুলার' বের হয়েছে তার সাহায্যে অন্ধকার রাতে মোটরের আলো না জ্বালিয়েও খুব সহজেই মোটর চালান সম্ভব হবে। এই নতুন বাইনাকুলারটি চালকের চোখের সঙ্গে শক্ত করে লাগান থাকবে। চালক এর ভিতর দিয়ে পরিষ্কার-ভাবে দেখতে পারবে।

•

'আরো আলো আরো আলো
প্রভু এই নয়নে ঢালো'—

এ শোনার প্রার্থনা অন্ধেরই প্রাণের কান্না। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত আলো একত্রিত করেও কোনও অন্ধের নয়ন-জ্যোতি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। আজ মানুষ বিজ্ঞানের কল্যাণে [illegible] অসম্ভব নয়। আজ [illegible] সাহায্যে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাবে। মানুষের দেহের চামড়ার ওপর আলোর যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাকে লক্ষ্য করে কোনও একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক একরকম চশমা তৈরী করেছেন। ঐ চশমা পরে অন্ধেরা সামনের [illegible] দেখতে পাবে। এ সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

•

[illegible] ৫০০০ লক্ষ টাকা।

•

ভিলাই-এর সালফিউরিক এসিড তৈরীর কারখানা ২রা ডিসেম্বর থেকে চালু হয়েছে। বছরে এই কারখানা থেকে ১২,০০০ টন এসিড পাওয়া যাবে।

•

১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের বৈদ্যুতিক কেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় ১২৫০·১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া গেছে—তার মধ্যে থেকে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ৯৯৯·১ লক্ষ কিলোওয়াট বিক্রি করা হয়েছে। আগের বছরের চেয়ে প্রায় শতকরা ১১ ভাগ যেমন বেশী উৎপন্ন হয়েছে, তেমনি ১৬ ভাগ বেশী ১৯৫৯ সালে ব্যবহৃতও হয়েছে।

# পুস্তক পরিচয়

## শিল্প-সৃষ্টি

**দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ক—একটি চিত্র—** প্রকাশক : সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা।

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের [illegible]

[illegible]

এই [illegible]

৪০১।৫৯

## ছোট গল্প

**চরিত্রাবলী**—[illegible] চট্টোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

গল্পলেখকের সাহিত্যের ক্ষেত্রে [illegible]। এটি তাঁর গল্পসংকলন। ১৩৫৩ থেকে ১৩৬৩ সন—এই দশ বছরের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে [illegible] ছোট কুড়িটি গল্প লিখেছেন। এই ক্ষুদ্র পরিধি থেকে একথা বলা বাহুল্য যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে গল্প লিখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আধুনিক ছোটগল্পের গতির সঙ্গে নিজেকে এখনো মেলাতে পারেননি। অবশ্য তাঁর শেষের দিককার কয়েকটি গল্প (চোর, [illegible], একটি গল্পের খসড়া ইত্যাদি) [illegible]। তিনি গল্প লেখার সহজ [illegible] অর্জন করেছেন [illegible] কিন্তু ছোটগল্পের যে ব্যঞ্জনা ইঙ্গিতেই [illegible] উত্তীর্ণ করে সেই বিশেষ [illegible] সৃষ্টি, [illegible] এখনো তিনি [illegible] হয়েই আছেন। সেই গল্পটি [illegible] অপেক্ষা রাখে—[illegible] সংযোগের ভূমিকায় [illegible] নিখুঁত করে [illegible] লেখক [illegible] দাঁড়িয়েছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্য সেই রক্ষা করতে পারেননি—এবং দুর্ভাগ্যের


## ॥ ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ॥

অধ্যাপক ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য

এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

[illegible]

—আনন্দবাজার পত্রিকা

**প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স**

৩৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অধ্যাপক [illegible] ভট্টাচার্য প্রণীত

## বৈষ্ণব কবিতা : দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ

দাম : তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

বিষয় সূচী : [illegible]

## শাক্ত পদাবলী : সাধনতত্ত্ব ও কাব্য-বিশ্লেষণ

দাম : তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

বিষয় সূচী : [illegible]

**এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং**
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

**বামা পুস্তকালয়**
১১৪, [illegible], কলিকাতা-১২

গল্প বলতে গিয়ে সম্ভাবনাময় একটি কাহিনীর অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন।

এ ছাড়া দু'একটি গল্পে চলিত ভাষার মধ্যে বেশ কয়েকটি সাধুভাষার ক্রিয়াপদ দেখা গেল, ওটা মুদ্রণ প্রমাদ হলেই অবশ্য সান্ত্বনার কথা; কিন্তু 'শুনেতে' বানান যদি 'শুনেতে' ব্যবহার করেন সেটা কি পাঠকের চোখে ভালো লাগবে? পরিশেষে, 'ভাব' গল্পের 'দি তারকের' চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক এবং 'একটি গল্পের খসড়া' প্রমীলার বেদনাঘন মনোভাবের ব্যঞ্জনা পাঠকদের ভালো লাগবে বলেই মনে হয়। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সুন্দর।

৫১৫।৫৯

**কাকাবাবু**—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার। দত্ত ব্রাদার্স, ২০৭-সি, কালীঘাট রোড। কলিকাতা—২৬; মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তিকাটিতে দুটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী ও অন্নপ্রাশনের একটি চিঠি ও তার উত্তর স্থান পেয়েছে।

প্রথম কাহিনীটিতে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ও পরে মিলন এবং দ্বিতীয় 'পৌষিক' কাহিনীটি গান্ধীজীকে উপলক্ষ করে লিখিত মনে হয়। এক যুগ আগের এই সব লেখার আজ আর তেমন কোন মূল্য নেই—তা বলাই বাহুল্য। মূল্যও মাত্রাতিরিক্ত। ৩২২।৫৮

"একাঙ্ক নাটিকার ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সম্রাট।" —দেশ

মন্মথ রায়ের

একাঙ্কিকা [ একুশটি প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ ] মূল্য ৫·০০ ন. প | ছোটদের একাঙ্কিকা [ ছোটদের বারোটি একাঙ্ক নাটক ] মূল্য ২·০০ ন. প | নব একাঙ্ক [ ছয়টি আধুনিক একাঙ্ক নাটক ] মূল্য ৩·০০ ন. প

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলিকাতা-৬

তিস্তার চরে : দেবেশ রায় | মরুপথের নদী : সুধাকর

অপূর্ব বস্তুধর্মী উপন্যাস ৩ | টি. বি. হাসপাতালের রোমান্সধর্মী কাহিনী ২৲

যুগান্তর বাণী ভবন : ১০২, বলরামদে স্ট্রীট. কলিকাতা-৬

(সি-১৮২১)

অয়ি অবন্ধনে

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

জানলা দিয়ে আমরা যে আকাশটা দেখি সেটা সম্পূর্ণ আকাশ নয়। আকাশের একটা সামান্যতম অংশমাত্র। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ আকাশই সময় সময় কি বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয় আমাদের চোখে! জীবনটাও তেমনি! এক একটি জীবন এক এক সময় রূপে বর্ণে কেমন স্বতন্ত্রভাবে, বিচিত্রভাবে উদ্ভাসিত হয় আমাদের কাছে। আকাশের মতো সেখানেও কোথায় মিল আছে একটা। তাই লেখকের কাছে নৈনীতালের ঊর্মিলা আর জুরিখের মারিয়াতে কোন ভেদ নেই। ঊর্মিলা ধরা দিল না, মারিয়া ধরা দিয়েও অধরা রয়ে গেল। নতুন ভঙ্গিতে বিদগ্ধ লেখকের বিচিত্র জীবন-দর্শন। তিন টাকা।

অন্যান্য বই :—

সুবোধ ঘোষ—কুসুমেষু, ভোরের মালতী, জনে জনান্তরী, নিকষিতহেম ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—মেঘরাগ ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—চারিঅধ্যায় ॥ সমরেশ বসু—মনোমুকুর ॥ মিহির আচার্য—জোনাকির আলো ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদিশার নিশা ॥ আশীষ বসু—সোনালি দিন ॥ সুবোধ-কুমার ঘোষ—কুসুমের মাস ॥ সরোজ রায়চৌধুরী—আকাশ ও মৃত্তিকা ॥

ক্লাসিক প্রেস, ৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ॥

## উপন্যাস

**রূপচাঁদ পক্ষী**—শঙ্কর ভট্টাচার্য। পুরোগামী প্রকাশনী, ১০০।১ ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৪। মূল্য ৩,।

শুধুমাত্র কল্পনার নায়কনায়িকাদের কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনায় লেখকরা আজকের সাহিত্যিকরা খুশি হচ্ছেন না। কিংবা ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে একাধিক উপন্যাস রচিত হচ্ছে। নীরস জীবনকাহিনীর চেয়ে পাঠক শ্রেণী উপন্যাসগুলোই আগ্রহী হয়ে নিচ্ছেন। আবার এমন অনেক চরিত্র আছে, যাঁদের সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল থাকলেও তাদের জীবন সম্পর্কে যথাযথ জানার কোনো উপায় নেই। অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত রূপচাঁদ পক্ষীর জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি লিখিত। রূপচাঁদের অনেকগুলি গান উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তবে লেখক রূপচাঁদের চরিত্রকে কল্পনার আশ্রয় দিয়েছেন বেশি। ৪৩১।৫৯

## কবিতা

**লীলা-কমল**—শ্রীহিমাংশুকুমার সরকার। রবীন্দ্রপল্লী, রামপুর হাট হতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২·৫০ ন প

ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক তাঁর কর্ম-জীবনের অবসরে পুরাতন প্রথায় যে কাব্য-চর্চা করেছিলেন সেই কয়েকটি প্রতিফলন করে এই গ্রন্থের প্রকাশ। কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট নিজেকে ঋণী দিয়েছেন। একালের কবিতার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে কবির সচেতন থাকা উচিত ছিল। ৫১০।৫৯

## নাটক

**শুভ নিমাজা**—নবীনচন্দ্র সেন। মহাকবি নবীনচন্দ্র স্মৃতি প্রকাশনী, ১৬এ রাইট কলোনী, দমদম, কলিকাতা ২৮। মূল্য আট আনা।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের অর্ধশত মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীদীপককুমার সেন কর্তৃক কবি নবীনচন্দ্র রচিত এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি প্রকাশিত। শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী গ্রন্থটির ভূমিকায় নাটিকাটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হিন্দু বিবাহ

প্রথাকে কেন্দ্র করে রচিত দুটি নির্বাচিত নাটিকাটি সম্পর্কে বড় কথা এই যে, লেখক অল্প আয়তনের মধ্যেও নাটকীয় সৃষ্টি করেছেন। একালের পরিবেশে এটিকে মঞ্চস্থ করা কতখানি সহজ সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে, এই নাটিকাগুলি সকলের পাঠ করা উচিত। ৬৬৩।৫৯

## বিবিধ

**মাছের কথা**—ধনেন্দ্রকুমার ঘোষ। ফ্রেন্ডস লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ১.২৫ ন প।

মাছ খাই নিয়ে কেউ না কেউ মাছ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। [illegible] লেখক [illegible] বিভিন্ন [illegible] আলোচনা করেছেন। [illegible] মাছের কথা [illegible] বাঙালী পাঠকের কাছে [illegible]। ১০০।৫৯

**বোটানি** [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতা—১২। মূল্য [illegible] টাকা।

[illegible]

৩৮০।৫৯

**প্রাথমিক শারীর বিজ্ঞান**—[illegible] [illegible] কুমার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৫০ ন প।

এই [illegible] [illegible] হইয়াছে, তাহা [illegible] বলিয়াই বিবেচিত হইবে। ৬৬৭।৫৯

**ভূদান যজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ**—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু। সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি, সি-৫২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার আনা মাত্র।

[illegible] বিনোবা ভাবে প্রবর্তিত ভূদান-যজ্ঞ বর্তমানে সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তিকাটি মূলত প্রচারমূলক। লেখক আচার্য বিনোবার মত বক্তৃতা উদ্ধৃত করে ভূদানযজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা আগ্রহশীল পাঠকের কাজে লাগবে। ৩২১।৫৭।

## প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থে আমাদের দপ্তরে আসিয়াছে।

**কণ্ঠনের পাহাড় পাড়ে**—[illegible] [illegible]।

**রঞ্জন রচনাবলী** (সমগ্র উপন্যাস)—[illegible] সম্পাদিত।

**আমেরিকায় শিশিরকুমার রোজনামচা ও মার্কিনী মঞ্চ নাটক**—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

**রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন-কুল-সর্বস্ব**—ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

**চিত্র মহাকাব্য**—[illegible] [illegible]।

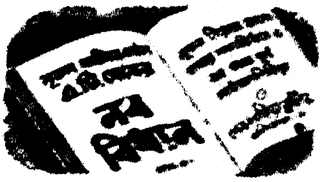

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ও [illegible] [illegible]

# রেখা ও লেখা

[illegible] [illegible]

[illegible] দৈনিক সাহিত্য-পত্রিকা

# স প্ত র্ষি

তৃতীয় বর্ষ ॥ কার্তিক—পৌষ ১৩৬৬

এই সংখ্যার লিখেছেন: প্রবন্ধ: ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ● বড় গল্প: [illegible] মুখোপাধ্যায় ● গল্প: [illegible] সেন

[illegible] সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

"সপ্তর্ষি-জাগর"

[illegible]: বিজয়কুমার দত্ত, [illegible] ও [illegible] মুখোপাধ্যায় ● [illegible] ● প্রতি সংখ্যা ১, বার্ষিক মূল্য ৩.০০

[illegible] —১২

[illegible] ১০১৯ [illegible]

[illegible]

সুরভির নতুন উপন্যাস

# মায়ামারীচ

## সুনীলকুমার ঘোষ

এই উপন্যাসের শুরু এমন একটা সময়ে, যে-সময় [illegible] [illegible] এক [illegible] হয়ে চলেছে; [illegible] ও [illegible] কাজ ও [illegible] [illegible]। এই [illegible] জীবনের উপন্যাসের পরিবেশে [illegible] প্রতিশ্রুত সাহিত্যিক সুনীলকুমার ঘোষ। মায়ামারীচ [illegible] উপন্যাস। সুন্দর প্রচ্ছদ ॥ দাম ॥ ৩.৫০ টাকা।

অন্যান্য বই

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রেস্তোরাঁ (উপন্যাস) ॥ ২.৫০

হরপ্রসাদ মিত্রের সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ॥ ৩.০০

সুরভি প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলকাতা ১

কিরণ মৈত্রের
নতুন নাটক
মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন-যন্ত্রণার
নিখুঁত আলেখ্য

**চোরা-বালি ২৲**

একটি দৃশ্যপটে সুপরিচিত, মুখ্য দুটি নারী চরিত্রবর্জিত তিন অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক।

**সিটি বুক এজেন্সী**
৫৩, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯

**গীত-ভানু**

'দক্ষিণী' পরিচালিত
**শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন**
১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯

**নূতন শিক্ষাবর্ষ**

জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভানুর নূতন শিক্ষা-বর্ষ সুরু হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করা হয়। আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত ছয় বছরের নির্ধারিত পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তি হবার সময়ঃ শনিবার বিকাল ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১১।

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

## বাংলা ছবির সালতামামী

১৯৫৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা [illegible] হবে মাত্র একটি ("কাশিমরী কমলা") [illegible] জাপানী [illegible] ছবির নতুন বাংলা সংস্করণ। সেটি বাদ দিলে [illegible] বাংলা ছবির সংখ্যা দাঁড়ায় [illegible]। এদিক দিয়ে ১৯৫৮ সালের সাথে ১৯৫৯ সালের [illegible]।

[illegible] সব বছরেই ছবি [illegible] বছরের ছবিগুলো [illegible] দৃশ্যের [illegible] হয়েছে কোন ছবি [illegible] বলতে বাধা নেই বাংলা ছবি যে [illegible] [illegible] [illegible] বাংলা [illegible] প্রতিযোগী ছবিতে [illegible] বাংলা ছবি [illegible] [illegible] রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও অন্যান্য একাধিক সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছে গত বছরের বাংলা ছবি। [illegible] [illegible] [illegible] এই প্রসঙ্গে বিশেষ "সাগর সঙ্গমে" [illegible] "[illegible]" ও [illegible] "অগ্নি সংস্কার"-এর সাফল্য অনুধাবনযোগ্য।

এইখানে ১৯৫৯ সালের বাংলা ছবির সম্পূর্ণ তালিকা একাধিক চিত্রগৃহে তাদের সম্মিলিত প্রদর্শনীর দৈর্ঘ্যানুক্রমে দেওয়া হল ঃ

"লালু ভুলু" (৪৪ সপ্তাহ), "দীপ জ্বেলে যাই" (৩৬ সপ্তাহ), "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি" (৩৩ সপ্তাহ), "মরুতীর্থ হিংলাজ" (৩৩ সপ্তাহ), "অগ্নি সংস্কার" (৩২ সপ্তাহ), "চাওয়া পাওয়া" (২৭ সপ্তাহ), "নীল আকাশের নীচে" (২৬ সপ্তাহ), "[illegible]" (২৬ সপ্তাহ), "[illegible]" (২৫ সপ্তাহ), "[illegible] সংসার" (২৫ সপ্তাহ), "[illegible]" (২৬ সপ্তাহ), "[illegible]" (২৪ সপ্তাহ), "[illegible]" (২৩ সপ্তাহ), "ঠাকুর হরিদাস" (২২ সপ্তাহ), "[illegible]", "[illegible]" এবং "[illegible]" (২১ সপ্তাহ করে), "[illegible]" (২০ সপ্তাহ), "[illegible]" (১৯ সপ্তাহ), [illegible] ও [illegible] (১৮ সপ্তাহ করে), [illegible] (১৭ সপ্তাহ), [illegible] ও [illegible] (১৬ সপ্তাহ করে), [illegible] (১৬ সপ্তাহ), [illegible] (১৫ সপ্তাহ), [illegible] ও [illegible] (১২ সপ্তাহ করে), [illegible] (১১ সপ্তাহ করে), [illegible] (১০ সপ্তাহ), [illegible] ও [illegible] (৯ সপ্তাহ করে), [illegible] প্রভৃতি ও [illegible] (৫ সপ্তাহ করে), [illegible] (৪ সপ্তাহ), [illegible] (২ সপ্তাহ) ও [illegible] (১ সপ্তাহ)।

উল্লিখিত ছবিগুলির মধ্যে [illegible] [illegible], [illegible], "[illegible]" ও [illegible] প্রদর্শনী ১৯৫৯ সালেই শেষ হয়নি, এ বছরেও তাদের প্রদর্শন চলেছে। [illegible] হিসাবটি সংকলিত হয়েছে কেবলমাত্র কলকাতার সিনেমায় প্রথম প্রদর্শনী বা first run এর সম্মিলিত দৈর্ঘ্য অনুযায়ী। এ থেকে ছবিগুলির তুলনামূলক জনপ্রিয়তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

সাধারণত এক একটি সিনেমায় একটি ছবির আয়ুষ্কাল ছয় থেকে আট সপ্তাহ। তবে বেশী যে ছবি চলে প্রদর্শকদের দিক থেকে তাদের সাফল্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। সেই হিসাবে "লালু ভুলু" (১৭ সপ্তাহ), "দীপ জ্বেলে যাই" (১২ সপ্তাহ), "ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি", "নীল আকাশের নীচে" ও "মরুতীর্থ হিংলাজ" (১১ সপ্তাহ করে), এবং "অগ্নি সংস্কার" ও

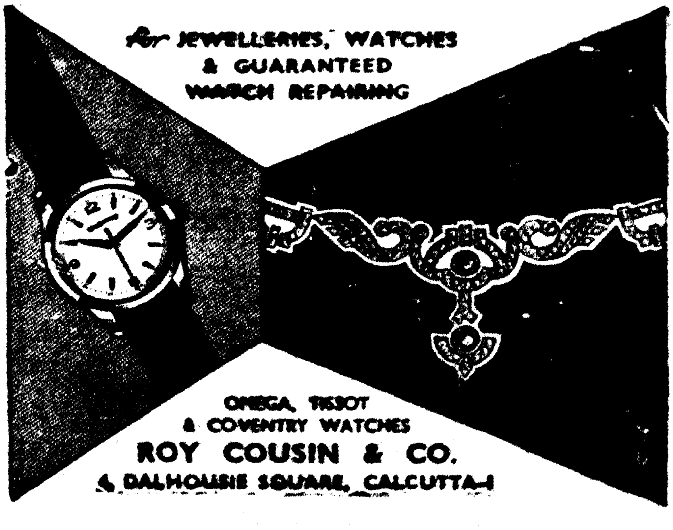

"[illegible]" (১০ সপ্তাহ ধরে) ১৯৫৯ সালের সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত ছবি।

আগের মতই এ বছরেও অধিকাংশ বাংলা ছবির কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা থেকে। শরৎচন্দ্র, তারাশংকর, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, জরাসন্ধ প্রভৃতির সাহিত্যকীর্তি বাংলা ছবিকে সমৃদ্ধ করেছে নানাভাবে।

পরিচালকদের মধ্যে যাঁরা [illegible] সকলের ছবিই ১৯৫৯ সালের [illegible] পেয়েছে, যেমন [illegible] রায়, তপন সিংহ, [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] চক্রবর্তী [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

শিল্পীদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এই বছরে এঁদের অভিনীত ছবির সংখ্যা যথাক্রমে আট ও সাত। তার পরেই নাম করতে হয় [illegible] ছবির নায়িকা [illegible] মুখোপাধ্যায়ের।

পার্শ্ব অভিনেতাদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস উনিশখানি ছবিতে নেমেছেন এই বছরে। এ বিষয়ে তাঁর পরই উল্লেখযোগ্য [illegible] সান্যাল, চন্দ্রাবতী, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম।


পৌষালী সংখ্যা ॥ দাম মাত্র দু' টাকা

# জলসা

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

## বিমল মিত্রের

একটি সম্পূর্ণ নতুন উপন্যাস

**আর এক রকম**

[illegible]

---

## সমরেশ বসুর

গল্প : [illegible]

## রমাপদ চৌধুরীর

[illegible]

## সাগরময় ঘোষের

সম্পাদকের বৈঠকে

## গৌর কিশোর ঘোষের

[illegible]

## অমিতাভ চৌধুরীর

[illegible]

## ইন্দু মিত্রের

[illegible]

## নিখিল সরকারের

[illegible]

## বেলা মুখোপাধ্যায়ের

[illegible]

জলসা ছোট গল্প উৎসবে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত

সোমনাথ ভট্টাচার্যের গল্প

---

## শচীন ভৌমিকের বোম্বাই খবর ও গুঞ্জন

---

[illegible]

॥ এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগীয় রচনা ॥

[illegible] কে সরকার

**এ-ছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য রচনার বিজ্ঞপ্তি**

**আগামী সংখ্যা 'দেশ'-এ দেখুন**

জলসা : [illegible] রোড, কলকাতা—১৯

ভারত দর্শনে বেরিয়েছে অগণিত যাত্রী দল। তাদের মধ্যে রয়েছেন পতিপরিত্যক্তা পিসিমা, শিল্পী সমীর, আগামী কালের প্রতিভূ সামী প্রভৃতি। মুক্তি-প্রতীক্ষিত "যাত্রী" ছবির দৃশ্য এটি।


# বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিশীল নাট্যমঞ্চ)
(ফোন: ৫৫-১৫২৩)
বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৬৷৷টায়
রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬৷৷টায়
মঞ্জুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্যের

# সেতু

(কিরণ মৈত্রের কাহিনীর ছায়াবলম্বনে)
পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তাপস সেন
শ্রেঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ
[illegible]
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা


অনেকগুলি নতুন শিল্পীর দেখা পাওয়া গেছে ১৯৫৯ সালে। কিশোর ও কিশোরী শিল্পীদের মধ্যে [illegible] ("[illegible]"), মঞ্জু অধিকারী ("[illegible]"), [illegible] চক্রবর্তী ("[illegible]"), [illegible] চক্রবর্তী ("[illegible]"), [illegible] ও [illegible] ("[illegible]"), [illegible] ঘোষ ([illegible]) ও [illegible] ও শ্রীমান [illegible] ("[illegible]") সব স্ব অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকদের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। বড়দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য [illegible] [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] [illegible] মিত্র [illegible] [illegible] ও [illegible]। এঁদের প্রত্যেকের অভিনয় প্রতিভার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার [illegible]।

বাংলা ছবির বিভিন্ন প্রতিভাবানদের নিয়ে নতুন পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে।

## চিত্রালোচনা

চিত্রমুক্তির দিক দিয়ে বর্তমান সপ্তাহটি বৈচিত্র্যহীন। এ সপ্তাহে শুধু একখানি হিন্দী ছবিই মুক্তিলাভ করছে; ছবিটি হল নভী স্টুডিয়স-এর "ব্যাঙ্ক ম্যানেজার"। এই 'ক্রাইম' ছবিটির প্রধান চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন কামিনী কৌশল, শেখর, মিনু মমতাজ, কে. এন. সিং, রাধাকিষণ, বাদম ও টুনটুন। রাখন পরিচালিত এই ছবির সুরসৃষ্টির দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন মদন মোহন।

• • •

মায়া প্রোডাকশন্সের "দুই বেচারা"র চিত্রগ্রহণের কাজ সমাপ্তপ্রায়। সম্প্রতি ছবিটির একটি 'হুলাহুপ' গানের দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। এক নববৌজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃশ্য কল্পনা করেছেন বোম্বাই-এর [illegible] দত্ত, এবং 'হুলাহুপ' খেলায় [illegible] রবিনসন সহ অংশ গ্রহণ করেছেন রাজশ্রী নন্দী ও সন্ধ্যা রায়। ছবিটির প্রধান ভূমিকাগুলিতে দেখাবে নতুন শিল্পী [illegible] কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কমল মিত্র, জহর রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও [illegible] [illegible] [illegible] বসু ছবিখানি পরিচালনা [illegible] এবং [illegible] [illegible] সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

• • •

[illegible]

• • •

[illegible]

• • •

[illegible]

• • •

এস. এম. প্রোডাকশন্সের [illegible] চিত্রগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। [illegible] মিত্র [illegible] একটি [illegible] কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুকুমার দাশগুপ্ত। উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে এই ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, [illegible] ভট্টাচার্য প্রভৃতি। [illegible] ঘোষ ছবিখানির সুরকার।

• • •

হরিসাধন দাশগুপ্ত ও এ. সি. গাঙ্গুলী তাঁদের নিজস্ব সংস্থায় পটোকাটলে রবীন্দ্র-

নাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাসটির চিত্ররূপ দেবেন বলে জানা গেল। এই প্রসঙ্গে ছবিতে বিমলার চরিত্রে সুমিত্রা দেবীর অবতরণের কথাও শোনা যাচ্ছে।

### নতুন রসের চমক

বাংলা আমুদে ছবির ভিড়ের মধ্যে হাসি-খুশি-প্রধান নতুন রসের চমক নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ছবিটির পরিবেশন "রাজা সাজা"। [illegible] অভিনয়ে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি চরিত্রে উত্তমকুমারের অভিনয়-নৈপুণ্য এবং বিকাশ রায়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় ছবিটি চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে।

এই ছবির নায়ক রাজশেখর এক অদ্ভুত চরিত্রের [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] মালিনীর [illegible] ... এই [illegible] রাজশেখর [illegible] প্রথম [illegible] মালিনীর [illegible] পর। [illegible] এই [illegible] সে জানায় শুধু মনোহরকে। মনোহর এই অফিসের পার্টনারই একজন কর্মচারী। কিন্তু মনোহর জানত না রাজশেখরের প্রেমকাহিনীর পরিচয়। জানলে সে সাবধান হয়ে নিতে পারত তার মনিবকে যে মালিনী মিসেস ঘোষের কন্যা—যে মিসেস ঘোষ যোগজীবনের হাতের পুতুল হয়ে বহু ধনীপুত্রকে নিয়ে নতুন ফাঁদ ফেলে অন্যায় অর্থোপার্জনের ব্যবসা চালিয়ে এসেছে অনেকদিন যাবত।

মালিনী যেদিন জানতে পারে তাকে নিয়ে যোগজীবন ও তার মার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা, তখন সে রাজশেখরের মঙ্গলের জন্যই বাধ্য হয়ে আঘাত দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। রাজশেখর মনোহরের কাছ থেকে যোগজীবন ও মিসেস ঘোষের আসল পরিচয় জানতে পেরে যোগজীবনকে ম্যানেজারের পদ থেকে বরখাস্ত করে।

যোগজীবন চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। সে রাজশেখরকে আইনের চোখে অপ্রকৃতিস্থ প্রমাণ করিয়ে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার এক নতুন ষড়যন্ত্রে হাত দেয়। আদালতে মামলা চলার সময় মালিনীর কাছে অনুপ্রাণিত রাজশেখর বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করে প্রমাণ করে দেয় যে সে অপ্রকৃতিস্থ নয়। বিচারক রায় দেন যে বহু সুস্থ ব্যক্তির চাইতে রাজশেখর অনেক বেশী প্রকৃতিস্থ। ছবির শেষ দৃশ্যে কিন্তু মালিনী অন্তরের ভালোবাসা উজাড় করে

ডাঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ॥
॥ তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥
অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
॥ কাব্য-কৌতুক ॥
॥ পাঁচ টাকা ॥
॥ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ॥ ৩৭ কলেজ স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউসের কয়েকখানা বই
সত্যানুসরণ—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত। [illegible] —দৈনিক বসুমতী। ১২শ সংস্করণ, মূল্য—১.০০ টাকা, বোর্ড ১.৫০ টাকা।
চলার সাথী—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথিত। [illegible] ২য় সংস্করণ, মূল্য—১.০০ টাকা।
নারীর নীতি—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথিত। [illegible] মূল্য—২.০০ টাকা।
ইসলাম প্রসঙ্গে—[illegible] শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীসংকলন—[illegible] মূল্য—১.০০ টাকা।
আলোচনা প্রসঙ্গে—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত [illegible] —দৈনিক বসুমতী। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড। প্রতি খণ্ড—৩.৫০ টাকা।
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা।

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোমোড়া | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯

দৈবই পরম শক্তি

ধবল·অসাড়

বাতরক্ত, গলিত নাক কান হাতপায়ের আঙুল প্রভৃতির ক্ষতিসহ চর্মের বিবর্ণতা, সোরাইসিস, একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য রোগীর অবস্থাজ্ঞাপক পত্র লিখুন। শ্রীঅমিয় বালা দেবী, পাহাড়পুর ঔষধালয়, [illegible] (হাওড়া), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮

# বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বের হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং চিনি ছাড়া বারবার প্রস্রাব হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। যেসব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন, তাদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যধিক বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাবোধ করেন, শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কাজে আগ্রহের অভাব বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, দুর্বলতা হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, রক্তের চাপ কমবেশী হয়, মূত্রাশয় দুর্বল এবং পাকাশয়ের ক্রিয়ার [illegible] দেখা দেয়। এই রোগকে অবহেলা করার ফলে দেহে শারীরিক ক্লান্তি, অনিদ্রা, কার্বাঙ্কল, দৈহিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস, দৈহিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ এবং সাধারণ দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। যাঁরা এই রোগে ভুগছেন, তাঁদিগকে বিনা খরচায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমাদের নিকট লিখিতে অনুরোধ করছি—যাতে তাঁরা ইনজেকশন না নিয়ে, উপবাস না করে বা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং সর্বসময় যৌবন ও শক্তিশালী বোধ করবেন এবং দৈহিক কার্যকলাপে আগ্রহ বেড়ে যাবে। দেরী না করে আজই লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)
পোঃ বক্স ৫৮৭
৬এ, কানাই শীল স্ট্রীট (কলুটোলা)
কলিকাতা

দিয়ে রক্তচন্দ্রার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, "পাগল, বদ্ধ পাগল"।

দর্শকের চিত্তবিনোদনের এক উপাদেয় আয়োজন ছবিটিতে সার্থক করে তুলেছেন পরিচালক বিকাশ রায় তাঁর নতুন ধরনের কাহিনী ও সুগ্রথিত চিত্রনাট্যের মাধ্যমে। ছবির প্রধান অদ্ভুত চরিত্রের নায়কের হাব ভাব, চলন-ভঙ্গি, কথাবার্তা ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে পরিচালক এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন যে ছবিটি [illegible] আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। [illegible] বিচিত্র [illegible] কাহিনীতে, নানা কৌতুকপূর্ণ ঘটনাবলীতে ও নায়কের [illegible] আধুনিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, বহু রকমের উদ্ভট চিন্তা ও [illegible] যে বৈচিত্র্যময় [illegible] রয়েছে, ছবির [illegible] তা সহজ ও উজ্জ্বল হয়ে [illegible] পরিচালক [illegible]। ছবির [illegible] পরিচালকের [illegible] ও [illegible] ছবিটিতে [illegible] একটি [illegible] এনে দিয়েছে—যা দর্শকের ও হাসির আমেজ নিয়ে [illegible] ছবির [illegible]।

[illegible] যে ছবির লক্ষ্য এবং এই [illegible] ছবি সমর্থ [illegible] ও [illegible] দর্শকেরা [illegible] ছবির [illegible] অভিনয়ের [illegible] পরিচালকের [illegible] হয়।

[illegible] নায়ক চরিত্রে উত্তমকুমারের [illegible] অভিনয়। যে নিপুণ দক্ষতায় এই অদ্ভুত চরিত্রটিকে তিনি রূপায়িত করেছেন এবং প্রাণের যে উচ্ছলতা আরোপ করে তিনি চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন, তাঁর [illegible] অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর হয়ে থাকবে। তাঁর অভিনয়ে সার্থক [illegible] অভিব্যক্তি [illegible]। অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক চরিত্রের অভিনয়েও যে তিনি [illegible] —যা বহুদিন আগের ছবি [illegible] 'প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই প্রমাণ তিনি দিলেন এই ছবিতে। তাঁর পরেই অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রশংসার দাবী করতে পারেন পরিচালক বিকাশ রায় যোগজীবনের চরিত্রে। চরিত্রটির কুচক্রী রূপটি তিনি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। মিসেস ঘোষের ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয় যথাযথ। মালিনীর চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় মধুর ও সংবেদনশীল অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এক অ্যাডভোকেটের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মনে রাখবার মতো। মনোহরবেশী তরুণকুমার তাঁর সহজ ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে দর্শকের মন জয় করে নেন। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য পদ্মাদেবী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, মিঠু, নবদ্বীপ ও রাজলক্ষ্মী।

[illegible] দেওয়া একটি সময়ের সংগীতের সুর সুশ্রাব্য। [illegible] আবহ-সংগীত [illegible] অনিল [illegible] পরিচালনায় [illegible] চিত্রগ্রহণ, [illegible] এবং [illegible] সম্পাদনা ছবিটির [illegible] সার্থক হয়েছে। ছবির [illegible] ও [illegible] প্রশংসনীয়।

### নায়ক-নায়িকা সংবাদ

[illegible] ছিল যে তাঁর [illegible] আর কেউ নেই। [illegible] শ্রীবিষ্ণু [illegible] সুন্দরী [illegible] উপাখ্যানের [illegible]।

শ্রীবিষ্ণুর [illegible] নতুন [illegible] গ্রহণ করেন। [illegible] নায়িকা। নায়িকার [illegible] শ্রীবিষ্ণু [illegible] নায়িকার সঙ্গে [illegible] ও [illegible] সৃষ্টি [illegible]। এর পর [illegible] জননী হয়ে [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] লাভ করেন, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাই রূপায়িত হয়েছে ছবিটিতে।

পৌরাণিক এই উপাখ্যানের বিন্যাসে ছবির পরিচালক গোষ্ঠী "অগ্রদূত" [illegible] কল্পনাশক্তি ও রসবোধের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। শাস্ত্রীয় উপাখ্যানটির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের রূপটি ছবির বিভিন্ন ঘটনাবলির বিন্যাসে যেমন কোথাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, তেমনি ছবির সামগ্রিক কাহিনীর রূপায়ণেও কোন ভাবগম্ভীর ও সংযম—অন্ততঃ পৌরাণিক ছবিতে যতটুকু বাঞ্ছনীয়—প্রকাশ পায়নি।

ছবিটির চিত্রনাট্যও লিখিল ও [illegible] ভারে ভারাক্রান্ত। ছবিটির বিবরণধর্মী চিত্রনাট্যে নাট্যরসেরও একান্ত অভাব। দৃশ্য ও সঙ্গীতের দিক দিয়েও অনেক বড় রকমের গলদ নজর এড়ায় না। পৌরাণিক চরিত্রের মুখে চলতি ভাষা যেমনি হাস্যকর, তেমনি ছবিতে দুষ্কৃতকারী [illegible] নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] উচিত [illegible] নয়। [illegible] ও [illegible] একাধারে নারদের চরিত্রটি যেমন কৌতুকধর্মী হয়ে উঠেছে তেমনি [illegible] ঘটনার সমাবেশও ঘটেছে ছবিটিতে।

পরিচালক ও চিত্রনাট্যের [illegible] শিল্পী [illegible]

মধ্যে অভিনয় করেছেন জহর রায় (নারদ), মঞ্জু দে (নায়িকা), নরেশ মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, কালী সরকার, [illegible] রায়, [illegible] চক্রবর্তী ও ছবি বিশ্বাস।

দুর্গা সেন পরিচালিত ছবির সঙ্গীতাংশ বৈশিষ্ট্যহীন। তবে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের [illegible] ছবির [illegible] গাওয়ার পরে সুখশ্রাব্য।

রূপসজ্জা ও [illegible] সৌষ্ঠবের দিক [illegible]।

# নাট্যাভিনয়

[illegible]

• • •

[illegible]

• • •

**উদয়শঙ্কর-অমলাশঙ্করের নৃত্য উৎসব**

গত ১০ই জানুয়ারী [illegible] উদয়শঙ্কর অমলাশঙ্করের নৃত্য উৎসবের উদ্বোধন হয়। উদয়শঙ্কর অমলাশঙ্করের [illegible] এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন আরও [illegible] নৃত্যশিল্পী।

[illegible] নৃত্য উৎসবে মোট একটি [illegible] পরিবেশিত হয়। উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্করের [illegible] "আমাদের [illegible]" ও "[illegible]" নৃত্যনাটিকা দুটি উপস্থিত [illegible] মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এই দুই বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর নৃত্যের সুষম ছন্দ, অঙ্গ-


# মিনার্ভা থিয়েটার

[illegible]

# অঙ্গার

সুর রবিশঙ্কর

[illegible] উৎপল দত্ত

[illegible] নির্মল চৌধুরী

[illegible] নির্মল গুহরায়

[illegible] তাপস সেন

[illegible]

# রঙমহল

[illegible]

[illegible] রম্যরচনা নাটক

# এক পেয়ালা কফি

পরিচালনা: তরুণ রায়

রূপে: তরুণ, রবীন, হরিধন, সত্য, জহর, অজিত, [illegible], শিপ্রা, [illegible], দীপান্বিতা, কাবেরী, কেতকী।

*

প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥টায় **এক মুঠো আকাশ**



## অভিনয় উপযোগী নাটক

প্রত্যেকখানা দুই টাকা

**মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত**

টিপু সুলতান, পৃথ্বীরাজ, উত্তরা, সোনার বাংলা, রাণী ভবানী, [illegible], স্বর্গ হতে বড়, রাজসিংহ, শ্রীদুর্গা, মহারাজ নন্দকুমার, কঙ্কাবতীর ঘাট, রণজিৎ সিংহ, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, হায়দর আলি, বিজয়নগর, শকুন্তলা, মহালক্ষ্মী, গয়াতীর্থ, [illegible], [illegible], [illegible], সারথি শ্রীকৃষ্ণ, [illegible], [illegible], রাণী [illegible], উর্বশী, [illegible]

তারাশঙ্কর বন্দ্যো— **কালরাত্রি**

প্রমথনাথ বিশী— **পার্লামেন্ট**

ধীরেন মিত্র— **মহানায়ক শশাঙ্ক**

[illegible] বসু— **বাকসিদ্ধ**

[illegible] বন্দ্যো— **জীবন সংগ্রাম**

[illegible] চৌধুরী— **প্রত্যাবর্তন**

[illegible] মুখো— **পলাশী**

[illegible] চৌধুরী— **পরিণীতা**

শ্রী[illegible] রায়— **সহযাত্রী**

[illegible] নাগ— **প্রতিধ্বনি**

[illegible] ও [illegible] সিংহ **কালপুরুষ**

[illegible] চট্টো—[illegible], P. W. D.

[illegible] বন্দ্যো—লাল পাঞ্জা, [illegible]

[illegible]—পার্থ সারথী, [illegible]

বিধায়ক ভট্টাচার্য—ক্ষুধা, পিতাপুত্র

সুধীন্দ্র রাহা—দিল্লী চলো, গোলকুণ্ডা

[illegible]

রূপসী কারাবাসিনী, ঢাকার কুঠীর, রূপসীর শেষ পত্র, রূপসী বন্দিনী, রূপসী নিরুদ্দিষ্ট, রূপসী ছলনা, রূপসীর ফাঁদ, রূপসীর সঙ্কট, রূপসী সর্বনাশী, জাহাজডুবি

**শ্রীগুরু লাইব্রেরী**

২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬

উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্কর

ভঙ্গিমার কমনীয়তা ও ভাবব্যঞ্জনার দেহ-ব্যঞ্জনা আজও যে অতুলনীয়, সেই প্রমাণই তাঁরা দিয়েছেন এই নৃত্য উৎসবে। রবীন্দ্রের 'শিকারী', অমলাশঙ্কর, মীনা, কবিতা, প্রতিমা ও শ্রীমতীর "[illegible]", উদয়শঙ্করের "কার্তিকেয়", অলোক বর্মন, রামচন্দ্রন, অনিমেষ বিশ্বাস, মীনা, কবিতা, প্রতিমা, শ্রীমতী ও জয়শ্রীর "[illegible]", এবং অলোক বর্মন, অনিমেষ, রামসিংহ, মীনা, কবিতা, প্রতিমা ও শ্রীমতীর "অন্নপূর্ণা" প্রভৃতি নৃত্যালেখ্যতে অনবদ্য নৃত্যশিল্প-সুষমার নিদর্শনরূপে দর্শকমণ্ডলী-কর্তৃক অভিনন্দিত হবে। "[illegible]" ও "আমাদের [illegible]" নৃত্য-নাটিকা সৃষ্টিতে উদয়শঙ্কর অনন্য শিল্পীর [illegible] সূর্যকুমারী ও প্রভাত বিশ্বাস [illegible] পরিচয় দেন।

নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গে সংগীত পরিচালনা করেন [illegible] মজুমদার, [illegible] ও [illegible] বাঁশীর [illegible] দর্শকদের [illegible] করে রাখে। এই নৃত্য উৎসবের বিশিষ্ট অনুষ্ঠানরূপে কমলেশ মৈত্রের "[illegible]" খুবই উপভোগ্য হয়।

**ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন**

বেলেঘাটায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে নৃত্যের প্রাধান্য ছিল। তৃতীয় [illegible] সংগীতানুষ্ঠানে দ্বৈতবাদক প্রথম রাত্রিবেলায় (২১শে ডিসেম্বর) অমলা দেবের "উর্বশী" নৃত্য আকর্ষণীয়। [illegible] সেনগুপ্ত প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা" [illegible] দত্ত [illegible] অর্জুনের ভূমিকায় [illegible] কুমার [illegible] নৃত্য শিল্প-নৈপুণ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কৃষ্ণচন্দ্র দে [illegible] দ্বিতীয় [illegible] অনুষ্ঠান। ৩০শে ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে [illegible] ও [illegible] ছিল। [illegible] শিল্পী [illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] সরকার ও [illegible] মুখোপাধ্যায় এবং [illegible] উপভোগ্য হয়। [illegible] অনুষ্ঠানে [illegible] "চণ্ডালিকা" নিবেদিত হয়। উদয়ন সংগীত [illegible] [illegible] পরিচালনায় উপস্থাপিত এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] হয়। [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুষ্ঠানের সঙ্গে উদয়শঙ্কর, [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

# বিবিধ সংবাদ

আগামী ২২শে জানুয়ারী [illegible] [illegible] দেশ [illegible] থিয়েটারে [illegible] নাটকের [illegible] অভিনয়োৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক [illegible] মন্ত্রী [illegible] হুমায়ুন কবীর এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এই [illegible] উপলক্ষে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ কাহিনীকার, নাট্যকার পরিচালক মঞ্চশিল্পী গীতিকার, সুরকার শিল্পিবৃন্দ ও নেপথ্য কর্মীদের পুরস্কৃত করবেন।

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন. বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা-৭

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৮ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ [illegible] সাহেব প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বিকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করেন। ৩বি [illegible] রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা।
(সি ১২২২)

স্বর্ণ ও রসায়ণ যুক্ত অদ্বিতীয় সালসা
হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
রক্তদুষ্টি, চর্মরোগ ও দুর্বলতা নাশ করে
ও স্বাস্থ্য ও শক্তির সঞ্চার করে
ডাঃ [illegible] ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৭

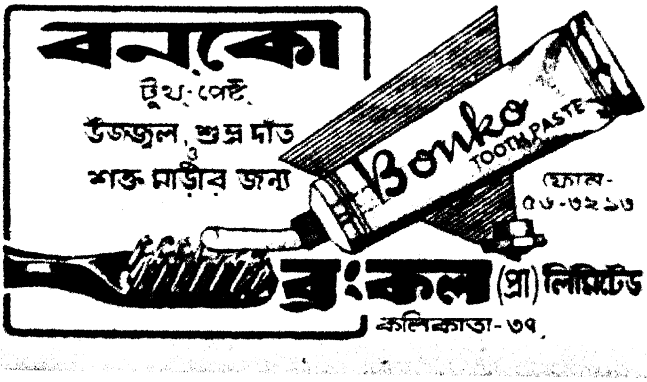

GOVERNMENT ... LIBRARY

# খেলা

## একলব্য

শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ফাইনালে ৩—১ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান ক্লাব এবার 'ডুরাণ্ড কাপ' লাভ করেছে। এ ঘটনা মোহনবাগান ক্লাবের গৌরবোজ্জ্বল ফুটবল ইতিহাসে যোগ করেছে এক নতুন অধ্যায়। অবশ্য মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে ডুরাণ্ড কাপের সম্মান লাভ কোন নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে ১৯৫৩ সালেও মোহনবাগান ক্লাব ডুরাণ্ড কাপ লাভ করেছে। [illegible] এবং সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জনের দ্বারা একটি [illegible] ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব [illegible] স্পোর্টিং ক্লাবের [illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible] ৩—১ গোলে [illegible] মোহনবাগান ক্লাব ৩—১ গোলে বিজয়ী হয়।

[illegible] ক্লাব [illegible] মোহনবাগান [illegible] স্পোর্টিং [illegible] মোহনবাগানকে [illegible] একটি গোল [illegible] করে আরও একটি গোল। [illegible] স্পোর্টিংয়ের [illegible] খেলোয়াড় [illegible] প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটের সময় [illegible] শেষ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাই প্রথমার্ধের বাকী ৩০ মিনিট এবং দ্বিতীয়ার্ধের সমগ্র ৩৫ মিনিট মহমেডান দলকে দশজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে হয়। তাছাড়া তাদের পরম

[illegible] অনুযায়ী [illegible] খেলোয়াড় [illegible] মোহনবাগান ক্লাব [illegible] পারেনি [illegible] খেলার [illegible] একটি [illegible] নতুন খেলোয়াড় [illegible]

ডুরাণ্ড কাপ

[illegible] অনুযায়ী [illegible] মোহনবাগান ক্লাব [illegible] পারেনি [illegible] খেলোয়াড়দের [illegible]

[illegible] একজনের খেলা নয় [illegible] এগারো-জনের খেলা। [illegible] খেলোয়াড়দের [illegible] হয়। [illegible] খেলোয়াড়দের [illegible] সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যাঁর বিজয়ী দলের জন্যে গৌরব বয়ে এনেছে, তিনি হচ্ছেন [illegible] সিং। নিজ [illegible] জারনেল সিং প্রশংসা লাভের জুড়ী

প্রশংসা অর্জন করেছেন। ডুরাণ্ড কাপের [illegible] তাঁর খেলার কাছে অনু সবার খেলা [illegible] হয়ে গেছে। জারনেল সিংয়ের পর আর যে নতুন খেলোয়াড় [illegible] অর্জন করেছেন তাঁরা হচ্ছেন নতুন তরুণ খেলোয়াড় [illegible] [illegible] স্বীকার করতে বাধা নেই, [illegible] মোহনবাগান ক্লাব [illegible] অনুযায়ী খেলতে পারেনি এবং [illegible] ডুরাণ্ড বিজয়ী হবার [illegible] স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে খেলবার একটি [illegible] করে বিজয়ী হয়েছে। [illegible] ও [illegible] মোহনবাগান ক্লাব ফাইনালে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ। [illegible] খেলোয়াড় [illegible] মহমেডান স্পোর্টিংয়ের [illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের [illegible] স্পোর্টিংয়ের [illegible] [illegible] ও [illegible] বিরুদ্ধে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের [illegible] ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং [illegible] স্পোর্টিংয়ের [illegible] [illegible] দুর্দান্ত খেলেছেন।

• • •

ডুরাণ্ড কাপ এবং কলকাতার চারটি দল খেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এর [illegible] দল [illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible] বিজয়ী দল—ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগানের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে হার স্বীকার করতে হয়েছে সেমি-ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে, মহমেডান স্পোর্টিং ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে, মোহনবাগান [illegible] বিজয়ীর কাপ নিয়ে কলকাতায় ফিরেছে। মহমেডান স্পোর্টিং এক এক [illegible] ৩—১ গোলে, [illegible] ৩—১ গোলে, [illegible] ৩—২ গোলে ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। মোহনবাগান ক্লাব ফাইনালে বিজয়ী হয় এক এক [illegible] ৪—০ গোলে, [illegible] এবং [illegible] ২—১ গোলে, [illegible] স্পোর্টিংকে ১—০ গোলে ও মহমেডান

স্পোর্টিং ক্লাবকে ১—১ ও ৩—১ গোলে পরাজিত করে। প্রতিযোগিতায় আর আর শক্তিশালী দলগুলির মধ্যে অন্ধ্র পুলিসকে কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের কাছে ১—৩ গোলে এবং মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপকে কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে ০—১ গোলে হার স্বীকার করতে হয়।

• • •

ডুরাণ্ড কাপের আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভারতের তিনটি প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ ও ডুরাণ্ড কাপের মধ্যে ডুরাণ্ডই সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিযোগিতা। ১৮৮৮ সালে এর প্রথম সূত্রপাত। স্যার হেনরী মর্টিমার ডুরাণ্ড এই প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নামেই প্রতিযোগিতার নামকরণ। স্যার হেনরী ছিলেন তদানীন্তন ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী। ভারতবর্ষের বৃটিশ সামরিক কর্মীদের মধ্যে খেলাধুলায় উৎসাহ দেওয়ার জন্যই ডুরাণ্ড কাপের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ডুরাণ্ডে কোন ভারতীয় দলের যোগদানের অধিকার ছিল না। ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ১৯২৪ সাল দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কারণ এই বছরের ৮ই জুন প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা স্যার হেনরী ডুরাণ্ড ইংল্যাণ্ডে দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় কারণ এবং ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীতে সেইটিই প্রধান কারণ—এই বছর ভারতের প্রথম ক্লাব হিসাবে জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবের ডুরাণ্ড কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ। তখনকার শক্তিশালী ক্লাব মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে অত্যধিক শক্তিশালী শেরউড ফরেস্টারসের কাছে পরাজিত হলেও ডুরাণ্ডে মোহনবাগানের অংশ গ্রহণ ভারতীয় ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

ডুরাণ্ড কাপের খেলায় সবচেয়ে উল্লেখ করবার মত ঘটনা ঘটে ১৯৪০ সালে। এই বছর প্রথম সিমলা থেকে দিল্লীতে প্রতিযোগিতা স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ বছরই প্রথম বে-সামরিক দল হিসাবে এবং সর্বপ্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ডুরাণ্ড বিজয়ী হয়। এর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ডুরাণ্ড কাপের খেলা বন্ধ থাকে। ১৯৫০ সাল থেকে আবার ডুরাণ্ড কাপের খেলা আরম্ভ হয়। দিল্লীর সামরিক কর্তৃপক্ষ এখনো ডুরাণ্ড কাপের পরিচালক।

বর্তমানের ডুরাণ্ড কাপটি কিন্তু স্যার [illegible] নয়। ১৮৯৩ সাল থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি তিন বছর হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যান্ট্রি দল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে চিরদিনের জন্য ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে। ফলে ১৮৯৬ সালে স্যার হেনরী আর-একটি কাপ দান করেন। ১৮৯৯ সালে আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এবার উপর্যুপরি তিন বছরের বিজয়ী হয় ব্ল্যাক ওয়াচ। সুতরাং ডুরাণ্ড কাপ চিরতরে হয় তাদের দখলে। ক্রীড়ানুরাগী ডুরাণ্ড এবারও প্রতিযোগিতার পরিচালকদের নিরাশ করলেন না। তাঁর তৃতীয় দানের ফলে তৃতীয় ডুরাণ্ড কাপ ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান প্রতিযোগিতা হয়ে ওঠে। ১৯০৪ সালে সিমলাস্থ ভারত সরকারের কর্মী এবং জনসাধারণ বিজয়ীর পুরস্কারের সঙ্গে আর-একটি ট্রফি দান করে দিলেন এর নাম সিমলা ট্রফি। ১৯৪০ সাল থেকে ভারতের [illegible] কাপ।

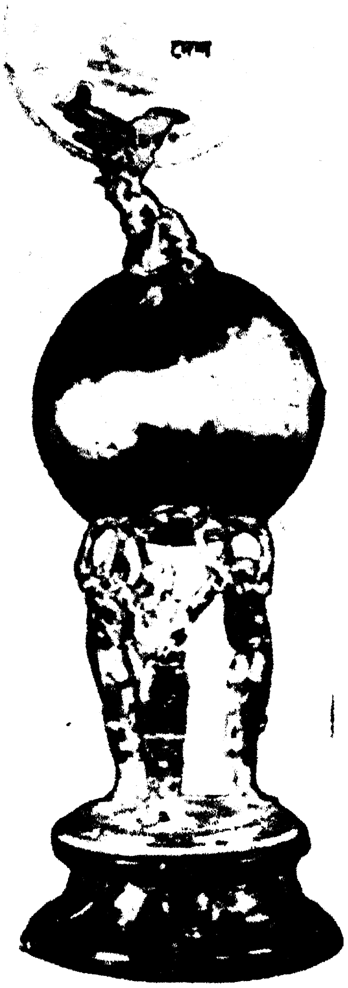

ডুরাণ্ড বিজয়ীর অন্যতম পুরস্কার
সিমলা ট্রফি

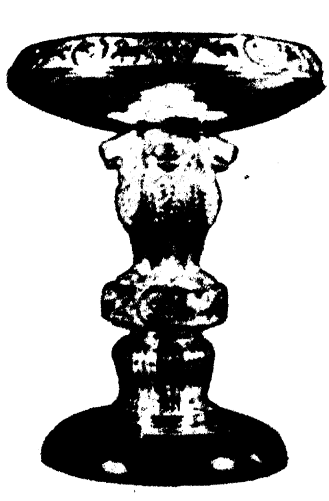

ডুরাণ্ড বিজয়ীর বিশেষ পুরস্কার
রাষ্ট্রপতি ট্রফি

• • •

অস্ট্রেলিয়া ও ভারত একটি করে টেস্ট খেলায় জেতবার পর বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে দুই দেশের তৃতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। দিল্লীর প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১২৭ রানে জয়লাভ করে। কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত বিজয়ী হয় ১১৯ রানে। তৃতীয় টেস্ট খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় বাকী দুটি টেস্টের আকর্ষণ বেড়েই গেল। কারণ এ দুটি টেস্টের ফলাফলের উপরই নির্ভর করছে রাবারের প্রশ্ন। অমন শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে শক্তিহীন ভারতের টেস্ট খেলার আকর্ষণ যে এভাবে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে এটা অভাবনীয় ভাবনা। কানপুরের খেলার পর বোম্বাইয়ের খেলা দেখবার জন্য ক্রিকেটপ্রিয় দর্শকদের মধ্যে অপরিসীম উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। উৎসাহ এবং আকর্ষণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মাদ্রাজ এবং কলকাতায়

তাই আর টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে বহু জোরগোল।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে তৃতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবে, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা একথা আগে থাকতেই ধারণা করে নিয়েছিলেন। কারণ ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের খেলার পিচ ব্যাটসম্যানদের অনুকূলে থাকে। ব্যাটসম্যানরা অনায়াস-ভঙ্গীতে এখানে রান করার সুযোগ পান। বোলাররা বিশেষ করে স্পিন বোলাররা কোনই সুযোগ পান না। এই ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের পিচকে বলা হয় ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ। যদি কোন দল প্রথম ইনিংসে খুব কম রানে আউট হয়ে না যায়, তবে এখানে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হওয়া শক্ত।

[illegible]

তৃতীয় [illegible]

[illegible] নিজের অবস্থানের বিবেচনা আছে- অবশ্য

অতএব বহু রকমের বিচার বিবেচনা [illegible]। এক একজন অধিনায়ক এক এক দৃষ্টিকোণ দিয়ে খেলার প্ল্যান আঁটেন। যদি প্ল্যান খেটে যায়, তিনিই হন নিন্দা [illegible] অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনুকূল প্ল্যান করাই অধিনায়কের বিজ্ঞতার পরিচায়ক। যাক যে কথা বলছিলাম।

অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে তৃতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়। ভারতীয় দল টসে জিতে ইংরেজী নববর্ষের শুভ সূচনা করেন, যেমন ২ উইকেটে ১৪০ রান তুলে ভারতীয় দল দিনের খেলা সমাপ্তি [illegible] একেবারে [illegible] মুহূর্তে এই মুহূর্তে ২১ রানের মধ্যে ভারতের ৪টি উইকেট পর পর পড়ে গিয়েছিল। পরের দিনও ভারতীয় দল খুব সন্তর্পণে রান তুলে ২৮৯ রানে ইনিংস শেষ করে। অস্ট্রেলিয়া শেষ ১৫ মিনিটের খেলায় উইকেট না হারিয়ে করে ১৭ রান। ২৮৯ রান করতে প্রায় দুই দিন সময় লেগেছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের [illegible] পরিচয়। [illegible] ভারতের প্রথম ইনিংসে নরী কন্ট্রাক্টরের সেঞ্চুরী করবার [illegible] কন্ট্রাক্টরই [illegible] সেঞ্চুরী এবং ভারতীয় [illegible] অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে [illegible]।

তৃতীয় দিন অস্ট্রেলিয়া [illegible] দিনের খেলার শেষে ২ উইকেটে ১২৯ রান। [illegible] নীল হার্ভে ও নর্মান ওনীল দুজনেই সেঞ্চুরীর [illegible] থাকেন।

একদিন বিশ্রামের পর চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই নীল হার্ভে সেঞ্চুরী করে আউট হন। ওনীল করেন ১৬৩ রান। নীল হার্ভের টেস্ট খেলায় এটি ২১তম সেঞ্চুরী আর ওনীলের সর্বাধিক রান। তৃতীয় উইকেটে এঁদের ২০৭ রান যোগ করার [illegible] উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতীয় বোলাররা [illegible] নীল-ওনীলের ব্যাটিংয়ের [illegible] সুযোগ পায়। অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ৩৮৭ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান [illegible] ৩৫ রান করেও থাকেন নট আউট। নরী কন্ট্রাক্টরও ১২ রান করে আউট হন না।

খেলাটি গোড়া থেকেই ড্র দিকে ঝুঁকেছিল। চতুর্থ দিনের শেষে ড্র সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ রইল না। অবশ্য পঞ্চম দিনে এক সময়ে ১১২ রানের মধ্যে ভারতের ৪টি উইকেট পড়ে যাওয়াতে কিছুটা শঙ্কার কারণ হয়েছিল। কিন্তু [illegible] ও আর জি নাদকার্ণীর [illegible] খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। ৫ উইকেটে ২২৬ রান তুলে [illegible] অস্ট্রেলিয়াকে কিছুক্ষণ ব্যাট করার সুযোগ দেন। [illegible] মাঝে দুই দল [illegible] উপর [illegible]।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর-বোর্ড:—

**ভারত**—প্রথম ইনিংস—২৮৯ (নরী কন্ট্রাক্টর ১০৮, আব্বাস আলী বেগ ৫০, চাঁদু বোরদে ২৬, আর জি নাদকার্ণী ২০; এলান ডেভিডসন ৬২ রানে ৪ উইকেট, [illegible] ৫১ রানে ৫ উইকেট)।

**অস্ট্রেলিয়া**—প্রথম ইনিংস—৮ উইকেটে (ডিক্লেয়ার্ড) ৩৮৭ (নর্মান ওনীল ১৬৩, নীল হার্ভে ১০২, কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৫৬, [illegible] ৫১, [illegible] ২২; [illegible] ১০৫ রানে ৬ উইকেট, চাঁদু বোরদে ৫৮ রানে ২ উইকেট)।

**ভারত**—দ্বিতীয় ইনিংস—৫ উইকেটে (ডিক্লেয়ার্ড) ২২৬ (আব্বাস আলী বেগ ৫৮, [illegible] ৫৭, আর জি নাদকার্ণী নট আউট ৫১, নরী কন্ট্রাক্টর ৪৩; [illegible] ৬৫ রানে ২ উইকেট ও [illegible] ১৬ রানে ১ উইকেট)।

**অস্ট্রেলিয়া**—দ্বিতীয় ইনিংস—১ উইকেটে ৩৪ [illegible] ২৬।

(খেলা অমীমাংসিত)


আগের সরস্বতী পূজোর সময়
শুকতারা
[illegible]
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা-৯

এই বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
কণাদ গুপ্তের
অবরোহণ
মূল্য: [illegible] টাকা ● সব দোকানে পাবেন
'এই মর্মস্পর্শী উপন্যাসে মধ্যজীবনের একটি করুণ জিজ্ঞাসাকেই নিপুণ হাতে তুলে ধরা হয়েছে।' —[illegible]
কথা-সাহিত্য মন্দির:
৩৪-বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(সি ২২২)

## দেশী সংবাদ

৪ঠা জানুয়ারী—কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও পৌরসভার উদ্যোগে বিভিন্ন পল্লীতে যেসব নলকূপ খনন করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় ৫০টিই অকেজো অবস্থায় পড়িয়া থাকায় অধিবাসীদের দুর্ভোগ বাড়াইতেছে বলিয়া বেসরকারী সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায়।

পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীআলফ্রেড ক্রুপ নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তাঁহার দেশের শিল্পপতিগণ মূলধন বিনিয়োগ করিয়া ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনাধীন প্রকল্পে সহায়তা করিতে রাজী আছেন।

দুই হাজার বিদেশাগত কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারকে [illegible] পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়া নোটিশ জারীর নির্দেশ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ইতিপূর্বে অনুরূপ ৮ হাজার পরিবারের উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারী—কলিকাতা ডক লেবার বোর্ডের কার্যপরিচালন সম্পর্কে বিস্তৃত ভারত সরকার ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া সুস্পষ্টরূপে জানা গিয়াছে। উক্ত পরিচালন সম্পর্কে বিস্তৃত ভারত সরকার গত ১৫ই ডিসেম্বর কড়া এক চার্জশিট প্রেরণ করিয়াছেন।

অকস্মাৎ চিনির মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার পিছনে বিভাগীয় দপ্তর হইতে বণ্টন [illegible] এবং কতিপয় ব্যবসায়ী কর্তৃক উচ্চ লাভের আশায় মাল গুদামজাতই মূল কারণ বলিয়া বিভিন্ন মহলের অভিযোগ প্রকাশ।

অন্য এক বিশ্বস্ত সরকারী সূত্রে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের [illegible] এলাকা হইতে তিব্বতে চোরাইপথে চাউল চালান দেওয়া হইতেছে। ঐ চাউল পাচার করিয়া চোরাই চালানকারীরা কখনও কখনও অসম্ভব চড়া দর পাইতেছে।

৬ই জানুয়ারী—বিভিন্ন রাজ্য সরকার বন্যা, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য স্বেচ্ছামূলক রক্ষীবাহিনী গঠন করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি পত্রের উত্তরে বিভিন্ন রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়াছেন।

আজ নয়াদিল্লীতে মার্কিন বণিক্সভা মিশনের নেতা শ্রীজেমস ম্যাককেনী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অংশীদার হিসাবে কাজ করিতে মার্কিন ব্যবসায়ীরা বিশেষ উৎসাহী।

চিত্তরঞ্জনে এ যাবৎ ৯৫০টি বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন তৈয়ার করা হইয়াছে। [illegible] সপ্তাহের মধ্যেই তথায় বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত করা শুরু হইবে।

৭ই জানুয়ারী—অন্য বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, আগামী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা।

[illegible]

৮ই জানুয়ারী—[illegible]

[illegible]

৯ই জানুয়ারী—[illegible]

[illegible]

১০ই জানুয়ারী—[illegible]

## বিদেশী সাহিত্য

৪ঠা জানুয়ারী—মস্কো বেতার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী অন্ধদের জন্য চশমা প্রস্তুত করিয়াছেন। কপালে এই চশমা পরিয়া অন্ধরা [illegible] চিনিতে পারিবে। মানুষের দেহের উপর [illegible] প্রতিফলিত [illegible] এই চশমা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারী—মিশরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আজ প্রাতে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তত ২৩জন নিহত এবং অনুমান ১০০জন আহত হইয়াছে। বহু বৎসরের মধ্যে মিশরীয় এরূপ গুরুতর ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

৬ই জানুয়ারী — উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার [illegible] শহরের নিকটবর্তী [illegible] আজ প্রাতে একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় [illegible] আরোহী—২১জন যাত্রী ও ৩জন কর্মচারীর জীবনহানির আশংকা করা যাইতেছে।

[illegible]

১০ই জানুয়ারী—দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির ফলে শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এমন একটি [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা বা গবেষণার সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার　　সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

# কাজ যখন নিখুঁত হওয়া দরকার

মোটরগাড়ীর চলনশীল কলকব্জা সকলের যথাযথভাবে কাজগুলি খুবই সূক্ষ্ম ও নিখুঁত হওয়া দরকার যাতে ঘর্ষণ কমে গিয়ে এঞ্জিনের আয়ু বাড়ে। কাজ নিখুঁত করবার জন্যে অটোমোবাইল শিল্পগুলি ভাল গ্রাইণ্ডিং হুইলের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে থাকে।

কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল প্রত্যেক কারখানার জন্যে বহু প্রকারের গ্রাইণ্ডিং হুইল ও অন্যান্য উচ্চ-শ্রেণীর এ্যাব্রেসিভ দ্রব্যাদি তৈরী করে। এগুলি সবরকম কারখানাকে ভাল জিনিষ দ্রুত এবং সস্তায় প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। যে কোন রকম যথাযথভাবে কাজ করবার জন্যে কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল বণ্ডেড এ্যাব্রেসিভ আপনি পাবেন, এর চেয়ে ভাল জিনিষ পাওয়া সম্ভব নয় এবং দামেও সস্তা।

আমরা এখন ৩০ ইঞ্চি ডায়ামিটার পর্যন্ত বিরাট হুইল প্রস্তুত এবং সরবরাহ করতে সক্ষম। এখন আমাদের নিকট প্রয়োজনমত যে কোন আকারের 'ভেট্রিফাইড' আর 'রেজিনয়েড' গ্রাইণ্ডিং হুইল পেতে পারেন।

বণ্ডেড এ্যাব্রেসিভস্
গ্রাইণ্ডিং হুইলস্, সিগমেণ্টস্, রাবিং ব্রিকস, ষ্টিকস, শার্পেনিং ষ্টোনস, ভালভ্ গ্রাইণ্ডিং কম্পাউণ্ড, ইত্যাদি।

## কারবোরাণ্ডাম্ ইউনিভার্সাল লিমিটেড

হেড অফিস: ৫২/৫৩ জাহাঙ্গীর ষ্ট্রীট মাদ্রাজ-১ টেলিফোন ২৯৪১ (৪লাইন)
ওয়ার্কস: টিরুভোট্টিয়ুর

ডিষ্ট্রিবিউটার্স:
মেসার্স উইলিয়াম জ্যাকস্ এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা ১, মাদ্রাজ ১, বোম্বাই ১, নিউ দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর ১, কানপুর।

পেপারমিলের জন্য:
মেসার্স এইচ. এম. ককস্ এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২৪, রামপার্ট রো:, বোম্বাই।

Z. 563

মডেল সোপ কোম্পানী পি. বি. নং ২২৮৭ কলিকাতা

৫'] শনিবার, ৯ই মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 23rd January, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১২

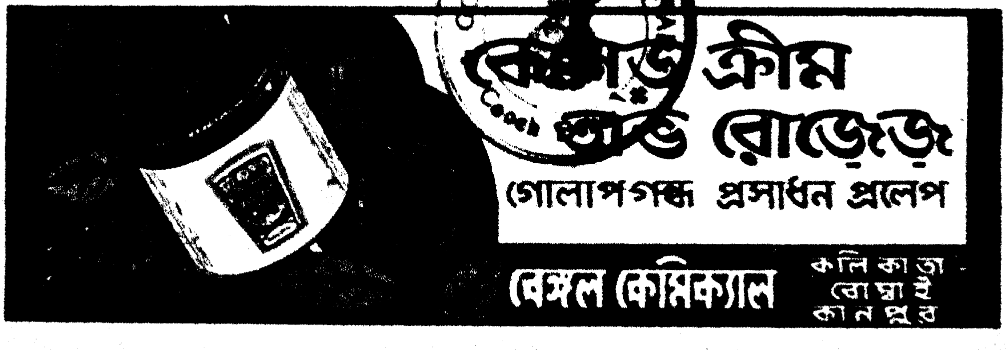

# এক

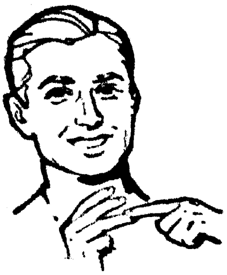

# দুই

# তিন...

আপনি ষাট পর্যন্ত গুণতে গুণতে অর্থাৎ ধরুন এক মিনিটের মধ্যে সারা ভারতে অন্তত ৫,০০০ লোক সিজার্স সিগারেট ধরিয়েছেন।

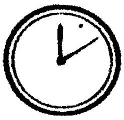

দশ মিনিট যেতে যেতে সিজার্সের ধূমপান করছেন প্রায় ৫০,০০০ লোক।

৪৭ বছর ধরে সিজার্স এত লোকের প্রিয় সিগারেট কেন? কারণ সিগারেটটা সত্যিই ভালো।

উইলস-এর

# সিজার্স

সিগারেটটা ভালো—সেটাই আসল কথা

১০টির দাম ৩০ নয়া পয়সা

৩৪/১২১

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## উত্তরায়ণ (৩য় মুদ্রিত সংস্করণ) ৫॥

কবি ৪, কৈশোরস্মৃতি ৪, অভিযান ৫, ইমারৎ ৩,
[illegible] ২৸০ প্রতিধ্বনি ৩, প্রিয় গল্প ৫, কবি (নাটক) ২,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## দেবযান (নূতন সং) ৫, গল্পপঞ্চাশৎ ৮॥

শ্রেষ্ঠগল্প ৫, মেঘমল্লার ৩॥০ আরণ্যক ৬॥০
মুখোশ ও মুখশ্রী ৩।০ কুশলপাহাড়ী ৪॥০ যাত্রাবদল ২।০

প্রবোধকুমার সান্যালের

## বেনোয়ারী (২য় সং) ৬॥ মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥

দুরন্ত ৩॥০ উত্তরকাল ৪, আঁকাবাঁকা ৫, বন্যাজিনী ৩,
মধুচাঁদের মাস ২৸০ শ্রেষ্ঠগল্প ৫, জলকল্লোল ৫,

প্রমথনাথ বিশীর

## কেরী সাহেবের মুন্সী (৫ম মুদ্রণ) ৮॥

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৪, মাইকেল মধুসূদন ৪,
নিকৃষ্ট গল্প ৫, নিকৃষ্টতর গল্প ৩॥০ ভূতপূর্ব স্বামী ২,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

## বহ্নিবন্যা (২য় মুদ্রণ) ৮॥ শ্রেষ্ঠগল্প ৫,

প্রেরণা ২৸০ দুটি ২।০ প্রিয়াৰ্ষমিকুৰ্ম ৩, তাজাটে বাড়ী ৩,
আবহাওয়া ২৸০ বিবিধলিপি ২, কথা ও সোমকোলন ২॥০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

## সুভাষচন্দ্র ৪৲

...নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস

## ...রঙ্গের পর

...পাঁচ টাকা ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস

## মিলনান্তক

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## পরিশোধ

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

নিরুপমা দেবীর
সর্বশেষ উপন্যাস

## অনুকর্ষ

॥ চার টাকা ॥

প্রমথনাথ বিশীর ভূমিকা-সমৃদ্ধ

রমেশচন্দ্র দত্তের **রমেশ রচনাসম্ভার** ১০৲ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের **ভূদেব রচনাসম্ভার** ৮
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের **বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার** ৮৲ মাইকেল মধুসূদনের **মাইকেল রচনা সম্ভার** ১০
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫॥ **কঙ্কাবতী** ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
উত্তরফাল্গুনী ৬॥০
অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭,
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৫॥০
কালো ভ্রমর (১ম ও ২য়) ৫,
হীরা চুনি পান্না ৪॥০
নূপুর ৩৸০ ঘুম নেই ৪॥০
মায়ামৃগ ২॥০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সমুদ্র সফেন ৪॥০ পঞ্চতপা ৬॥০
আশাপূর্ণা দেবীর
ছাড়পত্র ৪॥০ গল্পপঞ্চাশৎ ৮, শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
নিরুপমা দেবীর
প্রত্যার্পণ ৩, শ্যামলী ৫,
মন্মথনাথ ঘোষের
পরপুর্ণা ৪॥০ অহল্যার স্বর্গ ৩, জাহ্নবিতা ২৸০

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা — ১২

১০ম

টি-বি সীল

বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৫৯
সমাপ্তি হবে ২৬।১।৬০

প্রত্যেকটি সীল বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিঃসহায় যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলার যক্ষ্মা-প্রতিরোধ অভিযানে আপনার সক্রিয় সহানুভূতি অত্যাবশ্যক।

বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি
প্লট ২১, স্কীম ৪৯, সি আই টি রোড,
কলিকাতা—১৪

দৈনন্দিন খাটুনীতে আপনার শরীর ক্লান্ত হয়... অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন... এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করার জন্য দরকার... আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

আবার আশ্চর্য্যজনক

সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর ভগ্নস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ
কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে
সুস্থ রাখুন

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সাধারণতন্ত্র দিবস— | ... | ৮৮৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... | ৮৯০ |
| বৈদেশিকী— | ... | ৮৯১ |
| আলোচনা— | ... | ৮৯৩ |
| দ্বিতীয় মত—রঞ্জন | ... | ৮৯৬ |
| চক্রবং—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী | ... | ৮৯৭ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ... | ৯০১ |

শ্রদ্ধাঞ্জলি

৭ই পৌষের বই

প্রবোধকুমার সান্যালের
নূতন উপন্যাস
ইস্পাতের কলা ৩·৫০

শিবরামের মুখোপাধ্যায়ের
লাবণ্যের এনার্টমি ৩,

হিমানীশ গোস্বামীর
লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৩,

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের
উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩,

৭ই অগ্রহায়ণের বই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাঝির ছেলে (নূতন উপন্যাস) ২·৫০
দীপক চৌধুরীর নীলে সোনায় বর্ষাত (নূতন উপন্যাস) ৩·৫০
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৩·৫০

---

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই ৫·৫০

একাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

---

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমতের কতকাংশ :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
গ্রাম : ক্যালকাটার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১


(সি ১১১৮

দেশ

বের হল—

নীলকণ্ঠ-এর

**একটি অশ্রু,**
**দুটি রাত্রি**
**ও কয়েকটি গোলাপ**

৩.০০

শ্রীবাসব-এর

অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস

**নাজমা বেগম ৫·০০**

**দ্বিতীয় প্রেম—নীলকণ্ঠ** (যন্ত্রস্থ)

**করুণা প্রকাশনী**

১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সৌরীন্দ্র সেনের অনবদ্য উপন্যাস

**অন্য কোনখানে** মূল্য—৫·৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের অন্যতম সামাজিক উপন্যাস

**[illegible]** মূল্য—৫·০০

[illegible] দেবীর **কনকদীপ** মূল্য—৩·০০

ফাল্গুনী মুখার্জির **ত্রিশঙ্কু** মূল্য—৩·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের রহস্যঘন উপন্যাস

**ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি** মূল্য—৪·৫০

নলিনীকান্ত সরকারের **দাদাঠাকুর** মূল্য—৫·০০

শিবনাথ শাস্ত্রীর **Men I have seen**এর অনুবাদ

**মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে** অনুবাদিকা—মায়া রায় মূল্য—৩·৫০

কিশোর গ্রন্থ:

পরিমল গোস্বামীর **মেরুপথের যাত্রীদল** মূল্য—১·৫০

নৃপেন্দ্র চাটার্জির **নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ** মূল্য—১·৭৫

শঙ্করনাথ রায়ের স্মরণীয় গ্রন্থ

**ভারতের সাধক** ১ম—৬·৫০ (৫ম সংস্করণ যন্ত্রস্থ) ২য়—৬·৫০ (২য় সংস্করণ [illegible]) ৩য়—৮, (২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) ৪র্থ—৬·৫০, ৫ম—৬·৫০

# রাইটার্স সিণ্ডিকেট

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা — ১৩

# শিশু-ভারতী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত

বাংলার বৃহৎ জ্ঞানকোষ

...নানা বিষয়ের অপূর্ব সমাবেশ

এখন পাবেন ১—৭ খণ্ড

প্রতি খণ্ডের দাম—১০ টাকা

**বিদ্রোহী বালক ২·২৫**

ভাইনাদ্যুলের কিশোর উপন্যাস

**রূপকথার দেশে ২·৫০**

......কিশোর বয়স্ক বালক-বালিকারা কাহিনীর আনন্দে একেবারে মশগুল হইয়া উঠিবে। —বিশ্বসাথী

**রুশ দেশের উপকথা ২·২৫**

**অরুণ ঘোষ**

**শুধু হাসি ভেবোনা ১·৫০**

**পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়**

**ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস**

২২।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত গল্প সঙ্কলন

**সিন্ধুর স্বাদ**

সুরভির নতুন উপন্যাস

# রাতের ঢেউ

**সত্যপ্রিয় ঘোষ**

[illegible] ... সত্যপ্রিয় ঘোষ সেই দুঃসহ সাধনারই উত্তরসাধক।

প্রকাশিত হলো । মূল্য : তিন টাকা

অন্যান্য বই

**মায়ামরীচ** (উপন্যাস)—সুনীলকুমার ঘোষ ... ... ৩·৫০

**হেডমাস্টার** (উপন্যাস)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ... ২·৫০

**সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা**—হরপ্রসাদ মিত্র ... ... ৩·০০

**সুরভি প্রকাশনা :** ১ নবীন কুণ্ডু লেন? [illegible], কলকাতা ৯

দেশ পত্রিকা বলেন:—

"অমরেশ চরিত্রটি বিমলকরবাবুর এক আশ্চর্য সৃষ্টি।"

যুগান্তর বলেন:—লেখকের হাতে তাঁর অবিস্মরণীয় চরিত্র অমরেশ-এর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না।

# শুনে পুণ্যবান

সেই অমরেশের নাটি কাহিনী

দাম ২-৫০ : মানুষের আকাশ

প্রকাশক

**বুক্ এ্যাণ্ড বুক্**

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বা কোন বড় বইয়ের দোকান

# সূচীপত্র

LIBRARY

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিজয়িনী বাংলা (কবিতা) | শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী | ১০৭ |
| কৃষ্ণপক্ষ (কবিতা) | আরণ্যক | ১০৭ |
| গানের আসর | শার্ঙ্গদেব | ১০৮ |
| চিত্রপ্রদর্শনী | | ১০৯ |
| বিশ্ববীক্ষণ | | ১১১ |
| প্রথম কদম ফুল | শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ১১৩ |

সদ্যপ্রকাশিত দু'খানি নতুন উপন্যাস

ক্রোশে ক্রোশে সূর্যে

দীপক চৌধুরী

[illegible]

বিকালের রঙ

আনন্দ বাগচী

[illegible]

বিহার সাহিত্য ভবন (প্রাইভেট) লিঃ

[illegible]

(সি ১১২৮)

॥ ন্যাশনালের কয়েকটি বই ]

নরহরি কবিরাজ

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর [illegible]

—কৃষক ও শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধে [illegible]

—বিশ্বভারতী পত্রিকা

[illegible]

—যুগান্তর

দাম : পাঁচ টাকা

এল. নটরাজন

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ

১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে [illegible] দাম : ৩.৭৫

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

কৃষক সমস্যা

[illegible] দাম : ০.৫০

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

দাম : ৩.৫৭

গোলাম কুদ্দুসের

একসঙ্গে

[illegible]

দাম : ২. টাকা

শীঘ্র বের হবে

সুকুমার মিত্রের

১৮৫৭ ও বাংলা দেশ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট কলকাতা ১৩

# ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র

# কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

## ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবালি ও বাসি তেল দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও চুল চকচকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে

দি টাটা অয়েল মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

# সূচীপত্র

LIBRARY ... Bihar

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ ... ১২১

কাঁড় দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র ... ... ১২৭

ভুবনেশ্বরী—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ... ... ১৩৯

বিজ্ঞানবৈচিত্র্য— ... ... ... ... ১৪৪

পুস্তক পরিচয়— ... ... ... ... ১৪৫

প্রেক্ষাগৃহে— ... ... ... ... ১৪৯

রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর ... ... ... ১৫০

খেলার মাঠে—একলব্য ... ... ... ১৫৭

সাপ্তাহিক সংবাদ— ... ... ... ১৬০



[illegible]

## অবধূতের

অনন্যসাধারণ নবতম উপন্যাস

# দেবারিগণ

— সাড়ে চার টাকা —

গ্রন্থ প্রকাশিকা

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



সবেমাত্র প্রকাশিত হইল

## রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ ৬·০০

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাস, কিরণধন, গিরিজা-কুমার, মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, সজনীকান্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন—এই তেরজন রবীন্দ্রানুসারী কবির কবিকৃতির বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার অন্তর্নিহিত রূপটি এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

## মধুসূদন ঃ

কবি ও নাট্যকার ৩·৫০

[illegible]

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

[illegible]

## বরণীয় ৫·০০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গ্রন্থকার তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে বহু মহাজন ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বরণীয় জীবনের কাহিনী এই বইখানিতে অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ হয়ে বিবৃত হয়েছে।

এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চাটুর্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪—১৬০৬

গ্রাম: প্রকাশিকা

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
—নূতন বই—

# মানব দেউল ৫৲

উদয়ভানু ৪॥০
বহ্নিকন্যা ৩৲ রাত্রি জননী ৩৲
প্রিয়া ও পৃথিবী ৩৲ জাগ্রত যৌবন ৪৲
ফাল্গুনীর শ্রেষ্ঠ গল্প ৩॥০
তুঁহু মম জীবন ৪৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
—নূতন বই—

# কালান্তর ৪॥০

কালিন্দী ৪॥০ গণদেবতা ৪৲
পঞ্চগ্রাম? পদচিহ্ন ৪॥০ আগুন ৩৲
যুগবিপ্লব ২॥০ (নাটক)

কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট

(সি ২০৭০)



প্রকাশিত হল :

এক অসাধারণ শক্তিমান নতুন লেখকের প্রথম উপন্যাস

# তিন প্রহর

সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

হাল্কা গাড়ো গাড়ো বস্তির কুয়াশার আবছায়ায় সে তাকে দেখেছিল, অস্পষ্ট—যেন সেই মুখ স্মৃতির মত—যেন তা কোন এক অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলোকে ভেসে যাচ্ছিল। এই বস্তুময় জগৎ তার প্রতি নিষ্ঠুর, প্রত্যেকটি দিনের দুঃখ আঘাতে আঘাতে সে বিদ্রুপ, কিন্তু জানালার বাইরে নারকেল গাছের পাতাগুলির ফাঁক দিয়ে শরতের উজ্জ্বল আকাশ তাকে আর এক জগতে উত্তীর্ণ করে—সেখানে সে স্বরাট, সেখানে বেদনাবিধৌত জীবনে এক আনন্দময় সুরের বাঁশি বাজছে। ৪.০০

অমিয়ভূষণ মজুমদারের নতুন উপন্যাস

# নির্বাস

সমসাময়িক যুগের শক্তিশালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অমিয়ভূষণ সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিবান। তাঁর চতুর্থ উপন্যাসে এক কঠিন জীবন সংগ্রামে দেশত্যাগী এক অসাধারণ চরিত্রের রূপায়ণ। ৩.৫০

নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১নং কলেজ রো, কলিকাতা—৯



সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

# প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পর্শী উপন্যাস
দাম : ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মনের মানুষ

[illegible]—
[illegible]
দাম : ৩·০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬·০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ॥ | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১·২৫ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 23rd January 1960

২৭ বর্ষ ঃ ১২ সংখ্যা ঃ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ৯ মাঘ ১৩৬৬ সাল

## সাধারণতন্ত্র দিবস

১৯৫০ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের সংবিধান ভারত রাষ্ট্রকে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে।

১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতাই যে ভারতের লক্ষ্য তাহা এই দিনটিতেই বিশ্বসমক্ষে ঘোষিত হইয়াছিল।

সংকল্প ও সিদ্ধির এই দেশের গৌরব ভারতীয় জনগণের প্রতিজ্ঞা রক্ষার একটি মহৎ স্মৃতিচিহ্ন, এবং ইহা ইতিহাসের এক বিস্ময় বটে। একদিন যাহারা [illegible] ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের [illegible] করিয়া তুলিয়াছে, সমগ্র এশিয়াবাসীও [illegible] সংগ্রামের [illegible]।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র শুধু সমগ্র এশিয়ার পক্ষে একটি মহৎ গৌরবের কথা নহে, সমগ্র পাশ্চাত্যের চক্ষে ইহা এক প্রকাণ্ড বিস্ময়। পাশ্চাত্যের বহু লোকের একটা ধারণা আছে যে গণতন্ত্র এশিয়ার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, [illegible] একমাত্র ইউরোপেই [illegible] স্বভাবসম্মত। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসনকে [illegible] বলিয়া মনে করে, মনে করে পাশ্চাত্যেই উহার উদ্ভব, পাশ্চাত্যেই উহার বিকাশ আর পাশ্চাত্যেই উহার সার্থকতা। এই অদ্ভুত ধারণার কারণ কি বুঝিতে পারি না। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্তমানের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাই যে, ইউরোপের অনেক দেশ আজ গণতন্ত্রবর্জিত। স্পেন ও পর্তুগালে গণতন্ত্রের স্থান নাই, [illegible] গণতন্ত্রবর্জিত। বৃটেন, নরওয়ে এবং সুইডেনে রাজতন্ত্র। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন যে পাশ্চাত্যের একচেটিয়া অধিকার ইহা সত্য নহে। তৎসত্ত্বেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ গণতন্ত্রকে পশ্চিমের রাষ্ট্রধর্ম মনে করেন, আর সেই সঙ্গে মনে করেন যে, উহা এশিয়ার রাষ্ট্রধর্ম নয়। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলিবার সময় কি সত্যই আসিয়াছে? দ্বিতীয় [illegible] এশিয়ার বহুতর দেশে ঔপনিবেশিকতার বাহিরে অন্য কোন রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল না। সুতরাং এশিয়া ঔপনিবেশিকতার মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে গণতন্ত্র অনুসরণ করিবার অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু ইহা একটা [illegible] প্রমাণ। এশিয়া

জাতির জনক

যে গণতন্ত্রের অযোগ্য নয় তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ভারতীয় সাধারণতন্ত্র। জনসংখ্যার হিসাবে ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সত্য বটে যে, সাম্প্রতিককালে এশিয়ার [illegible] প্রত্যেকটি [illegible] রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অবসান হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই কি প্রমাণ হয় এশিয়া গণতন্ত্রের যোগ্য নয়? ইউরোপে ফরাসীদেশে গণতন্ত্রের প্রথম উদ্ভব। কিন্তু তার পরে ঊনবিংশ শতকেই তিন তিনবার ফরাসীদেশ গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়া রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যকে কি গ্রহণ করে নাই? তৎসত্ত্বেও যদি ফরাসীদেশকে গণতন্ত্রের অযোগ্য মনে না করা হয়, তবে এশিয়াকেই বা অযোগ্য মনে করা হইবে কেন? অন্ততঃ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে এশিয়ায় ইহাই তো তাহার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধান কেবল গণতন্ত্রের সাফল্য ঘোষণা করে নাই — এশিয়ার যোগ্যতাও ঘোষণা করিয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে ইতিহাসের বৃহত্তম অর্থের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

নব্য ভারত পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতিকে প্রচুর পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, নব্য ভারত গণতান্ত্রিক শিক্ষাটাও পাশ্চাত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছে। কথাটার আংশিক সত্য আছে সন্দেহ নাই। গণতান্ত্রিক শিক্ষা হয় তো সে পাশ্চাত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু দেশের মাটিতে গণতন্ত্রের বীজ না থাকিলে তাহা অঙ্কুরিত হইত কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পাঠানযুগে, [illegible] বা [illegible] যাহারাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, লোকজীবন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বাধীন ধারায় চলিয়াছে। জনগণ, [illegible] ও [illegible] বিবাদের জন্য শাসকগণের দিকে তাকায় নাই। ভারতের 'বিলেজ রিপাবলিক' বা গ্রাম্য সাধারণতন্ত্র পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। এখানেই ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ভিত্তি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা [illegible] গান্ধীজীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারতীয় [illegible] প্রবাহ। ইহাই তাহার জীবনের যথার্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তি ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা। [illegible] স্বাধীন [illegible] ভারত সেইজন্যই [illegible] ও [illegible] [illegible] ভারতীয় গণতন্ত্র ভারতীয় ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা [illegible] [illegible] ভারতীয় জনগণ মানুষের ইতিহাসে মহত্তর স্থান লাভ করিতে পারে সাধারণতন্ত্র দিবসে সেই সংকল্প গ্রহণের সময়। ভারত ভাগ্য-বিধাতার আশীর্বাদে আমাদের সংকল্প সত্য হোক, পূর্ণ হোক, অকুণ্ঠ ও নির্ভয় হোক। জয় হিন্দ।

# প্রসঙ্গত

জানুয়ারী মাসে বাংলা দেশে এমন দুটি পুরুষের জন্ম হয়েছিল যাঁরা যুগ-মানসের দুটি বিশেষ বাতায়ন খুলে দিয়েছিলেন। তাঁদের একজন, এবং প্রথম জন হচ্ছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় জন নেতাজি সুভাষচন্দ্র। ২১শে জানুয়ারী স্বামীজির জন্মদিন। ২৩শে নেতাজির।

সে একটা দিন গেছে যখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আলোতে বাঙালীর চোখ ঝলসে গেছে। 'ইয়ং বেঙ্গল' তখন ভাবে-ভাষায়, আচারে-আচরণে ইংরেজ হবার দুঃসাধ্য সাধনায় নিমগ্ন। ইউরোপীয় পোশাক পরতে হবে, ইউরোপীয় খানা খেতে হবে, ইংরাজীতে কথা বলতে হবে, এমন কি ইংরাজীতে স্বপ্ন

বিবেকানন্দ

দেখতে হবে। অন্যথায় ভারতের কল্যাণ নেই। যা কিছু ভারতীয় তা তুচ্ছ ও কদর্য। হিন্দুধর্ম কতকগুলি কুসংস্কারের সমষ্টি মাত্র। আর এই সমস্তই ভারতের পরাধীনতার হেতু।

এই বিরুদ্ধপ্রবাহ রোধ করবার জন্য দাঁড়ালেন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। উপনিষদ থেকে হিন্দুধর্মের সার সংকলন করে ধর্মকে কুসংস্কার ও কুপ্রথা থেকে মুক্ত করবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি হল। আর এলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজি ঠাকুরের মানসপুত্র। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" বললেন, 'মুচি-মেথর আমার ভাই, আমার বন্ধু'। দেশকে দীক্ষা দিলেন সেবাধর্মে। দরিদ্রজ্ঞ, সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে অনাহতের সুখসুপ্ত নর-নারী চক্ষু-মার্জনা করে আবার তাঁরা নতুন করে ভাবতে বসল। স্বধর্মের উপর শ্রদ্ধা ফিরে এল। বাংলার নবজাগরণ সেইদিন থেকে যথার্থভাবে আরম্ভ হল। শুধু ধর্ম নয়, সাহিত্য-বিজ্ঞান-রাজনীতি সকল দিকেই।

২১শে জানুয়ারী সেইজন্যে বাংলার তথা সমগ্র ভারতের একটি বিশেষ দিন। তাঁর শুভ জন্মদিনে স্বামীজিকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

•

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তেমনি স্বামীজির মানসপুত্র। নেতাজির কৈশোর এবং যৌবন গড়ে উঠেছিল স্বামীজির আদর্শে। সেই সময়েই তিনি সেবাধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিশোর বয়সেই গৃহের শাসন-বন্ধন ছেড়ে পালিয়ে যেতেন শহর থেকে দূর দূরান্ত গ্রামে দুঃস্থের সেবায় যেখানে কলেরা কি বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। ভারত-বিবেকের মর্মবাণী উপ- জনগণের মধ্যে বাস করে সেই বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষের মধ্যেই নারায়ণ রয়েছেন। দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

সাধারণের দৃষ্টি তাঁর উপর প্রথম পড়ল যখন তিনি 'লোভনীয়' ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরিত্যাগ করে রাজনীতিতে যোগদান করলেন। স্বামীজির মানসপুত্রের জীবনে আর একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করলেন। একদিকে বিবেকানন্দ অন্যদিকে দেশবন্ধু এই দুই মহাপুরুষের প্রভাবে যে নতুন পথের সন্ধান তিনি পেলেন, পরবর্তীকালে তাই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল রাত্রির অন্ধকারে কড়া-দৃষ্টি ভেদ করে কলকাতা থেকে পেশোয়ার, সেখান থেকে খাইবার গিরি-সংকট পার হয়ে কাবুল, বার্লিন, জার্মানী, সাবমেরিনে পূর্ব এশিয়া এবং তারও ওপারে ইতিহাসের অক্ষয় অবিস্মরণীয় লোকে উত্তীর্ণ করে দিল।

চারিদিকের এই ঘনীভূত অন্ধকারে একটি প্রশ্ন মানুষের মনকে মথিত করছে, তিনি কি আছেন, আমাদের নেতাজি? কোথায় আছেন? কবে আসবেন? কেউ এর জবাব দিতে পারছে না। শুধু সকলের মন বলছে তিনি আছেন, নিশ্চয়ই আছেন। মুক্তির এই পাকচক্র থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করবার জন্য যেখানে সংকীর্ণ স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে মহৎ দেখাচ্ছে কবি, প্রভাতের অন্ধকার যেখানে হবে ভারতবর্ষ তপস্যায় নিমগ্ন, সেইখানে তাঁদের মধ্যে তিনি রয়েছেন। তাঁর জয় হোক।

•

ভাবনগরে ভারতীয় কংগ্রেসের ৬৫তম অধিবেশন নির্দিষ্ট 'সময়ের একদিন আগেই শেষ হয়ে গেল। কতকগুলি শোকপ্রস্তাব ছাড়া পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে মোট তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা মূল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। স্বতন্ত্র কৃষি কমিশন নিয়োগের দাবী সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই ভার সরকারের হাত থেকে নিয়ে কোনো স্বতন্ত্র সংস্থার উপর দেওয়া যেতে পারে না। কারণ সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিই হল কৃষির উন্নয়ন। বলা হয়েছে, ব্যক্তির অধিকারে জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়ার পর সরকারের হাতে যে উদ্বৃত্ত জমি থাকবে তা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কীয় প্রস্তাবে সরকারের 'নিরপেক্ষ নীতি' সমর্থিত হয়েছে। শ্রীমেননএই নীতিকে ভারতবর্ষের

সুভাষচন্দ্র

ঐতিহ্যের 'ভিত্তি' বলে অভিহিত করে বলেছেন, এই পরিবর্তন হলে কংগ্রেস আদর্শের [illegible] থেকে চ্যুত হবে।

সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কীয় প্রস্তাবে সরকারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ বলেছেন যদি কাশ্মীর স্বাধীনই হতে চায়, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাধিকারেও।

•

কেন্দ্রের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখের কংগ্রেসের শীর্ষস্থ নেতাদের দুর্নীতি সম্পর্কে বিচারের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাইবুনাল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। তার বদলে শ্রীনেহরু ঘোষণা করেছেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রী ও আইনসভার সদস্যদের সম্পত্তি সম্পর্কে একটি হিসাব কংগ্রেসের কাছে পেশ করতে হবে। প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হবে তো, না প্রস্তাবেই আবদ্ধ থাকবে? এ বিষয়ে প্রবল জনমত সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

# বৈতালিকী

[illegible]

---

● প্রকাশের অপেক্ষায় ●

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস

● নীলাঞ্জনের খাতা ●

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

● জর্জ বার্নার্ড শ ●

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

● মনামী ●

● পুনর্মুদ্রণ ●

॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

**হাঁসুলীবাঁকের উপকথা** (৬ষ্ঠ মু.) ॥ ৭·৫০ ॥

॥ জরাসন্ধ ॥

**তামসী** (৬ষ্ঠ মু.) ॥ ৫·৫০ ॥

॥ হুমায়ুন কবির ॥

**শিক্ষক ও শিক্ষার্থী** ॥ ৩·৫০ ॥

(বিদ্যালয় [illegible] ও [illegible] সম্পর্কে)

॥ [illegible] ॥

**চিত্র ও বিচিত্র** (৬ষ্ঠ মু.) ॥ ৩·৫০ ॥

॥ গোপাল হালদার ॥

**একদা** (৩য় মু.) ॥ ৪·০০ ॥

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥

**একতলা** (২য় মু.) ॥ ২·৫০ ॥

॥ [illegible] ॥

**কাশ্মীর প্রিন্সেস** (৩য় মু.) ॥ ৬·০০ ॥

॥ বনফুল ॥

**স্থাবর** (৩য় মু.) ॥ ৩·০০ ॥

● সাম্প্রতিক প্রকাশনা ●

॥ মনোজ বসু ॥

**মানুষ নামক জন্তু** ॥ ৩·০০ ॥

**রক্তের বদলে রক্ত** ॥ ২·৫০ ॥

॥ বিনয় ঘোষ ॥

**বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥ ১২·০০ ॥

॥ প্রথম খণ্ড ॥ ৩·০০ ॥

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ৪·০০ ॥

॥ কুমারেশ ঘোষ ॥

**সাগর-নগর** ॥ ৩·৫০ ॥

॥ দিলীপকুমার সান্যাল ॥

**কাবটীর্থ** ॥ ৪·০০ ॥

॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥

**মধ্যাবেষণ** ॥ ৬·০০ ॥

॥ [illegible] ॥

**রাজা ও রাজিনী** ॥ ৩·০০ ॥

॥ সুবোধকুমার চক্রবর্তী ॥

**মণিপদ্ম** ॥ ৬·০০ ॥

### উপন্যাস

[illegible]

### হরেকরকমবা

[illegible]

● সাহিত্যের খবর ●

[illegible] ১৩৬৬ সাল [illegible]

[illegible]

সাহিত্য প্রসঙ্গে বিবিধ তত্ত্ব ও বিচিত্র তথ্যের সঙ্গে পরিচিত থাকতে হলে

● অনুবাদ ●

[illegible]

● নাটক ●

[illegible]

"সাহিত্যের খবর"-এর গ্রাহক হোন

॥ বেঙ্গলের সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকা (ক্যাটলগ) চাহিয়া পাঠান ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো ॥

হচ্ছে। মিশরীয়দের হাতে খালের কর্তৃত্ব গেলে খাল অচল হবে এরূপ যারা মনে করেছিল তাদের লজ্জা রাখার স্থান নেই। ইংরেজের হামলার ফলে অবশ্য কিছু সময় মিশরীয়েরা নিজেরাই খালে জাহাজ ডুবিয়ে খাল অকেজো করে দিয়েছিল (খাল চালু রাখা এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থে খালের নিরাপত্তা রক্ষা সুয়েজ যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেছিলেন!) কিন্তু যুদ্ধের পর খাল শুধু চালু হয়নি, তাতে জাহাজ যাতায়াতের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে এবং কোম্পানীর আমলের চেয়ে মিশরীয় সরকারী কর্তৃত্বের আমলে খাল ব্যবহারকারীদের সুবিধাও বেড়েছে। যাই হোক সুয়েজ যুদ্ধের ফলে মিশরে বৃটিশ ব্যবসায়ী এবং বিত্তবান লোকদের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে মিশর ও বৃটেনের মধ্যে বৈরভাব কমে এসেছে এবং যে-সব গ্রন্থি একেবারে ছিঁড়ে গিয়েছিল সেগুলো কিছু কিছু জোড়া লেগেছে এবং লাগছে।

সুয়েজ যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা ফরাসী-বৃটিশ-ইজরায়েলের কুকর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর নৈতিক মুখরক্ষা সামান্য পরিমাণ করেছিল বটে, কিন্তু তাতে পশ্চিম এশিয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার কূটনৈতিক অগ্রগতি বন্ধ হয়নি। ইঙ্গ-ফরাসী দুষ্কর্মের ফলে রাশিয়ার সাহায্যদানের প্রস্তাব মিশর আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের কৃতিত্ব হল এই যে, (১) মিশরের উপর যারা আক্রমণ করেছিল তাদের—বিশেষ করে বৃটেন ও ফ্রান্সের, এবং ফ্রান্সের চেয়েও বৃটেনের—অপমানের চূড়ান্ত হল (সুয়েজ যুদ্ধের ফলে মোটের উপর ইংরেজের ক্ষতি সবচেয়ে কম হয়েছে, সামরিক বদনামের কথা ছেড়ে দিলে হবে "কিঞ্চিৎ লাভই" হয়েছে), (২) আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য যে-সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি আমেরিকা দিয়ে প্রত্যাহার করেছিল তার অনুরূপ প্রতিশ্রুতি সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট থেকে পাওয়া গেল এবং (৩) সবচেয়ে মজা হল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য নিয়েও মিশর গভর্নমেণ্ট স্বাধীনভাবে দেশের অভ্যন্তরে কম্যুনিস্ট-বিরোধী নীতি চালিয়ে যেতে সমর্থ হলেন। কিছুকাল পূর্বে এই নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে একটু প্রকাশ্য মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল, প্রেসিডেণ্ট নাসের ও মিঃ ক্রুশ্চেভ কর্তৃক পরস্পরের সমালোচনা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। তখন একরকম একটা গুজবও উঠেছিল যে, আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য সাহায্যদানের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া পেছিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে গুজব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া সামরিক [illegible] করে ভবিষ্যতের উপর লক্ষ্য রেখে চলেছে। মিশর গভর্নমেণ্টের কম্যুনিস্ট-বিরোধী নীতি সত্ত্বেও রাশিয়া মিশরকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিচ্ছে, এর দ্বারা রাশিয়ার আন্তর্জাতিক প্রভাব-কাজের কথা প্রচারের সুবিধা হবে। তাছাড়া, মিশর গভর্নমেণ্ট মিশরীয় কম্যুনিস্টদের প্রতি যে-ব্যবহারই করুন না কেন, সাহায্য-দানের সূত্রে বহুসংখ্যক রাশিয়ানের মিশরে অবস্থানের যে-সুযোগ হচ্ছে সেই সূত্রে মিশরের উপর কিছুটা সোভিয়েট প্রভাবের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী।

যাহোক প্রেসিডেণ্ট নাসেরের গর্বপ্রকাশের যথেষ্ট কারণ আছে। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য টাকা দেবে বলে যারা পেছিয়ে গিয়েছিল তাদের ক্ষতি হয়েছে। সুয়েজ খাল ছিনিয়ে নিয়ে মিশর গভর্নমেণ্ট নিজের হাতে এনেছেন। তার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে যারা মিশরের উপর হামলা করেছিল তাদের নাক-কান [illegible] হয়েছে। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, তার জন্য রাশিয়ার সাহায্য পাওয়া গেছে। সুদানকে দিয়ে আপত্তি তুলিয়ে যারা বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে মিশরকে জব্দ করতে চেয়েছিল তাদেরও সেই চেষ্টা কার্যকর হতে পারেনি। সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট নাসের ঘোষণা করেছেন যে, মিশরের রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদেশীর প্রভাব নেই, [illegible]

তবে এই সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট নাসের যে [illegible] আসোয়ান বাঁধকে মিশরের সমৃদ্ধির প্রতীক বলে মিশরবাসীদের নিকট ঘোষণা করেছেন। আসোয়ান বাঁধ মিশরের উন্নতির সহায়ক অবশ্যই হবে কিন্তু আসোয়ান বাঁধ নির্মিত হলেই মিশরের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে, সকলে এরূপ মনে করা ঠিক নাও হতে পারে। সুয়েজ খালের পরিচালনা সম্পর্কে অবশ্য মিশরীয়েরা অবশ্যই গৌরব বোধ করতে পারে। অর্থনীতির দিক দিয়েও তাতে মিশরের লাভ হয়েছে, কিন্তু সুয়েজ খালের আয় দিয়ে আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ করবে বলে মিশর গভর্নমেণ্ট আশা করেছিলেন সেটা কিন্তু কার্যে পরিণত হয়নি। তেমনি আসোয়ান বাঁধ বাঁধতে পারলেই যে মিশরের সকল অর্থনৈতিক সমস্যার মুশকিলআসান হয়ে যাবে, এরূপ ভাবনার মধ্যেও অতিশয়োক্তি থাকার সম্ভাবনা। কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষের কারো কারো ধারণা হয়েছিল যে, বাঁধই বুঝি সর্বার্থসাধক। গোটাকয়েক বাঁধ নির্মাণের পরে সেই ধারণা অনেকখানি বদলেছে। ১০।১।৬০


সকলেরই প্রশংসায় অভিনন্দনধন্য
কিরণ মৈত্রের
নতুন নাটক
চোরা-বালি ২৲
দুটি নারী চরিত্র বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ নাটক
নাটক নয় ১·২৫
[illegible]
সিটি বুক এজেন্সী
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯

নীহার রঞ্জন গুপ্তের
সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস
পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর
আট টাকা
আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# আলোচনা

## আকাশবাণীর মুখপাত্রের বক্তব্য

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে বাংলা অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সম্প্রতিকালে হিন্দীর প্রাধান্য দেখা দিয়েছে বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের জনৈক মুখপাত্র উহাকে ভিত্তিহীন বলিয়া মন্তব্য করেন। এই বেতার কেন্দ্র হইতে প্রতি মাসে যে কয় ঘণ্টার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তাহার শতকরা ৬৪ ভাগ থাকে বাংলায়। আর মাত্র ১০ ভাগ থাকে হিন্দীতে, ১৬ ভাগ ইংরেজীতে এবং মাত্র ২ ভাগ উর্দুতে।

[illegible] কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রতি মাসে ১১,১৮১ মিনিট অনুষ্ঠান সূচী প্রচারিত হয়। [illegible] ১১,১১১ মিনিট, হিন্দীতে ১৬৩৩ মিনিট ইংরেজীতে ২২১০ মিনিট এবং উর্দুতে ৬০০ মিনিটের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

প্রতি মাসে এই কেন্দ্র হইতে যে সংবাদ সঙ্গীত প্রচারিত হয় তাহার শতকরা ৬৮ ভাগ বাংলা, ২৩ ভাগ হিন্দী ও [illegible] সঙ্গীত এবং ২ ভাগ উর্দু সঙ্গীত।

[illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়া [illegible] অনুযোগ করিবার কোনো কারণ নাই।

[illegible] যে এই অনুষ্ঠানে [illegible] প্রচারিত হয়। [illegible] এই অনুষ্ঠানে [illegible]। এই ধরনের [illegible]। [illegible] কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রত্যহ বাংলায় [illegible] পরিবেশন করা হয়।

[illegible] এই


প্রকাশিত হল

[illegible]

চিত্তরঞ্জন করের

**সান্নিধ্য**

[illegible]

[illegible] মূল্য ৬·০০

সম্প্রতি প্রকাশিত

| | | |
|---|---|---|
| পাখীমহল | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪·০০ |
| চৌরঙ্গী | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ [illegible] চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইন্দ্র কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ [illegible] ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| [illegible] | ॥ [illegible] রায়চৌধুরী ॥ | ৫·০০ |
| সুখের রেখা | ॥ [illegible] ঘোষ ॥ | ১·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ২·০০ |
| আকাশপ্রদীপ | ॥ [illegible] মিত্র ॥ | ৪·০০ |

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২·৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৫·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪·৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪·৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·২৫ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪·৫০ |
| | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ২·৫০ |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২

অনুষ্ঠান দিল্লি হইতে প্রচারিত হয়। আকাশবাণীর বিভিন্ন লঘু সঙ্গীত ইউনিট যে সকল রেকর্ড করেন সেগুলি এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। কলিকাতা কেন্দ্রের লঘু সঙ্গীত এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। কারণ লঘুসঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পীদের অনেকেই কলিকাতার। এইজন্য এই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র হিন্দী সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্য নহে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য ভাষার সঙ্গীতের সহিত বাংলা সঙ্গীতও প্রচারিত হয় এবং এই সঙ্গীত সকল কেন্দ্র প্রতিবেশিত হয় বলিয়া ইহা বস্তুতপক্ষে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সহায়তা করিয়া থাকে।

রম্যগীতি অনুষ্ঠানে কলিকাতা কেন্দ্র রচিত ও রেকর্ড করা বিশেষ লঘু সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ইহাতে প্রায় সময়ই বাংলা সঙ্গীত থাকে। তবে সময় সময় হিন্দী সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, কলিকাতা কেন্দ্রের বাঙ্গালী সঙ্গীতশিল্পীদের দ্বারা এই হিন্দী সঙ্গীত গীত হয় বলিয়া বাংলা দেশের বাহিরে তাঁহাদের খ্যাতি বিস্তার লাভ করিতেছে।

ছায়া ছবির গান অনুষ্ঠানে বাংলা ও হিন্দী চলচ্চিত্র সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এবং ইহাতে বাংলা সঙ্গীতই প্রাধান্য লাভ করে।

অনুরোধের আসর সম্পর্কে মুখপাত্রটি বলেন যে, শ্রোতাদের অনুরোধ অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত নির্বাচিত হয়। সাধারণত বাংলা সঙ্গীতের অনুরোধই আসে। তবে কেহ হিন্দী সঙ্গীতের অনুরোধ জানাইলে তাহা রক্ষা করা হয়।

কলিকাতা কেন্দ্র হইতে হিন্দী ভাষায় যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সে সম্পর্কে মুখপাত্রটি বলেন যে, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি প্রভৃতি প্রধান বেতার কেন্দ্রগুলির মত কলিকাতা বেতার কেন্দ্রেরও দুইটি কর্তব্য রহিয়াছে। প্রথমত নিজ রাজ্যের প্রধান ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা এবং দ্বিতীয়ত সমস্ত সম্প্রদায়ের শ্রোতাদের উপযোগী অনুষ্ঠান পরিবেশন করা। কারণ ছোট বেতার কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠুভাবে এ কাজ করিতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, বোম্বাই বেতার কেন্দ্র হইতে ছয়টি ভাষায় যথা, মারাঠী, গুজরাটী, ইংরেজী, হিন্দী, উর্দু এবং কন্নড়ী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। কিন্তু কলিকাতা কেন্দ্র হইতে কেবলমাত্র চারিটি ভাষায় যথা বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বোম্বাই বেতার কেন্দ্র হইতে উত্তরপ্রদেশের শ্রোতাদের জন্য হিন্দী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সুতরাং হিন্দুস্থানী শ্রোতাদের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যদি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের মোট প্রচার সময়ের শতকরা মাত্র ২ ভাগ হিন্দুস্থানীতে পরিবেশিত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন শ্রোতার আপত্তি থাকিতে পারে না।

মুখপাত্রটি পরিশেষে বলেন যে, অহিন্দীভাষীদের সুবিধার্থে কটক, গৌহাটি এবং দক্ষিণাঞ্চলের বেতার কেন্দ্রগুলি হইতে সপ্তাহে পাঁচ দিন হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দীকে যেহেতু রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে সেজন্য সরকার এই ভাষাকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে আঞ্চলিক ভাষাগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া কখনই ইহা করা হয় না। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচী বিচার করিলে ইহা ভালোভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

## আমাদের বক্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বেতার কেন্দ্রের জনৈক মুখপাত্র আমাদের তথা বেতার শ্রোতাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। উত্থাপিত বিষয়ের অধিকাংশ অনালোচিত রেখে যেটুকু জবাব দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তি আদৌ আছে কিনা সেটাও বিচার্য।

বিজ্ঞপ্তির অনুসারে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হিন্দী। সারা বাংলার লোকসংখ্যার অনুপাতে হিন্দীভাষীর যে পরিমাণ হতে পারে তার এক-পঞ্চমাংশ হিন্দী অনুষ্ঠানও নিষ্প্রয়োজন। হিন্দীভাষীর পরিপ্রেক্ষিতে কথা উঠলে বলব যে এলাহাবাদ, লখনৌ, দিল্লি প্রভৃতি শহরে বাঙালীর প্রচুর সংখ্যা


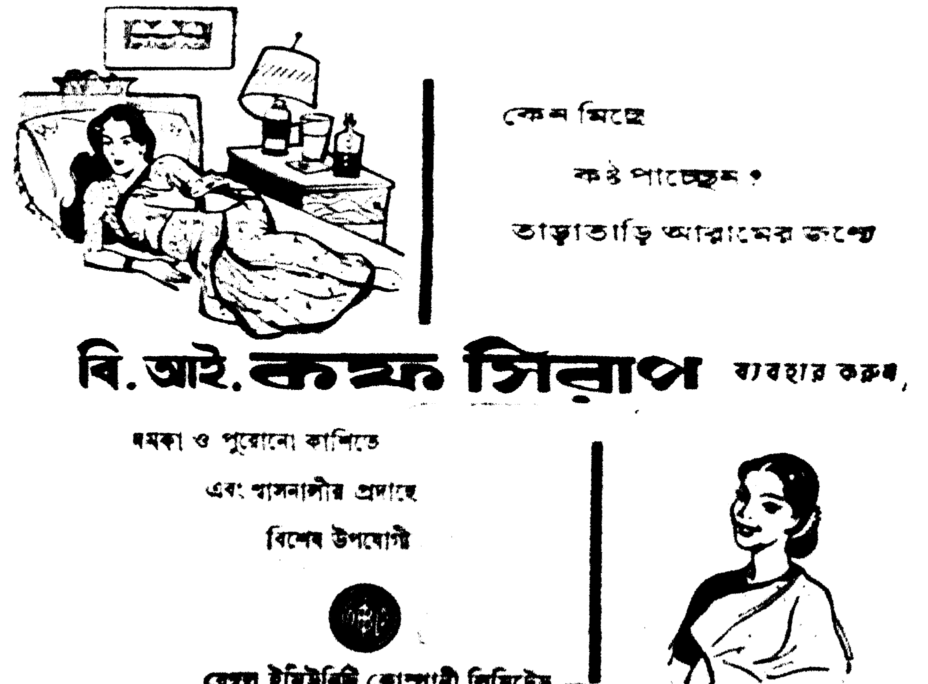

সত্ত্বেও তাঁদের জন্য কোন বাংলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই। অথচ, এইসব অঞ্চল থেকে বাঙালী শিল্পীরা সমানে হিন্দী গান প্রচার করেন। তাঁদের যে উৎসাহ আছে 'কিন্তু' প্রতিষ্ঠান বেতার কর্তৃপক্ষ বাংলার সংস্কৃতিকে খর্ব করবার সুযোগ অন্বেষণে সদা তৎপর।

হিন্দীর জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যও কলকাতা বেতারে বহুটি প্রোগ্রাম অথচ একটা নয়। দক্ষিণ ভারতে অথবা পশ্চিম ভারতে প্রায় কোন প্রয়াস নেই। হিন্দী ভাষী প্রদেশে অবশিষ্ট বেতার কেন্দ্র-গুলিতেও এ সম্বন্ধে প্রচেষ্টা অতি সামান্য। কেবল কলকাতায় অবশিষ্ট বাঙালীদের তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দী গীত থেকে [illegible]

[illegible]

—[illegible]


পৌষালী সংখ্যা ॥ প্রকাশিত হয়েছে

জলসা

দাম মাত্র দু' টাকা

বিমল মিত্রের

একটি সম্পূর্ণ [illegible] উপন্যাস

আর এক রকম

এই সংখ্যায় আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা

শংকর

রচিত একটি রমনীয় রচনা

লেখকের সুপ্রীম কোর্ট

সমরেশ বসুর

গল্প : প্রবাহ

রমাপদ চৌধুরীর

[illegible]

সাগরময় ঘোষের

সম্পাদকের বৈঠকে

গৌর কিশোর ঘোষের

[illegible]

অমিতাভ চৌধুরীর

[illegible]

ইন্দু মিত্রের

[illegible]

নিখিল সরকারের

কালীঘাটের ছবি

বেলা মুখোপাধ্যায়ের

[illegible]

জলসা ছোট গল্প উৎসবে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত

সোমনাথ ভট্টাচার্যের গল্প

শচীন ভৌমিকের বোম্বাই খবর ও প্রশ্নবান

[illegible]

॥ এবং অন্যান্য নির্বাচিত বিভাগীয় রচনা ॥

[illegible] আকর্ষণীয় কার্টুন এঁকেছেন কে সরকার

জলসা : ৫বি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা-১৪


Cooch Behar [illegible] LIBRARY

# দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

আর্নল্ড বেনেটের মৃত্যুর পরদিন লর্ড বীভারব্রুক নাকি ডেলি এক্সপ্রেস পত্রিকার সম্পাদককে টেলিফোন করে নির্দেশ দেন: সো ফার অ্যাজ দি ডি ই ইজ কনসার্নড, এ বি ইজ ডেড্। ব্যক্তির মৃত্যুর এই চূড়ান্ততা সংস্থার সম্বন্ধে নেই। তখন প্রক্রিয়াটা দীর্ঘ। সংস্থার বার্ধক্য ও জরা চলতে থাকে অনেক দিন ধরে। কোনো একটা মুহূর্তে তার নাড়ী টিপে ডাক্তারের পক্ষে রায় দেওয়া শক্ত যে অমুক প্রতিষ্ঠান গতাসু হয়েছেন। সংস্থার সমর্থকগণ তারস্বরে ঘোষণা করেন যে নতুন রক্তের আমদানি হয়েছে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে নব উদ্যম। বিরোধীরা স্বভাবতই কামনা করেন আশু মৃত্যু এবং তাঁদের অভিমতে নিহিত থাকে সেই কামনা। কাকে বিশ্বাস করবে লোকে?

তবু আমার ধারণা, কংগ্রেসের মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। ব্যাঙ্গালোরের পরে আমি এর আরোগ্যের আশা পরিত্যাগ করেছি।

*

যেহেতু আমি বর্তমানের বর্ণে অতীতের পুনরঙ্কনে অবিশ্বাসী, আমার স্মরণে আছে একদা কংগ্রেসের স্থান কোথায় ছিল। আমি কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হইনি। আমার এ উক্তিতে গর্বও নেই, লজ্জাও নেই। সত্য বলতে কি, অধিকাংশ ভারতবাসীই কংগ্রেসের সদস্য হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জাতিগত আকাঙ্ক্ষার কোনো একটা অংশের প্রতীক ছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। নানা ত্রুটি ছিল এর—আজ সেগুলি অধিকতর প্রকট হয়েছে। এর অনুগামীদের মধ্যে সর্বদা সজ্জনের সার ছিল না। বিশেষ করে আমরা যারা বাঙলা দেশে বেড়ে উঠেছি তাদের জানা আছে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর নানা মতের তীব্র সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। তবু ব্রিটিশ শাসনের অবসান ছিল প্রত্যেকের কাম্য, এমনকি সরকারী কর্মচারীদেরও। তাই সকল সাময়িক মতভেদের ঊর্ধ্বে স্থান ছিল কংগ্রেসের মূল লক্ষ্যের এবং প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর আশীর্বাদ লাভ করেছিল।

কিন্তু গোড়াতেই কোথাও ভুল ছিল যে ভুল ছিল। তা নইলে মাত্র বারো বছরে এই বৃহৎ সংস্থার রূপ এমন বীভৎস মহীরুহের মত হতে পারতো না। আমার মতে, স্বদেশে সকল আদর্শবাদ ঝরে পড়ে না। যদিও গান্ধীর কংগ্রেসের আদর্শবাদের জন্য বিশেষত্ব খ্যাতি ছিল, আসলে সেই আদর্শবাদের মধ্যেই ভুল ছিল। যদিও আমাদের নতুন রাজনীতির নৈতিকতা প্রধান ছিল, তবু অধিকারের সময় আমরা এই কথাটা সত্য প্রমাণ করে ছেড়েছি। আমাদের নেতাদের লক্ষ্য একটি মাত্র বাসনা ছিল, তাই যে এই যে বিদেশী শাসকদের আসনে উপবিষ্ট হওয়া যাক। বাকি সব গৌণ ছিল [illegible] এই বক্তব্যের প্রমাণ [illegible] অন্যান্য [illegible] মধ্যে বর্তমান।

*

বিদেশী শাসকদের—অন্ততঃ শেষের দিকে—একটা নৈতিক [illegible] ছিল। [illegible] নেই। [illegible]

করার মতো ব্রিটিশদের গদিটিকে দখল করতে চেয়েছিল দেশের ভালোর জন্য। আমাদের বর্তমান শাসকদের সে বড়াইটুকুও নেই। বিদেশী শাসকদের জনপ্রিয়তা, অন্ততঃ প্রথমদিকে, অর্জন করতে কোনো কাজ দিয়ে। বর্তমান নেতাদের খেলায় টেকন ফর গ্রান্টেড, একবার নির্বাচনে জিতলে পাঁচ বছরের জন্য দুর্ভাবনার কারণ নেই। আজকের শাসিত বাইরে থেকে আমদানি নয়। আজকের বাণিজ্যনীতির সংরক্ষণ জমিদারীপ্রথার সরকারের কীর্তি। আমার কাছে এই প্রশ্নটা অত্যন্তই সঙ্গত মনে হয় যে, উইলিংডন বা লিনলিথগোর সঙ্গে আজ আমার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নেতারা [illegible]

[illegible]

আগে ভুল বলেছি। অন্যায় বলেছি না। শুধু, তবে সাম্প্রতিক নেহরু, অথবা একদিন ইতিহাসের পাতায় ব্রিটিশ শাসনের উত্তর পুরুষ বা প্রতিনিধির মধ্যে পড়িত হবে। কেননা ঠিক [illegible] এই বিদেশী হুকুমের আবেদন। কেননা তাদের, যদিও পরবর্তীদের মধ্যেই তাদেরও [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নেহরু, অথবা ভবিষ্যতের ইতিহাসের পাতার সামান্য দৃষ্টি মাত্র, আলোচিত ব্যক্তি হবেন।


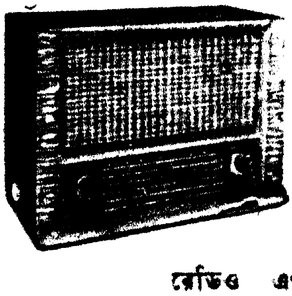

আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট পাওয়া যায়। এইচ. এম. ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লং-প্লেইং রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার, [illegible] ইন-ওয়েভ, ট্রানজিস্টার রেডিও, এমপ্লিফায়ার মাইক, টিউনার, হর্ন, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেকট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

**রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স**

৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোন: ২৪-৫৭১৩

# চক্রবৎ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

[illegible]

বাঁটি মোটরে মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করে-ছিলেন। ড্রাইভার স্যুটকেসটা গাড়িতে তুলে দিতে এসে [illegible] জানালো বড়াদিদিমণির দেরি হবে। তাঁর জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই।

কথাগুলো পরমেশ নিজেকে শুনালেন। মনে প্রশ্ন উঠল, তাহলে মীনা অফিস থেকে কিসে? কিন্তু প্রশ্নটা ড্রাইভারের কাছে করবার নয়। তার জবাবও সে দিতে পারবে না। নিজের মনেই তার উত্তর এল, আর একটা গাড়ি তো রয়েছে। তাইতেই হবে হয়তো। কিংবা

হ্যাঁ, কিংবাও আছে। মীনা যে এত দেরী, মমতা আর মঙ্গল নিয়ে নিবারই খাতা পরমেশের যে বাদেই ছিল না। সোমবার থেকে মীনার যে নতুন পরিচয় তিনি পেলেন, তাতে এখন থেকে তার পক্ষে টাইম-মত অফিস ইত্যাদির সংবাদ করা বিচিত্র কিছুই নয়। হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে চাচ্ছে সে।

বাড়ি নিস্তব্ধ। আকাশ যেন বাড়ির উপর চেপে বসেছে। তার নয় যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

সত্য কথা বলতে কি, এমন একটা স্পর্শকাতরতা কঠিন। নিঃসঙ্গতার জন্যে মীনা নিজেও প্রস্তুত ছিল না। ছেলেটিকে যদি [illegible] খানিকটা [illegible] করলেন, [illegible] কিছুক্ষণ [illegible] করলেন। সেই সাথে মনের [illegible] জড়িয়ে ধরে সে নিজেও খানিকটা কাঁদল। তারপর [illegible] একটা মন-[illegible] হয়ে, [illegible] মার্জনা করলেন। নতুন জীবনের পথে উত্তরেই [illegible] সে যেতে পারে।

কিন্তু এ কী হল!

[illegible] প্রাণের মেঘ থেকে [illegible] অঝোরে। [illegible] বাহিরে [illegible] থেকে নামে নয়।

মীনা এখন জানেনি।

কদুর সকলে সাম্পর্কটা নিয়ে এতদিন সে [illegible] খেলা করে এসেছে। আরও অনেকদিন হয়তো খেলা করেই যেত। কিন্তু সোমবারের বিকালে প্রশ্ন আসছে।

রজনী পড়ের পথিক। খেলাতে তার খেলাটুকুই লাভ। সে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন নয়।

সেই জন্যেই মীনাকে খেলা শেষ করতে হল। সেইজন্যে। প্রশ্নের জন্যে। মনে বলতে হল সব কথা। রবিবার সন্ধ্যায় প্রশ্নের [illegible] আসবার কয়েক ঘণ্টা পরেই।

শুনে আকাশ থেকে পড়লেন না।

প্রথমে তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। বিশ্বাস করবার কথাও নয়।

কে রজনী?

রজনী সে কে কবে থেকে, কোথায় বাড়ি, [illegible] মীনার মা জানেন না। বাড়ীতে [illegible] নয়, [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কি [illegible] একটা [illegible] অফিসে [illegible] মাইনের কাজ করে। তার বেশি জানবার আবশ্যকতাও কেউ অনুভব করেনি। এ শুধু এই সম্প্রতি [illegible] মুখে অনুপম মীনার মায়ের কানে পৌঁছেছিল। এই [illegible] ধনী পাত্র রজনী যদি প্রশ্ন পেয়ে থাকে তো [illegible]।

তার পরমেশ? [illegible] রজনীর নামও শোনা [illegible] তিনি [illegible]।

সত্য কথা বলতে কি রজনীর সাথে [illegible] কোথায়, কি করে মীনার প্রথম পরিচয় হয়, তা মীনাই ভালো করে মনে পড়ে না। রজনীর একটা মন্তব্যে না [illegible] যেন মীনার সাথে [illegible] পড়ে। এবং সেই সূত্র ধরে রজনী কি করে যেন এসে গেল।

প্রথমে তার পড়ার ঘরে।

রজনীবাবু, এসেছেন? ঠিক আপনার কথাই ভাবছিলুম।

কি ব্যাপার?

আমার এই বইখানা কিছু এসে গেছে।

রজনীর ভাবে [illegible] বোঝা যায় না, বরং মীনার [illegible] প্রশ্নবোধ জানতে পারে যে যেন কৃতার্থ হয়ে গেল।

বই, কাগজ, পেন্সিল, টুল, মীনার যে জিনিসটার দরকার হয় রজনী এনে দেয়। রজনী না এলে নিজে কেমন মীনার ঠিকমত খেলাই হয় না। দরকারের সময় হাতের কাছে রজনী না থাকলে, মীনা অপেক্ষা করে। এবং রজনী হয়ত আসতে থাকে, মীনার ফাই-ফরমাসের পরিমাণও যেন একই বাড়তে থাকে।

নিরীহ রজনীবাবু, যার সম্পর্কে আশঙ্কা করবার কিছু নেই। লাজুক মুখচোরা রজনীর, বোধের বাড়ির জন্যে যেটুকু দরকার নিশ্চয় আছে। এমনি করে নিয়মিত [illegible], [illegible] নিরীহ রজনী মীনার পড়ার ঘর থেকে কখন মীনার শোবার ঘরে এসে পৌঁছে গেল, [illegible] মীনার অন্তরের মধ্যে।

তারপরে [illegible] ব্যাপার [illegible] উঠেছে [illegible] হল। প্রথমে মীনার [illegible] মীনার [illegible] [illegible] মীনার [illegible]। এমনই [illegible] কোনো [illegible] করতে [illegible] না। সে যেন [illegible] জন্যে [illegible], এমন।

এই যে রজনী [illegible] রজনীর দুটো [illegible] দিতে [illegible]।

রজনী [illegible], কিছুক্ষণ, [illegible] মীনার [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] মীনার মা [illegible] রজনীর [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

রজনী [illegible] হয়েই [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু সেই [illegible] [illegible] নিমন্ত্রণ হয়নি। [illegible] এ রকম [illegible] রজনীকে নিমন্ত্রণ করার কথা উঠতেই পারে না। রজনীও [illegible] জন্যে [illegible] হয়নি। [illegible] করে [illegible] জন্যে [illegible] নিমন্ত্রণ করা [illegible] সেই জোরেই সে [illegible] নিতে ও [illegible] উঠেছিল।

সেইদিন [illegible] প্রশ্নের [illegible] এসেছিল।

—তোমাকে নিয়ে [illegible] নিচেতে [illegible] মীনা।

—আজ? আজ [illegible] যে একটা অনুষ্ঠান আছে—কুণ্ঠিত কণ্ঠে মীনা জবাব দিয়েছিল।

রজনী [illegible] [illegible] [illegible] জিজ্ঞাসা করেছিল, অনুষ্ঠান বড়, না আমি বড়।

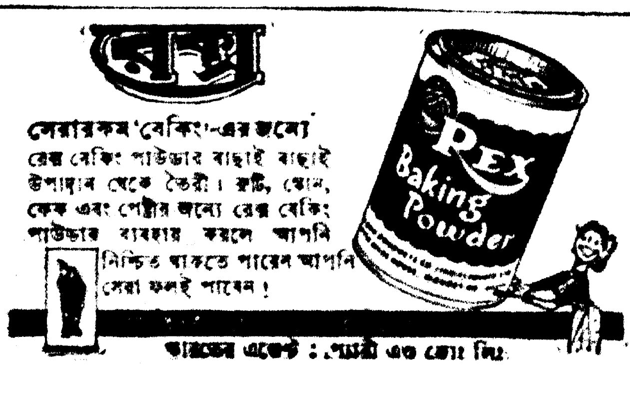

—তুমি, তুমি।—[illegible] বলে উঠেছিল,—কি জান, আমিই আমার [illegible] সম্পাদিকা কি না।

—তাহলে সম্পাদিকাই সব চেয়ে বড়?

—না, না। তুমি, তুমি। তুমি সব চেয়ে বড়।—[illegible] উত্তর [illegible] দিয়েছিল,—[illegible]? [illegible], না [illegible]?

—[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] থেকে তুমি [illegible] [illegible] হয়ে [illegible]। [illegible] [illegible] হয়।

—[illegible] [illegible] [illegible] না কি, [illegible]। তুমি [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে [illegible]। [illegible]

[illegible]

[illegible] করেছেন বলে মনে হল না।

[illegible] তখন [illegible]। [illegible] [illegible] দিকে। [illegible] থেকে [illegible] [illegible]। সবাই [illegible] হয়েছে, শুধু সেই [illegible] নয়। [illegible] তার [illegible] এবং [illegible] [illegible] ছিল।

[illegible] ছিল না [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে, [illegible] [illegible] ছিল না।

[illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible]।

[illegible] সবাই [illegible], [illegible] [illegible]।

—[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] সবাই [illegible], [illegible] এবং [illegible] না কেন?

[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] এবং, [illegible] [illegible] না।

[illegible] [illegible] [illegible]।

উমানাথ ভট্টাচার্যের নাটক

জল
[illegible] ২.৫০

ঘৃণা
[illegible] ২.২৫

নাচের মহল
[illegible] ২.৫০

কথকতা
[illegible]

(দি [illegible])

বিমল মিত্রের সর্বাধুনিক গ্রন্থ

প্রথম পুরুষ

[illegible]

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন গ্রন্থ

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিবাহিত জীবনের [illegible]। [illegible] জীবন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ডাঃ [illegible]

[illegible]

বিয়ের আগে ও পরে দাম [illegible]

[illegible]

[illegible] ৫

[illegible] ৩.৫০

[illegible] ৫

INDIAN CRICKET CAVAL-CADE by ABBI Rs. 8.50

ইন্ডিয়ান [illegible] বুক হাউস

[illegible] কলিকাতা-১

—এই নাও তোমার কলম।

মীনা যে [illegible] আকাশ থেকে পড়ল : কলম!

—হ্যাঁ, [illegible] ওটা মেরামত করতে দিয়েছিলে।

—ও হ্যাঁ, সেইটে।

—দেখ, ঠিক হয়েছে কি না।

মীনা হাত বাড়িয়ে কলমটা নিলে। কিন্তু দেখলে না ঠিক হয়েছে কি না। শুধু কলমদানিতে রেখে দিলে।

—সিনেমায় যাবে নাকি?—অনেকক্ষণ পরে রজনী জিজ্ঞাসা করেছিল।

—সিনেমায়? না না, আজ থাক। আজ শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না। তা ছাড়া একটু ব্যস্তও আছি।

নিঃশব্দে বসে-থাকা যদি ব্যস্ত-থাকা হয়, তাহলে মীনা ব্যস্ত ছিল নিশ্চয়ই। রজনী বুঝলে ওটা ইঙ্গিতে তাকে যেতে বলা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেজন্য সে ক্ষুণ্ণ হল না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা আমি বরং এখন উঠি। অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে।

—আচ্ছা। কিছু মনে কোর না।

মীনার উদাস দৃষ্টি চোখে করুণ বিষণ্ণতা।

রজনী ব্যস্ত হয়ে উঠল : না না, মনে করবার কি আছে? মনে করবার—

সে বলতে [illegible]। কিন্তু বললে না। কথাটাও শেষ করলে না। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

তারপরে রজনী কি করে যে এসে গেল তার মনের মাঝখানে কেউ টেরই পেলে না। বাড়ির লোকজন তো নয়ই, এমন কি মীনা নিজেও বোধ হয় নয়। সে প্রথম এ সম্বন্ধে সচকিত হল প্রণবের তার পেয়ে যে, সে সোমবার কলকাতায় পৌঁছুচ্ছে।

দুদিন থেকে দুটো বিরুদ্ধ শক্তি তার মনের মধ্যে অবিশ্রান্ত লড়াই দিতে লাগল। প্রথমে মীনার ভয় হল, বুঝি সে পাগল হয়ে যাবে। মন স্থির করতে তাকে প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হল।

নিঃসন্দিগ্ধ বাপ-মায়ের কাছে আর কিছুই গোপন রাখা চলবে না। প্রণব এসে যাচ্ছে।

দুটো দিন সময় সে নিলে।

সোমবার সকালে মাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে মীনা পরিষ্কার জানিয়ে দিলে [illegible] প্রণবের সম্বর্ধনা [illegible] জন্যে [illegible] নিমন্ত্রিতদের [illegible] পারে। কিন্তু সে যাচ্ছে না।

—সে আবার কি!

—হ্যাঁ। সে যাচ্ছে না।

—কেন?

—না। সে যাবে না?

—কেন?

—না।

মীনার [illegible] কাছে কি যেন একটা [illegible] পারলে : না।

[illegible] মায়ের সমস্ত শক্তি যে [illegible] [illegible] [illegible] পরিষ্কার [illegible] সমস্ত কথা [illegible]। আর একটুও [illegible] না। [illegible] প্রণবকে সে বিয়ে করবে না। তার বিয়ে হবে রজনীর সঙ্গে।

রজনীর সঙ্গে?

[illegible] অনেকক্ষণ [illegible] দাঁড়িয়ে রইলেন। [illegible] এবং তাঁর কণ্ঠ থেকে : রজনী কে?

—রজনীকে তো তুমি চেন মা।

—ওই যে ছোকরাটা আসে মাঝে মাঝে পড়া-শুনা না খেলা-করা?

—হ্যাঁ, খুব সুন্দর দেখতে।

—কি যেন একটা অফিসে কাজ করে মাইনে পায় যেন, ওকে?

—ওকেই মা। ওর মাইনে [illegible] কিন্তু আমার মাইনে তো অল্প নয়। দুজনে মিলে—

—মীনা।

মীনার মা চীৎকার করে উঠলেন।

মীনা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলে না। [illegible] চলল, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। বিত্তবান মনিবে আমার কি কাজ?

মা হিস্টিরিক কেঁদে দৌড়ে গেলেন ঘর থেকে, একেবারে পরমেশের কাছে।

তারপর থেকে সমস্ত বাড়ি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

রাত্রি নটায় প্লেন এসে পৌঁছেছে।

সাড়েটায় নীহার এল মীনার ঘরে। [illegible] কণ্ঠে ডাকলে, মীনা।

মীনা পিছন ফিরে তার দুটো [illegible] কাপড় জামা কি যেন গোছাচ্ছিল। নীহার [illegible] [illegible] বজ্রের মত [illegible]। [illegible] শব্দের মতো। তার দিকে না চেয়েই মীনা সাড়া দিলে, বল।

—কি হচ্ছে?

—কিসের?

—বাবা কাঁদছেন, মা কাঁদছেন।

—তা আমি কি করব বলতে পার বল।

—চল, একেবারে [illegible]।

—না।

নীহার [illegible] [illegible] : একেবারে [illegible] করতে [illegible] লজ্জা করে না?

—লজ্জা?

মীনা যেন চকিতে মাথা [illegible] [illegible] এর [illegible] [illegible] : [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শরীরের [illegible] [illegible] সুন্দরী সুশিক্ষিতা [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুশিক্ষিত সুন্দর [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]?

—তোমরা সুশিক্ষিত সুন্দর [illegible]

মীনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠল : হ্যাঁ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible] করবার [illegible] [illegible] [illegible] না?

নীহারের [illegible] লাগছে : প্রায়শ্চিত্ত করবার!

—হ্যাঁ। তোমরা আর আমায় [illegible] [illegible] নয়।

হঠাৎ মীনা [illegible] [illegible] পড়ল। নীহারের পায়ের উপর [illegible] [illegible] বলতে লাগল : তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমাকে [illegible] কোরো না দাদা। আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি।

—কিন্তু এতে কি সুখী হতে পারবি?

—না। মা-বাপের চোখের জল ফেলে সুখী হওয়া যায় না। জানি। তবু রজনীই আমার স্বামী।

দুই হাতে মুখ ঢেকে মীনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কেন, কে জানে।

আপনি অপূর্ব সঙ্গীত শুনতে চান
বহুরকমারি ফিলিপস [illegible] রেডিও এবং রেডিওগ্রামের মনোরম প্রদর্শনীর জন্য আমাদের এখানে আসুন।
সব জিনিসই সহজ কিস্তিতে পাওয়া যায়।
শুগা নস
৭ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬
ফোন : ২৩-[illegible]

ডাঃ ইউ, এম্, সামন্ত, এল, এম্, এস প্রণীত
বাইওকেমিক রিপার্টারী ৪,
চিকিৎসক ও সাধারণের জন্য একটি অতি আবশ্যকীয় পুস্তক। বহু বৎসর যাবৎ অপ্রকাশিত থাকিবার পর এই অমূল্য গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হইল। আপনার হোমিও ঔষধালয়ে খোঁজ করুন।
সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী
৬৮।২ [illegible] রোড, কলিকাতা-২
বাইওকেমিক ঔষধ ও পুস্তকের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান

কুঁচ তৈল (হস্তী দন্ত ভস্ম মিশ্রিত) টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি কারক, কেশ পতন নিবারক, মরামাস অকালপক্বতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে। মূল্য ২, বড় ৭, ডাঃ মাঃ ১।৵৹। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ হাজরা রোড কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

## শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১১

[illegible]

পরবর্তী পর্যায়ে আমার উপস্থিতি নেই।

[illegible]

যে সামান্য উত্তেজক ব্যাপার ছিল, সেগুলির

[illegible]

এখানে জানিয়ে রাখি, এ বাড়িটা আমাদের শম্ভুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়ি নয়, সেটা ত্যাগ করেছি—এটা কেদার বস্ লেনের ভাড়াটে বাড়ি। বাড়ির গেট বন্ধ। এত রাত্রে হাঁকাডাক করলে বাবা টের পেয়ে যাবেন। তাও বকবেন এত দেরি করে ফেরার জন্য। অতএব, গেটটা টপকাতে হলো। তারপরে পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠলাম। শোবার ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দেখি, দালানের দরজা বন্ধ। কাজেই বৈঠকখানা ঘরের বারান্দার একটা চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপরে পা তুলে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বইতে শুরু করল ভোরের হাওয়া। সেই ঝিরঝিরে কোমল হাওয়ায় কখন যে ঐভাবে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লাম, তা নিজেরই খেয়াল নেই।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি, রোদ উঠে গেছে, বাড়ির লোকজন কাজকর্মে লেগে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে, মুখচোখ ধুয়ে মার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি, মার মুখখানা থমথম করছে—গম্ভীর। আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—খোকা কাল রাত্রে থিয়েটার করে এলি তুই?

আমি ত পড়লাম আকাশ থেকে! এর মধ্যে বাড়িতে খবর পৌঁছে গেল কী করে? কথাটা

আমাদের তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র বিলি করতে দিন

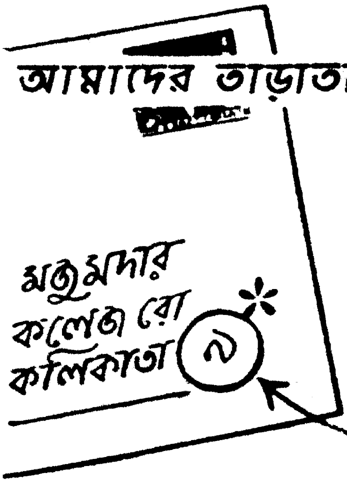


ঠিকানায় ডাক বিভাগের
অঞ্চল সংখ্যা
দিন

ডাকবিলির সুবিধের জন্য বেশীর ভাগ বড়ো বড়ো সহরকেই বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

এই রকম ভাবে অঞ্চল ভাগ করার উদ্দেশ্য হোল পর্যন্ত প্রমাণ চিঠিপত্র এক জায়গায় না বেছে, ঠিকানা অনুযায়ী বিভিন্ন বিলি কেন্দ্রে বেছে এবং ডাক পিওনের বিলিপথের দূরত্ব কমিয়ে, তাড়াতাড়ি ডাক বিলি করা।

ঠিকানায় অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে ডাকে যে সব জিনিষপত্র পাঠানো হয়, সেগুলি সরাসরি সেই অঞ্চলের বিলিকারী ডাকঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অঞ্চল সংখ্যা থাকলে চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বেছে ফেলা যায়, এই সংখ্যা না দিলে সেগুলি দেরীতে পৌঁছুবার সম্ভাবনা বাড়ে। ডাক বিভাগীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এমন কোন সহরে যদি আপনি থাকেন, তাহলে আপনার কাছে যাঁরা চিঠি লেখেন তাঁদের অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে চিঠির ঠিকানা লিখতে বলুন।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/348

অস্বীকার করতে পারি না। সংক্ষেপে প্রশ্ন করলাম—কে বললে?

—কে আবার! তোমার বাবা।

আঁ! রীতিমত চমকে উঠলাম এবার। বাবা কি [illegible] নাকি? সর্বনাশ!

[illegible]

আসে কখনো-সখনো। নীচের ঘরে বসে শুয়ে শুয়ে [illegible] গল্প-গাছা করতাম তাদের স[illegible]। কারণ, থিয়েটারের কথা মা-বাবার কানে গেলেই বিপদ।

বন্ধুরাও সব ছেড়ে বেড়াচ্ছে বলতে গেলে। কোনো ক্লাবঘর ত তাদের নেই! কী তারা করবে! তবে শুনলাম, পুজোর পর ননীদা আমাদের সবাইকে ডেকেছিলেন, বলেছিলেন, কই, তোমরা আর আসছ না কেন? নতুন বই ধরো, রিহার্সাল নাও? আবার থিয়েটার হবে! কিন্তু আমার ত যাবার উপায় নেই! সে জন্যও ওদেরও নতুন বই ধরার উদ্যোগ নেই। কিছুই অগ্রসর হচ্ছে না। আমি একলা বাড়িতে বসে বাগান করছি, আর ভাবছি, এ বন্দীদশা ঘুচবে কবে?

অবশ্য তার চেয়েও বড়ো ভাবনা, আমার করণীয় কী? অভিনয় যে করলাম, তাতে মনে খুব উন্মাদনাও অনুভব করলাম না। অথচ মন থেকে অভিনয়ের পালা বিদায়ও দিতে পারছি না! দিনের পর দিন ধরে একা বসে ভাবতে চেষ্টা করি, কোথায় হয়ে ছিল আমার ত্রুটি? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি সে কথা? ওরা ত একবাক্যে রায় দিয়ে দিয়েছে—বেশ হয়েছে! কিন্তু, আমার মন তৃপ্তি পাচ্ছে না কেন? ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, সেদিন আমার দুঃসাহসটা ঠিক আমার মনের মতো হয়নি, তবুও মনটা খুবই খুশি ছিল। ভিড়ের মধ্যে ঐ জনসমাগম দেখে—একটা হাতে [illegible] ফিরেছিলাম—শুধু যে [illegible] হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম—যেন আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব ছিল না—[illegible] হয়ে গেছলাম—বহু লোকের মধ্যে [illegible] মতো হাসছে! [illegible]

[illegible]

সেই স্তরে যে দুটি ছোটো অভিনয়ে [illegible] অবশ্যই [illegible] করতে হবে [illegible]। অভিনয় তার করতে পারব না, [illegible] একটা [illegible] দুটি [illegible] করলাম। [illegible] নয়। [illegible] উচ্চারণ করে তুলে। এতে [illegible] হয়েছিল। কিন্তু আরও কিছু চাই। সমবেতের ভূমিকায় যে কবিতাগুলির আলাপ ছিল, তাই একার আবৃত্তি করতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম যেন অসুবিধা হতে লাগল, কণ্ঠও হতে লাগল যেন—শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ক্ষেপণের সময়ে। এক একটা বাক্য শেষ করতে খানিক সময় নেওয়া বা ছাড়া দরকার, আমার মন ততখানি ঠিক পৌঁছতে

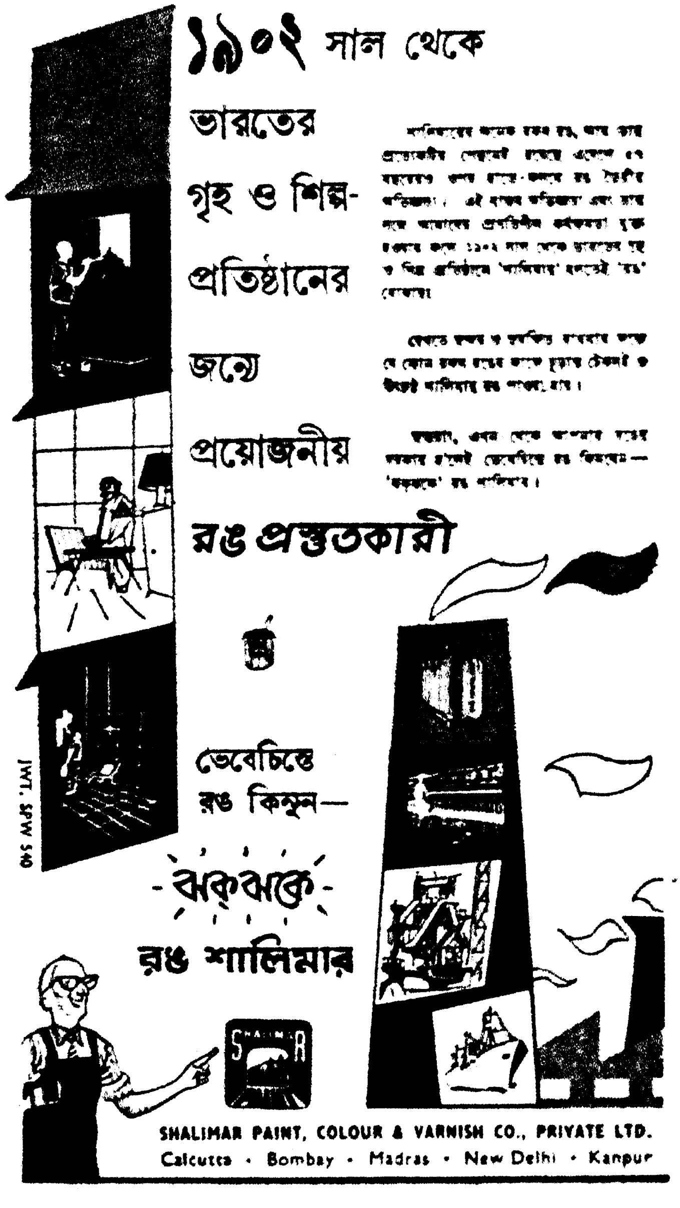

পারবে না। এখন বুঝতে পারছি, এই দোষ থাকার জন্যই সৌমেন মহলেন্দুর ভূমিকায় আমার বার্নাড় তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারলাম, সংলাপ-বলায় সঙ্গে সঙ্গে দম নেওয়া ও ছন্দের অভ্যাস করতে হবে। বহুক্ষণ পরে, যতটা বুকের মধ্যে রেখে ধীরে ধীরে তা ছাড়বার প্রয়াস করতে হবে। যেমন, মহলেন্দুর ভূমিকায় আছে, 'জোছনা উদিলো' —এইটুকু যে-ভাবে বলা চলে, বলা গেল, তারপরে—'এই চাঁদনী মাঝে' পর্যন্ত উচ্চারণ করবার আগেই দম ফুরিয়ে গেল। দম ফুরিয়ে আসে, কথাগুলি তাই তাড়াতাড়ি বলবার চেষ্টা করে দীর্ঘ-স্বরের [illegible] কাজেই এই স্বরের অভ্যাসটা করতে হবে সংলাপের সঙ্গে। আরও একটা উদাহরণ দেই। যেমন, এই মহলেন্দুরই সংলাপ—

সখা, তুমি? কোথা ছিলে এতক্ষণ?—
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] উৎকণ্ঠায় হয়ে উঠেছে। এখনো বছর

চলেছি, দিনের পর দিন চলে গেছে, বছরের পর বছর, অনন্তের বেহালার মেলা আমার হাতে বাজেনি। এই মধ্য বয়স—তবু, প্রতি দিন আমাকে উত্তর কলকাতায় যেতে হয়— [illegible] কখনো মনে হয়, সেই যে মাঠের পশ্চিমদিকের [illegible] কোথায়? [illegible] মনে পড়ে, সেটা ত নেই, [illegible] আজ যেতে পারে! [illegible] ওরা আমার বড়, [illegible] ওদের কি আমি কখনো ভুলতে পারি?

১৯১৮ সালে এই ভাবেই [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] এক রকম [illegible] —এই [illegible]

—[illegible]

[illegible]

[illegible]

—[illegible] এবার [illegible]

একটা, [illegible] —কিন্তু, [illegible] হবে না।

—কেন?

—[illegible]

ওর একটা ছেলে বললে—ঠিক [illegible] তুমি [illegible] একবার এসো, [illegible] হবে। [illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না।

যাই হোক, দেখতে দেখতে কেটে গেল একটি মাস। কিছুই কেমন হলো না এই

একটি মাস ধরে, শুধু, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] কিন্তু কাজ [illegible] [illegible] এখনো [illegible] পারছি না, কারণ, [illegible] কিছুদিন পর এক [illegible] এক-দিন [illegible] [illegible]

[illegible] —এবার তুমি [illegible]

কিন্তু, [illegible]

[illegible] এই যে, ৫ বছরেও [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible]

(ক্রমশ)

শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

মা সবসময় হামাম কেনেন

নরম, মসৃণ ফেণা…
নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে।

ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে…
হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে চায় না…
এত অল্পই খরচ হয়!

হামাম
মেখে তাজা বোধ করুন এবং
তাজা গন্ধে ভরে উঠুন

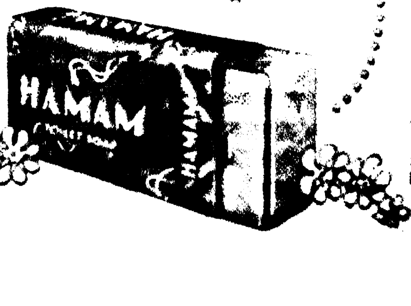


বাড়ীর সবাই হামাম পছন্দ করে

# বিজয়িনী বাংলা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

Cooch Behar

বাংলা,
একদিন তোমায় দেখেছি
ক্ষমতা-লিপ্সায় যুগে যুগে,
ভাগীরথীর স্নিগ্ধ জলস্রোতে-
তটে শ্যামচ্ছায়া কোণে-কোণে উঠেছে
সুন্দরীদের অন্তরে
সব নদী সেদিন—তোমার চোখের জল।

দেখেছি,
তুমি একদিন,
বাঁশী থেকে সুন্দরবনে
স্বপ্নাবিষ্টের তোমার আশীর্বাদ কুড়াতে
শ্যামলাপ্রান্তরের ঢেউয়ের দোলায়
আর সোনা হাওয়ার কাপড়ে,
সবুজ নীলাঞ্চলার মত
অলক্ষ্যে অন্তরে না বুঝে উঠেছে।

দেখেছি,
যে স্বর্ণলঙ্কাবিশ্রুতিতেও
ছিলাম, নীরব সাক্ষী ছিলাম।
সম্ভব বা ইতিহাসে
তোমার পদভারে হয়েছে চূর্ণ
দাস্যির পায়ের নীচে,
তার সেই মুক্তনেত্রের ওপর দাঁড়িয়ে
বারই শত্রুদিগকে লিখেছে
আকাশে নোতুন লেখা
নোতুন সূর্য-অক্ষরে।

আর আজ?

কমলালেবুর বন মাড়িয়ে
যখন পিশাচদল রক্ত ঝরিয়ে,
নোতুন-নীল সমুদ্র-বন্দর খুলছে পথ দক্ষিণে,
প্রান্তরের প্রান্তে পাচ্ছে
মহালক্ষ্মীর আসন
নতুন সাতনরী ধানের আলপনায়,
অরণ্য হাসিল করছে,
স্বপ্নের মত শহর গড়ছে
আর বুনো নদীকে পোষ মানিয়ে
ইস্পাতে ও বিদ্যুতে গাঁথছে
নয়া জীবনের বনিয়াদ—

ঝোড় আর রোদ,
স্বর্গ ও সাহারা,
সাহস ও সাধনার এই দুঃসাহসিকতায়—
তোমার সকল দুঃখের রূপকার,
হাঁ, তবুও সেথায় রচনা করব বাঁধ!

নবীন প্রভাত মানুষের
নিঃস্বার্থের একান্ত দাঁড়িয়ে—
আজও তোমার জয়ধ্বনি করছে,
বিজয়িনী বাংলা!

# কৃষ্ণপক্ষ

আরণ্যক

শহরের পাথরে ঝরে ঝরে নিশুতির নামে,
অন্ধকার তাকে বন্ধুর মত পথ দেখায়,
রুদ্ধ দরজাটি পোষা কুকুরের মত সরে দাঁড়ায়,
চরণ নিঃশব্দ গতি রূপোর পালঙ্কের পাশে থামে।

রাজকন্যা ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছে এক নারী,
গোলাপের পাপড়ির মত নরম দেহ তার,
গোলাপের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ প্রত্যাশায়;
প্রেম নয়, টাকাকড়ির নেশায় মাতাল নিশাচরী।

## রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষক সম্মেলন

১৩ই পৌষ যুগান্তরে রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষক সম্মেলনের প্রস্তাব সহযোগে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। বিবৃতি থেকে মনে হল, আলোচনার অন্তর্গত প্রধান বিষয়গুলি হচ্ছে এই:

রবীন্দ্র-সংগীতের যথার্থ সুর এবং গায়কী সম্বন্ধে আলাপ, আলোচনা ও গবেষণা।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুপরিকল্পিত পাঠক্রম।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি ব্যাপক পরিমণ্ডল গঠন।

রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যাপারে যান্ত্রিক শিক্ষা বর্জন এবং গুরুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন।

রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে গুরু এবং শিষ্যের সমন্বয় সংগঠন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের কিছুকাল পরে বা [illegible] পরে কলকাতায় একটি সংগীত-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্র-সংগীতের মূল সুর এবং গায়কী সম্বন্ধে শিক্ষাদান। তারপরে আজ পর্যন্ত একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। সবগুলোর উদ্দেশ্য মূলত এক। এতকাল পরে শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের বিবৃতি থেকে জানা গেল এ-প্রয়াস সফল হয়নি—রবীন্দ্র-সংগীতের যথার্থ সুর এবং গায়কী সম্বন্ধে শিক্ষকদের এখনো আরও জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এখন কথা হচ্ছে, আর-একটা সম্মেলনে বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর ব্যবস্থা আনা যায় কিনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন ঘটবে কিনা। আমাদের বিশ্বাস তা ঘটবে না, কেননা রবীন্দ্র-সংগীতের উপলব্ধি করবার জন্য শিক্ষার যে উপাদানের প্রয়োজন, গোড়া থেকেই তাকে বর্জন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সম্মেলনেও তা গ্রহণ হবে কিনা সন্দেহ। যথার্থ শিক্ষা কোনদিন একমুখী নয়, তা অখণ্ড। এই অখণ্ড কল্পনার অর্থাৎ একটি সংস্কৃতির বিরাট পরিধিকে জানতে হয়, পরে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার অবকাশ ঘটে। [illegible] এবং শান্তির সংস্কৃতিই শিক্ষার প্রধান দুটি এবং এই কারণেই [illegible] গান শ্রোতাদের মনে রেখাপাত করে না। রবীন্দ্র-সংগীত অনুশীলনের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা উৎসাহ প্রকাশ করেছিলাম, তার কারণ আমাদের আশা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমরা ব্যাপক শিক্ষার সুযোগ পাব এবং তাহলে রবীন্দ্র-সংগীতের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা সম্ভব হবে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এক,

# গানের আসর

**শার্ঙ্গদেব**

আর সংগীতের এক-একটি গোষ্ঠী গঠন করা অন্য জিনিস। আমাদের দুর্ভাগ্যের [illegible] আজ কায়েমী হয়ে বসেছে। বর্তমানে রবীন্দ্র-সংগীত যে এক-একটি গোষ্ঠীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং তার অনুসারে [illegible] তৈরি হচ্ছে। [illegible] সূত্রপাত এইখানেই এবং অভ্যন্তরের বিষয়, রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যেই মতানৈক্য রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে মতভেদের সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্র-সংগীত রক্ষাকল্পে অন্য সব সংগীতের সঙ্গে পরিচয় না রেখে কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সংগীত-চর্চাতেই একমাত্র [illegible] যে শিক্ষা রীতির প্রবর্তন এই কয়েক বছর লক্ষ করা গিয়েছে, তারই প্রত্যক্ষ ফল এই [illegible] পরিস্থিতি। [illegible] [illegible]

আমাদের ধারণা কোনকালেই এমন ছিল না। এমনকি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারে সর্বপ্রথম গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন, অথচ রবীন্দ্র-সংগীতের অনুরাগী তিনি কম ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গানের সুর বিকৃতি ঘটেছে, তা জানতেন, [illegible] কর্তৃক তিনি তাঁর গান গাইতে নিষেধ করেন নি, শুধু তাঁর আশা ছিল যে, তাঁর গান যেন এমনভাবে গাওয়া হয় যে, তাঁর রচনা বলে সেটা চেনা যায়।

কবির জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে একান্তভাবে তাঁর গানের চর্চা হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সেটা যথানিয়মে তাঁর নির্দেশে হত। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সংগীতের যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। আজ দিনুবাবুর নাম বিস্মৃত বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর স্বরলিপির নাকি সংশোধন চলছে এবং সে-গায়কীর পরিচয়ও আজ নেই। রবীন্দ্র-সংগীতের সে প্রাণশক্তি [illegible] আজ নির্বাপিত। আজ যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁদের হাতে মিঠি-মিঠি সুর [illegible]

[illegible]

[illegible] যখন ব্যাপক হবে, তখনই তার সমৃদ্ধ

কাই। কোন কোন শিল্পীর রবীন্দ্র-সঙ্গীত যদি আশানুরূপ না হয়, তাহলে যাতে সেটা ভাল হয়, সেই চেষ্টা করা দরকার, কিন্তু তাঁদের বঞ্চিত করবার প্রয়াস সমর্থনীয় নয়। আর ভাল করে শিখে যাঁরা গান করেন, তাঁদের রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং অপরাপর সঙ্গীত, সবই ভাল হবার কথা, সেখানে কোন সঙ্গীত থেকে তাঁদের নিরস্ত করবার প্রশ্ন তোলাটা অত্যন্ত অন্যায়। যাঁদের গলা ভাল, গাইবার ক্ষমতা আছে, তাঁদের সবরকম গানে সুযোগ দেওয়ার মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকতে পারে না। এই ধরনের সংকীর্ণ পরিকল্পনাই অবাঞ্ছনীয়।

অন্য কোন গান গাইলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য গলায় ফুটবে না, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যথানিয়মে শিক্ষা হলে এমনটা হতেই পারে না। বরঞ্চ তখনই যে-কোন শিক্ষার্থী পাঁচটা গান থেকে কোথায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পার্থক্য, তা নির্ণয় করতে সমর্থ হবেন এবং স্বাভাবিকভাবেই যদি চেষ্টা হবে প্রতি গানের বৈশিষ্ট্য বিচার-বিবেচনাপূর্বক প্রকাশ করা। আমাদের শিক্ষা যথানিয়মে হয়নি বলেই এই ধরনের গোলমাল দেখা যাচ্ছে। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বাড়বে বই কমবে না, কেননা, একেত্রে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে কৌতূহল অনেক বেশি বেড়ে যাবে।

অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন একটি সম্মেলন আহ্বান [illegible] সর্বাগ্রে প্রয়োজন, যাতে বাংলার সঙ্গীত সমগ্রভাবে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হয়। যাঁরা বাংলার সঙ্গীতের গঠন করেছেন, তাঁদের কথা চিন্তা করে সুপরিকল্পিত পাঠক্রম নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক এবং বাংলার সমগ্র অঞ্চলেই সমগ্র বাংলার বিচিত্র সঙ্গীত নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা গঠন করা কর্তব্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যথার্থ প্রতিষ্ঠাও এই ব্যাপক সঙ্গীতবোধ থেকেই হওয়া সম্ভব।

# চিত্র প্রদর্শনী

**চিত্রগ্রীব**

মুচি —[illegible] বসু

বছরের অনুষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। বিভিন্ন [illegible] চিত্রকলা প্রদর্শনীর [illegible] ইনি [illegible] ও [illegible] [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সম্প্রতি [illegible] শিল্পী [illegible] ভট্টাচার্যের চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল [illegible] [illegible] প্রদর্শনী ইনি [illegible] [illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible] লাভ করেছেন প্রায় বছর ১০ আগে। [illegible] ১ বছর আগে ইনি ইতালী সরকারের বৃত্তি লাভ করে ইতালীতে যান [illegible] চর্চা করতে। [illegible] বিভিন্ন [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ফিরেছেন। [illegible] এবং [illegible] [illegible] কালে এঁর একক চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। [illegible] এবং [illegible] ইনি [illegible] পুরস্কারও লাভ করতে পেরেছেন। [illegible] এঁর

ইনি ফরাসী ইম্প্রেশনিস্টদের প্রভাবে পড়ে কিছুদিন ইম্প্রেশনিস্টিক ঢঙেও চিত্রচর্চা করেছিলেন। বর্তমানে ইনি সম্পূর্ণ [illegible] অন্তরের [illegible] [illegible]

শ্রীঅমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের
কবিতার বই

নিঃসঙ্গ মেঘ

[illegible]

—দেশ [illegible] ১৩৬২
[illegible]

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সবে বাহির হইল!

নিশাচরের লেখা

আগাগোড়া রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরা
অদ্ভুত উপন্যাস

ভিয়েনা নার্সিং হোম

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

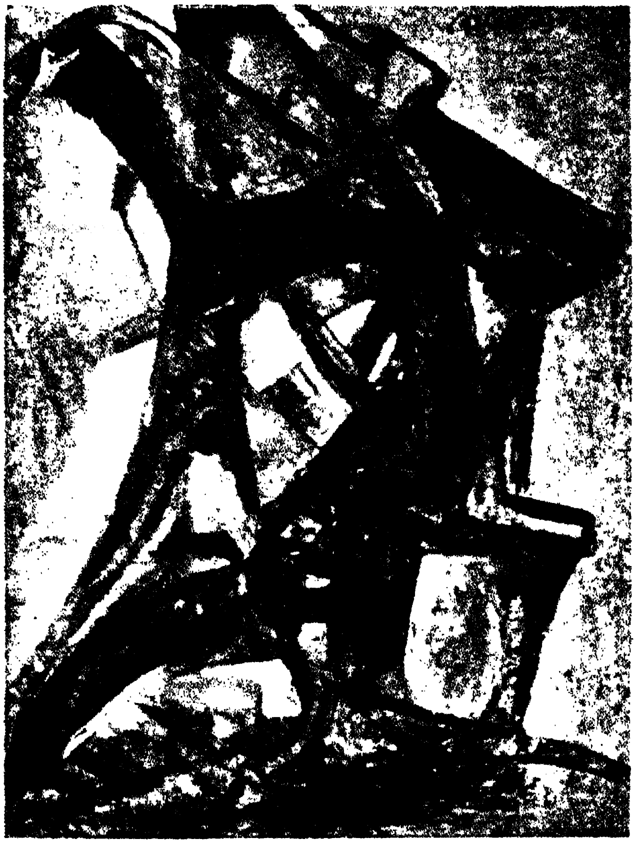

কম্পোজিশন —জ্যোতিষ ভট্টাচার্য

থেকে ফেরার পর থেকেই এঁর আর্টে অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারার আবির্ভাব লক্ষ করা যায়। আলোচ্য প্রদর্শনীতে বেশীর ভাগ রচনাই ছিল অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রকলা। অর্ধ অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং প্রথাগত রচনাও কিছু কিছু ছিল। প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা হয়েছিল জার্মান-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ইম্যাক্স হাউসে।

প্রকৃত রূপকে যদি কোনও শিল্পী যথাযথভাবে তাঁর রচনায় ব্যক্ত করেন তাহলে তাঁর চিন্তাধারার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না সে রচনার মধ্য থেকে। তাঁকে তখন কারিগর বলা চলে, শিল্পী বলা চলে না। শিল্পীর কাজ কোনও রূপের পুনরাবৃত্তি না করে নতুন এবং স্বকীয় রূপ সৃষ্টি করা। যে সব নবরূপের আবির্ভাব দেখা যায় অত্যাধুনিক চিত্রকলায় তার মূলেই আছে এই প্রকৃতিকে নকল না করে নতুন রূপ সৃষ্টি করার বাসনা। নতুন রূপের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা চান তাঁদের ব্যক্তিমানসের পরিচয় দিতে। আমাদের চোখের দেখা আর মনের দেখার মধ্যে প্রভেদ অনেক। এই মনের দেখাকে শিল্পে যিনি ব্যক্ত করতে পারেন তিনিই হচ্ছেন সার্থক শিল্পী। মনের দেখা রূপকে প্রকাশ করবার জন্য শিল্পীরা অনুভূতিমূলক ভাবব্যঞ্জনা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কেউবা প্রকৃত রূপের ওপরেই কিছুটা অতিরঞ্জন অনুরঞ্জন করে আত্মপ্রকাশ করেন, আবার কেউবা এমন সব রূপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন যার বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ থাকে না প্রকৃতির কোনও সৃষ্টির সঙ্গে। যেসব শিল্পী নির্বস্তুক কল্পনার ওপর ভিত্তি করে রচনা করেন তাঁদের লক্ষ্য, সঙ্গীতের বেলায় সুরপ্রধান অবাস্তব সব ধ্বনি যেমন শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে তেমনিই বিভিন্ন বর্ণ এবং অবাস্তব সব ফর্মের সমন্বয়ে, এমন 'সুর' সৃষ্টি করা যা দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করতে পারে। জ্যোতিষবাবুর 'কম্পোজিশন'গুলি সবই দর্শনেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে বহু রেখা এবং অবাস্তব সব ফর্মের সমন্বয়ে 'সুর' সৃষ্টি। এই 'সুর' সৃষ্টি করার জন্য শিল্পী বর্ণ ব্যবহারে বহু রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। 'পেইন্টিং' আখ্যা দিয়েছেন যেসব রচনাগুলিকে সেগুলির মধ্যে প্রকৃতির কোনও কোন সৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। 'বেগার্স ইন দি সিটি', 'রাইডার-১', 'রাইডার-২' 'অন দি ব্লান' 'স্প্রিং', 'দি কোচ অ্যান্ড দি ট্রেনার' প্রভৃতি রচনায় স্পষ্ট প্রকৃত বিষয়বস্তুর ওপর শিল্পী অতিরঞ্জন অনুরঞ্জন চড়িয়ে বিকৃত রূপ সৃষ্টি করে আপন ব্যক্তিমানসের পরিচয় দিয়েছেন। 'নিউড' এবং 'ফ্লাওয়ার সেলার ইন সিয়েনা' এ দুটি রচনায় বর্ণিকায় কিছুটা অবাস্তবতা থাকলেও ফর্মগুলি বলা যায় বাস্তবরূপসংবলী।

ব্যক্তিগতভাবে জ্যোতিষবাবুর কিছু রচনাকে সমর্থন না করতে পারলেও এঁর আন্তরিকতাকে অস্বীকার করতে পারি না।

•

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রি হাউস-এ শিল্পী শ্যামল বসুর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শ্যামল বসু গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে কমার্শিয়াল আর্ট-এ ডিপ্লোমা লাভ করেছেন ১৯৫২ সালে। বর্তমানে কোনও বিখ্যাত প্রচার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি সংশ্লিষ্ট। অফিসের পর 'শিল্পী সংঘ'-এর পরিচালিত 'স্টুডিও'তে ইনি সুকুমার শিল্প চর্চা করেন প্রতিদিন সন্ধ্যায়। তবে যেসব ছবি প্রদর্শন করেছিলেন সেগুলি স্টুডিওর মধ্যের রচনা নয়। রচনাগুলির বিষয়বস্তু দেখেই বোঝা যায় শিল্পী যেখানে বসবাস করেন তার আশেপাশের দৃশ্য এবং লোকজন।

তবুও এঁর রচনায় যাদের দেখা গেল তারা যেন খুবই পরিচিত। কলকাতার মুটে মজুর, লোকের কর্মের ছড়াছড়ি, শহর এবং শহরতলির ভাসমান লোক, শহরতলীর দৃশ্য, মন্দিরের মঠ প্রভৃতি। এঁর ছবির ধারা মোটামুটি প্রথাগত। বাস্তবিকতাটাই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন সর্বত্র। পোর্ট্রেট, কম্পোজিশন প্রভৃতি থাকলেও এঁর প্রধান প্রকাশমাধ্যম জল এবং তেল এ দুটি মাধ্যমেই শিল্পীর দক্ষতা সমান মনে হয়। চিত্রে রঙের দিকেই এঁর ঝোঁক বেশী। ছবির মেজাজও খুব চড়া। কালিকলমের স্কেচগুলি বেশ পরিষ্কার কাজ। 'দোলা', 'এক সঙ্গে দুটি', 'করবী', 'কাবুলী', 'মুটে', 'কর্মরত', 'দিনের শেষে' এই ক'টি পেইন্টিং ও কালিকলমের এবং চারকোলের স্কেচগুলি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতির চাক্ষুষ পরিচয়-মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত করেই শিল্পী সন্তুষ্ট থাকতে চান। এ থেকে মনে হয় শিক্ষার্থীর ছাপটা এখনও কাটেনি। এমন কিছুর সৃষ্টি করা উচিত যা থেকে শিল্পীর ব্যক্তিমানসের কিছুটা অন্তত পরিচয় আমরা পেতে পারি। রূপনির্ণয়ের সব ব্যাকরণ অকাট্যভাবে মেনে চললে নিখুঁত ছবি হয়তো হয়, কিন্তু রসোত্তীর্ণ আর্টের কি সৃষ্টি হয়?

GOVERNMENT LIBRARY

বর্তাদের উপর উৎক্ষেপণ ব্যাপারে অনেকের বিচিত্র খেয়ালখুশির কথা শোনা যায়। পর মহাযুদ্ধের আগে পিটার [illegible] নামে বৃটেনের [illegible] এক সংবাদপত্রের [illegible] রিপোর্টার [illegible] এক সপ্তাহ [illegible] উপস্থিত হয়ে [illegible] প্রত্যক্ষদর্শী [illegible] উপর হিসেবে এক [illegible] কাণ্ড ঘটানোর প্রস্তাব করে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ও ঘণ্টার পর আবহাওয়া এত খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যে বাঁড়টাকে নিয়ে [illegible] ফিরে এসে বিপদে হয়। তবে যে বাঁড় [illegible] জন্য [illegible] দিয়ে দেয়।

[illegible]

করবে এবং বাজীর টাকাটা [illegible] উদ্যানে ইহুদী শিশুদের সহায়তায় [illegible] ঠিক করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] একবার এক বাঁড় [illegible] জন্য [illegible] শুরু [illegible] আরম্ভ করে এবং [illegible] ঘণ্টা [illegible] হয়।

[illegible]

মার্ক পাইলট একজন এই বাঁদর বানরটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার [illegible] স্টেশন থেকে নিক্ষিপ্ত [illegible] রকেটে চড়ে [illegible] মাইল ঊর্ধ্বে [illegible] ভ্রমণ করে আসে। রকেটে মানুষকে পাঠাবার আগে এক বিশেষ ধরনের রকেটের পরীক্ষায় বানরটিকে ব্যবহার করা হয়। তবে নির্দিষ্ট [illegible] বানরটির শারীরিক প্রতিক্রিয়া থেকে অনুরূপ অবস্থায় মানুষের শারীরিক প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াবে, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

চুল খাড়া [illegible] অক্সফোর্ড [illegible] এক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাতা কর্তৃক উদ্ভাবিত ইলেকট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটর, যার সাহায্যে চুল খাড়া করে তোলা। জেনারেটরটির ক্ষমতা হচ্ছে পাঁচ লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎশক্তি বিকীরণের। মহিলার মাথার প্রত্যেকটি কেশে অনুরূপ পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয়। যন্ত্রটি বিদ্যালয়ের লেবরেটরীর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত এবং দামেও সস্তা

বড়দিন এবং প্রধান কোন উৎসব উপলক্ষ্যে আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কার্ড পাঠাবার প্রথা পাশ্চাত্য দেশে বহু [illegible] থেকেই চলে আসছে। আমাদের দেশে প্রথাটি প্রচলিত হয়েছে খুব বেশী দিনের কথা নয় এবং এটা অনুসৃত হচ্ছে খৃষ্টমাস ও ইংরেজী নববর্ষে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক কার্ড পাঠানোর প্রথা দেখে। ইউরোপেও খৃষ্টমাস কার্ডের প্রচলন হয় ১৮৫০ সন থেকে। তার আগে খৃষ্টমাস ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন লোকে চিঠিতে লিখে সম্পন্ন করতো।

বৃটিশ মিউজিয়ামের অন্যতম ডিরেক্টর স্যার হেনরি কোল সে বছর হঠাৎ বুঝতে পারেন যে খৃষ্টমাস উপলক্ষ্যে তার পরিচিত জনকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠানো কঠিন এবং তার এমন সময়ও ছিল না যে সবাইকে চিঠি পাঠাতে পারেন। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি রয়েল একাডেমির শিল্পী জন হর্সলীকে দিয়ে একখানি কার্ড আঁকিয়ে সেটি বহুসংখ্যায় ছাপিয়ে সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এই হল প্রথম খৃষ্টমাস কার্ড এবং হর্সলীর আঁকা সেই ছবিখানিতে ছিল উৎসবের ভোজ-টেবিলে সমবেত একটি পরিবারের [illegible] উৎসব [illegible]। এর পর [illegible] কার্ড [illegible] সমাজের বিভিন্ন [illegible] থাকতো। [illegible] একটি পাখী, এমনি [illegible] থাকতো। এর [illegible] কার্ডে [illegible] একটি [illegible] এবং নীচে লেখা 'খৃষ্টমাস শুভ [illegible] হোক'।

১৮৮০ সনে [illegible] টাক খৃষ্টমাস কার্ড আঁকার এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। বহু শত ডিজাইন এসে পৌঁছায় যার মধ্যে সে সময়কার বড় বড় শিল্পীদের অনেকের আঁকাও ছিল। রয়েল একাডেমির সদস্যরা বিচারক হন এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত [illegible] একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। সেই প্রদর্শনীতে লোকের প্রচুর ভীড় দেখে [illegible] টাক একাডেমীর বিশিষ্ট শিল্পীদের দিয়ে ডিজাইন তৈরী করান। এর পর হয় প্রাচীন বিখ্যাত শিল্পীদের ছবির অনুকরণ। এর মধ্যে প্রথম ছিল রাফায়েলের 'ম্যাডোনা'। একজন খ্যাতনামা শিল্পী [illegible] করে ন্যাশনাল গ্যালারীতে গিয়ে ছবিগুলি নকল করে আঁকেন এবং রঙ্গীন তা রঙে ছাপানো হয়।

কিন্তু শুধু ছবি দিয়েই মন উঠলো না, [illegible] চাই। 'শুভেচ্ছা জানাই', 'খৃষ্টমাস শুভ হোক' এসব কথা যথেষ্ট [illegible] হল না। তাই [illegible] হলো [illegible] লর্ড টেনিসনের কাছে। [illegible] এক একটি এমনি কবিতা লিখবার [illegible] এক হাজার [illegible] দেওয়া [illegible] ১৮৮৩ [illegible] [illegible] কাজ করে উঠতে পারেননি। [illegible] ১৯০০ সনে [illegible] এক লক্ষ [illegible] টাকার [illegible] ১৫০ [illegible] এই [illegible] তৈরী করতে [illegible] [illegible] এবং [illegible] ছিল সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।

কাগজের উপর, না রেশমী কাপড় ও সাটিনের উপর ছাপা বহুরকম কার্ডও তৈরী হয় যার দাম ছিল আট পেনি থেকে সাতাশ শিলিং পর্যন্ত। এক ব্যবসায়ী কার্ডের কি ধরনের [illegible] থাকবে জানিয়ে জার্মানীর এক কোম্পানীর অর্ডার দেয়। [illegible] শিল্পীদের দ্বারা আঁকিয়ে অনেকগুলি কার্ড আঁকান হয় এবং উক্ত ব্যবসায়ী তার মধ্যে থেকে একখানি বেছে নিয়ে তা থেকে শুরু করে বাকী ছবিগুলি ছাপার ব্লক নষ্ট করে ফেলেন। সেই ছবিটি কার্ডের প্রত্যেকখানির দাম পড়ে সাড়ে সাতশ টাকা।

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(২০)

[illegible]


বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই আপনি কিনবেন কেন?

কেয়ো-কার্পিন

ডেজ মেডিকেল স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটি • পাটনা • কটক

'হ্যাঁ, আমরা এখন চলে এসেছি উপরে। স্বচ্ছন্দে বলতে পারো, পেটে। আর সুকনো [illegible] যদি ভগবান নেই, তা হলে প্রেমও নেই। সুতরাং—'

'সুতরাং-এ দরকার নেই।' আদর করবার জন্যে হাত বাড়াল সুকান্ত। বললে, 'বলো তোমার কী চাই? স্নো-পাউডার, তেল-সাবান—ন্যাপকিন?'

সরে গেল কাকলি। বললে, 'নিজের হাতখরচের টাকার মধ্যে আমার এসব খুচরো প্রয়োজন না-হয় ম্যানেজ করলে, কিন্তু আমার যদি হঠাৎ কোনো সময় এক-থোকে একটা মোটা টাকার দরকার হয়—'

'যথা, আচ্ছাদন? শাড়ি?'

'শুধু শাড়ি কেন, কত কিছুই তো দরকার হতে পারে। অসুখ হতে পারে।'

'যথা, আভরণ? কঙ্কণ-কিঙ্কিণী?'

'নয়ই বা কেন? লজ্জা কিসের? অপরাধ

কোথায়? ভক্ত পাবে কোথায়? ভক্ত কী করবে?'

অভিজয়ের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে সুকান্ত বললে, 'বাবা, ফ্রিজিডেয়ার, হিজ লাইসেন্স।'

'তার মানে?' কপাল কোঁচকায় ভুরু, কুঁচকালো কার্তিক।

'তার মানে, মাতলামো করে বলব, যে সহজ, যে সকলে, তুমিই তোমার দেবতা, [illegible] নিজের [illegible] নিজেই করে নাও।'

'মানে, আমাকে [illegible] হবে বলছে?' চোখ তুলে [illegible] কার্তিক। [illegible] নিজে [illegible] নিজের [illegible] [illegible] হবে। [illegible] [illegible] করবে [illegible]?'

'ও, না, [illegible] [illegible]।' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

'[illegible]'

'[illegible]'

[illegible]

'[illegible]'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

'কিন্তু, তুমি যে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] করা যায় না, [illegible] করা যায় না?' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], 'আমার এক হাতে [illegible] [illegible] [illegible] তলোয়ার, আমি লড়ি কিসে? তাই তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, তুমিও নীড় গড়ো—'

'দেখ, আমাকে লোভ দেখিও না।' আবার সেই পুরোনো কথা, সুকান্ত [illegible] কার্তিক। তাই আবার সে জ্বলে উঠল। বললে, 'আমাকে শান্ত থাকতে দাও। [illegible] [illegible] সমাজের যে অধিকার সংসারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে, যে এ-মাটির আর সবাই উপভোগ করছে, তবু আমাকেও [illegible] হতে দাও। নইলে স্ত্রীর [illegible] [illegible] সহজ হবে এই হাতে [illegible] আর নাই থাক, [illegible] তাই। [illegible] না নেই-ই।'

সুকান্ত [illegible] [illegible] সুকান্ত বললে, 'এ রকম কথা [illegible] আমাদের [illegible] [illegible]।'

'সব বন্ধুরই আছে।' বলে উঠল কার্তিক। 'আমি বলছি, আর স্ত্রী দুজনে। উপার্জন করে টাকা আনুক স্বামী আর তাই দিয়ে সংসারে স্ত্রী-র গৃহলক্ষ্মী থাকবে স্ত্রী। তবুও তোমার সঙ্গে আমার যা কথা—' কার্তিক হঠাৎ আবার জ্বলে উঠল!

'আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি বাড়ি চলে যাও, আর শান্ত হয়েও। আর [illegible] [illegible] স্ত্রী-টি কর দুজনে।'

'তাই ঠিক হয়েছে।'

'আর স্ত্রী?'

'[illegible] হয়েছে [illegible] [illegible] সংসারের [illegible]।' [illegible] [illegible] এক-পা [illegible] এসে [illegible] কার্তিক। বললে, [illegible]। [illegible] [illegible] এর-এ [illegible] খুলে দিয়েছে টাকা [illegible]। এ [illegible] কিছু [illegible]

কেমিকো

হোমিওপ্যাথিক লিভার টনিক

লিভারের সর্ব্বপ্রকার দোষে ও হজমের গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে চমৎকার ফলপ্রদ।

সোল এজেন্ট :—

এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ

৩০।৪, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা-১১

নয়। সে যদি সংসারে বড়লো টাকা দিয়ে একশো টাকা নিজের জন্যে—'

'নিজের জন্যে মানে?'

'নিজের জন্যে মানে, তোমার আর আমার জন্যে।' পুরোনো দিনের একটা কথার সূত্রে বুদ্ধি বেখাপ্পা হয়ে কানে লাগল। হাসির ঝাপটায় স্বচ্ছন্দে সেটা উড়িয়ে দিল কাকলি। বললে, 'যদি একশো টাকা নিজের জন্যে রাখা যায়—বুদ্ধিমত্তেই দেখবে।'

'তাই রাখব এবার থেকে।' হেসে সায় দিল সুকান্ত।

কলেজ যাচ্ছে, মনিব্যাগ প্রায় খালি, হন্তদন্ত হয়ে মৃণালিনীর কাছে হাত পাতল সুকান্ত। বললে, 'মা, একটা টাকা দাও।' তখনি-তখনি দিতে হল কৈফিয়ত। 'বাস ভাড়া নেই।'

মৃণালিনী বললে, 'আমার হাত জোড়া, তোর কাকিমার কাছ থেকে চেয়ে নে না।'

চকিতে কাকলির সঙ্গে চোখাচোখি হল সুকান্তর। কাকলির চোখ বললে, 'বেশ হয়েছে! সুপুত্রের মত সব টাকা মার জিম্মায় রাখো! আহা, সুকান্ত আমার কেমন হীরের টুকরো ছেলে। রোজগারের সমস্ত টাকা মার হাতে তুলে দেয়। বউয়ের আঁচলে গোঁজে না। বেশ, এখন ঠেলা সামলাও। কিন্তু টাকা স্বাধীনমত নিজের হাতে, মানে স্ত্রীর হাতে থাকলে, ঠেকতে হত না, দাঁড়াতে হত না কাকিমার কাছে। হলই বা না ধার, কলকাতার ধার, তাই-বা কে চায়। যে মানী, সে আপনজনের কাছেও হাত পাতে না।'

কাকলি নিচেই ছিল, সুকান্ত তাকে বললে মিনতির সুরে, 'তুমি দিয়ে দাও আমাকে।'

'আমি পারব না।' [illegible] কাকলি। প্রায় [illegible]

[illegible] মৃণালিনী [illegible] নিজেই সে অন্তরঙ্গ সুরে [illegible]

বিজয়াকে। বললে, 'বিজয়া, দাদাকে একটা টাকা দে তো। [illegible] আমার হাত জোড়া, পরে দিয়ে তোকে দিয়ে দেব।'

বিজয়া, তিনতলার টাকাটা দিয়ে দে তো। সবাই [illegible] বলেছে, পাঁচ বছর [illegible] [illegible] জয়ন্তীর কী [illegible] বেশ কিনতে হবে দিয়ে দে তো একেবারে [illegible] আর সুপ্রীতির কী [illegible] মা [illegible] জয়ন্তের কী [illegible] [illegible] বিকাশ [illegible] আমার [illegible] তুই যে [illegible]

[illegible]

[illegible]

কথাটা কানেও নেয় না মৃণালিনী।

এক টাকার নোটটা ভাঁজ করে [illegible] [illegible] সুকান্ত বললে, [illegible] [illegible] টাকা [illegible] একটা টাকা রাখবে নিজের কাছে।'

'নিজের কাছে মানে [illegible] কাছে।'

'এই নাও।' এই [illegible]

[illegible] সুকান্ত। [illegible] [illegible] তাই করছ। [illegible] [illegible] রাখছ।'

'তার [illegible] মাইনে' [illegible] কথা বলার [illegible] মৃণালিনী। আর তা [illegible]

'কত মাইনে তা নিয়ে কথা হচ্ছে না।'

…এখন দরকার, অথবা হতো বটেই বাইরে গেল, কিন্তু টাকা রাখতে হতো হাত-খরচের জন্যে।"

"তার ছেলেমেয়ে আছে?" আবার এক দুটো-কথা, বলা বলল মৃণালিনী।

"ছেলেমেয়ে না থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর বাড়িভাড়া খরচের জন্যে অন্ততঃ একটা টাকা দরকার।" সিঁড়ির মুখে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে সুকুমার।

কথা বলার কী দরকার। কার্তিক উকিলবাবু না থাকলেও তার অনুরোধ কথা …

[illegible]

চেকবার টাকা হাতের কাছ থেকে আমরা নিয়েছি।" তারপর কার্তিক হাতে পয়সা পায়, যেমনি বুকে বলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে: "আর কাউকে যদি নিজস্ব টাকাও থাকে, আমি তা নিতে যাব কেন? আমি নিজে রোজগার করি না? আমার দুটো হাত আর মাথা নেই?"

[illegible]

মৃণালিনী অস্থির হয়ে বললে, "সে কী কথা? আমাদের ঘরে কী।"

[illegible]


শ্রীগীতা
মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, …
ভূমিকাসহ …
ব্যাখ্যা। ৯৲ টাকা।
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম
শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সর্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪॥০ টাকা।
ভারত-আত্মার বাণী
উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ-যুগান্তরের বিশ্বপ্রেমের বাণীর ধারাবাহিক আলোচনা। ৫৲ টাকা।
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২



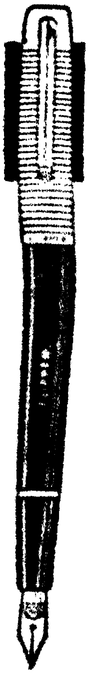
ক্লিপার
ডিলুক্স
[illegible]
THE CLIPPER
PEN CO
204, Hornby Rd.,
Bombay-1.



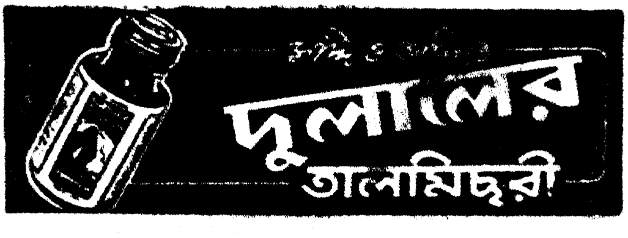

'তবে এখন যখন ক্যান হয়েছে চেঁচাবার দরকার হবে না।' সুবীর বললে, 'আর ঐ চেঁচানো কি পড়া নাকি? ওটা হচ্ছে প্রতিবাদ। শাসনের বিরুদ্ধে, ছোট বয়সের বিরুদ্ধে, কিছু মনে রাখতে না পারার বিরুদ্ধে। তাই না?' কাকলির দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল সানন্দে।

'কিন্তু যাই বলিস সুবীর, কাগজচাপা লাগবে।' বললে জয়ন্তী, 'নইলে শান্তিতে খাতা-বই মেলে বসতে পারবিনে।'

'তুই তো কাকিমার মেয়ে। তবে কাকিমার থেকে কিছু নিয়ে আর না চেয়ে। কাঠের নয় পেতলের দানিস। কাকাকে বললেই নিয়ে আসবে ঠিক অফিস থেকে।'

সওদাগরের মত ভঙ্গি করল সুবীর।

জয়ন্তী তার-তার বলার বলতে, 'কাকিমারা চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে—'

হঠাৎ সুবীরের কিছু বলার আসে না। কিন্তু জল নিচ থেকে উঠে আসে [illegible] মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'তখন জোড়াসাঁকো নিতে যাবে, আর তুই তোর মায়ের ঘরে, একা ঘরে, পড়বি চেঁচিয়ে।' হাসল জয়ন্তী: যেন তার প্রতিবাদের মত তুলতি।

'আমি আর পড়ব না।'

[illegible] তখন সে [illegible] নিশ্চয় নিচুস্বরে বললে জয়ন্তী।

[illegible]

'না, না, আমি [illegible] এ খবর।' [illegible] কাকলির [illegible] বললে, 'তুমি আমাকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাও।' [illegible] গরম, দুপুরে [illegible] তোমার কাছে, বুঝুক।

ভালো কাপড়, তোমার শাখার বাড়ি আমার একটুও লাগে না।'

বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরলে ভূপেনের আগে ঘরে ঢুকল মৃণালিনী। বললে, 'নিজে যা রোজগার পারো কি, পারবে না, তাই দেখ একবার চোখ তুলে।'

ভূপেন দেখল। বললে, 'কে দিল?'

'সতু।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ভূপেন।

[illegible] হয়ে বসেছে। [illegible] কিন্তু যখন [illegible] নিজের ঘরেই [illegible] করে। [illegible] কথা আর ভেবে দেখল না। সতু [illegible] নয়। [illegible] নয়।'

'না, না, [illegible] হবে না [illegible] এখনো, এ ঘরে [illegible]' [illegible] ভূপেন। [illegible] দরকার নেই। ও [illegible] ওকে [illegible] দিয়ে বলো।'

[illegible]

[illegible] সুরঞ্জন। [illegible] নেই।

[illegible] ঠিক বললে। [illegible] দিয়ে [illegible]।'

[illegible] ভুল করে [illegible]। এ কি, [illegible] ভুল [illegible]?'

মৃণালিনী নীচু গলায় বলে। [illegible] বললে, 'না। ভুল করবে কেন? তুমি [illegible] সুরঞ্জনের [illegible] নিজের [illegible] নিয়ে এল [illegible]। [illegible] বললে, [illegible] বাড়ি রেখে নিজেদের ঘরে [illegible] তুমিও সেটা বুঝবে। তাই প্রথমটা ও'দের এখনে

চালান দিয়েছি। পরে যদি আবার আসে তখন দেখা যাবে।'

'কিন্তু কী সুন্দর গড়ন এই ঘরে!' সুরঞ্জন আপত্তি তুলল। 'ওদের ঘরের [illegible] খোকা, ওরা থাকলে [illegible] করে না।'

ও সব কথা কানেও তুলল না [illegible]। [illegible] হাসি [illegible] বললে, 'শোনো, তোমার জন্যে নতুন একটা জিনিস করেছি।'

[illegible]

[illegible] উঠে-উঠে [illegible] বললে [illegible]।

[illegible]

[illegible] ভূপেন [illegible] এই [illegible]।'

[illegible]

[illegible] সুরঞ্জন [illegible] এই- [illegible]

[illegible] সুরঞ্জন [illegible]

[illegible] এলো [illegible]

[illegible] ভূপেন [illegible] হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে চোখ চকচকিয়ে [illegible] তাকাল ছেলেদের দিকে। বললে, 'এ কী হচ্ছে?'

'একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি। সেখানে উঠে যাচ্ছি।'

'কেন, সেখানে কেন?'

'এখানে সতু আর তার বউয়ের অসুবিধে হচ্ছে, খোকাখুকুর ঘর পাচ্ছে না—'

[illegible] হচ্ছে তারা চলে যাক। তুই কেন?' ভূপেন গর্জন করে উঠল।

[illegible] এক [illegible] তাকাল [illegible] একটু [illegible] করে [illegible] একটু কথা [illegible] ছোট [illegible] একটু [illegible] ফ্ল্যাট হলো। [illegible] বাড়িতে [illegible]?'

[illegible] বললে, 'এ [illegible] ঘর [illegible]?' [illegible] ভূপেন।

[illegible] ভালো [illegible] কেউ নয়।

[illegible]

[illegible] বললে [illegible]।

(ক্রমশ)

ফলিত জ্যোতিষ
[illegible]
[illegible] ৫-২৫
[illegible] লাইব্রেরী, ১১ [illegible] স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

শীতে অপূর্ব নলেন গুড়ের সন্দেশ
গাঙ্গুরাম এ্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর ও কালীঘাট · কলিকাতা · ফোন ৪৭-২৩৭৭

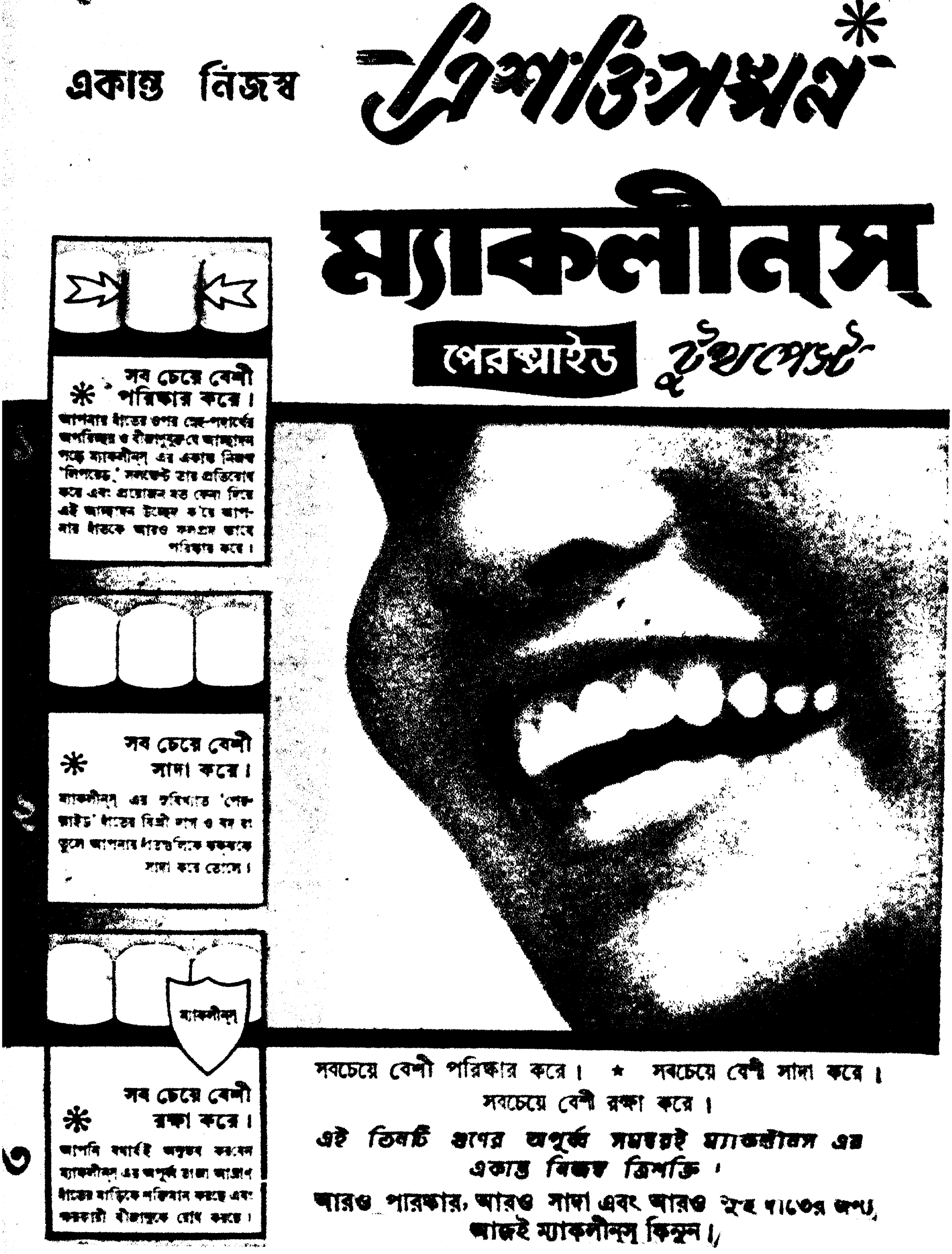
একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তিসম্পন্ন
ম্যাকলীনস্
পেরক্সাইড টুথপেস্ট
১
সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার করে।
২
সব চেয়ে বেশী সাদা করে।
৩
সব চেয়ে বেশী রক্ষা করে।
সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। ★ সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।
এই তিনটি গুণের অপূর্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীনস এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।
আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য, আজই ম্যাকলীনস্ কিনুন।

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ৬ ॥

[illegible]

শান্তিনিকেতন

[illegible]

কবি

[illegible]

... জন্য দুর্বল হয়ে আছেন এবং অন্তত ...

১০০°র উপরে। সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় আমরা [illegible] ২রা জুলাই [illegible] হলো ঠিক হলো। [illegible] —এই [illegible]।

[illegible]

এর injection [illegible] M & B [illegible] checked [illegible] heart [illegible] operation [illegible] Bladder [illegible] enlarged [illegible] operation [illegible] M & B [illegible] European Tour-এর [illegible] chronologically [illegible] —

রবীন্দ্র

এই European Tour-এর একটু ইতিহাস আছে। আমরা ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন ইয়োরোপ ভ্রমণে ...

ছিলাম, তখন দেশে এবং বিদেশে তাঁকে নিয়ে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইটালিতে গিয়েছেন বলে শুধু নয়, তিনি ইটালি থেকে ফেরবার পরে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বলে। বিদেশে বিক্ষোভ হয়েছিল তিনি মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য, আর স্বদেশে বিরুদ্ধ সমালোচনার সৃষ্টি

১ ডা. নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক।


রেডিও
ফিলিপস
ইলেকট্রো রেডিও এম্পোরিয়াম
ফোন :- ৫৫-১৮০৭

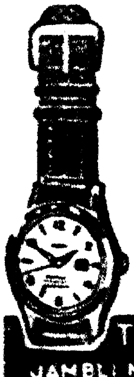
কোলেণ্ডার ওয়াচ
নং ১০০
১৫ জুয়েল ... ৭৫, টাকা
২১ জুয়েল ... ৯০, টাকা
TIMA WATCH CO
JAMBLI NAKA, THANA

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
[illegible]
ফোন—৬৭-২০৩১

হয়েছিল তিনি আতিথ্য ভোগ করার পরে মুসোলিনীর নিন্দা করে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে।

আমার স্বামী জানতেন এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের গুরুত্ব কতখানি; তাই তিনি আর রথীবাবু—বিশ্বভারতীর দুজন কর্ম-সচিব—খুব পরিশ্রম করেও প্রতিদিনকার বৃত্তান্ত যতটা সম্ভব ধরে রেখে প্রত্যেক সপ্তাহের ডাকে বিশ্বভারতীর বুলেটিনে ছাপাবার জন্যে দেশে পাঠিয়ে দিতেন। লিখতেন বেশির ভাগই আমার স্বামী (অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) আর রথীবাবু টাইপ করতেন।

কিছুদিন পরে রথীবাবু শারীরিক কারণে কবির কাছ থেকে অনেকদিনের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তখন আমরা দুজনেই কবির সঙ্গে ছিলাম। এমনি করে দুজনে মিলে কত পরিশ্রম করে যেসব লেখা দেশে পাঠিয়েছিলাম তা কেন ছাপা হয়নি তা জানি না। বিশ্বভারতী পত্রিকার ভার তখন কাদের হাতে ছিল, এ কথার জবাব

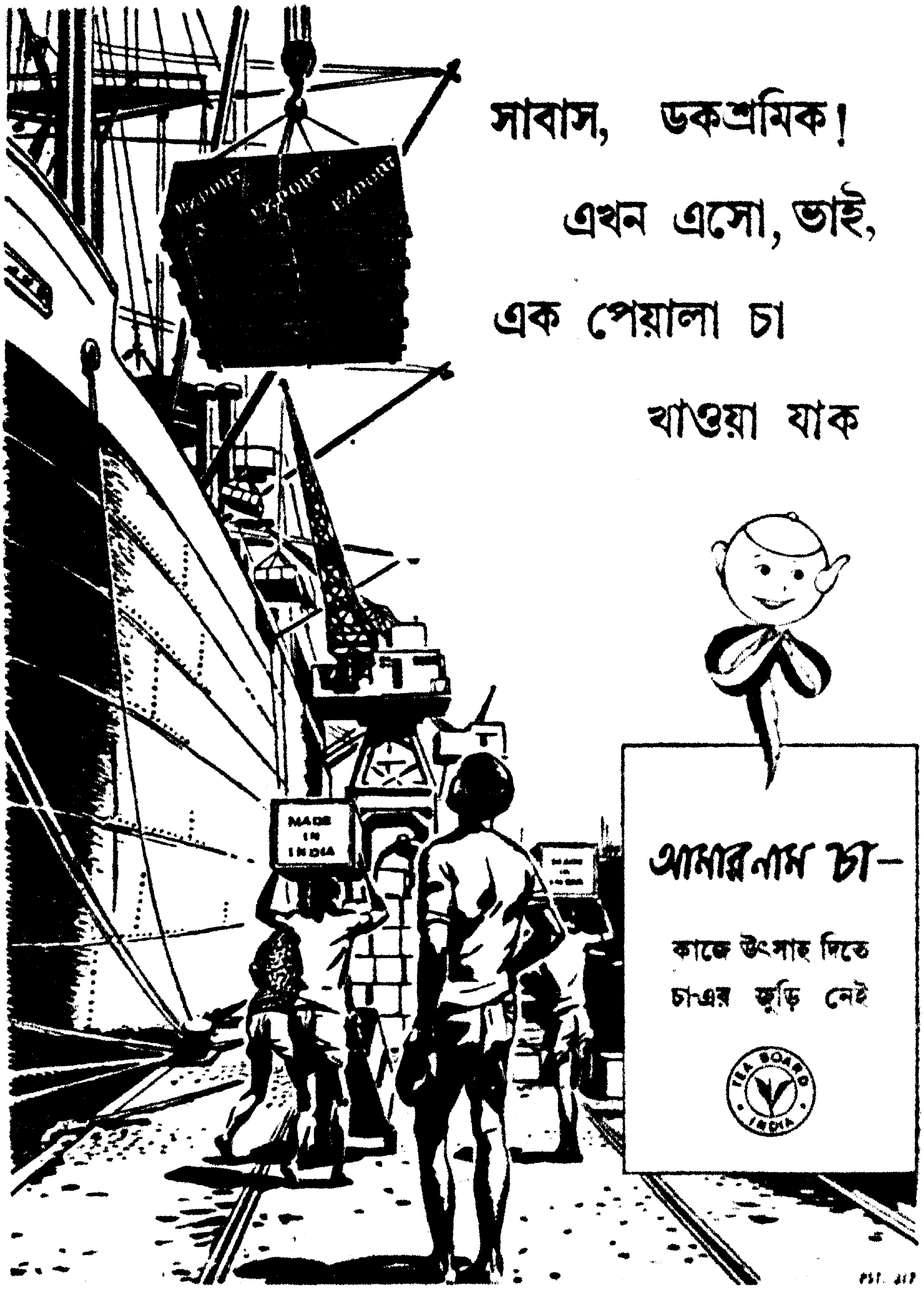

তাঁরাই শুধু দিতে পারতেন। কিন্তু আমরা এক বছর পরে দেশে ফিরে শুনলাম, সে সব কাগজপত্র বিশ্বভারতী অফিস থেকেই কোথায় হারিয়ে গেছে।

প্রশান্তচন্দ্র সে সব লেখার কোনো কপি করে রাখবার সময় পাননি। কবির সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারি হয়ে ঘুরে বেড়াতে কি পরিমাণ সময়ের অভাব ঘটে তা যাঁরা সে কাজ করেছেন তাঁরাই জানেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

বক্তৃতার ব্যবস্থাটির জন্যে [illegible] কী পরিশ্রম তিনি করেছিলেন সেটা আর কেউ না জানুক রবীন্দ্রনাথ তো জানতেন। [illegible]

[illegible]

প্রবাসীতে ঐ রকম একটা চিঠি না ছাপলেই ভালো হতো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে এই লেখাটিকেই "European Tour-এর বক্তৃতা" বলে উল্লেখ করেছেন।

[illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] আর একখানা চিঠি [illegible] এবং এই প্রসঙ্গ [illegible] লিখেছেন—

উত্তরায়ণ
২৪-৮-৩১

প্রশান্ত,

[illegible]

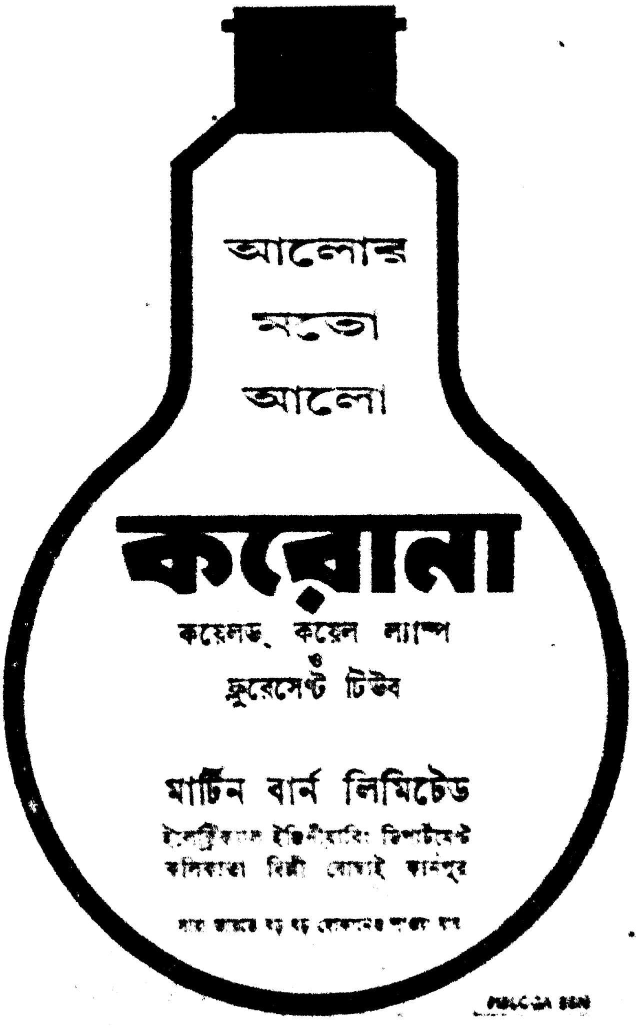


২ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ ২২৯-২৩২।

ছেন। আমি রিপোর্টের ফাইলটাও দেখিয়েছিলুম। বাবা তখুনি রামানন্দবাবুকে একটা চিঠি dictate করে দিলেন—তার কপি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। তোমাকেও লিখে দিতে আমাকে বললেন। এই রিপোর্টের কথা জানতেন না। এখন খুব লজ্জিত বোধ করছেন।

মুশকিল হয়, আমার পক্ষে সব সময় বাবার correspondence দেখে দেওয়া সম্ভব নয়। উনি নিজে যে সব চিঠি লেখেন বা dictate করেন, সেগুলি তখুনি পোস্ট করার জন্য এত impatient হয়ে ওঠেন যে, ধরে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এতে অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু উপায় নেই।

আজকাল যেদিনরকম অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। Safeguard-এর ব্যবস্থার দিক থেকে যতই কিছু করি ওর জন্য কোনোটা টেঁকে না।

যা হোক, রিপোর্টটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করবো। ছাপতে দেবার আগে তোমাকে দেখিয়ে নেবো।

জ্যোতিবাবু ইন্দুবাবুকে[৩] নিয়ে রোজই কাল এখানে আসছেন। কি কথাবার্তা হয় পরে তোমাকে জানাব। ইতি—

রথীন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের চিঠিরও এই কপি রথীবাবু পাঠিয়েছিলেন।

২৬।৬।৪১

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ইন্দুবাবুরা দুজনেই দিন এসেছিলেন। ওরা উভয়েই অর্থাৎ রামবাবু ও জ্যোতি-

---

৩ ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু। সেই সময় কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক। ৬ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ ৬০৫।

৫ ডাঃ রমেন্দ্র অধিকারী। খ্যাতনামা চিকিৎসক।

...বাবু ও ইন্দ্রবাবুর মত যে operation করা উচিত। ইন্দুবাবু তার নির্দেশ দেন যে, [illegible] এখানে নিয়ে আসবেন—পরীক্ষা করবার জন্য। তারপর [illegible] হবে। ইতিমধ্যে [illegible] করবার জন্য auto-vaccine দেওয়া হবে। Urine-এ [illegible] coli পাওয়া গেছে। [illegible] vaccine [illegible]

[illegible] ১০০.৪° [illegible]

[illegible]

শরীরে এই সময় একটা ব্যাধি [illegible]। এবারে দেখি কপালে গভীর রেখা, [illegible] চামড়া কুঁচকে গেছে এবং চোখের [illegible] [illegible]

[illegible]

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী? [illegible]

[illegible]

ডাক্তার হউন

[illegible]

Indian Homeopathic College,
(DC.) Jullundur City.

ধবল-অসাড়

[illegible] ৫৭-২৫৭৮

কে, হোড়ের কণক পাউডার

একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ, কালীঘাট

[illegible]

অজিত মুখোপাধ্যায়ের অমৃত মন্থন মূল্য ৬.০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-১২

যাইনি। এবারে তো কিছুদিন এখানে থাকবো বলেই এসেছি। শুনে খুশী হয়ে বললেন, "তবু ভালো। আচ্ছা, এবারে তা হলে মুখ হাত ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হও গিয়ে।"

আমি নিচে চলে এলাম। সেদিন রাত্রে আর উপরে যাইনি, কারণ আজকাল শুয়েও পড়েন রাত নটার মধ্যেই, তাছাড়া সন্ধ্যার দিকেই বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ঘরে আর কেউ থাকে না একমাত্র মায় পাখা সে ছাড়া। ওঁকে শোয়াবার ভার বুড়ীর উপরেই, সেই রোজ এই সময় ওঁর কাছে এসে থাকে। কবির চিরদিন নিস্তব্ধতার কোনো পরিবর্তন করা অভ্যাস; কিছুতেই মর্যাদার মধ্যে ঢুকতে ভালোবাসেন না। কিন্তু এবারে অসুখ হয়ে নিয়মিত নটার মধ্যে শুতে হচ্ছে। ক্রমশ এত দুর্বল হয়েছেন যে, এটাতে আর বেশি আপত্তি করেন না। বড্ড জোর, শুধু, পারিনে আর! নিতান্ত শুতেই যখন হবে তখন যাই।"

(ক্রমশ)

RP. 101-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপাইটারী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

GOVER... LIBRARY

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

৪

[illegible]

...দেখেছিলে আজ সকালে?

[illegible]

READ !

Bidhu Bhusan Das Gupta's

SELF-TAUGHT SERIES

1. LEARN BENGALI (yourself) 2.50
(Through English—2nd. Edition)

2. LEARN HINDI (yourself) 3.00
(Officers' guide-through English)

3. রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ 1.60
[illegible]

4. বাংলা ভাষা প্রবেশ 1.25
(হিন্দীভাষীদের জন্য 2nd Edition)

5. বাংলা সাহিত্য পাঠ .85
(অবাঙালীদের জন্য)

6. হিন্দী বাংলা কথোপকথন শিক্ষা (৩য় সংস্করণ) .85

7. বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী—ত্রিভাষা শব্দবোধ .85
(৩য় সংস্করণ)

8. রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা
(১ম, ২য়, ৩য় ভাগ)

Das Gupta Prakashan
3, Ramanath Mazumder Street, Cal-9.

কালা হয়ে গেছে, কোথায় গেলে গো, ও মেয়ে—

বিন্তি অঘোরনাথকে দেখেই টপ করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছে।

মা বললে—বাবা, আপনি আপনার ঘরের চাবিটা একবার দেবেন তো, আমি পরিষ্কার করবো, আমি ঝাঁটা না ধরলে ও-ঘর আপনার পরিষ্কার হবে না, কোন্-দিন সারা বাড়িতে পোকা থক্ থক্ করবে—

ঘরের চাবির কথা শুনে অঘোরনাথ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো।

বললে—হ্যাঁ, ঘরের চাবি আমি তোমাদের দিই, আর মুখপোড়া ছিটে ফোঁটা সব লুঠপাট করে নিক, মুখপোড়াদের জন্যেই আমি বলে পেটের চাবি বেঁধে শান্তি পাই না—মুখপোড়ারা .....

মা বললে—কিন্তু আপনি দীপুকে সন্দেশ দিয়েছিলেন, সে-সন্দেশে যে পোকা থক্ থক্ করছে একেবারে—

—পোকা! কেন, পোকা হবে কেন? পোকা অমনি হলেই হলো—

মা বললে—অত সন্দেশ, অত ফল-মূলুরি কার জন্যে তুলে রাখেন আপনি বাবা? কার ভোগে লাগবে? কে খাবে?

অঘোরনাথ, যেন হঠাৎ থমকে গেল। চিরকালের বাক্যবাগীশ অঘোরনাথ, যেন হঠাৎ বড় বেকায়দায় পড়লো। এমন সহজ কথাটা তো এমন করে কখনও ভাববার দরকার হয়নি। যজমানরা চিরদিন যা দিয়ে এসেছে, তা তিনি সঞ্চয় করেছেন বলেই তো আজ এই বাড়ি হয়েছে, এই জমি বাগান, সিন্দুক ভর্তি টাকা, সব কিছু হয়েছে। সঞ্চয় না করলে তো অঘোরনাথ এতদিন ফতুর হয়ে যেত। আজ তার দাঁড়াবার মতো একটা আশ্রয়ও থাকতো না; এই এত সঞ্চয় করেছিল বলেই তো এখনও বুকের বল আছে তার। এই যে এখন চোখে দেখতে পায় না, সবাই ঠকিয়ে নিতে চায় তাকে, টাকা না থাকলে কী হতো? খেত কী? যজমানরা কি আর আগেকার মতন দেয়! আগেকার মত শক্তি কি আছে কারো? কিন্তু মা'র কথাতে সে-সব কিছুই বললেন না। তার বদলে সেই চিরকালের যুক্তি যেন তার নিরর্থক হয়ে গেল হঠাৎ। হঠাৎ যেন অঘোরনাথ, বুঝতে পারলে সত্যিই তো, কে খাবে! কার জন্যে এসব করছে? এত সঞ্চয় করছে। যজমানকে ফাঁকি দিয়ে, [illegible] ফাঁকি দিয়ে, অঘোরনাথ, [illegible] ফাঁকি দিচ্ছে। অঘোরনাথ, [illegible] চুরি করছে কার জন্যে? কী লাভ হচ্ছে তার! [illegible] অঘোরনাথ, দেবতাকে ফাঁকি দিয়েছে না দেবতা তাকে ফাঁকি দিয়েছে। কোনটা সত্যি? সত্যিই তো তার কেউ নেই, এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে অথচ সে কী পেয়েছে?

দীপঙ্কর সেদিন কথা বুঝতে পারেনি। এ কথা ভাববার মতো বয়স তার নয়। কিন্তু সেদিন অঘোরনাথকে যেন কেমন অসহায় লেগেছিল। যেন চিরকালের সমস্ত অহংকারকে হঠাৎ কেউ ভেঙে দিয়েছে।

কিন্তু তা কেবল এক মুহূর্তের জন্যে।

তারপরেই হঠাৎ অঘোরনাথ, চিৎকার করে উঠলো—পোকা হয়েছে, বেশ হয়েছে—তোদের কী রে মুখপোড়া, আরো পোকা হোক, আরো পোকা থক্ থক্ করুক তবু কাউকে আমি খেতে দেব না। কাকে খেতে দেব শুনি? কে আছে আমার, কাকে পিণ্ডি দেওয়াবো? ওরা কি মানুষ, ওদের কি [illegible]?

তারপর খড়ম খট্ খট্ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ছাদের ওপরে উঠতে লাগলো।

বললে—আমি পোকাকে খাওয়াবো তবু ওদের দেব না, আমি কাশীধামে গিয়ে ডাক্তার দেখাবো, তবু ওদের দেব না—ওরা কেউ আমার কী লাগে যে মুখপোড়া [illegible] টাকা [illegible]—

[illegible]


বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন

পরিবেশক :
জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন কলিকাতা-১

adarts

যে যখন সুযোগ পেয়েছে, তখনই অযত্ন-লাভ্ লোভ করেছে। সুযোগে ঠাকুরের দেবত্র চুরি করেছে, আর জোতদার নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে। সবাই তাই করেছে, সবাই তাই-ই করবে!

কিরণ কিন্তু অনেক জানতো। কিরণও ছিল দীপঙ্করের মত স্টুডেন্ট। কিন্তু কিরণ অনেক জায়গায় ঘুরেছে। সেই ছোট বয়েসেই সে একলা-একলা ভবানীপুরে, [illegible], [illegible], খিদিরপুরে, বেহালা পর্যন্ত ঘোরা ঘোরা বেড়। কোথাও তার যেতে বাকি ছিল না।

কিরণ বলতো—জানিস, যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হবে, তখন কি আর [illegible] হবে আমাদের—

দীপঙ্কর কিছু বুঝতো না, বলতো—স্বাধীন মানে?

কিরণ বলতো—তখন সব আমরা যা খুশি করবো। এই পুলিস-টুলিস থাকবে না। আমরা যা ইচ্ছে করবো, লাটসাহেব-টাহেব কিছু বলবে না আমাদের—[illegible]

দীপঙ্কর বলতো—আর [illegible]?

কিরণ বলতো—[illegible] একটা [illegible]—

[illegible]

বাবার কাছে [illegible] কিরণের বাবা [illegible] দীপঙ্করের [illegible] কিরণের [illegible] একটা [illegible] দীপঙ্কর [illegible] কিন্তু [illegible] কিরণের বাড়ি ছিল [illegible] কিরণের [illegible] ছিল একটা [illegible] দীপঙ্কর [illegible] বাড়ি [illegible] দেয়ালে কিরণের বাবা একটা [illegible] বড় বড় [illegible] দেখেছে। একটা [illegible] দীপঙ্কর [illegible] একটা [illegible] কখন কেনও অঙ্ক করতে পারতো না

দীপঙ্কর, তখন থেকে কিরণের বাবার কাছে। কিরণের বাবা কোন্ ইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার ছিল। সাতকড়ি অঙ্কের মাস্টার। বড়-বড় বড় বড় অঙ্কের উত্তর বলে দিতে পারতো।

কিরণ বাবার কাছে গিয়ে বলতো—বাবা, দীপুকে এই অঙ্কটা করে দাও না, বুঝতে পারছে না ও—

অঙ্কের বইটা আর খাতাটা এগিয়ে দিত কিরণ বাবার সামনে।

বড় বড় অঙ্ক সব। কালীঘাট ইস্কুলে তখন সবাই পড়তো। এল-সি-এম, জি-সি-এম, সুদকষার অঙ্ক। তখন তারো শরীর খারাপ হয়েছে কিরণের বাবার। [illegible] উঠেছে। [illegible] ছোট হয়ে [illegible] উঠেছে। ধু-ধু করে চারদিকে উঠোনময় ধু-ধু [illegible]। [illegible] হয়। তখন [illegible] কাশতে কাশতে [illegible] ওপর [illegible] পড়ে। [illegible] বড় বড় [illegible] জোরে জোরে [illegible] তখন কিরণের মা [illegible] জল এনে [illegible] বাটিতে জল [illegible] তখন [illegible] নিজের শরীর ওপর [illegible] কিন্তু [illegible] না [illegible] কথা বলতে পারে না। কথা না-বলতে পারার যে কী কষ্ট দীপঙ্কর সেই প্রথম দেখেছিল।

[illegible] এই [illegible] কিরণের বাড়ি যাও না [illegible]—

দীপঙ্কর বলতো—না মা, তুমি বলো আর আর যাবো না আমি—

—না, যেও না, [illegible] ধু-ধু [illegible] না, ধু-ধু [illegible]—

কিন্তু কিরণের বাবার অঙ্ক [illegible] দীপঙ্করের খুব ভালো লাগতো। [illegible] কিরণের বাবা কত [illegible] কত [illegible] কত [illegible] [illegible] টাকা নেই, [illegible] দীপঙ্করকে কিছু করতে হয় না কিরণের বাবার।

কিরণের কিন্তু এসবই কোনও দুঃখ ছিল না।

কিরণ বলতো—দেখিস, আমরা অনেক [illegible] হয়ে যাবো, [illegible] আমাদেরও আর কিছু করতে হবে না—

কিরণ বলতো—দেখিস তুই, আমার কথা ফলে কি না—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—কী করে হবে?

কিরণ বলতো—আমি খুব বড় চাকরি পাবো, অনেক টাকা মাইনে হবে আমার—

দীপঙ্কর বুঝতে পারতো না ছাই। জিজ্ঞেস করতো—লেখাপড়া না শিখেও চাকরি পাবি?

কিরণ বলতো—লেখাপড়া শিখতে হবে, কিন্তু মাইনে লাগবে না ইস্কুলের, স্বদেশী ইস্কুল হবে, সেই ইস্কুলে তখন পড়বো আমরা—

—মাইনে দিতে হবে না কেন?

কিরণ বলতো—স্বরাজ হয়ে গেলে আর মাইনে লাগবে কেন! তুই কিছু জানিস

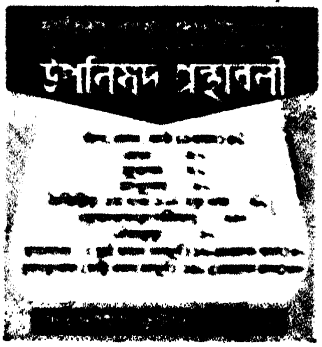

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

বার্মা-শেলের সেবাই এই।

মা. তখন এই চৌরঙ্গীতে, আলীপুরে যেসব সাহেব-মেমদের বাড়ি আছে, ওই সব বাড়িতে আমরা থাকবো, বাড়ি ভাড়া লাগবে না—

—প্রাণমথবাবুকে আর পাঠিয়ে দিয়ে হবে না?

কিরণ বললো—আরে, প্রাণমথবাবুই সেদিন দেখে একটা ভোটসাইট চাই—এই সব [illegible] ইস্কুলের ছেলেরা সব ভোটের একটা করে [illegible] দিয়ে দেবে প্রাণমথবাবুকে ভোট—

[illegible]

ছোটবেলায় দীপঙ্করের অনেক কিছুই [illegible] মনে আছে। [illegible]

সবাই যখন চলে যায়, সেখানেও তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে, সেখানেও কার্তিক মাসে বাড়ির ছাদে বাঁশের মাথায় আকাশপ্রদীপ জ্বলে। সেখানেও সূর্য উঠলে আলো হয়, সন্ধ্যেবেলা সূর্যটা অস্ত গেলে অন্ধকার হয়ে আসে। সেখানেও কলের জল দিয়ে কাপড় কেচে রোদে শুকোয়, সেখানেও কালীঘাটের মত [illegible] বাড়িতে [illegible]। দীপঙ্করের [illegible] ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখেছে—কোথায় [illegible] [illegible] থেকে একটা [illegible] [illegible]

[illegible]

দীপঙ্করের [illegible]

[illegible]

[illegible] কোনো একটা [illegible] হয়। [illegible]

ও এক-একজন দিয়ে গেল। [illegible] না থাকলেও [illegible] [illegible] দেয়ালের ওপর সব করে গেল।

কিন্তু সেদিন এক [illegible] একটু যেন।

এক ভদ্রলোক [illegible] একটা [illegible] দিয়ে দিলেন কিরণকে।

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—কই দিলে দেখেন—

ভদ্রলোক বললেন—দিয়ে আমি দেব না, আমার টিকিটের দরকার নেই, আমি [illegible]

—তোমার বাড়ি কোথায়?

কিরণ বললে—[illegible]

—তোমার বাবা কী করে?

কিরণ বললে—আমার বাবার কুষ্ঠ হয়েছে, এই টিকিট বিক্রি করে আমাদের চলে—

ভদ্রলোক আর কিছু না বলে চলে গেলেন। কিরণ বললে—[illegible] টিকিট বিক্রি করবো না, চল—

দীপংকর [illegible] কিরণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে [illegible]

[illegible]

ভেতরে বসে লিখছে সব কষ্ট চলে যাবে আমাদের, ভেবে তো রেখেছি—

দীপংকর বললে—কে বলেছে তোকে?

কিরণ বললে—কাউকে বলিস না কাকু?

দীপংকর বললে—না, কাউকে বলবো না—কে বলেছে বল?

[illegible]

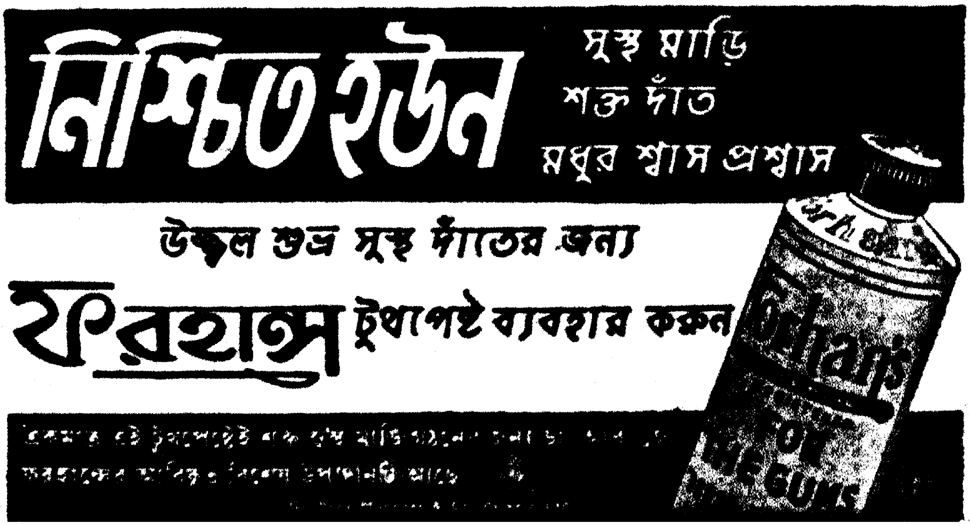

[illegible]


শ্রীআয়ুর্ব্বেদাশ্রমের

# চ্যবনপ্রাশ

বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

শ্রীআয়ুর্ব্বেদাশ্রম

## হোম সাইন প্রোজেক্টার

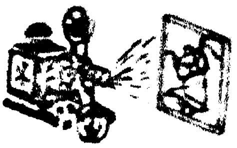

## চিমা কোং

এই গুঁড়ো সাবানে প্রচুর নরম ফেনা হয়

টাটা-র

# ৫০১

বাটি গুঁড়ো সাবানে বিনা-আয়াসে চটপট পরিষ্কার হয়

আলমারির সব,—অঘোরদাদুর চেয়েও বড়-লোক। মা তুমি চুনুনীকে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে বারণ করে দিও মা—

সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসেও উঠোনের দিকে চেয়ে দেখলে। দেখলে ও-বাড়িতে আজ আলো জ্বলছে। অনেক লোকের কথাবার্তা কানে আসছে। রান্নার গন্ধ আসছে ও-বাড়ি থেকে। বেশ ভালো হলো! কেমন অন্ধকার দেখাতো এতদিন। এতদিন ও-দিকটায় চাইতে ভয় করতো। এবার আবার ওদের আলো পড়ে উঠোনটা আলো হয়ে থাকবে।

রাত্তির বেলা বিছানায় শুয়ে হঠাৎ একটা শব্দে কেমন চমকে উঠলো দীপঙ্কর। একটা অদ্ভুত শব্দ। ঝমর-ঝমর, ঝম, ঝম-ঝম।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ও কিসের শব্দ মা?

সারাদিন খেটে-খুটে মা তখন চোখ বুজিয়েছে। বললে—কী জানি বাছা কিসের শব্দ।—তুই ঘুমো এখন—

এক সময় মা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়লো। কিন্তু তখনও সেই শব্দটা হচ্ছে। যেন কেউ ঘুঙুর পরে নাচছে পাশের বাড়িতে। এই রাত্রে নাচছে কেন? কে নাচছে? ঠিক ভাড়াটেদের বাড়ির একতলায় একটা ঘর থেকে শব্দটা আসছে। নাচের তালে তালে [illegible] যেন [illegible]। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। [illegible] একবার [illegible]। কিন্তু একা অন্ধকারে [illegible] —[illegible] [illegible] হয়ে [illegible] এসেছে।

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দীপঙ্করের আর ঘুম এল না। সেই ঘুঙুরের শব্দের ঝংকার যেন বুকের মধ্যে লাগছে যেন। তারপর [illegible] এক সময় [illegible] নিস্তব্ধ হয়ে এল। তখন ঘুঙুরের শব্দটা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন ঠিক তার পাশে সরে এসেছে একেবারে। একেবারে তার বিছানার পাশে। একেবারে তার গা-ঘেঁষে কেউ ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচছে। তবু তার চোখে নিশ্চিন্তে ঘুম নেমে এল। ঘুমে জড়িয়ে এল দু'চোখ।

হঠাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কালিঘাটের মন্দিরের দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার একেবারে সব শব্দ যেন ভেঙে চুরমার করে দিলে। ধড়ফড় করে উঠলো দীপঙ্কর।

কিরণের বাবাকে বোধহয় একেবারে শ্মশানে নিয়ে গেল ওরা।

এতক্ষণ [illegible] একেবারে [illegible] দিয়েছিল সে। কী অদ্ভুত! দীপঙ্করের মনে হলো কী অদ্ভুত! এতক্ষণ ঘুঙুরের শব্দটা শুনে কি ভুল শুনেছে! তবে কি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ!

[illegible]

[illegible] দীপঙ্করের [illegible] হলো [illegible]

[illegible] ইতিহাসই [illegible] দীপঙ্করের [illegible] ইতিহাস ও [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] [illegible] জীবনের [illegible] একেবারে [illegible] হয়ে গেল।

[illegible] সেই [illegible] থেকে। [illegible] ইতিহাসে [illegible] এসে।

[illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে [illegible]

[illegible]—[illegible]

দীপঙ্কর [illegible]

[illegible] [illegible] বললে—কী বলছ যে, অসুখ হলে খাবি কী?

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ কলিকাতা-৬

স্নিগ্ধ রাখবার জন্যে
POMPEÏA
LOTION
ইন্টারন্যাশনাল ক্রাকাইসেস্ প্রাইভেট লিঃ [illegible] বোম্বাই-৫

[illegible]

• নূতন প্রকাশিত হইল •

জীবন বিচিত্রা

[illegible]

দরদী শরৎচন্দ্র

[illegible]

যমুনা-কী-তীর

[illegible]

বসুধারা প্রকাশনী

[illegible]

আমার হাত-পাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে সামনে পড়তে লাগলো। আমার ধড়টাও পড়লো। আমার মুণ্ডটাও পড়লো—বড় ভেঙে গেল সমস্ত মন্দিরটা, আর আমি সেই দিকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম—

—তুমি দেখতে পেলে? তারপর?

—তারপর মা-কালী বললেন—এবার আমার সঙ্গে আয়। আমি মার সঙ্গে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে একেবারে সোনার কার্তিকের ঘাটের কাছে চলে গেছি। মাও জলে নামলেন, আর আমি যেই জলে পা দিয়েছি, তখখুনি ঠাণ্ডায় কন্ কন্ করে উঠলো পাটা, আর আমার ঘুম ভেঙে গেল—

প্রাণমথবাবু বললেন—এরও ব্যাখ্যা আছে। স্বপ্নেরও ব্যাকরণ আছে,—তোমরা বড় হয়ে সেই সব বই পড়লে এর ব্যাখ্যা পাবে—

তারপর আঙুল দিয়ে দীপঙ্করের দিকে দেখালেন। বললেন—তুমি?

দীপঙ্কর এতক্ষণ সেই কথাই ভাবছিল। তাকেও যদি জিজ্ঞেস করেন প্রাণমথবাবু!

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বললে—আমি স্যার স্বপ্ন দেখেছি আমাদের পাড়ার বাড়িতে কারা ভাড়াটে এসেছে নতুন, হঠাৎ মনে হলো কানে একটা অদ্ভুত শব্দ এসে বাজছে—

—কীসের শব্দ?

দীপঙ্কর বললে—ঘুঙুরের শব্দ, মনে হলো যেন কেউ ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচছে, আমি অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে রইলাম, অনেকক্ষণ ঘুঙুর বাজতে লাগলো, খুব মিষ্টি শব্দটা, যেন ঘুম পাড়িয়ে দেয়—

—তারপর?

—তারপর স্যার আমি আর থাকতে পারলুম না। ঘুঙুরের শব্দটা যেন আমায় টানতে লাগলো, আমি বিছানা ছেড়ে সেই রাত্তির বেলা উঠলুম, উঠে উঠোনটা পার হলুম, পার হয়ে যেদিক থেকে ঘুঙুরের শব্দটা আসছে সেই দিকে গেলাম, তারপর পাশের ভাড়াটেদের বাড়ির এক তলায় একটা জানালা আছে, সেই জানালাটা ফাঁক করে চুপি চুপি উঁকি মেরে দেখি কি—

—কী দেখলে?

—দেখলুম স্যার, ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে আর খুব সেজেগুজে একটা ভাল্লুক তালে তালে নাচছে!

—ভাল্লুক?

—হ্যাঁ স্যার, আমি অবাক হয়ে ভাবছি এ ভাল্লুকটা কোত্থেকে এল, এমন সময় হঠাৎ কালীঘাটের শ্মশানে খুব জোরে একবার হরিবোলের চীৎকার হলো, আর আমার ঘুম ভেঙে গেল—

প্রাণমথবাবু বললেন—এরও একটা ব্যাকরণ আছে, তা থাক, সে তোমরা পরে পড়বে বড় হয়ে, কিন্তু আরও এক রকম স্বপ্ন আছে, সেই স্বপ্নের কথা তোমাদের বলবো আমি আজ। সে-রকম স্বপ্ন তোমরা দেখ না, পৃথিবীর যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরাই কেবল সেই সব স্বপ্ন দেখেন, সি আর দাশ, মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল নেহরু, হলেন সেই সব মহাপুরুষ। এঁরা সব দেশকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখেছেন—বড় হলে এঁদের লেখাও তোমরা পড়ে দেখ। এঁদের কারো কারো স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আবার কারো কারো এখনও হয়নি, কিন্তু এ স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না। এ-স্বপ্ন একদিন ফলবেই। তোমরা বড় হয়ে যখন ইতিহাস পড়বে দেখবে আমাদের দেশ, সেই স্বপ্ন সফল করবার জন্যে কত লোক প্রাণ দিচ্ছে, কত লোক ইংরেজদের জেলে জেল খাটছে। উনিশ শো উনিশ সালের তেরোই এপ্রিল তারিখে জেনারেল ডায়ার পাঞ্জাবে কেমন করে নিরস্ত্র লোকদের গুলি করে মেরেছিল, কেন উনিশ শো একুশ সালে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল, কেন মোপলা বিদ্রোহ হয়েছিল মালাবারে, তোমরা সব বুঝতে পারবে তখন। আর এই যে আজ আমাদের সভাটা—

হঠাৎ দেখা গেল টিপি টিপি পায়ে ঘরে ঢুকছে কিরণ।

কিরণ? অসময়ে? কিরণের বাবা মারা গেছে, আর কিরণ কিনা আজ ইস্কুলে এসেছে!

বাইরে ঢং করে ঘণ্টা বাজলো।

প্রাণমথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোমার এত দেরি যে?

কিরণ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমার বাবার খুব অসুখ হয়েছিল স্যার—

—আচ্ছা বোস—বলে উঠলেন প্রাণমথবাবু। তারপর দীপঙ্করের হাতে বই ফিরিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

প্রাণমথবাবু চলে যেতেই দীপঙ্কর কিরণের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে—কী রে তোর বাবা মারা যায়নি? আমি যে ফটিককে বলছিলুম তোর কথা—

কিরণ বললে—ভাই মিছিমিছি সাধুচরণের ওপর রাগ করে অনেক গালাগালি দিয়েছিলুম, আমার বাবা মরেনি যে—

—তবে তোর মা যে কাঁদছিল অমন করে?

কিরণ বললে—বাবা তো কথা বলতে পারে না, নাড়ি-টাড়ি একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল বাবার, মা ভাবলে বাবা বুঝি মরে গেছে—শেষে কবিরাজ এসে দেখলে, দেখে বললে বাবা বেঁচে আছে—

তারপর হাত নেড়ে বললে—অবে আমি জানতুম বাবা এখন মরবে না, বাবার অসুখ তো আর কদিন পরেই ভালো হয়ে যাবে,

বিভিন্ন পত্রিকা ও ভক্ত সুধীজন কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত
ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাল্য লীলা কাহিনী!
প্রভাতশঙ্কর রচিত
গদাধর
গদাধরের বাল্যজীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাপরম্পরার অন্তরালে একটি সদাজাগ্রত ঈশ্বর-পিপাসু চিত্তের অপূর্ব বর্ণনা পাঠকহৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি করে।
বিশ্ববাণী কল্পতরু প্রকাশনী,
৮নং কে কে রায়চৌধুরী রোড, কলিকাতা—৮
(সি ২০২২)

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুনী
যশোর কুম্ব ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।
আর্য্য ঔষধালয়, কলিকাতা

আমাদের অবস্থা খুব ভালো হয়ে যাবে, অনেক টাকা হবে আমাদের—

—কী করে জানলি?

কিরণ বললে—সেই সাধু আমাকে বলেছে যে, খাঁটি সাধু, জানিস, একেবারে খাঁটি হিমালয়ের সাধু—

ইস্কুলের ছুটির পর দীপঙ্কর বললে—আজ সেই সাধুর কাছে যাবি কিরণ?

কিরণ কী যেন ভাবলে। বললে—আজ তো হবে না ভাই, আজ যে পৈতে বিক্রি করতে হবে, একটা পয়সা নেই মার হাতে, বাবার ওষুধ কিনতে সব ফুরিয়ে গেল কি না—ঠিক আছে কাল যাবো—

—ঠিক যাবি তো?

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—কেন রে, তুই নিজের জন্যে যাবি সাধুর কাছে? তোর কীসের দরকার?

—এই এমনি।

[illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] সাধুর কাছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সত্যিই কি টাকা দিয়ে সব কেনা যায়—সব কি কেনা যায় টাকা দিয়ে? সব কিছু?

সেদিনও সন্ধ্যেবেলা এক মনে পড়তে বসেছে দীপঙ্কর। মা রান্নাঘরে রান্না করছে। চন্নুনীও এতক্ষণ গলা ফাটিয়ে কার সঙ্গে যেন ঝগড়া করছিল সেও বুঝি ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল এতক্ষণে। সন্ধ্যের পর অঘোরদাদুর আর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তখন নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে কী সব করে। আস্তে আস্তে বাড়ানের খোলামেলা কোটা যায়। তখন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটাও যেন একটু ঝিমিয়ে আসে। কুলপি-বরফওয়ালার হাঁক, ঘুগনি-দানাওয়ালার চীৎকারও থেমে আসে। তখন এক মনে পড়তে পারে দীপঙ্কর মন দিয়ে। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ মনে হলো যেন কালকের সেই শব্দটা আবার হচ্ছে—সেই ঘুঙুরের শব্দ।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল দীপঙ্কর।

প্রাণমথবাবু বলেছিলেন এক-একজনের ভবে স্বপ্ন নয় ওটা! সত্যি ঘটনা! স্বপ্ন সত্যি হয়! এক-একজনের স্বপ্ন ফলে!

একবার ভাবলে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু মা তখনও রান্না করছে রান্নাঘরে। দীপঙ্কর ঘর ছেড়ে বাইরে এল। অঘোরদাদুর উত্তরের দিকের বাড়িটা ভাড়াটেদের। সে বাড়িটার এক তলায় সব ঘরে [illegible] থাকে। আর ঘুঙুরের শব্দটা যেন আসছে একতলারই একটা ঘর থেকে।

আস্তে আস্তে উঠোনে নেমে এল দীপঙ্কর। তারপর টিপি টিপি পায়ে একেবারে উঠোনের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে একটা আমড়া গাছ। গাছের তলাটায় যেন অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়ালে আর কেউ দেখতে পাবার কথা নয়।

একেবারে ঘরের ভেতরে শব্দ হচ্ছে। সত্যিই কি তাকে দেখতে পাবে! সত্যিই তাকে পাবেন নাকি ওরা!

আস্তে আস্তে দীপঙ্কর কাছে গিয়ে জানালার পাখীটা তুললে। তারপর উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলে।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে দেখলে—তাকে না একটা মেয়ে—

মেয়েটা [illegible] [illegible] পরেছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। পা দুটো ঘুঙুর বাঁধা, আর [illegible] [illegible] নাচছে। [illegible] একটা [illegible]।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে দেখতে [illegible] [illegible] নাচছে মেয়েটা। কোনওদিকেই খেয়াল নেই। কখনও হাত দোলাচ্ছে, কখনও মাথা, কখনও পা। হাতের সোনালির সঙ্গে পায়ের তালগুলো ঝিকিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ছে, তারপর আবার শুরু করছে। দিদিমণির মত বয়েস। তবে দিদিমণির মত অত সুন্দর নয়। কিন্তু দেখতে খুব ভালো। দিদিমণি এত সাজ-গোজ করে না।

—কে? কে রে?

দীপঙ্কর একেবারে চমকে উঠেছে হঠাৎ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এপাশে ওপাশে চেয়ে দেখলে! কে যেন কী বললে! কিন্তু কোথাও তো কেউ নেই! এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল!

মেয়েটা তখনও নাচছে। দীপঙ্কর কিন্তু আর সেখানে দাঁড়াল না। অন্ধকার আড়াল থেকে দৌড়ে আমড়া গাছের তলা দিয়ে উঠোন পার হয়ে আবার ঘরে এসে ঢুকলো। তখনও ঝুম-ঝুম করে ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে ও-বাড়িতে— (ক্রমশ)

বাহির হইল

তরুণ নাট্যকার শ্রীকিরণ মৈত্রের

বারো ঘণ্টা—২৲

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ নাটক

রাইটার্স কর্নার

২-৮৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলি-১২

অনুসন্ধান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালীর স্রষ্টার আর একখানি অতুলনীয় সৃষ্টি। নিরতিশয় নিঃসম্বল নিঃসহায় সরল পল্লীর নবীন ডাক্তারের অপূর্ব আলেখ্য। মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ নিখুঁত সাহিত্যকীর্তি। সকলের হাতে নিঃসংকোচে তুলে দেওয়া যায়। দাম ৩৲ মাত্র।

[illegible] প্রচ্ছদপট: [illegible]

নূতন সংস্করণে সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

বিভূতিসাহিত্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ করতে অপরিহার্য

অশনি সংকেত উপন্যাস দাম ৪·৫০

নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব (ছোট গল্পের সংকলন) ৩·৫০

প্রকাশ অপেক্ষায় ছায়াছবি

বিভূতি প্রকাশন ২২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

(সি ২০৭৯)

ত্বকের নিখুঁত যত্ন নিতে, প্রকৃতির
গুনাগুনে তৈরী এ সাবানটি
বিজ্ঞানের আর এক অবদান

নিম পাতার গুনাগুনের কথা, বিশেষ করে এর পচন-নিবারক ও আরোগ্য সাধক ব্যবহারের কথা আমাদের দেশের লোকেরা অতীতকাল থেকেই জানতো। আজ এর ব্যবহার আরও সহজতর ও উপযোগী হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও তার আধুনিক সব প্রস্তুত প্রনালীতে। আমাদের উত্তম নিম সাবানে, নিমের গুনাগুণ ছাড়াও, বিশেষ যত্ন নিয়ে এটিকে একটি স্বাস্থ্য সম্মত সাবান হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। উত্তম নিম সাবানে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। রোগ বীজাণুভরা ধুলো ময়লাও ধুয়ে যায়।

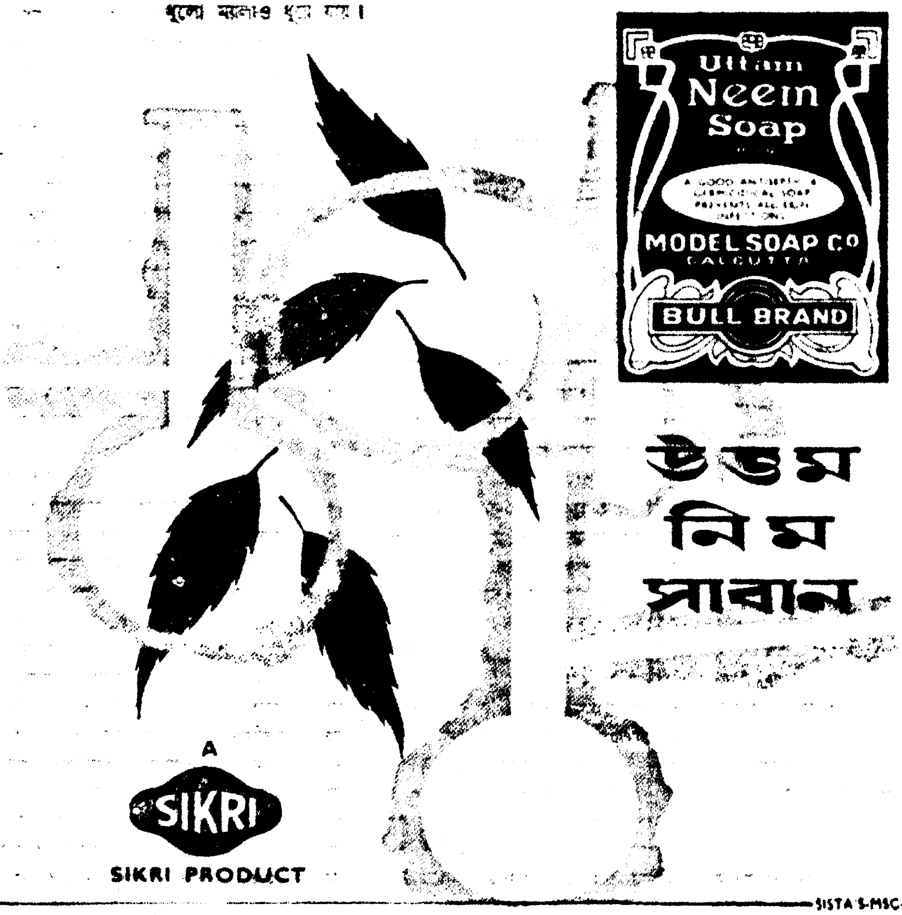


উত্তম
নিম
সাবান

A
SIKRI
SIKRI PRODUCT

SISTA'S-MSC-13

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

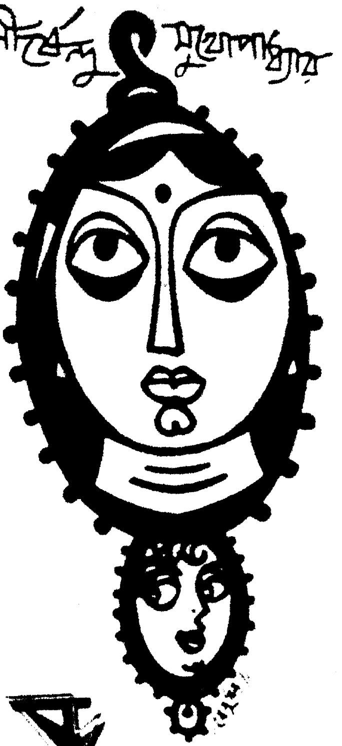

# ব ব বৌ

আঁচিয়ে এসে ঘরে ঢুকতেই থমকে গেল টুনু। খাটের মাচার ওপর বিছানায় মাথা গুঁজে মা কাঁদছে। একটু আগে ভাতের থেকে ফিরে মা পুকুরে গিয়েছিল স্নান করতে। এখনো মার শাড়িটা ভেজা। মাটির মেঝেটা শাড়ির জলে অনেকটা ভিজে গিয়ে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছে। সেই কাদা মার হাঁটুর কাছে আর গোড়ালিতে লেগে আছে। অনেকটা উঁচু হয়ে ময়লা কাঁথা আর শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তৈরী-করা চাদরের বিছানায় মুখ গুঁজে মা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মাকে কাঁদতে এই প্রথম দেখছে না টুনু, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলে [illegible] মাকে মা [illegible] করে সব [illegible] কাঁদতে দেখেছে। কিন্তু এইভাবে ফুলে ফুলে [illegible]। টুনু ভয় পেয়ে গেল। বুকের [illegible] কেমন [illegible]।

টুনু [illegible] করে ডাকে—মা, ওমা, মা! মা উত্তর দেয় না। টুনু [illegible] [illegible] এসে—মা, [illegible]? কি হইছে?

[illegible] হঠাৎ [illegible]। টুনু [illegible] করে ওঠে মা—কি হইছে কও না?

[illegible]

টুনু [illegible]। মার [illegible] [illegible] [illegible]—কিছু হয় নাই। [illegible] না।

—কিছু হয় নাই তয় কান্দ ক্যান্? কি হইছে কও আমারে?

—কইলাম তো কিছু হয় নাই। খাইছস কি প্যাট ভইরা?

টুনু [illegible] মার কাছে, খুব কাছে দাঁড়ায়। তারপর [illegible] টুনু [illegible] কি হইছে কওনা আমারে?

—চুপ চুপ, আস্তে! কেউ যদি শোনে না? মা [illegible] [illegible] [illegible] না। মুখটা [illegible]।

টুনু বুঝতে পারে। কেননা, সে পরিষ্কার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু কথাটা শেষ [illegible] হয়নি। কারণ কাল সুভাষ পাত্রীর [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] দিয়েছিল সুজন। তা না হলে কিভাবে মার একটা একটা গয়না নিয়ে বিক্রি করে সংসার খরচ চালাবে। বাবা সে কথা না বলে এবং [illegible] না [illegible] মা থাকতো না।

কাল রাতে মা তার বড় পুরোনো কাঠের বাক্সের ওপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বেনারসীটা পরে বাবার সঙ্গে [illegible] [illegible] গিয়েছিল। [illegible] [illegible] মা বেনারসীটা পরে আর কানে ঐ দুল-জোড়া। [illegible] হাত আর [illegible] নেই, গলাও নেই, শুধু হাতে [illegible] [illegible] [illegible] চুড়ি ছাড়া।

কাল রাতে সুভাষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এসে মা আর [illegible] [illegible] [illegible]। কাল রাতে মার মুখটা হাসি-হাসি ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] ছিল কাল।

কিন্তু আজ? [illegible], টুনুর [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] মায়ের দিকে তাকায় টুনু। [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] কি? [illegible] [illegible] নাই তো?

মা [illegible] [illegible]—[illegible]। [illegible] কথা [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

টুনু [illegible] দিকে তাকায়। [illegible] [illegible] [illegible] না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]।

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কইয়া দুধ।

[illegible] [illegible] মা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। টুনু চুপ করে থাকে।

[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। টুনু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টুনু, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—আর একবার কইয়া দেখনা!'

মা বলে—'হ্যাঁ, আর একবার খুঁজেছি। তুইও না দেখিস আমার লাগে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলে—'ঘাটে কেউ নাই এখন। একলা ডুব দিতে ডর করে।'

টেনু মনে-মনে হাসে। মা সাঁতার জানে, কিন্তু ডুব দিতে মার ভীষণ ভয়।

ঠিক দুপুর। নিস্তরঙ্গ সবুজ জল। কয়েকটা শুকনো পাতা জলের ওপর ভাসছে। খুব নির্জন চারদিকে। কেউ কোথাও নেই।

টেনু বলে—'কোনখানে?'

কাঠ সুপারিগাছ আর বাঁশ দিয়ে তৈরী-করা সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে পা দিয়ে মা ইতস্তত করে। চারদিকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

টেনু আবার বলে—'কোনখানে, মা?'

মাঝখানের জলটা সবুজ, আর ঘাটের কাছে ঘোলা। কেউ বাসন মেজে গেছে [illegible] ছাইগুলো [illegible] মধ্যে পড়ে আছে। কেমন যেন আঁশটে গন্ধ।

ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে মা বলে—'এইখানেই পড়েছে। কিন্তু—'

আঁশটে গন্ধটা এড়াবার জন্যেই টেনু ঘাটের কাছ থেকে সরে এসে [illegible] ধরে দাঁড়ায়।

মা ঠিক [illegible] দাঁড়িয়ে আছে। [illegible] টেনু তাকিয়ে থাকে। মা আর একবার [illegible] জলের দিকে [illegible] তাকিয়ে আছে মা। কিন্তু জলটা ঘোলা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মা।

—'এখন কপাল! [illegible] কি [illegible] হইব! তিন আনি আর তিন আনি—এই ছয় আনি সোনাই [illegible] করে। [illegible] ছয় আনির তিন আনি গেল।' [illegible] দাঁড়িয়ে মা বলে—'ইচ্ছা করে [illegible] তিন আনিও উইরা যাইত [illegible] নেই।'

[illegible] টেনুর [illegible] লাগে। কেমন [illegible] টেনু। জলগুলো [illegible] চারদিকে [illegible]। মার মাথাটা একটুকরো [illegible] জলের ওপর ভাসছে।

মার থুতনির কাছে জল এখন।

হঠাৎ মা চিৎকার করে—'এই যে, [illegible] একটা পায়ে লাগল রে।'

মা ডুব দেয়। [illegible] সবুজ জল [illegible]। টেনু একদৃষ্টে ঘাটের কাছে এগোয়। জলের ঠিক ওপরের ধাপে [illegible] হাতের ভর দিয়ে তাকিয়ে দেখে মার সাদা শাড়িটা সবুজ জলের ভিতরে মাছের মতো ডুবে যাচ্ছে। টেনু দম বন্ধ করে থাকে।

কিছুক্ষণ জলটা অল্প ঢেউ তুলল। টেনু তাকিয়েই রইল।

হুস করে মাথা তুলল মা। মুঠো-করা হাতটা জলের ওপর তুলে আঙুলগুলো আলগা করে দিল। মার হাতের মুঠোয় ছোট একটা লোহার [illegible]।

হাসি পায় টেনুর, কিন্তু হাসে না।

মার মুখটা এখন আরো ম্লান। [illegible] দুটো [illegible] আছে। মা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে এখন।

[illegible] খুব জোরে আরো গভীর জলের দিকে ছুঁড়ে দেয় মা। [illegible] আছে নাকি? [illegible] কিন্তু। আমি আর একটু খুঁজি।'

—'আইচ্ছা' জবাব দেয় টেনু। চারদিক তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই।

[illegible]

—'আর [illegible]' [illegible]

[illegible] কাঁদতে কাঁদতে [illegible] জলের [illegible] হয়।

[illegible] টেনু [illegible] মা [illegible] ডুব দেয় [illegible] এখন [illegible] না। [illegible] টেনু [illegible]

[illegible] টেনু [illegible]

এবার ওপরে মার হাত দুটো [illegible] জলের ওপর ভেসে উঠল। তারপর মাকে দেখা গেল। টেনু নিঃশব্দে [illegible] চেয়ে থাকে।

মা [illegible] পা দিয়ে জল কাটে। [illegible] পায়ের দিকে এগোতে থাকে। টেনু বুঝতে পারে যে, মা আর দম পাচ্ছে না।

পারে এসে কাদার মধ্যে সুপারির গাছ ধরে বাঁশের সিঁড়িতে বসে হাঁপাতে থাকে মা। দুটো হাত দিয়ে ভর দেয় ছাইমাখা ঘোলা ছড়িয়ে থাকা ঘোলা জায়গাটায়। শাড়িটা কাদায় মাখামাখি।

—'আর পারি না।' ভীষণভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে মা বলে—দম পাই না আর। পোড়া কপাইলা দুল! শরীলটার [illegible] মারে।'

—'আমি একবার দেখব, মা?'

—'দুর! [illegible] মাথা খারাপ হয়। আর কপালে নাই [illegible] ঠিক [illegible] হইবো কি।' [illegible] মা বলে। [illegible] জলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে [illegible]

[illegible]

[illegible]

টেনু [illegible]

[illegible] টেনু [illegible]

[illegible]

আর একবার [illegible] মা। [illegible] তারপর মা হাঁপাতে থাকে। টেনু চিৎকার করে—'কিগো মা, কি হইছে তোমার?'

মা একবার তার কাঁধে ভর দেয়—'কিছু না, কিছু হয় নাই। [illegible] নাই [illegible] কিছু। শীত করছে। [illegible] একটু [illegible]'

—'হু, [illegible] মাথা খারাপ। এই শরীল লইয়া কেউ জলে ডুবায়?' টেনু

বলে। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় যেন।

—'কিন্তু মজাটা'—হাঁকাতে হাঁকাতেই বলে—'আমার বিয়ের পরে। ওর বাবার [illegible]। বড় লাজের মানুষ। সব তো গেছে। এই [illegible] ছাড়িস। মা কাঁদতে থাকে, আর হাঁকাতে থাকে আর কাঁপতে থাকে।

টেনু শুধু বলে—'আসমানের কি হইবো! [illegible] ঘরেই [illegible] পাইবা [illegible]। [illegible] পড়িয়া থাক। আমি [illegible] একবার খবর দেই।'

[illegible]

টেনু দেখে মাঝির কালো লম্বা শরীরটা প্রকাণ্ড একটা বোয়াল মাছের মতো সমুদ্র জলের নীচে।

[illegible]

ঢুব ঢুবুল [illegible]। বলে—'আর একটু, কাকা, শেষ একবার। [illegible] পাইয়া যাবে।' [illegible]

[illegible]

বেমন বলে দাঁড়াল মাঝি। এক আঁটি বিচালির মতো সাদা মাথাটা জলে ভাসছে।

[illegible]

উঠল আবার। এবার পায়ের খুব কাছে।

[illegible]

পারে তবে মা আজ আর বেঁচে থাকবে না। গাটা সিরসির করে তার। বড় দুঃখী মা, টুনু ভাবে, মা বড় দুঃখী। লোহার মতো শক্ত হাত বাবার, রোমশ বুক, পেট। খালি গায়ে যখন উঠোনে কিংবা দাওয়ায় বসে তামাক খায় বাবা তখন তারা কেউ কাছাকাছি যায় না। মাঝে মাঝে যখন মাকে মারে বাবা, বিশ্রী গালাগাল দেয় তখন মা কুঁই কুঁই করে ইঁদুর ছানার মতো কাঁদতে থাকে। বাবার প্রকাণ্ড দেহের দুটো হাতের ভিতর মাকে তখন ইঁদুরের মতোই ছোট্ট আর অসহায় মনে হয় তার।

পরাণ মাঝি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা গায়ে দেয়। বলে, 'চলি কত্তা, কাইল আইয়া আর একবার দেইখ্যা যামু।'

টুনু চেয়ে থাকে। জামরুল গাছটার তলা দিয়ে বিন্দু-পিসির ঘরের বেড়ার কাছ ঘেঁষে আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে পরাণ মাঝি চলে গেল। টুনু ভাবে, ঠিক যেন বোবা, ছোট্ট মায়ের মতোই পরাণ মাঝিও যেন দুর্বল। খুব দুর্বল।

টুনু জানলার দিকে তাকায় এবার। সবুজ ঝাড়, ঘন বাগান। দুপুরের সূর্য অনেকটা হেলেছে পশ্চিমের দিকে। কিন্তু এখনো দুপুর। গরম লাগছে টুনুর। সে আস্তে আস্তে জানলার পাশে এসে দাঁড়ায়।

পায়ের [illegible] দিয়ে সে ঘাসের ওপরে। একটা [illegible] পড়ছে জলে। বড় [illegible]। কেমন বিশ্রী একটা [illegible] গন্ধ। [illegible] জলের [illegible] পড়ে।

টুনু তার জামার দিকে তাকায়। [illegible] একটা [illegible] ছায়া। ছায়াটা জলের ভিতরে। একটা [illegible] মতো জলের মধ্যে থেকে [illegible] দেখছে। মায়ের কথা [illegible] পরাণ মাঝির কথাও। [illegible] কোনো দিন যখন [illegible] বাবা মারবে। [illegible] এবার [illegible] কেননা, দুলটা [illegible] ঐ দুলজোড়াই।

নীচু হয়ে জলটা [illegible] টুনু। ইচ্ছে হয় একবার পরাণ মাঝির মতো ডুবুরী হয়ে খুঁজে দেখে দুলটাকে। কিন্তু সে সাঁতার জানে না। সাঁতার জানলে পাথর, নুড়ি, শ্যাওলা আর [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] ডুবুরীর মতো সে দুলটাকে একবার খুঁজে দেখত।

একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে সিঁড়িতে রাখে সে। ঠাণ্ডা জলটা [illegible] [illegible]। টুনু আর এক ধাপ নামে। আর এক ধাপ। হাঁটুর ওপরে জল এবার। টুনু নীচু হয়।

[illegible] জলটা এবার পরিষ্কার [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] বড় করে তাকায়। [illegible] সাঁতার [illegible]

সিঁড়িগুলোর দিকে। একটা, দুটো, তিনটে সিঁড়ি স্পষ্ট এবং তারপর আরগুলো ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িগুলো গুনতে শুরু করে টুনু—তারপর—

চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজের মুখে হাতচাপা দেয় টুনু। স্পষ্ট পরিষ্কার জলের নীচে চতুর্থ সিঁড়িটার ঠিক কোণে বাঁকা আর সুপুরি গাছের গুঁড়ির বাঁধনটার কাছে সোনার দুলটার ছোট্ট হুকটা চিকমিক করছে। কি আশ্চর্য! কেউ দেখতে পায়নি। টুনু খুব বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে। বুকটা ঢিপঢিপ করে তার।

টুনু ঝপ করে আর এক ধাপ নামে। কোমরের কাছে জল এবার। প্যান্টটা ভিজে গেল। ঠিক এই ধাপে দাঁড়িয়েই রোজ স্নান করে সে। এর বেশী নামতে সে ভয় পায়। সিঁড়িগুলো উঁচু উঁচু। আর এক ধাপ নামলেই গলা-জল।

কিন্তু দুলটা যে নিচেই দুলছে। চারদিকে তাকায় টুনু। কেউ নেই। আরো দু ধাপ নামলে দুলটা।

টুনু পা বাড়ায়। গলা জল।

টুনু নিঃশ্বাস টানে। পচা শ্যাওলা আর পানাপুকুরের আর মাটির গন্ধ। টুনু পা বাড়ায়।

ঝপ করে পায়ের সিঁড়িটায় পা বাড়াতে না বাড়াতেই টুনু ডুব দেয়।

দুলটা! হাতের কাছেই।

কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে টুনুর। সে মুখ তোলে।

পায়ের নীচেই সিঁড়িটা। ওপরের ধাপ। গলা জলে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস টানে টুনু। বুকে তার হাতুড়ি পেটে। দুলটা হাতেই [illegible] টুনু ভাবে। জলে ঢেউ। জল ছলছল করছে ঘাটের কাছে। সেই ঢেউ [illegible] শ্যাওলার ভিতর দিয়ে দুলটা চিক চিক করছে।

টুনু নীচু না হয়ে থাকতে পারে না।

ডুব দেয় সে। জলের ভিতরে অন্ধকার। জলের ভিতরে সবুজ রঙের অন্ধকার। পায়ের তলা দিয়ে একটা কি-যেন সরসর করে চলে গেল। [illegible] চমকে ওঠে সে।

হাত বাড়ায় সে। না, আরো এক ধাপ।

মুখ থেকে বুদবুদ বেরিয়ে শব্দ করে জলের ওপর উঠে যাচ্ছে।

পায়ের ধাপে পা দেয় টুনু। নীচু, আরো নীচু হয়।

আর হাত এক বিঘত দূরে দুলটা। কিন্তু পারে না টুনু। বুকটা ফেটে যেতে চাইছে।

কোমরের নীচের দিকটা হালকা হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তার মাথাটা নীচে। পরাণ মাঝির মতো হাত দুটো দুদিকে মেলে দেয় টুনু। খুব সাবধানে।

দুলের কাছেই হাতটা এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। শেষবারের মতো দাঁতে দাঁত চাপে টুনু।

দুলটা! কাছেই।

দু আঙুলের মধ্যে হুক-টা!

একটা হ্যাঁচকা টানের সঙ্গে সঙ্গে দুলটা তার হাতের মুঠোয় এসে যায়।

যেন অনেক ভার বুকে। টুনু মুঠো-করা হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে। [illegible] আঙুল আর [illegible] দুলটা যেন তার হাতের মধ্যেই বসে যায়।

সিঁড়িটার পায়ের চাপ দিয়ে টুনু উঠে যায়। কোনদিকে সে যাচ্ছে তা বোঝবার আগেই চোখে সূর্যের আলো লাগে।

[illegible]! আঃ!

হাঁ করে বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নেয়। [illegible]

কিন্তু [illegible] [illegible] টুনু [illegible]। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

না, [illegible]। [illegible] [illegible] দেখতে পায় না। [illegible]

[illegible] [illegible] টুনু। [illegible] [illegible]। টুনু [illegible]।

[illegible] [illegible] ধরে ঘাট দেখতে পায় না। দেখতে

পায় একপাটি বাসন হাতে বিন্দুদিদি আসছে ঘাটের কাছে।

তারপর জল আর পায়ের ... [illegible] ... একটা [illegible] ... একটা [illegible]।

[illegible]

•   •   •

[illegible]

জলের মধ্যে। মায়ের মুখটা হাসছে। ... উঁচু-উঁচু দুখানা ... হঠাৎ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মাকে। ... অনেক উঁচুতে। ... [illegible]

টুনু [illegible]

[illegible] তুই উঠিস না—[illegible]

[illegible]

[illegible] ঠিক-ঠেকা। ... [illegible]

হঠাৎ টুনুর মনে হল, ... [illegible]

[illegible]


শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

[illegible] ... বিশেষভাবে তৈরি কাগজে ছাপা ... ১৪ সেপ্টেম্বর ... পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। ... ৫০ খানা মানচিত্রসহ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৫.০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর ॥ আত্ম-চরিত ॥ ৩য় সং টা ১০.০০
শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর ॥ ভারতকথা ॥ টা ৮.০০
অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের ॥ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ॥ টা ৭.৫০
আর জে মিনির ॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥ সচিত্র ॥ টা ৫.০০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

● [illegible]

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

আমরা জানি,—"গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে, গান গেয়ে চাষ করে চাষা।" কিন্তু গান গেয়ে দুধ দেওয়ার কথা আমাদের কাছে নিতান্তই নতুন মনে হয়। অবশ্য অতি পুরাতন কথা স্মরণ করলে ব্যাপারটা খুব অসম্ভব মনে হয় না—এমন একদিন ছিল, যে দিন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে গোপ-বালারা চঞ্চল হয়ে উঠত, আর সেই বংশী-ধ্বনি যে গাভীকুলের ওপর কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারবে তা খুব আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বলেন যে, সঙ্গীতের সাহায্যে দুধ দোহন করলে দুধের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে যাবে। তার মতে, যে সমস্ত জীবরা দুধ দেয় তাদের মধ্যে গরু অনেক বেশী সঙ্গীতের রস গ্রহণ করতে পারে। দুধ দেওয়ার সময় যদি গরুদের যথার্থ সঙ্গীত শুনানো যায়, তাহলে অনেক বেশী দুধ দেবে। বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের মধ্যে গরুরা বাঁশির সুরই বেশী পছন্দ করে। আবার যদি এই সুর সারং হয়, তাহলে অর কথাই নেই। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের মতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে এ ধরনের কোন ফল পাওয়া যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সঙ্গীত যে কোন প্রাণবান বস্তুর ওপর কাজ করতে পারে। জীব ছাড়াও উদ্ভিদ জগতেও সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সেই জন্য সঙ্গীত আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে।

•

অনেক সময় যন্ত্র চালকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদের মধ্যে বসে থাকতে হয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য এখন এক নতুন ধরনের শিরস্ত্রাণ তৈরী করা হয়েছে। এই শিরস্ত্রাণে ঠাণ্ডা, পরিস্রুত হাওয়া সব সময় পাম্পের সাহায্যে সরবরাহ করা হবে। শিরস্ত্রাণটি ফাইবার গ্লাসের তৈরী। যার সাহায্যে এই ঠাণ্ডা, পরিস্রুত হাওয়া শিরস্ত্রাণের মধ্যে সরবরাহ করা হবে সে যন্ত্রটি চালকের পায়ের কাছে মাটিতে রাখা থাকবে। প্রয়োজনে চালক এটি সহজেই বন্ধ এবং চালু করতে পারবে।

নতুন ধরনের শিরস্ত্রাণ

•

মরা মানুষকে জীবন্ত করা এখনও বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে, কিন্তু মরা মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ জীবন্ত মানুষের দেহের খোয়া যাওয়া ঐ অংশের বদলে জুড়ে দিয়ে জীবন্ত মানুষকে নবজীবন দান করা আজকাল বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অত্যাশ্চর্য অস্ত্রোপচার দ্বারা এমনটি সম্ভব হয়। ডাঃ ভার্মিডিমর ভৌমিকড বলেন যে, অসুখবিসুখ অথবা অন্য কোনও রকম দুর্ঘটনার ফলে যদি কোনও মানুষের কোনও অঙ্গহানি হয় তাহলে কোনও মৃতদেহ থেকে ঐ অংশকে বা অঙ্গ কেটে জুড়ে দিলে ঐ লোক আবার পূর্ণাঙ্গ হয়ে সুস্থ দেহে জীবন উপভোগ করতে পারে। এই উপায়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অঙ্গহীন লোককে পূর্ণাঙ্গ দান করা সম্ভব হবে যদি ভার্মিডিমরের পদ্ধতি সত্যই কার্যকরী হয়। এই পদ্ধতি পরীক্ষা করার জন্য ডাঃ ভৌমিকড একটি জ্যান্ত কুকুরের মাথা কেটে অন্য একটি কুকুরের মাথার জায়গায় বসিয়ে দেখেন এবং সম্পূর্ণ কৃতকার্য হন। এর পর একটি মৃত কুকুরের হৃদযন্ত্র অন্য একটি জ্যান্ত কুকুরের নিজের হৃদযন্ত্রের বদলে ঐ স্থানে বসিয়ে ঐ কুকুরটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হন। জন্তু জানোয়ারের ওপর পরীক্ষা করে কৃতকার্য হয়ে ডাঃ ভার্মিডিমর মানুষের ওপর এটা পরীক্ষা করতে চান। এই সময়ে তাঁর একটি সুযোগও এসে গেল। তাঁর হাসপাতালে একটি পা ভাঙা রোগিণী উপস্থিত হন। এক দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্লাস্টিক সার্জারী বা অন্য কোনও উপায়ে ঐ ভাঙা পা জোড়া লাগানোর সম্ভাবনা না দেখে ডাঃ ভৌমিকড তাঁর নিজ উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা স্থির করেন। ঐ একদিনের মধ্যেই মোটর দুর্ঘটনায় নিহত [illegible] একটি মহিলার মৃতদেহের সন্ধান পেয়ে তার পা কেটে আনিয়ে পা ভাঙা রোগিণীর ভাঙা পা কেটে বাদ দিয়ে ঐ সুস্থ পা জোড়া দেওয়ার ফলে আজ সেই রোগিণী অন্য [illegible] পাঁচজনের মত ঐ নতুন সুস্থ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে চলাফেরা করতে পারে। দেহের ওপরের অংশের চিকিৎসা এইভাবে কার্যকরী সহজ হয়ে উঠেছে। এখন দেহ [illegible] [illegible] অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে ডাক্তাররা হৃৎপিণ্ড ও [illegible] অঙ্গের [illegible] ও [illegible] বেশী সাফল্যের ব্যাপারে ডাক্তাররা কৃতকার্য হয়েছেন। ডাক্তাররা আশা করেন যে, এভাবে এই সব অস্ত্রোপচার যদি [illegible] অনায়াসসাধ্য হয় তাহলে একদিন অসুস্থ হৃদযন্ত্রের পরিবর্তে কোনও সুস্থ হৃদযন্ত্র বসিয়ে রোগী বা মৃতব্যক্তিকেও পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে। এখন প্রশ্ন এই যে, প্রয়োজন হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোগাড় করা কী করে সম্ভব হবে। তবে দুগ্ধ ব্যাঙ্ক, চক্ষু ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মত ছিন্নাঙ্গের ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠা করা যায়। ডাঃ ভার্মিডিমর মন্তব্য করেছেন যে, গত দশ বছর ধরে তিনি যে সব ছিন্নাঙ্গ সংগ্রহ করেছেন সেগুলি ব্যাঙ্কে রাখার পর যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রয়োজনের সময়ে সহজে পাওয়া সম্ভব হবে তখনই তিনি তাঁর তাঁর পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালু করবেন।

•

জিওলজিক্যাল সার্ভের মতে ভারতে খুব কম করেও ২১,০০০,০০০ টন ভাল জাতের বক্সাইট আছে। আর এই বক্সাইট ১৪০,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে বেশী পরিমাণে বক্সাইট আছে।

…NMENT LIBRARY

## কবিতা

**এল্ ডোরাডো—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। অভিজিৎ প্রকাশনী। ৭২-২, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দু টাকা।**

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের চিন্তাশীল প্রবন্ধের সঙ্গে পাঠকসমাজ বিশেষ পরিচিত। তিনি যে একজন কবিও, সেকথা হয়তো অনেকে জানেন না। 'এল্ ডোরাডো'র কবিতা পড়ে বাংলা কবিতার পাঠক কবি-প্রতিভার এক নতুন স্বাদন পাবেন। 'এল্ ডোরাডো' কবির [illegible] কাব্যগ্রন্থ এবং কবির [illegible] কবিতার সংকলন। [illegible] একটি [illegible] চেতনা বর্তমান। কবি প্রকৃতি ও জীবনের [illegible] কবিতার প্রকৃতির [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ৪৪২।৫১.

**পঙ্কজ ও প্রেম—শ্রীকালীকিঙ্কর সেন-গুপ্ত। প্রকাশক শ্রী[illegible] [illegible], ৪৫।১বি, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দু টাকা।**

'পঙ্কজ ও প্রেমের' কবি সুদীর্ঘকাল ধরে কাব্যসাধনা করেছেন এবং বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থ। [illegible] [illegible] কবিতা ও অনেকগুলি গাথা কবির বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কবি কালীকিঙ্করের প্রাচীন কাব্যরীতিতে বিশ্বাসী হলেও বর্তমান সংকলনের কয়েকটি কবিতা ভাবের গভীরতা ও ভাষার বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে এবং সেই সাথে কবির চোখের [illegible] প্রেমের [illegible] [illegible] বিশেষ প্রতিষ্ঠায় হয়েছে। [illegible] 'মোহিনী মোহিতোষ', 'নূরজাহান' ও 'পঙ্কজ ও প্রেম' প্রভৃতি কবিতাগুলি কাব্যিকগুণে রসোত্তীর্ণ; ছন্দের শৈথিল্য কয়েকটি জায়গায় চোখে পড়ে, মাঝে মাঝে

[illegible] কয়েকটি কবিতাকে [illegible] সহায়তা করেছে। প্রচ্ছদসজ্জা [illegible]। ৪৪২।৫১

**আজ কাল পরশু—জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়। গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দু টাকা।**

'আজ কাল পরশু' কবির পঁচিশটি কবিতা সংকলিত একটি কাব্যগ্রন্থ। [illegible] সহজ সরল [illegible] কয়েকটি কবিতা [illegible] [illegible] সাধারণ মানুষের প্রতি কবির সহানুভূতি [illegible] তিনি কবিতার মাধ্যমে একটি উজ্জ্বলতর

[illegible] প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেখানে মাঝে মাঝে শব্দের অপপ্রয়োগে এবং উচ্চকণ্ঠ বক্তব্য কবিতাকে দুর্বল করে ফেলেছেন। ছন্দের ক্ষেত্রেও, কয়েকটি স্থানে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন বর্তমান। প্রচ্ছদসজ্জা অবহেলিত।

৫১০।৫৯.


"জাগো পাঠক, জাগ।
জীবনে বাঁচ, আরও জাগ।
ঘরে ওঠো, পূর্ণিমায়"।

[illegible] জানুয়ারী 'জাগরী' লেখক-চক্রের অনুষ্ঠানবর্ষে শ্রীমান ৫ বছরের বাণী পাঠ একটি বিশেষ সভা ছিল। 'জাগরী' মাসিক পত্রিকা প্রতি মাসে পর চার বছর ধরে অবাধ প্রকাশিত হচ্ছে না — [illegible] এক অনেক নিত্য-নিবন্ধন তার গৌরব-কর্ম।

- 'আমার পাশে ছিলি' (২.৫০) জাগরী প্রকাশনীর একখানি উল্লেখযোগ্য বই।
- 'অন্ধকার আলো' প্রকাশের অপেক্ষায়।
- নববর্ষের 'জাগরীতে' [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] প্রবন্ধ।

JAGARI—Calcutta-3.

(সি-২০০০)



নীহার সেনের নতুন নাটক

# দর্পণ

"…দর্পণ আমার প্রিয় নাটক। [illegible] [illegible] দর্পণের [illegible] [illegible] [illegible] এই নাটকের [illegible] [illegible] [illegible] এই নাটক [illegible] দর্পণ আমার প্রিয় নাটক।" —[illegible]

নীহার সেনের অন্যান্য নাটক

নতুন ইহুদী ● চোর-চোর
সন্ন্যাসী ● ডাউন ট্রেন

[illegible] অভিনয়োপযোগী অন্যান্য নাটক

শরৎচন্দ্র (দু টাকা)

[illegible] চক্রবর্তী প্রণীত [illegible] [illegible] জীবন-নাট্য।

ঠাকুর বাড়ী (দেড় টাকা)

[illegible] প্রণীত [illegible] জীবনের [illegible] আলেখ্য।

সরস্বতী স্টোর্স

[illegible] প্রণীত আধুনিক শিক্ষা-[illegible] উপর ব্যঙ্গাত্মক নাটক।
(দেড় টাকা)

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

# বাবদীঘির রূপকথা

[illegible] (তিন টাকা)

একালের রসোত্তীর্ণ আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যে [illegible] সর্বাধুনিক [illegible] সংযোজন

উত্তর মৌসুম ৩,

[illegible] সরকারের নতুন উপন্যাস

অনিরুদ্ধ ৪,

পূর্ব-প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস

[illegible] [illegible]

সূর্য্যমুখী ৪৲ কটাভাবারি ৩।

[illegible] [illegible]

অন্য ইতিহাস ৩৲ ভাগফল ২৸

[illegible] [illegible]

তিমিরাপতা ২॥ উপল মুখর ৩,

[illegible]

হলিউডের আত্মকথা ৩,

[illegible] : ২/১, [illegible] দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

**বাঁশীর আমন্ত্রণ**—সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিমলারঞ্জন প্রকাশন; ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

সুদীর্ঘকাল অক্লান্তভাবে কাব্যসাধনা করিয়া কবি সৌরীন্দ্রনাথ সম্প্রতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। বাঁচিয়া থাকা-কালীন ইহাই কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। ইহা কবির প্রবীণ বয়সের রচনা, তাই কবি এই কাব্যগ্রন্থে গীতার আদর্শকেই প্রধান উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কবি ধর্মপ্রাণ, আদর্শবাদী, একাধিক কবিতায় সে স্বাক্ষর বর্তমান। দেশপ্রেম, জাতীয়তা বোধ ও বিপ্লবের সুর বিভিন্ন কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। ছন্দ ও রসমাধুর্য কাব্যগ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে। ৩৫৫।৫৯

## ছোট গল্প

**রাজা নয়, রাণী নয়**—আশাপূর্ণা দেবী। অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। ১-৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। এক টাকা বাট নয়া পয়সা।

রাজা নয়, রাণী নয়, রূপকথার রাজপুত্র বা রাজকন্যার গল্প নয়—সাধারণ মানুষের বিচিত্র কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। আশাপূর্ণা দেবী অন্যতম গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক হিসেবেই সাহিত্য ক্ষেত্রে সমধিক প্রতিষ্ঠিতা; কিন্তু এই গ্রন্থের কয়েকটি গল্প পড়লে শিশু-সাহিত্যেও তাঁর সহজ রীতির নৈপুণ্যকে স্বীকার করতে হবে। 'মানুষের গল্পের' রাঘব চাটুজ্জের মতো আশ্চর্য চরিত্র, গোল গোল গোল, গুলি গুলি চোখ আর কানচে চুলওয়ালা অদ্ভুত এক মানুষ ভূত 'সামটি', 'চোরের আবার ভয়ের ভয়'-এর করুণ পরিসমাপ্তি বা 'ইউরেকা'র ঘন বাঁধুনি বড়দের ভালো লাগবার মতোই। রাজা নয় রাণী নয় মুখ্যত ছেলেদের জন্য, কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে কাহিনীগুলি বড়দেরও কম আনন্দ দেবে না। সূচীপত্রে আটটি গল্পের উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থটিতে মোট নটি গল্প দেওয়া আছে; অনুল্লেখিত গল্পটিতে (ফটোগ্রাফ বনাম অটোগ্রাফ) শুধুকথাই বড় হয়ে উঠেছে, অন্যান্য গল্পের সহজ রীতির মেজাজ বর্তমান গল্পটিতে অনুপস্থিত থাকায় সেটি পৃথক কোনো সংকলনে স্থানলাভের অপেক্ষা রাখে। ৫০৬।৫৯

**একটি রাত : তিনটি সকাল**—[illegible]। [illegible] প্রকাশনী, ৩০২, নিউ মার্কেট, ঢাকা—২। তিন টাকা।

[illegible] থেকে প্রকাশিত একটি নতুন গল্পগ্রন্থ। [illegible] এবং [illegible] গল্পের সংকলন এবং এই গ্রন্থের [illegible] একক সংকলন। [illegible] এবং [illegible]। ৫২৮।৫৯

## জীবনী

**ক্রিকেটের রাজকুমার**—[illegible]। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

রণজিৎ সিংজী ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের জনক। খেলাধুলোর [illegible] এই রণজীকে বলা হয় ক্রিকেটের রাজকুমার। তিনিই সর্বপ্রথম বিদেশের ক্রীড়াঙ্গনে ভারতকে একটি বিশেষ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। রণজীর প্রতিভা বিস্ময়কর, তাঁর খেলোয়াড় ও অন্যান্য জীবনের কাহিনীও চমকপ্রদ, রূপকথার মতই সে কাহিনী আমাদের মনে কৌতূহলের সঞ্চার করে। তিনি যে পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন, তাঁর আশ্চর্য ক্রীড়া কৌশল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অসাধারণ সাহস, নিখুঁত পারদর্শিতায় দ্রুত রান তোলা এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ী মনোভাব বিশ্বের তৎকালের ক্রীড়ামোদিগণের শ্রদ্ধার বস্তু। উৎসাহী পাঠক রণজীর ক্রিকেট জীবনের কথা হয়তো জানেন, কিন্তু রণজীর এই খেলোয়াড় জীবন ছাড়া ইংলণ্ড ও ভারতের বিস্তৃত পটভূমিতে তাঁর অন্যতর জীবন, জামনগরের জামসাহেব, ভারতীয় নৃপতি-

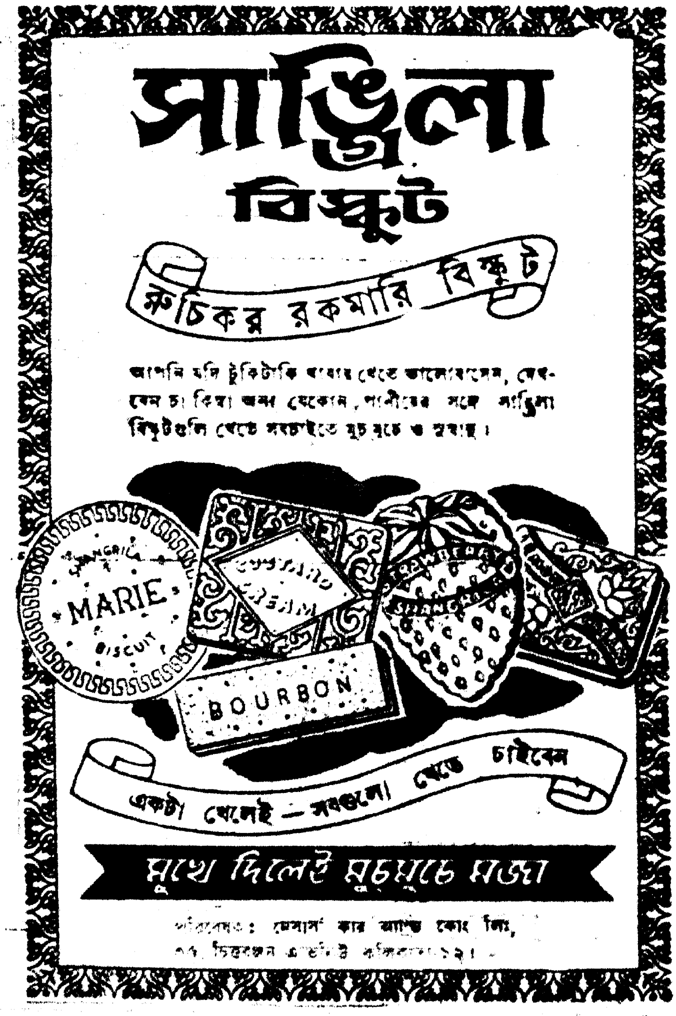

মণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে যে বিরাট ও বিস্তৃত জীবন—সে জীবনের ইতিহাস জানা না থাকলে রণজীর জীবনের অন্যান্য অধ্যায়গুলি অজ্ঞাত থেকে যায়। লেখক একজন বিখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক এবং তিনি প্রামাণিক নথীপত্রের সাহায্যে ক্রিকেটের রাজকুমার রণজীর জীবন কাহিনী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ক্রীড়া সম্পর্কে উৎসাহী বালক-বালিকা এবং সাধারণ পাঠকও বর্তমান গ্রন্থ থেকে ক্রিকেটের নানা তথ্য জ্ঞাত হবেন। 'ক্রিকেটের রাজকুমার' বইখানির ছাপাটি ঝকঝকে এবং পাঠক এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলবেন।

'ক্রিকেটের রাজকুমার' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময় বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। ভারতীয় ক্রিকেটের এই সংকটে ভারতীয় খেলোয়াড়রা রণজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতকে আবার বিশ্বের আসরে প্রতিষ্ঠিত করুন, লেখকের সাথে আমরাও এই কামনাই করি। পরিশেষে, রণজীর খেলার একটি পরিসংখ্যান বইটির অন্যতম আকর্ষণ। রণজীর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রের প্রতিলিপি সন্নিবেশিত। উৎসাহী মহল বইটি সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। প্রচ্ছদসজ্জা মনোরম।

৫২০।৫৯

## উপন্যাস

**শিবানী**—ডাঃ প্রদ্যুম্ন পাল, এম-বি। পরিবেশক—ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা—৬। তিন টাকা।

একটু পুরনো ঢঙে লেখা একটি প্রেমমূলক উপন্যাস। ব্রাহ্মণ কন্যা শিবানী এবং শূদ্র পুত্র অসীম—এই দুটি অসবর্ণ নরনারীর ভালবাসাকে কেন্দ্র করে মোট তিনটি খণ্ডে এই কাহিনী নানা [illegible] মধ্য দিয়ে উপসংহারে পর্যবসিত হয়েছে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত; কাহিনী জমানোর কৌশল এখনো আয়ত্ত করতে না পারায় উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাস কৃত্রিম; কষ্ট করে পড়তে হয়। লেখককে ভবিষ্যতে সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে হলে ভাষাভঙ্গির দিক থেকে এবং তথ্য বাছাইয়ের প্রসঙ্গেও আরো সতর্ক হবার আবশ্যকতা বর্তমান।

৫৫০।৫৯

## রম্য রচনা

**[illegible]**—অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৮০-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৪। দাম দু টাকা।

একথা অবশ্য সত্য যে, আর চল্লিশের কলকাতা আর আজকের কলকাতার মধ্যে আকাশ-পাতাল আশ্চর্য ব্যবধান। বর্তমান প্রসাধনে কলকাতা আজ অন্য। লেখক বাল্যের কলকাতার বিভিন্ন রূপকে নিয়ে সাতটি লঘু রচনা লিখেছেন বর্তমান গ্রন্থে। সব কটি লেখাই শহর কলকাতার

বুদ্ধি-দীপ্ত প্রবন্ধ-সংকলন
পশ্চিম দিগন্ত
নির্মল চট্টোপাধ্যায়
আলোচ্য বিষয়: বার্নার্ড শ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, এইচ. জি. ওয়েলস, হ্যাভলক এলিস, অস্কার ওয়াইল্ড এবং আধুনিক চারজন মার্কিন ঔপন্যাসিক।
দাম—দু টাকা
কল্লোল প্রকাশনী : ৫।১এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

শুকতারা
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা - ৯

## প্রবন্ধ-সাহিত্য

**পশ্চিম দিগন্ত**—নির্মল চট্টোপাধ্যায়। কল্লোল প্রকাশনী, ৫।১এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দু টাকা।

বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এটা আনন্দের কথা যে, প্রবন্ধ-সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিষয়ের অভিনবত্বের দিক থেকেও সাহিত্যে নানা বৈচিত্র্য এসেছে। 'পশ্চিম দিগন্তে' ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কগণের সাহিত্য এবং জীবনদর্শন নিয়ে লেখা মোট দশটি সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। জর্জ শ'এর সাথে কাল্পনিক সাক্ষাৎকার, এইচ জি ওয়েলস, হ্যাভলক এলিস ইত্যাদি প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে লেখকের চিন্তাপ্রবাহের সংস্পর্শ পাঠক অনুভব করবেন। গ্রন্থের কয়েকটি আলোচনা ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অস্কার ওয়াইল্ডের জীবনকথা আশ্চর্য সংযমময়; প্রবন্ধকার বলেছেন, অস্কার ওয়াইল্ডের ওপর লিখতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে যে, ওয়াইল্ড সম্বন্ধে অন্তত একশ পৃষ্ঠার কম স্থানে ভালো করে লেখা যায় না। বাংলা ভাষায় বিদেশী সাহিত্যিকগণের জীবনীও প্রকাশিত হওয়া দরকার, ওয়াইল্ডের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় প্রবন্ধকার স্বয়ং এগিয়ে আসুন না।

৬১৮।৫৯,

এশিয়ার বই
প্রকাশিত হল
মনের মধ্যে মন
দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস
নতুন নিরীক্ষা
[illegible] প্রচ্ছদপট । দাম : ৫.০০
প্রকাশিত হল
মধুকরী
সুমথনাথ ঘোষের আধুনিক উপন্যাস
২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ । চমকপ্রদ প্রচ্ছদচিত্রে । দাম : ৩.৫০
প্রকাশিত হয়েছে
ডক্টর আদিত্য ওহদেদার প্রণীত
রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েক দিক
মূল্যবান সমালোচনা গ্রন্থ । এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা রবীন্দ্র সাহিত্যে এই প্রথম । দাম : চার টাকা
এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স | ৫/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলকাতা ১২

বিভিন্ন পরিবেশ এবং আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে। লেখক সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন হলেও গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং শহর কলকাতার বিচিত্র যান্ত্রিক জীবন সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা আবিষ্কার করা যায়। 'শহরে জনৈক', 'ফাঁক হাউস', 'ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস', 'বকে শহর' ইত্যাদি লেখাগুলি পাঠকের ভালো লাগতে পারে। লেখকের ভাষা ভালোই; তবে রস-নিবেদন এবং আঙ্গিকের দিকে রচনাগুলি আরো কিছু সংহত এবং বুদ্ধিদীপ্ত হলে ভালো হয়। বাঁধাইয়ের মুদ্রণ ভালোই, তবে প্রচ্ছদচিত্র আশানুরূপ নয়। ৪০৪।৫৯,

তিস্তার চরে: বেদুইন
অপূর্ব বাস্তবধর্মী উপন্যাস ৫
মরুপথের নদী: সুধাকর
টি.বি. হাসপাতালের রোম্যান্সধর্মী কাহিনী ২৯
যুগান্তর বাণী ভবন: ১০২, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি ১১৮৪)

GERMAN-INDIAN ASSOCIATION
1/3, Brabourne Road
ILACO HOUSE
Entrance: Lyons Range
Phone. 22-5755

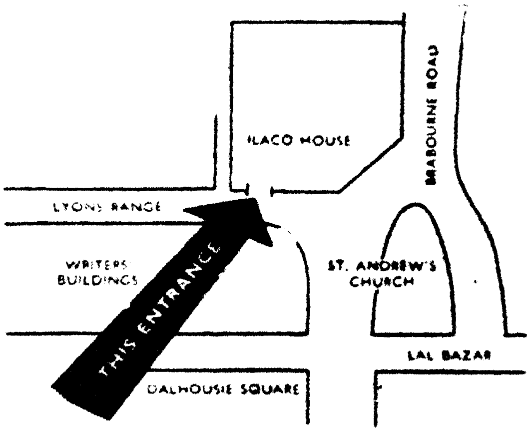


- German Language Classes
- German and English Library
- German Newspapers and Periodicals
- Cultural Activities

জার্মান ভাষার নতুন ক্লাস
১৯৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী শুরু হইবে। ১৯৬০ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রত্যহ ৯—১২ ও ৪—৭-এর মধ্যে ১/৩ ব্রেবোর্ণ রোডে (লায়ন্স রেঞ্জ দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে) ইলাকো হাউসে যোগাযোগ।

## ভ্রমণ-কাহিনী

**এলেম নতুন দেশে**—শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রকাশক—এ কে পাল, ৩৩, ঢাকা, দি ম্যানসিয় ষ্ট্রীট, কলকাতা—৬। তিন টাকা।

বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম পরিভ্রমণের এক কাহিনী গ্রন্থকারে—যে বইটির নাম 'এলেম নতুন দেশে'। একই নামে যে পূর্বে আর-একটি ভ্রমণ-কাহিনী আছে, সে কথা লেখক জানেন কিনা জানি না। তবে একই নামের অসুবিধা পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। লেখক ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণে অভিজ্ঞতা তাঁরই বিবরণ বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। প্রথম পাতায় এই সম্পর্কে কিছু দিয়ে গ্রন্থের সূচনা করা হয়েছে। লেখক গ্রন্থ ভূমিকায় আর একটি নামের সংযোজন করেছেন মাত্র। লেখকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ভাষা মোটামুটি ঝরঝরে এবং দর্শনীয়স্থানগুলির মধ্যে মামুলি কথার পুনরাবৃত্তির পাঠক ক্লান্তিবোধ করবেন। কয়েকটি সুন্দর আলোকচিত্র ও প্রচ্ছদপটটি পুস্তকটির শোভা বর্ধন করেছে। ৫০৮।৫৯,

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

শব্দকথা—কৌশিকচন্দ্র মণ্ডল
মৃত্যোত্তীর্ণ—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
ইস্পাতের ফলা—প্রমোদকুমার সান্যাল
উনিশ-শ পঞ্চাশের নেপাল—
ভোলা চট্টোপাধ্যায়
কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে—নিরঞ্জন বিশ্বাস
শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—
শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য
মরুবাণী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল
আনন্দলোক—হরিসাধন গোস্বামী
রুবাইয়াৎ-ই- ওমর খৈয়াম—অনুবাদক—
কাজী নজরুল ইসলাম
যৌন-বিজ্ঞান—আব্দুল হাসানাৎ

GOVE[illegible] LIBRARY

[illegible]

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা [illegible] না [illegible] কাজ [illegible] [illegible] আবিষ্কার [illegible] সংবাদে প্রকাশ [illegible] হইয়াছে, তাঁহারা [illegible] করিয়াছেন [illegible] উপর [illegible] করিয়াছেন [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] মানুষের কোন [illegible] পাওয়া গেল না। অতঃপর বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে [illegible] মানুষের [illegible] অলীক।—কিন্তু সম্প্রতি [illegible] এক প্রকার [illegible] যে [illegible] [illegible] মানুষের কোন সম্বন্ধই নাই" [illegible] বিদূষক।

• • •

দ্বি[illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] ব্রেকিং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

• • •

এ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক সহযাত্রী।

• • •

বোম্বাইর [illegible] [illegible] হইয়াছে।—[illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible]। কিন্তু [illegible] "[illegible]"-এর কোন একটি [illegible] আবিষ্কার করতে পারলে [illegible] উপস্থিত [illegible]"—[illegible] আমাদের [illegible]।

• • •

শ্রীনেহরু [illegible] সমাজ [illegible] নূতন জগতে অর্থাৎ শিল্প, বিজ্ঞান এবং সুপরিকল্পনার উন্নয়নের জগতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করেন। বিদূষক বলিলেন—"জনগণ [illegible] যা খুশী মনেই করবে। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রবেশপথে 'নূতন জগত' [illegible] নোটিশ পড়বে না তো!!"

• • •

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীদের কেহ কেহ নাকি মকর সংক্রান্তির স্নানের জন্য সাগর মেলায় গিয়াছেন।—কিন্তু প্রয়াগ

অর্ধকুম্ভ মেলায় গেলেই [illegible] হতো। [illegible] প্রয়াগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

• • •

পাকিস্তানের [illegible]—[illegible] একটি [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] এই যে, [illegible]

[illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

পণ্ডিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]

জনাই পরামর্শ দিয়াছেন।—কিন্তু আমরা বলি, আমার [illegible] বেশি কার্যকরী। মন্ত্রীদের প্রয়াগে [illegible] নিজের চোখে দেখেছি—বলেন বিদূষক।

• • •

রেলের [illegible] [illegible] সঙ্গীত [illegible]-বেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে।—[illegible] সঙ্গীতের [illegible] সার্থক হয়ে উঠবে। [illegible] [illegible] না [illegible] সঙ্গীতের [illegible] নিজেই [illegible]"—[illegible] সহযাত্রী।

• • •

এবার [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible]।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহযাত্রী।


সুকান্ত ভট্টাচার্য

ছাড়পত্র ঘুমনেই

পূর্বাভাস অভিযান

[illegible]

ধাবা থেকে মান্দু

কয়েকটি চিত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি সুকান্ত

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

[illegible]

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

### অত্যাচারিত মানুষের কান্না

দীপপ্রদীপের আলোয় বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ওপর আলোকসম্পাতের প্রয়াস লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের একাধিক নাটককে ইতিপূর্বে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাঁদের অধুনাতম নাট্য-নিবেদন "অঙ্গার" এই বৈশিষ্ট্য থেকে তো বঞ্চিত নয়ই, বরং সমাজ-জিজ্ঞাসায় পূর্বতন নাটকগুলির চাইতে অনেক বেশী সরব।

উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত এই নাটক অতি-আধুনিককালের একটি কয়লা খনির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। ধরণীর গুপ্তধনের সন্ধানে হাজার ফুট মাটির নীচের অন্ধকারে যারা মৃত্যুর হাত ধরে নেমে পড়ে, কয়লা খনির সেই হতভাগ্য শ্রমিকদের জীবনের করুণ গাথা এই নাটকে উদ্ঘাটিত। পৃথিবীর গহ্বরে নিঃসীম অন্ধকার আর মেথেন গ্যাসের নরক থেকে যারা প্রাণ নিয়ে ফেরে, পৃথিবীর আলো-বাতাস-ভরা প্রাঙ্গণে তারাও হাসে, গান গায়, স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখতে এই কয়লা খনিরই এক তরুণ শ্রমিক বিনু। স্বপ্ন দেখত পাহাড়ের কোলে সে বাঁধবে একটি ছোট্ট ঘর। সেখানে সে থাকবে তার মা ও ছোট বোন সুস্মিতাকে নিয়ে। বৃন্দাও একদিন সলজ্জ নববধূ হয়ে আসবে হয়তো ঐ ঘরে। পাশের কোয়ার্টারের বৃন্দাকে বিনু ভালবাসে।

বিনু কয়লা খনির শটফায়ারার—খাদে বারুদ ফাটায়। শটফায়ারার দীননাথ তাকে কাজ শিখিয়েছে খনির কাজে ঢুকিয়েছে। সেই দীননাথ একদিন খাদ থেকে আর ফেরেনি। দীননাথের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দায় এড়াবার জন্য কয়লা খনির বিদেশী মালিকেরা তার মৃত্যুর যে কৈফিয়ৎ দাঁড় করাল, তা কেউ মানতে পারেনি। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দেয় অসন্তোষ। বিনুর মনেও বিক্ষোভ ওঠে কয়লা খনির এই সর্বগ্রাসী কর্তৃপক্ষের ওপর।

এর পর একদিন শ্রমিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যখন টের পায় যে খাদে মেথেন গ্যাস জমেছে। এই সর্বনাশা গ্যাসের মধ্যেই শ্রমিকদের পাঠাতে চায় মালিকরা। শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিবাদ জানায়। সুরেনদার মহাবীর সিং ও অন্যান্য শ্রমিকের সমবেত প্রতিবাদেও রাজী না হওয়ায় তখন মালিকেরা খাটায় এক নতুন ফন্দি। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে তারা পাঠাতে চায় কয়েকজন শ্রমিককে খাদে। সুরেনদার মহাবীর সিং তাদের সঙ্গে যাবে বলে জানানো হয়। এতে অনেকের বিশ্বাস হয় যে, খাদ হয়তো ততটা বিপজ্জনক নয়।

বিনুও যেতে রাজী ছিল। কিন্তু যখন শুনল যে, ইউনিয়নের সম্পাদককে মালিকরা পুলিসের হাতে দিয়েছেন, তখন বিনুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে যাবে না খাদে—মোটা অর্থের বিনিময়েও নয়। অর্থের অভাবে এদিকে বিনুর সংসার অচল। বিনুর মা ছেলেমেয়েদের মুখে দুমুঠো ভাত দিতে পারেন না—এইটাই তাঁর পরম দুঃখ। বিনুর আদর্শবাদ তাঁর কাছে মনে হয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, স্বার্থপরতা। দারিদ্র্য-হতাশায় অবসন্ন বিনুর মায়ের মন—অসতর্ক মুহূর্তে অনেক কটু কটু কথা তিনি বলে ফেলেন ছেলেকে। রাগে দুঃখে ঘর ছেড়ে চলে যায় বিনু, মায়ের উপদেশ—এই দুর্ভাগ্য অভিমানে।

[illegible]

আজও লক্ষ লক্ষ টাকার কয়লা উঠে আসছে। [illegible] এই কয়লার দাম মানুষের প্রাণের চাইতে অনেক বেশী দামী কয়লা খনির মালিকদের কাছে। খাদের মধ্যে আটকে পড়া শ্রমিকদের জীবনের কথা চিন্তাও তারা করে না। মাটির নীচের বাঁধ ফাটিয়ে পুরো খনিটাকে দেয় জলমগ্ন করে। অন্ধকূপে যারা প্রতিটি ক্ষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কাটাচ্ছিল বাঁধের জল সবেগে তাদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেয় তাদের প্রাণের স্পন্দন। মৃত্যুর শীতল স্পর্শটুকু পাবার আগে এক টুকরো কাগজে তারা লিখে দেয় পৃথিবীর ওপরের মানুষের কাছে তাদের নালিশ—পাষাণ রূপে হত্যা করা হয়েছে তাদের। তাদের অশ্রু-লেখা লিপিখানি ভেসে থাকে ধরণীগর্ভের বাঁধের জলে।

অতিশয়োক্তির ঐশ্বর্যে ভরা এই নাটক। পেশাদারী মঞ্চে একটি কয়লা খনির পটভূমি যে অকল্পনীয় বাস্তবতার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে, সত্যিই তা অভূতপূর্ব। কয়লা খনির 'পিটহেড'


হুমায়ুন থিয়েটারের নিবেদন!

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

"রজনী গন্ধা"

পরিচালনা—তরুণ রায়
সঙ্গীত—ওস্তাদ আলি আকবর খান
মঞ্চসজ্জা—খালেদ চৌধুরী
আলোক সম্পাত—তাপস সেন

শ্রেষ্ঠাংশে:
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
তরুণ রায়, পিণ্টু নিয়োগী,
দীপান্বিতা রায়

রবিবার ৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায়

নিউ এম্পায়ার



পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে!

ভিক্টর হিউগোর বহুপঠিত কাহিনীর প্রথম সিনেমাস্কোপ-টেকনিকলার চিত্র!

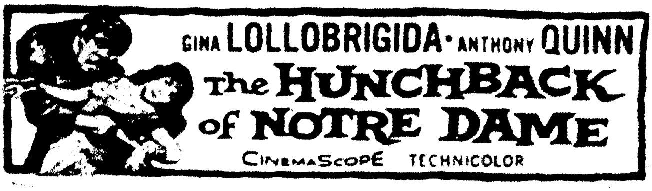


হাঞ্চব্যাক অফ নোতর ডেম

—প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।—

অগ্রিম সিট রিজার্ভ করা একান্ত প্রয়োজন।

দি লাইট হাউস

ম্যাড পিকচার্স লিমিটেড, ৬২ বেন্টিংক স্ট্রীট, কলিকাতা

(রুদ্ধমুখ), 'ক্রেন', 'ভুলি' (ধরে নামার লিফট), 'ট্রিফট' (ছোট ধরে নামার গহ্বর) প্রভৃতি ব্যবহার্য সরঞ্জাম ও কয়লা খনির গঠনরীতি আলো-আঁধারের মায়ার মধ্য দিয়ে এমন প্রামাণ্য রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা এদেশের রঙ্গমঞ্চে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। নাটকের শেষ দৃশ্যে অন্ধকূপের মতো খাদের একটি অংশ ও তার ভেতরে [illegible] জলের [illegible] দৃশ্য এক অসাধারণ [illegible] পরিচয় দেয়। [illegible] নিষ্ঠা ও [illegible] দিয়ে এই নাটকের দৃশ্যসজ্জা ও [illegible] আবিষ্কারের [illegible] [illegible]

[illegible]

মিনার্ভায় অভিনীত 'অঙ্গার'-এর একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যে অপেক্ষমান জনতা

[illegible]

[illegible] এই নাটকের [illegible]

[illegible] এই নাটকে একটি [illegible] [illegible] হয়েছে। [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত করা হয় [illegible] এই নাটকে [illegible] নাটকটি [illegible] [illegible] জীবন-সংগ্রামের [illegible] [illegible]। নাটকের [illegible] [illegible] উপস্থিত হতে পারেনি। [illegible] অতি-আধুনিক-কালে ([illegible] ১৯৫৮ [illegible]), শ্রমিককে [illegible] প্রহার করা সম্ভব

[illegible]

[illegible] এই নাটকের [illegible] [illegible] এই [illegible] নাটকটির [illegible]। এই [illegible] সংগ্রামের দুর্গতি পরিকল্পিত—অর্থাৎ [illegible]

[illegible] নাটকের এই সব [illegible]

টেকসই ও আরামপ্রদ পোষাকের জন্য
প্রয়োজনী
টেলার্স
৩৩বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭
(সি ২০১১)

মিনার্ভা থিয়েটার
[illegible]
[illegible] কাহিনী—
অঙ্গার
[illegible] নাট্যরূপ।
সুর—রবিশঙ্কর
নাটক ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত
[illegible]—নির্মল চৌধুরী
[illegible]—নির্মল গুহরায়
প্রধান উপদেষ্টা—তাপস সেন
[illegible]
[illegible] দিন ও রবিবার [illegible]
(সি ২১০৮)

সম্মিলিত অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্বে 'অন্নদার' অবশ্য দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন যাঁদের চরিত্রে শ্যামল সেন। তাঁর প্রাণোচ্ছল অভিনয় নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। [illegible] শোভা সেনের মরমী ও সংবেদনশীল চরিত্রায়ণও উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। ছেলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ও মান-অভিমানের দৃশ্যে তাঁর আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় স্মরণীয়। সনাতনের চরিত্রে রবি ঘোষ তাঁর স্বভাবসুন্দর অভিনয়ে সহজেই দর্শকের মন জয় করে নেন। ছোট্ট ভূমিকাটিকে নীলিমা দাস সুন্দর বাচনভঙ্গী ও মার্জিত অভিনয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অন্যান্য চরিত্রে সুনীল দত্ত, সুস্মিতা দাশগুপ্ত, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ, উমানাথ ভট্টাচার্য, মায়া চক্রবর্তী, তোলা দত্ত, হৃষিকেশ চক্রবর্তী, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, উৎপল দত্ত, দেবীশঙ্কর সেন, তোলা দত্ত ও কমল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে দাগ কাটে।

মঞ্চসজ্জায় নির্মল গুহরায় ও আলোক-পরিকল্পনায় [illegible] তাঁদের সুষ্ঠু, [illegible] জন্য [illegible] প্রশংসার অধিকারী।


# রাজাসাজা

## প্রভূত বৈচিত্র্যময় একটি উপভোগ্য ছবি

"ছবির ব্যাপারে নামের একটা তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে, অবশ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সত্যটুকু যদি থাকে, রাজাসাজায় আছে। রাজাসাজা প্রচুর বৈচিত্র্যময় একটি ছবি..." : যুগান্তর

"Engrossing Human Comedy Rich in Social Satire....in keeping with his enlightened policy of tackling new types of subjects on the screen, the noted movie-maker BIKASH ROY has come out with an exhilarating Comedy in RAJASAJA.... RAJASAJA has virtually become Uttam Kumar's picture."
: N. K. G. of Amrita Bazar Patrika.

"ছবিটির উপভোগ্যতার দিকে পরিচালক বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। চিত্রনাট্য [illegible] উপস্থাপনে এবং নাট্য কৌতূহল রচনায় তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।"
: আনন্দবাজার পত্রিকা

"The usually serious Bengali Cinema gets a face-lift with this bright new comedy, which presents Uttam Kumar in a role that will send his already high popularity stock soaring to the sky....The ending is a veritable gem of a lover's dream come true."
: HINDUSTHAN STANDARD.

"ছবিটিতে পরিচালক এমন একটি [illegible] এনে দিয়েছেন—যা [illegible] ও হাসির আমেজ নিয়ে দর্শক মানুষকে অনুসরণ করে চলেন—তেমনি ছবির চরম নাটকীয় মুহূর্তটিও মনকে আবিষ্ট করে রাখে"
: দেশ

"A Comedy like RAJASAJA doesn't always come on the Bengali screen."
: CINE ADVANCE.

"ছবিটি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। হাসিভরা পরিবেশ ও বৈচিত্র্যের দোলায় দোলা ছবির গতি এগিয়ে চলে। সর্বক্ষণ দর্শকরা হাসির আনন্দে মেতে থাকেন"
: স্বাধীনতা

"সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কাহিনী। কোন বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব বা তথ্যকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশে উপস্থিত করার প্রয়াস নেই। বরং বাস্তবতার পথে, পরিহাসের পরিবেশে যেটুকু বলা হয়েছে, তার অন্তরালে বিদ্রূপের যেটুকু নিহিত রয়েছে। রাজাসাজায় তাই বাস্তব-বিদ্রূপের অভিনব সমাবেশ"
: লোকসেবক

# রাজাসাজা

প্রত্যহ : ৩, ৬, ৯টায়

## রূপবাণী - অরুণা - ভারতী


# নাট্যাভিনয়

দক্ষিণ কলিকাতার [illegible] নাট্যসংস্থা [illegible] মনোজ মিত্রের [illegible] ও [illegible] [illegible] এই নাটক [illegible] নতুন [illegible] [illegible] এই নাটকের [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] নির্দেশনা দিয়েছেন, [illegible] এই [illegible] পরিকল্পনা ও মঞ্চসজ্জার ভার নিয়েছেন খালেদ চৌধুরী। [illegible] প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন দাস, [illegible], [illegible] এবং [illegible]। নতুনত্বের দাবি নিয়ে মনোজ মিত্রের এই নতুন নাটক 'রজনী-গন্ধা' আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে নটায় নিউ এম্পায়ারে প্রথম অভিনয় শুরু করবে।

আগামী ২৫শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে নটায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে বালিগঞ্জ থিয়েটার নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'গোত্রান্তর' পুনরভিনয় করছেন। ইতিমধ্যেই এই নাটকটি কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ও সংস্কৃতি সম্মেলনে দর্শকদের সপ্রশংস [illegible] হয়েছে। আধুনিক নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীভট্টাচার্যের 'নবান্ন' প্রভৃতি অন্যান্য নাটকের মত 'গোত্রান্তর'ও আঙ্গিক বর্তমান সমাজের সমস্যা সংকুল পটভূমিকায় ও অভিনয় উৎকর্ষে বিশিষ্ট এবং সমুজ্জ্বল।

# চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে [illegible] নতুন ছবির ম[illegible] একটি বাংলা ও দুটি হিন্দী।

এস বি প্রোডাকসন্সের নবতম চিত্রার্ঘ্য হল 'কুহক'। সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে অগ্রদূতের পরিচালনায় তোলা ছবি। উত্তমকুমার এর নায়ক। তাঁর সহ শিল্পীদের মধ্যে আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, [illegible] বসু, তুলসী চক্রবর্তী, [illegible] বসু, শ্রীমতী [illegible], শ্রীমতী [illegible] প্রভৃতি। হেমন্তকুমারের সুর ও গান ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।

[illegible]

• • •

[illegible]

[illegible] প্রধান নারী চরিত্রে রূমা দেবী নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, [illegible] প্রভৃতি।

• • •

সুবোধ ঘোষের '[illegible]' কাহিনী অবলম্বনে এস কে এম প্রোডাকসন-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য '[illegible]' তোলা হবে। পরিচালক পদে বৃত হয়েছেন সুবীর হাজরা (সত্যজিৎ রায়ের প্রাক্তন সহকারী)। চিত্রনাট্যও তিনিই রচনা করেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, নির্মলকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত ও [illegible] মিলে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। [illegible] নতুন শিল্পী [illegible] এই ছবিতে দেখবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এস বি প্রোডাকসন্সের 'কুহক' চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও তরুণ কুমার

## একটি সামাজিক সমস্যা

[illegible]

[illegible]

প্রেমের প্রতিজ্ঞা ভুলে অবৈধ সন্তান [illegible] তার অবিবাহিতা মাকে ত্যাগ করল নায়ক। স্নেহহীন সমাজে উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের এই অভিজাতকে কোলে করে বেশীদিন রাখতে পারে না তার দুঃখিনী মা। সমাজ তাকে মাতৃপদে অভিষিক্ত করেনি। তাই যে সন্তানের ওপর তার অধিকার নেই তাকে ফেলে গেল পথের ধারে, নির্জন দুপুরে। এক সহৃদয় সজ্জন তাকে তুলে আনে নিজের ঘরে। নিজের স্নেহে তিনি ছেলেটিকে বড় করে তোলেন। তারপর একদিন এই হারানো ছেলের জন্যে তার একমাত্র উৎকণ্ঠা [illegible] অদ্ভুত কেমনভাবে ধরা পড়ে ও [illegible] তার মায়ের কোল কীভাবে ফিরে পায়


শিশু রংমহল

(C.L.T.)

শিক্ষা-কেন্দ্র

২, [illegible] রোড, ফোন ৪৮—১২০০

নৃত্য বিভাগ:

মাত্র ২৫টি আসন আছে।

বয়স: ৬—১০ বৎসর

সঙ্গীত বিভাগ:

২০টি আসন আছে।

বয়স: ৮ থেকে ১৩ বৎসর

অবিলম্বে শিক্ষাকেন্দ্রে সন্ধ্যা ৬টার পর সাক্ষাৎ করুন।



[illegible]

দিশারী

সলিল সেনের জনসাধারণ নাটক

[illegible]

প্রবেশ নিষেধ

মিহির সেনের চলচ্চিত্রে রূপায়িত নাটক। দাম: ২.৫০

[illegible]

ক্যালকাটা পাবলিশার্স,

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২

তা-নিয়েই গড়ে উঠেছে কাহিনীর নাটী-পরিণতি।

পণ্ডিত মুখরাম শর্মার এই কাহিনীর মূল বক্তব্য হল : সমাজে অবৈধ সন্তান বলে কেউ নেই, রয়েছে অবৈধ পিতামাতা। কাহিনীর সমাজ-জিজ্ঞাসা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখে তাকে আবেগমধুর করে চলচ্চিত্রপটে পরিবেশন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন পরিচালক যশ চোপরা। পরিচালনায় ছোট-খাটো ত্রুটি ও অসংগতি—যেগুলি "বক্স অফিসের" স্বার্থে সংযোজিত বলে মনে হয়—ছবির সামগ্রিক আবেদনের বিচারে উপেক্ষণীয়।

নায়িকার চরিত্রে মালা সিংহ দরদ ও আবেগের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। নায়িকাকে সহধর্মিণীর মর্যাদা দেন যে উদারচিত্ত আইনজীবী তার ভূমিকায় অশোককুমারের অভিনয়ও মনোজ্ঞ। (ছবির পরিচয়লিপি ও প্রচার পুস্তিকায় তাঁর নাম না থাকা রহস্যজনক)। নায়করূপী রাজেন্দ্রকুমারের অভিনয় তাঁর নিজস্ব মুদ্রাদোষে দুষ্ট হলেও যথাযথ। অবৈধ সন্তানের আশ্রয়দাতা চরিত্রে মনোমোহন কৃষ্ণের অভিনয় খুবই চিত্তাকর্ষক। অন্যান্য চরিত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন নন্দা (নায়কের ধর্মপত্নী), নবাগত সুশীলকুমার (অবৈধ সন্তানের চরিত্রে) ও লীলা চিটনিস।

এন দত্তের সংগীত ও পরিচালনায় ছবির সার্থকতা সুস্পষ্ট। কলাকুশলীদের চিত্রগ্রহণ শিল্প ও আলোক গঠন উক্ত প্রশংসার দাবী রাখে।

হিন্দী পৌরাণিক চিত্র 'সতী বৈশালিনী'তে ললিতা পাওয়ার


এক রঙীন স্বপ্ন ...... টেকনিকলারে বাস্তব রূপ নিয়েছে......

ভি. শান্তারামের
নবরঙ
টেকনিকলার রঙীন
(বৃহত্তর পর্দায়)
ভূমিকায়
সন্ধ্যা
মহীপাল
সঙ্গীত সি. রামচন্দ্র
গীত ভরত ব্যাস

শুক্রবার ২২শে জানুয়ারী থেকে চলছে!

জ্যোতি (সম্পূর্ণরূপে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) - দর্পণা - প্রিয়া
গণেশ - চিত্রপুরী - বঙ্গবাসী - অশোক
ও অন্যান্য চিত্রগৃহসমূহে


# বিবিধ সংবাদ

বম্বের বিশিষ্ট চিত্র পরিবেশক সংস্থা ইউনাইটেড আর্টিস্টস (প্রাঃ) লিঃ-এর উদ্যোগে বি আর ফিল্মস-এর 'ধুল কা ফুল'-এর প্রযোজক বি আর চোপরা, পরিচালক যশ চোপরা, অভিনেতা মনোমোহন কৃষ্ণ ও এই চিত্র-প্রযোজনা সংস্থার অন্যান্য সভ্যদের গত রবিবার ১৭ই জানুয়ারী গ্রাণ্ড হোটেলে একটি প্রীতি-সম্মেলনে সংবর্ধনা জানানো হয়। 'ধুল কা ফুল'-এর মুক্তি উপলক্ষে এঁরা গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন। এই প্রীতি সম্মেলনে কলকাতার চিত্রজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও চিত্রসাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের প্রযোজনা-সংস্থার সৌজন্যে আলি আকবর খাঁর মনোমুগ্ধকর সরোদসংগীত পরিবেশিত হয়।

**পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্স**

পার্ক ইন্টিমেন ক্লাবের উদ্যোগে পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্সের পঞ্চম অধিবেশন আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ভীমসেন যোশী, সালামত আলি, নাজাকত আলি খান, সুনন্দা পট্টনায়ক,

বিলায়েৎ হোসেন, আলি আকবর খান, রবিশঙ্কর, মিত্রা নির্মলা, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইমরাৎ হোসেন, [illegible], [illegible] কুমারী, কানাই দত্ত প্রমুখ [illegible] শিল্পীবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়েছেন। তিন দিনের মধ্যে প্রথম দু দিন রাত্রি ও শেষ দিন সারা রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

## চিঠিপত্র—

### 'আম্রপালি' নামের অর্থ

মহাশয়,—কিছুদিন আগে প্রদর্শিত 'আম্র-পালি' ছবিটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। ঐ ছবিটিতে আম্রপালি একজন নর্তকীর নাম এইটেই দর্শকদের জানানো হয়েছে। [illegible] নর্তকীটির একটি [illegible] হইতে [illegible] পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই আম্রপালি নামকরণ হইয়াছে—ছবিটিতে এইরূপ দেখানো হইয়াছে।

কিন্তু [illegible]

এখন কথা হচ্ছে যে [illegible] ছবিতে দেখানো হয়েছে যে আম্রপালি একজন নর্তকীর নাম। [illegible] এবং ছবির কাহিনীর এই [illegible] ঠিক [illegible] হইবে। [illegible] কাম্য [illegible] হওয়া।

### 'শুভ-বিবাহ' ও 'দুটি বোন'

মহাশয়, [illegible] সম্প্রতি দেখলাম। [illegible] 'শুভ-বিবাহ' ছবিটি চলার পর কথাটি আর একবার [illegible]। 'শুভ-বিবাহ'র রেডিও টাইটেল ও পোস্টারে জানানো হয়েছে, ছবির পরিচালকদ্বয় শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র এর কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু এমন কোন স্বীকৃতি এর কোথাও নেই যে কাহিনীটি একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লেখকের একটি প্রকাশিত গল্পের ছায়া নিয়ে, অথবা অন্ততঃ সেই গল্প থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। স্বীকৃতিটুকু থাকলেই বোধ করি ভালো হত। গত আট সপ্তাহ ধরে কেউ কোন কথা বললেন না, অথবা কারও মনে এই প্রশ্ন উঠল না বলেই আমি প্রসঙ্গটি তুললাম।

আপনাদেরই এই 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৬৪ সনের [illegible] 'দুটি বোন' নামে [illegible] একটি গল্প দুই সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। [illegible] নায়িকার বিয়ের দিনের সকালটিতে। [illegible] নায়িকা বিবাহলগ্নের পূর্বক্ষণে হঠাৎ সবার অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়ে তার পূর্ব-প্রণয়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়; [illegible] প্রণয়ী এই চমকের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তার কাছে সে ওকে ফিরে যেতে বলে—সে-বাড়িতে ফেরার পথ [illegible] নিজেই বন্ধ করে এসেছে সেইখানে ঠিক [illegible] প্রস্তাব জানায়। পরবর্তী [illegible] সঙ্গে অবশ্য, 'শুভ-বিবাহ'র সঙ্গে সামান্যই এবং দুটি কাহিনীর মধ্যে [illegible] ছিল। কিন্তু তবু, [illegible]

★ ২৩শে জানুয়ারী থেকে

উত্তরা - পূরবী - উজ্জ্বলা - পদ্মশ্রী

[illegible] • যোগমায়া • পারিজাত ... ও আরো ৭টি সিনেমায়!

নারায়ণ পিকচার্স রিলিজ।

গল্পের প্রথমাংশের গঠন, পাত্র-পাত্রীর আচরণ, সংলাপ এবং একাধিক সিচুয়েশনের সঙ্গে 'শুভ-বিবাহ'র যে আশ্চর্য মিলটুকু দেখা যায় তা ঠিক সামান্য বা উপেক্ষা করবার মত নয়। এ-বিষয়ে আপনাদের ও অন্য পাঠকদের মতামত জানতে ইচ্ছা হয়। ইতি কাকলী বসু, কলিকাতা—২৯।

**অথ বংশ প্রসঙ্গ**

( ১ )

মহাশয়,—গত ১০ই পৌষ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসুধময় ঘোষ 'শুভ-বিবাহ' চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঐ চিত্র প্রতি-

অনামী কথাচিত্রের 'অধর ম্যাটিনি'র প্রধান স্ত্রী চরিত্রে নবাগতা সুজাতা সরখেল।

ও বাজনা ব্যবহারের সার্থকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অপর একজন পরিচালকের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করেছেন।

আমার এ সম্বন্ধে শুধু একটিমাত্র জিজ্ঞাসাই আছে। সেটি হচ্ছে এই যে একজন পরিচালকের প্রশংসা করতে গিয়ে আর একজনকে ছোট না করে কি সুধময়বাবু তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে পারতেন না? তবুও তিনি যে ... [illegible]

... [illegible] ইতি—... [illegible], হাওড়া।

( ২ )

মহাশয়,—১৮ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় ... [illegible] ... 'শুভ-বিবাহ' ... [illegible] ... করা হয়েছে। ... [illegible]

আমার মতে ঐ ... [illegible] আবার আসছেন।

সন্ধ্যা তার মনের মানুষকে পেলো না। তাকে ঘিরে ছিল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। সেই ... [illegible] না। ... [illegible] ... কেবল ... [illegible] ... নিয়ে ঘর বাঁধবে স্বপ্নাহত সন্ধ্যা?

আশায় 'নীল' অম্বরের স্বপ্নের আঘাতে দু টুকরো হয়ে গেল তখনি যখন সে চুয়া চন্দনে বিয়ের কনে সেজে নীরেনের গলায় মালা পরাতে পারলো না। নীরবে চোখের জল মুছে অন্য লোকের বধূটি সাজলো সন্ধ্যা।

কল্পনার রঙ অনেক। বাস্তবতার রঙও কম না। নীল আকাশের নীচে ... [illegible] ... বলতে পারি না। ইতি—সুশান্ত দত্ত, বিনয়নগর, নিউ দিল্লি।

( ৩ )

মহাশয়,—১৭ই পৌষের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীমতী কাকলী বিশ্বাসের ... [illegible] ...

চলচ্চিত্র ... [illegible] শ্রীমতী কাকলী ... [illegible] ... ইতি—... [illegible]

• • •

... [illegible]


রঙমহল

প্রতি ... শনিবার ... ৬৷৷টায়

রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬৷৷টায়

ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্যঘন নাটক

এক পেয়ালা কফি

পরিচালনা: তরুণ রায়

শ্রেঃ তরুণ, রবীন, হরিধন, সত্য, অভয়, অজিত, বিশ্বজিৎ, শিশু, সমর, দীপান্বিতা, কবিতা, কেতকী।

এক মুঠো আকাশ

বিশ্বরূপা

... [illegible]

মহাশ্বেতা বিধায়ক ভট্টাচার্যের

সেতু

... নরেশ মিত্র ... তাপস সেন

শ্রেঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

... [illegible]

এলিট

... [illegible]

মহাকবি শেক্সপিয়র ফোরাম

... [illegible]

( সর্বজন প্রদর্শন অনুমোদিত )

মাদ্রাজের কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৫৫ রানে ভারতকে পরাজিত করে। দিল্লির প্রথম টেস্ট খেলাতেও অস্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংস ও ১২৭ রানে বিজয়ী হয়েছিল। কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত জয়লাভ করেছিল। বোম্বাইয়ে তৃতীয় টেস্ট খেলার [illegible]

[illegible]

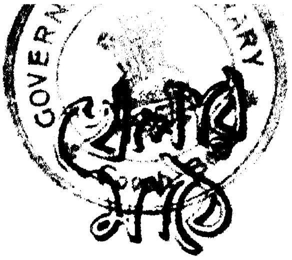

একলব্য

[illegible]

[illegible]

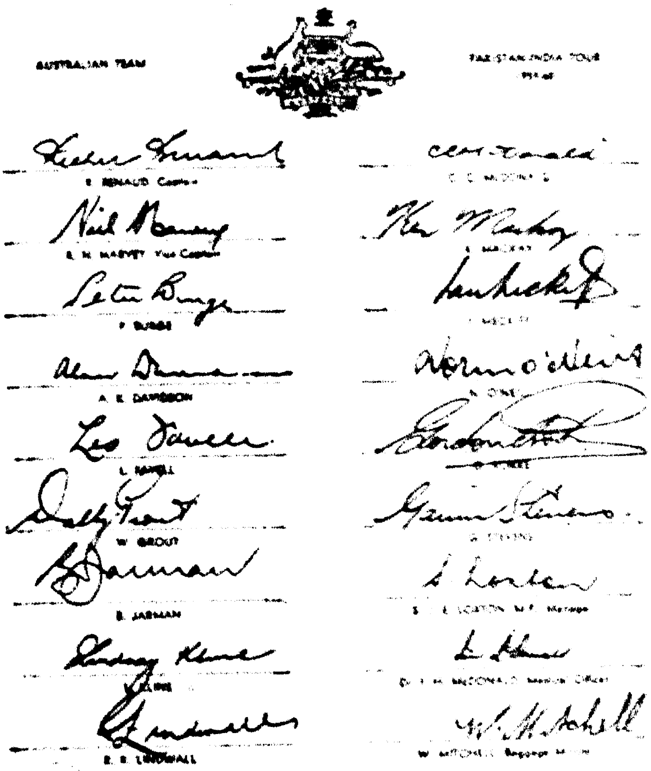
Australian Board of Control for International Cricket

AUSTRALIAN TEAM

R. BENAUD Captain

R. N. HARVEY Vice-Captain

P. BURGE

A. K. DAVIDSON

L. FAVELL

W. GROUT

B. JARMAN

R. R. LINDWALL

Baggage Master

অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের হস্তলিপির আলোকচিত্র

ম্যাকাই তার জায়গায় মৌরসী পাট্টা করে বসলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি করলেন ৮৯—টেস্টে তার জীবনের সবচেয়ে বড় রান। দেশাই ও নাদকার্নীর প্রশংসনীয় বোলিং সত্ত্বেও ৩৪২ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হল। এর পর ৫০ মিনিট ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ভারতের খেলোয়াড়রা করলেন ১ উইকেটে ৪৬ রান। ভারতের ইনিংসের সূচনায় এক অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা গেল। ডেভিডসনের প্রথম বলেই পঙ্কজ রায়ের হাত থেকে ব্যাট খসে গেল—সত্যিই অমঙ্গলের চিহ্ন। তার প্রমাণও পাওয়া গেল যখন ১ রান করেই পঙ্কজ আউট হয়ে গেলেন। কুন্দরন কিন্তু এইদিন চমৎকার খেললেন। যদিও তার প্রথম দিকের খেলা ছিল বেশ কিছুটা দুঃসাহসে ভরা। হয়তো আউটও হয়ে যেতে পারতেন কিন্তু পরের দিকে তার স্ট্রোক মার শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলকেই আনন্দ দিয়েছে।

তৃতীয় দিনের আমাদের খেলার কাহিনী খুবই মর্মান্তিক। সন্তোষজনক সূচনার যে কি নৈরাশ্যজনক পরিণতি হতে পারে এইদিনের খেলা তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। ৯৭ রানের মাথায় যে ইনিংসে দ্বিতীয় উইকেট পড়ল—বাকী ৮টি উইকেটে মাত্র ৫২ রান যোগ হয়ে সেই ইনিংসই শেষ হয়ে গেল ১৪৯ রানে। যাকে বলে ভারতীয় ব্যাটিং বিপর্যয়। উইকেট খারাপ ছিল সন্দেহ নেই। ডেভিডসন ও বেনোর বোলিংয়ের ধারও ছিল অপ্রত্যাশিত, তবু আমাদের খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগই হয় নইলে বলে খোঁচা মেরে না হয় বিপজ্জনকভাবে অযথা মারতে গিয়ে উইকেট খুইয়েছেন। কেউ ভেবে দেখেননি কি অবস্থার মধ্যে তারা ব্যাট করছেন, তাদের পেছনে দাঁড়াবার জন্যই বা কে আছেন? কেউই 'ফলো-অন' বাঁচাবার মত দৃঢ়তা দেখাতে পারলেন না। ফলো-অনের পরও দেখা গেল বিপর্যয়। স্কোর বোর্ডে ১১ রান উঠতেই পঙ্কজ রায় ও জেসী প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। দিনের শেষে হল ২ উইকেটে ২৬ রান।

পরের দিন বিরতি। সবার মুখে মুখে একই কথা, পরাজয়ের হাত এড়াতে পারবে কি ভারতীয় দল। 'কিন্তু হায়' এ অবস্থা থেকে পরাজয় এড়ানো প্রায় দিনের অসাধ্য, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিন কন্ট্রাক্টর ও কুন্দরন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ব্যাট করতে থাকলেন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তারা যতক্ষণ উইকেটে টিকে ছিলেন তখন অস্ট্রেলিয়ার 'বিজয় লাভ' দূরে সরিয়ে দেবারও আশা ছিল। কিন্তু তারা আউট হতে আবার নিরাশ হয়ে গেল। ঘণ্টার একটু পরেই ১৩৮ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। ভারত হার স্বীকার করল এক ইনিংস ও ৫৫ রানে। একদিন আগেই খেলার উপর যবনিকা পড়ল।

এই খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বোলার এলান ডেভিডসনের টেস্ট খেলার শত উইকেট পূর্ণ হয়েছে আর আমাদের ব্যাটসম্যান কন্ট্রাক্টরের পূর্ণ হয়েছে টেস্টের হাজার রান।

দুটি পরের ঘটনার পর ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা দেখার জন্য সাধারণের মধ্যে অপরিসীম আগ্রহের সঞ্চার হয়। বোম্বাইতেও টিকিটের হাহাকার পড়ে যায়। মাদ্রাজেও অভাবনীয় সাড়া লক্ষ্য হয়। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন মাঠের আকৃতি বিকৃত হওয়ায় মাদ্রাজে খেলার সময় প্রথম দিন দু'বার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন একবার করে বল বদল করতে হয়েছে। বিলেতের ছাপ মারা বলের এ দুর্দশা কেন? আরও একটি কথা খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ফটো তোলার জন্য এবং সাইট স্ক্রিন সরানোর প্রয়োজন হওয়ায় প্রথম দিন অন্তত ২৫ মিনিটের মত সময় নষ্ট হয়েছে। আন্তর্জাতিক খেলার অনুষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা নিন্দনীয়। টেস্ট খেলার প্রতি মুহূর্তের মূল্য আছে। আশা করব পঞ্চম টেস্টের প্রাক্কালে কলকাতার যেন এমন কোন ঘটনা না ঘটে।

চতুর্থ টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোরবোর্ড:—

**অস্ট্রেলিয়া**—প্রথম ইনিংস ৩৪২ রান (লেস ফেভেল ১০১, কেন ম্যাকাই ৮৯, নরম্যান ও'নীল ৪০, পিটার বার্জ ৩৫, রিচি বেনো ২৫; আর দেশাই ৯৩ রানে ৪ উইকেট, বাপু নাদকার্নী ৭৫ রানে ৩ উইকেট, এলান ডেভিডসন ৩৫ রানে ২ উইকেট)।

**ভারত**—প্রথম ইনিংস ১৪৯ রান (বি কে কুন্দরন ৭১, আর বি দেশাই ২১; রিচি বেনো ৭৫ রানে ৫ উইকেট, এলান ডেভিডসন ২৬ রানে ৩ উইকেট)।

**ভারত**—দ্বিতীয় ইনিংস ১৩৮ রান (নরী কন্ট্রাক্টর ৫১, বি কে কুন্দরন ৩৩, জি এস রামচাঁদ ২২; রিচি বেনো ৪৩ রানে ৩ উইকেট, এলান ডেভিডসন ৩৩ রানে ২ উইকেট, ইয়ান মেকিফ ৩০ রানে ২ উইকেট)।

(অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৫৫ রানে বিজয়ী।)

• • • •

ভারতে যে সময় টেস্ট ক্রিকেট খেলা নিয়ে মেতেছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজে ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট খেলার গুরুত্বও আমাদের কাছে কম নয়। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংলণ্ড। বিগত অ্যাসেজ-অস্ট্রেলিয়ান টেস্টে অস্ট্রেলিয়া তাদের শক্তির পরিচয় প্রমাণ দিয়ে 'রাবার' লাভ করায় বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াকেই সবাই ক্রিকেটের এক নম্বর দেশ বলে ধরে নিয়েছে। তারপর কে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী, ইংলণ্ড না ওয়েস্ট ইন্ডিজ—এ নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। এবারেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তারপরেই আরম্ভ হবে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা। এ সবই ক্রিকেট মাঠে রাজ-সিংহের লড়াই।

সম্প্রতি ব্রিজটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংলণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ছয়দিনব্যাপী এই টেস্টে দুই দলই প্রচুর রান করেছে। দুই দলই দেখিয়ে দিয়েছে, কিভাবে টেস্ট খেলতে হয়। কথাটা বেশী করে খাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে।

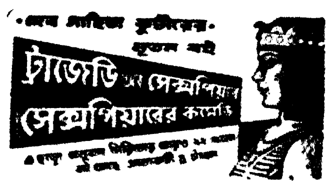


'আটচল্লিশ বছর ধরে অভিনয় করছি, ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল। কতো যুগকে দেখে এসেছি, আমার থিয়েটারের দরজা খোলা থেকেছে। কত নদী বয়েছে, শুকিয়ে গেছে। কত লোক এসেছে, কত লোক গেছে। আমি অভিনয় করে গেছি। একবার শুধু বাইরে গেছি। নিউইয়র্কে গিয়ে ছ মাস ছিলাম। অভিনয় করলাম।"

সেই ছ মাসের প্রতিটি দিনের কথা ডায়েরীর পাতায় লিখে রেখেছিলেন তাঁর সংগী নট ও নাট্যকার **যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।**

সেই লেখাই—

# আমেরিকায় শিশিরকুমার

যোজনগন্ধা ও মার্কিনী মারা নামে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক
দাম: পাঁচ টাকা

**বুক অ্যান্ড বুক,**
৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
অথবা যে কোন বড় বইয়ের দোকান

ইংলেণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৪৮২ রানের বিরুদ্ধে তারা যেমন অনমনীয় দৃঢ়তার সাথে ব্যাটিং করেছে, দু' টেস্ট খেলোয়াড় সেরই চরিত্রের দৃষ্টান্ত।

টিকে' থিতে আড়াই দিন ধরে ইংলণ্ড করেছে ৪৮১ রান। প্রথম দিন পাঁচটার, ব্যারিংটন ও [illegible] ১৮৮, দ্বিতীয় দিন ৭ উইকেটে ৪০০। তৃতীয় দিন [illegible] ৬৮২ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়ে গেল। এর পর [illegible] ১২৪ রান [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের [illegible] উইকেট পড়ে গেল। [illegible] ও কানহাই ব্যাট [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] বইল ১ রান।

তখনও [illegible] বাকী। তাই [illegible] খেলায় [illegible] এদিনও ইংলেণ্ডের [illegible] কোন উইকেট [illegible] না। [illegible] ২১৬ ও [illegible] ১৭৭ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মোট রান ৩—৫৮৬। এদিন [illegible] করেননি। [illegible] বাউণ্ডারীর পর বাউণ্ডারী মেরেছেন। ওদের বাউণ্ডারী

[illegible] সুযোগ থেকেও [illegible] নিরাশ হননি।

খেলার আর একদিন বাকী। কি [illegible] আর খেলার? তাই ছয় দিন [illegible] [illegible] চতুর্থ উইকেটে ৪০০ রান [illegible] এক রান বাকী। [illegible] টেস্ট [illegible] ব্যাট হাতে [illegible] ব্যাটিংয়ের পর ২২টি [illegible] ২১৬ রান করে। ১১ ঘণ্টা ২২ মিনিটে ১৯৭ রান করে ওরেল হইলেন নট আউট। [illegible] কিন্তু ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে একটু [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৮ উইকেটে ৫৬৩ রান [illegible]

[illegible]

[illegible] ৩৬৩ রান [illegible] ইংলণ্ড- ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট খেলায় [illegible] [illegible] কোন উই- কেট না পড়ার [illegible] টেস্ট ক্রিকেটে এক নতুন রেকর্ড।

ওরেল সম্বন্ধে একটি কথা না বললে এ টেস্টের [illegible] থেকে যাবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে পর ১৩টি টেস্টে ওরেল [illegible] করেননি। ইংলণ্ড [illegible] নিয়েই তিনি [illegible] ছিলেন। ১৯৫৭ সালে ওভাল মাঠে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি শেষ টেস্ট খেলেছেন। তাই এবার খেলার আগে তিনি [illegible] টেস্ট

খেলার জন্য তাঁর [illegible] নেই। কিন্তু মাঠে নেমে তিনি যে খেলা [illegible] তার তুলনা একমাত্র ওরেলই [illegible]। এই সেই ওরেল বিশ্ব ক্রিকেট [illegible] তার প্রথম [illegible]।

ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর:—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৪৮২ রান (টেড ডেক্সটার নট আউট ১৩৬, কেন ব্যারিংটন ১২৮, [illegible] ৬৫, [illegible] ৪৩, [illegible] ৩২, [illegible] ৩০; [illegible] ১০৩ রানে ৩ উইকেট। ওয়াটসন ১২১ রানে ৩ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৫৬৩ রান ([illegible] ২২৬, ফ্রাঙ্ক ওরেল নট আউট ১৯৭, [illegible] ৪২, [illegible] ৪০; [illegible] ১০ রানে ৪ উইকেট, [illegible] ৮৩ রানে ২ উইকেট।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—কোন উইকেট না হারিয়ে ৭১ ([illegible] নট আউট ৪৬।

[ খেলা অমীমাংসিত ]

[illegible] উপন্যাস

অবরোহণ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]

সব জায়গায় পাওয়া যায়

(সি ১১৭০)

২৫শে জানুয়ারী থেকে

নতুন [illegible]

বেরুচ্ছে

চিত্রজগৎ

সিনেমা পাক্ষিক পত্র

তৃতীয় সংখ্যা ২০ নয়া পয়সা

[illegible]

ভারতের সবার [illegible] ও

সাংস্কৃতিক [illegible]

কার্যালয়:

১০ [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-১

(সি ১১৩২)

# সংক্ষিপ্ত সংবাদ

## দেশী সংবাদ

১১ই জানুয়ারী—অদ্য কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত প্রবাসী চীনা সমিতির সভাপতি শ্রী ওয়াই কে চুং কম্যুনিস্ট চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন এবং চীন-ভারত সীমানা বিরোধের ব্যাপারে তাঁহারা ভারতের জনসাধারণ ও ভারত সরকারের সহিত হাত মিলাইয়া চলিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজিগমে দোর্জি সমগ্র দুয়ার্স এলাকাকে ভুটানের অংশ বলিয়া দাবি করিয়া সম্প্রতি চামুর্চি অঞ্চলে এক বক্তৃতা দেওয়ার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে, ভুটান পুলিস কর্তৃক ভারতীয় এলাকা হইতে এক চা-শ্রমিক অপহরণে ততোধিক আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—মাত্র দেড় বৎসর অতীত হইল পানিহাটি পৌর প্রতিষ্ঠানের বাহিক দশা ঘুচিয়াছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই যেসব কারণে ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে ইতিপূর্বে দুই বৎসরের জন্য সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনা হইয়াছিল তাহার কোন কোনটি উহাতে আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।

১৩ই জানুয়ারী—উর্ধতন মহলের খবরে প্রকাশ, সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে ভারত ও চীনের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে মীমাংসার সম্ভাবনা বিশেষ কিছুই নাই। উভয় দেশের মধ্যে অচলাবস্থা আরও দীর্ঘকাল থাকিবে বলিয়া মনে হয়। ভারতের নীতি ও কর্মপদ্ধতি এই পটভূমিকায় আপন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে।

[illegible] কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শ্রী[illegible] সিং (কংগ্রেস) তাঁহার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রী টি কাজিকে (স্বতন্ত্র) ৫৮৮৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া আসাম বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

কংগ্রেস পরিচালক সমিতির তথা ওয়ার্কিং কমিটির আসন্ন প্রত্যাসন্ন বৈঠকে ভারতের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্ন এবং মন্ত্রিগণের তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এম এল এ ও এম পি-দেরও ঐরূপ বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে।

১৪ই জানুয়ারী—অদ্য মকর সংক্রান্তির উপলক্ষে সাগর দ্বীপে গঙ্গা যে স্থানে সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে সেখানে ভারতের সকল অঞ্চল হইতে আগত দুই লক্ষাধিক পুণ্যার্থী মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে যথানিয়ম স্নান সম্পন্ন করেন।

চাউল, ডাল, সরিষা, চিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য লইয়া কলিকাতার ব্যবসায়ী মহল আপৎকালীন পর্বে হইতেই অবাধ ফাটকাবাজী খেলার ফলে প্রত্যহই মূল্যমান বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া খুচরা ব্যবসায়িগণের অভিযোগে প্রকাশ।

আজ রাত্রিতে এলাহাবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "বিশৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতামূলক কার্যের জন্য" এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

১৫ই জানুয়ারী—সীমান্তে চীনাদের আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সামরিক জোট গঠনের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে আজ সাংবাদিকসভায় শ্রীনেহরু দৃঢ়তার সহিত সেই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটি গঠনার্থ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের জন্য যে প্রস্তাব করা হয়, কংগ্রেসের পাঁচজন সদস্য-বিশিষ্ট পুনর্গঠন কমিটি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১৬ই জানুয়ারী—আজ বাঙ্গালোরে, সদাশিব-নগরে পূর্বনির্ধারিত সময় ঠিক তিন ঘটিকায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৫তম প্রকাশ্য অধিবেশনের সূচনা হয়।

কংগ্রেস হাইকমান্ড ভারতের সকল মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, সদস্য এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির সদস্যগণকে নিজ হইতে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাদের স্ব স্ব সম্পত্তির তালিকা জানাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

১৭ই জানুয়ারী—অদ্য রাত্রি সোয়া সাতটার সময় নির্ধারিত সময়সূচীর একদিন পূর্বেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চষষ্টিতম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

অদ্য কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে অবিলম্বে উন্নয়নের কার্যসূচী কার্যকর করার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শ্রীমতী সুশীলা নায়ার যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা অগ্রাহ্য হয়।

[illegible] ৮টি পদের জন্য ৭৫০ জন প্রার্থী আজ পরীক্ষা দান করে। প্রার্থীদের শিক্ষাগতমান ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নির্দিষ্ট বলিয়া জানা যায়।

## বিদেশী

১১ই জানুয়ারী—উত্তর চীনের সংবাদপত্র-সমূহে আজ এইরূপ আভাস দেন যে, মাও সে তুংয়ের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইয়াছে। চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছেন তাঁহারাই কয়েকজন কমরেড।

তেহরানে পরীক্ষার কঠোর নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে আজ ছাত্ররা প্রতিবাদ জানাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্র ও পুলিসের সংঘর্ষের ফলে একজন ছাত্র নিহত হইয়াছে এবং কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণ আজ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি প্রয়োজন মনে করিলে এই সকল রাজনৈতিক দল ভাঙিয়া দিতে পারিবেন।

কেনিয়ার গভর্নর স্যার প্যাট্রিক রেনিসন আজ দেশের সাত বৎসর স্থায়ী আপৎকালীন অবস্থার অবসানের সংবাদ ঘোষণা করেন।

১৩ই জানুয়ারী—আমেরিকান দূত শ্রীলিওলিন টমসন আজ ক্রেমলিনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একখানা পত্র অর্পণ করেন। অনুমান করা হইতেছে, এই পত্র প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের [illegible] দেশের দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন [illegible] জানাইয়াছেন।

১৪ই জানুয়ারী—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ [illegible] সুপ্রীম সোভিয়েটে [illegible]

[illegible]

১৫ই জানুয়ারী—[illegible]

১৬ই জানুয়ারী—[illegible] এই [illegible]

[illegible]

১৭ই জানুয়ারী—অদ্য [illegible] কঙ্গোর কাসাই প্রদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। উপজাতিসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ প্রশমনের উদ্দেশ্যেই ব্যাপক ক্ষমতার প্রয়োজন দেখা দেয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৬০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

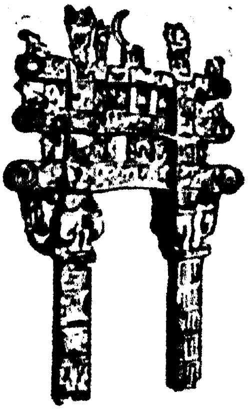

সাঁচী তোরণ

# যুগে যুগে যাত্রা

সারনাথ, কোণারক, অজন্তা, ইলোরাতে প্রাচীন ভারতের
গৌরবময় যুগের যে প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়
তা, নতুন করে আবিষ্কার করুন।
আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর ও অন্যান্য বহু
জায়গায় দেখুন মধ্যযুগের মহান দীপ্তি..................

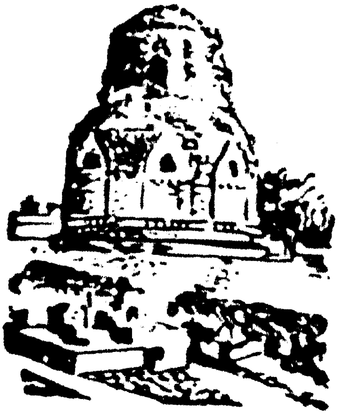

ধামেক স্তূপ

আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী,
ভারতের যে দিকে চোখ ফেরানো যায়
সবখানেই ছড়িয়ে আছে অনুপম বিস্ময়।

**পর্যটক বিভাগ**
ভারত সরকার

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ভারত
সরকারের পর্যটক অফিস আছে

বোম্বাই • কলিকাতা • দিল্লী
মাদ্রাজ • আগ্রা • ঔরঙ্গাবাদ
ব্যাঙ্গালোর • ভূপাল • কোচিন
দার্জিলিং • জয়পুর • বারাণসী

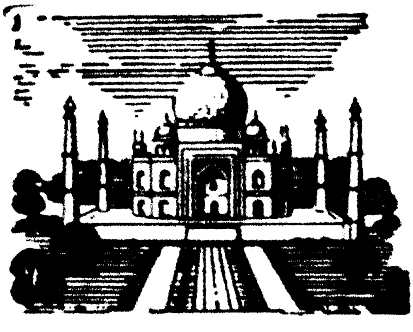

তাজমহল, আগ্রা

DA 59|434

REG. NO. G. 2109

বর্ষ ] শনিবার, ১৬ মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 30th January, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১

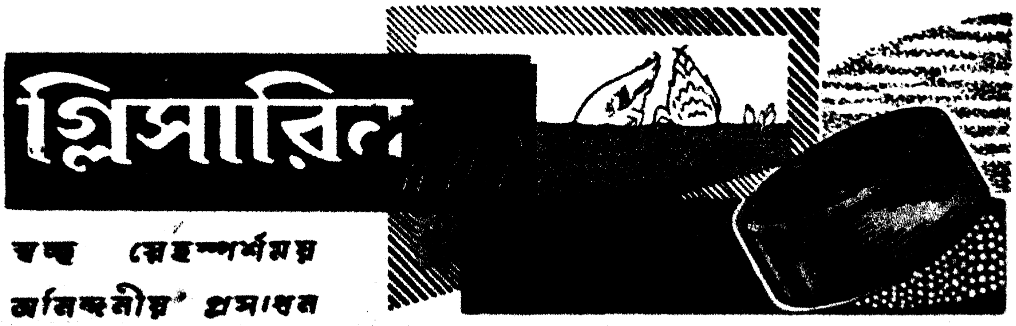

# এক

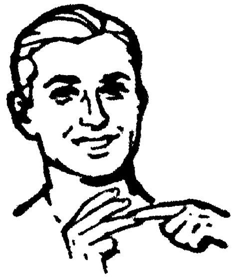

# দুই

# তিন...

আপনি ষাট পর্যন্ত গুণতে গুণতে অর্থাৎ ধরুন এক মিনিটের মধ্যে সারা ভারতে অন্তত ৫,০০০ লোক সিজার্স সিগারেট ধরিয়েছেন।

দশ মিনিট যেতে যেতে সিজার্সের ধূমপান করছেন প্রায় ৫০,০০০ লোক।

'৪৭ বছর ধরে সিজার্স এত লোকের প্রিয় সিগারেট কেন? কারণ সিগারেটটা সত্যিই ভালো।

উইল্‌স-এর

# সিজার্স

সিগারেটটা ভালো – সেটাই আসল কথা

১০টির দাম ৩০ নয়া পয়সা

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**উত্তরায়ণ** (২য় সংস্করণ) ৫॥

কবি ৪, কৈশোরস্মৃতি ৬, অভিযান ৫, ইমারত ৩,
[illegible] ২৸০ প্রতিধ্বনি ৩, প্রিয় গল্প ৫, কবি (নাটক) ২,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**দেবযান** (নূতন সং) ৫, **গল্পপঞ্চাশৎ** ৮॥

শ্রেষ্ঠগল্প ৫, মেঘমল্লার ৩৸০ আরণ্যক ৪৸০
মুখোশ ও মুখশ্রী ৩৸০ কুশলপাহাড়ী ৪৸০ যাত্রাবদল ২৸০

প্রবোধকুমার সান্যালের

**বেনোয়ারী** (২য় সং) ৬॥ **মহাপ্রস্থানের পথে** ৪॥

তুচ্ছ ৩৸০ উত্তরকাল ৪, আঁকাবাঁকা ৫, [illegible] ৩,
মধুচাঁদের মাস ২৸০ শ্রেষ্ঠগল্প ৫, জলকল্লোল ৫,

প্রমথনাথ বিশীর

**কেরী সাহেবের মুন্সী** (২য় মুদ্রণ) ৮॥

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৪, মাইকেল মধুসূদন ৬,
নিকৃষ্ট গল্প ৫, নিকৃষ্টতর গল্প ৩৸০ ভূতপূর্ব স্বামী ২,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

**বহ্নিবন্যা** (২য় মুদ্রণ) ৮॥ **শ্রেষ্ঠগল্প** ৫,

প্রেরণা ২৸০ [illegible] ২, [illegible] ৩, ভাড়াটে বাড়ী ৩,
[illegible] ২৸০ বিধিলিপি ২, [illegible] ২৸০

মহাত্মা গান্ধীর দুখানি অমূল্য গ্রন্থ

**ছাত্রদের প্রতি** ৪॥ **আমার ধ্যানের ভারত** ৩,

[illegible] চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস

**[illegible]র পর**

[illegible]

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের

**মিলনান্তক**

সাড়ে চার টাকা

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**পরিশোধ**

সাড়ে চার টাকা

নিরুপমা দেবীর
সামাজিক উপন্যাস

**অনুকর্ষ**

চার টাকা

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা — ১২

মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হইল—

# কথাসাহিত্য

বাংলার একমাত্র নির্ভেজাল সাহিত্যপত্রিকা

—এই সংখ্যার লেখকবৃন্দ—

তৃতীয় [illegible] —এই সংখ্যার সম্পাদক : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
গল্প : [illegible], নিরুপম মিত্র
উপন্যাস : আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রম্যরচনা : বনবিহারী মুখোপাধ্যায় পত্র সাহিত্য : সৈয়দ মুজতবা আলি
প্রবন্ধ : ডঃ বিমানবিহারী ভট্টাচার্য, [illegible], ডাঃ [illegible] সেন
কবিতা : প্রমথনাথ বিশী, [illegible], [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] মিত্র, [illegible] চৌধুরী, [illegible]
নিয়মিত বিভাগ : পথে ও পথের প্রান্তে, সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা

আগামী ফাল্গুন সংখ্যা খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাগণের রচনায়
সমৃদ্ধ হইয়া দোল সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে।

কার্যালয় : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

GOVERNMENT LIBR

এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

## অবরোহণ ঃ

কল্যাণ গুপ্ত,

মূল্য ২৲ টাকা

এই বহুরূপী মানুষটির চরিত্র কল্যাণ গুপ্ত বলিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মীভাবে অঙ্কিত করেছেন। [illegible] জীবনের ট্র্যাজেডি এ-যুগেরই এক ট্র্যাজেডি, তার অপমান ও ব্যর্থতায় মনুষ্যত্বের নিদারুণ লাঞ্ছনা, এ-ও আঁকতে পেরেছেন লেখক। এইখানেই এই বইটি উপন্যাস হিসাবে সার্থক।

। আনন্দবাজার পত্রিকা।

॥ সব ভাল দোকানেই পাবেন ॥

প্রকাশক : **কথা সাহিত্য মন্দির,** কলিকাতা ৯

(সি ২১৫৫)

---

শিল্প · সাহিত্য · চিত্রপ্রতিভার
অভিনব ও প্রগতিশীল মাসিক

## রেখা ও লেখা

একাধিক নতুন লেখক/লেখিকাদের
লেখা যত্নের সহিত বিবেচিত হয়

---

# অবধূতের

সর্বাধুনিক অনন্যসাধারণ উপন্যাস

# দেবারিগণ

গ্রন্থ-প্রকাশিকা

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

## কান্নার রং

( নতুন কাব্যগ্রন্থ )

মহুয়া প্রণীত

"মহুয়া তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই সাম্প্রতিক কবিতার আসরে সুনিশ্চিত প্রবেশপত্র লাভ করবেন।...কবির নাম মহুয়া, গ্রন্থের নাম কান্নার রং। গ্রন্থটি কবিচিত্ত ও কবিতার, ছন্দনাম সত্ত্বেও, এই মায়ালতা ও বেদনা—সুরের সমন্বয় আছে বলে কোনটিই মনোবিলাসী না হয়ে একটি সুষ্ঠু শিল্পরূপে সমন্বিত হয়েছে।"

—দেশ

প্রাপ্তিস্থান—

**দাশগুপ্ত সিগনেট ইত্যাদি পুস্তকালয়**

(সি ২১৫৭)

—নামকরা বই—

॥ প্রফুল্ল রায় ॥

## নোনা জল মিঠে মাটি ৮·৫০

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥
**কাজল গাঁয়ের কাহিনী** ৪·৫০

॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥
**নীলকণ্ঠী** ৫৲

॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥
**স্বপ্নমঞ্জরী** ৩৲

॥ নরেন্দ্র মিত্র ॥
**উত্তরণ** ২·৫০

॥ সুধাংশুকুমার গুপ্ত ॥
**দিব্যদৃষ্টি** ২·৫০

॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
**স্বাধীনতার স্বাদ** ৭৲

॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥
**ঝড়ো হাওয়া** ২·৫০

॥ বনফুল ॥
**পিতামহ** ৬৲

॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥
**কাক-জ্যোৎস্না** ৩৲

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥
**নবীন যুবক** ২·৫০

॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
**দুর্গরহস্য** ৩·৫০ **চুয়াচন্দন** ৩৲ **কাঁচামিঠে** ৩৲
**কালের মন্দিরা** ৩·৫০ **গৌড়মল্লার** ৪৲ **আদিম রিপু** ৩৲

॥ পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য ॥
**শ্রেষ্ঠ গল্প** ৪৲
**দেহ ও দেহাতীত** ৪৲
**কারটুন** ২·৫০

॥ অনুরূপা দেবী ॥
**গরীবের মেয়ে** ৪·৫০
**রামগড়** ৪·৫০
**পথের সাথী** ৩৲

---

**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স**
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সর্বোদয়— | ... ... ... ... | ১৬৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... | ১৭০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... | ১৭১ |
| রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভ— | শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায় ... | ১৭৩ |
| দ্বিতীয় মত— | রঞ্জন ... ... | ১৭৬ |
| এক পাটি জুতো— | শ্রীদীপক চৌধুরী ... ... | ১৭৭ |
| রক্তবর্ণাল— | রূপদর্শী ... ... | ১৮১ |
| জাগরণ (কবিতা)— | শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত ... | ১৮৭ |



স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

৭ই পৌষের বই

প্রবোধকুমার সান্যালের
নূতন উপন্যাস
ইস্পাতের কলম ৩·৫০

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের
লাবণ্যের এনাটমি ৩,

হিমানীশ গোস্বামীর
লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৬,

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের
উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩,

৭ই অগ্রহায়ণের বই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মাঝির ছেলে** (নূতন উপন্যাস) ২·৫০
দীপক চৌধুরীর **নীলে সোনায় বর্ণাঢ** (নূতন উপন্যাস) ৩·৫০
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর** ৫·৫০

---

**তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল**
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
**কলকাতার কাছেই** ৫·৫০
১৯৫৯ সালের সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

---

**আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমতের কতকাংশ:**

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **ঘর-বাহির রামেন্দ্রসুন্দর** ৫·৫০ [illegible]

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**
গ্রাম: কালচার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১

(পি ২২০২)

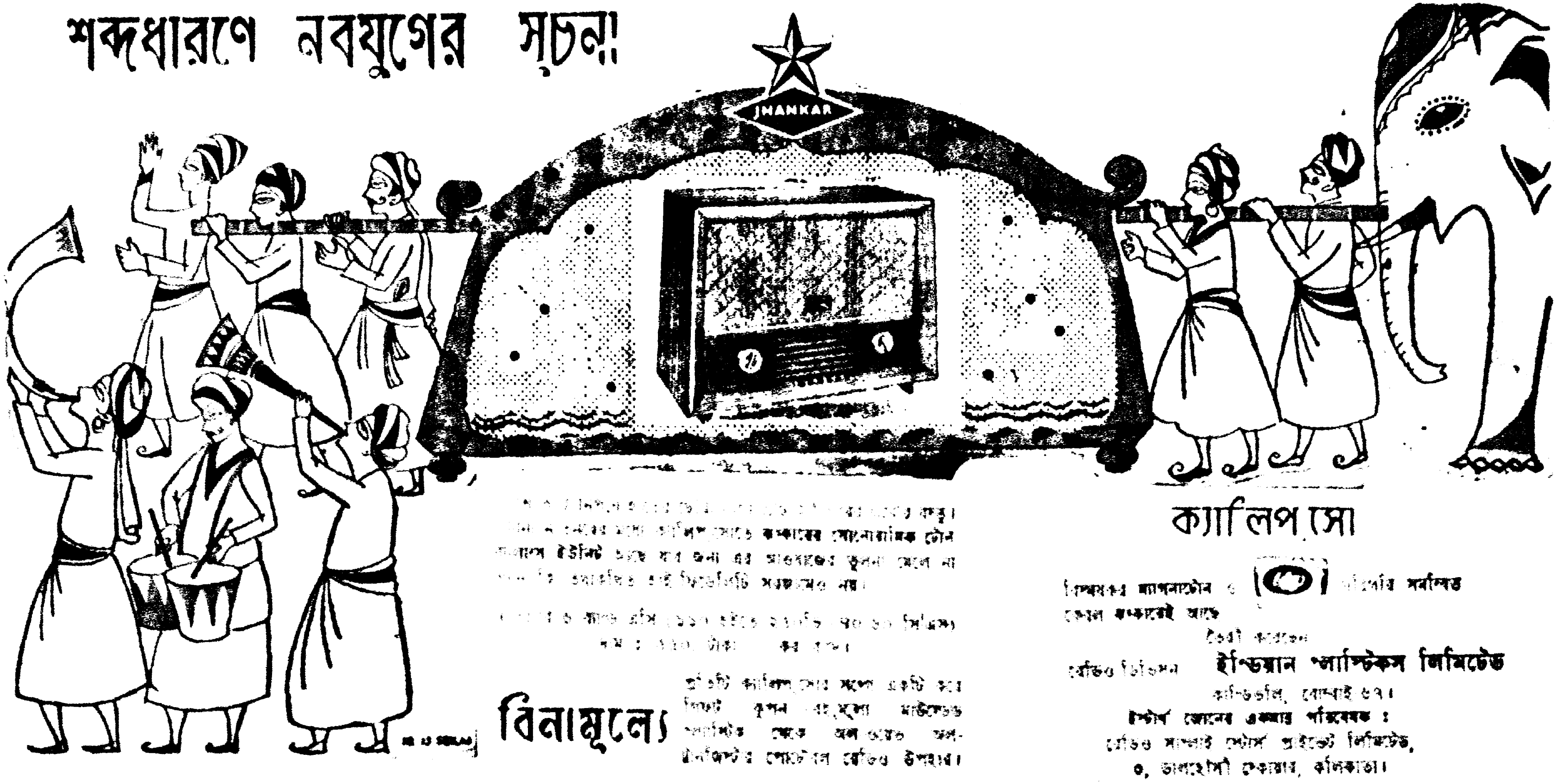
শব্দধারণে নবযুগের সূচনা!
JHANKAR
ক্যালিপসো
বিনামূল্যে
ইণ্ডিয়ান প্লাস্টিকস লিমিটেড
কান্দিভলি, বোম্বাই ৬৭।
৩, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

GOVERN[illegible]BRARY Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| হঠাৎ কান্নার রাতে (কবিতা) | শ্রী[illegible] | ৯৮৭ |
| গ্রামে বাসে— | ... | ৯৮৮ |
| চিত্রপ্রদর্শনী— | ... | ৯৮৯ |
| বিজ্ঞানবৈচিত্র্য— | ... | ৯৯০ |
| বিশ্ববৈচিত্র্য— | ... | ৯৯১ |



[illegible]

## বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

[illegible]

[illegible]

## বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

[illegible]

পৃষ্ঠা : [illegible] মূল্য ১৬.০০

[illegible]

## ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা

[illegible]

পৃষ্ঠা : [illegible] মূল্য [illegible]

**মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ**

১০, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট : কলিকাতা—১২ ফোন : [illegible]

## মস্কো থেকে প্রকাশিত

**বাংলা বই**

**রুশ চিরায়ত সাহিত্য**

আন্তন চেখভের

**গল্প ও ছোটো উপন্যাস**

[illegible]

[illegible]

১২৮ পৃষ্ঠা [illegible]

**অন্যান্য কয়েকটি বই**

[illegible]

**বেলাকিনের গল্প** ১·১২

[illegible]

**বেদোঁগনের বিবাহ** [illegible] ১·১২

[illegible]

**বাবুদের বাসা** ১·[illegible]

[illegible]

**অভাজন** ১·২৫

[illegible]

**হৃদয় সুরকার** [illegible]

**সমকালীন সাহিত্য**

[illegible]

**জেলের ছেলে**

[illegible]

**[illegible]**

[illegible]

**বসন্ত** ১·[illegible]

[illegible]

**কালের যাত্রার ধ্বনি** ০·৩১

[illegible]

**আমাদের সময়কার নায়ক** [illegible]

[illegible]

**জামাই** ০·[illegible]

*

**ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ**

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলকাতা ১২

১৭২ [illegible] স্ট্রীট : কলকাতা [illegible]

জগতের জনপ্রিয়তম বিবাহ-বিজ্ঞানীদের অন্যতম

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসুর

**বিয়ের আগে ও পরে** ৩॥০

**ক্রুয়েডের ভালবাসা** ৩॥০

জন্মশাসন ৫, নারী বিপথে যায় কেন ৪, ওগো প্রেমিক পিতা-মাতা ৪, নরনারীর যৌনবোধ ৬, ওগো বর ওগো বধূ ৫,

**কাত্যায়নী বুক ষ্টল**

২০৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি ২২৬০)

**প্রকাশিত হল**

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

# রূপমঞ্জরী

খ্যাতিমান লেখকের সর্বাধুনিক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন।

দাম : আড়াই টাকা

**অমৃত সাহিত্য মন্দির**

১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ২২৫৭)

# জাতিস্মর কথা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু প্রণীত

**মাসিক বসুমতী বলেন**—ইহা একটি বিশেষ শ্রেণীর পুস্তক। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তক আর প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। ভূমিকাটি গ্রন্থকারের বৈদগ্ধের পরিচায়ক। পাঠকরা গ্রন্থখানিকে গল্প উপন্যাস অপেক্ষাও যে আগ্রহ সহকারে পাঠ করবে তাতে আর সন্দেহ নাই।"

**আনন্দবাজার বলেন**—গ্রন্থকারের বই-খানা খুবই ভাল লাগিবে। ছাপা বাঁধাই ভাল। মূল্য ৭.৭৫ নঃ পঃ।

**দি ঘাটশীলা কোম্পানী**

প্রকাশক—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ১

**ডি, এম, লাইব্রেরী**

৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সংসারের কাজে আপনাকে ক্লান্ত করে ফেলে... অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন... এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার... আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

# আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হৃতস্বাস্থ্য ক্রত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

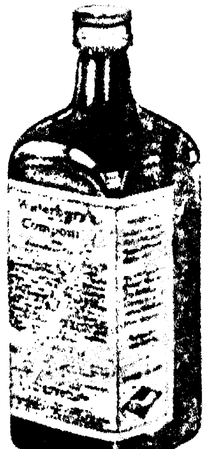

চমৎকার সুস্বাদু

# ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স—শ্রীবিষ্ণু দে ... ৯৯৩

প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ১০০১

বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ ... ১০০৭

কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র ... ... ১০১৩

নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ... ১০১৯

পুস্তক পরিচয়— ... ... ... ১০২৫

রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর ... ... ... ১০২৮

খেলার মাঠে—একলব্য ... ... ... ১০৩৩

সাপ্তাহিক সংবাদ— ... ... ... ১০৩৮

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র— ... ... ... ১০৩৯



[illegible] পুস্তক ভবনের নিবেদন

নিশাচর লিখিত

রহস্যঘন অপূর্ব রোমাঞ্চকর নূতন উপন্যাস

ভিয়েনা

নার্সিং হোম

॥ মূল্য সাড়ে তিন টাকা ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
বিশিষ্ট ধরনের উপন্যাস

নিশিপদ্ম ৪॥

আশাপূর্ণা দেবীর
চমকপ্রদ নূতনতম উপন্যাস

কল্যাণী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর

অমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই

পঞ্চাশের মন্বন্তরের

পটভূমিকায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রচিত গ্রামজীবনের অসামান্য আলেখ্য

অশনি সংকেত

শোভন সংস্করণ। ৪·৫০ নঃ পঃ

সর্বকালের বিভূতিভূষণের সমধর্মী
মননের অন্তরঙ্গ পরিচয়

নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব

বারোটি ছোট গল্পের সুসজ্জিত
উপহারোপযোগী সংস্করণ।
৩·৫০ নঃ পঃ

অনুসন্ধান

নিঃস্বার্থ শিক্ষকের অপূর্ব ও সার্থক
চরিত্র রূপায়ণ যা কেবল বিভূতি-
ভূষণের দ্বারাই সম্ভব। আর একখানি
অনবদ্য উপন্যাস। দাম ৩৲

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

ছায়াছবি

বিভূতিভূষণের প্রতিভার আর এক
অজানা দিক

বিভূতিভূষণের বই
বার বার পড়লেও পুরনো
হয় না

ইউনেস্কো পথের পাঁচালী-এর ইংরেজি
আর ভারতে সাহিত্য আকাদমি তাঁর
গ্রন্থগুলিকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়
অনুবাদ করছেন

সকল অর্ডার সত্বর সরবরাহ করি

বিভূতি প্রকাশন

২২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

(সি ২২২১)

প্রকাশিত হ'ল
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
উপন্যাস

# মধুচক্র

দাম টাঃ ২·৫০ নঃ পঃ

বেচারা জয়কালী শহরে এসে কি মুস্কিলেই না পড়েছে। সবাই লেগেছে তার পেছনে। দাদা বটুক ঘোষ রোদ বৃষ্টিতে ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাকে ঘোড়-দৌড় করাচ্ছেন।...কি কষ্ট মেসের এই জীবনযাত্রায়, তবুও এ জীবন-যাত্রায় আছে অশেষ আনন্দ। শক্তিমান লেখক এ বইয়ের প্রত্যেকটি চরিত্রকে নতুনরূপে সকলের সমক্ষে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

সুশীল জানার **দ্বিতীয়জীবন** প্রেমের গল্প সংকলন

দাম টাঃ ৩·০০

"বাংলা সাহিত্যে তিনি যে বিশিষ্ট ভঙ্গীর অধিকারী গল্পগুলিতে তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়াছে।" : যুগান্তর

**মণ্ডল বুক হাউস**
৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯।

---

ডন ব্র্যাডম্যানের
**ক্রিকেট খেলার অ আ ক খ** ৪্
(How to Play Cricket এর অনুবাদ)

সৌরীন সেনের
**চেনা মুখ** ৪্

বার্ট্রান্ড রাসেলের
**সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ** ২·৫০
(Common Sense & Nuclear Warfare)

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
**নাট্যগুচ্ছ** ২·৫০
(মঞ্চ-সফল নাটকের সংকলন)

কন্দর্পকান্তি মুখোপাধ্যায়ের
**মনময়ূরীর নাচ** ২·২৫

কিরোর
**হাতের গোপন কথা** ২·৫০

মারী স্টোপস
**বিবাহিত প্রেম** ৪্

এমিল জোলা
**বৈদেহী** ৩·৫০

ফ্রাঁসোয়া সাগাঁ
**তৃষ্ণা** ৩্

তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়
**পরিক্রমা** ৩্

তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়
**ফাগুনের পরশ** ২·৭৫

ধনঞ্জয় বৈরাগীর—রুপোলী চাঁদ ২·৫০
মরুকাঙ্ক্ষা ২·৫০

ঝিলেমবাবুর দেশ ৩্

ক্যাসানোভা
**স্মৃতিকথা** ৫·৭৫

বালজাক
**সোনালী মেয়েটি** ২্

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
**তিন সর্গ** ২

নতুন প্রকাশিত হচ্ছে
আলবার্টো মোরাভিয়ার
**আলেয়া** ৩·৫০
(A Ghost at Noon এর অনুবাদ)
অনুবাদক : হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

এমিল লুডভিগের
**রেণীর প্রেম** ৪্

কিরোর
**হাতের ভাষা**
[illegible]

**আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স**
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলকাতা ১২

---

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

# প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিরন্তনী উপন্যাস
দাম : ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মনের মানুষ

ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার ট্রাজেডি—করুণ-মধুর ভাবনায় ভাবিত বস্তুনিষ্ঠ গ্রন্থ
দাম : ৩·০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | [illegible]·০০ |
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ৬·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৫·০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ১·২[illegible] |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

# দেশ

GO… LIBRARY … Behar

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 30th January 1960

২৭ বর্ষ . ১৩ সংখ্যা . ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ১৬ মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

[illegible] "Unto This Last", — [illegible]

[illegible] "I arose with the dawn, ready to reduce these principles to practice." [illegible] সর্বোদয়'। এইরূপে একটি মহৎ ভাবের ও মহৎ জীবনপন্থার সৃষ্টি হইল।

সর্বোদয় বলিতে কি বুঝি? সর্বোদয়ের অন্যতম সাধক ব্যাখ্যা

## সর্বোদয়

[illegible] greatest good of the greatest number-এর [illegible]

Greatest good to the greatest number [illegible] The freedom that we have won is not true swaraj. It is not for you to run after power. Go and spread out in to the villages and prepare the people there so that Swaraj that has come to Delhi may reach the remotest hut. Unless that is done Swaraj in the real sense will remain unachieved."

[illegible]

[illegible] ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রদান।

# প্রসঙ্গত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে ডক্টর হুমায়ুন কবির শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। ডক্টর কবির অনেকদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ছিলেন। তারপরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং যদিও তিনি যা বলেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত, তবু আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দুর্দিন এসেছে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট কি ভাবছেন তার একটা আভাস এর থেকে পাওয়া যেতে পারে।

তিনি বলেছেন: "আমাদের শিক্ষার মান শোচনীয়ভাবে নিচু এবং ক্রমেই নিম্নতর হচ্ছে। ছাত্রদের যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া হলে ফেলের শতকরা হার এত বেশি হতে পারে না। 'গ্রেস মার্ক' দেওয়া অথবা 'গ্রেস মার্ক' নিয়ে পাস করার চেয়ে 'ডিসগ্রেস' বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ছাত্রদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।"

তিনি বলেছেন: শিক্ষার মান এত নিচু যে, পুরো এক বৎসর বইএর পাতা না খুলে মাত্র এক সপ্তাহ কি এক মাস মুখস্থ (নোট?) করেই ছেলেরা পাস করে যেতে পারে। এবং এই নিম্নমান ছেলেদের চপল ও অনিষ্টকর কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার একটা বড় কারণ।

তিনি বলেছেন: অনেক ছাত্র আছে যারা পড়বার জন্যে আসে না, অন্য নানা কারণে আসে। এদের শিক্ষালয় থেকে দূর করার ব্যবস্থা করা উচিত। এইদিকে বৃটেন ও রাশিয়ায় এবং আমাদের দেশেও মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যে রকম কঠোরতা অবলম্বন করা হয়, কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগেও অনুরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা হলে অযোগ্য এবং অনিচ্ছুক ছাত্রদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে।

আরও বলেছেন: ছাত্রদের দাঙ্গাবাজির প্রধান কারণ স্কুল থেকেই তাঁরা কাঁচা হয়ে আসে। এদের একটা মস্ত বড় অংশ স্কুলে কিছু করে আসেনি।

কথাগুলো বিবেচনা করে দেখা যাক, যদিও এর মধ্যে নতুন কিছু নেই।

*

আমাদের শিক্ষার মান যে "শোচনীয়ভাবে নিচু" তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু সত্যই এত নিচু কি যে, সমস্ত বৎসর ফাঁকি দিয়ে মাত্র "এক সপ্তাহ কি এক মাস" পড়লেই পাস করা যায়? তা যদি হোত তাহলে, ডক্টর কবিরও জানেন, ফেলের শতকরা হার এত বেশি কেন? তিনি কি বলতে চান, পরীক্ষার্থীরা দু' বৎসরের মধ্যে একটা সপ্তাহও পড়তে চায় না? তাঁর দুটো উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফেলের হার এত বেশি হওয়ার জন্যে একবার তিনি শিক্ষকদের দায়ী করেছেন, পরক্ষণেই ছাত্রদের, যারা একটা সপ্তাহও পড়ে না। শিক্ষার মান খুব নিচু বলে মনে হয় না। বরং বিশেষজ্ঞরা পাঠ্যক্রম ছাত্রদের পক্ষে ভারী হয়েছে বলেই অভিযোগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস-করা ছাত্রদের বিদ্যার বহর দেখে শিক্ষার মান সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে বটে, কিন্তু ত্রুটি শিক্ষা মানের নয়, শিক্ষাদানের মানের। সেটা সংশোধন হওয়া আবশ্যক।

ডক্টর কবির ঠিকই বলেছেন, সাধারণত প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা বিশেষ হয় না। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার যথার্থ সংশোধন করতে গেলে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে সেইখানে। বনিয়াদ শক্ত না হলে কলেজে শিক্ষাদানের মান উন্নত করে, এমন কি পঠন-পাঠনে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মতো কঠোরতা অবলম্বন করেও ফল পাওয়া যাবে না। ছাত্রদের পাঠে অনুরাগ ক্রমেই হ্রাস পাবে এবং "চপল ও অনিষ্টকর কার্যকলাপে" অনুরাগ বাড়বে।

*

ডঃ কবির ছাত্রদের দুটি দলে ভাগ করেছেন: ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক। যারা শান্ত-শিষ্ট এবং পড়াশুনায় ভালো, যারা কোনোপ্রকার গোলমাল করে না তারাই, বলা বাহুল্য, ইচ্ছুক। যারা শান্ত-শিষ্ট নয়, পড়াশুনাতেও ভালো নয়, পরন্তু নানাপ্রকার গোলমাল করে তারাই তাঁর মতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এমন ছাত্রও তো অনেক থাকে যারা শান্ত-শিষ্ট নয়, নানাপ্রকার গোলমালও করে কিন্তু পড়াশুনায় ভালো, তাদের তিনি কোন্ দলে ফেলবেন?

তিনি আর একদলের কথা বলেছেন, যারা পড়বার জন্যে আসে না, রাজনীতি করতে আসে। আগে দু'চারজন ভালো খেলোয়াড় ছাত্রের কলেজে নাম থাকত শুধু প্রতিযোগিতায় কলেজের হয়ে খেলবার জন্যে। তাদের মাইনে দিতে হত না। কিন্তু ডক্টর কবির যাদের কথা বলেছেন তাদের কলেজের বেতন নিশ্চয়ই দিতে হয় এবং অভিভাবককেই দিতে হয়। তাছাড়া, এমন অভিভাবক কজন আছেন যাঁরা বৎসরের পর বৎসর ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ গুণে যান সম্পূর্ণভাবে জেনে যে, তারা পড়ছে না। এমন ছাত্র যদি থাকেও তাদের সংখ্যা খুব বেশি হবে না।

*

ডক্টর কবিরের ভাষণ থেকে মনে হল ওটা শাসক-মনোভাবপ্রসূত। তাঁর চোখে রয়েছে ছাত্রদের উচ্ছৃংখল আচরণ, যেটা শাসন চালাবার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। তাদের তিনি "weed out" করতে চান, সংশোধন করতে নয়। পরীক্ষার ফল দেখে মনে হয়, ছাত্রদের একটা বিরাট অংশই আজ পাঠে অমনোযোগী। ডাক্তারী অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায় ভালো ছেলের দল। তাদের কোনো মতেই 'অনিচ্ছুক' বলা চলে না। তাদের সম্বন্ধে যে কঠোরতা অবলম্বন করা হয় তা তাদের সংশোধনের জন্যে, "weed out" করবার জন্যে নয়। "Weed out" করবার প্রবৃত্তিটাই শাসকের প্রবৃত্তি। অতীতে দুঃখের বিষয়, প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় বিদেশী শাসক দায়িত্বহীন দেশের ছাত্রদের সম্বন্ধে যে কথা ভাবেন নি, জাতীয় গভর্নমেণ্টের একজন সদস্য দেশের ছাত্রদের সম্বন্ধে সেই কথা ভাবছেন।

আমাদের স্বদেশী শাসক সম্প্রদায়ের চিরাচরিত বলতেই হবে ভুল পথে চলছে। সেদিন শ্রীনেহরু বলেছেন শিক্ষার প্রসারের ফলে এমন একদল ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করছে আগে যারা কোনো পুরুষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেনি। তাঁর এই উক্তি কি উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জানি না। আজ আবার মন্ত্রী ছাত্র সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশকে 'অনিচ্ছুক' বলে অভিহিত করে তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার কথা ভাবছেন। আশ্চর্য!

*

এর ফলে শৃংখলা রক্ষার যে সুবিধা হবে তাও মনে করা ভুল। এরা কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেই যে দেশ ছেড়ে চলে যাবে তা তো নয়। দেশেই থাকবে এবং উচ্ছৃংখলতা বড় জোর এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে, সম্প্রসারিত হবে। এবং যেদিন কবির সাহেবরা থাকবেন না সেদিন এরা থাকবে এবং, কে জানে, হয়তো এদের হাতেই ভাগ্যের ভার নির্ভর করবে।

না মহাশয়, চিকিৎসা শাস্ত্রে অঙ্গচ্ছেদ করে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে রোগ যদি সর্বাঙ্গে হয় তাহলে তো নয়ই। আজ রোগ জাতির সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে যে ব্যাধি দেখা যাচ্ছে তা শুধু তাদের একটি বড় অংশের মধ্যে সীমায়িত নয়। তার সুচিকিৎসাও "weed out" করে হবে না।

GOVT ... LIBRARY

# বৈদেশিকী

বিদেশ থেকে [illegible] ভারতীয়দের আসাযাওয়া লেগেই আছে। বিদেশে যাঁরা থাকেন তাঁরা কয়েকদিন পরে পরেই বিদেশ থেকে [illegible] দেখতে পান যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজের বিদেশে [illegible] করার জন্য বিদেশী টাকা [illegible] করার উপরে সরকারের কী রকম কড়া নজর। তার জন্য সরকারী মঞ্জুরি পেতে হলে কারো সাহায্য লাগবেই না [illegible] হয়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, বিদেশে যাবার এবং সেখানে টাকা খরচ করার সম্পূর্ণ কারণ, অন্তরালকে [illegible] সম্পূর্ণ কারণ যেখানে যাবে সেখানেই প্রমাণের কড়াকড়ি হয় বেশি। কিন্তু যাঁর কাছে উদ্বৃত্ত টাকা থাকে, তবে তার এসব অনুমোদন মানাটাই দরকার নেই। [illegible] এক্সচেঞ্জের [illegible] একেবারে না করলেই হল। কারণ আমাদের দেশের অনেক বড়ো বড়ো মানুষই যে উপায়েই হোক, বিদেশে বেশ মোটা টাকার অ্যাকাউন্ট গড়ে তুলেছেন। কী করে গড়ে তুলেছেন সেটা এখানে আলোচ্য নয়। তাঁদের বা তাঁদের

[illegible] স্বাধীনতা বা বলা যায়। এটা কল্পনা নয়, স্বচক্ষে দেখা [illegible] থাকলে মাত্র ৭৫ টাকা পকেটে ব্যাপার। যাক, কাজে বাঁকুড়ার [illegible] [illegible] এরোপ্লেনে চড়ে বসা যায় এবং অন্য কথা—নেপালের প্রধান মন্ত্রী বিদেশে যেমন খুশি চালে ঘুরে বেড়ানো শ্রীবিশ্বেশ্বর কৈরালার কথা, কারণ বৃহৎ

---


নাভানার বই

কবিতা

| | |
|---|---|
| পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী | ২·০০ |
| কঙ্কাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু | ৩·০০ |
| জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৪·০০ |
| বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৪·০০ |
| নরকে এক ঋতু ॥ র‍্যাঁবো। অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য | ২·০০ |

প্রবন্ধ

| | |
|---|---|
| আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী | ৭·৫০ |
| রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| সব-পেয়েছির দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু | ২·৫০ |
| পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত | ৩·৫০ |
| স্মৃতিরঙ্গ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় | ২·৫০ |
| সময়টা কেমন যাবে ॥ জ্যোতি বাচস্পতি | ৩·০০ |

গল্প ও উপন্যাস

| | |
|---|---|
| প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প | ৫·০০ |
| সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৪·০০ |
| এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩·০০ |
| ফরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী | ৪·০০ |
| চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ | ৩·০০ |
| মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৩·৭৫ |
| গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার | ৮·০০ |
| বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র | ২·৫০ |
| তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৪·০০ |
| মীরার দুপুর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ৩·০০ |
| চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ | ৩·০০ |
| মাধবীর জন্য ॥ প্রতিভা বসু | ২·৫০ |
| নীল ভুঁইয়া (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার | ৩·০০ |
| বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৩·৫০ |
| বধূপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ২·৫০ |
| মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৩·০০ |

কিশোর সাহিত্য

| | |
|---|---|
| মিঠুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় | ১·০০ |
| অবন পটুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় | ২·০০ |

**নাভানা**

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

রাষ্ট্রনায়কদের আগমন নিয়ে হৈচৈ-এর মধ্যে নেপালের কথা অনেকেরই কানে না পৌঁছাতে পারে। গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এলেন, তাঁকে নিয়ে হৈচৈ-এর কসুর ছিল না। তারপর সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ভরোশিলভ এসেছেন এবং এখনো রয়েছেন। আবার আগামী মাসে স্বয়ং খ্রুশ্চেভ আসছেন। মিঃ খ্রুশ্চেভের বিশেষ করে এখন ভারতে আসার কথা ছিল না, তাঁর এবারকার যাত্রার শেষের স্থান নির্দিষ্ট ছিল ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ার যাবার পথে তিনি এখানে নামছেন, কিন্তু সেই নামাটাই একটা বিশেষ অধ্যায়ে রূপান্তরিত হতে চলেছে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার যতটা সময় ভারতে নগরে অতিবাহিত করেছেন, মিঃ খ্রুশ্চেভও প্রায় ততটা সময়ই এখানে "পায়চারি" করবেন। সুতরাং মিঃ খ্রুশ্চেভের সম্বন্ধে "অবতরণ" এখন থেকে করা হয়ে গেছে।

এই সব মহাবলীদের নিয়ে যে হৈচৈ হচ্ছে তার মধ্যে শ্রীবিশ্বেশ্বর কৈরালার বর্তমান ভারত দর্শনের গুরুত্বের কথা অনেকেরই মনে না থাকতে পারে। অথচ ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে বক্তৃতায় আমাদের নেতারা এবং নেপালী নেতৃবৃন্দ বক্তৃতায় যে-সব কথা বলে থাকেন সে সব কথা নেপাল সম্বন্ধে যতটা সত্য অন্য কোনো দেশ সম্বন্ধে ততটা নয়। নেপাল ও ভারতের সম্পর্কে অনেকগুলির ঐক্যের কথা যখন বলা হয়, যখন বলা হয় যে উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন, বলা হয় ঐতিহাসিক ভৌগোলিক জাতিগত ও কৃষ্টিগত সূত্রে ভারত ও নেপাল অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ তখন সত্য কথাই বলা হয়। কিছুমাত্র অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন এতে নেই। অন্য অনেক দেশ সম্বন্ধে মিষ্টি কথা বলতে হলে অনেক কিছু বানাতে হয় বা কষ্ট-কল্পনা করতে হয়। কিন্তু ভারত ও নেপালের আত্মীয়তার কথা বলতে হলে কিছু বানাতে হয় না বা বাড়াতে হয় না। অন্য পক্ষে ভারত ও নেপালের আত্মীয়তাকে যারা অস্বীকার করতে চায় তাদেরই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। ভারত ও নেপালের স্বার্থ এক নয়, একথা যারা বলতে চায়, নেপালের নিরাপত্তা ভারতের নিরাপত্তা থেকে পৃথক করে যারা দেখতে চায় তারাই সত্যকে অস্বীকার করে। "হিন্দী চীনী ভাই ভাই" বা "হিন্দী রুশী ভাই ভাই" অথবা অন্য কোনো দেশ সম্বন্ধে ভ্রাতৃ সম্পর্ক জাহির করা অনেকটা পাতানো সম্পর্ক নিয়ে উৎসব করার মতো। সেই পাতানো সম্পর্ককে খাড়া করে রাখার চেষ্টা হয় মিথ্যা উচ্ছ্বাসের ঠেকনা দিয়ে। কিন্তু তার পরিণাম ভালো হয় না। কারণ আঘাত যখন আসে তখন যে-মিথ্যা দিয়ে নিজেকে ভুলাবার চেষ্টা করেছি তার লজ্জা দ্বিগুণ বোধ হয়, তখন মানুষের মন একেবারে উল্টোমুখী হতে চায়। ভারত ও নেপালের মধ্যে একরকম হবার সম্ভাবনা নেই, কারণ এখানে যে-ভ্রাতৃ সম্পর্ক সেটা পাতানো সম্পর্ক নয় বা কোনো স্বার্থের খাতিরে মাত্র তা স্বীকার করা হচ্ছে এরূপ নয়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর কৈরালা ভারতে অপরিচিত নন। কিন্তু নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই তিনি প্রথম ভারতে ভ্রমণ করছেন। আজ "নূতন নেপাল" গঠনের আহ্বান নেপালী জাতির অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে। যাঁদের ত্যাগশক্তি, দেশপ্রেম ও ক্লান্তিহীন সাধনা সেই আহ্বান বহন করে চলেছে তাঁদের মধ্যে শ্রীবিশ্বেশ্বর কৈরালার স্থান সর্বোচ্চ স্তরে। তাঁর প্রতি নেপালের ভালোবাসার সঙ্গে ভারতের স্নেহ ও সহযোগ রয়েছে এবং থাকবে।

২৩।১।৬০


ডাঃ কার্তিক বসুর

টাইকোসোডা | নানালা

অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯



রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

ভারতপথিক রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible] আমার সমস্ত জীবনের [illegible] আমি গ্রহণ করেছি' সেই রামমোহনের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যে-কাল থেকে আমৃত্যু শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে গিয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে (১২৯১—১৩৪৪) রামমোহনের স্মরণ-সভায়, রামমোহন শতবার্ষিকীতে, ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবে, মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, প্রতিভাষণ দিয়েছেন ও অন্য সূত্রেও রামমোহন সম্বন্ধে যা বলেছেন, এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে তা যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত সর্বপুরাতন রচনার তারিখ মাঘ ১২৯১, সর্বশেষ রচনা লিখিত ১৩৪৪ সালের মাঘোৎসবে। পূর্বসংস্করণের পর এই নূতন সংস্করণে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি রচনা সংগৃহীত হয়েছে। মূল্য তিন টাকা।

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

# রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভ

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

রাশিয়ান ক্লিমেন্ট ইয়েফ্রেমোভিচ ভরোশিলভ যেমন পুরো নাম সেটি পুরো নাম নয়। তবে ও নাম এখন নামমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের দুর্দান্ত নাৎসী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে যে বীর জগৎখ্যাত হয়েছেন, তাঁকে আমরা ভরোশিলভ বলেই জানি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভরোশিলভের জন্ম, অর্থাৎ এখন তাঁর ৮০ বছর বয়স। বয়সে গেলে এই বীর জাতিকে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর জাতিকে রক্ষায় উপযোগী নিয়োগ সম্পন্ন করে। বিপ্লবে সম্মুখ সংগ্রামে নিযুক্ত পরিচালন বিপ্লবে, যৌবন সংগ্রাম করেছেন রাষ্ট্রের ... কমন ও লোকদের বিদ্রোহে, প্রৌঢ়ত্বে প্রতিরোধ করেছেন ফ্যাসিস্টদের দুর্নীতির প্রতিরোধ। আজও তিনি দেশবাসীর অতন্দ্র প্রহরী।

খনি শ্রমিকের ঘরে জন্ম বলে অল্প বয়সে পড়ার সুযোগ তাঁর কোনদিনই হয়নি। মাত্র সাত বছর বয়সে খনিতে কাজে লেগেছিলেন শ্রমিক হয়ে, ছোটখাট কাজের পর তেরো বছর বয়সে তিনি নিয়োজিত হয়েছিলেন। তেরো বছর বয়সে আবার শ্রমিক হয়ে গেলেন লুগানস্ক শহরের এক কারখানায়। আজ রাশিয়ায় লুগানস্ক নামে কোন শহর নেই, সেদিনের সেই অখ্যাত শিল্পশহর শ্রমিকের নামানুসারে এখন তার নাম হয়েছে ভরোশিলভগ্রাদ।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁর কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব করে তিনি বিপ্লবীদের সুনজরে পড়েন। এর ফলেই তাঁর চাকরি যায় এবং তখন থেকেই তিনি বলশেভিকদের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রমিক দলে যোগদান করেন। এর পর থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল জারের শাসনে তিনি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেন। বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন পেট্রোগ্রাদের অস্ত্র কারখানার শ্রমিক। বিপ্লবের পর যখন প্রতিবিপ্লবের শুরু হয় এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণে বিপ্লবী রাশিয়ার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন লেনিনের যোগ্য সহকর্মীরূপে তিনি রুশবাহিনীর সংগঠন ও নেতৃত্বের মধ্যে জারিৎসিন (বর্তমান স্তালিনগ্রাদ) রক্ষা করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর ককেশীয় সামরিক দপ্তরের প্রধান সেনানায়ক নিযুক্ত হন। এর তিন বছর পরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হন রাশিয়ার নৌ ও সামরিক দপ্তরের মন্ত্রী এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৪ থেকে '৪০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাশিয়ার দেশরক্ষা মন্ত্রী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মান সেনাবাহিনী যখন রাশিয়া আক্রমণ করে তখন তাঁর ওপর লেনিনগ্রাদ রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য আছেন তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান পদলাভ করেছেন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। আজও সেই পদেই তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি


সাপ্তাহিক প্রকাশনা

বিনয় ঘোষ
**বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**
॥ ১ম খণ্ড : ৫·০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭·৫০ । ৩য় খণ্ড : ১১·০০ ॥
হিরণকুমার সান্যাল
**রবিতীর্থে** ॥ ৪·০০ ॥
সুধীরকুমার চক্রবর্তী
**মণিপদ্ম** ॥ ৪·০০ ॥
শিবতোষ মুখোপাধ্যায়
**কয়লাকুঠির দেশ** ॥ ৩·৫০ ॥
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
**মৃগতৃষ্ণা** ॥ ৩·০০ ॥
সুবোধ চট্টোপাধ্যায়
**কৃশানু** ॥ ৬·০০ ॥
— মনোজ বসুর —
● **জল জঙ্গল** ॥ ৫·০০ ॥
সুন্দরবনের ... ছবি ... কাহিনী
● **এক বিহঙ্গী** ॥ ৪·০০ ॥
● **মানুষ নামক জন্তু** ॥ ৩·০০ ॥
● **রক্তের বদলে রক্ত** ২·৫০ ॥
● **গল্প সংগ্রহ** ॥ ৪·০০ ॥

কুমারেশ ঘোষ
**সাগর-নগর** ॥ ৩·৫০ ॥
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
**অপারেশন** ॥ ৬·০০ ॥
রবীন্দ্রনাথ দাস
**রাজা ও মালিনী** ॥ ৩·০০ ॥
হুমায়ুন কবির
**শিক্ষক ও শিক্ষার্থী** ॥ ৩·৫০ ॥
● প্রকাশের অপেক্ষায় ●
ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
**জর্জ বার্নার্ড শ**
সুবোধ বসুর উপন্যাস
**নীলাঞ্জনের খাতা**
নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস
**মনামী**
— সৈয়দ মুজতবা আলীর —
● **পঞ্চতন্ত্র** (১০ম মু) ॥ ৩·৫০ ॥
● **ময়ূরকণ্ঠী** (১৩শ মু) ॥ ৩·৫০ ॥
● **জলে ডাঙায়** (৫ম মু) ॥ ৩·৫০ ॥
● **অবিশ্বাস্য** (৮ম মু) ॥ ৩·০০ ॥

**হরেকরকমবা**

আরোগ্য নিকেতন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৭·০০ ॥ **তামসী** জরাসন্ধ ॥ ৭·৫০ ॥ **দেবতাত্মা হিমালয়** প্রবোধকুমার সান্যাল (১ম খণ্ড : ৮·৫০) (২য় খণ্ড : ১০·০০) ॥ **জাগরী** সতীনাথ ভাদুড়ী ॥ ৪·০০ ॥ **বি টি রোডের ধারে** সমরেশ বসু ॥ ২·৫০ ॥ **পূর্ব পার্বতী** প্রফুল্ল রায় ॥ ৮·৫০ ॥ **চিত্র ও বিচিত্র** নীলকণ্ঠ ॥ ২·৫০ ॥ **কাঠ খড় কেরোসিন** অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ ২·০০ ॥ **গৃহ ও প্রাঙ্গন** অতুল চক্রবর্তী ॥ ৩·০০ ॥ **নবীন ও প্রাচীন** নির্মলকুমার বসু ॥ ৫·০০ ॥ **লীলা মাধবী** অমলকুমার সেন ॥ ৪·০০ ॥ **দ্বৈত সঙ্গীত** অশোককুমার সেন ॥ ৪·০০ ॥ **বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য** প্রমথনাথ বিশী ॥ ৩·৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা—বারো ॥

পরিচিত এবং ভারতেও সম্বর্ধিত হয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধানরূপে।

সোভিয়েট সংবিধান-সৃষ্ট এই পদটি সংবিধানজগতে অনন্য এবং নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া একটি রাষ্ট্র কিনা এবং সেই রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তিকে প্রধানরূপে স্বীকার করা হয় কিনা, আর স্বীকৃত হলেও কোন পদের অধিকারীকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে তা সোভিয়েট রাশিয়ার ঘোষিত আদর্শ, তার সংবিধান, প্রকৃত শাসন ব্যবস্থা ও অনুসৃত নীতি থেকে সবসময় ঠিকমত বোঝা যায় না। ভরোশিলভ অধিকৃত পদটির বিশ্লেষণ করলে হয়ত এসব প্রশ্নের অনেকটা সঠিক জবাব পাওয়া যেতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন লেনিনের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্ররূপে তার কোন স্বীকৃতি ছিল না। কারণ কম্যুনিস্ট লেনিন নিজেই ছিলেন রাষ্ট্র-বিরোধী। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল পৃথিবীর বুকে পুঁজিবাদ-সৃষ্ট কতকগুলি কৃত্রিম ব্যবধান যা চূর্ণবিচূর্ণ করে সারা বিশ্ব জুড়ে একটি সমসমাজ কায়েম করাই হল কম্যুনিস্টদের একমাত্র কাজ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি সংগঠন করেছিলেন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সংস্থা থার্ড ইন্টারন্যাশনাল, আর বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নাম দিয়েছিলেন ইউনিয়ন অফ সোশ্যালিস্ট সোভিয়েট রিপাবলিক—রাশিয়া কথাটির কোন উল্লেখই ছিল না তার মধ্যে। লেনিন ভেবেছিলেন, একটির পর একটি দেশ কম্যুনিস্ট বিপ্লব হবে আর সেই দেশগুলি এক একটি সোভিয়েট রিপাবলিকরূপে যোগ দেবে ঐ ইউনিয়নে। এ কারণে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের নামও তিনি মিনিস্টার থেকে পাল্টিয়ে রাখেন "পিপলস কমিশার", মিনিস্টার কথাটির মধ্যে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার গন্ধ আছে বলে। লেনিনের এই আদর্শ যদি অপরিবর্তিত থাকত তবে আজও কোন রাষ্ট্রপতির অস্তিত্ব সম্ভব হত না রাশিয়ায়, কারণ রাষ্ট্রই হত না রাশিয়া। কিন্তু স্টালিনের আবির্ভাবের পর থেকেই রাশিয়ার রাজনৈতিক চরিত্রে পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে একটি রাষ্ট্ররূপেই সে যোগ দেয় লীগ অফ নেশনসে। অর্থাৎ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া নিজেকে "ক্রমপ্রসারশীল সাম্যবাদী দুনিয়ার" মর্যাদা থেকে সঙ্কুচিত করে একটি রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করে নেয়। আজও সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি রাষ্ট্ররূপেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ায় নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে যেভাবে শক্তিশালী করা

রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভ

হয়েছে তাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিকগুলির বস্তুতঃ কোন ক্ষমতা নেই বললেই হয়। ইচ্ছা করলে ঐ রিপাবলিকগুলির অস্তিত্ব পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার বিলুপ্ত করে দিতে পারে, যে ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারেরও নেই। এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একমাত্র ভারত সরকারেরই ক্ষমতার তুলনা করা যেতে পারে। ভারত সরকার যেমন পারেন প্রয়োজনবোধে সৌরাষ্ট্রকে দ্বিখণ্ডিত বা হায়দ্রাবাদকে অবলুপ্ত করতে, তেমনি রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার পারেন রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন রিপাবলিকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবলুপ্ত করে দিতে। যেমন স্বায়ত্তশাসন লাভের অনুপযুক্ত বলে তাঁরা কয়েক বছর আগে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন কেরেলো ফিনিশ স্টেটকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু কোন যুক্তিতেই নিউ ইয়র্ক বা ম্যাসাচুসেটসের স্বায়ত্তশাসনাধিকার কেড়ে নিতে পারেন না। সেটা সংবিধান-বিরোধী কাজ হবে এবং সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হবেন। আর একটি ব্যাপারে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার ভারত সরকারকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে। রাশিয়ায় কর বা শুল্ক আদায়ের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারেরই আছে, কোন রিপাবলিকের এক কপর্দকও কর আদায়ের ক্ষমতা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার নিজ বিচার বিবেচনা মত সংগৃহীত রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিকগুলির মধ্যে ভাগ করে দেন। আর রিপাবলিকগুলিকে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নই যখন দেখা যাচ্ছে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার-বিশিষ্ট রাষ্ট্র তখন তার অন্তর্ভুক্ত বাইলো রাশিয়া বা ইউক্রেনকে কোন যুক্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাষ্ট্রসদস্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হল। একথার জবাবে শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, কোন যুক্তিই এর পেছনে নেই। যে ভৌগোলিক এলাকার মানুষ তার পররাষ্ট্রনীতির নিয়ন্ত্রণের অধিকারী নয় যার নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী নেই, মুদ্রা নেই, টাকা ছাপাবার ক্ষমতা নেই তাকে রাষ্ট্র দূরের কথা, প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের মর্যাদাও দেওয়া যেতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের রিপাবলিকগুলি প্রকৃতপক্ষে কাউন্টি বা ডিস্ট্রিক্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই রিপাবলিকগুলির সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র থেকে আসে তার রাষ্ট্রপতির প্রসঙ্গ।

রাষ্ট্রমাত্রেরই আন্তর্জাতিক সৌজন্য-রক্ষার জন্য একজন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন হয়। সেই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নেও একজন রাষ্ট্রপ্রধান আছেন। কিন্তু সোভিয়েট সংবিধানের বিচারে তাঁকে রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান বলা যায় কিনা সেটা একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির কোন উল্লেখ নেই। ক্রুশ্চেভের সাম্প্রতিক আমেরিকা ভ্রমণের সময় প্রশ্ন উঠেছিল তাঁকে কিভাবে সম্বর্ধনা জানানো হবে। তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে জানানো হয়েছিল যে, তিনিই রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান, কারণ তিনি রাশিয়ার মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি। একারণে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে ক্রুশ্চেভকে সর্বত্র প্রধানমন্ত্রী না বলে চেয়ারম্যান বলে সম্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু সাংবিধানিক বিচারে এটা মোটেই ঠিক কাজ হয়নি। কারণ রাষ্ট্রপতির কোন কাজই তিনি করেন না। রাষ্ট্রদূত প্রেরণ বা আহ্বান করেন ভরোশিলভ। কিন্তু ভরোশিলভকেও ঠিক রাষ্ট্রপ্রধান বলা চলে কিনা, একটু বিচার করে দেখা দরকার।

সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রেসিডেন্টের বদলে আছে প্রেসিডিয়াম। এ সম্পর্কে সোভিয়েট সংবিধানের ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, তাঁদের রাষ্ট্র প্রকৃত গণতন্ত্রী বলেই সেখানে আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মত একজন রাষ্ট্রপ্রধান নেই। প্রেসিডিয়ামের সকল সদস্যের ক্ষমতা ও মর্যাদাও সমান বলে তাঁরা দাবি করেন। তাঁরা বলেন, প্রেসিডিয়ামের কাজ ভালভাবে চালানোর জন্যই তার একজন চেয়ারম্যান থাকেন, তাঁর আর অন্য কাজ নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রধান প্রসঙ্গ আলোচনা

[illegible] "The Soviet State is headed not by a single person, but by a body of 33 members of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. who constitute the collegial President of the U.S.S.R. This illustrates the consistent and truly democratic principles on which the higher organs of state of the Soviet Union are built."

সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন রাষ্ট্রপতি নেই, একথা বললে ভুল বলা হবে না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


ত্রিবেণীর বই — সব বই-ই ভাল

— সাম্প্রতিক প্রকাশন —

| | | |
|---|---|---|
| সাগ্নিধ্য | ॥ চিত্তরঞ্জন কর ॥ | ৪·০০ |
| পঞ্চমীমহল | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪·০০ |
| তীর্থভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইস্টকুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| শুক্লসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৩·০০ |
| সুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৩·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·০০ |
| আকাশলিপি | ॥ [illegible] ॥ | ৪·০০ |

— [illegible] বই —

॥ [illegible] ॥

| | | |
|---|---|---|
| নীলাঞ্জনছায়া । | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৩·০০ |
| আপন প্রিয় (৪র্থ সং) । | রমাপদ চৌধুরী । | ৩·০০ |
| কথাকলি (২য় সং) । | | ৩·০০ |
| পলাশের নেশা (৩য় সং) । | সুবোধ ঘোষ । | ৩·০০ |
| স্বপ্নমধুর (৪র্থ সং) । | মুজতবা আলী ও রঞ্জন । | ৩·৫০ |
| তৃষ্ণা (২য় সং) । | সমরেশ বসু । | ৩·০০ |
| বধূবরণ (২য় সং) । | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । | ৩·০০ |
| পরমায়ু । | সন্তোষকুমার ঘোষ । | ৩·৫০ |

॥ উপন্যাস ॥

| | | |
|---|---|---|
| রাধা (৪র্থ সং) । | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৭·০০ |
| অনুবর্তন । | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৫·০০ |
| জনপদবধূ (২য় সং) । | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৪·৫০ |
| কালতীর্থ কালিঘাট (২য় সং) । | অবধূত । | ৪·০০ |
| অপরূপা । | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । | ৪·০০ |
| চীনে লণ্ঠন (২য় সং) । | লীলা মজুমদার । | ৩·২৫ |
| আমার ফাঁসি হল (২য় সং) । | মনোজ বসু । | ৩·৫০ |
| বনভূমি (২য় সং) । | বিমল কর । | ৩·০০ |
| রূপসাগর (২য় সং) । | সুবোধ ঘোষ । | ৪·০০ |

॥ রম্যরচনা ॥

| | | |
|---|---|---|
| ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সং) । | সৈয়দ মুজতবা আলী । | ৪·৫০ |

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

| | | |
|---|---|---|
| দুকূলকে ধান । | শিবশঙ্কর পিল্লাই । | ৩·০০ |
| মাটির মানুষ । | কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী । | ২·৫০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

"সখি রে আমারও একদিন যৌবন ছিল।" (ছেলেবেলায় শোনা যাত্রায় "যৌবন" কথাটা অর্ধশিক্ষিতের অভিনয়ে শোনাত "জৈবন।") আজ ভাবতেও বিস্ময় লাগে, আমিও একদিন সকাল থেকে দাঁড়িয়েছি সিনেমার কিউয়ে সন্ধ্যার শো-য়ের টিকিটের জন্য; আমিও একদিন ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করেছি একান্ত অ-দরকারি ফুটবল ম্যাচ দেখতে; আমিও একদিন ধর্না দিয়েছি ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা দেখতে। আজ কাগজে খেলার ভীড়ের দৃশ্যের আলোকচিত্র দেখে মনে মনে নিজেকে স্থাপন করি দীর্ঘ সারির কোনো একটা জায়গায়—সম্ভবত হলে এই ভয়েই ঘোড়াগাড়ি থেকে দূরে—কিন্তু আমি যেন ওখানে বেমানান। এখন ক্রিকেট দেখা আমার পক্ষে এমন কিছু দূরের কাজ নয়। টিকিট জোগাড় করা আদৌ অসম্ভব হোতো না। একটি দুটি টেলিফোন করলে লাভ পাওয়া যেত। তবু যেন উৎসাহ নেই। এত ভীড়। সারাদিন ওখানে বসে থাকা, এত সব লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া ভাবতে লাগে আজ আমার বুড়ো স্নায়ুর সামনা। তার চেয়ে অনেক ভালো বাড়িতে বসে রেডিও শোনা বা পরপ্রভাতে কাগজে বিবরণ পড়া। প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্পর্শের উষ্ণ অনুভূতি এতে নেই জানি। কিন্তু এই প্রত্যক্ষতাকেই যেন ভয় পাই আজ।

আমার অফিসের জানলা থেকে গুলন্দর চৌরঙ্গীর কিছুটা একটা অংশের সুন্দর একটা দৃশ্য মেলে। কাজের ফাঁকে আমি এই জানলায় গিয়ে দাঁড়াই আর উৎসুক দৃষ্টি মেলে দেখতে থাকি ময়দানের দিকে। কিন্তু দূরের মাঠে মানুষ কই।

---

# দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

ময়দান থেকে বাইরে হয় না, কিন্তু দৃষ্টি সেখানেই পড়ে অফিসের গোলমাল থেকে। একটু অদ্ভুত লাগে আওয়াজগুলি। দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু শব্দ শুনে মনে হয় গাড়ি যাচ্ছে অনেক অনেক দূর দিয়ে। আসলে যে ধ্বনির চেয়ে অনেক গতি দ্রুত চলে সঞ্চারের সে-সত্যটা মনে থাকে না। দূরের বিচ্ছিন্নতা লোপ পেয়ে যায় শব্দের অতি নিরবচ্ছিন্ন জীবনে, যেখানে দূরের প্রায় অজ্ঞাত বন্ধু। আমার নতুন অফিসের এক ঘরে কাছে থেকে আমি দূর হতে পারি। এইমাত্র একটা ট্যাক্সি এসে থামল ঠিক আমার ঘরের নীচে। কিন্তু টং করে উঠল, নামল, ঘুরল। এ শব্দ ট্যাক্সিওয়ালার ট্যাক্সির না হয়ে উৎসবের কোনো নহবতও হতে পারে। মধুর দূরত্ব।

*

তবু, তাহলে কথা, প্রায় জোর করেই আমাকে নিয়ে গেল জেমসদের খেলা দেখাতে। আমার মন নানা কারণে বিক্ষিপ্ত ছিল। আমি জেমিনদের খেলায় আগ্রহী দেখেছি, তা ঠিক প্রত্যয়শীল ছিল না। কিন্তু নিজের মধ্যে যে একান্ত সহজাত রেখা লক্ষ করলাম তা যদি পরিবেশ নিশ্চয় হবে। করতে দ্বিধা নেই আমি বহুবার খেলা দেখেছি প্রায় উত্তেজনাহীন দেখেছি দর্শকদের। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাকে লক্ষও করেননি পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও। তাঁরা সবাই সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছিলেন ক্রিকেট দেবীর পায়ে। সেইটেই হল বিস্ময়। এত পয়সা দিয়ে খেলা দেখতে যাওয়া কেন, যদি দর্শকই নিজেকে ছেড়ে দর্শকদের উপরে? খেলার উত্তেজনায় নিজেকে না হারাতে পারলে তুমি ক্রীড়ামোদী নও। আমি সাঁচ্চা ক্রীড়ামোদী নই—তবুও ইডেন গার্ডেনে আমি না গেছি শাড়ি দেখতে না বাইনোকুলারে প্রকৃতির প্রতিযোগিতা করতে। আমার এই অপরাধও প্রত্যক্ষতা হীত প্রকট বলে নিবেদন করি।

খেলা দেখাটা একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তার সুযোগ আমার সম্মুখে প্রসারিত। তবু কেন আমি খেলা দেখি পরের চোখের প্রতিবিম্বে? সামনে মাঠ থাকতে ছবি দেখা কেন? উদ্দাম প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতায় বঞ্চিত হলে কী বাধির রূপ নেয় তা মনস্তাত্ত্বিকেরা জানেন। কিন্তু অতীত পর্যায়ে এর উপকারিতা আছে বলে মনে করি। জীবনকে হাত দিয়ে স্পর্শ করার সুযোগ থাকতেও হাতে যদি দস্তানা পরি, তার কারণ বস্তুত জীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার মনে যে পূর্বোপলব্ধ ধারণা আছে, তা বহুলাংশে অপ্রীতিকর। এ-ধারণাও আবার অন্যত্র নয় অভিজ্ঞতার সাথে।

*

অনেক দিন আগে পড়েছিলাম [illegible]

[illegible] আজকের পাওয়া নিয়ে ভয় পাই অনেকেই। কালের সংঘর্ষে মূল্যবোধের আশঙ্কা। [illegible] বেঁচে থাকার জীবন-দর্শন এ ও জানি।

অতীত যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারপরে পৌঁছলেন না এসে তিনি নিজেকে গ্রহণ করবেন না। আশঙ্কা করি তিনি সফল হবেন। তখনও যদি আমার ক্রিকেট বর্তমানের সামান্য কৌতূহলের কিছুটা অবশিষ্ট থাকে, তবে আমি তা টেলিভিশনে দেখব। সব দেখা হবে না, উত্তেজনার অল্পই পাব। কিন্তু তাই তো বলছিলাম, উত্তেজনাকে আজ ভয় পাই। বয়স হচ্ছে এবং বয়সকে গ্রহণ করতে চাই, নিষ্ফলা প্রতিরোধে আর রুচি নেই।


## টি, বি রোগে

আমাদের ভারতীয় ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ১৯২০ সাল হইতে যাবতীয় খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

**এণ্টি-টিউবারকুলার ফার্মাসী**

বৈদ্যনাথ, দেওঘর (এস পি)

(এম ও ২৬৪)

**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

আরোগ্য করিতে ২৫ বৎসর ভারতে ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগের সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৫টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩/বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ২১৩৬)

# একপাটি জুতো

**রমাপদ চৌধুরী**

ব্যা [illegible]

ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে, না, না, জুতো।

শেষ পর্যন্ত সে বোধ হয় আমার বুদ্ধি সম্পর্কে নিরাশ হয়েই বললো, জুতো মানে না, জুতো? পায়ে দেয়। বলে নিজেই ছুটে গিয়ে তার বাবার ভারী চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে টেনে টেনে এগিয়ে এলো।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

বুঝলাম, প্রশ্ন করার আগেই বোঝা উচিত ছিল। কারণ সারাটা দিন এই একটিই কাজ হচ্ছে। কেউ জুতো খুলে রাখলেই হলো। [illegible] তার জুতো, চটি বা স্যাণ্ডেলের ভেতরে অতটুকু ইঞ্চি মাপের পা-দুটো ঢুকিয়ে নেবে, তারপর সারা বাড়ি টেনে টেনে বেড়াবে সেই জুতো জোড়া। এবং শেষ পর্যন্ত সেটা যে কোথায় রেখে আসবে, ঠিক ঠিকানা নেই। খুঁজে বের করা মুশকিল।

তাই সকলেই একবাক্যে বললে, হ্যাঁ, ওর জন্যে একজোড়া ভালো দেখে জুতো কিনতে হবে।

বাবা বললেন, সেই মখমলের জুতো চাই—লাল মখমলের ওপর সোনালী জরির কাজ ...

বললাম, ওর জন্যে আবার দামী জুতো।

সকলেই প্রতিবাদ করে উঠলো, ছোট্ট মানুষ—দামী জুতো তো ওদের জন্যেই।

বাবা শুধু বললেন, দামী কেন হবে, এক টাকা দু আনা করে তো দাম ছিল।

এক টাকা দু আনা! হেসে বললাম, সে মান্ধাতার আমলে ছিল।

বাবা বললেন, মান্ধাতার আমল নয়, এই উনিশশো সাতেও ছিল। [illegible] জন্যে কিনেছিলাম সেবার। তা সব জিনিসের তো চার গুণ দাম বেড়েছে, [illegible] বলে, তা হলে এখন দাম বড় জোর সাড়ে চার টাকা!

[illegible] সাড়ে চার টাকা বছরের কেনা জিনিসকে আজ আর দামী বলার উপায় নেই। তবু হঠাৎ একদিন বাড়তি টাকা যেই পাওয়া গেলো [illegible] সেই সকালের [illegible] দিন [illegible] হয়ে গেছে।

তাই বাবা [illegible] হলো, কেননা যদি পাওয়া যায়।

পাওয়া যে যাবে না, জানি আমি। জানতাম। প্রথম প্রথম [illegible] সঙ্গে নিয়েই দোকানে দোকানে ঘুরলাম। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমার বাড়ির পাশের মুচিদের কারো কাছে জুতোর দোকান আছে, তা হলে আর এত দূর আসবো কেন।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হলো, কারণ একজোড়া মনের মত জুতো খুঁজতে খুঁজতেই সংক্রান্তির দিন এসে গেল।

সুতরাং বাধ্য হয়েই সাদাসিধে এক জোড়া জুতো কিনে আনতে হলো তিন টাকা বারো আনা দিয়ে। লাল টুকটুকে এক জোড়া জুতো। দু পাশে দুটো সাদা বোতাম।

আর সে জুতো পেয়ে কি ফুর্তি মুন্নার।—আমার জুতো, আমার?

বললাম, হ্যাঁ, তোমার।

জুতোজোড়া পায়ে দিয়েই খটখট করে হাঁটতে শুরু করলো সে, ওপর নীচে, এঘর ওঘর। যেন কত বড় একটা সম্পদ পেয়েছে। শুধু কি তাই, বোধ হয় জুতো পেয়ে সে নিজেকে অনেক বড় মনে করলো, ভাবতে পারলো, সেও বড় হয়েছে। তার চোখে


শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ সর্বস্ব ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। [illegible] বিভিন্ন পটভূমিকার [illegible] বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা [illegible] গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০খানা ম্যাপ সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

**দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা**

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
**আত্ম-চরিত** ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
**ভারতকথা** ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
**জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ** ২·০০ টাকা
**অনাগত** (উপন্যাস) ২·০০ টাকা
**ভ্রষ্টলগ্ন** (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসনের
**ভারতে মাউণ্টব্যাটেন** ৭·১০ টাকা

স্যর কে নির্মিনের
**চার্লস চ্যাপলিন** ৩·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
**অর্ঘ্য** (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০

ত্রৈলোক্য মহারাজের
**গীতায় স্বরাজ** ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯



# কু য়া শা

পৌষালি [illegible] সংখ্যা 'কুয়াশা' নিঃশেষিত। এজেন্টদের চাহিদা মাফিক কাগজ দিতে পারার জন্য আমরা দুঃখিত। [illegible] ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাঁদের অর্ডার পাওয়া গেলে যথাসময়ে তাঁদের পত্রিকা পাঠানো যাবে।

—এ সংখ্যায় থাকবে—

রায় বাহাদুর [illegible] সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস, অপরাধবিজ্ঞানী [illegible] উপন্যাস, [illegible], একটি অনুবাদ, আরও [illegible] গল্প এবং [illegible] বিস্ময়কর নিবন্ধ।

**প্রকাশিত হবে ৭ই ফেব্রুয়ারী**

**কু য়া শা** ৩৭, সূর্য সেন স্ট্রীট। কলি-১।

[illegible] প্রতীক।

[illegible] আগে কোনদিন মনেই হয়নি।

[illegible]

—পাওয়া গেছে?

বললাম, হাঁ, পাওয়া যাবে।

সে আবার কি কথা!


কে,হোড়ের
কণক
* পাউডার *

সদ্যপ্রকাশিত সুপাঠ্য রচনাবলী

সাড়া

নতুন তারা

বাঘের চোখ

ভুগানের নিঃশ্বাস

দিলীপকুমার রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

তরঙ্গ রোধিবে কে ৬·০০

এক মুঠো আকাশ (২য় সং) ৩·০০

প্রকাশের অপেক্ষায়: [illegible] শ্রেষ্ঠ গল্প
[illegible] প্রেমের গল্প

[illegible] ৩·০০ ॥ [illegible] ২·০০ ॥ [illegible] ১·৫০ ॥ [illegible] ৩·০০ ॥ [illegible] একাঙ্ক নাটক সংকলন ৩·০০ ॥ [illegible] এক মুঠো আকাশ ৩·০০ ॥ [illegible] ২·৫০ ॥

গ্রন্থম

২২/১, [illegible] স্ট্রীট
॥ কলিকাতা-৬ ॥

কাজে ও খেলায় রত ছেলে ও মেয়ে-দের জন্যে...

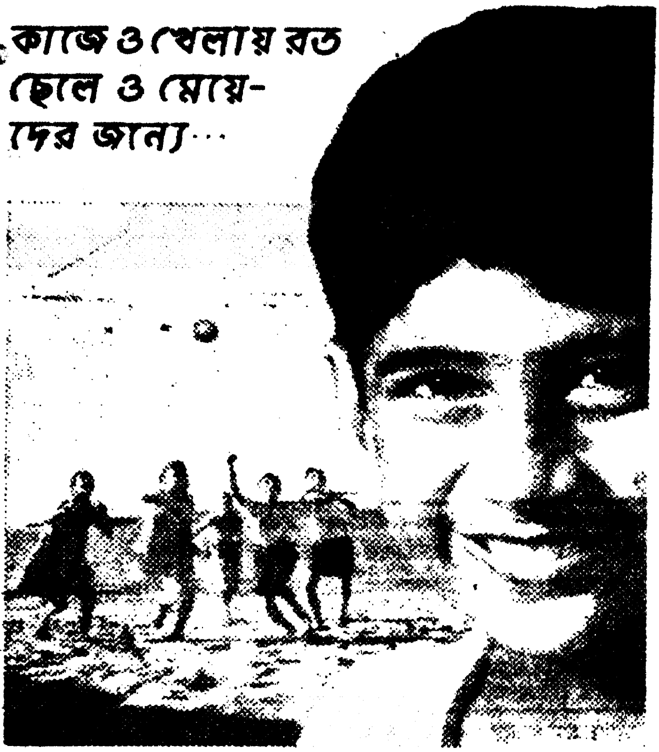

গ্লুকোভিটা
অতিরিক্ত শক্তির যোগান দেয়

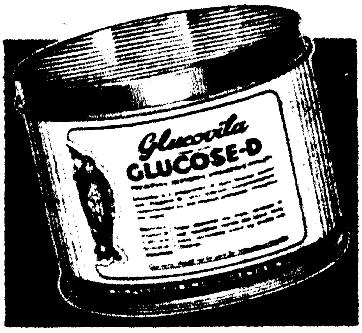


✳পরিণত বয়স্কদের জন্যেও গ্লুকোভিটা একান্ত প্রয়োজন!

কাজে-কর্মে ও খেলাধুলায় [illegible] শরীরে যে রক্ত-শর্করার প্রয়োজন হয় ইহা তার যোগান দেয়। বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যও ইহা আদর্শ। দৈনিক খাদ্যের একটি পরিপূরক। সুস্থ ও সবল থাকতে হলে প্রতিদিন গ্লুকোভিটা খান।

চা, কফি, দুধ ও শীতল পানীয়ের সাথে গ্লুকোভিটা খান। প্রতি কাপে বা গ্লাসে এক থেকে তিনচা চামচ নেড়ে দিন—সহজেই মিশে যাবে।

অতিরিক্ত শক্তির জন্য গ্লুকোভিটা

বর্ণ স্টোম্যাইন কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

ভারতের এজেন্ট: প্যারী এণ্ড কোং লিমিটেড

জমা দেয়, কত কি যে জানা ছিল। এমন কথা কখনো শুনিনি যে, একপাটি জুতো, তাও কুড়িয়ে পেয়েছে—অথচ দাম দিতে হবে।

গেলাম সে দোকানে। অন্য পাটি জুতো হাতে নিয়ে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে গণেশ। সেই হারানো পাটিটাই।

বললাম, কুড়িয়ে পেয়েছেন তবে, দাম নেবেন কেন?

দোকানী চড়া গলায় বললে, দাম ছাড়া কোন জিনিসটা আজকাল পাওয়া যায় বলুন।

বললাম এক পাটি জুতো আমি না নিলে তো বিক্রী হবে না।

দোকানদার হাসলে—আপনিই কিনবেন [illegible]

[illegible]

[ [illegible] এই কাহিনীটুকু [illegible] দুঃখ [illegible] তাই লেখাটুকু বলা প্রয়োজন। অর্থাৎ জুতোটা [illegible] পরক্ষণেই [illegible] কুড়িয়ে এনেছিলাম এবং তারপর পাশের জুতোর দোকান থেকে বারো আনা দিয়ে হারানো এক পাটি জুতোকে উদ্ধার করে তিনটি টাকা বাঁচিয়েছিলাম। [illegible] কারণ আমিও তো এ-যুগেরই মানুষ!]

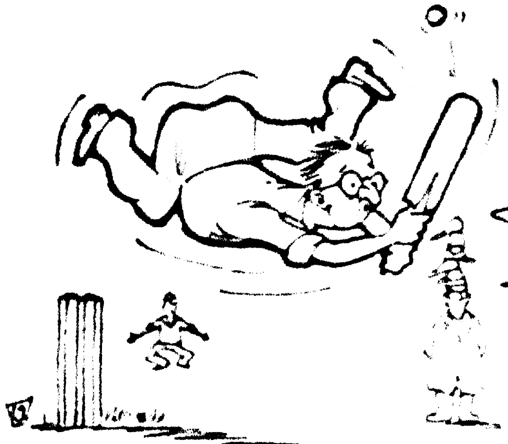

# ব্রজবুলি

## রূপদর্শী

[illegible]

সুনীত বললেন, "ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?"

[illegible]

হাস্য করে বলে বললেন, "তা কি মশাই সে মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি?"

[illegible] "ও! [illegible] না আপনাকে নয়, কথাটা [illegible] আমার এক [illegible]। [illegible] মামলা। [illegible] সেই [illegible] চিরকাল [illegible] ঝগড়া। কি বললেন, [illegible]? এই মশাই—

[illegible]

সুনীত [illegible] এবং [illegible]।

[illegible]


[illegible]

॥ মণি বাগচির ॥

# মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

দাম: [illegible] টাকা

●

[illegible] : মণি বাগচির : [illegible]

[illegible] বাহির হইতেছে।

[illegible]

জিজ্ঞাসা | [illegible], কলিকাতা-[illegible]
[illegible], কলিকাতা-[illegible]

গলায় মালাটি পরিয়ে আহ্লাদে মূর্ছা যাবে

হেরে গেলে যে কেলেঙ্কারি অক্ ফটপাত হয়ে যাব। টেস্টের টিকিট ছিল লাস্ট চান্স। কিন্তু সে চান্সও ত দেখছি পাংকচার্ড হয় হয়।"

"ব্যাপারটা তাহলে বলি। যে জজের এজলাসে আমার মামলা, তাঁর একটিই মাত্র মেয়ে। আর সে মেয়ে আবার ক্রিকেট ফ্যান। আম্বাস আলি বেগের গলায় মালা দেবার চান্স পেল না বলে অনেকক্ষণ ত্যাগ করেছিল। মাদ্রাজে কুন্দরামের খেলার রেজাল্ট দেখে আশায় বুক বেঁধে বসে আছে। নিজে হাতে বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেছে মশাই। যদি কুন্দরাম কলকাতার টেস্টে স্কোরাটার সেঞ্চুরীও করতে পারে তাহলে আর কথা নেই। আলুথালু হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে যাবে, কুন্দরামের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়েই তার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দে মূর্ছা যাবে। প্ল্যান সব ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিসর্জনের বাজনা, সিজন টিকিট পাবেন হয়ে গেল। বাপকে বললে, টিকিট একটা জোগাড় করে দেবে ত দাও, নইলে এই মামলার স্ট্রাইক করলুম। আদুরে মেয়ে ত। যে কথা সেই কাজ। আজ সাতদিন ধরে মেয়ের অনশন। জজ গিন্নী সন্ধেবেলা কপাল চাপড়াচ্ছেন আর কি লোকের হাতে বাপ আমাকে তুলে দিয়েছে গো' বলে নন্ স্টপ বিলাপ সুরু করেছেন। এ অবস্থায় কেউ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারে, বলুন। রোজ জজ সাহেব যে মেজাজ নিয়ে এজলাসে আসছেন, তাতে কি করতে যে তিনি কী রায় দেবেন সেই ভাবনায় আমার উকীল [illegible]। না হলে যে উকীল তিন বছর ধরে আমাকে নির্ঘাৎ জিতে যাবেন বলে ভরসা দিয়ে এসেছেন, তিনি এখন বললেন কিনা, কিছু বলা যায় না মশাই, যাওয়া বড় খারাপ। [illegible] চান ত সিজনের একখানা টিকিট জোগাড় করুন।"

একটু থেমে সুনীত বললে, "এখন বুঝলেন ত ব্যাপারটা। কি করি বলুন ত।"

আজ দাম সেঞ্চুরিটি কাইত
আগামীকাল সেঞ্চুরী পুরবে

বললুম, "এতই যখন দরকার তখন ব্ল্যাক মার্কেটেই চেষ্টা করুন।"

সুনীত বললে, "সে চেষ্টাও করেছি বইকি। দুদিন আগে আমাদের পাড়ার [illegible] টিকিটখানা পাঁচশ টাকার টিকিট দেখলুম। আমায় বললে, নিন। আমার তখন [illegible] চাঁদনি। কাল সকালে যদি টাকা জোগাড় করতে পারি [illegible] একখানা নিতে পারি। আসলে কাল সেঞ্চুরি করব মাইরি। নিন ত এই দেখ নিয়ে যে [illegible], [illegible] একটু কৌতুক, বললুম। পাঁচশ টাকার টিকিট পাঠাবে [illegible]।"

"পাঁচশ টাকার টিকিট পাবেন, এই [illegible]।"

[illegible]

বললেন [illegible] কলকাতার টিকিট [illegible] সেই ক্রিকেট খেলা [illegible] একটার পর একটা খেলার [illegible] উঠেছিল, [illegible] কলকাতার মাঠে এক [illegible] কথাটা [illegible] ছাড়িয়ে গেছেই [illegible] টিকিটের দাম [illegible] কোথায়? [illegible] একটা অসাধারণ [illegible] টিকিট একটা পেলেই হল, [illegible] কিনলেও তাই। কাজেই [illegible] যারা দুশো টাকায় টিকিট চেয়েছিল, একশ টাকার নোট পেয়ে নোট পাস, কেউ নিয়ে গাছের ডালে উঠে বসলে।"

সুশীল দেব হঠাৎ [illegible] কথা [illegible]।

[illegible] এই [illegible]

[illegible] দুই [illegible] এই [illegible]

[illegible]

সুশীল [illegible] ফিরে [illegible] এই [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] একটা [illegible]

[illegible]

[illegible] উঠলেন, [illegible] কি?"

[illegible] একটু [illegible] ভাবপর [illegible] দিকে [illegible]। [illegible]

বাঁর গম্ভীর গলার আওয়াজ [illegible] লাগল, [illegible] মাঠের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বাউণ্ডারি লাইন পার হয়, ক্রিকেট [illegible] তাকে বলে বাউণ্ডারি, তার দাম চার। আর যে বল [illegible]

[illegible]

[illegible] আমাদের [illegible]।"

[illegible] নিয়ে [illegible] ছাড়তে [illegible]।

[illegible] একজনের [illegible] তাই [illegible] এই [illegible] তাই ক্রিকেট [illegible] বাউণ্ডারি [illegible]

---

## বিদ্যোদয়ের বই

উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী

| | | | |
|---|---|---|---|
| মধুমিতা | :: | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৬·০০ |
| নাগিনী কন্যা | :: | [illegible] | ৩·৫০ |
| সূর্যগ্রাস | :: | সুশীল জানা | ৩·৭৫ |
| অপর্ণা | :: | প্রবোধ রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |
| ময়ূরাক্ষী | :: | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·০০ |
| গৃহকপোতী | :: | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |
| নতুন নদী (অনুবাদ) | :: | [illegible] | ৪·৫০ |
| পথে প্রান্তরে (২য় পর্ব) | :: | অবধূত | ৪·০০ |
| চলমান জীবন (১ম খণ্ড) | :: | পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় | ৫·০০ |

প্রবন্ধ ও বিবিধ সাহিত্য

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিত্রদর্শন | :: | [illegible] | ২১·০০ |
| মানব-বিকাশের ধারা | :: | প্রমোদ চক্রবর্তী | ১২·০০ |
| বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা | :: | কপিল ভট্টাচার্য | ৪·৫০ |
| পরিব্রাজকের ডায়েরী | :: | নির্মলকুমার বসু | ৪·৫০ |
| স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য জগৎ | :: | [illegible] | ২·৫০ |
| পরিভাষা কোষ | :: | সুপ্রকাশ রায় | ১০·০০ |
| শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য | :: | খগেন্দ্রনাথ মিত্র | ৭·০০ |
| সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা | :: | ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৬·৫০ |
| বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র | :: | [illegible] সংকলন | ৬·০০ |
| স্ট্যালিন যুগ (অনুবাদ) | :: | অ্যানা লুইস স্ট্রং | ৩·২৫ |
| বক্তব্য | :: | ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ৫·০০ |
| রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন | :: | [illegible] ভট্টাচার্য | ৫·০০ |
| মহাডাকাত | :: | [illegible] চৌধুরী | ১২·০০ |

**বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড**

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড :: কলিকাতা ৯

একটি অসাধারণ চিত্রবহুল
কাব্য-সংকলন

## হাজার বছরের
# প্রেমের কবিতা

[illegible]

সম্পাদনা : অবন্তী সান্যাল
অঙ্গসজ্জা : পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

কাপড়ে বাঁধা এবং শোভন জ্যাকেট ও সুদৃশ্য বাক্স সমন্বিত।
দাম [illegible] টাকা মাত্র।

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

প্রকাশিত হল

[illegible]
[illegible] চিত্রোপন্যাস
[illegible]
[illegible] দাম [illegible] টাকা

•

[illegible]
তিন তাসের খেলা
[illegible] দাম তিন টাকা।

•

[illegible]
মানুষের ঠিকানা
[illegible] দাম [illegible] টাকা

**নতুন সাহিত্য ভবন**
[illegible]
কলিকাতা-২০ ॥ ফোন : ৪৭-৪২৫৫

হয়, সেটা ইতিহাসে রুজভেল্ট [illegible] বলে অবহমান কাল ধরে লেখা থাকবে।"

[illegible] সিগারেটের একেবারে [illegible] এসে ঠেকেছিল। [illegible] সেরেই সিগারেটটা [illegible] ফেলে দিলেন।

"শুধু ঐ একটাই নয়, আরও আছে।"

[illegible] ছিল, উঠে [illegible] ও কথা [illegible]

রুজভেল্ট [illegible] যখন [illegible] চার্চিলের [illegible] [illegible] টাকা [illegible]

[illegible] একটা [illegible]

[illegible] এক [illegible] এসে [illegible] হাজির হলেন।

"[illegible] রুজভেল্ট [illegible] আমার [illegible] করলেন। তারপর এক-[illegible] জিজ্ঞেস করলেন, [illegible] মাথায় [illegible] হচ্ছে। [illegible], মাস্টার, তুমি চার্চিলকে বলে [illegible] জন্য টাকা তুলতে বলেছিলে, যা সেই ব্যাপারে আমার মাথায় এক আইডিয়া এসেছে। চার্চিল সাহেবকে বল না, আমাদের সাথে এক ইনিংস চার্চিলকে মাত্র খেলুক। তাতে তোমার টাকাও উঠবে আর ওদের নেট প্র্যাকটিসও হবে।

"[illegible] খুব খুশি। বললেন, 'ভেরি গুড আইডিয়া। রুজভেল্ট ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট।

"ব্যস, এক কথায় ঠিক হয়ে গেল। এম সি সি [illegible] ইলেভেন।"

[illegible] জিজ্ঞেস করলেন, "[illegible]?"

রুজভেল্ট বললেন, "[illegible] ওয়াইড ইলেভেন [illegible]। সে এক খেলা। [illegible] মাঠে [illegible] [illegible] খেলা শুরু হল। [illegible]

[illegible] সেদিকে [illegible] গেল। পরমুহূর্তেই দেখলুম বাউন্সার [illegible]

ক্যাপ্টেন বলে লেগ স্পিন ঝিমিয়ে—

[illegible]

আমরা ব্যাট করতে নামলুম। কাপ্তেনের আগে দুইজন নামে দুজনেরই উইকেট ঝপ ঝপ করে পড়ে গেল। কাপ্তেনের পরে মাত্র সাত রান হতে আরও একটা পড়ল। [illegible] নামলুম আমি। ওদের বল [illegible] ফেস করলুম। সে বল ছাড়লুম। সেটা ছিল ইন সুইঙ্গার। বল মাটিতে পড়বার আগেই দৌড়ে গিয়ে সর্ট লেগ থেকেই মারলুম একখানা ছয়। বল মাঠ পেরিয়ে গিয়ে সাহেবদের বাগানে গিয়ে পড়ল। নতুন বল আনা হল। ছয়ে ছয়ে হয়ে গেল ২৪ [illegible] আবার ছাড়লুম। [illegible] বলের উপর দিয়ে গার্ডিয়ানদের ছাদে পাঁচিল ডিঙিয়ে আবার ছয়। কাপ্তেনের ওভারের ছটা বলে আমার ছত্রিশ রান হল। [illegible] ওভারে [illegible] আমাদের আরও একটা উইকেট গেল। তারপরের ওভারে আমি আবার ছত্রিশ রান করলুম। আমার বাহাদুর রান দিয়ে মোট রান হল একশ চার [illegible] ওভারে একেবারে [illegible] কোন রান না হয়েই আরও একটা উইকেট গেল। [illegible]

কলমে কালি সরে না, ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলে না—

[illegible]


গ্রন্থশ্রী সাহিত্য

[illegible]

# কন্যামৃগয়া

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ [illegible]



ত্রিবেণীর বই

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

নবতম গ্রন্থ

# স্বাদু স্বাদু পদে পদে

[illegible]

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

২ [illegible]

না কি। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করা হল বলটা পড়ে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু কোথায় বল। যাক শেষ পর্যন্ত ব্রজদাস্ পাকড়ে নাম দিয়ে ওভার [illegible]ভারিই লিখলে।

খেলাও আবার শুরু হল। নেক্সট্ বলে আরেকটা পাকড়ে। সেটা অবশ্য মোক্ষম। না, এবার আর আকাশে নয়, মাঠের ছোট্ট বলটা ফুটো করে [illegible] মত দু টুকরো হয়ে ফেটে গেল। আরেকটা একজন [illegible] দিগন্তে [illegible] হয়ে গেল নাকি আরেকটা [illegible] নাইটওয়াচ হল। [illegible] কলকাতা [illegible] একা [illegible] আমি কি আউট হয়েছি, না হুক [illegible] দিয়ে মারবার এই ডিসটার্বেন্স। তার ফলে ক্যাচ হল। এদিকে তখন আবার আমার ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড। সময় হয়ে গেছে। সুতরাং [illegible] ব্যাট [illegible] দিয়ে আঁকতে [illegible] ক্রিকেটের [illegible] ইন্ডিয়া একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দলকে হারাবে। ঐ এক খেলাতেই হবে [illegible]।"


দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য ব্রিটেনের কয়েকটি সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানি সমবেত হয়ে **ইস্কন** নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য প্রত্যেকটি কোম্পানি তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যখন সম্পূর্ণ হবে তখন সেটি পৃথিবীর যে কোন দেশের বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক ইস্পাত কারখানার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।

# দুর্গাপুরে কারা কি করছেন?

**যন্ত্রপাতি নির্মাণ**
ডেভি এবং ইউনাইটেড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ
সাইমন-কার্ভস্ লিঃ
দি ওয়েলম্যান স্মিথ আওয়েন এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ

**বনিয়াদ স্থাপন ও পূর্ত নির্মাণ**
দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ

**বৈদ্যুতিক কাজ**
দি ব্রিটিশ টমসন-হাউস্টন কোম্পানি লিঃ
দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ
দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ
মেট্রোপলিটান-ভিকার্স ইলেকট্রিক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ

**কাঠামোর জন্য ইস্পাত**
স্যার উইলিয়াম অ্যারল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ
ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ
ডরম্যান লং (ব্রিজ অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং) লিঃ
জোসেফ পার্কস অ্যাণ্ড সন লিঃ

([illegible] লিঃ এবং [illegible] লিঃ [illegible] জন্য [illegible] কাজ করছেন।)

# ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ

## জাগরণ

সুশীলকুমার গুপ্ত

হঠাৎ যখন তুমি জেগে ওঠ
আলুথালু, [illegible] বিছানায়
এক অস্ফুট স্বপ্নের মত
তখন কী চাও তুমি আমার কাছে?
কী খোঁজ আমার দেহে।
তোমার চুলের গন্ধে পাখি জেগেও ওঠে,
চোখের সমুদ্র থেকে উঠে আসে রূপসী সকাল,
আর চাঁদের কপাল থেকে
একটি, একটি, করে মুছে যায় চাঁদের কলঙ্করেখা।

তুমি কী সূর্যের মত পাহাড়ে দাঁড়াও
সোনালী [illegible]
[illegible]
না কী [illegible]
সমস্ত [illegible]

বিদ্যুতের চমকে নিয়ে যেতে চাও
কোন ক্লান্তিহীন তুফানের পাহাড়ে?
জানি না—বুঝি না—
তবুও তোমারই দিকে
আমার সমস্ত সত্তা ছুটে ওঠে
তিলে তিলে—ধীরে ধীরে—
বিদীর্ণ প্রান্তরে এক দুঃসাহসী পাইনের মত।

এবার আমাকে তুমি করে তোলো
ভোরের এক ঝকঝকে সবুজ আকাশ;
মেঘের হেঁয়ালি থাক দূরে,
ছায়াপথের নরম দূরে;
সারা দেহমন তোমাকে জড়িয়ে ধরে
এক অপরূপ প্রেমস্পন্দনে
রাত্রিদিন জড়িয়ে পড়ি।

## হঠাৎ কান্নার রাতে

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

হঠাৎ কান্নার রাতে ঘুম ভেঙে গেলে তারপর
[illegible]
তোমার সোনালী জোনাকি জ্বলে দীপের ধারে ধারে
[illegible] একটি সুরের কাছে টেনে নেবেই আমারে!

[illegible] পাখির ডানা। রুক্ষকেশ ছড়ানো আকাশে,
[illegible] নদী,
[illegible] আলো নিয়ে অসীম শূন্যে ঘিরে মন
মুক্ত হয় নিবিড় সুবাসে।

[illegible] সুরকণ্ঠী, পাহাড়ের আড়ালে ছায়া
[illegible] ছড়ানো দূর দূর হতে নূপুরের ধ্বনি
হঠাৎ কান্নার রাতে ঘুম ভেঙে গেলে তারপর
[illegible] যদি না-ও আসে নিশীথের আলো
হঠাৎ কান্নার রাতে ঘুম ভেঙে গেলে তারপর
[illegible] সুরকণ্ঠী, এবং একবার মনে মনে
[illegible] জড়িয়ে থাকি বিমূঢ়ের নূপুর-নিক্বণে ।।

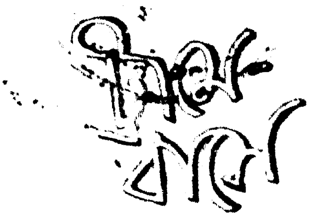

**নি**র্ধারিত তারিখের একদিন আগেই কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে বলিলেন—"মাদ্রাজের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচও নির্ধারিত তারিখের একদিন আগেই সমাপ্ত হয়েছে!!"

• • •

**শ্রী**নেহরু এ. আই. সি. সি. মেম্বারদের "মডার্ন" হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন——"তাহলে শুধু করতে হবে চুলের ছাঁট আর [illegible] এন্ [illegible] গান দিয়ে।"

• • •

**কং** প্রেস সংবাদে বলিয়াছেন যে দশ বছর পর হঠাৎ রাজনীতি [illegible] উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি বর্তমানে

কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন—"এই হলো রাজনীতির বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •


সুকান্ত ভট্টাচার্য

ছাড়পত্র ঘুম নেই

পূর্বাভাস অভিযান

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

খাজা থেকে মান্ডু

কয়েকটি চিত্র

অশোক ভট্টাচার্য

কবি সুকান্ত

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬


**জে**নারেল শ্রীনাগেশ [illegible] প্রাক্তন [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন [illegible] কিছু [illegible] দিয়েছে!!"

• • •

**আ** [illegible] বিশ্বস্তসূত্রে [illegible]

• • •

**আ**নন্দবাজার [illegible] ঠিকানা [illegible] একটি [illegible] এই [illegible] শ্যামলাল এই [illegible] বলিল—"[illegible] ফেলার টিকিট দাবার করে ফেলে!!"

• • •

**আ**মেরিকার কোন স্কুলের একটি মেয়েকে তার ক্লাসের সম্বন্ধে একটি [illegible] লিখিতে বলা হইলে সে লিখিয়াছে যে, তার সব ছেলে ভালো লাগে, শুধু ভালো লাগে না ছোটভাইকে, মেজ পড়েন না, শুধু [illegible]। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বুঝলাম, মনের মতো ইচ্ছা হলে শ্বশুরের থাকার মত এখনও মেয়েটির হয়নি। সুতরাং টাকার কথায় আমরা দিচ্ছি না।"

• • •

**ভা**রত সরকারিক শাস্তির [illegible] প্রস্তুত [illegible] বলিল—"ভারতের [illegible] কোথায় কোন [illegible] সেই [illegible] জানেন"!!

• • •

**মং** [illegible]

[illegible]

• • •

**কং** প্রেস [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] —মন্তব্য করিলেন বিশ্বস্তসূত্র।

• • •

**সং** বাদ [illegible] নেহরুজী [illegible] দিয়াছিলেন। সেখানে সকলেই [illegible] তাঁহাকে "ভগবান নেহরু কি জয়" বলিয়া সম্বর্ধনা জানাইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"আমরা জানি, ভদ্রলোককে সকলকে সেই কাণ্ডটি না করে ছাড়বে না!!!"

GOVERNMENT LIBRARY

প্রদর্শনী

চিত্রগ্রীব

১০নং [illegible] আর্ট [illegible] ... [illegible] বয়স ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

**চক্রদত্ত**

পক্ষিবিশারদেরা বিভিন্ন পাখীদের অনুসন্ধান করে পালক আছে তার সংখ্যা গুনে গুনে বার করেছেন। ছোট ছোট গান-গাওয়া পাখীদের প্রায় ১৪০০টি পালক [illegible]। তেমনি এক জাতের হাঁসের পালকের সংখ্যা হচ্ছে ২৫,০০০। আর এটাই বোধ হয় পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পালকওয়ালা পাখী। সাধারণতঃ গান গাওয়া পাখীদের মধ্যে পালকের সংখ্যা ১,৫০০ থেকে ৪০০০ হাজার হয়।

*

ছবি তোলার যাদের শখ—তাদের ছবি তোলার পর ফিল্ম ধোয়া এবং ছবি কাগজে প্রিন্ট করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দোকানদারের সাহায্যে করাতে হয়। যারা এগুলো নিজেরা করতে চান—তাঁদের হয় রাত্রে অন্ধকার ঘরে অথবা দিনের বেলা কোন ঘর 'ডার্করুম' তৈরী করে তবে কাজ করতে হয়। সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল চটপট এই ছবির ফলাফল দেখা যায় না। সম্প্রতি এই অসুবিধা দূর করবার জন্য দিনের আলোতে কোনরকম রাসায়নিক অথবা ফটোগ্রাফের প্রিন্ট করার কাগজ ছাড়াই যাতে ছবি দেখতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি ঘূর্ণমান ড্রাম [illegible] ছবি তোলার [illegible] সেলিনিয়াম [illegible] বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে চার্জ করা হয়। এরপর ড্রামটি ঘোরবার সময় 'নেগেটিভ ফিল্মের' সংস্পর্শে আসে। এটা দিনের আলোতেই করা হয়। এরপর ড্রামটির ওপর পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফিল্মের কাল অংশগুলি ড্রামের যে যে জায়গায় বেশী করে চার্জ ফেলেছিল সেই জায়গাগুলিতে পাউডার কম আটকাবে। এরপর ড্রামের ওপরকার প্রতিচ্ছবি একটা বৈদ্যুতিক শক্তি চার্জ করা প্লাস্টিক-আবৃতির কাগজে উঠবে। এই কাগজটিও বৈদ্যুতিক শক্তি চার্জ থাকার দরুণ ড্রামের পাউডারের দাগগুলি টেনে আনবে। এরপর প্লাস্টিক-আবৃতির কাগজটি গরম হয়ে পাউডারের দাগগুলো স্থায়ীভাবে কাগজে আটকে নেবে। সাধারণ ফটোগ্রাফ প্রিন্টের সময় যেমন আমাদের প্রিন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী কড়া অথবা 'হার্ড' এবং নরম অথবা 'সফট' করি। এই নতুন পদ্ধতির প্রিন্টে প্লাস্টিকের কাগজটি কম বেশী গরম করে হার্ড অথবা সফট প্রিন্টও করা যায়। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে যত সময় লাগবে তার চেয়ে তাড়াতাড়ি করা সম্ভব। এই নতুন যন্ত্রের সাহায্যে একটা প্রিন্ট ২২ সেকেণ্ডে বের করা যাবে। যন্ত্রটি এখনও কোম্পানির পরীক্ষাধীন আছে।

*

পলিথিলিন বা 'পিভিনিল'-এর চাদর আমাদের আজ নিত্যপ্রয়োজনীয় এক জাতের প্লাস্টিক। আজকার প্লাস্টিকের চাদরের চেয়ে পলিথিলিন অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। যেমন এটা খুবই শক্ত। ·০০৬ ইঞ্চি পাতলা এক বর্গ ইঞ্চি পলিথিলিনের চাদর ২০ পাউণ্ডের চেয়ে বেশী চাপ সহ্য করতে পারবে। এটা [illegible] প্রতিরোধক।

পাতলা পলিথিলিন চাদর উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে

এর ভেতর দিয়ে কোনপ্রকার আর্দ্রতা প্রবেশ করতে পারে না। এর ওপর কোনওপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় না। খুব কমসংখ্যক দ্রাবক এর ক্ষতি করতে পারে। আর যে সমস্ত দ্রাবক এর ক্ষতি করে সেগুলো খুব কমই আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে লাগে। তাছাড়া এটা সস্তা এবং ওজনও খুব কম—যেমন ১০০০ বর্গফুটের ওজন মাত্র ৩০ পাউণ্ড। এটাকে সহজভাবে মোড়া যায়। এটা কোন অবস্থাতেই পচে যায় না অথবা নষ্ট হয় না।

*

[illegible] পাখীদের নাম শুনলে মনে হতে পারে যে কোনও পৌরাণিক কাহিনী থেকে বুঝি নামটি উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু আজ যখন [illegible] এবং [illegible] [illegible] জন্য [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] নতুন করেই [illegible] [illegible] [illegible] এখানে [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] এখানে যে [illegible] [illegible] পাওয়া যায় [illegible] সুতরাং [illegible] [illegible] এ রকম অদ্ভুত জীব-জন্তুও [illegible] এবং [illegible] বিচরণ করতে দেখা যায়। [illegible] এখানে পাওয়া যায়। সুতরাং [illegible] এই পাখীদের [illegible] হবে। যখন ঐ সব দুষ্প্রাপ্য জন্তুদের দেখাশোনা করাই নতুন প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে এবং ঐ সব দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তু যাতে মারা অথবা অন্য কোন রকমে নষ্ট না হয়, তা ছাড়াও এখান থেকে জীবন্ত এবং মৃত বহু জীবজন্তু সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

# বিশ্ব-বিচিত্রা

বড়দিন বলতে প্রতি বছর শীতকালের কটা দিনের কথা মনে করতে অনেক উৎসাহ পড়ে। খৃষ্টানদের পর্বদিন হলেও অখৃষ্টান সম্প্রদায়ও এই সময়ে একটা উৎসবের প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। আমাদের দেশে অবশ্য এই রেওয়াজটা এসেছে ইংরাজদের শাসন প্রবর্তিত হওয়া থেকে, কিন্তু ইংরাজরা আজ চলে গেলেও বড়দিনের উৎসবটা প্রায় আগের মতোই একটা সাড়া জাগিয়ে তোলে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রদর্শনী, নানা রকমের প্রদর্শনী, সার্কাস এবং খেলাধুলোর ধূম, দোকান পসারের বিশেষ সজ্জা আনন্দমুখর উৎসব দিনের একটি সম্পূর্ণ চেহারা এনে উপস্থিত করে দেয়।

[illegible] কিন্তু খৃষ্টীয় উৎসবরূপে উদযাপন করার কথা নয়। [illegible] ১৬৬৬ সালে [illegible] একটি আইন প্রবর্তন করে খৃষ্টীয় [illegible] আনন্দোৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে। [illegible] এই আইন [illegible] ১৬৫২ সালে পার্লামেন্টে [illegible] ২৫শে ডিসেম্বর [illegible] সরকারী অনুমোদনে একটি পত্রিকা প্রচার করে আনন্দোৎসব [illegible] নিন্দা করেন। পার্লামেন্টের [illegible] খৃষ্টান দিবস [illegible] কুসংস্কারজাত [illegible] দেবতার দিন; [illegible] তাদের কিছু করার থাকে না [illegible] করে থাকে।"

১৬১৬ সালের এক আইনে [illegible] উপর অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং [illegible] প্রকাশের জন্য [illegible] ২৫শে ডিসেম্বর [illegible] উপভোগ করে [illegible]।

•

বরফ এবং [illegible] [illegible]

[illegible] দেখা যায় কিন্তু এই বিষয়ে [illegible] কেবল [illegible] নয়। [illegible] অন্যান্য [illegible] এই রোগ দেখা যায়। [illegible] [illegible] সম্প্রদায়েরই [illegible] এবং [illegible] [illegible]

[illegible] করেছে।

•

[illegible] এবং [illegible] মানুষের [illegible] সংখ্যা [illegible] একজন

(বাঁ দিক থেকে প্রথম চিত্র) ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ইতিহাস রচিত হওয়ার দিন থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি বজায় থেকেছে মাত্র চৌদ্দ বৎসর এবং অধিকাংশ যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ এবং দেশের অধিকারের জন্যে। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কোনদিনই জয়ী হতে পারেনি এবং মানুষ সর্বকালেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। (২য় চিত্র) ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের অনুশীলনকারী বৈজ্ঞানিক ডাঃ চার্লস জি এবটের মতে উষ্ণতা ও শৈত্য, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির অবস্থা প্রতি ২৭৩ মাস (অর্থাৎ মোটামুটি ২৩ বৎসর) অন্তর ফিরে ফিরে আসে। (৩য় চিত্র) লস এঞ্জেলেসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুশীলন করে দেখা গিয়েছে যে, গড়পড়তায় মানুষ তার হাতের সাহায্যে এক হাজারটি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজ সম্পন্ন করে

পুরুষ দাঁড়াবে। তার কারণ, তাঁরা বলেন, প্রকৃতি স্ত্রীলোকের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে।

এই বিশেষজ্ঞদের মতে [illegible] দিক থেকে স্ত্রীদেহ জটিলতর মনে হয়। স্ত্রীলোকের দেহে সাধারণত বেশী মেরামতের দরকার অবশ্য হয় তাহলেও কিন্তু স্ত্রীলোকের দেহ যেখানে মচকায়, পুরুষ দেহ ভেঙে পড়ে। তাছাড়া পুরুষ অপেক্ষাকৃত দ্রুত তার প্রজননশক্তি হারায়। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ এঁরা দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি ইংলন্ডের এক গ্রামে পঁচাত্তর বছর বয়সের এক মহিলার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর তাঁরা পেয়েছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি দক্ষিণ আফ্রিকার এক মহিলা সম্পর্কে যে একান্ন বছর বয়সে একসঙ্গে চারটি সন্তান—তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করেছেন।


## অলৌকিক গণনা

গত জন্মে কোথায় এবং কি ছিলেন—১। ঐ জন্মের ৫টি মূল্যবান কথা—১। প্রশ্নের উত্তর—১। কি চিকিৎসায় রোগ সারিবে—১। ভাবী স্বামীর রূপ বর্ণনা—১। ভাবী ঘটনার তারিখ—১। [illegible]
জ্যোৎস্না দাস, [illegible], C/o এম দত্ত,
নতুনপাড়া লেন, বর্ধমান
(এম ও ২৬২)

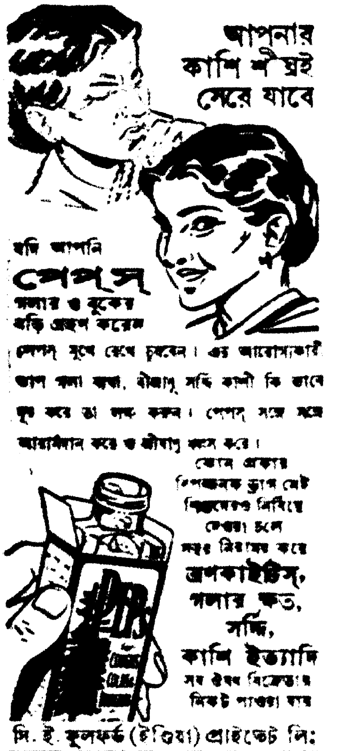


পরিবেশক—জেনার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
৩২নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২


*

[illegible]

*

[illegible]

[illegible] হতে এর [illegible] দেয়। ১৯৩২ সালের [illegible] কার্টেরিনা আবিষ্কার করে যে, সে মা হতে চলেছে।

একটি কন্যা জন্মলাভ করলেও মেয়েদের প্রতি কার্টেরিনার মোহ একেবারেই কেটে যায় এবং তার জীবনে যা ঘটেছে, তা জানা সত্ত্বেও [illegible] একজনকে সে বিয়ে করে। কিন্তু কার্টেরিনার পরিবারের লোকে এ ব্যাপারটা [illegible] চাইল না। [illegible]

[illegible] এই কারণেই [illegible] আত্মগোপন করে আছে।

*

[illegible] শহরের [illegible] একটি [illegible] তৈরী হতে পারবে।"

# মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স

বিষ্ণু দে

১ [illegible]

I apprehend nothing to be so little useful as reasoning by analogy from Europe to India.

[illegible]

[illegible]

GOVER[illegible] LIBRARY

ছেলেই বেলগাছিয়া নাট্যশালার বাংলা নাটক লিখলেন।

মাইকেল-মানসে কবিত্বের আবেগই এর মুখ্য কারণ, সেই আবেগের তীব্রতা এবং ইংরেজীতে তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি থেকেই তাঁর প্রত্যাবর্তন। তাঁর ইংরেজি তথা ইওরোপীয় ভাষায় সাহিত্যে জ্ঞানের স্বাচ্ছন্দ্য আজও বিস্ময়কর, কিন্তু তিনি বুঝলেন যে, ইংরেজিতে—মাই ডিয়ার ফেলো—যতই অপূর্ব চিঠি লেখা হোক, সাহিত্য সৃষ্টিতে দরকার [illegible] চেনা ভাষা। তাই তো তিনি লেখেন তাঁর [illegible], মেদিনীপুরের প্রাতঃস্মরণীয় হেডমাস্টারকে, যাঁর সাহিত্যরুচি এবং সাহিত্যজ্ঞান তাঁর মহৎ চরিত্রেরই তুল্য ছিল:

I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration......

আজকের ভাষায় যাকে বলে অবচেতন।

আরেকটি চিঠিতে তিনি রাজনারায়ণকে লিখছেন:

I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustive materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never knew. Here is a mystery for you.

রহস্যই বটে। অলৌকিক কবি-প্রতিভার [illegible] স্বপ্নের রহস্য। কি করে এই প্রায়-বাইরের মানুষ ভাষার প্রকৃতির একেবারে অন্দরের খোঁজ পেলেন? চেতন-অবচেতনের [illegible] কি এর দুঃখময় কঠিন [illegible] ছিল না? [illegible] হয়তো তাঁর উপযুক্ত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য কম ছিল, [illegible] হয়তো তিনি [illegible] অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর [illegible] ছিল ভাষার [illegible]। [illegible] "ঘর" ও "দ্বার" [illegible] অস্বস্তিকর লাগতে পারে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ঐ দুটি [illegible] বাংলা ভাষার নিজস্ব [illegible] এবং [illegible] সর্বাধিক প্রচলিত ছিল; এখনও [illegible] আছে, যে [illegible] বাংলা ভাষা আজও [illegible] ও [illegible] মাইকেল যে তাঁর [illegible] বাংলা [illegible] নয়, [illegible] বাংলা [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] তাঁর [illegible] সত্ত্বেও।

ভাবতে মজা লাগে যে, এই মাইকেলই একদা তাঁর হিন্দু কলেজের এক বাল্যবন্ধুর [illegible] বাড়িতে এসে [illegible] —তখনও বাংলা কবিতার কথা তিনি ভাবেন নি। [illegible] সেই [illegible] যে [illegible] হিন্দু কলেজ ও তাঁর [illegible] ছিল, [illegible] এ [illegible] ছিল তাঁর [illegible] যে [illegible] কল্পনা, [illegible] আর মাইকেল যা [illegible], তিনি তাই [illegible] যে, তিনি [illegible],

a proud, silent, lonely man of song.

[illegible] যে, [illegible] ও [illegible] এই [illegible] এবং [illegible]

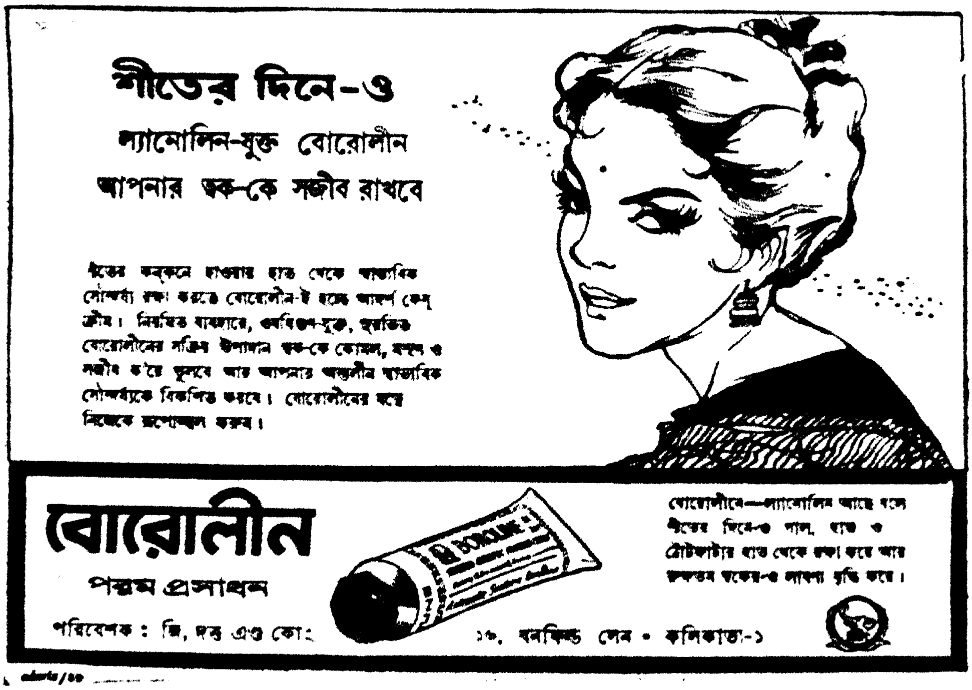

[illegible]

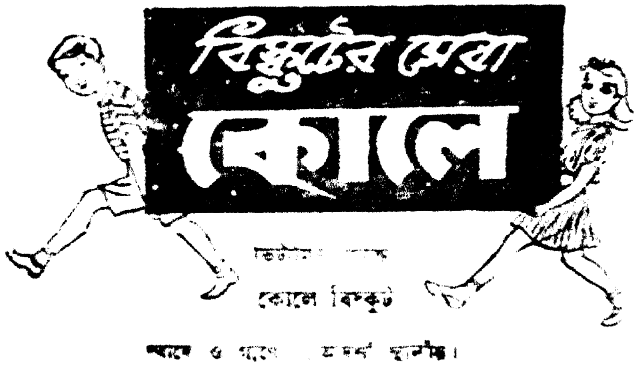
বিস্কুটের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট

নিউট্রিন
উৎকৃষ্ট
সুইটস
ও টফি

[illegible]

যদিও রাজনারায়ণের কাছে মাইকেল [illegible] অনেক কম স্বীকার; রাজনারায়ণকে এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way, no doubt, but by no means of the highest school of poetry, except perhaps Byron, now and then I like Wordsworth better.—

—মাইকেলের পক্ষেই যে [illegible] সম্ভব এই নিশ্চিত মূল্যায়ন [illegible]—তাঁর নিজের দেশের শিক্ষাদীক্ষা [illegible] ইত্যাদি সত্ত্বেও বায়রনের বিচারটুকু এবং [illegible] ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিষয়ে মন্তব্যটি স্মরণীয়, তখন বিলাতেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বাদীরা অনাগত।

ইংরেজিতে হলেও মাইকেলের চিঠি থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি দিই, তাঁর সাহিত্য বিচারের [illegible] আমরা প্রায়ই যথেষ্ট অবহিত থাকি না। মাইকেলের কাব্যকৌশলের সন্ধান করবার একটি আশ্চর্য উদাহরণ এই পত্রাংশে :

Last evening I got a copy of the new Meghnad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me, for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapore pedagogue......Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is long. I believe you like the opening line of the 2nd book of the Meghnad. In that description of evening you have these lines—

ভাইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী; বহিল চৌদিকে গন্ধবহ;

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারু, তারা you improve the music of the line because the double syllable [illegible] mars the strength of [illegible]. Read

ভাইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী

And then সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে, and the passage assumes quite a different tone of music—

ভাইলা সুচারু তারা, শশীসহ হাসি
শর্ব্বরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিল বিলাসী
কোন কোন ফুলে চুমি কি ধন পাইলা।

[illegible]
ভাইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি
শর্ব্বরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে—।

[illegible]

কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার—
হতভাগিনী?

যদি বলা যায় মাইকেলের কবিত্বের দৃষ্টি [illegible], তাও ঠিক হবে না, যেমন [illegible] প্রতিমূর্তি চতুর্থেও বর্তমান, অথবা "শর্মিষ্ঠা"-তে যেমন ষষ্ঠ [illegible], অথবা

মাথাধরা,
পেশী ও গ্রন্থির বেদনা,
সর্দি-জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জায়

নিরাপদ ও
নিশ্চিত
আরামের জন্য
এনাসিন

বেঙ্গল ইমিউনিটি
কোং লিঃ,

[illegible]

love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry.

[illegible]

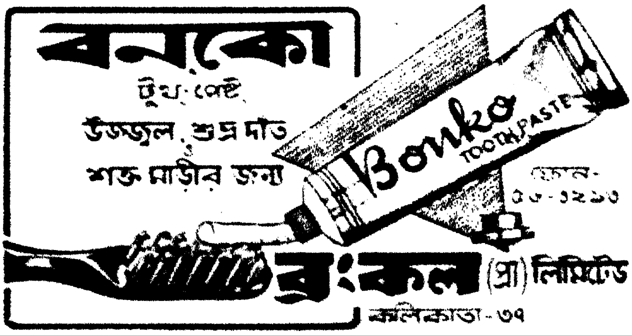

বিষয়ে তাঁর চেতনাই বোধ হয় ইংগ-জাগরণের আবর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল, অন্যত্র অস্পষ্ট ছিল, না হলে তিনি নিজ মনের ভাবের কর্তৃত্ব অর্জন করবার মুখে কুণ্ঠিত হয়ে বিলাতবাসের শান্তি ও নিজের অহং ক্ষয় করবেন কেন? তবু তাঁর কবিতাতেও তাঁর দৈবী প্রেরণা পরীক্ষায় সংগঠনের, অখণ্ড মানবিক কল্পনার পরম মাহাত্ম্য পায় না।

তবু মনে হয় যে মাইকেল তাঁর দেশ-কালগত ও ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে পাঠ নিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ ভাবে, যেমন আরেক তাঁর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধের ব্যর্থতায় ও সার্থকতায় পাঠ নিলেন প্রকৃতির কাছে ও রাজধর্মীদের নিরাপত্তায়। মাইকেল এই দুঃসময় [illegible] পার্থিবের মধ্যেই [illegible] তাঁর দেশের মাথার দেউলে, [illegible] অনিবার্য [illegible]

দিনের কাজ শেষ হওয়ার সময় ডাকঘরগুলিতে এতো বেশী চিঠিপত্র, পার্সেল ইত্যাদি আসতে থাকে যে, তখনকার কাজের চাপ সামলানো একটা বিপুল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এমনও হতে পারে যে, কিছু জিনিষ হয়তো সেদিনকার ডাকে যায় না।

তাড়াতাড়ি ডাকে দিলে, আপনার চিঠিপত্র সেইদিনের ডাকেই যাবে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে দেরী হবে না।

*দিনের শেষে একসঙ্গে আপনার চিঠিপত্র না পাঠিয়ে, যখন যেমন লেখা হবে কিছু কিছু করে তখনই পাঠিয়ে দিয়ে ডাকঘরগুলির ওপর চাপ কমাতে সাহায্য করুন।*

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/350

কুল ছিলরা। বাস্তবজীবনে তথা সাম্প্রদায়িক কাদার মধ্যে তিনি এই [illegible] ... rabble [illegible] a man of [illegible]

[illegible]

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২৲
বীরত্বে বাঙালী ১॥০
বিজ্ঞানে বাঙালী ২॥০
বাংলার ঋষি ২॥০
বাংলার মনীষী ১।০
বাংলার বিদুষী ২॥০
আচার্য জগদীশ ১॥০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১॥০
রাজর্ষি রামমোহন ১॥০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

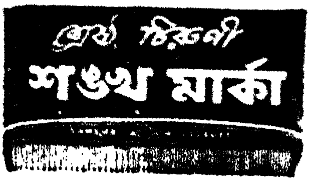

কাহিনীর জীবন উভয়ত একটি মহৎ ট্র্যাজেডি, ভারতে ইংল্যাণ্ডের কর্মকাণ্ড যার প্রধান নায়ক। তাই তিনি আমাদের কাছে এ প্রতিজন্মের প্রতীক। এই ট্র্যাজেডি ইংল্যাণ্ড ভারতের ইতিহাসের অন্ধকার দিকটা উপলব্ধি অনুধাবনের নাটক।

মাইকেল মধুসূদন [illegible] মোহন পর্যন্ত মহাপুরুষদের পাবই। শতাব্দীর এ প্রতিভাদের শিক্ষা আমরা আত্মস্থ করতে পারিনি। যদি তা যদি করতে পারি, তবেই ফিরবে আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি, [illegible] এবং পরবর্তী ভবিষ্যতের নিশ্চিত ইতিহাস, আমাদের প্রকৃত রেনেসাঁস। পশ্চিম দেশের আলোকে আমাদের মুক্তি নেই, না ঢাকা পাশের সন্ধানে, না অশ্বিনাথের কপালে ফুলিয়েছে, না সমুদ্রভাবের অম্বরেশী হাহাকারে।

---


# একজন রাজমিস্ত্রী পথ দেখিয়েছে

জামশেদপুরে ইস্পাত তৈরীর ফার্নেসের তাপমাত্রা প্রায় ১৫০০° ফারেনহাইট। এই প্রচণ্ড উত্তাপে ফার্নেসের ভেতরের দিকের ইটের আস্তর ও মেঝে ক্ষয়ে যেত ও বার বার মেরামত করার দরকার হ'তো।

মিঃ হিদায়েতুল্লাহ এক বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রী উদ্ভাবন করেছেন এক নতুন ব্যবস্থায় আস্তর দেবার উপায়, যার ফলে ফার্নেসের মেরামত অনেক কমে গেছে। তিনি এই কৌশলের জন্য প্রশংসা তো পেয়েছেনই, এবং সেই সঙ্গে ২০০০ টাকা পুরস্কারও পেয়েছেন। এই পুরস্কার ১৯৪৭ সাল থেকে দিয়ে আসা এমন অনেকগুলি পুরস্কারের অন্যতম।

জামশেদপুরের নবীন প্রযুক্তি নতুন সুবিধায় উৎসাহ দেবার যত আয়োজন তার মধ্যে এও একটি। [illegible] ফলে আজ একটি শিল্প-নগরী জামশেদপুর গড়ে উঠেছে, যেখানে শিল্প শুধু জীবিকার্জনের উপায় মাত্র নয়, জীবন-যাত্রারই একটি অঙ্গ।

## জামশেদপুর

ইস্পাত নগরী

JWT. TN 4084 The Tata Iron and Steel Company Limited

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

GOVERNMENT LIBRARY

থেকে নিয়ে সিগারেট ধরাল সুকান্ত।

হাতে হাতের শিশু কি আর মানুষ হয় না?'


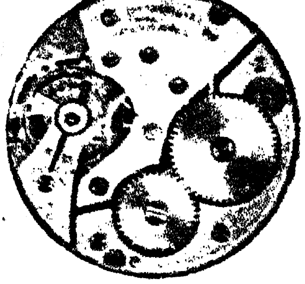

রায় কাজিন এণ্ড কোং

**ডাক্তার হউন**

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনো করে সরকার দ্বারা রেজিস্ট্রী করা কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিন। বিনামূল্যে প্রোস্পেক্টাস-এর জন্য লিখুন।

**Indian Homeopathic College**
(DC.) Jullundur City.


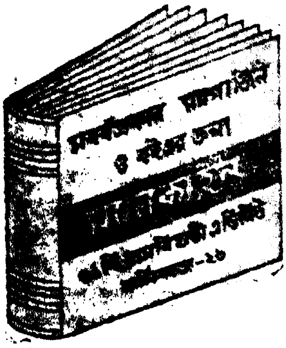


শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের
**চ্যবনপ্রাশ**
বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের



রমণীজনের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য

কেশরী কুটীরম প্রাইভেট লিঃ
রয়াপেটা, মাদ্রাজ-১৪


কুসংস্কার।' কার্তিক নায়ক থাটে থেকে। নইলে তুমি যে ভাবছ তুমি শিক্ষিত সেটা তোমার ভুল।'

'ভুল!' সুকান্তর ইচ্ছে হল কার্তিকের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

'এ তো কম করে বলছি। রোজগারী উপযুক্ত ছেলে বাপ-মাকে ফেলে বউ নিয়ে আলাদা সংসার করছে এ খুব একটা আনন্দের কথা?'

'কিন্তু বাপ-মা যদি তাড়িয়ে দেয়?' মুখিয়ে উঠল সুকান্ত।

'দেয়নি তাড়িয়ে।'

'দিয়েছে। যে ভাবে বলেছে তাতে তাড়িয়ে দিয়েছেই একরকম মানে।'

'না কক্ষনো না।' কার্তিকও জোর জানায় [illegible]। 'রাগের মাথায়, একটা বয়সের কথাই, তার সবটা কথা নয়। ছেলেকে বাপ কী বলছেন শোন নি? রাগের কি কারণে? বলছেন পরস্পরের মধ্যে এই একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরতে দেব না।'

'একটা [illegible] মত কথা।'

'[illegible] কথা কটা কমে?' [illegible] মধ্যে [illegible] সুর [illegible] কার্তিক।

'না, কথা নেই। উচিত কাজ তোমাকে [illegible] না করে, কথা না [illegible], না প্রতিবাদের [illegible]। সমস্ত মর্যাদা ইজ্জত নষ্ট [illegible] হয়ে।'

'তবে সংসারটি [illegible] না।' কার্তিক [illegible] [illegible] তুই আবার ফিরিয়ে দেবে। [illegible] আমার [illegible]। একটা জিনিস [illegible] বলেই সেটা মন্দ?'

'নিশ্চয়ই। মন [illegible] দাঁড়াতে পারছে না থাকছে না টিকে।'

'কী বলছ! জীবন [illegible] টিকছে না সেটা জীবনটাই [illegible]।' কার্তিক ঝাঁকিয়ে উঠল: 'তার মানে দাঁড়িয়ে আছে উপরে স্বার্থপরতার মত [illegible] পারস্পরিকের মত তাই একেবারে [illegible] অবস্থা।'

'এর দিকও কার্তিক হতে পারে নাকি?' সুকান্তর মনে হল যেন এক হাত কাদা তার মুখের উপর পড়ল ছিটিয়ে। অবশ্য কথাটার মধ্যে পরিহাস নয় তীক্ষ্ণমুখ ব্যঙ্গ [illegible]।

'যে [illegible] উপর হবে কেন?' সুকান্ত তাই পাল্টা প্রশ্ন করল। 'নীতির কথা হচ্ছে না পরিস্থিতির কথা হচ্ছে।'

'পরিস্থিতি এমন কিছু খারাপ হয় নি।' পিঠ-পিঠ জবাব দিল কার্তিক।

'যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। কাকা উঠে [illegible] ঠিক করেছে, [illegible] ভাগ [illegible] নিয়েছে, ঠিক এসেছে মাস নিতে, এমন সময় পাড়ার কর্তা [illegible] বললেন তুই আমার ভাই, তুই থামলে। ঐ ছোঁড়া যে নতুন বউ নিয়ে এসেছে, হলই বা না সে পর, সে খাটা বেরিয়ে যাক—'

'যদি তাতে অসুবিধে হয়!' সঙ্গে-সঙ্গে জুড়ে দিল কার্তিক।

'অসুবিধে হয়!' সুকান্ত ক্ষেপে উঠল: 'অসুবিধে হচ্ছে না বলতে চাও?'

'হচ্ছে।' [illegible] স্বীকার করল কার্তিক। 'কিন্তু মোটমাট অসুবিধের চেয়ে সুবিধেই বেশি হচ্ছে। ঢের ঢের বেশি।'

'বেশি? আর কি তুমি টের না হয়ে পারো?' সুকান্ত যেন ছিটিয়ে উঠল: 'নিজের রোজগারের টাকা নিজের কর্তৃত্ব [illegible] করতে না পারা [illegible] [illegible] সাজাতে হবে, [illegible] সাজাতে হবে—এ কী একঘেয়ে! [illegible] উপরে একটা একঘেয়ে [illegible] [illegible] একজনের [illegible] উপরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

'তুমি—তুমি [illegible] এ কথা [illegible] [illegible] কার্তিক। 'তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] নয়, তুমি—তুমি [illegible] [illegible]।'

[illegible] [illegible] [illegible] সুকান্ত [illegible] [illegible] [illegible] করতে [illegible]। '[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

'উঃ, তুমি কী [illegible] [illegible]!' [illegible] [illegible] [illegible] কার্তিক। '[illegible] [illegible] [illegible] অসুবিধে!'

'হাঁ [illegible] অসুবিধে যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে। [illegible] [illegible] [illegible] না কী! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] যায়?'

ও-হো-হো করে হেসে উঠল কার্তিক। বললে, 'ঠিক আবার যায় নাকি? ও হো খোকা, ইনসেন! যার মধ্যে বল নেই সে যায়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

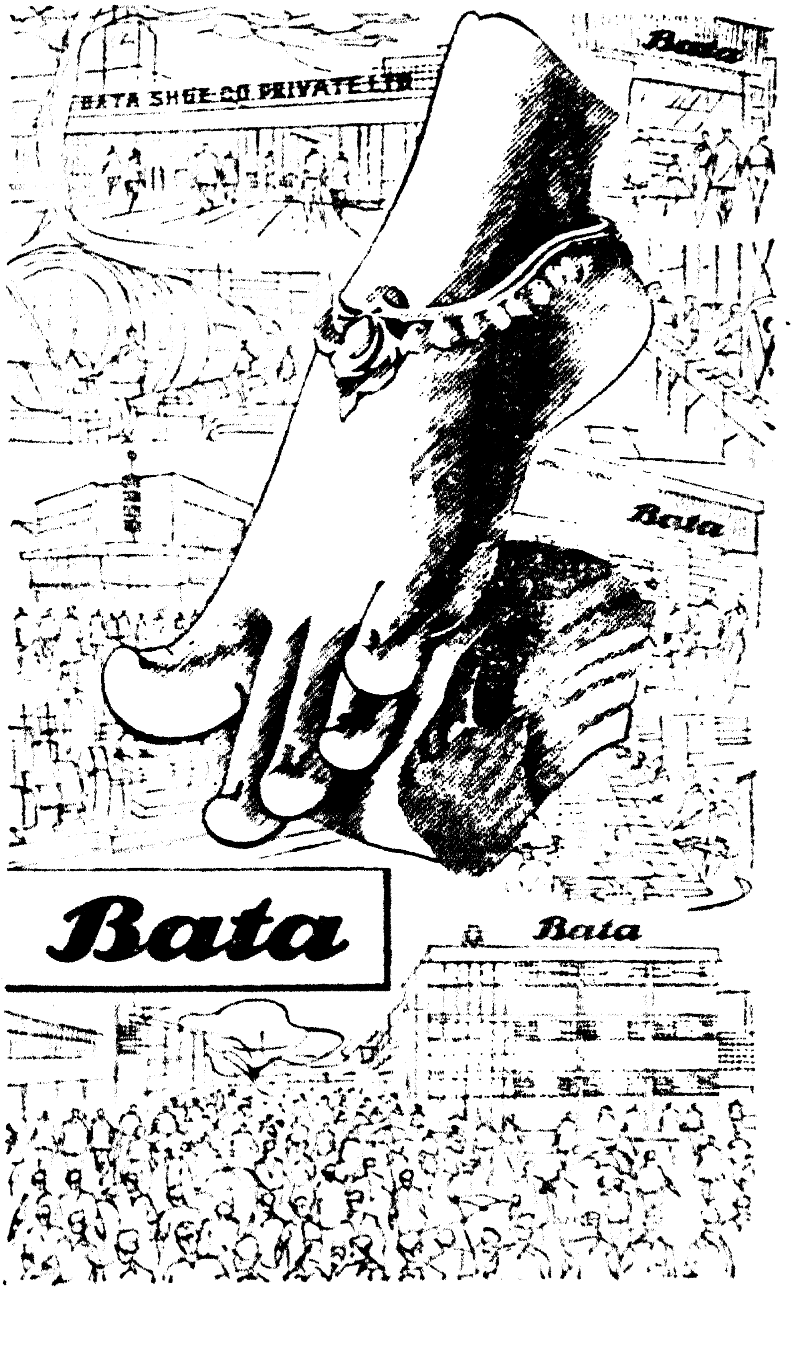
BATA SHOE CO PRIVATE LTD
Bata
Bata
Bata
Bata

কার্কিন। 'সোনাদিদির আদরে সর্ব শরীর বিলবে।'

'তা একটু বিলীন হলে ক্ষতি কী! তবু, যাই বলো, আপরুচি খানা, আপরুচি গানার মত সুখ নেই।'

'আপরুচি গানা মানে?'

'নিজের ইচ্ছে মতো গান গেয়ে ওঠা। সাধ্য আছে এ বাড়িতে তুমি বাবা-কাকার সামনে গলা ছেড়ে গান গাও কালোয়াতি সব ছাড়ো। বেয়াদপি, স্রেফ বেয়াদপি। দেখ দেখি ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরে এত বড় হস্তক্ষেপ।'

কথার সুরটা লঘুতার দিকে যাচ্ছে দেখে আশ্বস্ত হল কার্কিন। বললে, 'তার মানে নিজের সংসারে [illegible] শর্মা হয়ে চিল্লি থেকে বর্মা পর্যন্ত [illegible] ছাড়বে।'

'ছাড়বে। হবে বড় স্বাধীনতার জয়োল্লাস। যখন খুশি গান যেমন খুশি বাজনা। আনন্দের ভাব এর চেয়ে বড় প্রকাশ কী আছে?' কার্কিনকে [illegible] ভেবে সুকান্তর হালকা [illegible] 'কোনদিন ইচ্ছে চিংড়ি, যেদিন ইচ্ছে ভেটকি। যেদিন ইচ্ছে ইলিশ। খুশি হলে টাটকা, খুশি হলে বাসি।'

'সঙ্গে-সঙ্গেই কাজেরা। মাপ করো,' অকস্মাৎ একটু গম্ভীর হল কার্কিন: 'যদি ধরো, ঈশ্বর না করুন, তোমার কোনো অসুখ হয়?'

'হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।'

'আমার অসুখ হলে?'

'মেটারনিটি হোম।'

'ইয়ার্কির কথা নয়।' কার্কিনই লঘুতার সুর কেটে ফেলল। 'যদি কারু অসুখ হয়, আর তা বাড়াবাড়ি হয় তখন নিরুপায় বিপদের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। উপায় নেই তোমার বাবা-মাকে দিয়ে না খবর দিই। যদি আসতে না চান [illegible] হবে না [illegible] কী করি। যদি বলেন, [illegible] ফিরে [illegible] তাই না কোন দিকে হাজির হই। সেই যদি লোকই হাসাব তবে মিছিমিছি মন খসাই কেন?'

'তবু, তুমি এ সংসারে ছোট মনের নিত্যকার কলহকাটির মধ্যেই থাকবে?' বলে চটে উঠল সুকান্ত।

'এ হাঁড়িকুড়ির ঠোকাঠুকি, নড়ে চড়ে সরে বসে এরাই আবার এদের মায়া ও শ্রী বজায় রাখে। এ-দুজনের ঝগড়া ও-দুজনে মেটায়। ও-দুজনের ঝগড়া এ-দুজন। আর কাল যারা ঝগড়া করেছিল, আজ তারা একত্র বসে হাসে, আর আজ যারা ঝগড়া করছে দেখছ কাল তারা পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখবে। কিন্তু তোমার ঐ একলার সংসারে যখন ঝগড়া হবে?'

'ঝগড়া হবে মানে? আমাতে-তোমাতে ঝগড়া হবে?' অবাক হবার ভান করল সুকান্ত।

'তা হতেই পারে। ও আর এমন অসম্ভব কী।'

'তুমি যে এমন ঝগড়াটে তা তো জানতুম না।'

'আর তুমি যে এমন [illegible] তাই কি আমি জানতুম।' [illegible] বললে কার্কিন। [illegible]

[illegible]

[illegible] উঠবে দেখো।'

[illegible] সুকান্তকে [illegible] সুকান্ত [illegible] বললে, 'আর ঐ একক সংসারে হলে?'

'ওরে বাবা! এখন তো [illegible] খোকা আসুক আগে।' কার্কিন হাসির [illegible] চেপে বললে, 'এখন তো [illegible] এমন-এ [illegible]।'

'তুমি আমাকে এমনি অবিশ্বাস করো?' অবরুদ্ধ মুখে বলল সুকান্ত।

'এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কী! এ একটা সম্ভাবনার কথা। যদি ও কথা বলিও,' আবার হাসল কার্কিন: 'যদিও যদি-র কথা নাটকের পাত।'

'তার মানে, তোমার আর আমাদের ভালোবাসায় আস্থা নেই।' সুকান্ত [illegible] বিশ্বাস [illegible] যে, ভালোবাসাই সমস্ত বিরোধের থেকে


খাবার পর আপনি
পাকস্থলীর ব্যথায়
ভোগেন কি?

হিউলেট্‌স মিক্সচার খান
স্থায়ী উপশম এনে দেবে

অতিরিক্ত খাটুনি ও মানসিক দুশ্চিন্তা পরিপাক-যন্ত্রকে প্রায়ই দুর্বল করে দেয় ... এবং তার ফলে অনেককে খাওয়ার পর পাকস্থলীতে ব্যথা হয়। হিউলেট্‌স মিক্সচার পাকস্থলীর খাদ্য পরিপাকের শক্তি দিয়ে রোগের সহায়তা করে। অম্লতাকে অম্লরসের হাত থেকে পাকস্থলীর ভিতরকে সুরক্ষিত রেখে পেটের ব্যথায় চটপট আরাম এনে দেয়। ৫০ বছরেরও উপর পৃথিবীব্যাপী সব ডাক্তাররা হিউলেট্‌স মিক্সচার খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।
শিশু: শিশুদের পেটের পীড়াতেও হিউলেট্‌স মিক্সচার চমৎকার। কয়েকটি ফোঁটাতেই সঙ্গে সঙ্গে আরাম।
সেই কারণে আধিক্য মহলেও ব্যবহার করুন, হিউলেট্‌স মিক্সচার ডাক্তারখানায় বা আপনার কাছে দোকানেই পাওয়া যায়।

হিউলেট্‌স মিক্সচার
সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন্স (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৩০/৫, বাগিনখামা নাহক ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ-৩
CJH 653

আমাদের রাখতে পারে বাঁচিয়ে। তার মানে তুমি বলতে চাও, একা হাতে তোমাকেই আমাদের ঝগড়া আমাদের ভালোবাসার চেয়ে বড় হয়ে উঠবে।'

'কী জানি কী হবে! এখনো তো [illegible] একা-একা, পড়ে, তুমি আর আমি।'

'সেই পরীক্ষায় জানাই একা হওয়া দরকার।' সুকান্ত একটা হাই তুলল: 'আমি আজ থেকেই বাড়ি খোঁজা শুরু করে দেব।'

'শুধু খোঁজা নয়, বাড়ি খোঁজা।' কার্তিক মুখ এবার গম্ভীর করল: 'কিন্তু [illegible]'

[illegible]

'তুমি থাকো তোমার [illegible] নিয়ে, আমাকে দিয়ে, আমি একটা [illegible] চলে যাই।' সুকান্ত দরজার দিকে এগোতে চাইল।

কার্তিক সহজ গলায় বলল, 'না, তোমার এখুনি চলে যাবার কোনো কারণ হয়নি।'

'বেশ তো, তুমি থাকো একলাটি সংসার আলো করে, আমি যাই।'

'কোথায় কি মিলি?' [illegible] সুযোগ পেল কার্তিক। বলল, 'তুমি জানো তুমি যেখানে যাবে, আমাকেও সেখানে যেতে হবে। [illegible]'

[illegible]

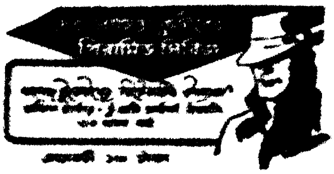

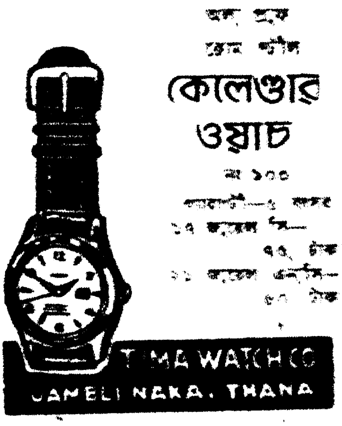


একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ, কালীঘাট
[illegible]
অজিত মুখোপাধ্যায়ের অমৃত মন্থন দাম ৪·০০
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি-১২

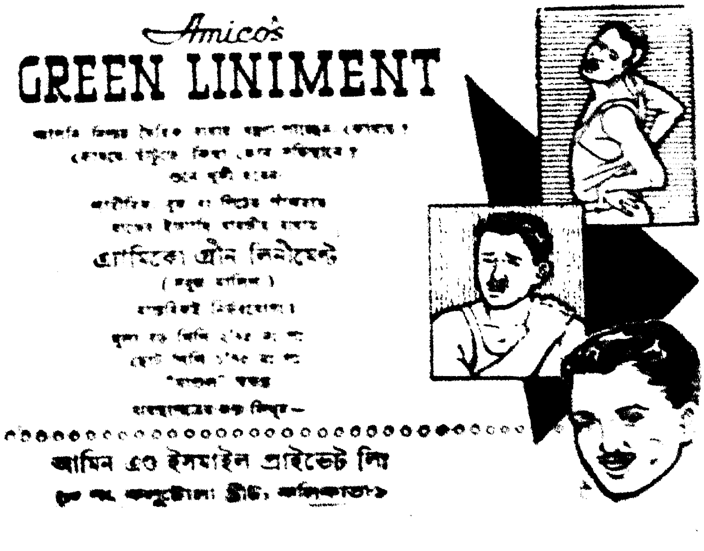

কেন দিব তেল বলল কথাটা। তোমার আর যা উপার্জন কর, তা নয়, তোমার টিউশানির টাকা!

কেন, তুমি জানো না?

[illegible] হঠাৎই তো [illegible] এত উপার্জন [illegible] [illegible] একেবারে টাকাগুলোই মা-হর হাতে দিয়ে, তারপর? টাকার [illegible]

[illegible]

একেবারে [illegible] না কার্তিক। [illegible]

[illegible] কি বলবে কার্তিককে?

(ক্রমশ)

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা ৭

ক্রিমি-নাশিনী
[illegible]
এস.সি.চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

বাদুর জুতা
সুন্দর ও মজবুত
বাদু এণ্ড কোং
৭৫/এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দৈবই পরম শক্তি
ধবল-অসাড়
[illegible] (রেজিঃ), কলিকাতা। ২৮ ফোন ৫৭ ২৪৭৮

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ৭ ॥

[illegible] জুলাই ১৯৭১

[illegible]


খেয়ে আবার সতেজ হ'য়ে উঠুন

MANDH

ইমালশন

সাধারণ দৌর্বল্যের জন্য চমৎকার, সুস্বাদু
টনিক—অল্পদিনের মধ্যেই আপনার
স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনবে।

মার্টিন এ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, নিউ দিল্লী, মাদ্রাজ

কাজেই আপনাকে অবজারভেটরি থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে, লিখবার টেবিলে বসিয়ে জবরদস্তি লেখাতে শুরু করলাম। যখন উঠি উঠি করছি, দেখি প্রায় বারো চোদ্দ লাইন লেখা হয়েছে। মন নিশ্চিন্ত করে চলে গেলাম যে এইবার গল্প চলবে। বিকেলে ফিরে এসে দেখি অনেকটা লেখা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা যখন লেখাগুলো পড়ে দেখি, মুখে যা বলেছিলেন তার থেকে একেবারে অন্যরকম চেহারা। খুশি মুখে বললেন, "মানুষগুলোকে এইবার বেশ চোখে দেখতে পাচ্ছি; এখন লেখা আপনিই চলবে, তোমাকে আর ঠেলিয়ে নিয়ে যেতে হবে না।" [illegible] আপনাকে লিখবার [illegible] দেখেছিলাম সেই [illegible] বইখানা দেখলে। কবি বললেন, "তা ঠিক, এইরকম কতবার কত গল্প আমি মুখে মুখে বলেছি, তারপর আর লেখা হয় নি বলে অনেকগুলো হারিয়ে গেছে।"

এইরকম [illegible] [illegible] কাটলো। [illegible] বেশ খুশি [illegible] আছেন। কিন্তু [illegible] চেহারাটা [illegible] এরকম [illegible] এই দিন পরে একটা [illegible] মুখে। [illegible] [illegible] নিশ্চিন্ত হয়ে [illegible] অনুভব করছি। [illegible] একটা ছিল না [illegible] এই একেবারে [illegible] একটা [illegible] হয় আর লড়াই করতে পারবে। [illegible] চেহারা দেখা দিয়েছে।

আজ সকাল থেকে [illegible] বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর [illegible] হল—[illegible] নিয়েছে [illegible] টেবিলে [illegible] আর কিছু নেই। [illegible]

যখন আসছিলুম বুঝতে পারিনি যে এই রকম দেখবো।

দুপুরবেলার গাড়িতে সেদিন মৈত্রেয়ী এল। [illegible] ডাক্তার রায় অধিকারী এবং কবিরাজ [illegible] মশাই আসবেন। বিকেলে কবির কাছে যখন গিয়েছি তখন বললেন, "আজ অমরবাবু আসবেন তা জানো?" আমি [illegible] হয়ে আছি। বললেন [illegible] [illegible] বলেছেন [illegible] [illegible]

[illegible]

এবং আরো একজন কে যেন পুরুষের মধ্যে হয় সুরেনবাবু কি অনিল, ঠিক আমার মনে নেই এখন [illegible]। হয়তো [illegible] লেখায় [illegible] এই জন্যেই [illegible] এসেছিলেন— এই আমার ধারণা।

[illegible] আগে যখন মৈত্রেয়ী আর একবার এসেছিল, সেই সময়ে কবি [illegible] বলেছিলেন যে, [illegible] [illegible]

[illegible]

১ [illegible] [illegible] [illegible] নিজের কাছেই [illegible]

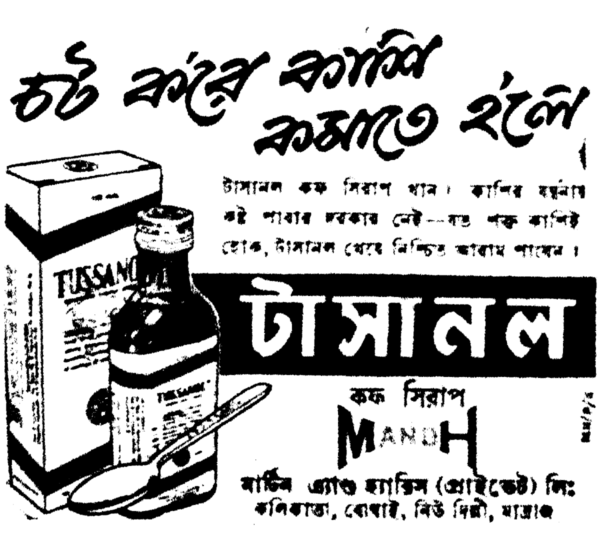

চাচ্ছি না ; শুধু শরীরের শক্তিটা একটু কম থাকে এবং অন্যের মতো নিজের শরীরটাকে নিজেই চালনা করতে পারি এখনকার মতো সম্পূর্ণ পরের উপর নির্ভর না করতে হয়, এইটেই আমার চাওয়া। [illegible]

[illegible]

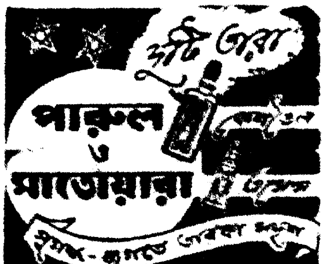

পশ্চিমে জানালার দিকে কবির বসা। কাল (২রা জুলাই) রাত্রে শান্তিনিকেতনে এসে কবির সঙ্গে দেখা শেষ করে ফেরবার সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম। [illegible] ভাবে বলতে হয়েছে, সকাল [illegible] মোটরে এসে বর্ধমান থেকে ট্রেন ধরে বোলপুরে পৌঁছলেন, কাজেই ক্লান্ত ছিলাম। অনেক রাত্রে, কত রাত ঠিক জানি না, উপরের ঘরে কাঠের চৌকি টানা ও পায়ের আওয়াজ টের পেলাম কবি জেগেছেন। এরকম অনেক বার শুনলাম; আর ঘুম এল না। মনে আশঙ্কা হতে লাগলো কবির কি রাত্রে অসুখ বাড়লো? এত রাত্রে পায়ের আওয়াজ কেন? একবার মনে করলাম উপরে গিয়ে দেখি। তারপরে ভাবলাম রাত্রে যিনি ডিউটিতে আছেন, তিনি হয়তো পছন্দ করবেন না। এইসব মনে করে আর উপরে যাওয়া হল না। ভোরবেলা (৩রা জুলাই) [illegible] বলাম যে, রাত্রে অনেকবার উপরে আওয়াজ পেয়েছি।

সকালে কবির কাছে যখন গেলাম, [illegible] কিন্তু এরকম ঘুম হচ্ছেনা? আমি কাল রাত্রে যা কাণ্ড করেছি, [illegible] [illegible] টের পেয়েছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

২ [illegible] [illegible] শান্তিনিকেতনের [illegible] [illegible]

যাচ্ছে তার এবং উপস্থিতের চেয়ে বাড়ছে (আমার হাতি)। এই রকম যে করবার হল ঠিক নেই। যাই হোক, সব পেন-টেন হতে পেতে আমি বিছানায় শুই গিয়েছি, তবু একেবারে যে [illegible]। আবার যখন ভয়ঙ্কর [illegible] [illegible] নলীনমাধব একলা।"

[illegible] [illegible] [illegible] কবি অসুস্থ [illegible] শান্তিনিকেতনে চলে গিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৩ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনো ইংরেজী [illegible] করেছিলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...
ন্যাশনাল একো-র
নতুন মডেল এ-৭৪৪
৩৮৫৲ নীট
ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা
জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিঃ
GRA

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

৩

[illegible]

যাওয়া! কালা নিগার, তার এত সাহস?

সাহেব বললে—ছাতা বন্ধ করো—

ছেলেটাও অবাক হয়ে গেছে, বললে—কেন, ছাতা বন্ধ করবো কেন?

সাহেব বললে—আমার হুকুম—

ছেলেটা বললে—তুমি কে হে যে তোমার হুকুম?

সাহেব বললে—দেখবে আমি কে? এই দেখ—

বলে ছেলেটিকে ধরে বেদম প্রহার। ছেলেটা আধমরা হয়ে পড়ে রইল সেখানে। সাহেব চলে গেল।

মামলা হলো কোর্টে। বিচার হলো। জজ রায় দিলে—ছেলেটিরই দোষ। সে সাহেবকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন সাহেব

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমস্ত রোগী বিশেষ গোপন ও জটিল রোগাদির চিকিৎসা দৈনিক সকাল ৯—১১টা ও বিকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, পায়ে [illegible] অসাড়তা, দাগ, ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও [illegible] সেবনীয় ও [illegible] দ্বারা নিরাময় করা হয়। [illegible] হয় না। [illegible]
হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন: ৬৭-২৩৫৯, শাখা: ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিঃ ৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

নির্দেশ। তারপর [illegible] সাহেব নিজে এলেন [illegible] করতে। তিনি বিচার করে বললেন—[illegible]

[illegible]

বাড়ির [illegible]

মা [illegible]

মা [illegible] বিকেলবেলা [illegible] আর বেরোন নয়। সন্ধ্যা হবার পর পড়তে

[illegible] কিছু পড়তে বসেও যেন মন থাকতো অন্যদিকে। কিরণটা কী করছে এতক্ষণ। [illegible] পুলিশের লাঠি খেয়ে রাস্তায় পড়ে [illegible]। সবাই হাসপাতালে নিয়ে গেছে [illegible]। এমনি অনেক কথা।

মা বললে—হাঁ রে, বই মুখে দিয়ে কী [illegible]

তারপর আর একটু অন্ধকার হবার সঙ্গে [illegible]

[illegible]

মনে আছে সেদিন দীপংকর যেন [illegible] কালীঘাটের লোক [illegible] আর এই ছাত্রটো আর [illegible]। [illegible] লোকেরা যারা [illegible], তারা [illegible] দামী খাটে শোয় না, তার ওপর আলমারি

[illegible]

আর একবার দীপঙ্কর ডাকলে—

[illegible]


একটি অঙ্ক,
দুটি রাত্রি
ও কয়েকটি গোলাপ ৩·০০

[illegible]

তিমির লগন — ৪·০০
এতটুকু আশা — ৩·০০
দ্বিতীয় প্রেম — [illegible]

করুণা প্রকাশনী

[illegible]

অধুনাতন

[illegible]

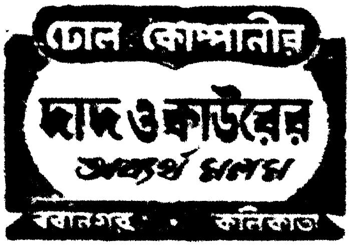

তো—কোথায় থাকো? কী নাম তোমার?

দীপংকরের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বললে—আমি কিছু করিনি, আমায় শুধু শুধু ধরে নিয়ে এসেছে—

চোখ তুলে ভালো করে কাছাকাছি থেকে দেখলে দীপংকর। চোখে যেন্‌ই কাজল পরেছে। তখন জানালার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পারেনি। নাচবার জন্যে সিল্কের শাড়িটা ঘুরে ঘুরে পরেছে গায়ে। কানে জ্বল-জ্বল্ করে জ্বলছে দুটো পাথরের দুল।

মেয়েটি কাছে এল আরো। বললে—কী নাম তোমার?

দীপংকর আচ্ছন্নের মত মুখ তুলে চাইলে। চেহারাটা দেখে অনুমান করবার চেষ্টা করলে কতখানি শাস্তি তাকে পেতে হবে। কিন্তু চেহারাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্য ছিল। ভরসাও পাওয়া যায় না, আবার আতংকও হয় না।

মেয়েটি বললে—বলো, তোমার নাম বলো? কিরণের বন্ধু?

দীপংকর বললে—তুমি যদি আমায় ছেড়ে দেবে বলে দাও—

মেয়েটি হেসে ফেললে এবার। কী চমৎকার দাঁতগুলো! [illegible] খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল।

দীপংকর বললে—আমার মা [illegible] আমার মা খুব বকবে—আমি আর করবো না, আমায় ছেড়ে দাও—

—না, ছেড়ে দিচ্ছি তোমায় শম্ভু, তুই বাইরে যা দেখি—

শম্ভু চাকরটা চলে গেল। এবার শুধু মেয়েটি আর দীপংকর।

মেয়েটি বললে—বলো, তোমার [illegible] কী নাম তোমার? কোথায় থাকো? কী দেখছিলে উঁকি মেরে?

দীপংকর মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমি [illegible] তোমাকে দেখছিলাম, আর কাউকে দেখিনি।

মেয়েটি খুব জোরে হেসে উঠলো। [illegible]

[illegible]

তারপর একটু থেমে বললে—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আর কখনও করবো না—

লক্ষ্মীদি বললে—তোমাকে ছাড়ছি না এত সহজে—

তারপর ডাকলে শম্ভু—

শম্ভু জানতেই লক্ষ্মীদি দেখেছিল—দেখে গেছে শম্ভু, কাকাবাবু এসেছে কি না আপিস থেকে—

কে কাকাবাবু, কী রকম লোক কাকাবাবু, কিছুই তখন জানতো না দীপংকর। কিন্তু [illegible] কাকাবাবুকে [illegible] দীপংকর বলেছিল—আমি তোমার পায়ে পড়ছি, আমি আর [illegible] আমার মা [illegible]

কিন্তু শম্ভু খবর নিয়ে এল কাকাবাবু [illegible]

[illegible]

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে তুমি উঁকি মেরে কী দেখছো?

লক্ষ্মীদি একটা [illegible] দীপংকর অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো চারদিকে। কী চমৎকার

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

[illegible]


# রান্নার স্বাচ্ছন্দ্য

[illegible]

• বিনামূল্যে একসেট পলতে
• যে কোন অংশ সহজলভ্য

PATENT NO 63354 OF—59

# খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O.M.158

খুব ভয় পেয়েছিল, তখন আমার মা এই কলকাতায় এসে অনাথবন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিল, অনাথবন্ধু না থাকলে আমরা কবে মরেই যেতুম—

অনাথবাবু বললেন—ঠিক আছে, তুমি আমার লক্ষ্মীর লেখাপড়া বুঝিয়ে দেবে।

লক্ষ্মী বললে—তা হলে আমার নিজের পড়া আর হবে না দেখছি কাকাবাবু—

অনাথবাবু বললেন—তা সতী তো আমার কলকাতায় নেই এখন তো, তাকেও তোমাকেই পড়াতে হবে—সেই সঙ্গে একেও পড়িয়ে দিও—

দীপঙ্কর বললে—ইংরিজীটেই শক্ত, অঙ্কটা আমি কিরণের কাছ থেকে জেনে নেব—

অনাথবাবু বললেন—ইংরিজী অঙ্ক বাংলা সবই বুঝিয়ে দেবে লক্ষ্মী—লক্ষ্মী খুব ভাল মেয়েটি তা জানো, ও আমাদের [illegible] লক্ষ্মী? ও এদের সব [illegible] [illegible] সেখানে [illegible] লক্ষ্মী [illegible] [illegible] থাকবে [illegible] লেখাপড়া হবে—

লক্ষ্মী বললে—[illegible] হবে, তা আমিই জানি [illegible] আপনি দেখবেন কি কাকাবাবু

অনাথবাবু বললেন—[illegible] [illegible] না কি?

লক্ষ্মী বললে—[illegible] না, এখন আর [illegible] না কাকীমা—এর মধ্যেই আমার মন [illegible] উঠেছে—

হঠাৎ একজন চাকর খবর দরজায় এসে দাঁড়াল।

কাকীমা বললেন—কী ঠাকুর, কী বলছো?

ঠাকুর বললে—খাবার হয়ে গেছে মা—দেব এখন?

কাকীমা বললেন—বলছো কী ঠাকুর এই [illegible] এখন খাবো? তুমি দেখছি [illegible] করতে পারলেই বাঁচো। একটু পরে [illegible] খবর দেব এখন—

দীপঙ্করের বললে—আমার মা বড় ভাববে, আমি যাই এবার—

কাকাবাবু বললেন—যাও, বড় রাত্তির হয়ে গেল—

দীপঙ্করের কী যে হলো—হঠাৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পায়ের ধুলো নিলে

মাথায় ঠেকালে। তারপর কাকীমাকেও প্রণাম করলে একটা।

এতদিন পরে সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে কেমন অবাক লাগে। কোনও সম্পর্ক নেই তাঁদের সঙ্গে, কোনও সম্পর্ক ছিলও না কোনওদিন। কোনওদিন তাঁদের সঙ্গে দীপঙ্করের মেলে। কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল সেদিন শুধু ভাল লাগা নয়, শুধু সম্পর্কের ব্যাপারই নয়, একদিন সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তখন পনেরো বছর বয়স সবে [illegible] ছিল, তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল সেই সময়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কে জানে? [illegible] না হলে কি এত বড় জীবনের ক্ষেত্রে [illegible] দীপঙ্কর? এমন করে [illegible] [illegible] [illegible] এমন করে [illegible] [illegible] [illegible] জীবন শুধু জীবনই নয় শুধু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] আছে।

তার লক্ষ্মীর।

[illegible] [illegible] লক্ষ্মীর [illegible] [illegible] [illegible] সতী এসেছিল।

আর সতী এসেছিল বলেই [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] জীবনের একটা [illegible] [illegible] আছে। [illegible] একটা [illegible] [illegible] আছে [illegible] একটা [illegible] [illegible] আছে।

[illegible]

হঠাৎ পিছন দিক থেকে আওয়াজই [illegible] থেকে কে যেন ডাকলে।

—এই শুনছ শোন—

পেছন দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। সেই [illegible] লক্ষ্মী।

বললে—আমাকে ডাকছ?

[illegible] হন হন করে [illegible] দিয়ে নামতে নামতে একেবারে সামনে পা ফেলে এসে দাঁড়াল।

দীপঙ্কর [illegible] চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। এই একই চোখ তো একজন এ-পৃথিবীতে ছিল না।

বললে—কিছু বলবে আমাকে?

[illegible] বললে—আর যদি কখনও কাকাদের বাড়ি আসিস্ তো [illegible] [illegible] [illegible] দেব—

—[illegible], আমি কী করেছি?

হঠাৎ [illegible] হাত কান ধরলে একেবারে।

[illegible] আমার লাগছে?

কানটা খুব জোরে মলে দিলে [illegible]।

দীপঙ্কর বললে—আমি তো কিছু করিনি—

—তোর বড়, তুই আমার [illegible] না আর [illegible] এই বলে দিচ্ছি আমি।

দীপঙ্কর বললে—কাকাবাবু যে আমাকে বললেন—

—কাকাবাবু [illegible] না, আমি বলছি তুই আসবি না—

দীপঙ্কর [illegible] [illegible] হাত ধরে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] না—

—[illegible] আর আসবি না।

[illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্করের আর দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] বললে—আমি [illegible] না, আমি [illegible] লক্ষ্মী [illegible] আর [illegible] না।

[illegible] [illegible] [illegible] উঠল [illegible] [illegible] [illegible] দিলে।

বললে—[illegible] [illegible]? খুব [illegible] হয়?

দীপঙ্কর বললে—তুমি আমার চোখ দেখে নিলে? আমি তোমার কী করেছি যে এমন করছো?

[illegible] বললে—এমনি দেখছিস তুই [illegible] [illegible] [illegible]—

দীপঙ্কর বললে—আমি আর আসবো না, কাকাবাবুর বাড়িতে, কাকাবাবু বললেও আসবো না, আমাকে ছেড়ে দাও—

[illegible] হঠাৎ [illegible] [illegible] [illegible] লাগল—না যে দেখছে তুই [illegible] [illegible] [illegible], তুই আসবি কিন্তু কাল, পরশু, তারপর, রোজ আসবি—

বলে লক্ষ্মীর চলে গেল। আর দীপঙ্কর [illegible] [illegible] সেইদিকে চেয়ে [illegible] চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বিস্তীর্ণ [illegible] দিয়ে উঠোনে পা দিলে। মাথাটা তখনও তার বাথা করছে।

(ক্রমশ)

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

(১১)

[illegible]

আমার সময় হবে না. এখন আমি খুবই ব্যস্ত, নানান্ জায়গায় কাজ আছে। মাস-খানেক পরে এসে আমাকে মনে করিয়ে [illegible]

কালীঘাট ইউনিক ক্লাব নামে একটা ক্লাব ছিল তখন, তাতে তিনি অভিনয়ও করতেন, শিক্ষাও দিতেন। শিক্ষাদানের কাজ সবখানে তাঁকে আরও কয়েক জায়গায় করতে হতো।

নমস্কার জানিয়ে বললাম—আচ্ছা তাই হবে।

তিনিও তাঁর চলে গেলেন। তারপর [illegible] মধ্যে আবার [illegible] কিন্তু [illegible] নয়। [illegible] —এই আশাতেই [illegible] এইভাবে [illegible] কেটে গেল। [illegible] সেই [illegible] বললেন—এইবার [illegible] এই [illegible]

জিজ্ঞাসা করলাম—কটার [illegible]

—সন্ধ্যের পরে।

একটা [illegible] আমাদের [illegible]

—আচ্ছা [illegible]

এলো [illegible] ক্লাবের [illegible] একজন [illegible] বললেন—[illegible]

বললাম [illegible]

[illegible]

[illegible]

এইভাবে [illegible] বারও [illegible] ও [illegible] একদিন [illegible] দেখা, [illegible] না, [illegible] না।

[illegible] এই [illegible] কিন্তু [illegible] ছিল [illegible] কেন? [illegible], আমাদের সেই

তারকনাথ, তিনি [illegible] পাঠালেন, তাঁকে [illegible] জন্য। [illegible], তিনি [illegible] ও [illegible] করেছিলেন সেই [illegible] এবং [illegible] করবার জন্য। [illegible] একটা [illegible] কিন্তু এখন [illegible] এবং [illegible] কিন্তু সেই [illegible] এর [illegible] সেই [illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] সেই [illegible]

[illegible]

[illegible] এবং [illegible] —[illegible] সেই [illegible] এবং [illegible] হলেন [illegible]

[illegible] এবার [illegible]

—[illegible] জন্য [illegible] না [illegible] এর [illegible] এখন আপনি যা দিন।

[illegible] আসতে তিনি [illegible] না [illegible] পারতেন না। [illegible] কিন্তু [illegible] কিন্তু [illegible] বছরের [illegible] ১৯২৫ সালের [illegible] বছর। [illegible] এবার [illegible] এইটাই [illegible] না। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] আমার [illegible] এবার [illegible]

[illegible], প্রশংসা করলেন। আমার [illegible]

[illegible]

নতুন বই

**প্রিয়াল লতা**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

[illegible]

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত [illegible] **বধূ অমিতা**

[illegible]

আমাদের অন্যান্য বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | — | [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় | ... ৩·০০ |
| জলকন্যার মন | — | [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় | ... ৩·০০ |
| বালির প্রাসাদ | — | [illegible] দে সরকার | ... ৪·০০ |
| নতুন বাসার | — | সুনীলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ... ২·৫০ |
| দুই সখী | — | বিমল চৌধুরী | ... ২·০০ |

নবভারতী : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা — ১২

(সি ২১৫০)

# বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

[illegible]

ডেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)

[illegible]


বাবা একদিন বললেন—এবার তোমার একজন মাস্টার দরকার।

[illegible]

নিরাপত্তার জন্য স্থির করলেন যে, পুরোনো পথ দিয়ে না নিয়ে গিয়ে যুবরাজকে কোনো নতুন পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাই, গাড়ির চালক নতুন ও পুরোনো পথের সংযোগস্থলে আসামাত্র, [illegible] এ পথ নয়, ঐ নতুন পথ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাও।

[illegible]

দেখা—অট্টহাসিনী, অপরাজেয়র ... দেখা—অলিম্পিয়া। [illegible] ... উজ্জ্বল করে উদ্ভাসিত ছবি।

সেই যুগের ... [illegible]

[illegible]

... হয় এবার ... অধীন হলো।

... এর ... উদ্ভূত একটি ... তাই কি ... [illegible]

[illegible]

... উদ্দেশ্যে ... এবং এই সব ... হয়, ... ক্ষমতা আর ... কিন্তু ... উদ্দেশ্য ... চারিত্রিক শ্রেষ্ঠতা ... [illegible]

[illegible]

প্রকাশিত হল

প্রবোধকুমার অধিকারীর উপন্যাস

উপকণ্ঠ

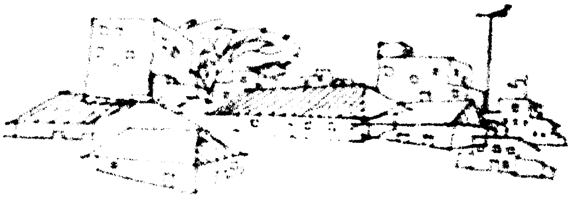

[illegible]

... দাম : চার টাকা

... প্রকাশিত হল ...

[illegible] —২.৫০, রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা ... —৫, ... —২.৫০ ...

একাডেমি বুক হাউস, ৫।১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

(সি ২২৫৭)

—নহে, হয়তো তাদের কুচকাওয়াজ। জানালা থেকে আমার গলা-সাধা আর হচ্ছে না। তবে, তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে বেশ ভালোই লাগত, বিশেষ করে, সিভিলিয়ান সাহেবদের। এদেশে ভর্তিরা বয়সের থেকে থেকে তাঁদের অনেকেই হয়ে গেছেন ভয়ানক মোটা, বেশ ভুঁড়ি হয়ে গেছে অনেকেরই। সেই অবস্থায়, এক সার্জেণ্টের নির্দেশে, লেফ্‌ট-রাইট আর মার্চ করে করে বেচারীরা সকলেরই গলদঘর্ম হয়ে যেতো। মাঠে জলনিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থাও ছিল, জল হয়তো সেখানে দাঁড়িয়ে যেতো, কিন্তু বলা যাবে কোথায়? সেখান দিয়ে মার্চ করে যাবার সময়ই হয়তো সার্জেণ্ট হুকুম দিয়ে বসল—শুয়ে পড়ো।

উপায় নেই, ঐ কাদাতেই শুয়ে পড়তে হবে। আবার কিছুটা হামাগুড়িও দিতে হতো। বন্দুক উঁচু করে দেখা দৌড়াতেও হতো। আর সেই জোয়ানদের কী যে দুরবস্থা হতো, তা বলবার নয়। সারি সারি লাইন করে মার্চ করতে করতে, কেউ না পিছিয়ে পড়তেন। আবার দৌড়ে গিয়ে লাইনে যোগদান করতেন। লাইনের সঙ্গে তাদের ঠিকমতো মিশ খাওয়াতেন, এ সব প্রায়ই দেখতে পেতাম। দেখতে-দেখতে হঠাৎ আমার ভয়ানক হাসি পেতো। হাসি পেতো বলে একটা ব্যাপার মনে পড়ে যায়। খবরের কাগজে তখন যুদ্ধের খবর ও বেরুতোই, সঙ্গে সঙ্গে কিছু, দুটো হাস্যরসিকের টীকা-টিপ্পনীও বের হতো। এইরকম একটা টিপ্পনী তখন পড়েছিলাম

ক্লিপার

ডিলুক্স

টি. এম. আর. নং ১৬১১৭০

একটি সুন্দর কলম—ক্লিপার ১৪ ক্যা গোল্ড নিব সমেত। এই নিবে অভিনবত্ব হচ্ছে মসৃণতা দেখা যায়; আর আছে রোল্ড গোল্ড ক্যাপ ও ক্লিপ। কম দামের কলমও পাওয়া যায়। একটি ক্লিপার কলম কিনুন, জার্মানি শ্রেষ্ঠ কলমই কিনবেন।

THE CLIPPER PEN CO.
204, Hornby Rd.,
Bombay-1.


যে, একজন সার্জেণ্ট যিনি এই সিভিলিয়ান বড়সাহেব জোয়ানদের ড্রিল করাচ্ছেন, তিনি ছিলেন আগে ঐ বড়োসাহেবেরই আর্দালি। সেটি ছিল কিছু, ভুল করলেই—[illegible] তিনি [illegible] জন্য শাস্তি দিয়ে উঠতেন। [illegible] বড়সাহেব জোয়ানদের পক্ষে [illegible] করতেও উপায় নেই। [illegible]

[illegible]

শাড়ু পিয়েছিল। যে-সব যুদ্ধজাহাজ প্রশান্তসাগরে দল দিয়ে রাখছিল, তারা আর অগ্রসর হতে পারল না। ওদিকে, হিটলার মার্কিনকে হতে ... দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, [illegible] তখন ছিল জাপানের [illegible] যুদ্ধ [illegible] ছিল [illegible]

[illegible]

... মনে [illegible] শুনে পড়ে সেনাদল ধান-ক্ষেতের মতো কাটা

[illegible]

... আমরা আমার শুধু লেখাতে লাগলাম, বলা যেতে পারে।

(ক্রমশ)

জীবন।

**Lokamanya Tilak (A Biography)** By G. P. Pradhan, A. K. Bhagwat. Jaico Publishing House, 125 Mahatma Gandhi Road, Bombay-1. Price (in India only) Rs. 5.00.

[illegible]

[illegible]

Gospel from Sri Sri Sadguru Sanga

[illegible]

# পুস্তক পরিচয়

[illegible]

Dr. B. C. Roy and our times — Prof. P. K. Roy, M.A. Lok Shiksha, 17 Bhupendra Bose Avenue, Calcutta-4. Re. 1.

[illegible]


## Y.M.C.A. PUBLICATIONS

**The Heritage of India Series**

Classical Sanskrit Literature : (Revised) Keith. Rs. 2/-
The Samkhya System : Keith. Rs. 3/-
Bengali Religious Lyrics Sakta : E. Thompson. Re. 1.25 nP.
Gautama Buddha—Saunders. Rs. 2/-
Hymns from Rigveda : Macdonell. Re. 1.25 nP.
Asoka : Macphail. Rs. 3/-
The Music of India : Popley. Rs. 5/-

**The Religious Quest Of India Series :**

The Basic Beliefs of Hinduism : K. W. Morgan. Rs. 2/-
Social Ethics in Modern Hinduism : Dr. R. W. Scott. Rs. 5/-
The Concept of Maya : P. D. Devanandan. Rs. 4/-
Islam in India and Pakistan : by Murray Titus (Just Published)

## Y.M.C.A. PUBLISHING HOUSE

5 Russell St., Calcutta-16

## দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার

[illegible]

সাহিত্যের কথা ... ৬.০০
কবিতার কথা ... ৩.০০
নাটকের কথা ... ৬.০০
ছোটগল্পের কথা ... ৩.০০
উপন্যাসের কথা ... ৩.৫০

[illegible]

নব প্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড । ৯ [illegible] স্ট্রীট । কলকাতা ৬

(সি ২২৩০)

চিকিৎসক হিসেবে দেশ-বিদেশে তিনি সুপরিচিত। বিধানচন্দ্রের জীবনী, তাঁর মাতাপিতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তাঁর চিকিৎসক জীবনের কথা, রাজনৈতিক জীবন ও নতুন বাঙলার প্রতিষ্ঠাতারূপে লেখক সামান্য কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা যথেষ্ট নয়। তবু যারা বিধানচন্দ্রকে জানেন না, তারা তাঁর কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থ থেকে পাবেন, তা বলা যায়।

২৭৭।৬১

**Paramahansa Yogananda** (In Memorium): Self-Realization Fellowship, Los Angeles, California.

পরমহংস যোগানন্দের মহাসমাধি উপলক্ষে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তি ও শিষ্যদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মৃতিকথা এই ইংরেজী পুস্তকখানিতে প্রকাশিত হয়েছে। বহিরাগত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে [illegible] তিনি। Dr. W Y Evans-wentz, Mme Amelitoe Galli-Curci, ডক্টর সরোজকুমার দাস, আমেরিকাস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, ভারতের জনসাধারণ প্রমুখের মতো অনেকেই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। পরমহংস যোগানন্দের জীবনীও এতে আছে। বইটি দেখতে নিখুঁত ছাপা—এমন সুন্দর সংস্করণ কমই নজরে পড়ে।

৯।৬১

আসছে সরস্বতী পূজার সময়
শুকতারা
ছোটদের বিশেষ সংখ্যা
এক বছরের জন্য গ্রাহক ৬ টাকা
ছ'মাসের জন্য ৩ টাকা
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা - ৯

## প্রাচীন-সাহিত্য

**বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি পরিক্রমা (১ম খণ্ড)**—[illegible] প্রকাশক [illegible] [illegible] হাউস, [illegible] [illegible] পুরুলিয়া। আড়াই টাকা।

[illegible] বৈষ্ণব কবি ও [illegible]

কবিদের পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই। বাংলা সাহিত্যে এই বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বাঙালী অন্তরের প্রেমের মহিমাকে অতুলনীয়ভাবে প্রকাশ করেছে। বর্তমান গ্রন্থে লেখক প্রায় [illegible] জনের বৈষ্ণব কবির জন্মস্থান, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ও তাঁদের কাল নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। লেখকের বক্তব্যে নতুন আলোকের [illegible] সন্ধান না থাকলেও তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] স্পর্শ করে। [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছাপার অক্ষর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

৫৪২।৬১

ছোটদের সোনার বই!
অধ্যাপক [illegible]
[illegible] মিত্রমজুমদারের
দাদামশায়ের থলে (রঙিন সংস্করণ) ৪৲
ঠাকুরদাদার ঝুলি (১২শ সং) ৪
ঠাকুরমার ঝুলি (২২শ সংস্করণ) ৪৲
শ্রেষ্ঠ [illegible] লেখা—
ঐতিহাসিক গল্প-সঞ্চয়ন ৩৲
[illegible]
গল্প আর গল্প ৪৲
সোনার ময়ূর ২॥
[illegible] মিত্রের
বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন (১ম খণ্ড) ২॥
বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন (২য় খণ্ড) ২॥
দেশ বিদেশের ধর্ম ২।
দেশ বিদেশের লেখাপড়া ৮০
মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

## ছোটগল্প

**THE POWER OF DARKNESS—Mulk Raj Anand. Jaico Publishing House. 25, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1.**

Rs. 2.00

[illegible]

২২৬।৬১

**গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ**—শ্রী[illegible] রায়। [illegible] [illegible] পাবলিশার্স, [illegible] ১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-[illegible]। [illegible] টাকা।

কিশোর সাহিত্যে শ্রীযুক্ত [illegible] রায় নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষের কাহিনীগুলির মধ্যে রহস্য রোমাঞ্চ আছে, আছে তাদের গোয়েন্দা কাহিনী, ভূতের নানা রহস্য-কৌতুক, কাহিনীর অন্তরালে 'মানুষের' মাধুর্যের চেহারা পরিবেশন ও কাহিনী-ভূতের কৌতুককর পরিবেশ ছেলেমেয়েদের সকলেরই ভাল লাগবে। [illegible] গল্প বলার সহজ রীতি এবং এক আশ্চর্য ধরনের আবহাওয়া সৃষ্টিতে কাহিনী-

[illegible] রহস্যময়ের বড় উঠেছে। পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনী ও তাঁহার গোয়েন্দাদের [illegible] থেকে কৌতূহলী [illegible] পাঠক গোয়েন্দাদের সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারবে।

৬৭২।৫৯,

**বাংলা বচন** — [illegible] ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি—৭। তিন টাকা।

একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৬৭০।৫৯,

## বিবিধ

**টি বি সম্বন্ধে** — [illegible] কলিকাতা [illegible] টাকা।

[illegible] টি বি [illegible] টি বি সম্বন্ধে আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লেখক সরল ভাষায় [illegible] [illegible] এই জাতীয় একটি সরল অনুবাদ [illegible] [illegible] বইটি সাধারণ পাঠকের প্রশংসা লাভ করবে মনে হয়।

২২৬।৫৯

**প্রথম** [illegible] [illegible] [illegible], ১৭০ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলকাতা—৪ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও ১৯৫৯ সালের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্ন সম্বন্ধে [illegible] উত্তরের বিবরণ দিয়ে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষার্থী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই পুস্তিকায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এর [illegible] [illegible] জানতে পারবেন। [illegible] প্রথম সংস্করণের প্রচার কামনা করি।

৩৯১।৫৯,

**প্রস্তাবের মোটরের দেশ—অনুবাদক :** [illegible] পত্র ১।১ টি [illegible] কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫০ ন প

[illegible] দেশ সম্বন্ধে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ও সম্পূর্ণ, [illegible] [illegible] আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই বই পাঠকের [illegible] [illegible] মূল্য বৃদ্ধি করে।

৪৩৬।৫৯

### ছোলার জন্য টেণ্ডার নোটিশ

[illegible] [illegible] [illegible] (৩১,০০০ মণ), [illegible] (৩,৮০০ মণ), [illegible] (৬,২০০ মণ), [illegible] (২,৮০০ মণ), [illegible] (১,২০০ মণ) ও [illegible] (৫০০ মণ) মজুত ৪৪,০০০ মণের উপর ছোলা [illegible] [illegible] বিক্রয়ের জন্য [illegible] সরকার [illegible] টেণ্ডার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৬০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৫ দিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible],

[illegible], [illegible]।


# অগ্নি অবন্ধনে

**সুবোধকুমার চক্রবর্তী**

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিন টাকা।

**অন্যান্য বই :—**

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

**ক্লাসিক প্রেস**, ৩/১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

### বহুরূপীর 'মুক্তধারা'

নিউ এম্পায়ারে বহুরূপী নাট্য-সম্প্রদায়ের নতুন উপহার রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" নাট্যামোদীদের প্রশংসা অভিনন্দন জয় করে নেবার মতো অভিনয় মাধুর্য ও আঙ্গিক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

প্রায় চার দশক আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই রূপক নাটকটিতে রয়েছে বিপ্লব-চঞ্চল তৎকালীন সমাজ-মানসের প্রতিফলন, আর নিত্যকালের কল্যাণ-ধর্মের ইঙ্গিত। যন্ত্রবাদ ও আত্মিক ধর্মের অবশ্যম্ভাবী সংঘাতের একটি অনবদ্য রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে এ-নাটকে, আর সেই সঙ্গে এতে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে কবি নাট্যকারের ধ্যানলব্ধ সত্যানুভূতি। ফলিত বিজ্ঞানের যে অজ্ঞানতা মানুষের প্রজ্ঞাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যন্ত্রবিদ্যার যে কৃত্রিম আয়োজন প্রকৃতির প্রসন্নতার মুক্তধারাটিকে রোধ করতে চায়, বিশ্বের চরাচরে মনুষ্যত্বের শেষ মাধুর্যটুকু যেখানে পড়ে ছাই হয়ে যায়, তার মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজ-জীবনের নিদারুণ অবক্ষয়ের নির্মম সূচনা। তাই যন্ত্রদানবের ভয়ঙ্কর প্রতিমূর্তি বিভূতির সামনে রবীন্দ্রনাথ এনে দাঁড় করিয়েছেন সৌন্দর্য ও মুক্তির পূজারী, প্রকৃতির মানস-পুত্র অভিজিৎকে, বিশ্বের উদ্দাম মহাচেতনার সৌন্দর্য প্রকাশের সন্ধান এনে উপস্থিত করেছেন প্রেম ও অহিংসার প্রতিমূর্তি ধনঞ্জয় বৈরাগীকে। যান্ত্রিক অপরাজেয়তার

নবাগত চিত্রের 'দিদি'-র নামভূমিকায় অরুন্ধতী

অহংকারকে এ-নাটকে পরাজিত করেছে মানবাত্মার সহজ, স্বাভাবিক প্রাণ অপাপবিদ্ধ সহজ অধিকারের কাছে পরাভূত, প্রকৃতির মুক্তধারার দুর্নিবার সকল বাঁধ ও বাঁধন নিয়েছে ভাসিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের এ-নাটকের মর্ম রূপ দিয়েছেন বহুরূপীর নাট্য-নির্দেশক শম্ভু মিত্র। নাটকটির উপস্থাপনা এত বাস্তব, অনবদ্য ও ধ্যানসাপেক্ষ যে, এর প্রকৃত মর্মরূপ অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। তবুও বহুরূপীর এই নাট্য-প্রয়াসে কবির নাটকের মর্মবাণীর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও তাকে মঞ্চে রূপায়িত করে তোলায় যে নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে, তার জন্যে বহুরূপী সম্প্রদায় বিশেষ করে শিল্পীদের কাছে, বিশেষত কবি-অনুরাগীদের কাছে, ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন। অবশ্য বৈরাগীর ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথের নাটকের পূর্ণ ভাব-পরিমণ্ডল নিয়ে উপস্থিত হতে পারেনি। অবশ্য অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যে অভিনয়ের অন্তর-শক্তির সহযোগী হিসেবে হয়ে উঠেছে।

এ-নাটকের শিল্পীদের অভিনয় সৌকর্য প্রশংসার দাবী রাখে বলে মনে হয়। এঁদের অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিজন ভট্টাচার্য (বিভূতি), শম্ভু মিত্র (অভিজিৎ), গঙ্গাপদ বসু, ...


কবির এক বিচিত্র স্বপ্ন...রঙে রঙে মূর্ত হয়ে উঠেছে...

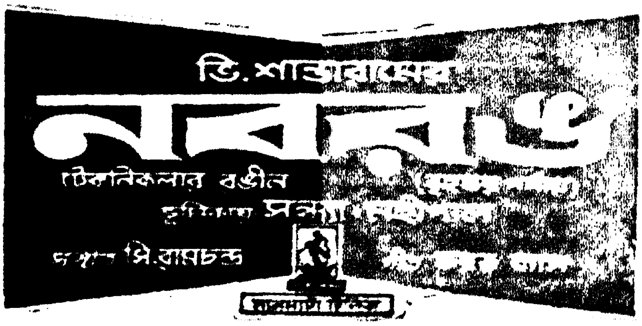


জ্যোতি : দর্পণা : প্রিয়া : গণেশ

বঙ্গবাসী — অশোক — চিত্রপুরী — কমল — লীলা

নৈহাটি সিনেমা - মানসী - শ্রীলক্ষ্মী - এভারেস্ট - রূপশ্রী - বসন্ত সিনেমা


## চিত্রালোচনা

... এই দুটি ছবি।

... 'সতী বৈশালিনী' ... একটি পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপ। সুলোচনা, ত্রিলোক কাপুর,

ছবিগুলো, [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] [illegible]

[illegible]

• • •

[illegible]

[illegible]

## বিবেক ও বাসনার পথ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 'আকাশ পাতাল'-এর একটি দৃশ্যে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মি
না
র্ভা
য়

সুর : রবিশঙ্কর
নাটক ও পরিচালনা : উৎপল দত্ত
প্রধান উপদেষ্টা : : তাপস সেন
লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের অপূর্ব
মঞ্চসফল অভিনয়
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি—৬টায়
প্রতি রবি ও ছুটির দিন—২, ৩ ও ৬॥
(ফোন ৫৫১৩)

মাথাটুকু সরিয়ে দিয়ে সে চেয়ে থাকে সুনন্দার দিকে। দুটিমিষ্টি শাড়িতে দুটি এর আগে কখনও চোখে পড়েনি সুনন্দার। সেও অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নরম, বাঁকা ভুরু উৎসবীর দিকে। তখনই মনে হয় উৎসব আকাশ স্বর্ণ হয়ে অলকের দিকে যায় সুনন্দার জীবনে।

কিন্তু সে আলোক-উজ্জ্বল আশার অন্ধকারে চোখ মেলে পলাশের এক নতুন পরিচ্ছেদের কাহিনীতে। পলাশের সঙ্গে [illegible] পরিচয় হয়েছিল সুনন্দার। সুনন্দ জেনেছিল পলাশের আসল রূপটা আর এক অন্ধকারের মেলা, আর মাঝখানে দুটি নায়কের ছেলে। পলাশের মেয়ে এই সবই দাঁড়িয়ে হয়ে আছে তার দুই নায়কের ছেলে—ইন্দ্র আর জ্যোতি। অনন্ত খাতুন— [illegible] এই [illegible] অনন্ত [illegible]

[illegible] এক [illegible] ঘর থেকে [illegible] দিয়ে [illegible] অন্ধকারে ঘরে এই [illegible] [illegible]

[illegible]

সদ্য প্রকাশিত
প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত : গল্প সংকলন
সিন্ধুর স্বাদ
২৪ জন [illegible]
[illegible] দাম : ৭·০০ টাকা।

নতুন [illegible] উপন্যাস
মায়ামারীচ সুনীলকুমার ঘোষ
[illegible]
দাম : ৩·৫০ টাকা।

রাতের ঢেউ [illegible] ঘোষ
[illegible]
দাম : ৩·৫০ টাকা।

অন্যান্য গ্রন্থ
[illegible] মিত্রের হেডমাস্টার (উপন্যাস) ॥ ২·৫০ টাকা
[illegible] মিত্রের সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ॥ ৩·০০ টাকা

[illegible] প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

বিশ্বরূপা

সেতু

গল্প-ভারতী

বিশেষ আকর্ষণ—

গল্প-ভারতী

চরিত্রে সুরাসুরের অন্দ্ব অত্যাশ্চর্যভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অভিনয়ে। কয়েকটি বিশেষ নাট্যমুহূর্তে সুন্দরের মোহন ও নরকের রূঢ় রূপ তাঁর দ্বৈত-অভিব্যক্তিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভিলেনের চরিত্ররূপ প্রকাশেও তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শকদের বিস্মিত করবে।

নায়িকা অপর্ণার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিল্পীজীবনের আরেকটি স্মরণীয় অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ছবিটিতে। অপর্ণার ব্যথা-বেদনা, প্রণয়ের [illegible] ব্যাকুলতা ও নিষ্পাপ সরলতা নিপুণ শিল্পীর মতো তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর অভিনয়ে। ছবির চরিত্রটি শ্রীমান [illegible] জীবন্ত প্রাণবন্ত করে তুলেছে তার আশ্চর্য অভিনয়-কুশলতায়। উত্তমকুমারের মতো প্রতিভাবান অভিনেতার সঙ্গে সমানতালে চরিত্রটির প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রেখেছে এই শিশুশিল্পী। [illegible] শ্রীমান [illegible]ও দর্শকের মনে রেখাপাত করবে তার স্বাভাবিক অভিনয় ও [illegible]। [illegible] চরিত্রে [illegible] কুমারের অভিনয় [illegible]। [illegible] ও অন্যান্য ভূমিকায় [illegible] [illegible] ও [illegible] অভিনয় মনোজ্ঞ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছোট ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী ও [illegible] মজুমদারের অভিনয় মনে রাখার মতো।

সাংগীতিক আবহের দিক দিয়ে ছবিটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর সুরারোপিত ও তাঁরই গাওয়া গানটি ছবির প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কল্পনা, সুর ও প্রয়োগের গুণে মনে রেখাপাত করে।

ছবির চিত্রগ্রহণে বিভূতি লাহা ও [illegible] অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—বিশেষত রাতের অন্ধকারের দৃশ্যে। শিল্পনির্দেশে সুধীর খান, সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শব্দগ্রহণে [illegible] [illegible] কাজও প্রশংসনীয়। কলাকুশলীদের অন্যান্য দিক ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব পরিচ্ছন্ন।

**রঙীন স্বপন**

দর্শকের মন জয় করবার এক রঙীন আয়োজন শ্রী [illegible] নতুন নিবেদন "নবরত্ন" (টেকনিকলারে রঙীন রাজকমল কলামন্দিরের অবদানকে নিবেদন)।

নানা রঙের খেলা আর রূপের মেলায় সারাবেলা মেতে থাকে ছবির নায়ক কবি দিবাকর। আর তার সহচর, কিন্তু কবির রূপের নেশা আর রঙের তুলি ছোটাতে পারে না তার ঘরণী। কাঁদাচ্ছে কল্পনায় গড়ে

রঙমহল

এক পেয়ালা কফি

এক মুঠো আকাশ

তাঁদের মধ্যে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, [illegible] দেবী ও ছবি বিশ্বাস। সব বক্তারাই তাঁদের বক্তৃতায় "ডাক বাংলো" নাটকের সাফল্যের কারণ ও স্টার রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য বর্ণনা করেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদস্পর্শ-পূত ও নটগুরু গিরীশচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত বাংলা নাট্য আন্দোলনের পীঠভূমি স্টার রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গিরীশচন্দ্রের মিলন-সম্বন্ধ বর্ণনা করে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন।


পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার বিজয়-বৈজয়ন্তী

মন্মথ রায়ের সুপ্রসিদ্ধ নাটক

মহাভারতী

[পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ]

১৮৫৭ হইতে ১৯[illegible] সন পর্যন্ত ভারতের মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। [illegible] একটি [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] নাটক।

মূল্য ২.৫০ ন. প.

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

কলিকাতা-৬

## চলচ্চিত্র উৎসবের হিড়িক

বর্তমান বৎসরে কমপক্ষে, ত্রিশটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। নির্বাচিত উৎসবগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ছবির উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন দেশে। নতুন চলচ্চিত্র উৎসবগুলির মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত ছবির উৎসব এ-বছরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সর্বপ্রথম পশ্চিম বার্লিনে ২১শে জানুয়ারী থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। ইতালীর কর্টিনা দা এম্পেজোতে [illegible] ছবির প্রথম বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এ-বছর এপ্রিল মাসে [illegible] অনুষ্ঠিত হবে [illegible] উৎসব এবং জুলাই মাসে ইতালীর [illegible] "[illegible]" ছবি ও [illegible] উৎসব আরম্ভ হবে। [illegible] ছবির আন্তর্জাতিক উৎসব।

[illegible] ছবির [illegible] আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব [illegible] ২০শে [illegible] ২৫শে জুন। জুলাই মাসে [illegible] উৎসব [illegible] ২১শে জুলাই [illegible] আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আরম্ভ হবে ২১শে আগস্ট। ঐ তারিখেই এডিনবরা উৎসবেরও শুরু। ২২শে আগস্ট স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এভনের উৎসবের দিন ধার্য করা হয়েছে। লণ্ডনের চলচ্চিত্র উৎসব অক্টোবরে আরম্ভ হবে এবং সান ফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হবে ১ই নভেম্বর।

## চিঠিপত্র

### নাম সমস্যা

মহাশয়,

"[illegible]" একটি [illegible] শব্দের মানে [illegible] যে অর্থ আরোপ করেছেন। অথবা, চলচ্চিত্র [illegible] কাছাকাছি, [illegible] একজন [illegible] —এই প্রশ্ন [illegible] এবং [illegible]।

[illegible] একজন সুপ্রসিদ্ধ [illegible] এই [illegible]।

[illegible] অনুপস্থিত [illegible] কোন [illegible] নেই [illegible]।

[illegible]

[illegible] ১৪ [illegible]।

### বাংলা ছবির প্রভাব

মহাশয়,

[illegible] একটি [illegible] ১৯৫৯ [illegible] এই [illegible]।

[illegible] ও [illegible] একটি [illegible]। [illegible] বাংলা ছবির [illegible]।

একটু [illegible] বাংলা ছবির [illegible] হিন্দী ছবি [illegible] বাংলা ছবির [illegible] ও [illegible] ছবি [illegible] করেন না [illegible]। ইতি

[illegible]

জামালপুর।


প্রকাশিত হলো

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

[illegible] উপন্যাস

রুক্মিণীবাঈ ৩-০০

[illegible]-এর

তপতী কন্যা ২-০০

(দ্বিতীয় মুদ্রণ)

বাসর ২.৫০

[illegible]

পুষ্পধন্বা ২-০০

[illegible]

মনের রঙ ১.৫০

[illegible]

তুলি-কলম : ৫৭-এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# খেলার মাঠে

একলব্য

ভারতের একাদশ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারত সরকারের কাছ থেকে যারা খেতাব বা উপাধি পেয়েছেন এবারও তাদের মধ্যে কিছুজন ক্রীড়াবিদের নাম দেখে ক্রীড়ামোদী মাত্রেই সন্তুষ্ট হয়েছেন। ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী [illegible] কুমারী আরতি সাহা এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় হাজারে ও জেসু প্যাটেল এবারে পেয়েছেন পদ্মশ্রী উপাধি।

ভারতের খেলাধুলার ইতিহাসে এই [illegible] কুমারী আরতি সাহা ভারতের ও এশিয়ার [illegible] ইংলিশ চ্যানেল [illegible]

[illegible]

পদ্মশ্রী বিজয় হাজারে

[illegible]

পদ্মশ্রী জেসু প্যাটেল

পদ্মশ্রী আরতি সাহা

ইডেন উদ্যানে নিজেদের খেলোয়াড়দের নেট প্র্যাকটিস দেখছেন অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন খেলোয়াড়—লেস ফেভেল, কেন ম্যাকাই, এলান ডেভিডসন, রিচি বেনো ও নীল হার্ভে। [illegible]

[illegible]


নূতন সংস্করণ
বিশ্ব পরিচয়
[illegible]

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণের মত ও পথ)
● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ ●
[illegible]
(Family Planning Stores)
[illegible]


[illegible]

দৃষ্টির আড়ালে এ ভাবে লাইনে গিয়ে দাঁড়ানোর নজির এই প্রথম।

টেস্ট খেলার সময় দেশের বাইরে বিদেশী ক্রিকেট খেলোয়াড় অনেক কর্মসূচির কথা শুনতে পাওয়া যেত। কিন্তু এবারের যে কর্মসূচি [illegible] ছিল ইংরেজী ভাষা ক্রিকেট দর্শকদের মধ্যে। কিন্তু এবারে ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেও খেলার [illegible] বিদেশী প্রচার করছেন। ফলে ক্রিকেট এখন আর [illegible] কাছেও [illegible]। [illegible]

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিন ২৩শে জানুয়ারী ছিল নেতাজীর জন্মদিন এবং [illegible] ছিল নেতাজীর [illegible]। এই [illegible] খেলার প্রতিদ্বন্দ্বীদের [illegible] অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক [illegible]

ছবি: [illegible]

[illegible]

ঠাকুরের না ক্রিকেটার। সবাই [illegible] বলে উঠলো 'এ বাড়ির [illegible] কাজ করছে?' [illegible]

[illegible]

ইডেন উদ্যানে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার [illegible] টেস্ট খেলায় রামকান্ত দেশাইয়ের বলে বোল্ড আউট হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার শেষ খেলোয়াড় [illegible] ফটো—দেশ

## দেশী সংবাদ

১৪ই জানুয়ারী—কয়েকদিন পূর্বে যে পূর্বাভাস দেওয়া হইয়াছিল, তদনুসারে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি আজ ব্যাঙ্গালোরে বসিয়াই তাঁহার নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। এই কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে কোন প্রতিনিধির নাম তিনি আজ ঘোষণা করেন নাই।

কলিকাতার ট্রামগাড়ীর প্রথম শ্রেণী [illegible] ভাড়া ২০শে জানুয়ারী হইতে বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা [illegible] বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ভাড়া বৃদ্ধি সাধারণভাবে এক নয়া পয়সা। ভাড়ার কোন কোন স্তরের পর্যায়ে নয়া পয়সা; ভাড়ার কোন কোন স্তরের পর্যায়ে এই বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে দুই নয়া পয়সা।

১১ই জানুয়ারী—চুরি ও জাল কাগজপত্র [illegible] রাজ্য সরকারকে বিক্রয়কর বাবদ প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিবার এক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পুলিসের নিকট অভিযোগ করা হইলে সেন্ট্রাল বিক্রয়কর বিভাগের [illegible] বাণিজ্য, গোয়েন্দা বিভাগ এবং এনফোর্সমেন্ট বিভাগের সহযোগিতায় কলিকাতা ও শহরতলীর প্রায় ১১টি স্থানে হানা দিয়া বহু কাগজপত্র আটক করা হয়।

[illegible] হইতে অনুমান ৫০ মাইল [illegible] একটি [illegible] একটি [illegible] [illegible] হয়। [illegible] এই [illegible]

২০শে জানুয়ারী—[illegible] [illegible] জাতীয় উদ্যোগের [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] [illegible] মীমাংসা করা হইবে এবং [illegible] সকল [illegible] বিরোধের মীমাংসা করিতে হইবে।

১১ই জানুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করেন।

১২ই জানুয়ারী—আজ কলিকাতা [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] উপর [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

২৩শে জানুয়ারী—কলিকাতা বন্দরের একটি পরিকল্পনার [illegible] [illegible] উন্নয়ন রাজ্য সরকার মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া [illegible] [illegible] থানার ৬৮টি গ্রাম লইয়া একটি এলাকা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এই অঞ্চলটি [illegible] নদীর মোহনার সন্নিকটে। [illegible] বড় বড় জাহাজগুলি [illegible] কলিকাতার নিকট [illegible] [illegible] [illegible] বন্দরে একটি বন্দর [illegible] জাহাজগুলি [illegible] [illegible] হয়।

আজ সন্ধ্যায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] হইয়াছে।

২৫শে জানুয়ারী—আজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১২ জন [illegible] [illegible] প্রায় ১০১ জন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] হয়।

## বিদেশী সংবাদ

১৪ই জানুয়ারী—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আজ মার্কিন কংগ্রেসে ১৯৬১ সালের মার্কিন বাজেটের জন্য ৭৯৮০ কোটি ডলারের বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন। আগামী ১লা জুলাই হইতে এই মার্কিন বাজেট চালু হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৫ জন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

১৯শে জানুয়ারী—[illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

২০শে জানুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] ৭১ জন [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া যায়।

[illegible] [illegible] নাগাদ, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খানের আমল পূর্বাবস্থা প্রথম প্রশাসনিক কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণেই বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

২১শে জানুয়ারী—আজ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান বিমানযোগে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছিয়া সাংবাদিকদের নিকট ভারতীয় উপ-হাইকমিশনের [illegible] [illegible] ব্যবস্থা অস্বীকার হইবার প্রস্তাবের নূতন ব্যাখ্যা করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে [illegible] সীমান্তের উভয়দিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এলাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] আহ্বান করেন।

২২শে জানুয়ারী—আজ ঢাকা হইতে [illegible] [illegible] [illegible] প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ পশ্চিমবঙ্গের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

২১শে জানুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৫০টি [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

২৪শে জানুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] হইতে আজ ঘোষণা করা হয় যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৫৫ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] স্থাপন করিয়াছে।


সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার    সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। মফঃস্বল : [illegible] বার্ষিক—২১ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

# ॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

Cooch Behar

২৭শ বর্ষ

[১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত]


—অ—

[illegible]—শ্রী[illegible] রায় ... ১৬৩
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ৬৬৩
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ১৪৭

—আ—

[illegible] ... ... ৪৮৯
[illegible] ... ৯
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ৫৫২
[illegible]—শ্রী[illegible] ... ৮১৩
[illegible] ... ৩২৬, ৬২৫, ৭৭৬, ৮৯৩
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ৫৪১
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ১৬২

—ই—

[illegible] ... ২৭৯
[illegible]—শ্রী[illegible] ... ৯৮২, ৪১১, ৫৭১, ৪২১

—এ—

এক [illegible]—শ্রী[illegible] ... ... ১১৭
একটি [illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ১৬৭
[illegible] ... ১০৮
[illegible]— ... ... ... ৭২৯

—ক—

[illegible]—শ্রী[illegible] ... ৩০১, ৫০১, ৮৬১, ৯১৭, ১০১৭
[illegible]—শ্রী[illegible] ... ... ১১৩
[illegible]—শ্রী[illegible] ... ৩২১
[illegible] ও [illegible]—শ্রী[illegible] ... ১১
[illegible] (কবিতা)—[illegible] ... ... ১০৭

—খ—

খেলার মাঠে—একলব্য ... ৭৭, ১৫৭, ২৩৭, ৩১৭, ৩৯৭, ৪৭৭, ৫৫৭, ৬৩৭, ৭১৭, ৭৯৭, ৮৭৭, ৯৫৭, ১০৩৪

—গ—

গানের আসর—গান্ধর্ব ... ৯৩, ৩০১, ৪৬৫, ৬৭৩, ৭৭৯, ৯০৮,
[illegible]— ... ... ... ৮০২

—[illegible]—

[illegible]—[illegible] ... ১৮৯
[illegible]—শ্রী[illegible] ... ... ৩৮৯

—চ—

[illegible]—শ্রী[illegible] ... ... ৮৯৭
[illegible]— ... ৬৬, ১৬০, ২২৪, ৩০৩, ৩৮৫, ৪৬৪, ৫৫১, ৭৮০, ৯০৯
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ২৮

—[illegible]—

[illegible]— ... ... ... ৮০১

—[illegible]—

[illegible]—শ্রী[illegible] ... ... ২০০
[illegible]—শ্রী[illegible] ... ... ১৮৭
[illegible]—শ্রী[illegible] ... ১৭
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ৪১৬
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ৩২০

—ট—

[illegible]— ... ৬০, ১৪৪, ২২৬, ২৬৮, ৩৭৭, ৪১৮, ৫৪৩, ৬৪০, ৭০৯, ৭৮৮, ৮৬৩, ৯৫১, ৯৮৯

—[illegible]—

[illegible]—শ্রী[illegible] ... ... ৯০৯

—[illegible]—

[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ৩৯৪
[illegible]—[illegible] ... ৪১৩
[illegible]—শ্রী[illegible] ... ৩৩, ১০৩, ২২৭, ২৩১, ৩৭৩, ৪৫১, ৫৭৩
[illegible]—শ্রী[illegible] ... ... ৭২৯

—[illegible]—

[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ৬১৫

দুই বাড়ার এক কল—শ্রীশচীন কর ... ... ৭৭৩
দূরেমাস্ (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ... ৩৪৪
দেশের কথা—ডঃ [illegible] সিংহ ... ... ৭৩৩
দ্বিতীয় মত—[illegible] ৬৫৩, ৭৩৬, ৮১১, ৮৯৬, ৯৭৬

—ন—

নকল নক্ষত্র—শ্রীসুরেশচন্দ্র অধিকারী ... ... ৫১৩
নন্দদুলাল—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ২১
নবতীর্থ রাউরকেলা—শ্রী[illegible] মজুমদার ... ৬১৭
নরক—শ্রীজ্যোতিষকুমার চক্রবর্তী ... ... ২৮৭
নাম ভূমিকায় সৈনিক চরিত্র—শ্রীকিরণকুমার রায় ... ৪১৩
নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ৯৭, ১৭৭, ২৮৩, ৩৩৭, ৪৪৩, ৫০৩, ৫৮৫, ৬৮২, ৭৩৭, ৮২৫, ৯০১, ১০১৯
নেহরুর জন্মদিন— ... ... ... ৮৯

—প—

পঙ্গু—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ... ৬৭৩
পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ—শ্রী[illegible] ... ১৭৩
পাতাবাহার (কবিতা)—শ্রীসুনীল বসু ... ৪২৪
[illegible] সঙ্গে সম্পর্কের—শ্রী[illegible] ত্রিপাঠী ... ২৭৯
পিপাসা—শ্রীজ্যোতির্ময় চক্রবর্তী ... ৭১৩
[illegible] আমার ছিল—শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ... ১৩৯
পুস্তক পরিচয়— ৬৭, ১৪৩, ২২৭, ৩০৩, ৩৮৫, ৪৬৭, ৫৪৭, ৬২৭, ৭০৫, ৭৮০, ৮৬৭, ৯৪৭, ১০২৭
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৫১, ১২৩, ২০৬, ২৯৫, ৩৩২, ৪১৭, ৫১২, ৫৭৭, ৬৭২, ৭৯৩, ৮৫৩, ৯১৯, ১০০১
প্রসঙ্গত— ১৩, ৯৩, ১৭৩, ২৭৩, ৩৫৩, ৪১৩, ৪৯৩, ৫৭৩, ৬৫৩, ৭৩৩, ৮১৩, ৯৭৩
প্রেম আর [illegible]—শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ... ৩৫৩

—ফ—

[illegible] গল্প—ভাস্কর ... ... [illegible]
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] চৌধুরী ... ১৯৭
ফুলের প্রতীক (কবিতা)—শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ... ২৬২

—ব—

বর্ণ পরিচয়—শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য ... ৮৫১
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়— ... ৩৭৯
[illegible]—[illegible] ... ১৮২
বাঙালীর মেধার কি অবনতি ঘটিয়েছে?— ... ৫৮৯
বাংলার ধাতু শিল্পকলা—শ্রী[illegible] দত্ত ... ৯২৯
[illegible]—শ্রী[illegible] ৪১৭, ৬০৭, ৬৬৯, ৭৫৯, ৮৫৯, ৯৭৯, ১০০৭
বিক্ষোভিণী বাংলা (কবিতা)—শ্রী[illegible] চক্রবর্তী ... ৯০৭
বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত ১৬, ২০৭, ৩৮৭, ৭০২, ৭৪৬, ৮০৭, ৮৮৬, ৯৪৪, ৯৯০

বিশ্ববিচিত্রা— ৬১, ৯৫, ২২৫, ৩০৪, ৩৩৩, ৪০১, ৫৩৭, ৫৭৫, ৭০১, ৭৮৫, ৮৬৫, ৯১১, ৯৯১
বিশ্বভারতীর আদর্শ— ... ৬৪৯
বিশ্বভারতীর উপাচার্য ... ১৬৯
বৈদেশিকী— ... ৬৫, ৯১, ১৭১, ৩৩১, ৪১১, ৪৯১, ৫৭১, ৬৫১, ৭৩১, ৮৯১, ৯৭১

—ভ—

ভোর সাড়ে ছটা (কবিতা)—শ্রীউৎপলকুমার বসু ... ৩৪৪

—ম—

মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস—শ্রী[illegible] দে ... ৯৯৩
মাটির পুতুল—শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ... ৭৫৩

—য—

যে পাখী অর্ধাঙ্গিনী নয়—শ্রী[illegible] ... ৬১৭
যৌবন [illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ১৬২

—র—

রূপকথা—[illegible] ৭৩, ১৫৯, ২৩৩, ৩১৩, ৩৮৯, ৪৭৩, ৫৫৩, ৬৩৩, ৭১৩, ৭৯৩, ৯৭৩, ১০২৮
রাত্রি (কবিতা)—শ্রী[illegible] সিংহ ... ১৬৭
[illegible]—শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ... ৯৭৩

—ল—

লড়াই না খেলা—শ্রী[illegible] ... ৪৮৩

—স—

[illegible]—শ্রী[illegible] সরকার ... ২৯৩
সমুদ্র পাহাড় ডাক—শ্রী[illegible] ৩৩, ১৭৯, ২২১, ২৭৩, ৩৫৩, ৪১৩
সম্পাদকের—শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ... ৪৩৩
সম্পাদকীয়— ... ... ... ৯৮৯
সাধারণতন্ত্র দিবস— ... ৮৮৯
সাম্প্রতিক সংবাদ— ৮৩, ১৬৩, ২৪৩, ৩২৩, ৪০৩, ৪৮৩, ৫৬৩, ৬৪৩, ৭২৩, ৮০৩, ৮৮৩, ৯৬৩, ১০৩৮
[illegible]—শ্রী[illegible] চক্রবর্তী ... ৯৯৩
সুন্দর [illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ... ৭৮৩
সূর্য নেই (কবিতা)—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৮
স্বর্গের পাহাড় : [illegible] এক [illegible] (কবিতা)—
শ্রী[illegible] ... ৯৯
স্মৃতিচারণ—শ্রী[illegible] রায় ... ৫১

—হ—

হঠাৎ [illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৮৭
হৃদয় আলোর কবিতা (কবিতা)—শ্রী[illegible] চক্রবর্তী ... ৭০৩

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

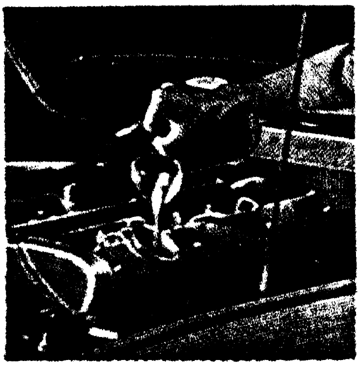

বার্মা-শেলের সেবাই

এই।

REG. NO. C. 2109

" বহুব্যয় করি
বহুদেশে ঘুরি
দেখিতে গিয়েছি ...
লণ্ডনের
কেক
ফ্রান্সের
প্যাস্ট্রী
ইতালীর
স্প্যাঘেটি
চীনের
চাউমিয়েন
দিল্লীর
লাড্ডু
... দেখা হয় নাই
চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু
দুই পা ফেলিয়া ...
– রবীন্দ্রনাথ –
নলেন
গুড়ের
সন্দেশ
গাঙ্গুরাম
গ্র্যাণ্ডসন্স
ভবানীপুর
কালীঘাট

**DESH** Saturday 6th February, 1960


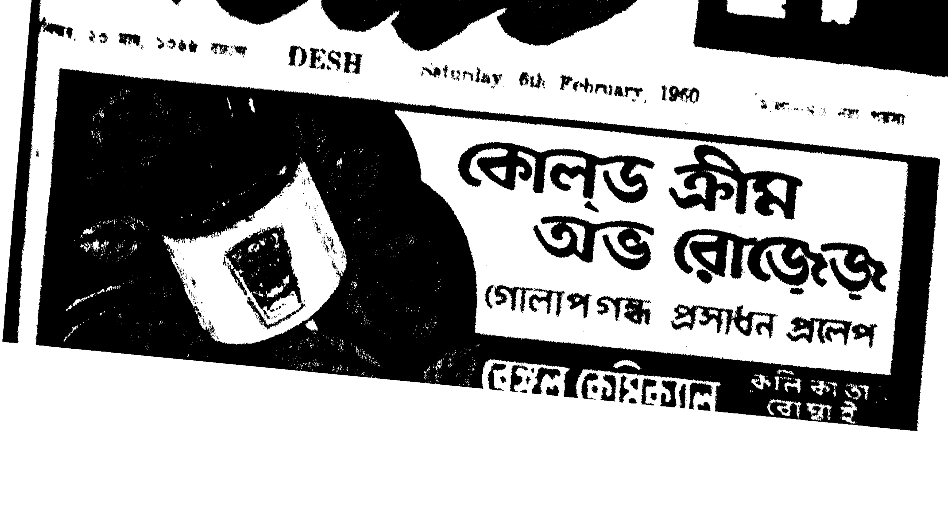

শিষ্টাচার ক্ষিপ্রতা নৈপুণ্য

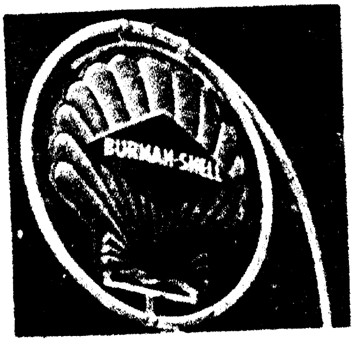


বার্মা-শেলের সেবাই এই।

বুদ্ধদেব বসুর

কালিদাসের মেঘদূত ৬-০০

শোণপাংশু (উপন্যাস) ৪·০০
শেষ পাণ্ডুলিপি (উপন্যাস) ৩·২৫
যে-আঁধার আলোর অধিক (কবিতা) ২·৫০
আধুনিক বাংলা কবিতা ৬·০০

পরশুরামের নতুন বই

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩·০০

আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প ৩·০০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩·০০
কৃষ্ণকলি ২·৫০ গল্পকল্প ২·৫০
গড্ডলিকা ৩·০০ ধুস্তুরীমায়া ৩·০০

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত

কাব্য দীপালি ৭-০০

সুধীরচন্দ্র সরকার

পৌরাণিক অভিধান ৭·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ৫-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

জাপানে ৬·৫০
পথে প্রবাসে ৪·০০
রূপের দায় ৩·০০

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

তোরণ পেরিয়ে ৪·৫০

[illegible] ভাদুড়ী

মন্দিরময় ভারত ৬·০০
(২য় খণ্ড)

অজিত দত্তর কাব্যগ্রন্থ

জানালা ২-০০

বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থ

আলেখ্য ২-৫০

বিমল চৌধুরীর উপন্যাস

বেত্রবতী মরানদী ৩-৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলিকাতা — ১২

॥ মিত্র - ঘোষের বই ॥

[illegible]

তরঙ্গের পর

[illegible]

মহাপ্রস্থানের পথে [illegible]
আঁকাবাঁকা [illegible] শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
বেদোয়ারী [illegible] বুক্ষ [illegible]
উত্তরকাল [illegible] বনহংসী [illegible]
আগ্নেয়গিরি [illegible]
মধুচোরের মাস [illegible]

[illegible]

কেরীসাহেবের মুন্সী [illegible]
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৭,
মাইকেল মধুসূদন ৭,
নিকৃষ্ট গল্প ৫,
নিকৃষ্টতর গল্প ৩,

[illegible]

উত্তরায়ণ [illegible] কৈশোর
স্মৃতি [illegible] অভিযান [illegible]
কবি [illegible] কবি (নাটক) [illegible]
প্রিয় গল্প [illegible] ইমারত [illegible]
স্বর্ণপদ্ম [illegible]

[illegible]

মিলনান্তক

[illegible]

সমুদ্র সফেন [illegible]
পঞ্চতপা [illegible]
নবনায়িকা [illegible]
সাত পাকে বাঁধা [illegible]

[illegible]

পথের পাঁচালী [illegible], আদর্শ হিন্দু হোটেল [illegible], শ্রেষ্ঠ গল্প [illegible], আরণ্যক [illegible]
আদর্শ হিন্দু হোটেল (নাটক) ২, দেবযান ৫,
কুশলপাহাড়ী [illegible], মুখোশ ও মুখশ্রী [illegible], উৎকর্ণ ৪,
গল্পপঞ্চাশৎ [illegible]
লবটুলিয়ার কাহিনী ২[illegible]
হে অরণ্য কথা কও [illegible]

[illegible]

পরিশোধ

[illegible]

[illegible]

আরাকান ৫,
ইরাবতী ৫,
উপকূল ৩,
সপ্তকন্যার কাহিনী [illegible]

[illegible]

পথহারা ৪,
জ্যোতিহারা [illegible]
চক্র ৪[illegible]
বিচারপতি ৩,
বারিকরা বাদলে [illegible]

[illegible]

শ্যামলী ৫,
প্রত্যর্পণ ৩,

[illegible]

বাঙালী ৮॥

শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, মুক্তি [illegible] প্রেরণা [illegible]
ভাড়াটে বাড়ী ৩, শিক্ষাভারতম্ ৩,

[illegible]

উত্তরফাল্গুনী [illegible] নূপুর [illegible]
অস্থি ভাগীরথী তীরে ৭,
হীরাচুনিপান্না ৪[illegible] কালোভ্রমর ৫,

[illegible]

অনুকর্ষ

[illegible]

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

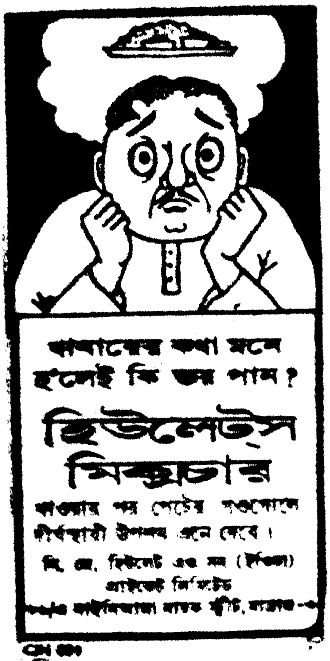
খাবারের কথা মনে
হ'লেই কি ভয় পান ?
হিউলেট্‌স
মিক্সচার
খাওয়ার পর পেটের গণ্ডগোলে
দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে।
সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট লিমিটেড

TAS
টিএএস
নস্য
সব চেয়ে ভাল

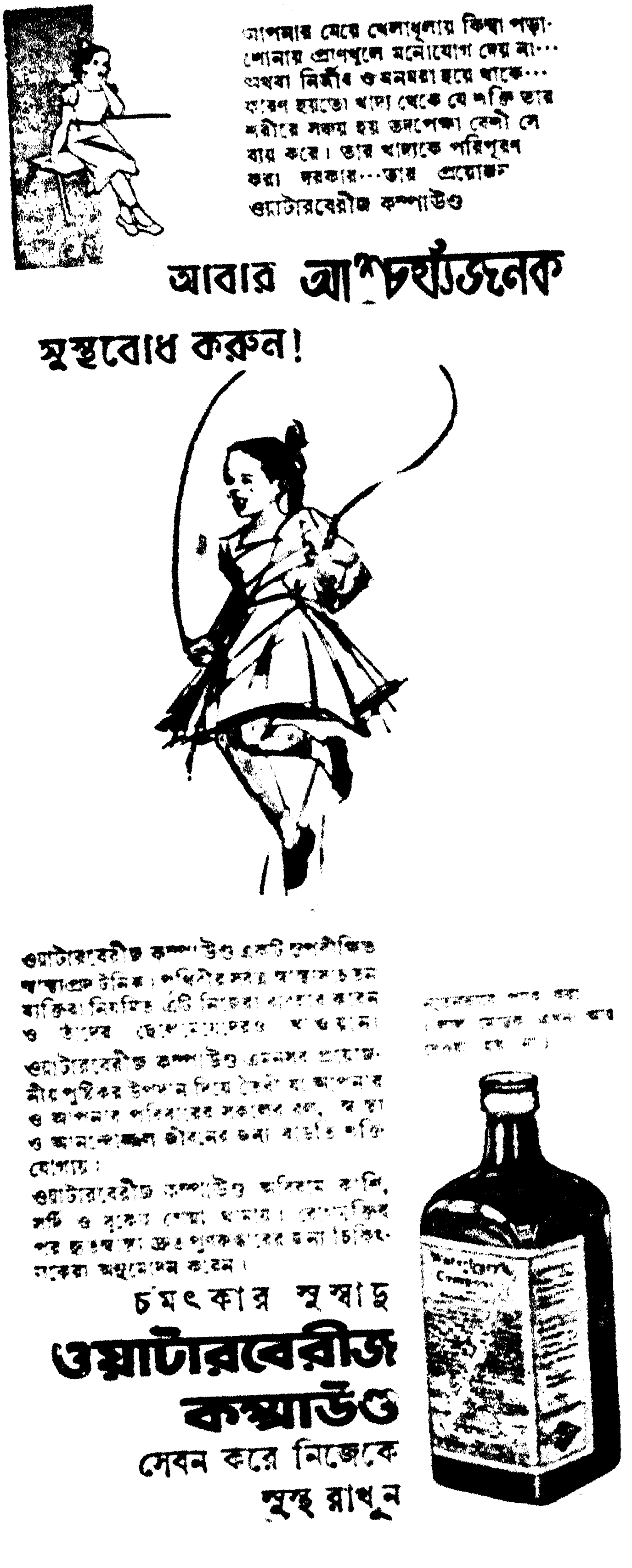
আপনার মেয়ে খেলাধূলায় কিম্বা পড়া-
শোনায় প্রাণখুলে মনোযোগ দেয় না…
অথবা নির্জীব ও মনমরা হয়ে থাকে…
কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি তার
শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী সে
ব্যয় করে। তার খাদ্যকে পরিপূরণ
করা দরকার…তার প্রয়োজন
ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড
আবার আশ্চর্য্যজনক
সুস্থবোধ করুন!
চমৎকার সুস্বাদু
ওয়াটারবেরীজ
কম্পাউণ্ড
সেবন করে নিজেকে
সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা | ... | ৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... | ১০ |
| বৈদেশিকী— | ... | ১১ |
| দ্বিতীয় মত—[illegible] | ... | ১৩ |
| অচল পথের যাত্রী—[illegible] | ... | ১৫ |
| এই সেই অন্য মুখ—শ্রী[illegible] বসু | ... | ১৭ |
| দণ্ডকারণ্য—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ২৫ |


প্রকৃতিপ্রি[illegible]

৭ই মাঘের বই

[illegible] নতুন উপন্যাস

ওরা সব পারে [illegible]

পুনর্মুদ্রিত

[illegible]

৭ই পৌষের বই

[illegible] ের কথা [illegible]

[illegible] লাবণ্যের একাদশী [illegible]

[illegible] লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় [illegible]

[illegible] উনিশ শ সত্তরের নেপাল [illegible]

[illegible]

## বিমল মিত্রের বই

[illegible] (উপন্যাস) [illegible] | [illegible] (উপন্যাস) [illegible]

[illegible] | [illegible] [illegible]

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

[illegible]

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : [illegible] ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

## প্রকাশিত হ'ল

জোয়ার এলো

[illegible]

দাম : ২.৫০

মানুষের মতন মানুষ

[illegible]

প্রিসিলার বিয়ে

[illegible]

অন্যান্য গ্রন্থ

[illegible]

বর্তি হুলের পর [illegible]

[illegible]

কথামালা প্রকাশনী

[illegible]



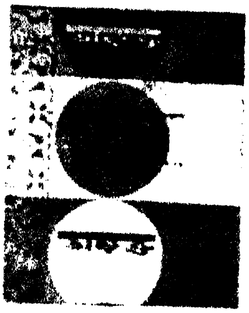

সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি-মূলক

ত্রৈমাসিক

[illegible]

[illegible] ১৯২০ থেকে ১৯৬০-এর বিচিত্র ইতিহাস।

[illegible] আধুনিক কালের বাংলা কবিতা

[illegible]

সম্পাদক : সুনীলকুমার নন্দী

কার্যালয় : ১১৭/১ [illegible] বিশ্বাস রোড, কলকাতা—২

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম কদম ফুল | | ৩৩ |
| বাইরে শ্রাবণ | | ৩৯ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম | | ৪৫ |
| নিজেকে হারায়ে খুঁজি | | ৫৩ |
| চিত্র প্রদর্শনী | | ৫৯ |
| গানের আসর | | ৬১ |


সোহাগপুরা

প্রভাত চৌধুরীর উপন্যাস
সমান্তরাল

দেশবন্ধু-স্মৃতি ১০৲

নাগরিকতার সংস্কৃতি কেন্দ্র

এক বাংলার কথা

একটি অধ্যায়

অন্য দিগন্ত

পঞ্চবাণ ২৲

বইতুবির ধারা ৩৲

আনন্দ নটী ৩৲

অনন্যা বাসর ৩৲ ... জায়ানটি

মনকেতকী ৩৲ ... দুরন্ত মন ৩৲

একাকার ... শাওলা

উত্তরঙ্গা ... কিছুক্ষণ ২৲

মায়াকুরঙ্গী ... বুকেবাবে

যাত্রাসহচরী ৩৲

শ্রীগুরু লাইব্রেরী



॥ বিশ্ব-সাহিত্যের কয়েকটি
স্মরণীয় উপন্যাস ॥

হাওয়ার্ড ফাস্টের
স্পার্টাকাস

শেষ সীমান্ত

সাগরে মিলায় ডন

ধীর প্রবাহিনী ডন

Virgin Soil Upturned

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

আপনাদের গরম জামা কাপড়
দীপ দিয়ে ধুয়ে নিন
DIP
দীপ
'অপটিক্যাল ব্রাইটনার' যুক্ত
খুব খাঁটি তাই আপনার গরম জামাকাপড়ের সৌন্দর্য্যতা বহাল রাখে।
অতি কোমল তাই নরম ও সুন্দর হাত কাচাকুচিতে নষ্ট হতে দেয় না
আপনি কি মানেন না যে আপনার দামী গরম জামাকাপড়
দীপ-যত্ন পাবার উপযুক্ত? এই শীতে একবার পরখ করবেন না কি?
দীপ একটি গোদরেজ সামগ্রী

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

| বিষয় | লেখক | | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- | --- |
| বিশ্ববিচিত্রা— | | ... | ৬৩ |
| পুস্তক পরিচয়— | | ... | ৬৫ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্রা— | | ... | ৬৮ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | | ... | ৬৯ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | | ... | ৭১ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | | ... | ৮০ |

প্রচ্ছদ—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

[illegible]

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

মনের

মধ্যে

মন ৫·০০

[illegible] উপন্যাস

মিড় গমক মূর্চ্ছনা

[illegible]

প্রকাশিত হল
[illegible]

মধুকরী ৩·৫০

[illegible]

রাগলতা ৪·৫০

প্রকাশিত হয়েছে

[illegible]

রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক দিক ৪·৫০

[illegible]

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স । [illegible] কলিকাতা ১২

সম্প্রতি প্রকাশিত হইল

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ ৬·০০

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

[illegible]

মধুসূদন ঃ

কবি ও নাট্যকার ৩·৫০

[illegible]

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

[illegible]

বরণীয় ৫·০০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[illegible]

এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

[illegible] কলিকাতা-১২

[illegible]

বহুদিন পরে আবার বেরোল

## শিশু-ভারতী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত
বাংলায় বুক অব নলেজ
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুপম গ্রন্থমালা
নানা চিত্রের বিষয়-সম্ভার
এখন পাবেন ১—৭ খণ্ড
প্রতি খণ্ডের দাম ... ১০, টাকা

**বিদ্রোহী বালক** ২·২৫
জার্মানীর ছেলেদের দুরন্ত কাহিনী
**রূপকথার দেশে** ২·৫০
বারোটি রূপকথার মালা
**রুশ দেশের উপকথা** ২·২৫
অরুণ ঘোষ
**শুধু হাসি ভেবো না** ১·৫০
শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
**ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস**
২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬



**কে, হোড়ের**
**কণক**
* পাউডার *



সর্বশ্রেণীর পাঠক জনের নিবেদন

নিশাচর লিখিত
নূতন বই

## ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

সাফল্যমণ্ডিত অপূর্ব রহস্যঘন রোমাঞ্চ উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নবতম উপন্যাস
**নিশিপদ্ম ৪॥**

আশাপূর্ণা দেবীর
চলচ্চিত্রে রূপায়িত উপন্যাস
**কল্যাণী ৩৲**

বাংলার বার্নার্ড শ প্রমথনাথ বিশীর
**অমনোনীত গল্প ৩৲**

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২



নতুন মুদ্রণ

সুবোধ ঘোষের
## ভারত প্রেমকথা
এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান
**সপ্তম সংস্করণ**
দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
## প্রেমের গল্প
শৈলজানন্দের লেখা এক ডজন
প্রেমের গল্পের শ্রেষ্ঠ সংকলন
দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| নর্তকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৭·০০ |
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৭·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ১·২৫ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ৩·৫০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

দেশ

DESH 40 Naya Paisa

Saturday, 6th February 1960

## আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

[illegible]

# প্রসঙ্গত

গত ৩০শে জানুয়ারী, শনিবার রাত্রেও সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে তাঁর বালিগঞ্জ প্লেসের ভবনে আমাদের অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেছেন। সাহিত্য তাঁর প্রাণ ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঈষৎ অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি একটি সাহিত্য-সভায় যোগদান করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে সেই যে শয্যাগ্রহণ করেন, তাই তাঁর শেষ-শয্যা হয়। রবিবার সকালে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং গুণমুগ্ধ নরনারীর যে সমাবেশ হয়, তার থেকে তাঁর জনপ্রিয়তার আভাস পাওয়া যায়।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়ঃক্রম ৭৯ হয়েছিল। তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনে আমরা স্বজনবিয়োগ বেদনা অনুভব করছি এবং তাঁর সন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি। ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

•

১৮৮১ সালে উপেন্দ্রনাথের জন্ম। উনবিংশ শতাব্দী তখন বাংলার জাগরণের যুগ বলে চিহ্নিত। এই জাগরণের মূলে ছিল কর্মনিষ্ঠা। তিনি যে পথ গ্রহণ করেছিলেন, [illegible] নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থ এবং প্রতিষ্ঠার লোভ তাঁদের সত্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। সত্য ও সুন্দরের সাধনার মধ্যে কল্যাণ-সাধনার পথই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। যুগধর্মের এই মহৎ আদর্শের পরিচয় উপেন্দ্রনাথের জীবনেও পাওয়া যায়।

ভাগলপুরের গাঙ্গুলীরা ছিলেন প্রতিষ্ঠাবান পরিবার। উপেন্দ্রনাথ সেই পরিবারের সন্তান। আইন পাশ করে উপেন্দ্রনাথ ভাগলপুরে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। অল্প দিনেই এই ব্যবসায় তাঁর প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ওকালতি বৃত্তি তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন, উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং আরাম বিলাসের সকল সম্ভাবনা তুচ্ছ করে পরিত্যাগ করে তিনি দুঃখ ও দারিদ্র্যবরণের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করলেন। এই ত্যাগব্রত সাহিত্য সাধনা যে কত বড় কথা, তা অর্থলোলুপ বাঙালির পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে কিনা জানি না।

•

উপেন্দ্রনাথ একই সঙ্গে সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক ছিলেন। একদিকে তাঁর শশিনাথ, অন্তরাগ, অভিজ্ঞান, রাজপথ প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, অন্যদিকে তাঁর সম্পাদিত 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকাও মাসিকপত্র-জগতে রুচি ও মননশীলতার দিক দিয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। বাংলা সাহিত্য-গগনের সূর্য-চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনা একই সঙ্গে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এবং তখন বাংলা সাহিত্যে যাঁরা

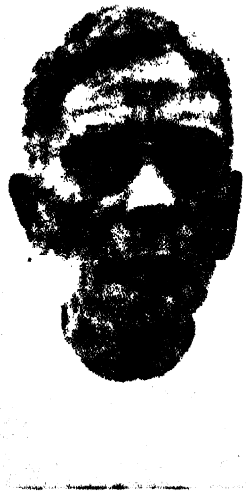

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৮১—১৯৬০)

প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক, তাঁদের অনেকেরই রচনা এতে স্থান পেয়েছিল। তাছাড়া বহু সাহিত্যিকেরই লেখার হাতে-খড়ি বলা যেতে পারে। তাঁর মতে শুধু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের রচনা ছাপানোই সম্পাদকের একমাত্র কর্তব্য নয়, নব নব প্রতিভা আবিষ্কারই তাঁর প্রধান কর্তব্য। সেই কর্তব্য উপেন্দ্রনাথের মতো অর্থাৎ সম্পাদকের কাছে, [illegible] স্বীকার্য, তাদেরই কাছে আমরা। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশার্থী তাঁর কাছ থেকে যে প্রেরণা, উৎসাহ ও স্নেহ পেয়েছিলেন, আজও তা তাঁরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করে থাকেন।

•

এই সরল, স্নেহময়, সুরসিক সাহিত্য-সাধক মানুষটিকে তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। যাঁরা তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা সহজেই ব্যক্তিত্বের স্পর্শ তাঁতেও পেয়ে থাকবেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা জানেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেই মাধুর্য কত গভীর এবং অকৃত্রিম ছিল। সাহিত্যের মধ্যে সেখানেই [illegible], মানুষের অন্তর্নিহিত [illegible] তাঁর অন্তরের সহানুভূতি • [illegible] লেখকরা পেতেন তাই। বস্তুত সাহিত্যের এবং সাহিত্যানুরাগীদের প্রতি এই উদার [illegible] [illegible]

•

সম্প্রতি তাঁর বন্ধু সাহিত্যিকদের [illegible] উপেন্দ্রনাথের [illegible] সাহিত্যিকের মৃত্যু নেই। সাহিত্যের মধ্যে তাঁরা অমর হয়ে থাকেন। উপেন্দ্রনাথকেও আমরা ভুলতে পারি না। [illegible] তাঁর শরীর [illegible] হয়েছিল। মৃত্যুর পরে সেই ধারা, আরও বহু [illegible] থেকে গেল।

# [illegible]

[illegible]

দেশের অধিকার স্বীকার না করলে যুদ্ধ-বিরতিও সম্ভব নয়, ভিয়েতনাম আলোচনাও চলতে পারে না। কিন্তু এ সব সরকারের চরিত্র বদল সহজ নেই। আলজেরিয়াকে [illegible] অধিকার [illegible] বলে [illegible] হয়েছে, [illegible] সাম্রাজ্যবাদের [illegible] সরকার, কারণ এই সব [illegible] [illegible] অধিকার [illegible] হয় না। এই ঔপনিবেশিক [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] কেবল আলজেরিয়াতেই আছে তা নয়, [illegible] আছে এবং [illegible] আছে। আলজেরিয়ার যুদ্ধের জন্য [illegible] [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] এবং আন্তর্জাতিক [illegible] [illegible] এই যুদ্ধের জন্য [illegible] [illegible] কিন্তু আলজেরিয়াকে [illegible] [illegible] হয় না। একটি [illegible] জন্য জাতীয় [illegible] [illegible] একটা [illegible] হয় না। আল-


॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥

বিনয় ঘোষ
**বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**
॥ ১ম খণ্ড : [illegible] ॥
॥ ২য় খণ্ড : [illegible] ॥
॥ ৩য় খণ্ড : ১২.০০ ॥

[illegible]
**[illegible]** ॥ [illegible] ॥

[illegible]
**বিষের বিষ** ॥ ৩.০০ ॥
**রাজপথ** ([illegible]) ॥ ৬.৫০ ॥
**জাগরণী** ([illegible]) ॥ ৪.০০ ॥
**ক্ষণরেখা** ([illegible]) ॥ ৩.৫০ ॥
**[illegible]** ([illegible]) ॥ ৩.০০ ॥
**প্রেমগাথা** ॥ ৩.০০ ॥
**[illegible]** ([illegible]) ॥ ৮.৫০ ॥
**একটি বন্ধু** ([illegible]) ॥ ৩.৫০ ॥

* সমরেশ বসুর *
● **গঙ্গা** ([illegible]) ॥ ৫.৫০
● **বি টি রোডের ধারে** ([illegible]) ॥ ২.৫০
● **শ্রীমতী কাফে** ([illegible]) ॥ [illegible]

[illegible]
**সাগর-সঙ্গম** ॥ ৩.৫০ ॥

[illegible]
**[illegible]** ॥ ৪.০০ ॥

[illegible]
**বাজা ও বাঁশরী** ॥ ৩.০০ ॥

[illegible]
**[illegible]** ॥ ৬.০০ ॥

[illegible]
**শিক্ষক ও শিক্ষার্থী** ॥ ৩.৫০ ॥

[illegible]
**নওবাড়ী** ॥ ৩.০০ ॥

॥ [illegible] বসুর ॥
● **[illegible]** ॥ ৪.০০ ॥
[illegible]
● **[illegible]** ([illegible]) ॥ ২.০০ ॥
● **নতুন [illegible]**, **নতুন মানুষ** ॥ ৫.০০ ॥

**হরেকরকমবা** * **[illegible]** [illegible] ॥ ৩.৫০ ॥ **লৌহ-কপাট** [illegible] ॥ ১ম : ৩.৫০ ॥ ২য় : ৩.৫০ ॥ ৩য় : ৫.০০ ॥ **[illegible]** [illegible] ॥ [illegible] ॥ **[illegible] বাঁশরী** [illegible] ॥ [illegible] ॥ **হরেকরকমবা** [illegible] ॥ [illegible] ॥ **সিন্ধুপারের পাখি** [illegible] ॥ [illegible] ॥ **কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা** [illegible] ॥ [illegible] ॥ **জননী** [illegible] ॥ ২.০০ ॥ **বাংলার সাহিত্য** [illegible] ॥ [illegible] ॥ **মুক্তাঙ্গন** [illegible] ॥ [illegible] ॥ **বিপিনের সংসার** [illegible] ॥ ৪.০০ ॥ **কথা** [illegible] ॥ ২.৫০ ॥ **চলাচল** [illegible] ॥ [illegible] ॥ **বাল্মীক** [illegible] ॥ ৪.০০ ॥ **বৈরব** [illegible] ॥ [illegible] ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ [illegible]

# আধুনিক যৌন বিজ্ঞান

**ডাঃ হ্যানা স্টোন ও আব্রাহাম স্টোন**

বিবাহের উদ্দেশ্য, বিবাহের যোগ্যতা, জীব-তত্ত্বের ভূমিকা, [illegible] ... [illegible] প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বই। [illegible] সংস্করণ। দাম ৬.০০। [illegible] ৬.৫০ নঃ পঃ।

**পপুলার বুক ক্লাব**

[illegible] কলিকাতা-১০ ফোন : [illegible]



**শঙ্খ মার্কাই**

শ্রেষ্ঠ গেঞ্জী

যশোর কুম্ব ইণ্ডাস্ট্রী কোং

কলিকাতা-৯



# বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

॥ ১৩৬৭ সাল ॥

[illegible]

**চীন এবং ভারতের বর্তমান বিবাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সহায়তা**

**বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১৩৬৬) :**

(১) [illegible]

(২) [illegible]

(৩) [illegible]

(৪) [illegible]

(৫) [illegible]

**বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা কার্যালয়**

[illegible] কলিকাতা-৬। ফোন : [illegible]


কোরিয়ার ফরাসী ঔপনিবেশিক স্বার্থের গোড়ারা ধরে নিয়েছে যে তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফ্রান্সকে এই যুদ্ধের ভার বইতে হবে। [illegible] স্বাভাবিক অবস্থা বলে তারা [illegible] করতে চায়, যার ভার ফ্রান্সকে [illegible] হবে। [illegible] একটি [illegible] যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। [illegible] ঘাঁটি থাকলে [illegible] উপর এরূপ প্রস্তাব [illegible] এসব ঘাঁটি [illegible]

[illegible]

• • •

[illegible]

৩০।১।৬০

# দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

[illegible]


## ত্রিবেণীর বই

Cooch [illegible]

— সাম্প্রতিক প্রকাশন —

| | | |
|---|---|---|
| সান্নিধ্য | ॥ [illegible] কর ॥ | ৪.০০ |
| [illegible]মহল | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৬.০০ |
| তীরভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৫.৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩.৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩.০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৫.৫০ |
| ইষ্ট কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩.৫০ |
| মন মানে না | ॥ [illegible] ঘোষ ॥ | ৩.৭৫ |
| শুক্লপক্ষ | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৬.০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৩.০০ |
| একান্ত আপন | ॥ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৬.০০ |
| আকাশদীপ | [illegible] মিত্র | ৪.০০ |

॥ [illegible] ॥

| | | |
|---|---|---|
| নীলাঞ্জনছায়া | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৩.০০ |
| আপন প্রিয় (২য় সং) | রমাপদ চৌধুরী । | ৩.০০ |
| কথাকলি (২য় সং) | | ৩.০০ |
| পলাশের নেশা (২য় সং) | সুবোধ ঘোষ । | ৩.০০ |
| স্বপ্নমধুর (২য় সং) | মুজতবা আলী ও অন্যান্য । | ৩.৫০ |
| তৃষ্ণা (২য় সং) | সমরেশ বসু । | ৩.০০ |
| বহুবরণ (২য় সং) | বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় | ৩.০০ |
| পরমায়ু | সন্তোষকুমার ঘোষ । | ৩.[illegible] |

॥ উপন্যাস ॥

| | | |
|---|---|---|
| রাধা (২য় সং) | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৩.০০ |
| অনুবর্তন | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৪.০০ |
| জনপদবধূ (২য় সং) | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৫.৫০ |
| কালিতীর্থ কালিঘাট (২য় সং) | অবধূত । | ৪.০০ |
| অপরূপা | বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় । | ৬.০০ |
| চীনে লণ্ঠন (২য় সং) | লীলা মজুমদার । | ৩.২৫ |
| আমার ফাঁসি হল (২য় সং) | মনোজ বসু । | ৩.৫০ |
| বনভূমি (২য় সং) | বিমল কর । | ৩.০০ |
| রূপসাগর (২য় সং) | সুবোধ ঘোষ । | ৪.০০ |

॥ রম্যরচনা ॥

| | | |
|---|---|---|
| ধূপছায়া (২য় সং) | সৈয়দ মুজতবা আলী । | ৪.৫০ |

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | শিবশঙ্কর পিল্লাই । | ৩.০০ |
| মাটির মানুষ | কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী । | ৩.৫০ |

স্বাদু স্বাদু পদে পদে । অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ২.৫০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

বীরেশ্বর বসুর উপন্যাস

# চা মাটি মানুষ

দাম — ৪·০০

বীরেশ্বরবাবুই বোধ হয় বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম চা-বাগানের পটভূমিকায় সর্বাঙ্গীন চিত্রকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছেন। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা উপন্যাসটিতে একটি অতুলনীয় অনুভবের স্বাদ এনে দিয়েছে। চা-ভূমিকদের আনন্দ-উৎসব রীতিনীতি ও জীবনযাপনের খুঁটিনাটি লেখক এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে পড়তে পড়তে পাঠকের মন যেন সেই বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। ..... বিশ্ব ভারতী

যাহাদের কথা মানুষ জানিত না, তাহাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং জীবন-ধারণ পদ্ধতি সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। বীরেশ্বর বসুর 'চা মাটি মানুষ' সেই এক অজানা অচেনা জগতের কাহিনী। বীরেশ্বরবাবু উপন্যাসের নায়ক ভাগনাথকে এক উজ্জ্বল মানসিক প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সাহিত্য শিল্প সুষমায় [illegible] চরিত্র এমন পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত [illegible] যাহা এ যুগের মানুষের [illegible] উপলব্ধি। চা বাগান ভূমিকাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি [illegible] ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে লেখকের [illegible] প্রশংসনীয়। ..... [illegible]

চা মাটি মানুষ বীরেশ্বরবাবুর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। যে চায়ের পেয়ালা ভোরবেলায় আমাদের ঘরে ঘরে কাপের টেবিলে কিংবা বিছানার পাশে পৌঁছে যায় তার মধ্যে যে বুকের রক্ত ও চোখের জল মিশে, মিশে, বয়ে আছে অনেক কোথাও সে-কথা আমরা ক'জন জানি। বীরেশ্বরবাবু এঁদের মধ্যে থেকে উপন্যাসের মত কাহিনীকে রূপ দিয়েছেন। টুকরো টুকরো ছোট ছোট অনেক ছবি [illegible] লেখক জীবন-দর্শনের ভূমিকা করেছেন। ..... যুগান্তর

চা-বাগানের মজদুরের, তাদের জীবনের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনার এক সুস্পষ্ট বাস্তব চিত্র লেখক তাঁর এই উপন্যাসে যথেষ্ট কুশলতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসটি [illegible] দাবী করিতে পারে। ..... দৈনিক বসুমতী

সম্ভবতঃ বীরেশ্বর বসুই প্রথম বাঙালী ঔপন্যাসিক, যিনি বাংলা দেশের চা-বাগান নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং মৌলিক উপন্যাস লেখার প্রয়াস করেছেন। 'চা মাটি মানুষ' চরিত্র প্রধান উপন্যাস। [illegible] এর আঙ্গিক ও ভাষা [illegible] সহজ, একমুখী। লেখক ভাগনাথ, সাধু ও [illegible] নিপুণভাবে [illegible] মানুষের [illegible] বর্ণনা ও উপন্যাসের কথা [illegible] ..... পরিচয়

**কথামালা প্রকাশনী**
১৮৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিঃ ১২


যাঁদের আত্মিক প্রবল, এ দুর্বলতা তাঁদের মধ্যে সমধিক। আমরা সবাই ভাবি—আজ [illegible] সঙ্গে দুটি ডাক্তার, কাল তার [illegible]। অনেকে [illegible] পেয়েছেন ফলে [illegible] অনুযায়ী ইন্দ্রিয়জগতের একমাত্র পথ [illegible] চতুষ্পদ [illegible] উপলব্ধ [illegible] একাধিকজনকে দেখা গেছে পথের ধারে [illegible] থেকে অনেক অনেক দূরে।

*

অথচ [illegible] জন্য যিনিই প্রাক [illegible] পর্যায়ে কাজ করতে [illegible] তাঁকেই আশ্রয় নিতে হয়েছে সহজ [illegible] থেকে পরবর্তী [illegible] প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি [illegible] সেখানেই [illegible] এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে [illegible] দেখা যাবে যে, [illegible] সম্পর্কে [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] মধ্যেই [illegible] নিজে [illegible] তিনি [illegible] [illegible] এমন [illegible] [illegible] তাঁর [illegible]

তাই একটু, অন্য আর একটু, [illegible] [illegible] কম [illegible] কিন্তু এর [illegible] [illegible] সহজ [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] একদিন [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] হয় না।

তবে তিনি [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] সহজ হবে না [illegible] তিনি [illegible] এমন [illegible] [illegible] নিজে একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] কী করে যে সম্ভব হলো? [illegible] [illegible] করেননি [illegible] করতে। [illegible] করতে [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর কাছে [illegible] যে কেউ [illegible] করতে পারে। অথচ প্রায় [illegible] [illegible]।

হয়নি। সে না পারলেই আত্মিকের পাশে, আর আর্ন্তজাতিক ঔপনিবেশিকতার [illegible]। কিন্তু [illegible] চিরকালের [illegible] উদ্ভব করেছেন, এমন সিদ্ধান্ত [illegible]। [illegible] যে কোনো [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] কিন্তু তাঁর সামনে এক [illegible] সমস্যা, সে-সমস্যা তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করবে না, [illegible] [illegible] [illegible] সমস্যা সমস্যাই। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] করবার [illegible] [illegible] [illegible] আছে।


**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**
[illegible] [illegible] ২৫ [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কলিকাতা।

(সি ২০০১)

# অতল পথের যাত্রী

**হ্যালডর ল্যাক্সনেস**

[illegible]

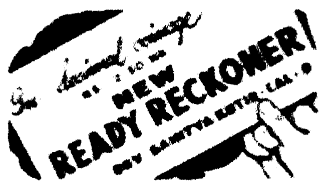


এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অবরোহণ ঃ

[illegible]

[আনন্দবাজার পত্রিকা]

[illegible]

দণ্ডায়মান ছিল, শুধু তাদেরই নয়, যারা তলিয়ে গিয়েছিল অতলে—তাদের কাহিনীও শোনানো চাই মানব-প্রেমের খাতিরে! সে-জন্যই ভাস্কর জিতভাগোর চিঠিগুলি আমার এমন মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে। স্বীয় জীবন-দর্শন মানব-জীবনের বাস্তবতার মাধ্যমে চিত্রিত করতে পেরেছেন-নাক কতদূর সফল হয়েছেন, সে-প্রশ্ন আমার তোলবার কথা নয়। সে-কথা বিচার করে দেখবার ভার আমার ওপর ন্যস্ত নেই। আমি তাঁর সহধর্মী, বন্ধু; সে-বিচার করবেন তাঁর বিশ্বজোড়া পাঠক-কুল। আমি তাঁকে অভিনন্দিত করি তাঁর অসমসাহসের জন্য, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করি তাঁর সৃষ্ট এই মহান সাহিত্য-কীর্তির জন্য।*

---

* 'জেটীর জিতভাগো'র ওড়িয়া অনুবাদ গ্রন্থের জন্য লিখিত ভূমিকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

ইংরাজ ও
ভারতীয়গণ
সমবেত প্রচেষ্টায়
দুর্গাপুরে
এক বিরাট
ইস্পাত কারখানা
গড়ে তুলছেন

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাক্শন কোং লিঃ

ইঙ্গ-ভারতীয় সহযোগিতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দুর্গাপুরে আজ সুপরিস্ফুট। ভারতের এই নবীনতম ইস্পাত নগরীতে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ ব্যক্তিগণ নানা সমস্যা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন এবং একত্রে কাজ করে দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী বিরাট কারখানাটি গড়ে তুলছেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটেনের কয়েকটি প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানির যৌথ-প্রতিষ্ঠান ইস্কনের উপর ন্যস্ত আছে। এঁরা কাজের শুরু থেকেই ভারতীয় ব্যক্তি এবং দক্ষ ও সাধারণ কর্মী যুবকদের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন।

GOVERN… LIBRARY
Cooch Behar

# ই দেহ অন্য মুখ

বিমল বসু

গাড়িখানেক ফুল লাগে হয়ত অমন করে খাট সাজাতে হলে। কী হয়, অত ফুল দিয়ে পালংক সাজিয়ে কী হয়, কিছু না... [illegible] লাগে ... ভালবাসে ...

দিদিভাই বন্ধ করে দিতে পারলে আমিও বাঁচি। মালতী মনে মনে ভাবছিল। শুধু রজকাই বাধ নয়, এ-বাড়ির সবাই যদি তাদের বিছানা বালিশ নিয়ে আগে পরের কোনো বাড়িতে ঘুমোতে চলে যায়, বেঁচে যাই। তাই কি যাবে! দরকারটাই বা কোথায়! এই বাড়িতেই ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে একটা রাত কাটিয়ে দেবে। ছোটরা অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছে, এ-ঘর ও-ঘর সাজানো মাদুরের উপর সতরঞ্চ না হয় মাদুরের উপর একটা বালিশ [illegible] যা পাওয়া গেছে তাই মাথায় দিয়ে পড়ে পড়েছে, ঘুমোচ্ছে। পুরুষমানুষরা ছাদে গিয়ে উঠেছেন। মা নয়, পিসিমাও নন, বড় [illegible] একটা বাসনপত্র হাতা খুন্তি [illegible] খাওয়া [illegible] সরকারি [illegible] দিচ্ছেন, চাটাই [illegible] দিচ্ছেন, পান খাচ্ছেন। না, তাঁরা কেউ এখন এ-দিকে পা বাড়াতে আসছেন না। কিন্তু বড়দি, মেজদি, সেজদি, পারুল, চাঁপী—এরা? এরা দরজার বাইরে ওদিকের বন্ধ জানালার পাশে আড়ি পেতে আছে।

নিজের পায়ের দিকে চোখ পড়ল মালতীর। দুটি, নতুন [illegible] [illegible] আরও [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

অনেকটা রাত নেই। সময় এই রকমই,

[illegible]

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাকিয়ে থাকতে পারে, সে-চোখ মালতীর আছে, ততটা জোর জলুস-জলুসে ভাব তার চোখের মণিতে আছে, শুধু এখন দু'টি চোখই জড়ানো ঘুমে ঢিমি মত করে তুলল মালতী। অথচ, এই মত [illegible]

[illegible]

আঁচলে পড়ে। তোমার কি, আঁচল যদি ছেড়ে আমায় ফিরবে, তেতো আঁচলেই পড়ে থাকতে হবে, আমি কি আবার শাড়ি বদলাতে যাব নাকি। [illegible] কি!

[illegible]

মালতী বুঝতে পারল, সেবার স্বামী এবং তার স্বামী একই রকম খেলা খেলল না। কিংবা খেলাটা একই রকম, লোকটা বা একটু, অন্যরকম। ভালই লাগল মালতীর। [illegible]

[illegible]

ছো ট দে র সো না র ব ই !

কথাসাহিত্য [illegible]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের

দাদামশায়ের থলে ([illegible]) ৪৲

ঠাকুরদাদার ঝুলি ([illegible]) ৪৲

ঠাকুরমার ঝুলি ([illegible]) ৪৲

শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের লেখা—

ঐতিহাসিক গল্প-সঞ্চয়ন ৩৲

[illegible]-এর

গল্প আর গল্প ৪৲

সোনার ময়ূর ২৷৷

[illegible]

বিদেশী গল্প-সঞ্চয়ন ([illegible] খণ্ড) ২৷৷

বিদেশী গল্প-সঞ্চয়ন ([illegible] খণ্ড) ২৷৷

দেশ বিদেশের ধর্ম ১৷

দেশ বিদেশের লেখাপড়া ৮০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

[illegible]

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সম্পাদিত

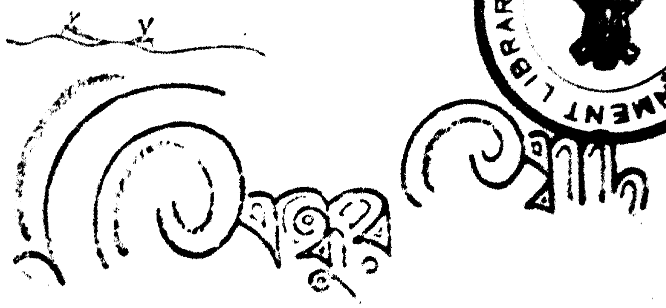

[illegible]

মূল্য : সাত টাকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| তেভমাস্তীর (উপন্যাস) | [illegible] | : | ২·৫০ |
| মায়ামারীচ (উপন্যাস) | [illegible] | : | ৩·৫০ |
| বাতের ঢেউ (উপন্যাস) | [illegible] | : | ৩·০০ |
| সাম্প্রতিক স্বাধীনতোত্তর কবিতা | [illegible] | : | ৩·০০ |
| বাতাসের সংবাদ (কবিতা) | [illegible] | : | ২·০০ |

সুরভি প্রকাশনী : [illegible]

সিগারেট খেয়ে পয়সা ওড়ানোর মতন অবস্থা তার নয়। ভালোও লাগে না খেতে, ঘাস ঘাস লাগে। অথচ আজ মাত্র বউয়ের সামনে খাওয়ার জন্য গোল্ডফ্লেকের একটা প্যাকেট শশাঙ্ক প্যাকেট করে নিয়ে এসেছে। সিগারেটের স্বাদ নিয়ে কথা নয়, ধোঁয়ার বড় সব সিগারেটেরই এক, মালতীর মাথা ধরবার হলে পাঁচ পয়সার প্যাকেটেও ধরতে পারে, বারো আনার প্যাকেটেও পারে, তবু মালতী গোল্ডফ্লেকের চেহারা নিশ্চয় দেখেছে, এটা যে দামী আভিজাত্যের সস্তা খেলো সিগারেট নয় নিশ্চয় জানে। শশাঙ্ক [illegible] ওপর রাখা টাটকা প্যাকেটটা বাঁ-হাতে নাড়াচাড়া করতে লাগল, যেন মালতীকে দেখাল সে ভাল সিগারেট খাচ্ছে। মালতী [illegible] কাছ থেকে ফিরছে, শশাঙ্ক গলা উঁচিয়ে কায়দা করে ধোঁয়া টানল, গিলল, আস্তে আস্তে সামনের দিকে, খাটের দিকে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে লাগল। নইলে, গলার মধ্যে পালক বুলোনোর মতন ধোঁয়ার তার একবিন্দুও আরাম হয় না। খেলার সময় এ-ধরনের কষ্ট তার লাগে না।...না লাগুক, তবু নতুন বউয়ের সামনে তাকে এখন এই কষ্টটা ভোগ করতে, সিগারেটটাই খেতে হবে। বিড়ি কিংবা [illegible] খাবার উপায় নেই। মনে মনে এই ভেবে একটু অনুশোচনা বিরক্ত হল শশাঙ্ক। আগামী কাল থেকে হয় সামনে [illegible] কিংবা [illegible] পয়সার সিগারেট খেতে হবে, সেটা খাওয়া তার [illegible] ব্যাপার [illegible], অবশ্য একদিনের জন্য তার সামনে এই গোল্ডফ্লেক খাবার কি অর্থ? [illegible] ...বউকে খুশী করে একটু [illegible] ...নাকি বউকে জানানো [illegible] এই সিগারেটই খাই...।

মালতী খাটের সামনে এসে দাঁড়াল। তার বসতে ইচ্ছে করছিল, পরে, [illegible] বিছানার সামনে [illegible] উঁচু শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ইচ্ছে [illegible]। মালতীর পা ধরে গেছে। শিরদাঁড়া টনটন করছে, হাঁটুর কাছটায় খিল ধরেছে [illegible] টন টন হয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল মালতীর। কিন্তু [illegible] পারছে কোথায়! অন্তত একবার ও-মানুষটা বসতে বলুক তাকে, [illegible], নইলে [illegible] এসে বিছানার পা এলিয়ে দিয়ে [illegible] উপায় নেই। কি ভাববে শশাঙ্ক, মালতী যদি এখন এই মানুষটার বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে? কি ভাববে মানুষটা? মালতী অনুমান করবার চেষ্টা করল। এ-সব জিনিস ঠিক মতন অনুমান করা যায় না। তবু, মালতী বুঝতে পারল মানুষের এই বিছানা কেমন এক অন্য ধরনের; তোশক বালিশ চাদর ঢাকাও এই বিছানার অন্য কিছু, পাতা আছে, [illegible] ধূপ সুগন্ধ কেমন এক ধরনের আতুল-আতুল হাতছানি, ঘনিষ্ঠ হবার ইশারা, সোহাগচুরি হতে দেবার সম্মতি। মালতী বুঝতে পারল, আলোতামো সে শুয়ে পড়লে শশাঙ্ক কি ভাবতে পারে। হয় নির্লজ্জ বেহায়া কিংবা অসভ্য অশালীন ভাববে, না হয় না হয় ভাববে, মালতী ওকে প্রকারান্তরে শুয়ে ডাকছে। শশাঙ্ক নিশ্চয় বুঝতে পারবে এ-সবের [illegible]। অল্পচয়ের স্বামীকে এক পলক দেখে নিল মালতী। খুব অদ্ভুত সতর্ক হয়ে দেখে নিল, মালতী চুপি চুপি না তাকালে শশাঙ্ক তা দেখে ফেলত না কোন তফাত কি না। মানুষটা সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। এখন ওকে একটু বোকা বোকা দেখাচ্ছে। অন্তত চেহারাটা নিরীহ লাগছে। বেশী বয়স নয়। এতক্ষণ ধরে একটা কি দুটো কথা বলেছে। এ ছাড়া আলাপ [illegible] হবার আগে [illegible] কথা বলার সময় ওকে [illegible] না। [illegible]

[illegible]

ঝাড়ি এবং রোগা রোগা হাত দেখতে পাবে। হয়ত আগেই দেখেছে, বিয়ের সময়—যখন জোড়ের চাদর গায়ে জড়িয়ে পিঁড়িতে বসতে হয়েছিল। অবশ্য শশাঙ্ক গেঞ্জি ছেড়ে খালি গা হয় নি, শুধু যা [illegible], আর মালতীও কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে, পিঁড়িতে পরে, [illegible] হয়, তবু আড়চোখে কিংবা কোনো ফাঁকে হয়ত শশাঙ্ককে দেখেছে। অন্যের মুখেও শুনেছে পরে, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] আর আমের ডালপালা দেখো শব্দ করছে,

# নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হল

—এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি—

○ এ বই নিজে পড়ুন

● এ বই প্রিয়জনকে পড়ান

—মোট কুড়িটি গল্পের সংকলন—

**সপ্তম সংস্করণ : ছয় টাকা**

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা—৯

মাজন পাবরার পালকের গোড়া দিয়ে কিংবা দেশলাই কাঠি দিয়ে কাজল পরা তোমায় মানায় না। শশাঙ্কের ঠোঁট থেকে আর একটু হলেই ঈষৎ বিরক্তি বা অপছন্দের একটা ছিবটেনা শব্দ বেরুত। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল শশাঙ্ক। মুগ্ধ হবার ভাব করল, চোখ মোলায়েম করে আনল। কপাল নাক গাল চিবুক গলা—খুঁটিয়ে আর দেখল না মালতীর। দেখার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নয়। কপাল নাক ভাল লাগলেও, মালতীর পুরু ফোলা ঠোঁট, সামনের দাঁত ভাল লাগছিল না। শশাঙ্ক স্ত্রীকে নিজের অপছন্দ কিংবা মন খুঁত খুঁত বুঝতে দিল না। তাড়াতাড়ি স্ত্রীর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে গলার তলায় নামিয়ে নিল। খুব ভরা বুক, বাঁধা গড়ন। শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি চোখ মালতীর পায়ের দিকে নামিয়ে দিল। ওর মনে হচ্ছিল, মালতী তার দিকে চেয়ে আছে, তাকিয়ে তাকিয়ে স্বামীর চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করছে। ছোট মুখ হয়ে শশাঙ্ক কী যেন ভাববার ভাণ করল। তার ভাল লাগছিল না, এই লুকোচুরির ভাব লাগছিল না। কী আশ্চর্য, মালতী তোমার বউ, অথচ তার দিকে খুঁটিয়ে তাকাবার অধিকার তোমার নেই, অন্যায় অজ্ঞ। কে জানে, এ-ভাবে তাকিয়ে থাকলে কি ভাববে মালতী! সুন্দর কিছু ভাববে না। বর্বরই ভাবতে পারে। লোভী, হ্যাংলা, শরীর কাঙাল... এই ধরনের কিছু ভাববে। শশাঙ্ক মনে মনে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। আশ্চর্য, যেন শশাঙ্ক বিয়ের অর্থ, স্ত্রীর এবং তার শরীরের অর্থ জানে না এবং এই দুটো মানুষের শরীরের মাঝখানে চিরকালই এই-ভাবে [illegible] আড়াল থেকে যাবে। যাবে না নিশ্চয়। শশাঙ্ক এই সত্য অনুভব করল, নিজেকে নিজে মনে মনে বলল, আমরা কাছ হোক, পরস্পর হোক, একদিন এই শরীরের জন্যে পাগল হব, সুখ অনুভব করব, আনন্দ পাব, চুরি চুরি করে নেব, [illegible] তারপর খাওয়ার মতন শরীরের অভ্যাস তৈরি হবে তুমি আমি পরস্পরের হাতের তলায় তলায় চেনা হয়ে যাব, কেউ কিছু মনে করব না, [illegible] হয়েও [illegible] না অথচ সেই মানুষকে আজ সত্য [illegible] হতে হবে। আমি তোমার স্বামী, আজ তোমার মুখ [illegible] পায়ের দিকে চোখ রাখার [illegible] তোমার [illegible] শরীরটা আজ আমার ভুলতে হবে, মনে রাখতে হবে, ভাব করতে হবে এই আমার তোমায় নেই, আমার সমস্ত আকর্ষণ তোমার মাথার চুল, চোখের কাজলে, চিবুকে।...শশাঙ্কের কপাল গরম হয়ে উঠেছিল, চোখ জ্বালা করছিল, নিশ্বাস দ্রুত ভারী হয়ে আসছিল। ওর মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন তার মর্যাদা খোয়া গেছে, সে অপমানিত। কে যেন কোথায় থেকে হাসছে, শশাঙ্কের এই বিড়ম্বনা দেখে হাসছে, [illegible] হাসছে। শশাঙ্কের মাথা [illegible] করছিল, [illegible] পারছিল না, স্ত্রীর শরীরের ওপর একেবারে যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না, [illegible] কেন তার চোখ [illegible] স্ত্রীর সুন্দর সুডৌল ভরা বুক, বাঁধা [illegible], একটু [illegible] দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না। আমি ওকে [illegible] না [illegible] এই [illegible] আমার স্ত্রী [illegible] করতে না। [illegible]

[illegible]

[illegible]

মালতী বলল। এতক্ষণ কেন যে তুমি বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিলে তুমিই জানো। ফুলশয্যার দিন কে আবার মুখের সামনে


প্রকাশিত হয়েছে

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সামাজিক উপন্যাস

রুক্মিণী বাঈ

কাহিনীর [illegible] আকর্ষণীয় : [illegible] প্রচ্ছদপট : দাম [illegible] টাকা

উত্তম পুরুষ-এর

[illegible] দুটি উপন্যাস

বাসর ২·৫০

তপতী কন্যা ২·০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

ধ্রুবেন সেন-এর

পুষ্পধন্বা ২·০০

সুধাংশু চৌধুরীর

মনের রঙ ১·৫০

তুলি-কলম

কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশ প্রতীক্ষায়

উত্তম পুরুষ-এর চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

আঁখি বিহঙ্গ

কটকটে বাঁদির জানালায় রেখে বাপ্‌। আজ অন্ধকারেই চায় মানুষ। অন্ধকারে সে [illegible]

[illegible]

• • •

[illegible]

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

[illegible]

*

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# আত্ম-চরিত

[illegible]

*

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

# আজ্বাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে

দাম : [illegible] টাকা

অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসনের

# ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

[illegible]

*

শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর

# ভারতকথা

[illegible]

*

# চার্লস চ্যাপলিন

দাম : [illegible] টাকা

*

ত্রৈলোক্য মহারাজের

# গীতায় স্বরাজ

২য় সংস্করণ : [illegible] টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন : কলিকাতা—৯

পারছিল না।

'না।'

'তবে?'

'বললাম, মনে হল।...আমার ভাল লাগার কথা...'

'মানুষ নেই—?' শশাঙ্ক কথা টেনে নিল; মনে হল তার বুক কাঁপছে।

'ঠিক জানি।'

'জানতে পারবে। একজন আছে।' শশাঙ্ক পা ছড়াতে গেল, মালতীর শাড়িতে পা লাগল, তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিল শশাঙ্ক। সমস্ত অনুভূতি যেন হঠাৎ পায়ে নেমে গেল। ঠিক ওই জায়গায় আর পা থাকতে চাইছে না। মালতীর কোল নরম পায়ের চুম্বক শশাঙ্ককে টানছে।

'আমার স্ত্রী-ভাগ্য ভাল।' শশাঙ্ক হাসির মতন করে বলল, পা তার অনড় হয়ে আছে।

'হু—ম।'

'না, ও কি। লেখাপড়া জানা, শিক্ষিত মেয়ে—; এমন বউ কটা ...'

'জানি না। তোমার যদি ভাল লেগে থাকে......' মালতীর বুকে ঘন আবেগ অপ্রত্যাশিত আনন্দে ভিড় করে ভিড় করছিল। বালিশ থেকে হাত মাথা সরাল, সরিয়ে এল শশাঙ্কর দিকে। হাত উঠিয়ে রাখছিল মালতী। অনেক কষ্টে সামলাল। তারপর বালিশে মুখ চেপে যেন দম বন্ধ হয়ে যাওয়া বাতাসের স্বরে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'তুমি সুখী হয়েছ?'

'হয়েছি।' শশাঙ্ক দম বন্ধ করে বলল। গলা প্রায় শোনাই গেল না। বুকে বড় ঢেউয়ের মতন কিসের এক আবেগ ওকে আক্রমণ করছে। শশাঙ্কর দুঃখ হচ্ছিল। বেদনা বোধ করছিল মালতীর জন্যে। 'তোমায় আমি মিথ্যে বললাম, মালতী, কারণ, তুমি দুঃখী হবে। আর তোমার দুঃখী হওয়া আমার কাছে...' নিজের সঙ্গে এই প্রবঞ্চনা শশাঙ্ককে আবার ক্ষুব্ধ করে তুলতে লাগল।

মালতী চুপ হয়ে আছে। স্বামীর কোলের দিকে আরও একটু সরিয়ে দিল। অপেক্ষা করতে লাগল। মুঠোয় ব্যথা করছিল, সমস্ত শরীর টান [illegible] তারের মতন টান হয়ে থাকল।

শশাঙ্ক অন্ধকারে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়ে নিল। খস খস শব্দ হল একটু, আর দেশলাইয়ের মতন শোনাল ও।

মালতীর মুঠো আরও শক্ত হয়ে উঠল। একটা হাত কানে গেছে। মালতী বুঝতে পারছে ওটা কিসের শব্দ। এবার, এর পর দেশলাইকাঠি জ্বালাতেই যা হয়। তার আলো থেকে একটা সুন্দর আভা উঠবে। স্বামীর মুখ, কেউ হয়ত হাতটাও দেখে, তবে আসল চেহারাটাই দেখবে। নিজে-থেকে স্বীকারের ব্যাপার। মালতী কষ্ট পাচ্ছে।

শশাঙ্ক সিগারেটের প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করল। দেশলাই জ্বালাল। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

মালতীর হাত বিছানার চাদরে মুঠ হয়ে ছিল। লোকটা অত্যন্ত কৃপণ, [illegible] হাতও ধরল না, আদরও দিল না। তুমি কি কিছুই জানো না। [illegible]

'তুমি কোন স্কুলে পড়াতে যেন?' শশাঙ্ক ধোঁয়া ছেড়ে বলল। [illegible] বাইরে মাথা দিয়ে [illegible]

'এই এক গার্লস স্কুলে—'

'অনেক দিন ধরে পড়াচ্ছ?'

'তিন বছর।'

'বাঃ, তবে তো ... মাস্টারনি—' শশাঙ্ক হেসে [illegible]

[illegible]

'কলকাতায় মা আমার এখন বড় একা পড়ে গেছেন—'

[illegible] শশাঙ্ক [illegible] এক [illegible] কোনোটাই [illegible] না। [illegible] শশাঙ্কর [illegible] নিজের [illegible] দাঁড় [illegible] না।

'আমি ও পরশুই ফিরে যাব।' শশাঙ্ক হঠাৎ গলায় আর চুপ করে ভারী করে বলল।

'পরশু?'

'আমার আর ছুটি নেই।'

'বাড়িয়ে নিতে পার না?'

'না। বাড়িয়ে [illegible] বড় অসুবিধা। [illegible]—' শশাঙ্ক থামল, বাইরের দিকে [illegible]। মালতীর [illegible] থেকে [illegible] এসে [illegible]। শশাঙ্ক আরও যেন কিসের শব্দ পাচ্ছিল। তার যেন বুকের ভেতর গলার [illegible]—অনেক এক শব্দ। [illegible] না থাকলেই ও [illegible]।'

'[illegible]?'

[illegible]

'[illegible]'

[illegible] তুমি [illegible]?'

[illegible]

[illegible]

'মালতী।'

'কি?'

'তুমি কি সুখী হয়েছ?'

[illegible]

[illegible] শশাঙ্ক [illegible] কাঁদছিল। নিজের [illegible] পাচ্ছিল না বলেই।

# দণ্ডকারণ্যে

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

RY
Cooch Behar

( ১ )

[illegible]

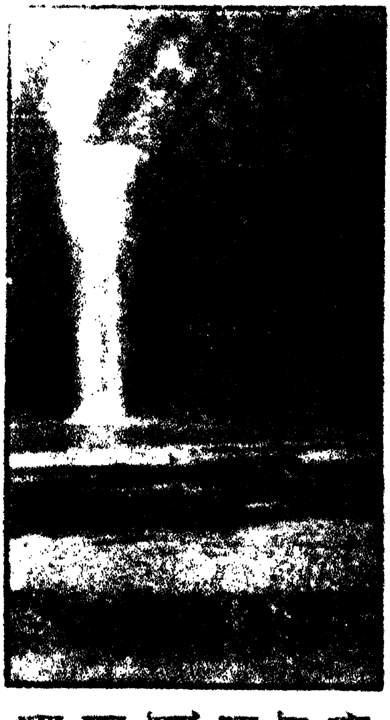

বস্তার জেলার তিরথুই থেকে তিন মাইল দূরে একটি জলপ্রপাত

[illegible]

[illegible] শিবির

[illegible]

আদিবাসীরা [illegible]

[illegible]

[illegible]

৩৩,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের [illegible]

[illegible] এই [illegible] [illegible]

[illegible] মধ্যে বিশেষ [illegible] আশা করে।

[illegible] এর্ট [illegible] টাকা [illegible] পরিকল্পনার [illegible] তাহলে আরো [illegible]


প্রকাশিত হল

রূপবিহঙ্গমো

[illegible] মিত্র

[illegible] দাম ২.৫০

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | ৩.০০ | [illegible] থেকে | |
| [illegible] | ৫.০০ | [illegible] | ৮.০০ |
| [illegible] | ২.৫০ | ডাঃ [illegible] সিংহ রায় | |
| **সুবোধ ঘোষ** | | [illegible] | ২.৫০ |
| [illegible] | ৮.০০ | **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী** | |
| [illegible] | ২.৫০ | [illegible] | ৩.০০ |
| **সমরেশ বসু** | | **স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়** | |
| [illegible] | ২.৫০ | [illegible] (নাটক) | ২.০০ |
| **বিমল মিত্র** | | **সলিল সেন** | |
| [illegible] | ৩.০০ | [illegible] নিষেধ (ঐ) | ২.৫০ |
| [illegible] | ৩.০০ | **মিহির সেন** | |
| [illegible] | ২.০০ | [illegible] | ২.৫০ |
| **রমাপদ চৌধুরী** | | **নরেন্দ্রনাথ মিত্র** | |
| [illegible] | ৫.০০ | [illegible] | ২.৫০ |
| **মিহির আচার্য** | | **বিভূতিভূষণ** [illegible] | |

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

হয়নার কান্না। আর সে যেন অনেকার কথা—মার কোলের পাশে শুয়ে পাগল ভাইয়ের, সীতার চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রাবণ। সীতার সেই বিলাপ। মাটির বুকে মুখ লুকিয়ে আমি ফুঁপিয়ে উঠতাম—সে কি কান্না!

(২)

[illegible]

প্রান্তরে কর্মরত আদিবাসী পুরুষ ও রমণী

হই, আমার চারিধারে এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে সপ্তাহে একদিনও একটা [illegible] হয় না। [illegible]

[illegible]

বাঙালী উদ্বাস্তু মেয়ে আদিবাসী রমণীর সঙ্গে মাটি কাটার কাজ করছে

[illegible]

নিজেরাই বানাচ্ছেন। ছোট ছোট কটেজ-ইন্ডাস্ট্রিজ তৈরী হচ্ছে, ... তৈরী হচ্ছে। একটা হাসপাতাল তৈরী করছেন ... [illegible]

ধুবুলিয়া শিবিরের উদ্বাস্তুরা বলছেন: 'মাঠে জল নাই, ঘোড়া গাড়ী চালাইম, সে উপায়টুকুও নাই। কি করুম, উপোস থাকুম।'

[illegible]

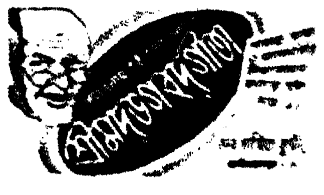

সাহেবেরা যখন পশ্চিমবঙ্গ শিবির থেকে এখানে আমাদের আনতে যান তখন তাঁরা আমাদের বার বার আশ্বাস দিলেন, পাকা ঘর তৈরী আছে, তোমরা পাবে। গরু-বাছুর আছে তাও তোমাদের। চাষের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম তৈরী, সেও তোমাদের। একুশ বিঘা করে তৈরী সুন্দর জমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। স্কুল, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল কিছুই তোমাদের শিবির থেকে দূরে নয়। যারা চাষবাস করবে না তাদের জন্য চাকরী অপেক্ষা করছে। কিন্তু এসে দেখলাম পাকা ঘরের পরিবর্তে ছেঁড়া এই ছোট ছোট তাঁবু। জমিজমা কোথাও এক বিঘাও দেখলাম না। যে-জমিতে আমরা আজ কাজ করছি সে জমিও আমাদের লিখিতভাবে দেওয়া হয়নি, এখান থেকে তাড়িয়ে অন্য কোথাও যে আমাদের সরাবে না সে সম্বন্ধেও কোনও স্থিরতা আজও নেই। গরু-বাছুর আজও আমরা এখানে দেখিনি। মাটি কোপানো, পাথর ভাঙা, কাশগাছের শিকড় উপড়ানো এইসব কাজই দুবেলা আমাদের বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে [illegible] বড় কষ্টের মধ্যে করছি। নিয়মিত মাইনে পাই না। জমি যে কেমন সে তো আপনি নিজেই দেখছেন। জমি সত্যিই খুব [illegible]। এই জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি, সোনার ফসল এতে হবে। [illegible] কিন্তু ট্রাক্টর দিয়ে [illegible] না করা পর্যন্ত এ-জমিতে কিছুই করা অসম্ভব। কারণ আগাছাগুলো শিকড় কাশগাছের [illegible]

লেগে ভেঙে যায়। আমরা অনেক আবেদন নিবেদন করেছি। কেউই আমাদের কথা কানে তোলেন না। সামান্য পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য আমাদের এখানে অনশন ধর্মঘট করতে হয়েছে। [illegible] এ-সব জায়গা ছুঁইনি। কিন্তু আজও কর্তাদের কাছ থেকে এ [illegible] প্রকাশ সহানুভূতি পেলাম না। [illegible] দূরের কথা।

[illegible]

এরা সে-রাতে আশ্রয় পেয়েছিল। [illegible], এরা যে আমাগো শিক্ষা দিসাইলো, বাঁচার অধিকারগো ছাইড়া রাখছে। পাতে খাবার নাই, পরনে কাপড় নাই, মাথায় চাল নাই, রোগে ওষুধ [illegible], সে উপায়ও নাই। কি কমু, উপায় [illegible]।

[illegible]

[illegible] আজও আমি দেখছি না। আমি বাঁচতে চাই শিবসাগরবাবু, আমার বাঁচার পথ বলুন।

[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ]

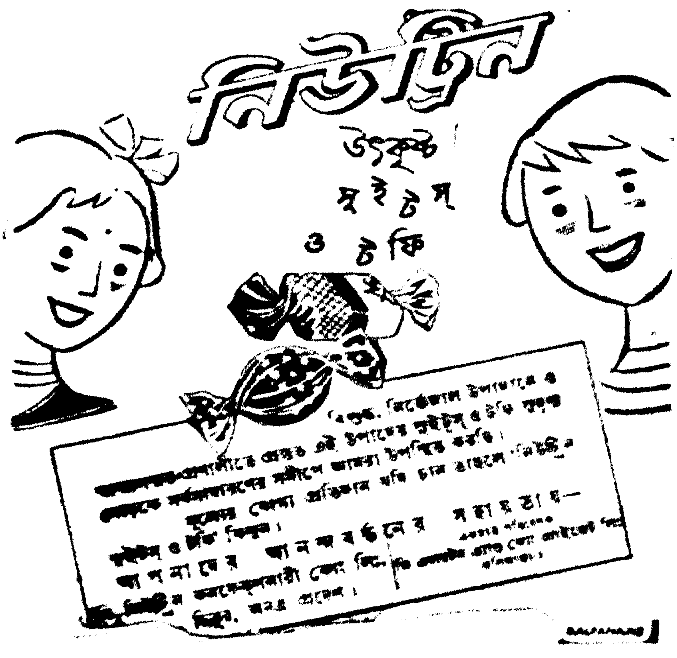

GOVERNMENT LIBRARY

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২২

আমরা উদাসীন, বুঝি, ওরা অশিক্ষিত, অসমর্থ। কিন্তু তুমি তো ওদের দলের নও। তুমি বিদ্যালয়, শুধু বিদ্যালয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে এসেছ। তুমি তো [illegible]-[illegible]ও, তোমার কেন অরুচি হবে? তা হলে কী লাভ হল লেখাপড়া শিখে?'

যাও, এখন আবার লেখিয়ে-পড়িয়ে নিত্যি খবরের কাগজ পড়ো। এ আবার আরেক ফ্যাচাং। কী হয় খবরের কাগজ না পড়লে? এ বাড়িতে এসে এতদিন যে পড়োনি, জানোনি খবরাখবর, তাতে জগৎসংসারে কার কী অসুবিধে হয়েছে? নিজেই বা সে ঠকেছে কতটুকু? ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হয়েছে এ খবরের কাগজ পড়ে না জানলে কী এমন ক্ষতি হত?

পরদিন খুঁজে পেতে বাঙলাখানা সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগে পড়তে লাগল কার্তিক।

মৃণালিনী দেখুক এ নিশ্চয়ই তার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নেবে এ কল্পনাও করতে পারেনি।

'এ কী পড়ছ?' ঝংকার দিয়ে উঠল মৃণালিনী।

'কেন, খবরের কাগজ—'

'খবরের কাগজ! বাঙলাটা তোমাকে কে পড়তে বলেছে? তুমি এম-এ পাশ না? তুমি ইংরিজী পড়বে।' মৃণালিনী নিজেই বাঙলায় বদলে ইংরিজীটা এনে দিল কার্তিককে।

কোনটা আনতে কোনটা এনেছে। মৃদু হেসে কার্তিক বললে, 'এটা কালকের যে।'

ইংরিজী জানে বলেই তো ভুলটা ধরতে পেরেছে কার্তিক। [illegible] মৃণালিনী খুশিই হল। বললে, '[illegible] দিক না। আজকের তারিখের ইংরিজীটা কোথায়? তুমি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কারু দাঁত ফোটাবার ক্ষমতাই নেই। আর সকলে তো অক্ষরচণ্ড। তুমি তো আর ওদের খাতায় নাম লেখাও নি। তুমি ডিগ্রিধারী। তুমি বই পড়বে, জানবে, বলবে, বোঝাবে অন্যদের, বক্তৃতা দেবে, দরকার হলে [illegible]—'

ইংরিজী কাগজের আড়ালে সলজ্জ মুখে হাসতে লাগল কার্তিক।

একদিন মৃণালিনী জিজ্ঞেস করল সকৌতুকে, 'তুমি সত্যিই এম-এ পাশ করেছ?'

'তাই তো জানি।' বোকা বোকা মুখ করল সুকান্ত।

'তবে যে ইংরিজী [illegible] পড়তে না পারছিলে?'

'অভ্যেসটাই তো নেই [illegible]।'

'আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁকি আছে।'

'কেন বলো তো?' চমকে ওঠবার ভাব করল সুকান্ত।

'নইলে এম-এ পাশ করেছ জেনে, কথায়-বার্তায় একটাও ইংরিজী বলবে না? একটুও তার ছাপ নেই, সবাই কেই এ কখনো হতে পারে?' মৃণালিনী আপন মনে বলতে লাগল। 'লোকে বউ দেখতে আসে, কেউ এম-এ পাশ বলে বিশ্বাস করে না। নিরীহ নিস্তেজ, এতটুকু তেজ চমক নেই, [illegible] কথা নেই একটাও। [illegible] এমন একটাও [illegible] ইংরিজী [illegible] পাই না [illegible] [illegible]। লোকে যে বিশ্বাস করতে চায় না তো কী। আমি প্রমাণ করি কী করে? [illegible] কী [illegible] প্রমাণ করে? এই [illegible] বড় বউ আর [illegible] কী?'

'[illegible]।' [illegible] মুখ করল সুকান্ত। '[illegible]।'

'[illegible] করে।' [illegible] মৃণালিনীর [illegible]। '[illegible] [illegible]।'

[illegible] বললে।

[illegible] সুকান্ত।

'[illegible] [illegible] [illegible] হলে [illegible] কী দরকার [illegible] [illegible] হবে।'

এই [illegible] [illegible] সুকান্ত।

'[illegible] তুমি যে এম-এ পাশ করেছ তার কোনো প্রমাণ নেই।'

'প্রমাণ?' [illegible] প্রশ্ন করল কার্তিক।

'তুমি কথায়-কথায় ইংরিজী বলবে না—'

'ইংরিজী বললেই [illegible] এম-এ পাশ হয়ে কী হবে? আই-এ বি-এও তো হতে পারে।'

'[illegible], কিন্তু একটা অনুমান করা সহজ।'

'আর?'

'[illegible] ইংরিজী [illegible] পড়ো না।'

'[illegible] আমাকে [illegible] না [illegible] পড়ো। [illegible] আর কী প্রমাণ চাও?'

'তবু, কিছুটা [illegible]। কেমন [illegible] এম-এ পাশ বউ সব সময়ে বই, কাগজ-টাগজ নিয়ে রয়েছে। কেমন সুন্দর [illegible] উৎসাহিত।'

'[illegible]?' কার্তিক [illegible] না [illegible] হয়ে [illegible] গেল না।

'নইলে, না জানিয়েছেন, বড় বউ আর ছোট বউয়ের তফাত কী! ছোট বউ যদি সেই রান্নাঘর ঠেলে, বাসনই মাজে, কাপড়ই কাচে, ঝাঁটপাটই দেয়, তাহলে এম-এ পাশে আর কী এগুলো?'

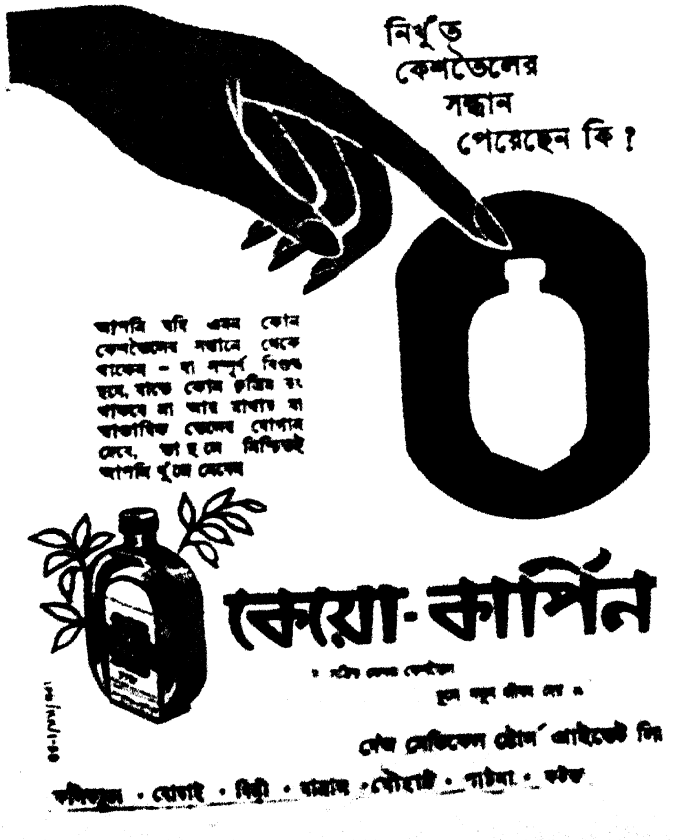

'তুমি কী বলবে?'

'আমি আর কী বলব! আমি বললাম, সব সুন্দরের এক [illegible]।'

'তার মানে যে মেয়ে এক-এ পাশ করেছে সে সংসারের কাজকর্ম করবে না?' কার্তিক প্রায় জোরে [illegible] এবার।

'করবে কিন্তু অমন করে [illegible] না। অভ্যাস নয়।'

'তার মানে এক-এ পাশ করে হাঁ করে থাকবে না?'

'থাকে কিন্তু হাঁ-টা একটু ছোট করবে।'

[illegible] কার্তিক [illegible] দাঁড়াল। [illegible] আমি [illegible] না, [illegible] না, [illegible]—'

'[illegible] সকলেরই [illegible] না।'

'কেন?'

[illegible]

'[illegible] এক-এ [illegible]?'

[illegible]

'[illegible] কী করে [illegible]?'

[illegible]

'[illegible]?'

[illegible] এক-এ [illegible]।'

[illegible] এক-এ [illegible]।'

'এই [illegible] এই [illegible] এক-এ পাশ!' [illegible] কিছু [illegible] একটুকু [illegible] হয়।

[illegible] তাকিয়ে থাকল কার্তিক। [illegible], [illegible] করছে, [illegible] টাকা [illegible]। [illegible] দিচ্ছে না। একটা [illegible]।

'[illegible], কার্তিক [illegible] দাঁড়াল।

[illegible] এক [illegible]।' [illegible], [illegible]। 'কিন্তু [illegible] তুমিই তো আমার [illegible]।'

'আর এই যে সংসারের কাজকর্ম [illegible], [illegible] এক [illegible] নয়?' [illegible]

[illegible]?' না কি [illegible]?'

'[illegible] এ [illegible]। কিন্তু নতুন-নতুন [illegible]।'

'নতুন-নতুন?'

'হ্যাঁ, তুমি [illegible]। এক-এ পাশ [illegible] এ নতুন [illegible]। কিন্তু [illegible] না। [illegible]।'

[illegible] কার্তিক, [illegible] না। [illegible] হবে না?'

[illegible]

দেবে। হয়তো সেই আফসের কমা-সংসদের তুমি অধিনেত্রী হলে, বাড়িতে আনলে একটু রাজনীতির বীজ, সেখান থেকে আবার আরেক শাখায় হাত বাড়ালে। নির্বাচিত হলে দেশ সেবার কাজে। জননায়িকা হলে। ভোটে দাঁড়ালে। মন্ত্রী হলে।'

'কেন, সিনেমা স্টার হলাম না?'

'হায়, তত সুকৃতি কি আছে সিনেমা স্টারের স্বামী হব। তার মোটরগাড়ির ড্রাইভার হব!' সুকান্ত কলেজে বেরুচ্ছিল, পাঞ্জাবির উপর কাঁধে একটা ভাঁজ-করা চাদর জড়িয়ে নিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'শোনো। আমাদের সত্তার পদ্মের অনেক-গুলি পাপড়ি। একটা-একটা করে যতই তার পাপড়ি খুলবে ততই তার গন্ধ বাড়বে, বর্ণ বাড়বে, শোভা বাড়বে। বাড়তে-বাড়তে কে না চায়! দেহের স্বাদ যেমন ভঙ্গির নতুনত্বে, জীবনের স্বাদ তেমনি ব্যক্তিত্বের নতুনত্বে। বলো তাই নয়? একঘেয়ে হয়েছে কি পোকায় ধরেছে। যেই বেঁচে থাকে যে নতুন হয়ে থাকে। নতুনই ফুরোয় না, হারায় না—'

'খুব তো বক্তৃতা মারছ কিন্তু তোমার নিজের কই নতুন হওয়া?' খোঁচিয়ে উঠল কাকলি।

'আগে শুধু পাঞ্জাবি পরতাম, এখন একটু পৃথক, সম্ভ্রান্ত হয়েছি বলে কাঁধে চাদর নিয়েছি।' অম্লানমুখে হাসল সুকান্ত।

'কেন, স্যুট নয় কেন, বুশ-স্যুট?' প্রায় মুখের উপর ছুঁড়ে মারল কাকলি। 'পাঞ্জাবি-চাদরেই কেন ঠেকে থাকবে? সত্তার আর একটা পাপড়ি খোল। প্রাইভেট টিউটর থেকে মার্কেন্টাইল ফার্মের অফিসার হয়ে যাও। শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি। একটু দেখি তোমার ব্যক্তিত্বের ঝিলিক, চক্ষু সার্থক করি। আমাকে তো বব করিয়ে হিল-উঁচু জুতোর খট্‌-খট্‌ করে হাঁটাচ্ছ ফুটপাতে, তুমিও বুশ-স্যুটে ফিটফাট হয়ে গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটো না আমার পাশে-পাশে। নিজের বেলায় [illegible]। আমাকে তো মন্ত্রী বানাচ্ছ, তুমি নিজে কেন রাজা হও না? এক রাখাল তো হয়েছিল রাজা—'

'মানে তুমি রাখালেরও অধম। তুমি এক সামান্য প্রাইভেট টিউটর। এমনি কথাই শুনল যেন সুকান্ত। হেসে-হেসে থামল। বললে, 'এ স্বপ্নের কথা হচ্ছে না সাধের কথা হচ্ছে। যদি বাড়, সাধ থাকে, তখন হচ্ছে, সে থাকবে কিনা নিশ্চয় হবে। যদি গুণ থাকে সে থাকবে কেন মুখ বুজে?'

কাকলি বললে, 'কখনো-কখনো মুখ বুজে থাকাটাই গুণ। নিশ্চুপতাই প্রকাণ্ড শক্তি।'

আশ্চর্য, ছেলের সঙ্গে মা মিলছে।

সকালবেলা রান্নার তাড়া করে এসেছে কাকলি, দেখল, ঠাকুর [illegible]।

'না, ভেবেছিলাম আমি আজ রাঁধব—' কাকলি করুণ মুখ করে বললে।

'না, না, তোমাকে রাঁধতে হবে না। রান্নাঘরে কষ্ট করতে হবে না।' ঠিক শিষ্ট নয়, আদর সমাদরের সুরে বললে মৃণালিনী। 'তুমি [illegible] মেয়ে, বিদুষী মেয়ে, তোমার [illegible] রান্নাঘরে নয়—'

'দিদির কাছ থেকে দু একটা করে বেশ রান্না শিখেছিলাম—' কাকলি অস্ফুটে আপত্তি করতে চাইল।

'অনেক শিখেছ, কত বই পড়েছ না পরীক্ষায় ঐ শেষ চূড়োটা পার হতে হয়েছে—এ ফোড়ন-বড়ি-খাড়া না শিখলেও চলবে।' সন্দেহ কি, সম্ভ্রমের সুরেই কথা বলছে মৃণালিনী। 'এম-এ পাশ মেয়ে হাঁড়ি ঠেলবে কী! তার অন্যরকম কাজ, বড়রকম কাজ। তেল মাখবে হাত-পা পোড়ানো তাকে সাজে না। তাই ঠাকুর রাখলাম।'

সত্য [illegible] না বললাম। বললে, '[illegible] না ঠিক এম-এ পাশ বউ এসেছিল বলে ঘরে খুশিতে ঠাকুর হল।'

'এম-এ পাশ বউ একটা কথার কথা?' বলে উঠল মৃণালিনী; 'তুমি একটা ম্যাট্রিক-পাশই হয়ে দেখাও না। সে আর তুমি, তবে, বাবা সব জানে, সব এক ক্লাস, এক নম্বর। যদি ঠাকুর আসে সে কারণেই আসুক, তোমারও তো উপকার হল। তবে হিংসায় বুক কেন ফাটছে কেন? এরই জন্য লেখাপড়ার দরকার।'

[illegible]

[illegible]

বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন

পরিবেশক :
জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

টাকায় নয়, ছেলের টাকায়, মধুর টাকায়। তোমার মাথা [illegible] থেকে তোমার স্ত্রীকে মুক্তি দাও? মধু যখন টাকা দিচ্ছে, বেশ মোটা টাকা—আগে পুরোপুরি হিসেবটাই দিই—[illegible] কয়ে পঞ্চাশ টাকা কম নিচ্ছি মাসীর, ওটা মোট বউমাকে দে, ৩৫০ তো নিজের খরচ বাদে কিছু থাকে—সেই মোটা টাকা থেকে সামান্য একটা ঠাকুর হবে না সংসারে? যার এইখানি দাম তার স্ত্রীকে ঝিগিরি দেব না, তাকে বসনভূষণ করে রাখবে? [illegible] আবরুকরনের লোকের। সুলতার তো মোটে দামী টাকা দেয়। তার ওপর কী চাইলে [illegible] পারি না। [illegible] উপর একবারও হল না কোনদিন। [illegible] কথা কইল সুলতার একটা [illegible] একটা ঠাকুর কাটাই হবে [illegible] দিয়েছে। [illegible] নেই। [illegible]'

[illegible]

'[illegible] হচ্ছে না।' [illegible] আমার একটা [illegible] কোন [illegible] একটা [illegible] হয় [illegible] কথা ঠিক নেই।'

'তা [illegible] হবে না। [illegible] লক্ষ্মীর আসনের।'

'[illegible] আমার কী।' [illegible] ফুলশ [illegible]।

'তার বই। ঠাকুর [illegible] সেই [illegible] আমাদের [illegible]। এ [illegible] নয়। তোমার [illegible] লক্ষ্মীর আসন [illegible] আছে।'

[illegible] ফুলশ। [illegible] দিয়ে উঠে গেল উপরে।

লক্ষ্মীর আসন [illegible] দিয়েছে মৃণালিনী।

'দেখলে সংসার তোমার উপর কত প্রসন্ন।' গর্বের মুখে বললেন সুকান্ত। 'তোমাকে কত প্রচুর দিচ্ছে কত অনুকূলতা। কত সম্মান।'

'আহা', উত্তরে দিতে চাইল কাকলি। 'এ [illegible]। আমাদেরই টাকার আমাদেরই জিনিস কেনা।'

'একান্নবর্তী সংসারে এটুকু ভাগাভাগিই কত দিয়ে।' সুখে সহজ নিশ্বাস ফেললেন সুকান্ত। 'সব দেখি কেমন মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে দুজনে এখন পাকাটা। এখন এই [illegible] কত আরামের, কত শান্তির।'

নতুন আরেকটা শখ হয়েছে কাকলির, ঘরখানি সুন্দর দেখতে এসেছে উজ্জ্বলতর হয়। কেউই এসেছে।

সুন্দর [illegible] বলল, 'আর সব ভরে [illegible] শুধু দেয়ালের ছবিই বাকি।'

[illegible] দেখলি দাম। [illegible] বললে, 'কী করে হবে?' [illegible] [illegible] দিতে পারিনে।'

'দেখ এ ঘরে অনায়াসে [illegible]' [illegible] সুকান্তকে বললে কাকলি। 'এ পাশে [illegible] হয়ে যাওয়া উচিত।'

কথাটা সুকান্তর কানেও তুললে না।

'তুমি কথা না, এই ঠিক ছিল না? [illegible] [illegible]—এ আর [illegible]—'

'[illegible] দিতে হবে না।' [illegible] সুকান্ত।

'আমার কানে যদি ঠিক থাকত আমি তোমায় একটা কিনে দিতাম।'

'[illegible] টাকা থাকলেই হয়। [illegible] হয় তোমার। [illegible] কে?' সুকান্ত [illegible]।

'আচ্ছা তুমি কী। [illegible] পঞ্চাশ টাকা [illegible]।'

'পঞ্চাশ টাকা কম কী হয় বলো।'

'[illegible]? [illegible] [illegible] একে [illegible] না [illegible] [illegible] তুমি কী।'

'এক [illegible] ৩০ [illegible] টাকা। এ [illegible] থেকে না নিয়ে ও-[illegible] থেকে নেওয়া।'

'[illegible] আমার [illegible] [illegible] সংসার একা টাকা হবে। একটু সাহস করে [illegible] করি।'

একটু মন-খরচার কাঁট দু পাঁচজনকে সামলায় সুখে আমার সুকান্ত।

'তুমি কি হবি পারো বলো।'

[illegible] তো [illegible] না, [illegible] না। [illegible] একটা [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] করো না। [illegible] [illegible]। [illegible] টাকা [illegible] [illegible]। [illegible]-একলো কেন, [illegible] অনেক—'

'ঝোলবার কথা কেন বল [illegible]—' চোখ নামাল কাকলি।

'[illegible] করে দেখতে [illegible] কী! যদি [illegible] থাকে তো আমিও [illegible] পারি, বলতে পারি এদিক সেদিক—'

না—[illegible] প্রতিবাদ করতে পারল না কাকলি। সে কি হেরে যাচ্ছে? সরে যাচ্ছে কোনের দিকে? চাপে পড়ে দুর্বল, নির্বাক হয়ে যাচ্ছে? [illegible] হয়ে গেছে, নিষ্ঠুর হয়ে সে কি চুপ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] সমানে? না, সে [illegible] হয় হবে, [illegible] পাথর নিচে, [illegible] বুকে নিয়ে। একলা [illegible]।

[illegible] হয়ে [illegible] কথা।

[illegible] সেদিন [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] দিয়ে [illegible] করিয়েছে। [illegible] পারেনি, [illegible] করিয়েছে। [illegible] এখন [illegible] সয়েছে।

[illegible] না। [illegible] ভাল [illegible] কাকলির [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] দিয়েছে। [illegible] [illegible] ঝাঁকড়েছে [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] ঠিক [illegible]।

[illegible] মৃণালিনী [illegible] [illegible] একবার [illegible] নিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] উঠে [illegible] [illegible] এ কি [illegible] [illegible] কেন? [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

'এ [illegible] [illegible] [illegible] এ [illegible] [illegible] [illegible]।' [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] না কেন?'

'এ শুধু [illegible] নয়, এ [illegible] হওয়া।' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এল মৃণালিনী। বললে, 'এ [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] একটিও হবে না [illegible] [illegible] [illegible]।'

(ক্রমশ)


## ফলিত জ্যোতিষ

[illegible] শ্রী [illegible] [illegible] এম,
এ, পি, আর, এস (লন্ডন)
[illegible] [illegible] [illegible] জ্যোতিষ গ্রন্থ। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] গ্রন্থ। ৩.২৫
[illegible] লাইব্রেরী, ১১ [illegible] [illegible],
কলিকাতা-১২

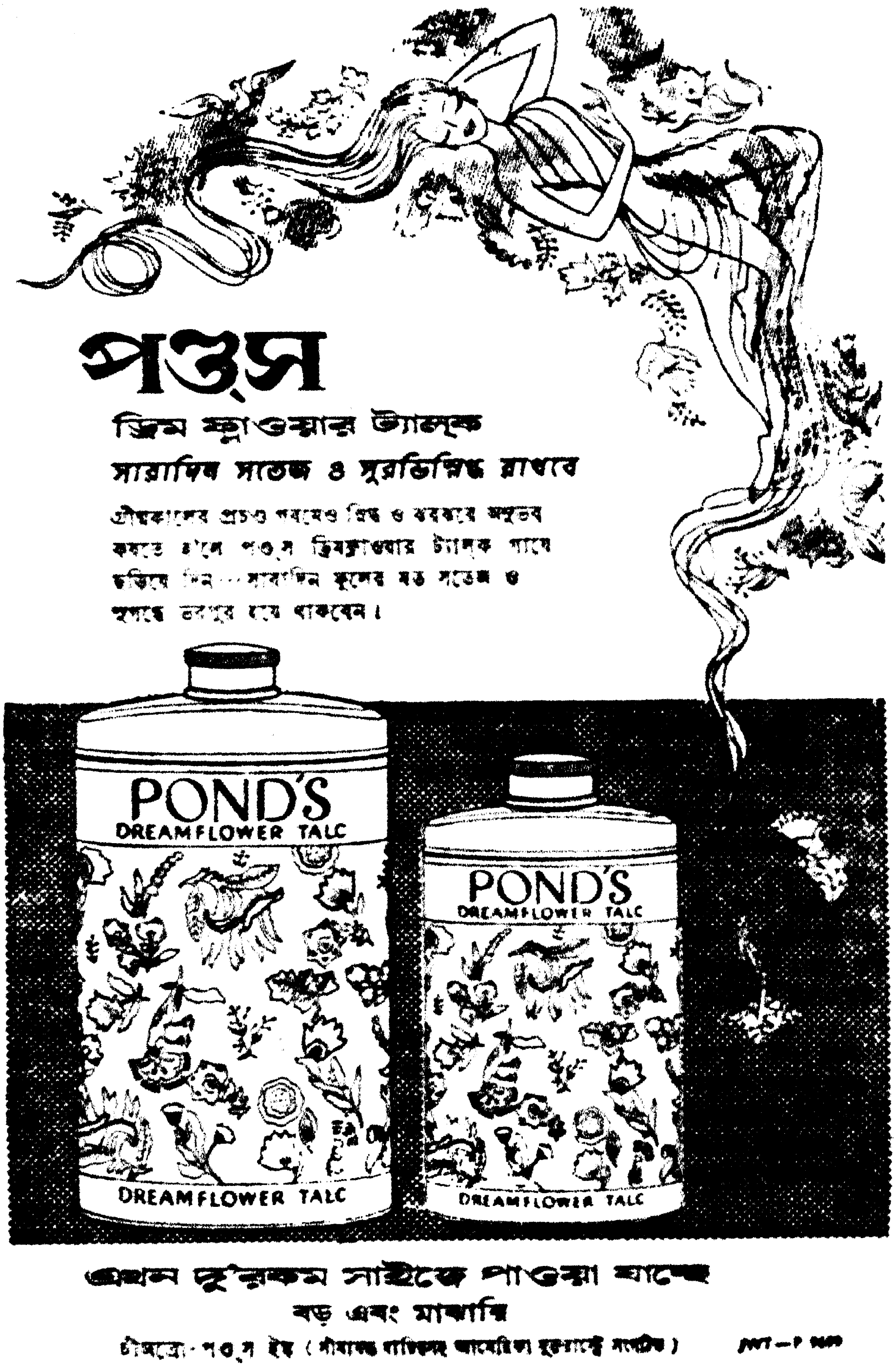
পণ্ড্‌স
ড্রিম ফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
সারাদিন সতেজ ও সুরভিস্নিগ্ধ রাখবে
গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমেও স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে অনুভব করতে হ'লে পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক গায়ে ছড়িয়ে দিন... সারাদিন ফুলের মত সতেজ ও সুগন্ধে ভরপুর হয়ে থাকবেন।
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC
এখন দু'রকম সাইজে পাওয়া যাচ্ছে
বড় এবং মাঝারি
চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমাবদ্ধ দায়িত্বসহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

# বাইশে শ্রাবণ

**নির্মলকুমারী মহলানবিশ**

৮

গ[illegible]

[illegible]

জন্যে কোনো ভাবনা ছিল না; [illegible]

[illegible]

READ!

Bidhu Bhusan Das Gupta's

**SELF-TAUGHT SERIES**

1. **LEARN BENGALI** (yourself) 2.50 (Through English—2nd Edition)
2. **LEARN HINDI** (yourself) 3.00 (Officers' guide-through English)
3. রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ 1.80 ([illegible] সংস্করণ) [[illegible]]
4. বাংলা ভাষা প্রবেশ 1.25 ([illegible] 2nd Edition)
5. বাংলা সাহিত্য পাঠ .85 ([illegible])
6. হিন্দী বাংলা কথোপকথন শিক্ষা ([illegible] সংস্করণ) .85
7. বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী—ত্রিভাষা শব্দবোধ .85 ([illegible] সংস্করণ)
8. রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ)

**Das Gupta Prakashan**

3, Ramanath Mazumder Street, Cal.-9.

সেই স্নিগ্ধ পরশটকু

**টাটার ও-ডি-কোলন**... স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় স্ফূর্তি এনে দেবে।

**টাটার ও-ডি-কোলন সাবান**। এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।

বলুদার[1] কাছ থেকে তাগিদ আসতো, 'মাস শেষ হয়ে এসেছে এইবার একটা লেখা চাই[2]।' বসে গেলুম লিখতে—লেখতে লেখতে একটা গল্প তৈরী হয়ে উঠলো—এমনি করেই তো গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো লেখা হয়েছে। তখন কত সহজে লিখতে পারতুম। প্রতিদিন চেয়ে চেয়ে যা দেখতুম তাই রূপ নিয়েছে ঐ লেখাগুলোর মধ্যে। তখন খ্যাতি ছিল না, সম্মান ছিল না, নিতান্ত সরল সহজ জীবন। নিজে নিজে ভেবেছি, লিখেছি, প্রশংসা যে একেবারে পাইনি তা নয়, কিন্তু পাঠকের কাছে গালও খেয়েছি ঢের। মাঝে মাঝে অভিমানে মনে হয়েছে লেখা বন্ধ করে দিই—এইরকম করে সেদিনকার দিনগুলো চলেছিল। তারপরে এল সম্মান, এল খ্যাতি, হল বিশ্বভারতী, বাড়লো নানা রকম দায়, জগতের ছোটো বড়ো অজস্র রকম দাবী—কোথায় পড়ে রইল আমার নিভৃত নির্জন পদ্মাতীরের দিন।

পৃথিবীতে যখন ঘুরেছি তখন দেশে দেশে হাজার মানুষের সমাদর সম্মান পেয়েছি। সেও আমার জীবনের একটা অপূর্ব পাওয়া। শুধু, যে সম্মানই পেয়েছি তা না, ভালোবাসাও পেয়েছি প্রচুর। লোকে আমার মধ্যে কী দেখেছে জানি না। কিন্তু জনসাধারণ আমাকে পাশ্চাত্যে যেভাবে গ্রহণ করেছে, দেশের লোকেরা সে সাড়া দিয়েছে কিনা, সেখানে জার্মানী ও অন্যান্য জায়গায় আমাকে যে কী সম্মান কী অভ্যর্থনা দিয়েছে। ঐ সব কথা মনে পড়ে আজ যখন দেখি আজকের দিনে হিটলারের দল অত্যাচার করছে, তখন আমার মনের কথা কি রকম নষ্ট হয়ে পড়েছে। এ সবই আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়। হয়, অনেককাল থেকে থেকে সেই পদ্মার চরের মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—সেই সহজ সুন্দর মধুর জীবনযাত্রায়।

"সহজ লেখা। এই যে বলেছ—কিন্তু যদি এখন কেউ এসে বলে—রবীন্দ্রনাথ, তোমার এই সত্তর বছরের খ্যাতির বিনিময়ে যদি তোমাকে সেই অতীত দিনগুলি ফিরিয়ে দিই, রাজি আছ? তখন নিশ্চয়ই বলবো না। কারণ এই খ্যাতি, এই সম্মান, এই অহংকার, এ সবের কোনো মোহ নেই একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তার মানে এটাও চাই ওটাও চাই। মানুষের মন কি মজার চীজ দেখো। হয়, একথা খুবই সত্যি, যে এই সম্মান খ্যাতির মধ্যে দিয়ে মানুষের যে ভালোবাসাটা পেয়েছি, সেইটাই সবচেয়ে বেশি মনকে স্পর্শ করেছে। আমার জীবনে এইটেই বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান।"

এসব কথা যখন বলছিলেন, আমার মনে

---

১ বলুদা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-৯৯)। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র। ২ 'সাধনা' মাসিক পত্রের জন্য।

[illegible]

[illegible]

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত

**শ্রীগীতা**

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, [illegible] ব্যাখ্যা। ৫, টাকা।

**শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম**

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার [illegible] আলোচনা। ৪৷৷০ টাকা।

**ভারত-আত্মার বাণী**

উপনিষদের যুগ হইতে [illegible] আলোচনা। ৫, টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

[illegible]

**প্রাক্তন ৪৷৷০**

[illegible]

**ছাউনি ১৷৷০**

[illegible]

[illegible] ৪৷৷০

[illegible] ২,

[illegible] ৩,

[illegible] ৪,

[illegible] ৩,

[illegible]

সাধারণ পাবলিশার্স

[illegible] কলিকাতা ১২

**ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ**

[illegible]

২০ [illegible]

[illegible] (সময় ৩—৮)

২০/৮, [illegible], কলিকাতা-১

[illegible]

বিকেল আড়াইটে আর কখনও দেখিনি। নিতান্ত একটু না খেলে কেউ ছাড়বে না তাই যেন চামচটা একবার মুখে ঠেকানো। কিন্তু কবিরাজি পথ্যের প্রথম দিন, নতুন পরীক্ষা করার উৎসাহে তাই একটু মুখে দিলেন। চারুকুমারবাবু পায়েসও এক চামচ চেখে দেখলেন। মাছ মাংস বন্ধ হওয়াতে খুশীই হয়েছেন, কারণ ইদানীং আমিষ আহারে বেজায় অনিচ্ছা দেখা দিয়েছে; মাঝে মাঝে তো বন্ধই করে দেন।

সেদিন বিমলানন্দের সহকারী কমলাকান্ত ঘোষ-মশাই নতুন ওষুধপত্র কখন কি খেতে হবে সেবকসেবিকাদের বুঝিয়ে কবির সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে গেলেন।

দুপুরবেলা ওঁর যেন মনে কি প্রশ্ন জেগেছে তাই বারে বারে খোঁজ করছেন, কবিরাজমশাইকে আবার কখন পাওয়া যাবে। ওঁর যদি কাউকে দরকার হয়, তখনি সামনে যাকে দেখবেন তাকেই বলবেন, অমুককে একবার ডাকতে পাঠাও তো। লোকটিকে ডেকে আনতে যতটা সময় লাগা উচিত তার আগেই অস্থির হয়ে ওঠেন, যে ডাকতে গেছে সে হয়তো আর কোথাও দেরি করছে। আজও তাই হল। যে গিয়েছিল সে ফিরে এসে বলল, কবিরাজমশাই চা খাচ্ছেন। "আচ্ছা", বলে গুরুদেব চুপ করে রইলেন। আবার দশ মিনিট পরে, "দেখ তো আর চা খাওয়া হল কিনা।" আবার লোক ছুটলো। ঠিক তার আগেই আমি এসে বসেছি। বললেন, "বনমালী দেখে এল আমার ছোটো কবিরাজ এখনো চা খাচ্ছে। এখনো শেষ হল না। যাকেই পাঠাচ্ছি সেই গিয়ে সেখানে আটকে যাচ্ছে, ফিরে আর কেউ আসে না।" আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, না এইমাত্র তো গেছে। 'শ্যামলী' পর্যন্ত যেতে সময়ও তো লাগে। তাছাড়া অনেক বেলাতে আমাদের খাওয়া হয়েছে বলে কবিরাজমশাইয়ের বিশ্রাম করতে যেতেও দেরি হয়েছে, তাই বোধ হয় ভদ্রলোক একটু দেরি করেই চা খেতে এসেছেন, সেইজন্যই এতটা সময় লাগছে। "আচ্ছা, আচ্ছা, সে বেচারী একটু আরাম করে খেয়ে নিক্, না হয়।" বুড়ী ছিল ঘরে, সে বলল, কবিরাজ-মশাই বলে পাঠিয়েছেন একটু পরেই আসবেন। "আচ্ছা, তথাস্তু।" ইতিমধ্যে আবার সেই বলছেন, "ভদ্রলোক তো এখনও এল না"। অমনি মৈত্রেয়ী তাড়াতাড়ি উঠে বলল, আমি এখনি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসছি, বলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপরেই সিঁড়ির কাছ থেকে মৈত্রেয়ীর উচ্চ কণ্ঠস্বর এবং বুড়ীর [illegible] আওয়াজ। মৈত্রেয়ীর গলার স্বরে মনে হল খুব বিরক্ত হয়ে কি যেন বলছে। ইচ্ছে করেই আমি সেদিকে কান দিলাম না। খানিকক্ষণ পরে মৈত্রেয়ী খুব গম্ভীর মুখ করে আবার ফিরে এসে বসলো। বুড়ী দেখি পাশের ঘরে বসে কি সেলাই করছে।

খানিকক্ষণ পরে হরীবাবু এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে—উনি সেদিন কলকাতা যাচ্ছেন। "বুড়ী, কবিরাজ তো বলছেন [illegible] উনি খুবই আশা করেন উনি ওষুধেই আমাকে চাঙ্গা করে তুলবেন। তবে একটু সময় লাগবে। আঃ! যদি কাটাকুটি না করতে হয়।" হরীবাবু চলে গেলেন।

কবি সকাল সকালই বিকেলের দিকে খাওয়া শেষ করে নিচ্ছেন আজকাল। খাওয়ার পরে পাশের ঘরে আরামচৌকিতে পা ছড়িয়ে বসে দেখে আমি নিচে নেমে গেলাম। এখন শুধু বুড়ী ওঁর কাছে থাকবে, তারপর রাত নটায় ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রাত্রের মতো কর্তব্য সেরে বাড়ি চলে যায়। আবার সেই ভোর চারটে থেকে তার আর সুধাকান্তবাবুর পালা সকাল ছটা পর্যন্ত।

কবি কত সময় বলতেন, "ভোর বেলাকার আমার চিন্তাগুলি যখন আসে মনে হয় যেন ভোরের শুকতারা।" রাত নটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত অন্য লোকেদের পালা। যেমন কখনও রথীন্দ্র ডাক্তারবাবু, কখনও সুরেনবাবু, বিশু, কি অনিল সরোজনলিনী,—এইরকম সব ভাগ হয়েছে। আমি যখন দিনে থাকতাম তখন আমিও মাঝে মাঝে রাতের পালায় যোগ দিয়েছি। তবে আমি রাত জাগতে [illegible], কবি আমার অবস্থা দিয়ে [illegible] আমি [illegible] ওঁর কাছ থেকে [illegible] ছুটি নিয়েছি। [illegible] দিয়েছি [illegible] পুরস্কারও পেয়েছি।

[illegible]

---

১ [illegible] শান্তিনিকেতনের [illegible] ও পরে নিকর।

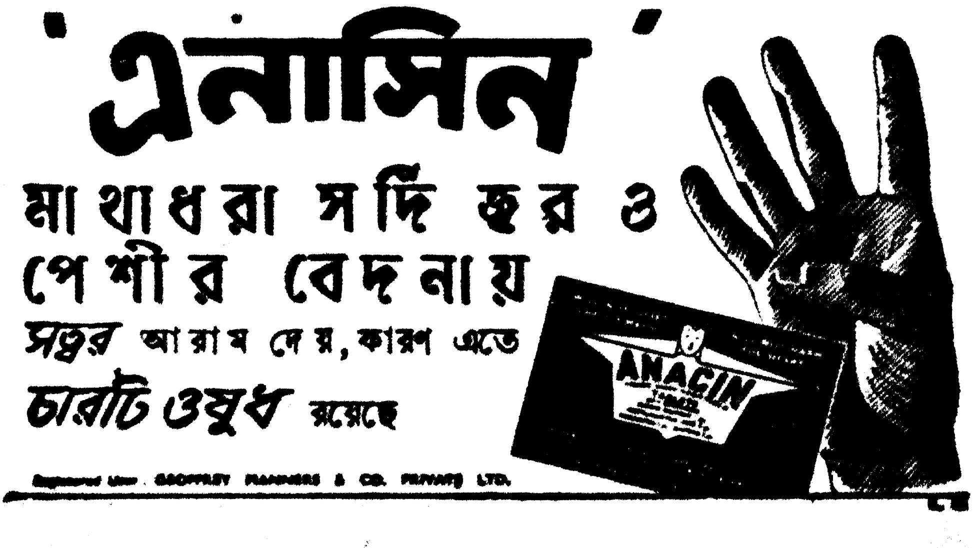

[illegible]

(ক্রমশ)

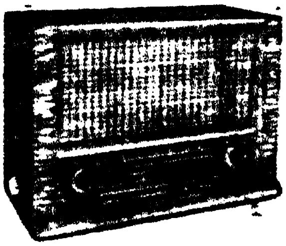

[illegible]

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স

৬১, [illegible], কলিকাতা-১৩। ফোন: ২৩-[illegible]

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

[illegible]

এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible] কলিকাতা—১

# ট্রাঙ্ক টেলিফোন কলের

## জন্য

# সংশোধিত রেহাই হার

•

**১৯৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে কার্যকরী হয়েছে**

দিনের বিভিন্ন সময়ে ট্রাঙ্ক টেলিফোন কলের জন্য যে রেহাই হার রয়েছে, ১৯৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে সেই হার সংশোধন করা হয়েছে। ঐ তারিখ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রযোজ্য নতুন হারগুলি হলঃ—

**রবিবার ও টেলিগ্রাফের ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে—**

| সময় | হার |
|---|---|
| রাত্রি ১২টা থেকে ভোর ৫টা ... | পুরো হার |
| ভোর ৫টা থেকে ভোর ৬টা ... | পুরো হারের ৬০% |
| ভোর ৬টা থেকে সকাল ৯টা ... | পুরো হারের ৭০% |
| সকাল ৯টা থেকে রাত্রি ৮টা ... | পুরো হার |
| রাত্রি ৮টা থেকে রাত্রি ১১টা ... | পুরো হারের ৭০% |
| রাত্রি ১১টা থেকে রাত্রি ১২টা ... | পুরো হারের ৬০% |

**রবিবার ও টেলিগ্রাফের ছুটির দিনে**

| | |
|---|---|
| রাত্রি ১২টা থেকে সকাল ৭টা ... | পুরো হার |
| সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ১২টা ... | পুরো হারের ৫০% |

•

রেহাই হারের ট্রাঙ্ক টেলিফোনে অগ্রিম কল বুক করা যাবে না। তাছাড়া, রেহাইর সময়ের সুবিধাগুলি সম্পর্কে বর্তমানের বিধি-নিয়মই প্রযোজ্য হবে।

## ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/612

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

[illegible]

[illegible]

[illegible]


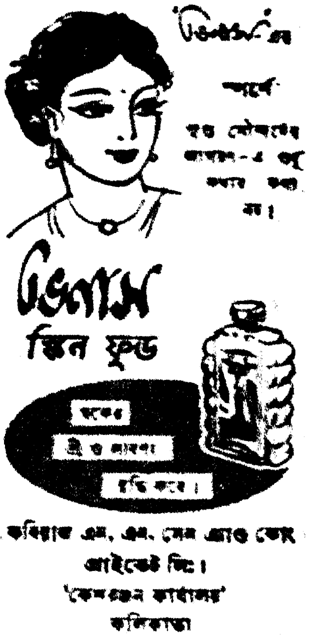

কবিরাজ এন. এন. সেন অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ।
কলিকাতা

লক্ষ্মণকে দেখলেই বড় ভয় হতো। কথা নেই বার্তা নেই, লক্ষ্মণ দীপঙ্করকে দেখলেই মাথায় চাঁটি মারতো।

রাস্তা দিয়ে দীপঙ্কর চলেছে, হঠাৎ উল্টোদিক থেকে দেখা গেল লক্ষ্মণ আসছে—

লক্ষ্মণকে এড়াবার জন্যে দীপঙ্কর রাস্তার একপাশ ঘেঁষে সরে গেল। কিন্তু লক্ষ্মণ ততক্ষণে তার দিকেই এগিয়ে এসেছে।

এসেই বললে—কী রে, কোথায় চলেছিস্—

বলতে না বলতে তার মাথায় খট্ করে একটা চাঁটি মেরে আবার চলতে আরম্ভ করেছে।

এক-একবার কান্না পেত দীপঙ্করের। এত লোক থাকতে তার মাথায় কেন চাঁটি মারে সে! কী করেছে দীপঙ্কর! কিছুতেই কিছু ভেবে বার করতে পারতো না সে, তার ওপরে কেন লক্ষ্মণের এত রাগ! চোখে জল এসে পড়তো কতবার। অথচ কাঁদবার উপায় নেই। মা যদি জিজ্ঞেস করে কে তাকে মেরেছে, কেন তাকে মেরেছে? কী জবাব তখন দেবে দীপঙ্কর! এক-একবার মনে হতো, হয়ত ভালো চুল ছাঁটা

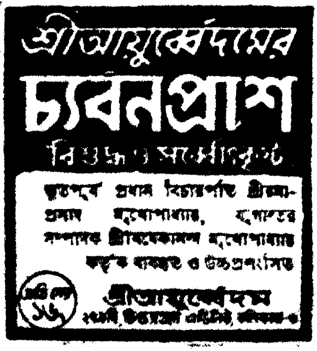


হয়নি বলে লক্ষ্মণ মারে, কিংবা ময়লা জামা-কাপড় পরে বলে মারে। কিন্তু না, ভালো চুল ছাঁটা হলেও লক্ষ্মণ মেরেছে, ফরসা জামা-কাপড় পরলেও মেরেছে। পরে ভেবে দেখেছে তাকে চাঁটি মেরে লক্ষ্মণ সুখ পেত বলেই মারতো। অন্য কোনও অপরাধের জন্যে মারতো না। কিন্তু তারপর নতুন ক্লাশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তখনও লক্ষ্মণের [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] সেই এক লক্ষ্মণ নয়, লক্ষ্মণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। লক্ষ্মণদের হাত থেকে [illegible] [illegible] [illegible] নেই।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্কর দেখেছে, [illegible] লক্ষ্মণ আসছে। তখন [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। লক্ষ্মণকে দেখেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্করের। [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মণ।

একটু পাশ সরে গেল দীপঙ্কর। কিন্তু লক্ষ্মণের কী যে হলো, সে-ও তার দিকে এগিয়ে এল।

[illegible] এসেই লক্ষ্মণ বললে—কী রে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible]?

দীপঙ্কর কিছু কথা বললে না। [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

লক্ষ্মণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই [illegible] [illegible] তার মাথায় একটা চাঁটি মারলে—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্করের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

বললে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুই [illegible]? [illegible] [illegible] তুই [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] কী [illegible] [illegible]?

হঠাৎ দীপঙ্করের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মণ। একেবারে [illegible] [illegible] [illegible]। বললে—[illegible] [illegible] মারবো, [illegible] [illegible] মারবো—এই [illegible] [illegible] [illegible], কী করবি তুই?

বলে [illegible] আবার একটা চাঁটি মারলে মাথায়। এবার আরো জোরে।

দীপঙ্কর মাথাটা [illegible] নিজেও [illegible] [illegible]। মাথাটা [illegible] [illegible] [illegible] করে উঠলো। বললে—আমি কিছু [illegible] না বলে দিই, না।

লক্ষ্মণ আরো এগিয়ে এল বুকের কাছে। বললে—খুব যে সাহস হয়েছে তোর দেখছি—বড় সাহস, না—

বলে আবার মারলে মাথায়। মাথায় চুলের একটা গোছা ধরে জোরে একবার টানলে।

বললে—এক ঘুষি মারবো নাকে, তখন [illegible] [illegible] [illegible]—

—বাবে, আমি কখন [illegible] করলাম তোর [illegible]? তুই তো আমাকে মারলি প্রথমে!

লক্ষ্মণ এবার মাথাটা তার মাথায় [illegible] [illegible] আরম্ভ করেছে—

—[illegible], [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মণ। মাথা [illegible] [illegible] না একেবারে। [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। দীপঙ্করের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible], না? [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্করের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মণ [illegible] [illegible] [illegible]। দীপঙ্করের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—। দীপঙ্করের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। লক্ষ্মণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] লক্ষ্মণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]।

লক্ষ্মণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মণ—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মণ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মণের [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible]—

লক্ষ্মণও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু লক্ষ্মণ [illegible] [illegible] নয়, লক্ষ্মণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

—এই [illegible], [illegible] মারবি [illegible] [illegible]? মারবি [illegible] তুই?

আবার [illegible], [illegible] [illegible]। লক্ষ্মণ [illegible] [illegible] [illegible]। লক্ষ্মণ [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাগলো লক্ষ্মণকে।

লক্ষণ পালাতেও পারে না, তাড়াতেও পারে না। হঠাৎ এই আচমকা শব্দ থেকে [illegible]

[illegible]

তারপর [illegible] লক্ষ্মীদির বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো।

[illegible]

না। প্রাণমথবাবুর [illegible] দীপঙ্করের।

[illegible]

দিলে দেবতারা খাবেন কী? তখন তাঁরা ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মাকে গিয়ে তাঁরা বললেন এখন উপায় কী? তখন ব্রহ্মা ঋষিদের বলে একজনকে রাজা তৈরি করে দিলেন—তাঁর নাম হলো পৃথু। সেই পৃথুই হলেন পৃথিবীর রাজা। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। তিনি রাজা হবার পর আবার যাগ-যজ্ঞ হতে লাগলো, আবার ধর্ম ফিরে এল। তিনি প্রজা রঞ্জন করতে পারতেন তাই তাঁর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারিদিকে। সেই 'রঞ্জন' কথাটা থেকেই রাজা নামটার সৃষ্টি হলো—

তারপর একটু থেমে হেসে বললেন—এখন বুঝলে তোমরা রাজা কাকে বলে?

সবাই একসঙ্গে বললে—বুঝেছি স্যর—

—কিন্তু সব রাজাই পৃথুরাজার মত ভাল রাজা হয় না। এমন রাজাও আছে যারা প্রজা-রঞ্জন করে না, প্রজাদের দেখতেপারে না—আমাদের দেশের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছ তোমরা!

সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল প্রাণময়বাবুর দিকে।

কিরণ মাঝখানে হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে—স্যর, সি আর দাশ যখন রাজা হবে তখন ভালো রাজা হবেন?

—সি-আর-দাশ রাজা হবেন?

প্রাণময়বাবু অবাক হয়ে কিরণের দিকে চাইলেন।

বললেন—কে বলেছে?

কিরণ বললে—একজন সাধু বলেছে স্যর,—

—কে সাধু?

—খাঁটি সাধু স্যর, খাঁটি হিমালয়ের সাধু বলেছে দেশ স্বাধীন হলে সি-আর-দাশ রাজা হবে, আর আমার বাবার অসুখ ভালো হয়ে যাবে, আমাদের দেশের সকলের অসুখ ভালো হবে, আমরা সবাই ভালভাল জিনিস খেতে পাবো, দই, রাবড়ি, সন্দেশ, রাজ-ভোগ—

প্রাণময়বাবু যেন একটু হাসলেন। ক্ষীণ একটু হাসির আভাস ফুটেউঠল মুখে।

বললেন—দেশ স্বাধীন হলে যে দেশের লোকের অবস্থা ভাল হবে তা বলতে আর সাধুর দরকার হয় না, বাবা। সে [illegible] বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বই আছে, তার নাম 'রাজা রানী', বড় হলে তোমরা পড়ো সে বই—। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের পৃথিবীর একজন মস্ত বড় কবি, একদিন [illegible] তাঁর ছবি টাঙানো [illegible]—তা সেই ছবি নাকি তোমরা দেখোনি?

দীপঙ্কর [illegible] হঠাৎ বললে—আমি রবি ঠাকুরকে দেখেছি স্যর—

—তুমি কোথায় দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

দীপঙ্কর বললে—আমাদের কালীঘাটের মন্দিরে স্যর—

—কালী মন্দিরে?

হ্যাঁ স্যর, মন্দিরে [illegible] দেখেছি—

[illegible] দীপঙ্কর [illegible] কালীঘাটের মন্দিরে [illegible] প্রণাম করে, দীপঙ্করও মা'র দেখাদেখি প্রণাম করে। প্রণাম করে কী লাভ কী লোকসান [illegible] কিন্তু প্রণাম করাটা তখন ছিল অভ্যাস। একদিন মা হঠাৎ বললে—ওই দেখ, ও কে বলতো?

দীপঙ্কর দেখেছিল সাদা দাড়ি [illegible] একজন [illegible] মন্দিরের [illegible] দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একটা হাতের ওপর আর একটা হাত বুকের কাছে রাখা। মুখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে—

—ও কে মা?

কোনও দিকে খেয়াল নেই লোকটার। সঙ্গে [illegible] চেয়ে। তারাও চেয়ে দেখছে ঠাকুরের দিকে। কী চমৎকার সব চেহারা, কী চমৎকার সব পোশাক তাদের। যেন পুতুলের মত গড়া সব।

মা তখনও সেই দিকে চেয়ে দেখছিল।

—ও কে মা?

মা বললে—ওর নাম রবি ঠাকুর—

—রবি ঠাকুর কে মা?

—খুব ভালো ভালো পদ্য লেখেন।

সন্ধ্যেবেলা। মন্দিরে তখন ভিড় নেই।

সেদিন আর কেউই হয়ত চিনতে পারেনি রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু মা চিনেছিল ঠিক। মা'র অনেক বুদ্ধি ছিল। বাবা যদি না মারা যেত হঠাৎ তো মা আরো অনেক কিছু জানতে পারতো। মা'কে আর অন্যের-সংসারে বাড়িতে [illegible] রান্না করতে হতো না। তা সেদিন মা'র সঙ্গে দীপঙ্করও সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, হঠাৎ—

—দীপুবাবু!

হঠাৎ নিজের নামটা কানে যেতেই দীপঙ্কর চমকে উঠেছে। [illegible] এসে [illegible]—লক্ষ্মীদিদির [illegible]

[illegible] বললে—তোমাকে ডাকছে, [illegible] দীপুবাবু—

দীপঙ্কর আরো অবাক হয়ে গেছে।

বললে—আমাকে? আমাকে কেন ডাকছে?

[illegible]

[illegible]

প্রাণময়বাবু [illegible] কথা [illegible] তা বুঝতে পারবে না [illegible]

[illegible] রাজা হবে?

প্রাণময়বাবু [illegible]—হ্যাঁ, রাজাই [illegible] কথা [illegible]

কিরণ বলেছিল—স্যর, যদি দেশ স্বাধীন হয় আমার বাবার অসুখ ভালো হয়ে যাবে—

—হ্যাঁ, তাই-ই হবে।

—আর যদি [illegible] আমাদের [illegible] বাড়ি হোক—

—হবে, না হয়ে যাবে [illegible]

সেইদিন থেকে কিরণ আর দীপঙ্করের [illegible] একদিনের [illegible] মিথ্যে কথা বলেনি সে। কিন্তু কিরণ রাখতে পারেনি তার কথা। [illegible] পয়সা দুটো [illegible] অনেকদিন বন্ধুর দোকান থেকে আলুর-চপ বেগুনী কিনে খেয়েছে, বাড়িতে কিছু বলেনি।

[illegible] বললে— চল দীপুবাবু—


দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

**এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়**

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা

সময়:—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৫টা থেকে ৭টা

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, [illegible] দাগ, [illegible], আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও লাগা দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া ফোন: ৬৭-২৩৫৯, শাখা: ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)

দীপংকর ভাবছিল তাকে [illegible]

[illegible]

কিনতে পারছে বাড়ি [illegible]

[illegible]

একটা পয়সা নেই, [illegible]

[illegible]

পরে দীপংকর [illegible]

[illegible]


ডাক্তার হউন

[illegible]

Indian Homeopathic College

(DC.) Jullundur City.



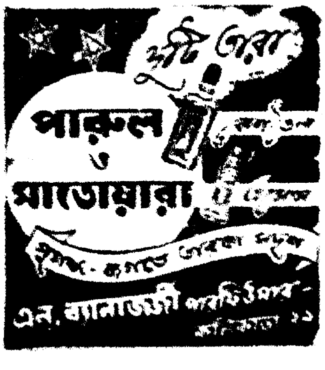

তখন ভুবনেশ্বরবাবুর সংগে পরিচয় নেই। বাঙালী দেখেই আলাপ করবার ইচ্ছে হলো।

আমাকে দেখে তিনিও অবাক। আর তাঁকে দেখে আমিও অবাক।

ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—বিয়ে করে ফেললেন মশাই—এতদূরে দেশ ছেড়ে এসেছেন, বউ নিয়ে আসতে হয়!—

আমি বললাম—পনেরো টাকা মাইনে, পাঁচ টাকা ওভারটাইম, অ্যালাওএন্স—এই টাকায় সংসার চালাবো কী করে—

ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—ওর সংগে ঘুষের টাকাটা জুড়ে দিন, দেখবেন তোফা চলে যাবে—

তারপর তোমার এই কাকীমাকে নিয়ে গেলুম।

লক্ষ্মী বললে—আমি তখন হয়েছি কাকাবাবু?

কাকাবাবু বললেন—তখন তুমি এই একরত্তিকে মেয়ে, আমি তোমায় কোলে নিয়ে বেড়াই—

—আর সতী?

—সতী তখন কোথায়, সতী তো এই সেদিন হলো। [illegible] ... আমি অফিসের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরেছি তখন প্রায় রাত এগারোটা, একটা এগারোটা ... হয়ে গিয়েছে, আলো নিভিয়ে ... এমন সময় টেলিফোন। ভাবলাম এত রাত্তিরে আবার কে টেলিফোন করছে। টেলিফোনে

---

---

[illegible] ... কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭ ২৪৭৮

কান দিয়েই বুঝতে পারলাম ভুবনেশ্বরবাবু—

বললাম—কী ব্যাপার, হঠাৎ কী হলো দাদা?

ওপাশ থেকে ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—তোমাকে খবরটা জানানো ভালো, একটি মেয়ে হয়েছে আমার—

আমি তো লাফিয়ে উঠলুম। বললাম—কখন?

—এই এখন!

বললাম—তা হলে সন্দেশ খাওয়ান দাদা—একেবারে একটা নয় দুটো মেয়ে। ওর নাম সতী রাখুন, বড়র নাম লক্ষ্মী আর ছোটটির নাম সতী থাক, দুজনে মিলে সতী-লক্ষ্মী হয়ে থাক—

কাকীমার দিকে চেয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হাঁ গো, তোমার মনে আছে সে সব কথা?

কাকীমা বললেন—মনে নেই আবার? তুমি সেই রাত্তিরে আবার গেলে—

কাকাবাবু বললেন—তা যে কথা বলছিলুম, ... [illegible]

[illegible]

তারপর দীপংকরের দিকে চেয়ে বললেন—তাহলেই দেখ। টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয় সংসারে কিন্তু ভুবনেশ্বরবাবুর সেই মেয়ে কি টাকা দিয়ে যাচাই করার জিনিস?

লক্ষ্মীদিও কিছু কথা বললে না, কাকীমাও কিছু বললেন না। দীপংকরও চুপ করে রইল—

কাকাবাবু বলতে লাগলেন—যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে—আমি বলছিলুম ভুবনেশ্বরবাবুকে, হলোই বা মেয়ে, লেখাপড়া শেখালে এই মেয়েরাও আপনার ছেলের চেয়ে বেশি শেখাবে—ভুবনেশ্বরবাবু লিখেছেন, জানো মা, তোমার রেজাল্ট শুনে খুব খুশী, লিখেছেন সতীকেও এখানে পাঠিয়ে দেবেন—সেখানে থাকলে লেখা-পড়া ভালো হবে না—

—ও হাঁ, ভালো কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ঠাকুরকে বলে দিও তো, কাল আমি ভোরে বেরোবো—

কাকীমা বললেন—কালকে ভোরে কেন?

—ডাইরেক্টর সাহেব ... [illegible]

[illegible]

... কিন্তু কাকাবাবুরও তো অনেক দেখেছে। তবে কাকাবাবুর দেখা কি ভুল দেখা!

রোজ দেখতো কাকাবাবু কোটপ্যান্ট পরে আপিসে চলে যান। [illegible]

[illegible]

লক্ষ্মীদির হাতে একটা খামে মোড়া চিঠি।

দীপংকর বললে—কার?

—তুই ঠিক দিবি বল্?

—ঠিক দেব, তুমি দিয়ে দেখ—

—কাউকে বলবি না তো?

লক্ষ্মীদি এমন করে কোনওদিন তার সঙ্গে কথা বলেনি। [illegible]

—না, কাউকে বলবো না, তুমি দাও [illegible]

—তাহলে একটা কাজ কর্—

[illegible]


# মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী

1. **Theory of Vibration** .. .. .. 2.00 nP.

This treatise deals with how creation is evolved out through modes of vibration of atoms out of Energy. The working of fine nerves through which divinity is reached and many other subtle subjects are discussed in this book in scientific way.

2. **Lectures on Education** .. 1.25 nP.

"The publication of Sj. Dutt's Lectures on Education is sure to be welcomed by thoughtful readers and educationists of the country. The lectures deal with a wide range of topics on education in a careful and systematic manner."

—Modern Review

3. **Formation of the Earth** .. .. .. 2.00 nP.
4. **Natural Religion** .. .. .. 1.00 nP.
5. **Energy** .. .. .. 1.00 nP.
6. **Mind** .. .. .. 1.00 nP.
7. **Principles of Architecture** .. .. 2.50 nP.
8. **Lectures on Status of Toilers** .. .. .. 2.00 nP.
9. **Homocentric Civilization** .. .. 1.50 nP.
10. **New Asia** .. .. 1.00 nP.
11. **Rights of Mankind** .. .. .50 nP.
12. **Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra** (2nd Edition) .. 1.00 nP.

১৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (২য় সংস্করণ) ... ৩.৫০ ন. প.
১৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী ... ১.২৫ ন. প.
১৫। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী—
১ম ও ২য় খণ্ড—২য় সংস্করণ—একত্রে ... ৬.৫০ ন. প.
১৬। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১ম ও ২য় খণ্ড
২য় সংস্করণ—একত্রে ... ৩.৫০ ন. প.

## মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি

[illegible] কলিকাতা—৬


(মি ৪১০)

—কিন্তু কী রকম চেহারা?

—দেখবি সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট, পায়ে সাদা শু—আর হাতে কোট, কোটের বাটন্‌হোলে একটা গোলাপ ফুল—ঠিক চিনতে পারবি তো?

—কটার সময়?

লক্ষ্মীদি বললে—কাল ঠিক ভোর সাড়ে সাতটার সময়—

দীপংকর বললে—ঠিক আছে, ওই সময়ে তো রোজ আমি ফুল দিতে যাই মন্দিরে, তুমি কিছু ভেব না, আমি দিয়ে দেব—কিছু বলতে হবে?

লক্ষ্মীদি বললে—না—

কথাটা শুনে চলেই আসছিল। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্মীদি ডাকলে।

বললে—শোন্‌, এদিকে—

দীপংকর কাছে যেতেই লক্ষ্মীদি বললে—এই নে, এইগুলো তুই খাস্‌—

অন্ধকারের মধ্যেও দীপংকর দেখতে পেলে একমুঠো চকোলেট। চকোলেটগুলো লক্ষ্মীদি ওর হাতে গুঁজে দিলে। গুঁজে দিয়ে লক্ষ্মীদি আবার চলে গেল। দীপংকর খিড়কির দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। তারপর হাতের মুঠোটা আবার খুলে দেখলে। অনেকগুলো চকোলেট। ময়রাবাড়ী দোকানে যেমন চকোলেট কাগজের মধ্যে থাকে সে-রকম নয়। [illegible] রাংতা মোড়া চৌকো চৌকো চকোলেট। একটা মুখে পুরে দিতে [illegible] কিন্তু হঠাৎ মনে কী হলে [illegible]। থাক, পরে খাবে।

[illegible] হয়নি। মা [illegible] আগেই [illegible] দিয়েছে। দীপংকর [illegible] লক্ষ্মীদির চিঠিটা [illegible] কাঁদিয়ে [illegible] ফুল তুলতে হয়। [illegible] একটা [illegible] অনেক লোক। [illegible] আর রকম ফুল। [illegible] এক [illegible] ফুলে ফুলে ভরে যায়। [illegible] ফুল দিয়ে দিয়ে সাজাতে হবে [illegible] মন্দিরে। [illegible] মন্দির [illegible] মন্দির। তারপর [illegible] তারপর সকালের [illegible] আর [illegible] মন্দিরেই কিছু কিছু ফুল দিয়ে আসতে হবে। সব পূজারীরাই চেনে দীপংকরকে। গেলেই সবাই হাত বাড়ায়। বলে—দাও খোকা দাও—এদিকে দাও—

ফুল দিয়ে একটা করে নমস্কার করবে দীপংকর।

মা শিখিয়ে দিয়েছিল। বলবে—ঠাকুর আমার যেন লেখা-পড়া হয়, আমার যেন ভালো হয়, আমার যেন মঙ্গল হয়—

বহুদিন পরে যখন দীপংকর রেলের ডি-টি-আই হয়েছিল তখন [illegible] রেলওয়ে-অফিসের সেক্রেটারিয়েট [illegible] পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সেই কথাই বলেছিল—হুজুর, আপনি আমার মা-বাপ হুজুর, আপনার মঙ্গল হবে হুজুর, ভগবান আপনাকে অনেক দেবে হুজুর—

সেদিন হাসিই পেয়েছিল দীপংকরের। অনেকেই তো অনেক কিছু [illegible] করেছে তারা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মীদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মীদি [illegible] দীপংকরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] কী [illegible]।

—এই—

হঠাৎ পেছন দিক থেকে দীপংকর অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই অত ভোরেও লক্ষ্মীদি ঘুম থেকে উঠে খিড়কির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল।

চাপা গলায় বললে—চিঠিটা নিয়েছিস ঠিক? ভুলিসনি?

দীপংকর বললে—না, এই দেখ না, পকেটে রয়েছে আমার—

—কাকে দেখাতে হবে না। তোর মাকে দেখাসনি তো?

—না—

—ঠিক বলছিস?

দীপংকর বললে—আমি মিথ্যে বলি না, তোমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলবো না।

লক্ষ্মীদি আবার বললে—সে চেহারাটা মনে আছে তো? সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট, সাদা শু, আর হাতে কোট, কোটের বাটন্‌হোলে একটা গোলাপ ফুল—?

—মনে আছে—

বলে দীপংকর ফুলের সাজিটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। (ক্রমশ)


: প্রকাশিত হইয়াছে : পঞ্চমবার :

[illegible]

# সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গাপুরী দেবী রচিত

যুগান্তর [illegible]

আনন্দবাজার পত্রিকা [illegible]

বসুমতী [illegible]

মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি ২২৫৮)

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১০


নাটক বাছাই করুন

দুই মহল

কান্না হাসির পালা ২·৫০

সংক্রান্তি ২·৫০

বারো ভূতে ১·৫০

হবু রাজার দেশে ১·৭৫

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

দিন চলছে এভাবে। কিছুদিন পরে আমাদের সেক্রেটারী জানালেন এক দুঃসংবাদ। বললেন,—এই যে প্রতি মাসে পাঁচ-ছ টাকা করে বাড়তি খরচা হচ্ছে, এটা কোত্থেকে আসবে, ভেবে দেখেছ তোমরা?

মুখে মুখে তখুনি হিসাব করে দেখা গেল, সেক্রেটারীর আশঙ্কা অমূলক নয়। যা আমরা চাঁদা পাই বা পাওয়া সম্ভব মাসে মাসে, তার থেকে আমাদের ঘর-ভাড়াটা চালানোই কঠিন, এর ওপরে মাসিক এই বাড়তি খরচার দায় আমরা নেবো কী করে?

অতএব, স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে গেল 'হরবোলা'। বন্ধ হবার পর মাস-খানেক সময় একপ্রকার চুপচাপেই কেটে গেল বলতে পারা যায়। কিন্তু এভাবে চুপচাপ করে থাকাই বা কেমনতর কথা? তাই, সবাই মিলে বসে আবার ঠিক করা হলো, দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' ধরা হোক।

—হোক।

কে কী পার্ট করবে, সবই ঠিক হতে লাগল এঁচরে। 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর প্রধানতম ভূমিকা চাণক্য। কে করবে? বাইরে থেকে এক ভদ্রলোককে আনা হলো, তাঁর সঙ্গে কথাও হলো, টাকাছাড়া আমরা দিতে পারব না, জলখাবারও দিতে পারব না নিয়ম-মাফিক। এসব কথা মেনে নিয়েই তিনি মহড়ায় আসতে লাগলেন। আমাকে ওঁরা দিয়েছিলেন সেলুকাস-এর ভূমিকা। এও প্রায় বড়দরেই ভূমিকা। আমি একদিন বন্ধুদের ডেকে বললাম, আচ্ছা বাইরে থেকে লোক আনবার দরকার কী?

ওরা বললে—এর মানে? অত বড় পার্ট। চাণক্য বলে কথা! করবে কে? ভালোর লোকও চুলোচ্ছে না, লোকও কম। বললাম,—তোমরা একবার যদি দেখ, আমি মহড়া দিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—হুঁম!

বললাম,—হ্যাঁ দেখিই না একবার চেষ্টা করে।

ওরা সবাই একটু ইতস্তত করল, আর সেটা স্বাভাবিকও। তার পরে বললে,—আচ্ছা, তা করি কী? দেখাও আমাদের একদিন।

আমি বললাম—পনেরো দিন সময় লাগবে কিন্তু।

ওরা বললে—বেশ, তাই হোক।

'চন্দ্রগুপ্ত' সাহাবের বাংলায় আমার দেখা ছিল ইতিপূর্বেই। এবার একখানা বই সংগ্রহ করে আনলাম। শুরু হলো আমার প্রস্তুতি। সেই মহলার—আমার সেই 'কাণ্ডারী'-র দিকে দৃষ্টি প্রস্তুত আরম্ভ করলাম আমার মহড়া আর পড়াশুনা।

নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য, সেখানে প্রথম আবির্ভাব ঘটছে চাণক্যের—'ঐ কৃষ্ণবর্ণের উপরে একটা দৌবার কুণ্ডলী উঠেছে [illegible]'—সে আস্ফালন [illegible] যথাযথ [illegible] প্রয়াস করেছি [illegible] [illegible]

ছেড়ে স্বর্ণাক্ষর বৃষ্টি করে নীচের বর্ণ ভষ্ম করে দাও!"—এই সংলাপের সমাপ্তির পরে, আবার কণ্ঠ-স্বর খাদে নামিয়ে এনে তিনি বলতেন,—"আর তা যদি না পার, তাহলে, ওরে ক্ষুদ্র, ওরে দুর্বল, ওরে পার্থিব, ওরে মহাপুরুষ [illegible] "এই পর্যন্ত ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে [illegible] মতো উঠে "আর আলোকে মুখ দেখিও না, রসাতলে যাও" বলার সময় যেন একটা [illegible] মতো [illegible] নীচে নেমে [illegible] কণ্ঠস্বর। "আর আলোকে মুখ দেখিও না"—এ জায়গাটায় তাঁর উচ্চারণের কণ্ঠস্বরে যেন [illegible] ধীরে ধীরে নীচে নেমে [illegible] [illegible] বলেছেন, "রসাতলে যাও।"

আমি ওঁর মতো [illegible] চাণক্যই [illegible] কী করে [illegible] করে? [illegible] চেষ্টা করতে লাগলাম।

[illegible]

[illegible]

আমি [illegible] [illegible]

[illegible]—এবার [illegible] চাণক্য [illegible] [illegible] এবং চন্দ্রগুপ্তের [illegible] ঐ জায়গাটা ঠিক ঠিক [illegible] কার বলো দেখি?

বললাম, অহীন্দ্র চৌধুরী।

—কেন?

ও পর্যন্ত আমার [illegible] [illegible]

—বেশ।

একটু মাথা [illegible] বললে—তাহলে,

ডাঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোড়া নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়ায় ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা-৭

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স

৩৭-৩৩৬১
১৬৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

রতিজ বললেন, আমি যেটুকু [illegible] জানলাম, তা পছন্দ হয়েছে আপনাদের?

—হাঁ একটু হয়েছে বই কী!

উদেশিয়ে হাতে বললাম [illegible] থাকে, ত, বলুন, আমি পরিশুদ্ধ করি। মহীশ [illegible]—

ওঁরা বললেন—না-না, [illegible]

[illegible]

জিজ্ঞাসা করলেন—সকালে [illegible] কোনো অসুবিধা হবে না তো?

আমি [illegible] বললাম—কোনো অসুবিধা নেই। [illegible]

[illegible]

আমাদের আশীর্বাদ। এর [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible]


কি ক'রে সুন্দর হওয়া যায়...

একটি কথা। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শুধু আমাকে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে কোনো বাক্য নেই। সে-ব্যক্তিই কথা বলবে মনে করে তার দিকেই তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমার পিছনের ব্যক্তিটির দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম,—"কী আজ্ঞা'—

বাস, ঐ পর্যন্ত। আমি তার দিকে ফিরে তাকানো মাত্রই দেখি, সে কথাটা শেষ না করেই সোজা চম্পট দিলে। আগে যে আসছিল সে-ও কথা শেষ না করে পালিয়ে গেল। আমি ও ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গেছি। কী করবো? কার সঙ্গে কথা বলবো? দর্শকরাও হ হেসেই উঠলো।

উপায়ান্তরবিহীন হয়ে প্রম্পটারেরা এবার একেবারে চন্দ্রকেতুকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার সামনে। সে এসেই বললে—"আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গুরুদেব?"

আমি যেন অকূলে কূল পেলাম। সোৎসাহে বললাম—"হ্যাঁ চন্দ্রকেতু। চন্দ্র-পুত্রও আজ রণক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্য জয় করে ফিরে আসছেন জানো?"

শেষ করলাম আমার সংলাপ। এই দৃশ্যে চাঁদকোর খুব সুন্দর আলোকের বন্যা— রহস্যময় নারীমূর্তির কথোপকথন আছে। এর পরেই এক বালিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] একেবারে [illegible] আমার মনের [illegible]

বাড়ি ফিরে এসে সন্ধ্যা বেলাতেই শুয়ে [illegible] শুয়ে পড়লাম। বাড়িতে কেউই ছিল, [illegible] দেখতে পাচ্ছি। তাই, [illegible] হলো না। কিন্তু, পরের দিন সকালে আমার গলায় আওয়াজ শুনে মা প্রশ্ন করলেন— তোর গলা অমন শোনাচ্ছে কেন?

[illegible]

[illegible] থেকে এসেছিলেন [illegible]। তাঁর

[illegible] একটা জিনিস—[illegible] জিনিস—[illegible] মতো দেখতে। এক পয়সায় তা তখন [illegible] পাওয়া যেতো—কালী ও [illegible] অনুরূপ। এই [illegible] ছিল আমার [illegible]। এই [illegible] সবার [illegible] দেখেছিলাম আমার [illegible]।

[illegible] একটা [illegible] একটা [illegible] ওপর [illegible] কাজ করছেন, [illegible] কী করছেন, [illegible] কাজ। [illegible] না, [illegible] কাজ করছেন।

এই [illegible] একটা [illegible] একটা [illegible] একটা

উমাচল-গ্রন্থাবলী

[illegible]

যোগবলে রোগ আরোগ্য

[illegible]

Yogic Therapy—Simple Yogic Treatment of diseases. Rs. 7/-

যৌগিক ব্যায়াম [illegible]—২৲

যৌগিক ব্যায়াম [illegible]—২৲

ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন—১৷০

উপনিষদ

[illegible]—২৲

গার্হস্থ্য ও শিশু-পালন—১৷০

[illegible]

নিরোগিতা [illegible]

[illegible]—২৷০

উমাচল প্রকাশনী

[illegible]

(সি ২২৫১)

টুল। এই হলো আমার অফিস। মানে, অফিস-অফিস-খেলা আর কী। [illegible] নিয়ে হাতে কাগজ আঠা দিয়ে সেটা দিয়ে ফুলটুল সাজিয়ে একটা বাহারী জিনিস তৈরি হয়েছে মনে করে তাকে রেখে দিতাম। আর সব টুকিটাকি জিনিস ত ছিলই। এই অফিস-খেলা খেলেছি দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত। পেটুক ছিলাম না বটে, তবু টকঝাল খেতেটেতে ভালো লাগত। এই সব আবদার রাখতো আমার ঠাকুমা। মিষ্টি-রাবড়ী—এসব খেতে তেমন পছন্দ করতাম না, বরং সব টুকিটাকি খাবা, তা খাওয়া চাই। যেমন, মটোর ডাল ভাতে খেতে বড্ড ভালবাসতাম।

এ ত গেল ছেলেবেলার কথা। বালক বয়সে যখন এ বাড়িতে উঠে এলাম, তখন ঠাকুমার ঘরে আর [illegible] আড্ডা ছিল না। উনি ছিলেন পল্লীগ্রামের বধূ—পল্লীগ্রামের মেয়ে। বাবা কলকাতায় এসে চাকরি হবার পর যখন বউ-ছেলে নিয়ে সংসার পাতলেন, তারপরে আনালেন পল্লী থেকে ঠাকুমাকে। ঠাকুমা ঠিক শহর [illegible] ছিলেন না [illegible] পারতেন না। তবে, তখনকার দিনে [illegible] করবার জন্য সব [illegible] ছিলেন, [illegible] কথাও [illegible] [illegible] চার বাটি [illegible] রাখতেন [illegible]। এই যে [illegible] [illegible] ঠাকুমার কাছে [illegible] একটি [illegible] [illegible]

ছিল মাসকাবারী চালডাল—রুপোবাটি-উদ্বিতরকারী কিছু নুন, আট আনা পয়সা—আর বছরে পুজোর সময় একখানা থান। সন্ধ্যার পর ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে [illegible] গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম কে জানে!

কিন্তু, এ বাড়িতে এসে আর তাঁর ঘরে গল্প শুনতে পাচ্ছি কই? তখন ত থিয়েটার-টিয়ে আমি মত্ত হয়ে উঠেছি বলা যেতে পারে। তবু তিনি আমি বাড়ি এলেই ডেকে পাঠাতেন। তাঁর ঘরের সামনের বারান্দায় বসে তাঁকে আমি গল্প বলতাম। বয়স হয়েছিল আশীর কিছু ওপর। দীর্ঘাঙ্গিনী [illegible] চেহারা। গায়ের রঙ ছিল [illegible] [illegible]

[illegible]

ঠাকুমা [illegible] [illegible] [illegible] কাছে ছিল [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] নতুন [illegible] [illegible] চার-পাঁচ বছরের, তারই খুব বসন্ত হয়েছে। মারাত্মক দাঁড়িয়ে আসছে। ছোট ভাই পঙ্কজও দেখা দিয়েছিল, তবে খুবই অল্প। আমারও জ্বর হয়েছিল, তবে দেখা দেয়নি। মা অসুস্থ, তখনো সেরে ওঠেননি, বোনের খুব অসুখ। প্রাণের ভাবনায় কে কী করে? উঠোনে [illegible] হবে। কিন্তু, বাড়িতে এমন অসুখ-বিসুখ, তখনকো কীর্তন-দেওয়া হবে না বলে স্থির হলো।

বাড়িতে এ উপলক্ষে এসেছিলেন ঠাকুমার বোন—অর্থাৎ বাবার মাসিমা, কলকাতার যাঁর বাড়িতে এসে বাবা মানুষ হয়েছিলেন। মাসিমা জানিয়ে, বড়ো-লোক। তিনি শুনে বললেন—কীর্তন হবে না কী?

তিনি বললেন—দিদি কিছু টাকা জমা রেখেছিল আমার কাছে। বলেছিলাম, এ টাকা যদি তোমার সময়মতো না দিতে পারি? তিনি বলেছিলেন, আমি মরলে শ্রাদ্ধের সময় ঐ টাকায় কীর্তন দিও। সেই টাকা রয়েছে আমার কাছে, আমিও [illegible] কাছে [illegible] কীর্তন দিতেই হবে।

তাই ঠাকুমার শ্রাদ্ধে কীর্তন হলো। [illegible] কীর্তন। [illegible] কলকাতায় [illegible] কীর্তনওয়ালী [illegible] ছিলেন [illegible]। [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ছিলাম না। তাই, এই [illegible] আমার যখন চলে গেল, তখন [illegible] হাতে [illegible] [illegible] আমার [illegible] হয়ে গেল। ঠাকুমার চলে যাওয়া আমার জীবনের প্রথম ক্ষতি। (ক্রমশ)

কুঁচ তৈল
[illegible] নিবারক [illegible] করে। মূল্য ২ [illegible] ৭ [illegible] ভারতী ঔষধালয় ১২৬/২ [illegible] কলিকাতা—২৬। ফোন : [illegible]

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা-৭

কে.হোড়ের
কণক
পাউডার

## চিত্রগ্রীব


ত্রিবেণীর বই

প্রকাশিত হল

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
সাম্প্রতিক উপন্যাস

# গ্রীষ্মবাসর

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... বিশেষ প্রশংসা পাবার হয়।

প্রদর্শনীটি আমরা সকলেই উপভোগ করেছি। কিন্তু স্থাপত্যের বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ পাথর বা কাঠ খোদাই করে

মূর্তির সাঁচী ও প্রদর্শনীর সব কাজ নয়। [illegible]

[illegible] ... উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কুণ্ড এণ্ড কোম্পানীর
শান্তিরস সালসা
রক্তশোধক বলবর্দ্ধক
বাত ও বেদনা নাশক
[illegible] এ, অপার চিৎপুর রোড
[illegible] ১১২, [illegible] ষ্ট্রীট। কলিকাতা

# গানের আসর

**শার্ঙ্গদেব**

**তাল, মান, লয়**

[illegible]

[illegible]


ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত
অধ্যাপক শ্রীঅজিতনাথ শীল প্রণীত

**বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা ৮৲**

[illegible]

*

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী[illegible] সম্পাদিত

**বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা ৬৲**

[illegible]

*

শ্রীপ্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী

**নাথ ধর্ম ও সাহিত্য ৫৲**

[illegible]

*

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী

**ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য**

[illegible]

*

শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ

**সঙ্গীত সোপান ৩৲৫০**

[illegible]

**মহাজাতি প্রকাশক** কলিকাতা—১২

উচ্চারণাদি ঘটিত পরের কলিতে সেগুলি অধিকতর বিস্তার নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই স্বরবিন্যাসের দীর্ঘতাকেও বিস্তারিত বলা যায়। মান বা লয় বলতে এই ক্রিয়াকেও বোঝান হয়েছে।

নানাভাবেই লয়ের তারতম্য ঘটে। একজন সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনজন লোক একই গন্তব্যে পদব্রজে আসছে, কিন্তু আসছে তিনটি পথ ধরে। কাছ থেকে যে এল সে শীঘ্র পৌঁছোলো। এর দ্বিগুণ দূর থেকে যে এল সে আরো দেরিতে এল। তার আসাকে সময়ের দিক থেকে মধ্যভাব বলা যাবে। আর তারও দ্বিগুণ দূর থেকে যে এল তার আসার সময়টি বিলম্বিত হিসাবে পরিগণিত হবে। অথচ চলার গতি এবং পদক্ষেপের তিনজনেরই এক ছিল। এই রকম [illegible] ক্ষেত্রে কালের বিস্তারিত অনুসারে দ্রুত দ্রুত, দ্রুতে মধ্য, দ্রুতে বিলম্বিত, মধ্যে দ্রুত, মধ্যে মধ্য, মধ্যে বিলম্বিত, এবং বিলম্বিতে দ্রুত, বিলম্বিতে মধ্য, বিলম্বিতে বিলম্বিত —এইরকম বিভিন্ন লয়ের পরিকল্পনা হয়েছে। এইভাবে অক্ষর, পদ এবং বাক্যেরও লয়ভেদ নির্দিষ্ট করা যেতে পারে কিন্তু সেগুলি সংগীতের বিষয়ভুক্ত নয়।

এ তো গেল সাধারণ গতির কথা। তালেও লয়ভেদ হয় এবং এ বিষয়েও পণ্ডিত ব্যক্তিরা আলোচনা করেছেন। তালের যেমন সাধারণভাবে তিন তাল এক তাল একটা আবর্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, আগে এরকম একটা বাঁধাবাঁধি ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালে বিরামও ছিল না [illegible] যেমন ধর বাদ দিতেই হয়। এই তালের লক্ষণ হল দুটি দ্রুত এবং একটি লঘু। এটি একই নিয়মে চলে। কিন্তু তৃতীয় দ্রুতে বিরামের নির্দেশ হয়েছে। এর লক্ষণ পর

পর তিনটি দ্রুত এবং শেষেরটির পরে বিরাম। [illegible] বিরাম জিনিসটার তেমন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতেন না। তাঁরা যে গতিতে তাল চলেছে সেই গতিতেই সংগীত চালিয়ে যেতেন। যেমন দ্রুতের পরে যদি [illegible] বিরাম থাকে তাহলে গান না থামিয়ে দ্রুতেরই সময়টুকুই তাঁরা বিরামেও দিয়ে যেতেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এটা ঠিক, কেননা এই নিয়মে বিরামের প্রকৃত উদ্দেশ্য অসিদ্ধ থেকে যায়। তাঁদের মতে বিরামের স্থানে বিরতিই ঘটা উচিত। কী নিয়মে এই বিরতি ঘটবে তারও নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন। তাঁদের মতে যে মাত্রার পরে বিরাম নির্দিষ্ট হয়েছে সেই মাত্রার অর্ধকাল স্থিতিই হবে বিরতির কাল। যেমন একটি লঘুর পরে যদি বিরাম থাকে, তাহলে সেই বিরামকাল হবে লঘুর অর্ধেক অর্থাৎ দ্রুত। অনুরূপভাবে গুরুর পরে বিরাম থাকলে যে বিরতিটুকু পাবে তা অর্ধকাল অর্থাৎ লঘু। অর্থাৎ তালের পদ্ধতি একরকম থাকলেও লয়ের ঘাতে তালের বিরাম [illegible] [illegible] [illegible] অনুসারেই এই বিরামটি নির্দিষ্ট হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিরামের স্থানে এই লয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

নয়—তাহলে বর্তমান তালের সব লক্ষণই পাল্টে যাবে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় যা সম্ভব তা বর্তমান বাংলা ভাষায় সম্ভব হয় না। অতএব মনে হয় আমাদের বর্তমান পদ্ধতি সমগ্রভাবে প্রাচীন দেশী তালের অনুবর্তী নয়। তাঁদের [illegible] যাকে [illegible] হয় তাতে মনে হয় এক সময় আমাদের দেশী সংগীতে প্রাচীন মার্গ সংগীতের যে সব নিঃশব্দ এবং সশব্দ ক্রিয়া ছিল তার কিছু কিছু প্রবর্তন করা হয়েছিল। মার্গসংগীতে হাতের বিভিন্ন নির্দেশ ছিল তালের অঙ্গ। হাতের আঙুল চিৎ করে রাখা, উপুড় করে রাখা, আঙুল সঙ্কুচিত করা বা প্রসারিত করা, দক্ষিণদিকে হাতের প্রসার—এ সবই নিঃশব্দ তালের রীতি ছিল। আবার তাল দেওয়া [illegible] ডান হাতে তাল দেওয়া বা দুহাতে তাল দেওয়া অথবা [illegible] আঙুল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—এগুলি ছিল সশব্দ তালের রীতি। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

শিশির সেন বিরচিত

আনন্দনিকেতন

[illegible] এই উপন্যাসের [illegible] মূল্য ৪·৫০

[illegible]

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ২.০০ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ তিমির [illegible] খোলো ৪.০০ [illegible] মুখোপাধ্যায় ॥ [illegible] ২.৫০ [illegible] ॥ মোহিনী ২.০০ [illegible] ॥ বীরবলের [illegible] ২.০০ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ আফ্রিকার শিকার ২.০০ [illegible] সেন ॥

আনন্দ পাবলিশার্স : : ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : : কলিকাতা-১২

(বাম দিক থেকে) ১। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত মরুভূমি সাহারা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত আফ্রিকার ওপর তিন হাজার মাইল পরি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। মরুভূমিটির কোন একটি অংশও হাজার মাইলের কম চওড়া নয়। ২। আইসল্যাণ্ডে গত পঞ্চাশ বছর ধরে হিমের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় আটটি নতুন জাতের পক্ষীর উদ্ভব হয়েছে। ৩। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে আজিতে এমন দিন আসছে যখন বাড়ি তৈরীতে হাতুড়ি পেরেকের প্রয়োজন হবে না। নতুন এক রকমের আঠার সাহায্যে জোড় লাগানোর কাজ সম্পন্ন হতে পারবে। পরীক্ষামূলক ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পেরেকবিহীন তিনটি বাড়ি নির্মিত হয়েছে এবং গত তিন বছর বাড়িগুলোর বেশ ভাল অবস্থাতেই রয়েছে।

অবলম্বন করে। অনেক মেয়ে তাদের সমবয়সীদের পছন্দ করে না এইজন্যে যে তারা মনে করে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি জীবনে বেশী সুখ এনে দিতে পারে।"

প্রেমই যেখানে প্রধানত গণ্য হয় সেক্ষেত্রেও আর্থিক সামর্থ্য, নির্ভরতা, [illegible] ও অতীত অভিজ্ঞতার [illegible]কোণের দিক থেকে বয়স্ক ব্যক্তিরাই মেয়েদের বেশী কাম্য হয়। ত্রিশ বছর বয়স্কা এক টাইপিস্ট মেয়ে তার সাতচল্লিশ বৎসর বয়স্ক অফিসের বড়কর্তাকে বিবাহ করে [illegible]: "আমার সমবয়সী যুবকেরা নিয়ে [illegible] টফির প্যাকেট আর সিনেমায় কম [illegible] আসনে নিয়ে যেত। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে এনে দিত ফুলের তোড়া আর ভাল হোটেলে ডিনার খেতে নিয়ে যেত। মেয়েদের ঐভাবেই তোয়াজ করতে হয়।" ত্রিশ বছরের আর একটি মেয়ে তেত্রিশ বছর বয়সের পাত্রকে হটিয়ে বাহান্ন বছরের একজনকে বিয়ে করে বলে: "আমার স্বামী মনের দিক থেকে যুবক।"

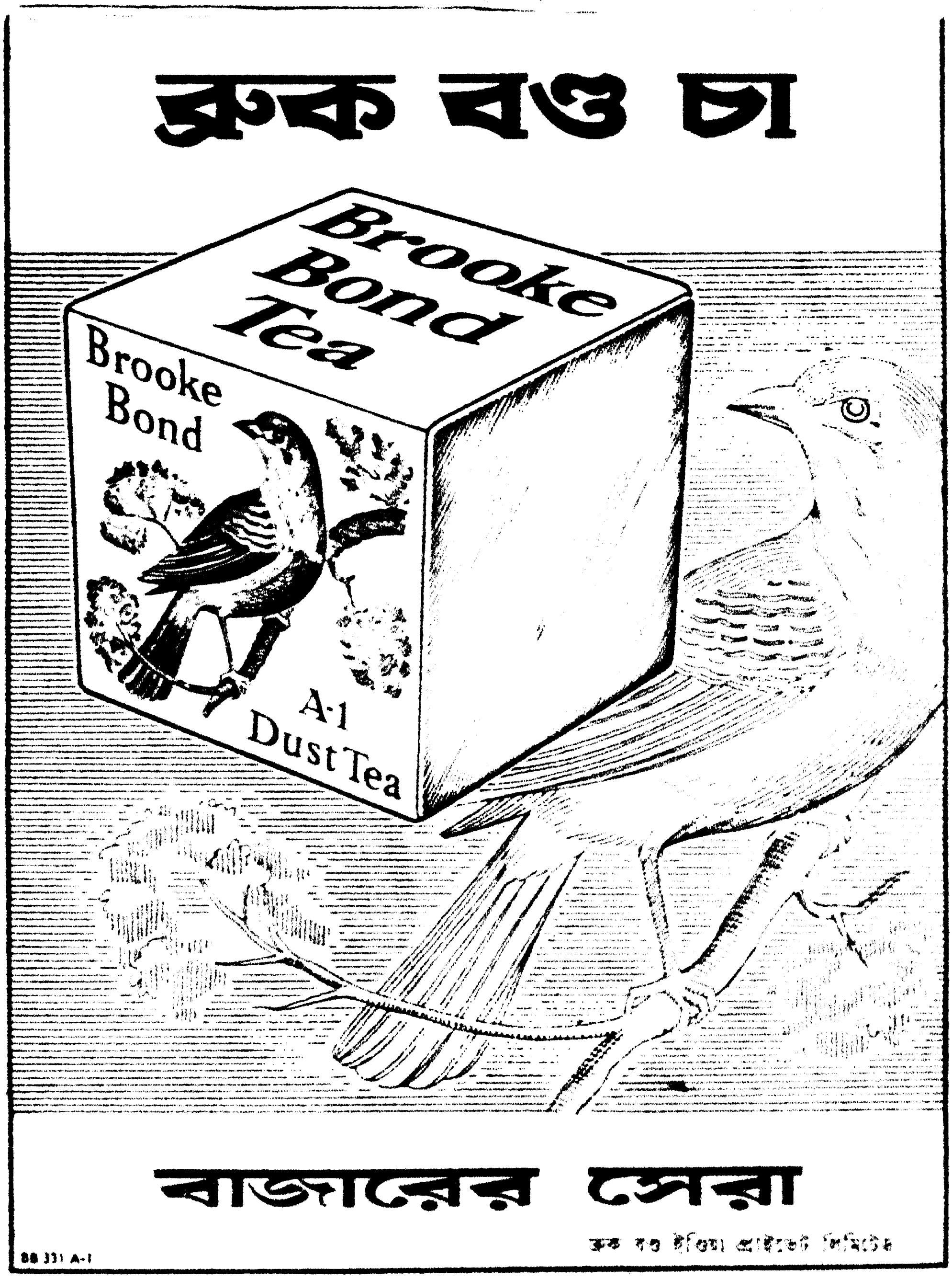

# পুস্তক পরিচয়

## অনুবাদ-সাহিত্য

**মনুষ্যত্ব : হেলেন কেলার। অনুবাদক—** [illegible] পার্ল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই—১। [illegible] নয়া পয়সা।

হেলেন কেলার জগতের এক বিস্ময়, [illegible] অন্ধ মূক বধির এই নারীর [illegible] [illegible] ৩৫২।৫৯

## ছোটগল্প

**দু মুঠো** [illegible]

[illegible] ৪০৭।৫৯

## বিজ্ঞান

**চন্দ্রলোক—শ্রী**[illegible] মুখোপাধ্যায়। [illegible] মন্দির, ১০ শ্রীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৪। মূল্য ৪্।

**মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি**

[illegible] একটি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ [illegible] সম্ভব হয়েছে। ৪০২।৫৯

## রাজনীতি

**ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ—মুজফফর আহমদ।** ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩৭ ন প।

নানা মতভেদ ও [illegible] সত্ত্বেও আজ আর ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মতৎপরতার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। [illegible] এই পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়নি। [illegible] ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগের কথা বলার [illegible] মুজফফর আহমদ [illegible] এই পুস্তিকায় তিনি সংক্ষেপে [illegible] সবই আলোচনা করেছেন। উৎসাহী এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই পুস্তক পাঠে অনেক অজানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবেন। ৩৭৩।৫৯

**রাজা টোডরের কথা—শ্রী**[illegible] [illegible] প্রাইভেট লিমিটেড ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আট আনা।

[illegible]


# আমাদের শান্তিনিকেতন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

“[illegible] একটি তীর্থে পরিণত হয়েছে, সেই আশ্রমের [illegible] যাঁরা সেখানে ছিলেন, তাঁরা আমাদের ঈর্ষাভাজন। সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় সেই ঈর্ষণীয় মানুষদেরই একজন।... লেখক [illegible] সেই বিস্ময়দৃষ্টি পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন। সেই বিস্ময়বোধ কি করে তাঁর সমগ্র জীবনে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে, তার সংবেদনী বিবরণী পাঠকমাত্রেরই [illegible] করবে।

“যাঁরা এই আশ্রমে কোনোদিন বাস করেছেন, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ স্মৃতিসুধারসে একটি অভিজ্ঞান। যাঁরা কখনও শান্তিনিকেতনে যান নি, তাঁদের কাছেও ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ একটি সুখপাঠ্য ও তথ্যনির্ভর গ্রন্থ বলে গৃহীত হবার দাবি রাখে। সব মিলিয়ে, পিছনে ফিরে তাকানোর যে [illegible] এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা থেকে এ কথা বলতে সংশয় [illegible] সাম্প্রতিক আত্মস্মৃতি পর্যায়ী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য একটি সংযোজন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

মূল্য ৫্ : শোভন ৭্

বিশ্বভারতী

ডাঃ শ্রীশীতলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

**সরল হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা**

নূতন শিক্ষার্থী ও গৃহচিকিৎসার পক্ষে উপযুক্ত। প্রত্যেক রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা সহজভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধারণ স্ত্রীলোকও বুঝিতে পারিবেন। মূল্য মাত্র ৪, টাকা।

প্রকাশক—ন্যাস এণ্ড কোং
আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী
১১২।এ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্যামবাজার,
কলিকাতা—৪

(বি ও ৪৪০৮)

দেখতে পাই ক্রমশ রাজা উজিররা হারিয়ে যাচ্ছেন। এই পুস্তিকায় লেখক রাজা উজিরদের কথা প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতের শাসন ব্যবস্থা, সংবিধানের নীতি ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন।

৩৩০।৫৭

**ধর্ম**

**বর্তমান যুগ ও সনাতনধর্ম**—শ্রী[illegible]কুমার চট্টোপাধ্যায়। ৩, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-২০। মূল্য—আট আনা।

বর্তমান যুগের সহিত সনাতনধর্মের বিরোধ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তবুও একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি সনাতনধর্মের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। নানা যুক্তিতর্কের সহায়তায় গীতা, ভাগবত, উপনিষদ, বিবেকানন্দের উক্তি ও বাণী সহকারে লেখক সনাতনধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। [illegible] লেখকের [illegible] নিষ্ফল হয় নিয়াছে।

৩৩১।৫৯

**প্রবন্ধ**

**আমি কে? উত্তর**—[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ০.৫০ ন প।

[illegible]

৫২২।৫৯

**বিবিধ**

**বাঙলা ও বাঙালী**—[illegible]

[illegible]

[illegible]

**কার্তিক কবা কবিতা মন্ত্র**—[illegible] কলিকাতা-১২। মূল্য—[illegible]

[illegible]

৫১৮।৫৯

**শিক্ষণ সংকেতা (১ম খণ্ড)**—শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা। মূল্য—৬,।

১৯৫৩-৫৪ সালে সর্বপ্রথম ত্রিপুরায় বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

আপনি এই [illegible]

—রাজশেখর বসু

বইখানি বাংলা ভাষায়, [illegible]

—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

লেখক [illegible]

—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অবধূতের
মরুতীর্থ হিংলাজ ৫.
বহুব্রীহি ৪॥
বশীকরণ ৪॥
দুই তারা ২॥
উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪॥

কেবল [illegible]

—অতুলচন্দ্র গুপ্ত

[illegible]

—দেশ

লেখক [illegible]

—প্রমথনাথ বিশী [illegible]

[illegible]

—যুগান্তর

[illegible]

—সজনীকান্ত দাস

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

অথচ বুনিয়াদী শিক্ষাবৃত্তি এবং পদ্ধতি আমাদের দেশে খুবই নূতন। [illegible] কর্মী কাজ করছেন, তাদের অনেকেই এখনো [illegible] পাননি, কিন্তু এই শিক্ষাপদ্ধতির [illegible] সম্বন্ধে [illegible] প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য [illegible] প্রকাশ। এই পুস্তকে বুনিয়াদী শিক্ষার [illegible] বুনিয়াদী [illegible] আলোচনা রয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পক্ষে পুস্তকটি প্রয়োজনীয়।

[illegible]

**বাল্মীকাননের বনভোজ** [illegible] লাইব্রেরী, [illegible] কলিকাতা—১।

[illegible]

[illegible]

**নিত্যসাধনা ও ব্রহ্মবিদ্যা**—[illegible] কলিকাতা [illegible] মূল্য [illegible]

[illegible] ও [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] ও [illegible] হয়।

[illegible] করা। কিন্তু [illegible] বর্তমানে [illegible] কেননা, এই পথ নূতন নয়। [illegible] এসেছে। [illegible] ও [illegible]।

১৭৬।৫৯

**সাধন-জীবনে** [illegible] সম্প্রদায়ী। মহেশ লাইব্রেরী, ২—১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য আট আনা।

[illegible]

৬১১।৫৯

**চিন্তা-কণা ও সৃষ্টি-বিজ্ঞান** — শ্রীঅরবিন্দ। [illegible] মূল্য বারো আনা।

শ্রীঅরবিন্দের [illegible] বর্তমান [illegible]

[illegible]

**আশুতোষ কলেজ পত্রিকা** (চতুর্বিংশ খণ্ড, ১৩৬৬)—[illegible] শ্রী[illegible]কুমার চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যাপক, ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রদের রচনা-সম্ভারে আশুতোষ কলেজ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি একটি রুচিশীল সাহিত্য-সংকলনের মর্যাদা দাবি করে। বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী এই তিন বিভাগে কয়েকটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও আলোচনা রয়েছে। [illegible] একটি [illegible] ভুল রয়েছে। [illegible] ও অন্যান্য চিত্রও আকর্ষণীয়।

### প্রাপ্তি-সংবাদ

**দি র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট**—এম এন রায় [illegible] মূল্য ৬০ নয়া পয়সা।


ডাঃ নরেশচন্দ্র পালের
[illegible]
[illegible] 'শিবানী' [illegible]
[illegible]

দি [illegible] লাইব্রেরী
[illegible]

[illegible]

[illegible]

মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন

[illegible]

[illegible] কলিকাতা ২৯ | জিজ্ঞাসা | [illegible] কলেজ রো কলিকাতা-৯


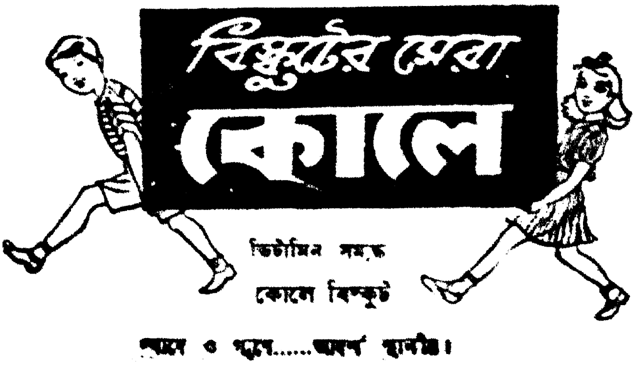

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

বিজ্ঞান আজকাল জলে-স্থলে-শূন্যে সর্বত্রই আলোড়ন তুলেছে। একটি নতুন খবরে জানা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিজ্ঞানীরা তাদের "বেথিস্কেফ" ও "ট্রিস্ট" সহ প্রশান্ত মহাসাগরের ৩৫৮০০ ফিট গভীরে ডুব দেওয়ার পরিকল্পনায় সফলতা লাভ করেছেন। এপর্যন্ত ২৮,০০০ ফিট গভীর পর্যন্ত ডুব দেওয়ার রেকর্ড অর্জন করেছেন যুক্তরাজ্যের কয়েকজন ডুবুরী। দশ টন ওজনের "বেথিস্কেফটি" একটি ছোট্ট সাবমেরিনের মত দেখতে এবং এর নীচে একটি ইস্পাতের বল আছে। বল মধ্যে বসে সমুদ্রের তলদেশ পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম গর্ত "মেরিনাস ট্রেঞ্চ" এটি পৌঁছাতে পেরেছে। "বেথিস্কেফের" নির্মাতা প্রফেসর জ্যাক-পিকার্ড ও তার পিতা অগাস্ট পিকার্ড ঐ সময়ে "বেথিস্কেফের" মধ্যে ছিলেন, এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের লেফটেন্যান্ট ডনও ছিলেন। "বেথিস্কেফ" ১৯৫৩ সালে নির্মিত হয়েছিল।

নৌবিজ্ঞানীরা বলেন যে, সমুদ্রের তলায় অবতরণ করতে তাদের চার ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় লেগেছিল এবং প্রায় ৩০ মিনিট তারা নীচে ছিলেন তারপর সমুদ্রপৃষ্ঠে উঠে আসতে আরও তিন ঘণ্টা ১৭ মিনিট লেগেছে।

ডুবুরীরা বলেন যে, তারা "মেরিনাস ট্রেঞ্চের" [illegible] এবং তাদের ধারণা হয়েছে যে, মানুষ এতকাল [illegible]

মহাকাশে [illegible] বিবেচনা করেন, তার চেয়ে অনেক ফিট বেশী সমুদ্র পৃষ্ঠের নীচে যাওয়া সম্ভব।

•

গুডইয়ার কোম্পানী পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় আকারের টায়ার তৈরী করেছে। টায়ারটি

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় টায়ার

১০ ফিট উঁচু এবং চওড়া [illegible] এর ওজন প্রায় ২ টন। এই টায়ার খুব বড় গাড়ী বা মাল বহনের জন্য তৈরী করা হয়েছে। একটা টায়ার তৈরীর খরচ প্রায় ১৫,০০০ টাকা।

•

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা [illegible] থেকে উচ্চ শ্রেণীর জ্বালানী তেল তৈরী করার উপায় বার করেছেন। এর ফলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে মোটরের জন্য জ্বালানী তেলের দাম এবং উৎপাদনের খরচ অনেক কম পড়বে।

•

একজন মার্কিন [illegible] বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এখন থেকে মানুষ [illegible] বছরের আবহাওয়া কি রকম হবে তা বলে দিতে পারবে। এন্টার্কটিকা এবং মেরু প্রদেশের আবহাওয়া নিয়ে ভাল করে গবেষণা করলেই এটা সম্ভব হবে।

•

অ্যাস্ট্রোনমার ডাঃ স্ট্রুভ বলেন যে, আর যে কোন গ্রহতেই প্রাণী থাকুক কেন শুক্রগ্রহে কোন প্রাণী বাস করতে পারবে না। তার কারণ এই গ্রহ খুব বেশী রকম উত্তপ্ত। আমরা পৃথিবীতে গরম চা, কফি এবং স্যুপ খাই বলে নিশ্চয় [illegible]

•

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ সমুদ্রের উদ্ভিদ থেকে সহজে এবং সস্তায় প্রোটিন তৈরী করবার পন্থা বার করেছেন। [illegible] প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ প্রোটিন পাওয়া যায়। [illegible] সমুদ্রের জলে যে প্রোটিন থাকে [illegible] এই থেকেই রাসায়নিক উপায়ে এই প্রোটিন সংগ্রহ করা হয়।

•

আখের রস নিংড়ে নেওয়ার পর [illegible] ৬৫৮০০০০ টন আখের ছিবড়ে পাওয়া যায় এবং এর থেকে এক টন কাগজ তৈরী করতে ৩২ থেকে ৩৮ টাকা খরচ হয়। [illegible] কাগজ তৈরী হয় তাতে এক টন কাগজ তৈরী করতে ১৫০ টাকা খরচ পড়ে, সুতরাং এর তুলনায় আখের ছিবড়ে থেকে উৎপন্ন কাগজ সস্তা হবে বলা। দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে মাণ্ডিয়া নামক স্থানে এই পদ্ধতিতে কাগজ তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, দিনে এর থেকে ৩৫ টন কাগজ তৈরী হবে।

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

# রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

### প্রমোদ কর প্রসঙ্গে

[illegible]

সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' চিত্রের একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস।

[illegible]

অনেক ব্যাপারেই তারা যে পথ-প্রদর্শকের কাজ করেছে তা আজ অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। তাই প্রমোদ-করের ব্যাপারে [illegible] এই [illegible] অনেকেই [illegible] পশ্চিম বাংলার সরকার এবং [illegible] হবেন।

### রঙ্গমঞ্চের উন্নতি ও সম্প্রসারণ

[illegible]


[illegible]

শুভমুক্তি
১২ই
ফেব্রুয়ারী

উত্তরমেঘ

উজ্জ্বলা
ও
পূর্ণশ্রী

শ্রী - ইন্দিরা - প্রাচী - পূর্ণশ্রী - অজন্তা প্রভৃতি

[illegible]

[illegible]

শ্রীএন সি এ প্রোডাকসন্সের "হাসপাতাল" ছবির একটি স্নেহ-বিহ্বল মুহূর্তে নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন।

প্রদর্শনীতে বিক্রীত প্রতিটি আসনের (মূল্য নিরপেক্ষভাবে) জন্যে ৫০ নয়া পয়সা হিসাবে সাহায্য দান।

(২) আমকরের আওতা থেকে থিয়েটারগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া।

(৩) থিয়েটারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেক-আপ দ্রব্যাদির আমদানী লাইসেন্স প্রদান।

(৪) অল্প সুদে এক একটি থিয়েটারকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দান।

(৫) মফঃস্বলে অথবা বিভিন্ন রাজ্যে কলকাতার থিয়েটারগুলির প্রদর্শনীর জন্যে ভ্রমণের ব্যয়ভার বহন।

শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেন যে, প্রস্তাবগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে।

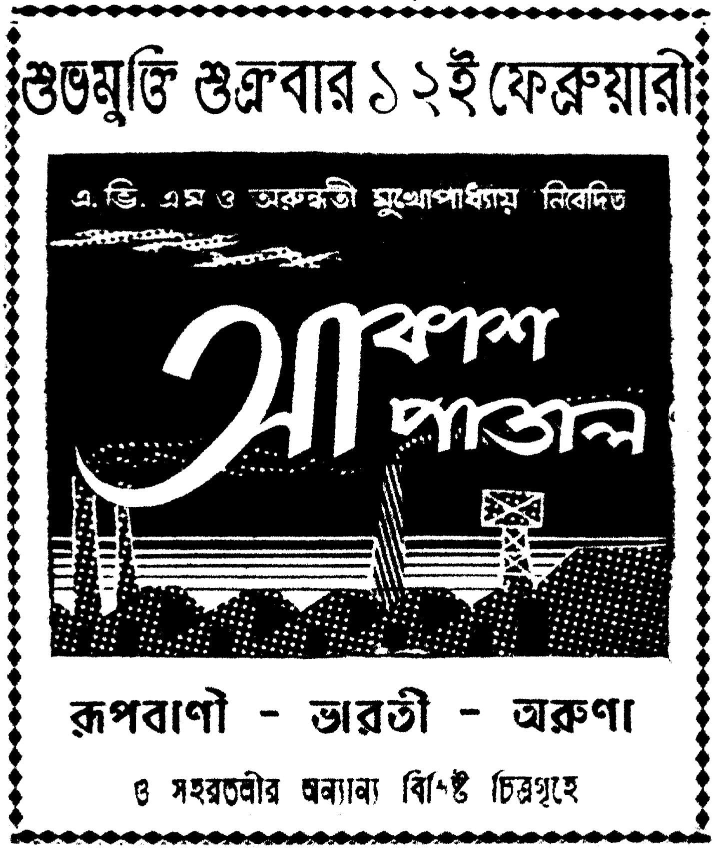


## চিত্রালোচনা

বাংলা ছবির দিক দিয়ে বর্তমান সপ্তাহটিও অফলা। তবে আসছে সপ্তাহ থেকে হাওয়া বদলের পালা। পর পর অনেকগুলি বাংলা ছবির মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে ফেব্রুয়ারীতে।

প্রথমেই আসছে কে এম পিকচার্সের "উত্তর মেঘ"। জীবন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় তোলা এই ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। চিত্রনাট্যের গল্প আসছে বড়ো ও প্রেমাংশুর লেখা থেকে। ছবির গানে সুরের আভিজাত্য বিশেষ হয়েছে। এমনি নতুন ধরনের দেখা পাওয়া যাবে এ ছবিতে। ছবি চন্দ্র, সবিতা বসু (চট্টোপাধ্যায়) ও শিশু মিত্র। সৌমিত্রপ্রসাদ বসু এ ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক। বাংলা ও মারাঠীর যৌথ প্রচেষ্টা "আকাশ পাতাল"-এর মুক্তিপ্রদর্শন শুরু হবে এবং দুটিকে সপ্তাহের মধ্যেই নতুন ধরনের একটি কাহিনী। সোনার পরিচালক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় এর নায়িকা।

তার সব চেয়ে বড়ো জন্য আর যেটি ছায়া-সত্যজিৎ রায়ের দেবী ১৯শে কিংবা ২৬শে ফেব্রুয়ারী আত্মপ্রকাশ করবে সিনেমার বড়ো পর্দায়। কিংবদন্তী সত্যজিতের কত অনন্য সফলের মর্যাদাকে জানাবার অভাব নেই। শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রত্যেকেই সত্যজিতের পূর্ববর্তী ছবিতে নিজেদের উল্লেখযোগ্য করে রেখেছেন। এ ছবির মুখ্য ভূমিকাগুলিতে আছেন তাঁরাই। প্রতিভার স্বাক্ষর। মূল কাহিনী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মর্মস্পর্শী ছোট গল্প। সত্যজিৎ রায় তাকেই রূপান্তরিত করেছেন একটি অনবদ্য চিত্রনাট্যে।

এগুলি ছাড়াও আরো দু'একটি ছবি মুক্তির দিন গুনছে। 'কুহক', 'গরীবের মেয়ে' ও 'বাইশে শ্রাবণ' তাদেরই তালিকাভুক্ত।

• • •

কল্লোল ফিল্মসের 'বাইশে শ্রাবণ'-এ

চিত্রপর্বতীর [illegible] ছবি '[illegible]'-এর দুটি প্রধান ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও [illegible] মিত্র।

[illegible] ও [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]।

• • •

[illegible] ও [illegible] এই [illegible] [illegible] ছবিটি [illegible] হবে। এই [illegible] ও [illegible] ও অন্যান্য [illegible] [illegible] [illegible] করেছেন।

[illegible] প্রথম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] হচ্ছে দেখা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভূমিকায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জ্ঞানেশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে।

• • •

[illegible] [illegible] [illegible] একটি ছবি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছবিটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] ছবি [illegible] [illegible] [illegible] ছবিটির [illegible] [illegible] [illegible] —বলা যায় একটি প্রেমের কাহিনী এতে [illegible] [illegible] [illegible] ছবিটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

• • •

এ [illegible] [illegible] [illegible] ছবি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]


## মিনার্ভা থিয়েটার

ফোন : ৫৫-৪৪৮৯

[illegible]

অঙ্গার

সুর : রবিশঙ্কর

[illegible] ও [illegible]—[illegible]

[illegible]—[illegible] চৌধুরী

[illegible]—[illegible]

[illegible]—[illegible]

[illegible]

[illegible]

(সি ২০২৬)

## বিশ্বরূপা

ফোন : ৫৫—৩২৬২

সেতু

[illegible]

[illegible] নরেশ মিত্র, জ্ঞানেশ [illegible]

[illegible]

ও

[illegible] মিত্র ([illegible])

ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব বহন করেছেন সর্দার মালিক।

"আলম-আরা কি বেটী" পরিচালক নানুভাই ভকিলের নবতম অবদান। নয়না, দলজিৎ, মারুতি, শকিলা বানু প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

"কমাণ্ডার"-এর প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন রঞ্জন, নিগার, কুমকুম, হেলেন তিওয়ারী প্রভৃতি। কেদার কাপুর ও চিত্রগুপ্ত যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

**পরিচ্ছন্ন পারিবারিক ছবি**

রুচি-[illegible] কাম-উদ্দীপন ও অহেতুক নাচগানে ভরা হিন্দী ছবির ভীড়ে রুচি-বান দর্শকেরা ইদানীংকালে যখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন, ঠিক এমনি সময়ে দর্শকদের চিত্তের পরিতৃপ্তির মতো নাটকীয় ও মানবীয় রসে সমৃদ্ধ একটি পরিচ্ছন্ন ছবি নতুন আশ্বাসের বাণী বহন করে এসেছে।

সুখ্যাত মারাঠী লেখক ওয়াই জি যোশীর 'সুপারি' নামে একটি ছোট গল্পের


# আরও অনেক শিল্পের

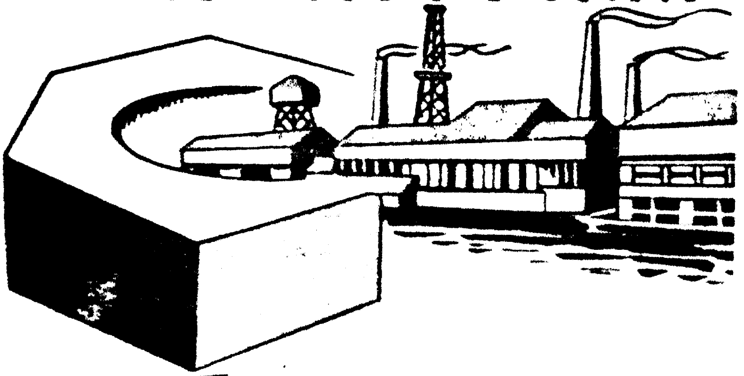

## মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ

১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে যখন মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন শুরু হয় তখন—খনি, লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, লবণ, ইঞ্জিনীয়ারিং, কফি, অলৌহ ধাতু, কাঁচা রবার ইত্যাদি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মেট্রিক ওজন ও মাপ গ্রহণ করে।

তারপর থেকে আরও অনেক শিল্পে এই পরিবর্তন শুরু হয়।

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে চা শিল্পে এই ওজন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।

১৯৫৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে চিনি শিল্পেও মেট্রিক ওজনে পরিবর্তন শুরু হয়।

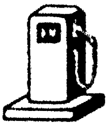

বনস্পতি ও রং তৈরীর শিল্পে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস থেকে মেট্রিক ওজন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরিবর্তন সম্পূর্ণ হবে।

১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে লীটার ও মেট্রিক মাপে বিক্রী করা হবে।

১৯৬০ সালের আগষ্ট মাস থেকে যখন শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তখন সেটা হবে মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণের আর একটা প্রধান ব্যবস্থা।

# মেট্রিক পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য **গ্রহণ করুন**

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত DA 59/622

ভিত্তিতে এ-ছবির কাহিনী রচিত। দুই ভাই-বোনকে কেন্দ্র করে একটি মধুর পারিবারিক গল্প ছবিটিকে আনন্দমধুর করে তুলেছে।

কমলা ও গোপাল এ-ছবির দুটি প্রধান চরিত্র। [illegible] কমলা [illegible] আপন ভাই গোপালকে [illegible] গোপালের [illegible] ওঠে।

[illegible]

[illegible] পরিচয় দিয়েছেন।

এল মজুর সুরসৃষ্টি—গান ও আবহ—ছবিতে প্রাণসঞ্চার করেছে। অরবিন্দ লাহেড়ীর আলোকচিত্রগ্রহণ অপূর্ব। কলা-

কৌশলের অন্যান্য দিক ও প্রশংসার্হ হয়েছে।

ভারতে রঙিন ছবি

[illegible]

রবিবার, ৭ই ফেব্রুয়ারী—সকাল ১০-৩০ মিঃ
রূপায়ন থিয়েটার্সের সগর্ব নিবেদন!
অভূতপূর্ব প্রতিভা সমন্বয়ে
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
শ্রেষ্ঠ নাটক
রজনীগন্ধা
[illegible] কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
তরুণ রায় — শিপ্রা
দীপান্বিতা রায়
[illegible] — তরুণ রায়
[illegible] — ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ
[illegible] — খালেদ চৌধুরী
[illegible] — তাপস সেন
[illegible]—৭, ৫, ৩, ২ ও ১
নিউ এম্পায়ার

: আগামী সপ্তাহে বেরুচ্ছে :
[illegible]
সুনীল ঘোষের
[illegible]
জলতরঙ্গ
[illegible]
দাম : সাত টাকা
[illegible]
এই লেখকের অন্যান্য বই : [illegible]
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
[illegible] : কলিকাতা—৬

শিল্পীদের সুন্দর ও ভাবব্যঞ্জক চেহারা খুব পছন্দ করেন।

আই-এম-পি-পি-এর সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, সোভিয়েট সরকার ভারতে কাঁচা ফিল্ম-এর কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থায় সাহায্য করলে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

মেহবুব খাঁ এই সভায় মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া যদি আমেরিকার চিত্রব্যবসায়ীদের মতো ভারতে নিজেদের প্রেক্ষাগৃহ ও চিত্রপরিবেশক সংস্থা স্থাপন করেন তবে রাশিয়ার ছবিও এদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

এই অনুষ্ঠানের পূর্বে ভ্রাম্যমান সোভিয়েট দলকে একটি নির্মীয়মান হিন্দী ছবির চিত্রগ্রহণ দেখানো হয়। এই দলে রাশিয়ার


# এলিট

প্রত্যহ : ৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়

প্রখ্যাত লেখক এফ স্কট ফিটজেরাল্ড ও তাঁর অবিশ্বাসী প্রেমিকা শীলা গ্রেহাম-এর অনুসরণে প্রণয়ের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ অনন্যসাধারণ চিত্র।

[illegible]

# রঙমহল

[illegible]

রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা—৬॥টায়

[illegible]

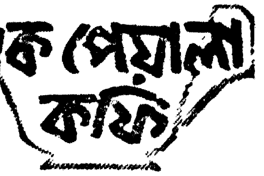


[illegible]

শ্রেঃ [illegible], কাজল(?), [illegible], কেতকী।

*

প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা : ৬॥টায় এক মুঠো আকাশ

কল্লোল ফিল্মসের "বাইশে শ্রাবণ"-র নায়িকা নবাগতা মাধবী মুখোপাধ্যায়

সুরুজ প্রধান শিল্পীও ছিলেন, তাঁরা হলেন [illegible] দেবী, [illegible] ও [illegible]।

## নাট্যাভিনয়

### ক্যালকাটা থিয়েটারের 'দেশান্তর'

[illegible]

ক্যালকাটা থিয়েটার [illegible] বিজন ভট্টাচার্যের "দেশান্তর" [illegible] উপস্থিত হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাস্তুহারা পরিবার তাদের শেষ সম্বল সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে কলকাতায় শেষ পর্যন্ত মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে নেয় এক বাঙালী বস্তিতে। বস্তির অশিক্ষিত খেটে-খাওয়া মজুরদের মধ্যেই পরিবারের কর্তা হরেন্দু—একজন ভূতপূর্ব স্কুল শিক্ষক—খুঁজে পান আসল মানুষ। তাঁর মেয়ে গৌরী খুঁজে পায় তার মনের মানুষ বস্তির ছেলে কানাই-এর মধ্যে—যে কানাই নিজের জীবন তুচ্ছ করে গৌরীকে [illegible] লোকের লালসার থাবা থেকে বাঁচিয়েছে। পরিবারের গৃহিণী শংকরীর কাছে বস্তির অসহ্য অবস্থা। [illegible] কাছে বস্তিবাসীরাই শুধু খাঁটি মানুষ। তিনি চান এদের সঙ্গে নিজের ও তাঁর পরিবারের [illegible] ভুলাতে। গৌরীর সঙ্গে কানাই-এর বিয়ে দিয়ে এবং বস্তি-উচ্ছেদকারী ধনিকের বিরুদ্ধে [illegible] নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি এই দেশান্তরে সার্থক করে তুলেছেন।

বিজন ভট্টাচার্যের এই নাটকের [illegible]

[illegible] আলোচনা।

তবে নাটকের ও নাট্য-পরিচালক নাটকের [illegible] তোলায় ক্ষেত্রেও তাঁর রসবোধ প্রশংসনীয়।

নাটকটির এই সকল সম্পদের জন্যে নির্দেশক ও প্রযোজকদের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষণীয়।

অভিনয়ের দিক দিয়ে নাটকটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। [illegible] চরিত্রে [illegible] ভট্টাচার্যের অভিনয় মনোজ্ঞ ও সংবেদনশীল। শঙ্করী ও গৌরীর চরিত্রে যথাক্রমে রেণু ঘোষ ও কুমারী [illegible] অভিনয় মনে রেখাপাত করে। অন্যান্য চরিত্রে [illegible] (কানাই), [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ([illegible]), [illegible] ভট্টাচার্য, [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] ভট্টাচার্য ও [illegible] অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

[illegible] আলোকসম্পাতে ও [illegible] চৌধুরীর [illegible] নাটকটির [illegible]। নাটকটির [illegible] ও [illegible] [illegible]।

## চিঠিপত্র

### [illegible]

[illegible]

[illegible]

## বিবিধ সংবাদ

নাট্যের সম্পর্কে এমনই [illegible] পেয়েছেন যাতে তাঁর মনে হয়েছে যে, শম্ভু মিত্র এবং অমিত মৈত্র (উভয়ের কাহিনীকার) উক্ত ছোট গল্পটির কাহিনী থেকেই নিঃশব্দে অনুপ্রাণিত হয়ে [illegible] কাহিনীটি রচনা করেছেন। তাই [illegible] শ্রীমতী বসু বলছেন, শম্ভু মিত্র এবং অমিত মৈত্রের পক্ষে [illegible] চৌধুরীর উক্ত গল্পটির কাছে ঋণ স্বীকার করা উচিত ছিল।

শ্রীমতী বসুর [illegible] অনেকেই নিশ্চয়ই একমত হতে পারবেন না, [illegible]

[illegible]

কলিকাতা—৭

[illegible]

আগামী ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী [illegible] শিল্পীদের [illegible] কলকাতায় [illegible] দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে যে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়েছে, তার সভাপতিত্ব [illegible] হয়েছেন [illegible]। [illegible] এই পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। [illegible] যে সব শিল্পী [illegible] অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাঁদের যোগাযোগ করতে হবে প্রধান কার্যালয় (১০।এ, [illegible] স্ট্রীট) কিংবা শাখা কার্যালয় (২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট)।

• • •

[illegible]

• • •

[illegible]

• • •

[illegible]

• • •

[illegible]

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের সফরের উপর যবনিকা পড়েছে। পাকিস্তান ও ভারতের কাছ থেকে 'রাবারের' সম্মান নিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল দেশেও ফিরে গেছে। সুতরাং ক্রিকেট খেলা নিয়ে দুটি দেশে যে মহা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল তারও অবসান হয়েছে। ভারতের ক্রিকেট বলতে এখন বাকী শুধু রনজি প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের কয়েকটি খেলা। ক্রিকেটের যা কিছু উত্তাপ এখন এই রনজি প্রতিযোগিতার খেলার মধ্যে। এদিকে হকি মরসুম সমাগত। এই সপ্তাহ থেকেই কলকাতায় আরম্ভ হচ্ছে ভারতের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা। সম্ভবত জাতীয় হকিতে বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যের নিরিখেই গড়া হবে রোম অলিম্পিকের জন্য ভারতের হকি টীম। তাই এ প্রতিযোগিতার গুরুত্বও কম নয়। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রের মরসুমও সমাগতপ্রায়। ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে বসছে জাতীয় খেলাধুলার মহোৎসব। ভারতের দূরদূরান্তের খেলোয়াড়েরা এখানে মিলিত হচ্ছেন ট্র্যাক ও ফিল্ডের নানা রকমের প্রতিযোগিতার জন্য। জাতীয় খেলাধুলোর নৈপুণ্যের উপরও নির্ভর করছে রোম অলিম্পিকে ভারতীয় দল নির্বাচিত হবার বহু প্রশ্ন। সময় এলে সে নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আজ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

• • •

কিন্তু পঞ্চম টেস্ট খেলা সম্পর্কে [illegible] এই আলোচনা [illegible] আর কিছুই [illegible] ছাড়া [illegible] এই টেস্টের [illegible] [illegible] টেস্ট খেলার [illegible] অস্ট্রেলিয়া দলের [illegible] হয়েছিল [illegible] কিছু কিছু [illegible]।

[illegible] ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে দিল্লীতে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১২৭ রানে [illegible]। কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ১১৯ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। [illegible] টেস্ট খেলার [illegible] অমীমাংসিত [illegible]। মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া আবার এক ইনিংস ও ৫৫ রানে বিজয়ী হয়ে ২—১ খেলায় এগিয়ে থাকে। কলকাতার শেষ টেস্টে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়ায় ২—১ খেলায় এগিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়াই রাবার লাভ করে।

কলকাতার টেস্ট [illegible] অস্ট্রেলিয়ার [illegible] [illegible] সময় [illegible]। [illegible] ছিল চতুর্থ দিনের খেলায় ভারতীয় দল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] সুভাষ গুপ্তে [illegible] ৫৫ [illegible] ভারতের [illegible]।

[illegible] ভারতের [illegible] শুধু পলি উমরীগড়ের [illegible]।

বাড়িয়েছে। তবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা [illegible] অন্ততঃ পাঁচটি। অস্ট্রেলিয়া দলের ইনিংসের শুরুতে [illegible] ৩৩১ রান করতে পারলে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ৩৩১ রান করতে পারত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অস্ট্রেলিয়া দলের ৩৩১ রানের মধ্যে [illegible] নর্মান ও'নীল করেন ১১৩, গ্রাউট ৫০ [illegible] ৬০, [illegible] ২৬। [illegible] গ্রাউট ০ রানে [illegible] ৭ রানের মাথায় [illegible]। [illegible] ও'নীলের [illegible]।

[illegible]

ভারত [illegible] ইনিংস [illegible]।

অস্ট্রেলিয়া [illegible] ইনিংস [illegible]।

ভারত [illegible] ইনিংস [illegible] ৬১ [illegible] ২৬ [illegible]।

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস [illegible] ১২১ [illegible] ৬২, [illegible] ২৬

[illegible]

[illegible]

**ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া**

১৯৪৭-৪৮ অস্ট্রেলিয়ায়। অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী ৪, ভারত বিজয়ী ০; ড্র—১; মোট খেলা ৫।

১৯৫৬-৫৭ ভারতে। অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী—২; ভারত বিজয়ী—০; ড্র—১; মোট খেলা—৩।

১৯৫৯-৬০ ভারতে। অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী—২; ভারত বিজয়ী ১; ড্র—২; মোট খেলা ৫।

মোট অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী—৮; ভারত বিজয়ী—১, ড্র—৪; মোট খেলা—১৩।

অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ইনিংস—

৬৭৪ রান—এডিলেড—১৯৪৭-৪৮

ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস—

৩৮১ রান—এডিলেড—১৯৪৭-৪৮

অস্ট্রেলিয়ার সর্বনিম্ন ইনিংস—

১০৭ রান—ব্রিসবেন—১৯৪৭-৪৮

ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস—

৫৮ রান—ব্রিসবেন—১৯৪৭-৪৮

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন—

১১২—এস জি বার্নস—এডিলেড—১৯৪৭-৪৮

২০১ ডি জি ব্র্যাডম্যান—এডিলেড—১৯৪৭-৪৮

১৮৫ ডি জি ব্র্যাডম্যান—ব্রিসবেন—১৯৪৭-৪৮

১৩২—ডি জি ব্র্যাডম্যান—মেলবোর্ন—১৯৪৭-৪৮

১২৭*—ডি জি ব্র্যাডম্যান—মেলবোর্ন—১৯৪৭-৪৮

১৬৩—নীল হার্ভে—বোম্বাই—১৯৫৯-৬০

১৫৩—নীল হার্ভে—মেলবোর্ন—১৯৪৭-৪৮

১১৪—নীল হার্ভে—দিল্লী—১৯৫৯-৬০

১১৫—নীল হার্ভে—বিম্বো—১৯৫৯-৬০

১০২—নীল হার্ভে—বোম্বাই—১৯৫৯-৬০

১১৩*—[illegible] [illegible] [illegible]—১৯৪৭-৪৮

১০০*—[illegible] [illegible] [illegible]—১৯৪৭-৪৮

১১৩—[illegible] ও'নীল—বোম্বাই—১৯৫৯-৬০

১১* [illegible] [illegible] এডিলেড—১৯৫৯-৬০

১০১—লেস ফেভেল—মাদ্রাজ—১৯৫৯-৬০

ভারতের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন—

১৪৫—বি এস হাজারে—এডিলেড—১৯৪৭-৪৮

১১৬—বি এস হাজারে—এডিলেড—১৯৪৭-৪৮

১১৬—এম এইচ মানকড়—মেলবোর্ন—১৯৪৭-৪৮

১১১—এম এইচ মানকড়—মেলবোর্ন—১৯৪৭-৪৮

১২৩—ডি জি ফাদকার—এডিলেড—১৯৪৭-৪৮

১০৮—এন জে কন্ট্রাক্টর—বোম্বাই—১৯৫৯-৬০

(১৯৪৭-৪৮ সালে বি এস হাজারে এডিলেডে এবং স্যার ডন ব্র্যাডম্যান মেলবোর্নে এক টেস্ট ম্যাচের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন।)

[illegible]: ভারতের দুই তরুণ খেলোয়াড় চাঁদু বোরদে ও এম এল জয়সীমা। ইডেন উদ্যানে শেষ টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে [illegible], লাঞ্চের বিরতিতে প্যাভিলিয়নে আসবার সময় গৃহীত ফটো —ফটো: দেশ

**প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক**—১৯৪৭-৪৮ সালে ডি জি ব্র্যাডম্যান ও লালা অমরনাথ, ১৯৫৬-৫৭ সালে [illegible] জনসন ও [illegible] উমরীগড় এবং ১৯৫৯-৬০ সালে রিচি বেনো ও জি এস রামচাঁদ।

### ভারত বনাম ইংলণ্ড

১৯৩২ (ইংলণ্ডে) ইংলণ্ড জিতেছে—১; ভারত জিতেছে—০; ড্র—০; মোট খেলা—১

১৯৩৩-৩৪ (ভারতে) ইংলণ্ড জিতেছে—২, ভারত জিতেছে—০; ড্র—১; মোট খেলা—৩।

১৯৩৬ (ইংলণ্ডে) ইংলণ্ড জিতেছে—২; ভারত জিতেছে—০; ড্র—১; মোট খেলা—৩।

১৯৪৬ (ইংলণ্ডে) ইংলণ্ড জিতেছে—১; ভারত জিতেছে—০; ড্র—২; মোট খেলা—৩।

১৯৫১-৫২ (ভারতে) ইংলণ্ড জিতেছে—১, ভারত জিতেছে—১; ড্র—৩; মোট খেলা—৫

১৯৫২ (ইংলণ্ডে) ইংলণ্ড জিতেছে—৩; ভারত জিতেছে—০; ড্র—১; মোট খেলা—৪

১৯৫৯ (ইংলণ্ডে) ইংলণ্ড জিতেছে—৫; ভারত জিতেছে—০; ড্র—০; মোট খেলা—৫

মোট ইংলণ্ড জিতেছে—১৫; ভারত জিতেছে—১; ড্র—৮; মোট খেলা—২৪। ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ ইনিংস—

(৬ উই: [illegible]) [illegible] ১৯৫৩ [illegible]

ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস—
(৯ উইঃ) ৪৮৫—বোম্বাই—১৯৫১-৫২
ইংলণ্ডের সর্বনিম্ন ইনিংস—
১০৪—লর্ডস—১৯৩৬
ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস—
৫৮—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫২

**ইংলণ্ডের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন—**

১০৪—টি জি ইভান্স—লর্ডস—১৯৫২
১৭৫—টম গ্রেভনী—বোম্বাই—১৯৫১-৫২
১৬৭—ওয়ালী হ্যামণ্ড—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৩৬
২১৭—ওয়ালী হ্যামণ্ড—ওভাল—১৯৩৬
২০৫*—জো হার্ডস্টাফ—লর্ডস—১৯৪৬
১৫০—লেন হাটন—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫২
১০৪—লেন হাটন—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫২
১১৯—ডি শেফার্ড—ওভাল—১৯৫২
১০৬—বি এইচ ভ্যালেন্টাইন—বোম্বাই—১৯৩৩-৩৪
১০২—সি এফ ওয়াল্টার্স—মাদ্রাজ—১৯৩৩-৩৪
১০৮—এ জে ওয়াটকিন্স—দিল্লী—১৯৫১-৫২
১২৮—টি এস ওয়ার্দিংটন—ওভাল—১৯৩৬
১০৬—পিটার মে—নটিংহাম—১৯৫৯
১৬০—কলিন কাউড্রে—লীডস—১৯৫৯
১৩১—জি পুলার—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫৯
১০০—মাইক স্মিথ—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫৯

**ভারতের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন—**

১১৮—লালা অমরনাথ—বোম্বাই—১৯৩৩-৩৪
১৬৪*—ভি এস হাজারে—দিল্লী—১৯৫১-৫২
১৫৫—ভি এস হাজারে—বোম্বাই—১৯৫১-৫২
১১৪—ভি এম মার্চেন্ট—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৩৬
১২৮—ভি এম মার্চেন্ট—ওভাল—১৯৪৬
১৫৪—ভি এম মার্চেন্ট—দিল্লী—১৯৫১-৫২
১৩৩—ভি এল মঞ্জরেকার—লীডস—১৯৫২
১৮৪—ভি মানকড়—লর্ডস—১৯৫২
১১২—মুশতাক আলী—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৩৬
১১৫—ডি জি ফাদকার—কলকাতা—১৯৫১-৫২
১৪০—পি রায়—বোম্বাই—১৯৫১-৫২
১১১—পি রায়—মাদ্রাজ—১৯৫১-৫২
১৩০*—পলি উমরিগড়—মাদ্রাজ—১৯৫১-৫২
১১২—আব্বাস আলী বেগ—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫৯
১১৮—পলি উমরিগড়—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫৯

**প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক**—(১৯৩৩ সাল—ডি আর জার্ডিন ও সি কে নাইডু; ১৯৩৩-৩৪ সাল—সি কে নাইডু ও ডি আর জার্ডিন; ১৯৩৬ সাল—জি ও এলেন ও বিজয়নগরের মহারাজকুমার 'ভিজি'; ১৯৪৬ সাল—ওয়ালী হ্যামণ্ড ও পাতৌদির নবাব; ১৯৫১-৫২ সাল—ভি এস হাজারে ও নাইজেল হাওয়ার্ড; পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের অধিনায়ক ডি বি কার; ১৯৫২ সাল—লেন হাটন ও ভি এস হাজারে; ১৯৫৯ সাল—পিটার মে ও ডি কে গাইকোয়াড়; লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের অধিনায়ক পি রায়, ম্যাঞ্চেস্টার ও ওভালে মে-র চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের অধিনায়ক কাউড্রে।

**ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ**

১৯৪৮-৪৯ (ভারতে): ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে ১; ভারত জিতেছে ০, ড্র ৪; মোট খেলা ৫।

১৯৫২-৫৩ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজে): ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে ১; ভারত জিতেছে ০, ড্র ৪; মোট খেলা ৫।

১৯৫৮-৫৯ (ভারতে): ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে ৩; ভারত জিতেছে ০; ড্র ২; মোট খেলা ৫।

মোট ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে ৫, ভারত জিতেছে ০, ড্র ১০; মোট খেলা ১৫।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সর্বোচ্চ ইনিংস—
(৮ উইঃ) ৬৪৪ রান দিল্লী ১৯৫৯
ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস—
৪৫৪ রান দিল্লী ১৯৪৮
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সর্বনিম্ন ইনিংস—
২২২ রান কানপুর ১৯৫৯
ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস—
১২৪ রান কলকাতা ১৯৫৯

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন—**

১০৭—আর জে ক্রিশ্চিয়ানি—দিল্লী—১৯৪৮-৪৯
১০১—জেরি গোমেজ—দিল্লী—১৯৪৮-৪৯
১১৫—বি এইচ প্যাইরাডিয়ো—পোর্ট অব স্পেন—১৯৫২-৫৩
১০৪—এ এফ রে—বোম্বাই—১৯৪৮-৪৯
১০৯—এ এফ রে—মাদ্রাজ—১৯৪৮-৪৯
১৬০—জে বি স্টোলমেয়ার—মাদ্রাজ—১৯৪৮-৪৯
১০৪*—জে বি স্টোলমেয়ার—পোর্ট অব স্পেন—১৯৫২-৫৩
১৫২—ক্লাইড ওয়ালকট—দিল্লী—১৯৪৮-৪৯
১০৮—ক্লাইড ওয়ালকট—কলকাতা—১৯৪৮-৪৯
১২৫—ক্লাইড ওয়ালকট—জর্জ টাউন—১৯৫২-৫৩
১১৮—ক্লাইড ওয়ালকট—কিংসটন—১৯৫২-৫৩
১২৮—ই উইকস—দিল্লী—১৯৪৮-৪৯
১৯৪—ই উইকস—বোম্বাই—১৯৪৮-৪৯
১৬২—ই উইকস—কলকাতা—১৯৪৮-৪৯
১০১—ই উইকস—কলকাতা—১৯৪৮-৪৯
২০৭—ই উইকস—পোর্ট অব স্পেন—১৯৫২-৫৩
১৬১—ই উইকস—পোর্ট অব স্পেন—১৯৫২-৫৩
১০৯—ই উইকস—কিংসটন—১৯৫২-৫৩
২৩৭—ফ্রাঙ্ক ওরেল—কিংসটন—১৯৫২-৫৩
১৪২—জি সোবার্স—বোম্বাই—১৯৫৮-৫৯
১৯৮—জি সোবার্স—কানপুর—১৯৫৮-৫৯
১০৬*—জি সোবার্স—কলকাতা—১৯৫৮-৫৯
২৫৬—আর কানহাই—কলকাতা—১৯৫৮-৫৯
১০৩—বেসিল বুচার—কলকাতা—১৯৫৮-৫৯
১৪২—বেসিল বুচার—মাদ্রাজ—১৯৫৮-৫৯
১২৩—জে কে হোল্ট—দিল্লী—১৯৫৮-৫৯
১০০—কোলি স্মিথ—দিল্লী—১৯৫৮-৫৯
১০০*—জে সলোমন—দিল্লী—১৯৫৮-৫৯

**ভারতের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন—**

১১৪*—হেমু অধিকারী—দিল্লী—১৯৪৮-৪৯
১৬৩*—এম এল আপ্তে—পোর্ট অব স্পেন—১৯৫২-৫৩
১৩৪*—ভি এস হাজারে—বোম্বাই—১৯৪৮-৪৯
১২২—ভি এস হাজারে—বোম্বাই—১৯৪৮-৪৯
১১৮—ভি এল মঞ্জরেকার—কিংসটন—১৯৫২-৫৩
১১২—আর এস মোদী—বোম্বাই—১৯৪৮-৪৯
১০৬—মুশতাক আলী—কলকাতা—১৯৪৮-৪৯
১৫০—পি রায়—কিংসটন—১৯৫২-৫৩
১৩০—পলি উমরিগড়—পোর্ট অব স্পেন—১৯৫২-৫৩
১১৭—পলি উমরিগড়—কিংসটন—১৯৫২-৫৩

ইডেন উদ্যানে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার শেষ টেস্ট খেলা শেষ হবার পর বেতার শ্রোতাদের কাছে দুই দলের অধিনায়কের বক্তব্য প্রচারের জন্য আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ অধিনায়ক রমচাঁদ ও রিচি বেনোর বক্তব্য টেপ রেকর্ডিং করে নিচ্ছেন। দুই অধিনায়কের মাঝখানে পি ডি ও ডান দিকে অস্ট্রেলিয়ার বেতার ভাষ্যকার মাইকেল চার্লটনকে দেখা যাচ্ছে। —ফটো: দেশ

১০৯—নি [illegible] হেডেন—দিল্লি—১৯৪৮-৪৯

**প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক** (১৯৪৮-৪৯ সাল [illegible]) [illegible]

**ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড**

১৯৫৫-৫৬ [illegible] নিউজিল্যান্ড [illegible] জয়ী—০, ভারত জয়ী—২, ড্র—৩; মোট খেলা—৫।

নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ ইনিংস [illegible] দিল্লি।

ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস [illegible] ডিঃ [illegible]

নিউজিল্যান্ডের সর্বনিম্ন ইনিংস [illegible]

ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস ১৩২ রান—কলকাতা।

**বিশ্ব রেকর্ড** [illegible] ভারতের [illegible] ৪১৩ রান [illegible] বিশ্ব রেকর্ড।

**নিউজিল্যান্ডের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন**

২৩০—বি [illegible] দিল্লি—১৯৫৫-৫৬

১২০—জে [illegible] কলকাতা—১৯৫৫-৫৬

১১৯—জে [illegible] দিল্লি—১৯৫৫-৫৬

১৩৭—জে [illegible] দিল্লি—১৯৫৫-৫৬

১০২—[illegible] হায়দরাবাদ—১৯৫৫-৫৬

**ভারতের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন**

২৩১—ভি এম মানকড়—দিল্লি—১৯৫৫-৫৬

২২৩—পি [illegible] হায়দরাবাদ—১৯৫৫-৫৬

২০০—পি [illegible]—১৯৫৫-৫৬

১৭৭—ভি [illegible] হায়দরাবাদ—১৯৫৫-৫৬

১৩১—ভি [illegible]—১৯৫৫-৫৬

১৭৩—বি [illegible]—১৯৫৫-৫৬

১২০—এ জি কৃপাল সিং—হায়দরাবাদ—১৯৫৫-৫৬

১১৮—বি [illegible] মঞ্জরেকার—মাদ্রাজ—১৯৫৫-৫৬

১০৯—বি [illegible] হায়দরাবাদ—১৯৫৫-৫৬

১০৪—জি [illegible] দিল্লি—১৯৫৫-৫৬

১০৬—বি [illegible] কলকাতা—১৯৫৫-৫৬

১০০—পি [illegible] মাদ্রাজ—১৯৫৫-৫৬

১০৪—[illegible]—১৯৫৫-৫৬

**প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক** (১৯৫৫-৫৬ সাল) [illegible] ভারত ও এইচ বি কেভ। [illegible] টেস্ট—উমরিগর ও এইচ বি কেভ।

**ভারত বনাম পাকিস্তান**

১৯৫২-৫৩ (ভারতে) পাকিস্তান জয়ী—১; ভারত জয়ী—২; ড্র—২; মোট খেলা—৫।

১৯৫৪-৫৫ (পাকিস্তানে) পাকিস্তান জয়ী—০; ভারত জয়ী—০; ড্র—৫; মোট খেলা—৫।

মোট পাকিস্তান জয়ী—১; ভারত জয়ী—২; ড্র—৭; মোট খেলা ১০।

পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ইনিংস ৩৪৪ [illegible]—১৯৫২-৫৩

ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস ৩৯৭ রান—কলকাতা—১৯৫২-৫৩।

পাকিস্তানের সর্বনিম্ন ইনিংস—১৫০—দিল্লি—১৯৫২-৫৩।

ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস—১০৬ লক্ষ্ণৌ—১৯৫২-৫৩।

**ভারতের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন**

১৪২—বি এস হাজারে—বোম্বাই—১৯৫২-৫৩

১১০—পঙ্কজ রায়—কলকাতা—১৯৫২-৫৩

১০২—পলি উমরিগর—বোম্বাই—১৯৫২-৫৩

১০৮—পি আর উমরিগর—পেশোয়ার—১৯৫৪-৫৫

**পাকিস্তানের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন**

১৪২—আলিমুদ্দিন—করাচী—১৯৫৪-৫৫

১০২—হানিফ মহম্মদ—ভাওয়ালপুর—১৯৫৪-৫৫

১২৪—নজর মহম্মদ—লক্ষ্ণৌ—১৯৫২-৫৩

**প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক** (১৯৫২-৫৩ সাল—লালা অমরনাথ ও এ এইচ কারদার; ১৯৫৪-৫৫ সাল—এ এইচ কারদার ও বিনু মানকড়।

* ফলো-অন [illegible] অস্ট্রেলিয়া [illegible]।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২৫শে জানুয়ারী—রাষ্ট্রপতি একাদশ প্রজাতন্ত্র দিবসে ৩১ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পদ্মবিভূষণ, দশজন পদ্মভূষণ ও ২০ জন পদ্মশ্রী লাভ করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য এক বৈদেশিক বক্তৃতায় বলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরোধ আছে, এখন পর্যন্ত তাহার মীমাংসার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষ কোনক্রমেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না।

২৬শে জানুয়ারী—আজ দশম প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সশস্ত্র বাহিনী, অসামরিক স্বেচ্ছাসেবক ও সাংস্কৃতিক দলের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

২৭শে জানুয়ারী—কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন আজ [illegible] বলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে সেনা বাহিনীতে যোগদান অনেকটা বাধ্যতামূলক করা হইতে পারে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৬২তম জন্মদিবস উপলক্ষে দুর্গাপুর ইস্পাতনগরের নাম সুভাষচন্দ্রের নাম অনুসারে রাখিবার জন্য দুর্গাপুর হইতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্দার শরণ সিংহের ২৫ হাজারও অধিক তারবার্তা প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী—শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বহুচক্রের কাহিনীর একটি অধ্যায় শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া মনে হয়। রাজ্য সরকার শীঘ্রই বহুচক্রের অন্যতম নায়ক বলিয়া কথিত গার্ডেনের কুড়মুর্তে [illegible] উচ্চপদস্থ উপর [illegible] আদালতে উপস্থিত করা হইবে না—এই মর্মে নোটিস জারী করা স্থির করিয়াছেন।

অদ্য প্রধান অর্ধকুম্ভ দিবসে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত ২০ লক্ষাধিক নরনারী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর পুণ্যসঙ্গমে পবিত্র সঙ্গমস্থলে অবগাহন করেন।

২৯শে জানুয়ারী—কলিকাতা কর্পোরেশনের ঠিকাদারদের প্রাপ্য প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার বিল জমিয়া গিয়াছে। উক্তরূপ কাজ বাবদ আর, সেই সব ভাগ্যবান ঠিকাদারেরা পরে কাজ করিয়াও বিলের টাকা আদায়ে পাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু অন্যান্য ঠিকাদারের আকাউন্টস বিভাগের গাফিলতির মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে।

৩০শে জানুয়ারী—বঙ্গদেশীয় [illegible] লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্য রাত্রিতে তাঁহার ৬৬।৩২ বলরাম [illegible] ভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭১ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

৩১শে জানুয়ারী—নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালা আজ [illegible] এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ভারত ও চীনের মধ্যে যে যুদ্ধ হইতে পারে, একথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং শীঘ্রই এই দুই দেশের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

১লা ফেব্রুয়ারী—আজ মেলা পাড়াটার সহিত সমগ্র কেরল রাজ্যের মোট ১টি জেলায় ৮৭১১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হয়। কেরলের নির্বাচনে শতকরা ৮০ জন ভোটার ভোট দান করেন। এই নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কম্যুনিস্টরাও দুই কোটির বেশি টাকা এই নির্বাচনে ব্যয় করিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন মহল অভিযোগ করিয়াছে।

সুপ্রীম কোর্টের প্রেসিডেন্টের [illegible] শ্রী কে ই [illegible] [illegible] কলিকাতায় [illegible] অভিনন্দন লাভ করেন। [illegible] হইতে [illegible] মাইল [illegible] [illegible] পাঁচটাইয়া যান।

## বিদেশী সংবাদ

২৫শে জানুয়ারী—আলজিরিয়ার [illegible] ১১ জন নিহত এবং প্রায় ১৫০ জন আহত হয়। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিবারণের জন্য আজ আলজিরিয়ায় [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রেসিডেন্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

২৬শে জানুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রেসিডেন্ট [illegible] বলেন যে, [illegible] [illegible] ও পাকিস্তানের [illegible] [illegible] প্রস্তাব করিলেন।

২৭শে জানুয়ারী—[illegible] এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রুশ প্রধান মন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার পথে ১১ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লী পৌঁছিবেন। শ্রী ক্রুশ্চেভ দিল্লীতে কয়েক দিন অবস্থান করিবেন।

আলজিরিয়ার সমস্যা লইয়া ফরাসী মন্ত্রিসভার গুরুতর মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, আলজিরিয়ার সংকটের মীমাংসার জন্য প্রেসিডেন্ট দ্য গল চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মঃ মাইকেল দেব্রে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে অনিচ্ছুক।

২৮শে জানুয়ারী—আজ [illegible] ফরাসী [illegible] বিভিন্ন চরম পক্ষপন্থী দলের প্রায় একশত জন সদস্যের বাসস্থানে হানা দেয়। খানাতল্লাসীর ফলে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কিনা বা কোন কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে কিনা, পুলিশের নিকট হইতে তাহা জানা যায় নাই।

[illegible] [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ৩০শে জুন [illegible] স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইবে। [illegible] [illegible] ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য এইখানে যে [illegible] গঠিত হইতেছে, সেই বৈঠকে সমবেত [illegible] [illegible] এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

২৯শে জানুয়ারী—প্রেসিডেন্ট [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

৩০শে জানুয়ারী—[illegible] সরকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯শে ফেব্রুয়ারী [illegible] [illegible] এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী [illegible] [illegible] [illegible]।

৩১শে জানুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

১লা ফেব্রুয়ারী—আজ [illegible] [illegible] [illegible] জানা গিয়াছে যে, আজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৮০০ জনেরও অধিক [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] হইয়া [illegible] আলজিরিয়ায় [illegible] বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

# পিয়ার্স

সুন্দরী
মহিলাদের
ঐতিহ্য!

পিয়ার্স সাবান—বিশুদ্ধ গ্লিসারিনযুক্ত সৌন্দর্য সাবান—আপনার ত্বকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত নিরাপদ। সুতরাং পিয়ার্স সাবান আপনার সৌন্দর্যচর্চার নিত্য সাথী হোক। শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও পিয়ার্স আদর্শ।

পিয়ার্স ট্যালকাম, এত মনোরম মৃদু সৌরভের, এত অপূর্ব সুন্দর—আপনাকে সারাদিন সতেজ, সুন্দর রাখে। সুদৃশ্য রঙিন লাল-সবুজ-সোনালী টিনে পিয়ার্স ট্যালকাম কিনুন।

PSTP. 1-X52 BO

এ এণ্ড এফ. পিয়ার্স লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

REG. NO. C. 2309

ফিনিক্স দ্বারা পরিকল্পিত বস্ত্র যদি
আপনি ব্যবহার করেন, তবে তা যে
সুরুচি ও মর্যাদা সম্পন্ন হবে সেবিষয়
আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

# রুইয়া বস্ত্র

রুইয়া বস্ত্র বহুপ্রকার আকর্ষণীয়
ডিজাইন, বিচিত্র রঙ ও শেডে
পাওয়া যায়। ফিনিক্স মিলের ভয়েল
প্রিন্ট ও লেনো সত্যিকারের
সৌন্দর্যের পথপ্রদর্শক।

দি ফিনিক্স মিলস্ লিমিটেড,
লোয়ার প্যারেল, বম্বে-১৩

শনিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 13th February, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১৫

হাতের কাছে

ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইলস-এর ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই

CAP/৩৪২

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

॥ মিত্র-ঘোষের সাহিত্য-নিবেদন ॥

**অবধূতের অসমসাধারণ বই**

# দুই তারা

সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের
মতই চিরস্থায়ী এর আসন
চতুর্থ মুদ্রণ

---

সেই চিরকাল

খোয়াই

রেণু তোমার মন ২॥

---

মিলনান্তক

তরঙ্গের পর

পরিশোধ

---

ছাড়পত্র ৪॥

প্রত্যর্পণ ৩৲

উত্তরফাল্গুনী ৬॥

---

শ্রীমতী কার্তের ৪৲

মায়ের বাঁশী

বাসকসজ্জিকা ৪৲

নিরক্ষর

নাগরিকা

অগ্নিসম্ভব

---

**অকারণের পথ ৪॥৩**

---

গৌরীগ্রাম মালঞ্চীর কথা

শ্রীলতা ও সম্পা বর্ষাবিজয় ৩৲

---

# সাত পাকে বাঁধা ৪॥

পঞ্চতপা (২য় সং)

সমুদ্র সফেন (২য় সং)

নবনায়িকা (২য় সং)

---

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ৫৲

আধুনিক বাংলা কাব্য ৬৲

---

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

দীনেন্দ্র রায়ের আর্মেনিয়া কার্টার সিরিজ

| | |
|---|---|
| রূপসী কারাবাসিনী | ২·৫০ |
| টাকার কুমীর | ২·৫০ |
| রূপসীর শেষ শত্রু | ২·৫০ |
| রূপসী বন্দিনী | ২·৫০ |
| রূপসী নিষ্কৃতি | ২·৫০ |
| রূপসী ছলনা | ২·৫০ |
| রূপসী ফাঁদ | ২·৫০ |
| রূপসীর সংকট | ২·৫০ |
| রূপসী সর্বনাশী | ২·৫০ |
| জাহাজডুবি | ২·৫০ |

দীনেন্দ্র রায়ের

## মানকীতে বজ্রাঘাত ৩·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

## কোপাই নদীর মেয়ে ৫৲

যক্ষ্মারোগ ও প্রতিকার ২৲

নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত
কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত

# চৈতন্য চরিতামৃত

আদি, মধ্য, অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণ বিরাট ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। মূল শ্লোক, টীকা, অনুবাদ, পয়ার ও কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ ও বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত। মূল্য—১১৲

## সাধক কণ্ঠহার ১৷৷৹

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী সম্বলিত শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ গানের নিত্য প্রয়োজনীয় নূতন গ্রন্থ।

রুই মিসার

মহাজিজ্ঞাসা ১ম ৫৲, ২য় ৫৲

সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| স্বদেশ ও সাহিত্য | ২·৫০ |

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রণীত

| | |
|---|---|
| তরুণের স্বপ্ন | ২·৫০ |
| নূতনের সন্ধান | ২৲ |

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

| | |
|---|---|
| সাহিত্যের স্বরূপ | ২·৫০ |

অমলেন্দু দত্ত অনূদিত উপন্যাস

| | |
|---|---|
| নগরীতে ঝড় | ৫·০০ |
| বন্দিনী ঘর | ৩·৫০ |

শ্রীগুরু লাইব্রেরী.
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি—৬

প্রকাশিত হল

প্রফুল্ল রায় প্রণীত

# রূপসী রমন

মূল্য ৩·০০

প্রফুল্ল রায় এক নতুন পটভূমিকা রচনা করেছেন। সেই পটভূমিতে নানা অঞ্চল থেকে মানুষের আত্মার সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। সেই সব ... রূপসীর মন।

## অন্যান্য গ্রন্থ ॥ রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা

... সুধাময় ... আলোক সুর ... সাপের মাথায় মণি ... বড়োমামা ... ৩·৫০ প্রবন্ধ সংকলন ... উপকণ্ঠ ...

# উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র

সুকুমার মিত্র

একাডেমি বুক হাউস
... কলেজ স্ট্রীট
মার্কেট
কলিকাতা ১২

সদ্য প্রকাশিত

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস

# জলকমল

দাম তিন টাকা

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপন্যাস

# মানসী

দাম চার টাকা

অন্যান্য বই

সুবোধ ঘোষের বর্ণালী (উপন্যাস) ... অন্ধকার ... দেওয়াল লিপি ... অপরাজিতা ... মায়ক নায়িকা ... কাচের পুতুল (উপন্যাস) ... অস্তরমহী (উপন্যাস) ... গ্রন্থি (উপন্যাস) ... সেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজার, যাজ ইউ লাইক ইট, ম্যাকবেথ, মার্চেন্ট অব ভেনিস (অনুবাদ ...) প্রত্যেকটির দাম দুই টাকা

প্রকাশক:
বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আফ্রিকার কলেজের সমস্যা— | ... ... ... | ৮৯ |
| প্রসংগত— | ... ... ... ... | ৯০ |
| আলোচনা— | ... ... ... ... | ৯১ |
| বিশ্ববৈচিত্র্য— | ... ... ... ... | ৯৪ |
| শেষ গল্প—[illegible] | ... ... ... | ৯৭ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত | .. ... ... | ১০৩ |
| তুমি যদি হতে (কবিতা)—শ্রী[illegible] | ... | ১০৬ |

[illegible]-এর

**প্রবৃত্তি**

আমাদের বই

[illegible] ও [illegible]

**৭ই মাসের বই**

[illegible]-এর নতুন উপন্যাস

ওরা সব পারে ২·৫০

**পুনর্মুদ্রিত**

[illegible]-এর

[illegible] ২·[illegible]

[illegible]

[illegible] ৩·০০

[illegible]

[illegible] ২·[illegible]

## প্রেমেন্দ্র মিত্রের বই

[illegible]

**আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার মতামতের কতকাংশ :**

[illegible]

**আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :**

[illegible]

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

গ্রাম : কালচার   ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭   ফোন : ৩৪-২৬৪১

(সি ২১০২)

আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নির্ভয়ে এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর দুর্বলাবস্থা দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

# ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বনকন্যা (কবিতা)—শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায় | ... | ১০৫ |
| শাপভ্রষ্ট (কবিতা)—শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় | ... | ১০৬ |
| দণ্ডকারণ্যে—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ... | ১০৭ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র ... | ... | ১১৩ |
| নবম তুলের কথা—শ্রীঅপর্ণা রায় .. | ... | ১২১ |
| প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ... | ১২৫ |
| বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ... | ১৩১ |


[illegible]

নিশাচরের

[illegible] রোমাঞ্চকর অপূর্ব নতুন উপন্যাস

ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪্

মুলতার বিয়ে (যন্ত্রস্থ)

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
[illegible] অপূর্ব উপন্যাস
নিশিপদ্ম ৫॥

আশাপূর্ণা দেবীর
[illegible] নতুন উপন্যাস
কল্যাণী ৩্

বাংলার বার্নার্ড-শ প্রমথনাথ বিশী রচিত

অমনোনীত গল্প ৩্

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

প্রগতিশীল সাহিত্য

নীহাররঞ্জন রায়
সাহিত্যবীক্ষা ৩্

নরহরি কবিরাজ
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা ৫্

অরুণ চৌধুরী
সীমানা ১·৭৫

মণি ভৌমিক
চৈত্রদিন ৪্

অমরেন্দ্র ঘোষ
চরকাশেম ৩·৭৫

[illegible] চট্টোপাধ্যায়
ক'টি কবিতা ও একলব্য ২্

[illegible]
ভাগনা দিঘির মাঠে ১·৭৫

[illegible]
একমনে ২্

[illegible] মজুমদার
কাঞ্চনকন্যার ঘুম ভাঙবে ১·৭৫

[illegible] মুখোপাধ্যায়
আমার দেখা চীনের গণ-
কমিউন ০·৬৫

শচীন সেনগুপ্ত
অবিস্মরণীয় চীন ৩্

[illegible]
ও [illegible] রায়
অবিস্মরণীয় কয়েকটি দিন ১্

[illegible]
[illegible]
১৮৫৭ ও বাংলাদেশ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
প্রাইভেট লিঃ
১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
১২, বঙ্কিম চাটুর্জে স্ট্রীট, কলি-১২

ঘন, সতেজ ও পরিপাটী

কেশগুচ্ছের জন্য

টাটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

- সহজে বারে বারে চুল পরিষ্কার করা যায়
- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- চুল ও চুলের গোড়া নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়
- সহজে ধুয়ে ফেলা যায়
- চুল কালো কুচকুচে দেখায়

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ... | ১৩৯ |
| চিত্রপ্রদর্শনী— | ... | ১৪৩ |
| শ্রীমেবাসে— | ... | ১৪৬ |
| পুস্তক-পরিচয়— | ... | ১৪৭ |
| রঙ্গজগৎ—[illegible] | ... | ১৫০ |
| খেলার মাঠে—[illegible] | ... | ১৫২ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... | ১৫৩ |



নতুন বই। নতুন বই। নতুন বই।

[illegible]
মৌন নূপুর ... ৪·৫০

[illegible]
তৃতীয় ভুবন ... ৪·৫০

[illegible]
পরম্পরা ... ৪·০০

[illegible]
পাকাধানের গান
[illegible]

[illegible]
ডাক্তারের ডায়েরী ... ৬·০০

[illegible]
আবার জীবন ... ৫·৫০

[illegible]
প্রবাসের জার্নাল ... ৬·০০

[illegible]
মন্বন্তর ... ৭·০০

[illegible]

# রূপসী নগরী

● [illegible] ●

[illegible]
● সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৪·০০

[illegible]
● সাহিত্য চিন্তা ৪·০০

[illegible]
● গণতন্ত্র প্রসঙ্গে ২·০০

[illegible]
● ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র ২·৫০

[illegible]
● অ্যালবার্ট হল ৪·৫০
● প্রিয়তমের চিঠি ৩·০০

[illegible]
● লঘুপাক ৩·০০

[illegible]
● চড়াই উৎরাই ৩·০০

মিত্রালয় : ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২



নব প্রকাশিত পৃথিবীর অমূল্য গ্রন্থ

VEDANTA PHILOSOPHY

স্বামী অভেদানন্দ

[illegible]

## ॥ মন ও মানুষ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

[illegible]

## স্বামী অভেদানন্দ

[illegible]

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

| | |
|---|---|
| [illegible] | ৬·০০ |
| [illegible] | ৬·০০ |
| [illegible] ও [illegible] | ২·৫০ |
| [illegible] | ২·০০ |
| [illegible] | ২·৫০ |
| [illegible] | ২·০০ |
| [illegible] | ২·০০ |
| [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | ২·০০ |
| [illegible] | ১·০০ |
| [illegible] | ২·০০ |
| [illegible] | ২·০০ |
| [illegible] | ২·৫০ |
| [illegible] ও [illegible] | ১·০০ |

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

[illegible]

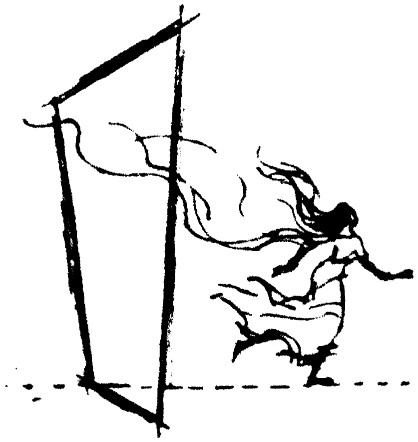

নির্বাস

নিও-লিটের নতুন বই

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অমিয়ভূষণের নাম আজকে প্রথম শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত। বিদগ্ধ সমালোচক এবং রসজ্ঞ পাঠক ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণকে বাংলার সেরা স্মরণ করেন। অমিয়ভূষণের শিল্পসৃষ্টি একাধারে যেমন অতীতের রোমান্টিক পটভূমিকায় বিচিত্র জীবনে চরিত্রের সন্ধান পেয়েছে, অপর দিকে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূখণ্ডের জনজীবনকে কেন্দ্র করে আপন সৃষ্টিক্ষমতাকে উদ্ভাসিত করেছে। একটি বলবার জীবনবোধ, মহৎ ঔপন্যাসিকদের যা শক্তিশালী করে অমিয়ভূষণের শিল্প-সৃষ্টিতে তারই স্বাক্ষর উজ্জ্বল করেছে।

'নির্বাস' অমিয়ভূষণের চতুর্থ উপন্যাস। ৩·৫০

**নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ**
১নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯

---

নতুন মুদ্রণ

সুবোধ ঘোষের

# ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান
**সপ্তম সংস্করণ**
দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশনা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# প্রেমের গল্প

লেখকের নিজের বাছাই করা ১২টি
প্রেমের গল্পের শ্রেষ্ঠ সংকলন

দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ১·২৫ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ৩·৫০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 13th February, 1960

[illegible]
শনিবার ৩০ মাঘ, ১৩৬৬ সাল

## "অতিকায় কলেজের" সমস্যা

দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজাইতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে সব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান হইতেছে কলিকাতার সাতটি অতিকায় কলেজের সমস্যা। সম্প্রতি মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত [illegible] কমিটি ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে এক রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। কিন্তু ইহার আগেও [illegible] এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু [illegible] "অতিকায় কলেজের" সমস্যা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু এই [illegible] হইয়াছে কিন্তু সরকারের [illegible] এই অতিকায় [illegible] যে একটি [illegible] হইল না [illegible] এসব কারণে অতিকায় কলেজগুলি [illegible] ছাত্রদের একটি হইতেছে এই অতিকায় কলেজগুলির [illegible] ইহার সরকারের [illegible] শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক যখন [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইত তখন এই সব কলেজ অল্প বেতনে শিক্ষাদানের [illegible] আসিয়াছে। সরকারী সাহায্য পায় নাই বলিয়াই ইহাদের নির্ভর করিতে হইয়াছে ছাত্রবেতনের উপরে। আর ছাত্রবেতনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে বলিয়াই ছাত্রসংখ্যা বাড়াইতে হইয়াছে। প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে কলিকাতার সাতটি কলেজ 'অতিকায় কলেজ' নামে অখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ইহাদের একুনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে বিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর উপরে। [illegible] যাইবে। যাই হোক এখন অবস্থার পরিবর্তন [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [illegible] গ্রহণ করিতে [illegible] হইবে না যে, [illegible] অতিকায় কলেজগুলি স্বাভাবিক [illegible] করিবে।

এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কমিটি যে-সব সুপারিশ করিয়াছে [illegible]

[illegible]

এইভাবে বিচার করিতে গিয়া [illegible] কমিশন [illegible] সাতটি কলেজের [illegible] ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্য [illegible] উপর [illegible] কলিকাতায় নূতন [illegible] কলেজ ও [illegible] কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া কলিকাতার উপকণ্ঠে আরো [illegible] কলেজ [illegible] স্থাপিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করে [illegible] কমিশন। কমিশনের সদস্যগণ মনে করেন যে এইভাবে কলেজের উপর হইতে শিক্ষার্থীর চাপ কমাইতে পারিলে, ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ১ : ২০ তে নামাইয়া আনিতে পারিলে শিক্ষার মানের উন্নতি সম্ভব।

[illegible] কমিশন আরো ব্যাপকভাবে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে—নূতন ব্যবস্থাতে সম্পূর্ণ ফলোদয় হইবে না, যদি না সেই সঙ্গে বহুতর কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এমন অনেক ছাত্র আছে যাহারা উচ্চতর বিদ্যালাভের আশায় কলেজে ভর্তি হয় না, জীবিকা অর্জনের জন্য একটি ডিগ্রী লাভের আকাঙ্ক্ষাই তাহাদের কলেজে টানিয়া আনে। এখন কলেজে প্রবেশের আগেই তাহারা যদি কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সুযোগ পায় তবে সে সুযোগ নিশ্চয় তাহারা গ্রহণ করিবে। ইহাতে কলেজের উপরে চাপ কমিবে। কিন্তু কারিগরি [illegible] ছাত্রের সংখ্যা স্মরণ করিলে বেশি আশান্বিত হইবার কারণ দেখি না। একমাত্র উপায় হইতে পারে প্রচুর সংখ্যক কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন। কিন্তু ইহাতেও একটি সমস্যা দেখা দিবে। দেখিতে হইবে যে এখন যেমন বি-এ পাশ বেকার সৃষ্টি হইতেছে তখন যেন কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিত বেকার না সৃষ্টি হয়। কারিগরি বিদ্যালয় ও দেশের শিল্পব্যবস্থার মধ্যে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক এবং [illegible] কমিশনের অধিকার বহির্ভূত। তৎসত্ত্বেও বিষয়টির সম্যকরূপে স্মরণ করিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত।

আর একটি উপায় অবলম্বন করিলে কলেজের উপর অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপ কমিবার সম্ভাবনা আছে মনে হয়। [illegible] সরকারী [illegible] চাকুরীর [illegible] হইবে না এমন একটি পরিকল্পনা নাকি সরকারের মাথায় আছে। ইহা কতদূর সত্য জানি না কিন্তু মনে হয় যে, পরিকল্পনাটি সম্ভাবনাপূর্ণ। স্কুল ফাইনাল পাশ ছাত্রেরা [illegible] বিবেচিত হইলে সরকারী নিয়োগ প্রার্থীরূপে পরীক্ষা করিয়া নিয়োগ করিতে পারে। ইহাতেও চাপ কমিবে।

অতিকায় কলেজগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার সমস্যা [illegible]। প্রত্যেক কলেজে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। ছাত্রেরা যাহাতে স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার পরেই কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে, কিম্বা প্রস্তাবিত পরিকল্পনানুযায়ী সরকারী চাকুরিতে ঢুকিয়া পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এইভাবে [illegible] ছাত্র সমস্যাকে [illegible] হইতে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিলে তবেই [illegible] কমিশনের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে বলিয়া মনে হয়।

# প্রসঙ্গত

এবারের সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে কেরালের নির্বাচন। গত নির্বাচনে কেরলে কম্যুনিস্ট দল জয়লাভ করেছিল এবং মাত্র দুটি ভোটের গরিষ্ঠতায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করতেও সক্ষম হয়েছিল। আটাশ মাস মন্ত্রিত্বের পরে সেই মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে বিরুদ্ধপক্ষীয় সমস্ত দল ঐক্যবদ্ধ হয়। আন্দোলন এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রপতি অবশেষে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিমণ্ডল ভেঙে দিতে বাধ্য হন। তারপরে এই নির্বাচন।

এই নির্বাচনে একদিকে একক কম্যুনিস্ট দল, অন্যদিকে কংগ্রেস, প্রজা-সোস্যালিস্ট দল এবং মুসলিম লীগের সম্মিলিত ফ্রন্ট। আর-এস-পি, কর্ণাটক সমিতি, জনসংঘ, লোহিয়া সমাজতন্ত্রী ও কে-এস-পি এই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এরা পৃথকভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে কে-এস-পি, লোহিয়া সমাজতন্ত্রী ও জনসংঘ একটি আসনও লাভ করতে পারেনি। আর-এস-পি ১৮ জন দাঁড় করিয়ে ১টি, কর্ণাটক সমিতি ২ জন দাঁড় করিয়ে ১টি এবং স্বতন্ত্র ৩৯ জন (এর মধ্যে ১৫ জন কম্যুনিস্ট সমর্থিত) দাঁড়িয়ে ৪টি আসন পেয়েছে। এই ৪ জনের মধ্যে ৩ জন কম্যুনিস্ট-সমর্থিত।

•

এই নির্বাচনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চারটি দল। তার মধ্যে কংগ্রেসের সাফল্যই সবচেয়ে লক্ষণীয়। কংগ্রেস ৮০ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ৬৩টি আসন পেয়েছে। মোট ভোট-সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৯১ হাজার ২১৪। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ১২৪ জন দাঁড় করিয়ে ৪৩টি আসন লাভ করেছিল। মোট ভোট-সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ২ হাজার ১৫৭। অর্থাৎ গতবারের চেয়ে এবারে আসন বেশি পেয়েছে ২০টি কিন্তু মোট ভোট-সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার। ৩৩টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন ৬৩ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন পেয়েছিল মাত্র ৯টি। ভোট-সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৬১। এবারে ৩৩ আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন ৩৩টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন হাজার ২৯। মুসলিম লীগের এবারকার ফলই সবচেয়ে সন্তোষজনক। ১২টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ১১টি আসন লাভ করেছে। ভোট-সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯২৫।

কম্যুনিস্ট দল ১০০টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ৬০টি আসন লাভ করেছিল। ভোট-সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৪৭। এবারে ১০৮টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন পেয়েছে মাত্র ২৬টি, কিন্তু মোট ভোট-সংখ্যা উঠেছে ২৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৩৯।

গতবারের কংগ্রেসের পরাজয়ের সঙ্গে এবারের কম্যুনিস্ট দলের পরাজয়ের বিশেষ [illegible] আছে।

•

এই নির্বাচন ভারতবর্ষের পার্লামেন্টারি [illegible]। গত ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষে এই [illegible] রাজ্যেই কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। [illegible] মন্ত্রিমণ্ডল [illegible] কংগ্রেসের [illegible]। [illegible] এই নির্বাচনে কেরলে কম্যুনিস্ট দল [illegible] কম্যুনিস্ট [illegible] এবং কম্যুনিস্ট [illegible] কার্যকলাপ [illegible] নয়, [illegible] উঠল।

এবার কংগ্রেসও [illegible] মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচন [illegible] কম্যুনিস্ট দলকে হারাবার জন্য এবারে [illegible]। কংগ্রেসের [illegible] আশঙ্কা [illegible] মুসলিম লীগের এই পুনরভ্যুত্থান কে জানে, আবার কি নতুন বিপত্তির সৃষ্টি করে!

•

কম্যুনিস্ট দলের পক্ষে যত দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যজনকই হোক না কেন, এই পরাজয় তাঁদের প্রাপ্য ছিল। কম্যুনিস্ট দলের নিচের তলা অত্যন্ত মজবুত সন্দেহ নেই। কিন্তু উপরতলার নেতৃত্ব অত্যন্ত হঠকারী এবং অদূরদর্শী। যারা পঞ্জিকা না দেখে কোনো কাজ করে না তাদের যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলা যায়, তাহলে এঁদের সম্বন্ধেও সেই বিশেষণ সমভাবে প্রযোজ্য। এঁদের নিজস্ব চিন্তার কোনো বালাই নেই। মস্কো, পিকিং এবং [illegible] এবং [illegible] তৃতীয় ইন্টার-ন্যাশনালের নির্দেশই এঁদের [illegible]। এঁরা যা নেই তাকেও [illegible]। অর্থাৎ যা [illegible] নেই, তৃতীয় ইন্টার-ন্যাশনালের নির্দেশও না, তার কোনও অস্তিত্ব নেই। আর যা আছে তা [illegible]। যদি লেখা থাকে কোনো কম্যুনিস্ট দেশ কখনই পরাজয় স্বীকার করতে পারে না, তাহলে [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] [illegible] করেননি।

[illegible] কম্যুনিস্ট দলও এই অদূরদর্শিতার [illegible] হল।

•

[illegible] কংগ্রেস দলের [illegible] [illegible] এই একই নামে একই রকম উৎসব করেছিল। [illegible]

কংগ্রেসের, অথবা কোনো রাজনৈতিক দলেরই সাফল্য অন্যের পরাজয়ের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে একান্তভাবে তার নিজের কর্মতৎপরতার উপর। [illegible] নিষ্ক্রিয়, তার একটি [illegible] ভিত্তির উপর [illegible] নয়। ভারতবর্ষে কম্যুনিজমের যদি প্রয়োজন না থাকে, কম্যুনিস্ট দলের সৃষ্টিও হবে না। আর যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে নির্বাচনে হারিয়ে তাকে ঠেকানো যাবে না। কংগ্রেসের [illegible] আত্ম-সমীক্ষা এবং আত্মপ্রতারণাহীন সংশোধন ও সংস্কারের প্রয়োজনই সর্বাগ্রে।

# আলোচনা

**মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস**

সবিনয় নিবেদন,

[illegible]

(১) [illegible]

[illegible]

(২) [illegible]

---

নাভানার বই

## এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[illegible] দাম : তিন টাকা।

## চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ

[illegible] দাম : তিন টাকা।

## সমুদ্র-হৃদয় ॥ প্রতিভা বসু

[illegible] দাম : চার টাকা।

## ফরিয়াদ ॥ দীপক চৌধুরী

[illegible] দাম : চার টাকা।

**নাভানা**

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রমথ বিশুবাবুর সমস্ত অভিযোগের অব্যবহিত পরবর্তী উক্তি: তাই সমস্ত কাব্যের [illegible] বাংলা জগতে নবীন কবিই [illegible] সমালোচনের স্থান নেই, [illegible] কারণে শিক্ষাদের বড় [illegible] নয়, [illegible] অথবা [illegible] সমস্ত [illegible]। এই অনুচ্ছেদ পর পর এগুলি কথায় সহজবোধ্য। প্রথম অভিযোগটি তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের অনেক শিক্ষকের প্রতি ইঙ্গিত এবং শেষেরটি তুলনামূলক বিচারের উপরেই আক্রমণ। নিতান্ত তুচ্ছ হলেও এই কথাটি উত্থাপন করতে চাই, [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] প্রকাশ করেন। অনর্থক [illegible] মহাশয় একবার যদি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অথবা বিভাগীয় শিক্ষকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, তবে লক্ষ্য করবেন [illegible] ঐ বিভাগে [illegible] অর্থ হয়।

(২) [illegible] Stress-accent-এর [illegible]

(৩) Anima Mundi [illegible] objective correlative [illegible]

(৪) [illegible] থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিয়ে তিনি নিজের


# অবধূত

## কলিতীর্থ কালিঘাট

সপ্তম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়

[illegible]

দাম : ৯.০০

## ক্রীম

নবতম গ্রন্থ । প্রকাশের অপেক্ষায় ।

[illegible] নবতম গ্রন্থ—[illegible]

## ক্রীম

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

২, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অধ্যাপক [illegible]

# কুমুদরঞ্জনের, কাব্যবিচার

(অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভূমিকাসহ)

মূল্য : ২.৭৫

# প্রাচীন কাব্য

# (সৌন্দর্য্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

(ডঃ [illegible] মহাশয়ের ভূমিকাসহ)

[illegible] বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এক অসামান্য সংযোজন।

"......[illegible] মহাশয় অনেকখানি নতুন দৃষ্টি নিয়ে এসেছেন [illegible] প্রাচীন কাব্যের অনেক অংশ সম্বন্ধেও তিনি [illegible] কয়েকটি কথা বলতে পেরেছেন।" —আনন্দবাজার

"Because of his clarity of understanding he had expressed himself in so nice a way that it is a joy to be in his company.....All university students will find the book to be most useful and usable. It is an excellent reference book as well." — Amrita Bazar

মূল্য : ৮.

॥ গ্রন্থনিলয় ॥ ১৭২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

[illegible] Bosanquet-এর History of Æsthetic [illegible] Paradise Lost সম্বন্ধে Johnson-এর 'The reader finds no transaction in which he can be engaged' [illegible]

(৫) [illegible]

(৬) [illegible]

(৭) [illegible] Esemplastic Imagination-এর [illegible] fancy [illegible]

(৮) [illegible]

[illegible]

ইং—আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।


॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥

বিনয় ঘোষের

**বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**

॥ ১ম খণ্ড ঃ ৩·৫০ ॥ ২য় খণ্ড ঃ ৭·০০ ॥ ৩য় খণ্ড ঃ ১২·০০ ॥

[illegible] **সাগর-সঙ্গমে** ৩·৫০ ॥ [illegible] **জীবনতীর্থে** ৪·০০ ॥ [illegible] **রাজা ও রাণী** ৩·০০ ॥ [illegible] **কথাচতুষ্টয়** ৬·০০ ॥ [illegible] **ত্রিদশদ্দ** ৪·০০ ॥ [illegible] **শিকার ও শিকারী** ৩·৫০ ॥ [illegible] **নন্দন্তী** ৩·০০ ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
॥ স্বর্গ মর্ত্য ॥ ৮·৩০ ॥

[illegible] নতুন উপন্যাস
॥ [illegible] ॥ ৪·০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
॥ [illegible] ॥ ৪·০০ ॥

জরাসন্ধের
**তামসী** (৩য় মুঃ) ৩·৫০ ॥ **লৌহকপাট** (১ম খণ্ড) ৩·৫০ ॥
**লৌহকপাট** (২য় খণ্ড) ৩·৫০ ॥
**লৌহকপাট** (৩য় খণ্ড) ৫·০০

॥ মনোজ বসুর ॥

● **রক্তের বদলে রক্ত** ॥ ২·৫০ ॥
[illegible]

● **মানুষ নামক জন্তু** ॥ ৩·০০ ॥
[illegible]

প্রকাশের পথে—

**পূর্ব-পার্বতী** ৮·৫০ [illegible] **পায়ের পাখি** ১·০০ ॥

পুনর্মুদ্রণ—

**মহানগরী** (১ম খণ্ড) [illegible] ॥ [illegible] ১০·০০ ॥ **দেবতাত্মা হিমালয়** [illegible] (১ম খণ্ড ঃ ৮·৫০) (২য় খণ্ড ঃ ১০·০০) [illegible] ৩·৫০ ॥ **তোতাই-তলির মানস সরোবর** [illegible] (১ম স্তবক ঃ ৫·০০) (২য় স্তবক ঃ ৩·৫০) **কথা ও প্রথম** [illegible] ৫·০০ ॥ **বন্ধা ক্যাম্প** [illegible] ৩·৫০ ॥ **ঠিকানা বদল** [illegible] ৫·০০ ॥ **ডাক দিয়ে যাই** [illegible] ৩·০০ ॥ **বনফুলের কাব্যকবিতা** [illegible] ৬·৫০ ॥ **বাংলা গল্প বিচিত্রা** [illegible] ৪·০০ ॥ **ইয়োরোপা** [illegible] ২·৫০ ॥ **ঝাঁপিয়রের সাথি** [illegible] ৪·০০ ॥ **হঠাৎ আলোর ঝলকানি** [illegible] ২·৫০ ॥ **একটি নমস্কারে** [illegible] ৭·০০ ॥ **বিজন বিভুঁই** [illegible] ৬·০০ ॥ **বাস্তা** [illegible] ২·০০ ॥ **কাজের খাবী** [illegible] ৩·০০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা বারো ॥

# বিশ্ব-বিচিত্রা

[illegible] ধর্মযাজকের [illegible] বিচিত্র ঘটনার নজিরও পাওয়া যায়। সম্প্রতি উত্তর ইটালীর [illegible] নামক শহরে কোন এক ধর্মযাজক এক শ্রমিকের হাতে একটি হাতঘড়ি দিয়ে [illegible] শ্রমিকটি [illegible] পরে হয়তো ঘড়ি [illegible] চিনতে পারে। এর ধারণা হয় যে, ধর্মযাজক কোথাও থেকে কুড়িয়ে পেয়ে ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে ওটা তার সম্পত্তি জানতে পেরে দিয়ে এসেছেন। শ্রমিকটি যখন বাজারে [illegible] তার ঐ ঘড়িটি চুরি হয়ে যায়। ধর্মযাজক [illegible] শ্রমিকের ধারণা ভুল, প্রকৃতপক্ষে যে লোকটি ঐ ঘড়ি চুরি করেছিল সেই তার হাতে দিয়েছে ফিরৎ দেবার জন্য। ঘড়িটি চুরি করার পর সেই চোর [illegible] বিবেকের দংশনে [illegible] রাতে [illegible] ঘুমোতে পারত না। ঘুমের ঘোরে কেবল ঘড়ির স্বপন এবং ঘুম ভাঙার পরও মাথার মধ্যে কেবল ঘড়ির টিকটিক শব্দ [illegible] অবশেষে [illegible] সে ঐ ধর্মযাজকের কাছে এসে তার অপরাধ স্বীকার করে ঘড়িটি তার মালিককে ফিরৎ দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। যাতে [illegible] হাত থেকে রেহাই পেয়ে শান্তিতে নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে পারে।

এক বৃটিশ [illegible] সৈন্য ১৯৩৮ সালে [illegible] এক বৎসর নিখোঁজ থাকার পর নিজের বাহিনী ত্যাগ করে ইটালীর বাহিনীতে যোগদান করে। পরে ১৯৫০ সালে সে এক ইটালীয়ান মেয়েকে বিয়ে করে [illegible] বাস করতে থাকে। এর এক বৎসর পর সে উত্তরাধিকারী সূত্রে তার স্ত্রীর পাওয়া একটি ক্ষেতের মালিক হয়ে বসে এবং সন্তানাদি পরিবৃত হয়ে সেই ক্ষেত থেকেই নিজেদের ব্যবস্থা বেশ স্বচ্ছল করে তোলে। কিন্তু তার মনের গভীরে সব সময়েই [illegible] করতে থাকে এই চিন্তা যে সে তার নিজের দেশকে পরিত্যাগ করেছে। শেষ পর্যন্ত বিবেকের তাড়না এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, সে আর থাকতে না পেরে স্ত্রীকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যায় এবং আত্মসমর্পণ করে। কোর্ট মার্শালের বিচারে [illegible] এক বৎসর কারাদণ্ড [illegible] হয়।

[illegible]

[illegible]

বিবেককে দমন করে এই সান্ত্বনা নিয়ে যে [illegible] তার পরিবারের সকলে হয়তো [illegible] বাহিনীর [illegible] মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে গিয়েছে। এই ভেবে [illegible] অবলম্বন করে সে এই কথাই মনে করে নেয় যে, [illegible] লোক এই [illegible] জীবন দিয়ে গেছে। এর পর একজন [illegible] এর [illegible] হয়। এই উপায়ে [illegible] হাত থেকে [illegible] পায়।

[illegible]

[illegible]

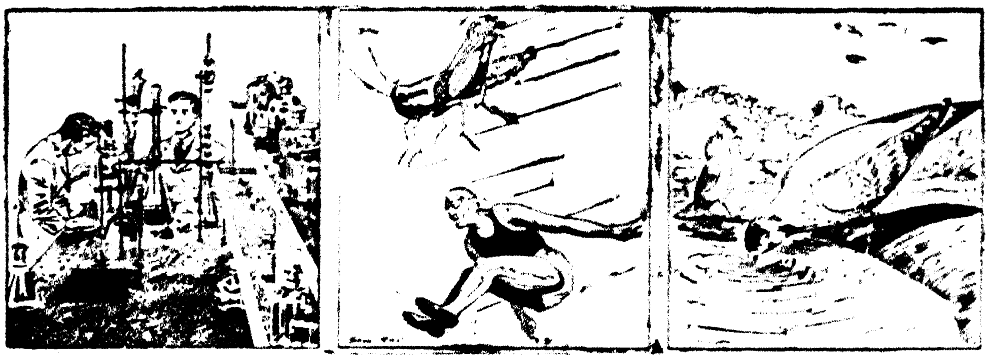

(১) (২) (৩)

(১) মানুষ যদি বর্তমান সময়ে এবং আগামীকাল শান্তি ও উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়, যেমন ব্রত রয়েছে যুদ্ধ এবং ধ্বংসের কাজে, তাহলে, বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীতে কোন রোগই অজেয় থাকবে না এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রচুর খাদ্য ও থাকবেই তাছাড়া অন্যান্য আরো অনেক প্রকার সুখও থাকবে। (২) পংগপালের যা দেহ সেই অনুপাতে একজন ছ'ফিট দীর্ঘ মানুষ তিন শ' ফিট দীর্ঘ লম্ফনে সক্ষম হতে পারে। (৩) বিশেষজ্ঞদের মতে পাখীর কোন স্বাদ বা ঘ্রাণ শক্তি নেই এবং একমাত্র পায়রাই জলশোষণ করে পান করে। অন্য সব পাখী ঘাড়টা তুলে জল গিলে নেয়।

[illegible]

ত্রিবেণীর বই — প্রকাশিত হল — সব বই-ই ভাল

[illegible] গ্রীষ্মবাসর

| | | |
|---|---|---|
| শ্রাবণ প্রিয় | রমাপদ চৌধুরী। | ৩·০০ |
| কন্যাকারা | | ৩·০০ |
| পরাশরের প্রেমা | সুবোধ ঘোষ। | ৩·০০ |
| দুন্দুমধুর | মুজতবা আলী ও রঞ্জন। | ৩·৫০ |
| তৃষ্ণা | সমরেশ বসু। | ৩·০০ |
| বধূবরণ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। | ৩·০০ |
| পরমায়ু | সন্তোষকুমার ঘোষ। | ৩·৫০ |
| রাধা | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। | ৭·০০ |
| অনুবর্তন | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। | ৫·০০ |
| জনপদবধূ | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। | ৪·৫০ |
| কলিতীর্থ কালীঘাট | অবধূত। | ৪·০০ |
| অপরূপা | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। | ৪·০০ |
| চাঁদের বউন | লীলা মজুমদার। | ৩·২৫ |
| আমার ফাঁসি হল | মনোজ বসু। | ৩·৫০ |
| বনভূমি | বিমল কর। | ৩·০০ |
| রূপসাগর | সুবোধ ঘোষ। | ৪·৫০ |
| ধূপছায়া | সৈয়দ মুজতবা আলী। | ৪·০০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible] কলিকাতা—১২

শিল্পী ভবনের শান্তি হেয়ার অয়েল

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সর্বাধুনিক ও সর্ববৃহৎ উপন্যাস

# পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর

[illegible]

আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং

২২, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ উপহার দেবার মত
একখানি
অনবদ্য উপন্যাস ॥

সুনীল ঘোষ
জলতরঙ্গ

[illegible] সুনীল ঘোষ [illegible] বর্ণনার [illegible] যৌবনের সমস্যা [illegible] তাঁর এই অত্যাধুনিকতম উপন্যাসখানি পাঠকমহলে যে তুমুল আলোড়ন তুলবে, সন্দেহ নেই। এ [illegible] এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি এযুগের সমাজজীবনের এক বিস্ময়কর প্রতিচ্ছবি। এই উপন্যাসের নায়িকা কাজল মুখার্জি কোন প্রহেলিকা নয়, প্রতিমা। উপন্যাসখানি পাঠকদের শুধু আনন্দ দেবে না, ভাবিয়ে তুলবে একালের জীবন-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে।

॥ দাম ঃ সাত টাকা ॥
● চার রঙা প্রচ্ছদ ●

অন্যান্য বই ঃ

অনাদৃষ্টি — ৬·০০
নায়কনায়িকা — ৩·৫০
স্বর্ণমৃগয়া — (যন্ত্রস্থ)
ব্যাকুল বসন্ত — ( " )

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ঃ কলি—৬

(সি ২৬০০)

বাটিকোলে। কাজের মধ্যে ছিল বৈশিচকল কুড়নো, নিজের পরিবারের সেলাই করা এবং স্নানের সময় গা ঘষার কাজে ব্যবহৃত খুবলো তৈরী করা। ওর মা পরিবারের কেউ দিয়ে [illegible] ওর কেন এটা খাবার দিয়ে যেত। পরে ওর মা এসে ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেয় এবং কালক্রমে ছেলো জেমাক্স খবরের কাগজ পড়তে শেখে।

১৯৩১ সনে আত্মগোপন করে থাকার [illegible] ওর বাবা মারা যান। [illegible] এবং এই [illegible]

[illegible]

[illegible] একটা ঘরে [illegible] বসে আছে। [illegible] ছেলো পুলিশ [illegible] কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। [illegible] জানান যে, তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে না, কারণ ছেলো যে অপরাধ করেছে তা এতদিন আগে যে, আইন এখন আর তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। শুধু তাই নয়, অনেক বছর আগে থেকেই ছেলো মুক্ত।

প্রকাশ্যে বিচরণ করবার স্বাধীনতা লাভের পর ছেলো এক নতুন জগতের মধ্যে এসে পড়ে। জীবনে সে বেতার কি জানেনি, টেলিফোনও কোনদিন ব্যবহার করেনি। দীর্ঘকাল স্বল্পপরিসর স্থানে বন্ধ থাকার দরুন তাকে খাটো করেছে, অর্ধেক দাঁত পোকা ধরে ক্ষয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে গৌরভূমির জন্য তার এই দুর্দশা সেজন্যে কোন আক্ষেপ তার নেই।

●

# শেষ গল্প

• জুল্‌ফিকর্ •

[illegible]

সাহেব-নামা গৃহিণী চৌধুরী সাহেবের। কমলা তাঁর ঘরে আসার পর। বিয়ের সময় তিনি ছিলেন একেবারে পিতৃহারা। অথচ তাঁর পড়াশুনা শেষ হয়ে [illegible] করেছেন। ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জন করেছেন চৌধুরী। [illegible] তাঁর [illegible] এঞ্জিনীয়ারিং [illegible] ডিগ্রীও আছে। সম্বলহীন অবস্থায় ঘর ছেড়েছিলেন এবং কারো কোন সাহায্য না নিয়েই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছেন।

মিসেস চৌধুরীর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু দেহের বাঁধুনি আজও অটুট। চলনে, বলনে, হাসিতে [illegible] মনেই হবে না যে, তাঁর বয়স [illegible] ছাড়িয়েছে। প্রকৃতিদত্ত [illegible] রূপ প্রসাধনের প্রভাবে উজ্জ্বলতর মনে হয়। [illegible] মোটর চালাতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই, এক নাগাড়ে আট-আট ঘণ্টা [illegible] থাকতে পারেন [illegible] হাতে [illegible] থেকে [illegible] সাথে [illegible] হয় না। [illegible] কোন [illegible] নাই। [illegible] চৌধুরীর দু-একজন বন্ধু বা বান্ধবী না [illegible]। [illegible] এখানে [illegible] কাজ [illegible] [illegible] নিয়ে [illegible] বাইরেই কাটে। [illegible] তাঁর [illegible] হয়নি। জীবন সম্বন্ধে এখনও তাঁর কৌতূহলের অন্ত নাই।

চৌধুরী সাহেবের [illegible] কাজের [illegible] [illegible] কারবার থেকে একেবারে অবসর নিয়েছেন, [illegible] [illegible] [illegible] হিসাবে তাঁর এখনও অনেক জরুরী কাজ দেখতে হয়, [illegible] করতে হয়। [illegible] দুই [illegible] [illegible] উপস্থিত থাকতে হয়।

মিসেস চৌধুরীর ইচ্ছা যে চৌধুরী সাহেবও তাঁর সাথে একসাথে [illegible] করেন, যেমন বিয়ের পর [illegible] এক [illegible] হয়ে [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], ইউরোপের নানান দেশ, নানা [illegible] ঘুরে [illegible] দিয়েছে। জীবনকে উপভোগ করবার ইচ্ছা এখনও বিন্দুমাত্র [illegible] মিসেস চৌধুরীর।

বয়স [illegible] [illegible] কী এমন বয়স তাঁর—এই [illegible] [illegible] করে এখন আর চৌধুরী সাহেবের [illegible] লাগে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবনে [illegible] করেছেন। কিন্তু উত্তেজিতভাবে [illegible] এখন [illegible] কাটিয়ে উঠেছেন। [illegible] বা পড়াশোনার সময় পান নি [illegible] বছর পর্যন্ত। এখন লেখাপড়া নিয়েই মেতে আছেন; সাহিত্য, দর্শন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এছাড়া [illegible] [illegible] [illegible] সময় কাটে। ওঁর বাগানের [illegible] [illegible] নানান জাতের ফুল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পেয়েছেন। মাঝে মাঝে [illegible] [illegible] [illegible] করেন। বছর দুই হল টেনিস খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। ...ওঁর লাইব্রেরীর মত আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শনের এমন [illegible] সংগ্রহ এদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেও আছে কিনা সন্দেহ।

চৌধুরী সাহেবের এখন ঘড়ি ধরে কাজ করা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সময়ের মর্যাদা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি বলে [illegible] [illegible] নেই। [illegible] সময় [illegible] [illegible] তাঁর নিজের ইচ্ছামত, সময়ের [illegible] তিনি কখনও করেন নি। সময়ের সাথে [illegible] তাঁর [illegible], বয়সের গতিও তাঁর [illegible] সময়ের সাথে [illegible] পা মেলাতে নারাজ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবন-স্রোত এমন [illegible] [illegible] [illegible]। একজন [illegible], আর [illegible] [illegible]। একজনের মন [illegible], অপরের মন ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে একজনের [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চৌধুরীর [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এদের [illegible] [illegible] [illegible] চৌধুরী সাহেব [illegible] [illegible] লাইব্রেরীতে [illegible] [illegible]। [illegible] ওঁরা [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ওঁরা বেরিয়ে যান, চৌধুরী তখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজে [illegible]। [illegible] পর যখন ওঁরা ফেরেন আবার, তখন [illegible] চৌধুরী [illegible] পড়েছেন।

তিনি [illegible] যান [illegible] নটায়, উঠেন [illegible]—কী শীত, কী গ্রীষ্ম।

কমলা দেবীর সঙ্গে চৌধুরীর [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেছেন। চৌধুরীদের [illegible] [illegible], [illegible] বাঙালী সমাজে সুবিদিত। [illegible] চৌধুরী [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] কাহিনী বলবার সময় তিনি কেমন যেন একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] চৌধুরী সাহেবের [illegible] তাঁদের [illegible] কাহিনী [illegible] জন্য [illegible] তাঁকে [illegible] করে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] চৌধুরী [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

চৌধুরীদের কাহিনী [illegible] এই—

[illegible] চৌধুরী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কী।

[illegible] [illegible] কমলেশ্বর [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] হিসাবেও সে একজন সেরা খেলোয়াড়। এক বছর তার হাতে ছিল তিনটে [illegible] [illegible]। এছাড়া, হকি, টেনিস, বিলিয়ার্ড সব খেলাতেই সে ছিল [illegible]। [illegible] খেলাটা [illegible] সে কমলাদের বাড়িতেই শিখেছিল।

[illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র কন্যা কমলা নাচে, গানে [illegible] অদ্বিতীয়া মেয়ে। মেয়েদের ইস্কুল থেকে ইংরেজীতে

অনার্স নিয়ে বি এ পাশ। কত মেয়েরই না বুকের সমুদ্রে যে দীর্ঘশ্বাসের ঝড় তুলেছে! [illegible] কখনও কখনও, কিন্তু মনটা তার [illegible] নিজের দিকেই ফিরত। [illegible]

[illegible]

[illegible] টাকা আছেই।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এর মধ্যে [illegible] নিজের ঠিক [illegible] একেবারে নির্ভীক। [illegible] মোটা টাকার [illegible] নির্দেশ। সেই টাকা থেকে [illegible] টাকা তুলে নিয়ে [illegible] কিছু টাকা জমা ছিল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাস দুই বাদে পুলিশ ওদের সন্ধান পেল [illegible] এক হোটেলে। [illegible] ফিরিয়ে আনতে নিয়ে যায় সোজা [illegible] থেকে ঝুলবার, সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

# রবীন্দ্র জীবন কথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[illegible]

[illegible]

[illegible] খণ্ড ৬, [illegible] ৮,

[illegible] বিশ্বভারতী যে রবীন্দ্র-[illegible] প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন ইহা তাহার প্রথম গ্রন্থ।

[illegible]

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

রবীন্দ্রস্মৃতি

[illegible] শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

প্রণয় ও পলায়ন কাহিনী অবলম্বনে। [illegible] আধুনিক কোন সাহিত্যিক নেবেন কিনা জানি না, তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তাঁর এই বই জোর দিয়ে অথব পাকৌড়ি কি জিলেবীর মত কাটবে।

চুরুটের ছাই ঝেড়ে আরম্ভ করলেন মিঃ চৌধুরী,—"শুনে হয়ত অজ হাসি পাবে আপনাদের, কিন্তু আমরা ছিলুম, যেন এক বোঁটায় দুটি ফুল। কথাটা শুনেছিলুম মুঙ্গেরের মাসিমার মুখে, যাঁর কাছে ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি এবং আমাদের বিয়ের পর যিনি এক সপ্তাহের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নেন্‌নি। পরে অবশ্য অনেককেই বলতে শুনেছি কথাটা। সে যুগে শহরের লোকেরা আমাদের নাম দিয়েছিল কপোত কপোতী—।" চৌধুরী সাহেবের চোখে যেন স্বপ্ন ছায়া ঘনিয়ে আসে।

"ঐ যে গাছের নীচে আমাদের দুজনার ফোটোটা দেখলেন, ওটা মাদ্রাসের ডি আই জি মেজর আহমেদ সাহেব তুলেছিলেন। যখন তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল তিনি অনিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দুজনার দিকে তাকিয়ে একটা হাসির


কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন
ওগো তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাঙাইনু রে।
অচল ছিল সচল হয়ে
ছুটেছে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

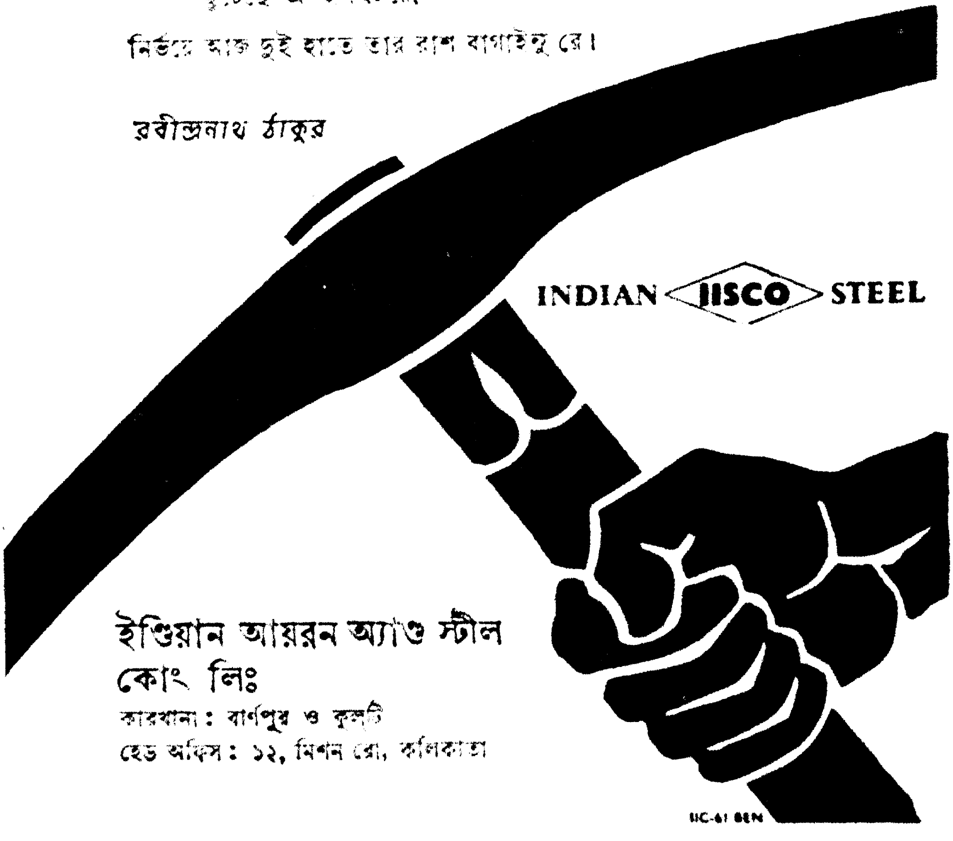


ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল
কোং লিঃ
কারখানা : বার্ণপুর ও কুলটি
হেড অফিস : ১২, মিশন রো, কলিকাতা

IIC-61 BEN

কবিদের দুটো লাইন আবৃত্তি করে বললেন, সেইটি কুসুম একই বৃন্তে দুটোই তোমরা [illegible] তোমাদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একটা ছবি তুলতে চাই আমি। [illegible] হইও।

[illegible] একটা [illegible] দাঁড় করিয়ে ছবি [illegible] ছবি [illegible] একটা [illegible] কমলার [illegible] দিলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] একটা [illegible]

একটা [illegible] চৌধুরী সাহেবের বুক [illegible]।

[illegible] দিন [illegible] না। [illegible] পরিবর্তন [illegible] নয় [illegible] অস্বাভাবিক, অলৌকিক। [illegible] মানুষের [illegible] নিজের কাজ করে চলেছে। সময়ের [illegible] পরিবর্তন নেই, [illegible] চৌকো [illegible] কি [illegible] পাওয়া যায়? [illegible] এক কথায় পরিবর্তনই [illegible] সময়ের কাজ। [illegible] একটা [illegible] থাকবে, এ ধারণা [illegible] আশা [illegible] মূর্খতা। [illegible] বর্তমানের মধ্যে [illegible] থাকতে পারি নি বলে আজ কোন ক্ষোভ নেই।"

চৌধুরী সাহেব ছবিতে [illegible] [illegible] খোলা [illegible] মত [illegible] করেছেন। [illegible] কথা বলার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর। [illegible] কথা [illegible] মুগ্ধ করে রাখতে পারেন, [illegible] তাঁর [illegible] বিশেষত্ব এই যে, তাতে একঘেয়েমি নেই। একই [illegible] নতুন [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] কোন সন্দেহ নাই।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যেন তোমাদের [illegible] করে [illegible]। তাঁর চক্ষু [illegible] অন্ধকার [illegible] ফিরে [illegible]।

[illegible] ফিরে [illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট
[illegible]
শ্রীআয়ুর্ব্বেদম
[illegible]

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

অবধূতের
সর্বাধুনিক অনন্যসাধারণ উপন্যাস
দেবারিগণ
[illegible] প্রকাশিকা
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠছে, কখনও আমার ভাবনা-ক্লিষ্ট মুখখানাকে দু'হাতে চেপে ধরে মৃদু ঝাঁকা দিয়ে বলে উঠছে, 'কী এত ভাবনা, কিছুই তো বুঝি না!' গভীর চিন্তা বা দুশ্চিন্তার আক্রমণ থেকে ওর কোন ভয় নেই। আগেও ছিল না, এখনও নেই।

"ভাবছিলাম, যে ঘরছাড়া হল আমার জন্য সমাজ ও ঐশ্বর্যের হাতছানিকে উপেক্ষা করে, তার জন্য কি একটা সুখনীড় রচনা করতে পারবো না? না, শেষকালটা দারিদ্র্য ও অনুশোচনা পিতামাতার অভিশাপের মত আমাদের ঘিরে থাকবে—জীবনের সমস্ত মাধুর্য মুছে নেবে? দিগন্তে উড়ে-চলা দুটি বিহঙ্গ কি সুদূর সমুদ্রপারের উপকূলের সন্ধান পাবে না? যে উন্মাদ প্রেম আমাদের বাইরে টেনে আনল, সংসারের কুটিল আবর্তের মধ্যে কি তা তলিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হবে?

"জানি কমলার প্রেম সর্বত্যাগী একনিষ্ঠ, কিন্তু ভবিষ্যতের কঠোর দুঃখের নিষ্পেষণে তার বিলাসী কোমলিনী মন যে দুঃখের আদর্শের খাতিরেই বরণ করে নেবে এ আমি কখনই চাইনে, সে কি আমরণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারবে,

'তোমার পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা যেন না যাচি!
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—
তুমি আছ, আমি আছি।
... ... ... ...
দুঃখ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—
তুমি আছ, আমি আছি।'

না, দারিদ্র্যের কষাকে আক্রমণ করে সাদা ফেনার মত তার প্রেমোচ্ছ্বাস একদিন মিলিয়ে যাবে তার দুঃখ চিত্তকে অনাবৃত করে?"......

নিভানো চুরুট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করেন চৌধুরী, "আমার বাবা, ভাইয়েরা যারা আমার মুখ পানে চেয়ে ছিল তাদের উপর আমার কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমি কি ঠিক পথই বেছে নিয়েছি? ভুবনবাবুর কাছে যে শর্তভঙ্গের অপরাধ করলুম আমাদের প্রেমের গৌরব সে গ্লানিকে ঢেকে দিতে পারবে?

"ধনীর দুলালী প্রেমিকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে অর্থের সন্ধানে ছুটতে হবে আমাকে, জীবনের মহত্তর আবেদনকে উপেক্ষা করে। প্রেমকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিভাকে হারাবো? হয়তো প্রয়োজনের দিক থেকে ব্যর্থ হবে আমার জন্ম!

"কয়েকটি অনিন্দ্যসুন্দর স্বপ্নকাতুর মনের হাসি আর অশ্রু দিয়ে কি আমাদের জীবনের মূল্য নিরূপিত হবে? বক্ষের দাবী মেটাতে পারবে কি এই অশ্রুর মুক্তা আর হাসির মানিক দিয়ে।

না, প্রেমই চরম সত্য, পরম প্রাপ্তি? তার কাছে সংসার, সমাজ সব মিথ্যা! এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?"

চৌধুরী সাহেব তার গল্পের ছিন্ন সূত্র তুলে নিলেন। "[illegible] স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই কেন যেন হঠাৎ ট্রেনটা থেমে গেল। আমরা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলুম। আমার পরনে লম্বা জুব্বা, তাতে মসলিনের চুড়িদার পাজামার ওপর মখমলের কুর্তা, মাথায় বোখারেকা আস্ত্রাকান্ ক্যাপ, চশমার নীচে সুরমা টানা চোখ। কমলার সর্বাঙ্গ ঘিরে ঘন নীল বোরখা ঢাকা, মনে হবে, কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান দম্পতি যাচ্ছে। মুখে চাপা দাড়ি লাগাবার কথা ভেবেছিলুম, পরে মনে হল ওটা ছেলেমানুষী ছদ্মবেশের একটা খেলা, মফস্বলে [illegible] আমার ছবি তখন কাগজে অনেকবার ছাপা হয়েছে। স্টেশনের মাঠে ময়দানে, সভা-সমিতি, গানের জলসায় কিংবা শহরে রাস্তাঘাটে এই [illegible] অনেকেই দেখে থাকবে। সাহেবের পোশাকে হয়তো সহজে আমরা পরিচিত। একসঙ্গে দুজনকে দেখলে অনেকেই হয়তো চিনে ফেলবে। অন্ততঃ একজনের, বিশেষ ওর মুখটা ঢাকা থাকলে ধরা পড়ার ভয়টা অনেকখানি কম হয়ে যাবে। আমার মুখ ঢাকার জন্য দাড়ি আর চশমা ছাড়া আর এমন কী বা জিনিস ছিল? দাড়ির বেশিও আমাদের ঠিক সমান সমান ছিল না হয়তো। ওই দাড়ি ও দাড়ির জন্যে [illegible] বেশী ছিল। [illegible]

"আর বিশেষ দরকার নেই। দাড়ি বেশী বেমানানই ছিল, অন্ততঃ [illegible] দেখেছি ও আমার নিজের চেহারায়। ওর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য যে কি উন্মাদ আগ্রহ।" বিমল চৌধুরী [illegible] যায়, কোন বইটা ওর পছন্দ, ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতে ঝোঁক আছে কিনা, খেলার মাঠের নোটবুকের পাতা পাতাটা নিয়ে এসেছে কিনা, এমনি অসংখ্য প্রশ্ন আমাকে উত্যক্ত করে তুলত। ইউনিভার্সিটির [illegible] লাইব্রেরী—যুবক সেন—ওর জন্য কোথা থেকে সেরাটা বাছাই করার জন্য আগ্রহী ছিল।"

সচকিত হয়ে সবাই দেখলেন, কখন টেবিলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন মিসেস চৌধুরী। চৌধুরী সাহেব চেয়ারে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে গল্প বলে চলেছিলেন আপনমনে। ওঁর আসাটা কেউই লক্ষ্য করেন নি। হয় পৌনে আটটার গাড়িতে ঘরের এরই মধ্যে ওলোট পালোট হয়ে কখন যে গল্পের আসরে যোগ দিয়েছেন, কেউ তা টের পায়নি। ডিনার টেবিলে সেরে তাড়াতাড়ি [illegible] করে ফিরেছেন।

মিসেস বলে চলেন, "পোশাকের বর্ণনাটা ভুল দিয়েছেন চৌধুরী। ওঁর পরনে ছিল শেরওয়ানী, পায়ে জরীর কাজ-করা চপ্পল, মাথায় [illegible] সিল্কের পাগড়ী, নবাবের পাইকেরা যেমন পরে থাকে। আর আমার ছিল সাটিনের সেলওয়ার, পিরহান ও নীল বোরখা ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা।"

চৌধুরী সাহেবের মুখটা পাংশু হয়ে উঠল, হঠাৎ যেন ভূত দেখেছেন। সুচিন্তিত [illegible] মত ওঁর গল্প এলার [illegible] এসেছে।

উঠে দাঁড়ালেন চৌধুরী। [illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible] আর [illegible] করতে হবে না।"

"[illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] চৌধুরী। [illegible] এমন সুন্দর গল্পটা শেষ করবেন না চৌধুরী সাহেব?" প্রশ্ন করলেন [illegible]।

"[illegible]" [illegible] এখন [illegible] কিন্তু [illegible] ফেলেছেন।

"হ্যাঁ, তা ত করবেই, এক ফোঁটা মিথ্যা কথা [illegible] সত্যের গল্প বলাতে ওর মত ওস্তাদ আর কে আছে? [illegible] মিথ্যা কথা বলার সুবিধা হয় কি?"

"মিথ্যে কথা কেন বলব, এতদিনের আগের কথা, সব ডিটেলস কি হুবহু মনে থাকতে পারে? এসব ছোটখাট কথায় অদল-বদলে কী যায় আসে? গল্পের রস তাতে নষ্ট হয় না। আমরা ঠিক ইতিহাস লিখছি নে, লিখছি গল্প।"

মিসেসের চোখে মুখে কেমন একটা বিরক্তির ছাপ, "কিন্তু তাই বলে আমার

[illegible]

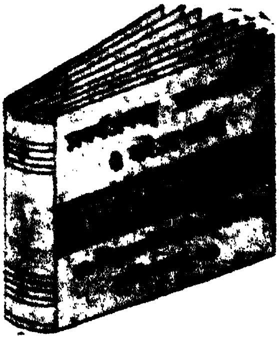


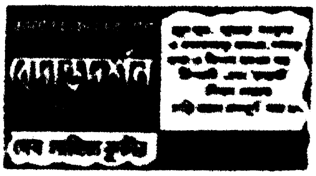

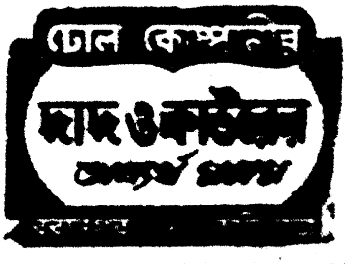

আড়াই লক্ষ টাকা স্রেফ নষ্ট হয়ে গেল, তখনও তাঁর মুষড়ে-পড়া মনটা হঠাৎ এমনি এক ঝাঁকা মেরে উঠে গেছল স্বাভাবিকতার স্তরে। কোন কিছুতেই হার না-মানাটাই তাঁর স্বভাব। মানুষের কাছে নত হননি, ভাগ্যের কাছেও না, ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক অসাধু, ধূর্ত লোকের সঙ্গে লেনদেন করতে হয়েছে, কিন্তু কেউ তাঁকে আজ পর্যন্ত ঠকাতে পারেনি, উল্টে তারাই জব্দ হয়েছে।

বিরলকেশ মাথায় হাতের তেলোটা কয়েকবার দ্রুত ঘষে নিলেন মিঃ চৌধুরী। কোন সমস্যার সম্মুখীন মনকে কঠিন করে তোলার আগে তাঁর অভ্যাস হাতের চুলের উপর হাত চালনা।

বেশ সহজ কণ্ঠেই আরম্ভ করলেন গল্প। বলায় এখন একটুও জড়তা বোধ করছেন না।

"হ্যাঁ, সেই প্রত্যুষে ট্রেন থেকে নতুন নেমে পড়লুম। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটা ছোট্ট পল্লীর কাছে। আকাশে তখনও ক্ষীণতম সূর্যের ছোঁয়া লাগেনি, পাহাড়ের মাথার উপর শুকতারাটি জ্বল-জ্বল করছিল আর [illegible] অসীম [illegible] সমুদ্র কল্লোল—"

"সময়টা ছিল সন্ধ্যা, তাহলে" [illegible] সুরে মিসেস বললেন, "[illegible] ইন [illegible]।"

"ইনকোহেরেন্ট অ্যান্ড [illegible] টু, আই কান্ট নেভার পুট আপ উইথ।"

মন্তব্যটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চৌধুরী সাহেব বলে চললেন, "রাত তখন ভোরের দিকটা, সেই আধো-ছায়া, আধো-আলোয় গাড়ি থেকে নেমে কাছের একটা নারিকেল কুঞ্জ পার হয়ে [illegible] দিলুম। গাড়িটা চলে গেল। দেখলুম আর কেউ নামে নি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। বিকালে জানলে স্টেশনে সাদা পোষাকে পুলিস পিছু নিয়েছে তাঁর পেছনে। আমার [illegible] চোখ, দুটি এড়ানো মুশকিল। বারদিনেক আমাদের প্রদক্ষিণ করে গেল। ভাবলুম কমলার দেহের সুঠাম সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অমন করছে লোকটা। পরে বুঝলুম ওর লক্ষ্যটা আমার উপর। ট্রেনের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মের একধারে চাঁপা গাছের নীচে খবরের কাগজ বিছিয়ে বসে একখানা উর্দু মাসিক পত্রিকা পড়ছিলুম। ছেলেবেলায় মুঙ্গেরে একটানা পাঁচ বছর ইস্কুলে উর্দু আর হিন্দী পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] তালিকায় বোধহয় আমার নাম উঠতেই পারে। হিন্দি-উর্দুর দৌড় লোকটা বুঝতে পারল, পড়াটা আমার আসল জ্ঞান নয়। তাছাড়া পকেট থেকে নোটটা বার করে মাঝে মাঝে পড়ে, [illegible] মুখে পড়ছিলুম। আর [illegible] না খেয়াল, দশ হাত দূর থেকেও [illegible] জানতে পারে [illegible] থেকে কেনা [illegible] টিকিট তোমার। একটা চমৎকার লেটারহেডও সঙ্গে ছিল পাশে, তাতে আমার নামের আগে অক্ষরগুলো B P C লেখা, নীচে ঠিকানার সঙ্গে, হরিহরের পরগনা চৌধুরী। পুলিসের লোকটা লোকের নজরটা উর্দু পড়তে জানে না। কমলা তখন বেঞ্চের [illegible] থেকে হাত বার করে পাখার একটা [illegible] চালাচ্ছে—

"[illegible] দেখো, ভোট দি ইন্‌ভার্টিস।"

"শিক্ষা আর সব মুখস্থস্ত [illegible] কিন্তু আসল", উল্লেখ্য চৌধুরী বলে এটেন।

মিসেসের রাগটা এইবার দপ্ করে জ্বলে উঠল।

"নেকড়ে পারে ভাঁড়ার কি [illegible] করে সম্ভব? ...... আচ্ছা আপনারাই বলুন...... ওর ওড়নায় নাক-মুখ ঢেকে [illegible] জল একটা মাখলার বুনছিলুম।"

"নাক মুখ ঢেকে আবার [illegible] কেন বসে?" সুব্রত বলল, "ওড়নায় ঢাকা চেহারাই ভাল।"

"তুমি চুপ করো সুব্রত," ধমকে ওঠেন মিসেস, "তোমরাও ভাই সে টাইপ কারেক্ট, পারে আমার তখন ওড়নাই ছিল, নট দেখো। নট দি এন্টি আর্ডিনট ছিল বং, দি [illegible]।"

"দি ইজ আনস্‌পিউটেবলী [illegible] অব এনি কাইন্ড সেন্স অব হিউমার" মন্তব্য করলেন চৌধুরী। বার বার বাধা পাওয়ায় তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হল।

"হ্যাঁ, হিউমার জ্ঞান আমার নেই, সে আমি কিনা সত্যটা পর্যন্ত চাপিয়ে রাখি!

......ঘরের কোণায় পাঁচার মত বসে বসে সারাদিন ইকড়ী মিকড়ী লেখা বই ঘাঁটলে তোমার হিউমার এসে মাথায় বাসা বাঁধবে।"

চৌধুরীর আর সহ্য হল না।

"স্টপ, ইউ গারুলাস ফুল!"

"কি বললে, গার্রিউলাস" তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলেন মিসেস, "আই সে চাউড্রী, ইউ বেটার রিজার্ভ হাউ টেম্পার অর ইওর ফর দি সারভেন্টস অ্যান্ড এমপ্লয়ীজ অব ইওর ফার্ম অ্যান্ড নট টু ফর এ [illegible] অ্যাকসন।"

ছুটে গেল মিসেসের মুখে ইংরেজীর খই ফোটে।

"সাট আপ, আই সে!" টেবিলের উপর প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত করে চিৎকার করে ওঠেন চৌধুরী। মিসেসের মাথাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল।

অতিথিরা বিস্ময়ে হতবাক।

"[illegible], [illegible]" [illegible] ইওরসেলফ, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

মিসেস হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। ক্রোধে তাঁর সারা শরীর কাঁপছে তখন, চোখে বিদ্যুৎ-বহ্নি। "অসভ্য পশু, সাউণ্ড, কর্নারটা [illegible] অ্যান্ড যদ ইউ আই [illegible] [illegible] [illegible]......"

[illegible] মুখ ঢেকে টেবিলের উপর লুটিয়ে পড়লেন। কুমালে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কী কান্না তাঁর।

"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] বললেন চৌধুরী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

অদ্ভুত [illegible] [illegible] চৌধুরী সাহেবের [illegible] নাই চুপ করে আবার [illegible] [illegible] [illegible], বললেন, এই নিষ্ঠুর পরিবেশের [illegible] [illegible] কাটাব। কী হবে [illegible] কী তাঁর [illegible] [illegible], কী [illegible] [illegible]। কথার কোন [illegible] [illegible]। [illegible] কি জানত না [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] নেই।

[illegible] [illegible] এই [illegible] ভাঁড়িয়ে [illegible] কোন দিন অনুভব করেননি কিনা। সার্থক [illegible] [illegible] হৃদয়ে যে [illegible] অনুভবের সঙ্গার করে সেই রকম একটা অনুভূতির স্পন্দনে তাঁর বুকে ভরে উঠেছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টেবিলের উপর।

পাশের ঘর থেকে চৌধুরানীর অস্ফুট কান্নার শব্দ ভেসে আসছে, পাশের কমলা এখনও তার সমস্ত যৌবন নিয়ে বেঁচে আছে আমাদের পাশের ঘরে চৌধুরী সাহেবের মনের মণিকোঠায়, কিন্তু আসল মানুষটা আজ চৌধুরী জীবন থেকে সরে দূরে সরে গেছে। যে বিস্ময়-ব্যথা এতদিন তাঁর অন্তচেতনার অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল আজ তার সে ভয়ঙ্কর কুৎসিত রূপের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল কমলা চৌধুরীর।

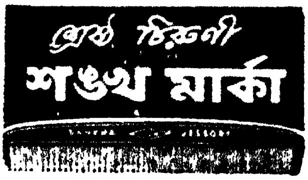


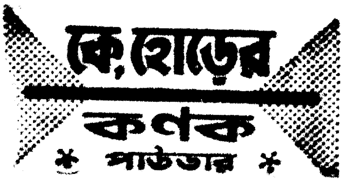

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রধর

আমরা মানুষের যমজের কথা সবাই জানি। কিন্তু যমজ ক্যামেরার কথা আমরা শুনিনি। সম্প্রতি আমেরিকার এক ক্যামেরা তৈরীর কোম্পানি এক যমজ ক্যামেরা তৈরী করেছেন। দেখা গেছে যে, এই ক্যামেরার সুবিধা অনেকগুলি। যেমন

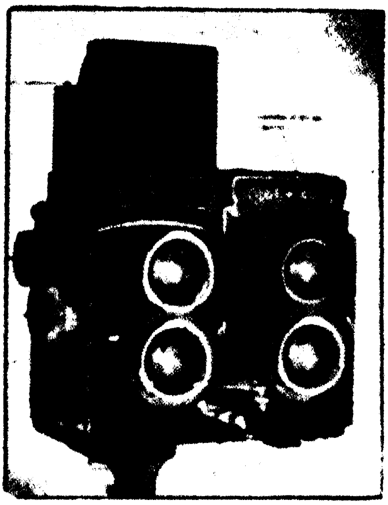

যমজ ক্যামেরা

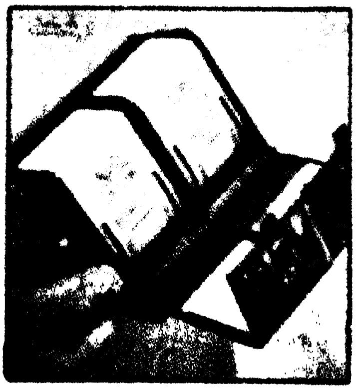

যমজ ক্যামেরায় একসঙ্গে দুটো ফিল্ম লাগান হচ্ছে

এই ক্যামেরায় একসঙ্গে সাদাকাল ফিল্ম এবং রঙীন ফিল্ম লাগান যায়। একসঙ্গে একই বস্তুর ছবি [illegible] এবং কম [illegible] ফিল্মে ছবি নেওয়া যায়। ফিল্টার ছাড়া এবং ফিল্টার সমেত একই জিনিসের ছবি নেওয়া চলবে। ছবি তোলার সময় বিভিন্ন রকম সময় এবং লেন্সের মুখ কমবেশী খুলে আলোর তারতম্য [illegible] করা চলবে। অথবা ছবি তোলবার সময় একটি বোতাম টিপলে দুটো ক্যামেরায় একসঙ্গে ছবি উঠবে।

[illegible]

•

[illegible]

•

[illegible]


উপহারের অনবদ্য গ্রন্থ

কবি নজরুল ইসলামের

## রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম

[illegible]

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স

[illegible] কলিকাতা ১২

## তুমি যদি হতে

উৎপলা গোস্বামী

তুমি যদি হতে ওই দূরের নক্ষত্র—যাকে জানালার ফ্রেমে
একমুঠো আকাশের পটে রোজ সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে
পরিচিত ছবিটির মত দেখি, দাক্ষিণ্য যার আসে নেমে
আমার চৈতন্য জুড়ে স্বপ্ন আর কবিতার সুর ভরে দিতে।

প্রভাতের প্রদীপকে একাগ্র পিলসুজ ছাড়া কে-বা মনে রাখে
ঘরের কোণের দীন অন্ধকার যদি না সে ধুয়ে মুছে নিত
সকলে ভুলত তাকে; কিন্তু ওই নক্ষত্র অনায়াসে আঁকে
উজ্জ্বল লাবণ্যরেখা, আকাশকে কী সহজে করে উদ্ভাসিত!

তুমি যদি হতে ওই দূরের আকাশ মেঘে গোধূলির কারু
নদীর আঁচল, বাঁকা দিগন্তের উড়োপাখি কিছু যদি হতে
সুদূর নির্জনতা চারিপাশে নিয়ে একা মগ্ন দেবদারু—
তোমার নীরব স্মৃতি ঝলসিত হত দুটি চোখের আলোতে॥

## মনকন্যা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

জঠরেতে অনেক ক্ষুধা জমা,
দারিদ্র্যের দিন অভাব জবোজবো;
ফাগুনে তবু কেন যে মনোরমা,
হৃদয় তবু কেন যে থরোথরো
বুকেতে ফোটা অনুরাগের ফুল,
দিয়ে সাজায় মন-কন্যার চুল।

সেই কন্যে কোথাও আছে নাকি,
যার জন্যে ডাকছে বনের পাখি,
যার জন্যে শিরীষ আজও ফোটে,
যার জন্যে কচি শিশুর ঠোঁটে,
মুগ্ধ হাসি এ মন উতল করে,
অভাব যতই কান্না হয়ে ঝরে।

## শাপভ্রষ্ট

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

ওইখানে শুয়ে আছে মূর্তিমতী বিষাদ আমার
বিষাদ, স্মৃতির রেখা, জ্বলে ওঠে স্ফুলিঙ্গের কণা,
ঘুমন্ত স্বপ্নের মধ্যে চমকে উঠেছে তীক্ষ্ণ অন্ধকার
অন্ধকারে শুয়ে আছে ওইখানে নিদ্রিত বাসনা।

বাসনার বন্দী এক শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র ছিলাম আমি যে
ছিলাম অযুতবর্ষ স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষার নির্বাসিত,
লোভ, প্রেম, স্মৃতি ছিল বুকের অদৃশ্য কোন গুহে
দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আজ তারা শতধাখণ্ডিত।

হে শতখণ্ডিত সত্তা, হে সূর্যাস্ত, হে শূন্য প্রভাত
তোমরা জেনেছ সেই অলৌকিক মৃত্যুর কাহিনী—
অস্থির আকাঙ্ক্ষাগুলি ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর কিরাত
ছিন্নভিন্ন করে দিল, তীব্র যন্ত্রণার কাছে ঋণী।

অন্ধকারে শুয়ে আছে ওইখানে নিদ্রিত বাসনা
ওইখানে শুয়ে আছে মূর্তিমতী বিষাদ আমার
এখন আকাঙ্ক্ষাগুলো, প্রেম-লোভ-স্বপ্নের যন্ত্রণা
রক্তের গভীর ছুঁয়ে ব্যর্থ হবে শুধু বারংবার॥

# দণ্ডকারণ্যে

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

গ্রা[illegible]

[illegible]

বস্তারের জগদলপুর। প্রাসাদ সংলগ্ন সুপ্রাচীন দন্তেশ্বরী মন্দির

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

জগদলপুরে উদ্বাস্তু শিবির দূরেই উদ্বাস্তুরা বাড়ি তৈরীর কাজ করছে

উদ্বাস্তু শিবির সারি সারি। প্রোজেক্টের গাড়িগুলি এমন বে-পরোয়াভাবে ছোটে যে, ওতে বসলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। এই দুর্ঘটনাও আজ ঘটছে এক-দিনের ঐ শান্ত দণ্ডকারণ্যের তপোবনপথে। গাড়ির নীচে চাপা পড়াটা আজ এখানে দৈনন্দিন ঘটনা। এখানকার মানুষেরা আগে দেখেছে রাজাদের, আজ এরা দেখছে মন্ত্রী-দের উপমন্ত্রীদের, প্রোজেক্টের বড়কর্তাদের —আরো কেন সব কাদের, যাদের ছায়া আমার ডেরার পাশ দিয়ে ফিরে হয়ে যায় দিন যায় রাতের আগে-অন্ধকারে। ওরা কে আমি চিনি না। আমি জানতে চাই আমার মা ভাই বোন উদ্বাস্তুরা কিভাবে আজ এখানে পুনর্বাসিত হচ্ছে ও হবে, একান্তভাবে সেই কথা। জানতে চাই এখানকার ঐ সরকারী অফিসারদের আসামীদের উদ্দীপনার কথা।

জগদলপুর আর কোরাপুটে যেন একটি রাজ্যের দুটি স্বাধীন রাজধানী। কোরাপুট হল দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার্স। এ-এক অদ্ভুত পরিস্থিতি —দুটি হেডকোয়ার্টার্স চলছে টগ্ অব ওয়ার। চলছে দপ্তর-প্রতিযোগিতা। কে কাকে বেশী হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে তারই এক হাস্যকর প্রতিযোগিতা। তরুণ একজন কর্মচারী ইঞ্জিনিয়ার তো বার বার একথাই আমায় বললেন যে, এখন থেকে কয়েকটি সমস্ত প্রোজেক্টগুলোর প্রশাসনিক ভার যেন ইঞ্জিনিয়ারদেরই হাতে তুলে দেওয়া হয়। দণ্ডকারণ্যে প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য হবে এই অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে ছিল যে ইঞ্জিনিয়ারেরা এখন আর ও-ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশাসনিক 'জুলুম' বরদাস্ত করবে না। দণ্ডকারণ্যের প্রশাসনিক অধিকর্তার বিরুদ্ধে তাঁর অভি-যোগের লিস্ট হাতা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রোজেক্টই যে দেখবার সুযোগ আমি পেলাম, কিন্তু এমন উচ্ছৃঙ্খলতা আমি অন্য কোথাও দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু আমরা বিস্মিত হলাম এই জেনে যে, যেন পাঁচজন প্রশাসনিক অধিকর্তা ছয় মাসের মধ্যেই চাকরি থেকে একেবারে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন। মনে হয় এ যেন এক 'আসা-যাওয়ার' এলাকা। অফিসারদের এখানে দুষ্প্রাপ্য। উদ্দেশ্য দেখবার তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদের অভিযোগের সামনে শক্তিমান উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর এক দুর্দশা। এদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও আজ তারা ফিরছে। এদের সেইটি পুনর্বাসনের নতুন কলোনিগুলোর মধ্যে। পরিকল্পনা মাফিক, কিন্তু তার সুযোগ পাওয়া যেতে এই এলাকায় চিন্তা অর্থনৈতিক কাজ করবে তারা কবে সম্পূর্ণ হবে এবং এরা 'জনগণের' সাহায্যের ফলে কিছু উন্নতির পথে আসবে।

পরিস্থিতির দেখে মনে হয় এ-এক অতি বড় প্রোজেক্ট এটি। কারণ এখানে আসার পরই 'দণ্ডকারণ্য' প্রকল্প উদ্বাস্তুদের জন্য। তবুও এখানে যখন দুঃখ তারা না আসাতে উদ্বাস্তুদের প্রতি তাদের পুনর্বাসনই তো দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের মধ্যে উদ্দেশ্য। তারা যখন এখানে চলে গেলেন ফিরে যেতে। কারণ তাদের সেখানে এই অঞ্চলের বিষয়ের পরেও এর এই এলাকার কোন সুযোগ পাইনি আমি।

বহু বড় অফিসারের কাজ করতে হয় পাটোয়ারদের সুবিধা হয়। উদ্বাস্তু শুধু অফিসারদের দিয়ে কাজ করলে সে পাটোয়ারের সুবিধা কিছুই হয় না। এইসব অফিসারকে কাজ হয় দণ্ডকারণ্যের প্রধান হিসেবে। আমার মনে হয় যে এখানেও কেন-কর্মচারী যেন কেন্দ্র ফিরবে না যেন বিভাগী মতো সাধারণভাবে নয়, উদ্বাস্তুদেরই রাজকর্মচারী নয়।

প্রোজেক্টের চাকা উল্টো দিকে ঘোরে না কেন, আমলাতন্ত্রী রাজকর্মচারীর হাতের নিজ ক্ষমতা আমার পক্ষে কিছুতেই দেখল না। আমার আরো মনে হয়, উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরতে অনেকও এ-সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত আত্মপরিচয়ের অভাব।

ঐ একদিন হয়ে একজন ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জি-নিয়ারের সঙ্গে আমি বসবার সুযোগ পেলাম তাঁর অফিসে দেখার সময়টাও একটা অদ্ভুত ধরনের। তাদেরই কথা হয় 'ওয়েল ডোয়ার' শুধু এখানে চলছে নেই। উক্ত ইঞ্জিনিয়ারটি তার পরিচয় ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে এক একটি বিশেষ করণীয় কাজ

কোরাপুটের ডাঃ শিবানী সেন

( ৪ )

বসেছে খরগোস, শেয়াল। হঠাৎ পথের ধারে দেখলাম জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো আদিবাসী, তাদের হাতে ঢোল। ভুলেই গিয়েছিলাম আমাদের ভ্রমণসূচী। পথের মানবতা সবকিছুই আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল। প্রতীক্ষায় ঐ আদিবাসীরা যে আমাদেরই আশায় দাঁড়িয়ে ছিল ঘনরাতের অন্ধকারে, শীতের ঐ রাতে একথা মনে না থাকায় লজ্জায় আমরা সঙ্কুচিত হলাম। গাড়ি ফেরত চলল, এক মাইল তো নিশ্চয়ই। এগিয়ে গিয়েছিলাম মনে এল অনেক পরে। আবার পিছনে চললাম। এখনও তারা অপেক্ষা করছে। [illegible] সে রাতটাও ভুলব না। ভুলব না, কারণ এমন রাত আমার জীবনে দুবেলা আসে না। ও রাতের জন্যে হাজারো 'অংকোর' দিলেও আর তাকে ফিরে কখনও পাবো না; কখখনও না।

কিছুতেই সে রাতটা ভুলবো না। জীবনে একা একা নানাবিধ আনন্দের স্বাদ পেয়েছি দেশ বিদেশে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আনন্দের অংশীদার হবার সুযোগ ও

সুবিধা অত্র বেশীদিন যে পৌছবে একথা আমি বলতে পারব না। আর, এই সুদূর দণ্ডকারণ্য? এখানে তো তাও সম্ভব নয়। দণ্ডকারণ্যে আদিবাসীদেরই বসবাস। [illegible] সহস্র বছর ধরে এরা এখানে আছে নিজেদের সমাজে। নিরক্ষরতায় এদের দারিদ্র্যের কথা। নৈতিক মানদণ্ডও এদের খুব উচ্চ। [illegible] এদের প্রবল। [illegible] বাঙালী উদ্বাস্তুদের এরা ভাল বেসেছে। উদ্বাস্তুদের বিপদে একাধিকবার এরা [illegible] ভাবে তাদের সাহায্য করেছে। তবু এরা দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাকে এখনও সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে নি। [illegible] প্রথম দিক এদের জীবনে একটা [illegible] ছিল। [illegible] এবং ক্রমশ [illegible] দিচ্ছে।

কিন্তু সেই [illegible] কথা। [illegible]

[illegible]

আদিবাসীদের [illegible] এরাই [illegible] এরা। কিন্তু এদের [illegible] [illegible] নেই।

কিন্তু আজও এই অপরিচিত [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ওদের নামগন্ধ নেই—

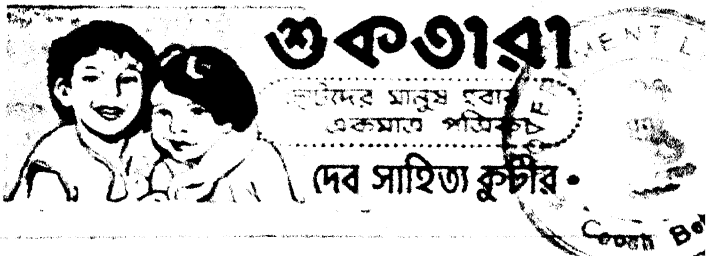


ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোমোড়া | নালালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা ৯

কেউ কখনও শোনেনি। কিন্তু আছে খুন-খারাপি, হত্যাকাণ্ড। শিশুরা যেমন বিনা-পাপজ্ঞানে পোকামাকড় হত্যা করে, এরাও তেমনি না বুঝে মানুষ মারে, একেবারেই মেরে ফেলে।

কিন্তু মানুষ মেরেও এরা মিথ্যার আশ্রয় এতটুকু নিতে চায় না। নিজে নিজেই থানায় গিয়ে দারোগার কাছে অকপটে নিজ দোষ স্বীকার করে। গোপন কাজ এদের যেমন কিছুই নেই, তেমনি মিথ্যা কথা কাকে বলে সেটা এরা ভাবতেই পারে না। এবং সেই জন্যই ব্যভিচার এখানকার সমাজে শহুরে সমাজের অনুপাতে সহস্রাংশের এক অংশও হয়ত-বা নয়। অবাক আমি অল্প হই না। বিশ্বাস করতে ভালো লাগে, মানুষ এখনও সর্বত্র অমানুষ নয়। সমাজে এদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। জীবনে এদের আছে সত্য, যদিও নেই তথাকথিত উন্নত মানের। সবাই মনে হয় এক শিল্পীর আঁকা সরল একটি ছবির মতন এদের জীবন। কিন্তু তবু ভাবলেও হতাশ হই—সমস্ত ভারতবর্ষের মাঝেও বুঝি-বা নেই এদের মত গরিব একটা উপজাতি—আর্থিক দারিদ্র্য।

আশ্চর্য এই দণ্ডকারণ্য! একদিকে এরা, ওরা অসহায় বাঙালী উদ্বাস্তু, অনাদির অরণ্যকান্তারের অধিবাসী। এদের সকলেরই সুখী একটা জীবন গড়ে তোলবার জন্য পরিকল্পনা হয়েছে দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট। কিন্তু কোথায় যেন কোথাও ত্রুটি [illegible] হয়েছে। উদ্বাস্তুরা জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। তাই তাদের আছে অভিজ্ঞতা, আছে অভিমান। অধিকার তাই এদের একদিক [illegible] তাই বুঝি-বা এরা অন্য [illegible] নিয়ে দেখছে। আমরা যেমন ভাবছি এদের [illegible] একটা দুঃখবোধের মত।

দণ্ডকারণ্যের অধিবাসীরা [illegible] সভ্য মানুষের কাছে অপরিচিত হয়েছে [illegible] হয়েছে, হয়েছে [illegible] কিন্তু তবু, তারা [illegible] এক [illegible] এরা অন্য [illegible] অস্বীকার [illegible]। আশ্চর্য এই দণ্ডকারণ্য অধিবাসী। [illegible] না [illegible] নেই এদের [illegible]। এদের [illegible]।

রাত এখন দেড়টা। এখনও নাচ চলছে। মহুয়ার [illegible] ঘটি আসছে, ঘটি যাচ্ছে। [illegible] হচ্ছে ঘটি। [illegible] নাচের একটা [illegible] সমানে। [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]। মাঝে মাঝে [illegible] [illegible] জলপ্রপাত, [illegible] আর [illegible] আজও নেই। [illegible] [illegible] যেন এদের [illegible] হল। [illegible] এরা [illegible], কিন্তু [illegible] মতনই এরা [illegible] ও [illegible]। [illegible] প্রকৃতির সাথে লড়াই করে এরা বেঁচে থাকে। প্রকৃতি যেন এদের কাছে অতি-পরিচিত এক আত্মীয়। তাই প্রকৃতিও এদের নিকট-জন-সখা, সাথীও, ভাইও, ভালবাসা, এদের বন্ধু।

ভাবছি, এদের সঙ্গে বসবাস করবে কয়েকলক্ষ বাঙালী উদ্বাস্তু। কিন্তু আবার ভাবনায় আমাকে [illegible] করে এরা [illegible], উদ্বাস্তু কি এই ভাবে?

উদ্বাস্তু, আমি বলি, ঐ ওপারের পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত ভাগ্যবিপর্যস্ত মানুষ।

ওরা আমার উত্তরে কি বোঝে না বোঝে জানি না, কিন্তু ওদের প্রশ্ন আবার আমায় চমকিয়ে তোলে। ওরা জানতে চায়—পাকিস্তান কি?

কি উত্তর আমি দেব? এরা আজও জানে না পাকিস্তান কি। স্বাধীন ভারতের স্বাধীনতার মূল্যও এরা বোঝে না। চিরকালের স্বাধীন মানুষ এরা—তাই পরাধীনতার কালিমা এরা কখনও দেখেনি, ইতিহাসও সেকথা কোথাও লেখেনি। কিন্তু তবু এদের জীবনে আজ এসেছে নানা প্রশ্নের সূচনা। একদিকে প্রশ্নের [illegible]। একদিন যা ছিল এদের [illegible] একেবারে [illegible] এদের [illegible] [illegible] সব কিছুই [illegible]। [illegible]—কিন্তু [illegible]।

সহজ সরল মানুষ দণ্ডকারণ্যের আদি-বাসী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —এদের [illegible] [illegible] [illegible] এদের [illegible] এরা [illegible] [illegible] দণ্ডকারণ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দণ্ডকারণ্যের [illegible] এদের [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] এদের [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] এরা [illegible] এদের [illegible] [illegible] এই [illegible] ও [illegible] [illegible]—একজনের [illegible] [illegible] [illegible] এরা [illegible] করে [illegible] নেওয়া।

কিন্তু তবু, সবকটি প্রশ্নের কথা এরা একসঙ্গে ভাবতে পারে না।

এখনও ভোর হয়নি। নাচ থামেনি। মহুয়া চলছে। আবার মহুয়া। চলছে ঢোলকের শব্দ [illegible] [illegible] [illegible] ঐ কালো মূর্তিগুলো নিশ্চয় দণ্ডকারণ্যের আকাশে। অদ্ভুত সুন্দর এক ছবি, এ-ছবি সমাজতত্ত্ববিদের সমালোচনার বাইরে, আর সুরসিকা রাজধানী দিল্লীর কোনও গ্যালারীতে আর খুঁজে পাওয়াও সম্ভব হবে না। কিন্তু তবু, দণ্ডকারণ্যের এই অরণ্য-রাজনীতির মধ্যে এও এক অবিস্মরণীয় ছবি যার প্রভাব অন্তরে আমার জীবনে সুদূরপ্রসারী।

—শেষ—

READ!
Bidhu Bhusan Das Gupta's
SELF-TAUGHT SERIES
1. LEARN BENGALI (yourself) 2.50
(Through English—2nd. Edition)
2. LEARN HINDI (yourself) 3.00
(Officers' guide-through English)
3. রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ 1.80
(৮ম সংস্করণ)
[বাংলা ভাষায় হিন্দী শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম পুস্তক বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে]
4. বাংলা ভাষা প্রবেশ 1.25
(হিন্দীভাষীদের জন্য 2nd Edition)
5. বাংলা সাহিত্য পাঠ .85
(অবাঙ্গালীদের জন্য)
6. হিন্দী বাংলা কথোপকথন শিক্ষা (৩য় সংস্করণ) .85
7. বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী—ত্রিভাষা শব্দবোধ .85
(৩য় সংস্করণ)
8. রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা
(১ম, ২য়, ৩য় ভাগ)
Das Gupta Prakashan
3, Ramanath Mazumder Street,
Cal.-9.

কুঁচ তৈল (রেজেষ্টার্ড) [illegible] টাকনাশক কেশ বৃদ্ধিকারক, কেশ পতন-নিবারক, মরামাস, অকালপক্কতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে। মূল্য ২, বড় ৭, ডাঃ মাঃ ১।৵। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ হাজরা রোড কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

সাত

সত্যিই সমস্ত কালিঘাটের বড় লোক, সকলের চেয়ে যেন আলাদা ছিল এই কাকাবাবুরা। বড় বাড়ি দেখেছে দীপঙ্কর। ছোট-বেলার বড় বাড়ির ভেতরে গিয়েছে। এক-বার অঘোরদাদুর সঙ্গে কিরণদের বাড়ি, লক্ষ্মণ-দের বাড়ি। বিনয়, কার্তিক, রাখাল সকলের বাড়ি। কিন্তু কাকাবাবুদের বাড়ির সঙ্গে কারোর মিলতো না। কালীঘাটে কারো বাড়িতে অমন ঠাকুর-চাকর ছিল না। কিরণ-দের তো [illegible] করেই সংসার চলতো। [illegible] বিক্রী করে চাল-ডাল-তেল, কিরণের ওরা। শুধু সেই নয়। মহেশদের বাড়ি [illegible] মহেশদের সব [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] মহেশের মা একেবারে [illegible] [illegible] আর সব [illegible] [illegible] [illegible] একলা মহেশের মা একের পর এক [illegible] [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাড়ি। [illegible] বাড়ি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাড়ি [illegible]। [illegible] বাড়ির [illegible] [illegible] বাড়ির [illegible] যেন নয়। আর [illegible]। অঘোরদাদুরও [illegible] অনেক টাকা। অঘোরদাদুর যে কত টাকা তা অঘোরদাদু নিজেই জানতো না। তবু, অঘোরদাদুর বাড়িটা ছিল যেন লক্ষ্মীছাড়া। অঘোর-দাদুকে দেখে সত্যিই সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনে পড়তো। সমস্ত বাড়িটার মধ্যে শুধু কিরণীরাই যা একটু লক্ষ্মীশ্রী আছে।

কিরণীর গলার শব্দও শোনা যেত না আর্টিকেলের মধ্যে।

মা বলতো—এ কি কাপড় পরেছ মা, একটা ভালো শাড়ি পর না, আজ [illegible] দিন—

কিরণী হাসতো শুধু হাসে।

মা বলতো—কেন, কাপড় নেই বুঝি? এত লাল পেড়ে কাপড়ের [illegible], সব কি হবে [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] বলো তো—

কিরণী [illegible] [illegible] [illegible]। বলতো—তুমি [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

মা বলতো তোমারও কপাল মা—[illegible] [illegible] না এমন করে কপাল পুড়বে কেন?

সেদিন অঘোরদাদু বাড়ি আসতেই মা বললে।

[illegible]—বাবা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

—টাকা?

অঘোরদাদুর হাতে [illegible] পুঁটলি। আর এক হাতে লাঠি। কপালে, [illegible]। মাথায় [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। একটু আগেই [illegible] [illegible] সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে [illegible] [illegible]। হঠাৎ বাড়ির ভেতরে [illegible] যেন [illegible] ভয় পেয়ে এক-পা পেছিয়ে [illegible]। এখানেও টাকা!

[illegible]—টাকা? মুখপোড়া টাকা এখন আমি কোথায় পাবো রে? আমার কি টাকার গাছ আছে নাকি!

মা বললে—টাকার কথা বলছি না আপনাকে, আপনার টাকা আপনারই থাক, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখেছেন—না দেখেন না?

অঘোরদাদু এতক্ষণ যেন একটু আশ্বস্ত হলো। বললে—কিরণ? তা মুখপোড়া কিরণের তো টাকা লাগে! টাকা আমি কোথায় পাবো?

—তা টাকা লাগবে বলে বিয়ে দেবেন না? কী-রকম দাদামশাই আপনি! এত ধর্ম-কর্ম করেন, এটাও তো ধর্ম! পরকালে এর জন্যে তো জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে। আর তা যদি না পারেন তো গলায় কলসী বেঁধে মেয়েটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিন গিয়ে, ল্যাঠা চুকে যাক—

অঘোরদাদু খানিকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মা বলে—মেয়ের দিকে তো একবার চেয়েও দেখেন না—মেয়ের বয়েস হচ্ছে তা তো আপনি দেখতে পান না—আপনি না দেখলে কে দেখবে—

এবার রেগে ওঠে অঘোরদাদু। বলে—

আমি? আমি কেন দেখতে যাবো মুখপোড়াকে—আমি কে? মুখপোড়া মাকে খেয়েছে, মুখপোড়া বাপকে খেয়েছে, এবার মুখপোড়া আমাকে খাবে নাকি? আমি পারবো না ও-সব—

—তা আপনি না পারলে কে পারবে?

—তার আমি কি জানি মুখপোড়া, মুখ-


দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য ব্রিটেনের কয়েকটি সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানি সংঘবদ্ধ হয়ে ইস্কন নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য প্রতিটি কোম্পানি তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যখন সম্পূর্ণ হবে তখন সেটি পৃথিবীর যে কোন দেশের বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক ইস্পাত কারখানার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।

দুর্গাপুরে কারা কি করছেন?

**যন্ত্রপাতি নির্মাণ**
ডেভি এন্ড ইউনাইটেড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ
সাইমন-কার্ভস্ লিঃ
দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ

**বনিয়াদ স্থাপন ও গৃহ নির্মাণ**
দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ

**বৈদ্যুতিক কাজ**
দি ব্রিটিশ টমসন্-হাস্টন কোম্পানি লিঃ
দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ
দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ
মেট্রোপলিট্যান-ভাইকার্স ইলেকট্রিক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ

**কাঠামোর জন্য ইস্পাত**
স্যর উইলিয়ম এরল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ
ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ
ডরম্যান লঙ (ব্রিজ অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং) লিঃ
জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ

[illegible]

# ইস্কন

(ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাক্শন কোম্পানি লিঃ)

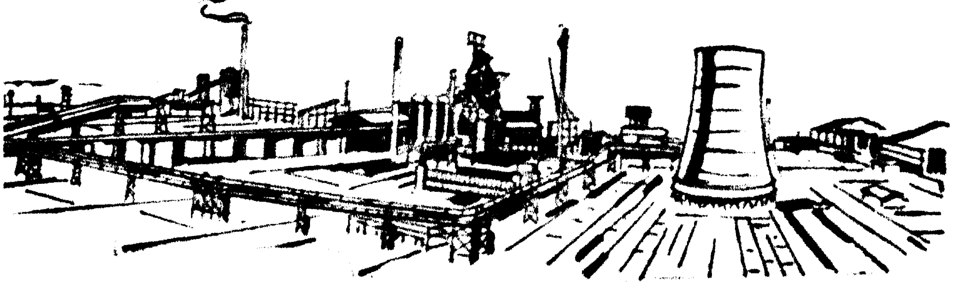

পোড়া আমি কি জানি তার—আমি কি ওর বাপ, নাকি আমি ওর মা? আমি কেউ না—

বলতে বলতে অঘোরবাবু খট্ খট্ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরে গিয়েও গজ্ গজ্ করতে লাগলো—মুখপোড়ারা টাকা দেখেছে আমার, মুখপোড়ারা আমার টাকা দেখেছে—আমি দূর করে দেব মুখপোড়াদের বাড়ি থেকে—বেরো বেরো মুখপোড়ারা, বেরিয়ে যা—বেরো সব—

সে শব্দ [illegible] আর থামে না।

[illegible]

মা বললে—তুই [illegible]

[illegible]

সামনে। কিরণও ছিল পাশে। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা থিয়েটারে পার্ট করবে। ঢং করে ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ সিন উঠলো। ওঃ, সে এক কাণ্ড! দেখতে দেখতে কোথায় যে সরে যে হারিয়ে গেল দীপঙ্কর। মনে হলো সে যেন আর নেই। সেই আলো, সেই শব্দ, সেই হাসির শব্দ, সেই করতালি, সেই সব কিছু পেরিয়ে সে যেন আর এক জগতে গিয়ে হাজির হয়েছে।

[illegible]

কিন্তু দীপঙ্করের [illegible]

[illegible]

দীপঙ্করের [illegible]

[illegible]

জাতিস্মর কথা

[illegible]

[illegible]

দি [illegible] কোম্পানী

[illegible] কলিকাতা ১

ডি. এম. লাইব্রেরী

[illegible] কলিকাতা-৬

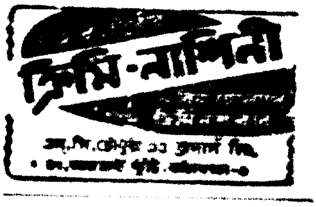

একটা। আগাগোড়া ন্যাংটো। সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল একজোড়া উট, পঞ্চাশটা ঘোড়া, তিরিশটা হাতী। সমস্ত কালিঘাট ভেঙে পড়েছিল সেদিন সেই সাধুকে দেখতে। মার সঙ্গে দীপংকরও গিয়েছিল দেখতে। কালীর মন্দিরের চাতালের সামনে ঠিক নাট-মন্দিরের দক্ষিণে যেখানে একটা হাঁড়িকাঠ পোঁতা আছে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সাধুটা—

একটা একটা করে পাঁঠা এনে হাঁড়িকাঠে ঢুকিয়ে দিয়ে বলি হচ্ছিল।

কত লোক সেই হাঁড়িকাঠে এসে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। তলার মাটিটা আঙুলে ছুঁয়ে জিভে ঠেকায়।

একটা পাঁঠা নিয়ে এসে যেই কামারটা বলি দিতে যাবে, ওমনি সাধুবাবা হাত তুলে থামতে বললে। সাধু কথা বলে না। তারপর নিজের গলাটা সেই হাঁড়িকাঠে ঢুকিয়ে সাধু কী ইঙ্গিত করলে।

সে কী কাণ্ড! সমস্ত জায়গাটা ভয়ে একটা গুন্ গুন্ শব্দ উঠলো। দীপংকরের ভয় হয়েছিল। যদি সত্যি সত্যিই গলাটা এবার কেটে দেয় সাধুর। যদি সত্যিই বলি দেয় সাধুকে! হঠাৎ কোথা থেকে পুলিস এল, দারোগা এল। তারা এসে কী বললে বোঝা গেল না। ভিড়ের চোটে তখন আর শোনা গেল না কিছু। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল সমস্ত কালীবাড়ি। হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যে মা শক্ত করে ধরে রইল দীপংকরের হাতটা।

দীপংকর জিজ্ঞেস করেছিল মাকে—পুলিস কী বললে মা?

মা বলেছিল—পুলিস পাঁঠা বলি বন্ধ করে দেবে—

—কেন?

মা বলেছিল—ওদেরও তো প্রাণ আছে, ওদেরও তো লাগে—

কিন্তু মা-কালী যে পাঁঠা খায়, মা-কালী কী খাবে তাহলে?

মা বলেছিল—মা-কালী তো ঠাকুর, ঠাকুর দেবতারা কিছু না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারেন।

মা সেদিন জানতো না। জানতো না যে দেবতার নাম করে যারা ঠকায়, দরকার হলে দেবতার নাম না করেও তারা ঠকাতে পারে। যারা বলিকারের অত্যাচার করবার জন্যে তাদের কোনও উপলক্ষ্যের অভাব হয় না। তাছাড়া কেউ দেবতার নাম করে অন্যায় করে, কেউ রাজার নাম করে অন্যায় করে, কেউ আবার দেশের নাম করেও অন্যায় করে। ও একই কথা। দেবতা হোক, রাজা হোক আর দেশই হোক, আসলে ওটা উপলক্ষ্যই। পাঁঠা নিরীহ জীব, তাই কিছু বলতে পারে না। কিন্তু মানুষও কি নিরীহ? অঘোরদাদু ঠাকুরের নামে যজমানদের ঠকায়, কিন্তু কোনও যজমানই তো তার জন্যে কোনওদিন প্রতিবাদ করেনি?

একদিন দীপংকর অঘোরদাদুকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা অঘোরদাদু, তুমি যজমানদের যে ঠকাও তা তারা কিছু বলে না?

অঘোরদাদু সেদিন বোধহয় খুব ভাল প্রণামী পেয়েছিল। মেজাজ খুশী ছিল তার। বললে—দূর মুখপোড়া, বলবে কেন? তারাও যে ঠকায়।

—কাদের ঠকায় তারা? ঠাকুরের?

—দূর, দূর, আমার উকিল যজমানেরা ঠকায় মক্কেলদের, ডাক্তার যজমানেরা ঠকায় রোগীদের।

—আর মোক্তাররা কাদের ঠকায়? দোকানীরা কাদের ঠকায়?

অঘোরদাদুর মুখের দিকে সেদিন অবাক হয়ে চেয়েছিল দীপংকর। অঘোরদাদু সব জানতো। মার চেয়েও বেশি জানতো। [illegible] চেয়েও বেশি জানতো। [illegible] চেয়েও বেশি জানতো। [illegible]

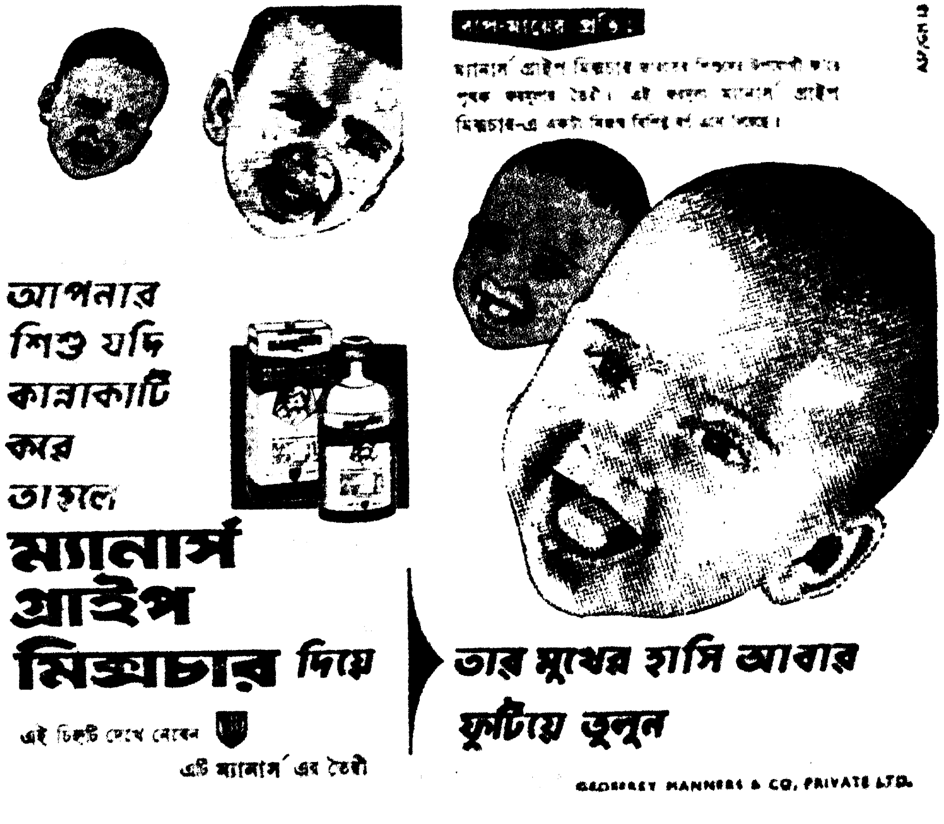

দেখতে পেত না অখোরনাথ, কারও শুনতে পেত না; কিন্তু আশ্চর্য, এরও জানতো!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, পৃথিবীতে সবাই-ই সবাইকে ঠকায় বলতে চাও?

অঘোরনাথ বলেছিল—হাঁ রে হাঁ, দুনিয়াশুদ্ধ সবাই সবাইকে ঠকায়। আমি ঠকাই [illegible], [illegible] ঠকায় [illegible], [illegible] ঠকায় [illegible]।

দীপঙ্কর বলেছিল—আমি কিন্তু কাউকে ঠকাবো না অঘোরদাদু, দেখো।

অঘোরদাদু বলেছিল—[illegible] তুই ঠকাবি [illegible], [illegible] [illegible] ঠকাতে [illegible]—

দীপঙ্কর বলেছিল—না অঘোরদাদু, আমি কোনওদিন কাউকে ঠকাবো না, তুমি দেখে নিও—

[illegible]

কিন্তু কী [illegible]

[illegible]

এখন [illegible]

দীপঙ্কর বলেছিল—কিন্তু [illegible] আমি নই [illegible]

[illegible]

দীপঙ্কর বলেছিল—[illegible] [illegible] না হয় [illegible]।

[illegible]

[illegible] দীপঙ্কর [illegible] তাকিয়ে [illegible]

অথচ সেই সতীই যখন স্কুল এসেছিল কলকাতার সেদিন [illegible] বিস্ময়ের দিন। তবু [illegible] দীপঙ্করের। কাঁকড়া [illegible] [illegible] খোলা রাখতে না। [illegible] ছড়িয়ে থাকতো কাঁধে [illegible] পিঠ থেকে [illegible] বড় সুন্দর দেখতে হতো! এই কাঁকড়া চুল নিয়েই ইস্কুলে যেত সতী। এই কাঁকড়া চুলের জন্যেই [illegible] দেখবার জন্যে দীপঙ্কর ক্লাসের পেছন থেকে চেয়ে থাকতো সতীর দিকে। চুলের যে অত বাহার হয় তা দীপঙ্কর আগে কখনও জানতো না। কিরণদের চুল ছিল না তেমন। মা বেঁধে দিত এক একদিন। কিন্তু সতীর সমস্ত [illegible] যেন তার মাথার চুলে এসে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু লক্ষ্মীদির [illegible] সতীরই মতন। আপন মায়ের পেটের বোন। সেই লক্ষ্মীদির কিন্তু অত চুল ছিল না। [illegible] এক রকমই [illegible] [illegible] এই মাথার চুলের বাহারে।

লক্ষ্মীদি একদিন [illegible] ডেকেছিল দীপঙ্করকে। সেদিন ইস্কুলের ছুটি। [illegible] একটা কাক অনেকক্ষণ [illegible] ডেকে চলেছে।

হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়তেই দেখলে লক্ষ্মীদি [illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তার দাঁড়িয়ে ডাকছে—

দৌড়ে কাছে গেল দীপঙ্কর।

লক্ষ্মীদি বললে—আয় ভেতরে আয়—

ভেতরে যেতেই লক্ষ্মীদি দরজা বন্ধ করে দিলে। লক্ষ্মীদির মাথায় বোধ হয় কী এক রকম [illegible] মেখেছিল—খুব ভুর ভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে। দীপঙ্করের বোঝা-

সুজি(?) চাইলে লক্ষ্মীদির মুখের দিকে। কোনও অপরাধ করেছে নাকি সে। অমন গম্ভীর গম্ভীর মুখ যে লক্ষ্মীদির!

লক্ষ্মীদি বললে—এই, তুই চিঠিটা দিসনি আমাকে—

—কেন?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। দেয়নি মানে? ঠিক লোকের হাতেই তো বরাবর চিঠি দিয়ে এসেছে সে।

বললে—কেন? রোজ যার হাতে চিঠি দিই, তাকেই তো দিয়েছি, পায়নি সে?

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে চিঠি পায়নি কেন সে? আমাকে লিখেছে যে—

দীপঙ্কর বললে—না রে, এতদিন ধরে এত চিঠি তোমার দিয়ে এলাম আর কালকের চিঠিটা দেব না? তুমি তো বেশ—

—তাহলে পায়নি কেন সে? কী করেছিস সে-চিঠি নিয়ে বল্?

লক্ষ্মীদির চোখে যেন রাগের ছায়া ফুটে উঠলো এতক্ষণে। অনেকদিন ধরে এমন রাগ করেনি লক্ষ্মীদি।

—বল্, কী করলি সে-চিঠিটা? কাকে দিয়েছিস? কোথায় ফেলেছিস, বল্?

দীপঙ্কর বললে—না রে, আমার ওপর মিছি রাগ করছো মিছিমিছি, আমি তোমার চিঠি নিয়ে কী করবো? এতগুলো চিঠি ঠিক লোককে দিয়েছি আর এ-চিঠিটা দেব না?

—তাহলে সে কি মিছে কথা লিখেছে?

দীপঙ্কর বললে—তা আমি কি জানি?

—তুই জানিস না তো কে জানে? আমি তো তোর হাতে দিয়েই চিঠিটা পাঠিয়েছি—

—হ্যাঁ, আমি কি তোমার চিঠি খেয়ে ফেলেছি বলতে চাও?

—চিঠিটা কাকে দিয়েছিস, সত্যি বল্ লক্ষ্মীটি—

হঠাৎ যেন আদর দেখাতে লাগলো লক্ষ্মীদি। একেবারে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলো।

বললে—আমি কাউকে বলবো না, মারবো না, ধরবো না, কিচ্ছু করবো না, তুই বল্ না সে-চিঠি নিয়ে কী করেছিস? কোথাও হারিয়ে গিয়েছে বুঝি?

—ওমা, হারাবে কেন? আমি তো রোজ পকেটে করে নিয়ে যাই—পকেটে করেই তো চিঠিটা কাল নিয়ে গিয়েছিলুম—

—কিন্তু চিঠির তো পাখা নেই যে উড়ে পালাবে [illegible]—জানিস সে-চিঠির ভেতর কত কথা লেখা ছিল, সেই চিঠি অন্য কারো হাতে পড়ে? কেউ যদি দেখতে পায়?

দীপঙ্কর হঠাৎ যেন কেমন একটু সোজা হয়ে মাথা উঁচু করলে।

বললে—কিন্তু কেন তুমি চিঠি লেখ ওকে লক্ষ্মীদি? ও তোমার কে?

লক্ষ্মীদি হঠাৎ যেন থমকে থেমে গেল।

দীপঙ্কর বললে—[illegible] ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে তোমার [illegible] কেন, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না? [illegible] সকলের সামনে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো না? আর এই [illegible] যে, রোজ রোজ চিঠি লিখতে হয়?

লক্ষ্মীদি অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললে—তুই নিশ্চয়ই চিঠি পড়েছিস আমার—না?

দীপঙ্কর বললে—তোমার চিঠি আমি কেন মিছিমিছি পড়তে যাবো, আমার [illegible] পড়েছে তোমার চিঠি, [illegible] কিন্তু ও-লোকটা তোমাদের [illegible] আসতে পারে না?

লক্ষ্মীদি বললে—ঠিক বলছিস তুই আমার চিঠি পড়িস না?

—হ্যাঁ, বলছি লক্ষ্মীদি, আমি তোমার একখানা চিঠিও পড়িনি!

—ঠিক বলছিস তো?

—বলছি আমি মিথ্যে কথা বলি না।

—কিন্তু তাহলে ও চিঠি গেল না কেন?

লক্ষ্মীদি কেমন যেন ভাবনায় পড়লো। মনে হলো যেন আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভাবছে।

হঠাৎ বললে—আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা আর একটা চিঠি দিয়ে আসতে পারবি?

দীপঙ্কর বললে—কেন পারবো না।

—[illegible] যাবার আগে আমার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে যাস, কেমন?

দীপঙ্কর বললে—বেশ—

তখন দীপঙ্কর চলেই আসছিল, হঠাৎ লক্ষ্মীদি আবার ডাকলো—শোন্ দীপু—

দীপঙ্কর ফিরে দাঁড়ালো।

লক্ষ্মীদি বললে—[illegible] আমি এখনি আসছি—

[illegible]

বললে—এই নে

[illegible]

লক্ষ্মীদি চমকে উঠলো যেন। বললে—কেন? দিবি না কেন? চকোলেট খাস না তুই?

দীপঙ্কর বললে—খাই, কিন্তু তোমার কাছ থেকে নেব না—

—কেন? আমি কী দোষ করলাম?

দীপঙ্কর বললে—[illegible] চকোলেট আমি খাইনি। তুমি যেমন [illegible] আমি [illegible] দিয়েছি—তুমি আমায় চকোলেট আর দিও না লক্ষ্মীদি।

—কেন? কী হলো?

দীপঙ্কর বললে—তুমি চকোলেট না দিলেও আমি তোমার চিঠি দিয়ে আসবো—তুমি [illegible] যত বলবে সব আমি করবো—কিন্তু চকোলেট তুমি দিও না আমায়—তোমার পায়ে পড়ি—

লক্ষ্মীদি বললে—কেন রে? কী হলো বল্ না?

দীপঙ্কর বললে—তুমি জানো চকোলেট


Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি কিসের দৈহিক ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, কোমরে? কোমরে, হাঁটুতে কিংবা জোড় সন্ধিস্থলে? তবে খুশী হবেন।
শারীরিক, বুক বা পিঠের ব্যথায় বাতের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যথায়
এ্যামিকো গ্রীন লিনিমেণ্ট
(সবুজ মালিশ)
বাহ্যিকভাবে নিরাপদ।
মূল্য বড় শিশি ২৲৭৫ নঃ পঃ
ছোট শিশি ১৲৭৫ নঃ পঃ
"মাশুল" স্বতন্ত্র
ব্যবসায়ীদের জন্য লিখুন—
আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ
৩ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

না দিলে আমি তোমার চিঠি দিয়ে আসবো না, না?

লক্ষ্মীদি বললে—না চিঠি দিয়ে আসিস না, ভালোই তো—কিন্তু চকোলেট নিতে কী হয়েছে?

দীপঙ্কর বললে—না-নিলেই তো না, চিঠি দিয়ে আসি কি না!

লক্ষ্মীদি হেসে কাছে সরে এল। দু'হাত দিয়ে দীপঙ্করের মুখটা ধরে আদর করতে করতে বললে—কেন রে? আমার কাজ করতে তোর এত ভালো লাগে কেন রে?

দীপঙ্কর মুখটা নিচু করে বললে—এমনি—

—কিন্তু আমি যে তোকে কষ্ট দিই? তবু আমার ওপর তোর রাগ হয় না?

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দিলে না। লক্ষ্মীদির হাতের ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগছিল। কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ আসছিল লক্ষ্মীদির গা থেকে।

লক্ষ্মীদি বললে লক্ষ্মী—আর আমি তোকে বকবো না কক্ষনো—

বলে দীপঙ্করের হাতের মধ্যে চকোলেটটা গুঁজে দিলে।

বললে—আমি বলছি চকোলেটগুলো তুই নে, আমি দিচ্ছি, নিতে হয়—নে লক্ষ্মীটি—

দীপঙ্কর চকোলেটগুলো নিলে। এবার আর আপত্তি করলে না কিছু।

লক্ষ্মীদি বললে—পরশুদিন সকালবেলা চিঠিটা দিয়ে আসবি তো ঠিক?

দীপঙ্কর বললে—দেব—

লক্ষ্মীদি বললে—এবার যা তুই—

তারপর একটু থেমে বললে—ভুলে যাবি না যেন পরশুদিন সকালবেলা—

বলেই লক্ষ্মীদি চলে গেল ওপরে। আর দীপঙ্কর খিড়কির দরজাটা পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। খাঁ খাঁ করছে রোদ উঠোনে। কাকটা তখনও অকারণে ডাকছে কা কা করে। মা এখনও ঘুমোচ্ছে। অঘোরদাদুর বাড়ির রকের ধারে দাঁড়াল দীপঙ্কর।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল। পাড়ার দুপুরে সবাই দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে হয়ত, অঘোরদাদুও হয়ত ঘুমোচ্ছেন। ছোনীও সকাল সকাল কাজ-টাজ সেরে দিয়ে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিরণটা হয়ত একতলার ঘরটাতে কী করছে কে জানে। ছিটে-ফোঁটা এক সময়ে খেতে দিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে [illegible]। এ পাড়ার্গাঁর কোনও [illegible] নেই, আরো দূরে রাস্তার উপরে কোনও [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] একটা নিস্তব্ধ রূপ ছিল। এধারে ওধারে [illegible] চলা হয়। অনেক দূরে। নীল আকাশটার গায়ে কয়েকটা চিল উড়ছে দূরে দূরে—তাদের ডানার মাথায় তখন একটা

বাড়ির উপর একটা ঘুড়ি আটকে গিয়ে দুলছে। রাস্তা দিয়ে আর একটা গাড়ি। বাসনওয়ালারা এসে এসে ঠং ঠং করে কাঁসি বাজাতে বাজাতে যাবে। তারপর আসবে কুল্পি বরফ। তারপর আসবে [illegible] গাড়ি। তারপর [illegible] [illegible] টিফিনের ঘণ্টা বাজবে। আর [illegible] বিকেল হয়ে যাবে কালীঘাটে।

কিন্তু অনেকক্ষণ সেই অঘোরদাদুর [illegible] দাঁড়িয়েও দীপঙ্কর কী করবে বুঝতে পারলে না। কেন লক্ষ্মীদি তাকে এত আদর করলে আজ। তার মুখটা ধরে [illegible] আদর করেছে। এখনও যেন বাতাসে লক্ষ্মীদির গায়ের মিষ্টি গন্ধটা লেগে রয়েছে। হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো [illegible] বিশ্বাস হয় না। [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্করের [illegible] উঁচু। দীপঙ্করের [illegible] এমন [illegible] লক্ষ্মীদির [illegible] সুন্দর হয় না। এমন [illegible] তবু [illegible] দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর [illegible] তারপর হঠাৎ পাড়ার দিক থেকেই [illegible] কাকটাও [illegible] একেবারে [illegible] কা কা করে ডাকছিল একটা [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] মনে [illegible] একটা [illegible] থাক একা।

—এই আঃ আঃ আঃ—

হাতটা নাড়িয়ে তাড়াতে লাগলো দীপঙ্কর।

কাকটা প্রথমটায় একটু চমকে উঠেছিল। [illegible] [illegible] উড়েও গেল। কিন্তু কী ভেবে আবার [illegible]। আবার দীপঙ্করের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

দীপঙ্করের মনে পড়লো এই কাকটাই যেন [illegible] [illegible] রোজ [illegible] দিয়ে গিয়েছিল। এই কাকটাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খেতে দেয় রোজ। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে, ওইগুলোরাই [illegible] এই কাকটা। সেদিন এই কাকটাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] এটা। অনেক দিন দীপঙ্কর দেখেছে এই কাকটার সঙ্গে একটা [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তখনও। মুখটা হাঁ করে কাঁ কাঁ করে

চেঁচায়। আর কোথা থেকে এই ধাড়ি কাকটা এক-মুখ খাবার এনে বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দেয়। বাচ্চাটার মুখের ভেতরটা লাল টুক টুক করে। বোধ হয় বাচ্চাটা একেবারে কাঁচা। তারপর একদিন সকালবেলা ঝড়ে ভেঙে দিয়ে গেছে বাসাটা। অনেকগুলো কাক একেবারে একজোটে কা কা করে চারদিক মাত করে তুলেছে। প্রায় একবেলা [illegible] [illegible] কাক জড়ো হয়েছে। প্রথমটায় দীপঙ্কর কেমন ভয় পেয়েছিল। এত কাক [illegible] কোথেকে জড়ো হয়েছে। গাছের নিচু নিচু ডালের ওপর বসে কান্না-কাটি করে কা কা করছে সবাই। একবার এ-ডালে যাচ্ছে একবার ও-ডালে যাচ্ছে। চেঁ-চেঁ ডাকার অন্ত নেই।

প্রথমটায় বুঝতে পারেনি দীপঙ্কর। তারপর কাছে গিয়ে দেখলে একটা বাচ্চা কাক রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে। আর কাকগুলো চারদিকে উড়ছে। চোখ ফেলছে। আহা, কে মারলে বাচ্চাটাকে কে জানে?

তারপর থেকে বাচ্চাটাকে আর দেখতে পায়নি দীপঙ্কর। এই ধাড়ি কাকটাই তারপর থেকে একলা এসে বসে অশ্বত্থ গাছটার ডালে, আর একলা একলা চেঁচায়। একলাই অঘোরদাদুর ঘরে ঢোকে চাল-কলা-সন্দেশ খুঁটে খাবার চেষ্টা করে, মার রান্নাঘরের এঁটো কাঁটার মুখ দেয়। ছাদের ধারে, চালের কার্নিশ দিয়ে বেড়ায় রোজ। মা কাকটাকে দেখলেই হাতটা উঁচু করে তাড়া করে—হুস্-হুস্। কিন্তু কাকটা ভয় করে পালায় না। এই অশ্বত্থ গাছটার ডালের ফাঁকে এসে বসে। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে আর সময়ে অসময়ে কা কা করে ডাকে।

দীপঙ্কর আবার তাড়ালে—এই আঃ আঃ আঃ—

কাকটার তখনও সন্দেহ যায়নি। ঘাড় কাত করে দেখতে লাগলো দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর এক মুঠো চকোলেট নিয়ে ঢেলা ছুঁড়ে দিলে সামনের উঠোনে।

—নে খুই, সবগুলো খা, তোকে আমি এমনিই সব দিলাম, সব দেব, পেট ভরে খেয়ে নে—লক্ষ্মীদি যত চকোলেট দেবে সব তোকে দেব এবার থেকে—আয় আয়—

কাকটা ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে উড়ে এসে লাফাতে উঠোনে।

—আমার চকোলেট দরকার নেই যে, লক্ষ্মীদির চিঠি এমনিই দিয়ে আসবো, চকোলেট দিলেও দিয়ে আসবো না দিলেও দিয়ে আসবো, লক্ষ্মীদিকে যে আমার ভাল লাগে, এগুলো তুই খা, তুই খা এগুলো—

ক্রমশ

আমি সবসময় হামাম কিনি

নরম, মসৃণ ফেনা…
নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে।

ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে…
হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে চায় না…
এত অল্পই খরচ হয়!

হামাম

মেখে তাজা বোধ করুন এবং
তাজা গন্ধে ভরে উঠুন

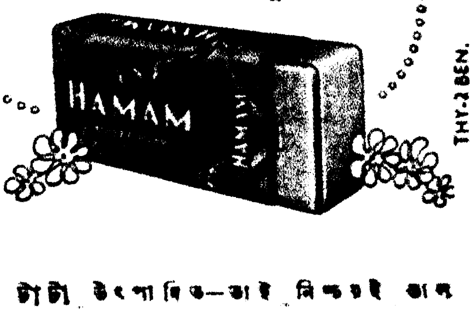


THY. 2 BEN.

বাড়ীর সবাই হামাম পছন্দ করে টাটা উৎপাদিত—তাই নিশ্চয়ই ভাল

# লবণ হ্রদের কথা

অপর্ণা রায়

আজকাল প্রায়ই সংবাদপত্রগুলিতে লবণহ্রদ সম্পর্কে নানা পরিকল্পনার কথা দেখতে পাই। হয়ত সেজন্যই আমাদের মনে এই লবণহ্রদ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগে। প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে লবণহ্রদগুলি শহর কলকাতার উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ [illegible] প্রায় ৩০ বর্গমাইল [illegible] অঞ্চল ও [illegible] জলা-ভূমি। শহরের [illegible] চারিদিকে [illegible] এই লবণহ্রদ [illegible] এই অঞ্চলের [illegible] এ জন্য [illegible] আলোচনা [illegible] ১৯১১ সালে [illegible] ২৫ [illegible] ১৬ [illegible]

[illegible]

হবে ময়লাগুলো দূর হয়ে শহরের [illegible] উদ্ধার হবে। ১৮৬৫ সালে দেখা যায় যে, গভর্নমেন্ট একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন এবং সেই কমিশন [illegible] পরীক্ষা করে [illegible] লিমিটেড-এর [illegible] পরিকল্পনার সমর্থন করেছেন। আবার ১৮৮২-৮৫ খৃষ্টাব্দে [illegible] ও [illegible] লবণহ্রদ [illegible] ভরাট করার কথা উত্থাপন করেন। তাঁর পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল [illegible] জন্য [illegible] উদ্ধার করা।

[illegible] ১৯৪০ সালে [illegible]

শহরের ময়লা-নিকাশী [illegible] চারিদিকে [illegible] পরিকল্পনায় এই লবণহ্রদ [illegible]

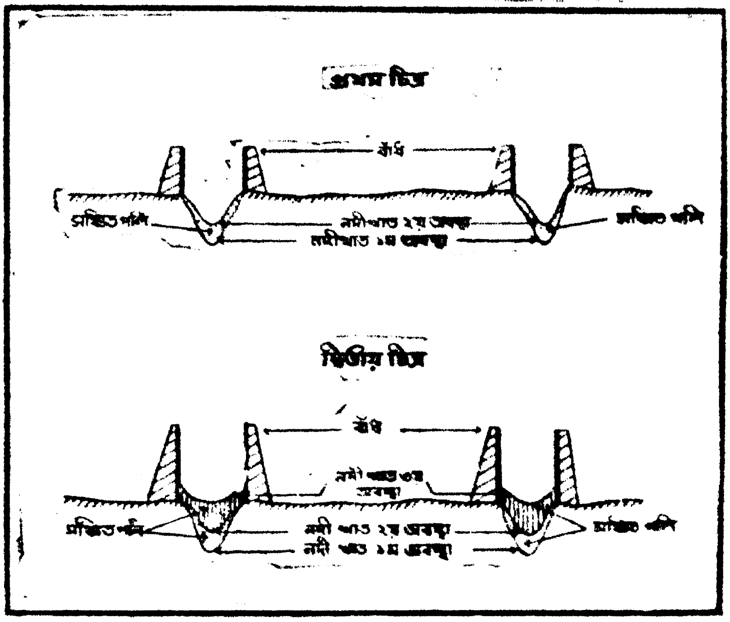


**বাঁধ দেওয়ার ফলে সঞ্চিত পলির অবস্থা প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে**

এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে খুব সুচিন্তিত এবং সময়সাপেক্ষ পরিকল্পনার সাহায্য না নিলে ভরাট হ্রদ অঞ্চলের উপর শহরের পূর্ব প্রান্তে দ্বিতীয় 'হাওড়া' অর্থাৎ আর একটি নোংরা ঘিঞ্জি বস্তির সৃষ্টি হবে। তবু হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে জাহ্নবী যেমন যে ফাঁক আড়ালটুকু রচনা করে রেখেছেন এর বেলা সেটুকুও থাকবে না। এর পর ১৯৫৫ সালে মন্ত্রীমণ্ডলী শ্রীসুবোধলাল ঘোষও ডাঃ গলার-এর মত সমর্থন করেন।

ভাগীরথী ও তার শাখানদীদের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে পলি জমে বঙ্গদেশের সমতল অঞ্চলের অধিকাংশই গঠিত হয়েছে। এই তথ্য থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে লবণহ্রদগুলি নিম্ন অঞ্চলরূপে থেকে যাওয়ার প্রধান কারণ এখানে পলি বিছিয়ে পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে জানতে গিয়ে প্রথমেই দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই অঞ্চল বর্তমান সময়ের মত অনেক বিস্তৃত ছিল। বহু দূর জানা যায় এই নিম্ন জলাভূমের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন গভীরতর খাতে জল প্রবহমান ছিল। ঐ সব খাতে নির্বিঘ্নে নৌকা চলাচল করত। এদের মধ্যে বর্তমানে শাখানদী বিদ্যাধরীর নামই উল্লেখযোগ্য। আশপাশ অঞ্চলের বর্ষার জল যখন প্রথমে এই নীচু জায়গায় জমা হত, ধীরে ধীরে বিদ্যাধরী নদীর সাহায্যে সমুদ্রে চলে যেত। সমুদ্রের সঙ্গে যোগ থাকায় এখানে জোয়ার ভাটা খেলত, তাই সমুদ্রের জলের প্রভাবে জল নোনা হওয়ায়, যেমন লবণহ্রদ আখ্যা পেয়ে থাকেও তেমন এগুলি বিস্তৃত জলেরই হ্রদ। বিদ্যাধরী প্রভৃতি নদীগুলির পলি-মাটির সাহায্যে উঁচু হতে হতে ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সালের ভিতর এই অঞ্চলটি প্রায় ২ ফিট করে উঁচু হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলের চারদিকে ক্রমশ এখানে পলি-মাটির চাপে স্বাভাবিক উঁচু জমি তৈরী হয় কিন্তু হয় প্রাকৃতিক অপেক্ষা না করেই মানুষ উঁচু নীচু জমিতেই চাষের কাজ আরম্ভ করে। তখন প্রথমেই নদীর দুই ধারে উঁচু বাঁধ বেঁধে দেওয়া হল যাতে জোয়ারের জল নদীর বাইরে জল দুপাশে না ছড়িয়ে কেবলমাত্র নদীখাতে ফিরে চলে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই এই দুটির ফল ফলতে শুরু হয়ে পড়ল, কারণ যে পরিমাণ পলি নদীর দুই পাশের জমির সঙ্গে প্রায় ৫০ বর্গমাইল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারত তা নদীখাতে সীমাবদ্ধ থেকে নদীর তলা ভরে তুলতে লাগল। এর সঙ্গে সঙ্গে নিচু জমিগুলিও আরও উঁচু করে তোলা হল। ফলে কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত অঞ্চলটি চাষের ক্ষেতের আকারের মতই জলপূর্ণ নিম্নভূমিতে পরিণত হল। এরই পাশে পাশে বাঁধগুলি ক্ষেতের উঁচু কিনারার মত দাঁড়িয়ে থাকল। বাঁধের মধ্যে পলি জমে নদীগর্ভ পার্শ্ববর্তী জমির চেয়ে ১০ ফিট ১২ ফিট পর্যন্ত উঁচু হওয়ায় নদী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বৃষ্টির জল বাঁধের বাধা দূর করে নদীতে না পৌঁছতে পারায় দুপাশের নিম্নভূমির মধ্যভাগে জমা হতে লাগল, বছরের পর বছর ধরে। দুই পাশের জলের যোগান বন্ধ হয়ে নদীখাতে সঞ্চিত পলি সরে যাবার সম্ভাবনা আরও কমে গেল। ইতিমধ্যে গঙ্গার অধিকাংশ জল ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই পদ্মা-খাতে প্রবাহিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে তার অন্যতম শাখা যমুনা ও যমুনার শাখা বিদ্যাধরীতে জলের যোগান প্রায় বন্ধ হয়ে

## লবণ হ্রদ অঞ্চল

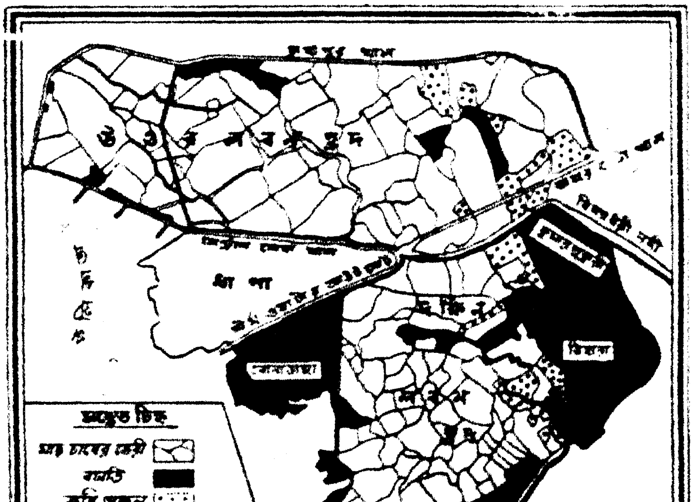

গেল। আরও যে কয়েকটি কারণে বিদ্যাধরী দ্রুততর গতিতে মজানদীতে পরিণত হয় তাদেরও মধ্যে [illegible] দুটোই বেশী। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে টালীর নালা নামে খালটি কাটা হয়। হেস্টিংসের এর কাছে গঙ্গা থেকে টেনে এনে একে বিদ্যাধরীর সঙ্গে [illegible] কাজে যুক্ত করা হয়। ফলে লবণহ্রদের জল [illegible] বা [illegible] পড়তে পারত তা এই খালের উঁচু বাঁধে বাধা পেয়ে আর দক্ষিণে যেতে পারল না। এরপর নদীর স্বাভাবিক [illegible] আরও [illegible] এই [illegible] জল [illegible] আরও [illegible]। [illegible] ১৮৩০ সালে [illegible] এবং ১৯১০ সালে [illegible] কাটা হয়। এ ছাড়া ১৮৩০ সাল থেকে বিদ্যাধরীর [illegible] এবং সেই সঙ্গে নদীর [illegible] নির্ধারিত হয়ে [illegible]। এ [illegible] লবণহ্রদের [illegible] উত্তর ও দক্ষিণ লবণহ্রদ এই দুটি [illegible]।

এর পর দেখা যায় যে [illegible] বিদ্যাধরী নদীর [illegible] এই [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] এই [illegible] এবং [illegible] হয়। [illegible] এই [illegible] ও [illegible] এখানে এসে [illegible]। তাই [illegible] ও [illegible] এই [illegible] হল তখন [illegible] ও [illegible] চাষ আরম্ভ হল।

মনে রাখা দরকার যে ক্রমবর্ধমান কলকাতা শহরের [illegible] পরিমাণও [illegible] বেড়েই চলেছে। ফলে [illegible] বিদ্যাধরী ও লবণহ্রদ অঞ্চলের জল ক্রমে মানুষের পক্ষে [illegible] হয়ে পড়তে লাগল। মাছচাষের পক্ষে [illegible] হয়ে উঠল এই অঞ্চল [illegible] [illegible] থাকল। আর মাছচাষের ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় অধিবাসীরা দুর্দশা ভোগ করতে লাগল। ১১৪০ সালে কলিকাতা কর্পোরেশন খাল কেটে শহরের [illegible] বিদ্যাধরীর [illegible] এই [illegible] কর্পোরেশন [illegible] এখন [illegible]

[illegible] উত্তর লবণহ্রদ [illegible]

১৯৫৬ সালে [illegible] লবণহ্রদ [illegible] এখানে [illegible] হয়।

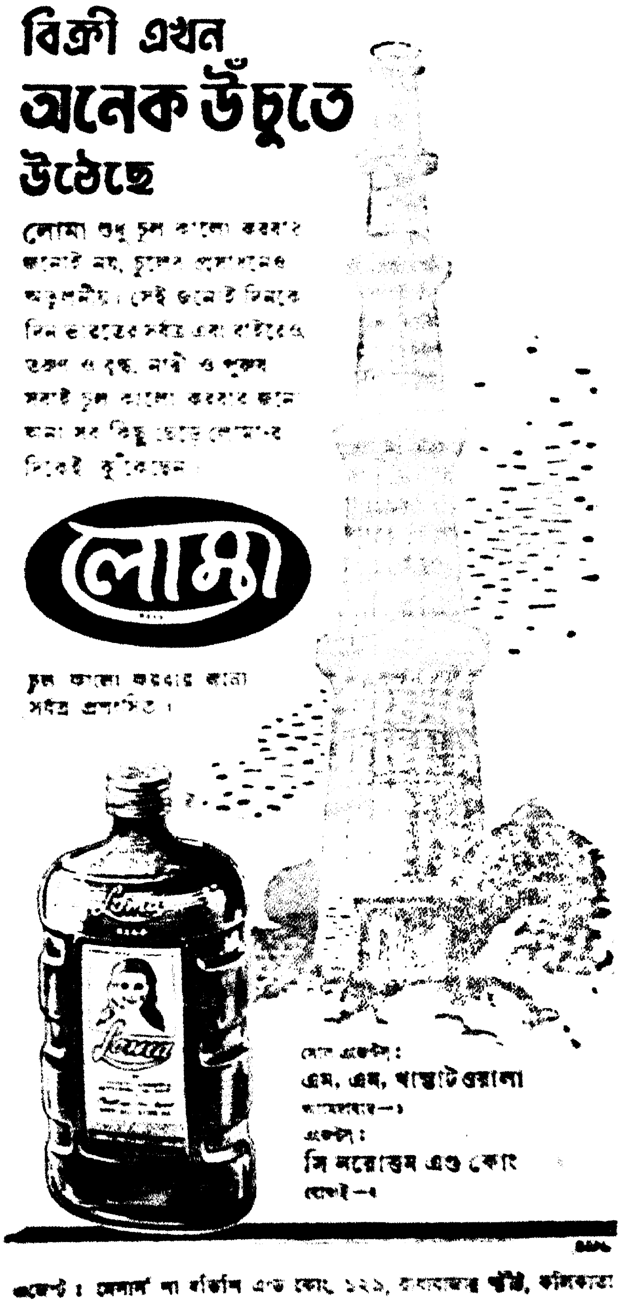

| তথ্যতালিকা | উত্তর লবণহ্রদ | দক্ষিণ লবণহ্রদ |
|---|---|---|
| (ক) ভেরীর সংখ্যা— | ১২ | ১০৯ |
| (খ) মোট জলভাগ— | ২৮,০০০ বিঘা | ১৪,৭০০ বিঘা |
| (গ) দৈনিক মৎস্য উৎপাদন— | ৩৮০ মণ | ১০৬ মণ |
| (ঘ) মৎস্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত মোট কর্মীসংখ্যা— | ৩,৬০০ জন | ১,৪০০ জন |
| (ঙ) বিঘাপ্রতি ভাড়া— | ৩০, টাকা | ৫, টাকা |
| (চ) বিঘাপ্রতি পরিচালনার ব্যয়— | ১৭০, টাকা | ১২৭, টাকা |
| (ছ) বিঘাপ্রতি সমগ্র আয় | ৩০০, টাকা | ২০৪, টাকা |
| (জ) বিঘাপ্রতি আয় (ব্যয় বাদে)— | ১০০, টাকা | ৭২, টাকা |
| (ঝ) বিঘাপ্রতি মৎস্য উৎপাদন— | ৫ মণ | ৩·৪ মণ |

[তথ্যগুলি পশ্চিম বাংলা সরকারের মৎস্য বিভাগের বদান্যতায় প্রাপ্ত।]

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে এখান থেকে প্রায় ৫০০ মণ মাছ প্রতিদিন কলিকাতার বাজারগুলিতে চালান যায়। এর পর দ্বিতীয় উপজীবিকা হিসাবে কৃষিকার্যের নাম করা যায়। বাঁধ অঞ্চলে ও উঁচু জায়গাগুলিতে প্রধানত ধানের চাষ হয়। এখানে বছরে প্রায় ২,৫১,০০০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। স্থানীয় প্রায় ৫০,০০০ অধিবাসী ছাড়াও আনুমানিক ২,০০০ বাস্তুহারা এখানে স্থায়ী বাসস্থান খুঁজে পেয়েছেন।

সংবাদপত্রের খবরে দেখা যায় যে, শহর অঞ্চলের বাড়বার ভিত্তিতে এই জায়গা ভরাট করতে প্রতি একরে আনুমানিক ২,৪১,৬৬০, টাকা খরচ পড়বে, যা আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে খুবই বেশী। এর পর জলাভূমি ভরাট করার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বড় বাড়ি তুলতে গেলে সেও অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়বে নতুন যে জমি আরও কিছুদিন পড়ে থেকে বসতে হবে। শহর কলকাতাকে বিকেন্দ্রী করণের জন্য যে কল্যাণী শহরের সৃষ্টি হল, একই সঙ্গে তার বিপরীতমুখী এই পরিকল্পনার ফলে নতুন করে বাস্তুহারা সমস্যার উদ্ভব হবে। মাছ এবং অন্যান্য এই উদ্ভিজ দ্রব্যই স্থানীয় অধিবাসীদের এই বাস্তু ব্যক্তির পরিমাণ বেড়েই যাবে। এই অঞ্চলের উন্নতির জন্য যে দুটো উপায় এই রকম আছে ও অন্যান্য কথা তখনই আবার প্রশ্ন হয় যে এই অঞ্চলে বারে বারে বন্যায় নিজেদের জন্য, প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে মৎস্যজীবিদের ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে এতেও আবার হবে পুনরাবৃত্তি না হয়। অতএব সুপরিকল্পিত বিজ্ঞানসম্মত না করে আর্থিক পরিবর্তনের সাহায্যে প্রকৃতিকে নিজেদের কাজে লাগানোই শ্রেয় মনে হয়। যেমন সমাজের ও বাসোপযোগী জমিগুলি বাদ দিয়ে, জলার কিছুটা ভরাট করে পার্ক-এর সৃষ্টি করা যেতে পারে। বাকী জলভাগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং সমবায় প্রথায় চাষ করে উৎপন্ন মাছের পরিমাণ আরও বাড়ানো চলবে। বর্তমানে নিবেদিতা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সমবায় প্রথায় মাছ চাষের একটি সার্থক উদাহরণ। এইরকম আরও প্রচেষ্টার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়কে যুক্ত করতে পারলে তা সার্থকতর হবে।

সর্বশেষে আবার বলা যায় যে, এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশটি সুন্দর, কাজেই এ অঞ্চলটি শহরের কোলাহল ও কর্মক্লান্ত জীবনের মধ্যে শান্তি ও আনন্দ এনে দিতে পারে। [illegible] এই অঞ্চলে [illegible] উদ্যান তৈরী করে [illegible] মানুষের সৃষ্টি করা যায় বলে মনে হয়।

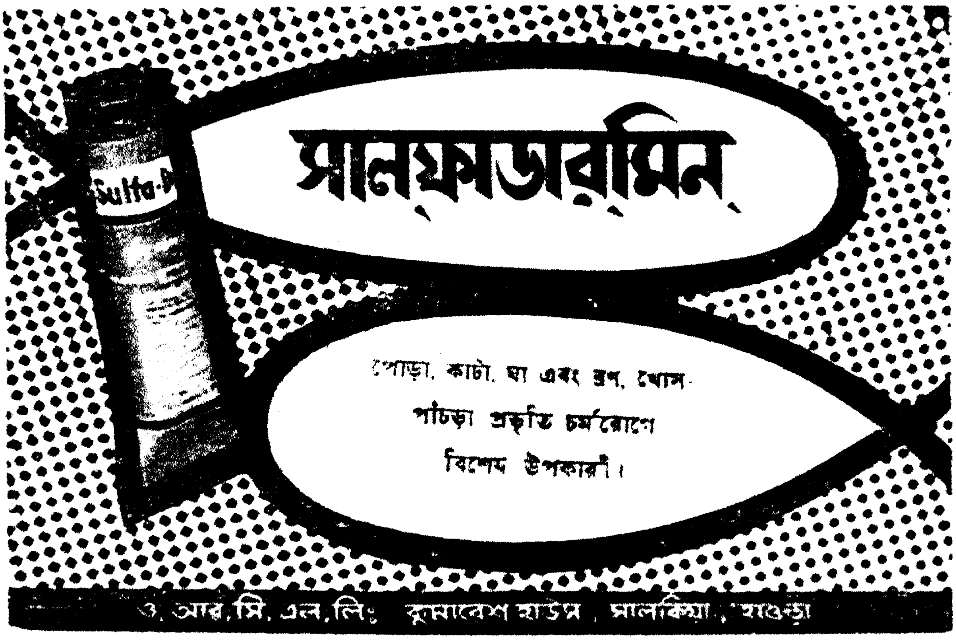

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৩

[illegible]

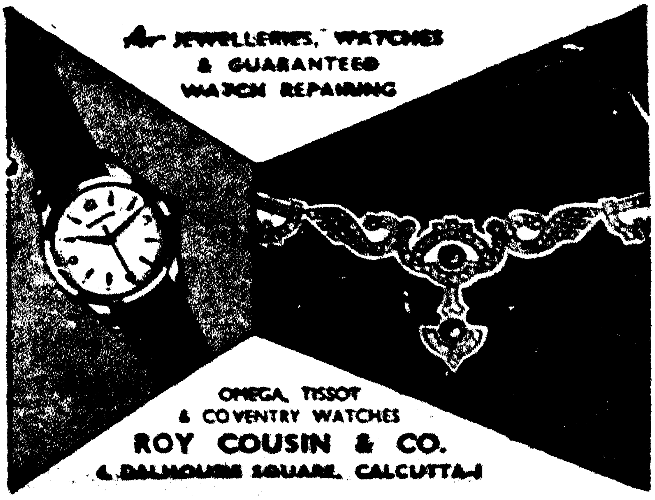

'একেবারে নির্জনে [illegible] হয়তো নয় কিন্তু দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্য [illegible] কোথায়?'

'তা নয়, কাকা কী করবে?'

'নিজে কিছুই করবে না। শুধু, তোমার বাবাকে ধরবে। ধরে একটু নাড়াচাড়া করবে। তাহলেই—'

'তাহলেই—'

'হঠাৎ [illegible] হাওয়া ছুটবে হু-হু করে। হু-হু করেই সুকান্তর [illegible] কথাটা: [illegible] তোমার [illegible] সার্টিফিকেট কখানা। এক গাদি [illegible]র মালা।'

কার্তিকের কানের মধ্যে যেন কে গলানো সীসে ঢেলে দিল। সুকান্তের মুখের থেকে ফিরিয়ে নিল চোখ। রূঢ়স্বরে বললে, 'বাড়ি ফিরে চল।'

'তা যাচ্ছি। কিন্তু [illegible] দ্বিতীয় [illegible] মানে হয় না। [illegible]' [illegible] সুকান্ত। 'একটু [illegible] একটু [illegible] একটু সহানুভূতি।'

মুখের দিকে তাকাবে না ভেবেও তাকাল কার্তিক। কেমন [illegible] দেখাচ্ছে সুকান্তকে। আর তার হাসিটা [illegible] হাসি।

কিন্তু আকাশে আজ নতুন মেঘ [illegible]। সুকান্ত সেই টাকার কথাই ভাবছে, বলবে, [illegible] পারছে না কার্তিক।

উপরে আসতেই কার্তিক বললে, 'কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখ!'

জানলার কোথায় একটু আকাশের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াবে, তাকাবে বাইরে—সুকান্ত গ্রাহ্যও করল না। আকাশে মেঘ করেছে, তা আবার দেখবার কী! হয় ঝরবে নয় উড়ে চলে যাবে দূরান্তরে।

'তোমার আর কি!' বললে [illegible] সুকান্ত। 'তোমাকে তো আর [illegible] হল না, খুঁজতে হয় না টাকা রোজগারের ফিকির। [illegible]'

[illegible] কার্তিক।

[illegible]

ছুটি। সত্যি, চলো না লক্ষ্মীটি—'

চলো—মুখে এটুকু বলতে কী হয়েছিল! কলকাতার [illegible] উপরে একটি কল্পনার মন রাখা যেত না? [illegible] কি সব সময় [illegible] খায়, [illegible] খায় না?

গম্ভীর হল সুকান্ত। বললে, 'টাকা নেই।' পরে হঠাৎ হাত পাতল কার্তিকের কাছে: 'দেবে কিছু টাকা?'

'কোন দুঃখে?'

'একবার [illegible] দেখতাম। [illegible] হচ্ছে।'

'টাকা [illegible]?'

'[illegible]?'

'যে টাকা এ [illegible] কী [illegible]!' কার্তিক [illegible] না।

[illegible]

সেই হাতে কলম নিবব না জুতো ধরব? বল, আমার সময় কই?'

'না, আমাকে বলোনি কেন?' কার্তিক উঠে পড়ল। জুতো কালি বুরুশ নিয়ে থিতিয়ে বসল মেঝের উপর। বললে, 'না দুটো আমার [illegible] জুতোতে কালি লাগানো দুষ্টা। এর্মনিতেও তোল অর্মনিতেও [illegible]'

'কাটাই তো?' সুকান্ত সবলের টান দিল। [illegible] প্রমাণের আর দরকার কী? এর্মনিতেও মেরে অর্মনিতেও [illegible]'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু জুতোয় কালি দেবার জন্যে [illegible] কেউ এর্মনি [illegible] হয় না। [illegible] জুতো [illegible]—'

'[illegible]'

কী না পড়ল। [illegible] কার্তিক।

'তোমাদের [illegible] হয় না [illegible] না [illegible] না আমাকে [illegible]'

[illegible]

[illegible]

[illegible] কার্তিক [illegible]

'কী [illegible]?'

'কিন্তু [illegible]'

[illegible]

[illegible]

'[illegible]'

'[illegible]' কার্তিক [illegible]

'সব [illegible]?'

[illegible] টাকার [illegible] না [illegible]'

[illegible] সুকান্ত। বললে, '[illegible]?'

[illegible] কার্তিক। [illegible] বললে, [illegible] একবার [illegible] টাকা [illegible] একটু [illegible] তোমার [illegible]'

'তাই তো দেখছি।' [illegible] জুতো

পাতিয়ে চলে যাবার উদাসীন ভঙ্গি করল সুকান্ত।

'সে কি, টাকাটা নিয়ে যাও।'

'বার থেকে চেয়ে নিও।'

'না, বার থেকে চাইব কেন? আমি—আমি তোমার থেকে চাইব।'

'আমার হাত তোমার ঐ [illegible] মতই শূন্য।' [illegible] থামল সুকান্ত। [illegible] নিজের হাত [illegible] কাজ—[illegible] কাজের [illegible] করতে হবে। সুতরাং বার কাছে হাত না পেতে উপায় নেই।'

'আমি তা জানি না। আমি শুধু—আমি শুধু, তোমার কাছে হাত পাতব। তখন তুমি জানো তুমি [illegible] এনে দেবে। চোখ [illegible] করে, না [illegible]?'

'তুমি শুধু স্ত্রী? তুমি আমার [illegible] না? [illegible] কাছে চাইতেই না তোমার লজ্জা [illegible]?'

[illegible] কেন বা [illegible] এই কথাটা বলতে [illegible] কার্তিক। [illegible] বললে, '[illegible] কী [illegible], [illegible] তাই [illegible]। একবারে [illegible] নিয়ে [illegible]। তোমার কাছে তাই আমার [illegible], তোমার [illegible]'

[illegible] কত [illegible]? [illegible] সুকান্ত।

'[illegible]' বললে, 'দুই একটা কী [illegible]'

[illegible] সুকান্ত।

[illegible]

[illegible] জুতো

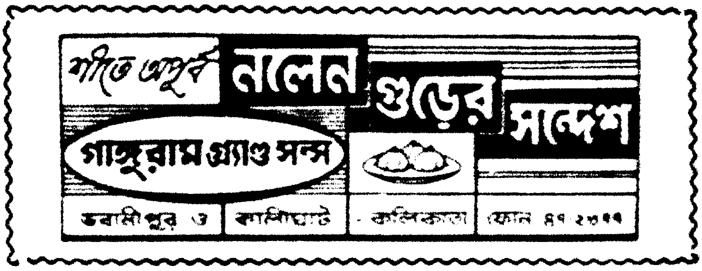


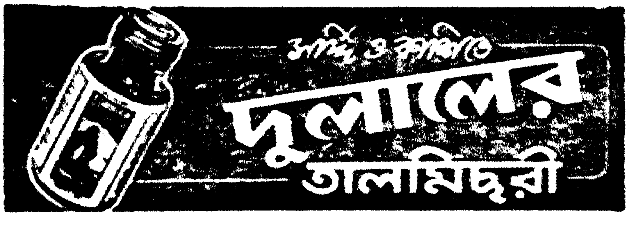


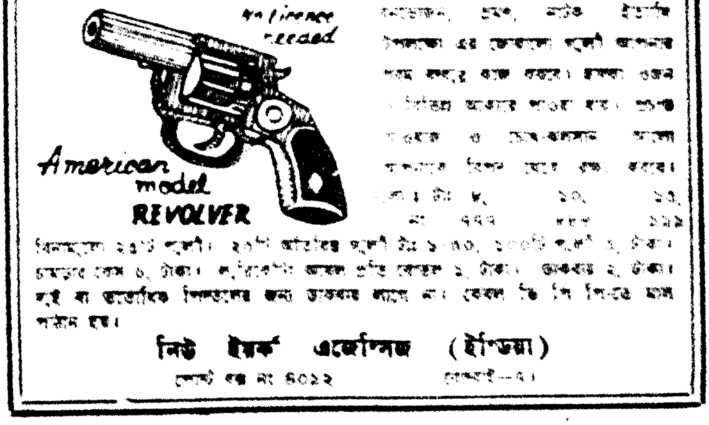

একটু কাজ বুঝলে এমন অধর্ম কিসের?'

'নিশ্চয়ই অধর্ম।' মৃণালিনী কণ্ঠস্বর উপ্ত করল: 'একটা এম-এ পাশ মেয়ে—'

কথাটা শেষ হবার আগেই হেসে উঠল সুকান্ত। বললে, 'দেখ না এম-এ পাশ মেয়ে—তোমার বউমার নয় ইকনমিকসের এম-এ—কেমন নিখুঁত হিসেব রেখেছে, আর কেমন পরিপাটি হস্তাক্ষর। চুলের ফিতে চৌদ্দ পয়সা। তেলেভাজা দু আনা। লণ্ড্রিতে থাকা পাঁচ পয়সা—'

মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল: 'না। নিজের জন্যে নিজে খরচ করবি। আগে করতিস কী?'

ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত। বললে, 'আগে স্বাধীন ছিলাম, জুতোও তাই স্বাধীন ছিল, মানে স্যাণ্ডেল ছিল। তার কোনো-পালিশের দরকার হত না। এখন বন্ধন মেনেছি, জুতোও তাই হাঁ করে গিলে বসেছে। সম্ভ্রান্ত হবার লক্ষণই ঐ। এখন পায়ে-মাথায় দু জায়গায় আলগাই—'

'তুই সম্ভ্রান্ত—তোর বউ সম্ভ্রান্ত না?' মৃণালিনী আবার ধমকাল।

'হ্যাঁ, এম-এ পাশ। মাঝে-মাঝে কেমন ভুলে যাই। তুমি যদি মনে করিয়ে না দিতে, কে বলত তার ঐ নবনীত চেহারা দেখে! মেঝের উপর কেমন লেপটে বসে তাল-তাল বড়ি ঠুকছে। বড়ি ঠুকছে তো নয়, পাটীর বাজাচ্ছে।' দরজার দিকে হাঁটল সুকান্ত।

মৃণালিনী পিছু ডাকল। বললে, 'জীবন [illegible] করেছে। একটু দাঁড়িয়ে যা।'

'ও মেয়ে হলনা মা। বড় [illegible] ও ও ব্যাপার না।' দরজা পেরিয়ে আবার ফিরল সুকান্ত। বললে, 'কার্তিককে পাঁচটা টাকা দিও তো মা। ও চাইছিল। ওর কী যেন দরকার—' দ্রুত বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

কতক্ষণ পরে হুড়মুড় করে এসে পড়ল বৃষ্টি। উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গে খুশি হয়ে উঠল কার্তিক। নিশ্চয়ই পৌঁছয়নি অফিসে। নিশ্চয়ই ভিজছে। নয়তো কোথাও আটকা পড়েছে। হয় কোনো দুর্ঘটনায় নয় সেই অন্ত-বিদ্রোহের আবর্তে। নয়তো বা শান্তি-রক্ষকের নিচে শান্তি-রক্ষকের নিচে হাজত এটা [illegible] নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছে তার [illegible] হাজার জন [illegible] কটা অন্যান্য খবরের হিড়িকে। [illegible] মনে আছে, সুকান্তর [illegible] পড়ল কার্তিক, ওর যেন অসুখ না করে, ওর যেন অসুবিধে না হয়। নিজে ইচ্ছে করে ডিঙি দাঁড়িয়ে [illegible] পায়ের রাস্তা নিজের পায়ে এসে জড়ো হয়। কিন্তু আজ, এখন কেন কে জানে, মন সর্বক্ষণ উলটো চাকা চাইবে। ও অসুখ হোক, ও অসুবিধের পড়ুক, হাঁ, অন্য কি, বিপদেই পড়ুক। ওর কষ্ট হোক, জ্বর হোক, ওর সম্ভ্রান্ততার জুতোর কালি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

কার্তিককে টাকা দেবার কথা মৃণালিনী অবশ্য ভুলে গিয়েছে, কিন্তু কদিন পরে চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটা বাঙালী চাকর সে সুকান্তর ঘরে ঢুকিয়ে দিল। বললে, ঐ তোর ঘর। ঐ তোর [illegible]।

'কে তুই?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

কালো দাঁতে কালো ছেলেটা কাঁকড়ার দাঁতে হেসে উঠল। বললে, 'আমি এ ঘরের চাকর।' বলেই ছেলেটা কাঠি দুলোতে লাগল।

'এ ঘরের চাকর মানে? এ বাড়ির চাকর নয়?' জিজ্ঞেস করল কার্তিক।

'বাড়ির চাকর তো রঘুনাথই আছে। আমি শুধু এ ঘরের চাকর।'

'শুধু এ ঘরের।' কথাটা যেন এখনো কার্তিকের কানে অবিশ্বাস্য লাগছে।

'উপায় কী তা ছাড়া? মাইনে যে আমাদের কম টাকা।'

'তোর নাম কী?' খুশি মনে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'ভগবান্। আমার বাবা নাম রেখেছেন ভগবান্—'

'আর [illegible] ভগবান—'

[illegible] ভগবান্। বললে, 'আমার বাবা যেন [illegible] পারেন, [illegible] না।'

[illegible] 'কিন্তু তোর কাজটা কী?'

'যা করতে বলবেন তাই। [illegible] তাই [illegible]।'

'আমি কিছু বলব না [illegible]।' [illegible] বলল কার্তিক।

'তাহলেও কিন্তু কাজ আমার থাকবেই। ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড়চোপড় [illegible] জুতো বুরুশ করা, [illegible] কাজ—আর, সুকান্তর [illegible] চোখ তুলে [illegible] হাত [illegible] মাথা টিপতে [illegible] বাবুর [illegible] দেখতে হবে মানুষ।'

'কাজ কী?' উৎফুল্ল মুখে [illegible] করে দিল সুকান্ত। 'কটা পয়সা তোমার হাত থেকে। [illegible] বাবুর [illegible] একবার [illegible] দেখি।'

ছেলেটা হাঁটু গেড়ে বসে সুকান্তের পা টিপতে লাগল ভগবান্।

'ভগবান!' আবার চোখ বুজল সুকান্ত। বললে, 'তোর নাম যে ভগবান, এই একমাত্র আমার হবে।'

'কেন বাবু?' ভগবানের হাত [illegible] ঝলকাল।

'ভগবান, মানেই তো তুই কেবল ভাগিস,

(সি-২৪৫০)

পালিয়ে যাব। তুমি যদি পালিয়ে যাও তাহলে বাঁচব কেমন করে?'

[illegible]

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

| | |
|---|---|
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২৲ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১৷৷০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ২৷৷০ |
| বাংলার ঋষি | ২৷৷০ |
| বাংলার মনীষী | ১৷০ |
| বাংলার বিদুষী | ২৷৷০ |
| আচার্য জগদীশ | ১৷৷০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১৷৷০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১৷৷০ |

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

দিচ্ছে। কণ্ট্রোল-সেন্টারগুলোও বসেছে সার সারি। আর ওটা কি বউদির ?

'এ কী রে ?' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল সুকান্ত : 'এত মারধোরের পর ?'

ঝকঝকে দাঁতে অকপট হাসল তপন। বললে, ছোট বউদিদিমণি পাঁচটি টাকা দিয়েছেন।'

'দিয়েছেন ?'

'অন্তত এক মাসের মতন তো হবে। এক মাস তো খেতে দিই।'

'ছোট বউদিদিমণি পেল কোথায় ?'

'তা আমি কী করে বলব ?'

মৃণালিনীর কাছে গেল সুকান্ত।

'মা, তুমি কার্তিককে পাঁচ টাকা দিয়েছ ?' একেবারে হাঁ হয়ে জিগগেস করল গোপনে।

'না তো।'

'ও চেয়েছিল তোমার কাছে ?'

'কই ? কখন ?'

'তবে ও যে তপনকে পাঁচ টাকা বাড়তি দিলে, তপন বলছে দিয়েছে, ও সে-টাকা পেল কোথায় ?'

মুহূর্তে মায়ে-ছেলের চোখা-চোখি হল : পেল কোথায় ?

(ক্রমশঃ)


একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

—তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

**আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়!**
মিনু তার পুতুলের জন্য সর্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিনু তার দিদির জামা নেয়, তার মার শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া তার নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে ফর্সা আর কত রঙীন।
জামাকাপড় তোয়ালে আর চাদরগুলোর দিকে দেখুন। এত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ১ ॥

৫ই জুলাই

ভোরবেলা মহর্ষির [illegible] ঘরে [illegible] দেখি, [illegible] কৌচের উপর পা তুলে দিয়ে পুব দিকে [illegible] বসে আছেন, আর নিচের দিকে চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে পৃথিবীর [illegible] দেখছেন।

আমি [illegible] বললেন, [illegible] ইন্দিরা দেবী [illegible] এই [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] উনি [illegible] একটু [illegible] [illegible]

[illegible] বললেন, "আমার আজকাল [illegible] এমন হয়েছে যে, [illegible] [illegible]

[illegible]

নীল আকাশ, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। দূরে চিলের ডাক, [illegible] ঘুঘু [illegible] ফেরিওয়ালার সুর। সব মিলে মনের মধ্যে কী এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করতো তা তোমাদের কি করে বোঝাবো। তারপরে [illegible] সেই [illegible] চেয়ে দেখা—তার থেকেই তো [illegible] সৃষ্টি। [illegible] এই এত বয়সে এসে পৌঁছেছি, এখনও আমার চেয়ে দেখার আনন্দ গেল না। [illegible] কী আশ্চর্য মনই আমাকে দিয়েছিলেন। এ সবই তো অনেক বার দেখেছি, তবু কেন কিছুতেই পুরোনো হয় না বলতে পারো?" এইরকম [illegible] চললো। [illegible] এই ভোরবেলা থেকে [illegible] ওঁর মুখ [illegible] কিছুতেই [illegible] হয় না [illegible]

[illegible]

[illegible]

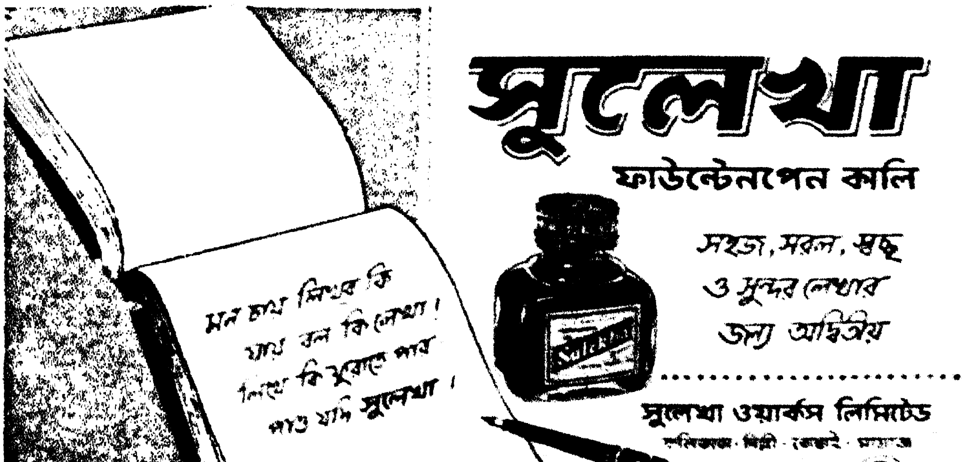

মাসী বলছেন, এটা খাওয়া খুব উপকারী, এটুকু খেয়ে ফেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—হ্যাঁ, সত্যিই এটা ভালো জিনিস, খেয়ে আমার খুব উপকার হয়েছিল। "তবে দাও, তোমরা যখন বলছো, তখন দেখাই যাক পরীক্ষা করে। কিন্তু তোমাকে বলছি মুখে একটুও ভালো লাগে না কিছু আজকাল।" মীরাদি বললেন, বোধহয় রোজ রোজ আমার রান্না খেয়ে খেয়ে আরো অরুচি হয়ে গেল তোমার। একটু হাত বদল করলে আবার মুখে ভালো লাগবে। না, না তোর রান্নার কোনো দোষ নেই, সত্যিই তুই ভালো রাঁধিস। মামাবাবু ঠিক না? মীরা তো খুব ভালোই রাঁধে। আমারই মুখের দোষ হয়েছে।" মীরাদি বললেন—না, কাল রানী রান্না কোরো, তাতে একটু মুখের তফাৎ হবেই। আমি তো জ্বরে উঠেছি। এইরকম অরুচির মধ্যে আমার রান্না, সে হতেই পারে না। মীরাদি বললেন, কেন ভাই, তুমি তো অনেকবার রান্না করে খাইয়েছ,


# আরও অনেক শিল্পের

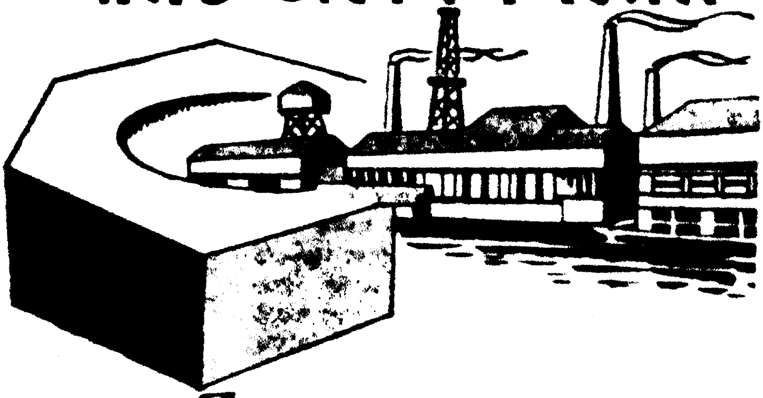

# মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ

১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে যখন মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন শুরু হয় তখন—পাট, লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, লবণ, ইঞ্জিনীয়ারিং, কফি, অলৌহ ধাতু, কাঁচা রবার ইত্যাদি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মেট্রিক ওজন ও মাপ গ্রহণ করে।

তারপর থেকে আরও অনেক শিল্পে এই পরিবর্তন শুরু হয়।

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ছোবড়া শিল্পে এই ওজন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।
১৯৫৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে চিনি শিল্পেও, মেট্রিক ওজনে পরিবর্তন শুরু হয়।

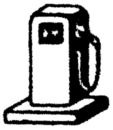

বনস্পতি ও রং তৈরীর শিল্পে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস থেকে মেট্রিক ওজন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরিবর্তন দ্রুততর হবে।

১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে লীটার ও মেট্রিক মাপে বিক্রী করা হবে।

১৯৬০ সালের আগষ্ট মাস থেকে যখন শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তখন সেটা হবে মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণের আর একটা প্রধান ব্যবস্থা।

# মেট্রিক পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য **গ্রহণ করুন**

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

[illegible]

কাঞ্চন
সুরভিত
কেশ
তৈল
কোণার্ক কেমিক্যাল
কলিকাতা - ১২

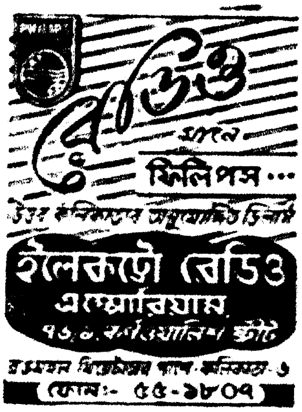
রেডিও
মানে
ফিলিপস...
ইলেকট্রো রেডিও
এম্পোরিয়াম
ফোনঃ- ৫৫-১৮০৭

সিল্ক, উল, সুতী বা
নাইলন-এর জামা-
কাপড়
501
টাটা-র
৫০১
ধাঁচ গুঁড়ো সাবানে বিনা-
আয়াসে চটপট পরিষ্কার
করা যায়

ঝুঁকি পালাবে। দেখো, তোমরা কাছে থাকো, একটু গল্প-সল্প করে খুশি থাকি। খাবার সময় বলো—'এটা খান, ওটা খান, আহা অতটুকু খেয়ে বাঁচবেন কি করে।' শুনতে কেমন মিষ্টি লাগে। তা না এসেই কেবল যাই যাই।" অধ্যাপক আবার বললেন—না, না, ও এখন যাবে না। সত্যি বলছি, আমি ওকে নিতে আসিনি, শুধু আপনাকেই দেখতে এসেছি। "খবরটা যে ভালো শোনাচ্ছে। আচ্ছা, এইবারে তাহলে তুমি শাড়ির কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও গে। রানী, নাবার ঘরে সব ঠিক আছে তো?" "হ্যাঁ, সব ঠিক আছে," বলে উনি নেমে গেলেন নিচে। কবি আমার হাতখানা ধরে বললেন, "তুমি হচ্ছো আমার সব দেশের বন্ধু। আমি আর সকলে চলে গেলেও তুমি যাবে না।"

রাতে খাবার টেবিলে অনেক লোক। ইন্দিরা দেবী, আমরা, মীরাদি, মৈত্রেয়ী—টেবিল ভরা। খেতে বসে নানান রকম গল্পের মধ্যে ১৯২৮ সালে কবির সঙ্গে


## যত্ন করে টিকেট লাগান
## এবং
# ডাক চলাচলে বিলম্ব কমান

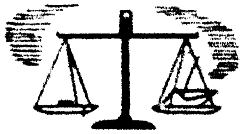

• **উপযুক্ত মূল্যের টিকেট লাগান**
চিঠিপত্রে যদি উপযুক্ত মূল্যের টিকেট অথবা কোন টিকেট না থাকে তাহলে বাছাই করার সময় সেগুলিকে হিসেব রাখার জন্য আলাদা করে রাখা হয়, ফলে সেগুলির পৌঁছুতে দেরী হয়।

• **চিঠিপত্রের যেদিকে ঠিকানা লেখা হয় সেখানে ডান দিকের উপরের কোণে টিকেট লাগান**
এতে বাছাই করতে সময় কম লাগে, তাছাড়া টিকেট কাটার যন্ত্রগুলির দ্বারাও তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

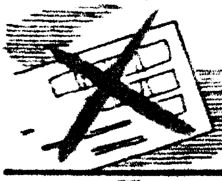

• **প্রয়োজনীয় মূল্যের যথাসম্ভব কম টিকেট ব্যবহার করুন**
এর ফলে সম্পূর্ণ ঠিকানা লেখার জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায় এবং টিকেটও তাড়াতাড়ি কাটা যায়।

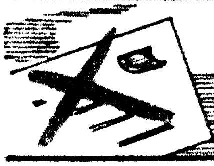

• **আলগা ভাবে টিকেট লাগাবেন না**
কারণ টিকেট যদি পড়ে যায় তাহলে চিঠিতে টিকেট লাগানো হয়নি বা কম লাগানো হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ফলে চিঠি পৌঁছুতেও দেরী হতে পারে।

## আপনাদের আরও সেবা করতে
## আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

উপযুক্ত মূল্যের অথবা সঠিক টিকেট না লাগালে সেই জিনিসটি পৌঁছুতেই শুধু দেরী হয়না, সমস্ত ডাক ব্যবস্থাতেই অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

যত্ন করে টিকেট লাগান

DA 59/306

কুন্দে ইন্দ্রাণি খাওয়ার গল্প উঠলো। সেখানে অনেক রকম মজার মজার ঘটনা ঘটেছিল—তার মধ্যে এণ্ড্রুজ সাহেবের পাগলামিও অনেক ছিল, যার উল্লেখ করে আমেরিকায় অনেক লোককে আমরা হাসিয়েছি। এবারেও আমার স্বামী সেই সব গল্প বলে সবাইকে খুব হাসালেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

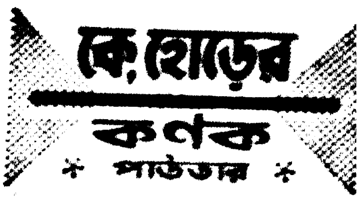

কেশ সার

আর্ণিকল

আর্ণিকা কেশ তৈল

আর্ণিকা, ভৃঙ্গরাজ, পাইলোকারপাস প্রভৃতি ভেষজ সহযোগে প্রস্তুত। অকাল পক্কতা ও পতন নিবারক এবং কেশ বর্দ্ধক

★

মহেশ ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ
৩০/৪, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা-১১

সোল এজেন্টঃ
এম, ভট্টাচার্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১



ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উঠবার অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও ক্ষতাদি সেবনীয় ও লাগাবার দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। **হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর**, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯, শাখা : ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)


রাখো। সেই জালিয়ানওয়ালার ব্যাপারের সময় এক তুমিই আমার কাছে ছিলে। এই যা সব বললে আমার বেশ মনে পড়ছে—এসব কথা আর কারো জানা নেই। আমারও সব কথা মনে ছিল না, এখন তোমার কাছে শুনতে শুনতে সমস্ত পরিষ্কার মনে পড়ছে। সেই চিত্তর* ও বাড়ি যাওয়া, তার সঙ্গে কি কি কথাবার্তা হল, সাহেবকে মহাত্মাজীর কাছে পাঠানো, তাঁর সেই সময়কার মনোভাব—এ সমস্তই খুব ইম্পরট্যান্ট ইতিহাস যে। এগুলো হারিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি এখনি লিখে ফেল।"

অগত্যা তখনি নিচে নেমে গিয়ে সমস্তটা লিখে এনে কবিকে পড়ে শোনালেম। কবি খুব মন দিয়ে শুনে পড়ার শেষে বললেন, "ঠিক হয়েছে যে খুব ভালো লেখা হয়েছে।" উনি বললেন, "কিন্তু আপনাকে এই দুটো পাতায় সই করে দিতে হবে যাতে প্রমাণ থাকে যে ঘটনাগুলো সত্যিই ঘটেছিল। নইলে মিঃ সি. আর. দাশ আর মহাত্মাজীর কথা নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সির সৃষ্টি হতে পারে। কেননা হয়তো পরে আমি দলিলে লিখেছি।" কবি হাসলেন, বললেন, "ঠিক বলেছো। দেখি ফাউন্টেন পেনটা—দিয়ে এসো কলমটা, সই করে দিই। এতো একেবারে সত্য ঘটনা। আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে কি কি কথা হয়েছিল। তুমি ছাড়া আর কেউই জানেনা এ সব কথা।" বলে সই করে দিয়ে হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেউ কি রকম সাবধানী দেখেছ? দলিল পাকা করে নিল, যাকে বলে ডকুমেন্টেড।" আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম।

পরের মনে আছে দিনের পর দিন লিপিকা লিখছি, কোথায় গেছে জালিয়ানওয়ালাবাগ, কোথায় গেছে পলিটিক্স! আমার আর কিছুই মনে নেই। সারাদিন কেবল লেখার মধ্যেই ডুবে রয়েছি। ভাষা কী একেবারে নতুন চেহারা নিয়েছে। অদ্ভুত! কোথা থেকে এল এ রকম ভাষা! আমি অনেকবার দেখেছি কোনো কিছু একটা নিয়ে মনটা খুব বেশি নাড়া খেলেই তারপর আমার লেখা বেরোয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না একটা করতে পারি ততক্ষণ কষ্ট পাই। তারপর নিজের কর্তব্য চুকিয়ে দিলেই, ব্যস—মনটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে লেখার মধ্যে। তখন মর্মান্তিক দুঃখের কারণগুলোও একেবারে মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যায়। এইটেই আমার পালাবার রাস্তা। পুনরায় আমরা সেই লিপিকার খাতাখানা একবার রোদপুরে এসে সাবধানে ফেলে

বসে একবারের মধ্যে কাপি করে নিল। আমি যা যা কাটাকুটি করেছিলুম, ও তাও সমস্ত খুঁটিয়ে উদ্ধার করে নিয়েছে। পরে সব গবেষণা করবে, প্রথমে যেটা লিখেছিলুম সেই কথাটাই ভালো ছিল না, শেষে যেটা বসিয়েছি সেইটাই ভালো; এই সব কত কি। সার্টেনটি কিনা? একে বলে তথ্য সংগ্রহ করা।" কবির ঘরে আমরা ছাড়া রাণী (চন্দ) এবং আরো কেউ কেউ ছিলেন। ওঁর লেখাটা তাঁরা চেয়ে নিয়ে পড়লেন। নিচে গেলে প্রশান্তবাবু, ইন্দিরা দেবীরাও পড়লেন। সকলেরই খুব ভালো লাগলো কারণ সেই সময়কার কবিমনের ইতিহাস একেবারে খাঁটিভাবে লেখা। অনেকেই কবির সে সময়কার মনের অবস্থা জানতেন না। একেবারে পরিষ্কার একটা ছবি পাওয়া গেল।

দুপুরে কবির খাবার সময় ইন্দিরা দেবী এসে বসলেন।

"আচ্ছা দিদি, তুই দেখ্ আমাকে এরা আজকাল কি খেতে দিচ্ছে। এক কণাও খাওয়া যায় না। কেউই কাউকে খেতে দেয়। এই হরলিক্স আর অমুক এই সাবুদানা খেতে, এমন খাওয়া ইনভ্যালিড। কবিরাজমশাই বলেছেন এমন খেলেই নাকি আমি আর কাহিল হবই না। একেবারে শক্তি হবে কেমনে পাবে? যা কিছু খেতে চাইলে অমনি নিষেধ করেন, কবিরাজমশাই বলেছেন আজ যে খেতে পারবে না আর এটা খেতে পারিনে। কিন্তু তুই বাঁচা, বল এমন কি মানুষ খেতে পারে? কেবলই চিকেনসুপ খাওয়া, কেবলই চিকেন। আর কি ভালো জিনিস কিছু নেই? তুই তো দেখছিস এখন আমাকে কি খেতে দেয়।" তারপর প্রশান্তবাবুকে—"আচ্ছা, আর একটা কথা আপনি কিছু খাচ্ছেন না, ইন্দিরা টিউলিপ আর ভালো জিনিস কিছু খাও। তারপরে দেখা যাই কিনা।" আমরা সকলে হেসে অস্থির ইন্দিরা দেবীর কাছে নালিশ করার রকম দেখে।

আমি ঠিক কারা ছিলেন ঠিক মনে নেই, কে যেন বললেন—বেশ তো কি খেতে চান আপনিই বলুন না কেন? তারপর আমি বললাম, কবিরাজমশাই বলেছেন আপনি নিজে যা খেতে চাইবেন তাই তাঁরা দেবেন, কোনোরকম বাধানিষেধ সৃষ্টি করবেন না। আমাকে তো কবিরাজমশাই জিজ্ঞাসাই করছিলেন যে, আগে আপনার কোন কোন খাদ্য খুব প্রিয় ছিল। বলছিলেন, আমি তো বহুদিন থেকে আপনার খাওয়া জানি, কাজেই ওঁদের বলতে পারবো কি হলে আপনি খুশি হয়ে খাবেন। আপনি বলুন, কি খেতে চান। "ঐ তো মুশকিলে ফেললে। আমি কিছুই খেতে চাইনে।" যদি চোপসে মাছ ভাজা দিই? এক সময় তো

* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

আপনি তোপসে মাছ খুব পছন্দ করতেন।
"না, একটুও ইচ্ছে নেই।" [illegible] "পিসীমা একেবারেই না। সত্যি বলছি, আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।"

আজ খাওয়া আর একটু কমেছে। [illegible]

[illegible]

৭ই জুলাই

[illegible] ... তখন চুল দিয়ে আবার কবির খাবার সময় ধীরাদি ও প্রতিমাদির সঙ্গে ঘরে এসে ওঁর

[illegible]

[illegible] ... দৈনিক দেখেন, জার্মানদের অগ্রগতিতে

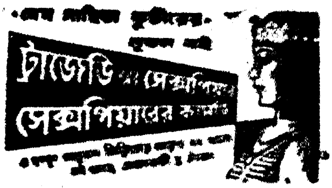

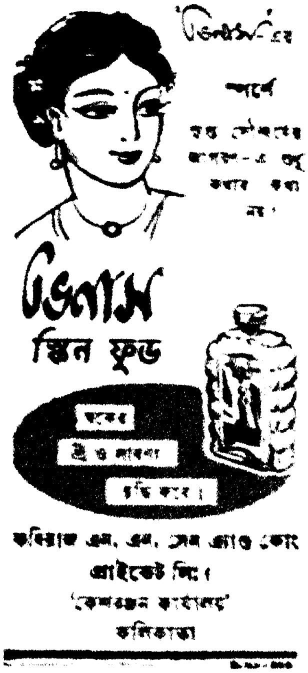

একটু বাধা পড়ছে, সেদিন মুখের কাছে কাগজখানা ধরে প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত খুঁটিয়ে পড়েন। আর যেদিন বড়ো বড়ো হেডলাইনে লেখা থাকে, জার্মান সৈন্য আজ এত মাইল সামনের দিকে এগিয়ে গেছে, সেদিন কাগজখানা হাতে নিয়েই ঐ হেডলাইনটা পড়া হলেই ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন—"হয়ে গেছে, নিয়ে যাও।" সেদিন অনেকক্ষণ মুখখানা ভার হয়ে থাকে। মনে ভাবি খবরের কাগজ না পড়লেই বা কি হয়? একে তো এই শরীর, তার উপরে মন খারাপ হলে যে আরো শরীর খারাপ হবে। কিন্তু ওঁর মতো লোকের মন কি জগতের দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেতে পারে? হিটলারের জয় মানে বর্বরতার জয়, জীবনে এবং জগতে যে যা আদর্শকে মূল্য দিয়েছে, ভালো করেছে সে সবেরই পরাজয় —ওঁদের মতো লোকের পক্ষে এ যে মৃত্যুর চেয়েও বেশি মর্মান্তিক। কাজেই জগতে আজ কী ঘটছে সে সম্বন্ধে যে উদাসীন থাকতে পারেন না—তাই সকাল হলেই খবরটা চাই। [illegible] এর সময় [illegible] ঠিক এই ছবি [illegible] ছিলেন।

আজ ইন্দিরা দেবীর চলে যাবার [illegible] একটু [illegible] হয়েছে। [illegible]

[illegible]

বাসন্তী ইন্দিরা দেবীকে [illegible] খুশি। [illegible] সংগীত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা [illegible] পেয়েছে। [illegible] ইন্দিরা দেবীর [illegible] একটু [illegible] কারণ [illegible]

এই জন্যই

[illegible]

[illegible]

(ক্রমশ)

**জটিল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ**

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ **ডাঃ এস পি মুখার্জি** (রেজিঃ) সমাগত রোগীদিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ ৯—১১টা ও বৈকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা ৭

খাবার দেখলে
কি আপনার ভয় হয়?
হিউলেটস্
মিক্শ্চার
খাওয়ার পর পেটের ব্যথায় দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে।
সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible]

লিনিট
কাপড় ধোলাইয়ের অপূর্ব স্টার্চ
★ তৈরী করতে এক মিনিটও লাগে না
★ [illegible]
★ [illegible]
★ [illegible]
★ [illegible]

ভারতের একেন্ট : প্যারী এণ্ড কোং লিঃ

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১৪

[illegible]

দাঁড়িয়ে আছে, আজও যেন চোখের সামনে

[illegible]

দের মধ্যে দু'একজন নীচের ক্লাসে শিক্ষকতাও

[illegible]


পেপস্ দ্বারা
ব্রংকাইটিস্
সত্বর ভাল হয়

বিশ্ববিখ্যাত
গলার ও
বুকের বড়ি

[illegible]

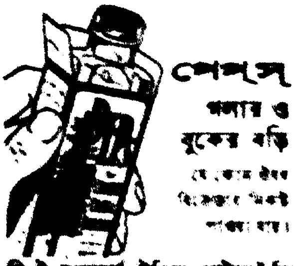


[illegible]

আগ্রহই না তখন ছিল আমাদের। ভোর পাঁচটা থেকে বিজিতদা-এর গীতার মাসে বেণ্টুর ছটায় সাড়ে ক্লাস করে, তবেনী পরে কংগ্রেসের চাঁদা বক্তৃতা শুনে, তার পর ফিরে আসতাম বাড়ি।

এসব সকালে স্কুল এর প্রাক অনেকেই যাচ্ছে, কিন্তু আমার আর তাতে যেতে ইচ্ছা করে না, কারণ জমানোর মতন নেশাও সেদিন ছুটে গেছে। স্কুলের ক্লাসে যেতেও মন সরে না, তবু যেতে হয় ও-ক্লাসে না গিয়ে ত উপায় নেই। সহপাঠী বন্ধু বা নতুন সঙ্গীদের সাথেও মেলামেশা করতে পারছি তেমন। তখন আমার সমবয়সী বন্ধু একজনই ছিল বলতে পারি। তার নাম সুকুমারেশ্বর ভট্টাচার্য, আমাদের পুরোহিত বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের ছোট ভাই। আমাদের সেই দেবেশ্বরবাবুর সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই আমার মতো সুকুমারেশ্বরও [illegible]।


ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে সরকার দ্বারা রেজিস্ট্রী করা কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিন। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাস-এর জন্য লিখুন।

Indian Homeopathic College
(DC.) Jullundur City.

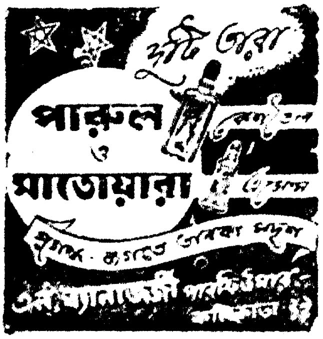


ওর নামও ছিল [illegible]। পণ্ডিত মশায়ের মুখে শুনে বাংলা আর সংস্কৃত উচ্চারণে তার খুব [illegible] ছিল। এখন তিনি সংস্কৃত টোল [illegible] অধ্যাপনা, এবং [illegible] আরও এক বন্ধু ছিল আমার তখন। তার নাম শান্তি [illegible], বাড়ি তার [illegible]। [illegible] ছিল [illegible] বাড়ে থেকে। [illegible] এবং [illegible] এই [illegible] সেদিন [illegible] সেদিন [illegible] চেষ্টা করেছিল, যাতে স্কুলে একটা [illegible] হতে পারে। বলা বাহুল্য [illegible] ছিলাম না। কিন্তু [illegible] কী হবে, [illegible] আমার [illegible]। সেই এক সমস্যা—[illegible] যখন বালক ছিল, তখন [illegible] এখন [illegible] কী করে?

সুধীরবাবু বললেন—স্কুলে এসব মন দিয়ে পড়াশুনা করে [illegible] না।

[illegible] পারবে না [illegible]?

কিন্তু কিছুই বললাম না। [illegible]

কিছুই ভালো লাগে না। স্কুলে [illegible] হয়ে যায়।

[illegible]

[illegible] কিন্তু সংস্কৃত না [illegible]।

[illegible] সংস্কৃতের [illegible]। সেই [illegible] কিছুই [illegible], কিন্তু [illegible] দেখে কি।

[illegible] বই [illegible] এই আমার [illegible]। [illegible] দেখতে দেখতে, তখনকার [illegible]

[illegible] সেই ছবির কথা [illegible]। [illegible] বিরাট-বিরাট [illegible] সেই সব ছবি [illegible] বাড়িগুলো। [illegible] আরম্ভ হওয়ার [illegible] পর আর [illegible] হচ্ছে।

[illegible] স্কুলের [illegible] সেই [illegible]। [illegible] এবং [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] একটা [illegible]

[illegible] এই [illegible]

[illegible] ছিল। সেই [illegible]। এই [illegible] এবং [illegible] এই [illegible] জানা [illegible] আর [illegible] এবং [illegible] একখানা

না-হাতে কখনো ওপরে উঠে, কখনো নীচে নেমে, ঘরের বাঁশগুলি কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলতে লাগলেন তিনি। আগুনে লাগা ঘরের চালগুলি নীচে ভেঙে পড়তে লাগল, এবং এতে করে, অর্থাৎ সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলেই, আগুন আর বেশী ছড়াতে পারেনি, এক বিগ্রহ ছাড়া আর দেবের হাত থেকে সেবার অব্যাহতিস্বরূপ বেঁচে গিয়েছিল গোড়াবাজারের মন্দির। আর, এর জন্য বিদেশী ইংরেজ পাদ্রী ম্যাসটন সাহেবের সেই 'ভুল'-যুক্ত কাজ আগুনের মধ্য থেকে উদ্ধার-কাজের কথা কোনোদিন ভুলতে পারেনি এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা।

কিছু না বলছিলাম। গোড়াবাজারের মন্দির কিন্তু ছিল একেবারে জরাজীর্ণ এখনো পর্যন্ত, সে মন্দির একেবারে ভেঙে গেল। কত লোক যে বাস করত ঐ মন্দিরে, তার ইয়ত্তা নেই। মন্দির ভেঙে যেতে, ওখানকার ঐ অত লোক যে কে কোথায় চলে গেল বলতে পারি না।

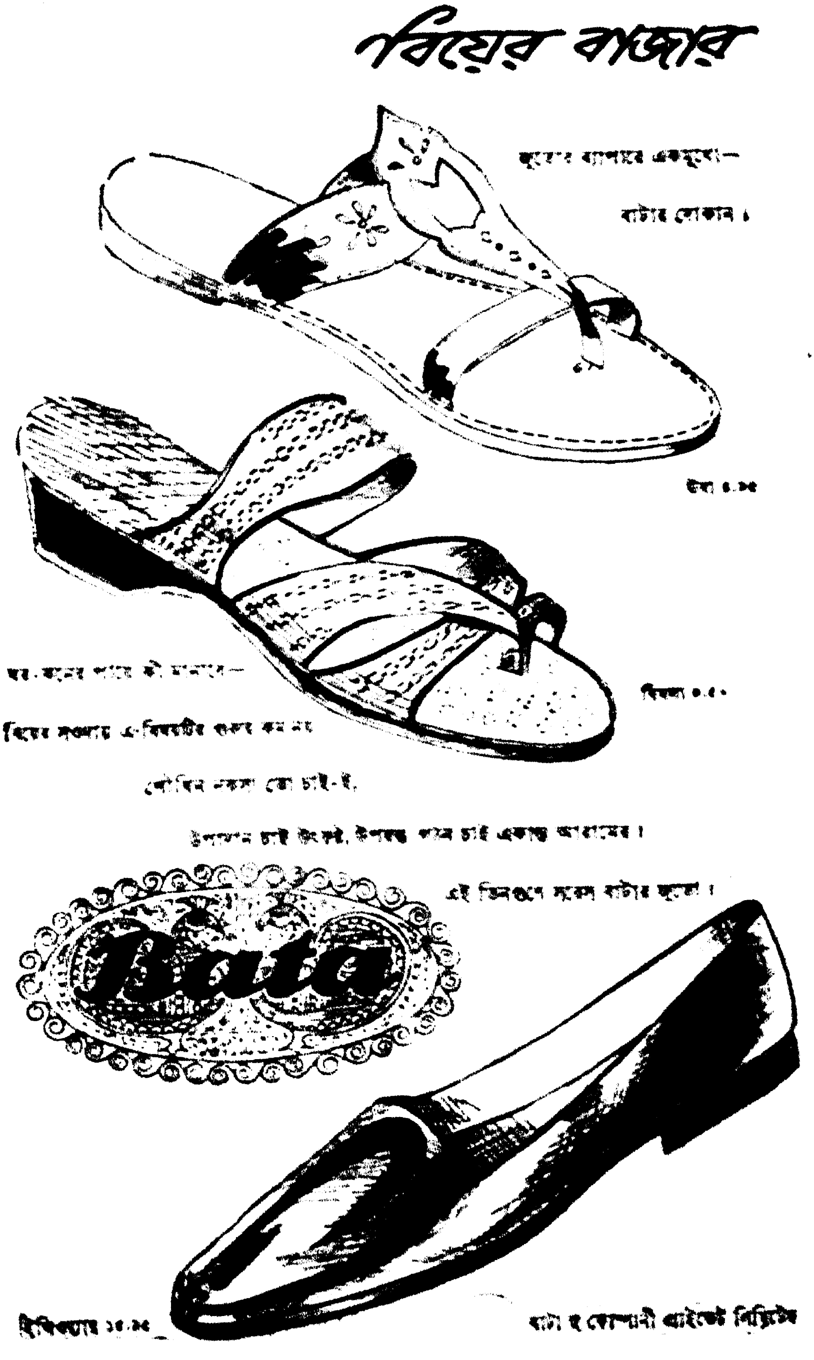

এইভাবে ভাস্তুন ক্রমশ এগিয়ে এদিকে চলল রসারোডের পশ্চিম পার ধরে, দক্ষিণ দিকে। বস্তির পর হাত পড়ল জলটুঙ্গির ওপরে। এই জলটুঙ্গি ছিল তখনকার এক বিশেষ শোভার বস্তু। কালীঘাট মন্দিরে যারা তীর্থ করতে যেতো, তারা ঐ পথ দিয়েই ফিরবার পথে জলটুঙ্গির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে, জলটুঙ্গী আর তার জলাশয়ের মাছ দেখে আবার এসে উঠত গাড়িতে। যাত্রী ছাড়াও, এমনিও লোক আসতো জলটুঙ্গী দেখতে দূর-দূরান্তর থেকে। রাস্তার ওপরেই গেট। সেই দরওয়াজা পার হয়ে একটু গেলেই, বড়ো বড়ো থাম-বসানো চাঁদনীওয়ালা একটি ঘাট। ঘাট ছাড়িয়ে আরও একটু গেলে পড়ত জলাশয়ের ধারের বাগানটায় ঢুকবার দরজা। বাগানটা ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঐ দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই চোখে পড়ত, পুকুরের ধারে ধারে কী সুন্দর সব কেয়ারী-করা ফুলের গাছ যেন রোদ আর বাতাস পেয়ে হাসিখুশিতে ভরপুর হয়ে আছে। আর ছিল লতাপাতা দিয়ে তোরণ সাজানো লতাকুঞ্জ। তার নীচে সব বসবার জায়গা। কোথাও বা সাঁকো গাঁথা ছিল। জলটুঙ্গি ছিল কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা তার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি, সরকারী সম্পত্তি নয়। তাও কোনো নবাব-বাদশার বংশধরেরই হবে কে বলতে পারে। মালিক আসতেন মাঝে মাঝে বেড়াতে, তখন ভিতরকার ঐ পাঁচিল-ঘেরা বাগানের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতো। সরোবরের পশ্চিম পাড় থেকে একটি পোল করা ছিল, সেই পোলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যেতো জলাশয়ের মাঝে অবস্থিত জলটুঙ্গির গোল ঘরের মধ্যে। ঐ গোল ঘরের মধ্যে মালিকরা সদলবলে এসে গান-বাজনা, নৃত্যাদি করতেন, সাধারণের তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। বাগানের ধারে ধারে যে সব পায়ে-চলা পথ তৈরী করা ছিল, সেসব পথ সাজানো ছিল পাশে-পাশে লাগানো সুপারি গাছ, নারকেল গাছ দিয়ে। ঐ যে চাঁদনী বললাম, তার সামনে বসে থাকত খইওয়ালা, মুড়িওয়ালারা। যাত্রীর দল এই মুড়ি ও খইওয়ালাদের কাছ থেকে মুড়ি বা খই কিনে ছড়িয়ে দিত জলের ওপর। আর সেই খই বা মুড়ির লোভে 'ভুস' করে ভেসে উঠত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মাছ, কী বিরাট তাদের হাঁ, গপ্ গপ্ করে গিলত সেই মুড়ি বা খই। ভাবতে গেলে চোখের সামনে আজও ভেসে ওঠে সেই সব ভেসে-ওঠা মাছের চেহারা। একটা মাছের নাকে আবার ছিল নথ পরানো, তাকে দেখবার আগ্রহই ছিল লোকের নাকি বেশী, মুড়ি খেলেও আর অনেক আগ্রহে লোকে লক্ষ্য করত সেই নথ-পরা মাছটা ভেসে উঠল কিনা?

—উঠেছে—উঠেছে—

হয়তো চাপা কণ্ঠে চিৎকার শোনা গেল এক দিক থেকে, অমনি সব সবাইকে ঠেলে, মুড়ি আর খইয়ের ঠোঙা হাতে নিয়ে—কই, কোথায়?

আবার ডুবে গেছে সে। কতো লোক যে তাকে দেখবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, সেদিকে কি ভ্রূক্ষেপ আছে তার? কথায় বলে, মাছের মাকি। তার ওপরে আবার নথ-পরা মাছ! —তার খেয়াল-খুশিমতো লক্ষ্য করে মনে হতো, লোকে যে আগ্রহ করে তাকে দেখতে চায়, সে সম্পর্কে সে বেশ সচেতন! নইলে কখন এই কেতাতে সবাই ভেসে উঠছে, তার এতো গা-ঢাকা কেন?

কিন্তু, কোথায় গেল সেই নথ-পরা মাছ, সেই জলটুঙ্গির সরোবর আর বাহারে বাগান। এই বাগান ছিল কলকাতা [illegible] স্কুলের ছেলেদের ছুটি-ছাটার দিনে পিকনিক [illegible] করবার জায়গা। আমরাও এখানে এসে কতো খেলেছি।

সেই জলটুঙ্গির ঘাট আর চাঁদনীও ভেঙে গেল, মুছে গেল [illegible]।

জলটুঙ্গির কিন্তু দক্ষিণেই একটা [illegible] ছিল [illegible] ও-পাড়াই—ঠিক জলটুঙ্গির [illegible] [illegible] ছিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিকে [illegible] হয়।

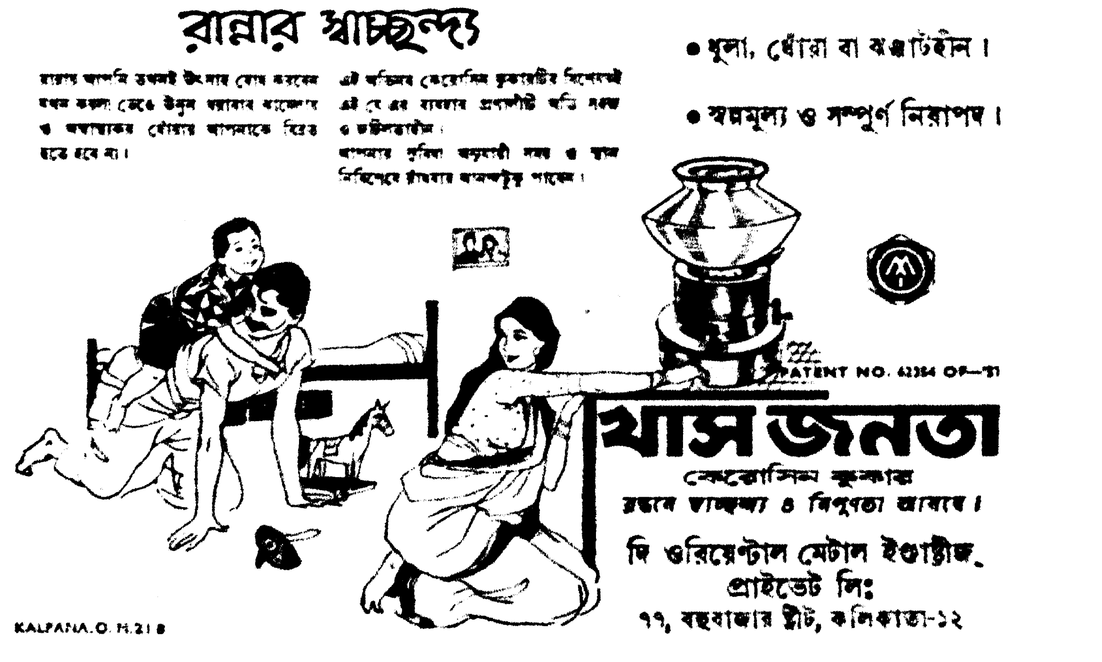

দেখতে দেখতে ছেড়ে গেল সরকারপাড়া, ভবানীপুর পোস্ট-অফিস আর তার আশ-পাশের বাড়িগুলো। পোস্ট-অফিস [illegible] ছিল [illegible] আর চন্দ্রনাথ [illegible] একটু আগে, অর্থাৎ একটু উত্তরে, ঐ রসারোডের পশ্চিম পারেই।

এইভাবে [illegible]

[illegible] দিয়ে।

[illegible] একটা [illegible] কখনো আপনার এমন [illegible] মনে হয় যে, [illegible] বন্ধ হয়ে হচ্ছে ও হচ্ছেই। সেই [illegible]

[illegible]

[illegible] দোকান, সেটাও গেল। ওখানেই ছিল একেবারে পূর্ব দিকটায়। এ-জায়গাটা [illegible] একেবারে [illegible] পার্ক পর্যন্ত। [illegible] পুকুরও গেল একদিন বুজে।

[illegible]

সচিত্র সওগাত
[illegible]
(ডি-২৫৫৬)

কে,হোড়ের কণক পাউডার

দৈবই পরম শক্তি
ধবল-অসাড়
[illegible]

উইমেন্স কলেজ-রূপে শোভা পাচ্ছে। তার পাশে ভিতর দিকে ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একতলা বাড়িটা, সেটাও গেলো ভেঙে। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে সরকার পাড়ার বিপরীত দিকে ছিল কোম্পানীর বাগান আর পুকুর, যার কথা আগেই উল্লেখ করা গেছে। এই বাগান ভেঙে, বাগানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দুটো রাস্তা, আর পুকুর বুজিয়ে হলো পার্ক। পার্কের নামকরণ করা হলো জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্রের নাম অনুসারে — ডি এন মিত্র স্কোয়ারে।

আমাদের স্কুলের পূর্ব দিকটায় যেমন ছিল কুণ্ডুনপাড়া, তেমনি ডি এন মিত্র স্কোয়ারের পিছন থেকে শুরু করে জগুবাবুর বাজারের পিছন দিক পর্যন্ত ছিল বহু বস্তি। কিন্তু কোথায় গেল সেসব! পুরোনো অঞ্চল ধরতে লাগল নতুন রূপ, পুরোনো নাম একের পর এক হারিয়ে যেতে লাগল নতুন নামের আড়ালে! (ক্রমশ)

# চিত্র প্রদর্শনী

**চিত্রগ্রীব**

[illegible]

কিরণ

[illegible]

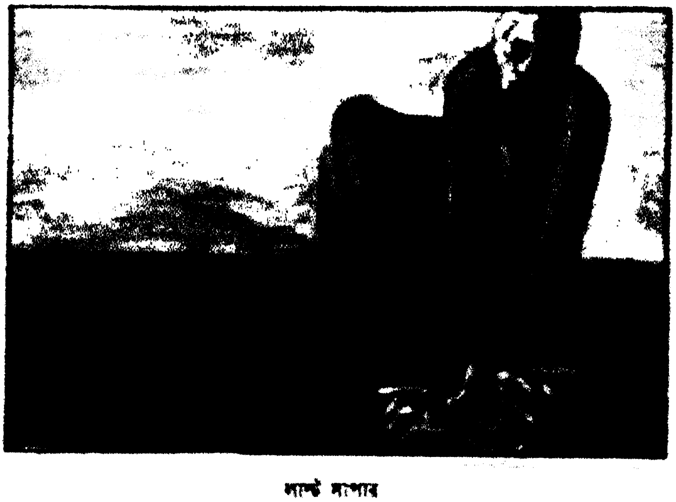

লাস্ট সাপার

# টুকি-টাকি

সবাইর মুখে মুখে খবর কেবল নির্বাচনে কমিউনিস্টদের শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—

"তা হয়েছে বটে, কিন্তু নির্বাচনের দিনটা ড্রাই-ডে না হলে কী যে হতো তা বলা শক্ত!"

• • •

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি মহাশয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার হইতে রক্ষা পাওয়ার প্রতীক হিসাবে এই ফেব্রুয়ারী [illegible] বিজয় [illegible] পালন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁর সাথে একমত হতে পারলাম না। বরং কেউ ইচ্ছে করলে [illegible] পার্টি সভার মাথায় [illegible]

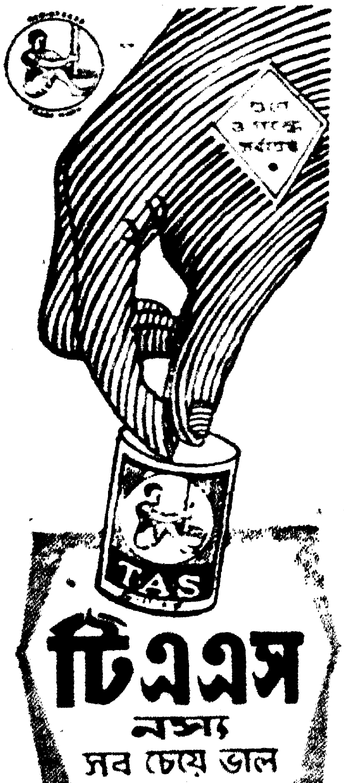


সেটাকেই শ্রেয় বলে মনে করি"—বলেন [illegible]।

• • • •

প্রেসিডেন্ট [illegible] প্রশ্ন [illegible] উত্তর [illegible] দেন নাই। [illegible] কেউ [illegible] একটি [illegible] কিন্তু [illegible] কিন্তু [illegible]—মন্তব্য করেন ভাইপো [illegible]।

• • •

খ[illegible] এক [illegible] এবং [illegible] কিন্তু [illegible] —বলেন [illegible] এক সহযাত্রী।

• • •

মা[illegible] কিন্তু [illegible] [illegible]—মন্তব্য [illegible]।

• • •

এই প্রস্তাবই [illegible] এক [illegible] দাবী [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] দাবী [illegible]—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

বর্মার প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নে উইনের সম্মানার্থে [illegible] এক ভোজসভায় শ্রী ইউ এন-থান্ট তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন যে, তাঁরা সকল বিষয়ে সহায়তার সহিত সর্বদাই শান্তির পথে চলিতেছেন। ভাইপো বলিল—এই পথে সোজা গেলেই সামনে শান্তি[illegible], আজকালকার বাংলায় যাকে বলে সেই [illegible] অর্থাৎ কেওড়াতলার মোড়!"

• • •

ভারত প্রবাসী চীনারা ভারতে চীনা হামলার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।—কিন্তু চীনবাসী চীনারা বলেন—লোকের

নিন্দা [illegible] পরিপাক [illegible]—বলেন [illegible] সহযাত্রী।

• • •

একটি সংবাদে [illegible] কিন্তু [illegible]—বলেন [illegible] এক সহযাত্রী।

• • •

চাষাদের [illegible] কিন্তু [illegible] বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

মহিলা [illegible] ও [illegible] করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছেন বলিয়া

একটি সংবাদে প্রকাশ। বিশুখুড়ো বলিলেন—[illegible] হাতে পড়ে বটে মায়ের কান্না আমরা [illegible] এখন [illegible] কান্নায় নিশ্চয়ই বিচলিত হব না!"

# পুস্তক পরিচয়

## স্মৃতিকথা

**আমেরিকায় শিশিরকুমার**—[illegible] টাকা।

[illegible]

এ পর্যন্ত একমাত্র ভারতীয় নাট্য সম্প্রদায়ের [illegible] অভিজ্ঞতার বিবরণ [illegible] মজুমদারের আঁকা শিশিরকুমারের প্রতিকৃতি [illegible] (৩·৫০)

## কবি পরিচিতি

**কবিতার পরিচয়**—[illegible] ২০৬, [illegible]

[illegible]


গন্ধর্ব-র

অভিনব প্রযোজনায়

[illegible] নতুন নাটক

[illegible]

[illegible] ঘোষ

রঙমহলে ২১শে ফেব্রুয়ারী '৬০

[illegible]

[illegible] ৩·৩০, ২·৩০ ও ১·৩০

[illegible]

গন্ধর্ব

[illegible]

[illegible] ২৩১৮)



[illegible]

"YOUNG BENGAL THIS IS FOR YOU"— [illegible]

[illegible]

কেশবচন্দ্র

দাম : ৬·৫০ ন. প.

॥ এই লেখকের এই পর্যায়ের পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলি ॥

| | |
|---|---|
| মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ | ৬·৫০ ন. প. |
| রামমোহন | ৪·০০ টাকা |
| মাইকেল | ৪·০০ টাকা |

॥ এই বই চারখানি আধুনিক ভারতের জীবনবেদ ॥

জিজ্ঞাসা ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

গবেষণার অন্ত নেই; তাঁর রামায়ণের মূলপাঠ দুষ্প্রাপ্য এবং পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক সংস্করণ না থাকায় কৃত্তিবাস প্রসঙ্গে যে কয়েকটি সমস্যা বিদ্যমান, বাংলা সাহিত্যের পাঠক সেকথা জানেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ দিন ধরে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন এবং ইতোপূর্বে অনাত্র এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে কবি প্রসঙ্গে নানা প্রয়োজনীয় নতুন তথ্য, আবির্ভাব কাল এবং কবি যে সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় গিয়েছিলেন, সম্প্রতি একটি নতুন সূত্র থেকে লেখক সেকথা সযত্নে প্রমাণ করেছেন। লেখকের ভাষা এবং বক্তব্যের উপস্থাপনা সুন্দর। সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য শুধু নয়, কৌতূহলী পাঠকও [illegible] গ্রন্থ থেকে কবি কৃত্তিবাস প্রসঙ্গে অনেক কথা জানতে পারবেন। ৫২৬।৫৯

## ভ্রমণ-কাহিনী

**সাগর নগর**—[illegible] ঘোষ। [illegible] পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা—১২। [illegible] টাকা।

আজকাল সাধারণত ভ্রমণ-কাহিনী বলতে আমরা যেভাবে পাই একটা ছক—সে ছকের উপর ভরসা করে লেখক এলাম, দেখলাম, [illegible] [illegible] বর্ণনা করেন; [illegible] সর্বস্বভুক্ত [illegible] [illegible] না করেই কলম ধরে পাঠকদের [illegible] কিন্তু [illegible] একটি কাহিনী— [illegible]

[illegible]

[illegible] ৫২৬।৫২

সৌরীন সেনের

**চেনামুখ ৪**

"অন্তরালো-মনের [illegible] দু একখানা বই পড়ে হঠাৎ চমক লাগে। [illegible] করে দেখলেই মনে হতে থাকে—অপূর্ব! অপূর্ব! চেনামুখ বাংলার আধুনিক কথা-সাহিত্যে সেই [illegible] গ্রন্থ সন্দেহেই অনায়াসে, যার কাহিনী ভুলে থাকা যায় না।" —যুগান্তর

বার্ট্রান্ড রাসেলের

**সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ ২·৫০**

(Common Sense & Nuclear Warfare এর অনুবাদ)

[illegible]

নতুন প্রকাশিত হচ্ছে

[illegible]

**আলেয়া ৩·৫০**

"A Ghost at noon" এর অনুবাদ

মারী স্টোপস **বিবাহিত প্রেম ৪·০০**

ফ্রাঁসোয়া সাগাঁ **তৃষ্ণা ৩·০০**

এমিল জোলা **বৈদেহী ৩·৫০** **রেণীর প্রেম ৬·০০**

ধনঞ্জয় বৈরাগীর **রক্তরাখী**—২·৫০ **নাট্যগুচ্ছ**—২·৫০ **রূপোলী চাঁদ**—২·৫০ **ফিরেন বাবুর দেশে**—৩·০০ ([illegible])

১লা বৈশাখ বেরোচ্ছে

শর্দিন্দু-এর প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

**অবগাহন ২·০০**

শর্মিলার স্বামী পুরুষত্বহীন। [illegible] শর্মিলা কার জন্যে তার অতুল রূপ-যৌবনের ডালি সাজিয়ে অপেক্ষা করবে? কিন্তু উপায় কি নেই। বর্তমান বিজ্ঞান কি এর জবাব দিতে পারে না? শর্মিলা রাতের পর রাত কি নিঃসঙ্গ রজনী জেগে যাবে আর ডাইরীতে তাই লিপিবদ্ধ করবে।

বাংলা ভাষায় সাইকোলজিকেল case history থেকে নেওয়া মনস্তাত্ত্বিকের কাহিনী। এরকম গ্রন্থের বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

দুলালী বন্দ্যোঃ **পরিক্রমা**—৩·০০

" " **অপদুতের পরশ**—২·৫০

অমরেন্দ্র মুখোঃ **তিন পর্ব**—২·০০ (নাটক)

[illegible] **সোনালী ছোঁয়াচ**—২·০০

শর্দিন্দু এর প্রথম নাটক

**অন্তরঙ্গ ২·০০**

[illegible] Satire [illegible] হয়নি।

**আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স**

৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনু, [illegible] হাউস, কলি—১২

## ছোটগল্প

**বাহির বসন**—[illegible]। [illegible] ২৩, [illegible] রোড, কলকাতা—৯। [illegible] টাকা।

[illegible] লেখকের [illegible] [illegible] প্রথম [illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু গল্পের [illegible] না সেই গল্পের [illegible] [illegible] উপযুক্ত [illegible] লক্ষ্য করা গেল। [illegible] আঙ্গিক মোটামুটি ভালই, কিন্তু কয়েকটি

[illegible] প্রকাশ পেয়েছে। [illegible] ৩২৮।৫৯

## বিবিধ

[illegible] ২৫ [illegible] ১.০০ [illegible]

[illegible]

### প্রাপ্তি স্বীকার

[illegible]

বৈষ্ণব কবিতা—[illegible]

[illegible]

বাংলাদেশের [illegible] ও [illegible]

[illegible]

বাংলার [illegible]

মানুষ কি করে [illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্য-চরিতের-উপাদান — [illegible] মজুমদার

[illegible]

বৈষ্ণব কাব্যের [illegible]

[illegible]

মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার—[illegible]

নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল

[illegible]

আবুল হাসানাৎ প্রণীত

[illegible]

যৌন বিজ্ঞান

[illegible]

[illegible] ১০, টাকা

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স

[illegible]

[illegible] irony, wit, humour, satire [illegible] sarcasm, invective, caricature [illegible]

—[illegible]

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী

[illegible] টাকা

[illegible]

—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

—পরিমল গোস্বামী (যুগান্তর)

[illegible]

—আনন্দবাজার পত্রিকা

[illegible]

—দেশ

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

## চারটি চরিত্রের নাটক

"রজনীগন্ধা" ধনঞ্জয় বৈরাগীর পঞ্চম নাট্যনিবেদন। মুখোশ-এর প্রযোজনায় এবং তরুণ রায়ের পরিচালনায় নাটকটি গত রবিবার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছে।

এই নাটকের কথাবস্তু রূপ নিয়েছে চারটি চরিত্রের সংলাপে। চরিত্র চারটির মধ্যে রয়েছে এক নারী ও তিন পুরুষ। তিন পুরুষের মধ্যমণি এই নারীর নাম আভা। রজনীগন্ধার মতোই একদা শুচি-শুভ্র ছিল তার জীবন। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের ধনী স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে তার শুচিতা ও শুভ্রতাকে স্বেচ্ছায় ডুবিয়ে দিয়েছে পাপের পাঁকে। চিত্র পরিচালক রবি নন্দের হাত ধরে সে একদিন নেমে আসে সমাজের পঙ্কিল আবর্তে।

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

রবি নন্দের ছবিতে আভা অভিনয় করে। হয় নামজাদা শিল্পী। নিজের কলঙ্কের পসরা [illegible] তার বাধে না। [illegible] উল্লাস—নিজের অধঃপতনের মধ্য দিয়ে সে তার স্বামীর টুঁটি [illegible] সমাজের কাছে। তবুও [illegible] তার মন [illegible] ওঠে ছোট্ট [illegible] তার একমাত্র ছেলে [illegible] সমাজের কাছে [illegible] অধিকার থেকে আভাকে বঞ্চিত করেছে তার স্বামী।

আভাকে পিসির মত ভালবাসে, শুধু [illegible] একটি ছেলে। তার নাম বিমল —বিত্তবান অভিভাবকের একমাত্র উত্তরাধিকারী। রবি নন্দের লোভ, [illegible] ও স্বার্থপরতার [illegible] ধরা পড়ে আভার কাছে। তখন সে [illegible] সাংসারিক [illegible] ও [illegible] মধ্যে। কিন্তু নিজের জীবনের [illegible] সে [illegible] পারে না কিছুর মতো সহজ এই [illegible]।

[illegible]

আভার জীবনের এই [illegible] মুহূর্তে রবি নন্দকে ছবি তৈরীর জন্য [illegible] টাকার [illegible] প্রযোজক। রবি নন্দ আবার প্রাণের আনন্দে মেতে ওঠে, নতুন প্রাণে আবার বুক বাঁধে, অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায় প্রযোজককে।

আভা সবই জানতে পারে, প্রযোজকের কাছে কোন টাকা নেই, সে রবি নন্দকে ভুয়া চেক দিয়ে ভুলিয়েছে। তখন তার মনের [illegible] হয়। [illegible] বিচিত্র, আকস্মিকভাবে এই [illegible] সে এমনভাবে ছলনা করল, তাকে [illegible] কি সে [illegible] নতুন [illegible] আভার জীবন থেকে সরে গেছে তার


অদ্য শুভমুক্তি

শ্রী -০- ইন্দিরা -০- পদ্মশ্রী -০- আলোছায়া -০- অজন্তা

ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

পূরবী-তে পরবর্তী আকর্ষণ : "উত্তর মেঘ"

— ন্যাশনাল থিয়েটার রিলিজ —

স্বামী, মরে গেছে রবি দত্ত, বাঁচিয়ে রয়েছে তার মাতৃ-হৃদয়। যে এঁদিকে এল তাকে গ্রহণ করবে, সেই অধ্যাপকের মধ্যে এক আত্মসর্বস্ব স্বস্বাজকে (?) আবিষ্কার করে আলা চমকে উঠল। [illegible] ওর জীবনের [illegible] বাঁধবার সাধ রইল না [illegible] [illegible] পেল না, [illegible] সেই বিষপান করে (?) [illegible]

[illegible]

মাঘ সংখ্যা

সিনেমা জগৎ

বালিগঞ্জ শ্যামবাজার

বালিগঞ্জের ছেলে কাঞ্চন মল্লিক রায়

এ কাহিনীর নায়ক নয়

... যেন বলবেন — হাসিয়ে বটে!

প্রতি সংখ্যা সিনেমা জগৎ-এ

বিমল দত্ত

সিনেমা জগৎ : কলিকাতা — ৬

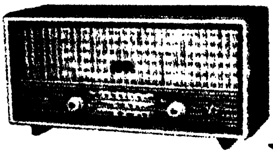

প্যানোরামিক
tp টেক্‌নিক
৬ ভাল্ভ — ৩ ব্যাণ্ড,
এসি, এসি/ডিসি কিম্বা
ড্রাই ব্যাটারী
মূল্য ৩১৫.০০ টাকা
অন্যান্য কর স্বতন্ত্র

ঝঙ্কার রেডিও
সঙ্গে অপূর্ব ম্যাগ্নাটোন

পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিবেশক:
রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১।

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে

রূপবাণী - ভারতী - অরুণা


এই কারণেই নাটকের শেষ দৃশ্যে আমার আত্মহত্যাও তার জীবনের অনিবার্য নাট্য-পরিণতিরূপে প্রকাশ পায়নি। এই আত্মহত্যার মূলে তার প্রণয়-ব্যর্থতা, সন্তান-বিরহ অথবা অন্য যে-কোন নিদারুণ হতাশা নাটকের এই বিয়োগান্ত পরিণতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলেনি। যে-জীবনে থেকে সে নতুন চাকরি খোঁজবার মতো প্রেরণা পেয়েছিল, যে-জীবনে সে কুম্ভীরের ক্রূর রূপ দেখেছে অনেক, সেই জীবনে থেকে—নতুন চাকরিও যখন তার জুটেছে—তার এমন কি নিদারুণ কারণ ঘটল যা তাকে বাঁচাবার জন্য অন্যান্যের তুলনায় মধ্যে সে এমন কি দেখল, যা তার জীবনে আত্মহত্যার অনিবার্যতা এনিয়ে এল, তা ঠিক স্পষ্ট বোঝা গেল না।

নাটকের এই [illegible] ত্রুটির [illegible] নাটকটি [illegible] ও অভিনয় [illegible] করে [illegible] এই [illegible] নাটকের [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] একটি [illegible] করে [illegible] যা সহজেই হতে পারত [illegible] তাঁর অভিনয় স্বাভাবিক মনে হতে পারত।

# বিশ্বরূপা

রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬টায়

# সেতু

—নরেশ মিত্র, বাঁসন্তবরণ

ও

তৃপ্তি মিত্র


# চিত্রালোচনা

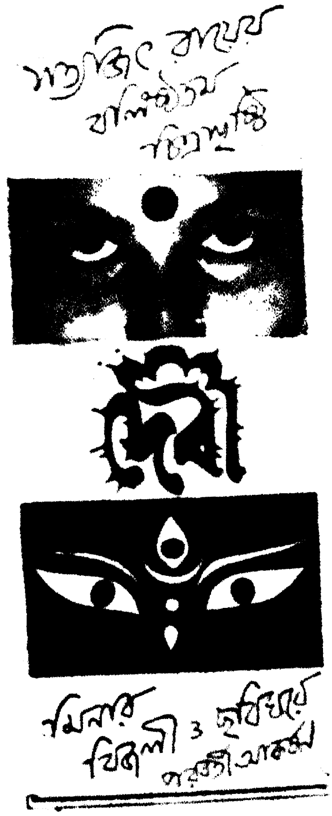



| | |
|---|---|
| | ৩·৫০ |
| | ৩·০০ |
| | ৩·৫০ |
| | ৩·৫০ |
| | ৩·০০ |
| | ৩·৫০ |
| | ৪·০০ |
| | ৪·০০ |
| | ৪·৫০ |
| | ৬·০০ |
| | ৩·০০ |
| | ২·৫০ |
| | ৩·০০ |
| | ৪·০০ |
| | ৩·৫০ |
| | ৪·০০ |
| | ২·০০ |
| | ৩·০০ |
| | ১·০০ |
| পরিচয়ঃ বিজয়কৃষ্ণ | ৫·০০ |
| | ১·২৫ |
| | ১·২৫ |

সাহিত্য মন্দির

"আকাশ পাতাল" চিত্রের এই দৃশ্যটি ভারতের প্রাক-স্বাধীনতা যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রয়েছেন ছবির অন্যতমা প্রযোজিকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

আগা জানি কাশ্মীরীর কাহিনী অবলম্বনে তোলা "দুনিয়া ঝুকতী হায়" ওয়াদিয়া ব্রাদার্সের রজত-জয়ন্তী নিবেদন। জে বি এইচ ওয়াদিয়া পরিচালিত এই ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন শাম্মী, সুনীল দত্ত, বি এম ব্যাস, ওয়াসিত, আগা, কুমকুম ও [illegible] ইরাণী। হেমন্তকুমারের সুর এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ।

[illegible] মল্লাকে তোলা [illegible] ছবি। [illegible] ফিল্মস-এর পক্ষে এই ছবির প্রযোজক ও পরিচালক হলেন বি এস [illegible]। সুর-যোজনা করেছেন [illegible]।

[illegible] পরিচালক [illegible] নিজে একজন প্রখ্যাত [illegible]। [illegible] ছবিতে [illegible] উপকরণ [illegible] প্রচুর। এ ছবিতেও তার [illegible] ছিল, [illegible] এবং [illegible] ভূমিকালিপি [illegible] সুর দিয়েছেন এঁরা।


রঙমহল

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬।৷ টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬।৷ টায়
[illegible]

এক পেয়ালা কফি

[illegible] রায়, রবীন, হরিধন, [illegible], জহর, [illegible], কেতকী, [illegible], দীপান্বিতা


[illegible] পরিচালক [illegible] এই ছবির [illegible] ভূমিকায় [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি। [illegible] ও [illegible] সুরকার।

• • •

[illegible]


য়ুরোপে লেখা
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের
চাঞ্চল্যকর ভ্রমণকাহিনী
ডোভার পেরিয়ে
* এর-ই মধ্যে প্রচন্ড বিক্রয় *
আর্ট পেপারে উনিশটি ছবি। প্রথম শ্রেণীর কাগজ। প্রথম শ্রেণীর ছাপা। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। মূল্য: ৪.৫০
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি—১২
(সি ২৬১১)

বিশ্বজয়ী সত্যজিৎ

## সত্যজিতের নতুন সম্মান

[illegible] ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ [illegible] বিশ্বজয়ী [illegible]

[illegible] উপস্থিত হবেন। ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে

জে এস সিকদারের 'উত্তর মেঘ'-এর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার, মনোরমা, মঞ্জুশ্রী ও গৌরীশঙ্কর।

[illegible]

[illegible]

# নাট্যাভিনয়

জটায়ুবধ নৃত্যনাট্য

[illegible]

[illegible]

মনোজ্ঞ সিন্ধু-উৎসব

[illegible]

'জটায়ুবধ' নৃত্যনাট্যে রাবণের ভূমিকায় ধীরেন্দ্র দাস।

তাপস সেনের অপূর্ব আলোকসম্পাত [illegible]


## মিনার্ভা থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রীট : ফোন ৫৫-৪৪৮৯

নাট্যজগতে

আলোড়ন

এনেছে

নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে

## অঙ্গার

সুর : রবিশঙ্কর

নাটক ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত

লোকসঙ্গীত—নির্মল চৌধুরী

মঞ্চসজ্জা—নির্মল গুহরায়

প্রধান উপদেষ্টা—তাপস সেন

[illegible]

[illegible]

## সহজ কিস্তিতে কিনুন

[illegible]

সব কিছুই সহজ কিস্তিতে

পাওয়া যায়।

[illegible]

## গ্যানিস

[illegible]

ফোন : [illegible]

## পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

[illegible]

[illegible] M. O. [illegible]

[illegible]

## মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন

(Family Planning Stores)

[illegible]

১২৬, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-১

[illegible]

আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের সংগীতানুষ্ঠানে সেতার ও সরোদ বাজাচ্ছেন যথাক্রমে বিলায়েৎ খাঁ ও আলি আকবর খাঁ। তবলা সংগত করছেন নিখিল ঘোষ।

একটি সুন্দর শিশু উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে [illegible] থেকে আরম্ভ করে কণ্ঠ-সংগীত, যন্ত্র-সংগীত, [illegible] নৃত্য, আবৃত্তি, নৃত্য-নাট্য এবং "[illegible]" ছায়াছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সমগ্র উৎসবটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন বিজনকুমার [illegible]। এই উৎসবের স্মরণী হিসাবে "[illegible]" নামে শিশুদের একটি [illegible] শিশুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক

আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক-এর [illegible] উপলক্ষে [illegible]

[illegible] আলি আকবর খাঁর [illegible] শ্রীশ্রীসরস্বতীর পূজা করেন। এই উপলক্ষে [illegible] [illegible] চক্রবর্তী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ও [illegible] [illegible] আলি আকবর খাঁ [illegible] ও [illegible] ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ [illegible] [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] ও [illegible] [illegible] অনুষ্ঠানে [illegible] [illegible] ও উপাধ্যায় [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] আলি আকবর খাঁ ও শ্রীমতী [illegible] [illegible] আশীর্বাদ করেন।

**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

[illegible]

(সি ২৬৯৮)

[illegible]

সোমবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী—সন্ধ্যা ৬টায়।
[illegible]

**রজনীগন্ধা**

[illegible] কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
তরুণ রায় — [illegible]
দীপান্বিতা রায়
পরিচালনা — তরুণ রায়
সুর — ওস্তাদ আলি আকবর খান
মঞ্চ — [illegible] চৌধুরী
আলো — তাপস সেন
[illegible]

নিউ এম্পায়ার

**বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান**

[illegible] Diabetes Mellitus [illegible] Diabetes Insipidus [illegible]

**[illegible] রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)**
পোঃ বক্স ৫৮৭
৬৫, [illegible] (কলুটোলা)
কলিকাতা

[illegible]

**অমৃত অতীত**

[ এক [illegible] ঐতিহাসিক নাটক ]
মূল্য এক টাকা মাত্র
[illegible] চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা-৬

শীতকালীন খেলাধুলার উপর বাঁড় বাঁড় মর্যাদা দেয়ে আসছে। ক্রিকেট ময়দানে প্রত্যাবর্তনের। আন্তর্জাতিক টেস্টও প্রায় শেষ হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার সফরে প্রতিযোগিতাগুলোতেও [illegible] দেখা। তার সঙ্গে ময়দানের বাইরে খেলোয়াড়দের [illegible] অনুরাগ। ক্রিকেটের বড় খেলা একেবারে শেষ হয়ে [illegible] [illegible]

[illegible]

এককথা

[illegible]

• • •

শীতে বাইরে খেলার বাইরে, শীতকালে [illegible] এই শখের নয়। প্রথম [illegible] খেলা শুরু হয় ১১০৪ [illegible] এক [illegible] [illegible] সালে [illegible] খেলা [illegible] ১৯৫৬ সালের শীতে বাইরে খেলা [illegible] ১৯৪০ সালে [illegible] একটি [illegible] [illegible] খেলা

একই চেহারা, একই পোশাক ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট-যমজ বেডসার ভ্রাতৃদ্বয়। কোনজন অ্যালেক, কোনজন এরিক চেনা ভার। অন্যে পরে কা কথা, হয়ত ওদের নিজেদেরই ভুল হয়ে যায়। ছবিতে দু'জনই [illegible] খেলা বোলিং খেলছেন [illegible]।
[illegible]

পোর্ট অব স্পেনে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার সময় দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে ক্রিকেট মাঠের দৃশ্য। মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কাচের বোতল ও টিনের টুকরো।

অমীমাংসিত থাকবার পর [illegible] শীল্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু খেলার মাঠের [illegible] বিচারে নয়। [illegible] বিচারে এবং প্রতিযোগী টীম দুটির ক্লাবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়। সুতরাং ফাইনাল খেলার এটা সন্তোষজনক মীমাংসা নয়। গত দুই বছরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। মরসুম শেষ হবার পর [illegible] শেষ করবার মত [illegible] ফাইনাল খেলা শেষ করা হয়েছে।

আই এফ এ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল সংস্থা। ভারতের [illegible] এক বড় ফুটবল সংস্থা হচ্ছে আই এফ এ। তবে প্রতিযোগিতার মর্যাদাও অনেক। অথচ সেই আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা একভাবে বছর বছর অমীমাংসিত থাকে কেন? প্রতিযোগী ক্লাবের নিশ্চয়ই দোষ-ত্রুটি আছে। কারো বেশী, কারো কম। কিন্তু সবচেয়ে বেশী দোষটা আই এফ এর কর্মকর্তাদের।

ইডেন উদ্যানে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার সময় শীল্ড ফাইনাল [illegible] সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন আই এফ এর প্রধান কর্তাব্যক্তিরা। সাংবাদিকেরা [illegible] ফাইনাল খেলাটি [illegible]। উত্তরে ফুটবলের প্রধান কর্তাব্যক্তি [illegible]—তারা যদি রাজী এবং বড়-কর্তারা রাজী না হন আমরা কি করতে পারি?

এর পর একজন সাংবাদিক [illegible]— [illegible] রাজী হন যদি [illegible]।

[illegible]

• • •

[illegible] এবার [illegible] ক্রিকেট মরসুম শেষ হয়েছে। শুধু ভারতেই বা কেন? [illegible] একটি [illegible] টেস্ট খেলা শেষ করেছে [illegible]। গত ১২ [illegible] এই উপমহাদেশে [illegible] ৮টি টেস্ট আর তিনটি অপ্রধান ম্যাচ। অধিনায়ক [illegible] খেলোয়াড়দের [illegible]। [illegible] ভারতে [illegible] দেশে [illegible] তাই [illegible] এবার অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফর শেষ হয়েছে।

[illegible]

[illegible]

জাতীয় হকির [illegible] এবং [illegible] ও [illegible]।

জাতীয় হকির [illegible] এবং [illegible]। এর আগে হকি খেলার [illegible] প্রতিযোগিতা [illegible] খেলা [illegible] জন্য [illegible] হকি [illegible] জাতীয় হকির [illegible] হকি [illegible] ৬টি [illegible] এই দুটি [illegible] জাতীয় [illegible] তাঁরা সকলেই [illegible]। এবারও জাতীয় হকির আসর কলকাতায়

উপস্থিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য এদের উপস্থিতি প্রতিযোগিতার আভিজাত্য বাড়াবে—খেলোয়াড়দের মনে যোগাবে নতুন আশা, নতুন প্রেরণা। ১৯৫৯ সালে [illegible] [illegible] হবি [illegible] [illegible] [illegible] অথবা [illegible] নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়, সকলকেই [illegible] দেখা যাবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুযোগ পাবেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপরই [illegible] হয়েছে।

[illegible] এক [illegible] [illegible] আছে। কারণ এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

•

[illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও [illegible] প্রথম টেস্ট খেলা [illegible] [illegible] [illegible] টেস্ট ইংলণ্ড ২১৫ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করেছে।

[illegible] [illegible] টেস্ট ম্যাচের [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৩০ রানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খেলা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] করে আনা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে পারেন না। [illegible] এই ঘটনার জন্য [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দ্বিতীয় দিনের খেলার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] [illegible] ১৫৬ রানে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] টেস্ট ইংলণ্ড [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৫৩ [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ইংলণ্ড [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] [illegible] ২৩০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের [illegible] [illegible] ৫০১ রান। চতুর্থ ইনিংসে এ রান

[illegible] [illegible] একরকম অসম্ভব ব্যাপার। [illegible] [illegible] [illegible] তখন। [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টেস্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টেস্ট ১০ [illegible] ২০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১১ [illegible] ২২ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] খেলোয়াড়ই [illegible] টেস্ট চতুর্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৩১১ রান।

[illegible] টেস্টের মধ্যে একটি টেস্ট [illegible] [illegible] একটি টেস্ট জিতে ইংলণ্ড এগিয়ে আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] টেস্টের সংক্ষিপ্ত [illegible]

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—[illegible] [illegible] [illegible] ১১১, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস—১১২ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস [illegible] উইকেটে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৪ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ইংলণ্ড ২১৫ রানে বিজয়ী।

ফুল ব্যাকেরস—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০৯ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টেস্ট [illegible] [illegible] নট্ আউট। [illegible] ১০৮ রান করে আউট হন।

GO... LIBRARY
Cooch Behar

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২রা ফেব্রুয়ারী—শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানি [illegible] বিমান অদ্য প্রাতঃকালে হায়দরাবাদের বেগমপেট বিমান বন্দরে ভাঙিয়া পড়ে। বিমানটিতে পাইলট শ্রী এম মল্লিক এবং নেভিগেটর—এই দুইজন আরোহী ছিলেন। তাঁহারা দুর্ঘটনায় আহত হন।

অদ্য সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি [illegible] কলিকাতায় যে একটি মাত্র অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন, তাহাতে তিনি অন্যান্য জাতির সহিত [illegible] সহযোগ করিবার জন্য সোভিয়েট জনসাধারণের আন্তরিক আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

রাণাঘাটে উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বসতি অফিসের একজন সহকারী [illegible] অফিসার গতকাল [illegible] বাজারে এক দল জনতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কয়েক ঘণ্টা আটক থাকার পর সশস্ত্র পুলিস তথায় গিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৫ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রি ১২টা পর্যন্ত যে ১২২টি ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কেরলের অকংগ্রেসীদলগুলির মিলিত যুক্ত ফ্রন্ট নিরঙ্কুশভাবে জয়লাভ করিয়াছে। ঘোষিত ১২২টি ফলাফলের মধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট ৮১ (কংগ্রেস ৩১, পি এস পি ২০, মুসলিম লীগ ১০) কম্যুনিস্ট ২৬, কম্যুনিস্ট সমর্থিত স্বতন্ত্র ২, আর এস পি ১, কংগ্রেস সমর্থিত ১ এবং স্বতন্ত্র ১টি আসন লাভ করিয়াছে।

পশ্চিম বাংলার কোলিয়ারীগুলির মধ্যে [illegible] জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে [illegible] তাহা রাজ্যের নিকট হইতে [illegible] বলিয়া এক [illegible] পাওয়া গিয়াছে। [illegible] পরিমাণও [illegible]। এই [illegible] পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একজন উপমন্ত্রী [illegible] আছেন বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—কেরল নির্বাচনের সকল আসনের ফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেস, পি এস পি ও মুসলিম লীগ লইয়া গঠিত যুক্ত ফ্রন্ট ১২৭ সদস্যের কেরল বিধানসভার মোট ৯৪টি আসন দখল করিয়াছে। তন্মধ্যে কংগ্রেস ৬৩টি আসন দখল করিয়াছে।

৮ই ফেব্রুয়ারী—কেরলে [illegible] নেতা [illegible] পি এস পি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। শ্রীপট্টম থানু পিল্লাই কেরল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইবেন। প্রকাশ যে, মুসলিম লীগ এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছে এবং কংগ্রেস প্রজা সমাজতন্ত্রী কোয়ালিশনকে সমর্থন করিতে রাজী হইয়াছে।

[illegible]

২৪০০০০ টাকা মূল্যের একখানি [illegible] ও ৫৫০০ টাকার [illegible]

৬ই ফেব্রুয়ারী—[illegible]

[illegible]

## বিদেশী সংবাদ

২রা ফেব্রুয়ারী—[illegible] প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি সদস্য বাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারী করিয়াছেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী—মিশর ও ইরাকের [illegible]

[illegible]

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

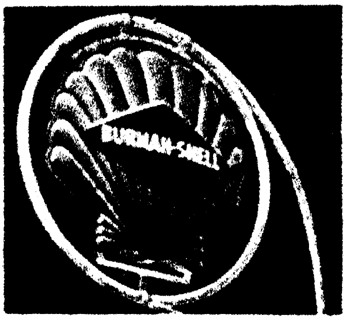

বার্মা-শেলের সেবাই এই।

REG. NO. C. 2100

খেলোয়ার কিম্বা দর্শক—
ত্বকের স্বাস্থ্য
উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজনীয়

খেলার মাঠে ও তার বাইরে, ধুলো ও ঘাম আপনার ত্বকের পক্ষে অনিষ্টকর হতে পারে। তাই উত্তম নিম সাবান দিয়ে ঐসব ধুয়ে ফেলুন—এই ভেষজযুক্ত সাবানটিতে নিমের অপূর্ব স্বাভাবিক বীজবারক গুণাগুণ আছে। আপনার ত্বক সর্বদা সুস্থ রাখতে হলে ও ত্বকের যাবতীয় ময়লা রোধ ও দূর করতে হলে, উত্তম নিম সাবান্ মেখে স্নান ও মুখ হাত-পা পরিষ্কার করাকে একটা দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করুন।

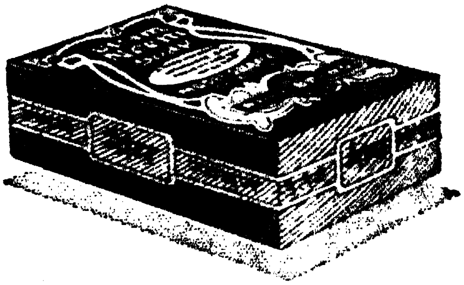

# উত্তম
# নিম সাবান

ত্বকের নিখুঁত স্বাস্থ্যের জন্য

A SIKRI PRODUCT

বেঙ্গল সোপ কোম্পানী, পি. বি. নং ২২৮৭, কলিকাতা

২৭ বর্ষ ] শনিবার, ৭ ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 20th February, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১৬

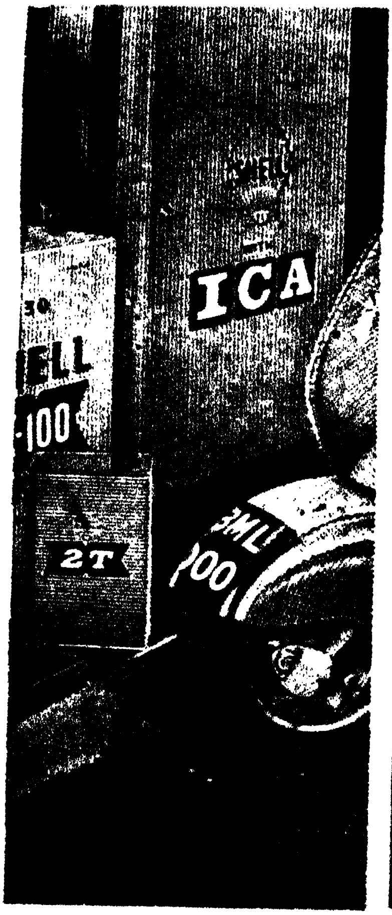


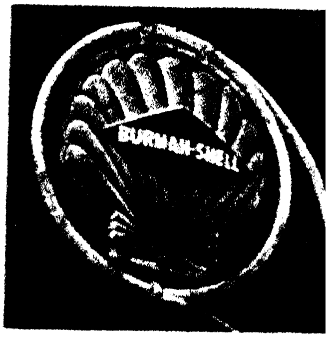

শিষ্টাচার · ক্ষিপ্রতা
নৈপুণ্য

বার্মা-শেলের
সেবাই
এই।

— নূতন নূতন বই —

অবধূতের

# মরুতীর্থ হিংলাজ ১২শ সং ৫৲

# উদ্ধারণপুরের ঘাট ৬ষ্ঠ সং ৪॥০

# বশীকরণ ৭ম সং ৪॥০

এবং

# বহুব্রীহি ৭ম সং ৪॥০

# দুর্গম পন্থা

(আসন্ন নূতন প্রকাশিতব্য)

# দুই তারা ৬ষ্ঠ সং ২॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**মিলনান্তক**
— সাড়ে চার টাকা —

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**পরিশোধ**
— সাড়ে চার টাকা —

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
**উত্তরফাল্গুনী** ৬॥০

আশাপূর্ণা দেবীর
**শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫৲
**ছাড়পত্র** ৪॥০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**তরঙ্গের পর**
— [illegible] টাকা —

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫৲
**অনামিকা** ৪৲
**চেনামহল** ৫॥০

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের
**সমুদ্র সফেন** ৭॥০
**সাত পাকে বাঁধা** যন্ত্রস্থ

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২
ফোন : [illegible]



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| **পথের দাবী** (উপন্যাস) | ৬.০০ |
| **বিপ্রদাস** (উপন্যাস) | ৫.০০ |
| **দত্তা** (উপন্যাস) ... | ৩.৫০ |
| **পরিণীতা** (নাটক) | ১.৫০ |
| **শ্রীকান্ত** (নাটক) | ২.০০ |

রাজশেখর বসু
**রামায়ণ** ৫.০০ **মহাভারত** ১২.০০

[illegible]
**[illegible]** ৩.০০

[illegible]
**প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস**
প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড। ৭.০০

[illegible]
**বিজ্ঞান ভারতী** (অভিধান) ৬.৭৫

[illegible]
**[illegible] ও মানুষ** ২.৫০

[illegible] ও
[illegible]
**রবীন্দ্র সংগীতের ভূমিকা** ২.০০

[illegible]
**জীবনী ও রচনাবলী সংগ্রহ** ৩.০০

[illegible]
**বিজ্ঞানের ইতিহাস**
১ম খণ্ড ১০.০০ ২য় খণ্ড ১২.০০

[illegible]
**[illegible]** ৬.৫০ **পথে প্রবাসে** ৪.০০
**নতুন করে বাঁচা** ... ১.৭৫
**সাহিত্যে সংকট** ... ২.৫০

সুধীরচন্দ্র সরকার
**পৌরাণিক অভিধান** ৭.০০

[illegible]
**[illegible]** ৩.৫০

[illegible]
**আমি-সে-[illegible]** ৫.০০

[illegible]
**বাংলা ছন্দ** ... ৫.০০

[illegible]
**কাজল** ২.৫০ **[illegible]** (উপন্যাস) ৪.০০

[illegible]
**বিসর্পিল** (উপন্যাস) ৩.০০

[illegible] বসু
**মধ্যরাতের তারা** (উপন্যাস) ৩.২৫

[illegible]
**[illegible]** (কবিতা) ২.০০

[illegible]
**মন নিয়ে খেলা** (উপন্যাস) ৩.০০

[illegible]
**[illegible]** (উপন্যাস) ৪.০০

[illegible] উপন্যাস
**পাতালে এক ঋতু** ১ম খণ্ড ৬.০০
**এই গ্রহের ক্রন্দন** ৬.০০
**[illegible]** ৩.৫০ **[illegible]** ২.৫০
**[illegible]** — [illegible] ২.৫০
**[illegible]** — [illegible] ২.৫০
**[illegible]** — [illegible] ২.৫০
**[illegible]** — [illegible] ৩.০০
**[illegible]** — [illegible] ২.৫০
**[illegible]** — [illegible] ৪.০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২


GOVERNMENT LIBRARY

অম্লান সৌন্দর্যের উপচার…

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার

প্রথমে হালকা কুয়াশার মতো পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন… যাতে আপনার মুখত্বকের কমনীয়তা রক্ষা পায়… মুখখানি কোমল, সুন্দর ও লাবণ্যে উজ্জ্বল থাকে… রোদ-হাওয়া ধুলো ও ময়লা থেকে ঢাকা থাকে। এই ক্রীম চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার ভালো বসে যায়।

তার পর মাখুন পাতলা করে পণ্ডস ফেস পাউডার যা রেশমী কোমল অনুভূতি দিয়ে আপনার মুখশ্রীর সঙ্গে মিশে থাকবে।

সব সময় উপদেশ এই সহজ নিয়মটি মেনে চলুন… তাহলে আপনাকে সারাক্ষণ সুন্দর দেখাবে… আপনার সৌন্দর্য সব কেড়ে নেবে।

সারা পৃথিবীর
সুন্দরী রমণীদের
মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ডস ইনক
( সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত )।

JWTP. 72

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ব্যাধি ও চিকিৎসা— | — | ১৬৯ |
| প্রসঙ্গত— | — | ১৭০ |
| আলোচনা— | — | ১৭১ |
| গানের আসর—শার্ঙ্গদেব | ... | ১৭৫ |
| নোবেল প্রাইজের রবীন্দ্রনাথ ও শতবার্ষিকীর রবীন্দ্রনাথ—ইন্দ্রজিৎ | ... | ১৭৭ |
| একজোড়া হাঁস ও একটি মেয়ে—[illegible] সিংহ | ... | ১৮১ |

স্মরণীয়

প্রবৃত্তি

এই মাসের বই
[illegible]-এর নূতন উপন্যাস
ওরা সব পারে ২.৫০
সদ্য পুনর্মুদ্রিত
[illegible] উপন্যাস
রক্তরাগ ৭.৫০
(চতুর্থ মুদ্রণ)
[illegible]
কাচঘর ৩.০০
(দ্বিতীয় মুদ্রণ)

## বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ('বনফুল')-এর বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভীমপলশ্রী (উপন্যাস) | ৫.০০ | নূতন বাঁকে (কবিতাগ্রন্থ) | ২.৫০ |
| জলতরঙ্গ (উপন্যাস) | ৭.০০ | মধ্যবিত্ত (নাটক) | ৩.০০ |
| শিকার চিত্র (প্রবন্ধ) | ২.৭৫ | কাঞ্চ (নাটক) | ১.২৫ |

সদ্য প্রকাশিত (উপন্যাস) ওরা সব পারে ২.৫০

### আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার মতামতের কতকাংশ :

[illegible]

### আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

[illegible]

## ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : ক্যালকাট্‌ব ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

(সি ২৫৭৬)

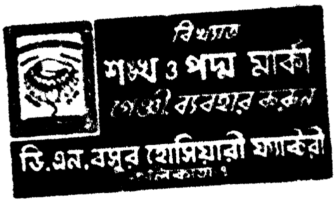
বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা ৭

শুধু বিজ্ঞাপনেই
নয়!
স্বাদে গন্ধেও শ্রেষ্ঠ
তারক গুপ্তের জর্দা
কলিকাতা ৪

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
★ আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।
★ আকর্ষণীয় হারে ক্যাশ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।
★ স্পেশাল সেভিংস ডিপোজিট একাউন্টে বার্ষিক ২½% হারে সুদ দেওয়া হয়।
হেড অফিস
৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

দৈনন্দিন খাটুনীতে আপনার শরীর ক্লান্ত হয়...অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন...এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার...আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড
আবার আশ্চর্য্যজনক
সুস্থবোধ করুন!
ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।
ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।
ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর ভগ্নস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।
নতুনভাবে প্যাক করা (কোন মোড়ক এখন আর দেওয়া হয় না)
চমৎকার সুস্বাদু
ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড
সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিশ্ববিচিত্রা | ... | ১৮৭ |
| কখনও মুহূর্তে —কবিতা— শ্রীবিনোদকৃষ্ণ দাশ | ... | ১৯০ |
| গ্রামেবাসে— | ... ... ... | ১৯১ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য চক্রদত্ত | ... ... ... | ১৯২ |
| বাইশে শ্রাবণ শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ... | ১৯৩ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম শ্রীবিমল মিত্র | ... | ২০১ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ... | ২০৯ |

মিত্রালয়ের প্রতিটি গ্রন্থই আপনার গ্রন্থাগারে রাখবার মতো।

[illegible] বসুর
পরম্পরা
[illegible]

•

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের
[illegible] উপন্যাস
ডাক্তারের ডায়েরী
[illegible]

[illegible]
মৌন মুখর
[illegible]

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পঞ্চগ্রাম মন্বন্তর
[illegible] [illegible]

•

[illegible]
তাসের মিনার
[illegible]

•

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
অ্যালবার্ট হল অগ্নিসম্ভব
৪.৫০ ৪.০০

[illegible] দেবীর
মা মহানিশা
[illegible] [illegible]

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তৃতীয় ভুবন
৪.৫০

•

•

[illegible]
নকশা • নাচের পুতুল
৫.০০ ২.৫০

[illegible] মিত্রের
পান্না • অশ্বত্থের অভিশাপ
[illegible] ৪.৫০

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের
চীনা প্রেমের গল্প
৪.৫০

•

নিরুপমা দেবীর
আমার ডায়েরী
২.৫০

•

[illegible] ভট্টাচার্যের
নতুন উপন্যাস
রূপসী নগরী
[illegible]

[illegible]কুমার মিত্রের
রাত্রির তপস্যা
পুরুষ ও রমণী
[illegible] [illegible]

মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

(সি ২৬৮০)

ন্যাশনালের বই

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

[illegible]
রত্নবলয়
[illegible] ৩.৫০

[illegible]
বুখারার বীর কাহিনী
[illegible] ৩.৫০

[illegible]
সাগরে মিলায় ডন
[illegible] ৩.০০

[illegible]
ধীর প্রবাহিনী ডন

[illegible]
চাঁদে অভিযান ৩.০০

[illegible]
আয়নোস্ফিয়ারের কথা ১.৫০

[illegible]
অতীতের পৃথিবী

[illegible]
মানুষ কি করে বড়ো হল ৩.৫০

- - - - - - - - - -

[illegible]
নেহরু-চৌ এন-লাই পত্রাবলী
[illegible]

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড
[illegible] কলিকাতা-১২
[illegible] কলিকাতা-১৩

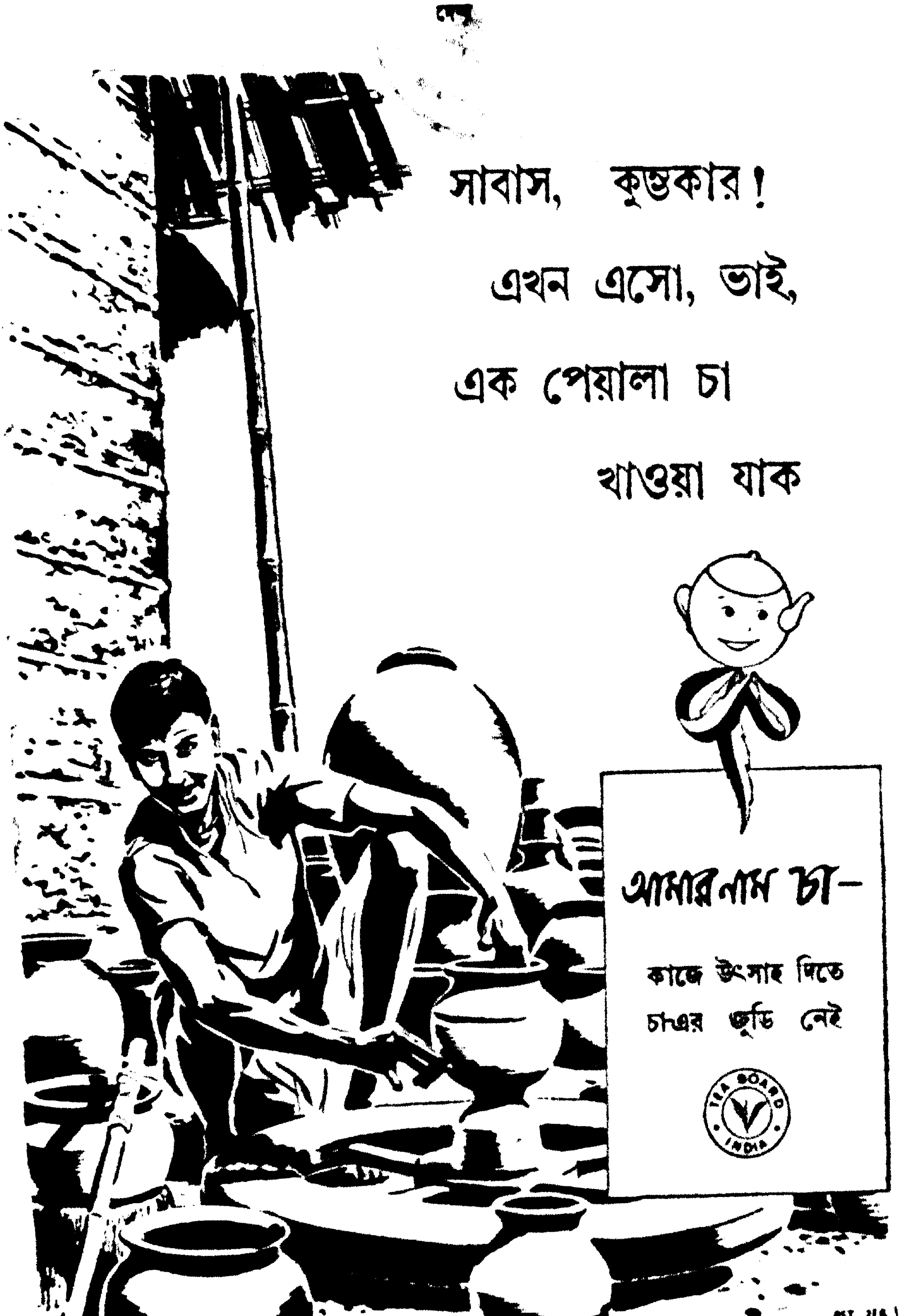
সাবাস, কুম্ভকার!
এখন এসো, ভাই,
এক পেয়ালা চা
খাওয়া যাক
আমার নাম চা—
কাজে উৎসাহ দিতে
চা-এর জুড়ি নেই
TEA BOARD
INDIA

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

| বিষয় | লেখক | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম কদম ফুল — শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | | | ... | ২১৩ |
| যৌবন — শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় | | ... | ... | ২২০ |
| চিত্র প্রদর্শনী — | ... | ... | ... | ২২৩ |
| পুস্তক পরিচয় — | ... | ... | ... | ২২৫ |
| রংগজগৎ — চন্দ্রশেখর | ... | ... | ... | ২২৯ |
| খেলার মাঠে — একলব্য | ... | ... | ... | ২৩৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ — | ... | ... | ... | ২৪০ |

গীতিমুখর ভিয়েনা ... ২·০০

[illegible]

— নূতন বছরের উপন্যাস —

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | — সাগরে হাওরে | — ৩·৫০ |
| [illegible] | — রোদ জল ঝড় | — ৪·৫০ |
| [illegible] | — তিস্তা নদীর মনং | — ২·২৫ |
| [illegible] | — সেই পুরাতন কথা | — ৩·৫০ |
| [illegible] | — ইভান ইভানোভিচ | — ৪·০০ |

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সম্প্রতি প্রকাশিত হইল

মধুসূদন ঃ
কবি ও নাট্যকার মূল্য ৩·৫০
ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ
মূল্য ৬·০০
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বরণীয় মূল্য ৫·০০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[illegible]
ভ্রমণ-বর্ণনার উপন্যাস

রম্যাণি বীক্ষ্য
সৌরাষ্ট্র পর্ব ৭·০০
রাজস্থান পর্ব ৭·০০
কালিন্দী পর্ব ৫·০০
( যন্ত্রস্থ )
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

উপন্যাস

মধুরে মধুর
৫·৫০
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রূপম ? ৩·৫০
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ভ্রমণ

কাশ্মীর পরিক্রমা ২·০০
[illegible]

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
[illegible]

যে নাটক বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে, ছাত্রদের নিয়ে, মাঠে, মাচায় বা ড্রয়িং রুমে দু ঘণ্টা বেদম হাসির সঙ্গে, অভিনয় করা যায়, সেই আশ্চর্য মানুষ অমরেশ আর তার দলবলের কথা

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

**শুনে পুণ্যবান**

দাম ২·৫০
সডাক ৩·৫৬

• • •

**ছাপা হচ্ছে**

যে গ্রন্থ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আলোড়ন এনেছিল, সেই প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক এমিল লাডউইগের শিখ সন্ অব ম্যান-এর অপূর্ব অনুবাদ করেছেন কুমারী উপমন্যু:

● **মানব পুত্র** ●

[দীর্ঘদিনের নিরলস চেষ্টায় অনুবাদ-অনুমতি প্রাপ্ত]

প্রকাশক—

**বুক এ্যান্ড বুক**

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩



প্রকাশিত হ'ল

**প্রবোধবন্ধু অধিকারীর**
**উপন্যাস**

# উপকণ্ঠ

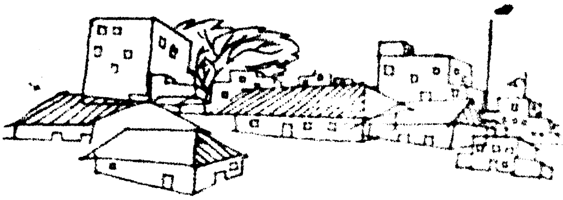

এই শতাব্দীর সভ্যতার এক বিশেষ অনুভবের সুবৃহৎ উপন্যাস। বস্তুত ভাবে, রীতিতে, দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ও উল্লেখযোগ্য। **দাম : চার টাকা**

.................................. অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ ..................................

**সুবাসর** । বিমল কর—৩, **সাপের মাথার মণি** । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—২·০০, **রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা** । আদিত্য ওহদেদার—৫, **প্রবন্ধ-সংকলন** । রমেন্দ্রনাথ দত্ত—৭, **বসুন্ধরা** । নির্মল সেন—২·৫০, **অনেক সুর** । প্রফুল্লরঞ্জন দাস—৩, **রূপসীর মন** । প্রফুল্ল দে—৩·০০, **ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র** । সুকুমার মিত্র—৩·০০ ।

**এভারেস্ট বুক হাউস** এ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২


[illegible]


নতুন মুদ্রণ

সুবোধ ঘোষের

# ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান

**সপ্তম সংস্করণ**

দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# প্রেমের গল্প

বিশেষভাবে নির্বাচিত বারোটি
প্রেমের গল্পের শোভন সংকলন

দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| শতকিয়া ॥ | সুবোধ ঘোষ ॥ | ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ | ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ | ৩·৫০ |
| তিন শূন্য ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·৫০ |
| মনের মানুষ ॥ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ | ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ ॥ | সরলাবালা সরকার ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ ॥ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ॥ | ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ | ১·২৫ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে ॥ | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ॥ | ৩·৫০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

# দেশ

LIBRARY

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 20th February, 1960

২৭ বর্ষ ॥ ১৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ৫ ফাল্গুন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## ব্যাধি ও চিকিৎসা

[illegible] অস্বীকার করেন নাই আর সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে ইহার প্রতিকার চিন্তা আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকে [illegible] বলিয়াছেন যে, দেশীয় ছাত্রসমাজের কোন কোন অংশের মধ্যে একটি শ্রেণী সংগ্রামের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। এইসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে কলকারখানা জাতীয় সংস্থা মনে করিতে পারে, করিয়াছে, আর তাহার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন-সংঘ দৃষ্টিতে বিদ্যায়তন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করিতে সর্বদা তৎপর। আর শুধু তাহাই নয়, বাহিরের রাজনৈতিক সমস্যার অবতারণা [illegible] দিয়াছেন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাহার পরিণাম পিকেটিং, ধর্মঘট ও সংঘর্ষ প্রভৃতি। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, বাহিরের অনেক রাজনৈতিক দলের অবাঞ্ছিত প্রভাবেই এই দুর্গতি ঘটে। তাহা ছাড়া ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ছাত্র-শিক্ষক যোগাযোগ এখন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে—ইহাও ছাত্রসমাজে [illegible] একটি কারণ বলিয়া [illegible] হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের গত অধিবেশনে একজন সদস্য ছাত্র-সমাজকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহার উত্তরে কোন কোন সদস্য [illegible] প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে ছাত্র সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা আসলে দেশের দুঃখ দারিদ্র্য ও অসহনীয় সামাজিক অবস্থার পরিণাম মাত্র। [illegible] বক্তব্য এই যে যতদিন না দেশের দুঃখ, দারিদ্র্য ও অসহনীয় সামাজিক অবস্থার প্রতিকার হইবে ততদিন এবিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করা উচিত হইবে না। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির অধিবেশনে নেহরু যে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ আমরাই করিয়াছি।

আমরা গোড়াতেই বলিয়াছি যে, প্রতিকার না হোক প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এইসব আলোচনাকে শুভলক্ষণ মনে করিতে হইবে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, পূর্বোক্ত মন্তব্যসমূহ এমন কোন নূতন আলোক বা ইঙ্গিত দান করে নাই যাহা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এতদিন বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আমরা যাহা বলিয়াছি একত্রে তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ছাত্র-সমাজের বর্তমান ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ ছাত্রজীবনের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রভাব;—আর ইহার মূলে আছে বাহিরের রাজনৈতিক দলের গোপন সূত্রে টানাটানি, ছাত্রসমাজ যন্ত্র, বিদ্যায়তনের বাহিরে অবস্থিত রাজনীতিকগণ যন্ত্রী। যন্ত্রকে স্বাধীন করিতে হইলে তাহাকে যন্ত্রীর প্রভাবমুক্ত করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্র ইউনিয়নগুলি বাহিরের এই সব রাজনীতিকদের দলীয় মতবাদ প্রচারের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। আর ছাত্র-শিক্ষক যোগাযোগ? যে-সব শিক্ষক কেবল শিক্ষাদান করেন, বিশেষ রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট নন, বর্তমান অবস্থায় তাঁহারা কেন নিজেরাই অনুকম্পার যোগ্য। কি ছাত্র, কি শিক্ষক-সমাজ, কি কলেজ কর্তৃপক্ষ, কি বিশ্ব-বিদ্যালয় কাহারো কাছে তাঁহাদের মর্যাদা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর দুঃখ, দারিদ্র্য ও সমাজের অসহনীয় অবস্থা? এসব দেশে আগেও ছিল, এখনো আছে অন্য দেশেও আছে—কই, এদেশে আগে তো উচ্ছৃঙ্খলতা এমন ব্যাপক ছিল না, অন্য দেশেও আজ নাই। এটা কারণ নয় অজুহাত মাত্র। এই প্রসঙ্গে [illegible] ছাত্রদের উদ্দেশ্যে [illegible] প্রধানমন্ত্রী [illegible] বক্তৃতা [illegible] তিনি [illegible] উন্নতি করিতে হইলে [illegible] সকলেরই [illegible] চলিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য, যাঁহারা দেশের উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় [illegible] কি [illegible] কি ছাত্রসমাজের উদ্দেশে একথা বলিতে প্রস্তুত?

প্রসঙ্গ কথা, শিক্ষাঙ্গনের অভ্যন্তরে এই দল রাজনৈতিক [illegible] প্রয়োজন। সেই [illegible] এই দল উৎখাত করিতে হইবে। [illegible] এ সমস্যার সমাধান হইবে না। এ ভার দেশের শুভবুদ্ধির উপরে আর দলীয় কর্ণধারগণের উপরে। এখন দলীয় কর্তাব্যক্তিগণ নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ না করিয়া কতদূর যাইতে সক্ষম হইবেন তাহা তাঁহারাই জানেন। কিন্তু মোট কথা এই যে, ব্যাধি কঠিন, কাজেই আশু ও আমূল চিকিৎসা অত্যাবশ্যক।

মানুষের জীবনে বহু সমস্যা আছে, অন্ন তার মধ্যে হল সকলের আগে। পেটে অন্ন চাই, দেহে বস্ত্র চাই। এর আর মার নেই। এই হল মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। [illegible] পরে সভ্যতা [illegible] [illegible] প্রয়োজনেরও [illegible] [illegible] [illegible]। বর্তমানে এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, অন্ন এবং বস্ত্রও [illegible] হয়ে দাঁড়িয়েছে— প্রয়োজনের দিক দিয়ে নয়, সংগ্রহের [illegible] দিক দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার ১৯৪০ সাল থেকেই মানুষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] ছিল একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৪৫-৪৬ সালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

●

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উড়িষ্যার। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উড়িষ্যাও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

# প্রসঙ্গত

কি সংগ্রহ করা যায় না? না। তার অনেক [illegible] [illegible]—[illegible], [illegible] এবং [illegible]— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি করতে হবে? [illegible] [illegible] কি কোন উপায় নেই? আছে। [illegible] [illegible] হয় বলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে। না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

●

[illegible] [illegible] উত্তর ঠিক নয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উড়িষ্যা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উড়িষ্যা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় মাত্র ১৭ [illegible] ১৮ টাকা হল [illegible]। কিন্তু চাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ১৮ টাকা দরের চাল [illegible] ১২ টাকায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উড়িষ্যা সরকারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উড়িষ্যা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকার [illegible] ৪০ হাজার টন [illegible] ১৪ হাজার টন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মাত্র ১৬ [illegible] মাত্র ১১.৫ মাত্র কি করে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

●

[illegible] কিছু নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চাল না। [illegible] উড়িষ্যা যে চালের পরিমাণ ৪০ হাজার টন [illegible] উল্লেখ করেছেন, [illegible] [illegible] [illegible] ১৪ হাজার টন মাত্র! [illegible] ১৬ হাজার টন গেল কোথায়? [illegible] ১৬ হাজার টনই নয়, [illegible] [illegible] [illegible] পশ্চিমবাংলা এবং [illegible] [illegible] [illegible] প্রচুর চাল [illegible] [illegible] হচ্ছে। [illegible] উড়িষ্যার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উড়িষ্যায় না পশ্চিমবাংলায়।

উড়িষ্যার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

●

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৫০টি [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকবে। [illegible] হচ্ছে উড়িষ্যার জন্যে।

# আলোচনা

## মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস

সবিনয় নিবেদন,

দেশ, ১৫ই মাঘ, ১৩৬৬ সংখ্যায় শ্রী[illegible] লিখিত "মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস" প্রবন্ধটি পাঠ করলাম। প্রবন্ধে মধুসূদনের [illegible] সম্পর্কে লেখক যে আলোচনা করেছেন সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে।

(১) লেখক মন্তব্য করেছেন—

> [illegible] **[illegible]** বা **[illegible]** [illegible] এই **[illegible]** [illegible]

অনুসারে হয় মধুসূদনের নিম্নলিখিত [illegible] চতুর্দশ [illegible] পয়ারকেই [illegible] লেখক [illegible] [illegible]—

..The verse is what in English we would call 'Alexandrine' i.e. containing 6 feet. The longest verse in our language is like the Greek and Roman Hexameter, too long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin dramas are not written in Hexameter. Our 7 footed verse is our 'heroic' measure.

[[illegible] লিখিত মধুসূদনের [illegible], ২য় সং, পৃঃ ৫২৫-৫২৬]

এ চিঠিতে মধুসূদন বাংলা চতুর্দশ [illegible] পয়ারকেই 7 footed বলে দেখেছেন। ইংরেজী আয়াম্বিক ছন্দে প্রতি দুই অক্ষরে (syllable) একটি feet পড়ে, এমন ছয়টি feet এর সমন্বয়ে বারো মাত্রার Alexandrine [illegible] পংক্তি গঠিত হয়। আয়াম্বিক ছন্দে [illegible] feet এর দ্বিতীয় অক্ষরে প্রস্বর পড়ে—প্রথম অক্ষরটি প্রস্বরবিহীন থাকে। মধুসূদন এই


• প্রকাশিত হয়েছে •

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

**জর্জ বার্নার্ড শ**

[illegible] টাকা

**জর্জ বার্নার্ড শ** [illegible] **জর্জ বার্নার্ড শ!!**

**নীলাঞ্জনের খাতা**

[illegible]

**মনামী**

[illegible]

**মানুষ গড়ার কারিগর**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **শিলাসন** | ২·৫০ | | |
| **ময়ূরকণ্ঠী** | ৩·৫০ | | |
| **কথায় কথায়** | ৩·০০ | | |
| **চিত্র ও বিচিত্র** | ৩·৫০ | | |
| **তামসী** | [illegible] | **নওরঙ্গী** | ৩·০০ |
| **গঙ্গা** | ৩·৫০ | **নেপোলিয়নের দেশে** | ২·০০ |
| **পূর্ব-পার্বতী** | ৮·৫০ | **সুরের মিছিল** | ৪·০০ |
| **বিচিত্রিতা** | ১·৫০ | **অনাত্মা** | ২·৫০ |

**সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ** ৬·০০

**বাংলা গল্প বিচিত্রা**

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড [illegible] ॥

মিত্রালয় হইতে প্রকাশিত

অবধূতের

বিস্ময়কর রচনা আজই পড়ুন

**শুভায় ভবতু**

* পাঁচ টাকা *

**দুরি বৌদি**

* চার টাকা *

(সি ২৫৯১)


Alexandrine ছন্দের সঙ্গে তুলনা দিতে গিয়ে চতুর্দশ কলামাত্রিক পয়ারকে '7 footed পয়ার' বলেছেন। বাংলা ছন্দের 'পদ' কথাটির অর্থ পৃথক। অনেকাংশে ইংরেজী Caesuric Section-এর সমধর্মী। চৌদ্দমাত্রার পয়ার বাংলা 'দ্বিপদী' বন্ধের (আট ছয় মাত্রার পদভাগের) ছন্দ। সুতরাং মধুসূদন এ ছন্দকে '7 footed পয়ার' বললেও, বাংলায় **সপ্তপদী** বলা ঠিক হবে না।

'**সপ্তমাত্রিক**' কথাটি আরও বিভ্রান্তিজনক। ইংরেজী ছন্দ মূলত দলমাত্রিক (syllabic)। বাংলায় মধুসূদন যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন সে ছন্দের 'ইউনিট' কলামাত্রা (time unit)। কলামাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ উচ্চারণ রীতি হল, রুদ্ধদল (closed syllable) শব্দের শেষে দুই মাত্রা, মুক্তদল অন্য সব ক্ষেত্রেই এক মাত্রা, মুক্তদল (open syllable) সর্বদাই এক মাত্রা। মধুসূদন এই উচ্চারণ রীতি মেনে নিয়েই প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর পয়ার রচনা করেছেন। সেখানে চৌদ্দকলামাত্রার উচ্চারণে পংক্তিবিন্যাস করেছেন। সুতরাং এই পংক্তিকে '**সপ্তমাত্রিক**' বলে পাঠককে একেবারে বিভ্রান্ত করা হয়।

'**সপ্তস্বরা**' কথাটিও মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ সম্পর্কে সুপ্রযুক্ত নয়। পংক্তি বা পদ কোনওটিই কবি সাতটি স্বরধ্বনিতে সুনির্দিষ্টভাবে রচনা করেন নি। যেমন—

[illegible]

[illegible] পংক্তির [illegible] [illegible] Iambic Foot [illegible]

[illegible]

[illegible] ছন্দের [illegible] বলে [illegible] ... রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল সহ আধুনিক বহু কবির রচনায় তার সাক্ষ্য মিলবে।

(২) **প্রবন্ধলেখক** এর পর লিখেছেন—

[illegible] একটি [illegible] একটি [illegible]


নতুন বই

**দুই কবি**

॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ—দুই কবিমনীষী। তাই রবীন্দ্র-কাব্যের আলোকে অরবিন্দ-কাব্যের যে পরিচয়... এই গ্রন্থে তারই... ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ... গ্রন্থখানিকে এক অনন্যসাধারণ সাহিত্যগৌরবের মর্যাদা দান করেছে। ৪·৭৫

**প্রেমের গল্প**

॥ বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥

[illegible]

**মহাভারতের গল্প**

॥ রামনারায়ণ ঘোষাল ॥

[illegible] ও [illegible] বর্ণনা। বহুচিত্র শোভিত। ৬·৫০

শচীন সেনের **রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়** ৭·০০

শঙ্করসত্ত্ব বসুর **আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতি** ২·৫০

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জাহ্নবী যমুনার উৎস-সন্ধানে** ৩·৫০

বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা (অনুবাদ)

**থেরেসা** (উপন্যাস)—এমিল জোলা অবিনাশ ঘোষাল অনূদিত ৫·০০

**পাঁকাল** (উপন্যাস)—কুপ্রিন ৪·০০

**গান্ধী ও স্টালিন** (প্র)—লুই ফিশার ৪·০০

**কমিউনিজম** (প্র)—হ্যারল্ড ল্যাস্কী ৪·০০

**কার্ডিনালের প্রণয়িনী** (উ) —বেনিতো মুসোলিনী ৩·৫০

**১৪ই ডিসেম্বর** (প্রবন্ধ) —দমিত্রি মেরেঝকোবস্কী ৩·৫০

**বসন্ত** (উ)—ইভান তুর্গেনেফ ৩·০০

**দি ম্যান এন্ড হিজ পেন্স** (উ) যন্ত্রস্থ —সোমারসেট মম অনিল চট্টোপাধ্যায় অনূদিত

রীডার্স কর্নার ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬



**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

আরোগ্য করিতে ২৫ বৎসর ধরে ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ... প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার ... বৈকাল ৫টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩৭ কনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ২৫৮৯)

দিকে এবং তার ফলে একটা [illegible] কবিতা কাব্য [illegible] দিকে, [illegible] তাই বাংলা [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সুষমার এই দৃষ্টি আমরা মানতে পারছি না [illegible]


## বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

| তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের | আশাপূর্ণা দেবীর |
| --- | --- |
| [illegible] উপন্যাস | [illegible] গল্প সংকলন |
| **রাধা** | **পঞ্চাশটি গল্প** |
| [illegible] দাম ৭.০০ | [illegible] দাম ৮.০০ |

[illegible]

| | | |
| --- | --- | --- |
| গ্রীষ্মবাসর | ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ | ২.৭৫ |
| সায়াহ্ন | ॥ চিত্তরঞ্জন কর ॥ | ৮.০০ |
| তীর্থভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৮.৫০ |
| গ্রানসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩.৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩.০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ কমলাকান্ত চৌধুরী ॥ | ৮.৫০ |
| ইষ্ট কুটুম্ব | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩.৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩.৭৫ |
| শুক্রসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৫.০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৫.০০ |
| একান্ত আপন | ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৮.০০ |
| আকাশলিপি | ॥ নরেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ | ৪.০০ |

[illegible]

| | | |
| --- | --- | --- |
| আপন প্রিয় [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৫.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪.৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৭.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.২৫ |
| [illegible] | [illegible] | ২.৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪.৫০ |
| ॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥ | | |
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| মাটির মানুষ [illegible] | [illegible] | ২.৫০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২


[illegible]

How if you throw-out the [illegible] and substitute [illegible] you improve the music of the line because the double syllable [illegible] mars the strength of [illegible] Read

[illegible]

and then [illegible] and the passage assumes quite a different tone of music.

[illegible]

অবশ্য পাঠক [illegible] একমত না-ও হতে পারেন, [illegible]

[illegible] পর্যবেক্ষণ [illegible] পাঠকের [illegible] ৩+২+৩ মাত্রা[illegible] ভাগের [illegible] প্রয়োগ [illegible] কবি [illegible] করতে [illegible] ৩+২+৩ মাত্রাভাগের পর্ববিন্যাস পরিবর্তন করে ৩+৩+২ মাত্রাভাগে অথবা ৮+৮ মাত্রাভাগে পর্ববিন্যাস করেছেন। এই বিভিন্ন ধারা দেখা যায়। [illegible] ৩+২+৩ মাত্রাভাগের পর্ববিন্যাস দুর্বলতা পরিহার করে ৩+৩+২ মাত্রাভাগে শব্দপ্রয়োগে আট মাত্রার পদ রচনা করেছেন। বিজোড় তিন মাত্রার শব্দের সঙ্গে আর একটি বিজোড় তিন মাত্রার শব্দ প্রয়োগই অভিপ্রেত, যেমনি দুই বা চার জোড়মাত্রিক শব্দের সঙ্গে আর একটি দুই বা চার জোড়মাত্রার শব্দপ্রয়োগই অভিপ্রেত। এই নীতির [illegible] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [illegible] সুতরাং [illegible] মাইকেল [illegible] মহাসুখে [illegible] ৩+২+৩ শব্দপ্রয়োগে [illegible] পরিহার করবার [illegible] সেই [illegible] করতে চাইছেন [illegible] না [illegible] হতে পারে। [illegible]

### আকাশবাণী ও হিন্দী প্রচার

সবিনয় নিবেদন,

[illegible] কলিকাতা বেতার [illegible] একটি [illegible] একটি [illegible] কিন্তু [illegible] সাহেবের মৃত্যুর পরবর্তীকালীন দেশের খাদ্যাবস্থা—চতুর্দিকেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। খাদ্য দপ্তর প্রত্যহই সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রমাণিত করতে বদ্ধপরিকর [illegible] কোথাও দেশে হয়নি হতে পারে না [illegible] একটি বিরাট [illegible] যার মধ্যে থেকে [illegible] আর [illegible] একটি [illegible] সেই [illegible] করে চলেছেন। [illegible] মিনিট ও [illegible] নিবেদন, [illegible]

### আকাশবাণী ও বাঙালী শ্রোতা

[illegible] কলিকাতা বেতার [illegible] জানাচ্ছি।

বাংলার বাইরে [illegible] সুযোগ [illegible] হিন্দী [illegible] বাংলা [illegible] বাংলা [illegible] হিন্দী [illegible] কলিকাতা বেতার [illegible] কলিকাতা বেতার [illegible] কলিকাতা বেতার কর্তৃপক্ষের [illegible] কি এইটুকু [illegible] না?

বাংলার বাইরে আমরা যে কয়খানি বাংলা প্রোগ্রামের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকি তা আমাদের পক্ষে কি আনন্দের। তাই [illegible] আলোচিত অংশের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইতি—

কমলাপতি মিত্র, কাটনি


## প্রবোধকুমার সান্যালের

বেলোয়ারী ৩৷৷৹ মহাপ্রস্থানের পথে ৪৷৷৹ তুচ্ছ ৩৷৷৹ উত্তরকাল ৮, আঁকাবাঁকা ৩, বন্যাসঙ্গিনী ৩, শ্রেষ্ঠগল্প ৫, আগ্নেয়গিরি ২৷৷৹ মধুচাঁদের মাস ২৷৷৹ ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে ২৷৷৹ অরণ্যপথ ৩, জলকল্লোল ৫,

## তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উত্তরায়ণ ৩৷৷৹ কৈশোরস্মৃতি ৮, ইমারৎ ৩, অভিযান ৫, কবি ৪, কবি (নাটক) ২, বিংশ শতাব্দী ২৷৷৹ প্রিয় গল্প ৫, স্থলপদ্ম ২৷৷৹ প্রতিধ্বনি ৩, সন্দীপন পাঠশালা ৪৷৷৹ না ২৷৷৹ দিল্লীকা লাড্ডু ২৷৷

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৫৷৷৹ দেবযান ৫, আরণ্যক ৪৷৷৹ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, গল্প পঞ্চাশৎ ৮৷৷৹ কুশল পাহাড়ী ৪৷৷৹ মুখোশ ও মুখশ্রী ৩৷৷৹ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪৷৷৹ ঐ (নাটক) ২, অভিযাত্রিক ৪৷৷৹ উৎকর্ণ ৪, কিন্নর দল ২৷৷৹ মেঘমল্লার ৩৷৷৹ যাত্রাবদল ২৷৷৹ লবটুলিয়ার কাহিনী ২৷৷৹ হে অরণ্য কথা কও ৩৷৷৹

## বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গল্প পঞ্চাশৎ ৮, নয়ান বৌ ৫, কথাচিত্র ৩, মিলনান্তক ৪৷৷৹ সরস গল্প ৪৷৷৹

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

## বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গীত পরিবেশনা

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কয়েকটি লোকসঙ্গীতের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এই আয়োজনের জন্য বেতার কর্তৃপক্ষ এবং যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অভিনন্দন জানাই। কটক থেকে [illegible] এবং তাঁর সহযোগী শিল্পীরা [illegible] দিয়েছেন, [illegible] যোগ্য। আসাম থেকে [illegible] দাস এবং তাঁর সম্প্রদায়ের [illegible] আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছি। [illegible] চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible]

[illegible]

এই সব [illegible] [illegible]

শার্ঙ্গদেব

[illegible]

[illegible]


প্রকাশিত হয়েছে

# বিশ্বভারতী পত্রিকা

ষোড়শ বর্ষ - প্রথম সংখ্যা

এই সংখ্যার লেখকগণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]

[illegible] : [illegible] চাইলেস [illegible]

[illegible]

A Tischbein

[illegible]

॥ [illegible] প্রস্তুত হচ্ছে ॥

## বিশেষ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা

জগদীশচন্দ্র - বিপিনচন্দ্র - কার্বে

[illegible]

এই বিশেষ সংখ্যার কিছু কপি অবশিষ্ট আছে মূল্য ৩.

মোটা কাগজে ছাপা কাপড়ে বাঁধাই সংস্করণ ৫.

# বিশ্বভারতী

সঙ্গীতালোচনার সুবিধা হবে।

এ তো গেল যে সব বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত রয়েছে সে সম্বন্ধে কথা। যে সব বাদ্যযন্ত্র এ যুগে নেই অথচ সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলির পরিচয়ও থাকা দরকার। যেমন ধরা যাক সরস্বতীর বীণা যা একতন্ত্রী বা ব্রহ্মবীণা নামে পরিচিত ছিল। এর নির্মাণপদ্ধতি যেভাবে বিবৃত হয়েছে, তাতে একটি বীণা অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায়। এই বীণাটি হচ্ছে আগেকার দিনের বীণার মডেল। অধিকাংশ বীণাই এই মূল কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এইরকম একটি মডেল থাকলে একতন্ত্রী বীণা সম্বন্ধে অনেকের ধারণা পরিষ্কার হবে। একথা বলছি কেননা অনেকে একতন্ত্রী বলতে প্রচলিত একতারা বোঝেন। প্রকৃতপক্ষে একতারা আর একতন্ত্রী বীণা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। সরস্বতীর প্রতিমায় যে সব বীণা দেখি সেগুলি প্রায়ই একতন্ত্রী নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় যে বীণাবাদিনী সরস্বতীর মূর্তি [illegible] হাতের বীণাটিই হচ্ছে একতন্ত্রী বীণা [illegible] এ প্রবর খোঁজ রাখেন বা এ [illegible]টুকু খবরই বা জনসাধারণকে দেওয়া হয়। স্বরমণ্ডল নামে যে বাদ্যটি আজকাল [illegible] অনেকে বাজান আসলে সেই বীণাটি হচ্ছে মত্তকোকিলা বীণা। এই বীণার নির্মাণপদ্ধতিও বিশদভাবেই বর্ণিত আছে। একুশটি তার ছিল এই বীণাতে এবং এটি ছিল সেকালকার একটি মুখ্য বীণা। এই বীণার মডেলও তৈরি করা যায়। তাহলে আসল স্বরমণ্ডল কী জিনিস তা বোঝা যাবে। [illegible] ভারতের [illegible] নির্ণয় করে আমরা সে সব মডেল যাদুঘরে রাখছি। [illegible] সেগুলি [illegible] রাখা না কেন? [illegible] একটি [illegible] আমরা [illegible] কিন্তু সঙ্গীত [illegible] ইতিহাসের [illegible] প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি সেটা এখনো ভেবে দেখি নি।

[illegible] সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীতের উল্লেখ করতে গিয়ে নানা কথা এসে পড়েছে। এ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক, বাকিটুকু শেষ করি। লোকসঙ্গীতের সঙ্গে ওড়িশী এবং বাংলা কাব্যসঙ্গীতের দুটি অনুষ্ঠানও ছিল। এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ বা আলোচনার কিছু নেই, কেননা, অনুষ্ঠান দুটিই নিতান্ত মামুলি। লোকসঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যসঙ্গীতের সংযোজনা না করলেই ভাল হত।

[illegible] সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি [illegible] আকাশবাণীর [illegible] হয়েছে। [illegible] এবং [illegible]

## মার্কিন লোকসঙ্গীত

১৪ই ফেব্রুয়ারী [illegible] মার্কিন লোকসঙ্গীতের একটি [illegible] অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন মার্কিন ইনফরমেশন সার্ভিস। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন চারজন প্রতিভাসম্পন্ন মার্কিন শিল্পী—শ্রীমিস্টার [illegible], শ্রীমতী [illegible] শ্রীমতি [illegible], শ্রী[illegible] মার্সী। [illegible] গীটার সহযোগে অত্যন্ত সুন্দরভাবে গীত হয়েছে। বিবিধ বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল এই মার্কিন লোকসঙ্গীত শুনে আমরা আনন্দিত হয়েছি। এঁদের প্রত্যেকেই যে শুধু সুকণ্ঠের অধিকারী তাই নন, এঁদের সঙ্গীত পরিবেশনেও বিশেষ দক্ষতা বর্তমান। গীটার ছাড়া [illegible] চমৎকারভাবে উপভোগ্য হয়েছিল। শিল্পীগণ "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" গেয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত মার্কিন লোক-সঙ্গীতের পরিবেশনটি প্রশংসনীয়।


কিরণ মৈত্রের
নূতন সেরা নাটক
**চোরা-বালি ২**
[illegible]-ভূমিকা বর্জিত
**নাটক নয় ১·২৫**
**সিটি বুক এজেন্সী**
৫৫, [illegible], কলি-১

টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ একবার তো সি!

- - - - এককালে বাঙলা সাহিত্যের [illegible] প্রচলন ছিল। কিন্তু তারও বহুপূর্বে অর্থাৎ বাংলা [illegible] সাহিত্যের জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে রসরচনায় আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ তার নিদর্শন পাওয়া যাবে আধুনিক কালের রস-[illegible] যার নাম—

রঙ্গমা রঙ্গমী

মনোটাইপে ঝকঝকে ছাপা, মনোরম প্রচ্ছদ : দাম সাড়ে সাত টাকা

............আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ............

| | | | |
|---|---|---|---|
| ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত | | বিমল মিত্র | |
| **বিয়ের আগে ও পরে** | — ৫, | **প্রথম পরিচ্ছেদ** | — ৩, |
| **পিয়াসুখচন্দা** | — ৫, | আশাপূর্ণা দেবী | |
| **বহ্নিশিখা** | — ৬·৫০ | **শশীবাবুর সংসার** | — ৪, |

**ইন্টেলাইট বুক হাউস : ২০ স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা—১**

GOVERNMENT LIBRARY

# নোবেল প্রাইজের রবীন্দ্রনাথ ও শতবার্ষিকীর রবীন্দ্রনাথ

ইন্দ্রজিৎ

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ [illegible] নোবেল প্রাইজ পেলেন। আজও বছর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমেরিকার [illegible] রবীন্দ্রনাথের নাম [illegible] [illegible] নোবেল প্রাইজ [illegible] ইংল্যাণ্ডের [illegible] [illegible] ইয়োরোপ আমেরিকা [illegible] নোবেল প্রাইজ [illegible] [illegible] পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আজও বছর [illegible] রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী [illegible] ইয়োরোপ আমেরিকার [illegible] ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ [illegible] ১৯১৩ সাল [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] ইয়োরোপ-আমেরিকায় [illegible] রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন। তার আগে

[illegible] ভারতবর্ষ, একজন আমেরিকান [illegible] বলে দিয়েছিলেন,

The poet is very much dead in America.

এই যে অবস্থা। এই [illegible] [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible]

ইয়োরোপ আমেরিকায় কতটুকু হয়েছে? কিন্তু তাই বলে কি তাঁর গৌরব বিন্দুমাত্র কম হয়েছে? শেক্সপীয়রকে বাঁচিয়ে রেখেছে ইংরেজী, গ্যেটেকে জার্মানী। তাঁর দেশের কজন লোক [illegible] পড়েন? ইংরেজের [illegible] [illegible] বিলুপ্ত হবে, সেদিন শেক্সপীয়রকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ইংরেজকেই নিতে হবে। যদি না হয়, আর পঞ্চাশ বছর পরে ভারতবর্ষে শেক্সপীয়র পড়ুয়ার সংখ্যা হাতে গোনা হবে।

অন্যান্য মহাকবিদের বেলায় যা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও তাই হবে। রবীন্দ্রনাথ [illegible] [illegible] [illegible] কাজেই [illegible]


গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সুমহান ঐতিহাসিক উপন্যাস

বহ্নিবন্যা

— দ্বিতীয় মুদ্রণ —
সাড়ে ছয় টাকা

[illegible] ঐতিহাসিক উপন্যাস [illegible]

—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

—পরিমল গোস্বামী (যুগান্তর)

[illegible]

—প্রমথনাথ বিশী (আনন্দবাজার)

The mutiny was never before brought so close to our emotions by any other writer. It is not merely history plus fiction: it is something greater than either and greater than a summation of the two: it is the magic of history mingled with the magic of fiction, resulting in the far greater magic of a perfect work of art.

—Amrita Bazar Patrika

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

জীবনযাপন করেছেন (এবং এইটিই তাঁর সবচেয়ে বড় কাব্য), তার মধ্যে ভারতবর্ষের বহুযুগলব্ধ একটি সাধনার ধারা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সে সাধনা কেবলমাত্র বাঙালীর সাধনা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের সাধনা। তার যেখানে তিনি জাতিনিরপেক্ষ, বর্ণনিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কথা বলেছেন, যেখানে তিনি মানুষে মানুষে ঐক্যের বাণী প্রচার করেছেন, সেখানে তিনি প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য সব দেশেই বেঁচে থাকবেন। যুগের পরিবর্তনে রুচির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্ত্য সমাজে রবীন্দ্র-প্রতিভার সমাদর কমে এসেছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। এটা এমন কিছু অত্যাশ্চর্য ব্যাপার নয়। সাহিত্যে এমন হাওয়াবদল সব সময়েই হয়ে থাকে। এই মাত্র ৩০।৩২ বছর আগে আমরা যখন কলেজে পড়তুম, তখন পোপ ড্রাইডেনকে বড় কবি বলেই জানতুম, কিন্তু তাঁরা যে এমন ভয়ংকর মহাকবি, তা জানতুম না। আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী যে কবি হিসেবে এমন ওঁচা, তাও আমাদের জানা ছিল না। সুখের বিষয়, কোন রুচিই স্থায়ী হয় না। সব রুচিই চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। আজকে যেই খাতি নির্ধারিত, কালকে সেই খাতি পুনরুজ্জীবিত হবে। রবীন্দ্রনাথকে জন-সমাজ পুনঃ পুনঃ আবিষ্কার করবে।

শতবার্ষিকী উৎসব পৃথিবীর সব দেশেই হবে। অপেক্ষিতর ভারতীয় অধিবাসী পৃথিবীর সকল দেশেই আছেন। এঁদেরকে বলতে হবে না, এঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নিজ দেশের মহাকবিকে যথাযোগ্যভাবে স্মরণ করবেন। বিদেশীরা যোগ দেন ভালোই, না দেন, তাতেও কোন দোষ নেই। আমাদের তরফ থেকে কোনো বিদেশী সরকার কিম্বা বিদেশী সংস্থাকে অনুরোধ-উপরোধ না করাই ভালো। তোমরা আমাদের কবিকে সম্মান দেখাও, মুখ ফুটে একথা যদি বলতে হয়, তবে সে সম্মানের কোন মূল্যই থাকে না। কবিকে তাতে খাটোই করা হবে। আমরাও বিশ্ববাসীর কাছে হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন হব। বিদেশীরা অযাচিত-ভাবে যেটুকু করবেন, সেটুকু পরিমাণে অল্প হলেও তাতেই আমরা তৃপ্তিবোধ করব। পশ্চিমী কোনো কোনো দেশ যদি একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খুব ঘটা করে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর আয়োজন করতে থাকে, তাতেও খুব উল্লসিত হবার কারণ নেই—সেটা প্রকারান্তরে 'aid to under-developed countries-এর সামিল হয়ে দাঁড়াবে। ভারতবর্ষকে কে কতখানি খুশী করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, আজ-কাল রাজনীতির অনুপ্রবেশ সর্বক্ষেত্রে। সময়ে সমাধান না হলে পরবর্তীকালে এই শতবার্ষিকী উৎসবের নানাপ্রকার রাজ-নৈতিক ব্যাখ্যা দেখা দিতে পারে।

এই সম্পর্কে নোবেল প্রাইজের কথা মনে পড়ছে। বলা বাহুল্য, পঞ্চাশ বছর আগে মানুষের রাজনীতি জ্ঞান অত টনটনে ছিল না। তবুও কয়েক বছর আগে একজন বিদেশী অধ্যাপক এক বই লিখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক মতলব ছিল। কিন্তু তাঁর বই পড়ে সে মতলবটা কি, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। সে কি ভারতবর্ষকে খুশী করবার চেষ্টা? আপনারাই ভেবে দেখুন, ভারতবর্ষ তখন অত্যন্ত দুর্বল, পরাধীন এক দেশ। এমন দেশকে খুশী করবার জন্য নোবেল কমিটি হঠাৎ কেন ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, তা বুঝে ওঠা দায়। [illegible] এই গ্রন্থকার আবার [illegible] একটি থিয়োরি খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে—

"Political considerations are so intricately bound up with Rabindranath's rise to fame in the west that it is sometimes difficult to separate even the most genuine literary appreciation (or depreciation) of his work from international politics, colonial policy, or the way the Indian market was captured by England or Germany, America or Japan."

[illegible] এবার [illegible] জন্য [illegible] পড়াক। সাহিত্য বিচারে এ ব্যাপারও থাকে! [illegible] উক্ত গ্রন্থকারের মতামত [illegible] একটা গ্রাহ্য করেন নি, অনেকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। ঐ সময়কার কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরাই জানেন যে, ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পশ্চিম মহাদেশে এঁরাই রবীন্দ্র-প্রতিভার আবিষ্কারক। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির প্রকৃত ইতিহাস এই —এছাড়া আর কোন রাজনৈতিক ইতিহাস নেই।

তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, নোবেল প্রাইজ—অন্ততঃ ইদানীংকালে—পুরোপুরি রাজনীতি মুক্ত নয়। পাস্তেরনাক সম্পর্কে নোবেল কমিটি যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, তাতে সাহিত্যের চাইতে রাজ-নীতিই বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। এমন কি টি এস এলিয়ট যতদিন সাধারণের কাব্যচর্চা করেছেন, ততদিন তাঁকে পুরস্কার দেবার কথা নোবেল কমিটি ভাবেন নি, ওঁকে সন্দেহের চোখেই দেখেছেন। কি জানি, লোকটা দেখছি নতুন ঢং-এ কথা বলে, ওর মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যেই না তিনি কাব্যচর্চা ছেড়ে নামাবলী গায়ে আস্তিক হয়ে বসেছেন, অমনি নোবেল কমিটি বললে, হাঁ, এঁকেই মহাকবি বটে। অন্ততঃ লোকটা যা ভেবে-ছিলুম, তা নয়। ফোঁটা তিলক কেটে যখন বসেছে, তখন নোবেল তিলকটা পরাতে আর দোষ কি?

কিন্তু ইদানীং যাই ঘটে থাকুক, রবীন্দ্র-নাথের বেলায় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে ক্রিয়া করেনি, একথা নিশ্চিত। বাস্তবিকপক্ষে পশ্চিমের কোনো দেশই তখন তাঁর প্রাইজ প্রাপ্তিতে খুশী হয়নি। ইংল্যাণ্ড বলেছে, আমাদের দুর্দিনে [illegible] অপবাদে! ফ্রান্স বলেছে, আমাদের [illegible] [illegible]—! জার্মানীও [illegible] [illegible] জানিয়েছে। কিন্তু [illegible] [illegible] হয়নি, [illegible] [illegible] রবীন্দ্রনাথকে [illegible] [illegible] [illegible] দিয়েছে। ইয়োরোপের লোক [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছিল। [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] ইয়োরোপকে [illegible] [illegible] করেছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পর পর দুটি [illegible] [illegible] ইয়োরোপ [illegible] [illegible] [illegible] ঐ দুই মহাযুদ্ধের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাব্য এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] অভাব, [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের সময় লাগবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে বিদেশী অধ্যাপকের কথা বলছি, তিনি কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। গ্রন্থকারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তিনি সরলভাবেই আমাকে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ইয়োরোপীয় মনে তেমন সাড়া জাগায় না। আমরা ইয়োরোপীয় মন বলতে বুঝি বস্তুতান্ত্রিক মন। বস্তুতান্ত্রিক কথাটা গালাগাল নয়। ওরা বস্তুতান্ত্রিক, কাজেই ওরা পাপপুণ্যি, আর আমাদের মধ্যে অনেকখানি আধ্যাত্মিক বুদ্ধি, কাজেই আমরা পুণ্যবান, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। আমাদের চাইতে অনেক বিষয়ে ওরা শ্রেষ্ঠ। বস্তুতান্ত্রিক মানুষ আর কিছু না হোক, অপেক্ষাকৃত সরলচিত্ত। আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-কাব্য যে এঁর মনকে তেমন স্পর্শ করেনি, তার কারণ বুদ্ধের

শিল্প ভবনের
শান্তি
হেয়ার অয়েল

ধাক্কা এঁকেও পোহাতে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এঁকে দেশ ছেড়ে, ভিটে-মাটি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। একটা বিশ্বাস এঁদের মনকে স্বভাবতই আচ্ছন্ন করেছিল। রবীন্দ্র-কাব্যে যে একটি প্রগাঢ় শান্তির ভাব আছে, সেটি এঁদের কাছে অত্যন্ত অবাস্তব মনে হয়েছে। ব্রাউনিং এর

**God's in his heaven—all's right with the world—**

—জাতীয় একটি মনোভাব এঁরা রবীন্দ্রনাথের উপরে আরোপ করেছেন। বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যের [illegible] অনুবাদের মারফতে বিদেশী পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে। তাই থেকে এরূপ ধারণা যদি এঁরা করে থাকেন, তা হলে খুব দোষ দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের [illegible] হতে পারে।

[illegible]

[illegible] বাংলা অনুবাদের [illegible] দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাংলা অনুবাদের [illegible] আমার বেশি আসে না।

এখানে আবার সেই আগের কথাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে। কবিকে আমরা 'সর্বত্র পূজ্যতে'র মতো স্থান দিয়েছি বটে, কিন্তু কার্যত দেখা যায়, তিনিও কেবলমাত্র 'স্বদেশে পূজ্যতে'। স্বদেশেই কবির যথার্থ সমাদর, বিদেশে নয়। নোবেল প্রাইজের বেলায় ইংরেজ সাহিত্যিক মহলে রবীন্দ্রনাথ যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তা অনস্বীকার্য, ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেছিলেন, তাও উল্লেখযোগ্য; কিন্তু আমার


আবার শান্তি-র নতুন বই প্রকাশিত হল

ডাঃ সুব্রতেশ ঘোষের

আজ ও আগামীকাল

২.৫০

[illegible] (১৯৫৮) [illegible]

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

মনে হয়, শতবার্ষিকীর বেলায় তাঁর সমাদর বিদেশের সাহিত্যিক মহলে তেমন হবে না, হবে রাজনৈতিক মহলে। তাঁরা তাঁকে কবি হিসাবে দেখবেন না, বিশ্ব-শান্তির প্রতীক হিসাবে দেখবেন। তাতে তাঁকে ছোট করে দেখা হবে, এমন কথা বলছি না—তাঁকে আংশিকভাবে দেখা হবে। কবিকে কবি হিসাবে না দেখলে যথার্থ দেখা হয় না। সেই সত্যমূর্তিতে দেখা একমাত্র দেশবাসীর দ্বারাই সম্ভব।

স্মরণ থাকতে পারে, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে বাংলা দেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায় যখন শান্তিনিকেতনে কবিকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন, তখন কবির মুখে কিছু তিক্ত বাক্য প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলা দেশ তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু মূল কারণটি বুঝতে পারলে ক্ষোভের কোন কারণ থাকত না। বিদেশের দেওয়া সম্মানে কবির মন ভরেনি। দেশের লোক যদি সম্মান দিত, তবে তাকেই তিনি মাথায় করে রাখতেন। দেশের কণ্ঠে বিদেশী সম্মানের প্রতিধ্বনি শুনে তিনি তিক্ত এবং বিরক্ত বোধ করেছিলেন। শতবার্ষিকীর বেলাতেও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বিদেশের সম্মানে তাঁর আত্মা ততখানি শান্তি পাবে না, যতখানি পাবে দেশের দেওয়া সম্মানে। একথা বলাই বাহুল্য যে, দেশবাসীই প্রকৃত শ্রদ্ধাধিকারী।

তাই বলে বিদেশের দেওয়া সম্মানের কোন মূল্য নেই, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই নোবেল প্রাইজ উপলক্ষ্যেই ইংরেজ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে তিনি যে সম্বর্ধনা, যে সৌহার্দ্য এবং সহৃদয়তা লাভ করেছিলেন, তা অভাবনীয়। রবীন্দ্র-জীবনীর এটি একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সে অধ্যায়টি দেশবাসীর কাছে এখনও পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হয়নি। বিশ্ব-ভারতী রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত বহু সংখ্যক চিঠিতে সেই সুখস্মৃতি ছড়িয়ে আছে। বিদেশী বন্ধুর সম্মান লাভে রোটেনস্টাইনের সে কি আনন্দোচ্ছ্বাস!

—I open the Times and a great shout comes from it—Rabindranath has won the Nobel Prize!

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে অনাত্মীয় রোটেনস্টাইনের ঘরে উৎসব লেগে গেল! স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে চলে গেলেন লণ্ডনের বাইরে পিকনিক করতে। চিঠিতে সেই খবরও দিয়েছেন। এমন অনেক চিঠির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবার্ট ব্রিজেসের চিঠি। তাঁর চিঠিতে কোন উচ্ছ্বাস নেই। তিনি লিখেছেন বহু পরে, প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পরে। পরিহাসের সুরে বলেছেন—

—I never wrote you my compliments when that mysterious Committee of International judges crowned you with bank notes.

অনেক বছর পরে চিঠির শেষে [illegible] নোবেল প্রাইজের উল্লেখ করে আবার পরিহাসের সুরে বলেছেন,

I really think that silly Nobel affair was a happy event.

চিঠির মধ্যে যদি একটি অনুযোগ আছে। অনুযোগ করেছেন—[illegible] বলে। এই চিঠির মধ্যে যে ভঙ্গিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা এই যে রবীন্দ্রনাথকে তিনি নোবেল প্রাইজের বহু ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। ইংরেজী সংবাদপত্রে যখন তর্ক চলছিল, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজের যোগ্য কিনা, তখন ব্রিজেস ভাবছিলেন নোবেল প্রাইজটা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য কিনা।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও নোবেল প্রাইজকে খুব বড় একটা মূল্য দেননি। নোবেল প্রাইজের টাকাটা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, এই দিক দিয়ে [illegible] হল (শান্তিনিকেতনে তখন [illegible] শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা চলছিল)। সমগ্র এশিয়া মহাদেশের পক্ষে সেদিন যে [illegible] বলে মনে হয়েছিল সেই সংবাদে এমন নির্বিকার ভাব রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। বহু বছর পরে ইয়েটস যখন নোবেল প্রাইজ পান, তখন আপন মনের চাঞ্চল্য দমন করবার জন্য তাঁর ভারতীয় বন্ধুর সেই নির্বিকার ভাবটির কথা তিনি স্মরণ করেছিলেন। আত্মচরিতে ইয়েটস এই কথাটির উল্লেখ করেছেন। ফিনল্যাণ্ডের ঔপন্যাসিক সেলেনপা নোবেল প্রাইজের খবর পাওয়া মাত্র তাঁর আধ ডজন ছেলেকে একটা ছাকড়া গাড়িতে তুলে দিয়ে শহর প্রদক্ষিণে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেরা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল

—Father is famous.

একই ব্যাপারে যে এমন ভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটি দেখাবার জন্যেই এই ঘটনাটি উল্লেখ করলুম। একটা ভালো, আরেকটা মন্দ এমন কথা বলছি না। কিন্তু যেহেতু একটির সঙ্গে বেশির ভাগ মানুষের মিল আছে, সেই হেতু আমরা একটিকে বলি বাস্তব আরেকটিকে বলি অবাস্তব। বাস্তবিক পক্ষে দুটোই বাস্তব, কারণ দুটোই সত্য। কাব্যবিচারেও আমরা এই ভুল করে থাকি। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে যেমন, তাঁর কাব্যেও তেমনি একটি স্থির অচঞ্চল নির্বিকার প্রশান্তি আছে। [illegible]

বলা বাহুল্য, এ প্রবন্ধ কাব্যের সমালোচনার প্রবন্ধ নয়। কাজেই এই প্রসঙ্গ এখানেই ক্ষান্ত করা যাক। শতবার্ষিকী সম্পর্কে আরেকটি কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করছি। পশ্চিম মহাদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা বিশেষ বিশেষ সাহিত্য-গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এখন তাও নেই। রবীন্দ্রনাথের নিজ দেশেও তাঁর কাব্যের আবেদন আজ পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। তাঁকে বুঝতে হলে বিশেষ এক ধরনের বুদ্ধি, বিশেষ এক ধরনের মনের গড়ন চাই। সেটা শিক্ষা-সাপেক্ষ। রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারের সঙ্গে শিক্ষার সম্প্রসারণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দুর্ভাগ্য এত বড় কবিকে পেয়েও দেশের শতকরা আশিজনকে আমরা এই রসের ভোজ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি, এই লজ্জাকে স্বীকার না করলে শতবার্ষিকীর সকল আয়োজন মিথ্যা হয়ে যাবে। এই বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারের (পূর্ববঙ্গকেও বাদ দিচ্ছি না) এই মুহূর্তে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

গন্ধর্ব-র
অভিনব প্রযোজনায়
[illegible]
[illegible]
নির্দেশনা : শ্যামল ঘোষ
রঙমহলে ২১শে ফেব্রুয়ারী '৬০
রবিবার সকাল সাড়ে দশটায়
প্রবেশমূল্য : ৩.৫০, ২.২৫ ও ১.২৫
প্রাপ্তিস্থান : সংকৃতি (শ্যামবাজার)। জার্নালিস্ট কর্নার (নিউ এম্পায়ারের বিপরীতে) ও ঐদিন রঙমহলে ॥
গন্ধর্ব
১৩৩/১এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড/৬
(সি ২৫১৮)

রা [illegible]

[illegible]

[illegible] ঠিক করতে পারেনি।

[illegible] বাড়াল, হয়তো না। আরো এক পা বাড়িয়ে

[illegible]

ক্ষেমী কাপড়টা এখানে ওখানে [illegible]

ধরে নিভড়োতে লাগল। মাঠের উপর চাপ চাপ কুয়াশা জমেছে। জমে জমে ঘন হয়েছে। দূরের কোন পুকুর পাড়ে মাটির পিদীম জ্বালিয়ে শ্মশান জাগিয়ে গেছে হয়ত, আবছা দেখা যাচ্ছে।

ক্ষেমী শীতে কাঁপছে। ঠকঠক করে কাঁপছে ত কাঁপছেই।

কাছের বুনো বটগাছটার গা বেয়ে জোনাক জ্বলছে। জ্বলছে, নিবছে। ঝিঁঝি ডাকছে এপাশে ওপাশে। এখানে সেখানে।

একঝলক ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল। বটগাছের পাতা কাঁপল। শব্দ উঠল। তারপর যেমন তেমনই। শুধু অন্ধকার বাড়ছে। ক্ষেমী নিজেকেও স্পষ্ট দেখছে না। তবু সে এদিক ওদিক তাকালো। কোথাও কাউকেই দেখল না।

ক্ষেমী হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। শরীর কুঁকড়ে গেল ভয়ে। সিরসির করে উঠল সারা দেহ।

এখন কি হবে?

হাঁড়িভর্তি ঝুড়িটার তোড়ায় একবার হাত রাখলো। একটি টানও দিল। শব্দ করে কয়েকটা হাঁড়ি নড়ে গেল। ক্ষেমী সেগুলোকে আবার সাজিয়ে দিয়ে শামুকে ভর্তি হাঁড়িটাকে মাঝখানে বসিয়ে দিল। দিয়ে নিজে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ক্ষেমী জানে কেউ না কেউ আসবেই। এই সাঁঝসকালে রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাবে, ক্ষেমীর মন মানল না। তাছাড়া সে তো এপথে এই প্রথম নয়। গত আট বছর ধরে এপথে হাঁড়ি নিয়ে যাওয়া আসা করছে। অবশ্য আজকের মত একলা নয়। অন্য অন্যদিন হাঁড়িবেচুনীদের অনেকেই থাকে। রাধার মা, বিন্দি, চেহ্নপিসী, রানুকাকি চপলা আরো অনেকে। আজ তিনপাড়ায় হাঁড়ি বেচতে দেরি হলো, ওরা সকাল সকাল চলে গেছে, অপেক্ষা করেনি। অথচ ক্ষেমী হলে অপেক্ষা করত ঠায় বসে থাকত বেচাকেনা শেষ না হওয়া তক। তা ওদের সয় হয়নি হয়ত। হয়ত চোখ টাটিয়েছে। ক্ষেমী হাঁড়ি বেচে কামার পাড়ায় গেল, নতুন হাঁড়ি কিনল। তারপর ফিরতি পথে খুশিতে ডগমগ হয়ে শামুক খুঁজতে লাগল।

এই শামুকেই হলো কাল। হাঁড়িভর্তি ঝুড়ির কথা ভুলে গেল, বেলার কথা ভুলে গেল, সন্ধ্যা তক পোড়ারমুখো হাঁস দুটোর জন্যে শামুকই খুঁজল।

এখন কি করবে ক্ষেমী?

ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে মাথা কুটতে ইচ্ছে হল ক্ষেমীর। ইচ্ছে হল কাঁদে। পোড়া কপালে এত দুঃখ ক্ষেমীর অসহ্য। সে হাঁসদুটোর চৌদ্দপুরুষের পিন্ডি চটকাল মনে মনে। মনে মনেই বলল: থাক শেয়ালে শকুনে, মরুক মরুক, হাড়মাস জুড়োয়।

ক্ষেমী বিড় বিড় করতে করতে একটি লোক খুঁজছে। একটি মানুষ। জোয়ান না হোক, নিদেন একটি রোগা মানুষ।

ক্ষেমী কয়েক পা সামনে এগিয়ে কয়েক পা পেছনে গেল। না, কোথাও কেউ নেই, কেউ না।

একটি শেয়াল ডেকে উঠল। একটু পরে আরেকটা, অনেকগুলো।

ক্ষেমীর কেমন যেন ভয় ভয় লাগল।

সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই রাস্তার লোক একেবারে সাফ। অথচ এমন ত হয় না। শীতেও নয়, বর্ষাতেও নয়।

ক্ষেমী আশপাশের গাঁয়ের মানুষের ঊর্ধ্বতন তিন-চৌদ্দ বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার করল মনে মনে।

ক্ষেমীর শীত করছে। ভীষণ শীত। কাপড়টাকে আরো জোরে জড়িয়ে নিল গায়ে। অন্ধকার বাড়ছে। ঘন হচ্ছে।

ক্ষেমীর মনে হলো এত শীত আর কোনোদিন পড়েনি, এত ভয়ও নয়। তার ইচ্ছে হলো বসে—ভয় হলো, যদি বসলে সে উঠতে না পারে? যদি দাঁড়াবার ক্ষমতাই ফুরিয়ে যায়? যদি...

হাঁটুর উপরে, বেশ উপরে হঠাৎ জ্বালা করে উঠল। কি হল হঠাৎ? ক্ষেমী কাপড়ের উপরে হাতটা রাখল। এবং হাত রেখেই চমকে উঠল। মুখে বলল: মরণ! মরণ! পোড়ারমুখের শিরীষের বকম দেখেই দাঁত!—বলতে বলতে হাতের মুঠোয় থুতু ছিটিয়ে দুটো কাপড়ের ভেতর হাতটাকে ঢুকিয়ে দিল।

কালো মোটা জোঁকটা রক্তে ভর্তি হয়ে গেছে রক্ত খেয়ে। বেশ বেশ পেটে ঢল ছাড়াচ্ছে। দুআঙুলে নিয়ে একবার চোখের সামনে তুলে ধরল। হাসল। তারপর সবেগে ছুঁড়ে দিল দূরে। যেখানে জোঁকটা জ্বালা করছিল সেখানে হাত বুলোলে বার কয়। এপা ওপা ভালো করে একবার দেখল, শরীরটাও। তারপর ঝুড়ির পাশে বসে পড়ল। হাঁটুতে মুখ গুঁজল।

বাড়ুক রাত। রাত বাড়লে ক্ষেমী কি করবে? হাঁড়িগুলোকে ত আর ফেলে যেতে পারবে না।

ওতো হাঁড়ি নয়, ক্ষেমীর পুঁজি।

ক্ষেমী বসেই রইল।

ক্ষেমীর সোয়ামী আছে, কিন্তু সে ক্ষেমীকে পোছে না। ক্ষেমীর সোহাগের লোক ছিল, সেই কাঁচা বয়সে, সেও আছে, ক্ষমীকে দেখলে এখন মুখ ঘোরায়, ফিরেও তাকায় না। ক্ষেমী এখন একা। একেবারে একা। বছর তিনেক ধরেই একা। কেউ মুখ ঘুরিয়েও দেখে না।

ক্ষেমী কি মেয়ে মানুষ নয়? কি নেই তার?

সব আছে, তবু যেন কিছুই নেই। কেন নেই? তার জন্যে কি ক্ষেমী দায়ী? ভগবান যদি মুখ ফেরান ত মানুষে! আগের জন্মে পাপ করেছিল হয়ত, ক্ষেমীর বিশ্বাস, ভগবান তাকে এজন্মে এমন শাস্তি দিয়েছে। নইলে তিন বছর আগেও তার কত কি ছিল।

মেয়ে মানুষের কত কি আবার থাকে যেন? কত আবার কি? এক রূপেই ত একশো। ক্ষেমীর রূপ ছিল।

সে বছরে মড়ক লাগল। মা শীতলার কৃপা হলো। উজাড় হলো গাঁ কে গাঁ। কত মরল। ক্ষেমী মরেনি, কিন্তু মরারও বাড়া হয়ে গেল। মুখের রূপ গেল, একটি চোখ গেল। অমন যে গোল গোল হাত সেই হাতের চামড়াগুলো কেমন যেন ঝলসে পাকিয়ে গেল। গায়ে জুড়েল দাগে। সর্ব অঙ্গে দাগ আর দাগ। ক্ষেমী মরতে চেয়েছিল, পারেনি।

পোড়ারমুখো মৃত্যু তাকে নেয়নি, না। সেই যে কবে মুখ লুকিয়েছিল, আবার আসে, আসবে, এ আশায় ক্ষেমী বেঁচে রইল। এখনো বেঁচে আছে।

এ কি আর বেঁচে থাকা?

রোজ রোজ সারাদিন হাঁড়ির ঝুড়ি মাথায় এপাড়া-ওপাড়া ঘোরা, সন্ধের বেলা ফেরা, চালের খাওয়া, আবার ঘোরা। ঠিক হলো ত টিক ভরেই, নয়ত বাঁচিনেই আর। এ আবার বাঁচা না ছাই। এর চেয়ে মরণ ভালো। ঢের ভালো।

ক্ষেমীর মাঝে মাঝে এমন ঘেন্না ধরে, গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু মরতে দিলে কি করবে সে? ধান জানবে?

কার ধান জানবে ক্ষেমী? জানবে দাদা ধান কি আর পাওয়া যাচ্ছে? সবাইই ত কেনা চালে হাঁড়ি চড়ালো।

ক্ষেমী নড়ে চড়ে বসল। তারপর কি এক ভীষণ অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল। একটি মানুষও কি আসবে না?

দূরে, অনেক দূরে হঠাৎ একটি আলো চোখে পড়ল। ক্ষেমীর মনের সমস্ত আবেগ মুহূর্তেই গলায় এসে আটকে গেল। এবং সেই উত্তেজনায় সে বুড়ো বটতলার বুড়ো শিবের থানে একবান্ডিল মোমবাতিই মানত করে বসল। এক বান্ডিল মোমবাতির দাম কম করে সাত আনা। ক্ষেমীর দুদুটো হাঁড়ির দামের সমান। আশ্চর্য, ক্ষেমীর সেকথা খেয়ালই হলো না।

আলোটা মাঠ-কোনাকুনি এদিকে আসছে।

ক্ষেমী আরো এক বান্ডিল মোমবাতি মানত করে বসল।

ক্ষেমীর মনে হল আর তেমন শীত করছে না। মনে হল অন্ধকারও খুব ঘন

নয়। মনে হল হয়তো এমন কিছু বেশী হয়নি।

ক্ষেমী হাঁড়িগুলোকে, উপরের হাঁড়ি-গুলোকে আরেকবার ভালো করে গুছিয়ে রেখে, নিজের কাপড়টাকে ভালো করে পরল। বেশ করকরে মনে হচ্ছে ক্ষেমীর। [illegible]

আলোটা এদিকে আসছে। ক্ষেমী আলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মাঠের মাঝ বরাবর এসে আলোটা থেমে গেল। [illegible] আলোটা উপরে উঠল, আরো উপরে। আলোটা এগোচ্ছে অনবরত।

ক্ষেমীর শরীর আবার কেঁপে উঠল। [illegible]

[illegible]

ক্ষেমী [illegible]

[illegible]

ক্ষেমী [illegible] এবং [illegible] ক্ষেমী দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। [illegible]

ভূত নয় তো?

যদি ভূত হয় [illegible] ক্ষেমীকে [illegible] কিন্তু ক্ষেমী মরতে চায় না কেন মরবে? [illegible] একটা হাঁড়ি হাতে তুলে নিল। [illegible]

যদি মানুষ হয়?

[illegible] কি? হাঁড়ি [illegible]

অন্ধকার, ঘুটঘুটে অন্ধকারেও দেখল একটা কালো ছায়া পায়ে পায়ে এদিকে আসছে। [illegible] কাছে। ক্ষেমী হাঁড়ি হাতে উঠে দাঁড়াল।

—কে রে?

প্রথম কথাটা গলায় আটকে গেল। পরে বললে, 'আমি, আমি ক্ষেমী।'

—ক্ষেমী!—লোকটার গলার স্বর হঠাৎ একেবারে খাদে নেমে গেল। মনে হল লোকটার সমস্ত আবেগ মুহূর্তেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। মনে হল যেন অনেক [illegible] মাটিতে [illegible] হাঁড়ির মত। [illegible] হয়ে গেছে। মনে হল [illegible] অন্ধকার একটিমাত্র [illegible]

ক্ষেমী লোকটাকে চিনেছে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এগিয়ে এল। [illegible]

[illegible] একটা [illegible]

[illegible]

[illegible] একবার দেখে নিল।

দিনের বেলায় ক্ষেমীর মুখ [illegible] দেখায়, এখনকার মুখের চেহারা তেমন খারাপ লাগল না দোকানীর।

উক্ত প্রশংসিত কয়েকখানা বই

ধনীমতীর অর্থনীতি ২·০০
শ্রীজ্যোতির্ময় [illegible]
[illegible]

শতাব্দীর কবি ৩·৫০
[illegible]

[illegible] পারের গাথা ১·৫০
[illegible]

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান ১·৫০
[illegible]

বলবার মতন নয় ১·২৫
[illegible]

শিকারী পাখী ১·৫০
[illegible]

[illegible] শিক্ষা ·৭৫
[illegible]

চাঁদ্রখানায় দেখে এলাম ১·২৫
[illegible]

[illegible] ১·৫০
[illegible]

টয়লার্স অফ দি সী ১·২৫
[illegible]

পর্বদিনের ইতিকথা ১·০০
[illegible]

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

(সি ২৫৭৮)

দোকানী বিড়িতে বার কয় জোরে জোরে টান দিলে।

ক্ষেমীও টানলে বার কয়।

একজোড়া বিড়ির আগুন মুখোমুখি জ্বলছে।

দোকানী বললে, বীড়াটা পাকিয়ে নে।'

—এই নেই।

ক্ষেমী বিড়িতে আরেকবার টান দিলে জোরে। দোকানীও।

দুই হাতে বীড়া পাকাচ্ছে ক্ষেমী। পাকানো শেষ। এখন ক্ষেমী প্রস্তুত। দোকানীও।

দোকানী ঝুড়ির তোড়াতে হাত দিল। ক্ষেমীও দিল।

দোকানী ক্ষেমীকে দেখার চেষ্টা করছে। ক্ষেমী দোকানীকে। কেউই কাউকে স্পষ্ট দেখছে না। ক্ষেমী বললে, মৃদু গলায় বললে, 'তুলে দাও।'


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আর একখানি অনবদ্য রচনা

অনুসন্ধান

সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে দাম : ৩ মাত্র
বিভূতিসাহিত্যে আরও দুখানি বিশিষ্ট সংযোজন
অশনি সংকেত ৪৷৷০ নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৩৷৷০
ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে
ছায়াছবি

বিভূতি প্রকাশন
২২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২
(সি-২৬৬০)



আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে

আঁখি-বিহঙ্গ

খ্যাতিমান সাহিত্যিক
উত্তম পুরুষ এর
সুবৃহৎ উপন্যাস
চার-রঙা অপূর্ব প্রচ্ছদ
দাম তিন টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সর্বাধুনিক উপন্যাস

রুক্মিণী বাঈ

চার-রঙা প্রচ্ছদ
দাম তিন টাকা

তুলি-কলম
৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উত্তম পুরুষ-এর
বাসর ২·৫০
তপস্বী কন্যা ২·০০


—এই নেই।

ঝুড়ির তোড়া ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ক্ষেমীর মাথায় বীড়া মাটিতে পড়ে গেল।

বীড়া খুলে গেল।

এই যা! দোকানী তোড়া ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফুট কাটল 'হলো ত?' দোকানী হাসছে।

ক্ষেমী দ্রুত হাতে আবার বীড়া পাকাতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই আর ঠেকনটি হচ্ছে না। কিছুতেই না। তবু ক্ষেমী বার বার খুলে বার বার পাকাচ্ছে।

দোকানী দেখল সবকিছুই দেখল। দোকানীর ভীষণ পেট টাটাচ্ছিল সে পায়ে পায়ে সরে গেল রাস্তার ওপাশে।

ক্ষেমী ফিক করে হাসল।

দোকানী ফিরে এসে শুধোল, 'তবুর হলো?'

'নুর' ক্ষেমী ঠোঁট উল্টিয়ে জবাব দিল।

—দিদি ত দেরি করে। দোকানী কথা বলতে বলতে এক ঝটকায় বীড়ার কাপড়টা ক্ষেমীর হাত থেকে নিয়ে পাকাতে লাগল।

ইতিমধ্যেই দোকানী ক্ষেমীর মুখোমুখি হয়ে [illegible]। এবারে একেবারে গা [illegible] [illegible] কাপড়ের [illegible] [illegible] [illegible], শুধোল, [illegible] [illegible] [illegible]?'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?'

দোকানী ক্ষেমীর কাপড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষেমীর মাথায় হাত দিল।

দোকানী কাঁপছে।

ক্ষেমী [illegible] [illegible] একবার দোকানীকে দেখল। বীড়ার কাপড়টা পড়ে গেল দোকানীর হাত থেকে।

ক্ষেমী কাপড়টা কুড়াতে গেল, দোকানীও [illegible] হয়ে বীড়াটার উপরেই। দোকানী দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরল ক্ষেমীকে।

—[illegible] কি [illegible]! ক্ষেমী হাতের বাঁধন ছাড়াতে চাইল। পারল না। ক্ষেমীর মনে হল এ অনেক বড় লোক। এর কাছে বড় [illegible]। ভীষণ [illegible]।

দোকানী আরো জোরে আঁকড়ে ধরল। ক্ষেমীর ভালো লাগল। তবু মুখে বললে, 'লোক আসে যে!'

দোকানী হাতের বাঁধন একটু ঢিলে করে মুখ তুলল, 'কোথায়?'

'ওই যে।'

অনেক দূরে একটি লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে।

ওই লোক! দোকানী হাসতে হাসতে ক্ষেমীকে বুকের ভিতর নিয়ে এল। আদর করে কানে কানে বললে, 'এদিকে আসবে না গো, আসবে না।'

ক্ষেমী আর কোন কথা খুঁজে পেল না বলার। না, তা নয়, ক্ষেমী ইচ্ছে করেই

আর কোনো কথা বললে না। না, রাগ নয়, ক্ষেমীর কোন কথাই বলতে ইচ্ছে করলো না।

ক্ষেমী বোবা হয়ে গেছে। [illegible] বাবা।

বাঁড়ি পাকাতে এক মিনিটও লাগল না ক্ষেমীর। দোকানীরও [illegible]।

[illegible]—

[illegible] ক্ষেমীর মাথায় তুলে দিয়ে দোকানী [illegible] করে যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথেই চলতে লাগল। ক্ষেমী [illegible]। মনে মনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ক্ষেমী [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাঁকটা [illegible]

অন্ধকারেও [illegible] ক্ষেমী [illegible] ক্ষেমীর [illegible] হঠাৎ মনে পড়ল, [illegible] কথা। অনেকক্ষণ পরে [illegible] দেখে। [illegible] আকাশ। আড়াল করলে, ক্ষেমীর হাতে কিছুই ধরা আসে না। সে তো মুখ তুলে না, চোখ নামিয়েই আকাশ দেখছে [illegible]। আকাশ ঠিক নয়, আকাশের [illegible] সেও বা কম কি।

ক্ষেমী পাড়ার মধ্যে ঢুকল। [illegible] পথ, দুধারে গাছের সার। অন্ধকার এখানে

আরো ঘন, গাঢ়। ক্ষেমী হাঁটছে ধীরে, ভাবছে দুরে।

আগামী কাল সে কম করে দুটো বাঁড়ি গছাবে দোকানীকে এবং এক কাপ চা খাবে, না বিস্কুট দিয়ে নয়, তেল-তেলে কাগজে মোড়া কেক দিয়ে। খাবে তেজা মিশনীদের সামনেই, কিন্দীদকে দেখিয়ে দেখিয়ে। নিশ্চয়ই কিন্দীর চোখ টাটাবে, ভাববে ক্ষেমী কি মন্তর করল গো দোকানীকে! ক্ষেমীর হাতে [illegible] হবে। আর হ্যাঁ, একটা পান খাবে দোক্তা-পাতা দিয়ে। একটি [illegible]।


## শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে শৈলজানন্দ শুধু একটি নাম নয়, একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। [illegible] তিনি [illegible] অন্যতম শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। [illegible] আধুনিক। [illegible] **বধূবরণ** [illegible] হয়েছে, অপরূপা [illegible], ঝিন্দে-মিন্দিন-এর [illegible]।

**বধূবরণ** (৩য় সং) দাম ৩.০০

**অপরূপা** দাম ৪.০০

**ঝিন্দে মিন্দিন** দাম ৩.০০

**ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড**

২, [illegible] দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সদ্য প্রকাশিত

বাংলা সাহিত্যের একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন

# চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

[illegible]

[illegible]

[illegible] দাম : [illegible] টাকা।

[illegible] উপন্যাস

**সাড়া**

[illegible] নতুন [illegible] সংস্করণ। [illegible] ৩.০০

[illegible] নাটক

**নতুন তারা**

[illegible] ৩.২৫

[illegible] সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

**তরঙ্গ রোধিবে কে**

[illegible] নতুন সংস্করণ। ৬.০০

[illegible] উপন্যাস

**এক মুঠো আকাশ**

[illegible] সংস্করণ [illegible]। ৩.০০

[illegible] নতুন বই

**বাঘের চোখ**

[illegible]

২.৫০

[illegible] উপন্যাস [illegible]

**ড্রাগনের নিঃশ্বাস**

[illegible] ২.৫০

অন্যান্য [illegible] বই : [illegible] **[illegible] সংসার** ৩.০০ [illegible] উপন্যাস **[illegible] মেয়েরা** ২.০০ [illegible] উপন্যাস **[illegible] পাঠশালা** ২.৫০ [illegible] **[illegible]** ১.৫০ [illegible] উপন্যাস **[illegible] চিঠি** ৩.০০ [illegible] **একাঙ্ক নাটক সংকলন** ৩.০০ [illegible] নাটক **এক মুঠো আকাশ** ৩.০০ [illegible] উপন্যাস **[illegible]** ২.৫০

**গ্রন্থম**

২২।১ [illegible] স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

ক্ষেমী আরেকটি হোঁচট খেল। বড় যন্ত্রণা হলো এবারে ক্ষেমীর। আর তাই সে দোকানীকে আরেকবার গাল দিলে।— মরণ মিনসের, আবার মনে করে মুখে আগুন, মুখে আগুন।— বলতে বলতে সে মনে মনে একেবারে পাকাপাকি করে নিল—না, কিছুতেই সে দোকানীর সামনে যাবে না। কাল থেকে অন্যদিকে হাঁড়ি বেচতে যাবে সে। উল্টোদিকে।

ক্ষেমী বাড়ি পৌঁছল। পৌঁছেই হাঁসের খোঁয়াড়টা দেখল। মধুর মা দরজা দিয়ে দিয়েছে। ক্ষেমী খুশী হল।

চারদিক নিঃঝুম। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। একটি জোনাকি পোকা উড়ে উড়ে জ্বলছে, নিবছে পেয়ারা গাছের ডালে। দূরের হাইওয়ের মাদারকাঁটি কুঁইকুঁই করে উঠল বার বার। অনেক দূরে শেয়াল ডাকল। কাদের কুকুর অনেক দূরে দূরে ঘেউঘেউ করে উঠল। উঠোনময় অন্ধকার। ঘরগুলোতেও। সবাই ঘুমোচ্ছে।

ক্ষেমী মধুর মার দরজায় ধাক্কা দিল।

মধুর মা জাগল। দরজা খুলল। হাঁড়ি নামাতে নামাতে শুধাল, 'এত রাত কেন রে?'

পোড়া কপালের দুঃখ—

মধুর মা কথার মাঝখানেই বলল, 'আ—' বলেই পায়ে পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভাতের হাঁড়িটা ক্ষেমীর দাওয়ায় রেখে, ঘরের দরজা দিল।

ক্ষেমী তালা খুলে কেরোসিনের কুপি জ্বালাল। কাপড় ছেড়ে ভাত খেল। বিড়ি টানল। তারপর কণকয়েক এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখল, ক্ষেমীর সোয়ামী ঘরে ফিরে ক্ষেমীকে ডাকছে। ক্ষেমী তবুও উঠছে না। সোয়ামী তাকে অনেক সোহাগ করে চুমু খেল। সোহাগে ডগমগ হয়ে জাপটে ধরল। তবু ক্ষেমী উঠল না। ক্ষেমীর সোয়ামী তাকে তখন পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল ঘরের বাইরে, মাঠে। ক্ষেমীর ভীষণ রাগ হল। ঘরের বউকে কেউ বাইরে নিয়ে যায় নাকি! আদিখ্যেতার বহর দেখ। ক্ষেমী নিজেকে ছাড়াবার জন্যে মোচড় দিতেই পলকে দেখল, লোকটা তার স্বামী নয়, দোকানীও নয়, সেই বাঁড়ুয্যেদের শিবঠাকুরের মূর্তিও নয়, এ অন্য আরেকজন। ক্ষেমী একে দেখেনি, একে চেনে না। ভালো করে তাকাতে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল। কোথাও কেউ নেই। ঘরে সে একা। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চাক চাক রোদ্দুর পড়েছে ঘরের মেঝেয়। ক্ষেমী তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বাইরে এল।

একঝাড় চড়ুই খড়ের চালার ভেতর থেকে কিচির মিচির শব্দ করে বেরিয়ে গেল। ক্ষেমী দেখল। সারা শরীরে মোচড় দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। বাবা, কি ঘুমই না ঘুমিয়েছে সে।

ক্ষেমী এলোচুল গুছিয়ে খোঁপা বাঁধল। তারপর খুঁটি ধরে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

উঠোনময় রোদ্দুর আর রোদ্দুর। মধুর মা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। নন্দা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বেগুন কুটছে। নন্দার মা রোদে পিঠ পেতে কাঁচা লংকা দিয়ে পান্তা গিলছে।

ক্ষেমী দেখছে শিউলি গাছের ডাল থেকে ওই তেলকুচোর লতায় ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে। ঝিঙেফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, মাচানের গা বেয়ে ঝুলে পড়েছে লাউডগা, শসার ডগা। ওপাশের সুপুরী গাছের মাথায় ফড়িং উড়ছে। কোথায় ঘরের চালায় বসে একটা কাক ডাকছে। মধুর মা ঝাঁট দিচ্ছে। ধুলো উড়ছে। উড়ছে।

ক্ষেমীর সেদিকে খেয়াল নেই। মধুর মা আড়চোখে আড়চোখে ক্ষেমীকে দেখছে।

ক্ষেমী উঠোনে নামল। খোঁয়াড়ের দরজা খোলবার জন্যে দাওয়ায় হাত রেখে ঝুঁকল। দরজাটা খুলে দিল। একটা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে বেরিয়ে এল। ক্ষেমী খোঁয়াড়ের ভেতর আরেকটাকে তাড়া দিল। তাড়া দিতেই হাঁসটা, মতলব, আরো ঝুঁকল। মধুর মা ওদিক থেকে বললে— তোর হাঁস একটা ডিম পেড়েছে রে।

—কই?

ক্ষেমী মাটিতে ঝুঁকে খোঁয়াড়টা দেখল। একটি। একটি ডিম পড়ে রয়েছে খোঁয়াড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেমীও জানে না, ক্ষেমী দাওয়ার উপরেই বসে পড়ল। নড়ল না, চড়ল না, স্থির বসে রইল।

মধুর মা ঘরে ঢুকে গেছে। নন্দাও। নন্দার মা বাসন নিয়ে পুকুরঘাটে যাচ্ছে।

ক্ষেমী বসে আছে।

ক্ষেমীর ওভাবে বসে থাকতে দেখেই হয়ত হাঁসটা আবার প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করতে করতে খোঁয়াড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল।

ক্ষেমী দেখছে, হাঁসটা আস্তে আস্তে ডিমটার উপর গিয়ে বসল। এবং বসেই রইল। ক্ষেমী দেখছে, পালকের তলা দিয়ে ডিমের সাদা একটু আভা। ক্ষেমীর কি যেন হয়ে গেল। কেমন যেন মনে হল তার। আর তাই সে মমতায় স্নিগ্ধ এক কোমল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল হাঁসটার দিকে, ডিমটার দিকে, এবং খোঁয়াড়ের দরজা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়া এক ঝলক উজ্জ্বল রোদ্দুরের দিকে।

ক্ষেমী ঘামছে। ভীষণভাবে ঘামছে।

যে তাগিদে গত রাতে হাঁসটা ডিম পেড়েছে, যে ভয়ে ডিমটাকে এ মুহূর্তে আড়াল করে বসে রয়েছে, যে সুখে ক্ষণে চোখ মেলে ক্ষণে চোখ বুজছে, ক্ষেমীও যেন হাঁসের মতো সে তাগিদ, সে ভয়, সে সুখ চায়।


* এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি *

মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তার অজস্র প্রেমকাহিনী। সে-প্রেমকাহিনী সকল মনের সর্বকালের আনন্দ। সে-প্রেমের রূপ বিচিত্র সুন্দর ও সুমহিম।

'ভারত প্রেমকথা' প্রেম ও প্রণয়ের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। আঙ্গিকের নূতনত্বে, কাহিনীর মনোহারিতায় ও ভাষার গৌরবে এক ক্লাসিক-সৃষ্টির নিদর্শন।

* মোট কুড়িটি গল্পের সংকলন *

এ-বই নিজে পড়ুন। এ-বই প্রিয়জনকে পড়ান ॥

নূতন সপ্তম সংস্করণ । দাম ছয় টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কিত অনুশীলনে ব্যাপৃত বৈজ্ঞানিকদের মতে কোন কোন জন্তু আছে যারা ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতার অধিকারী। বিড়াল কুকুর, ময়না, তোতাপাখী তাদের প্রতিপালকের সম্পর্কে বিচিত্র আচরণ প্রকাশ করার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার এক আইন ব্যবসায়ী নিজে বিড়াল পছন্দ করতেন না কিন্তু তাঁর স্ত্রী বিড়াল ভালবাসতেন। স্যালি নামে একটি বিড়াল বাড়িতে রাখা হয়েছিল প্রধানত ইঁদুরের উৎপাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। স্যালি তার কাজ বেশ ভালই করতো, স্বভাবও ভাল ছিল এবং ওকে নিয়ে কোন ঝামেলা পোয়াতে হতো না। স্যালি ভদ্রলোকের ছেলে দুটির বড় আদরের পাত্রী ছিল। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে ছেলে দুটি বাড়ি থেকে দশ মাইল দূরে জঙ্গলে কদিনের জন্য শিবিরবাস করতে যায়। বাপ মা ওদের গাড়িতে করে শিবিরের স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

সেইদিন রাত দুটোর সময় স্যালিকে ভীষণ চেঁচামেচি করতে শোনা গেল। শিশুকাল থেকে সে ঐ বাড়িতে থাকলেও কোনদিনই তাকে এমন করতে দেখা যায়নি। তাকে শান্ত করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তার স্ত্রী বললেন হয়তো বিড়ালটি বিপদেরই কিছু সংকেত দিচ্ছে। কিন্তু ভদ্রলোক সেকথা হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন নিশ্চয়ই ছেলেদের কিছু ঘটেছে, তা নাহলে স্যালিকে এমন উতলা দেখা যেত না। অবশেষে স্ত্রীর উতলা ভাব দেখে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে শিবিরের স্থানে জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হন। দেখেন, জঙ্গলে আগুন লেগেছে এবং তাঁর ছেলেরা যেখানে তাঁবু ফেলেছে তার চতুর্দিক থেকে আগুন দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে চলেছে। অগ্নিনির্বাপক দল জানাল যে, আগুন যেভাবে ঘিরে ফেলেছে তাতে ছেলেদের উদ্ধার করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভদ্রলোক নির্ভীক [illegible] হয়ে আগুনের মধ্যে দিয়েই দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে ছেলেদের উদ্ধার করে আনেন। বাড়ি ফিরতে দেখেন, স্যালি আবার আগের মতোই বেশ শান্ত। ও এবার এগিয়ে এল যেন ওদের অভ্যর্থনা করতে।

বিড়াল, কুকুর জাতীয় পশুকে তাদের আবাস থেকে কয়েক শত মাইল দূরে ছেড়ে দিয়ে এলেও দেখা যায়, তারা ঠিক বাড়ি চিনে ফিরে এসেছে। কিন্তু ডেইজি নামক একটি বিড়ালের প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসার কাহিনীর তুলনা কদাচিৎ পাওয়া যায়। এক ভদ্রলোক সপরিবারে তাঁর গ্রীষ্মাবাসে গিয়ে পৌঁছানো থেকে ডেইজি তাদের বড় প্রিয়

# বিশ্ব বিচিত্রা

হয়ে ওঠে। ছুটি শেষে ফিরে যাবার সময় আসতে ডেইজিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা হয়। কিন্তু ও তখন আসন্নপ্রসবা বলে ইচ্ছে থাকলেও ওকে আনা সম্ভব হয়নি। ভদ্রলোক এক প্রতিবেশীর কাছে ডেইজিকে রেখে চলে আসেন।

মাসখানেক পর তিরিশ মাইল দূরে নিউইয়র্কে ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটের দরজায় ডেইজি এসে উপস্থিত অথচ আগে কোনদিনই সে এবাড়ি দেখেনি। ওর মুখে একটা বাচ্চা। বাচ্চাটিকে মাটিতে নামিয়েই সে চলে যায়। সপ্তাহখানেক পর আবার ওকে দেখা গেল মুখে আর একটি বাচ্চা নিয়ে। এইভাবে সে একটি একটি করে পাঁচটি বাচ্চাকে এনে হাজির করে দেয়।

সানফ্রান্সিসকোর এক ট্যাক্সি ড্রাইভার একদিন মাঝরাতে একজন সওয়ারি পেলো—একজন নয়, ঠিকভাবে বলতে হয় দুজন সওয়ারি—এক মার্কিন সৈনিক, আর তার পোষা একটি ছোট [illegible]। সৈনিকটি তার গন্তব্যস্থল জানায় পঁচিশ মাইল দূরে এক জায়গায়। কিছুদূর গিয়ে সৈনিক একটা পানশালার সামনে ট্যাক্সিটি অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে যায়। মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর ট্যাক্সিচালক পানশালায় প্রবেশ করে দেখে সৈনিক উধাও। বেওয়ারিশ পশুদের আশ্রয়কেন্দ্র এস-পি-সি-এতে কুকুরটিকে নিয়ে গেলে তারা ওটা ট্যাক্সিচালকের দায়িত্ব বলে গ্রহণ করতে অরাজী হয়।


সুরভির নতুন বই

প্রেমেন্দ্র মিত্র
সম্পাদিত

## সিন্ধুর স্বাদ

'...ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের জীবন বিস্ময়বৈচিত্র্যে ও রহস্যে সমুদ্রের চেয়েও অসীম, অগাধ ও অতুল। সে অসীম অতলান্তের স্বাদ সমস্ত সমুদ্র নিঃশেষে পান করে পাওয়ার জন্য অগস্ত্য হওয়া আমাদের বোধহয় সম্ভব নয় প্রয়োজনও বোধহয় নেই। জীবনের অগাধ রহস্য সমুদ্রের স্বাদ গণ্ডূষে দেবার ক্ষমতা যা রাখে এই হোল সার্থক ছোটগল্প। সেই কারণেই এই সংগ্রহের নাম **'সিন্ধুর স্বাদ'**।...'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আটাশ জন কথাশিল্পীর বাছাই করা আটাশটি গল্প সংগৃহীত। লাইনো টাইপে মুদ্রিত। সুপরিকল্পিত ও সুশিল্প প্রচ্ছদ এবং মনোরম অঙ্গসজ্জা। মূল্য : সাত টাকা

অন্যান্য বই

| | | |
|---|---|---|
| **হেডমাস্টার** (উপন্যাস) | — নরেন্দ্রনাথ মিত্র | ২·৫০ |
| **মায়ামারীচ** (উপন্যাস) | — সুশীলকুমার ঘোষ | ৩·৫০ |
| **রাতের ঢেউ** (উপন্যাস) | — সত্যপ্রিয় ঘোষ | ৩·০০ |
| **সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা** | — হরপ্রসাদ মিত্র | ৩·০০ |
| **হাওয়ার সংরাগ** (কবিতা) | — শিপ্রা ঘোষ | ২·০০ |

**সুরভি প্রকাশনী** : ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

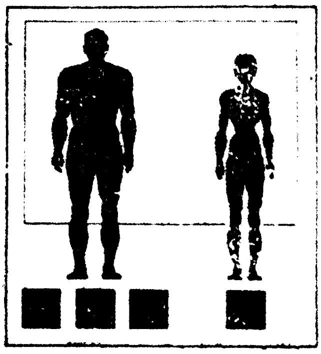

১

২

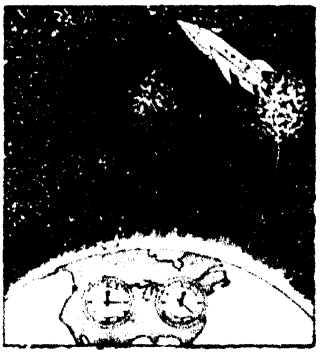

৩

**১। ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর অধিবাসী সংখ্যা দ্বিগুণ হবার সম্ভাবনা থাকায় মানুষের খাদ্যের সমস্যা উৎকট হয়ে উঠেছে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির খাদ্য উৎপাদনে তিন একর জমিতে ফসল ফলানোর দরকার কিন্তু বর্তমানে গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিজনপিছু মাত্র এক একর। অথচ পৃথিবীর জমির মাত্র এক দশমাংশে বর্তমানে চাষ হয়। ২। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক জীবন হচ্ছে জীবানু। গড়পড়তায় এক একর জমিতে জীবানুর সংখ্যা থাকে ৯০০০০০০০০০০০০০০০০০। ৩। শূন্যে পরিভ্রমণকারীদের জন্য এমন একপ্রকার ঘড়ি উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে পৃথিবী এবং মঙ্গলগ্রহ উভয় গ্রহেরই ঘন্টা, তারিখ, মাস ও বৎসর দেখা যাবে। মঙ্গলগ্রহের অক্ষরেখা ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় ধরে ২৪ ঘন্টা, ৩২ মিনিট ২২ সেকেন্ড সময় লাগে এবং মঙ্গলগ্রহের বছর পূর্ণ হয় পৃথিবীর দ্বিগুণ সময়ে**

গত্যন্তর না দেখে ট্যাক্সীচালক সৈনিক কথিত পল্লীর দিকে কুকুরটিকে নিয়ে যেতে থাকে এই আশায় যে, সেখানকার কেউ হয়তো ওকে চিনতে পারবে। পল্লীর কাছাকাছি পৌঁছতে পিছনের সীট থেকে কুকুরটি চীৎকার করতে আরম্ভ করে দেয়। খানিকটা যাবার পর ট্যাক্সীচালকের ধারণা হয় যে, কুকুরটি সম্ভবত তাকে সঠিক রাস্তার নির্দেশ দিতে চায়। ভুল পথে গাড়ি ঘোরালেই সে চীৎকার আরম্ভ করে, আবার ঠিক পথ ধরে গেলে চুপ করে বসে পড়ে। একটা ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে যেতে আরম্ভ করতেই কুকুরটা ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করে। চালক তখন দরজাটা খুলে দেয়। কুকুরটি লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি একটি বাড়ির দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বারান্দার আলো জ্বলে ওঠে এবং দরজা খুলে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে কুকুরটিকে আদর করতে থাকেন। পরে ট্যাক্সীচালকের দিকে ফিরে বলেন: "ছেলেটা আবার বোধ হয় উধাও হয়েছে। কত ভাড়া দিতে হবে?"

মৃত্যু বা মারাত্মক দুর্ঘটনার অগ্রিম সঠিক আভাস দেওয়াতেও কুকুরদের একটা ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গত মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের নিকটবর্তী এক স্থানে অবস্থিত ছজন বোমারু বিমান চালকের পয়মন্ত কুকুর ফ্ল্যাক সম্পর্কে অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়। ফ্ল্যাক ঐ ছজনের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং ঘাঁটির অন্যান্যদের আমল দিত না মোটেই।

বোমারুদের অভিযানে বের হওয়া বা ফিরে দিয়ে বিমান দাঁড়াবার লাইনে গিয়ে পৌঁছলেই বোঝা যেত যে, ও যাদের অনুরক্ত সেই দুজনের বিমানখানি ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করছে। এ ব্যাপারে ফ্ল্যাকের কোনদিনই ভুল হয়নি।

একদিন দুপুরে ফ্ল্যাক কর্ণপটাহবিদারক চিৎকার আরম্ভ করে। দশ মিনিট চিৎকারের পর থেমে যায়। সেইদিন বৈকালে বিমান বহর অভিযান সেরে ফিরে আসার সময় ফ্ল্যাক কান খাড়া করে রইলো, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো বিমানের লাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো না। একটু পরেই তার কারণটা বোঝা গেল। ফ্ল্যাক যাদের অনুরক্ত তাদের বিমানখানি সেইদিনই দুপুর সাড়ে বারোটার সময়, ঠিক যে সময়ে ফ্ল্যাক চিৎকার করে উঠেছিল, ইটালীর ওপর দিয়ে যাবার সময় শত্রুপক্ষের গুলিতে ভূপাতিত হয়েছে। ও আগেই বুঝতে পেরেছিল যে, নিত্য যাদের ও অভ্যর্থনা করতে যায় তারা আর ফিরছে না।

পিটসবার্গের একটি পরিবার একবার ছুটি কাটাতে তাদের বাড়িটি ভাড়া দিয়ে ইওরোপ যাত্রা করে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলে ওরা ওদের পোষা বুলডগটিকে রেখে যেতে বাধ্য হয় এবং ভাড়াটেরা ওর দেখাশোনা করার ভার নেয়।

কুকুরটি বেশ ভালভাবেই দিন কাটাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন মাঝরাতে চেঁচিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে বাড়িময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে থাকে। ভাড়াটেদের ধারণা হয় কেউ বোধ হয় ওকে বিষ খাইয়েছে। ওকে নিয়ে কি যে করা হবে—ভাড়াটেরা বড় ভাবনায় পড়ে যায়। তার একদিন পর একটা টেলিগ্রাম আসার ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। যে রাতে কুকুরটির অস্বাভাবিকত্ব প্রকাশ পায় ঠিক সেই সময়েই লন্ডনে গৃহকর্তীর মৃত্যু ঘটে। কুকুরটি ঐ বৃদ্ধার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং তিনি ফিরে না আসায় কোনদিনই কুকুরটিকে [illegible] খুঁজে পাওয়া যায়নি।

*

যুক্তরাষ্ট্রে একটা মামলার শুনানীকালে এক আইনজ্ঞ জনৈক সাক্ষীকে চার হাজার শব্দবিশিষ্ট একটি প্রশ্ন তুলে আদালতকে বিস্মিত করে তোলেন। সাক্ষী উত্তর দেয় একটিমাত্র কথায়: "না।"

অল্পকাল আগেও বৃটেনের হাউস অব কমন্স সদস্যরা বক্তৃতায় বহু শব্দবিশিষ্ট দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার এক সদস্য একটি নতুন বিলের সমালোচনা প্রসঙ্গে বিনা যতিচিহ্নে উপর্যুপরি চুয়ান্নটি শব্দবিশিষ্ট একটি বাক্য ব্যবহার করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটি পৌরসভার রেকর্ডে একটি বিধানের খসড়া পাওয়া যায় যাতে একটি বাক্যই রয়েছে বিশ হাজারটি শব্দবিশিষ্ট।

*

কায়রোতে ডাক্তার আহমেদ দাদাগা-মৌনিকে জেলে যেতে হয়েছে এই অপরাধে যে, সে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের প্রেম-পত্রগুলি খুলে পড়ে নিয়ে পত্রলেখক বা লেখিকার অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের দুর্গতি সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করেছিল।

পাশ্চাত্যে সৌন্দর্য বাড়ানোর নতুন নতুন উপকরণ প্রায় নিয়তই বাজারে বের হচ্ছে কিন্তু তাতেও ওদের মন ভরছে না। সম্প্রতি গালে নকল টোল খাইয়ে দেবার একটা উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তিন চার পুরুষ আগে যুবকেরা গালে টোল খাওয়া মেয়েদের বেশী পছন্দ করতো কারণ সুন্দর মুখ তাতে সুন্দরতর হয়ে ওঠে বলে।

টোল খাওয়া গালের ওপর কেন যে মোহ তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পঞ্চাশ বছর আগেকার এক সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ লিখে গিয়েছেন: "গালে টোল খাওয়া মুখ মেয়েদের সৌন্দর্যের একটা বিশেষ লক্ষণ বলে পৃথিবীর সব দেশেই পরিগণিত হয় এবং এমন মেয়েদের ভাগ্যবতী বলে অভিহিত করা হয়।"

যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের বর্তমানে গালে টোল খাওয়ানোর প্রতি একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়েছে। বছর কয়েক আগে এক সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা খাটিয়ে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে এখন খুব কাটতির ব্যবসা করছে। তার যন্ত্রটার কাজ মাথা, গাল ও চিবুকে এই যন্ত্রটি লাগিয়ে রাখতে হয়। একটা স্প্রিংয়ের সাহায্যে একটা নরম প্যাড গালের যেখানে টোল খাওয়ানো দরকার সেখানে চাপ দিয়ে থাকে এবং এইভাবেই কয়েক সপ্তাহ পর আসল আর নকল টোল খাওয়া ধরবার উপায় থাকে না।

*

একদিন প্রত্যুষে রাজপ্রাসাদ উদ্যানে গিয়ে তুষারপাতের পর সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন ছোট একটি ফুল দেখে পুলকিত হয়ে উঠেন। আগে কখনো দেখেননি সেই তুষার-শুভ্র বসন্তদূতী ফুল। তাঁর এই ভয় হলো যে তিনি রক্ষীদের অধিনায়ককে ডেকে হুকুম দেন ফুলটিকে পাহারা দেবার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করে রাখতে।

কথিত আছে যে, শীতকাল সেই আজ্ঞা প্রতিপালিত হয়ে আসে থাকে, এমন কি, সেই ফুলগাছটি মরে যাবার পরেও। শেষে এক কৌতূহলী রুশ পর্যটক প্রশ্ন তোলেন বাগানের বিশেষ এক স্থানে একজন প্রহরীর সার্বক্ষণ উপস্থিতি সম্পর্কে। কিন্তু কেন যে সে দাঁড়িয়ে থাকে তা কেউ বলতে না পারায় শেষে আজ্ঞাটি নাকচ করে দেওয়া হয়।

এই তুষার শুভ্র বসন্তদূতী ফুলকে কেন্দ্র করে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের সংস্কার ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের সাসেক্সে একটা সংস্কার আছে যে, এই শুভ্র বসন্তদূতী ঘরে ঢোকালে আনবে একটা অকল্যাণ অনিবার্যরূপে দেখা দেবেই, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত।


মহেন্দ্র পুস্তক ভবনের নিবেদন

নিশাচরের
শিহরণমূলক রোমাঞ্চকর অপূর্ব নতুন উপন্যাস

ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

মুলতার বিয়ে (যন্ত্রস্থ)

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস
নিশিপদ্ম ৫৷৷

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
কল্যাণী ৩৲

বাংলার বার্নার্ড-শ প্রমথনাথ বিশী রচিত
অমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থানঃ মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

একটি প্রিয়
রাজকুমার ---
মার্ফি ০৩৭৪

মা ফি
গৃহকে আনন্দময় করে তোলে!

# কখনও মুহূর্ত

জীবনানন্দ দাশ

কখনও মুহূর্তে আসে সূর্য আর শিশিরের জলে
ব'সে থাকবার মতো—
অথবা কখনও দেখি দিন নিভে গেছে
হরিয়াল প্রান্তরের পারে চ'লে গেছে
ডানার ঝিলিকে তার সব-চেয়ে শেষ রোদ্দুর
জ্বালিয়ে সে সূর্যকে নিভিয়ে এবার নিভে গেল।

পৃথিবীতে এইবার নদীর নিজের ঠিক মুহূর্ত এসেছে ;
টেরচা বাঁক ভাঙা পাড় দিয়ে হেঁটে-হেঁটে
মনে হয়, মানুষের হাতে-গড়া সাঁকো
কোনো প্রতীকের মতো বস্তু নয়,
দিকদর্শনের মতো নিজেই রয়েছে এই নদী
অন্ধকার জল থেকে ধূসর জলের দিকে চ'লে যায়, গেছে ;
আজকের কালকের আগামী কালের
নিরিখ ও নাবিককে বুকে ক'রে নিয়ে চ'লে গেছে ;
জীবনকে নৌবিদ্যা শেখায়
ঝড়ে আর শান্ত জলে ঘূর্ণি জলে চোরাবালি পাঁকে
ঢের বার তোমাকে আমাকে গ্রাস ক'রে
আবার ফিরিয়ে দেয় পৃথিবীর পটে—পটান্তরে—হৃদয়ে—বিষয়ে
দ্রুত ধাবমান সাদা কালোর রঙের অক্লান্ত ভূমিকায়
যেতে চায় কোনো এক সাগরের দিকে
মানুষের বিবরণ প্রাচীন হয়েছে ঢের
আমাদের সকলের বয়স বেড়েছে খুব
নদী এসে বার-বার যযাতিকে যৌবন দেয়
ঘনজলধন্যা নদী — স্থবিরতা নেই ;
পাড় ভেঙে ফেলে পাড়া প্রান্তরের দিকে চলে
যেন সে আকাশ নীল—আকাশের কড়—দুই দিকে তীর আছে—নেই
যেইখানে রাষ্ট্র নেই—সেই নৈরাজ্যের দিকে যায়
যেখানে মানুষ নেই—অপমানুষের ভিড় মরা আধমরা
হাড় আছে রক্ত আছে বালি ফণীমনসার কাঁটা
নীরন্ধ্র টিউব গ্যাস বিদ্যুৎবাতির বিহ্বলতা
এই সব আলোড়ন ডাঙা শূন্য কান্তি আর নীড়
ভেদ ক'রে বিষ গিলে অমৃতকুম্ভের মতো কোলাহলে
ঢের মৃত নাবিককে নিমগ্ন নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে
নব-নব নাবিকের জন্ম দিয়ে তারা আর সূর্যের আলোয়
মাছরাঙা-বর্ণিমায় অন্ধকারে রোদের ঝিলিকে
কেবলি ব্যক্তির মন ভেঙে নিয়ে-নিয়ে নদী নব-নব জল গ'ড়ে নিল
ইতিহাসবেলা ভেঙে অসীম সাগর
সিন্ধু অতিক্রম ক'রে অপার আকাশ
মানুষকে অতিক্রম ক'রে ফেলে নবীন মানব
নব শীত নব রাত্রি বিপদের দিকচক্রবাল
লক্ষ্য ক'রে অবিরল জলকল্লোলের রক্ত, জল,
[illegible] মরুভূমি আর মানব চলেছে অবিরল।

**রি**জার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে দারিদ্র্য বিলোপ সাধনের উপায় উদ্ভাবনের আহ্বান জানাইয়াছেন। বিদূষকেরা বলিলেন—"আমরা তো অনেক চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারিনি। তবে মনে হয়, দরিদ্রের বিলোপ সাধন হলে দারিদ্র্য আপনা থেকেই ঘুচে যাবে!!"

• • •

**প্র**তিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন ঘোষণা করিয়াছেন যে, সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য কাজ করিবার জন্য সরকার প্রতিরক্ষা বাহিনী সংস্কারের

পরিকল্পনা করিয়াছেন।—[illegible] এই বাহিনীর [illegible] হবে জনসাধারণের বেশি উপকার হবে। [illegible] অন্য কাজে [illegible] ট্রেনিং দরকার।—মন্তব্য করে [illegible]।

• • •

**জ**নৈক [illegible] এই মর্মে বাজি রাখিয়াছিলেন যে, কেরল নির্বাচনে যদি কমিউনিস্টদের পরাজয় হয় তাহা হইলে তিনি তাঁহার গোঁফজোড়া কামাইয়া ফেলিবেন। নির্বাচনের ফলাফল জানবার

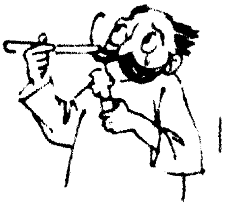

পর ভদ্রলোক কথা রক্ষা করিয়াছেন।—"গোঁফজোড়াটি হয়ত দেখবার মতোই ছিল, কিন্তু হলে হবে কী, শিকারী বেড়াল গোঁফ দেখে চেনা গেলেও মানুষ তো আর চেনা যায় না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

**জা**তীয় হকি প্রতিযোগিতায় কেবল বাংলা দলের কাছে ১০—০ গোলে পরাজিত হইয়াছে।—"[illegible] না হলে [illegible] এমন [illegible] বেশ হয় না। [illegible] না, নইলে [illegible] পরাজয় নিয়ে"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

**শ্রী** মোরারজী দেশাই সম্প্রতি [illegible] হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। [illegible] বলেন—"[illegible] সময় নেই। তাছাড়া, এক কমলালেবু ছাড়া অন্য কোনও [illegible]

[illegible] না। সুতরাং কমলালেবু প্রতিযোগিতার ব্যাপারে হলেই সব ঠিক [illegible] হয়!!"

• • •

**সং**বাদে প্রকাশ, ১৯৬১ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"ভালোই হলো। ক্রিকেট খেলা দেখার টিকিট সংগ্রহের জন্য [illegible] তা এখনো [illegible]। তার ওপর আবার ফুটবলের টিকিট নিয়ে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল না হয়ে [illegible]"—মন্তব্য করেন বিদূষকেরা।

• • •

**কে**ন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী পাতিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ত্যাগ করিতে পারেন।—"তাই করুন। খাওয়ার মতো তুচ্ছ ব্যাপারে কেন্দ্রের মাথা না ঘামানোই উচিত"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

**প্র**কাশ্য দপ্তরে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, [illegible] জয়পুরে হাঁস শিকারের কার্যসূচী বাতিল করিয়া দিয়াছেন।—"বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া না করাই বুদ্ধিমানের কাজ"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

**হ**লিউডের জনৈক [illegible] কর্মচারী [illegible] বিবাহ করিয়াছেন এবং [illegible] একযোগে ঘরকন্না করিতেছেন। "[illegible]" [illegible] সম্পর্কে [illegible]। বিদূষকেরা বলিলেন—"[illegible]"

• • •

**মা**র্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি [illegible] পরস্পর [illegible] করিতে করিতে [illegible] আবিষ্কার করিল [illegible] একই [illegible] বিবাহ করিয়াছে। [illegible] এই দুই [illegible] দিয়াছেন। —[illegible] বলা হয় [illegible]।"

• • •

**আ**মাদের [illegible] কথা শুনিয়া বলিলেন—"[illegible] না থাকলে এমন [illegible]—" [illegible] নিশ্চয়ই।

---


নব নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ
দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

**অন্তরাল** ২, **মোকাবিলা** ২৷৷০
**তরঙ্গ** ২৷৷০ **মশাল** ২, **একাংক**
**সপ্তক** ৩, **বাস্তুভিটা** ১৷০
**পূর্বগ্রাস** ৷৷০ **গোলটেবিল** ৷৵০

প্রকাশ অপেক্ষায় **জীবনস্রোত**

**পুস্তকালয় :** [illegible] গ্রন্থজগৎ
৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি: ১২

(সি ২৫০০)

# বিজ্ঞান বৈচিত্র

চক্র দত্ত

'ওমনিপ্লেন' এক নতুন ধরনের উড়োজাহাজ। এই উড়োজাহাজ হেলিকপ্টারের চেয়ে দ্রুত সোজা আকাশে উঠতে এবং নামতে পারবে। এছাড়া খুব নিচু দিয়ে ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে উড়ে যেতে পারবে। যুদ্ধের সময় খুব নিচুতে নেমে এসে কোন বস্তুকে আক্রমণ করা, লোকজন এবং মালপত্তর কোন জায়গায় থেকে তোলা এবং নামান, সমুদ্র থেকে লোকজন উদ্ধার

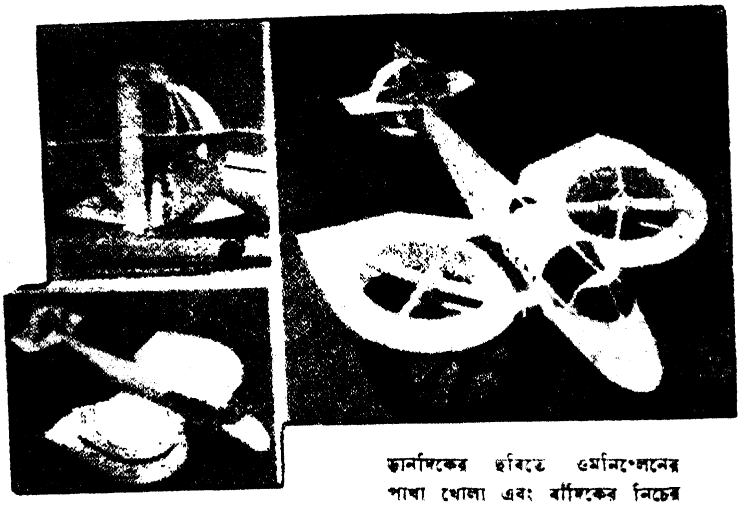

ডানদিকের ছবিতে ওমনিপ্লেনের পাখা খোলা এবং বাঁদিকের নিচের ছবিতে ঢাকা অবস্থায় রয়েছে। বাঁদিকের ওপরে লেজের দিকের অংশ।

করা ইত্যাদি কাজে খুব কার্যকরী হবে। ওমনিপ্লেনে দুদিকে ডানার বদলে তিন ব্লেডওয়ালা বড় চাকার মত পাখা লাগান থাকে। আকাশে ওড়ার সময় এটা ঢাকা থাকে। এছাড়াও পেছনে লেজের দিকেও একটা ব্লেডওয়ালা চাকা লাগান থাকে।

•

এক জাতের চড়ুই পাখী আছে, যারা জল না খেয়ে অনেকদিন থাকতে পারে। এমন কি প্রয়োজন হলে সমুদ্রের নোনা জল খেয়েও তৃষ্ণা মেটাতে পারে। দেখা গেছে যে, এই চড়ুইরা সাধারণত মরুভূমি বা যে সমস্ত স্থানে অনাবৃষ্টি হয় অথবা নোনা জলাভূমিতে বসবাস করে। দুজন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই পাখীরা অনায়াসে তিন সপ্তাহ জল না খেয়ে থাকতে পারে। অবশ্য জল না খাওয়ার দরুন এদের যে ওজন কমে যায়, সেটা কিছুটা শুকনো এবং সমুদ্রের জলে পূরণ করে। সাধারণ পাখীরা প্রয়োজনেও সমুদ্রের জল পান করতে পারে না, কিন্তু এই চড়ুই পাখীদের শারীরিক ক্রিয়া করার একটা এমন বিশেষত্ব আছে যে, নোনা জল পান করে তার থেকে নুন আলাদা করে সেটাকে শরীরের ভেতর থেকে বাইরে বার করে দিতে পারে।

•

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার বছর আগেকার তুষার যুগের সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের খবর পেয়েছেন। দ্বীপটি আতলান্টিকে উত্তমাশা অন্তরীপের থেকে কিছুদূরে অবস্থিত। এই দ্বীপটি সমুদ্রের তলদেশ থেকে ১৫৯৮০ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে এসেছে, কিন্তু এখনও ২১০ ফুট সমুদ্রের জলের ভেতরে রয়েছে।

•

আমাদের দেশের মেয়েরা ধূমপান না করলেও বিদেশের মেয়েরা অনেকেই ধূমপান করেন। বারমিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ লাওয়ের মতে যে সমস্ত মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধূমপান করেন, তাঁদের বাচ্চার ওজন, যে সমস্ত মেয়ে ধূমপান করেন না, তাঁদের বাচ্চার ওজনের চেয়ে অনেক কম হয়। তিনি প্রায় ২০০০ মেয়ের অভ্যাস লক্ষ্য করে তবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এর মধ্যে প্রায় ৬৬৮টি মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধূমপানের দরুন তাঁদের নবজাত সন্তানের ওজন প্রায় ৬·৯৩ পাউন্ড হয়েছে। আর যাঁরা ধূমপান করেন নি তাঁদের সন্তান ৭·৩৩ পাউন্ড হয়েছে।

•

আজকের দিনে আমরা ভাল দাঁতের কথা ভাবতেই পারি না। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ডাক্তার হ্যারিস বলেন যে, ফসফরাস বেশী পরিমাণে খাদ্য হিসাবে খেলে দাঁত ভাল থাকবে। তিনি 'হ্যামস্টার' নামক এক ধরনের প্রাণীর খাদ্য পরীক্ষা করে তবে এই মত প্রকাশ করেছেন। সাধারণত হ্যামস্টাররা শস্য এবং দুধ খেয়ে বাঁচে। ডাঃ হ্যারিস লক্ষ্য করেন যে, টেক্সাসের হ্যামস্টার-এর দাঁত নিউ ইংল্যান্ডের হ্যামস্টারের চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগ ভাল। তিনি খাদ্য পরীক্ষা করার পর দেখলেন যে, টেক্সাসের শস্য এবং দুধে বেশী পরিমাণে ফসফরাস আছে। এর পর পরীক্ষা করবার জন্য টেক্সাসের হ্যামস্টারের খাদ্যে আরো ৪ গুণ ফসফরাস যোগ করে দেওয়াতে এদের দাঁত আরো ভাল হল এবং শক্ত হল। এর পর সুইডিস দন্তচিকিৎসক প্রায় ২০০০টি শিশুর খাদ্যে ফসফরাসের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ দাঁতের পোকা বন্ধ করতে পেরেছেন।

•

বেশীর ভাগ লোকের এই ধারণা যে, সদ্যোজাত শিশুর কোন বস্তুর দিকে দেখবার মত ক্ষমতা জন্মায় না। সম্প্রতি তিনজন ডাক্তার তাঁদের গবেষণার দ্বারা এটা যে ঠিক নয় তা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা ১০০টি সদ্যোজাত শিশু নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের পরীক্ষা করার পদ্ধতিটি এইরকম। সাদা কাগজের ওপর প্রথমে চওড়া কাল এবং সাদা দাগ কেটে নিয়ে সেটা শিশুর মাথার ওপর বৃত্তাকারে নাড়ান হয়। অনেকটা চলন্ত ট্রেনের ভিতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখলে যেরকম মনে হয়—এটাও সেই জাতীয়। এই ধরনের পরীক্ষাকে 'অপটিকো কাইনেটিক নিস্টাগাথস্' বলা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এইসব সদ্যোজাত শিশুর চোখ অন্তত ছ মাসের শিশুদের দৃষ্টিশক্তির সমান।

আড়ৎদার ঃ পঞ্চাঙ্ক নাটক
দাম—দেড় টাকা
পড়ুন এবং অভিনয় করুন
চক্রবর্তী ব্রাদার্স
৩৮, সুকিয়া স্ট্রীট : কলিকাতা-৬
(সি ২৬৬২)

# বাইশে শ্রাবণ

**নির্মলকুমারী মহলানবিশ**

॥ ১০ ॥

আমার স্বামী কলকাতা থেকে আমাকে লিখেছেন—

রথীবাবুর সঙ্গে যা যা কথা হল, তাতে কবির চিকিৎসা বা অপারেশন সম্বন্ধে এখনও কিছু ঠিক হয়নি। নীলরতনবাবু খুব সন্দেহ হয়েছেন—এখনও পাকা স্থির হয়নি, কাজেই কাউকে কিছু বোলো না। ইন্দুবাবুরা অপারেশনের কথাই বলছেন। ওঁরা আশঙ্কা করছেন যে, আর মাসখানেকের মধ্যে এমন ক্রাইসিস আসতে পারে, যখন আর অপারেশনের সময় থাকবে না। ইন্দুবাবু শান্তিনিকেতনে যাবেন ললিতবাবুর সঙ্গে।

ললিতবাবু কবিকে দেখে এখন ওঁর মত দেবেন যে, অপারেশন করা উচিত কিনা। তারপরে যদি অপারেশন করা স্থির হয়, তখন কোথায় হবে, সেকথা উঠবে। এই ব্যাপারের সম্বন্ধে রথীবাবু সকলের শুনে এখন অপারেশনের দিকেই ঝুঁকেছেন। কবিকে সেই রাজি করাবার চেষ্টা করবেন। কবির নিজের খুব আপত্তি থাকলে করা হবে না। ডাক্তাররা যদি এক মাসের মধ্যে ক্রাইসিস আশঙ্কা করছেন এমন হয়, তবে অপারেশন ছাড়া উপায় কি? মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে এই সব নিয়ে।

তুমি নীলরতনবাবুর ওখানে যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চয়ই থেকো। কারণ তখনকার কী হয় সব সে সময় থাকা ভালো। আমি রথীবাবুকে বলেছি আমাকে সর্বদা খবর দিতে, যাতে কি হচ্ছে না হচ্ছে আমিও জানতে পারি। তুমি ওখানে থাকলে তুমিও খবর দিতে পারবে।

কুমুরের ভ্রমণ-কাহিনী লিখে ফেলেছ—বেশ ভালো। এই রকম করে অন্য সব সময়ের কথা লিখলেও ভালো হয়।......

সকালে কবির ঘরে গিয়ে দেখি দক্ষিণের জানালার কাছে কৌচে পা মেলে দিয়ে শুয়ে আছেন। তখনও মন খারাপ হবার কোনো কারণ ঘটেনি, কারণ আমরা কেউই অপারেশনের কথাটা ওঁকে শোনাই নি। জ্যোতিদাদা চা-টা খেয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি খুব হাসিমুখে, "কিহে, এসেছ? কাল রাত্রে রথীর সঙ্গে এলে বুঝি?" বলে জ্যোতিদাদাকে অভ্যর্থনা করলেন। জ্যোতিদাদা বসে একথা সেকথা বলবার পর এক সময় বললেন, কলকাতার ডাক্তাররা মনে করছেন, আপনার শেষ পর্যন্ত অপারেশনটা করিয়ে ফেলাই ভালো। কারণ এই যে কিছুতেই জ্বর যাচ্ছে না, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে, সবই আপনার শরীর থেকে বিষটা বেরোতে পারছে না বলে হচ্ছে। অপারেশন করলেই এসব গ্লানি চলে যাবে। আপনি আপনার মাথার কাজ স্বচ্ছন্দে আরো দশ বছর চালিয়ে যেতে পারবেন। অথচ এই অপারেশনটা খুব সামান্য জিনিস, অনেকটা সোজা একটা ফোঁড়া কাটার মতো। তাই বিধানবাবুরা সবাই রথীবাবুকে বলছেন, এটা করিয়ে ফেলতে। কবি গম্ভীর হয়ে কথাটা শুনলেন।

উনি খুব আশা করেছিলেন যে, কবিরাজমশাই যখন অত জোরের সঙ্গে আশ্বাস দিচ্ছেন, তখন আপাতত অপারেশনটা স্থগিত থাকবে। আস্তে আস্তে খানিক পরে বললেন, "কিন্তু কবিরাজমশাই তো মনে করছেন যে তিনি আমাকে অমনিই সারাতে পারবেন, কাজেই মিছিমিছি কাটাছেঁড়া করবার দরকার কি?" জ্যোতিদাদা বললেন—বেশ তো, আজই তো আর অপারেশন হচ্ছে না। ততক্ষণ আপনি কবিরাজী ওষুধ খেয়ে যান না, তাতে তো আর কেউ আপত্তি করছে না। যদি সত্যিই এক মাসের মধ্যে উনি ব্যাধিটিকে সারিয়ে তুলতে পারেন তো এটা করবেন কেন, হয়তো

আপনার এই প্রতিদিনের জরা, অক্ষমতা, গ্লানি, দুর্বলতা সব চলে যায়, তাহলে আর জোর করে কে আপনাকে অপারেশন করতে চাইবে? জ্যোতিদাদা যতই সান্ত্বনা দিন, আমি কিন্তু মুখ দেখেই বুঝলাম, উনি ভয় পেয়েছেন, যে এঁরা কিছুতেই ওঁকে রেহাই দেবেন না। জ্যোতিদাদার সামনে মুখে বেশি কিছু আর বললেন না। মনের প্রফুল্লতা যে মিলিয়ে গেল, তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

জ্যোতিদাদা চলে গেলে বললেন, "দেখো রানী, আমি কবি—আমি সুন্দরের উপাসক। বিধাতা আমার এই দেহখানা সুন্দর করে গড়েছিলেন। এখান থেকে বিদায় নেবার সময়, এই দেহখানা তেমনি সুন্দর অবস্থাতেই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চাই। গাছ থেকে শুকনো পাতা যেমন আপনি ঝরে যায়, পাকা সুপারির ফল যেমন গাছ থেকে আপনি খসে পড়ে, আমারও ঠিক তেমনিভাবেই সহজে বিদায় নেবার ইচ্ছে চিরকাল। কেন এরা যাবার আগে আমাকে ছেঁড়াখোঁড়া করে দিতে চাচ্ছে? বয়স ঢের হয়েছে, আর কতদিনই বা মানুষ বাঁচে, কাজেই ছেড়ে দিক না আমাকে। ফুলের মতো, ফলের মতো, শুকনো পাতার মতো আমার স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটুক।"

চুপ করে বসে শুনলাম। কিন্তু বার বার মনে হতে লাগলো, কেন ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অপারেশনের কল্পনা? যতই সহজ হোক, কিন্তু একেবারে কি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, কী হবে পরিণামে? মনে পড়লো জেঠামশায়ের কথা—আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে, অপারেশনটা সাধারণ মানুষের উপর হবে না। রোগী যে-সে লোক নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।


# শিগগীর চুল আঁচড়ে দাও খেলতে যাব —এখন হবেনা, দেখছ না ব্যস্ত আছি!

ছোট্ট মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মাকে চুল আঁচড়ে দিতে অনুরোধ করে কিন্তু মায়ের সময় হয় না কারণ সংসারের নানান খুঁটিনাটি আর পর্বতপ্রমাণ কাজ। চুল সময়মত আঁচড়ানো হয় না তার ফলে চুলের সৌন্দর্য প্রতিদিনই ম্লান হ'তে শুরু করে। ধুলো ময়লা আর খুস্কী জমে চুলের গোড়াগুলির মুখ বন্ধ করে দেয়। মেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে কিন্তু তার মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অযত্নে রক্ষিত চুলের রুক্ষ প্রকাশে অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। এমনি ঘটনা প্রতিদিন প্রতি ঘরেই ঘটছে। চুল মানুষের সৌন্দর্যের একটা স্বাভাবিক প্রকাশ তাই তার যত্ন সর্বপ্রযত্নে নেওয়া উচিত। ছোট মেয়েদের চুল দিনে অন্ততঃ দু'বার ভাল করে আঁচড়ে পরিষ্কার করা উচিত। স্নানের আগে কয়েক ফোঁটা জবাকুসুম বেশ করে চুলের গোড়াগুলিতে ঘসে দিন। জবাকুসুম চুলের খাদ্য জুগিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KALPANA JK 624

সকাল থেকে মন খারাপ করেই [illegible] বোধ হয় আজ ওঁর অন্য দিনের চেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি। আমি বরাবর দেখেছি, ওঁর মনের সঙ্গে শরীরের যেন একেবারে [illegible] সুতোয় বাঁধা। মনটা যখন বিকল হয়, তখন শরীরটাও বেসুরো বাজে। [illegible] আজ যে ভাবে দুর্বল হলেন, সে [illegible] বিবেকের [illegible] ছেড়ে দিলেন।

১০ই জানুয়ারী

[illegible] সকালেই মন খারাপ [illegible] কবিরাজ কমলাকান্ত সেনকে ডেকে [illegible] ডাক্তারদের সঙ্গে [illegible] করা গেল। [illegible] এক মাস [illegible] উপকার না [illegible] অপারেশন করতেই হবে। এক মাস [illegible] সময়—এর মধ্যে যেমন করে [illegible] কবিরাজমশাই বললেন, [illegible]

[illegible]

[illegible] এতে যদি এমনি কবিরাজী করা সম্ভব [illegible] তবে [illegible] চিকিৎসা [illegible] কেন? [illegible] বুঝি না।

ইতিমধ্যে একজন এসে খাওয়া সম্বন্ধে [illegible] কমলাকান্তের বাবা কবিরাজ [illegible] বাচস্পতি নিজে এই অসুখে মারা গেছেন। অতএব উনি [illegible] ওঁর নিজের বাবাকে কেন বাঁচাতে পারেন নি? আর বাচস্পতি মশাই নিজে অত বড় কবিরাজ হয়েও নিজের চিকিৎসা কেন করেন নি?

আমি বাপু কমলাকান্তবাবুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, বাচস্পতি-মশাই তো এই অসুখে মারা যাননি। ওঁর এই ব্যামোটা ছিল। একবার হঠাৎ কবির

যেমন কালিম্পঙে হয়েছিল, সেই রকমই বিপদ ঘটে। যখন অপারেশন করা ঠিক, পাশের ঘরে সব আয়োজন প্রস্তুত, যখন ওঁকে টেবিলে নিয়ে যাবে, তখন বললেন—আচ্ছা, আমাকে আর চার ঘণ্টা সময় দাও, তারপরে অপারেশন করো। সেই চার ঘণ্টার মধ্যেই ওঁর নিজের চিকিৎসার গুণে সব বাধা দূর হয়ে গেল—অপারেশন করতে হল না। এর পরেও উনি এগারো বছর বেঁচে ছিলেন। ব্যামোটা হয়তো ছিল কিন্তু তার জন্যে আর কোনোদিনও কষ্ট পেতে হয়নি [illegible] এমনি করেই যুগে যুগে নতুন সৃষ্টি হয়।

১১ই জানুয়ারী

মন খারাপ [illegible] না হয়ে আজও রথীন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছেন, "[illegible] আর [illegible]" কিন্তু [illegible] নাড়াচাড়া করছেন। বাবা ভালো ঘুমোতে পারেন নি। খুব দুর্বল ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ওঁর এই রকম মন খারাপ দেখে আমাদেরও মন ভার হয়ে আসছে। তবু [illegible] হাসি-তামাশা, মজার গল্প করে বাবার এবং নিজেদেরও মন হালকা করবার চেষ্টা করছি।

আজই প্রথম [illegible] এই প্রথম দিনের [illegible] টেম্পারেচার আজ ৯৮·৬°, নাড়ী ১০৬।১১০ থেকে ৯৮-এ নেমে গেছে। চার্টের খাতায় দেখছি—জলীয় পান ৪২ আউন্স, আর ১১ বারেই আউটপুট ৪৯ আউন্স। অন্য দিনের তুলনায় এটা অনেক বেশি। অনান্য দিন

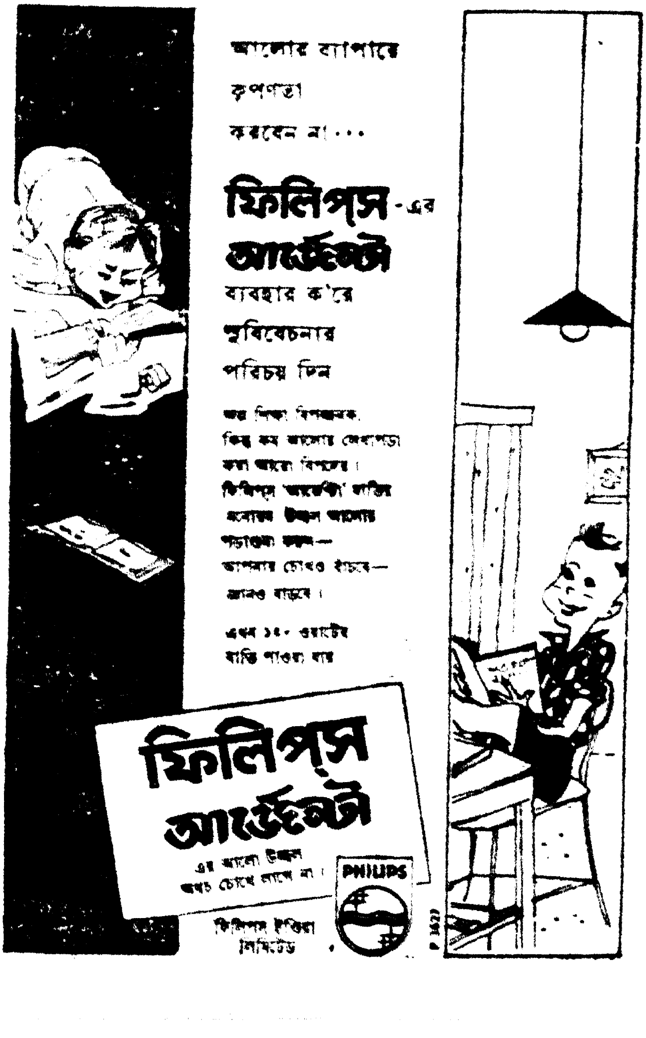

২১।২২ বারেও এর চেয়ে কম পরিমাণ হয়েছে। যিনি যতই বলুন যে, কবিরাজী চিকিৎসায় কোনো উপকার দেখা যাচ্ছে না, আমি তো সেকথা মানবো না। ও'রা এম বি ৬৯৩ দেবার পরে মোটে ছয় পয়েন্ট জ্বর কমলেই, তাই নিয়ে নাচানাচি করতে হবে আর অন্য চিকিৎসায় দেড় ডিগ্রি জ্বর কমাটাও কিছু না? তার উপরে ঘুম, খাওয়া, সবই আগের চেয়ে বেড়েছে, অন্য উপসর্গগুলোও কম, তবু বলতে হবে কোনো উপকার হয়নি? তা হলে তো সায়ান্স পড়বার কোনো মানে নেই। মোহ-মুক্ত মন না হলে কি বিজ্ঞানের ফলাফলটি ঠিক নজরে পড়ে?

১২ই জুলাই

আজ কবি অনেক ভালো আছেন। রাতে ঘুম ভালো হয়েছে। জ্বরও কাল ৯৮·৬র বেশি ওঠেনি, অন্যান্য উপসর্গ অনেক কম, তবু মনটা মুষড়ে রয়েছে। অপারেশনের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। আজ খেতে বসে আমাদের অবাক এবং সঙ্গে মনও খুশি করে দিয়েছেন। অন্য দিন কত পীড়াপীড়ি করতে হয়েছে সামান্য আর একটু বেশি খাবার জন্যে; বিশেষ করে মিষ্টি তো খেতেই চান না। আজ পায়েসের বাটি শেষ করে আবার "দিদিমণি, আরো একটু খাবার জন্যে যদি হুকুম করো তাও খেতে পারি। এসম্বন্ধে এই ভদ্রমহিলা কি বলেন?" বুড়ী তো উৎসাহ করে তাড়াতাড়ি আর একটু পায়েস তুলে দিল। আমাদের সকলেরই হাসিমুখ। পায়েসটা খেতে খেতে বললেন, "আজ এদের চিকিৎসাকে তো একটু চান্স দেওয়া উচিত? তাছাড়া যদি একটু ভালো থাকি দেখা যায়, তবুও আমাকে কেটেছেঁটে দুঃখ দেবে কেন? এই আজই দেখো না—আজ তো অনেকটা বেশি খেলুম? সবে তো কাল থেকে আসল ওষুধ পড়েছে। কিছুদিন এ ওষুধ চালালে নিশ্চয়ই আরো ভালো হবে। কি জানি কেন এরা অপারেশন করতে চাচ্ছে? কবির কিন্তু শরীর ভালো থাকলেও মন খারাপের জন্যে আজ চেহারাটাও খারাপ দেখাচ্ছে। আমি সে কথা রথীবাবুকে বলেছি। কমলাকান্তবাবুর মনে আজ খুব উৎসাহ একদিনেই এতটা ফল পাওয়া গেছে বলে।

১৩ই জুলাই

আজ বুড়ীর জন্মদিন। ভোরবেলা উপরে গিয়ে দেখি পশ্চিমের জানলার ধারে বসে বসে একটা খাতায় কি লিখছেন। আমাকে বললেন, "আজ আমার দিদিমণির জন্মদিন। সকালবেলা বসে কটা লাইন ওর জন্যে লিখতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু আঙুলগুলো এমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে যে হাত দিয়ে অক্ষর যেন কিছুতেই বেরোতে চায় না। আচ্ছা বসো, এটা শেষ করি।" আঙুলগুলো আড়ষ্ট বলে অতটুকু কবিতা লিখতেও খুব পরিশ্রম হল।

যখন শেষ হল আমাকে আর রানীকে (চন্দ) ডেকে হাতে দিলেন। বুড়ী তখন নীচে নেমে গেছে বাড়ি যাবার জন্যে। কাগজখানা আমাদের হাতে দিয়েই ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো। "আমি কি আর অক্ষকাল লিখতে পারি? বিধাতা আমার সব শক্তি কেড়ে নিলেন। গানের গলা দিয়েছিলেন, অনায়াসে যে কোনো পর্দায় গলাকে নিয়ে যেতে পারতুম, আর আজ কোনোমতে গলা দিয়ে যেন স্বর বেরোয় না। আগে কত অজস্র লিখেছি, আর আজ অতি কষ্টে এই কটা লাইন লিখলুম, বিধাতাকে দত্তাপহারক বলতে ইচ্ছে করে। আমার তো আর কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, অন্য লোকে কত ভালো জিনিস ওকে দেবে, আমি শুধু এইটুকু দিলাম। তাও আঙুলের জন্যে হাতের অক্ষরগুলোও আগের মতো পরিষ্কার হল না।"

এই জন্মদিবসের দানের উৎসবে
বিচিত্র সজ্জিত আজি এই
প্রভাতের উদয় প্রাঙ্গণ।
নবীনের দানসত্র কুসুমে পল্লবে
অজস্র প্রচুর।
প্রকৃতি পরীক্ষা করি দেখে
ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার,
তোমারে সম্মান দিতে পেল সে সুযোগ॥
দেবতা আর প্রতিভার যে সম্পদ দান
[illegible]
আজি তা সার্থক হল,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
বর্ণিত ...
দিয়েছ আসন।১

আমি আর রানী দুজনেই অনেক করে বললাম যে লেখাটা সত্যিই খুব ভালো হয়েছে এবং হাতের অক্ষরও খুব পরিষ্কার, মোটে কাঁপেনি বা কাঁপা দেখা

১। শেষ লেখা, নং ১২, পৃঃ ১৯।

'এনাসিন'
মাথাধরা সর্দি জ্বর ও পেশীর বেদনায়
সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User: GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

হয়নি। বার বার আমাকে প্রশ্ন করলেন, "সত্যি বলছো যে, লেখাটা ভালো?" আমি খুব জোরের সঙ্গে 'হ্যাঁ' বলাতে তারপরে একটু শান্ত হলেন। বললেন, "এইজন্যেই তো তোমাকে কাছে রাখতে চাই। আমাকে এই রকম করে ভরসা দেবে বলে।"

আজকাল সকলে সবাইই ওঁর মনে কবির মতো লিখতে থাকে যে, ওঁর সব শক্তি নিভে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে ট্র্যাজেডি। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের মন অল্পবয়সীদের দিকে এতটা ঝুঁকেছে। কারণ [illegible] অল্পবয়সী কবিদের [illegible] আরো বেশিদিন তিনি সাহিত্যকে [illegible] পারবেন। এখন দেহের [illegible] শরীর থেকে বেরোতে পারছে না, [illegible] এর পরে [illegible] হবে, তখন আর [illegible] থাকবে না। [illegible] অল্পবয়সী কবিদের [illegible] ওঁর শরীরের [illegible] এখনও এত ভালো আছে।

[illegible]

কবি যদিও মত দিয়েছেন কিন্তু সেটা নিজেদেরই বলা হলো। [illegible] কবির কাছে দিয়ে এমনভাবে কথাটা পাড়লেন যে, কবির মত না দিয়ে উপায় ছিল না।

আজকের কবিতাটা সত্যিই খুব ভালো লেগেছে, তাই প্রাণ খুলে 'ভালো' বলতে পারলাম বলে খুশি হয়েছি। কিন্তু ভালো না হলেও ওঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য হয়তো ভালো বলতাম। কথায় কথায় ওঁর এখন চোখে জল এসে যায়। বৌমা আবার যখন ফিরে এল, কবিতার কাগজখানা তার হাতে দিয়ে বললেন, "আমার হাতের তো আজকাল আর ভালো কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, তাই এই লেখাটা [illegible] দিলাম। তাও হাতের অক্ষর আগের মতো পরিষ্কার হল না। একটু যে ভালো করে লিখে দেবো, সেটুকুও পারলুম না। তুই আর কাউকে দিয়ে এটা পরিষ্কার করে কপি করিয়ে নিস।" বলেই আবার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো। বৌমা কত রকম করে সান্ত্বনা দিল—কেন তুমি ভাবছো ভালো হয়নি। সত্যিই খুব ভালো হয়েছে কবিতাটা, আমার খুব ভালো লেগেছে। আর হাতের অক্ষর তো কিছু খারাপ হয়নি, খুবই তো ভালো করে লিখেছো। তখন আবার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠলো।

[illegible] মন খারাপ করে সন্ধ্যের দিকে জ্বর ১০১.৮° পর্যন্ত উঠেছিল। আজ সকাল থেকে ভালোই মনে হচ্ছে। [illegible] ৯৮° নাড়ী ৯৬ [illegible] আছে।

প্রশান্তচন্দ্রের [illegible] কবি তাঁর জন্মদিনের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকালে [illegible] রবীন্দ্রনাথকে বলতে যে, এটার কথা তিনি যেন ভুলে না যান। নিশ্চয়ই কলকাতায় এটার আয়োজন করা দরকার। দুপুরে যখন আমি আর সুধাকান্তবাবু, কবির ঘরে ডিউটিতে ছিলাম তখন তিনি মুখে মুখে বলে সুধাকান্তবাবুকে দিয়ে একটা কবিতা প্রশান্তচন্দ্রের জন্যে লেখালেন।

২৭শে জুলাই

[illegible] পরিচয়ের জন্যে [illegible] আজ সুস্থের মতো [illegible] প্রশ্ন করলেই [illegible] বলেছেন "ভালো"। মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম কিছু নিয়ে মনটা ভার হয়েছে। [illegible] হঠাৎ বলে উঠলেন "আমার কী মস্ত ভুল! [illegible] কি একেবারে ভুলে গেছি? [illegible] কথাটা কি?" আমি সেই [illegible] অবাক হলুম। অমনি বলে উঠলেন, "ঠিক ঠিক। সকাল থেকে এটা কিছুতেই মনে করতে পারছি নে। আজ আমার স্মৃতিশক্তির হ্রাসের মধ্যে কী করে এরকম ভুল হওয়া সম্ভব হচ্ছে।"

বিকেলের [illegible] রানী কলকাতায় গেল। যাবার আগে যখন কবিকে প্রণাম করতে এসেছে, আবার তখন তাকে প্রশান্তচন্দ্রের জন্মদিনের কথা বলে বললেন, "প্রশান্তকে তোমরা জানিয়ে দিয়ো যে জন্মদিন যেন অন্যের উপরেই হয়, না হয় করে কিছু না করে।" রানী [illegible] বলে রানী চলে গেল। সেই সময় সুধাকান্তবাবু এবং আমি দুজনেই ঘরে বসেছিলাম।

১। শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত
শ্রীগীতা
মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ অনাসক্তপ্রভৃতি সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা। ৫৲ টাকা।
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম
শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সর্বাঙ্গীণ শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪৷৷০ টাকা।
ভারত-আত্মার বাণী
উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ-যুগান্তরের বিবর্তনের বাণীর ধারাবাহিক আলোচনা। ৫৲ টাকা।
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ক্লিপার
ডিলুক্স
টি. এম. আর. নং ১৬১১৭০
একটি সুন্দর কলম—ক্লিপার ১৪ ক্যা গোল্ড নিব সংযুক্ত, এই নিবে ইরিডিয়াম বসান স্বচ্ছন্দে লেখা যায়; আর আছে গোল্ড প্লেটেড ক্যাপ ও ক্লিপ। কম দামের কলমও পাওয়া যায়। একটি ক্লিপার কলম কিনুন আপনি শ্রেষ্ঠ কলমই কিনবেন।
THE CLIPPER PEN CO.
204, Hornby Rd.,
Bombay-1.

আমি কুন্দুরের লেখাটা আরম্ভ করেছি—কবির চেয়ারের পিছনে মাটিতে বসে বসে লিখি আর দরকার হলেও উঠে কাজ করি। সুধাকান্তবাবু বসে অনর্গল কথা বলে যান যদি কবি জেগে থাকেন। সেদিন রানী চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে অবনবাবুর কথা বলতে লাগলেন, "অবন কী আশ্চর্য মানুষ, সত্যিই আর্টিস্ট। ওর তুলিতেও ছবি, কলমেও ছবি। একেবারে নিজস্ব স্টাইল। ওর যদি কালো করে জয়ন্তী না করা হয় তাতে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু সেটা হবে দেশের কলঙ্ক। ও একটা পাগলা! রবিকাকার উপর চিরকাল রেগেই টান।"

আজ সকালে আমার আর নীলমণিবাবুর ডিউটি। অন্য দিন রানী থাকে, কিন্তু সে তো কাল কলকাতায় চলে গেছে। নীলমণিবাবু কি কারণে যেন শান্তিনিকেতনে তাই আজ সকালে তিনিও অনুপস্থিত।

আমি খানিকক্ষণ একা থাকবার পর যখন সাড়েটার সময়ও পাশে কেউ এল না,

ইংরাজ ও
ভারতীয়গণ
সমবেত প্রচেষ্টায়
দুর্গাপুরে
এক বিরাট
ইস্পাত কারখানা
গড়ে তুলছেন

# ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাকশন্ কোং লিঃ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ইঙ্গ-ভারতীয় সহযোগিতার এইরূপ দৃশ্য দুর্গাপুরে আজ সুপরিচিত। ভারতের এই নবীনতম ইস্পাত নগরীতে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ যন্ত্রবিদ্‌গণ নানা সমস্যা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন এবং একত্রে কাজ করে দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী বিরাট কারখানাটি গড়ে তুলছেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটেনের কয়েকটি প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানির যৌথ-প্রতিষ্ঠান ইস্কনের উপর ন্যস্ত আছে। এঁরা কাজের শুরু থেকেই ভারতীয় যন্ত্রবিদ্ এবং দক্ষ ও সাধারণ কর্মী সকলের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন।

তখন প্রশ্ন করলেন, "কী? আজ যে তুমি একা? আর কারো তো দেখা নেই এখনও? আজ [illegible] আমি [illegible] কলকাতা [illegible] কাজের [illegible] হয়েছে। আজ [illegible] একটা [illegible]

[illegible]

[illegible]

পরে সুরেনবাবুকে কাঁধ ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "আজ নবীনমাধবের পা [illegible] আমার [illegible] [illegible] আর [illegible] নেই, [illegible] পারবে কেন আমার [illegible] আজ [illegible]"

১৪ই জুলাই

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আছে, কাজেই এখনি অপারেশনটা করিয়ে ফেলা ভালো। তাতে আপনার এই যে জ্বর আর খাবার অরুচি এবং অন্যান্য উপসর্গ সব চলে যাবে। আপনি আবার বেশ সুস্থ বোধ করবেন। [illegible] আমি তো [illegible] বেশ [illegible] [illegible] শরীর [illegible] [illegible] নানা রকম উপসর্গ আছে। এ তো কিছু শক্ত অপারেশন নয়, ওটা করিয়ে ফেলাই ভালো। [illegible] আপনার শরীরের সব কষ্ট [illegible] [illegible]

[illegible] অপারেশন [illegible]


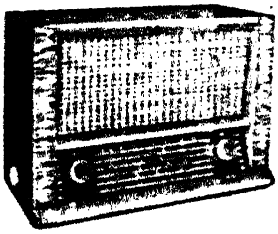
[illegible]

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স

[illegible]

ভিটামিন সমৃদ্ধ

কোলে বিস্কুট

স্বাদে ও গুণে.....আদর্শ খাদ্য।

সেই স্নিগ্ধ পরশটকু

**টাটার ও-ডি-কোলন**। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় স্ফূর্তি এনে দেবে।

**টাটার ও-ডি-কোলন সাবান**। এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

**টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।**

ভাল আছেন আজকাল, খাওয়াও [illegible] সামান্য বেড়েছে, তবুও রোজই, কম এবং নতুনও আগের চেয়ে ভাল হবে, কেন উনি মনে করছেন যে এখন [illegible] দরকার? এ প্রশ্নের উত্তর প্রায় কি রকম করে দেবো?

[illegible] পার্টিতে তাকে এর মধ্যে [illegible]। আমাদের পার্টিতে তা [illegible] হয় এখন [illegible] দিয়ে। কাজেই অনুপমবাবুর আগে যে সব কেউ পার্টি [illegible] নিয়ে হবে [illegible] সার্টিফিকেট হয়ে উঠলাম।

সন্ধ্যেবেলা আমি যখন ঘরে বসে আছি, প্রতিমাদি এলেন জয়া মিত্রের সঙ্গে হাত-পায় ছিট লেগেছে বলে। তাকে দেখেই বললেন, 'আমি, আজ সব ঠিক হয়ে গেল। এখন আমাদের কাটুরী, [illegible] [illegible] সলো সলো চোখ দিয়ে জল বের পড়লো। প্রতিমাদি শক্ত হয়ে বসে কাঁদ ছেলেকে যা যেমন করে সান্ত্বনা দেন, [illegible] করে কাঁদব পরে হাতে [illegible] দুঃখিত দিয়ে লাগলেন। আমি পরে বললাম উনি যে বললেন তাই যেন অনুপমের কাছেই [illegible] হবে না। এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

সুতরাং [illegible] উনি [illegible] [illegible] মানুষের উনি [illegible] অনেকদিন [illegible] এই কটা দিন [illegible] আমাকে যেমন আমি প্রেমিক করে [illegible] কোনদিন যে আমাকে ছেড়েই হবে [illegible] আমি জানি আমার ইচ্ছে কাঁদব [illegible] ছেড়ে—সাড়ে এই পার্টিটা ছেড়ে [illegible] পড়লে চাই [illegible] আগে আমাকে নিয়ে এই [illegible] আসতে হবে তাকে ঐ [illegible] এই কথা [illegible] লাগলো না।

সন্ধ্যার পরে বাড়ী এসে অনুপমবাবুকে ফোন দিয়ে আমরা দুজনে খেতে বেরোলাম। খাবার পরে যখন আমার ঘরে বসে আমি, প্রতিমাদি এসে আমার কাছে বসে বললেন, 'কি জানি ভাই, আমার কিছু ভাল ঠেকছে না, অনুপমবাবুর এত আপত্তি সত্ত্বেও অপারেশন করা। আজ উনি চোখের জল ফেললেন এই নিয়ে, তারপরেও কি কিছু করা ভালো হবে? কে বলবে? [illegible] আজ কি রকম ছেলেমানুষের মতো আমার কাছে নালিশ করতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।' আমি প্রতিমাদির কথায় সায় দিয়ে বললাম যে, আমারও একটুও ভালো লাগছে না উনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপারেশন করা।

(ক্রমশ)

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

[illegible]

এমন সময় দেবতারা সবাই ব্রহ্মার কাছে দরবার করলেন।

ব্রহ্মা বললেন—তোমরা বিষ্ণুর কাছে যাও। তিনি এর বিধান করবেন—

শেষে দেবতারা গেলেন বিষ্ণুর কাছে।

[illegible]


ছাতা তৈরীর জন্য

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর

মজবুত ★ মোলায়েম ★ পাকা রং

দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

নিউ প্রভাদেবী রোড, বোম্বাই ২৮

আর বক্তৃতা শুনে এসেই গরম হয়ে উঠতো। টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতো কিরণের রক্ত। কিরণ যেন ছটফট করতো ক'দিন ধরে। তার মুখে আর কোনও কথা নেই সে ক'দিন। রাগলে কিরণের মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠতো কেমন। ফরসা চেহারা ছিল কিরণের। ময়লা জামা-কাপড়ে সে রংটা সব সময় ধরা যেত না। কিন্তু একটু ফরসা জামা-কাপড় পরলেই আবার যেন অন্যরকম হয়ে উঠতো ওর চেহারা।

থিয়েটার দেখে ফেরবার পথে অন্ধকার কালী লেনের মধ্য দিয়ে আসছিল সেদিন দু'জনে। কালী লেনের গলিটা পেরিয়ে উপরে গাঙ্গুলী ফ্ল্যাট লেন। সেইখানটা এসে কিরণ অন্যদিকে যাবে। আর দীপঙ্কর সোজা যাবে নিজের বাড়ির দিকে। রাস্তাটা নির্জন হয়ে গেছে। একটাও লোক দেখা যায় না।

কিরণ থামলো এবার।

বললে—এবার তুই ঠিক যেতে পারবি দীপু?

দীপঙ্কর বললে—পারবো।

—ভয় পাবি না?

দীপঙ্কর বললে—না, ভয় কীসের?

—তাহলে তুই যা, আমি বাড়ি যাই—

কিরণ চলে গেল। দীপঙ্কর সামনের দিকে একবার চেয়ে দেখলে। টিম্ টিম্ করে সামনের বাঁকের মুখে গ্যাসটা জ্বলছে। তারপর ওই গ্যাসটা পেরিয়েই ওদের বাড়ি। উনিশের একের বি উপরে গাঙ্গুলী লেন। আবার নিজের মনেই [illegible] লাগলো থিয়েটারের কথাগুলো। সে-ও যেন এ-সংসারে অপর্ণা হয়ে গেছে। সে বললে—

মা তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি আছে জগতের
রাজা,—তুমি যদি চুরি কর, কে তোমার
করিবে বিচার!

থিয়েটারের কথাগুলো মনে ছিল না। সত্যিই তো রাজারও তো রাজা আছে। জগতের রাজা। সে সব অপরাধের বিচার করে। সব অপরাধের শাস্তি দেয়, সব অপরাধ ক্ষমা করে! সেই জগতের রাজা যদি অন্যায় করে—কে তার বিচার করবে!

হঠাৎ মনে হল চক্রবর্তীদের বাড়ির ঠিক পাশের রাস্তাটায় যেন কী একটা নড়ে উঠলো।

—কী ও-টা কী?

অন্ধকারে যেন অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এসেছে ঠিক ল্যাম্পপোস্টের কাছে। আর একটু এগোলেই গ্যাসপোস্ট এর [illegible] বাড়িতে যাওয়া যাবে। কিন্তু চলতে গিয়েও কেমন যেন চলতে পারছে না দীপঙ্কর। [illegible] সমস্ত শরীরটা ছমছম করে উঠলো। পা দুটো থর থর কাঁপতে লাগলো।

—কী ও-টা কী ওখানে?

[illegible]

সমস্ত শরীর যেন [illegible] গেল এক মুহূর্তে। দীপঙ্করের প্রাণপণ আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করলো সমস্ত শক্তি দিয়ে কিন্তু ভয়ার্ত মূর্তিটা সেই অন্ধকারের মধ্যেই আরো জোরে বিকট এক হাসি হেসে উঠলো। আর সেই নিষ্ঠুর হাসির প্রতিধ্বনিতে উপরে পাথরের জেলের সমস্ত অন্ধকারের কালো পাথরগুলো ভিজে এবং শব্দে খান খান হয়ে গেল।

মা জেগেই ছিল। [illegible]

[illegible]

বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন

পরিবেশক:
জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

[illegible] —তুই কোথায়? তুই [illegible] নেই, এই [illegible]

[illegible]

[illegible]

বিনিময় আমার মেজ কাকার বাইরে আমার বেরিয়ে এসেছিল। [illegible] সেদিন আমার জেনারেল চন্দ্রবিন্দু। [illegible]

[illegible]

কিরণ বললে—[illegible] আর [illegible]—

[illegible] কিরণ।

নতুন ও [illegible]

[illegible]

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের

# বন্দরের কাল

[illegible]

"Brilliant !"

[illegible]

"Bhattacharya is a breezy writer who handles the theme and his phrases with an easy grace, no labouring or efforts for effect about him."

—Hindusthan Standard

[illegible]

মুক্তাগার মা — [illegible]

[illegible]

বক প্রসঙ্গ — [illegible]

[illegible]

সাহিত্য জিজ্ঞাসা — [illegible]

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন

[illegible]

কলিকাতা—৭

হতে তাদের কোলে দিয়ে তিনি নিজে হয়ত নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যবিধাতা তাঁকে শেষপর্যন্ত বাঁচতে দেন নি।

কিন্তু সে অনেক পরের ঘটনা।

আবার সেই চন্ডীবাবুর বাড়িতেই যেতে হবে। রাস্তায় লোকজন বিরল হয়ে এসেছে। দীপংকরকে নিয়ে আবার তার মা সেই পথেই চললো। [illegible] তলাটা পেরিয়ে একটা মোড় ঘুরেই চন্ডীবাবুর বাড়ি। বাড়িটার দক্ষিণে বাগান। চারদিকে চেয়ে দীপংকরের তখনও ভয় ভয় করছিল।

মা বললে—কিছু ভয় নেই, আমি তো রয়েছি—এসো—কই, কোথায় ভূত?

দীপংকর এতক্ষণে যেন সামনে চোখ মেলে চাইতে পারলো। সেই অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যে যেন তখনও ভূতটা সেইরকম হাসছে। ঠিক সেই দাঁত বার করা হাসি হাসছে যেমনি আগেকার মতন।

দীপংকর বললে—ওই দেখ—ওই তো—

মাও দেখলে খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে। এপাশ ওপাশ থেকে ভালো করে নজর করে দেখতে লাগলো মা।

দীপংকর বললে—দেখলে তো, আমি বলেছিলুম—

মা বললে—আচ্ছা, এদিকে এসো তো—

বলে চন্ডীবাবুর গেটের কাছে গেল। গেটের পাশেই দারোয়ানের ঘর। তারা সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু গেটের ওপর গ্যাসবাতিটা জ্বলছে দপ্ দপ্ করে। ঘরটার দরজা বন্ধ। সবাই ঘুমে অসাড়। বাড়িতে কে আর কোথা থাকবে তখন।

মা ডাকলে—রামধনি, ও রামধনি—

একবার ডাকতেই রামধনি সাড়া দিলে।

মা বললে—রামধনি একবার বাইরে আসবে বাবা—

রামধনি বাইরে এল। বাইরে এসে বললে—কৌন্?

মা বললে—আমি দীপুর মা বাবা—তোমাদের বাগানের দিকের আলোটা একবার জ্বালবে বাবা? ওই বাতিটা একবার জ্বালতে পারো?

রামধনি পুরোন লোক। মা-ও পুরোন লোক। রামধনি সেই অন্ধকারেই চিনতে পারলে মাকে।

বললে—কে? দীপুর মা? কী চাই গো দীপুর মা?

মা বললে—তোমাদের বাগানের দিকের আলোটা একবার জ্বালো তো রামধনি, একটিবার জ্বাললেই হবেখন—

রামধনি আলোর সুইচটা টিপতেই বাগানের দিকটা আলো হয়ে গেল। মা দেখলে, দীপংকরও দেখলে। বাগানের লাউ-মাচার ওপর একটা বাঁশের লাঠির ওপর একটা সোলার টুপি বসানো। মুখে একটা মাটির কালো হাঁড়ি। তার পরে একটা ছেঁড়া জামা। হনুমান তাড়াবার জন্যে একটা মানুষের মূর্তি করা রয়েছে। হাওয়ায় টুপিটা দুলছে অল্প অল্প। জামাটার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ। অস্পষ্ট, অদ্ভুত। দিনের বেলা বাগানের ওপাশ দিয়ে গিয়েছে দীপংকর। কখনও নজরে পড়েনি তো।

মা রামধনিকে বললে—এবার আলো নিভিয়ে দাও রামধনি—

ভূত কেমন আছে দেখলে তো তুমি।

তারপর দীপংকরকে বললে—দেখলে তো,

সেদিন মা-ই সেই অত রাত্রে চোখের প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ভূত বলতে কিছু নেই পৃথিবীতে। ভূত বলতে কোনো [illegible] লোকে যে মানুষের অলীক কল্পনা শুধু। কিন্তু যত বড় হয়েছে দীপংকর ততই বুঝেছে মা ঠিক জানতো না। একদিন হয়ত ভূত বলতে কিছু ছিল না সত্যি। কিন্তু আবার ভূত হয়েছে। আবার ভূত জন্মেছে পৃথিবীতে। আবার মানুষের সংসারে অসংখ্য ভূতের আমদানি হয়েছে। তাদের চেহারা তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সবই ঠিক মানুষের মত কিন্তু আসলে তারা মানুষই নয়। তারাই ভূত। মানুষ নাম নিয়ে তারাই মানুষের সমাজে ঘুরে বেড়ায়। আর দরকার হলে ভয়ও দেখায়। আবার দরকার হলে চোখের আড়ালে কখনও অদৃশ্যও হয়ে যায়। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা দীপংকরের।

সেদিন হাজি কাশিমের বাগান থেকে [illegible] রাস্তাটা ঘুরে নিয়েই পৌঁছেছিল মন্দিরের দিকে। প্রথমে মায়ের মন্দির। মায়ের মন্দিরে কয়েকটা জবা ফুল দিতে হয়। তারপর সত্যনারায়ণ, তারপর গণেশ, তারপর জগন্নাথ, তারপর শীতলা আর ভুবনেশ্বরী।

দীপংকর বললে একটু, [illegible]—

[illegible]

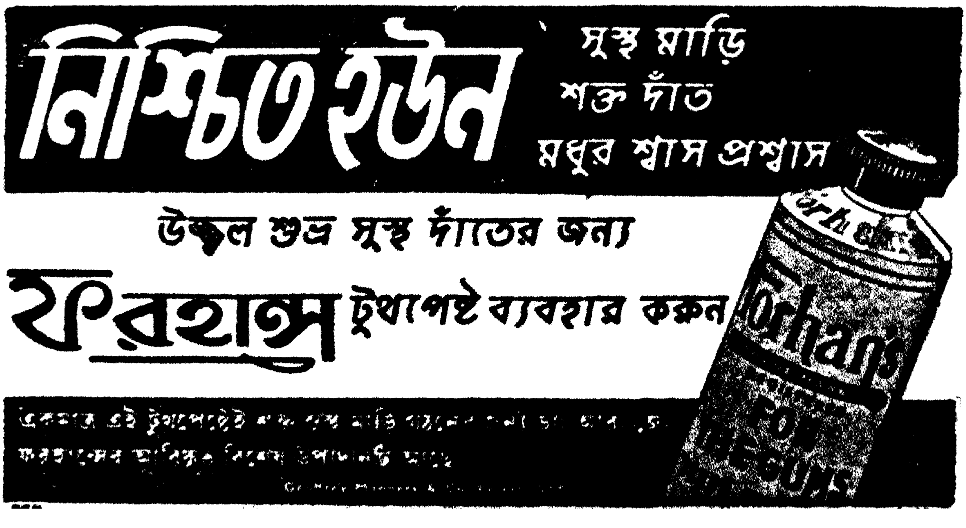


[illegible]

বং। ওদের ভীড় হবে। ওরা পাণ্ডাদের ভালো দক্ষিণে দেয়। ওদের দেখলে পাণ্ডারা বেশি খাতির করে। দীপঙ্করকে খাতিরই করে না কেউ। একটা পয়সাও প্রণামী দেয় না দীপঙ্কর। শুধু [illegible] কি [illegible] মা-কালীর?

হঠাৎ [illegible] একটা বৃষ্টির ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়লো গায়ের ওপর।

দীপঙ্কর [illegible] এসে দাঁড়াল। মাথাটা ভিজবে না এখানে দাঁড়ালে। চিঠিটাও ভিজবে না। লক্ষ্মীদির চিঠিটাও পকেটে রয়েছে। [illegible]

[illegible]

শেষবারের মত সিগারেটটায় টান দিয়ে ভদ্রলোক বলে—[illegible]

বলে সোজা পুব দিকে [illegible] করে হাঁটতে আরম্ভ করে।

তারপর দীপঙ্কর আস্তে আস্তে [illegible] দক্ষিণ [illegible] দিয়ে আবার [illegible] দিকে যেতে। [illegible]

[illegible]


"বড়দিন"-এ যে জীবনের শুরু—
তারই যবনিকাপাত ঘটেছে
[illegible]

প্রাক্তন ৪॥০

•

[illegible]

ছাড়পত্র ১॥০

[illegible]

•

[illegible]

শেষ প্রান্তর [illegible] ৪॥০
চার প্রহর মাহমুদ আহমদ ২,
বড়দিন বরেন বসু ৫,
[illegible] গোলাম কুদ্দুস ৪,
বাঁদী গোলাম কুদ্দুস ৩,
[illegible]

সাধারণ পাবলিশার্স
[illegible] কলিকাতা ১২

তাজ মার্কা
কাজল নিম
দৃষ্টিশক্তি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক
এস, মেহের এলাহি মোঃ সফি
৩৭, লোয়ার চিৎপুর রোড-কলিকাতা-১
মূল্য - ৫০ ন.প.।
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকানেও পাওয়া যায়



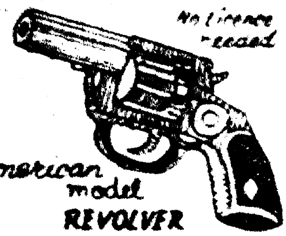


[illegible]

নিউ ইয়র্ক এজেন্সিজ (ইণ্ডিয়া)
পোষ্ট বক্স নং [illegible] বোম্বাই—২।

নয়। ভবানীপুরে কিছু কিছু লোকের ওই রকম চেহারা। গোড়াবাজারে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে ও রকম লোকদের দেখেছে দীপঙ্কর। যেদিন সেই পুলিসের ডেপুটি কমিশনার [illegible] চট্টোপাধ্যায়কে খুন করে পালিয়েছিল সেদিন দীপঙ্কর দেখেছিল ওই-রকম চেহারার দুজন লোককে। কোট-প্যান্ট পরা নয়, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে। বেশ ফরসা টকটক করছে গায়ের রং। কোঁচানো ধুতি, হাতের আঙুলে সিগারেট। দুম্ দুম্ দুটো শব্দ হবার পরই লোক দুটো তাদের পাশ দিয়ে [illegible] চলে গিয়েছিল।

মনে আছে দীপঙ্কর সেদিন লক্ষ্মীদির চিঠিটা নিয়ে বাড়ি আসছিল, হঠাৎ দেখলে কিরণ দৌড়ে আসছে—

সামনে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—সর্বনাশ হয়েছে রে দীপু—

নিশ্চয় কিরণের বাবা মারা গেছে!

দীপঙ্কর হাঁ করে চেয়ে রইল কিরণের মুখের দিকে।

কিরণ বললে—তোর কাছেই যাচ্ছিলাম—

—কেন? কী হলো?

কিরণের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—তোর বাবা মারা গেছে নাকি? কখন?

কিরণ বললে—না, [illegible] [illegible]—কী হবে?

[illegible] কী হবে? [illegible] কী হবে [illegible] কিরণের মুখ যেন [illegible]। [illegible] দীপঙ্করের দিকে চেয়ে রইল।

কিরণ বললে—[illegible]

হিউলেট্স মিক্সচার
বদহজম এবং খাওয়ার পর
পাকস্থলীর ব্যথায়
দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে

হিউলেট্স মিক্সচার
সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৬০/৩, [illegible] স্ট্রীট, কলকাতা-[illegible]

দীপঙ্কর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। সেও হাঁ করে চেয়ে রইল কিরণের মুখের দিকে। সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল কিরণের চোখে। বাবাই যদি মরে যায়, তাহলে কী করে সংসারের খরচা চালা হবে। কী করে কিরণের বাবার [illegible] হবে। কী করে কিরণের বাবার [illegible] হবে? [illegible] হবে। [illegible] হবে কী করে। সেদিন কিরণ যেন [illegible] সমস্ত সমস্যার কোনও সমাধান না পেয়ে [illegible] হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

দীপঙ্কর [illegible] —টাকার কথা বলছিস না?

কিরণ বললে—[illegible]

[illegible]

[illegible] —তো এই যে সে [illegible] দেখা। [illegible] দীপঙ্করকে।

[illegible] দিতে। [illegible]— [illegible] সেই কথায় যদি না [illegible]

মধুসূদনের বড়মা একবারটি [illegible]

[illegible]

DESHBANDHU PASSES AWAY
A Bolt From The Blue

[illegible]

(ক্রমশ)


শিবানী

[illegible]

(সি ২২৮১)

শ্রীআয়ুর্বেদাশ্রমের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট

শ্রীআয়ুর্বেদাশ্রম

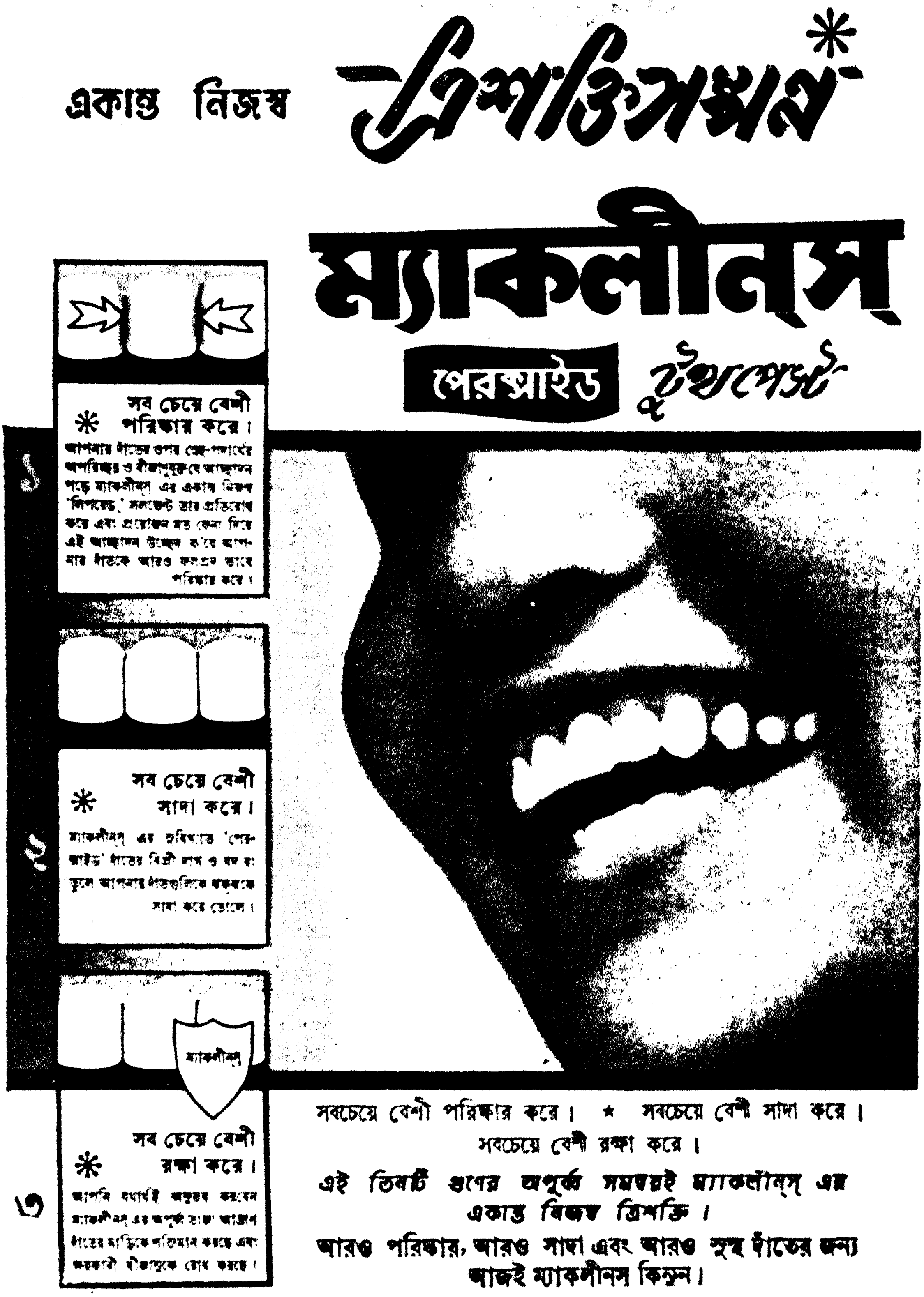
একান্ত নিজস্ব
ম্যাকলীন্‌স্
পেরক্সাইড টুথপেস্ট
১
সব চেয়ে বেশী
পরিষ্কার করে।
২
সব চেয়ে বেশী
সাদা করে।
৩
ম্যাকলীন্‌স্
সব চেয়ে বেশী
রক্ষা করে।
সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। ★ সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।
এই তিনটি গুণের অপূর্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।
আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য আজই ম্যাকলীনস কিনুন।

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

(১৭)

সেদিনের সেই সব ডাকাতদের ব্যাপারে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হাঁটতে হাঁটতে আসত এই গাড়ির [illegible]।

[illegible] ঠাকুর—ঠাকুর!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যাই হোক, এই যে ডাকাতদের কথা

[illegible]

---

## ফলিত জ্যোতিষ

[illegible]

---


**READ !**

Bidhu Bhusan Das Gupta's

**SELF-TAUGHT SERIES**

1. **LEARN BENGALI** (yourself) 2.50
(Through English—2nd. Edition)

2. **LEARN HINDI** (yourself) 3.00
(Officers' guide-through English)

3. **রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ** 1.80
[illegible]

4. **বাংলা ভাষা প্রবেশ** 1.25
([illegible] 2nd Edition)

5. **বাংলা সাহিত্য পাঠ** .85
([illegible])

6. **হিন্দী বাংলা কথোপকথন শিক্ষা** ([illegible]) .85

7. **বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী—ত্রিভাষা শব্দবোধ** .85
([illegible])

8. **রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা**
([illegible])

**Das Gupta Prakashan**

3, Ramanath Mazumder Street, Cal-9.

আমার স্কুলের পড়া যথারীতি চলেছে, বাড়িতেও পড়ছি। বিকেলের দিকে একটু হাওয়া অঞ্চলে বেড়াতে যাই, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাও হয়, গল্প-সল্পও হয় কিছু। শুনলাম, ক্লাব উঠে গেছে। আমি ত যেতাম না, অন্যদের মধ্যে কেউ চাকরির সন্ধানে ঘুরছে, কারুর বা বিয়ের কথা হচ্ছে, কেউ বা বিয়ে করে রীতিমত সংসারী হয়েছে, অভিনয়ের নেশায় ভাঁটা পড়ে গেছে। ওদিকে ক্লাবের চাঁদাও ওঠে না, বাড়ি-ভাড়াও বাকী পড়ছে, সুতরাং ক্লাব উঠবে না ত কী হবে?

এদিকে দেখতে দেখতে আমার টেস্ট পরীক্ষা এসে গেল, অ্যালাউ-ও হলাম টেস্টে। টেস্টের পর স্বভাবতই দু-চার দিন পড়াশুনোর বিরতি থাকে। এই বিরতি পাওয়া মাত্রই হঠাৎ থিয়েটার দেখার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল। মার কাছে গিয়ে আবদার করে বসলাম। চাইলাম দুটো টাকা। তখনকার দিনে এক টাকার টিকিট। যাবার সময় ট্রামভাড়া [illegible] পয়সা। আমাদের সময় [illegible] ঘোড়ার গাড়িতে [illegible] আনা। বাকী পয়সা জলখাবার—পান—সিগারেটের জন্য যথেষ্ট বলে ধরতে হবে।

স্টার থিয়েটার তখন পরিচালনা করছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়। নাট্য-রসিক সেক্সপীয়রের মার্চেন্ট অব ভেনিস অবলম্বনে নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "সওদাগর" প্রথম চলছে। এই সওদাগর দেখবার ইচ্ছা। সাধারণত স্টার থিয়েটারে স্কুল-কলেজের ছেলেরা যেতে চাইত না। তাদের ছিল—মিনার্ভা—কোহিনূর, এই সব দিকের প্রীতি থিয়েটারগুলি। হৈ-চৈ করতে করতে যেত দলবলে, থিয়েটার দেখতে দেখতে চিৎকার, হাসাহাসি করত, একদল বলছে—'এনকোর—এনকোর' আর একদল বলছে—'নোমোর—নোমোর', এই সব কলাদলি হতে হতে হঠাৎও শুরু হতো, অন্যান্য তাদেরও প্রবৃত্ত হতো। অনেক সময় মাতাল দর্শকও উপস্থিত থাকত থিয়েটারে। কোন কোন লোক অভিনয় দেখতে দেখতে অযথা নানারকম মুখভঙ্গী করতো, মুখে করত নানারকম শব্দ আওয়াজ। আর যেসব বুড়ো দর্শক যেতেন, তাঁরা ঠিক চিনে ফেলতেন সেই সব লোকদের। বলতেন—এটার এসেছে সেই মর্কটরা লোক!

তখন একটা ব্যাপার হতো, বড়ো বড়ো অভিনেতাদের অভিনয় এবং বিশেষ করে সেই রাতের প্রথম অভিনীত নাটকটি লোকে মনোযোগ দিয়ে শুনত। [illegible] নাটকের অভিনয়। এতে লোকের উৎসাহও হতো।

স্টারে এমন চলত না। কোনো রকম হৈ-হল্লা বা গোলমাল সেখানে সহ্য করা হতো না। [illegible] কর্তৃপক্ষ [illegible] ছিল [illegible]

[illegible]

স্টার থিয়েটারে ও মিনার্ভাতে না গেলে একটা বড় দুঃখ।

বড় হওয়ার পর এই আমি প্রথম এলাম স্টারে। তবে অমরবাবু যখন এই থিয়েটারের লেসী, তখন পুরানো স্টারের কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। স্টারের তৎকালীন স্বত্বাধিকারীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরিপ্রসাদ বসু। তিনি বসে আছেন তাঁর অফিস ঘরটিতে, মনে হতো যেন পুরানো স্টার থিয়েটারের ইতিহাস-বিজড়িত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পুরানো ঐতিহ্যকেও তিনি ধারণ করে আছেন। প্রেক্ষাগৃহের দক্ষিণ দিকে যে খোলা বারান্দা ছিল, এখন সেটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে, তার পশ্চিম দিকে ছিল তাঁর ছোট্ট অফিস ঘরটি। [illegible]

[illegible]

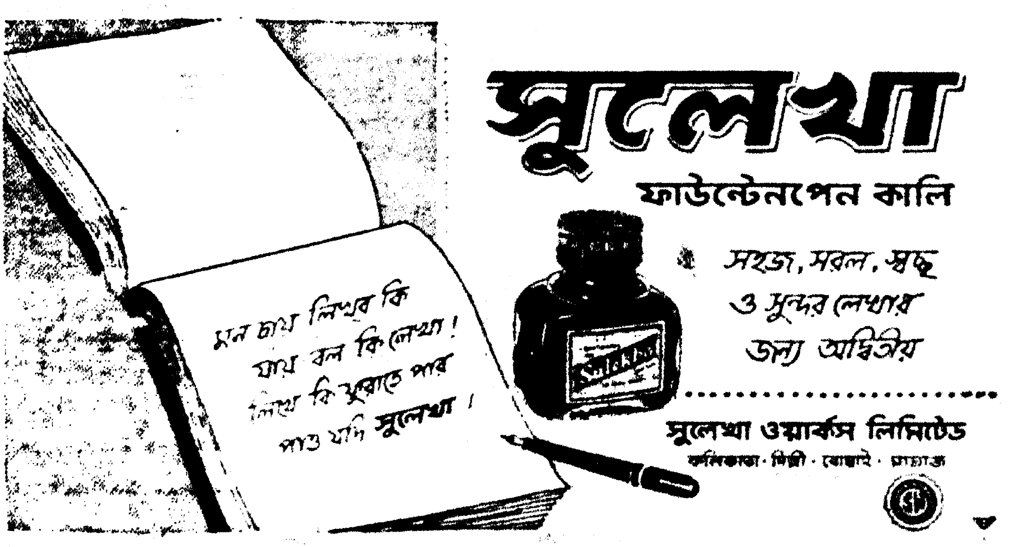

বিদেশী চরিত্রের বিদেশী নাম যথাযথই রেখেছিলেন, যেমন, মার্কাস, মার্সিয়া, লেভো, পম্পিয়া—ইত্যাদি। এই নাটকটিও খুব [illegible] সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং অমরবাবু খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন, সুখ্যাতিও লাভ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। কিন্তু [illegible] মনে হয় যে নাটক [illegible] তার ওপরে, অমরবাবুর [illegible] ভালো [illegible] না, অভিনয় করতে [illegible] [illegible]

[illegible] লোকে যা দেখেনি বলে সে প্রয়াস আর করেননি। [illegible] এবং নিজে [illegible] এর ওঁর যে অভিনয় দেখেছিলাম, তাতে ইংরেজী ফিল্ম বা নাটকের অপ-

ভঙ্গিমায় বা ভাবপ্রকাশের অনুসরণ ছিল সুস্পষ্ট। ফলে, অভিনয় [illegible] ছবির মতো। কোনো বিশেষ মুদ্রা বা ম্যানারিজম্ নেই, কণ্ঠস্বরে [illegible] বা সুরেলা আবৃত্তির ঝোঁক নেই। তাঁর সুন্দর, স্বচ্ছ, স্বাভাবিক যে অভিনয়—কোথায় তাঁর চিৎকার, কোথায় তাঁর [illegible] অভিনয়! [illegible] এই ভূমিকায় [illegible] [illegible]

সাঁকোর ওপর অন্ধকার থেকে আলো হাতে করে উঠে আসছেন। প্রথম তাঁর মাথা, তারপর দেখতে পেলাম তাঁর পূর্ণ অবয়ব, এক হাতে আলো, অন্য হাতে লাঠি, সাঁকোর উপরে উঠে এলেন। [illegible]

[illegible]

একটুও সময়চ্যুতি ঘটেনি, যেন সময়ের ফুল দিয়ে গেঁথে তুললেন অপরূপ এক মালা! মনটা ভরে গেল। এই এতক্ষণ ধরে যে নির্বাক অভিনয় হতে পারে, তখনকার বাঙলা মঞ্চের, তা এর আগে কেউ দেখেছেন বলে জানি না, প্রবীণদের প্রশ্ন করেছি, তাঁরাও সাক্ষ্য দিতে পারেন নি। আমিও দেখেছিলাম সেই প্রথম।*

ওর পরে পুরানো বইয়ের পুনরাভিনয় একবার করেছেন বটে, কিন্তু নতুন ভূমিকায় এই-ই তাঁর শেষ অভিনয়। পরে জেনেছি, ১৯১৫-র ৪ঠা ডিসেম্বর ছিল 'সওদাগর'-এর প্রথম অভিনয়-রজনী। আমি প্রথম রজনীর অভিনয় দেখিনি, দেখেছিলাম পরবর্তী সপ্তাহে ১১ই ডিসেম্বর—শনিবার। প্রচণ্ড জ্বর নিয়েও তিনি নাকি ঐদিন 'কুলীরক'-এর ভূমিকা করেছিলেন। শুনেছিলাম, এর পরের দিন—রবিবার, ১২ই ডিসেম্বরই ছিল অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। 'সাজাহান'-এর 'ঔরংজেব' সেজেছিলেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হবার আগেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, তিনি আর অভিনয় করতে পারলেন না। ৬ই জানুয়ারি, ১৯১৬ সালে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন।

'সওদাগর'-এর পর আর দেখা হয়নি থিয়েটার। কারণ পরীক্ষা সামনে। সেনেট হলে পড়েছিল আমার সীট। ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সেনেট হলের বড়-বড়ো থাম চোখে পড়েছিল বটে, কিন্তু ভিতরের চেহারাটা জানা ছিল না। পরীক্ষার সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে থামের নীচে যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, বুকের মধ্যটা কেঁপে উঠল। চেয়ে দেখি, কী বিরাট হল! কত ছেলের সঙ্গে তার অভিভাবক বা মাস্টারমশাই এসেছেন, আমার সংগে কেউ নেই, আমি একা। চারিদিকে সব অচেনা, চেনা-শুনো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আশেপাশে, পরিচিত সহপাঠীরা কে যে কোথায় ছড়িয়ে আছে, কে জানে! এমন কেউ নেই যে, একটু সীটটা দেখিয়ে দিয়ে সাহায্য করে। নিজে নিজেই খুঁজে খুঁজে নিজের সীট-নম্বর বার করলাম। বসলাম পরীক্ষা দিতে। কয়েকদিন ধরেই পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে মনে হলো, ভালোই দিচ্ছি।

বাড়িতে, মাস্টারমশাই বা পণ্ডিত মশাই, প্রশ্নপত্র দেখে প্রশ্ন করে দেখছেন, ঠিকমতো পরীক্ষা দিচ্ছি কিনা। বলছেন—ভালোই হচ্ছে।

মা-বাবা কিছুই জিজ্ঞাসা করতেন না।

শেষ হলো পরীক্ষা। এবার পড়ার ছুটি—কয়দিন না হয় বেড়াচ্ছি। এই ছুটিতে কিন্তু স্কুলের দিকে মন গেল না, মন গেল থিয়েটার দেখার দিকে। তার [illegible] আবার [illegible] মাস কয়েক চলিয়া গেলো, তা দিয়ে থিয়েটার দেখাটা চলে গেছে। শেষে [illegible] আমার থিয়েটার দেখার প্রচণ্ড নেশা।

ক্রমে ক্রমে পরীক্ষার ফল বেরোবার দিন ঘনিয়ে এলো। [illegible] খুঁজে [illegible] নাম আর পাওয়া গেল না। পরে জানা গেল [illegible] ফেল করেছি—অংকে। [illegible] মনে পড়ে সেই [illegible] পণ্ডিত মশাইয়ের কথা। [illegible]

পাশ না করার জন্য খুব যে আঘাত পেয়েছিলাম তা নয়। [illegible] আর সাধনা দিয়ে পড়াশুনো করে উঠতে যা আমি করিনি। স্কুলে পড়াই [illegible] যথাসাধ্য করেছেন, কিন্তু আমার মনোনিবেশ হয়নি [illegible] ভালোই হলো। হলো না, কী আর করা যায়। বাড়ির সবাই, মুখে কিছু না বললেও ভিতরে-ভিতরে আঘাত পেয়েছিলেন খুব। এবং সম্ভবত, আমার উপরে আর কোনো সম্ভাবনাই তাঁরা দেখতে পাননি। সুতরাং আমি হলাম মুক্ত, স্বাধীন। কোনো কাজ নেই, কোনো কাজে বাধা-নিষেধও নেই। এর পর আমি যে কী করব, তা আমিও যেমন জানি না, আমার বাবা-মাও তেমনই কোনো কূলকিনারা পেলেন না।

আমার বাবার ব্যবসা ছিল অন্য অন্য বাইরের কারবারেও। চাল, পাট, হরতকী, জংলালি কাঠ, এই সব নানা [illegible] থেকে কেনাকাটার ব্যবসা। এসব মাল কিনে এনে কলকাতার আড়তে বিক্রী করা হতো। বাবা এই সব কাজে আগে-ভাগে আমায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সে-কাজ যদি শিখতে পারতুম, তা হলে আমাকে দ্বিতীয় বার স্কুলে এসে ভর্তি হতে হতো না, পরীক্ষা দিতে আর

---

* দর্শকদের সামনে এতক্ষণ কথা না বলে থাকা, এ-ছিল তখনকার প্রচলিত বিশ্বাসেরও বিরুদ্ধে। এই বিশ্বাস যে তিনি ভেঙে দিলেনই, উপরন্তু মূকাভিনয় করে অতক্ষণ দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখা, এ-রকম শক্তির পরিচয় নয়। দর্শকদের সামনে কথা না বলে বহু কথা বলা, এতে করে যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি।


জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
৩৫—৩৩৩১
১৬৬সি, রিজেন্ট [illegible] রোড, কলিকাতা-৬

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা — অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায়
নানালা — ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ কলিকাতা ৭

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা
একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার
উপক্রমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সমন্বয়" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে বাহ্যটি রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় লিপিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্বন্ধ তথ্য, ভেষজ-লক্ষণ সংগ্রহ, রেপার্টরী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাণুতত্ত্ব বা জীবাণুর রহস্য এবং মল-মূত্র-রক্ত পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ। মূল্য—৮.৫০ নয়া পয়সা মাত্র।
এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

কেনও করা হয়ো না। ১৯১১-র দেশে পূর্ণিয়া জেলার উত্তরে নেপাল সীমান্তে 'মোরং' বলে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। আকাশ পরিষ্কার থাকলে মোরং থেকে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণীও চোখে পড়ত। মোরেরা পরত [illegible] মতো পোশাক, নীচু থেকে বুক পর্যন্ত ঝুলে, ঢাকা দেওয়া। এই মোরং-এর কাছে 'কিস্কা' [illegible] বলে একটা জায়গায় ঘাঁটি হয়েছে, সেখানে ছিল আমাদের তাঁবু। চারদিকে [illegible] না পাটকাঠির বেড়া দেওয়া, মাথায় খড়ের চাল, আর মেঝের ওপরে [illegible] পাতা। [illegible] ভাবতাম, [illegible] [illegible] দেওয়া [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] এই শহর, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] থেকে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এর পর ১৯১৩ সালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধু, [illegible] বাড়ি। সেই [illegible] বন্ধু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সে-এক [illegible] বটে!

[illegible] [illegible] [illegible]। একটি [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

করলাম, তার সামনে ছিল টিনের বেড়া-দেওয়া একটা জায়গা, মালপত্তর ওজন করবার জন্য। সেইখানে ঐ [illegible] [illegible] কম্বল বিছিয়ে, বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে, শুয়ে পড়লাম। [illegible] [illegible] কম্বলটি গায়ে মুড়ি দিয়ে শুয়েছি ঘুমে, নিদ্রাভঙ্গ একেবারে সেই ভোরবেলায়। ভোরেই রওনা হয়ে পৌঁছলাম [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] নিয়ে ফিরে এলাম এক-সময়। খাবার [illegible] কিছু নেই, তবে [illegible] সহায়তায় কিছু চা-বিস্কুট সংগ্রহ করা গিয়েছিল অবশ্য। তাই খেয়েই [illegible] পিঠ দিয়ে বসে দেখতে লাগলাম [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]। কিছুক্ষণ পরে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলাপ-সালাপ করতে এলেন [illegible] ভদ্রলোক।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল এ-অঞ্চলে। সেই [illegible] থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শনী-এর জন্য।

—কীসের প্রদর্শনী? [illegible] জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁর [illegible]—[illegible]।

[illegible] [illegible]—[illegible]। এ-অঞ্চলে [illegible]।

তাঁর [illegible]—আমরা [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে।

—[illegible]।

[illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible] করলেন একটা [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] কষ্ট এটুকু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible], এতে আর [illegible] [illegible] না।

[illegible] [illegible] এসে প্রশ্ন করলেন—[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] থেকে?

তাঁর উত্তর দিলেন—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শনী হবে।

এই প্রদর্শনীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] এলো, [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

—কিন্তু কোথায় হবে?

[illegible] বললেন—[illegible] [illegible] একটা জায়গা আছে, সেখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]।

(ক্রমশ)

বিশ্বপরিচয়

দি রিলিফ
২২৬, আপার সার্কুলার রোড
এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়
দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা
সময়:—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও
বৈকাল ৫টা থেকে ৭টা

ডাক্তার হউন
[illegible]
Indian Homeopathic College
(DC.) Jullundur City.

প্রভু এণ্ড কোম্পানীর
শান্তিরস সালসা
রক্তশোধক বলবর্দ্ধক
বাত ও [illegible] নাশক
[illegible], অপার চিৎপুর রোড
[illegible] কলিকাতা

হোম সাইন প্রোজেক্টার
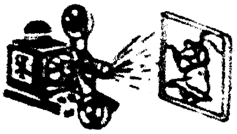
[illegible]

টিমা কোং

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

# চমৎকার!

# ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিলে হাসি আর মুখে ধরে না! বাচ্চাদের জন্যে অদ্ভুত ভালো এই ব্রিটানিয়া বিস্কুট—ওদের দৈনন্দিন খাবারে প্রায়ই যেসব জিনিসের অভাব থেকে যায় সেই স্বাস্থ্য ও শক্তিপ্রদ পুষ্টি ও ভিটামিনে ভরপুর। আপনার ছেলেমেয়েদের ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিন—এই বিস্কুট খুব সহজে হজম হয়!

বড়দের মধ্যে যাঁরা কেবল ভালো জিনিসই চান তাঁরা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই নিয়ে থাকেন, কেননা স্বাদে ও গন্ধে ব্রিটানিয়ার তুলনা নেই।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

( BC 3020 )

# প্রথম কদম ফুল

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২[illegible]

উপহারের অনবদ্য গ্রন্থ
কবি নজরুল ইসলামের

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স

টুনটুনি? পাখি?' চোখদুটো বড়-বড় করে তাকাল সেন্টু।

'হ্যাঁ, শোননি সেই টুনটুনির গল্প?' প্রশান্ত ছেলেকে কোলে তুলে নিল। সেই যে 'এক টুনিতে টুনটুনাল, সাত-ও রাণীর নাক কাটাল'—সেই টুনি পাখি। মনে নেই সেই গল্পটা?'

কত জনের কত গল্প শুনেছে সেন্টু, বয়ে গেছে তার সব মনে করে রাখতে। তার শৈশব কৌতূহলে যেটা সহজে অব্যবহিত তারই থেকে সে প্রথম প্রশ্ন করল: 'সেই পাখিটা কোথায়, বাবা?'

'তার তো উড়ে যাবার কথা। কিন্তু যায়নি এখনো। আনাচে-কানাচে ঘুরছে। সকলের নাক কাটিয়ে দিয়ে তবে যাবে।' প্রশান্ত ছেলেকে [illegible]

'বা সবাই মিলে আমরা সেই পাখিটাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না?' [illegible] উঠল সেন্টু। [illegible] থেকে [illegible] তুমি—তুমি নাও তোমার ছাতাটা। [illegible] দেখাচ্ছে মজা।

প্রশান্ত বললে, 'এ টুনিকে তাড়ানো [illegible] সহজ। জানিস, এ [illegible] টুনি। এর প্রকাণ্ড নাক। এর জন্য [illegible] নীল আলো আসে, [illegible] আসে। ঠাকুর আসে, চাকর আসে [illegible] টেবিল-চেয়ার আসে—ক্রমে ক্রমে আরো কত আসবে তার ঠিক কী! একে তাড়ানো কি আমাদের সাধ্য?'

বাবার এ যুক্তি মানতে রাজি নয় সেন্টু, কিন্তু সে কথায় কান দেবার আগে তার চোখ গিয়ে পড়ল মায়ের উপর। নাক-মুখের থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়েছে নন্দনা।

'দেখ, দেখ' উৎফুল্ল হয়ে উঠল সেন্টু: 'আছে, আছে, মার নাক আছে।'

'ও, আছে নাকি?' প্রশান্ত নির্লিপ্ত মুখ করল, 'কিন্তু ফিউচার নেই।'

সে আবার কী জিনিস জানতে বাকি নয় সেন্টু। মার নাক যে রক্ষা পেয়েছে, তাতেই সে [illegible] খুশি। টুনি তো [illegible] নাক কাটিয়েছিল। আমরা তো গরিব। আমার মা তো আর রাণী নয়।

[illegible] ফিউচার নেই [illegible] ফিউচার।'

[illegible]

[illegible] সেন্টু [illegible] নন্দনা অন্ধকার দিয়ে উঠল, 'আমি ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি নই, আমি এক্ষুনি-এক্ষুনি এর বিহিত চাই।'

'আমিও। কিন্তু কী বিহিত বলো?'

'আমাকে কয়েক মাস বাপের বাড়িতে রেখে এস।'

'তাতে লাভ কী? সেখানেও নো ফিউচার।' বললে প্রশান্ত। 'সেই তো ফের ফিরেই আসতে হয়, তা হলে ঐ যাওয়ার ঠেক কী?'

'[illegible] ছাড়া তুমি-প্রায় নিরাবেগী' [illegible] আর মিল আমার নন্দনা, তোমাকে একলা ফেলে [illegible] চলবে না।'

'আর তোমারই যেন খুব [illegible]' [illegible] প্রশান্ত, 'সেই তো [illegible] তোমার সেন্টু [illegible] একটা [illegible]'

[illegible]

[illegible]

আজ্ঞা বাঁচুক প্রগতি নয় সবচেয়েই প্রকট বহুৎ প্রতিবাদ।'

'তা হলে তুমি কী ভাবছ?' উৎসাহে দু পা এগিয়ে এল কমলা।

'ভাবছি না, ভেবে ঠিক করে ফেলেছি।'

'কী?'

'এই বাড়ি, এই সংসার ছেড়ে দেব। অন্যত্র বড় ভাড়া নেব।'

ঠিক হলের মত কথা। কমলার মুখ চোখ দীপ্ত—সমস্ত শরীর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। [illegible] কী?'

[illegible] না। [illegible] বাদ।'

[illegible]

'[illegible] আমিও তাই ভাবছিলাম।' [illegible] এগিয়ে দিল কমলা। 'কিন্তু তুমি?'

[illegible] একেবারেই [illegible] বোনের অবস্থা তো সবচেয়েই [illegible] এখনও তোমারই [illegible] তুমিও নিজে দেখেছ [illegible] উপর।'

'খুব ভালো হবে। খুব ভালো হবে।' প্রশান্তের পরা জামার বুকের বোতামগুলি একে একে খুলিয়ে দিল কমলা।

খবর নিতে গেছি, আগেই বলেছি, প্রশান্ত এবার বাইরে বেরুল।

'তোমার কিন্তু বাজারে যাওয়া উচিত।' কার্তিক বলল সুকান্তকে।

'তোমার কথায়?' খাটে শুয়ে বই পড়ছিল সুকান্ত, চট করে উঠে উঠল।

'আমার কথায় হবে কেন? তোমার মার কথায়।'

'কই মা কখন বলেছে? এল এ ঘরে? বলল, বা বাজার করে নিয়ে আয়?'

'বলা উচিত ছিল।' [illegible] কার্তিক।

'কী বলা উচিত না-উচিত তুমি আমায় শেখাতে এস না।' [illegible] সুকান্ত, [illegible]'

[illegible]

কী করে? তার চেয়ে [illegible] নিয়ে করা যাক। 'ছি ছি!' [illegible] কার্তিক।

সুকান্ত চোখ বুজে রইল। [illegible] না। [illegible]

[illegible]

'[illegible] কী—'

'কী?'

[illegible]

'আমায় না [illegible] না।' [illegible]

নতুন উপন্যাস

শংকর ভট্টাচার্যের

॥ রূপচাঁদ পক্ষী ॥ ৩্

[illegible]

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
[illegible] ভূমিকা ৪্

[illegible]
চার্বাক দর্শন ৫্

[illegible] প্রকাশনী ॥ ১০০/১, [illegible] এভিনিউ ॥ কলিকাতা-৪

(সি ২৪১০)

অগোচরে বৈঠকখানায় চলে এসেছিল সেণ্টু, গম্ভীর স্বরে বললে।

'না, তোমরা যা পারবে না।' সেণ্টুকে হাত বাড়িয়ে ধরল ভূপেন। মৃণালিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু, ছোট বউমা তো পারেন। প্রথমে শাশুড়ি-বউয়ে দুজনে একসঙ্গে গেলে, শেষে বন্ধ হয়ে গেলে একদিন বউ আরেক দিন শাশুড়ি। সঙ্গে চাকর নিলে তো নিলে, নয়তো রিকশা।'

'আমি একেবারে রাজি। কিন্তু তোমার ছোট বউ একটি আলস্যের স্তূপ। কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই, কী বলে না জানি কথাটে—ঝাড়তেপোর নেই।' মৃণালিনী যেমন-কে তেমন বলতে লাগল অনর্গল, 'কে বলবে এম-এ পাস। এম-এ পাস না ছাই পাস! আমি যে সেকেলে মানুষ, কোনোদিন ইস্কুল-কলেজে পড়িনি, আমি বরং কথায়-কথায় ইংরিজী বলতে পারি শুনে শুনে শিখেছি, আর আমার এম-এ ওয়ালীর মুখে একটাও ইংরিজী ওয়ার্ড নেই গা! একেবারে মাটি-মাটো। হাবাগোবা।'

'তোমরা যা কেন পারবে না যে মা,' সেণ্টুর চিবুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল ভূপেন।

সেণ্টু বললে, 'আমি আর দিদি আর মা আর বাবা, আমরা অন্য বাড়িতে উঠে যাব।'

ভূপেন বললে, অন্য বাড়িতে [illegible] যাব। মৃণালিনীকে বললে, 'দেখলে তো ছোট বউমার হাতে কাজ নেই, তাই অমনি বাড়িতে বেড়াতে চাচ্ছে।'

'কাজ নেই কী? আমি বরং [illegible] ছেলেটাকে সকাল বেলাকার কোনো ইস্কুল-টিস্কুলে—ঐ যে কী কেজি না নার্সারি সাজ—অমনি একটা কোনো [illegible] ভর্তি করে দাও। তারপর রোজ ছেলেকে ইস্কুলে নিয়ে এস আর ছুটি হলে ইস্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে এস। আজকাল তো ছেলেকে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া আর বাড়িতে ফিরিয়ে আনাই আধুনিক মায়েদের কাজ হয়েছে। তা একটুকু কি আধুনিক হবার [illegible] আছে? সেই অতিকালের [illegible] হাতাই থাকা চিরকাল—'

'সেই হবেই শেষ পর্যন্ত।' উপরে [illegible] ঘরের জানলা থেকে দেখতে পেল কার্তিক। আর নীচে উপস্থিত শুধু নিজেদের [illegible] রইল।'

[illegible] শুধু উপস্থিত নয়, ভবিষ্যৎও উপস্থিত।' বললে সুকান্ত। 'আর শুধু দাঁড়িয়ে থাকাটাই জীবনের লক্ষণ নয় প্রত্যো-পত্তির।'

'হ্যাঁ, চলা, এগিয়ে যাওয়াই জীবনের লক্ষণ। চরণদ্বয়ের আকৃতিও সেই প্রতীকে তৈরি। কিন্তু ঘরে দাঁড়ান কাকিমা, দেবে, দেবে আমাকে বাজারে যেতে?'

'বাজারে যেতে নয়, বাজার করতে।' সুকান্ত সংশোধন করতে চাইল।

'ও একই কথা। বাজারে না গেলে হয় না বাজার করা। কিন্তু দেবে অনুমতি?'

'কেন তোমার সব যাওয়া সব করাই আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে?' কোন স্বরে সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ একটা ইস্পাতের দাগ ছড়াল সুকান্ত।

[illegible] এ তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।' অনেককাল কথা বলতে গেলেই কেমন একটা কাড়া-কাড়ি সুর এসে যায় সেই সুরটাকে দমন করল কাকিমা। বললে, [illegible] কারুর্কিছু বিশেষ কোনো [illegible] সাংসারিক [illegible] দেওয়া দরকার। [illegible] সাংসারিক পরিবারের সকল অভ্যাস। [illegible] কাছে দাঁড়াতে নয়।'

'তার অর্থ?' ভুরুর ভঙ্গিতে সেই একটা কথার টান ফুটল সুকান্ত।

'অর্থ [illegible]' মৃদু হাসল কাকিমা। 'অর্থ, আমি যদি সংসারের জিনিস কিনতে বাজারে যাই, তুমি তোমার রান্না-[illegible] [illegible] হয়ে দেবে?'

'কেন দেবে না? [illegible] আমাদের যদি একটা উপকার করেন [illegible] ক্ষতি কি?'

'উপকার?'

'তা ছাড়া আবার কী?' [illegible] তুমি [illegible] সেটাই [illegible]

'আর এদিকে আমি যে [illegible] তার [illegible]?'

[illegible] [illegible]

'তোমার টাকাটা [illegible] কিনতে [illegible] টাকা [illegible] জিনিস তুমি পাও [illegible] আমার [illegible] হাজার টাকার [illegible] কাকিমা [illegible] দুই [illegible] আমাকে [illegible] করতে হয় [illegible] সবাই [illegible] হবে। উঠে [illegible] ছাড়বে।'

'ছাড়বেই [illegible] কাছে দিচ্ছেন [illegible] নিষেধ করছে সুকান্ত। [illegible] না [illegible] বললে।

[illegible] সোজাসুজি [illegible] মুখ করে তাকাতে চাইল কাকিমা।

'তোমার হাতে তো টাকা আছে। বাড়ীর টাকা?'

'বাড়ীর টাকা?'

'হ্যাঁ গোপন উপার্জনের উৎস।'

'কথাটাকে প্রাঞ্জল করতে গিয়ে দাঁত অর্থান করে বললে।' ঝগড়া করবে না এখনও কাকিমার প্রতিজ্ঞা।

'তা ছাড়া আবার কী!' খাটের উপর উঠে বসল সুকান্ত। 'ছেলেবেলায় বাবার মধ্যাহ্নের দশ হাজার টাকা জেনেছি নিয়ে এসেছ, তুমি শুনো ছাড়া কিছু নও। এখন দেখছি এ ছাড়াও তোমার আরো অনেক লুকোনো তহবিল আছে।'

'লুকোনো তহবিল?' দাঁড় করা মুখ গলা একেবারে পাথর হয়ে উঠল কাকিমার।

'নইলে অপুর বাড়ির মাইনের টাকাটা তুমি নিলে কোথেকে?' [illegible] ফেলে চোখ [illegible] থেকে দেখে শুকনো সুকান্ত। 'মা [illegible] আমার জন্যে একটা ওভারকোট কিনে আনল, তুমি সর্বাই করে [illegible] [illegible] আমার জন্যে।'

'তবে [illegible] সেদিকেও। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওভারকোট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] না।'

'ওভারকোট যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জানো?'

'কী করে জানব। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাকিমা [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'কখন বললে? দেবরের আগে না দেবরের পরে?'

'দেবরের আগে।'

'এ এমন একটা [illegible] [illegible] [illegible] তোমার অনুমতি নিয়ে করতে হবে।'

'নয়?'

'না। এ আমার একেবারে নিজস্ব, আমার বাঁচবার প্রয়োজন থাকে, আমি [illegible] নিয়েছি।'

কী রকম জ্বালা করে উঠল সুকান্তর। বললে, 'দেবরের আগেও তো নয়নি।'

'কথা এইটুকু [illegible]।' আর কথা উঠল বললাম। নইলে ঐ তো বাড়ীটা শুধু আমার তহবিল। তাতে সেই সোনার বাড়ীটা নেই, একটা সাধারণ [illegible] [illegible] লাগালে, দেখলেই বোঝা যায়।'

'দেখলেই বোঝা যায় ওটা কিছু হয়ে গেছে? ওটা থেকে মোটা হাতে মুনাফা লুটিয়েছ?'

তবুও চটবে না, চটল না কাকিমা। বললে,

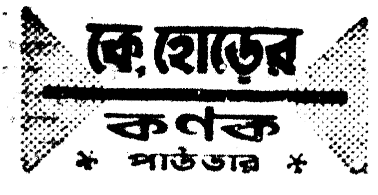

প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছি। হাঁ, ভদ্রের হয়েছিল সংখ্যিকণ্ঠী বাণ্ডটা গেল কোথায়? বাণ্ডটা হারিয়েও ফেলতে পারতাম, কাউকে পারতেও না দিতে দিতে। আজ ঠিক-ঠিক প্রশ্ন তুললে, ঠিক-ঠিক উত্তর দিলাম, নিজের প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছি। হাঁ, ভদ্রে মাইনে, ওভারটাইমের কোটো—নিজেরই নিজের প্রয়োজন।'

একটা কিছু না মারতে খুব ইচ্ছে করছে সুকান্তর। বললে, 'আপনি তো দু-এক খণ্ড আজকাল [illegible] না করে [illegible] না কেন?'

আমার বুদ্ধি—এতদূর গেল না কার্তিক। বললে, 'দুটো ভদ্রের, [illegible]— [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] বাণ্ডটাও [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] করবো।'

[illegible]

বলতে পারি না।' কার্তিক [illegible] চোখ তাকাল সুকান্তর দিকে। 'কেমন করে এখন [illegible] [illegible] দুটো [illegible]। [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

কার্তিকের [illegible] [illegible] [illegible] বললে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

[illegible]

'অনায়াসে। দরকার পড়লেই।' কার্তিক বললে সুকান্তকে।

'কারো অনুমতির অপেক্ষাও করবে না?'

'কেন করব? আমার নিজের জিনিস [illegible] [illegible] কী মাথাব্যথা?'

'স্ত্রী হয়ে [illegible] [illegible] [illegible] আপত্তি করবে না?'

[illegible] [illegible] তোমার স্ত্রীর গয়না বিক্রি [illegible] [illegible] প্রয়োজনেই যাবে, স্ত্রীর নিজের প্রয়োজনে যাবে না? যার ধন তার ধন নয়, [illegible] বই [illegible]।'

'[illegible] [illegible] [illegible] তোমার নিজের [illegible] [illegible]।'

'[illegible]।'

'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাছে হাত [illegible] [illegible] দরকার নেই।'

[illegible]

(ক্রমশ)

**≡ মল্লার ≡**

[illegible] সঙ্গীত বিদ্যালয়

শিক্ষকমণ্ডলী :

[illegible] } [illegible] ও পিয়ানো

[illegible] : [illegible]
[illegible] : রবীন্দ্র-সঙ্গীত
[illegible] : উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
[illegible] : সেতার ও পিয়ানো
[illegible] : তবলা

[illegible] [illegible] [illegible] স্ট্রীট,
[illegible] ২০

(সি-২৬৪৪)

**আপনার শুভাশুভ** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মঙ্গলের জন্য [illegible] [illegible] [illegible] ২ টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৭ [illegible] ৫, [illegible] ১১ [illegible] ১৮, [illegible] ১৯, [illegible] ৭।

[illegible] [illegible] [illegible]—১০ টাকা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২৪ পরগণা।

যৌবন
শংকর চট্টোপাধ্যায়

[illegible]

চৌরাস্তায় শীতল জলটা দেখবে, কোথাও কুর্ণিস মাকড়শার জালটা দেখবে, কিন্তু ভাবতে হবে তাকে অন্ত হাত [illegible] আজ নাগপঞ্চমীদের [illegible] সন্ধ্যেবেলায় ওবাড়ি যাবে সব [illegible]। কথাগুলো পরস্পর ভাবতে থাকবে সে। আর সব [illegible] কেমন যেন নতুন নতুন লাগতে থাকবে তার নিজেকে। একেবারে নতুন ঝকঝকে নতুন, অন্য কোন দিনের সঙ্গে অনুভূতির সঙ্গে যার কোন মিল নেই এই অভিজ্ঞতার, এই অনুভবের। সেই বিছানা ছেড়ে ও ঘরে, শীতলপাটির [illegible] থেকে [illegible] [illegible] এই [illegible] কেমন যেন নতুন নতুন লাগতে থাকবে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible]

[illegible]

[illegible] একটা, [illegible] [illegible] [illegible]

—[illegible] কী [illegible] [illegible] [illegible] ফুক। [illegible]

অপরাধীর ভঙ্গীতে একটা কোণ ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াতে হবে ইদুকে তাই দেখে।

—কী করি বলুন, শাড়ি যে মেয়ে একদম গায়ে রাখতে পারে না।

—রাখতে পারার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তাই বলে এই ফ্রক। না না বউ শাড়ি পরাও মেয়েকে, আমি যে ওর দিকে তাকাতে পারছি না।

পাকতীর গলায় বাঙুর্টিকা একেবারে সব, তাকে ইদুর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন। আর ইদু একটা [illegible], একটা ভয়ে কেমন যেন হয়ে যেতে থাকবে। হঠাৎ শাড়িটা আর চায়ের কাপটা নিয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠোন পার হয়ে বারান্দা পার হয়ে একেবারে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়বে। [illegible] একটা [illegible] ইদুর বুকের মধ্যে [illegible] উঠবে [illegible]। আর সেই [illegible] [illegible] বুকের মধ্যে [illegible] উঠবে একটা কান্নার নতুন জলের স্রোত। [illegible] [illegible] [illegible] উঠবে [illegible], [illegible] [illegible] লাগবে।

[illegible] সেই সকালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আর ইদু এখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible], নতুন [illegible] [illegible] [illegible] মুখ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

—তুমি অমন করে কী দেখছ আমায়। আজ নতুন দেখছ নাকি, নতুন কিছু দেখছ আমার মধ্যে, নাকি তুমিও বাঙুর্টিকা হয়ে গেলে, তবে অমন সব চোখ দিয়ে কী দেখছ আমার দিকে। বলো কী হয়েছে আমার, কী করেছি আমি, বলো। চুপ করে আছ কেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সন্ধের পর সে একটার হঠাৎ [illegible] হয়ে হাতে নিয়ে [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] না করে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠবে।

—[illegible] [illegible] [illegible] কিছুতেই কথা [illegible] না কিছুতেই না, অথচ ইচ্ছে করছে তুমি আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তুমি [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

তারপর ও কিছু আর কিছুই বলতে না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] তারপর একটা, একটা, করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—ও [illegible] উঠবে।


শ্রীজওহরলাল নেহরুর

**বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ**

[illegible]

২য় সংস্করণ : ১১.০০

*

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

**আত্ম-চরিত**

৫ম সংস্করণ : ১০.০০

*

মেজর জে: শাহনওয়াজ খানের

**আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে**

দাম : ২.৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের

**ভারতে মাউণ্টব্যাটেন**

[illegible]

২য় সংস্করণ : ৭.৫০ টাকা

*

শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর

**ভারতকথা**

[illegible]

দাম : ৮.০০ টাকা

*

আর জে মিনিনির

**চার্লস চ্যাপলিন**

দাম : ৩.০০ টাকা

*

ত্রৈলোক্য মহারাজের

**গীতায় স্বরাজ**

২য় সংস্করণ : ৩.০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন : কলিকাতা—৯

ছোট্ট চটিটার একটুও শব্দ না করে উঠোনে নামবে, দাঁড়াবে লাল গোলাপ গাছগুলোর কাছে, মেয়ের মাফলারে ঢাকা লাল গোলাপগুলোর দিকে তাকিয়ে ও কি যেন ভাববে, নীচের ঠোঁটটায় দাঁত চেপে তারপর একটু নড়বে, দুই এক পলক গোলাপগুলোকে দেখবে, 'বা কী সুন্দর!' অল্প হাওয়ার ডাল নেড়ে বুঝি সায় দেবে গোলাপ গাছগুলো, একসময় ওর নিভুঁজ আঙুলে একটি একটি করে অনেকগুলো উঠে আসবে। তারপর ও কিছু ভাববে না কোনদিকে তাকাবে না, উঠোন পার হয়ে রাস্তায় নামবে। ছোট্ট সাদা চটির অস্ফুট শব্দ করতে করতে এগুবে।

রাস্তার বাঁকটা ঘুরিয়ে [illegible] বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াবে। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ছোট্ট বাড়ি, লাল টালির ছাদ, বাদামী রঙের ইঁটের দেওয়াল। বাড়িটা এমন শান্ত, যেন সবসময় ঘুমোচ্ছে। ছোট্ট ফটকটা খুলবে ও। বাগান পার হয়ে উঠবে বারান্দায়। সামনের ঘর থেকে শীতল পাটি বিছিয়ে চোখে চশমা এঁটে কাঁথার ফোঁড় তুলছেন মাসী পিসি। কাজলদের মা মাসী পিসি। ইতু একটু থামবে তার সামনে। মাসী পিসি চশমাটা নামিয়ে তাকিয়ে একটু হাসবেন।

—আরে ইতু মা, এই সকালে? গোলাপগুলো তোমাদের উঠোনের বাগানের হয়েছে, না?

ইতু মাসীপিসির হাসির সঙ্গে মিলিয়ে একটু হাসবে। বলবে:

—কাজলদা চেয়েছিল তাই নিয়ে এলাম।

—যাও, কাজল ওঘরে আছে।

ইতু একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারপর ওঘরের দিকে পা বাড়াবে। আর ঢুকতেই দেখবে, কাঠের [illegible] চেয়ারের পাশে [illegible]। ইজেলের সামনে [illegible] কাজল। উসকোখুসকো চুল মুখটা ঢাকা। ইতুর পায়ের শব্দে মুখ ফেরাবে কাজল।

—ইতু যে কী মনে করে! মুখের ওপর থেকে চুল সরাতে সরাতে বলবে।

—তোমার ফুল নাও কাজ

—বা কী সুন্দর!

ইতুর হাত থেকে ফুলগুলো নিয়ে কাজল ঘ্রাণ নেবে, উগ্র তীক্ষ্ন গন্ধ। ইতু রোদে লাল মুখ নিয়ে কাজলের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণভাবে হাসবে।

—আরে এতদিন কে জানত ইতুরাণীর চেয়েও সুন্দর কিছু আছে। নাটুকে গলায় কথাটা বলবে কাজল।

আর সেই কথাটা তীরের মত এসে বুকে বিঁধবে ইতুর। গাল দুটো তার আরো লাল হবে, চোখের পাতাটা তার দৃষ্টিটা ঢেকে নেমে আসবে একটু। সুন্দর। আমি তাহলে সুন্দর!

একসময় লজ্জা ভুলে, লাল গাল সাদা হয়ে সহজ হবে ইতু। হাসবে জোরে গলায় কাজলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কৌতুক আনন্দে।

—কী যে তুমি ছাই কর আঁকো কাজলদা, কোন মানে হয় না।

—তাই বুঝি, আচ্ছা এবার দেখো [illegible], একটা কিছুকে আঁকবো। ইতুরাণীকে আঁকব।

[illegible] সবকিছু আঁকতে কিছুতেই আঁকবে না, কিছুতেই না। মাথার চুল ঝাঁকিয়ে [illegible] ইতুকে [illegible] আঁকবে না একেবারে [illegible]

[illegible] ইতু [illegible] একটা [illegible] [illegible] কাজল [illegible] ইতুকে [illegible] ইতু [illegible] হয়ে [illegible]

[illegible] ওটা [illegible] ইতু [illegible] কাজলের দিকে, আর [illegible] দিয়ে [illegible] করতে লাগবে একসময়।

— [illegible] ইতু [illegible] [illegible] আলোটা [illegible] [illegible] কী বলবে।

—যাই।

তাড়াতাড়ি [illegible] ইতু আর একসময় কাজল তার [illegible] ইতুর ছবিটা [illegible] তার দিকে। সেই মুহূর্তেই ইতুর একফালির সব আত্মাভুল হঠাৎ থেমে যাবে, স্তব্ধ হবে।

—কী ইতু, পছন্দ হল এই খোঁপাটা দেওয়া শাড়ি পরা ইতুরাণীকে।

ছবিটা থেকে একপলক কাজলের দিকে চোখ তুলবে ইতু। বলবে—যাই।

—এত তাড়াতাড়ি কেন।

—কাজ আছে।

আবছা [illegible] ইতুর গলাটা [illegible] [illegible] নামবে। ইতু [illegible] রাস্তায়।

লজ্জা, লজ্জা, সুখ সুখ। এই [illegible] লজ্জা, শেষ পর্যন্ত এই [illegible] সুখ। মনে মনে যেন বলতে চাইবে ইতু। আর তার ভিতরে, অন্ধকারে [illegible] একটা [illegible] থেকে, [illegible] [illegible] মধ্যে রক্তের উত্তাপ আলো হঠাৎ [illegible] উঠবে, [illegible] [illegible] মত [illegible] [illegible] ছড়িয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সেই উত্তাপ [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বাড়িতে [illegible] ইতু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ইতু [illegible]। [illegible] পায়ে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ইতু [illegible] [illegible] [illegible] ঢোকাটা পার হবার আগের মুহূর্তে থমকে একবার এক পলকের জন্য ফিরে তাকাবে ঘরে [illegible] মধ্যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইতুর [illegible] [illegible] [illegible] রঙের ছবিটা। ইতু তারপর চৌকাঠটা পার হয়ে বারান্দায় নামল।

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ গেঞ্জী(?)
যশোর কুম্ভ ইণ্ডাস্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

# চিত্র প্রদর্শনী

**চিত্রগ্রীব**

[illegible]

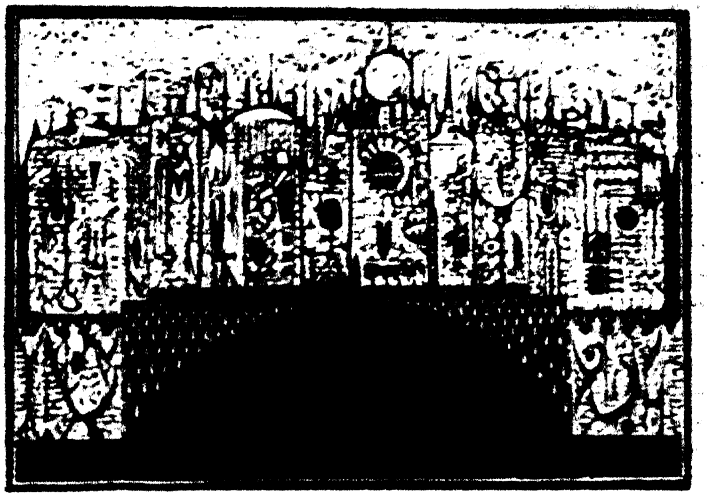

[illegible]

[illegible]

# ধবল বা শ্বেত

[illegible]

**হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর,** [illegible] **কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)**

নিকায়' মতই ভয়াবহ। ইনি যুদ্ধের সময় নাৎসীদের র‍্যাভেন্সব্রুক্‌ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে গিয়ে পড়েছিলেন এবং নাৎসী সৈন্যদের পৈশাচিক অত্যাচারের হাত থেকে ইনিও নিস্তার পান নি। সেই সব বিভীষিকাই যেন প্রতিফলিত হয়েছে এ'র 'নন-ক্লাসিকাল স্টাইল' রচনাগুলিতে। ভিসেনা রোবলেউস্কা তার 'দি ডান্স' এবং 'নাইট' রচনায় প্রচলিত ধারাই অনুসরণ করেছেন। অত্যন্ত নিপুণ কারিগর ইনি। স্তেফানিয়া গ্রেবোর 'ক্লিম-এর প্যাল্ম' রচনাটি উল্লেখযোগ্য। এ'র আত্মিকতা উগ্র হলেও অসহ্য নয়। রেখার ছন্দ মনে দোলা দেয়। আনায় ফ্লোর্কিয়ানওস্কির রচনাবলি সঙ্গীতমুখর। সঙ্গীতের অবাস্তব সব ধ্বনির মতই এ'র রচনা অবাস্তব সব বর্ণ-এর সমন্বয়। জেনুস্জ স্তেফানিকির 'হাসেক আণ্ড পলীজ' বিচিত্র রচনা। শিল্পী কুস্পাজিকম-এর প্রচলিত নিয়ম মানেন নি একেবারেই। ছবিটাকে ধরতে ছবির মাথা ওপরে করে দেখা দুষ্কর। এ'র রচনা কৌশলের সঙ্গে অন্য কোনও শিল্পীর রচনা-কৌশলের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। আন্তন মার্চেলিস্কি পোল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত সুকুমার শিল্পী। এর চিত্রকলা আবস্ট্রাক্ট। ছন্দ এ'র রচনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতির আভাস কিছু কিছু থাকলেও তা এতই অস্পষ্ট যে, এ'র রচনাকে বস্তুনিরপেক্ষ কম্পোজিশন বলাও চলে। এ'র 'স্প্রিং' রচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভার পরিচয় মেলে জোসেফ জার্জিনাক-এর রচনায়। অতি অল্প বয়সেই বোধ হয় আকৃষ্ট হন পোল্যাণ্ডের কোনও সাংস্কৃতিক ... এঁকে আশ্রয় দিয়ে হয় ... জন্য। দীর্ঘকাল স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও এর শিল্পচেতনা ক্ষুণ্ণ হয় নি। এর রচনায় চিত্রের আবেগ আছে প্রচুর। কিছুটা যেন সুর-নিয়ন্ত্রিত।

এই প্রদর্শনীটি কলকাতার শিল্পরসিক জনসাধারণ বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন।

শ্রীবিন্দু গুপ্তের কাব্যগ্রন্থ

১। মৌনমুখর ।৷০ আনা

২। বাংলা কবিতা ১৷৷০

একত্রে মাত্র ১, টাকা

দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গল্প-কবিতা সংকলন "দ্যোতক" নতুনদের লেখা পাঠাবার সুবর্ণ সুযোগ।

ভারতী লেখক সংঘ, ১২৫, অভয় বিদ্যালঙ্কার রোড, কলি—৩৫

(সি ২৩৯৩)

## কিশোর সাহিত্য

**চাঁদ্‌রোর পাখি**—[illegible]

[illegible]

...[illegible] প্রচ্ছদসজ্জা মনোজ্ঞ। ৪৭৮।৫১

## উপন্যাস

**প্রিয়জনেষু**—[illegible] ৮ [illegible] স্ট্রীট, কলকাতা-১২। [illegible] টাকা।

[illegible]

প্রকাশিত হইল

[illegible]

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**

[illegible] মূল্য ১২.৫০

[illegible]

বাঙ্গালা সাহিত্যের কাহিনী—মূল্য ২.২৫

প্রকাশক : [illegible]

[illegible]

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—

দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০.০০

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—

চতুর্থ খণ্ড মূল্য ১০.০০

[illegible]— মূল্য ১০.০০

[illegible]— মূল্য ১০.০০

[illegible]— মূল্য ৩.০০

শুকতারা

ছোটদের মানুষ হবার একমাত্র পত্রিকা

দেব সাহিত্য কুটীর

CHINA
RECONSTRUCTS

সচিত্র ইংরেজী মাসিক পত্রিকা

[illegible]

[illegible]

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি ১২ । ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি ১৩

**যষ্টি·মধু**

[illegible] এই ফাল্গুনে

**সেকালীন ব্যঙ্গ কবিতা**

[illegible] দাম: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Classical Sanskrit Literature — A Barriedale Keith 6th Edition Rs. 3.00
Gotama Buddha—K. J. Saunders 2nd Edn. Rs 2.00
Islam in India and Pakistan — Murray T. Titus Revised Rs. 8.00
The People of the Mosque—L. B. Jones 3rd Revised edition Rs. 9.75
Christianity Explained to Muslims—L. B. Jones Revised edition Rs. 4.00

**Y.M.C.A. PUBLISHING HOUSE**
5 Russell Street
Calcutta 16 Phone: 23-3450

"প্রকাশিত হোল"

[illegible]

**'সপ্তর্ষি'**

[illegible]

[illegible]

এই সংখ্যায় লিখেছেন :—

[illegible]


কাহিনীর উপস্থাপনাটি পরিবেশের গুণে সজীব হয়ে উঠেছে—[illegible] কলাটি খেলার [illegible] কিংবা ঐ সাধারণের পরি-[illegible] জীবন সম্বন্ধে [illegible] জীবনপ্রবাহ [illegible] কুশলী [illegible] পরিচয় বহন করে। অবশ্য যে [illegible] পাঠক উপন্যাসটির সমাপ্তি [illegible] করবেন, সে ক্ষেত্রে পাঠক [illegible] হয়ে যাবে, হঠাৎ [illegible] চরিত্রের আবির্ভাব [illegible] এবং [illegible] উপসংহারের [illegible] একটু বেশী পরিমাণে [illegible] করতে [illegible] সাহায্য করেছে। [illegible] কাহিনী, পরিবেশ এবং চরিত্রের সমান ভাবে মিলিত হয়ে একটি [illegible] করতে সক্ষম হয়েছে; [illegible] সুন্দর উপমা প্রয়োগ [illegible]।

৫৪০।৫৯

**[illegible] বন্ধু**—[illegible] ১৭, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। [illegible] টাকা।

[illegible] এই [illegible] উপন্যাস [illegible] এবং [illegible] এবং [illegible] এবং [illegible] একটি [illegible] একটি [illegible] হবে।

৯৪।৫৯

## ছোট গল্প

**মেজকুঁড়ি**—[illegible] ১০ [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। [illegible] টাকা।

[illegible] ঔপন্যাসিক [illegible] মেজকুঁড়ি [illegible] ও [illegible] এই [illegible] পরিচয় পাঠক [illegible] মেজকুঁড়ি [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] বেঁধেছে। [illegible]

৫১৮।৫৯

## কবিতা

**প্রথম প্রত্যয়**—[illegible] এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।

[illegible] কবিতা [illegible] লক্ষ্য করে [illegible] এই [illegible] একটি [illegible]

[illegible]

**[illegible]**—[illegible]

[illegible] এই [illegible] এবং [illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible]

৫১১।৫৯

## প্রবন্ধ-সাহিত্য

**মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন**—শ্রী[illegible] ১০০, [illegible] [illegible] কলিকাতা—২৯। [illegible] ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

[illegible]

[illegible]

আমেরিকায়
শিশিরকুমার

[illegible]

বুক অ্যান্ড বুক

[illegible]

[illegible]

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

[illegible]

মধুচক্র

[illegible]

প্রেমের গল্পের বিস্ময়কর সংকলন

[illegible]

দ্বিতীয় জীবন

[illegible]

মণ্ডল বুক হাউস

[illegible]
কলিকাতা-১২

(সি ২০৭৭)

লেখকের একটি শক্তি বিদ্যমান। [illegible]

[illegible] এই [illegible]

[illegible]

### প্রাচ্য রাজনীতি

[illegible]

[illegible]

লেখিকা যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন,

পত্রিকা প্রদর্শনী

[illegible] ২৮ [illegible] এই [illegible]

[illegible]

শ্রীবলরাম ধর্মসোপানের
প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| ১। | শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা | ১·০০ |
| ২। | [illegible] | ১·০০ |
| ৩। | [illegible] | |
| | এবং [illegible] | ১·৫০ |
| ৪। | [illegible] | ১·০০ |
| ৫। | [illegible] | ২·৫০ |
| ৬। | [illegible] | ২·২৫ |
| ৭। | [illegible] | ৮·০০ |

[illegible]

৬২

[illegible]

শিশু ভারতী

[illegible]

যথার্থভাবে বিচার করলে কি মনে হয় না যে এই পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে দেশীয় ব্যবসায়ীদের নতুন চুক্তির ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

৪৩২।৫৯

## ধর্ম ও দর্শন

**শ্রীনারদভাগবতম্** (১ম খণ্ড)—শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ ঠাকুর। প্রকাশক, ১।২৯, অরবিন্দনগর, পোঃ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কলিকাতা—৩২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫.

এই গ্রন্থ কোনো কাব্য বা ইতিহাস বা তত্ত্বগ্রন্থ নয়। শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা তাহাতে ইহা একটি সংযোজন মাত্র। ইহাতে লেখক শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের স্থান ও কাল যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে নির্দেশ করার চেষ্টা করিয়াছেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও ঐতিহাসিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ নামধেয় যে তিন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় সে সম্পর্কে লেখক কুটিল তথ্যানুসন্ধানে প্রবেশ না করিলেও উপরোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। অবশ্য এই সম্পর্কে শ্রী কে এম মুন্সী বলিয়াছেন,

There is now a general consensus of opinion in favour of the historicity of Krishna. Many also hold the view that Vasudev, the Yadav hero, the cowherd of Gokul, the councillor of the Pandavas, and the great philosopher of the Bhagavat-Gita or in short Krishna of the Puranas and Krishna of the Mahabharat were one and the same person.

কিন্তু ইহাতেই কি তত্ত্বের অবসান হয়? ঐতিহাসিকমহলের মতেই বহুকৃষ্ণের পরিচয়ের ইঙ্গিত বহু। ইহার সমাধান সহজ নহে।

এই গ্রন্থ শ্রীনারদভাগবতের প্রথম খণ্ড, এবং বাংলা গদ্যে ও পদ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের এই আস্বাদ লাভ করা যায়। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রত্যাশায় থাকিলাম। মধ্যে মধ্যে মুদ্রণ প্রমাদ সহজ-পাঠের অসুবিধা সৃষ্টি করে।

৪০১।৫৯

**[illegible]**—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশিকা—সাবিত্রী দেবী, সাধন কুটির, আসানসোল—মেদিনীপুর। দামঃ দুই টাকা মাত্র।

পুস্তকটি দুইটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে [illegible] ও [illegible] লৌকিক দৃষ্টি প্রসঙ্গে লেখক বহুতর [illegible] ও [illegible] ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহা [illegible] উপনিষদ যে [illegible] উদ্ধৃতি সহযোগে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক মতবাদ ও [illegible] এই রচনা হইতে [illegible] উপস্থিত যোগ [illegible] সেদিকে [illegible] আছে।

দ্বিতীয়ভাগে নানা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

**দীপাঞ্জলি** (কবিতাবলী)—উষা দেবী ও শ্রীনির্মলকুমার রায়।

**বাছাই বছরের সেরা কবিতা**—[illegible] সম্পাদিত।

**কুয়াশা**—ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

**নাগরী**—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

**মানসী**—নিরুপমা ঘোষ।

**নীরব সাক্ষী** (একাঙ্ক নাটক)—শ্রীঅসীম বিশ্বাস।

**ইতিহাসের খাঁচ**—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র [illegible]।

**ভারত পথিক রামমোহন রায়**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

**[illegible]**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

**আলো একজন**—[illegible]।

**[illegible]**—নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

**বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান**—[illegible]।

**শিশুর স্বাস্থ্য**—[illegible]।

**শান্তি ও মৈত্রীর জন্যে আর্টিস্ট** [illegible] এম এস [illegible] বক্তৃতাবলী ১৩—১৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

**জীবন জিজ্ঞাসা**—[illegible]।

শিশির সেনের
আনন্দনিকেতন ৪.৫০
[illegible]
আনন্দ পাবলিশার্স ঃঃ ১৪৫ই শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

শ্রীবাসব-এর
নতুন উপন্যাস
দেওয়ান বাড়ি ৭.৫০
[illegible]
এই লেখকের
এক মুঠো মাটি ॥ কন্ঠ বিনোদিনী ৪,
বিশ্ববাণী ॥ ১১২, বারানসী ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলি-৭

# রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

## সংগ্রাম ও শান্তি

[illegible]

...ক্রমে কারখানা-নগরীর রূপ বদলালো। স্কুল, হাসপাতাল, বাজার সবই প্রতিষ্ঠিত হল সেখানে।

[illegible]

...চেয়ে নিলেন দু'বছরের।

[illegible]


উৎসবের আনন্দে অপরিহার্য

মন্মথ রায়ের

মরা হাতি লাখ টাকা

মূল্য : এক টাকা

কোটিপাত নিরুদ্দেশ

একত্রে মূল্য : তিন টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলকাতা-৬



স্টিফান জাইগ-এর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

BEWARE OF PITY

অনুবাদ

[illegible]

অনুবাদ করেছেন : [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম ছয় টাকা

অন্যান্য বই

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | : রেকর্ড এক | [illegible] |
| [illegible] | : অভিশপ্ত উপত্যকা | ৪·০০। |
| [illegible] | : জোবিয়ান স্রোর ছবি | ৪·৫০। |
| [illegible] | : থ্যাঙ্ক ইউ জীভস | [illegible] |

৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

পাড়ি দেন। সুবর্ণরেখার মধ্যে কালীর সৎ কুরীতির কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। রমা ও কালীর একমাত্র কন্যা প্রতিমাকে বিলেতী শিক্ষা দিয়ে চলনে বলনে উদারনৈতিক করে তুললেন মিঃ চৌধুরী। রমার সংসারে মিঃ চৌধুরীর ছড়িয়ে দেওয়া এই আলোর বীজ রোধ করতে পারল না কেউ। রমার আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল তার অনুগামীদের মনে। চরম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে রমা নিরসন করল সকলের সব সন্দেহ। সমস্ত পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে রমা গিয়ে দাঁড়াল মিঃ চৌধুরীর মুখো-মুখি শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের দাবি নিয়ে, পিছনে তার বিরাট সত্যাগ্রহী জনতা। কোন হুমকিতেই দাবিয়ে রাখতে পারলেন না মিঃ চৌধুরী এই তেজস্বিনী নারীকে। মিঃ চৌধুরীর বিলেত ফেরত ছেলেও—কারখানার মালিকের পদে যিনি তাকে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেদিন—এসে দাঁড়াল রমার পাশে। কারখানার ভেতরের ঘরের জানলা থেকে অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদে [illegible] রমার স্বামী দেখেছিল তার মহিমময়ী স্ত্রীর এই জনকল্যাণ মূর্তি। তার হাতে ছিল বিজয়-ধ্বজা। সেই বিজয়ধ্বজের দুন্দুভির অনুরণন আওয়াজ ঢুকল রমার কানে। রমা এই আওয়াজকে শুনতে পেল মুক্তি কোন অন-নন্দের বাঁশরী। দুঃসহ আকাঙ্ক্ষার চেয়েও দিয়ে সে ঘুচিয়ে দিল শ্রমিক মালিকের আকাশ-পাতাল ব্যবধান; কিন্তু নিজের জীবনে আদর্শ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিনে দিনে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান গড়ে উঠেছিল তা সে কোনদিনই মেটাতে পারল না।

আধুনিক ভারতে শ্রমিক-মালিক বিরোধের গুরু সমস্যার একটি পরিপূর্ণ রূপায়ণ এই ছবিতে। কাহিনীকার [illegible] মুখোপাধ্যায় ছবির উপাখ্যান ও উপ-স্থাপনে এই কাহিনী পরিচিত [illegible]

[illegible]

[illegible] দেওয়া যেমন ছবির কাহিনীতে।

অভিনয় ও অভিনেতাদের দিক দিয়ে ছবিটি


আজ থেকে—

সত্যজিৎ রায়ের বলিষ্ঠতম চিত্রসৃষ্টি

দেবী

সঙ্গীত
আলি আকবর খাঁ

মূল কাহিনী
প্রভাত কুমার মুখোঃ

রূপায়ণে : শর্মিলা ঠাকুর ❖ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ❖ ছবি বিশ্বাস
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ❖ শ্রীমান অর্পণ ❖ পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

মিনার - বিজলী - ছবিঘর - পদ্মশ্রী
[illegible] ❖ অলকা ❖ যোগমায়া ❖ [illegible] ❖ কল্যাণী ❖ শ্রীদুর্গা ❖ জ্যোতি
[illegible]

[illegible]

[illegible]


মিনার্ভা থিয়েটার

অঙ্গার

[illegible]

রূপরেখা

[illegible]

রঙমহল

এক পেয়ালা কফি

[illegible]

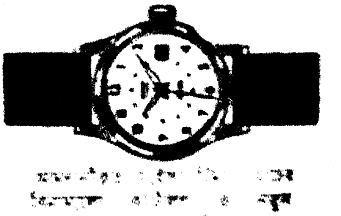

[illegible]

ধাক্কা দিয়ে দেওয়াল ডিঙিয়ে তাকে ছুটন্ত হয়ে চিৎকার করে।

কারণ অনুরোধ শুনে হয়েছে। সেদিন রাত্রে অলোক তার ঘরে ঢুকেই দেখে, সে নিহত। অলোকের ফেলে-আসা জামা ও নোটবুক পেয়ে পুলিশ তাকেই হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে। অলোক গা-ঢাকা দেয়।

এদিকে পুলিশকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে রহস্যজনক সংবাদ দেন [illegible] এক প্রতিবেশী উকিল মিঃ পাণ্ডে। মিঃ পাণ্ডে নিজে অনুসন্ধানের কাজে হাত দিয়ে পুলিশকে একথা নিঃসংশয়ে জানান যে, অলোক খুনী নয়।

অলোকের সঙ্গে চিত্রার গোপন মিলনের কথা কেউ জানতে পারে না। তাই যখন সে সন্তান-সম্ভবা হয় তখন তার বাবার চোখে সে হয় কলঙ্কিনী। তাই তার নবজাত শিশু স্থান পেল না মায়ের কোলে। চিত্রা মৃত সন্তান প্রসব করেছে ঘোষণা করে তার বাবা শিশুটিকে তুলে দেন [illegible] [illegible] নাট্টুর হাতে। [illegible] ও শিশুটিকে নিয়ে [illegible] এক [illegible]।

অনুশ্রী পিকচার্সের 'অজানা কাহিনী'-র নায়কের ভূমিকায় অসিতবরণ

সেই কয়লাখনির মালিকের ড্রাইভারের চাকরি নিয়ে আত্মগোপন করে ছিল অলোক। কয়লাখনির এক দুর্ঘটনার ফলে নাট্টুকে সে সেখানে দেখতে পায়। দুর্ঘটনায় নাট্টু মারা যাবার পর তার বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে অলোক জানতে পারে, চিত্রার মা হওয়ার কাহিনী, সন্ধান পায় নিজের ছেলের।

এদিকে মিঃ পাণ্ডের চেষ্টায় প্রকৃত খুনীর সন্ধান করে পুলিশ। আদালতে অপরাধীর বিচারকালে অলোক এসে নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে। [illegible] ফিরে পায় তার হারানো ছেলেকে নাট্টুর বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে। আর প্রকৃত অপরাধীর স্ত্রীর [illegible] হাত থেকে মুক্তি পায় অলোক।

[illegible]

[illegible]

এমনি ধরনের বহু লোমহর্ষক সংঘাত

২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে : বসুশ্রী, বীণা ও অন্যত্র

[illegible] অশোক কুমার ও সুচিত্রা সেনের এই দৃশ্যটি তোলা হয় [illegible] ছবিটির জন্যে।

# চিত্রালোচনা

[illegible]


[illegible]

## অন্য কোনখানে

মূল্য—৩·৫০

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | — | [illegible] | মূল্য ৩, |
| [illegible] | — | [illegible] | মূল্য ৩, |
| [illegible] | — | [illegible] | মূল্য ৫, |

[illegible]

## ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি

মূল্য—৪·৫০

[illegible]

## দাদাঠাকুর

মূল্য—৫,

[illegible] Men I have seen [illegible]

## মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

[illegible] মূল্য ৩·৫০

[illegible]

[illegible] মূল্য—২·৫০

[illegible] নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ মূল্য—২·৭৫

[illegible] সাহিত্য-কীর্তি

## ভারতের সাধক

[illegible]

[illegible]

**রাইটার্স সিণ্ডিকেট**

[illegible]


[illegible]

অগ্রদূতের আগামী ছবি 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর একটি দৃশ্যে অভিনয়রত উত্তমকুমার, দীপ্তি রায় ও শ্রীমান পার্থ। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কাহিনীর চিত্ররূপ এটি

বিষয়বস্তু। [illegible], [illegible], [illegible], হীরালাল, কৃষ্ণকুমারী, মিহির [illegible] প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। [illegible] ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক। [illegible] করেছেন [illegible]।

ঠাকুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যোগেনের [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

গানে ভরা একটি হিন্দী ছবি। পদ্মিনী, শিবাজী গণেশন ও রাজা সুলোচনা মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন এ ভীম সিংহ। [illegible] গানে সুর দিয়েছেন এবং আবহ সঙ্গীত রচনা করেছেন।

• • •

আগামী সপ্তাহে আসছে চিত্রলেখার রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা ছবি 'হাত'। অন্যান্য যে সব ছবি আসন্ন মুক্তির প্রতীক্ষা করছে তাদের মধ্যে রয়েছে [illegible] 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', এস এম 'ফিল্মস ইউনিটের' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]।

এস এম [illegible] নতুন ছবি [illegible]

• • •

[illegible]

কেমন মিছে

কষ্ট পাচ্ছেন?

তাড়াতাড়ি আরামের জন্যে

বি.আই. কফ সিরাপ ব্যবহার করুন

দমকা ও পুরানো কাশিতে

এবং শ্বাসনালীর প্রদাহে

বিশেষ উপযোগী

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড

বাংলা ও হিন্দী ছবির পরিবেশন ক্ষেত্রে জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স নাম সুপরিচিত। এবার তাঁরা ছবি তোলার কাজেও হাত দিয়েছেন। জনতা পিকচার্সের প্রথম ছবির নামকরণ হয়েছে অন্বেষণ। ছবিটি পরিচালনা করবেন [illegible] সেন। [illegible] [illegible] ভূমিকায় দেখা যাবে।

[illegible]

[illegible]

# নাট্যাভিনয়

[illegible]

[illegible]

• • •

আগামী রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় [illegible]

হয়েছেন। প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই [illegible] এর পর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখবার [illegible] [illegible]

• • •

[illegible]

# বিবিধ সংবাদ

[illegible]

• • •

[illegible]

• • •

[illegible] ১৯৫৮ সালে [illegible] [illegible] [illegible]


রেখা ও লেখা

[illegible]

আমদানি : [illegible] [illegible] [illegible] Kay Kay Traders, B 723, Vinay Nagar, New Delhi.

(এম ৩-২৬৪)

এলিট

[illegible]

THE BEST OF EVERYTHING

CinemaScope COLOR by DE LUXE

[illegible]

বিশ্বরূপা

[illegible]

সেতু

[illegible]

[illegible] নরেশ মিত্র, [illegible]

[illegible]

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

স্বাধীন পরিচালক হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেন।

**নতুন রেকর্ড**

মেগাফোন কোম্পানী সম্প্রতি যে-সমস্ত রেকর্ড প্রকাশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

জে এন জি ৬০৩৬ বিশ্বনাথ মৈত্রের কণ্ঠে ভজন। জে এন জি ৬০৪৮ তিমিরবরণের স্বরযোজনা সহযোগে যন্ত্রসংগীত। জে এন জি ৬০৪১ জহর রায়ের কৌতুক নক্সা। জে এন জি ৬০৪৭ সুপ্রভা সরকারের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৫০ সুচিত্রা সেনের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৪৯ অনিল দত্তের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৪৪ রবীন মজুমদারের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৪৫ অপরেশ লাহিড়ীর আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৪৬ অখিলবন্ধু ঘোষের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৫২ বেচু মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৫২ মায়া রায়ের শ্যামাসংগীত।


টেলিফোনে আনেক তাড়াতাড়ি
টেলিগ্রাম বিলি করা যায়

প্রাপকের টেলিফোন নম্বরে ✱ আপনার টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রাফ অফিসে টেলিগ্রাম পৌঁছবামাত্র সেটি টেলিফোনে তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। টেলিগ্রাফ পিওনের মারফৎ বিলি করতে হলে, সাধারণতঃ যে দেরী হয়, এতে তা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

বারাখাম্বা
✱ টি এক ৩১৬৭০
নূতন দিল্লী

তা ছাড়া এতে খরচও বেশী নয় — টি এক এই উপপদটি নিয়ে টেলিফোন নম্বরকে একটি শব্দ ধরা হয়।

যেখানে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই শুধু এই সুবিধে পাওয়া যায়।

টেলিগ্রামের একটি নকল সেই দিনই প্রথম ডাকে প্রাপকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ফোনে আপনার টেলিগ্রাম
জেনে নিন

প্রেরক যদি ফোন নম্বর না দিয়ে দেন তা সত্ত্বেও কোন কোন সহরে আপনি ফোনে টেলিগ্রাম পেতে পারেন। টেলিগ্রাফ অফিসে আপনার ফোন নম্বর রেজেষ্ট্রী করিয়ে নিন। তারপর থেকে আপনার সমস্ত টেলিগ্রাম ফোনে জানিয়ে দেওয়া হবে, পরে তার নকল পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আগ্রা, আহমেদাবাদ, এলাহাবাদ, অমৃতসর, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, কোয়েম্বাটুর, দিল্লী, ইন্দোর, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর, নূতন দিল্লী, সেলেম ও সেকেন্দ্রাবাদে এই সুবিধে পাওয়া যায়।

আপনাদের আরও সেবা করতে
আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/331

এই মাসের ১৮ তারিখ থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্কোয়াভ্যালিতে শীতকালীন অলিম্পিক খেলাধুলো আরম্ভ হওয়ার কথা। [illegible]

[illegible]

অলিম্পিক প্রতীক পাঁচটি বৃত্তের [illegible] খেলাধুলো [illegible] বিভিন্ন অলিম্পিক [illegible]

[illegible]

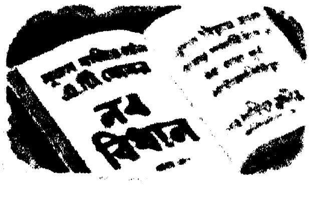

শৌর্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক-রূপী শিখা-দণ্ড।

কিন্তু গ্রীক ও রোমানী দেবতা আজ তাদের পুরো কাহিনীর মধ্যে। সেই একটি কাহিনীর পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে ১৯৬০ সালের অলিম্পিক মশাল।

বহু বছর আগে, সভ্যতার সূর্যোদয়েরও বহু আগে আর্কাডিও নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আলফিয়াস জলদেবী আরিথুসার প্রেমে পড়েন। কিন্তু আরিথুসা নারাজ। তিনি অলিম্প ও হেরার্ডিয়ার পাহাড়, পর্বত, নদী, অরণ্য অতিক্রম করে ছুটে চললেন। কিছুতেই ধরা দেবেন না তিনি। তবু চাইছে তার অরণ্য বক্ষে ছায়াচ্ছন্ন লোকের মাঝে তার নিরাপদ নির্জন—সেও জানে। সেটাই তিনি চান। তবু ধরা দেবেন না আলফিয়াসের হাতে।

কিন্তু আলফিয়াসও অদম্য অনন্ত প্রেমের মধুর বাণী নিয়ে সংগীত ও সৌন্দর্য নিয়ে আরিথুসা [illegible] চললেন। দেখা হল দেবী [illegible] সাথে। তারপর তার সমস্ত কথা [illegible] সান্ত্বনা দিলেন—পরিণামে আলফিয়াসের আলিঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য [illegible] একটি ঝরনায় রূপান্তরিত করে দেবেন।

আলফিয়াস সমুদ্রের নিচে [illegible] গেলেন আরিথুসা নেই। [illegible] তিনি, তবু [illegible] দেখা পেলেন না [illegible] আরিথুসা নেই। [illegible] অরণ্যের মাঝে একটি ঝরনার [illegible] অন্তরীপ।

কিন্তু আলফিয়াসের [illegible] হয়নি। [illegible] কোনো প্রেমেরই [illegible] [illegible] হয় না। আজও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ১৯৬০ সালের অলিম্পিক মশাল [illegible]

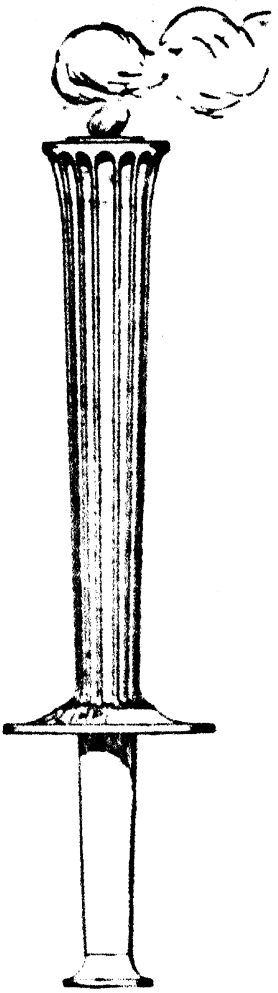

রোম অলিম্পিকের নতুন মশাল

[illegible]

এই অলিম্পিক [illegible] মশাল [illegible] [illegible] অলিম্পিক [illegible] অলিম্পিকের [illegible] [illegible]

কিন্তু তখনও ৮ শত মাইল দূরে [illegible]

সিসিলের ক্ষুদ্র দ্বীপের অন্তরের স্রোত-ধারার পাশে জ্বলবে একটি বাতি। যেখানে বিজয় উল্লাস, পরাজয়ের গ্লানি, কলরব ও কোলাহল—কিন্তু আইওনিয়ান সাগরের ধারে বিরহ-বেদনার প্রতীক একটি নিঃসঙ্গ দীপশিখা......।

সকলেরই জানা আছে, অলিম্পিকের প্রতীক চিহ্ন হচ্ছে একত্র গ্রথিত পাঁচটি বলয় বা বৃত্ত। পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক হিসাবেই পাঁচটি বলয় গ্রহণ করা হয়েছে। একে মৈত্রীর নিদর্শনও বলা যেতে পারে। পাঁচটি বলয় ছাড়া প্রতি অলিম্পিকের জন্যই পৃথক প্রতীক গ্রহণ করা হয়। রোমের সপ্তদশ অলিম্পিকের জন্য উৎকলন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

কিন্তু [illegible]

[illegible] এ-যাত্রার পূর্ণ হল না। মানুষ দেবের

[illegible]

রোম অলিম্পিকের প্রতীক নেকড়ে-মাতার স্তন্যপানরত যমজ মানব-শিশু, রমিউলাস ও রিমাস; তার নীচে অলিম্পিক বলয়

[illegible]

ইটালিয়ান অলিম্পিক কমিটি [illegible] অলিম্পিক [illegible] অলিম্পিকের [illegible] [illegible] অলিম্পিক কমিটি [illegible] দিয়ে [illegible] আসছেন। ১৯৫৫ সাল থেকে এই [illegible] দেওয়া হচ্ছে। নেকড়ে-মাতার স্তন্যপানরত রমিউলাস ও রিমাসের আদর্শ অবলম্বনে এবং তারই প্রতিকৃতির অনুকরণে [illegible] অলিম্পিক আদর্শের দিক দিয়ে এ এক মহামূল্যবান পুরস্কার।

নেকড়ে-মাতার স্তন্যপানরত রমিউলাস ও রিমাসের প্রতিমূর্তি রোম নগরীরও প্রতীক ছিল। এই প্রতীক গ্রহণ করেছেন রোম অলিম্পিক কমিটি [illegible] অলিম্পিক কমিটির অনুমোদনে। এই প্রতীকের নীচে আছে এক সঙ্গে গ্রথিত পাঁচটি মহাদেশের মিলনের চিহ্ন পাঁচটি বলয়।

মিডল্যাণ্ড সবসময়েই পাবেন

Midland

[illegible]

দেখে নিন এটা মিডল্যাণ্ড তৈরী

[illegible]

ভারতের এজেন্ট: প্যারী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

## দেশী সংবাদ

৮ই ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ সংসদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, ভারত কোন অবস্থাতেই চীন কর্তৃক দুই দেশের মধ্যবর্তী সাধারণ সীমান্ত সম্বন্ধে একতরফা অবলম্বিত ব্যবস্থার বা সিদ্ধান্তের ফলাফল মানিয়া লইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জিকে কংগ্রেসের সদস্যপদ হইতে অপসারিত করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

মুসলিম লীগ [illegible] সহিত আলোচনার সময়ে কেরলে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় আসন দাবি করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কেরল কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি [illegible] বৈঠকে এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া [illegible] ভার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ফাইনাল এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা [illegible] ১৫ই মার্চের পরিবর্তে ৩০শে মার্চ [illegible] হইবে। ১৯৬০ সালের ১৫ই মার্চ তারিখের [illegible] পরীক্ষার স্থলে [illegible] হইবে।

১০ই ফেব্রুয়ারী—সংযুক্ত [illegible] অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস, পি এস পি ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধি লইয়া এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেরলের নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে বলিয়া [illegible] আভাস পাওয়া যায়।

প্রকাশ, ভারত সরকার [illegible] [illegible] ১৫০ কোটি [illegible] ১৮০ কোটি টাকা। [illegible] ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

১১ই ফেব্রুয়ারী—আজ সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ [illegible] দিল্লীতে [illegible] উভয় সভার সদস্যদের নিকট তাঁহার বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে তিনি ঘোষণা করেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] পারস্পরিক [illegible] [illegible] সোভিয়েট ইউনিয়নের [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সম্পর্কে আলোচনা হয়। [illegible] শেষ হয় নাই।

[illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible]

১২ই ফেব্রুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, [illegible] যে,


...চীনের অবস্থার চীনের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করিয়া লাভ হইবে না; কারণ উহাদের এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনরূপ মিল নাই।

আজ ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে দুইটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উহার মধ্যে একটি ভারতকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান সম্পর্কিত এবং অপরটি সাংস্কৃতিক বিনিময় সংক্রান্ত। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও শ্রীনেহরুর উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় [illegible] মন্ত্রী শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১৫ই ফেব্রুয়ারী—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

## বিদেশী সংবাদ

৮ই ফেব্রুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি পরিকল্পনা [illegible] হয়। এই পরিকল্পনা [illegible] জন্য এই অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

আজ এই মর্মে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ১২০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের [illegible] ও [illegible] একটি [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই [illegible] [illegible] করিবে।

৯ই ফেব্রুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] ৪ নং [illegible] [illegible] [illegible] হইতে জানানো [illegible]

...জনের জন্য আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ বৎসর ১৬১ আসনের জন্য ভোটগ্রহণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪ নং ১৪০টি আসন লাভ করিয়াছে।

[illegible] ইতালীর [illegible] এক সংবাদে প্রকাশ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ করিতে হইবে। [illegible] করিতে হইবে এবং [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

১০ই ফেব্রুয়ারী—[illegible] সরকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি [illegible] [illegible] [illegible]

১২ই ফেব্রুয়ারী—[illegible] [illegible]

১৩ই ফেব্রুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] থাকিবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—[illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] উপর এই [illegible] জ্ঞাপন করে।


সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা ঃ বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফঃস্বলে ঃ (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন ঃ ২৩—২২৮৫। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

হাতের কাছে
ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!
যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।
উইলস-এর ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই
দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

REG. NO. C. 2109

স্বচ্ছ এই সাবানটি পরিচ্ছন্ন
লাবণ্যের জন্য অপরিহার্য্য
SOAP
প্যারাডাইস্
গ্লিসারিন সাবান
A SIKRI PRODUCT

# দেশ

শনিবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 27th February, 1960 মূল্য—৩০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ১৭

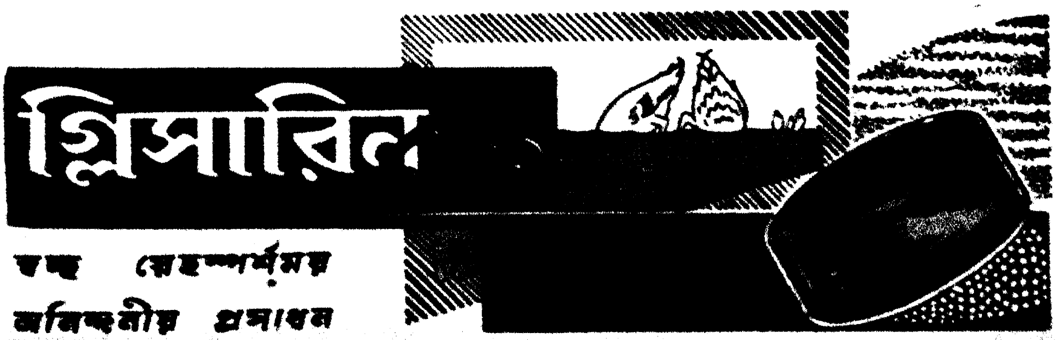

ফিনিক্স পরিকল্পিত বস্ত্রে
সর্বদাই নিজেকে অসাধারণ
করে তুলুন

রুইয়া বস্ত্র

Ruia

ডিজাইন ও বুনুনির নিজস্ব চমৎকারিত্বে
ফিনিক্স প্রিন্ট, ভয়েল ও লেনোর মত
সুন্দর কাজ আর নেই। সারাদিন ধরে
তাজা ও ঝকঝকে বলে মনে হবে।

দি ফিনিক্স মিলস্ লিমিটেড,
লোয়ার প্যারেল, বম্বে-১৩

বাংলার একমাত্র নির্ভেজাল সাহিত্য মাসিক

# কথাসাহিত্য

সদ্যপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার লেখকবৃন্দ :

অবধূত, পরিমল গোস্বামী, [illegible], কালিদাস রায়, [illegible], আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, [illegible], প্রমথনাথ বিশী, [illegible], সন্তোষকুমার দে, [illegible]

[illegible]—অবধূত। [illegible]

[illegible] উপন্যাস [illegible]—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[illegible]

[illegible] সাহিত্য পত্রিকা

## নূতন বিভাগ : জীবন-বিচিত্রা—

আপনার লেখা, আপনার জীবনের ছোট ঘটনা, [illegible] আমাদের লিখিয়া পাঠান। মাসে মাসে ৪।৫টি করিয়া প্রকাশিত হইবে। সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার লেখককে দশ টাকা সম্মানমূল্য দেওয়া হইবে।

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য — ৩·৫০  ষাণ্মাসিক — ৩·০০

কার্যালয় : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ মিত্র-ঘোষের নবতম গ্রন্থসম্ভার ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

## সাত পাকে বাঁধা

নূতন কাহিনীর, নূতন [illegible] সৃষ্টি। দাম—৫॥০

পঞ্চতপা (২য় মুদ্রণ) ৬॥০ সমুদ্র সফেন (২য় মুদ্রণ) ৪॥০ নবনায়িকা ২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

সন্তোষকুমার ঘোষের নূতন উপন্যাস

## রেণু তোমার মন

— [illegible] টাকা —

বিমল করের নূতন উপন্যাস

## খোয়াই

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নবতম সুবৃহৎ উপন্যাস

## তরঙ্গের পর

[illegible] উপন্যাস। দাম—পাঁচ টাকা

[illegible] (২য় মুদ্রণ) ৫, ইরাবতী (৩য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) উপকণ্ঠ (২য় মুঃ) ৩,

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক উপন্যাস

## মিলনান্তক

হাসি — কান্না — সুখ — দুঃখ — আনন্দ — [illegible]

দাম—সাড়ে চার টাকা

নতুন বৌ (৩য় মুঃ) ৫, [illegible] ৮, কথাচিত্র ৫,

নিরুপমা দেবীর

[illegible]

[illegible] উপন্যাস

## অনুকর্ষ

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

শ্যামলী ৩, [illegible] ৩,

॥ দুটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থ ॥

কালিদাস রায়ের

**সাহিত্য প্রসঙ্গ** ৫,

অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের

**আধুনিক বাংলা কাব্য** ৬,

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

## পরিশোধ

[illegible] দাম—সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

**উত্তর ফাল্গুনী** ৬॥০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

**ছাড়পত্র** ৪॥০

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভ্রমণকাহিনী

**[illegible] পথ** ৪॥০

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

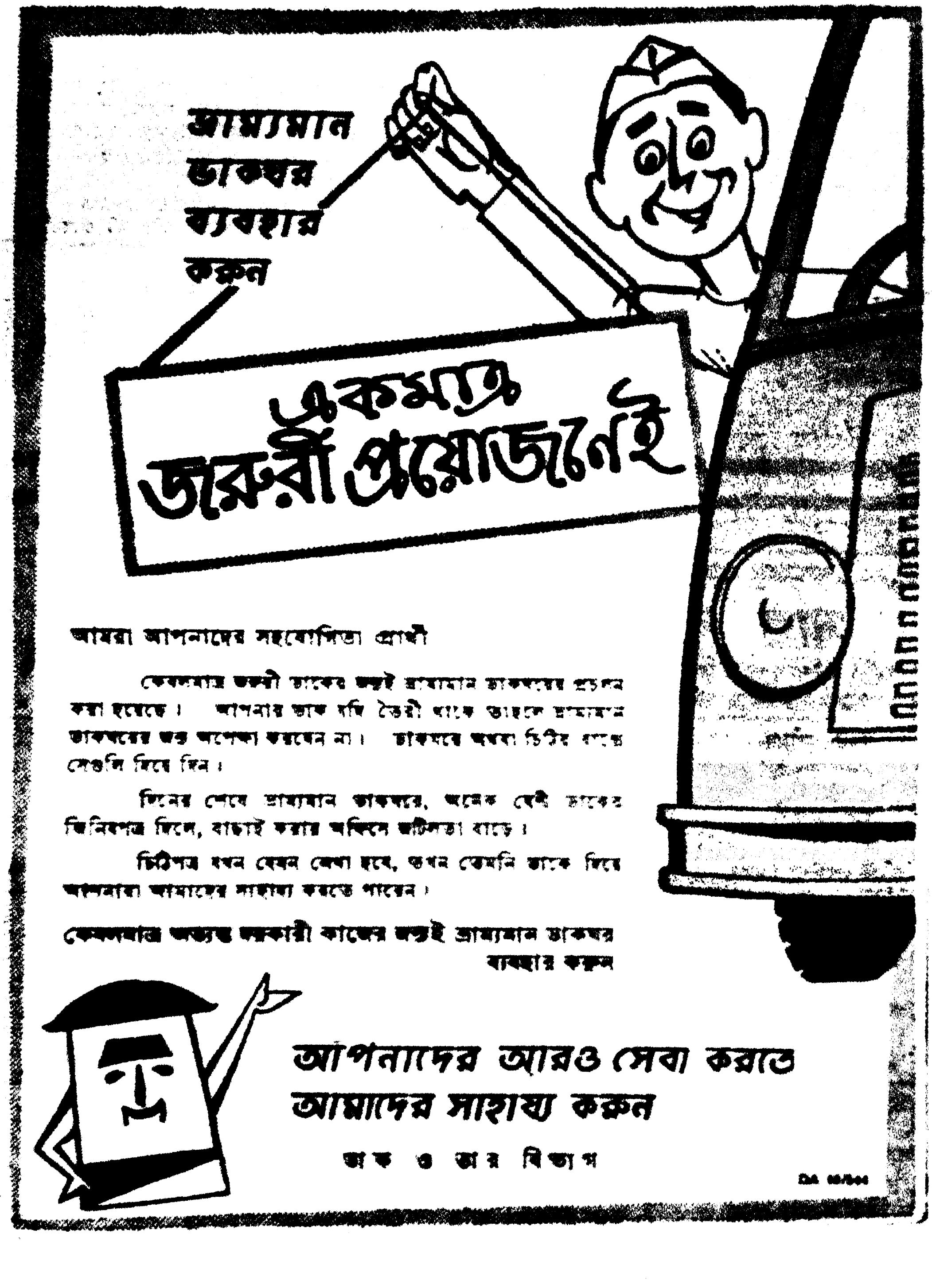
ভ্রাম্যমান
ডাকঘর
ব্যবহার
করুন
একমাত্র
জরুরী প্রয়োজনেই
আমরা আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী
কেবলমাত্র জরুরী ডাকের জন্যই ভ্রাম্যমান ডাকঘরের প্রচলন করা হয়েছে। আপনার ডাক যদি তৈরী থাকে তাহলে ভ্রাম্যমান ডাকঘরের জন্য অপেক্ষা করবেন না। ডাকঘরে অথবা চিঠির বাক্সে সেগুলি দিয়ে দিন।
দিনের শেষে ভ্রাম্যমান ডাকঘরে, অনেক বেশী ডাকের জিনিষপত্র দিলে, বাছাই করার অফিসে জটিলতা বাড়ে।
চিঠিপত্র যখন যেমন লেখা হবে, তখন তেমনি ডাকে দিয়ে আপনারা আমাদের সাহায্য করতে পারেন।
কেবলমাত্র অত্যন্ত দরকারী কাজের জন্যই ভ্রাম্যমান ডাকঘর ব্যবহার করুন
আপনাদের আরও সেবা করতে
আমাদের সাহায্য করুন
ডাক ও তার বিভাগ

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| চিকিৎসা ও প্রতিকার— | | ২৫৯ |
| প্রসঙ্গত— | | ২৫০ |
| বৈদেশিকী— | | ২৩১ |
| রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী— | ডঃ অমিয় চক্রবর্তী | ২৫৩ |
| আলোচনা— | | ২৫৩ |
| শেষ দৃশ্য— | শ্রীরঞ্জন সেন | ২৫৫ |
| বিশ্ববার্তা— | | ২৫৬ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম— | শ্রীবিমল মিত্র | ২৬১ |

প্রকৃতি

৭ই মাঘের বই

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

SONGS OF THE SEA 4.00

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

॥ আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি ॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

... ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ; ৩৪-২৬৪১

খাবারের কথা মনে
হ'লেই কি ভয় পান?

হিউলেট্‌স
মিক্সচার

খাওয়ার পর পেটের গণ্ডগোলে
দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে।

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট লিমিটেড
৮৩/এ [illegible] ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ-১

CJH 834



আপনার
কাশি শীঘ্রই
সেরে যাবে

যদি আপনি
পেপস্
গলার ও বুকের
বড়ি গ্রহণ করেন

পেপস্ মুখে রেখে দিন—এর আরোগ্যকারী তাপ কি ভাবে গলার ক্ষত, ব্রংকাইটিস, কাশি ও সর্দিতে আরামদানে সাহায্য করে তা অনুভব করুন। পেপস্ প্রদাহ সঙ্গে সঙ্গে আরামদায়ক ও নিরাময় করে।

পেপস্—কোন প্রকার
বিপজ্জনক ড্রাগ নেই
নিশ্চয়তার সঙ্গে
দেওয়া চলে
সহজে নিরাময় করে
ব্রংকাইটিস্,
গলার ক্ষত,
সর্দি,
কাশি ইত্যাদি
সব ঔষধ বিক্রেতার
নিকট পাওয়া যায়

সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

PPT-34-BEN

পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
৩২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

সংসারের কাজে আপনাকে ক্লান্ত করে ফেলে...অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন...এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার...আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

আবার আশ্চর্য্যজনক
সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হৃতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু
ওয়াটারবেরীজ
কম্পাউণ্ড
সেবন করে নিজেকে
সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় দলীপ সিং | —শ্রীঅমিতা [illegible] | ২৭৩ |
| প্রথম কদম ফুল | —শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ২৭৭ |
| বাইশে শ্রাবণ | —শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ২৮৫ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি | —শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ২৮৯ |
| আনন্দপুরে সেবারের দেয়ালি | —শ্রী[illegible] দেবী | ২৯৭ |
| বালাম : আশাবরী (কবিতা) | শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | ৩০২ |



● তারাশঙ্করের ● ॥ পঞ্চগ্রাম ॥ ধন্বন্তরি ॥ পাষাণপুরী ॥ ॥ শ্রীপঞ্চমী ॥ [illegible] ॥

● বিভূতিভূষণের ● ॥ অপরাজিত ॥ দৃষ্টিপ্রদীপ ॥ তৃণাঙ্কুর ॥ ॥ অসাধারণ ॥ ইছামতী ॥ [illegible] ॥

● প্রমথনাথ বিশীর ● ॥ অশ্বত্থের অভিশাপ ॥ পদ্মা ॥ ॥ ধনেপাতা ॥

● গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ● ॥ রাত্রির তপস্যা ॥ রজনীগন্ধা ॥ ॥ পুরুষ ও রমণী ॥

● গৌরীশঙ্করের ● ॥ এলেবার্ট হল ॥ অগ্নিসম্ভব ॥ ॥ প্রিয় চন্দ্রের চিঠি ॥

● সাবিত্রী রায়ের ● ॥ পাকা ধানের গান ॥ মালশ্রী ॥

● পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের ● ॥ রূপসী নগরী ॥

● রূপদর্শীর ● ॥ নকশা ॥ নাচের পুতুল ॥

● সুশীল ঘোষের ● ॥ মৌন মুখর ॥

● বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ● ॥ মধুপাক ॥

● নিরুপমা দেবীর ● ॥ আমার ডায়েরী ॥

● বিমল করের ● ॥ নিশিগন্ধ ॥

● সন্তোষকুমার ঘোষের ● ॥ চীনে মাটি ॥

● নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ● ॥ চড়াই উৎরাই ॥

● দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ● ॥ তৃতীয় ভুবন ॥

● দক্ষিণারঞ্জন বসুর ● ॥ পরম্পরা ॥

● পশুপতি ভট্টাচার্যের ● ॥ ডাক্তারের দুনিয়া ॥

॥ মিত্রালয় ॥ কলিকাতা-১২ ॥

সি ২৮৫৬



কিশোর সাহিত্য

নিকোলাই নোসভের
**ডিটিয়ার কাণ্ড**
একটি দুরন্ত ছেলের মজার উপন্যাস।
[illegible]
—আনন্দবাজার ২·৫০

বোরিস পোলেভয়ের
**একটি সাচ্চা মানুষের গল্প**
[illegible]
—আনন্দবাজার ১·৭৫

এম. ইলিন ও ই. সেগালের
[illegible]
—প্রবাসী ৩·৫০

[illegible]
মোনো ২·০০/১·৫০

[illegible]
নাও সে কুই
শৈশবে ও যৌবনে ১·৫০

[illegible]
কাগজানকা ১·০০

আর্কাদি গাইদারের
সোনার চাবি ১·০০

॥ লোক-বিজ্ঞানের কয়েকটি বই ॥

| | |
|---|---|
| চাঁদে অভিযান | ৩·০০ |
| [illegible] পৃথিবী | ১·৬২ |
| আবিষ্কারের কথা | ১·৫০ |
| মানুষ কি করে গুনতে শিখল | ১·২৫ |
| মানুষ কি করে বড়ো হল | ৩·৫০ |

[illegible] কিশোর সাহিত্য

রুশ দেশের উপকথা ১·৫০
ডোরা ১·৯৪

| | |
|---|---|
| [illegible] : অজব গজব গান | ১·৭৫ |
| [illegible] : আমাদের পরিবার | ০·৭৫ |
| [illegible] : হঠাৎ দেখা | ১·১৯ |
| [illegible] : নীল পেয়ালা | ১·১২ |

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩

ওরা সবাই বলে...আমরা **হামাম** পছন্দ করি

নরম, মসৃণ ফেনা···
নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে!
ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে···
হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!
কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে
চায় না···
এত অল্পই খরচ হয়!

**হামাম**
মেখে তাজা বোধ করুন এবং
তাজা গন্ধে ভরে উঠুন

বাড়ীর সবাই **হামাম** পছন্দ করে

টাটার তৈরী তাই নিশ্চয়ই ভাল

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কথা-গান (কবিতা)—শ্রীনিরঞ্জন দে চৌধুরী | ... | ৩০২ |
| গ্রামেবাসে— | ... ... ... ... | ৩০৩ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—[illegible] | ... ... ... ... | ৩০৪ |
| পুস্তক পরিচয়— | ... ... ... ... | ৩০৫ |
| চিত্র প্রদর্শনী— | ... ... ... ... | ৩০৯ |
| রঙ্গজগৎ—[illegible] | ... ... ... ... | ৩১০ |
| খেলার মাঠে—[illegible] | ... ... ... ... | ৩১৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... ... ... ... | ৩২০ |



[illegible] প্রণীত

## শিক্ষা, চরিত্র ও মনোবিদ্যা

[illegible]

[illegible] প্রণীত

## সচিত্র গীতা—বাংলা পদ্যে

[illegible]

[illegible] প্রণীত

## যুগসন্ধি (নাটক)

[illegible]

[illegible] (সম্পাদিত)

## বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

[illegible]

**মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ**

১০ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট : কলিকাতা—১২ ফোন : [illegible]

শংকর-এর নতুন বই

## পদ্মপাতায় জল

প্রকাশিত হলো

[illegible]

মূল্য : [illegible]

শংকর-এর অন্যান্য রচনা

**কত অজানারে**

[illegible]

**যা বলো তাই বলো**

[illegible]

[illegible]

**আবহমান**

[illegible]

**কেউ ভোলে না কেউ ভোলে**

[illegible]

[illegible]-এর
নায়কের [illegible]—[illegible] টাকা

[illegible]-এর

| | |
|---|---|
| তুমি সন্ধ্যার মেঘ ([illegible]) | ১·৫০ |
| [illegible] তিন কাণ্ড | ১·৭৫ |
| [illegible] | ৩·০০ |

[illegible]-এর

| | |
|---|---|
| সাহেব বিবি গোলাম (১২ সং) | ৭·৫০ |
| [illegible] ([illegible] সং) | ৩·৫০ |
| [illegible] ([illegible]) | ৩·৫০ |

**নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ**

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট [illegible] নই দিল্লী-১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**কালান্তর ৪॥**

গণদেবতা ৪৲ কালিন্দী ৪॥৹
পঞ্চগ্রাম ৪॥৹ আগুন ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর

**জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ৫৲**
শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ২॥৹
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব ২॥৹

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

**মানব দেউল ৫৲**

উদয়ভানু ৪॥৹ বহ্নিকন্যা ৩৲
রাত্রি জননী ৩৲ প্রিয়া ও পৃথিবী ৩৲
দুহু মন জীবন ৪৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৩॥৹

**কাত্যায়নী বুক স্টল**
২০৩, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

(স ২২৩৯)

নতুন দিনের নতুন সাহিত্য
**তুমি কে?**
দাম ২৲৫০ নঃপঃ
সুধাংশুকান্তি ভট্টাচার্য
জি. সি. ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

**ছায়াছবি**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অননুকরণীয় ভঙ্গীতে লেখা

কয়েকটি চিত্তাকর্ষক নিটোল গল্প। সুদক্ষ শিল্পী রণেনআয়ন দত্তের আঁকা বহুবর্ণের বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারে অতুলনীয়।
দাম তিন টাকা মাত্র।

বিভূতিভূষণের আর একখানি বই এই সঙ্গে প্রকাশিত হলো। বিভূতিসাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে ও তাঁকে চিনতে এ বইখানি অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য বই

**ঊর্মিমুখর**

৩৲ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা

**বিভূতি প্রকাশন**
১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা—১২

(সি ২৮৭৫)

নতুন মুদ্রণ

সুবোধ ঘোষের

**ভারত প্রেমকথা**

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান

**সপ্তম সংস্করণ**

দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

**প্রেমের গল্প**

শৈলজানন্দের বাছাই করা ১২টি
প্রেমের গল্পের শোভন সংকলন

দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শতকিয়া | ॥ | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬·০০ |
| রূপসী রাত্রি | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | ॥ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | ॥ | সরোজবালা সরকার | ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | ॥ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১·২৫ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | ॥ | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩·৫০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 27th February, 1960

[illegible] ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, [illegible] ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## চিকিৎসা ও প্রতিকার

[illegible] চিকিৎসা প্রসঙ্গে [illegible] সম্পর্কে [illegible] আমাদের [illegible] প্রত্যক্ষ [illegible]

[illegible] Teachers' Constituency [illegible] সরকার [illegible] রাজসভা ও [illegible] প্রেরিত হন। [illegible] প্রত্যক্ষ রাজনীতি [illegible] সমাজে প্রবেশ করে [illegible] রাজনৈতিক [illegible] শিক্ষক যদি [illegible] তাঁহার প্রভাব [illegible] সুস্থ মনোভাবের [illegible] না। এখন এই [illegible] সংবিধানের [illegible] প্রতিনিধিদের [illegible] ডাক্তার, উকীল [illegible] বিশেষ প্রতিনিধিত্ব না পাইয়া থাকেন,

[illegible]

[illegible] কোন কোন ছাত্র [illegible] অনেক সময়ে ইহারা রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক [illegible] এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা। কলেজের সংখ্যা বাড়িয়াছে, ছাত্রের সংখ্যা তার চেয়েও বাড়িয়াছে। [illegible] ছাত্র পাস করিতেছে [illegible] স্থান পায় না [illegible] এমন অবস্থায় একই ছাত্র [illegible] বছর কলেজে থাকিয়া যাইবে, এমন হওয়া উচিত নয়। কলেজগুলি [illegible] ছাত্রদের [illegible] জন্য হওয়া উচিত, [illegible] বছর কেন [illegible] কলেজে না [illegible] ছাত্রের [illegible] এমন আশঙ্কা [illegible] পরীক্ষা দিতে পারিবে [illegible] সেরূপ অনুমতি [illegible] প্রতিকারের পথে ইহা দ্বিতীয় [illegible]

[illegible] তৃতীয় [illegible]—সরকার ও [illegible] দলগুলিকে লইয়া।

[illegible] হইবে, [illegible] প্রথম দফে [illegible] সরকারের উপর [illegible] কর্তব্য [illegible] বিশ্ব- [illegible] সরকারের [illegible] বাহিরে রাখি [illegible] রাজনৈতিক [illegible] ও বাহ্যিক [illegible] অতিরিক্ত [illegible] পাইতে [illegible] হবেন, [illegible] উচিত। আজ [illegible] দিয়েছেন, [illegible] তাঁহাদের [illegible] হইবে। [illegible] আগে ও [illegible] কম্যুনিস্ট [illegible] এমন [illegible] উচিত। ইহাই [illegible]

[illegible] উচিত। [illegible] সমাধান [illegible] পাই, [illegible] হইবে।

# প্রসঙ্গত

সরকারী কর্মচারীরা 'দেশের অধিকারভুক্ত শ্রেণী' নন। বলেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। রাজ্যসভায় বেতন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনায় তিনি সরকারী কর্মচারীদের সতর্ক করে জানিয়েছেন, 'অত্যধিক বেতন দাবী করে তাঁরা যেন অবশিষ্ট জনগণের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত না হন।' প্রশাসনিক কর্মচারীদের সম্বন্ধে সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, এ সম্বন্ধে সরকার অবহিত আছেন। কিন্তু যে জনসাধারণের জন্য এই শাসনব্যবস্থা তাদের উপর দায়িত্বের কথা তাঁরা বিস্মৃত হতে পারেন না। যা জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ববোধের পরিপন্থী তা তাঁরা কখনই সমর্থন করতে পারেন না। এ সম্পর্কে সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনা করার যে অনুরোধ রাজ্যসভায় জানানো হয়েছিল, অর্থমন্ত্রী তা সরাসরি অগ্রাহ্য করে বলেন, রিপোর্ট প্রণয়নকালে দু বৎসর ধরে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। এখন আর তার কোনো সার্থকতা নেই।

*

অর্থমন্ত্রীর উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বেতন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কোনো কারণেই তার আর নড়চড় হবে না। বিবৃতি সমস্ত সরকারী কর্মচারীকে তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দেখতে অনুরোধ করেছেন। কুড়ি লক্ষ সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে (এতে অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৪৪ কোটি টাকা) তা দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। আমাদের দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যে কি, এ কথার তা বলা কঠিন। শিল্পপতিদের জীবনযাত্রার মান বাদশাহী বলা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও প্রায় সেই রকম। অন্যান্য উচ্চপদস্থদের মেজাজ বাদশাহী হলেও মাসান্তে জমা-খরচের অঙ্ক প্রায় সমান-সমান। মেজাজের মর্যাদা রাখতে গিয়ে তাঁদের জীবনযাত্রার মান অনেক সময় সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে রাখতে হয়। এঁদের বাদ দিলে বাকি থাকে, সাধারণ সংজ্ঞায় যাদেরই জনসাধারণ বলা হয়। এরা না-ঘাটকা, না-ঘরকা। এদের একাংশ চাকুরিজীবী লোক, যাদের টিকি উপরওয়ালার সঙ্গে বাঁধা, পা-দুটো নিচের তলার সঙ্গে। এরা কাজে মেজাজে উপরওয়ালার পিছু পিছু, বাজারে যায় নিচের তলার সঙ্গে সঙ্গে।

•

এরও নিচের দল, যারা সংখ্যায় শতকরা ৭০ কি হয়তো ৮০জনই, কোনমতে একবেলা আহার পায়। আসল জনসাধারণ এরাই। এদের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে বিচার করতে গেলে সরকারী কর্মচারীদের বেতন অর্ধেক কিংবা সিকি হ্রাস হওয়া উচিত। সেইভাবেই বেতন কমিশন যেমন সুপারিশ করেননি, সরকারও তেমন সিদ্ধান্ত করেননি। সরকারী ব্যবস্থা বিচার করলে দেখা যাবে, মাস-মাহিনা অপর তিনজন কেরানীদের বাড়ে ৫ টাকা ও জোয়ার তিনজনের বাড়ও কম বেড়েছে। বিনিময়ে হপ্তার মধ্যে [illegible] হপ্তা চারটে। শনিবার গেছে, আর ছুটি গেছে অনেক। সে হিসাব করলে আসলে এদের বেতন কমেছে বলা যেতে পারে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে একটি চমৎকার অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে: সরকারের লাভ বাড়ল বৎসরে ৬৬ কোটি টাকা, আর কর্মচারীদের বেতন (কাটাই ছুটির বেতন বাদ দিলে) কমলো। সরকারী কর্মচারীদের অসন্তোষের ফলে সরকারী সংস্থাগুলোর মোট কাজের পরিমাণ যে কমবে তাতে আর সন্দেহ কি।

•

অর্থমন্ত্রীর আর একটি উক্তি বিশেষভাবে বিচার্য। সরকারী চাকরিকে অর্থ জনসাধারণের সেবার চাকরি বলা হয় সেটা কেন? প্রধান অঙ্গ, সেটা দেশের মান পরিবর্তন করবার জন্য: সরকারী কাজ মান পরিবর্তনের জন্য। অপরাধই তার সার্থকতা। শ্রীদেশাই এর উক্তি থেকে বোঝা যায় অপরাধ সম্বন্ধে তিনি হয়তো সচেতন। সরকারী অর্থ সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে অপচয় করতে তিনি নারাজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১০০ টাকার কম বাড়িয়ে তিনি পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়েছেন। একটি কথা মনে পড়ে। ভিক্ষুক সকল গৃহস্থ বাড়িতেই হানা দিয়ে থাকে। আমার জানা এক ভদ্রলোক প্রত্যহ দুয়ার থেকে ভিক্ষুককে বিমুখ করে ফেরাতে তাঁর কষ্ট হয়। তেমনও না। তাদের দিতে দু টাকার [illegible] দিতে দু আনার চাল মুষ্টিভিক্ষা দেন। ভিক্ষুকেরও সন্তুষ্ট আছে। সেখানে এই কথাটি চক্ষু হবে বিপদ হল না। [illegible] ইচ্ছায় সম্প্রতি ভদ্রলোক ভিক্ষুকের উৎপাতমুক্ত হয়েছেন।

•

আর বেতন বৃদ্ধি হলে সরকারী কর্মচারিগণ জনসাধারণের ঈর্ষার পাত্র হবেন। তার অর্থ কি এই যে, সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার, সওদাগরী অফিসের বেতনের হারের চেয়ে বেশি? আমার ধারণা অন্যরূপ। ঠিক এর বিপরীত। মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে প্রধান মন্ত্রী নেহরু সওদাগরী অফিসের কর্তৃপক্ষের তাঁদের কর্মচারীদের বেতনের হার এত বেশি না করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তার থেকে বোঝা যায়, সওদাগরী অফিসের বেতনের হার সরকারী হারের চেয়ে বেশি হওয়ায় শ্রীনেহরু বিব্রত বোধ করেছেন। ঠিক যেমন [illegible] সরকারী [illegible] সওদাগরী অফিসের [illegible] সরকারী [illegible] সওদাগরী [illegible]

•

[illegible] সরকারী [illegible] সরকারী [illegible] এই রকম [illegible] এর চেয়ে অনেক বেশি। অবস্থা [illegible] ইতিমধ্যেই সুপারিশের জের গেছে, একথা [illegible] অর্থমন্ত্রীর আশ্বাস সেটাই কার্যত হয়ে যাবে, এমন আশঙ্কা অনেকের মনেই উঁকি মারতে আরম্ভ করেছে।

পর ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে দুটি জিনিস প্রকাশিত হয়েছে—একটি হলো পণ্ডিত নেহরুর একখানি চিঠি—চীনের প্রধান মন্ত্রী শ্রীচৌ এন লাইকে লেখা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভারত সরকারের একটি নোট—চীন সরকারের গত ২৬এ ডিসেম্বর তারিখের নোটের উত্তর। নেহরুজীর চিঠির তারিখ ৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ভারত সরকারের নোটটির তারিখ হচ্ছে ১২ই ফেব্রুয়ারী। কিন্তু নেহরুজীর চিঠি এবং সরকারের নোট দুটোই নাকি এক সঙ্গে পিকিং কর্তৃপক্ষের হাতে ১২ই তারিখে পৌঁছানো হয়। চীনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীপার্থসারথী দিল্লীতে এসেছিলেন। তিনি নাকি দিল্লী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী নেহরুজীর চিঠি ও ভারত সরকারের নোটটি সঙ্গে নিয়ে পিকিং যান এবং ১২ তারিখে চৌ-এন-লাই একসঙ্গে চীনা কর্তৃপক্ষের হাতে দেন। নেহরুজীর চিঠির প্রথম অংশটাই সরকারের নোটটি [illegible] হয়েছে [illegible] চিঠি ও নোট পড়লে [illegible] এই সময় চীনা কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হবে এইরকমই স্থির ছিল সেইভাবে দেওয়াও নাকি হয়েছে। কিন্তু তাহলে দুটির তারিখ আলাদা হবার কারণ কী? নোটটির তারিখ ১২ই অর্থাৎ যেদিন নোটটি চীনা কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ হয় সেদিন নোটটি দিল্লী থেকে [illegible] পাঠানো হয় [illegible] এবং সরকারের দপ্তরের অভিপ্রায় [illegible] নিজ বক্তব্য [illegible] নোটটির চীনা হাতে প্রত্যর্পণের তারিখই নোটটির তারিখ বলে দেওয়া অন্যদের দিক দিয়ে অসঙ্গত না হতে পারে। [illegible] কিন্তু চীন সরকারের পক্ষে একটি সম্পর্কে যে লেখা হয়েছিল সেটি [illegible] ২৬এ ডিসেম্বরের চীনা নোট পিকিংএ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হাতে অর্পণ করাই এবং সেটা দিল্লীতে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা না করেই চীনা কর্তৃপক্ষ নোটটি প্রকাশ করে দেন। এটা আন্তর্জাতিক শিষ্টাচারসম্মত না হলেও এখন অহরহ করা হয়। প্রধান মন্ত্রীর চিঠি এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য এক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে লিখিত, সুতরাং তার তারিখ লিখনের অথবা প্রেরণের তারিখই হবার কথা। কিন্তু যে-চিঠি ১২ তারিখে দেওয়া হবে তাতে সাতদিন আগের তারিখ দিয়ে রাখা হল কেন? শ্রীপার্থসারথী যদি চিঠি নিয়ে দিল্লী থেকে থাকেন তাহলে চিঠিতে-দেওয়া তারিখের পর চার দিন চিঠি দিল্লীতেই পড়ে ছিল। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ পত্রের লিখন ও প্রেরণ সম্পর্কে এইটাই কী চলতি ব্যবস্থা? যদি এরূপ ঘটে থাকে যে ৫ই তারিখেই চিঠি রওনা করে দেবার কথা ছিল, কিন্তু নোটটি তৈরী হতে বিলম্ব হওয়াতে চিঠিখানিও ঠিক সময়ে পাঠানো যায় নি, তাহলে চিঠির তারিখ অনুসারে শ্রীপার্থসারথীর দিল্লী


নাভানার বই

# পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী

[illegible] আন্তর্জাতিক কবি। [illegible] উজ্জ্বল [illegible] দুটি কবিতাই [illegible]

# পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

[illegible] একটি ঐতিহাসিক [illegible] এই [illegible] বাংলাদেশের [illegible] এবং [illegible] কলকাতা শহরের [illegible] [illegible] চার টাকা।

# গড় শ্রীখণ্ড ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার

[illegible] উপন্যাস। [illegible] টাকা।

# চার দেয়াল ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ

[illegible] উপন্যাস। তিন টাকা।

# মীরার দুপুর ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[illegible] আধুনিক উপন্যাস। তিন টাকা।

**নাভানা**

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

তারেক তারিখ অবধি পিছিয়ে দিলে কী ক্ষতিটা হত?

অথবা ইচ্ছা করেই ৫ তারিখ রাখা হয়েছে এইটা দেখাবার জন্য যে কয়েকদিন আগেই শ্রীনেহরু তাঁর চিঠির বক্তব্য স্থির করে। শ্রীখ্রুশ্চেভ ১১ তারিখে দিল্লীতে চাপে কিছু করা হচ্ছে বলে কেউ সন্দেহ করে? শ্রীখ্রুশ্চেভ ১১ তারিখে দিল্লীতে এসেছেন। ৯ই তারিখে [illegible] চিঠি নিয়ে পিকিং রওনা হয়ে গেছেন এবং চিঠির তারিখ থাকল ৫ই। [illegible] প্রভাবের ফলে কিছু করা হয় নি—এই


# বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বের হলে তাকে বলা হয় ডায়েবিটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus) এবং চিনি ছাড়া বারবার প্রস্রাব হলে তাকে বলা হয় ডায়েবিটিস ইন্সিপিডাস (Diabetes Insipidus)। যেসব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন, তাঁদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাবোধ করেন, শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কাজে আগ্রহের অভাব বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, চুলকানি হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, মস্তকের কাজ মন্থর হয়, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং পক্ষাঘাতজনক ক্ষোটকাদি (গ্যাংগ্রীন) দেখা দেয়। এই রোগকে অবহেলা করার ফলে বহু দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, অনিদ্রা, বাতাক্রান্ত, দৈহিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস, দৈহিক অবসন্নতা, অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ এবং সাধারণ দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। যাঁরা এই রোগে ভুগছেন, তাঁদেরকে বিনা খরচায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমাদের নিকট লিখতে অনুরোধ করছি—যার ফলে তাঁরা ইনজেকশন না নিয়ে, উপবাস না করে বা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং নবশক্তি যৌবনের ও শক্তিশালী বোধ করবেন এবং দৈহিক কার্যকলাপে আগ্রহ বেড়ে যাবে। আর বিলম্ব না করে আজই লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

**ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)**

পোঃ বক্স ৫৮৭

৬৫, কানাই শীল স্ট্রীট (কলুটোলা)

কলিকাতা


ধারণা জন্মাবার জন্যই যদি এই চেষ্টা হয়ে থাকে তবে 'ঠাকুর ঘরে কে—আমি কলা খাই না'র তুলনা অনেকের মনে পড়বে। যাই হোক, শ্রীচৌ এন-লাইকে লিখিত শ্রীনেহরুর ৫ই ফেব্রুয়ারীর চিঠির প্রকাশে দেশবাসী নিঃসন্দেহে হতাশ হয়ে পড়েছে। ৮ই তারিখ পার্লামেন্টের নূতন সেশন আরম্ভ হয়েছে, সেই দিন উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণে ভারত-চীন সমস্যা সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয় তা [illegible] রাষ্ট্রপতির ভাষণ [illegible] নেহরু-সরকারের বক্তব্যই [illegible] শ্রী চৌ এন-লাই এর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করার জন্য তাঁকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করে চিঠি রওনা হয়ে গিয়েছে। ১২ই তারিখ [illegible] ভারত সরকারের নোট এবং নেহরুজীর চিঠি [illegible] চীনা [illegible] নেহরুজীর বক্তৃতা [illegible] শ্রী চৌ এন-লাইএর সঙ্গে বৈঠক করতে প্রস্তুত [illegible] এবং তার জন্য চীনা প্রধান মন্ত্রীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণে [illegible] চীনা সরকার [illegible] এবং [illegible] চীনা সরকার [illegible] ভারত ও চীনের মধ্যে [illegible] কোনো ভিত্তিই নেই। ১২ই তারিখ রাজ্যসভায় শ্রীনেহরু [illegible] ভারত ও চীনের মধ্যে [illegible] কথা [illegible] এই সব কথা যখন বলা হচ্ছে [illegible] শ্রীনেহরু চীনা প্রধান মন্ত্রীকে [illegible] আলোচনার জন্য দিল্লীতে [illegible] শ্রীনেহরুর চিঠি [illegible] রাষ্ট্রপতির ভাষণ [illegible] শ্রী চৌ এন-লাইকে নিমন্ত্রণের চিঠি [illegible] রাষ্ট্রপতির মুখ দিয়ে ঐ সব কথা [illegible] রাষ্ট্রপতির [illegible] করা হয়েছে [illegible] শ্রী চৌ এন-লাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখার কথা এখন পর্যন্ত গোপন রেখে ১২ই তারিখে রাজ্যসভায় শ্রীনেহরু যে-বক্তৃতা দেন [illegible] পার্লামেন্টের প্রতি [illegible] প্রকাশ করা হয়েছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন হচ্ছে—শ্রীনেহরু এ কী করলেন? তিন মাস আগে তিনি শ্রীচৌ এন-লাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সাক্ষাৎ আলোচনায় কোনো লাভ নেই—যতদিন পর্যন্ত দুই গভর্নমেন্টের দৃষ্টিকোণ ও নীতির মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান থাকবে। চীনাদের বক্তব্য হচ্ছে, ভারত-চীন সীমান্ত নির্ধারিত হয়নি, নির্ধারণ করতে হবে। চীনারা ভারতের [illegible] ইতিমধ্যেই জবরদখল করে বসেছে এবং [illegible] ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীদের চীনাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই অবস্থা উপশম না হওয়া পর্যন্ত ভারত এবং চীনের মধ্যে [illegible] আলোচনার কোনো ভিত্তি নেই। [illegible] প্রাথমিক [illegible] শ্রী নেহরু [illegible] শ্রী চৌ এন-লাই [illegible] চীনা সরকার [illegible] [illegible] শ্রী নেহরু [illegible] শ্রী চৌ এন-লাইকে [illegible] শ্রী নেহরু [illegible] শ্রী চৌ এন-লাই [illegible] শ্রী চৌ এন-লাই [illegible] শ্রী নেহরু [illegible]

কেন? এ-প্রশ্নের সদুত্তর শ্রী নেহরু দিতে পারেন কি, দিতে পারবেন না। পার্লামেন্টের বিনা সম্মতিতে শ্রী নেহরু শ্রী চৌ এন-লাইকে ডেকে আনতে পারেন, কিন্তু পার্লামেন্টের বিনা সম্মতিতে কোনো [illegible] প্রধান মন্ত্রী মহাশয়েরও আছে কিনা সন্দেহ।

১৩।২।৬০

# রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী

[illegible]

[illegible]

[illegible]


প্রকাশিত হয়েছে

রবিতীর্থে ॥ ৬·০০

অপারেশন ॥ ৬·০০

সাগর-সঙ্গম ॥ ৩·৫০

মণিপদ্ম ॥ ৪·০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

জর্জ বার্নার্ড শ

চার টাকা

নীলাঞ্জনের খাতা

চার টাকা

নারায়ণ সান্যালের নতুন উপন্যাস

মনামী

চার টাকা

॥ প্রকাশের অপেক্ষায় ॥

পদ্মলেখার বাবা

মানুষ গড়ার কারিগর

রাজা ও মালিনী ॥ ৩·০০

রঙের বিবি (২য় সং) ॥ ৩·০০

কাব্য বিতান

চায়না টাউন ॥ ৩·৫০

অন্তরঙ্গমা ॥ ২·৭৫

চন্দন বিল ৪·০০ ॥

বেগমবাহার লেন (২য় সং) ৩·৫০

॥ অন্যান্য বই ॥

হরেকরকমবা ২·৫০

সপ্তপদী (২য় সং) ২·৫০

বইয়ের বদলে (২য় সং) ২·৫০

ভুলি নাই (২য় সং) ২·০০

রাগে আর অনুরাগে ৩·০০

ডাক্তার (২য় সং) ৩·৫০

কমলাকুঠির দেশ ৩·৫০

নীলাঞ্জন ৪·০০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড — কলিকাতা বারো ॥

দরকার যে Hazen Foundation, Asia Society এবং রবীন্দ্রনাথের নিউ ইয়র্কের প্রকাশক ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী সমবেত উদ্যোগে একটি রবীন্দ্র-রচনার সংগ্রহ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন। তিন-চারশ পাতার বইয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট-গল্প, ক্ষুদ্র নাটিকা এবং বিচিত্র ভ্রমণ চিত্রের সংযোগে একটি সমগ্র সাহিত্যিক প্রতিকৃতি পশ্চিম জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করা হবে। ইউনেস্কোর কর্তৃপক্ষরাও নানাভাবে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁদের সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই বিশেষ গ্রন্থটি প্রস্তুত করার প্রসঙ্গেই আমার এবার-কার দেশে আগমন। কিন্তু বলা বাহুল্য এই আয়োজনে ব্যক্তিবিশেষের স্থান স্বল্প। রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে পশ্চিম দেশে উপস্থিত করবার দায়িত্ব একজনের বা দুজনের নয়, বহুজনের।

বার্লিনে মাত্র অল্পদিন ছিলাম, কিন্তু সেখানেও সাহিত্যিক ও কবিদের সঙ্গে কথা বলেই বুঝলাম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ প্রস্তুত করায় তাঁরা নিযুক্ত। শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের জার্মান সংস্করণ বার করবেন। রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটককে রবীন্দ্রনাথের শব্দ সঙ্গীতের যোগে জার্মান মঞ্চে অভিনয়ে পরিবেশ করার আয়োজন এবং আলোচনা [illegible] শহরে দেখে এসেছি। আমার বিশ্বাস সুইটজারল্যান্ড, ইতালি এবং অনুরূপ চতুর্দিক [illegible] জার্মানি আপন বিশেষ প্রকাশ করবে। [illegible] এবং জার্মানির রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যদি কোনো সম্প্রদায় অথবা সমস্যার দেখা দেয়, তাহলে তখন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী [illegible] একটি বিশেষ স্থান থাকবে তবে একথা কোনো ব্যক্তির বা বিশেষ উপলক্ষের মনোভাব দিয়ে দেখা নয়। [illegible] আয়োজন সেখানেই দেখা দিক তার একটি চরম মূল্য আছে। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ প্রথমত ছিলেন কবি এবং শিল্পী সেই কারণে তাঁর শতবার্ষিকীর প্রেরণায় প্রকাশ [illegible] করবে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে [illegible] যদি কোনো শুভ ফল ফলে তাহলেও মনে নিয়ে আমরা উৎসুক।

দেশ পরিবর্ত পশ্চিম-দেশের পর, দেশীয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন হচ্ছে তার শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র সদনের সঙ্গে। কারণ শান্তিনিকেতনে ছিল রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল অবস্থান কর্মক্ষেত্র এবং এখানেই তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপি, তাঁর আঁকা ছবি, তাঁর বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ এবং পত্রাদি সঞ্চিত। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের মূল্য এবং মহিমা নতুন করে জেনে দেখছি। এবং এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যারা বিভিন্ন দেশের শতবার্ষিকী আয়োজন আমরা সর্বক্ষেত্রে যুক্ত হব—এই ইচ্ছা এবং প্রত্যাশা মনে নিয়ে বিদেশে চলেছি।

১২-২-৬০

[ ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী সম্প্রতি এক মাসের জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে এক বেতার আলাপসভায় বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী পালন সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে তিনি যা বলেন, শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত সেই বক্তব্য পত্রস্থ হল। ] —সঃ দেঃ

শুকতারা
ছোটদের মানুষ হবার একমাত্র পত্রিকা
দেব সাহিত্য কুটীর

এ. পি.র নতুন বই

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস নতুন নিরীক্ষা

মনের | মধ্যে | মন
[illegible] | [illegible] | [illegible]

প্রকাশিত হল। ২য় সংস্করণ
সুমথনাথ ঘোষের উপন্যাস মধুকরী

[illegible] ৩·৫০

প্রকাশিত মূল্যবান সমালোচনা গ্রন্থ

রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েক দিক — ডক্টর [illegible] ৬·৫০

কয়েকখানি ভাল বই।

[illegible] ৪·০০ ॥

কিশোর গ্রন্থ

[illegible] ১·৫০ ॥ [illegible] ৩·০০ ॥ [illegible] ১·৫০ ॥ [illegible] ১·৫০ ॥ [illegible] ১·৫০ ॥ [illegible] ১·৬০ ॥ [illegible] ২·০০ ॥ [illegible] ১·৫০ ॥

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ॥ ৫/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ১২

# আলোচনা

## আকাশবাণী ও বাঙালী শ্রোতা

গত ২৬।১২।৭১ তারিখের [illegible] পত্রিকায় আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র সম্বন্ধে যে [illegible] হয়েছে তা অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী শ্রোতা হিসাবে দু'একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

১। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রটি বাংলা দেশে অবস্থিত, কাজেই [illegible] [illegible]

[illegible]

২। হিন্দী প্রচারকে [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] ১টা থেকে ১-১০ পর্যন্ত [illegible]


ত্রিবেণীর বই | প্রকাশিত হল | নব বর্ষের [illegible]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
[illegible]
[illegible] ৫.০০

**মিতে মিতিন**

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| গ্রীষ্মবাসর | ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ | ২.৭৫ |
| সান্নিধ্য | ॥ চিত্তরঞ্জন কর ॥ | ৪.০০ |
| কীরভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩.৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩.০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ [illegible] চৌধুরী ॥ | ৪.৫০ |
| ইষ্টে কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩.৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩.৭৫ |
| শুক্রসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৫.০০ |
| সুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৫.০০ |
| একান্ত আপন | ॥ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৬.০০ |
| আকাশপ্রদীপ | ॥ [illegible]কুমার মিত্র ॥ | ৬.০০ |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**চন্দ্রগ্রহণ** ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ ৩.০০

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| হাতে খড়ি ॥ | শিল্পী—[illegible] রায় ॥ | ১.২৫ |
| হাটিমাটিম ॥ | শিল্পী—গোপাল ঘোষ ॥ | ০.৯৪ |
| আগডোম বাগডোম ॥ | শিল্পী—গোপাল ঘোষ ॥ | ০.৯৫ |

[illegible] একমাত্র [illegible]—ত্রিবেণী প্রকাশন

ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

নূতন উপন্যাস

# আ কা শ - ন ন্দি নী

"আপনি হয়তো মুখ-মুচকে হাসছেন—হয়তো ভাবছেন এই বুড়ো বয়সে বুঝি আমি বুলার প্রেমে পাগল! কিন্তু ওকে যদি আপনি দেখতেন, তাহলে বলা যায় না আপনার দশা হয়তো আমারই মতো দাঁড়াত।"

সেই বুলার কাহিনী, লেখকের নিজের জবানবন্দীতে সাবলীলভাবে মূর্ত ॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

● **রাত্রির বয়স :** নবতম গল্প সংগ্রহ ॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

● **গ্রান্ড হোটেল :** আশ্চর্য অনুবাদ ॥ ছয় টাকা ॥

অন্যান্য বই :

মৌন নূপুর-এর রচয়িতা—সুশীলকুমার ঘোষের

অত্যাশ্চর্য উপন্যাস

## গ্রহ-সারথি

৬·০০

রেল ইঞ্জিনের ড্রাইভার তার কামনার আবেগে জীবনকে পরিচালনার চেষ্টায় যে ব্যর্থ বিপর্যয় ডেকে আনল তারই মর্মবেদনাসিক্ত ছবি।

রমেশচন্দ্র সেনের

## নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

বাঙ্গালীর খ্যাতিমান লেখকের অধুনাতম এই উপন্যাসখানি বর্তমান সোসাইটি "হাইলাইফ" সমাজের নগ্ন ছবিতে অন্তরঙ্গ জীবন্ত। ॥ আড়াই টাকা ॥

প্রকাশের অপেক্ষায় :

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

## বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

●

সজনীকান্ত দাসের

## রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য

●

| | |
|---|---|
| শিবনারায়ণ রায়ের | ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের |
| **নায়কের মৃত্যু** | **তারাশঙ্কর** |
| ডক্টর সুকুমার সেনের সম্পাদনায় | রমেশচন্দ্র সেনের |
| **হুতোম প্যাঁচার নকশা** | **কাজল** |

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

**অনাগরিক**

**গ্রন্থ ভবন** ৬৯০, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা—৭

(সি ২৭৭৭)

সংবাদ পরিবেশন করা হ'ত ("ক" কেন্দ্র)। বর্তমানে সেটি উঠে গেছে। সেখানে শোনানো হয় সুগম হিন্দী সংগীত। খেয়াল, গীত ও ভজনে তো কথাটি কইবার উপায় নেই। হিন্দী না হলে নাকি ও সব গান গাইবারই উপায় নেই। আকাশবাণীর এ কূপমণ্ডূকতা কাটবে কবে? বাঙলায় খেয়াল গাইবার উৎসাহ তবে কে দেবে? সন্ধ্যা মুখার্জী কি বাঙলায় ঠুংরি গেয়ে প্রমাণ করেন নি যে, উচ্চাঙ্গ সংগীত-জগতে বাঙলা ভাষাকে অপাংক্তেয় করে রাখবার কোন মানে হয় না?

৩। প্রতি শুক্রবার সকাল ৭-০৫ থেকে ৭-২৫ পর্যন্ত গান্ধী চর্চা ও প্রার্থনা হয় (ক কেন্দ্র)। খুব ভাল কথা। কিন্তু এমনি নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে একদিন রবীন্দ্র-চর্চা ও আলোচনা কি চলতে পারে না—তাতে কি আকাশবাণী কলকাতার গৌরবের হানি হবে?

৪। সুনির্বাচিত রেকর্ডের গান রাত্রেই শোনা যায়। কিন্তু আকাশবাণীর কর্তারা একই রেকর্ড বারবার বাজিয়ে কান ঝালাপালা করে শিল্পীর প্রতি আমাদের মনকে বিতৃষ্ণ করবার নিষ্ঠুর খেলায় মেতে আছেন।

৫। প্রভাতী বাণীর অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই। শ্রোতাদের কাছ থেকে মতামত আহ্বান এবং অধিকাংশ নির্দেশিত প্রীতির উত্তর দেওয়া হয় অনায়াসে। অনেকেই হয়তো রবীন্দ্র-সংগীতের অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে নিবেদক মহাশয় খুশি থেকে 'ক' বাবদে তিনি শুধু জানালেন—তিনি রবীন্দ্রসংগীত গোটাই শুনতে চান না আধুনিক গান শুনতে চান। এর পর নিবেদক মশায় প্রশ্ন করলেন—আপনিই বলুন এর পর আমরা কী করতে পারি। সত্যিই তো, রামের সাথে শ্যামের তুলিয়ে দেওয়া ছাড়া তাঁদের আর কী বা করবার আছে? কিছুদিন আগে একজন শ্রোতা প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'সংবাদ' কলকাতার উভয় কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় কেন? একটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হওয়াই কি যথেষ্ট নয়? উত্তরে নিবেদক মশায় বলেছিলেন যে বাইরে থেকে সংবাদের প্রয়োজন বেশী বলেই যে উভয় তরঙ্গে প্রচার করবার সার্থকতা রয়েছে। প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার চাতুরী লক্ষ্য করুন। এই যদি যুক্তি হয় তাহলে সন্ধ্যা ৭-৩০-এর সংবাদ উভয় তরঙ্গে প্রচার করবার সার্থকতা কোথায়? তাছাড়া খাস দিল্লীর ৫টার সংবাদ শুধু 'খ' কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়, 'ক' কেন্দ্র অন্য অনুষ্ঠান থাকে।

ইতি—শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী, পোঃ কুলটী, বর্ধমান। ২।১।৬০

# শেষ দৃশ্য

রজত সেন

[illegible]

রহস্য পুস্তক ভবন নিবেদিত কয়েকখানি পড়বার মত বই।

নিশাচর লিখিত
রহস্যঘন রোমাঞ্চকর নূতন উপন্যাস
**ভিয়েনা নার্সিং হোম** ৪৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
**নিশিপদ্ম** ৪॥

আশাপূর্ণা দেবীর
**কল্যাণী** ৩৲

বাংলার বার্ণার্ড-শ প্রমথনাথ বিশীর
**অমনোনীত গল্প** ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

প্রকাশিত হলো
**আঁখি-বিহঙ্গ**
॥ উত্তম পুরুষ ॥
জীবন সুখও নয়, দুঃখও নয়। [illegible] জীবন। সেই চঞ্চলতার জীবন-প্রবাহের নিপুণ আলেখ্য। [illegible] প্রচ্ছদ। দাম ৩.০০

**উত্তম পুরুষ**
একটি [illegible]
আলোচক বলেন :
উত্তম পুরুষ [illegible] অনেক [illegible] লুকিয়ে আছে জানি না—কেমন না [illegible] হয় যে ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে [illegible] আর [illegible] [illegible] হলে [illegible] ইনি অসাধারণ প্রতিভাবান।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
**রুক্মিণী বাঈ**
মধ্যরাত্রিতে মেল ট্রেনের এক নিস্তব্ধ কামরায় চারটি নারী চরিত্রের বিচিত্র রহস্যের যবনিকা উন্মোচন। [illegible] সাহিত্যিকের সর্বাধুনিক রচনা। চার-রঙা প্রচ্ছদ।
দাম ৩.০০

উত্তম পুরুষ-এর অন্য বই
**তপতীকন্যা** (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২.০০ ॥ **বাসর** ২.৫০

বিশ্ব-সাহিত্যের দুখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

| স্টিভেনসনের | টমাস হিউজেসের |
| --- | --- |
| **ট্রেজার আইল্যান্ড** ২.০০ | **টম ব্রাউন** ১.০০ |
| অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত | অনুবাদ : সাবিত্রী ভট্টাচার্য |

[illegible] : স্কুল-লাইব্রেরীর পক্ষে অপরিহার্য

**তুলি-কলম** : কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কিছুই নয়, ও একটা—একটা পাজল, একটা—'

'আপনি আমেরিকান উপন্যাস পড়া ছাড়ুন সুদর্শনবাবু, বৃথাই আপনি গল্প খুঁজে বেড়াচ্ছেন এখানে, সব চুরি-ডাকাতি আর ছেলেমেয়েদের ঘর পালানোর গল্প।'

'চুপ কর বল্লরী, যেসব জিনিস বোঝো না, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সুদর্শন, [illegible] সামনের দিকে [illegible] উল্টানো চটি দিয়ে, চটি ছুঁড়ে [illegible] সেক্রেটারির দিকে; 'দেখ, দেখ, একবার তোমার পলাশ চৌধুরী এল কিনা। এমন দেরি করলে আমি কাজটাই বাতিল করে দেব।'

বল্লরী হাসল, টেলিফোন করল স্টুডিওতে না, পলাশ চৌধুরী আসেনি। সুদর্শন ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন, [illegible]

[illegible]

[illegible]

মাথার উপর [illegible] আর একবার [illegible] দিল সুদর্শন, এক [illegible] ডাকাতদের [illegible] এমন [illegible] স্টুডিওর [illegible] পর [illegible] আশঙ্কা করে থাকে।

'সুদর্শন [illegible] একটা [illegible] দিও [illegible] দাঁড়িয়ে বন্ধ করতে পারবে আশা করি।

[illegible]'

'কোথায় হে?'

[illegible] চমকে উঠল; 'স্টুডিওর বাইরে, গেটে।'

'[illegible]?'

গেটের বাইরে একমাথা চুল আর [illegible] চোখ নিয়ে যে কার্তিকটি দাঁড়ায়, তাকে দেখেই যে বুঝতে পেরেছিল আরেকজন হবু-নায়ক, যাদের মধ্যে এমন ডজন ডজন আসে, দেখে নাকি কাঁদতে?

যদি কিছু হয়—ছোঁড়া কি কোনোদিন জানতে তারই সম্পাদিকে ও হাবলদার সাহেবের কাছে আসতে পেরেছিল?

'মন্দ নয়।'

[illegible]

'[illegible] মন্দ দেখতে নয়।'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... হোসেনার অত্যন্ত আপেন্ড, প্রায় অনুপস্থিত

আনন্দবাজার পত্রিকা
বার্ষিক (দোল) সংখ্যা
একটি উপন্যাসোপম বড় গল্প
এবং ছোটগল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, কবিতা
দোল পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইবে
মূল্য দুই টাকা

ত্রিবেণীর বই | প্রকাশিত হল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নবতম গ্রন্থ

স্বাদু স্বাদু পদে পদে

[illegible]

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২ [illegible] কলিকাতা-১২

গলায় হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল একটিমাত্র শব্দ।

গভীর নিস্তব্ধতা ঘরে এবং ঘরের বাইরে চারদিকে,—শহরের এই উপকণ্ঠে।

বল্লরী মেরুদণ্ড খাড়া করে বসল, একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলে দিল, দুই উরুর মাঝখানে সাড়ে সাতশ' টাকার শাড়ির কুঞ্চনটা ভ্রূক্ষেপ করল না, দুটো হাত সোফার পিঠে তুলে দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে তেমনি মৃদু, নরম গলায় বলল, 'আপনাদের চিত্র-জগতে আমি খ্যাত সুন্দরী, ফিতের কারিকুরি বর্জন করেও আমি নিখুঁত শরীরের দাবি করতে পারি; আপনি আমায় কি দিতে পারেন?'

'হৃদয়!' সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে হৃদয়ের উত্তাপটা সে ছড়িয়ে দিল বল্লরীর দিকে।

'হুশ!' যেন পাখি ওড়াবার শব্দ করল বল্লরী।

দরজায় টোকা পড়ল।

'এটা একটা সাবপ্লট, বলেছেন সুদর্শনবাবু, পাঠককে শ্বাসরুদ্ধ [illegible] দিয়ে তার কৌতূহল জাগিয়ে রাখবার জন্য আপনি দেব সেই গল্পিক ভদ্রলোক—কি যেন তাঁর নাম? যাক, চলুন, আমরা গল্পে [illegible] যাওয়া যাক, বোধ হয় গজেন তার নায়ককে নিয়ে এসেছে।'

যেটুকু দরকার, তার চাইতে একটু বেশি চিৎকার করে সুদর্শন নির্দেশ দিল, 'ভিতরে এস।'

গজেন বেয়ারার চোখ কচলাতে, নাক কান উঁচিয়ে বহর বহর, [illegible] চব্বিশ বছরের উপযোগী। গজেন সরে দাঁড়াল, একটিবারও সে সাক্ষাতে তাকাতে পারল বল্লরীর দিকে, আর হঠাৎ সে অনুভব করল তার কান ঘামিয়ে গেছে, ডাক্তার সাহেব তাকে কখন বাতিল করে দিয়েছেন! নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে, দরজাটা আস্তে বন্ধ করে।

সুদর্শন তাকাল, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি ত লম্বাই; আরও ভাল করে তাকাল: সবই ত ঠিক আছে মনে হচ্ছে: চোখ, নাক, মুখের গড়ন, চাউনি, এমন কি, চুলের গোছা পর্যন্ত; কর্ড সারকস্কিন ট্রাউজার আর রেয়ন সিল্কের হাওয়াই শার্ট, শুধু হাত-ঘড়িটাই দেখা যাচ্ছে না।

'কি নাম?' সুদর্শন জিজ্ঞেস করল না, ছুঁড়ে মারল যেন প্রশ্নটা। পলাশ চৌধুরীর পালিশটাই শুধু নেই; পলাশ চৌধুরীর চোখে শেষ কথা, এর চোখে প্রথম জিজ্ঞাসা।

'জগৎ বন্ধন।'

জোয়ালো গলা; না, গলার আওয়াজকে আরও মিহি এবং মোলায়েম করতে হবে, সুদর্শন সিগারেট মুখে রাখল। পর্দার অভিনয় ত নয়, প্রেমিকের অভিনয়; তার ওপর আবার নিষ্ঠুর, [illegible] প্রেমিক। 'জগৎ বন্ধন? ও নাম ত সিনেমায় চলবে না, আমার ছবি মার খাবে।'

বল্লরী একটা রুমাল তুলে নিল নাকের ডগায়, [illegible] মুখের উপর চেপে বলল।

হয়তো জোরে [illegible] তবু চাইতে অনেক জোরে, [illegible] করে [illegible] সুদর্শন [illegible] দিকে তাকিয়ে বলল, 'জগৎ নাম [illegible] হবে, শুধু বন্ধনটাই [illegible] দিন।'

'বেশ।'

'[illegible], কি বল বল্লরী?' [illegible]

[illegible] একটা [illegible] সিগারেট [illegible] দিল সে।

'[illegible], সকলে কিছু [illegible]—'

[illegible] সিগারেট [illegible] সে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল, [illegible] রুমাল [illegible]

জগৎ বসল [illegible], ঠিক [illegible] [illegible] না [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] না, সুদর্শন [illegible] পারল, রুমাল [illegible] নেই।

আর [illegible] একটু [illegible]। [illegible], সুদর্শনের ঠোঁট [illegible] হল এক মুহূর্তের জন্য, বল্লরী [illegible] করবে; [illegible] দুটি [illegible] যেন [illegible] করে, সিগারেটে তিনটে টান [illegible], নির্দয় হাতে দুমড়ে নিবিয়ে দিল; জগৎকে মনে করে আশ্চর্য সামলে নিল নিজেকে। 'সর্বদাই আপনাকে জানব কেমন করে? কি বিশেষ গুণ আছে আপনার?' সোজা তাকাল সুদর্শন।

'আমি ওর কাছে পড়েছিলাম স্কুলে, তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন—' জগৎ বলতে বলতে থেমে গেল।

আর সুদর্শন যোগ করে দিল, 'লেখাপড়া শেখবার, আপনি কিছু শেখেননি, সিনেমায় অভিনয় করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সর্বদাই—সব—' একটু [illegible] হয়ে সে, মাথা রাখল সোফার [illegible], পা ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই: 'আপনাকে চান্স দেবার আগে জানতে হবে [illegible]—অর্থাৎ আসল [illegible] [illegible] আপনার [illegible] কি না। বল্লরী [illegible] নয়, অভিনয় [illegible] চাইতেও [illegible], [illegible] চাইতে [illegible] আর [illegible]। এবারে সুদর্শন [illegible] আর একটা সিগারেট [illegible] দিল বল্লরী কি একটা বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হচ্ছে—'

[illegible] হাত [illegible] [illegible] বসে [illegible] দিল।

সুদর্শন [illegible] [illegible] বল্লরী বই [illegible] রাখল। সুদর্শন [illegible] মুখ উঁচু করে, [illegible] দিল, 'কিন্তু [illegible], [illegible] নেই, [illegible] না, [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] দেখি, [illegible] করে আপনার ছবি, কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'একটা সিগারেট [illegible] [illegible] ট্রাউজারের পকেটে হাত [illegible]।

[illegible] এগিয়ে দিল সুদর্শন।

সিগারেট [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], আর সিগারেট [illegible] টান দিয়ে [illegible] [illegible] দিয়ে তাকাতে, সুদর্শন [illegible] হয়ে গেল, [illegible] [illegible] একেবারে নিখুঁত, নিখুঁত। কিন্তু কেমন যেন [illegible] [illegible], চেষ্টা করেও [illegible] [illegible] পারিনি। [illegible] [illegible] এ কথা একদিন [illegible], তিনি [illegible] [illegible] [illegible] কথা নয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে না; নায়কেরা নিজেদের [illegible] [illegible] ধারণা [illegible] পারে না, নায়িকারা [illegible] দেহ, তিনি রূপসী—তিনি রূপ আর দেহ দুটোই। সিগারেট টানতে টানতে [illegible] যেন [illegible] [illegible] তার, এ কি সে বলে ফেলল? এ-পরিবেশে কেমন করে এক মুহূর্তের জন্য এসে পড়েছে সে, এটা ত তার জগৎ


॥ ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ॥

অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য

এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

অর্থনীতির ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে বইখানি লিখিত।
অনুসন্ধিৎসু, সাধারণ পাঠকদেরও উপকারে আসবে।

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নয়। অভিনয় সে করবেই, এখানে, না হয় অন্য কোথাও, কিন্তু অজানা পথে পা বাড়াবার প্রবৃত্তি তাকে দিল কে? [illegible] মশাই বলেছিলেন—অভিনয় নয়, আসল মানুষ হতে পারবে কখনো? আসল প্রেমিক? আসল সুন্দর? আসল সন্ন্যাসী? আসল দুর্জন? আসল [illegible]?' [illegible] সিগারেট [illegible] লাগল, [illegible] চোখ জ্বলছে, ধরা পড়বেই, তবে কোনো মানুষ নেই।

'[illegible] জিজ্ঞাসা, আপনার উত্তরটা কি?'

[illegible]

[illegible] না, তার লেখা ছাপতে না, [illegible] অনেক দুঃখের সময়, কাঁদি আর হাত ধরতে চেষ্টা পরস্পরকে। তারপর [illegible] আসেন একজন আর একজনের [illegible] মাধবে, অনেক বিস্ময়কর ঘটনা, [illegible] দুঃখ আর [illegible]। এ অভাব পথ, দেশের ছবি এমন ছবি দেখে—[illegible] অলৌকিক মনে রাখবে। ঐ দুঃখের মধ্যে প্রেম আসবে নিবিড় [illegible]। একটি ছোট্ট সুন্দর ঘটনায় মেয়েটি জানতে পারবে ছেলেটির মহৎ চরিত্র, তারপর গভীর প্রেম, আসবে সামাজিক সমস্যা, ঘাত-প্রতিঘাত; মেয়েটি মাটির মানুষ, ছেলেটি আকাশের; মেয়েটি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসতে চায় তার প্রেম, ছেলেটি নিয়ে যায় তার [illegible] কোনো এক অশরীরী উপাসনায়। মেয়েটি বলল, এমন আত্মভুলানো তুমি করতে পার দিনের পর দিন? এমন কল্পনা? এমন ইনস্পিরেশন? ছেলেটি বলল, তোমাকে ভালবাসি, সেটাই আমার পরম লাভ, পরম তৃপ্তি। তোমাকে ভালবাসি বলেই নিজেকেও এমন গভীর ভাল লাগে, অন্তরে এক সুরের মত তোমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে থাকে। তারপর—'

সুদর্শন [illegible] সিগারেটের টিন [illegible] [illegible]

হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল সে, কেবলই ছুঁয়ে রাখল, সিগারেট ধরিয়ে দেবার আর ধরিয়ে নেবার কথাও তার মনে পড়ল না, সুদর্শন সিগারেট ধরাল—সুদর্শনের। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, তারপর, ধরে [illegible] দিয়ে পড়ুন একবার, আর একজন এল মেয়েটির জীবনে, দ্বিতীয় প্রেমিক, একেবারে খাঁটি রক্ত-মাংসের মানুষ, অশরীরী নয়, [illegible] এক হাত দিয়ে নয়, [illegible] তার তলোয়ার নিয়ে; আর মেয়েটি প্রথম সুযোগেই সর্বস্ব উজাড় করে দিল এই নতুন প্রেমিককে। না, প্রেম নয়, [illegible] আছে, একটা বিরহ


## বিদ্যোদয়ের বই

উপন্যাস

| | | |
|---|---|---|
| মধুমিতা ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৬·০০ |
| নাগিনী মুদ্রা ॥ | অমরেন্দ্র ঘোষ | ৩·৫০ |
| সূর্যগ্রাস ॥ | সুশীল জানা | ৩·৭৫ |
| তাপসী ॥ | প্রফুল্ল রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |
| ময়ূরাক্ষী ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·০০ |
| গৃহকপোতী ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |

প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য

| | | |
|---|---|---|
| চিত্রদর্শন ॥ | কানাই সামন্ত | ২৫·০০ |
| মানব-বিকাশের ধারা ॥ | প্রফুল্ল চক্রবর্তী | ১২·০০ |
| পরিব্রাজকের ডায়েরী ॥ | নির্মলকুমার বসু | ৪·৫০ |
| স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য জগৎ ॥ | অনিলা দাশগুপ্তা | ২·৫০ |
| শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ॥ | খগেন্দ্রনাথ মিত্র | ৭·০০ |
| সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ॥ | ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৬·৫০ |
| বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ॥ | শতবর্ষপূর্তি সংকলন | ৬·০০ |
| মহাভারত ॥ | হেমলতাকান্ত চৌধুরী | ১২·০০ |

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড :: কলিকাতা ৯

জাল বুনতে হবে, খান্‌, পাকাচুল নীতি-বাগীশ সেনসার-কর্তাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে, ইঁদুরের সুড়সুড়ি নিয়ে ওঁদের চিন্তার অবধি নেই, এদিকে কামোন্মত্ত মাতঙ্গ যে নীতির বাগিচা তছনছ করে দিচ্ছে—সেদিক খেয়াল নেই; আমার গল্পে ছিল মেয়েটি স্বেচ্ছায় তার কৌমার্য-হানি করছে, উদ্দেশ্য চরম প্রতিশোধ তার পূজারী প্রেমিকের ওপর, সে তিক্ত, বিরক্ত, আশাহত। এইবার আসল দৃশ্য, যার অভিনয় আর দশ মিনিট পরে আপনাকে করতে হবে। প্রথম ছেলেটি—অর্থাৎ আপনি দেখতে পেলেন, জানতে পারলেন একদিন—যাকে আপনি দিনের পর দিন প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন—সে কুলটা; নির্মম ঈর্ষা, নিদারুণ ঘৃণায় আপনি জর্জরিত হয়ে উঠলেন, এতদিন আপনি ভালবাসেননি, চরম ঘৃণা থেকে জন্মালো আপনার চরম ভালবাসা, সেই মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারলেন—আপনি ওকে চেয়েছিলেন আপনার প্রত্যেকটি স্নায়ুতে, প্রতিটি রক্তবিন্দুর মধ্যে। কি করবেন আপনি? আত্মহত্যা? না, হত্যা। কেননা বাঁচতে আপনি পারবেন না, জীবনের কোনোই মূল্য নেই আপনার কাছে। আপনার অভিনয় এবার শুরু: আপনি মেয়েটিকে ডেকে পাঠালেন—কোনো নির্জন জায়গায়, আপনি অপেক্ষা করছেন, পায়চারি করছেন; মেয়েটি এল, হাসির আভায় চারদিক আলো করে, শাড়ির আঁচল উড়িয়ে, সুগন্ধ ছড়িয়ে। সংলাপ: মনে করে রাখবেন: পয়েন্ট্যান্ট মানে বোঝেন? তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী; আপনার শেষ সংলাপও তাই। সংলাপ: নায়িকা: 'হঠাৎ আবার কি মনে করে ডাকলে?'

নায়ক মানে আপনি: 'এমন নিষ্ঠুর প্রতারণা তুমি করতে পার?'


**বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ**

সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া থাকেন

ডাঃ কে পি ঘোষ এম বি [illegible]

দি ন্যাশনাল ফার্মেসী (স্থাপিত ১৯১৬)

হ্যারিসন ও লোয়ার চিৎপুর রোড মোড়ের নিকট

(জোড়াসাঁকো) কলিকাতা–৭ ফোন—৩৩-৬৬৮০

(সি ২৫৯৭)



**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টার সাক্ষাৎ করুন। ৫৫/১ জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ২৭৮০)


নায়িকা: 'তোমার অপরাধ দ্বিগুণ, তুমি মুক্তকে ঠকিয়েছ, আমাকে আর তোমার নিজেকে।'

আপনি হাত বাড়িয়ে এক টানে ওকে নিজের বুকের কাছে নিয়ে আসবেন; মঞ্জরী, তোমার চোখে ফুটে উঠবে অপরূপ বিস্ময়, তুমি বলবে: এতদিনে কি তোমার মনুষ্যত্ব ফিরে এল? ফিরে এল তোমার চরিত্র? কিন্তু দেরি করে ফেলেছ। আপনি দু হাতে ওর গলা টিপে ধরবেন, আস্তে আস্তে চাপ দেবেন, আপনার চোখে দেখা দেবে অনুকম্পা, বিস্ময়, ভয় আর প্রচণ্ড ঘৃণা। মঞ্জরী, তুমি বুঝতে পারনি প্রথমে, তোমার মুখে ফুটবে হাসি দেখা দেবে, [illegible] হাসি, হাসি আর বিদ্রূপ চোখের দৃষ্টি। জগত্‌ মেধনবাবু, এবার আপনি মঞ্জরীকে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন, আরও চাপ দিন, ব্যস, মঞ্জরী আপনার বুকে ঢলে পড়ল মাটিতে। প্রথম দৃশ্য এখানে শেষ। দ্বিতীয় দৃশ্য: খুনের অপরাধে আপনার ফাঁসি হবে। আমি দেখাতে চাই ফাঁসি কাঠে যাবার আগে আপনার মুখের ভাব আর এগিয়ে যাবার ভঙ্গিটি। আমার ছবিতে কিন্তু নায়কের মৃত্যু হবে না। [illegible] হাসপাতাল করে [illegible], তার হার্ট [illegible] —খুব খারাপ ছিল, ঐ শেষ দেখা দেবার আগেই ডাক্তারের কাছ থেকে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] জগত্‌ উপলব্ধি, [illegible] [illegible] [illegible] প্রেমের প্রতিমাটিকে [illegible] হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে, এখানেই ছবির শেষ চমক। চলুন, চল মঞ্জরী। সুদর্শন দাঁড়াল, স্টুডিওতে টেলিফোন করে দিল ওরা যাচ্ছে।

'হঠাৎ আবার কি মনে করে ডাকলে আজ?'

'এমন নিষ্ঠুর প্রতারণা তুমি করতে পার?'

'তোমার অপরাধ দ্বিগুণ, তুমি মুক্তকে ঠকিয়েছ, আমাকে আর তোমার নিজেকে।'

জগত্‌ যখন হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে টেনে নিল, প্রচণ্ড টান, পড়তে পড়তে সামলে নিল সে, প্রায় জড়িয়ে ধরতে হল জগত্‌কে। বিস্ময় উপরে ভ্রূকুটি সৃষ্টি করে মঞ্জরী বলল, 'এতদিনে কি তোমার মনুষ্যত্ব ফিরে এল? ফিরে এল তোমার চরিত্র? কিন্তু দেরি করে ফেলেছ।'

মুগ্ধ, উদভ্রান্ত, দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জগত্‌ মেধন, বুকের কাছে শ্রেষ্ঠ রূপসী নায়িকা মঞ্জরী; কিন্তু কলঙ্কিনী এ নারী, বিশ্বাসঘাতক। মেধন হাত ওর গলা টিপে ধরল। 'আহ্‌!' অস্ফুট গলায় মঞ্জরী বলতে পারল কোনো রকমে, 'জানোয়ার কোথাকার।'

সুদর্শন ক্ষিপ্রপায়ে এগিয়ে এসে বলল, 'না, জানোয়ার নয়, অপূর্ব। দেখি হাত খুলে দিন, কি হল মঞ্জরী? তোমার মুখে সে হাসি কই, সে বিদ্রূপ দৃষ্টি কোথায়? দোহাই তোমার, এমন মুহূর্তে গোলমাল করে দিও না। ইটস্‌ এ গ্রেট অ্যাকটিং। আপনি আর দু পা পেছিয়ে যান মেধনবাবু, হ্যাঁ, আবার করুন। মঞ্জরীকে টেনে নিন কাছে।'

জগত্‌ মেধনের বুকে [illegible] এক গর্জন, শরীরের কোটি পরমাণু [illegible] [illegible] [illegible] উদ্যত; হ্যাঁ, এই তো সেই নারী যাকে সে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] এমন প্রতারণা? মঞ্জরীর [illegible] [illegible] মঞ্জরী [illegible] পড়ল [illegible] উপর, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] সুদর্শন [illegible] [illegible] [illegible] অপূর্ব।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মাটিতে, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুদর্শন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হাসপাতালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভিড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জিজ্ঞেস করল, 'আমার কি দেরি হয়ে গেছে? [illegible] [illegible] করতে হবে না?'

সুদর্শন [illegible] ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে, বলল, 'হ্যাঁ, এসো।'

'কতদূর যেতে হবে?'

'ঐ যে! ট্রাম লাইন পর্যন্ত।'

জগত্‌ বন্দুক সোজা হয়ে দাঁড়াল, চিবুকটা তুলে।

# বিশ্ব-বীক্ষা

[illegible]


অবধূতের লেখার অসামান্য গুণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে তাঁর রচনা যে অসামান্য শক্তিশালী সে সম্বন্ধে কোন দ্বি-মত নেই ঃ

অবধূতের শক্তিশালী লেখনীর

অসামান্য অবদান

দু
ই
তা
রা

॥ দুটি অত্যাশ্চর্য নভেলেটের মনোজ্ঞ সংকলন ॥

= চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল =

॥ আড়াই টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

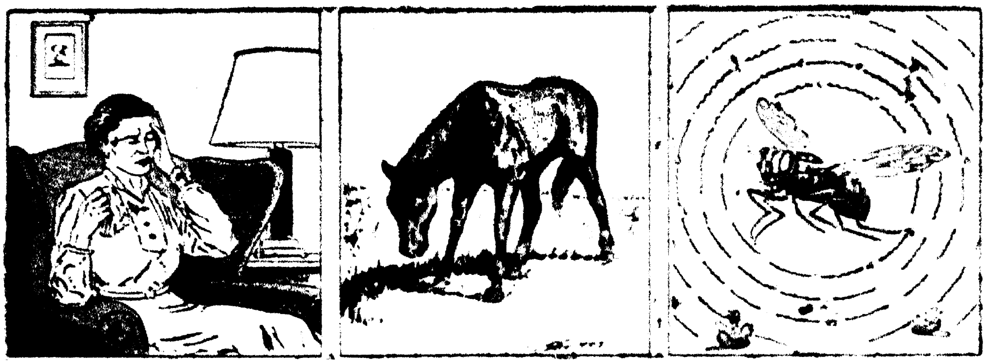

১ ২ ৩

১। ডাক্তারেরা বলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে প্রায় কোন ব্যক্তিই সাধারণ মাথাধরা থেকে রেহাই পায় না। শতকরা বাহাত্তর জনের মাথাধরা স্থায়ী হয় ১ থেকে ৬ ঘণ্টা এবং গড়পড়তা আক্রমণ হয় বছরে ১ থেকে ২৪ বার। ২। মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে ঘোড়া মাটিতে দেহ এলিয়ে দেওয়ার চেয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে বেশী আরাম পায়। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে, ঘোড়া বহু মাস ধরে না শুয়ে কাটাতে পারে। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা গৃহপালিত পশুদের পক্ষে মারাত্মক ঘূর্ণিপোকার বিনাশ সাধনে তেজস্ক্রিয় ধাতু থেকে উৎপাদিত রশ্মিকে কাজে লাগাচ্ছেন। ডাচ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কুরাকাওতে প্রথম পরীক্ষায় প্রক্রিয়াটির সহায়তায় ঐ মারাত্মক পোকার খপ্পর থেকে পশুদের সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তোলায় সাফল্য লাভ করার পর অন্যত্রও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

লন্ডনেও কম পাওয়া যায় না। বৃটেনে মোটর চালনায় ১৯২৫ সনে দ্রুততার রেকর্ডস্থাপনকারী স্যার ম্যালকম ক্যাম্পবেল পানামা উপসাগরে কোকস দ্বীপের কোন এক স্থানে সাড়ে বাইশ কোটি টাকার সম্পদ পোঁতা আছে শুনে তার খোঁজে বৃথাই প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কর্নেল এফ ম্যাকেঞ্জী ফস নামে এক বিপুল ধনী টোবারমোরির উপসাগরে সোনাভর্তি নিমজ্জিত এক স্পেনীয় তরণীর উদ্ধারে আঠারটি বৎসর এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

*

পাশ্চাত্যের অনেক দেশে চতুর্বৎসরান্তিক অধিবর্ষকে (লিপ ইয়ার) বিবাহের পক্ষে শুভ বর্ষ বলে জ্ঞান করা হয়। বৃটেনের বিবাহ নিবন্ধক দপ্তরের কর্তারা বলেন, প্রতি লিপ ইয়ারে অন্যান্য বছরের চেয়ে বরাবরই বেশী সংখ্যায় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এবছর বিবাহের একটা রেকর্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ওদেশের মেয়েদের একটা বিশ্বাস যে, লিপ ইয়ারে বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে বিবাহিত-জীবন সুখের হয়। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে (সেটাও ছিল লিপ ইয়ার) স্কটল্যাণ্ডে এক আইন প্রণীত হয় এই মর্মে যে, অধিবর্ষে ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক কুমারী মেয়েই ইচ্ছা করলে তার পছন্দমতো যে কোন লোককে বিবাহের প্রস্তাব করতে পারবে। সে ব্যক্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী পাউন্ড টাকার অঙ্কে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যদি না সে ব্যক্তি অন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে থাকে।

বহু বছর এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন ব্যক্তি অবিবাহিতা কোন মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ সেই মেয়েকে সিল্কের পোশাক দিতে হতো।

•

বিমানঘাঁটির কর্তৃপক্ষ [illegible] তাদের একটি নালিশ হচ্ছে ওরা না কি সব সময় বিমানের বিকট শব্দ সম্পর্কে অভিযোগকারীর [illegible] বিমানের [illegible] পাওয়ায় শব্দের মাত্রা বৃদ্ধিলাভ করেছে।

দেখা যায়, সাধারণত অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত যে কোন শব্দই মানুষের বিরক্তির কারণ ঘটায়, তা নয়তো সব রকম শব্দই ক্রমে সহ্য হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, শহরের কোলাহলের মধ্যে থাকায় যারা অভ্যস্ত, তারা কোন গ্রামে গেলে সেখানকার নিস্তব্ধতায় তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। লণ্ডনে সম্প্রতি একটি ছাত্রের কথা শোনা যায় যে টেলিভিশনের শব্দটা পুরোমাত্রায় না খুলে দিলে পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে অপারগ হতো।

তবে অধিকাংশ লোকই অতিরিক্ত গোলমাল অপছন্দ করে এবং লণ্ডন গভর্নমেন্ট থেকে এই সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে। দেখা যায় যে, গোল-মালের [illegible]

আর এক ধরনের পরীক্ষায় দেখা যায় শব্দ যত জোরে বিশেষজ্ঞের [illegible] যায় তত [illegible]। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে শব্দেরও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক দাবী করেন যে, শব্দ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার ইলেকট্রনিক ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ইউজিন হ্যাসেল বলেন, সাউণ্ড প্রুফ একটি ঘরে শব্দ সৃষ্টি করে সেই শব্দকে কাজে লাগিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠান বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। তিনি আরও জানান যে, মোটর গাড়িতে ইঞ্জিনের যে শব্দ হয়, সেই শব্দকে ধরেই গাড়ি চালাবার উপযুক্ত শক্তি উৎপাদন করা যায়।

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

॥ নয় ॥

লক্ষ্মীদি অনেক ক্ষণ চেয়ে রইল দীপঙ্করের মুখের দিকে। তারপর বললে—সত্যি, কিন্তু চিঠিটা [illegible] হয়ে উঠল।

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, [illegible]—

তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি, এই যে [illegible] করে গেলেন, এতে কিছু হবে না?

—কী হবে!

দীপঙ্কর বললে—এত বড় [illegible] করে গেলেন, তার কিছুই হবে না!

লক্ষ্মীদি [illegible] বললে—কী আবার হবে, [illegible] এখনও [illegible] যাবে।

[illegible]

হঠাৎ [illegible] দীপঙ্কর [illegible] হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা। বললে—তোমার একটা চিঠি আছে লক্ষ্মীদি—

চিঠি! লক্ষ্মীদি [illegible] একেবারে [illegible]। বললে—চিঠি আছে? [illegible]

দীপঙ্কর পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দিয়ে বললে—ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে খামটা ছিঁড়ে এক-নিঃশ্বাসে পড়তে লাগলো লক্ষ্মীদি। লক্ষ্মীদিকে যে কী চমৎকার দেখাচ্ছে! হঠাৎ বড় সুন্দর মনে হলো লক্ষ্মীদিকে। সকালবেলা চুল বেঁধে নিয়ে পড়তে বসেছে। একটা লাল রং-এর শাড়ি পরেছে। গলায় চিক্ চিক্ করছে সোনার হারটা। গলার অনেকখানি খোলা। হাতে শুধু [illegible] [illegible]। [illegible] এমন খোলা নয়। ঢাকা থাকে [illegible]। কিন্তু লক্ষ্মীদির জামাটা অনেকখানি খোলা। লক্ষ্মীদি [illegible] দিয়ে চিঠিটা পড়তে লাগল। এত কী কথা লেখা থাকে চিঠিতে! লক্ষ্মীদি কী যে এত কী ভাবে চিঠিতে রোজ রোজ! সেই ভোরবেলাই ব[illegible] সব কাজ ফেলে চিঠির জন্যে কেন রোজ [illegible] আসে দুপুরবেলার দিকে! চিঠি পড়বার সময় [illegible] মুখটাই বা অমন [illegible] করে ওঠে কেন! কেন লাল হয়ে ওঠে দুটো গাল! কেন ঘন ঘন নিঃশ্বাসটা [illegible]। নিঃশ্বাসটা যেন তার কেন বন্ধ হয়ে পড়ে চিঠিখানায়!

লক্ষ্মীদি চিঠিটার দিকে চোখ রেখে নিজের মনেই যেন বললে—কাল যে যেতে পারবো না—

দীপঙ্কর বললে—কোথায় যেতে পারবে না লক্ষ্মীদি?

—না, তোকে বলবো না—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—[illegible] কী মুশকিল, কাল যে যেতে পারবো না ভাই—

দীপঙ্কর বললে—তোমার কোথাও যেতে পারবে না লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বললে—সে তুই বুঝবি না। সে একটা ভারী [illegible] কিন্তু কাল যে সতী আসছে—

সতী! সতী আসছে!

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ, কাল যে সতীর আসবার কথা। সতী আসছে [illegible] কাল, বাবা চিঠি লিখেছেন—কাল বিকেল পাঁচটার সময় সতীর জাহাজ এসে পৌঁছবে যে—

সতী! সতীর কথা এতক্ষণে মনে পড়লো দীপঙ্করের। যে সতীকে কেবল তার দেখা হবে ভেবেছিল। সতীকে দেখবে কেন আর তর সইছে না। অনেকদিন সতীর চেহারাটাও কেবল চোখের সামনে ভেসেছে। এত অল্প দিনের মধ্যে কলকাতার কাছে, কালীঘাটের কাছে, লক্ষ্মীদির কাছে যে, সতী আর তার অচেনা নয়। সতী যেন লক্ষ্মীদির মতই একেবারে আপনার জন হয়ে গেছে দীপঙ্করের।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সতী আসবে কাল আসবে তো বললে তুমি আগে—

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ, তো বাবার চিঠিতে এল—

—কিন্তু কার সঙ্গে আসবে? সতী একলা আসতে পারবে?

লক্ষ্মীদি বললে—বর্মা থেকে তার এক-জনের আসার কথা কলকাতায়, তাদের সঙ্গেই বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে লেখা-পড়া ভাল হচ্ছে না তাই—ওই দেখছিস না, ওই বিছানা ঠিক হয়েছে সতীর জন্যে, সতী শোবে এইখানে—

[illegible] নজর পড়লো দীপঙ্করের। এর পাশে লক্ষ্মীদির শোবার খাট [illegible] আর একটা খাট রাখা হয়েছে।

সেদিন বাড়ি ফিরেও যেন অনেকক্ষণ [illegible] সতীর কথাই মনে পড়েছিল দীপঙ্করের। তখনও দেখেনি দীপঙ্কর সতীকে, কিন্তু মনে হয়েছিল অঘোর দাদুর বাড়ির মধ্যে একটা [illegible] পরে সে। লক্ষ্মীদি বড়, কিরণদের বড় [illegible] সবাই ওর চেয়ে বড়। কারো সঙ্গে খেলা হয় না। খেলতে গেলে সেই কিরণদের বাড়ি যেতে হয়

॥ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন ॥

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

সুচিন্তিত ও সুবিস্তৃত ভূমিকায় আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"রবীন্দ্রযুগে চারুচন্দ্র বিভিন্নমুখী সাহিত্যপ্রেরণার অধিকারীরূপে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে অধ্যাপক, সাংবাদিক ও সাহিত্যস্রষ্টা-রূপে বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশেষত উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁহার অনন্যবৈশিষ্ট্য সমালোচকের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। চারুচন্দ্রের এই গল্পসংকলনের সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"

॥ শোভন সংস্করণ। উৎকৃষ্ট মুদ্রণ ও সজ্জা। দাম ৫·০০ ॥

গ্রন্থম। ২২।১, কর্ণোয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

লুকিয়ে লুকিয়ে। এবার সতী আসবে, সতী তো তারই মতন ছোট! সতী তো তার চেয়েও ছোট—

মনে আছে সেদিন রাত্রে ভালো করে ঘুমও হয়নি দীপঙ্করের। মনে আছে, সমস্ত রাতই যেন উস্খুস্ করেছিল বিছানায় শুয়ে।

আস্তে আস্তে মাকে ডেকেছিল—মা—

—কীরে, ঘুমোসনি এখনো?

দীপঙ্কর বললে—যদি সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয় আমাকে ডেকে দিও মা—

অথচ কেন যে সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে তার তা-ও জানা ছিল না। তবু মনে হয়েছিল যেন দেরি হলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। ভোর হতে না হতেই উঠে পড়েছে দীপঙ্কর। হঠাৎ তার মনে হলো—কই, ভোর বেলাটা ঠিক অন্যদিনকার মতই তো। কোনও তফাত নেই। অন্যদিন যেমনভাবে সূর্যটা ওঠে পূর্বদিকে, আর অশথ গাছটার ডালে এসে রোদ লাগে, সেদিনটাও তো তেমনি। চন্নুনি ঠিক অন্যদিনকার মতই উঠোন ঝাঁট দিতে শুরু করেছে। আর কাকে লক্ষ করে যেন গালাগালি দিচ্ছে—শতেকখোয়ারীরা, তোরা মর্, তোরা রক্ত-বমি করে মর্, তোদের খাটে করে চিতেয় তুলে দিয়ে আসি ক্যাওড়াতলায়, যত ডাক্তাররা কুটেছে বাড়িতে, তোদের ছাদে আমি পিন্ডী চট্কাই, ওলো হাড়হাবাতে মাগী, তোর মুখে আমি......

আস্তে আস্তে উঠোনের কোণে গিয়ে মুখ ধুয়ে দীপংকর ভাবলে, চন্নুনী হয়ত জানে না যে, সি-আর-দাশ মারা গেছেন।

দীপংকর বললে—চন্নুনী শুনেছ?

—কী শুনবো বাছা, শোনবার কি আমার পিন্ডী রেখেছে—শতেকখোয়ারীরা আমার হাড়মাস ভাজা ভাজা করে ছেড়েছে, হতচ্ছাড়ীদের জ্বালায় কি আমার শোনবার সময় আছে বাছা, আবাগীদের মুখে আমি ...

কোথা দিয়ে যে সকালটা কেটেছিল সেদিন। চান খেয়ে নিয়ে রাস্তায় যেতেই দেখলে দলে-দলে লোক চলেছে ক্যাওড়াতলার দিকে। কিরণের বাড়িতে গিয়ে বাইরে থেকে ডাকলে—কিরণ, কিরণ—

ভেতরে যাবার উপায় নেই। মা বারণ করে দিয়েছে। ততক্ষণে পাড়াটা ভর্তি হয়ে গিয়েছে লোকে-লোকে। নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে পার্কটায় ঢোকবার পথে অনেক ভিড়। রেলিংটা ভরে গেছে মানুষের মাথায়। সকাল সাড়ে ছটায় ট্রেনটা শেয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছবার কথা। তারপর সেখান থেকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে হাজরা রোড ধরে কালিঘাট রোড দিয়ে টালিগঞ্জ রোডে এসে পড়বে। ততক্ষণ গাছের ওপর সবে লোক উঠে বসেছে। ছোট-বড় সব গাছেই মানুষ। দুপুর বারোটা বাজলো, একটা বাজলো—তবু দেখা নেই।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দেখা—কিরণ!

—এই কিরণ! তুই এখানে! তোদের বাড়িতে গিয়ে কত ডাকলুম—

কিরণ বললে—ভোর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে চলে এলুম আমি—আয় এখানে দাঁড়া, এখানে দাঁড়ালে ভালো দেখা যাবে—

ঠিক আড়াইটের সময় হঠাৎ মনে হলো যেন মানুষের একটা বিরাট ঢেউ সামনের দিক এগিয়ে এল। আর সেই ঢেউ-এর আঘাতে সকলের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা এক মুহূর্তে যেন উদ্বেল হয়ে উঠলো। যেন বিরাট এক জন-সমুদ্রের তরঙ্গ সমস্ত মানুষের চেতনা-বাঁধের প্রাচীরে আঘাত করে এক নিমেষে মুখর হয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সব প্রতীক্ষার সমাপ্তি হলো মহা চীৎকারে। যেন কেউ কোথাও নেই। কোথাও শব্দ নেই কারো। শুধু বিরাট নিস্তব্ধ হয়ে গেল কলকাতা শহর। দীপঙ্করের মনে হলো সেই নিঃশব্দতার প্রাচীর ভেঙে যেন একটা ফুলের পাহাড় এগিয়ে আসছে তার দিকে। শুধু ফুল আর ফুল। এত ফুলের ভিড় পৃথিবীতে! দীপঙ্করের সমস্ত অনুভূতি যেন আর্তনাদ করতে চাইছে। প্রাণপণে যেন চীৎকার করতে পারলেই খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যেত, যেন আর্তনাদ করতে পারলেই খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত।

ফুলের পাহাড়টা সামনে দিয়ে চলে গেল। তখনও দীপঙ্করের জ্ঞান নেই।

হঠাৎ কিরণের গলার শব্দে দীপঙ্করের যেন জ্ঞান ফিরে এল।

কিরণ বললে—ওই দেখ প্রাণমথবাবু—

সেই উস্কোখুস্কো চুল, এলোমেলো খদ্দরের জামা, সেই গোড়ালী সেলাইছাড়া জুতো। সেই পান চিবোচ্ছেন।

কিরণ বললে—ওই দেখ মহাত্মা গান্ধী রে—

একে একে অনেককে চিনিয়ে দিলে কিরণ। কিরণ সকলকে চেনে। সকলকে দেখেছে মিটিং-এ।

দীপঙ্কর বললে—ওই দেখ অঘোরদাদু—

অঘোরদাদু যে অঘোরদাদু, সে-ও এসে ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি নেই, তবু কী দেখতে এসেছে


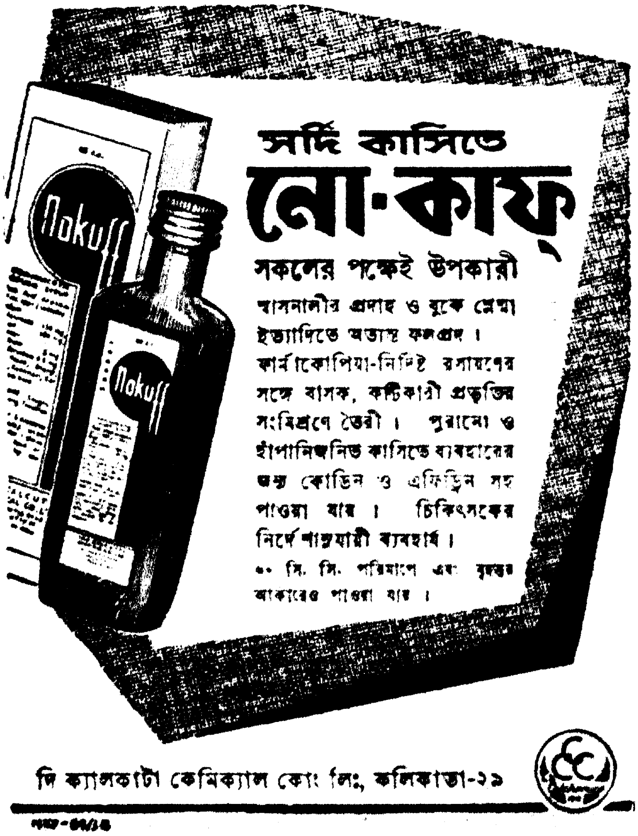

কে জানে। দেখা গেল ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মল পালিত। তাদের ইস্কুল থেকে সাউথ সাবার্বানে চলে গেছে। সে-ও এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কমলালেবু খাচ্ছে, সঙ্গে আছে তাদের দারোয়ান। দেখা গেল ফটিককে। দেখা গেল লক্ষ্মণকে। লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার। সে-ও এসেছে কিনা এখানে। [illegible] শুনেছিল মা-ও এসেছিল নাকি দিদিমণিকে নিয়ে। দুনিকাকাও ফতুয়া গায়ে দিয়ে এসেছে। [illegible], মধুসূদনের বড়দা, পাড়ার সবাই দল বেঁধে এসেছে।

দীপঙ্কর বললে—ওই দেখ ছিটে এসেছে—

অঘোরদাদুর বড় নাতি ছিটে এসেছে। সিগারেট টানছে মুখে। [illegible]

[illegible]

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সুভাষ বোস এল না কেন রে কিরণ।

কিরণ বললে—সুভাষ বোস যে জেলে, তুই জানিস না?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তা হলে কী হবে ভাই?

কিরণ বললে—চল্ না সাধুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি সেইটে—

পাথরপটি পেরিয়ে মন্দিরের মুখোমুখি সোনার কার্তিকের ঘাট। ধারের রাস্তা। দু'পাশে ডাক্তার দোকান। পাণ্ডাদের বাড়ীনিবাস। পাথরে বাঁধানো রাস্তাটা। একটু আগে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিরণ জোর টেনে নিয়ে চললো পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকেই গঙ্গা। গঙ্গার ওপরেই সোনার কার্তিকের ঘাট। কিরণ একটা গলি দিয়ে বাঁ দিকে ঢুকলো।

কিরণ বললে—সাধুর কাছে গিয়ে সাধুর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবি, জানলি—

—কেন?

—কেন আর, তাহলে সাধু খুব খুশী হবে, নমস্কার করলে কে না খুশী হয়—ওরাও তো মানুষ রে, নমস্কার করতে দোষ কী তোর, তাতে তো পয়সা লাগছে না—

তারপর কিরণ একটু থেমে বললে—পয়সাটাই হলো আসল জানিস দীপু, সাধুই হোক আর সাধু না-ই হোক—

—কিন্তু আমার কাছে তো পয়সা নেই—

কিরণ বললে—আমার কাছেও পয়সা নেই, পয়সা দিতে হলে সাধুর কাছে আসবো কেন—পয়সা লাগবে না বলেই তো সাধুর কাছে আসি—


প্রকাশিত হল

মনভ্রমরা

সুবোধ ঘোষ

[illegible]

অন্যান্য বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| **সুবোধ ঘোষের** | | **গজেন্দ্রকুমার মিত্রের** | |
| সীমন্ত সরণি | ৩·০০ | রূপতরঙ্গিণাম | ২·৫০ |
| সুজাতা | ২·৫০ | **বিমল মিত্রের** | |
| প্রেয়সী | ৫·০০ | রানীসাহেবা | ২·৫০ |
| **স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** | | **ডাঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের** | |
| রেশম | ৩·০০ | সাহিত্যে রামমোহন থেকে | |
| **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর** | | রবীন্দ্রনাথ | ৮·০০ |
| গোলাপের নেশা | ২·৫০ | **রমাপদ চৌধুরীর** | |
| **সমরেশ বসুর** | | দরবারী | ৩·০০ |
| ত্রিধারা | ৮·০০ | শুভদৃষ্টি | ২·০০ |
| ফুলবরিয়া | ২·৫০ | কখনো আসেনি | ৩·০০ |

প্রকাশিতব্য : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের : ক্রৌঞ্চ [illegible] দাম ২·০০

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ১২

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

—কিন্তু তাহলে? তাহলে ওরা খাবে কী? কী খেয়ে বাঁচবে!

কিরণ বললে—পয়সা দেবার লোক আছে অনেক, তারা সাধুদের খাওয়াতে পারলে বেঁচে যায়—। কিন্তু এ-সাধুটা সে-রকম নয়, এ শুধু গাঁজা খায়, এ হিমালয়ের সাধু কি না—আর কিছু খায় না—

কিন্তু ঘাটের সামনে গিয়ে কিরণ থমকে গেল। কিছু কথা বলতে পারলে না কিছুক্ষণ।

বললে—এই রে, বোধহয় হিমালয়ে চলে গেছে আবার—

—তা হলে?

কিরণ বললে—নাঃ, আমাদের কপালটাই খারাপ, কয়েকদিন পৈতে বিক্রী করতে গিয়েছিলাম ভবানীপুরে, এদিকে আসতে পারিনি—নইলে টের পেতাম—

আবার ফিরতে হলো। আবার পাথরপটি দিয়ে বাড়ির দিকে আসতে হবে। কিরণ নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের ভেতর ঢুকে পড়লো। আর দীপঙ্কর গিয়ে ঢুকলো সোজা লক্ষ্মীদির বাড়ির মধ্যে। সতী এসেছে নাকি! সতীর তো আসবার কথা ছিল! সেই লক্ষ্মীদির বোন। আজই তো আসবার কথা! লক্ষ্মীদি বলেছিল। রান্নাঘরের ভেতরে উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে। একতাল আটা নিয়ে মাখছে ঠাকুর। বংশী ঘর ঝাঁট দিচ্ছে।

দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। নতুন একটা খাট পাতা হয়েছিল সতীর জন্যে। সতী আর লক্ষ্মীদি এক ঘরে শোবে।

সিঁড়ির মুখেই লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মীদি নামছিল। দীপঙ্করকে দেখেই লক্ষ্মীদি বললে—কী রে দীপু, কী! এরকম চেহারা হয়েছে কেন তোর?

দীপঙ্কর বললে—স্টেশনে গিয়েছিলুম—আজকেও কি ট্রেন লেট হয়ে গেল কি না—

—ও, আমরাও তো এখন আসছি।

—কোথা থেকে?

লক্ষ্মীদি বললে—সতীকে আনতে গিয়েছিলুম—

দীপঙ্করের বুকটা কেমন যেন দুলে উঠলো।

বললে—সতী এসেছে নাকি? কই দেখি? কী রকম দেখতে, বৌদি?

লক্ষ্মীদি হেসে বললে—না রে, আসেনি, আসতে পারেনি সেখান থেকে, খুব কষ্ট হয়েছিল কি না—

দীপঙ্কর যেন হতাশ হলো কথাটা শুনে। তবু, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। যেন অনেক আশা করেছিল সে। অথচ কীসের যে আশা, কেন যে আশা, সতী তার কে তারই ঠিক নেই!

লক্ষ্মীদি নিচেয় নামতে লাগলো। দীপঙ্করও পিছু নামতে লাগলো পেছন পেছন।

পেছন থেকে হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি—

—কী রে? কী বলছিস?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সতীকে দেখতে তোমার মতন দেখতে?

লক্ষ্মীদি ফিরে দাঁড়াল হঠাৎ। বললে—ও মা, তুই হঠাৎ নিজেই সতীর কথা জিজ্ঞেস করছিস?

কেমন লজ্জা হলো দীপঙ্করের। মুখটা নিচু করে বললে—না—

—তোর সতীর কথা এত জিজ্ঞেস করছিস কেন রে তুই?

কেন যে দীপঙ্কর সতীর কথা এত বার জিজ্ঞেস করে তা কি দীপঙ্করই জানতো! কিন্তু তার কেবল মনে হতো সতী যেমনই হোক, সে যেন এমন করে লক্ষ্মীদির মত লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে চিঠি না পাঠায়। সতী যেন লক্ষ্মীদির মত অন্ধকার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন করে না দাঁড়ায়। সতী যেন এমন করে লক্ষ্মীদির মত পড়ার টেবিলের ওপর অন্য কারোর ছবি না দেখে। সতী যেন আরো ভালো হয়। লক্ষ্মীদির চেয়ে সতী আরো ভালো হলে যেন ভাল হয়। সতী যেন সত্যিই সতীর মতন হয়!

সেদিন সেই টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টির মধ্যে কালীঘাট মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর সেই সেদিনকার কথাই ভাবছিল। সতী হয়ত আসবে না কোনো দিনই, কোনো দিনই হয়ত আসাই হবে না সতীর। অত দূর থেকে আসা কি সহজ! কোথায় বর্মা, কোথাকার কোন কাঠের কারবারী ভুবনেশ্বর মিত্র—তার মেয়ে সতী কি এতদূর পথ একলা আসতে পারবে! যদি আসে যেন এমন করে চিঠি না পাঠায় তার হাত দিয়ে। সে-ও যেন দীপঙ্করকে এত কষ্ট না দেয়। এমন করে চিঠির জন্যে ভোরবেলা বৃষ্টিতে না ভিজোয়—।

এই বার লোকটা আসছে। সেই কোট-প্যান্ট পরা লোকটা।

পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিবেশক:
**রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড**, ৩, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১।

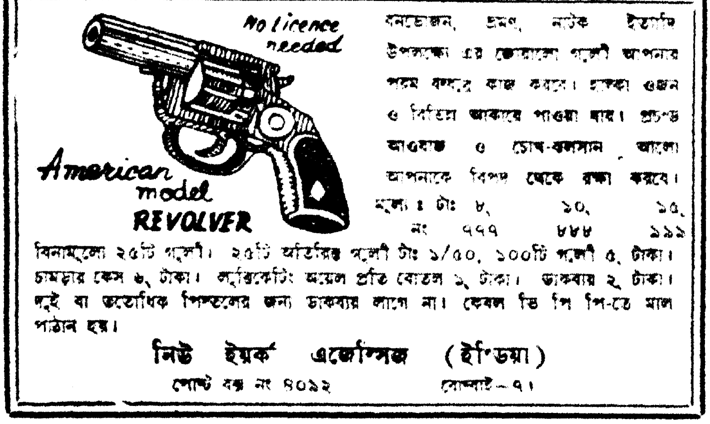

একটা ট্যাক্সি টাইরের মত ছুটে আসছে কুণ্ডুপুকুরের দিকে। কিন্তু না, ট্যাক্সিটা কুণ্ডুপুকুরের ধার দিয়ে এসে ভেতরে গলির ভেতর ঢুকে গেল।

দীপঙ্কর আর একবার পেছনের দোকানে গিয়ে ঘড়িটা দেখে এল। সর্বনাশ! আটটা বাজে! কখন সে পড়বে, কখন সে ইস্কুলে যাবে, কখন সে ভাত খাবে! বৃষ্টি তখন জোরেই আছে। আরো জোরে জল পড়ছে—

দীপঙ্কর সেই বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় নেমে পড়ল। মাঠের মন্দির থেকে উনিশের পাঁচ নম্বর কেন অনেকদূরের পথ। সমস্ত জামা প্যান্ট সব ভিজে একসা হয়ে গেল। ছুটে ছুটে ছুটে। ছুটতে ছুটতে একেবারে লক্ষ্মীদিদের বাড়ির দরজায় যখন পৌঁছুলো তখন একেবারে চুপ করে উঠোনের দরজাটা খোলা ছিল। সোজা ভেতরে গিয়ে লক্ষ্মীদিকে চিঠিটা দিয়ে আসতে হবে। বলতে হবে, সে ইস্কুলে যায়নি। লক্ষ্মীদি হয়ত রাগ করবে। না, রাগী মেয়ে। কিন্তু দীপঙ্করের দোষ কী? ভদ্রলোক যদি না আসে তো সে কী করতে পারে।

সিঁড়ির নিচে রান্নাঘরের দিক [illegible] পাওয়া গেল। শুধু একটা [illegible] কলকল করছে [illegible]।

দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে চলে গেল। ওপরেও কোথাও কেউ নেই। [illegible] ঘরে [illegible] হবে।

দীপঙ্কর চারদিক চেয়ে দেখলে ভেতরে।

—লক্ষ্মীদি!

কোথাও কারো সাড়া শব্দ নেই। আর পায়ের আওয়াজও নেই। সমস্ত বাড়িটা যেন ফাঁকা মনে হলো। কেউ নেই কোথাও। দীপঙ্করের পায়ের জামা ভিজে চপ চপ করছে। এঘর ওঘর সমস্ত ঘরে উঁকি দিয়ে দেখতে হয় হবে। কোথায় গেল লক্ষ্মীদি! কাকাবাবুই বা কোথায় গেলেন। অন্যদিন তো এই সময়ে বসে খবরের কাগজ পড়েন। সেই কি-রকম-যেন যেদিন মারা গিয়েছিল সেদিনও তো ওখানে বসেই খবরের কাগজ পড়ছিলেন। লক্ষ্মীদির ঘরের ভেতরে সুন্দর খাটটাও সাজানো রয়েছে। দু'দিকের দেয়ালে লাগানো দুটো খাট! বিছানা-টিছানা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো। শুধু ছোট টেবিলটার ওপর তিনটে চায়ের কাপ ডিস খালি পড়ে আছে।

—লক্ষ্মীদি!

আবার ডাকলো দীপঙ্কর।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে তেতলার ছাদে উঠলো। তেতলার ছাদে শুধু একখানা ঘর। ঘরখানায় কাকাবাবু শোন। সে-ঘরে গেলে সমস্ত কালিঘাটটা ছবির মতন নজরে পড়ে। ছোট ছোট বাড়ি, মন্দির, গঙ্গার চাতাল, মায়ের মন্দির, হালদারদের বাড়ি। চন্ডীবাবুর বড় বাড়ির চুড়োটা আরো অনেক কিছু। আর ওদিকে সেই টিপু সুলতানের ছেলেদের বাড়িটা—তার ওধারে [illegible] পুকুর—আর তার ওদিকে [illegible] ধানক্ষেত। সে ধানক্ষেত একেবারে সোজা দক্ষিণে রেল-লাইন পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে—

ওপরে উঠেই দীপঙ্কর কাকাবাবুর খাটের দিকে চেয়ে দেখলে। ঘরের দরজা খোলা। অন্যদিন সব সময়েই খাটের চাদর পাতা থাকে। ঘরের ভেতরেও লক্ষ্মীদি নেই। দরজার পাল্লাটা ধরে বাইরে থেকে ভেতরে উঁকি মেরে দেখলে। খাটের ওপর খবরের কাগজটা উল্টে রয়েছে। মনে হয়, একটু আগেই যেন ঘরে কেউ ছিল। দেয়ালের ওপর অনেকগুলো বই। অনেকগুলো কাগজপত্তর বাণ্ডিল। আর একটা টুলের ওপর একটা ছোট ঘড়ি চলছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে মেঝের ওপর বিছানার চাদরে আর দেয়ালের ছবিগুলোর ওপর।

কোথায় গেল লক্ষ্মীদি।

আবার নিচে নেমে [illegible] করতে হবে। এত সকালে কাকাবাবুই বা কোথায় গেলেন। আর লক্ষ্মীদিই বা কোথায় গেল।

হঠাৎ মনে হলো ছাদের উত্তর-পুব কোণে লক্ষ্মীদি দাঁড়িয়ে আছে। দীপঙ্করের দিকে পেছন ফেরা। কাকাবাবুর দূরবীনটা চোখে

প্রকাশিত হল

ভ্রমণ সাহিত্যে সমৃদ্ধ সংযোজন

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের

ভারততীর্থ

নতুন চোখে দেখা

নতুন ভাবে লেখা

• দুই টাকা •

বিক্রয়: ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি ১২

শ্রীবাসব-এর

নতুন উপন্যাস

দেওয়ান বাড়ি ৭·৫০

[illegible] কন্যা [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] প্রেমের [illegible]। সেই তো প্রেমের শেষ সংগ্রাম। [illegible] অবস্থা। একটি বলিষ্ঠ [illegible] কাহিনীটি অসামান্য।

এই লেখকের

এক মুঠো মাটি (২য় সং) ৪, ॥ কন্ঠ বিনোদিনী ৪,

বিশ্ববাণী ॥ ১১৯, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলি-৭

য়ে অনেক দূরে কী যেন দেখছে। পঙ্করকে দেখতে পায়নি।

আস্তে আস্তে দীপঙ্কর কাছে গেল।

তখনও দূরবীনে চোখ দিয়ে লক্ষ্মীদি একদৃষ্টে কী দেখছে।

হঠাৎ দীপঙ্কর ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি চমকে উঠেছে। চমকে পাশ ফিরে দীপঙ্করকে দেখে অবাক।

—তুই: তুই কখন এলি?

দীপঙ্কর বললে—আমি অনেকক্ষণ এসেছি—সব জায়গায় খুঁজেছি তোমাকে—

—চিঠি দিয়েছিস্?

—না! তিনি আসেন নি!

—আসে নি কিরে! আসেনি মানে? তাহলে চিঠি কাকে দিলি?

দীপঙ্কর বললে—কাউকেই দিইনি—এই নাও—

লক্ষ্মীদি চিঠিটা নিয়ে একটু দেখেই টুকরো টুকরো করে ছাদে ছড়িয়ে দিলে।

দীপঙ্কর বললে—এই দেখ না, চিঠিটা নিয়ে আটটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলুম—তবু কেউ এল না—

—তা আর একটু দাঁড়ালি না কেন! আসবে না তো কোথায় যাবে!

—আমি তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম—তারপর এমন বিষ্টি এল—এই দেখ না বিষ্টিতে একেবারে ভিজে গিয়েছি—

লক্ষ্মীদিও দেখলে দীপঙ্করের সর্বাঙ্গ ভেজা।

বললে—বৃষ্টি তো তখনি থেমে গেল, একটু পরেই রোদ উঠলো, আর একটু দাঁড়ালেই পারতিস্—

দীপঙ্কর বললে—এবার থেকে তুমি একটু বলে দিও লক্ষ্মীদি, কেন ঠিক সময়ে আসে—দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পা ব্যথা করে যায়—

লক্ষ্মীদি বললে—অনেকদূর থেকে আসতে হয় কিনা, তাই একটু দেরি হয়—তা এবার আর দেরি হবে না, আমি বলে দেব—

দীপঙ্কর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—এটা দূরবীন, না লক্ষ্মীদি—

—হাঁ বাইনোকুলার—

—দেখা যায়?

—দেখবি?

বলে লক্ষ্মীদি বাইনোকুলারটা দীপঙ্করের চোখে লাগিয়ে দিলে। তারপর বললে—দেখতে পাচ্ছিস?

দীপঙ্কর দেখলে। কোথায় কত দূরের জিনিস যেন একেবারে হাতের কাছে, একেবারে যেন হাতের মুঠোয় এসে গেছে। সেই মায়ের মন্দির, নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীট, কিরণদের টিনের চাল, [illegible] ফটিকদের বাড়ি মধুসূদনদের বাড়ি ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুল, কত দূরের জিনিস হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠলো দীপঙ্করের সামনে।

হঠাৎ দীপঙ্কর দূরবীনটা লক্ষ্মীদির দিকে ফেরালে। লক্ষ্মীদিকে বরাবর সামনা-সামনিই দেখে এসেছে। এতদিন দূরবীন দিয়ে লক্ষ্মীদিকে কেমন দেখায় তাই দেখবার ইচ্ছে হলো।

—কী রে, আমাকে দেখছিস্ নাকি?

দীপঙ্করের চোখের সামনে তখন সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে এত ঝাপসা দেখাচ্ছে কেন লক্ষ্মীদি! কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে—

লক্ষ্মীদি হাসলো। বললে—আমি যে কাছের মানুষ রে—

—তা কাছের মানুষকে ঝাপসা দেখাবে কেন—তোমাকে আমি দূরবীন দিয়ে দেখবো না—বলে দূরবীনটা সরিয়ে নিলে চোখ থেকে।

—কেন?

—না, বড় খারাপ দেখায় তোমাকে, তোমাকে চেনাই যায় না একেবারে!

—তা তো চেনাই যাবে না, দূরবীন তো দূরের মানুষকেই দেখবার জন্যে! কাছের জিনিস দেখতে কি দূরবীন লাগে!

কথাটা শুনে সেই অল্প বয়সে কেমন হতবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। সত্যিই তো, লক্ষ্মীদি তো কাছের মানুষ। একেবারে মনের কাছাকাছি। কাছের মানুষ না হলে কি লক্ষ্মীদি তার হাত দিয়ে চিঠি পাঠাতো! তাকে এত বিশ্বাস করতো! আর তা ছাড়া কাছের মানুষকে দূরবীন দিয়ে দেখতে গেলেই তো সব গণ্ডগোলের সূত্রপাত! কাছে এলেই যেন সব ঝাপসা ঠেকে। যেন বড় সব দূরে মনে হয়। অথচ লক্ষ্মীদিও যখন দূরে চলে গিয়েছিল, যখন একেবারে নাগালের বাইরে, তখনই মনে হয়েছিল যেন লক্ষ্মীদিকে ভালো করে কাছে পেয়েছে, স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে, সহজ করে বুঝতে পেরেছে!

দীপঙ্কর দূরবীনটা দিয়ে দিলে লক্ষ্মীদির হাতে—

বললে—আমাকেও দূরবীন দিয়ে দেখো না তুমি লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি হাসলে। বললে—কেন রে?

—না, আমাকেও ঝাপসা দেখাবে—

—ঝাপসা দেখলে আমিই ঝাপসা দেখবো, তাতে তোর কী!

—না, তাহলে যে তুমি আমাকে চিনতে পারবে না!

বলে আর দাঁড়ালো না দীপঙ্কর। যেন লক্ষ্মীদির সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা হলো তার। দুড় দুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায় এসে পড়লো। পাশের দরজা দিয়ে নিজের বাড়িতেই ঢুকতো হয়তো, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এর গলিটার মুখে মনে হলো যেন কাদের একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। গলিতে আবার ট্যাক্সি এল কাদের বাড়িতে! নতুন কেউ ভাড়াটে এল নাকি। ভেতরে মেয়েরা বসে আছে। অনেক মালপত্র পেছনে বাঁধা।

ট্যাক্সি থেকে কে একজন নেমে এসে বাড়ির নম্বরগুলো দেখতে দেখতে আসছিল।

দীপঙ্করের কাছে এসেই জিজ্ঞেস করলে—এই, উনিশের একের বি কোন্ বাড়িটা রে?

—এইটেই তো, কাকে খুঁজছো?

প্রেমের প্রদীপে নতুন মধুচন্দ্রিকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উজ্জ্বলতম উপন্যাস

রূপসী রাত্রি

বৈরাগ্য আছে বলেই তো
অনুরাগের মাধুরী। বৈরাগ্যে-
অনুরাগে মিলনই তো হর-
পার্বতীর মিলন। সেই
মিলন-রাত্রিই তো
রূপসী রাত্রি।

দাম পাঁচ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

—অঘোর ভট্টাচার্যির বাড়ি,—

—হ্যাঁ হ্যাঁ এই বাড়িটাই—

বলে এগিয়ে গেল দীপঙ্কর টেক্সির দিকে। পেছনের বসবার জায়গায় দু'জন ভদ্রমহিলা বসে ছিল। দীপঙ্করের চোখের সামনে যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। সতী নয় তো!

—এই ড্রাইভার, মালপত্তোর ধরতে পারবি?

বলে ভদ্রলোক নামলেন গাড়ি থেকে। পরনে কোট প্যান্ট পরা। বেশ বয়স হয়েছে। তারপর পেছনের মালপত্তোর টেক্সিওয়ালা নামিয়ে দিলে। মেয়েটি ভেতর থেকে বললে—এই জায়গা অন্ধকারে [illegible] গাড়ি দিয়েছে কাকাবাবু—আর জায়গা পেলে না—

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন—[illegible] এখানে কি [illegible] তো তুমি?

দীপঙ্কর বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

[illegible] এই মালপত্তোর [illegible] একটা বিছানা আর একটা [illegible]

[illegible] গাড়ি থেকে [illegible] বললে—[illegible]

[illegible] আর [illegible] [illegible] হঠাৎ অবাক হয়ে গেল।

[illegible] এই জায়গায় [illegible] কী [illegible]—

[illegible] বললেন—[illegible] আর [illegible] বড় বাগান—আর বড় [illegible]

[illegible] কী [illegible]

[illegible] বললেন [illegible]

[illegible] দীপঙ্করের [illegible] দিলেন।

[illegible]

দীপঙ্কর [illegible] তার [illegible]

[illegible]

[illegible] দীপঙ্কর আর [illegible] ভদ্রলোক আর মেয়েটি। দীপঙ্করের মনে হলো এ কেমন করে হলো। হঠাৎ কী যে হলো সব কিছুই কেমন বড় তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। কিন্তু তাদের কিছু বলবার অবসর ছিল না।

কাকাবাবুদের বাড়ির দরজা তখনও খোলাই ছিল।

—এই বাড়ি?

দীপঙ্কর কাঁধ থেকে মালটা নামিয়ে বললে—হ্যাঁ—

মেয়েটি বললে—কত দিতে হবে?

দীপঙ্কর হতবাক হয়ে গেছে। একবার মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। এর জন্যেই কি এতদিন পড়ে এসেছে লক্ষ্মীদির কাছে! এই-ই কি সতী! এই রকম চেহারার কথাই সে শুনেছে, ঠিক এইরকম ফরসা, কোঁকড়ানো চুল,—

ভদ্রলোক বললেন—এক আনা পয়সা দিয়ে দাও একে—

দীপঙ্কর বললে—না, পয়সা দিতে হবে না—

ভদ্রলোক বললেন—কেন? [illegible] এর জন্য চারটে পয়সা কি [illegible]। এক আনা [illegible] বড় যে [illegible] এ তো [illegible]—

মেয়েটি বললে—এই চার পয়সার [illegible]

[illegible] পয়সা চারটে দিতে গেল মেয়েটি

দীপঙ্কর বললে—না—

ভদ্রলোক বললেন—এই জন্যেই কলকাতার [illegible] হয় না—[illegible] টাকা [illegible], তার জন্যে [illegible] দিতে হবে নাকি না নেয় না নেবে—চলে গেল—

মেয়েটি আবার বললে—নিন তো নে—

দীপঙ্কর বললে—না—

ভদ্রলোক বললেন—তুমি আর খোসামোদ করো না সতী—ও থাক্—চার পয়সা ও কী করে উপায় করে দেখি—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে দরজার বাইরে এল। আর একটু দাঁড়ালেই হয়ত ওর [illegible]। [illegible] তার হাতটা দিয়ে [illegible] একবার।

হঠাৎ [illegible] এসে [illegible] যেন কী [illegible]। পেছন ফিরতেই দেখলে ভদ্রলোক চারটে পয়সা [illegible] দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। [illegible] পয়সা চারটে [illegible] গিয়ে মাটিতে পড়ে ঝন ঝন করে শব্দ হলো। দীপঙ্করের [illegible] হঠাৎ [illegible] সেই সতী, [illegible] হয়ে গেল! লক্ষ্মীদিও [illegible] চক্রবর্তী [illegible]! সতীও কি লক্ষ্মীদির মতন! [illegible] সতীই কি [illegible]! (ক্রমশ)


নদীয়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

[illegible]

বহু [illegible] এবং [illegible]

উৎসবের মিষ্টান্নের জন্য বিখ্যাত।

[illegible]

(সি ২৫৫৬)

২০শে ফেব্রুয়ারী কবি [illegible] মৃত্যু দিবসে প্রকাশিত [illegible]

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সোনার আলপনা

[illegible] মূল্য ঃ ৮·০০

রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা ডঃ [illegible] ৭·০০। সংগ্রাম [illegible] ৩·০০। সাপের মাথায় মণি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২·[illegible]। উপকণ্ঠ প্রবোধবন্ধু অধিকারী ৬·০০। প্রবন্ধ সংকলন [illegible] ৩·০০। ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র সুকুমার মিত্র ৩·০০। অনেক দূর [illegible] ৩·০০। [illegible] নিখিল সেন ২·৫০। [illegible] বন [illegible] রায় ৩·০০।

এভারেস্ট বুক হাউস ঃ ৫/১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি—১২

(সি ২৭৭৪)

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

বার্মা-শেলের সেবাই এই।

SC-4

GOVERNMENT [illegible] LIBRARY

# স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় দলীপ সিং

আদিত্য ওহদেদার

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষদিক।

মক্কা থেকে একজন ভারতীয় হাজ্জযাত্রী [illegible] নিজামকে এই তারবার্তা পাঠালেন— আমার প্রিয় স্বদেশবাসী, ইংরেজের মিথ্যা প্রতারণা থেকে সাবধান, নইলে তোমার সাম্রাজ্যটি খোয়াতে দিতে হবে।"

এই মক্কা থেকেই ইনি আবার প্যারিসে একজন বিশিষ্ট ফরাসীকে লিখেছিলেন,— আমার কাছে এ অতি দুঃখের বিষয় যে, আমি এমন একজনের কাছে লাভ করেছি যিনি ইংরেজদের অমানুষিক হাতে [illegible]। আপনাকে আমি এই সংবাদ জানাতে চাই যে আপনাদের মহৎ সরকারের (প্রতিনিধি) আমার প্রতি ন্যায় আচরণ প্রদর্শন করেন নি। তিনি আমার পত্রের একটা উত্তর পর্যন্ত দেন নি, যে পত্র আমি প্যারিস ত্যাগ করার আগে তাঁকে পাঠিয়েছিলাম যে, আমাকে ফরাসী সরকারের আশ্রয় দেওয়া হোক, যাতে আমি পণ্ডিচেরীতে বাস করতে পারি। যাই হোক, এখন আমি [illegible] সুলতানের অধীন আছি। আমার দেশবাসীদের প্রতি আপনার সহানুভূতির জন্যে আমি আপনাকে আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, এই বছরের মধ্যেই আমি আমার দেশবাসীদের [illegible] হবে—আমার সাম্রাজ্য এই উত্তরাধিকারী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।" তিনি আর [illegible] নিজেকে ইংরেজদের চরম শত্রু বলে অভিহিত করেছিলেন।

কে এই ব্যক্তি যিনি মক্কা ও প্যারিসে [illegible] হয়েছেন, যখন ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও শোষণ তখন ভারতের মনে এমন ইংরেজ-বিদ্বেষ পোষণ করেছিলেন এবং ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন? ইনি হলেন দলীপ সিং— পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং-এর শেষ বংশধর। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে দলীপ সিং সম্বন্ধে এমন কথা কোথাও লেখা নেই। দলীপ সিং-এর এই পরিচয় আজও সম্পূর্ণ অনুদ্ঘাটিত। এ বিষয়ে যেটুকু তথ্য লাভ করা গেছে সেটুকু এই নিবন্ধ মারফৎ আমাদের ঐতিহাসিকদের কাছে পেশ করছি। আমি নিজে ঐতিহাসিক নই, কিন্তু আশা করি, আমাদের ইতিহাস-লেখকগণ এ বিষয়ে সত্যের অনুসন্ধান করে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং এই তথ্যের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকাকে আরও বিস্তৃত ও উজ্জ্বল করতে পারবেন।

দলীপ সিং সম্পর্কে আমাদের ইতিহাস এতাবৎ যা বলেছে তা হল এই—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং যখন [illegible] পরলোকগমন করেন, তাঁর [illegible] মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উত্তরাধিকার ও রাজ্যের অন্যান্য অনেক ব্যাপার নিয়ে সম্পর্কে কোনোই নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেন নি। ফলে আরম্ভ হল দীর্ঘদিনব্যাপী গৃহযুদ্ধ ও ক্ষমতার লড়াই এবং সেখান থেকে সমুদ্রপারের ইংরেজদের কূটনীতির চাল। নতুন মহারাজা হিসাবে সিংহাসনে বসলেন খড়্গ সিং— রণজিৎ সিং-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণই অযোগ্য ছিলেন, রাজ্যশাসনের ক্ষমতা তাঁর কিছুই ছিল না। তার ফলে তাঁর পুত্র [illegible] খড়্গ সিংকে [illegible] বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হল। কিন্তু [illegible] রাজ্য [illegible] দুর্বলতর হল [illegible] ক্ষমতালোভী বিভিন্ন পক্ষের চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। এরপর সিংহাসনে বসলেন শের সিং—রণজিৎ সিং-এর দ্বিতীয় পুত্র। কিন্তু ক্ষমতার [illegible] তাঁকেও হত্যা করা হল অল্প দিনের মধ্যেই। তখন সিংহাসনের অধিকারী হল রণজিৎ সিং-এর কনিষ্ঠ পুত্র ও মহারাণী জিন্দন কাউরের গর্ভজাত সন্তান [illegible] দলীপ সিংকে। এ হল রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর চার বছরের মধ্যে।

মহারাজা দলীপ সিং (১৮৩৮-১৮৯৩)

দলীপ সিং [illegible] বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। কেউ বলেছেন পাঁচ, কেউ ছয়, কেউ আবার বলেছেন [illegible]। [illegible] দলীপ সিং মহারাজা [illegible] এবং দলীপ সিংই হলেন পাঞ্জাবের শেষ রাজা।

নাবালক দলীপ সিং-এর হয়ে রাজমাতা মহারাণী জিন্দন কাউর রাজ্য চালাতে লাগলেন। কিন্তু রাজ্যে শান্তি নেই। [illegible] এবং [illegible] ক্ষমতার লড়াই [illegible] চালাতে লাগলেন। তার [illegible] সুযোগ গ্রহণ করে চতুর ইংরেজ [illegible] পাঞ্জাব অধিকার করতে উদ্যত হয়ে উঠল। [illegible] ১৮৪৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভৈরোয়াল-সন্ধি অনুসারে ইংরেজরা ঘোষণা করল যে, এখন থেকে পাঞ্জাবের শাসন [illegible] হাতে দেওয়া হল। রাণী-মাকে বার্ষিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে। দলীপ সিং-এর [illegible] সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকবে। সুতরাং [illegible] রাজ্যের প্রথম প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে।

ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধির একজন অতি বড় সহায়ক ছিলেন সর্দার তেজ সিং। তাঁর এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ লরেন্স চাইলেন তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করতে। লাহোর দুর্গে 'তখৎ-শাহী' উৎসবের অনুষ্ঠান করা হল। এই উৎসবে লরেন্স আনুষ্ঠানিকভাবে মহারাজা দলীপকে অনুরোধ করলেন তেজ সিং-এর ললাটে রাজতিলক পরিয়ে দিতে। কিন্তু বালক দলীপ জোড়হস্তে এ-কাজ করতে অস্বীকার করলেন, এবং একপাশে সরে দাঁড়ালেন। বার বার তাঁকে অনুরোধ করা হল, কিন্তু তিনি নিজের অস্বীকৃতিতে রইলেন অবিচল। তাঁর চোখে তেজ সিং বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী।

লরেন্স ভাবলেন, বালক দলীপের এ-কাজ রাণী ঝিন্দন কাউরের প্ররোচনায় ঘটেছে। তিনি রাণীকে লাহোর দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। রাণী ঝিন্দন কাউর ছিলেন একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা, তাঁর শক্তিকে ইংরেজ শাসকবর্গ স্বীকার করেছিল। ১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরো এক চিঠিতে ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে লিখেছিলেন, "বালক দলীপ সিং-এর মাতা [illegible] একজন [illegible] সাহসী মহিলা, এবং সমগ্র পাঞ্জাবে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার সাহস আছে।" ১৮৪৯ সালে লর্ড ডালহৌসি তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, তিনিই সমগ্র পাঞ্জাবে একমাত্র ব্যক্তি যার [illegible]। এই কারণে ডালহৌসি ঝিন্দন কাউরকে লাহোর থেকে [illegible] হন, এবং তাঁকে তাঁর নিজের দেশে ফিরে আসবার অনুমতি দেন নি।

এই সময় পাঞ্জাবে ইংরেজের অর্থলোলুপ [illegible] ঝিন্দন কাউরের [illegible] তেজ সিং [illegible] দলীপ [illegible] তাঁর [illegible] মুক্ত করা হল।

আর বালক দলীপ সিং? তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইংরেজের রক্ষণাবেক্ষণে [illegible]। এই [illegible] দলীপ সিং-এর [illegible] মহারাজার [illegible]। [illegible] দলীপ সিংকে তাঁর রাজ্য [illegible] ইংরেজ নিজেকে এমনি করেই মুক্ত করল।

• • •

দলীপ সিং সম্বন্ধে আমাদের ইতিহাস যা বলে তা থেকে জানা যায় যে, ১৮৫৪ সালে দলীপ সিং ইংল্যাণ্ড যান এবং সেখানে একটি ইংরেজ মহিলার অভিভাবকত্বে অভিজাতভাবে বাস করতে থাকেন। তিনি ভারতে আসেন দু'বার: ১৮৬১ সালে তাঁর মাকে বিলেতে নিয়ে যেতে, আর একবার ১৮৬৩ সালে তাঁর মায়ের মৃতদেহ যথাযথ সৎকার করতে।

বিলেতে দলীপের জীবনযাপন সম্পর্কে আমাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। শুধু জানা যায় যে, ১৮৮৫ সালে দলীপ খৃষ্টধর্ম ছেড়ে শিখধর্ম গ্রহণ করেন, তবে

এজেন্ট: মেসার্স শা বাডিলাল এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

অনুষ্ঠানিকভাবে নয়। এবং এর পর থেকেই তিনি ভারতে নিজের দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক হন। ১৮৮৬ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে তিনি তাঁর দেশবাসীদের উদ্দেশে একটি পত্র লেখেন। এই পত্র কলকাতার 'ট্রিবিউন' নামক সংবাদপত্রে ১৮৮৬ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়। এই পত্রে দলীপ লিখেছিলেন যে, তিনি কোনোদিন ভাবেন নি, তিনি ভারতে ফিরে যাবেন। কিন্তু সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় [illegible] তাঁকে দেশে বাধ্য হয়ে [illegible]। সেখানে সামান্য লোক হয়েই তাঁকে থাকতে হবে। তিনি [illegible] প্রকাশ্য [illegible] এবং [illegible] একথা জানান যে, [illegible] তিনি অনুষ্ঠানিকভাবে [illegible]। তারপর জানান যে, তিনি এই চিঠি লিখতে বাধ্য [illegible] হয়নি, [illegible] ইচ্ছা। [illegible] এই [illegible] যে [illegible] কী সব প্রতিবন্ধী [illegible]।

[illegible] একটা পত্র [illegible] তিনি [illegible] যে, [illegible] ইচ্ছুক, [illegible] তাঁকে [illegible] এবং [illegible] বলা হচ্ছে।

[illegible] দলীপ ইংলণ্ড ত্যাগ করে [illegible] এবং এডেন [illegible] ১৮৮৬ সালের এপ্রিল [illegible] তিনি [illegible]। [illegible] কিন্তু এডেনে [illegible] দলীপের [illegible] করা হয়।

[illegible] দলীপ কী করলেন? [illegible] তিনি [illegible] এবং [illegible] ১৮৯০ [illegible]।

কিন্তু [illegible] দলীপ সিং কী [illegible] কিছু [illegible]। ১৮৮৭ সালের ২৫ [illegible] একটি [illegible] মহারাজা দলীপ সিং [illegible] একজন [illegible] হন। তিনি খোলাখুলি স্বীকার করেছেন

মহারানী জিন্দ্ কাউর

যে, তিনি [illegible] রাজধানীতে [illegible] ও [illegible] ইংরেজ [illegible] পরে [illegible]। আর একটি [illegible] সংবাদ হল [illegible] ২১, ১৮৮৭, [illegible] দলীপ সিং-এর [illegible] অনুকূলতা প্রকাশ করেছে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় খবর হল ১৮৮৭, ১০ই অক্টোবরের সংবাদ। এতে জানানো হয় যে, মহারাজা দলীপ সিং [illegible] সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ একটা [illegible] পত্র পাঠান। এই পত্রে একটা [illegible] একটা [illegible] প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্র এই [illegible] যে, মহারাজার [illegible] ৫০,০০০ [illegible]। দলীপ এই [illegible] এখন [illegible] ইংরেজের [illegible] হয়। তিনি [illegible] যে, ইংরেজের [illegible] কিন্তু [illegible] ও [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] অবশেষে তিনি [illegible] মহারাণীর [illegible] এবং [illegible] যে, এখন [illegible] কিন্তু [illegible] এল। এখন তিনি [illegible]

[illegible] তাঁর [illegible] ইংরেজ তাঁর [illegible] তাঁর রাজ্য [illegible] তিনি [illegible]। এখন তিনি একজন স্বাধীন [illegible] ইংরেজদের [illegible] তাঁর রাজ্য উদ্ধার [illegible] চেষ্টা করতে পারেন।

দলীপ সিং-এর এই পত্রে [illegible] যে, [illegible] তিনি [illegible] এবং [illegible] ইংরেজের [illegible] তিনি এই [illegible] তাঁর জীবনের [illegible] তিনি [illegible] ইংরেজের [illegible] ভারতকে উদ্ধার করার কাজে। তিনি [illegible] যে, এখন তিনি [illegible] নিজেকে [illegible]।

দলীপ সিং [illegible] এই পত্রের উদ্দেশ্য [illegible] একটা পত্র [illegible] এটা [illegible] যে [illegible] এই [illegible] প্রকাশিত করার [illegible]।

• • •

[illegible] দলীপ সিং-এর জীবনের একটা [illegible]। দলীপ যে [illegible] এই [illegible] যে, দলীপ সিং তাঁর [illegible] ভারতকে স্বাধীন করতে [illegible]। তাঁর [illegible] উদ্দেশ্য ছিল [illegible] ভারত থেকে ইংরেজ [illegible]। আমাদের [illegible] যে এই সময় [illegible] ও [illegible] করবে—এটা একটা [illegible] ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। দলীপের [illegible] বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী ও জাপান-[illegible]।

দেল কোম্পানীর দাদ ও কাউরের অব্যর্থ মলম [illegible] কলিকাতা

# পণ্ড্স
# কোল্ড
# ক্রীম

* পরিষ্কার করে
* সুন্দর করে
* সুরক্ষিত রাখে

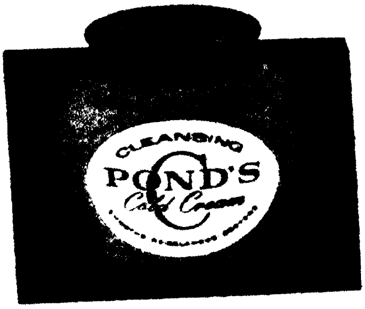


রোজ রাত্রে পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো ক'রে আপনার মুখে মাখুন। এই ক্রীম রোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে ময়লা বের করে দেয়। ত্বকের পক্ষে পুষ্টিকর এই চমৎকার পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহারে আপনার মুখশ্রী স্বাভাবিকই নির্মল ও কমনীয় হ'য়ে উঠবে।

**ভ্যানিশিং ক্রীম:** হালকা ও তুষার-সাদা পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় কান্তি সুরক্ষিত রাখবে—পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলবে। পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় —এটি একটি নিখুঁত পাউডার বেস্ এবং এর ওপর পাউডার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানভাবে লেগে থাকে।

চিজব্রো-পণ্ড্স ইন্ক (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ)

P 7749

# প্রথম কদম ফুল

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২৫

সে [illegible] এবার [illegible] খবর দিয়ে।

'জানো বিজু, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' বিজয়কে বললে সেন্টু।

'কোথায় যাচ্ছিস রে?' [illegible] বাড়িতে কোনো কাছে [illegible] বিজয় 'কিরকিরে [illegible] করে?'

'না, না, তুমি বিজু, [illegible]' গম্ভীর মুখ করল সেন্টু। [illegible] কোথায়? [illegible] ওরে বাবা!' [illegible] সেন্টু।

'তবে কোথায়? [illegible] যাচ্ছি?'

[illegible] মাথায় বিজু, [illegible] হাত দিল সেন্টু। [illegible] আমাকে। [illegible] কর, [illegible] ওকে কিছু [illegible] ছেড়ে আমরে আমাকে [illegible] নাড়ুগোপাল।'

'আর তুই? তুই কী?' [illegible] কার্তিক যেমন [illegible]

'আমি লাড়ু গোপাল। [illegible] নাড়ু খাই? [illegible]'

'আমি তোকে নাড়ু দেব। [illegible] দেব।'

'আগে দাও।'

এনামেলের কৌটোয় [illegible] মজুত করে রাখে বিজয়। কেউ আদর করে তাকে খাওয়াবার নেই, তাই নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়। মন প্রসন্ন থাকলে, যখন যে তার পক্ষ নেয়, তাকে বিতরণও করে। নচেৎ নিজে খায় বা [illegible] খাওয়ায়।

সেন্টুকে দিল একটা [illegible]। বললে, 'এখন বল কোথায় যাচ্ছিস?'

'যেখানে যাচ্ছি সেখানে এমন [illegible] পর [illegible] শুধু [illegible] আঙুল চাটতে [illegible] সেন্টু। '[illegible] আরেকটা দাও।'

কৌটো থেকে বিজয় আরেকটা [illegible] দিল। বললে, 'এবার বল।'

এর পরের কিছুরই সম্ভাবনা নেই। তবু কৌটোর দিকে তাকিয়ে [illegible] সেন্টু বললে, 'আমার বাবা [illegible] বাড়ি ছাড়ব [illegible]—এখানে আর আমরা থাকব না।'

'কেন রে কেন?' যেন উৎসুক হয়ে উঠল বিজয়।

'ঠাকুমা কেবল [illegible] বকে।'

'কে বকে?' [illegible] চোখে নখ কাটতে [illegible], যেন শুনতেই পায়নি হেমেন।

'ঐ যে কাগজটা [illegible] আছে একটা, ডাকাত-গিন্নি—'

'কী বললি?' হো-হো করে হেসে সেন্টুকে বুকে নিয়ে খাটের উপর গড়িয়ে পড়ল বিজয়। সেন্টু বুকের মধ্যে [illegible] উঠল।

'দেখছ না কী রকম থপথপ মোটা হচ্ছে দিন-দিন—'

'কী হচ্ছে?' বিজয়ের আবার প্রচণ্ড হাসি। হাসতে-হাসতে চোখে প্রায় জল এসে গেল।

'হাসছ মানে?' ছুরির ধারটা কণ্ঠে আনল হেমেন।

'না, মজার কথায় হাসব না?' বিজয় উঠে বসল, সেন্টুকে নামিয়ে দিল খাট থেকে।

মজার কথা! এমন কথা এটুকু ছেলে শিখল কোথায়?

'[illegible] আমি শিখিয়েছি।' বিজয় ফোঁস করে উঠল।

'বেশ [illegible] শেখাবে বলে শেখাবে! [illegible] ঠাকুমাকে ডাকাত-গিন্নি বলবি,


খেয়ে আবার সতেজ হ'য়ে উঠুন

MANDH

ইমালশন

সাধারণ দৌর্বল্যের জন্য চমৎকার, সুস্বাদু
টনিক—অল্পদিনের মধ্যেই আপনার
স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনবে।

মার্টিন এ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, নিউ দিল্লী, মাদ্রাজ

ঝগড়াঝাটি বাড়ি বলবি। কখন কে রাগের মাথায় বেফাঁস স্বগতোক্তি করে তাই ছেলেটার কানে যায়। সেই থেকেই শিখে নেয়, কুড়িয়ে নেয়—'

'আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? ওর মাও তো বলতে পারে।'

'পারে। কিন্তু তোমার অমনি হেসে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি। একটু শাসন করা উচিত ছিল—'

'তোমাদের বংশের ছেলে, তুমি করো না।' বিজয়া নেমে পড়ল খাট থেকে। 'খারাপ কথা কিছু নয়, একটা মজার কথা বলেছে তাই একেবারে শাসনের হুমকি।'

'হ্যাঁ, তাই, এসব কারণেই গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা হচ্ছে না ছেলেদের—'

'ঠিক বলেছ জেঠুমণি, ঠাকুরমাদের শ্রদ্ধা হচ্ছে না—' বললে সেন্টু। 'কেন যে দেরি হচ্ছে?'

আবার হেসে উঠল বিজয়া। আবার ছেলেটাকে বুকে নিয়ে খলখল করে উঠল। আবার গড়িয়ে পড়ল খাটে। বললে, 'ছেলেটা কী সুন্দর' যাই বলুক, কিন্তু কী সুন্দর করে বলে!'

'আর তুমি কী সুন্দর করে হাস!' নখ কাটতে-কাটতে বললেন হেমেন।

'হাসব না?' মারমুখো ভঙ্গি করে উঠে বসল বিজয়া: 'হাসবার কথা হলেই হাসব।'

'প্রকাশ্যে আবার বাড়াবাড়ি করে হাসলে মনে হবে এটা খুব সুখের কথা?' ছুরির দিকেই চোখ রাখলেন হেমেন।

'নিশ্চয়ই সুখের কথা। এ-বাড়ির একটা ছেলের যে তবু আত্মসম্মানের বোধ আছে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার সংকল্প করার যে দুঃসাহস আছে—তার জন্যে সে অভিনন্দনের যোগ্য।' বিজয়া নেমে দাঁড়াল: 'সে ছেলেকে নিয়ে গৌরব করতে হয়, আনন্দ করতে হয়।'

এখন ডান হাতের নখ ধরতে হবে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের নখ কাটাটা অপারেশনের মত কঠিন। পাঁচ-পাঁচটা নখ পাঁচ-পাঁচটা অপারেশন। সেই দুরূহ কাজেই মন দিল হেমেন। সুতরাং প্রশ্নটাও একটু দুরূহ শোনাল। বললে, 'সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াটাই বুঝি খুব সম্মানের কাজ?'

'নিশ্চয়ই। একশোবার। যে সংসারে নিত্য খিটিমিটি, মারামারি, প্রতি পদে ছোট মনের পরিচয় সেখানে থাকাটা লোভ—লোভ অসম্মান। সবাই তো আর তোমার মত ঠুঁটো জগন্নাথ নয়—'

'তার মানে তুমি বলতে চাও বিজয়া-দশমীর পর প্রশান্ত আর বড় বউমা ও নাতিকে আমাদের প্রণাম করতে আসবে?'

এ আবার কী প্রশ্ন। তবু, কথার পিঠে উত্তর, সরাসরি বললে বিজয়া: 'নিশ্চয়ই আসবে।'

'আর কোনো কারণে যদি আসতে দুদিন দেরি হয় আমরা ওদের চিঠি দেব?'

'নিশ্চয়ই না।'

'আর ওরাও আশা করবে বোধহয় জয়ন্তী-সুধীর ছোট, তারা ওদের বাড়ি যাবে প্রণাম করতে?'

'আশা তো করতেই পারে।'

'আর যদি কোনো কারণে সুধীর-জয়ন্তীর যেতে দুদিন দেরি হয় ওরা চিঠি দেবে?'

'দেবে। দিলে কী হয়?'

'কী হয় মানে?' এবার ছুরির থেকে চোখ তুলে বিজয়ার চোখের দিকে তাকালেন হেমেন: 'তার মানে তুমি বলতে চাও আমাদের আত্মীয়স্বজন যারা বিজয়া দশমীর পর এসে একথালা মিষ্টি খেয়ে যেত দু বাড়ি গিয়ে দু থালা মিষ্টি খাবে?'

হাসি পেলেও হাসল না বিজয়া। বললে, 'সেইটেই না হবে তোমার কী! আমাদের কী?'

'আমাদের কী মানে! আর সেই মিষ্টি কণ্টি-সেন্টি, কিনে আনবে টাকা কবে? বাড়ির থেকে [illegible] ময়রার দোকান হয় তা কে বলবে।'

[illegible]

[illegible]

'তো থাকবে কোথা?' [illegible]

সেন্টুর [illegible] এবার হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

'হ্যাঁ, থাকবে?' সেন্টুকে আবার [illegible] অতিথিদের [illegible] দিয়ে নিজের সম্মান


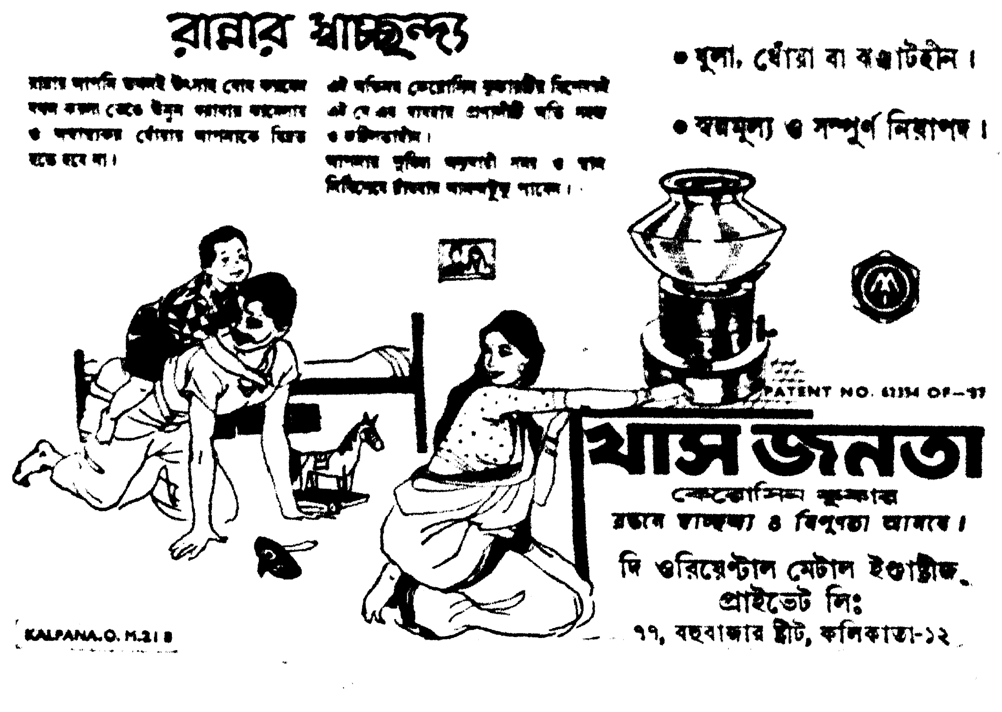

দেৱ একেবারে অনভ্যেস না হোক, [illegible] কাঁদাননে। [illegible] বলে দুঃখ, বলে হাসি।

"এমন [illegible]-ব্যাপারের দরকার নেই। [illegible] বাঁচাল [illegible]; [illegible] দেখে না [illegible] বাবা।"

[illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible]

[illegible] অম্ভুত [illegible]

[illegible]

[illegible] তুমিই [illegible] নেই। [illegible]

[illegible] শিরোমণিটা কেমন হয়েছে দেখ—

তার দেখ নিজের সর্বনাটের [illegible] বিশেষ [illegible] হয়েছে, তাই মৃদু মৃদু হাসছে, মৃদু মৃদু হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করে রেখেছে।

প্রত্যক্ষরা দেখে তাকে দেখতে যেমন, কিন্তু [illegible] চোখ তুলে যে তাকাবে, তার সামর্থ্য নেই। ইতিমধ্যে একটি বই তুলে নিয়েছে, তারই পৃষ্ঠার [illegible] সে আশ্রয় নিল।

[illegible] দেখ, সেখ [illegible]। সে [illegible] সমস্ত ঘর-জোড়া [illegible] করে জাঁকিয়ে ছিল, শুধু দেখ,

নতুন....অপূর্ব্ব....সুস্বাদু
ভ্যারাইটি কাষ্টার্ড পাউডারস্
ব্রাউন এ্যাণ্ড পলসনের তৈরী

[illegible]—দুইটি সুর্মিষ্ট [illegible] এক মিনিটেই তৈরী। [illegible] ব্রাউন এ্যাণ্ড পলসনের কাষ্টার্ড আপনি পুডিং ও অন্যান্য [illegible] ফলের [illegible] সুস্বাদু।

বিনামূল্যে [illegible]

অরেঞ্জ . বেনানা
ষ্ট্রবেরী . লেমন
রসবেরী . ভ্যানিলা

[illegible]
শ্রী, শ্রীমতী / কুমারী
ঠিকানা
DSH 16

ভারতের এজেন্ট-প্যারী এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সকালে নেই দুপুরে নেই রাতে নেই। কী দেখছ? আজ নেই। কাল নেই। তাকে দুটো ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে।'

সেন্টুর হাসি হাসি মুখটা চকিতে উবে গেল। অবাক সুরে বললে, 'ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেল কী বলছ?'

'হ্যাঁ। একটা না, দু দুটো ছেলেধরা। একটা ওর বাবা আরেকটা ওর মা।'

অবাকতর হল সেন্টু। আবার বিস্ময়-বিমূঢ় বিজ্ঞ-বিজ্ঞ মুখ করল। বিজুর কষ্ট হচ্ছে বলেই যে বিজু চুপ করে আছে, এটুকু বুঝতে পেরে নিজেকে সহানুভূতিতে তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

বিজয়া দেখল না, বুঝল না এতটুকু। নির্লিপ্ত স্বরে বললে, 'তা কী করা যাবে। যাদের ছেলে তারা যদি নিয়ে যায় তুমি কী করতে পারো?'

'যাদের ছেলে মানে?'

বিস্ময়ের কম নয় বিজয়ার, 'ওদের ছেলে নয় তো কাদের ছেলে?'

[illegible]

নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল

[illegible]

আবুল হাসানাৎ প্রণীত

যৌন বিজ্ঞান

[illegible]

নিত্য ব্যবহারে

নিম টুথ পেষ্ট

ছেলেবেলা থেকে এই টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় হয়।

একটি ক্যালকেমিকো অবদান

'নিজের আর কি। গায়ে তো লাগে না। ঝামেলা তো পোয়াতে হবে না একফোঁটা। উনি শুধু আদর করবেন।' আরো যেন অনেক দূর ভেবেছে আর বিজয়ার গলায় যেন আরো বেশি ঝাঁঝ: 'উনি আদর করবেন বলে পেটে বাচ্চা ধরতে হবে?'

'পেটে বাচ্চা এসেছে শুনলে প্রথমটা খুব বিরক্ত লাগে, কিন্তু বাচ্চাটা সত্যি যখন জন্মায়, তখন সেটা কী অপরূপ বস্তু বলো তো!' বললেন হেমেন।

'তা ওর নিজের ভাই না হোক ওর একটা খুড়তুতো ভাই চাইলেই তো পারে।' বিজয়া হেমেনের দিকে না তাকিয়ে তাকাল সেন্টুর দিকে।

'ভালো হবে না বলছি, বিজু। হেমেনেরও [illegible] খুড়তুতো ভাইয়েরও সেন্টুর আপত্তি।

'তা তোমরা তো বিয়ের আগে থেকেই [illegible] নিয়ে বসে আছ। [illegible] দিকে নজর দিন' হেমেন। [illegible] যখন আসেনি তখন আগে আসে কিনা তার ঠিক কি?'

'আহা, কথার কী নমুনা!'

এমনি সুখ-শান্তিতে থাকার দিন হয়ে আসছে। কিন্তু সুখ আর হবে না [illegible] ছোট বউমাকে চাকরি করতে পাঠাচ্ছে [illegible] হতে চাইবে না।'

'তুমি তো কত বোঝ।'

'তা ঠিক। এ কথা বুঝেছি এ কথা সেন্টুকেও বলতে পারব না। তবু সন্তানের একটা চেহারা আঁচ করেছি মনে। ছোট বউমা চায় না না চায়, তার অফিস চাইবে না।'

'অফিস কী চাইবে না?'

'সারে সারে মেটার্নিটি লিভ মঞ্জুর করতে।'

বউয়ের মন দিল বিজয়া।

[illegible] হেমেন বললেন, 'আর তোমার তো মেটার্নিটি লিভ।' [illegible]

[illegible] নেই।

[illegible]

[illegible] কথাটা [illegible] সেন্টুই আমাদের সর্বস্ব। সেন্টু, তা আমাদের যখন আর কেউ নেই, তবে সেই

[illegible] পারবে না, তখন সেন্টুকে আমরা ছাড়তে পারব না কিছুতেই। কী, কথাটা কি ভালো না বলো?'

[illegible] হাসতে হাসতে সেন্টু [illegible] দাঁড়াল।

[illegible] একটা শিশু থাকবে না, [illegible] বলো না মনে? তুমি বল।'

[illegible] উপরে একটা [illegible]

[illegible] কেন, সেন্টু [illegible]

[illegible] দাঁড়াল। এক [illegible]

আর [illegible]

[illegible] আসছে আসছে [illegible]

[illegible] এখন আমি যাই কোথায়?'

[illegible]

ঃ স্বগতঃ

[illegible]

(সি ২৬৭৬)

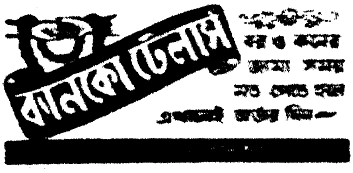
বানকো টেনাস

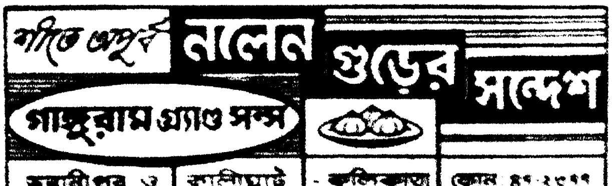
শীতে অপূর্ব
নলেন
গুড়ের
সন্দেশ
গাঙ্গুরাম এ্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর ও
কালীঘাট
- কলিকাতা
ফোন ৪৭-২৩৭৭

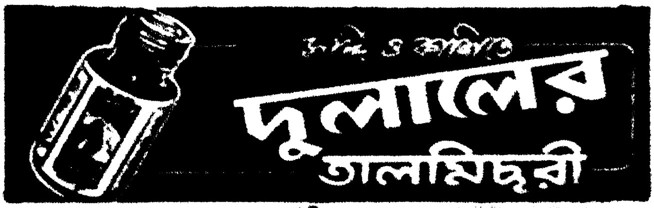
দুলালের
তালমিছরী

ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র

কোকোনাট অয়েল
শ্যাম্পু
ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবালি ও বাসি তেল দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও চুল চকচকে উজ্জ্বল করে তোলে

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ


শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

| | |
|---|---|
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২৲ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১৷৹ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ২৷৹ |
| বাংলার ঋষি | ২৷৹ |
| বাংলার মনীষী | ১৷৹ |
| বাংলার বিদুষী | ২৷৹ |
| আচার্য জগদীশ | ১৷৹ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১৷৹ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১৷৹ |

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

OMEGA
Automatic SEAMASTER
Steel Case

ROY COUSIN & CO
CALCUTTA

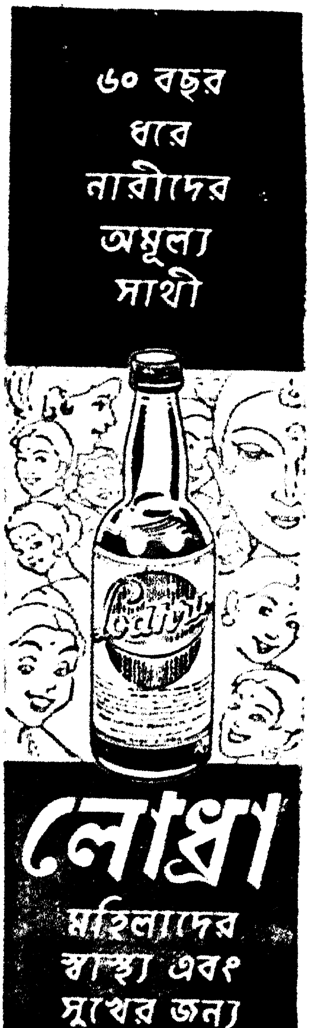


সেই গন্ধদ্রব্যের? এখন আর তেমন খেতে পারিনে। সে খেতে পারেন রামবাবু (ডাঃ রাম অধিকারী)। সেদিন রাত্রে চল্লিশ খানা লুচি খেলেন, তারপরে আবার আম মিষ্টিও বাদ গেল না। "বাপরে! অতগুলো খেতে পারেন? সেইজন্যেই তো আবার রামবাবুর চেহারাটাও ঐ রকম গোলগাল। ওঁর গোঁফ-জোড়াটাও কম না, খুব জবর গোঁফ।" আমরা হাসতে লাগলাম।

তারপর হল, কাল কি রকম করে মাছের ঝোল রান্না হবে। আমি বললাম, আমার অসুখের সময় জীবনবাবু[২] শিখিয়ে দিয়েছিলেন কি করে নিরামিষ ঝোল রুটির জন্যে রাঁধতে হয় যা মুখরোচকও হবে। রুটির পক্ষে নাকি (তাঁর মতে) কখনও নিরামিষ করতে নেই, তাতে রুচিকর লোকদের মতে। রুচির নিরামিষ করে রান্না করলেও নিরামিষ খাবার রুচির হয় না।

"অতি উত্তম। তাহলে কাল তুমি রাঁধো, দেখি কি রকম শিক্ষা পেয়েছ। প্রথম দিন মাছের ঝোল না হয় তোমার হাতেই খাবো।" সুধাকান্তবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "জানিস, এই অসুখের সময়ে আমার জন্যে রান্না করেছে, ও এর কিছুতেই [illegible] না। সেদিন [illegible] ওরে, তা উনি [illegible] না। সেই এক কথা যদি খারাপ হয়ে যায়—তবে, খাওয়া খারাপই বা হবে কেন?" আমি বললাম—না, আমি [illegible] বলে দেব কি রকম [illegible] [illegible] হয়। [illegible] হাতে [illegible] [illegible] পারবেন। সুধাকান্তবাবু বললেন—হাঁ, একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বললেন, "[illegible] আমার সুধাকান্তকেও রাঁধতে [illegible]। উনি [illegible] ভাবতেন কিনা, তাই রান্নাতে ওঁর খুব উৎসাহ, না রে?"

১১ই জুলাই

সকালে মন খারাপ করে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় [illegible] [illegible] কবির কাছে চলে আসবার জন্যে।

সকালে ঘরে বসে আছি, তখন মেয়েদের গয়নাগুলো নিয়ে নানারকম ঠাট্টা-তামাশা করতে করতে হঠাৎ আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখনও রয়েছে ঐ আংটিটা, দেখি আমাকে কি রকম মানায়।" আমি আঙুল থেকে খুলে আর [illegible] পড়া আংটিটা খুলে কবির হাতে দিলাম। নিজের ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরে দেখে বললেন, "বাঃ! আমার হাতে এটা খুব মানিয়েছে তো; এটা আর তুমি ফেরত পাচ্ছ না।" বেশ তো; আপনি নিন না আংটিটা কিন্তু একটা শর্ত—আপনাকে ওটা পরে থাকতে হবে। "ঐ দেখো, এ যে আবার সেই এনগেজমেন্ট [illegible] হবে—শেষে আমার মনে হবে ফিরিয়ে দিতে পারলে বাঁচি [illegible]। [illegible] এ রকম [illegible] না পারে। "আচ্ছা, আমার [illegible] [illegible] আংটি [illegible]। জিজ্ঞাসা করলে শুধু মুখটিপে হাসবে, বলবে না কোথায় পেয়েছি। তুমি কিন্তু বলে দিও না" — না, কিছু বলবো না।

দুপুরে খাবার সময় [illegible] এসে [illegible] কি রকম [illegible] আংটি [illegible]। আমার এক বন্ধু [illegible] [illegible]। আমি [illegible] আংটির [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(২) জীবনময় রায়। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক।

(৩) দ্র, কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে, পৃ, ৫৭ ৬০।

[illegible]

... কাজেই আমি বিনা দরকারে চলে যাবো না।

[illegible]


সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।
আর্য্য ঔষধালয় - কলিকাতা

কেমিকো

হোমিওপ্যাথিক
লিভার টনিক
লিভারের সর্ব্বপ্রকার দোষে ও যকৃতের গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে চমৎকার ফলপ্রদ।
মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ
৩০।৪, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা-১১

পারে জোর হবে। আমি এখনি জোর পাচ্ছি, কি বলো?" সব জিনিস নিয়েই কৌতূহলের শেষ নেই।

২০শে জুলাই

সকালবেলা ঘরে ঢুকে প্রণাম করতেই উদ্বিগ্ন মুখে বললেন—"রমী, কাল প্রশান্তর কথা ভেবে সারারাত ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। ওর তো কখনও [illegible] হয় না। এতদিন ধরে দেখছি ওকে, কিন্তু কখনও তো [illegible] কথা শুনিনি, এই প্রথম শুনলাম ও অসুস্থ। যারা প্রায়ই ভোগে তাদের জন্যে ভয় হয় না। কিন্তু যারা কখনও অসুখ করে না তারা একবার পড়লে দেখেছি শেষকালে ভাবনার কারণ ঘটে। সেইজন্যেই প্রশান্তর জন্যে আমার মন হচ্ছে দুর্বল।" আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম—"না, ভাবনার কোনো কারণ নেই। আমি তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। আপনি আর ওঁর জন্যে একটুও ভাববেন না। আমি কথা বলার পর স্থির করলাম যে, [illegible] সঙ্গে আজ না গিয়ে একেবারে আপনার সঙ্গেই কলকাতায় যাবো, কারণ উনি বিশেষ করে বারণ করেছেন আপনাকে ফেলে যেন আগে চলে না যাই।" যাচ্ছি না শুনে খুব খুশি। তখনই মন হালকা হয়ে মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল, বললেন, "প্রশান্ত তো লোক ভালো। আমার প্রায় দেখছি একটু, বলতে অসুখ তাই তোমাকে রেখে যাবার আদেশ করেছে। তোমার জোড়াসাঁকো [illegible] যে রকম করে খবরটা দিলেন তাতে আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।"

এইসব কথা হতে হতে প্রতিমা হয়ে এলেন। [illegible]

চাটের খাতার পাশে দেখেছিলুম; হঠাৎ মনে পড়ে তোমার হাতেই যেন দিয়েছিলুম রাখতে, কিন্তু আজ ভোর থেকে তো সে খাতাটি আর দেখতে পাচ্ছিনে; এ কি রকম ব্যাপার বলো তো? অতবড়ো একটা দামী জিনিস ঘর থেকে চলে যাবে? আর ঘরে তো তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মনে করে দেখো তো কোথায় রেখেছ খাতাটি।" উদ্বিগ্ন [illegible] মুখে [illegible] হয়ে গেল, [illegible] উপক্রম। তোমাকে [illegible] উঠিয়ে [illegible] [illegible]

২১শে জুলাই

[illegible]

(ক্রমশ)

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১৬

কা [illegible]

[illegible]

নতুন-নতুন জিনিসের, মাইনে নয়। আর [illegible]

কোনো অসুবিধা নেই, এসো, থাকো, খাও দাও, কেউ আপত্তি করবে না। এমনিভাবে কাটিয়ে দিয়েছিলাম, এক-আধদিন নয়, তিন-চার বছর।

[illegible]


কিরণ মৈত্রের

নতুন সেরা নাটক

**চোরা-বালি ২,**

[illegible]

**নাটক নয় ১.২৫**

**সিটি বুক এজেন্সী**

[illegible]



ডাঃ [illegible] প্রণীত

## সরল হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা

[illegible]



**কে. হোড়ের**

**কণক**

**পাউডার**



## ধবল বা শ্বেত

[illegible]

ললিত মুখার্জি, তাঁর বাড়ি ছিল আমাদের সেই হরিশ মুখার্জি রোডের ভাড়া-করা ক্লাবের বাসাবাড়ির ঠিক উত্তরদিকে। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন—ভালোই ত অভিনয় করছিলে। অন্নপূর্ণা থিয়েটারে কাজ করবে?

—অন্নপূর্ণা থিয়েটার!

তিনি বললেন—জানো না?

—না।

বললেন—হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট—অর্থাৎ আদিগঙ্গার পূর্ব তীর ধরে ধরে যে রাস্তা কেওড়াতলা থেকে কালীঘাটের ব্রীজ পর্যন্ত গেছে সেই রাস্তার ধারে অনেক চুন-সুরকি-বালির গোলা আছে জানো ত? সেই রাস্তার পাশে কিছু কিছু স্নানের ঘাটও আছে, দেখে থাকবে। কেওড়াতলা থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে বরদাদের একটা ঘাট আছে, তার নাম বরদাঘাট।

—তা হবে।

—সেই ঘাটের পাশেই বরদাদের গোলা, গোলার পাশেই রয়েছে একটা থিয়েটার অস্থায়ী অবশ্য।

—ওরই নাম বুঝি অন্নপূর্ণা থিয়েটার? একদিন দেখে আসতে হবে ত?

—বেশ।

তখন আমার গঙ্গাস্নানের অভ্যাসও হয়ে গিয়েছিল। [illegible] মারা যাবার পর এক মাস যে [illegible] পালন করেছিলাম, সেই সময় রোজই [illegible] করতে হত। গঙ্গাস্নানে আমার অভ্যাসের পত্তন সেই থেকেই। [illegible]—একদিন না হয় কালীঘাটে গিয়েই স্নান করব—হরিশ পার্কের পাশ দিয়ে [illegible] বরদাবাবুদের গলি দিয়ে সটকাট করে চলে [illegible] আসব থিয়েটারটা।

[illegible] এই থিয়েটারের কথা। [illegible] জন্যই [illegible] কলকাতারই

প্রাইভেট দল—মাঝে মাঝে থিয়েটার করতো ওখানে, তবে অ্যামেচার নিয়ে।

বললাম—ওখানে যাবো কী করে? শুনেছি, ওরা নাকি মেয়েমানুষ নিয়ে থিয়েটার করে!

—তা তাতেই বা!

[illegible]

দেওয়া হতো এইরকম [illegible]

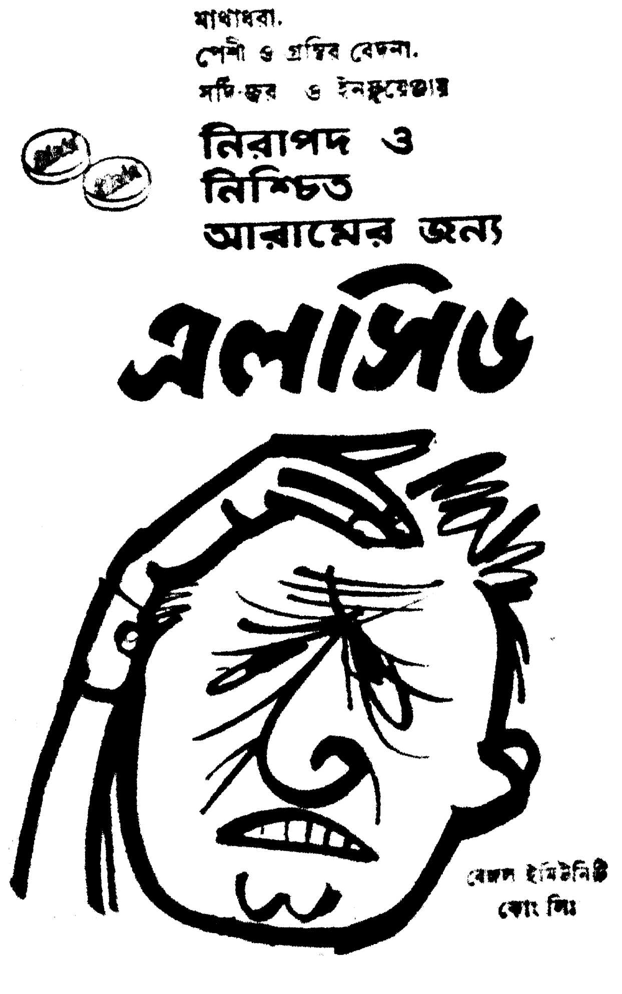

# ডাক্তার হউন

Indian Homeopathic College

(DC.) Jullundur City.

# জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

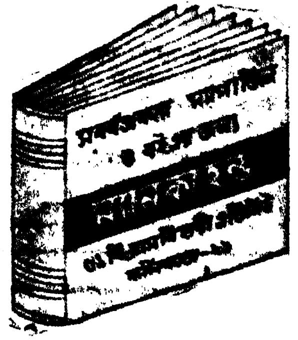

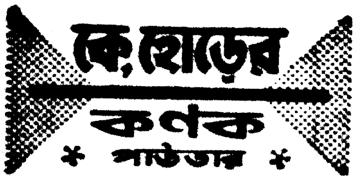


কুঁচ তৈল (হস্তী দন্ত ভস্ম মিশ্রিত) টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি কারক, কেশ পতন নিবারক, মরামাস, অকালপক্বতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে। মূল্য ২, বড় ৭, ডাঃ মাঃ ১।৵০। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ফোন ঃ ৪৭-১৭১৬।

সে লজ্জা। সে কথা বলতে [illegible] কিছুতেই আসতে আসছে না, বিশেষ করে আমার দেখা—দাদাবাবুর প্রসন্নকুমার উপস্থিতের মতো এসে বললেন—তাস্বর দেখিয়ে বাহবা পা কাটলাম, বড় বড় বুদ্ধি গলায় [illegible] গেল—সেই বড় কেনীকে [illegible] দিলাম। চোখ দাঁড়িয়ে দেখেছি—বাবা মূর্ছিত হননি, মৃত্যুও হয়নি—!

এ কী করে করবে? এ যে লজ্জা, অর্থাৎ করা—গলার কাজ—না অন্তর্ধানেরও কাজ নয়—এ যে দেহের গণ্ডীর থেকে সবার টেনে এনে কড়া হাতের সঙ্গে নিক্ষেপ করা।

এইরকম প্রতিটি লজ্জা। আবার, ছোট মেয়ে প্রসন্ন [illegible] বলেই বিধবা হলো মনের এই অবস্থায়—[illegible] নেই—আহার করলেন না তিনি কিছুতেই। বিধবা পরেছে, তাঁকে জোর করে খাওয়ানো হলো। এমন সময় প্রসন্ন ঘরে ঢুকলো [illegible] প্রসন্ন বললেন—আজ থেকে আমি [illegible] নেই।

[illegible]

[illegible] কোনো উত্তর দিলে না। তিনি কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে থাকার পর, [illegible] শব্দ করে বলে উঠলেন—ও আর একজনই!

কাজেই তিনি উঠে পড়লেন। [illegible] উপস্থিত ছিলেন [illegible] বললেন—না—না উঠো না—উঠো না!

প্রসন্ন বললেন—ও মেয়ের মেয়ে, এক ফোঁটা জল মুখে দিতে পারেনি। আমি খাবো!

চোখের জল [illegible] সেই সব লজ্জা! [illegible] একলা [illegible] দাঁড়িয়ে উঠলেন। আর [illegible] বললেন—ও মেয়ের জন্যে এক ফোঁটা জল মুখে দিতে পারেনি, আমি খাবো—সে এক অপূর্ব লজ্জা হলো!

[illegible] ভুবনমোহিনী [illegible] পর [illegible] থাকেই রইল, [illegible] এলো না কিছুতেই। অথচ, সেখানে সে একা—আর কেউ নেই। [illegible] বিশেষ এক সম্পর্কে মৃত্যুর সময় সে হাতে ধরে অনুরোধ করে গিয়েছিল [illegible] দেখাশোনা করার জন্য। সেই [illegible] প্রকাশবাবু আসেন, এ বাড়িতে বাসের মোটে মনোমত হচ্ছে না, তাই এবার তিনি কর্তাকেই পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁর সঙ্গে মেয়ে চলে আসে এ বাড়িতে বসবাস করবার জন্য। দুপাটিতে আছে—সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে—ঘরে আলো জ্বালা হয়নি—ভুবনমোহিনী ও প্রকাশ—দুজনে বসে কথা কইছে খুব ঘনিষ্ঠভাবে। কথা কইতে কইতে এক সময় প্রকাশ বলে উঠল—আমার কি ইচ্ছা হয় জানো? তোমার পায়ের তলায় বসে আমি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি।

ভুবন বললে—ও কী [illegible] কথা!

এমন সময় [illegible] শোনা গেল দরজায়। উঠে দাঁড়ালো দুজনেই। প্রসন্নকুমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—ভুবন তোমার ঘরে কী—[illegible] ঘরে ঢুকে প্রকাশকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু কথাবার্তা হলো। ভুবন বাপের বাড়ি যেতে কিছুতেই রাজী হলো না। প্রসন্নকুমার [illegible] আমি [illegible] সঙ্গে যেতে দিতেও [illegible] বললেন—আমি এখানে কেন এসে [illegible] জানো? [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] একেবারে [illegible] সরে এসে কম্পিত [illegible] বললেন—এই যে ভুবন! [illegible] মেয়ে [illegible] হচ্ছে না?

এখন তিনি ধীরে ধীরে [illegible] দিয়ে [illegible] একটা ঘটি [illegible] হাতে। [illegible] হাতে [illegible] দিলেন।

মেয়ে বললে—মেয়ো না বাবা, অমন করে—

তিনি বললেন—[illegible] জল [illegible] মেয়ে, [illegible] চাহনিতে চেয়ে বসে পড়ে ছিল।

মেয়ে বললে—বাবা [illegible] এবার ভুবন বলে [illegible] সময় [illegible] করেছো—[illegible] নাই।

তিনি বললেন—মুখ ফিরিয়ে [illegible] তোর মুখ দেখে আমি সব ভুলে গেছি!

[illegible] ঘটিটা [illegible] হাতে দিয়ে বললেন—ভুবন, তোর মুখ দেখে আমার কঠিন হাতও কাঁপছে। দাদাবাবুর সে এক অপূর্ব ভঙ্গী। ডান হাতে ঘোমটা

[illegible]


শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

[illegible] "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" [illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
**আত্ম-চরিত** [illegible] টাকা

[illegible]
**ভারতকথা** ৮·০০ টাকা

[illegible]
**জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ** ২·০০ টাকা

**অনাগত** (উপন্যাস) ২·০০ টাকা

**ভ্রষ্টলগ্ন** (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

[illegible]
**ভারতে মাউন্টব্যাটেন** ৫·৫০ টাকা

[illegible]
**চার্লস চ্যাপলিন** ৩·০০ টাকা

[illegible]
**অর্ঘ্য** (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০

[illegible]
**গীতায় স্বরাজ** ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

পরিচয় ছিল। এই সূত্রেই তিনি আমাদের পরিবারের সকলকে জানতেন, আমার সঙ্গে খুব আন্তরিক ব্যবহার করতেন। আমিও ডাকতাম তাঁকে পংকজদা বলে। ভবানীপুরে আমাদের যে-সব অভিনয় হয়েছিল, সব ইনি দেখেছিলেন। নাট্যামোদী ছিলেন, তখনকার নাম-করা অভিজাত ক্লাব 'ভার্বিনা ক্লাব'-এর অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। হরিশ মুখার্জী রোডের উত্তরপ্রান্তে শম্ভুনাথ স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি—তখন গ্ল্যাডস্টোন বলে এক সাহেবের খানকতক বাংলো ধরনের একতলা বাড়ি ছিল ভাড়া দেবার জন্য। তার একটি বাড়িতে ছিল 'ভার্বিনা ক্লাব'। ভবানীপুর ক্লাব-এর মতো এই ক্লাবে আসতেন ভবানীপুরের সব গুণী ও ধনী ভদ্রলোকেরা।

সন্ধ্যার সময় ক্লাবে এসে যাঁরা কেউ বিলিয়ার্ড খেলছেন, কেউ বা খেলছেন তাস, কেউ বা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন, কেউ বা অর্গান বাজিয়ে গাইছেন গান। এঁদের মধ্যে পংকজদার নিজের ছিল বেজায় নাটকের শখ। তিনিই এবার উদ্যোগী হয়ে 'ভার্বিনা' ক্লাব থেকে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। আমাকে বললেন—ওহে অহীন্দ্র, কাল একবার ভার্বিনা ক্লাবে এসো তো।

ওরে বাবা! ও যে মস্ত ক্লাব!—ওখানে আমাদের মতো ছেলে-ছোকরা গিয়ে কী করবে! তবু পংকজদার আহ্বান তো উপেক্ষা করতে পারি না, তাই গেলাম। আমাদের ক্লাবের প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিবারের আবার বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে প্রফুল্ল তাঁকে 'মামা' বলে ডাকত। প্রফুল্ল আর আমি যেতে পংকজদা বললেন—অমৃতলাল বসুর "খাসদখল" অভিনয় করবো আমরা। অহীন্দ্র, তুমি কিন্তু ঠাকুরমার পার্ট করবে।

ভালো কথা। নিয়মিত যাওয়া শুরু করলাম, ভিতরে ভিতরে পার্টও মুখস্থ করতে লাগলাম। একদিন এলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। তাঁরও বাড়ি ভবানীপুরে। অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করে অ্যামেচার অভিনেতা হিসাবে শৌখিন নাট্যমহলে কিছু প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের থেকে দু-তিন বছরের বড়োই হবেন, চব্বিশ পঁচিশ হবে তাঁর তখন বয়স। রীতিমত সুপুরুষ চেহারা। ভাবলাম, এবার রিহার্সাল হবে। কিন্তু থিয়েটারের আলোচনাই হতে লাগল, রিহার্সাল আর হলো না। এর মধ্যে দিন কতক নির্মলেন্দু আবারও এলেন, কিন্তু এবারেও ঐ অবস্থা। শুধু আলোচনা আর আলোচনা। রিহার্সাল তো কই! মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, রীতিমত মহলা না হলে নাটক হবে কী করে!

এদিকে আমাদের নিজেদের ক্লাব অন্ধকার হয়ে যাবার জোগাড়। [illegible] বসে আছে [illegible]। বললে—আমিই শুধু সেই সঙ্গে থেকে দুদিন ভার্বিনায় গিয়ে থাকব, [illegible] না। যদিই বা দু-চারজন আসছিল তাও [illegible] অন্য ক্লাব নিয়ে। [illegible] বসে, এমন ক্লাব কি

—ওসব কী কথা।

তারপর আমরা কজন আবার শুরু করলাম নিয়মমত। কিন্তু কোনো নাটক যে হবে এরকম উৎসাহ আর পাচ্ছি না ভিতরে।

কিছুদিন কেটে যাবার পর আবার এলেন একদিন পংকজদা, বললেন—ওহে, আমাদের ক্লাব উঠে এসেছে নর্দার্ন পার্কের উত্তর দিককার একতলা একটা বাড়িতে। [illegible] বাড়ির কাছেই হলো এবার। একদিন এসো না।

গেলাম। গিয়ে দেখি, নিজেদের—নিয়মিত ক্লাব বলে মনেই হয় না। রাজসূয় ব্যবস্থা, একটা কিছু সম্মেলন হয়েছে। ক্লাবে সবই আছে—ফরাস পাতা—আলো ও ঝাড়লণ্ঠন—চাকরও রয়েছে—কিন্তু তার বসবার মতো লোকজন নেই বললেই চলে।

এর কয়দিন বাদে আবার একদিন গিয়ে শুনলাম, ভার্বিনা ক্লাব উঠেই গেছে। অতএব হলো না ওখানে আর 'খাসদখল'—আমরা আমাদের বহাল ক্লাবেতেই থাকতে লাগলাম। আমি আর আশু ও থাকতাম। আর কেউ কোনোদিন এলো, না এলো না। এই রকম চলছে। এমন সময় একদিন ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা।

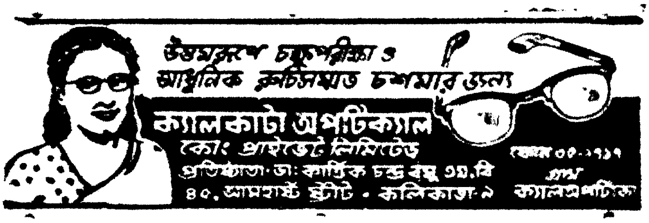

ওর ডাকনাম—খাঁদু, সবাই 'খাঁদাদা' বলে ডাকে। গৌরবর্ণ, সুন্দর চেহারা, মাথায় একটু খাটো। তখন ওর গোঁফ ছিল। [illegible] ফার্স্ট ক্লাসে [illegible] পাশ করেছে, ওদের বাড়ি ছিল [illegible] স্ট্রীটে। [illegible] কথা [illegible] [illegible]

[illegible]

ঘরে [illegible] শুরু হলো [illegible] চারদিকে [illegible] আমাদের [illegible] বাড়ি [illegible]

[illegible]

তাড়াতাড়ি [illegible] তাড়াতাড়ি [illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible] কিছু।

[illegible] তখন [illegible] তেরো চোদ্দ বছর [illegible]

[illegible]


শিল্প সাহিত্য · চিত্রাবলীর
সচিত্র ও সর্বাঙ্গীণ সংকলন
রেখা ও লেখা
[illegible]

আপনি অবশ্যই
আমাদের এখানে আসবেন
[illegible] ফিনিশড সোভেনোসিক [illegible] ও [illegible] তা ছাড়া ডজন [illegible] [illegible] এবার কাঁচকলার, কুঁচিং [illegible] [illegible]
সব কিছুই সহজ কিস্তিতে পাওয়া যায়।
শুগানিস,
[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : [illegible]

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ফোন : [illegible]

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
[illegible] স্ট্রীট কলিকাতা-[illegible]
[illegible]
[illegible]


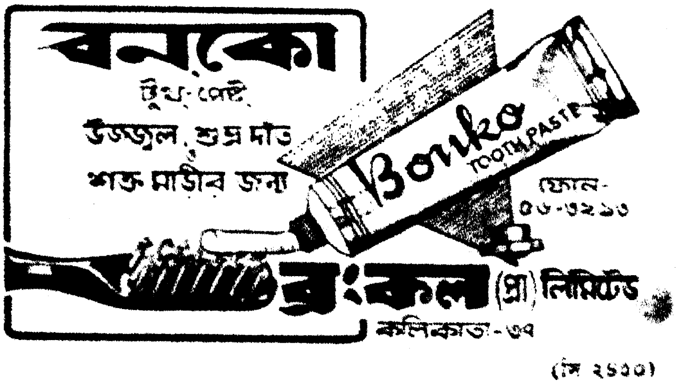


(সি ২৯১০)

বটে, তবু বাড়ি ফিরতে নটার বেশী দেরী করি না। ভিতরে-ভিতরে স্বভাবতই একটু অস্থির হয়ে পড়লাম। ওদিকে, ব্যাপারটা হলো যাত্রা, আমাদের রয়্যাল ক্লাবের থিয়েটার নয়! যার-যার কাজকর্ম সেরে, বাড়ি ফিরে, রাতের খাওয়াটা চুকিয়ে দিয়ে, তবেই আসছেন সব ক্লাবে।

হারমোহনবাবু একসময় আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। ওঁর হাতে দেখলাম—যাত্রার একটা পার্ট। সেটা খুলে ধৃতরাষ্ট্র-এর ভূমিকা পড়তে লাগলেন। বললেন—পড়ো ত একটু।

পড়লাম। শুনে বললেন—বাঃ! বেশ!

আমি বুড়োর পার্ট করে করে এতদিনে রপ্ত হয়ে গেছি, ভাষা আর ভঙ্গিমাতে আটকায় না। বললেন—বুড়োর পার্ট তোমার ভালোই হয়।

বললেন—বেশ হবে 'ধৃতরাষ্ট্র'। পার্টটা আমি তোমায় লিখে দেবো।

এই ভাবে শুরু হলো আমার যাত্রায় প্রথম পদক্ষেপ। (ক্রমশ)

দেয়ালির বেশ কদিন আগে থেকেই বাড়িতে একটা দেয়ালির ভাব হওয়া উচিত। হয়-ও। কিন্তু সেবার দেয়ালি এসে পড়েছে প্রায়, তবু আমার মনের মাঝখানে কোনো লক্ষণ নেই। আমি দেয়ালির কথা ভুলেই গেছি। আমি নীতিন-কে ভাবছি। আমি হাওয়াকে বলছি, তুমি মানুষের পাশ এসো না, মানুষকে বলছি, [illegible] তুমি। আর রাত বড্ড হয়ে না এলে [illegible] চাঁদের আলো [illegible] আমার [illegible], তখন [illegible] আমি কী দুঃখেই [illegible]। নীতিনকে হারিয়ে কী দুঃখ তখন আমার। আমি নীতিনকে ভুলতে চাইছি না। ভুলতে না। ভুলবেই না।

[illegible]

[illegible]

[illegible] বেরিয়ে আসছে, আমি তাদের আর মনের পাহারায় বন্ধ করে রাখতে পারি না।

তিতলী যখন দুধ নিয়ে ঢোকার কাছে, ও পিতলী বলে ঢোকার কাছে থেকে আসছে, তখনও আমার ঠিক এমনি হয়। ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে ওকে বলি "লক্ষ্মী মেয়ে, চুপ কর—পিতলী তোমার সময়ে ঠিক আসবেন।" কিন্তু হঠাৎ আমারই

[illegible] একটা [illegible] আমি [illegible] বসে থাকি।

[illegible]

[illegible] নিশ্চয়ই আমি তিতলীর পিঠে

[illegible] একটা [illegible] আরও [illegible] চুপ চুপ [illegible]। আর তিতলী [illegible]।

[illegible] একটা [illegible] একটুও [illegible] নেই আমার, একটুও না।

দাদির ঘরে রাত্তিরে আমাকে শুতে হয়, সারা রাত ঘুম আমার নষ্ট করে না বলেই জানি, দাদি বেশ ঘুমোন, রাত্তির এগারোটা থেকে ছটা অবধি। শুধু ভোরবেলার তন্দ্রাটুকু আমার ভেঙে যায় ওঁর কাতরানিতে।

"আঃ মাঃ, সাড়া শব্দ নেই, কোন মজা—"

দাদির কথা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু ওঁর দাঁতহীন মুখ থেকে এই যে সব অভিযোগ বেরিয়ে আসে, তা অন্য কেউ বুঝবে কি না সন্দেহ। জড়ানো-জড়ানো কথাগুলো যেন প্রলাপ, কিন্তু কী বিশ্রী:

"হিংসুটী রাক্ষসী যেন, সারাদিন চেঁচায়। শান্তি নেই। দিনেও ঘুমোতে দেবে না। বুড়োমানুষ, কই পারি।"

"শুভঙ্করী, ওঠ মানুষ খোবার জন্য যে বুড়ী বেলের আটটা অবধি ঘুম। বুড়ী দাদি ওঠে ভোর আগে, ওখান মেয়ের উঠতে ইচ্ছে করে না। তোদের সেবা সঁপিয়েছে ভগবান, এই তো দুঃখ।"

আমি আস্তে চোখ মেলি দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাই দাদির কোঁচকানো মুখ, কাল কাল মুখ, তবু বলা উঠে দেখতে ইচ্ছে করে না তাই। এখন জল এনে দাদির মুখ ধোওয়াতে হবে। তারপর চা আর খাটের দিকে বসে।

আর দাদি বক বক করবে সমানে।

"এই—হাবাটা চিনবার মেয়ে, বইটা ভালো লাগে না। যে তো মধুর একটা জল। ঘুম হয় না তো—কী কষ্ট, তোরা কী বুঝবি।"

বাহরের গাঁজত নাক কান হাতপায়ে আঙুল প্রভৃতির স্পর্শহীনতা চর্মের বিবর্ণতা ফোলাদিন একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য, রোগীর জন্যাবস্থায় পত্র লিখুন। শ্রীরাম বালা দেবী, হাওড়ায় কুষ্ঠ চিকিৎসা কুটির (স্থাপিত), কলিকাতা। ২৮ ফোন ৫৭ ২৫৭৮

"খাওয়া—আমার আবার খাওয়া! দাঁত না থাকলে খাওয়া আর কী? সব যেন নীরস চটকানো। না, তাই খাই। মরণ তো নেই!"

"কথা ঠিক না যেন যে, শুভঙ্করী মেয়েটা নষ্ট করে মুখ দেখে, খাওয়া—না? বলে তবে খেতে চাই। কেন? আমি কি তোদের কিছু, বলি নি? এতটুকু থেকে কার হাতে মানুষ হয়েছিস? হায় রে আমার কপাল!"

তারপর দাদি খাওয়ার বাটা ঠেলে দিয়ে যখন বাচ্চার মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, তখন মনে হয় বয়স হয় আমার, তাদের পড়ার ইচ্ছে করে না ওঁর মাথার দিকে। বিশ্রী, বিশ্রী, কষ্ট লাগে ওঁকে।

[illegible] সেই [illegible] একা ছুটি [illegible] পাওয়া যায় নি, [illegible] দাদির মুখ [illegible] এই [illegible] একটা [illegible]

[illegible]

[illegible] ইচ্ছে [illegible]

[illegible]

[illegible]

কিন্তু ভালো লাগে না আমার। [illegible]

[illegible] আবার [illegible] তাই। [illegible] এক [illegible] দাদির [illegible] হয় [illegible]

বলু [illegible] খাওয়ার [illegible] উঁচু [illegible] আমি। আমি একটু বলু বললে—দাদির মতন [illegible] দেখাই হয় না তো।"

"না হওয়াই তো স্বাভাবিক।" আমি আর উৎসাহিত করার জবাব দিই, "দুটি বাচ্চা হয়েছে, আর যে শান্ত মেয়ে কাউকে কাছে বাবলা—দুটিই [illegible]।"

"তা হোকগেই না। [illegible] আমরা। [illegible] বলু ইচ্ছে করে [illegible] আমি দেখে উঠি। আমি জানতে পারি, কবে দাদির কি হবে বলে কিছু বলেছিলে? সব বলেছিলে?"

আমার সঙ্গে সঙ্গেই জানি, আমার তত দিয়ে। দাদির মতো পুরনো সব কেবলই দিয়েছি তোমরাও কাছের গল্প করে। কিন্তু দাদির [illegible] কাউকে বলে না। [illegible] কেউ তাদের কথা বিশ্বাস করবে না।

শুধু বলুর কথা শুনে আজকাল আমি ঠিক জানি, ও সব লোক। ও লোক, আমি দাদির কথা শুনতে চাই। ও লোক, দাদির মতো আমি— যে বলু শুধু [illegible] কিছু বলবে না। [illegible] দিন আমার আর দাদির একসাথে [illegible] কিছু, [illegible] নেই, [illegible]

বলু [illegible] আমি যে [illegible] নয়। সেই [illegible] একসাথে আমরা। [illegible]

[illegible]

বলু [illegible]

[illegible] দিয়ে এই সময় [illegible]

বলু, [illegible] দাদির [illegible] এক [illegible] ওরা। [illegible] একই [illegible] কিন্তু বলু শুনতে [illegible] দাদির বড় [illegible] চোখ [illegible] রাখা হবে।

কলেজ থেকে ফেরবার পথে বলুকে একদিন বললাম, "দাদির সম্বন্ধে তোর কিছু [illegible] নাই বলিস।"

[illegible] একবার বউ ওর, তাই বললে, "সম্বন্ধে শুনে উঠলো বলু, "দুরে যে [illegible] পাগলী, কাজটাই তোরাও বড়ই কাল, তোদের বাড়ীতে কী আমার হয়, কী ছিলাম, কী হব কী মানুষ।"

"কিন্তু একটা, কেবল দেখেছে—" [illegible] করলাম আমি, এবং মনে এই নয় যে,

নীতিশের সাজানো ভোঁতা এবং ভাবহীন চেহারাটা আমার খারাপ লাগছে। এবং তাতে ওকে সহজেই জয় করার একটা অদ্ভুত কল্পনা আমার। [illegible] মনে এসে একরকমের উত্তেজনা আর আকর্ষণ তৈরি করছে।

[illegible]

ওলটাচ্ছে, চা চুমুক দিচ্ছে। তার ভঙ্গিটা

শিশির সেনের

আনন্দনিকেতন ৪-৫০

[illegible]

আনন্দ পাবলিশার্স :: [illegible] কলিকাতা-১২

আত্মীয়তা ও মিত্রতা স্মরণীয় রাখতে
বিবিধ প্রকার রেশমী বস্ত্রের বিপুল
আয়োজনসহ আপনাদের সেবায় নিযুক্ত—

রামগোপাল গোরামল

[illegible] কলিকাতা—৭

[illegible]

বড়দের মাসিক পত্রিকা

নব কল্লোল

প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৬৬
প্রতি সংখ্যা ১টাকা ২৫ নয়াপয়সা

এতে লিখবেন —
তারাশঙ্কর • নীহার গুপ্ত •
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং আরো অনেকে

দেব সাহিত্য কুটীর

[illegible]

বার্ষিক মূল্য—১০

কটা কথা বলে ফেলে নীতিন উদ্ হয়ে বসে আমার বইয়ের পাতায় বই ঘাটতে লাগলো।

চা করতে যাব, হঠাৎ বললো, "বেড়াতে যাবে, পুতুলী?"

"বেড়াতে? তোমার সঙ্গে নাকি?" হো হো করে হেসে উঠলাম আমি ওর নির্বোধ সরলতায়।

নীতিন কিন্তু অনাহত মান করলো হাসিটায়। সাহস পেলো সেই মন গড়া মানে থেকে। হঠাৎ দেখি তার প্রজাপতির মতন হালকা রংয়ের চোখ দুটো কটা রংয়ের হয়ে গেছে। একদৃষ্টিতে দেখছে সে আমায়।

"চলো না, পুতুলী" তার মুখ থেকে এ সব কথা কেমন অনায়াসে, অবলীলায় বেরিয়ে আসতে পারে, "চলো না কলুটোলার পেছনে। কোথাও যাবো, দূরে, বেশ নির্জন জায়গায়—" বলতে বলতে হঠাৎ উঠে এসে কাছে এসেছে সে আমার, তার পাঞ্জাবি উড়ে আসছে আমার কাঁধের [illegible] মুঠো হয়ে গেছে, [illegible] মুখচোখ।

আর, তৎক্ষণাৎ আমার [illegible] হয়ে গেলো। [illegible] তার [illegible] আমার মুখ থেকে [illegible] উঠলো, "[illegible] তুমি [illegible] এ বাড়ি থেকে। আমাকে [illegible] ভেবেছো না কি?"

উঁ শব্দ করলো না নীতিন। [illegible] তার [illegible] গেলাম। [illegible]

কিন্তু তারপর [illegible] এলো আমার [illegible]

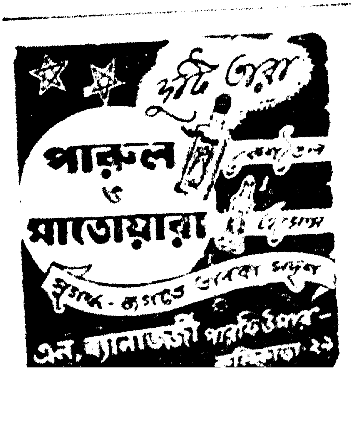


রাগ ভাসিয়ে দেওয়া অসহায়, অবুঝ কান্না। মনের ভেতরটা বলতে লাগলো, ফিরে এসো, নীতিন। শুধু একটা তুলি নিয়ে তার সুন্দর মুখটা বারে বারে অন্তর্দৃষ্টির সামনে এঁকে এঁকে যন্ত্রণা দিতে লাগলো। এমন কি, একটা নিরাসক্ত অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা বলতে শুরু করলো, গেলে না কেন? নীতিনের কথা [illegible] নিলেই বা কী ক্ষতি হতো? তুমি তো [illegible] ভালোবাসো, তাকে চাও [illegible] হবে?

আর সেই [illegible] নিঃসঙ্গতা আমার [illegible] উপরে, কী যে কষ্ট।

[illegible]

নিয়ে [illegible] সকলে এতো খারাপ ছিলো না তো!"

[illegible] আমার বুকের [illegible] উঠে [illegible] বললে, "[illegible] কেন, তুমি জানো না, নীতিন [illegible] বসে আছে সেই ফটো টাঙানো [illegible] বাবা [illegible] ছেলেকে নিয়ে না [illegible] আর কি পড়ায় মন [illegible]?"

আমি যে চুপ করে আছি, তা লক্ষ্য করলো না বুঝি। বকে যেতে লাগলো। [illegible] উপরে রোয়াকে যা চেহারা! গোলাপফুলের

[illegible] মাথা না পারো। অর্ধেকটা পেটে রেখো বাকিটা এ অক্ষর নিশ্চয়ই বেরোবে না। সেতো নীতিনের মতো ছেলের কাছে অবান্তর। [illegible] নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলাম, সেদিন [illegible] পাওয়ায় পৌঁছতে নীতিন যে কাণ্ডের আমাদের এসে জিজ্ঞেস করলো, বৌ কেমন হয়েছে?" বলে হাসতে লাগলো।

[illegible] চোখের মতো উঠতে চাইলাম, বললে, তুমি চলে যাও। আমার এমন কথা [illegible] নেই। আমি যে কষ্ট [illegible] [illegible] তুমি কি [illegible] পারো না? [illegible] [illegible] চা [illegible] লাগলাম আমি।

"পুতুলী কী হলো, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] নেই, [illegible] মনে হয় নীতিন [illegible] [illegible] থেকে [illegible] এই একটা অন্তহীন ভাবনার [illegible] হয়। আমার ভয় করে, বড়, ভালো লাগে।

আমার [illegible] ঠিক তাই, [illegible] আমার [illegible] না [illegible] নীতিনকে আমার [illegible] ভালো-লাগায় মেলাবো। [illegible] নীতিনকে [illegible] চোখ আমি। কখনো কখনো বলতেও পারি। আর একদিন দেখেছি আশ্চর্য স্বপ্ন, যেন নীতিন এসেছে, কথা বলছে, ভালো, ভালো—সাড়া সাড়া ভালো লাগালো সব কথা। তারপর হঠাৎ তার মুখটা বদলে মুখ হয়ে গেলো, আর সেই মুখে বললে

পুরোনো হাসিটা আবার দেখতে পেলাম। ভারী সুন্দর লাগলো। [illegible] ভাবতে লাগলাম, সত্যিই তো, বন্দর সেই সুন্দর হাসিটা গেলো কোথায়?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিদ্রোহী তার হাতের কাছটায় বসে রইলো।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হলো। রবীন্দ্রনাথের ভারী সুন্দর একটা কবিতা আছে এর ওপরে। তিনি বলেছেন, —এই অন্ধকারকে [illegible]

[illegible]

বন্দর, [illegible] তুমি কি ভুলবে [illegible] কি ভুলবে?

[illegible]

বাইওকেমিক
রিপার্টারী ৪৲

[illegible]

সায়ন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী
[illegible] কলিকাতা-২

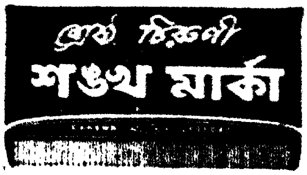


ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ কলিকাতা-৬

## বা লা দ্ : আ শা ব রী

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমি যে রয়েছি আজো দক্ষিণ-দ্বার খুলে,
যদিও বিজন বাতায়নে হিম হাওয়া বয়;
তবু যদি আসো, নগ্ন শাখারা ওঠে দুলে
সেই আশা নিয়ে, হৃদয়-শবরী জেগে রয়।
অন্ধকারেও আছে যেন কার বরাভয়!
রাতের বাঁশিতে বাজে সকালের আশ্বাস;
মেঘের চাদরে ঢাকে কি চাঁদের পরিচয়!
তুষারের পথ বেয়েই তো আসে মধুমাস।

কতো ঢেউ জাগে এই নির্জন নদীকূলে:
বিদেহী বাসনা বিমনা বাতাসে কথা কয়,
রং ঢালে কার তুলি অলক্ষ্যে ফুলে ফুলে,
জাগে রোমাঞ্চ আকাশে, মাটিতে, বনময়।
নীলাঞ্জনী, তুমি যে বসন্ত মনোময়!
হাওয়ার বেতারে ঝংকৃত প্রিয় সম্ভাষ,
ভুলে যাই তাই জীবনের গ্লানি, ক্ষতি-ক্ষয়;
তুষারের পথ বেয়েই তো আসে মধুমাস।

যদি এ আমার রক্তগোলাপ নাও তুলে,
মনের স্বপ্নে করো তুমি তাকে অক্ষয়,
যদি কোনোদিন বসো হৃদয়ের তরুমূলে,
এ অনাত্মীয় অন্ধকারের হবে লয়।
চাই যে তোমারই হাতে সুনিপুণ পরাজয়,
তোমারই প্রেমের সুবাসে প্রাণের অধিবাস,
দক্ষিণমায়া মন তুমি জ্বালো প্রাণে সোনা হয়,
তুষারের পথ বেয়েই তো আসে মধুমাস।

এ-আঁধারে আমি রাখি নাকো আর কোনো ভয়,
তোমার মাধুরে জড়ালো প্রভাত উদ্ভাস।
অবসাদদের আঁধারে শোক লেশ নয়,
তুষারের পথ বেয়েই তো আসে মধুমাস।

## ক থা-গা ন

নিরঞ্জন দে চৌধুরী

সব কথা বলে ওদের অবশেষে
ভাবি, শুধু যার অকথিত বেদনারে
ঝংকারে ওঠে সুরের হাহাকারে
নিভৃত মনের গহনে, সংগোপনে
সারা দিন ধরে যে কথাটি জানলে, তুমি
সে কথাটি বোলো আমার নিভৃতে।

সব গান গাওয়া হলে পরেও অবশেষে
তবু যে সুরের নিরুদ্ধ অভিমান
জেগে থাকে সুখ-দুঃখের ব্যবধানে
ঝরায় বেদনা অন্তরে মর্মর
সারাদিন, তুমি সে নীরবতার গান
বাজিয়ো আমার প্রাণের নিকেতনে।

# টুক-রো

**কে** [illegible] সমস্যা লইয়া [illegible] প্রস্তাব [illegible] হিন্দু [illegible] উত্তর প্রস্তাব [illegible] হইবে [illegible] হইবে [illegible]

• • •

**ন** [illegible] এক [illegible] প্রধান [illegible]

[illegible]

• • •

**শ্রী** [illegible]

• • •

**ভি** [illegible]

• • •

**রে** [illegible] জন্য [illegible] বন্দোবস্ত [illegible] হইয়াছে। [illegible] হবে না।

• • •

**ম** [illegible] একটি [illegible] —এই [illegible]

[illegible]

• • •

**পা** [illegible]

• • •

**অ** [illegible] আমাদের [illegible]

• • •

**সা** [illegible] একটি [illegible] দিকে [illegible]

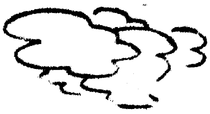

[illegible]

• • •

**মঃ** [illegible]

• • •

**মা** [illegible] একটি [illegible] এক [illegible] হিন্দু [illegible]


[illegible] নাটক

জল ঘূর্ণী

২·৫০ ২·২৫

নাচের মহল

২·৫০

কলকাতা

[illegible]


(সি ২৭৮১)

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

**চক্র দত্ত**

প্রয়োজনে অনেকেরই পকেট সাইজ রেডিও রিসিভার ব্যবহার করতে হয়। এতদিন এইসব রিসিভার থেকে লাউডস্পীকারের সাহায্যে ব্যবহারকারীকে ডাকা হত। যখন ডাকা হত তখন শব্দ অথবা কথা আশে পাশের লোকেরা শুনতে পেত। সম্প্রতি যে নতুন পকেট রিসিভার বের

পকেট সাইজ রেডিও

হয়েছে তাতে এমন ধরনের একটা শব্দ বের হবে যেটা ব্যবহারকারী ছাড়া অন্য আর কেউ শুনতে পাবে না।

•

পুতুল ঘুমোচ্ছে, পুতুল চলছে, পুতুল কাঁদছে, এ সবই আমরা দেখেছি। খুব অস্বাভাবিক হলেও এসব এখন আর আমাদের অবাক করে না। তাই বলে পুতুলের রং চটে যাবে বা চোখ-মুখ উঠে যাবে এতো স্বাভাবিক। কিন্তু রোদে পড়ে পুতুলের রং কালো হয়ে যাবে একথা আজও নতুন শোনায় আমাদের কানে। শোনা যাচ্ছে এমন পুতুলও নাকি বার হয়েছে। এ পুতুলকে কিছুক্ষণ রোদে রাখার পর সত্যিকারের রোদে-পোড়া মানুষের চমৎকার (অবশ্যই বিলাতী মানুষ) মতই পুতুলের গায়ের রং কালচে হবে, আবার রোদ থেকে সরিয়ে নিলে আবার আগের স্বাভাবিক রং ফিরে পাবে। এই পুতুলের নির্মাতারা বলেন যে, এভাবে এই পুতুলকে নাকি রোদে পুড়িয়ে কতবার রং আবার রোদ থেকে সরিয়ে নিয়ে [illegible] রং-এর [illegible] পুতুল করে তোলা যায়।

•

চলচ্চিত্র আমাদের নৈমিত্তিক জীবনের অন্যতম প্রমোদের একটি অঙ্গবিশেষ। আমাদের জীবনেই আমরা এই চলচ্চিত্রের কতই না উন্নতি দেখছি। যেমন নির্বাক থেকে সবাক, রঙিন ছবি, ত্রি ডাইমেনশন ছবি ইত্যাদি। বর্তমানে আর একটি নতুন উন্নতি এসে যোগ হল। এটি হচ্ছে এরোমারামা অর্থাৎ গন্ধযুক্ত চলচ্চিত্র। সম্প্রতি আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো শহরে একটি গন্ধযুক্ত ছবি দেখান হয়েছে। অবশ্য গন্ধ থাকা সত্ত্বেও এটি সবাক ছবি। ছবিতে যেমন যেমন দৃশ্য দেখান হতে থাকবে সেই সঙ্গে সেই বস্তু সংক্রান্ত গন্ধ দর্শকদের ছড়িয়ে পড়বে। যেমন বৌদ্ধমঠের দৃশ্যের সময় ধূপ এবং ধুনোর গন্ধ, শিকারীর [illegible] পাখির সাহায্যে শিকারের সময় অথবা বাঘ ধরবার সময় জন্তুর গন্ধ ঘরে-ঘুরিয়ে পড়তে থাকবে। একটা গন্ধের পর আর একটা গন্ধ তাড়াবার ব্যবস্থা করা থাকে।

•

প্লাস্টিক সার্জারীর সাহায্যে নতুন চামড়া লাগান যায়। কিন্তু গাছের ওপর এধরনের সার্জারী চেষ্টা করা হয়নি। সম্প্রতি সুইডেনের একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ এই ধরনের সার্জারী একটি ৮০০ বছরের পুরোন এক গাছের ওপর চেষ্টা করে দেখছেন। গাছটির যে স্থানে ক্ষত হয়ে ছাল, বাকল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই স্থানে তিনি আবার নতুন গাছ থেকে ছাল কেটে লাগিয়ে নতুন ছাল গজানোর চেষ্টা করছেন।

গাছটির সাদা স্থানটিতে নতুন ছাল লাগিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে

•

[illegible] একটি, মঙ্গল গ্রহে [illegible] এমন [illegible] আমাদের জীবিতকালে [illegible] সম্ভব হলেও হতে পারে। আমেরিকায় প্রায় ১৪ মাসের জন্য মঙ্গল গ্রহে [illegible] পাঠাবার কথা চিন্তা করছেন। [illegible] ১৯৮০ সালের [illegible] এই [illegible] মঙ্গল গ্রহে [illegible] বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। মঙ্গল গ্রহে যেতে আসতে এক মাস [illegible] রকেটটি [illegible] মঙ্গল গ্রহে নামতে হবে। প্রত্যেক রকেটের ৪৮,০০০ পাউণ্ড ওজন [illegible] থাকবে। পৃথিবীর দিকে ফেরবার সময় যাতে রকেটে কিছুর অসুবিধা না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হবে। তিনজন লোক [illegible] রকেটে ৩৩,০০০ পাউণ্ড প্রয়োজনীয় জিনিস বস্তু থাকবে। খাদ্য, খাবার এবং জলই থাকবে ১১,০০০ পাউণ্ড।


কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি. এন. বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা ৭

ক্রিমি-নাশিনী

# পুস্তক পরিচয়

**স্মৃতিকথা**

**আমাদের শান্তিনিকেতন।** শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য পাঁচ টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানটির বয়স ষাট হতে চলল। ১৯০১ সালে এখানে আশ্রম [illegible] বর্তমান পরিকল্পিত বিশ্বভারতী। এই বই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে বহু রচনা লিখিত হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে [illegible] শান্তিনিকেতনের [illegible]। [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] বই প্রকাশিত হয়েছে। [illegible] শান্তিনিকেতন [illegible] [illegible] শান্তিনিকেতনের [illegible] [illegible] শান্তিনিকেতনের [illegible] [illegible] প্রকাশক [illegible]।

এই [illegible] শান্তিনিকেতন [illegible] শ্রীসুধীরঞ্জন [illegible] শান্তিনিকেতনের [illegible] [illegible]।

শ্রীযুক্ত দাশের এই বোধ হয় প্রথম সাহিত্যের বই। [illegible] তিনি কবিতা লিখেছেন। দেখা যাচ্ছে যে আইনের নীরস [illegible] [illegible] এই [illegible] এক [illegible] [illegible] হিসাবে এক বছর কম নয় [illegible]

—তবুও কেমন নবীন, কেমন অম্লান। শ্রীযুক্ত দাসের মনের মধ্যে সেই প্রেম-রসায়ন আছে—যার ফলে প্রাচীন হয়েও এরা জীর্ণ হয়ে পড়েনি, বরঞ্চ মাটির তলে দীর্ঘকাল প্রোথিত সুরার মতো সুস্বাদ সঞ্চয় করেছে। সত্য কথা বলতে কি, শান্তি-


॥ সমালোচনা-সাহিত্যে নূতন দিগন্ত ॥

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

**সমালোচনার কথা** ৫·৫০

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়

**ছোটগল্পের কথা** ৫·০০

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ

**নাটকের কথা** ৪·০০

অধ্যাপক [illegible] সরকার

**কবিতার কথা** ৫·০০

ডক্টর [illegible] ভট্টাচার্য

**সাহিত্যের কথা** ৪·০০

এই পর্যায়ের আরও দু'খানি বই প্রস্তুতির পথে

●

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত

বাংলার দ্বিজেন্দ্রলালের

কবিমানস ও কাব্যরূপের

নূতন গবেষণা-গ্রন্থ

দ্বিজেন্দ্রলাল :

**কবি ও নাট্যকার** ১২·০০

●

[illegible]

[illegible]

**নব বৃন্দাবন** ৫·০০

[illegible]

[illegible]

**ছায়া** ৩·০০

'ছায়া' সম্বন্ধে একটি অভিমত :

[illegible]

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

(সি ২৮৩৩)



[illegible] প্রবন্ধগ্রন্থ

**পশ্চিম দিগন্ত**

**নির্মল চট্টোপাধ্যায়**

দাম ৪২

[illegible] —দেশ

[illegible] —দৈনিক বসুমতী

[illegible] —দর্পণ

[illegible]

জ্যোতির্ময় [illegible]

**[illegible]**

[illegible]

**সাহিত্য ও পাঠক—**

[illegible] ভট্টাচার্য ৩,

কল্যাণ প্রকাশনী : ৫-১৫৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২



শিল্প ভবনের

শান্তি

• হেয়ার অয়েল •

(সি-২৭৭২)



প্রকাশের অপেক্ষায়

**তারার আলো**

[ [illegible] ]

[illegible]

উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ বই :

**সাগর পারে ফিরি** (২·৫০)

পড়ুন, পড়ান, পড়তে বলুন।

**জাগরী** [illegible]

[illegible]

JAGARI—Calcutta-3.

নূতন উপন্যাস

অবধূতের
নবতম বিস্ময়কর গ্রন্থ

# দেবারিগণ

— সাড়ে চার টাকা —

| গজেন্দ্রকুমার মিত্রের<br>উপহারোপযোগী গ্রন্থ | আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের<br>মধুর রচনা |
|---|---|
| সমারোহ ২৸০ | মহুয়া কথা ৩৷৷০ |

গ্রন্থ প্রকাশিকা, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

# নির্বাস

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এই যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অমিয়ভূষণের নাম প্রথম সারিতে স্মরণীয়। বর্তমান কালের এক গভীর সমস্যার প্রেক্ষিতে এক অসাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রচেছেন তাঁর আধুনিকতম উপন্যাস নির্বাস। মূল্য : ৩.৫০

আমাদের অন্যান্য বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভানুমতী | (উপন্যাস) | — সমরেশ বসু | ৪.৫০ |
| নয়নতারার কুঠি | (ঐ) | — অমিয়ভূষণ মজুমদার | ৩.০০ |
| সিন্ধুপারে | (ঐ) | — নীহাররঞ্জন দাশগুপ্ত | ৭.০০ |
| তিন প্রহর | (ঐ) | — শক্তিপদনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ৪.০০ |
| ষষ্ঠঋতু | (গল্পসংকলন) | — সমরেশ বসু | ২.০০ |
| রূপসজ্জা | (ঐ) | — নরেন্দ্রনাথ মিত্র | ২.৫০ |
| মেয়েদের মহিমা | (ঐ) | — শিবরাম চক্রবর্তী | ২.০০ |
| একটি নীল আকাশ | | — প্রভাত দেব সরকার | ২.০০ |
| ক্যাণ্ডিড | (অনুবাদ) | — ভলতেয়ার | ২.৫০ |
| কন্যাকাহিনী | (ঐ) | — জেন অস্টেন | ৩.০০ |
| মায়াবন | (ছোটদের বই) | — শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় | ১.০০ |

নিউ-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১নং কলেজ রো, কলিকাতা—৯

নিকেতন সম্বন্ধে যাবতীয় লেখায়, অন্য রবীন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্রের রচনাগুলো বাদ দিলে আমাদের শান্তিনিকেতনের তুলনা মেলে না।

বহুকালবিস্মৃত স্মৃতির কথা ধরে দিয়েছে বইখানায়। সেদিনকার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের এমন হৃদয়গ্রাহী চিত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে? সেদিন আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রৌঢ়, কেবল চল্লিশ পেরিয়েছে তাঁর বয়স; আর শান্তিনিকেতনের যে-সব অধ্যাপক পরবর্তী কালে নানাক্ষেত্রে বিশেষ রূপে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা ছিলেন তরুণ; প্রতিষ্ঠানটিও ছিল সরল শান্তিময়;—বইখানাতে সেদিনের ছবি অপরূপভাবে ধরে রাখা হয়েছে। সেদিনকার আশ্রমের সুখদুঃখ আনন্দ উৎসব হাসিকান্না, অন্তরের [illegible] কেমন [illegible] এখনকার [illegible] ও [illegible] সামনে এনে দিয়ে [illegible] শান্তিনিকেতনের [illegible] ইতিহাসের [illegible] এর মূল্য [illegible] সম্পূর্ণ ও ইতিহাস [illegible] হবে।

[illegible] লেখকের ও প্রকাশকের উদ্যোগ সার্থক হবে বলে আশা করি।

## উপন্যাস

**দাঁড়ের ময়না**—পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রকাশিকা: ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ৩.৫০ ন. প.।

উপন্যাস লেখক হিসাবে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু পত্রীর সাক্ষাৎ এই আমরা প্রথম পেলাম। [illegible] কবি হিসাবে এবং চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি আমাদের পূর্ব পরিচিত। প্রকা-

কৌতুক এই উপন্যাসে তাঁর নতুন পরিচয় আত্মপ্রকাশ করেছে।

গ্রামের নাম [illegible]। [illegible] একখানা গ্রাম। [illegible] একটি হিন্দু পাড়া [illegible]। [illegible] এই গ্রাম এবং এই গ্রামবাসী উপন্যাসটির কাহিনী নিয়েই পটভূমি রচনা করে উঠেছে। [illegible] এই উপন্যাসের [illegible]।

[illegible] প্রথম [illegible] তিনি তাঁদের [illegible] আচার-অনুষ্ঠানেও [illegible] চেষ্টা করেছেন [illegible] [illegible] উপন্যাস [illegible] চেষ্টা করেছেন লেখক।

[illegible] ১১।১১

[illegible] পরাজয় [illegible] কলিকাতা। মূল্য [illegible]

[illegible] ৩১।১১

## সংগীত

**গীত সম্ভার** — শ্রী [illegible] কলিকাতা [illegible] মূল্য [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible] একজন [illegible] শিল্পী [illegible] ও লেখক। [illegible] এই [illegible] সংগীতের [illegible] শুধু [illegible] সহপাঠী ছিলেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত

ভাষার মধ্যে প্রাচীন শিল্পী তাঁর যে [illegible] এবং [illegible] বিশ্লেষণ করেছেন [illegible] ভাষায় [illegible] এই [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]।

এই [illegible] উপন্যাসটি।

শ্রীযুক্ত [illegible] করেছেন।

[illegible] ৭৬।১১

## কিশোর-সাহিত্য

**চাঁদমুখ-চুঁদমুখ** — শ্রী [illegible] ঘোষ। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ১.৫০ ন. প.

আজকাল [illegible] ছেলেমেয়েদের জন্য যে সব ছড়া বের হয়, তার অধিকাংশই [illegible] একেবারে [illegible] মনে [illegible] পারে না। ছেলেদের উপযোগী সহজ ছড়া [illegible] এই ছড়া [illegible] এবং [illegible] নাম [illegible] উল্লেখযোগ্য।

শ্রী [illegible] ছেলেদের জন্য ছড়া [illegible] করেছেন ঠিকই। কিন্তু [illegible] নেই। [illegible] যে বহু-[illegible], [illegible] উপরে- [illegible] নেই। [illegible]


যে চারটি উপন্যাস সদ্য প্রকাশিত হলো

[illegible] **স্মরণ চিহ্ন ৫.০০**

[illegible]

[illegible] **একটি সমুদ্র ৩-৫০**

[illegible]

[illegible] **রাঙা বৌ ৪-০০**

[illegible]

[illegible] **অপরাহ্ন ৩-০০**

[illegible]

[illegible] **বিমল মিত্রের** [illegible] **মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের** [illegible] [illegible] **উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের** [illegible] [illegible]

মিত্র ও ঘোষ [illegible] : [illegible] : কলিকাতা [illegible]

এর মতো ছড়ার মধুর-মোহন, চাঁদিমাং, টীয়া-পাখীর একলাসে প্রভৃতি ব্যবহৃত শব্দ ও কথা শিশুমনের পক্ষে কতখানি উপভোগ্য সে-সম্বন্ধে রীতিমত সন্দেহ জাগে। তবু, বলা যায়, ছেলেদের জন্য উৎকৃষ্ট ছড়ার দুর্ভিক্ষের বাজারে 'টাপুর-টুপুর' একেবারেই অবহেলার যোগ্য নয়। চিত্রশিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়ের আঁকা ছবি গুলিতে নতুন রসের সৃষ্টি হয়।

৪৫৫।৫৯

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস

# এই প্রেম

উপন্যাসটিতে কবিতার মত প্রচ্ছন্ন আছে প্রেম সম্পর্কে একটি গভীর কথা। আছে একটি কবিমাহিত্য অথচ অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের সমস্যা ছোঁয়া করুণ মধুর কাহিনী। এবং সে-কাহিনী 'আনন্দ-বাজার'-এর মতে—জমাট। 'যুগান্তর'-এর মতে—'ভোলানাথবাবুর ভাষা ঝর-ঝরে। বিশেষ করে তাঁর কল্পনাশক্তি প্রতিভা। প্রত্যেকটি চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।' দাম—৪, টাকা

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

(সি ২৭৩৬)

এক যে ছিল দেশ—কৃষণ চন্দর।
সপ্তর্ষি: ৭, নিমতলা রোড। বেলঘরিয়া। ২৪-পরগণা। ২, টাকা।

প্রতিষ্ঠাবান উর্দু সাহিত্যিক কৃষণ চন্দরের কিশোর উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ। প্রথমে লেখকের প্রথম কিশোর উপন্যাস-এর সাবলীল ভঙ্গীর জন্য পাঠককে আকৃষ্ট করবে। প্রাথমিক পাঠে মনে হবে সহজ সরল এই কাহিনী পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনীটি তার নিজস্ব গুণের পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে এক অদ্ভুত দেশে—যেখানে ইউসুফ মিঞার সাথীদের হাত ধরে এক স্বপ্নের দেশে। কিন্তু কাহিনীর সমাপ্তি সেখানে নয়, মনের চলে যাবে। ইউসুফ আবার ফিরে আসবে বাস্তবে, তবু মন বলবে এই তো শেষ নয়, আরো যেন কিছু রয়ে গেল সেই আরো কিছুর উৎসাহে পাঠক যাতে দ্বিতীয়বার আস্বাদনে কাহিনীর পুস্তক খোঁজেন করবেন। পরপর অনুবাদিকার অনবদ্যের সাথে পাঠক কল্পনাতে 'অনুবাদকের' স্বাদ সামান্য দেখতে পাবেন।

অনুবাদ কাহিনীটি কৃষণ চন্দরের উর্দুসংস্করণ-এর মূল থেকে অনুবাদ করেছেন কিশোর অনুবাদক মুখোপাধ্যায় সাক্ষাৎ। অনুবাদক ভূমিকা দাবি করতে পারেন। সহজ পাঠ্য ছোটদের খুশি হবে এবং বড়রাও খুশি হবেন। প্রচ্ছদে উল্লেখ্য 'এক যে ছিল দেশ' ভঙ্গীতে ছবির অলংকরণ হয়েছে ইতিমধ্যেই।

০৮২।৫৯

**এবার আমার পালা**—জোসেফ কুমগোল্ড। অনুবাদক—অজয় চক্রবর্তী। পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হরিশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-১। দেড় টাকা।

নিউবেরী মেডেলপ্রাপ্ত জোসেফ ক্রামগোল্ডের বহু প্রশংসিত 'And Now Miguel' এর সরল অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থখানি। প্রকৃতির একান্ত নিজস্ব পটভূমিতে মেষপালক পরিবারের একটি কিশোর মিগুয়েল, তার শিশুমনের কল্পনায় নিহিত আশা ও আকাঙ্ক্ষার কাহিনী লেখক এখানে একটি অপরূপ রূপ দান করেছেন। কাহিনীর একটি সহজ ও স্বাভাবিক আবেদন আছে, প্রকৃতির একটি নতুন পরিবেশ দিয়েছেন, দেখিয়েছেন পাহাড়ের ও সেই মেষপালক পরিবারের জীবনযাত্রা। কাহিনী কিশোর পাঠককে যে শুধু আনন্দ দেবে তাই নয়, বড়রাও খুশি হবেন। প্রচ্ছদে উল্লেখ্য জোসেফ ক্রামগোল্ডের বইখানি কাহিনীটি চমৎকার বাংলায় ইংরেজীর সুর, জেমিস ও এভিলেবরের উচ্চাঙ্গশিল্প শিল্পীর বাবহার বর্জন করেছে। অনুবাদের কাছে অনুবাদকের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের চিত্রগুলি কিশোর-পাঠককে সম্ভবতঃ সাহায্য করবে, গ্রন্থে ব্যবহৃত শিল্পীর নাম অনুল্লেখিত। তবু মনে হয় মূল গ্রন্থের চিত্রগুলিই বর্তমান বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। বেশ কিছু ছাপার ত্রুটি বইটিতে চোখে পড়ে। অনুবাদটিকে উল্লেখযোগ্য রচনা বাংলা ভাষায় যত বেশী হবে তত বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ততই মঙ্গল।

৬০৬।৫৯

**অন্যকোনখানে** গৌরীপ সেন মূল্য—৫·৫০

মুদ্রাতত্ত্ব পাশ্চাত্য পৃথিবীর পটভূমিকায় এক আশ্চর্য সাহিত্য-সৃষ্টি মানুষের মানুষকে কাছে আনার — সকল মানুষের আনন্দ বেদনার অনবদ্য আলেখ্য

**যুগান্তর**: পাকা লেখা, প্রথম থেকেই কৌতূহল করে এর প্রত্যেক পাতা। তার কারণ এটা নিতান্ত সাধারণ চোখে জার্মানী দেখা। তার শহরের বর্ণনা নয়, মানুষের বর্ণনা। প্রত্যেকটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য। কাহিনীটি বিভিন্ন ঘটনা একত্রে গেঁথে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ মালা তৈরী করা হয়েছে। এ মালায় নানা রকমের ফুল রয়েছে। লেখকের আশ্চর্য মালা গাঁথার ক্ষমতা।

**অমৃতবাজার**: যুদ্ধোত্তর ইউরোপকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। গ্রন্থের মধ্যে ত্রিভুজ প্রেমের এক মর্মস্পর্শী আলেখ্য পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের মাধ্যমে ইউরোপ ও পশ্চিম জার্মানীর নর-নারীকে বিশেষভাবে জানার সুযোগ মেলে। ভাষা কাব্যময়, চরিত্রবিন্যাস কুশলতার পরিচায়ক, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থের নামকরণটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর "Men I have seen"এর সার্থক অনুবাদ
**মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে** অনুবাদিকা—মায়া রায় মূল্য—৩·৫০

আশাপূর্ণা দেবীর **কনকদীপ** মূল্য—৩,
ফাল্গুনী মুখার্জির **ত্রিশঙ্কু** মূল্য—৩,
নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অজ্ঞাতবাস** মূল্য—৩, এবং রহস্যঘন উপন্যাস
**ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি** মূল্য—৪·০০

কয়েকটি কিশোর-গ্রন্থ:—

পরিমল গোস্বামীর **মেরুপথের যাত্রীদল** মূল্য—১·৫০
নৃপেন্দ্র চাটার্জির **নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ** মূল্য—১·৫০
শঙ্করনাথ রায়ের **ভারতের সাধক** ১ম ৫·৫০ (৩য় মুঃ যন্ত্রস্থ)
২য়—৫·৫০ (২য় মুদ্রণ), ৩য়—৪, (১ম মুঃ নিঃশেষিতপ্রায়) ৪র্থ—৬·৫০ ও ৫ম—৬·৫০

# রাইটার্স সিন্ডিকেট

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

(সি ২৪৫০)

### প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের দপ্তরে আসিয়াছে।

**তীর্থাঞ্জলি**—শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী।
**স্বর্ণসিঁড়ি**—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
**দেবযানী**—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
**বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস—১ম খণ্ড**—শ্রীধনঞ্জয় দাশ মজুমদার।
**ওরা সব পারে**—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।

# চিত্র প্রদর্শনী

চিত্ররথ

[illegible]

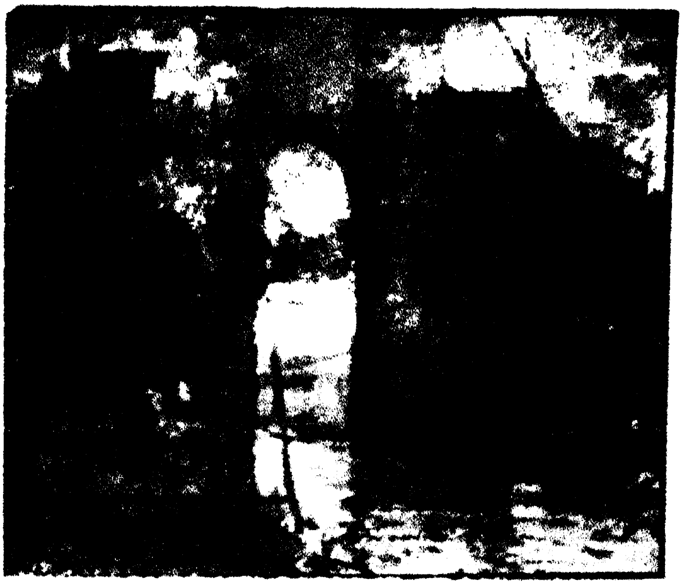

সেতু — শিল্পী: অনিলবরণ সাহা

[illegible]

[illegible] — শিল্পী—নিখিল বিশ্বাস

[illegible] করেছেন।

### দেবীদের বিড়ম্বনা

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন্স-এর অধুনাতম নিবেদন "দেবী"র প্রস্তুতি-পর্ব থেকেই ছবিটি নিয়ে চিত্র-রসিকদের মধ্যে অতিরিক্ত ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়। ছবিটি সম্পর্কে দর্শকমহলের এই উদ্দীপনার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, 'প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে "দেবী"-তেই প্রথম সত্যজিৎ রায় একটি পরিপূর্ণ নাট্যধর্মী উপাখ্যানের চিত্র-রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

অন্ধ অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস মানুষের জীবনে কী মর্মান্তিক দুর্যোগ নিয়ে আসতে পারে, তা-ই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল কাহিনীর উপজীব্য।

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

এই কাহিনীর পটভূমি এখন থেকে প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর। লেখক নির্বাচিত কাহিনীকাল হিসাবে। পূর্বেকার বাংলার পল্লী-পরিবেশ।

গ্রাম্য জমিদার নিষ্ঠাবান শক্তি-সাধক কালীকিঙ্কর রায় একদিন স্বপ্নে এক অলৌকিক-দর্শনযোগে এই প্রত্যাদেশ পেলেন যে, স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধূ দয়াময়ীর মূর্তিতে আবির্ভূতা। দয়াময়ী এতদিন ছিল মানবী, কালীকিঙ্করের অলৌকিক বিশ্বাসের বলে সে হল দেবী। দয়াময়ীর এই দেবীত্ব নির্বিচারে মেনে নিল গ্রামবাসী, কালীকিঙ্করের বড়ছেলে তারাপ্রসাদ। কিন্তু শুধু শক্তি-উপাসকের এই বিশ্বাস মেনে নিতে পারল না তারাপ্রসাদের স্ত্রী হরসুন্দরী, আর দয়াময়ীর স্বামী উমাপ্রসাদ।

উমাপ্রসাদ কলকাতার কলেজে অধ্যয়ন করে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবাধীন হয়ে যুক্তিবাদী মন কালীকিঙ্করের এই অলৌকিক বিশ্বাসকে মনে করে অলীক। সে তাই বাবাকে বলে, "আপনার মাথা

---


প্রকাশিত হল

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের

**সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ**

(২য় সংস্করণ। দাম : ৮·০০ (বোর্ড বাঁধাই))

সুনীলকুমার ধরের উপন্যাস

**জোয়ার এলো**

দাম : ২·৫০

**মানুষের মতন মানুষ**

শৈলজানন্দের উপন্যাস

দাম : ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস

**প্রিসিলার বিয়ে** দাম : ২·৭৫

**ভাটিয়ালী**

(২য় সং) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দাম ২·৫০

অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

| | | |
|---|---|---|
| সুবোধ ঘোষ | মনোবাসিতা | ৩·০০ |
| বিমল কর | ফানুসের আয়ু | ৫·৫০ |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র | বর্বর যুগের পর | ২·৫০ |
| বীরেশ্বর বসু | চা মাটি মানুষ | ৪·০০ |
| | উন্মেষ —২·০০, রাস—২·০০ | |
| প্রবোধবন্ধু অধিকারী | বিহঙ্গবিলাস | ৩·০০ |
| গজেন্দ্রকুমার মিত্র | জীবন স্বপ্ন | ৪·০০ |
| হরপ্রসাদ মিত্র | কবিতার বিচিত্র কথা | ৮·০০ |
| গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য | ভাগ্যবলাকা | ৬·০০ |
| শৈলজানন্দ | ভাল লাগার নেশা | ২·৭৫ |
| অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় | কান্নার প্রহর | ২·৭৫ |
| শিবরাম চক্রবর্তী | বিয়ের প্রুফ বউ | ২·৭৫ |
| বিমল কর | সোনারুপোর কাঠি | ২·০০ |

বীরেশ্বর বসুর অসাধারণ উপন্যাস

**চা মাটি মানুষ**

দাম : ৪·০০

চা [illegible] — দেশ

সম্প্রতি বীরেশ্বর বসুই প্রথম বাংলা উপন্যাসিক, [illegible] চা বাগান নিয়ে একটি সুলিখিত এবং সার্থক উপন্যাস লেখার প্রয়াস করেছেন। এই বিষয় পটভূমি ও চরিত্র নিয়ে লেখার জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাতেই হয়। — পরিচয়

টুকরো টুকরো অনেক ছবি দেখে দেখে লেখক জীবন-দর্শনের ভূমিকা করেছেন — যুগান্তর

বীরেশ্বরবাবুই বোধ হয় বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম চা-বাগানের পটভূমিকায় সার্থক চিত্রে উপন্যাসের বিষয়বস্তু-রূপে গ্রহণ করেছেন। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা উপন্যাসটিতে জনজীবন সুর এনে দিয়েছে। — বিংশ শতাব্দী

স্থানে স্থানে পড়তে পড়তে বিভূতি-ভূষণের পথের পাঁচালীর কথা মনে পড়ে যায়। বীরেশ্বরবাবুর কলমে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে এই নতুন ধরনের উপন্যাসে — দৈনিক বসুমতী

বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃতির দিকদর্শন হিসাবে অনেক নিদর্শন চা মাটি মানুষ — সন্দীপ

**কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২**

[illegible] ছবির একটি দৃশ্যে [illegible] সুশীল ও নবদ্বীপ

[illegible]

[illegible] তবে কখন মুহূর্ত পরেই [illegible] মাথা এলিয়ে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

[illegible] এই ছবিতে।

মন্মথ রায়ের
**অমৃত অতীত**
[illegible]
[illegible] লাইব্রেরী : কলিকাতা-[illegible]

**মিনার্ভা থিয়েটার**
ফোন : ৩৩—৪৪৮৯
বাংলা রঙ্গমঞ্চে নবযুগের সূচনা করেছে
**অঙ্গার**
লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের ঐতিহাসিক সৃষ্টি
মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও অভিনয়ের
অভাবনীয় সমন্বয়।
সুর — রবিশঙ্কর
নাটক ও পরিচালনা — উৎপল দত্ত
[illegible] — নির্মল চৌধুরী
মঞ্চসজ্জা — নির্মল গুহ রায়
[illegible] — তাপস সেন
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি — সন্ধ্যা ৬॥
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬॥
([illegible] ২৮৫২)

**বিশ্বরূপা**
[illegible]
ফোন : [illegible]
[illegible] ও শনিবার—৬টায়
[illegible] ও ছুটির দিন—৩ ও ৬টায়
[illegible] বিধায়ক ভট্টাচার্যের
**সেতু**
[illegible]
[illegible]—নরেশ মিত্র [illegible]—তাপস সেন
[illegible]—নরেশ মিত্র, অজিতবরণ
[illegible]
[illegible] ইত্যাদি
তৃপ্তি মিত্র ([illegible])

**রঙমহল**
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩॥—৬॥টায়
[illegible] রহস্যময় নাটক
**এক পেয়ালা কফি**
[illegible]
[illegible], কেতকী, [illegible], দীপান্বিতা

সুন্দর কয়েকটি দৃশ্যারচনায় সমগ্র ছবিটিকে তিনি আশ্চর্য সুন্দর রূপের অলঙ্কারে দৃষ্টিবিমোহন করে তুলেছেন।

কিন্তু চোখের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে দর্শকের মন, যা রসানুভূতির পিপাসায় রূপের তটে তটে অরূপের সন্ধান করে বেড়ায়। এই ছবিতে কিন্তু রূপ ও অরূপের, অন্তর-অনুভূতি ও বহিরঙ্গ শোভার সুখ-মিলন ঘটেনি। "দেবী" উপাখ্যান সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় চলচ্চিত্র-পটে যে অদ্ভুত সফল হয়ে উঠতে পারেনি, তার কারণ 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল কাহিনীর নাট্যমর্মটিকে শ্রী রায় তাঁর স্বকল্পিত ভাবের বাঁধনে বেঁধে নিয়েছেন। 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "দেবী" কাহিনীর মর্মভেদী করুণ নাটকরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে দু'টি জীবনের দুঃসহ ট্র্যাজেডিতে। একজন কালীকিংকর, যিনি তাঁর আরাধ্য নরদেহধারী দেবীর জীবনের শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে দেখলেন—'পতিদেবের বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছে।' খোকার মৃত্যুর পরেও দেবী দয়াময়ীর উপর তাঁর বিশ্বাস ভাঙেনি, খোকার মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও তিনি দয়াময়ীর কাছেই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। যে মানবীকে তিনি দেবীতে অভিষিক্ত করেছিলেন, তার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিই কালী-কিংকরের অলৌকিক বিশ্বাসের মর্মমূলকে প্রচণ্ড আঘাতে প্রকম্পিত করে তোলে। এটাই কালীকিংকরের জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। ছবিতে কালীকিংকরের চরিত্রের এই ট্র্যাজেডির দিকটি পরিস্ফুট-ভাবে ফুটে ওঠেনি। ছবির কালীকিংকর খোকার মৃত্যুর পর কালীমূর্তির সামনে নিজের আর্তি প্রকাশ করে চোখের জলে ভেসে যান। ছবিতে দেবীর আত্মহত্যা পরিচালক বর্জন করেছেন। কিন্তু মূল কাহিনীর সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত যদি তিনি দয়াময়ীর উপর কালীকিংকরের অলৌকিক বিশ্বাস অটুট রাখতেন এবং মানবীরূপা দেবীর [illegible]

[illegible] করুণ সুরের মূর্ছনায়।

অলৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সূত্র ধরে দেবীর জীবনে এই যে ট্র্যাজেডি সেটিকে পরিস্ফুটভাবে গ্রহণ করেননি সত্যজিৎ রায়। তাঁর দেবী খোকাকে একবারের জন্যে হরসুন্দরীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যে নিজের কাছে রাখে, তার মধ্যে স্নেহশীলা মাতৃত্বের স্নেহ ও মমতা যতটা প্রকাশ পেয়েছে, নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে সত্য আত্মপ্রত্যয় ততটা প্রকাশ পায়নি। আবার এই দয়াময়ী তার দেবীর সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে স্বামীর সঙ্গে পালাতে চায়নি। কিন্তু স্বামী চলে যাওয়ার পর তার মধ্যে রূপ পেয়েছে এক নারীর বিচ্ছেদ-বেদনা। স্বামীর প্রতি অন্তরের এই নিবিড়


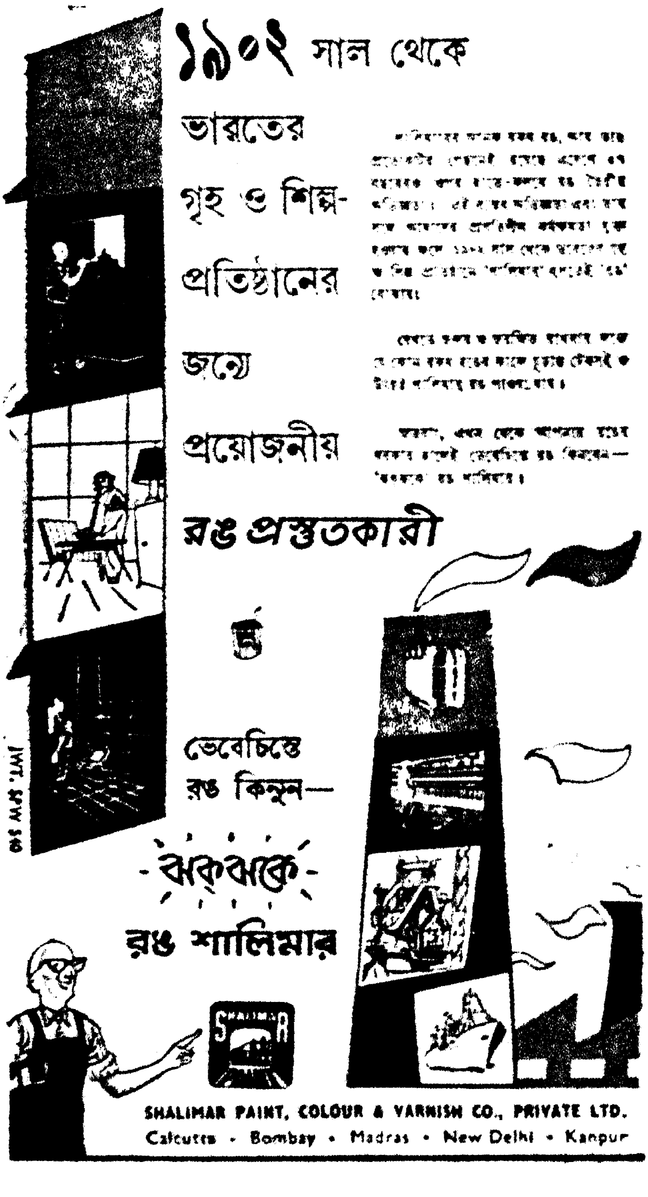

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী মহাজাতি সদনে প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বাঙলা ও মার্কিন লোকসংগীতের আসর বসে। বাঙলা গান শোনান নির্মলেন্দু চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়, মার্কিন গান শোনান ভারতে ভ্রমণরত মার্কিনী শিল্পীদের ... ছবিতে ... দেখা যাচ্ছে।

[illegible]

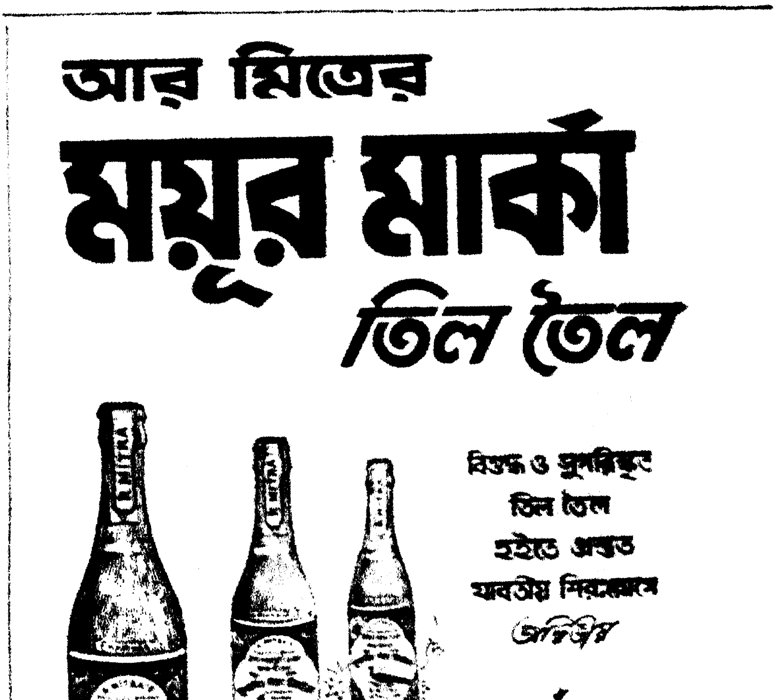

দৃশ্য রসবোধ ও শিল্প-নৈপুণ্যের সংমিশ্রণে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে দর্শকের মনে।

এই ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে অভিভূত হবার মতো উপাদান যেমনি আছে, তেমনি নিরাশ হবার কারণও কম নেই। ছবির প্রথমাংশে উমাপ্রসাদ ও দয়াময়ীর দাম্পত্য-মধুর দৃশ্য অনবদ্যরূপে উত্তীর্ণ করে দয়াময়ীর মুখে 'তোমার বাবা' কথাটি খুবই বিসদৃশ মনে হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে (পরিচালক উদ্ধৃত কাহিনীকাল) জমিদার গৃহের কনিষ্ঠ পুত্রবধূর মুখে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্বশুরকে উল্লেখ করে 'তোমার বাবা'—যা আজকালকার শিক্ষিত বউদের মুখে হয়তো শোনা যায়—একান্তভাবেই মর্যাদাবিরোধী, বিশেষত বাড়ির জ্যেষ্ঠাবধূ যেখানে শ্বশুরকে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করছে। ছবির টাইটেলে দেখানো হয়েছে 'নিরাবরণ—নিরাভরণ মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তি'। তারপর মাটির মূর্তির গায়ে রঙ পড়ল, অলংকার-অস্ত্র ধীরে ধীরে ঝলমল করে উঠল, দেবীমূর্তি আভরণে সজ্জিত হল, মাটির মূর্তিতে দেবীর আবির্ভাব হল, মূর্তি নদীবক্ষে বিসর্জন দিল ভক্তরা, এবং ছবির শেষে পর্দায় আবার সেই আদি নিরাবরণ—নিরাভরণ মৃন্ময়ী মূর্তি দেখা গেল। মানবী দয়াময়ীর উপর দেবীত্ব আরোপ ও তার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির—নদীতীরে তার জীবনের করুণ অবসান ঘটল—প্রতীক হিসাবেই যদি এই দুর্গামূর্তির দৃশ্যাবলি ছবির আদিতে ও অন্তে দেখানো হয়ে থাকে তবে এই দৃশ্যাবলি শিল্পগরিমায় মণ্ডিত হলেও ধর্মপ্রাণ হিন্দু দর্শকের মনে আঘাত সৃষ্টি করবে। ছবির কাহিনীতে অলৌকিক ধর্মবিশ্বাসে মানবীর উপর দেবীত্ব আরোপ ও মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তিতে ভক্তদের দেবীত্ব আরোপ এক জিনিস নয়।

ছবিতে আরেকটি বৈসাদৃশ্য দেখা যায় দয়াময়ীর উপর দেবীত্ব আরোপ ও দেবী-জ্ঞানে তার উপাসনা শুরু হবার পর চলচ্চিত্র-পট থেকে কালীকিঙ্করের নিত্য উপাসনার অন্তর্ধানে। একেবারে শেষের দিকে—খোকার মৃত্যুর পর কালীকিঙ্করকে দেখা গেছে [illegible] মুহ্যমান—কালীমূর্তির সামনে [illegible] দেখা যায়। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

সংগীতের আয়োজনের দিক দিয়ে ছবিটি সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির মতো মুগ্ধ করে রাখার মতো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে নি। [illegible] সংগীত পরিচালক আলী আকবর খাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ছবির [illegible] মনে [illegible] করে না। তবে [illegible] সংগীত।

আলোকচিত্রগ্রহণে সুব্রত মিত্র কারুকার্য বিশেষ দক্ষতা উল্লেখযোগ্য হলেও সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবিতে যে দুর্লভ কৌশলগুলি এ-ছবিতে তা দেখাতে পারেন নি। শব্দগ্রহণে দুর্গাদাস মিত্র, আবহসংগীত ও শব্দযোজনায় সত্যেন

[illegible] কোং লিঃ, ৩৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২।

চট্টোপাধ্যায় [illegible] এবং [illegible] বাংলা চলচ্চিত্রের কাজ [illegible] ও প্রশংসনীয়।

# চিত্রালোচনা

[illegible]

মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী ও নবদ্বীপ হালদার। [illegible] চিত্রটির সুরকার।

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

নামও রয়েছে—রাজলক্ষ্মী, বাণী, জয়া, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী এবং নবাগত শিল্পীদ্বয় সুলেখা ও অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

• • •

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের আর জি কর মেডিকেল কলেজের শাখা [illegible] প্রথমেই একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবে আইজেনস্টাইন, ডি সিকা, কুরোসাওয়া, বিলি ওয়াইল্ডার, উইলিয়াম ওয়াইলার, স্ট্যানলি ক্রেমার, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রনির্মাতাদের ছবি দেখানো হবে।

### পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলন

পার্ক ইউনিয়ন ক্লাবের পরিচালনায় পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্সের পঞ্চম অধিবেশন গত ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম দিনের অধিবেশন মিঞা বিসমিল্লার সানাই দিয়ে শুরু হয়। তিনি বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে শুদ্ধ কল্যাণ এবং একটি ঠুংরী বাজিয়ে শোনান। তার পর শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক [illegible] রাগে খেয়াল ও তারানা গান পরিবেশন করেন এবং শেষ করেন একটি ভজন গেয়ে। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সরোদে দরবারী কানাড়া ও কিরওয়ানী রাগ বাজাবার পর প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কুমারী [illegible] কথক নৃত্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তারপর ইমরাৎ হোসেন খাঁ [illegible] রাগে সেতার বাজান। পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর কণ্ঠসংগীত এই দিনের একটি বিশেষ আকর্ষণ। তিনি শুদ্ধ কল্যাণ রাগে খেয়াল, একটি ভজন ও একটি ঠুংরী গেয়ে শোনান। পণ্ডিত রবিশঙ্কর সেতারে বসন্ত রাগে আলাপ জোড় ও ঝালা এবং [illegible] রাগে গৎ বাজিয়ে শোনান।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনে যোগ দেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার), রোশন কুমারী (কথকনৃত্য), সালামৎ আলি খাঁ ও নজাকৎ আলি খাঁ (কণ্ঠসংগীত), বিলায়েৎ হোসেন খাঁ (সেতার), এবং পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর (কণ্ঠসংগীত)।

## চিঠিপত্র—

### জনৈক পাঠকের বক্তব্য

মহাশয়,

কাকলী বসুর অভিযোগের জবাবে লেখা জনৈক শীতাংশুকুমার সান্যালের [illegible] চিঠিখানি পড়লাম। শুনে মনে হল, তিন বছর আগে 'শুভবিবাহ'র কাহিনীটি তাঁকে শোনানো হয়েছিল এই কথা বলে তিনি যেন প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন, 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "দুটি বোন" গল্পের [illegible], মানে ছবিটির কাহিনীর কিছু, অংশ বা 'আইডিয়া' (তাঁর ভাষায়) আগে [illegible] ছাপার অক্ষরকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু বস্তুটি যদি উপেক্ষণীয়ই হবে, তবে এক [illegible] লাইনের প্রতি [illegible] জন্য তিনি এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন? তবে দেশের কপিরাইট আইনটি যদি কেউ স্বীকার করেন যে, নবাগত লেখকের কোন লেখা রচনাও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলে তখন থেকেই সেই রচনার কপিরাইট রক্ষিত হবে, কোন খ্যাতিমান-বিখ্যাত ব্যক্তিও তা আত্মসাৎ করতে পারবেন না?

সম্পাদক মহাশয়ের [illegible] [illegible] একটি [illegible]। [illegible] যদি কোন [illegible] কাহিনী আর কোন প্রকাশিত গল্প নিয়ে অনুরূপ [illegible] হয় তবে কারও ছবির আর কাহিনীর [illegible] [illegible] অভিযোগ [illegible] করে [illegible] কাহিনীর কথার আর একটি প্রশ্ন মনে এল [illegible] থেকে এই প্রসঙ্গ [illegible] [illegible] তীব্র [illegible] [illegible] নয়। সবকিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একেবারে [illegible] করেছেন। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] সম্পাদক মহাশয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি ছবি [illegible] [illegible] পেয়েছেন। আর এমন প্রশ্ন যদি [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] প্রমাণ দিয়ে [illegible] করা কি সম্ভব?

—অমিতাভ রায়,
কলিকাতা—[illegible]

### নজিরের দাবী

মহাশয়,

'শুভ-বিবাহ'র গল্প সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশিত [illegible] চিঠিগুলি পড়লাম। ছবিটি দেখতে গিয়ে আমারও মনে হয়েছিল গল্পের [illegible] [illegible] আগে আমাদের পড়া, কিন্তু গল্পের নামটা মনে করতে পারি নি।

'যখন নায়িকা নায়কের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত বিরূপ সম্বর্ধনা পেলো' তখন থেকেই ছবিটি গল্পের [illegible] কিনা জানি না, তবে সেই গল্পের [illegible] [illegible] কিছুটা, এবং 'দুটি বোন' গল্পেও নায়িকা বিরূপ সম্বর্ধনা পেয়েছে—শ্রীমতী [illegible] এটুকু স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি বাংলা সাহিত্য থেকে এ ধরনের প্রমাণের মিলের অন্তত একটা নজির তুলে দেখান। ঋণ স্বীকার করার কথা যদি নাই বা, তবে ঋণ অস্বীকার করার চেষ্টাও নিশ্চয়ই অভদ্রতা।

[illegible] দুটি বোনে [illegible] চিত্র-কাহিনীকারেরা [illegible] মহাশয়ের প্রথম [illegible] গল্পের ঘটনাটুকু নিয়ে একটা নিজস্ব [illegible] বানিয়ে নিতে পারবেন ছবির ছন্দ বজায় রেখে। 'কাবুলিওয়ালা'-র প্রথম অংশটুকু বাদ দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] ছবিকে দিতে পারেন। ইতি—

মৃণাল দাশগুপ্ত
কলিকাতা—৩২

### বিকৃত রুচির পরিচয়

মহাশয়,

শ্রীমতী কাকলী বসুর চিঠি [illegible] শীতাংশুবাবুর [illegible] আক্রমণ করেছেন এবং 'দুটি বোন'-এর লেখক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইতি—

সুশীল সামন্ত
[illegible] দিল্লী।

### উপেক্ষণীয় নয়

[illegible] ১০ই [illegible] [illegible] 'শুভবিবাহ' [illegible] [illegible] কাকলী বসুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

"শুভবিবাহ"-এ "দুটি বোন" গল্পের যে সামঞ্জস্যটুকু দেখা যায় তার জন্য স্বীকৃতি না দেওয়ার অন্যায় কিছু, [illegible] আমার মনে হয় না। একই ধরনের 'আইডিয়া' যে বিভিন্ন লেখকের মনে আসতে পারে একথা সকলেই মানবেন। [illegible] [illegible] তার উদাহরণও কম নেই। তাই "শুভবিবাহ"-এর এই সাদৃশ্য [illegible] অবশ্যই উপেক্ষণীয়।

আর একটি কথা বলতে চাই। [illegible] লেখকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ে [illegible] না করাটাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

ইতি—

অমিতাভ ঘোষ,
ডিব্রুগড়, আসাম।

# খেলাধুলা

GOVER… LIBRARY

একলব্য

কলকাতায় জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা শেষ হবার আগেই এ-সংখ্যার 'খেলাধুলা' লেখা শেষ করতে হচ্ছে। এ-লেখা যখন পাঠকদের হাতে পড়বে, তখন জাতীয় হকির খেলা শেষ হয়ে যাবে। পরের সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রইল। এ-সংখ্যায় শুধু হকি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। যে খেলায় আমরা একদা বিশ্ব-জয়ী, সে খেলা নিয়ে একদা আমাদের গর্বের শেষ ছিল না।

[illegible]

জাতীয় হকিতে সার্ভিসেস ও বোম্বাই দলের দ্বিতীয় দিনের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় বোম্বাই দলের গোলের মুখের দৃশ্য। সার্ভিসেস দল খেলাটিতে ৪—২ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে

মাঠগুলো সব গড়ে তাদের অনুশীলনের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন ছিল। তাতে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হত, উন্নত শিক্ষার এবং অনুশীলনের সুযোগ হত সুগঠিত। কিন্তু এখনো সব গড়া হল না। হয়তো কর্মকর্তাদের অভিপ্রায় অন্যরূপ। আশংকা করছি, এর জন্য অলিম্পিকের ফলাফলও অনুরূপ হতে পারে। তখন হয়তো কোন সভায় প্রশ্ন হবে। কাগজে কাগজে লেখালেখি হবে। কিন্তু যা হারিয়ে যাবে তা আর ফিরে আসবে না।

• • •

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সার্ভিসেস বিভাগের আন্তর্জাতিক স্পোর্টস অনুষ্ঠানে কয়েকটি বিষয়ে ভারতের নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকটি রেকর্ড এশিয়ান গেমসের রেকর্ডের চেয়ে অনেক উন্নত।

দু'শো ও চারশো মিটার দৌড়ে ভারতের প্রখ্যাত দৌড়বীর মিলখা সিংয়ের ভারতীয় ও এশিয়ান রেকর্ড ম্লান করবার দিক অবশ্য কোন নতুন ঘটনা নয়। কারণ মিলখা সিং বহুবারই এই দুই বিষয়ে ভারতীয় ও এশীয় রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে লাহোরে অনুষ্ঠিত পাক-ভারত-ইরানের ত্রিদেশীয় স্পোর্টসেও তিনি এই দু'টি বিষয়ে একই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে এবার স্বল্প পাল্লার দৌড় অর্থাৎ ১০০ মিটারেও মিলখা সিংয়ের ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করবার ঘটনা উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি ১০·৩ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার অতিক্রম করেছেন। এ সময়ে এর আগে ১০০ মিটার দৌড় পার হয়েছেন এশিয়ার মাত্র দু'জন দৌড়বীর —জাপানের [illegible] এবং পাকিস্তানের আব্দুল খালিক।

মিলখা সিংয়ের কৃতিত্ব ছাড়া ১৫০০ মিটার দৌড়, [illegible], ম্যারাথন দৌড় [illegible], ৩০০০ মিটার স্টিপল চেজে পান সিং, গোলা [illegible] গুরুদীপ সিং ভারতের জাতীয় রেকর্ড ম্লান করে নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সব কৃতিত্ব ছাপিয়ে এক গৌরবজনক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন জোরা সিং ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণে অলিম্পিক রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে। আজ পর্যন্ত ভারতের কোন অ্যাথলীট অলিম্পিক রেকর্ড ম্লান করতে পারেননি। তাই জোরা সিংয়ের এই কৃতিত্ব ভারতের অ্যাথলেটিক ইতিহাসের এক গৌরবময় ঘটনা।

অবশ্য জোরা সিং অলিম্পিক রেকর্ড ম্লান করেছেন এ কথা বলার ক্ষেত্রে একটু ভাবনাচিন্তার অবকাশ আছে। কারণ হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ সর্বপ্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। সেবার ইটালীর জি ডর্ডোনি ৪ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ৭·৮ সেকেণ্ডে ৫০ হাজার মিটার পথ হেঁটে পার হন। মেলবোর্ন অলিম্পিকে নিউজিল্যাণ্ডের নর্ম্যান রিড এই পথ পার হন ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৪২·৮ সেকেণ্ড। জোরা সিং সার্ভিসেস বিভাগের স্পোর্টসে পার হয়েছেন ৪ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ৮·৪ সেকেণ্ডে। [illegible] অলিম্পিকের সময়ের চেয়েও জোরা সিংয়ের সময় উন্নত সন্দেহ নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক এমেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের নিয়মানুযায়ী অলিম্পিকের [illegible] সময় রেকর্ড ধরা হয় না। অলিম্পিকের শ্রেষ্ঠ সময় হিসাবে [illegible] সময়ের স্বীকৃতি। এর পর তিনি অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে সময় অতিক্রম করলে নিশ্চয় হবেন অলিম্পিক রেকর্ডের অধিকারী। এটি অবশ্য আইনকানুনের প্রশ্ন।

আসল কথা জোরা সিং এমন এক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যা ভারতের আর কেউই এতদিন দেখাতে পারেননি। ৫০ কিলোমিটার [illegible] রেকর্ডের অধিকারী [illegible] এক মত। তার সময় ৫ ঘণ্টা ২১ মিনিট ২ সেকেণ্ড। [illegible] আরও অনেক কম সময়ে অর্থাৎ ৫ ঘণ্টা ৩ মিনিট ৫২·২ সেকেণ্ডে ৫০ কিলোমিটার পথ হেঁটে পার হয়েছেন। কিন্তু এ সময় [illegible] অনুমোদন পায়নি।

যাই হক দিল্লীতে [illegible] আন্তর্জাতিক স্পোর্টসে [illegible] এশিয়ান [illegible]। তারা যদি এই সপ্তাহে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় [illegible] নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবেন।

• • •

অলিম্পিকের হকির বাছাই কমিটি ঠিক করেছেন অলিম্পিকের মূল হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার অর্জনের জন্য আমেরিকা ও এশিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক উপযুক্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। আগে ব্যবস্থা ছিল আমেরিকা ও এশিয়া অঞ্চলের যোগদানকারী পাঁচটি দল লীগ প্রথায় খেলবে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী তিনটি দল খেলবে রোমের মূল প্রতিযোগিতায়। আমেরিকা পাকিস্তান এবং এই অঞ্চলের আরও কয়েকটি দেশ আগে থেকেই অলিম্পিকে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। যোগদানকারী দলের মধ্যে ছিল ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফরমোজা চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও তুরস্ক।

এখন ঠিক হয়েছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্য থেকে একটি দেশ এবং ফরমোজা চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্য থেকে আর একটি দল অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পাবে। তুরস্ককে সরাসরি রোমে খেলার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়া এবং ফরমোজা চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার খেলা হবে লীগ প্রথায়। অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতকে নিজেদের দেশে একটি ম্যাচ এবং ইন্দোনেশিয়ায় আর একটি ম্যাচ খেলতে হবে। সেইভাবে ফরমোজা ও দক্ষিণ কোরিয়ার দু'টি খেলার একটি হবে ফরমোজায় অপরটি দক্ষিণ কোরিয়ায়।

খেলার ফলাফল মীমাংসা হবে পয়েন্টের হিসাবে। যদি দুই দল সমান পয়েন্ট অর্জন করে তবে গোল অ্যাভারেজে খেলার ফলাফল মীমাংসা হবে। গোল অ্যাভারেজ সমান থাকলে হবে আবার পরীক্ষা অর্থাৎ উভয় দলকে [illegible] ঠিক করা হবে কোন দেশ [illegible] অধিকারী। অলিম্পিকের আন্তর্জাতিক কমিটি আগামী ১লা মে মধ্যে এশিয়া ও আমেরিকা অঞ্চলের অলিম্পিক খেলা শেষ করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

[illegible] নিয়মানুযায়ী ভারতীয় হকি [illegible]। [illegible] ইন্দোনেশিয়ার [illegible]। যাই হক, এখন থেকে অলিম্পিকের ১৫টি দলের মধ্যে ভারতের স্থান পাবার প্রশ্ন [illegible] এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে প্রস্তুতির প্রয়োজন।

• • •

ফুটবল মরসুম আরম্ভ হতে এখনো দেরী আছে। এদিকে কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের পালা শুরু হয়ে গেছে। নতুন নিয়ম মত কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের সময় মাত্র একমাস। ফেব্রুয়ারী ১৫ তারিখ থেকে মার্চ ১৫ তারিখ পর্যন্ত। সবারই জানা আছে যাই এবং এর নিয়মানুযায়ী কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়রা মাত্র একবারই দল বদল করতে পারেন। দল বদল করে

অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবার নিজ ক্লাবে ফিরে আসার অধিকার থাকে। আইনের এই ফাঁকির পথে অনেক ক্লাবই নিজেদের খেলোয়াড়দের অপর একটি ছোট ক্লাবে নাম লিখিয়ে আবার নিজের ক্লাবে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য তারা যাতে অন্য ক্লাবের কবলে না পড়ে। একেবারে বেশী [illegible] অন্য ক্লাবে নাম লেখাবার জো নেই। এই সময়েতেই এখন দল গঠন ব্যাপারে পালা চলছে। অবশ্য কেউ কেউ পুরনো ক্লাবের মায়া কাটিয়ে অন্য ক্লাবেও যোগ দিয়েছেন।

কিন্তু খেলোয়াড়দের এই দল অদল বদলের পালায় একটি প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে লীগের উচ্ছেদের প্রশ্ন।

[illegible]

জাতীয় হকিতে শিখ ও উত্তর প্রদেশের খেলায় শিখ দলের গোলের মুখের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। খেলায় উত্তর প্রদেশ ১—০ গোলে জয়লাভ করে

[illegible]

[illegible] সমস্ত দায়িত্বের অধিকারী।

GOVERNMENT LIBRARY

## দেশী সংবাদ

১৫ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গবক্ষে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাইয়ের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আগামী মার্চ মাসের দিল্লীতে নয়াদিল্লীতে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইতে পারে। শ্রীনেহরু গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রী চৌ এন লাইয়ের নিকট লিখিত এক পত্রে এই প্রস্তাব করিয়াছেন।

রেলওয়ে বড়ুজ দুর্ঘটনা [illegible] সম্পর্কে একটি বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ লোকসভায় অনেকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ আজ লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, গবর্ণমেন্ট চীন ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং ভারতীয় নাগরিকগণের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগজনক প্রকৃতির সংবাদ পাইয়াছেন।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য পি এস পি নেতা শ্রীথাণু পিল্লাইকে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম অদ্য লোকসভায় ১৯৬০-৬১ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন। তিনি ১৯৬০-৬১ সালের বাজেট বর্ষের উদ্বৃত্ত [illegible] আর্থিক বৃদ্ধি, মাশুল ও [illegible] বিভাগীয় মাল এবং রেলওয়ের নিজস্ব মাল ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত মাল ও কয়লার উপর টনপ্রতি ৫ নয়া পয়সা অতিরিক্ত মাশুল ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ [illegible] এক সভায় পশ্চিমবঙ্গ জন্য মেয়র শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জীর উপর একটি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়। [illegible] বিরোধী দলের [illegible] মেয়রের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানাইয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহেন, [illegible] সদস্য এককভাবে উহার প্রতি সমর্থন জানান।

[illegible] আর্থিক উন্নতি বজায় রাখিবার সম্ভাবনা [illegible] বলিয়াই মনে হইতেছে। [illegible] দ্বিতীয় পরিকল্পনা [illegible] মোট [illegible] কোটি টাকার [illegible]।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—দিল্লীতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, কেরল কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে কংগ্রেস-পি এস পি আলোচনা আজ সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। সেই কারণে রাজনৈতিক মহল মনে করিতেছেন যে, রাজ্যে কংগ্রেস কর্তৃক একদলীয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত।

আজ [illegible] প্রকাশিত এক সরকারী বিবরণে বলা হইয়াছে যে, একদল উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী [illegible] মিছিল করিয়া [illegible] উন্নয়নের জন্য [illegible] প্রবল দাবী জানায় এবং [illegible] পুলিশ [illegible] লাঠি চালনা করে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—[illegible] পুলিশ [illegible] একটি [illegible] [illegible] এবং [illegible] টিকা [illegible] টাকা [illegible] এক [illegible] ১০টি [illegible] টাকার জরিমানা ধার্য্য করে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—[illegible] যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৯২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

[illegible] নূতন [illegible] সম্পর্কিত [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] অস্বীকার করিয়াছেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী—[illegible] সম্পর্কে আজ [illegible] এবং [illegible] একটি [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [illegible] এই [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়।

## বিদেশী সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারী—[illegible] একটি [illegible] [illegible] হইতে আজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] [illegible] করার জন্য [illegible] সকল [illegible] প্রতি [illegible] জানান হইয়াছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—[illegible] মিশর [illegible] আবদুল [illegible] এক [illegible] বলেন যে, তিনি যে [illegible] করিয়াছেন, [illegible] তিনি [illegible] [illegible] লইয়া একটি [illegible] বিবৃত করিয়াছেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—মিশর প্রেসিডেন্ট নাসের আজ আজ পার্লামেন্টের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ করার পরেই প্রেসিডেন্ট নাসের পার্লামেন্টে একটি নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করার জন্য ১১জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আজ বিমানে একজন মার্কিন বলিয়াছেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] হইয়াছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—সোভিয়েট [illegible] [illegible] [illegible] আজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আজ [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে এবং [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

২০শে ফেব্রুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

২১শে ফেব্রুয়ারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] করেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৬০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

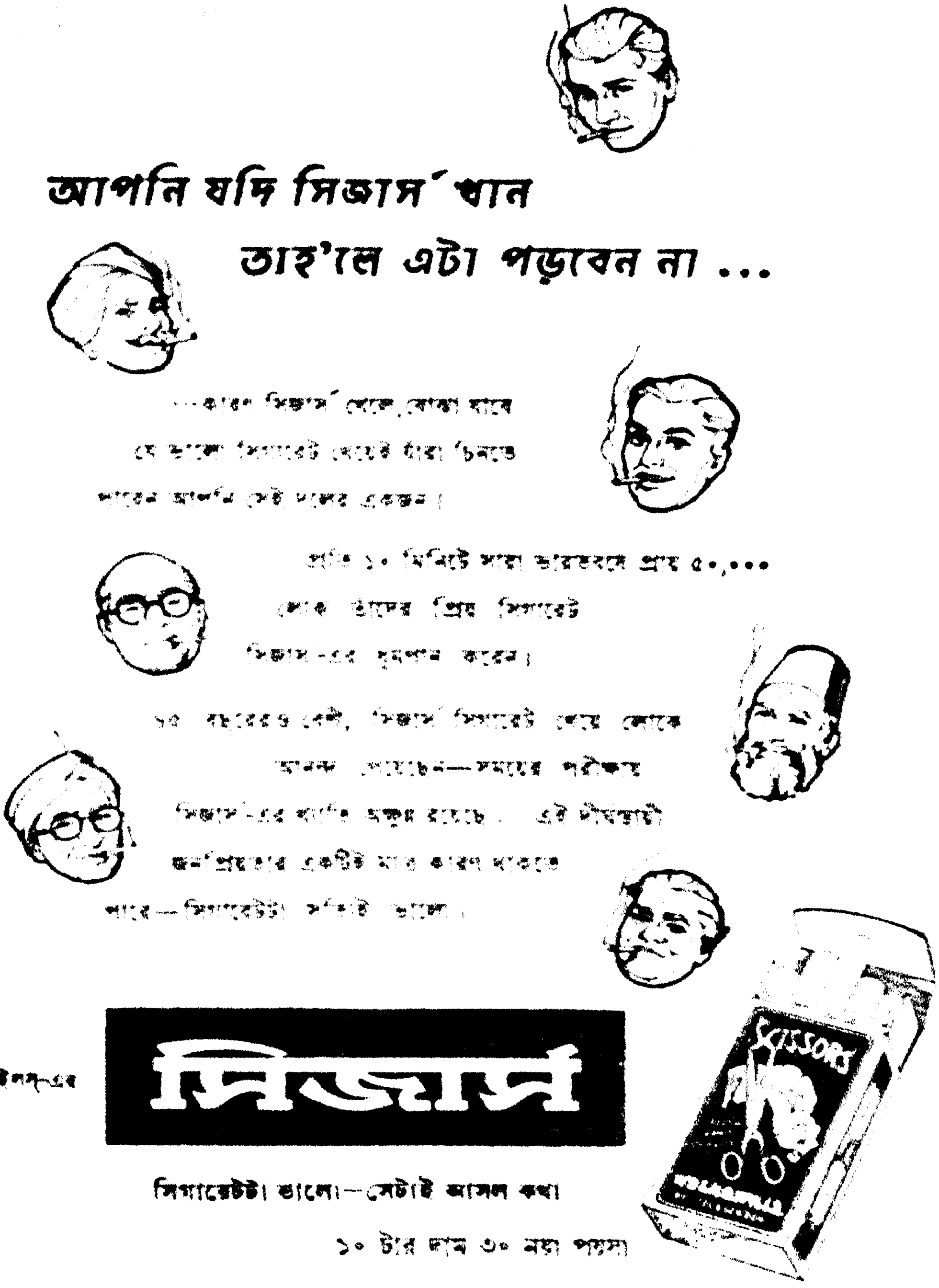
আপনি যদি সিজার্স খান
তাহ'লে এটা পড়বেন না ...
...কারণ সিজার্স খেলে বোঝা যাবে যে ভালো সিগারেট খেয়েই যাঁরা চিনতে পারেন আপনি সেই দলের একজন।
প্রতি ১০ মিনিটে সারা ভারতবর্ষে প্রায় ৫০,০০০ লোক তাঁদের প্রিয় সিগারেট সিজার্স-এর ধূমপান করেন।
৬০ বছরেরও বেশী, সিজার্স সিগারেট খেয়ে লোকে আনন্দ পেয়েছেন—সময়ের পরীক্ষায় সিজার্স-এর খ্যাতি অক্ষুন্ন রয়েছে। এই দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তার একটিই মাত্র কারণ থাকতে পারে—সিগারেটটা সত্যিই ভালো।
উইলস-এর
সিজার্স
SCISSORS
সিগারেটটা ভালো—সেটাই আসল কথা
১০ টার দাম ৩০ নয়া পয়সা

৪০/১১।

কেশবতী কন্যা ...
চাঁদের সুষমা-মাখা তা'র মুখ, বিজলীপ্রভা তা'র দেহবল্লরী, আর কেশ? কেশ তা'র ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের লীলায়িত বিন্যাস।
রূপরচনায় কেশের স্থান গুরুত্বপূর্ণ, রূপকল্পনায় পাই তারই আভাস। কে না চায় নিবিড়-কালো কেশকলাপ? কে না চায় তা'কে ধ'রে রাখতে চিরদিন? এই চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে সেতুবন্ধ কেশরঞ্জন, যার ভেষজগুণ শুধু অপর্যাপ্তই নয়, অনন্যসুলভও বটে।
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা

# দেশ

শনিবার ২১ ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 5th March, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা (সংখ্যা

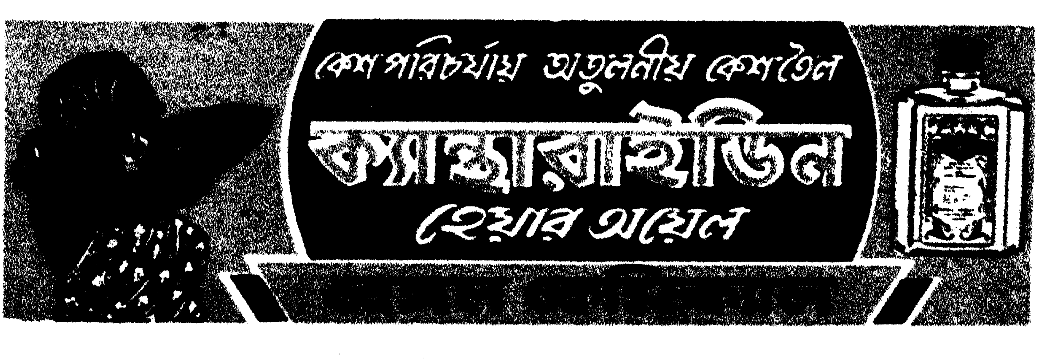

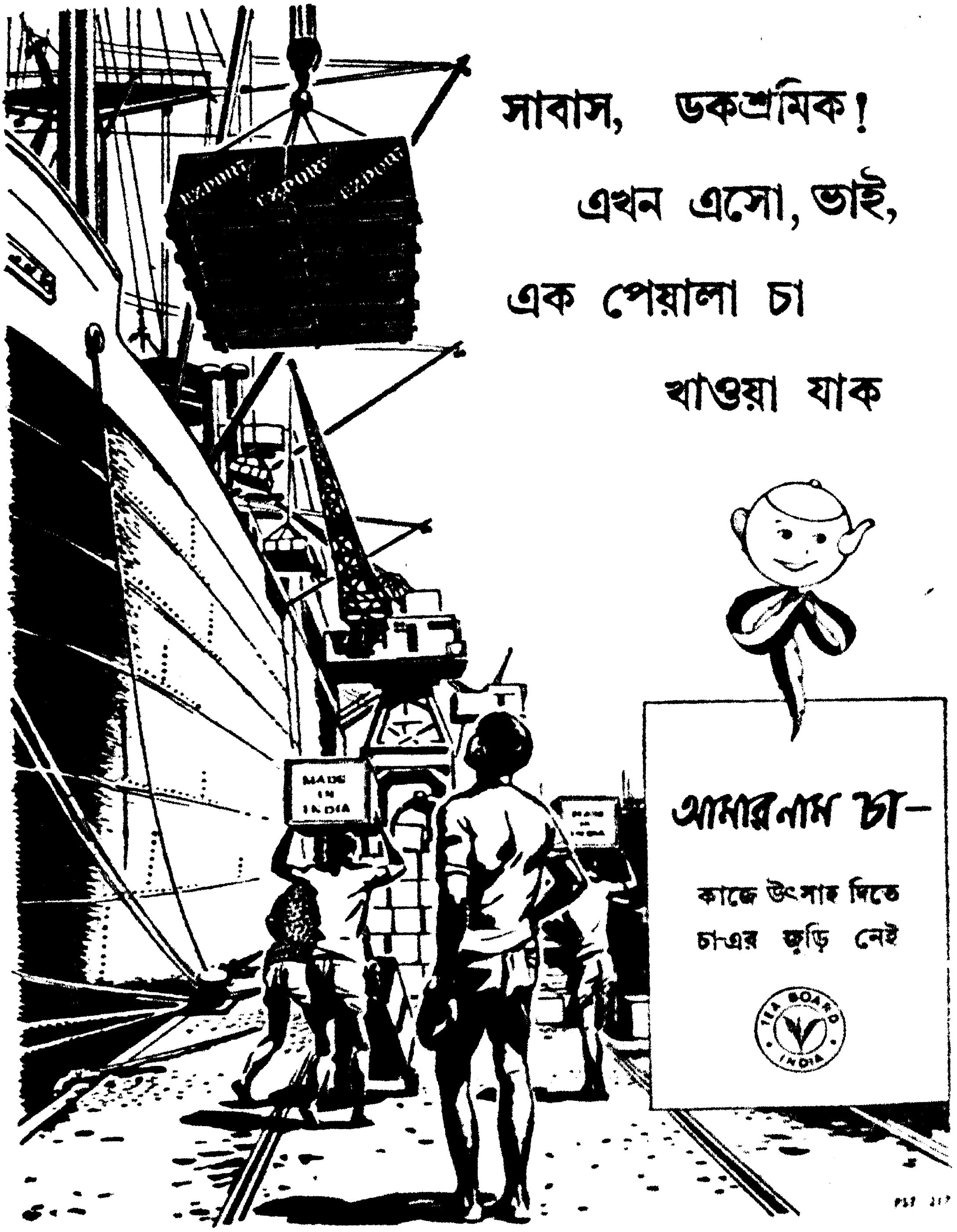
সাবাস, ডকশ্রমিক!
এখন এসো, ভাই,
এক পেয়ালা চা
খাওয়া যাক
MADE IN INDIA
আমার নাম চা—
কাজে উৎসাহ দিতে
চা-এর জুড়ি নেই
TEA BOARD INDIA

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সংকলিত
**প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস**
প্রথম খণ্ড : ৭·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
জাপানে ৬·৫০
পথে প্রবাসে ৪·০০
রূপের দায় ৩·০০
কামিনীকাঞ্চন ৩·০০

প্রাচীন মিশর ৩·৫০

মহিমময় ভারত
প্রথম খণ্ড ৫·০০ । দ্বিতীয় খণ্ড ৫·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ৩·০০

ডোভার পেরিয়ে ৪·৫০

পরশুরাম
চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩·০০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩·০০

পৌরাণিক অভিধান ৭·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
তৌপ ও তৌপর ২·০০

বেত্রবতী
মরা নদী ৩·৫০

সুরতাপিনী ২·০০

প্রেমতারা ৪·০০

মন নিয়ে খেলা ৩·০০

রান্নার বই ৬·০০

বুদ্ধদেব বসু
কালিদাসের মেঘদূত ৬·০০
শোণপাংশু ৪·০০
শেষ পাণ্ডুলিপি ৩·২৫

বনফুল
ভুয়োদর্শন ৩·০০

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত
কাব্য দীপালি ৭·০০

প্রতিভা বসু
জানালা ২·০০

মধ্যরাতের তারা ৩·২৫

আশাপূর্ণা দেবী
স্বর্গের দেবতা ও মানুষ ২·৫০

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতা ৬·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলিকাতা — ১২

: নূতন বই : : নূতন বই :

**সেই চিরকাল**

রেণু, তোমার মন

**সাত পাকে বাঁধা ৪॥০**
পঞ্চতপা নবনায়িকা
সমুদ্র সফেন

তরঙ্গের পর ৩৲
মিলনান্তক ৪॥০
পরিশোধ ৪॥০

দুই তারা ২॥০
বেনোয়ারী
উত্তর ফাল্গুনী ৬॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুবিপুল ঐতিহাসিক উপন্যাস "বহ্নিবন্যা"
বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম

**বলয়গ্রাস ৪৲**
**ছায়াসঙ্গিনী ২৸০**

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২

উদয়াচল-গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত

**যোগবলে রোগ আরোগ্য**

(সহজ যৌগিক উপায়ে সর্ববিধ রোগের চিকিৎসাপ্রণালী)—৬॥০

**Yogic Therapy**—(Simple Yogic Treatment of diseases) Rs. 7/-

**যৌগিক ব্যায়াম** (আসন-মুদ্রা)—২,

**যৌগিক ব্যায়াম** (প্রাণায়াম)—২,

**ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন**—১॥০

**ঈশোপনিষৎ**

(মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন ভাষ্য)—২,

**খাদ্যনীতি ও শিশু-পালন**—১॥০

শ্রীনিবেদিতা দেবী অনূদিত

**নিবেদিতা** (নিজের কথা) ...

... জীবন-কথা—৩॥০

**উদয়াচল প্রকাশনী**

... কলি-৬

ও কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়

(সি ২১১৫)

---

**নীরা**

তাল ও খেজুরের সুমিষ্ট রস

প্রতি বোতল—১২ নঃ পঃ

**খেজুর-সিরাপ**

২ পাউন্ডের বোতল

প্রতি বোতল—১·৫০

সর্বত্র পাওয়া যায়।

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তালগুড় শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ**

৪, ... কলিকাতা—২৬

ফোন : ...

● কমিশনে এজেন্সী দেওয়া হয়।

---

**প্রবন্ধ, সাহিত্য ও ভ্রমণ কাহিনী**

নারায়ণ চৌধুরীর

**সাহিত্যের সমস্যা** ৩·০০

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

**ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা** ৪·০০

যোগেশ বাগলের

**ভারতের মুক্তি সন্ধানী** ৫·০০

অমলেশ ...

**আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম** ২·০০

...

**ঊনিশ শতকের বাংলা-সাহিত্য** ৫·০০

... বৈজ্ঞানিক ...

**গ্রহ থেকে গ্রহে** ১·৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

**ছেড়ে আসা গ্রাম** (২য় খণ্ড) ৩·৫০

অজিতকুমার ...

**ইন্দোচীনের কথা** ২·২৫

...

**গীতি মুখর ভিয়েনা** ২·০০

**সন্ধানীর চোখে পশ্চিম** ২·৭৫

...

**জ্যানেট** নাটক ২·৫০

যন্ত্রস্থ—...

**পপুলার লাইব্রেরী**

১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

---

... উপন্যাস ...

**আলেয়া** ৩·৫০

... **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

... **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

**চেনামুখ**—৪·০০

... **ঘন্টাক্ষর**

**সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ**—২·৫০

**তৃষ্ণা**—৩·০০

**বিবাহিত প্রেম**—৪·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

নাটক

**মুক্তবাণী**—২·৫০

**রুপোলী চাঁদ** (...)

**নাট্যগুচ্ছ**—২·৫০

**গল্প গুচ্ছ**

**ছিরেন বাবুর দেশে**—৩·০০

**রেণীর প্রেম**—৪·০০

**বৈদেহী**—৩·৫০

**আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স**, জবাকুসুম হাউস,

৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২।

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মন্তব্য— | | ... ৩২৯ |
| প্রসঙ্গত— | | ... ৩৩০ |
| বৈদেশিকী— | | ... ৩৩১ |
| আলোচনা— | | ... ৩৩৩ |
| খুঁজে ফিরি সেই মানুষে— | শ্রীসমরেশ বসু | ... ৩৩৭ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম— | শ্রীবিমল মিত্র | ... ৩৪৩ |
| গ্রামে-বাসে— | | ... ৩৫২ |
| পাঁচমুড়োর কুম্ভকার— | শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত | ... ৩৫৩ |



প্রকাশিত

দিলীপকুমার রায়ের বই

অঘটন আজো ঘটে

(চতুর্থ মুদ্রণ)

মূল্য : পাঁচ টাকা

দেশে দেশে চলি উড়ে

(তৃতীয় মুদ্রণ)

মূল্য : সাড়ে ছয় টাকা

৭ই ফাল্গুনের বই

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নতুন উপন্যাস জলপ্রপাত ২·৭৫

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন নাটক রজনীগন্ধা ২·২৫

সতীনাথ ভাদুড়ীর নতুন উপন্যাস শাপমোচন ২·৫০

সম্প্রতি প্রকাশিত (কার্তিক হইতে মাঘ) ॥ : ॥

[illegible] ওরা সব পারে (উপন্যাস) ২·৫০ [illegible] ঈশ্বরের বন্ধু (উপন্যাস) ৩·৫০ [illegible] নীল সোনার বর্ণালি (উপন্যাস) ৩·৫০ [illegible] ছায়ার মেলা (উপন্যাস) ২·৫০ [illegible] ৩·০০ [illegible] লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৩·০০ [illegible] ৩·০০ [illegible] ঘরে-বাইরে রাজেন্দ্রসুন্দর [illegible] ২·৫০ [illegible] বিক্রমের থাম ৫·০০ [illegible] ক্রিকেটের রাজকুমার [illegible] ২·৫০

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

উপন্যাস : [illegible]

[illegible]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : [illegible] ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১


(সি ২১৫১)

টাটার ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান দিয়েই
আমি আমার সব কিছু কাচি
তার কারণ
• ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবানে প্রচুর ফেনা হয় আর তাতে জামাকাপড়ের ময়লা আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়।
• এতে খুব সহজে ও ভালোভাবে জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।
• এর ভেতরে অপটিক্যাল ব্রাইটনার থাকায় সাদা কাপড় ধবধবে আর রঙীন কাপড় ঝকঝকে দেখায়।
তাছাড়া
• ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান যে কোন কাপড় কাচার পক্ষেই সেরা—ফিনফিনে নাইলন, খাঁটি সিল্ক, মজবুত পশম কি সুতী কাপড় সব কিছু।
বিনা আয়াসে কাচতে হ'লে
TATA'S
501
FOR ALL HOUSEHOLD WASHING
PURE SOAP POWDER
দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ৩৫৬

বন্যা (কবিতা) শ্রীবিষ্ণু দে ... ৩৬২

রায়গড় স্টেশনে সন্ধ্যা (কবিতা) শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬২

বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ ... ৩৬৩

পরস্পর—শ্রীদিব্যেন্দু পালিত ... ৩৬৯

নিজেরে হারাবে খুঁজে—শ্রী[illegible] চৌধুরী ... ৩৭৫

গানের আসর—[illegible] ... ৩৭৯

নীলকণ্ঠ ঘোষ লেনের হাত—শ্রীঅতনু সর্বাধিকারী ... ৩৮১

চিত্র প্রদর্শনী— ... ৩৮১



আপনার গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি গ্রন্থ

[illegible]
চণ্ডী
৬.০০

[illegible]
প্রবাসের জার্নাল
[illegible]

সাহিত্য চিন্তা
৪.০০

[illegible]
বিভূতিভূষণ
[illegible]

[illegible]
জেল ডায়েরী
[illegible]

[illegible]
ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র
[illegible]

[illegible]
টি বি সম্বন্ধে
[illegible]

[illegible]
সাহিত্য ও সংস্কৃতি
৪.০০

[illegible]
বাংলার গীতিকার
[illegible]

বাংলার সঙ্গীত
২.০০

[illegible]
সৌন্দর্যতত্ত্ব
[illegible]

[illegible]
গণতন্ত্র প্রসঙ্গে
[illegible]

[illegible]
বাবার কথা
[illegible]

॥ আগামী প্রকাশন ॥
রাজেশ্বর মিত্রের
সঙ্গীত সমীক্ষা

মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২



মার্চ মাসে

মার্কসবাদী ও প্রগতি সাহিত্যের
প্রচার অভিযান

★

[illegible]

নব প্রকাশিত

[illegible]
১৮৫৭ ও বাংলা দেশ

[illegible]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
[illegible]

[illegible]
নেহরু ও চৌ এন-লাই
পত্রাবলী

[illegible]

প্রকাশিত কয়েকটি বই

[illegible]
একজন ২.০০

[illegible]
ভাগনার্সাইড থেকে ১.৭৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
[illegible]


(সি ২২১৮ ১)

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডিল' বলে একটি বিশেষ ধরণের তেল মেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়... সুবাস ভরা রেক্সোনার ফেনা সারাদিন আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে। সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্বদা রেক্সোনা ব্যবহার করুন!
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| পুস্তক পরিচয়— | | ... ৩৮৪ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | | ... ৩৮৮ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | | ... ৩৯০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | | ... ৩৯৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | | ... ৪০০ |


প্রচ্ছদ—শ্রীইন্দু দুগার


[illegible]

## দেশবন্ধু স্মৃতি—১০,

"I believe no cooperation is possible in the country unless you start with Non-cooperation. What kind of co-operation you can expect between masters and slaves"

[illegible]

**সমান্তরাল** — ৩॥০
**লাল পাথর** — ৩,

**একটি আশ্বাস** — ৪॥০

**বিষ পাথর**—২॥০ **কালরাত্রি**—২,

**সোহাগপুরা** ৪॥০ **কেতকীবন** ৩॥০

**নীলবর্ণ শৃগাল**—৪,
**বাংলার কবি**—৪,

**একাকার**—৩ **শাওলা**—২॥০

**আনন্দ মঠ**—৩,

**কলেজ স্ট্রীটে অজ্র**—৪॥০

**অনাদিগন্ত**—৩
[illegible]—৩॥০ [illegible]—২,

**উল্কশ্বা**—৩॥০ **কিছুক্ষণ**—২,

[illegible]—৩॥০ [illegible]—৩॥০

**এক বাঙালীর কথা**—৪
[illegible] ৩॥০ **গল্পসংগ্রহ** ৪,

**মনকেতকী**—৬ [illegible]—৩,

[illegible]—৬ [illegible]—২॥০

**দিবারাত্রি**—৩, **বহুরূপী**—৩,

[illegible]—৩॥০ [illegible]—২॥০

**কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র**— [illegible] ৫,

শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা ৬



[illegible]

## সপ্তপুরা ২·৫০

• [illegible] •

[illegible]

## মধুসূদন :
কবি ও নাট্যকার মূল্য ৩·৫০

[illegible]

## রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ
মূল্য ৬·০০

[illegible]

## বরণীয় মূল্য ৩·০০

[illegible]

## রম্যাণিবীক্ষ্য
সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬·০০
রাজস্থান পর্ব ৭·০০
কালিন্দী পর্ব ৫·০০
( [illegible] )
[illegible]

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
[illegible]

'রক্তরাগ'-এ যে জীবনের সুরু—
তারই যবনিকাপাত ঘটেছে
বরেন বসুর নবতম উপন্যাসে

**প্রাক্তন ৪॥৫**

●

নবনাট্য আন্দোলনে নতুন অবদান

**ছাউনি ১॥০**

বরেন বসুর কাহিনী অবলম্বনে
অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব নাট্যরূপ!

●

: যে উপন্যাসগুলিতে আছে
নতুন দিনের আভাস :

| | | |
|---|---|---|
| শেষ প্রান্তর | ভবেশ গঙ্গোঃ | ৪॥০ |
| চার প্রহর | মাহমুদ আহমদ | ২, |
| রক্তরাগ | বরেন বসু | ৫, |
| মরিয়ম | গোলাম কুদ্দুস | ৪, |
| বাঁদী | গোলাম কুদ্দুস | ৩, |

: সম্পূর্ণ তালিকার জন্য চিঠি দিন :

**সাধারণ পাবলিশার্স**
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২



রোমাঁ রোলাঁর

| | | | |
|---|---|---|---|
| জাঁ ক্রিস্তফ | | বিমুগ্ধ আত্মা | |
| | | দুই বোন | ৩, |
| ঊষার আলো | ৭, | সমুদ্রের পিয়াসী | ৬, |
| বিদ্রোহ | ৫, | মা ও ছেলে | ৫, |

ম্যাক্সিম গর্কীর

মানব ২॥০ গল্প সংগ্রহ ৩,

পার্ল বাক-এর

গুড্‌ আর্থ ৫·৫০ ড্রাগন সীড ৫·২৫

মুলক রাজ আনন্দ-এর

একটি রাজার কাহিনী ৬·৫০
কুলি ৪॥০ অচ্ছুৎ ৩, সরাজ দিল ৩·৭৫
দুটি পাতা একটি কুঁড়ি ৪॥০ নরসুন্দর সমিতি ১·৭৫

**র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব**
৬, কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা-১২



নতুন মুদ্রণ

সুবোধ ঘোষের

# ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান
সপ্তম সংস্করণ
দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশনা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# প্রেমের গল্প

নির্বাচনে বাছাই করা ১১টি
প্রেমের গল্পের সেরা সংকলন

দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ১·২৫ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ৩·৫০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

# দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 5th March 1960
২৭ বর্ষ ; ১৮ সংখ্যা ; ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২১ ফাল্গুন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মন্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের [illegible]

(১) [illegible]

(২) আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] ... প্রয়োজন হইলে অধিকতর অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভক্ত করিয়া ক্ষুদ্রতর করিয়া আনিতে হইবে।

(৩) কমিশন বলেন, শিক্ষকদের বেতনের একটি অবাঞ্ছিত দিক হইতেছে এই যে, উচ্চশিক্ষকদের বেতনের হার অন্যান্য বৃত্তির অনুরূপ শিক্ষা ও যোগ্যতার [illegible] ...

(৪) শিক্ষার বাহন প্রসঙ্গে কমিশন [illegible] ...

(৫) [illegible] ... বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন কমিশন।

এইগুলিই হইতেছে কমিশনের প্রধান সুপারিশ।

উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্যতা নাই এমন অনেক ছাত্র কলেজে ঢোকে, ইহা খুব সত্য কথা। [illegible] কলেজগুলিকে "বিদ্যামন্দিরে" পরিণত করার ইচ্ছা মিথ্যা নয়। কিন্তু [illegible] যাহারা কলেজে ঢুকিবার সুযোগ পাইল, কিন্তু যাহারা বাদ পড়িল তাহারা কি করিবে? তখন কলেজগুলি "বিদ্যামন্দিরে" পরিণত না হইয়া ফুটপাত ও মাঠ পড়িয়া ঐ মর্যাদা লাভ করিবে। কমিশনের টাকা বাঁচিবে কিন্তু দেশ কি বাঁচিবার পথে অগ্রসর হইবে? অন্য দেশে সাধারণ শিক্ষা হতে অধিকাংশ ছাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তনে ঢুকিতে পারে, বা চাকুরী করে। এদেশে সুযোগেরই অভাব। যতদিন না এ সুযোগের সম্ভাবনা হইতেছে ততদিন কলেজে ঢুকিবার পথ সংকীর্ণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। কলেজের ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে, কিন্তু তবু তাহার মনের মধ্যে কোথাও হয় তো একটু শালীনতা থাকে। একেবারে তাহাদের পথে ছাড়িয়া দিলে সেটুকুও যাইবে। কমিশনের সমস্যা আমরা বুঝি, আশা করি তাঁহারাও [illegible] সমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে সম্পূর্ণ সফল নয় তাহার প্রধান কারণ বড় শহরের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ছাত্রাবাসে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয়, তাহা সকলেরই জানা বিষয়। [illegible] ছাত্র যে পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে থাকে এরূপ ছাত্রদের বঞ্চিত করা [illegible]। কিন্তু অধিকাংশ অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা আরও উৎকট। [illegible] পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] হ্রাস পাইবে না। [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]। শহর হইতে দূরবর্তী স্থানে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে সেখানে শিক্ষার আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। তবু দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনকারী শ্রেণীর হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমাদের ধারণা। কিন্তু [illegible] করিয়া [illegible] হইবে [illegible] অবশ্যই করিতে হইবে।

বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু বর্তমান বেতনেও [illegible] যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। এখন দেশের মন ও মেধা [illegible]। সকলেই এঞ্জিনিয়ার হইতে চায়, শিক্ষক হইবার পথে লোক [illegible] না হইয়া যায় না। তবু, বেতন বৃদ্ধি করিলে যোগ্য লোক আসিবার বাধা দূর হইবে—যে দু' [illegible] তাহাই লাভ। শিক্ষার বাহন নির্বাচন সম্বন্ধে কমিশন যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্বৈব সত্য। শিক্ষা সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা করিয়া তুলিলে যে বিড়ম্বনা ঘটে [illegible]। এই [illegible] [illegible]।

[illegible]

# প্রসঙ্গত

নেহরুর আমন্ত্রণে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই দিল্লীতে আসতে স্বীকৃত হয়েছেন, নেহরু জানিয়েছেন যে, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এই সাক্ষাৎকার ঘটতে পারে। নেহরু যে শর্তে চৌ এন-লাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাতে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, তিনি আসবেন না, কিন্তু তিনি আসতে রাজী হয়েছেন। নেহরু যখন সংবাদটি লোকসভায় ঘোষণা করেন, তখন অধিকাংশ সদস্য আনন্দধ্বনি করে ওঠেন বলে প্রকাশ। কিন্তু দেশের বৃহত্তর লোকসমাজ এই আনন্দধ্বনির সমর্থন করবে মনে হয় না। নেহরুজীর অনমনীয় শর্ত এই যে, চীনা দখলকারী ফৌজকে ভারত-ভূমির অবৈধভাবে অংশ ছেড়ে দিতে হবে আর চীনকে মেনে নিতে হবে ভারত ও চীনের মাঝখানে ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক সীমানারেখা। নেহরু বারংবার বলেছেন যে, এ দুটি শর্ত পূরণ হলে তবে দুই দেশের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলতে পারে। আর আবার এ সাক্ষাৎ প্রস্তুত হোল। [illegible] চৌ এন-লাই যখন শর্ত দুটি মেনে নেননি —তাঁরই বা হঠাৎ সম্মত হওয়ার কারণ কি? দিল্লীতে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কি কথা-বার্তা হবে। কোন ভিত্তিতে আলোচনা হবে? ১৯৫০ সালে নেহরু যখন তিব্বতের উপরে চীনের অধিকার স্বীকার করে নেন তখন চীনের কাছ থেকে ম্যাকমাহন লাইন সম্বন্ধে কিছুই স্বীকৃতি আদায় করে নেননি—তারই পরিণাম পরবর্তী ঘটনা। আমাদের ভয় নেহরুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিশ্বাসপ্রবণতাকে। এবার আবার তিনি চীনের কোন কথার উপর বিশ্বাস করে কী করে বসেন সেই সম্ভাবনায় আমরা ভীত। কিন্তু একটি বিষয় নেহরুর স্মরণ রাখা উচিত। তার শর্তের কোন দুর্বলতা দেশের লোক স্বীকার করবে না।

•

বোম্বাই রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিত্যকাজের জন্য মৌনভাবে ধ্যান করতে শিক্ষা দেবে। ইংরাজী শব্দ এই মৌনধ্যানের "silent meditation" বলা হবে। নেহরুজীর প্রস্তাব অনুসারে বোম্বাই সরকারের এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্যোগ হয়েছেন, আমরা এই পরিকল্পনার সমর্থন করি। অনেককাল একটা কথা উঠেছে যে, ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, কেউ বলছেন "Religious training", কেউ বলছেন "moral training" এরূপ অনেক রকম কথা। কিন্তু ছাত্রদের জন্য মৌনধ্যানের কথা কেউ বলেননি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এই প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। মৌখিক বক্তৃতা শোনার চেয়ে এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে আমাদের বিশ্বাস।

•

[illegible] শিল্পী ঐতিহ্য [illegible] এর অর্থ এই যে [illegible] ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন [illegible] এর [illegible] কারণ কেবল [illegible] সম্ভব নয় [illegible] এই [illegible] জন্য আমরা ঐতিহ্য [illegible] আশা করি। [illegible] রক্ষা হবে [illegible] সৃষ্টি হবে উচিত। আমরা [illegible] মনোভাবের সমর্থন করে সেই দাবী পেশ করছি।

•

[illegible] শিক্ষা [illegible] শিক্ষার [illegible] পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ও শিক্ষা [illegible] ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একটি কমিটি [illegible]।

কমিটি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব সুপারিশ করেছেন তন্মধ্যে একটির আলোচনা আজ আমরা করব।

কমিটির সর্বপ্রথম সুপারিশ এই যে, [illegible] এক সময় [illegible] ও [illegible] এই [illegible] শিক্ষা [illegible] কমিটি [illegible] সুপারিশ [illegible]।

"এই সময় [illegible] সম্বন্ধে [illegible] জীবনযাপন করিতে হইবে। [illegible] দুইটি [illegible] ও [illegible] শুরু করিতে হইবে। এই সময় ইংরাজী শিক্ষার উদ্দেশ্য, হিন্দী ও [illegible] আবশ্যিক রূপে শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান [illegible], ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সঙ্গীত, নৃত্য, [illegible] প্রভৃতির সম্বন্ধেও এই ছাত্রীদের ব্যবস্থা থাকিবে। [illegible] আত্মগঠনের অভ্যাস [illegible], সমালোচনা ও জ্ঞানপিপাসার জন্য গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও পত্রিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

এখন কমিটির প্রস্তাবে যদি কাজে পরিণত হয়, এদেশের অনেক কাজের মতো তা যদি আমলাতান্ত্রিকতাহীন না হয়, তবে এই ব্যবস্থাতে প্রচুর ফল পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। [illegible] ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষার প্রধান দোষ এই যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। [illegible] এই [illegible] একদিকের উপরে এই [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] আমাদের দেশে [illegible] ও [illegible] অন্যতম একটি কথা — [illegible] একটি [illegible] [illegible] পরিকল্পনা [illegible] ও [illegible] কমিটি [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] ও [illegible] এক [illegible] এরূপ ব্যবস্থার উচ্চাঙ্গের অভাবনীয় নয়। নূতন ব্যবস্থার [illegible] এক [illegible] আশা করা যায় [illegible] উপরে [illegible] ও [illegible] ব্যবস্থা করিতে অনেক সাহায্য করবে নূতন ব্যবস্থা।

# বৈদেশিকী

[illegible]

[illegible]

---


**সদ্য প্রকাশিত চারটি চাঞ্চল্যকর উপন্যাস**

[illegible]

**স্মরণচিহ্ন ৫·০০**

[illegible]

**একটি সমুদ্র [illegible]·৫০**

[illegible]

**রাণী বৌ ৪·০০**

[illegible]

**অপরাহ্ণ ৩·০০**

[illegible]

**গ্রন্থাগার বিজ্ঞান** ১০,

**উদয়-অস্ত** ৬, **অগ্নীশ্বর** ৩,

**মহারাণী** ৩॥০ **ভুবন সোম** ২,

**রাজপুতানী** ৩॥০

**সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত** ৪,

**ছোটদের নজরুল** ২,

**বঙ্গ ও শ্রীমতী** ১ম ৩, ২য় ৩॥০

**পাপ** ১ম ৩, ২য় ৪,

**রঙ্গবাড়ী** ৩॥০

**ডাক্তারের হাতে দড়ি** ২॥০

**অথ সংসারচরিতম্** ২॥০

**অভিসারিকা** ৩,

**ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে** ৩॥০

**ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র** ৩॥০

**যেসব বইয়ের নতুন সংস্করণ হলো**

[illegible]

**ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬**

খ্রুশ্চেভের ভালো লাগে না। তেমনি আমেরিকা চায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মনকষাকষির ঝাঁঝটা সবাই কমাতে চায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট এবং পোলাণ্ড অথবা চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে যদি মনকষাকষির কোনো নূতন প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে ওয়াশিংটনে একটা আনন্দের শিহরণ জাগে। সেইজন্য এই দুই দেশের [illegible] ব্যবহার এবং কথাবার্তা আমাদের কাছে অনেক সময়ে কৌতুকময় বোধ হয়। অনেক সময় বিরক্তি বোধ হয়। যথা, মিঃ খ্রুশ্চেভ বারম্বার বলে যাচ্ছেন যে, পশ্চিমের ভারতবর্ষকে যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে, দিচ্ছে বা দেবে, সেটা তাদের নিজেদের স্বার্থের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সোভিয়েটের সাহায্য একেবারে নিঃস্বার্থ পরোপকার। একথা এদেশে কেউ বিশ্বাস করে না, মিঃ খ্রুশ্চেভ হাজারবার বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এ বিষয়ে তাঁর এবং মিঃ খ্রুশ্চেভের ধারণা একরকম নয়। এই সাহায্যদান যাঁরা করছেন, তাঁরা কেবল স্বার্থবুদ্ধি থেকে করছেন, এটা না হতে পারে, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া [illegible] যাঁদের হাতে [illegible] কোনোটাই নয়। তিনি যেমন করে ব্যাখ্যা করুন না কেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে [illegible] কোনো স্বার্থ রক্ষিত বা [illegible] হচ্ছে, এই বোধ ছাড়া কোনো গভর্নমেন্ট বিদেশে সাহায্যদান করে না, মার্কিন গভর্নমেন্টও করে না, সোভিয়েট গভর্নমেন্টও করে না।

বস্তুত একটা কথা বললে [illegible] আত্মসম্মান রক্ষা করা সম্ভব হয়। কেউ সাহায্য করে যদি বলে 'আমি তোমাকে সাহায্য দিচ্ছি, এ কেবল তোমার উপকারের জন্য, এতে আমার কোনো লাভ নেই', তাহলে কৃতজ্ঞতার বোঝাটা [illegible] বোধ হতে থাকে, দ্বিতীয়ত [illegible] বিরুদ্ধে মনে একটা রাগ জন্মাতে থাকে। [illegible]

[illegible]

[illegible] একাধিক পার্টির অস্তিত্ব আছে।

২৮।১২।৬০

শিল্পে জগতের
শান্তি
হেয়ার অয়েল

সুরুচির বই

প্রেমেন্দ্র মিত্র
সম্পাদিত

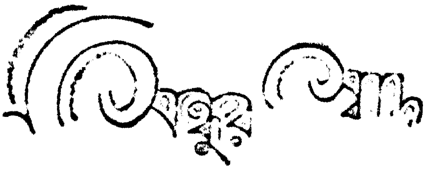

সংকলিত আটাশজন লেখকের আবির্ভাব
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে শুরু করে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত

সুবোধ ঘোষ। [illegible] মুখোপাধ্যায়। [illegible]। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। বিমল মিত্র। [illegible] ঘোষ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। [illegible] চট্টোপাধ্যায়। সন্তোষকুমার ঘোষ। রমাপদ চৌধুরী। [illegible] বসু। বিমল কর। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। [illegible] মুখোপাধ্যায়। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। লীলা মজুমদার। সমরেশ বসু। [illegible] মুখোপাধ্যায়। [illegible] ঘোষ। সর্বাণীপ্রিয় ঘোষ। [illegible]। [illegible] রায়। [illegible] নন্দী। [illegible]

বাংলা গল্প-সাহিত্যের অসাধারণ কীর্তিকে নিয়ে শিল্পীর নিজস্ব চেতনার আলোয় [illegible] যেমন অপরিহার্য, তেমনি এর ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য
[illegible] প্রচ্ছদ সমৃদ্ধ, সুন্দর ছাপা এবং মনোরম অঙ্গসজ্জা ॥ মূল্য : সাত টাকা

অন্যান্য গ্রন্থ

হেডমাস্টার (উপন্যাস)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ২·৫০ ॥ মায়ামারীচ (উপন্যাস)—সুনীলকুমার ঘোষ। ৩·৫০ ॥ রাতের ট্রেন (উপন্যাস)—সর্বাণীপ্রিয় ঘোষ। ৩·০০ ॥ সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা—হরপ্রসাদ মিত্র। ৩·০০ ॥ হাওয়ার সংরাগ (কবিতা)—শিপ্রা ঘোষ। ২·০০ ॥

যন্ত্রস্থ গ্রন্থ

[illegible] । হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ যৌবনবাউল । অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি ॥ [illegible]

সুরুচি প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

# আলোচনা

## দেবী, না মাধবী? [illegible]

[illegible]

কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি

[illegible]

[illegible]

● সদ্য প্রকাশিত ●

| | |
|---|---|
| নারায়ণ সান্যালের<br>নতুন উপন্যাস | [illegible]<br>নতুন উপন্যাস |
| **মনামী** | **নীলাঞ্জনের খাতা** |
| [illegible] | [illegible] |

● প্রকাশের অপেক্ষায় ●

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| পঞ্চবেলার বাবা | মানুষ গড়ার কারিগর |
| নীলকণ্ঠের | [illegible] চৌধুরীর |
| [illegible] | [illegible] |

● [illegible] ●

[illegible]

● [illegible] ●

[illegible]

॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ॥

| | | |
|---|---|---|
| বিচারক [illegible] | ॥ | [illegible] ২·৫০ |
| রসকলি [illegible] | ॥ | [illegible] ২·৫০ |
| [illegible] | ॥ | রাইকমল ২·৫০ |
| ডাকহরকরা [illegible] | ॥ | [illegible] ৫·০০ |
| চাঁপাডাঙার বউ [illegible] | ॥ | আরোগ্য-নিকেতন [illegible] |
| [illegible] | ॥ | আমার কালের কথা ৫·০০ |
| আমার সাহিত্য জীবন [illegible] | ॥ | হাঁসুলীবাঁকের উপকথা [illegible] |
| আরোগ্য-নিকেতন [illegible] | ॥ | রচনা সংগ্রহ [illegible] ১০·০০ |

॥ অন্যান্য বই ॥

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] ১·৫০ | [illegible] ২·৫০ | [illegible] ৬·০০ |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] ৮·০০ | [illegible] ৩·৫০ | [illegible] ৪·৫০ |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] ২·৫০ | [illegible] ২·৫০ | [illegible] ৩·৫০ |

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড — কলিকাতা-[illegible] ॥

এ-কথা স্পষ্ট করে লিখে রাখার সময় এসেছে—কী কথাশিল্পে, কী কথাচিত্রে। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা যেন ভুল [illegible]। সেকালের ছবিগুলিও কম মনোহারী ছিল না। Once upon a time কোন সম্পন্ন জমিদার পরিবারে এই ঘটনা ঘটেছিল—"দেবী" ছবিটি যদি শুধু এইটুকুই যথাযথ এবং পরিচ্ছন্নভাবে বলত এবং বলে ক্ষান্ত হত, তা হলেও যথেষ্ট হত। তবে যাঁরা সব কিছুতেই তাৎপর্য খোঁজেন তাঁরা খুশী হতেন না। এই [illegible] [illegible] [illegible] আবেদনের কথা [illegible] বহুকাল থেকে [illegible], অধুনা [illegible] [illegible]।

প্রৌঢ় জমিদারের স্বপ্নদর্শন, পুত্রবধূকে দেবীর অভিষেক, পুত্রের বিদ্রোহ এবং অবশেষে সব-কিছুর নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি—এই মূল কাহিনীটুকু রবীন্দ্রনাথের। [illegible] [illegible] দিয়েছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চিত্ররূপ সত্যজিৎ রায়। এই দুটির তারতম্য নিশ্চয় আছে, থাকবেই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যদি গল্পটিকে রূপ দিতেন, সেটিও কি স্বয়ংসম্পূর্ণ হত না? শিল্পীমাত্রেই দেখা, লেখা বা আঁকায় তাঁদের নিজস্ব এবং এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই মূল মহাকাব্য থেকে ধার-করা কাহিনীভিত্তিক খণ্ড-কাব্যও [illegible] হয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] "দেবী" [illegible] [illegible]।

এটি একালের গল্প নয়, এই [illegible] অভিযোগের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই দৃষ্টিতে পৌরাণিক ছবি ত বটেই, ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসও বাতিল হয়ে যাবে। সে-কালের কথাই হোক, সেটি শিল্প হল কিনা, শিল্পবিচারে একমাত্র জিজ্ঞাস্য এই। [illegible] ঘটনা-সম্পর্কিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] না হয় পড়ে চোখে লাগায়। "দেবী" চিত্রে পৌত্তলিকতাবিরোধী [illegible] [illegible] অবসন্ন [illegible]। রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী"র কোন কোন কবিতা সম্পর্কে ইসলামী [illegible] [illegible] কথা আমরা জানি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হয়ে [illegible] বিশ্লেষণ করলে [illegible] বেশী [illegible] পেতুম।

[illegible] প্রশ্ন উঠবে, [illegible] না থাকে, [illegible] [illegible] [illegible] কি "দেবী" [illegible] ছিল? অবশ্যই ছিল, অন্যথা ছবি [illegible] [illegible] [illegible] থাকত না। [illegible] [illegible] যে, [illegible] এই চিত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "দেবী" ছবিটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible]।

"দেবী" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।


## হিউএনচাঙ

**শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু**

[illegible] [illegible] বছর আগে এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুর্কীস্থান ও সমগ্র ভারতবর্ষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

"হিউএনের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" —[illegible]

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" —[illegible]

"[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" —[illegible]

মূল্য [illegible], [illegible] [illegible] ৩,

**বিশ্বভারতী**

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

[illegible]

"know then thyself; presume not God to scan."

[illegible]


বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থ সম্ভার

সদ্য প্রকাশিত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের [illegible]

**স্বাদু স্বাদু পদে পদে**

[illegible]

জ্যোতির্বিন্দু নন্দীর [illegible] উপন্যাস

**গ্রীষ্মবাসর**

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| পাগলী মহল | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪·০০ |
| [illegible] | ॥ [illegible] ॥ | ৪·০০ |
| [illegible] | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·৫০ |
| [illegible] | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ [illegible] চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইষ্ট কুটুম্ব | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ [illegible] ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| [illegible] | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৫·০০ |
| [illegible] রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৫·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·০০ |
| [illegible] | ॥ [illegible]কুমার মিত্র ॥ | ৬·০০ |

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] ॥ | [illegible] | ১·২৫ |
| [illegible] ॥ | [illegible] | ০·৯৪ |
| [illegible] ॥ | [illegible] | ০·৯৪ |

[illegible] প্রকাশক

প্রথম প্রণয় [illegible] ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড রমণীর মন [illegible]

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

যখন তার কাছে কাতারে কাতারে লোক এসেছে, অলৌকিক শক্তির প্রসাদ প্রার্থনা করেছে, রোগ মুক্তির জন্য। মেয়েটি বার-বার কামনা করেছে ব্যর্থ হোক, অন্তত একবার তার ঐশী আশীর্বাদ ব্যর্থ হোক, খোলস খসিয়ে তবেই সে একবার মাটিতে নেমে আসতে পারবে। তার গোপন ইচ্ছা[illegible] হয় পুত্রোপম শিশুটির মৃত্যুতে, কী নিষ্ঠুর কঠিন মূল্যে। [illegible] [illegible] আবর্তন—[illegible] প্রশ্ন।

এ-ও ভেবেছি, গল্পটির শেষ [illegible] এমনও হতে পারত। চরম সর্বনাশের দিনে শোকাহত বধূটি সারাদিন মূর্ছিতপ্রায় ঘরের ভিতর কাটিয়েছে। একটি-একটি করে দিন মরল, বেলা গেল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল। থেকে থেকে শুধু [illegible] [illegible] শোনা যায়, শিশুটির [illegible] [illegible] ভেসে আসে। তখন একবারও কি [illegible] উঠে বধূটি [illegible] একবারও কি মনে [illegible] এই [illegible] [illegible] আসবে ওরা আসবে সময় হয়েছে, অমুককে আবার নিয়ে দেবীর বেদীতে বসাবে, আবার ঘণ্টাবোল শুরু হবে। দেবীর পূজো [illegible] বাদ যেতে পারে না।

কিন্তু কেউ আসেনি। অন্ধকারই একটি-একটি করে জমাট বেঁধেছে। বধূটি তখন [illegible] উঠে [illegible] ঠাকুরদালানের দিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] নেই। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] আর [illegible] না।

[illegible]


শিশির সেনের

# আনন্দনিকেতন ৪-৫০

[illegible]

আনন্দ পাবলিশার্স :: ১৪বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীবাসব-এর

নতুন উপন্যাস

দেওয়ান বাড়ি ৭.৫০

[illegible]

এই লেখকের

এক মুঠো মাটি (২য় সং) ৪, ॥ কন্ঠ বিনোদিনী ৪,

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ চেউয়ের পর চেউ ॥ ৬.০০ প্রমথনাথ বিশী ॥ এলার্জি ॥ ৩.০০ প্রফুল্লকুমার মণ্ডল ॥ অতলান্তিক ॥ ৬.০০

বিশ্ববাণী ॥ ১১এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলি-৭


[illegible]

সুকুমারকুমার ঘোষ, কলকাতা।

# খুঁজে ফিরি সেই মানুষে

সমরেশ বসু

দু পাশের শালবনের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ যদি ভুল হয় যে, দুর্গাপুরের এ পাশের সীমানায় শালবন রাখা কেন, তবে নিজেকে দেখলেই হবে। এ পথে যায় বাস, এ পথে যায় যাওয়া-আসা, তাকে সে পথ না-দিয়ে ছাড়ে না। এ পথের ধুলো [illegible] সংকলিত থেকেই শুরু হয়। লাল ধুলো মানুষের মধ্যে ঢুকেও কিচকিচ করে জানান দেয়। আর বাইরে অনবরত যে বিকট চীৎকার শোনা যায়, সে হল গাড়োয়ানদের গলার সাবধানের শব্দ। গ্রামবাসী গরুদের [illegible] শব্দ শুনলেই মাথা খারাপ। একেবারে কানের মত বাজায় যেন ছুটে দৌড়। গাড়ির মাথা মানুষ তাতে পড়ল কি মরল, বিচার করবে না।

আগে যায় চিন্তামণির যাত্রীরা। তারপরে জয়দেবের যাত্রীরা অজয়ের ধারে। কিন্তু অজয় নদ কোথায় যায়, কে জানে। সামনে দেখা গেল দুপুরের মরীচিকা। [illegible] বিরাট বাঁশবন। ধুলো উড়ছে আকাশে। ধুলো উড়ছে মানুষের পায়ে পায়ে। [illegible] বলদের খুরের ঘায়ে।

লাইন দিয়ে চলেছে গরু-মোষের গাড়ি। কাতার দিয়ে চলেছে মানুষ। এক রকম নয়। যাওয়া আসা দুই-ই চলছে। দু একটি জীপগাড়িও যে না দেখা যায়, তা নয়। গায়ে তাদের লিখন আছে দুর্গাপুরের ইস্পাত কলের ছাপ। অজয়ের এ বাঁকের চার কলের গাড়ির শব্দ কোনো জন [illegible] চমক দেয় না। দূরের ওই কোথাও গাঁয়ের মেলা থেকে কলের গানের যে রকম আওয়াজ শব্দ ভেসে আসছে, তাতে বোঝা যায়, কলের আওয়াজ বাংলার কোনো গ্রাম, কোনো নদীর চর-ই আর তেমন চমকায় না।

বাঁকের পথ দিয়ে, [illegible] দেখা [illegible]। বাঁকের পথ [illegible] উঠতে [illegible] শিবানন্দের [illegible] পেরিয়ে [illegible] গাড়ির চাকা [illegible] চায়।

কিন্তু [illegible] ধুলো [illegible]। [illegible] বলে, [illegible] নদী [illegible]। [illegible] সোনালী [illegible] জল আছে। [illegible] একটাখানি নয়।

আগাগোড়া পায়ের [illegible] হবে, তার [illegible] মাথায়। এ নদীটা পার হতে হবে। তবে আপন-খুশি [illegible] চলবে না। পরের পায়ের সাড় ধরে পাড়ি দিতে হবে। প্রায় [illegible]

[illegible]

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

# কোপাই নদীর মেয়ে

# যক্ষ্মারোগ ও প্রতিরোধ

[illegible]

উৎসবে

# ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

কুরুর গৈরিক জঙ্গলে নির্বাক
নূপুর বাজায় তাল নাচে পদ্মাবতী।

কোন্ মন নিয়ে শুনেছে কবি সেই রসের গুর্জরী-মালব রাগের গান, তার সঙ্গে রূপক তাল, হরিতাল, অষ্টতালী, একতালী। সে রাগ ও তালের বোলে, মোহিনী নাচের ছন্দে নূপুরের ধ্বনি শুনে প্রায় কেন্দুলির বাঁধে আতুর হয়েছে। অজয়ের খরস্রোত সতৃষ্ণ সয়েছে কেন্দুবিল্বের পারে।

অজয়ের তীর ছেড়ে একটু এগোলেই রাধা-বিনোদের মন্দির। সপ্তদশ শতাব্দীর কবির রাজপুত্রের ভিতরে বুঝি সপ্তদশ শতাব্দীতে এ মন্দির উঠেছিল। পোড়া ইটের ফলকে ফলকে ছবি আঁকা। কিন্তু রাধাবিনোদের লীলা নেই। মন্দিরের গায়ে লীলা করছে ভগবতী মহিষমর্দিনী। তাঁর পায়ের তলায় লড়াই করে বানরে আর রাক্ষসে। লঙ্কার পাপ আর পঞ্চবটীর পুণ্যকাহিনী।

এই মাটিতেই সেই কবির ঘরকন্না? এই মাটিতেই, কবি লেখেন গান, প্রেমমুগ্ধ সজল চোখে দেখেন পদ্মা'

শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
গুরুদত্তের "চৌদভিন কা চাঁদ" ছবিতে

রূপ যেন তার রূপকথারই রাজকন্যার মতো...

চিত্রতারকার সৌন্দর্য্য-সাবান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাক্স

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী।

LTS.42-X52 BG

কিন্তু কাজের গায়ে হাত পাততে পারি না। [illegible]

[illegible]

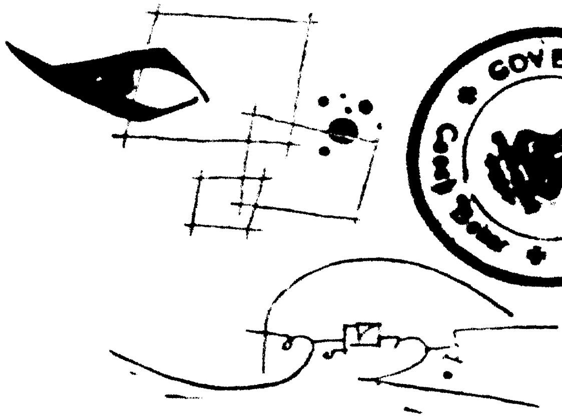

GOVERNMENT LIBRARY

সৌমেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[illegible]

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[illegible]

নিও লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible]

**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

আরোগ্য করিতে ২৫ বৎসর ভারতে ও ইউরোপে অভিজ্ঞ ডাঃ [illegible] সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল [illegible] সাক্ষাৎ করুন। [illegible] রোড, [illegible], কলিকাতা।

(সি ২৯৫৬)

**কে, হোড়ের কণক পাউডার**

# বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা-খরচায় পরামর্শ দান

প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বেরিয়ে গেলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus) এবং চিনি ছাড়া শর্করার প্রস্রাব হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস ইন্সিপিডাস (Diabetes Insipidus)। যেসব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন, তাঁদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাবোধ করেন, শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কাজে উৎসাহের অভাব বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, চুলকানি হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, যকৃতের কাজ মন্থর হয়, [illegible] এবং পাকাশয়স্থ [illegible] (প্যানক্রিয়াস) [illegible] হয়। এই রোগের অবহেলা করলে [illegible], দৃষ্টিশক্তি [illegible], অনিদ্রা, [illegible] দৈহিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস, দৈহিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ এবং [illegible] বৃদ্ধি পেতে পারে। যাঁরা এই রোগে ভুগছেন, তাঁদিগকে বিনা খরচায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমাদের নিকট লিখিতে অনুরোধ করছি—যার ফলে তাঁরা ইঞ্জেকশন না নিয়ে উপোস না করে বা অন্য [illegible] না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং সর্বসময় যৌবনের ও শক্তিশালী বোধ করবেন এবং দৈহিক কার্যকলাপে [illegible] যাবেন। পরে বিলম্ব না হওয়ার আগেই লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

**ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)**

পোঃ বক্স ৫৮৭

৬৬, কানাই শীল স্ট্রীট (কলুটোলা)

কলিকাতা


তারপরে আপাদমস্তক দেখে বলে বেলনাশা তলায় বসে, সিথেনে কলে মুখ নাগিয়ে গান গাচ্ছে। বসবার জায়গা হয়েছে, আরাম পাবেন বইসে।

পাশের 'ইন্দিরে' 'জ্যাকেটিকে' দেখিয়ে যদি কেউ জিজ্ঞাস করে, ইনি?

বাউল মোহন হেসে বলে,

চণ্ডীদাসের রজকিনী
[illegible] প্রেম তাঁর দানে
[illegible] চিন্তামণি
[illegible]
নয়ন কোণে ঝলক দিয়ে
বাংলা এবং [illegible]॥

সহজ পরিচয় বাঁধে বাউলনী।

মোহনপাড়ার ছায়া দেখছি সবখানে। নদীয়া জেলার মোহনপাড়, সেখানে খোলা আকাশের তলায় [illegible] বাগানের ছায়ায় ছায়ায় বাউল-বাউলানীর ভিড়। সেখানে এমনি আসর দেখেছি পৌষ-পূর্ণিমার রাতে। এমনি গান শুনেছি সেখানেও, যেখানে তত্ত্ব ছাড়া গান নেই। তত্ত্ব ছাড়া শিল্পসৃষ্টির কোনো প্রেরণা নেই। তত্ত্ব আছে বলেই কথা আছে। কথা ছন্দ বাঁধে তার তালে সুরেরও প্রকাশ।

[illegible] আমি। মোহনপাড়ার বাউল মেলার সহজ সাধক এখনকার রাধাবিনোদের মন্দিরের সামনে।

আর-এক আসরে তিনজন একতারা [illegible] ধরেছে। বড় ভুল, বাঁয়া-একতারার আর ডুগডুগিতে তাল দিয়ে গাইছে কেউ কেউ,

[illegible] উঠা [illegible] শিখরা,
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

একদিকে কাম, অন্যদিকে কুলিশ [illegible] সুরুচিবোধ।

তাই কি বাউল আজ অজানায়? সহজ সাধনের প্রকৃতি বাজে কল্পনা করে [illegible] নাকি জয়দেবের পদ্মাবতীকে? যে-কল্পনার, অন্যপ্রে বৃন্দাবনের পথে রাধাকৃষ্ণ-লীলা [illegible]? সহজ সাধকের সেই বৃন্দাবনের [illegible] [illegible] মুক্তি [illegible] পদ্মাবতীর নূপুরে। বাউল তাই মাত্র শিষ্যদের কাছ [illegible] এসে মুক্তি জয়দেবের পাড়ে।

[illegible] বলে, পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেবের পাড়ে এ যেন বাউল কংগ্রেস। জয়দেব স্মরণোৎসবকে কেন্দ্র করে কোনো এক অতীতে বুঝি এ-বাউল সম্মেলন শুরু, [illegible]। মন থাকলেই মিলন চাই। পরস্পরের দেখাশোনা, আলাপ-আলোচনার সাময়িক পথ চাই।

বাউল আছে যে যেখানে, সবাইকে আসতে হবে। আর এই যদি সব হয়, তা হলে বসতে হবে, নদীতে জল নাই নেই। উৎসে তার টান ধরেছে অনেকদিন।

বাউল কবেকার? চৈতন্যচরিতামৃতে নাকি অনেকবার বাউলের নামোচ্চারিত হয়েছে।

'আমি ত বাউল আন্ কহিতে আন্ কহি।'

কিংবা

নাসিকায় পড়ে যদি [illegible] বিনা মূল্যে হব দাসী
বাউলী হঞা কৃষ্ণ পাশে যাই।

চণ্ডীদাসেও বাউল শব্দ আছে।

যদি জিজ্ঞাস করি, বাউল কে? তবে শুনি, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' সেই মানুষে খুঁজে বেড়াই, তাই আমি বাউল। সে মানুষ কে? সে মনের মানুষ, সহজ মানুষ, সে রসিক সে অচিন পাখি, সে অধরা। সেই [illegible] মানুষ [illegible] সেই [illegible] মানুষ [illegible] সংসারের এই মানুষে সেই মানুষ আছে।'

[illegible] সহজ সাধনে। সহজ ভজনে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে। যেমন চণ্ডীদাস আর রজকিনী। নারী আর পুরুষের প্রেম। [illegible] নেই সে মানুষ। [illegible] নেই, সে [illegible] সে [illegible]। এই সহজ [illegible] [illegible] নাই [illegible] [illegible]

বাউল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] দেখা [illegible] নেই। [illegible] নেই, [illegible] নেই, [illegible] নেই। [illegible] বাউলের [illegible] কিন্তু [illegible] নেই। তাই এখানে আসল আঁধারের [illegible], কিন্তু সবই আসল। [illegible] বাঁয়া ডুগি একতারা প্রেমজুড়ি আর [illegible] মত আলখাল্লা কোমরবন্ধনী ও মাথার পাগড়ি নেই। [illegible] করতাল আর গেরুয়া বসনও আছে বাউলদের মাঝে মাঝে। [illegible] কপনি আঁটা হিন্দুস্থান আর চিমটাধারীও আসর নিয়েছে।

[illegible]


## গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

[illegible]

## আশাপূর্ণা দেবীর

[illegible]

## হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

[illegible] উপকূল ৩,

[illegible]

## সুমথনাথ ঘোষের

[illegible]

## নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

[illegible]

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

উপহারে ও ব্যবহারে

[illegible]

বাসনালয়

ফেললাম। জেলা যে কত বড়, বুঝলাম এবারে। এখন শীতকাল। ধান উঠে গেছে। রবিশস্য সারবার সময়। তাই [illegible] গাড়ি ও সাজিয়ে নিয়ে বসেছে হাটের [illegible]। কুড়ুল কাস্তে কোদাল [illegible]। কাঠের বাটি, কাঠের গেলাস, কাঠের [illegible]। কাঁসা পেতলের দেখা নেই। [illegible] জুতো অপর্যাপ্ত।

রাত এগারোটা নাগাদ আবার এলাম বটের তলায়। বড় বটটি কোথায় জানিনে। কিন্তু দীনবন্ধুর [illegible] গান শুনে জায়গা চিনতে ভুল হল না। পাতা ঝরা বটের ফাঁকে ফাঁকে জোৎস্নার ঝিলিমিলি। গোপাল ডেকে বলল, আসেন গো, আসেন।

রাধারাণী জায়গা করে দিয়ে বলল, বসেন।

বললাম, গান শুনব।

জবাব হল, নিশ্চয়। বসেন, শোনবেন।

গাঁজিকা তৈরী হচ্ছে গোপালের হাতে। রাধারাণী ডাকল, দীনবন্ধু।

দোতারার তারে একটি ছোট টংকার দিয়ে বলল দীনবন্ধু, আজ্ঞা কর।

—খাবার জল চাই একটু।

—এনে দেই।

গোপাল বলল, দীনবন্ধু বুঝি আজ্ঞাধীন?

দীনবন্ধু বলল, না। চির অধীন।

রাধারাণী হাসল [illegible]। তারপরে মুখ গম্ভীর হল। গোপালকে বলল, ওসব আর থাক, সারাদিন [illegible] অনেক হয়েছে।

অর্থাৎ গঞ্জিকা। গোপাল [illegible] দিয়েছে। [illegible] বলল, সুর আসে না যে।

তুলে নিল দোতারা। দীনবন্ধু [illegible] জল নিয়ে। [illegible] রাধারাণী [illegible]।

রাধারাণী বলল দীনবন্ধু, গাও।

[illegible] দীনবন্ধু।

দীনবন্ধু বলল, সেই আজ্ঞা [illegible]। গান ধরল সে,

আমার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

তারপরে গাইল রাধারাণী,
ও মন এমন জানলে উচিত হইত না
বাউল মানুষে ডাকতে (আমায়) মনে না বলল।

অবশ্যই দীনবন্ধুর সঙ্গে সব গান উত্তর প্রত্যুত্তর হিসেবে হল না। কেন মনে হল তাই। কিন্তু রাধারাণীর শেষ গান আমার মনে হল,

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে,
চুল ভিজাব না।

এ গান শহরে শুনেছি [illegible]। কিন্তু কেন্দুলির বটের তলে এই জোৎস্নার আলো-আঁধারে [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[ [illegible] ]

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

॥ ১০ ॥

বা[illegible]

[illegible]

হয় হাতে কিছু খবর আছে কি না। [illegible]

[illegible]


## বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

| | | |
|---|---|---|
| প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত | | |
| সাহিত্যপ্রকাশিকা | প্রথম খণ্ড | দশ টাকা |
| শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী | | |
| মহাভারতের সমাজ | দ্বিতীয় সংস্করণ | বার টাকা |
| মীমাংসাদর্শন | | এক টাকা |
| [illegible]-পরিচয় | | দুই টাকা |
| জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ | | পাঁচ টাকা |
| শ্রী[illegible]কুমার মুখোপাধ্যায় | | |
| শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার | | আড়াই টাকা |
| [illegible] সাধন | | আট আনা |
| শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত | | |
| সাহিত্য-প্রকাশিকা | দ্বিতীয় খণ্ড | ছয় টাকা |
| সাহিত্য-প্রকাশিকা | তৃতীয় খণ্ড | আট টাকা |
| সাহিত্য-প্রকাশিকা | চতুর্থ খণ্ড | যন্ত্রস্থ |
| পুঁথি-পরিচয় | প্রথম খণ্ড | দশ টাকা |
| " | দ্বিতীয় খণ্ড | পনেরো টাকা |
| চিঠিপত্রে সমাজচিত্র | দ্বিতীয় খণ্ড | পনেরো টাকা |
| " | প্রথম খণ্ড | যন্ত্রস্থ |
| গোর্খ-বিজয় | | পাঁচ টাকা |

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

কোত্থেকে দেব শুনি? অঘোরদাদু কাঞ্চন খাওয়াবে নৃপেনকে! আমি তোমার মাইনে গুনতে পারবো না বাপু—এই বলে রাখলুম—আমার শরীর আর বইছে না—

প্রাণমথবাবু বাড়ির ভেতরে খালি গায়ে তখন চরকা কাটছিলেন। চারদিকে আলমারি। বই ভর্তি আলমারি।

বললেন—না দীপুর মা, ও যখন পড়তে চাইছে, তখন ওকে পড়াও তুমি—

মা বললে—কিন্তু দাদা, আপনি তো আমার অবস্থা জানেন, কোত্থেকে মাইনে গুনবো আমি—সেই দু'মাসের বয়েস থেকে আমি এতদিন টেনে টেনে চালালুম, এখন আমার নিজের শরীরেও আর বয় না, ও একটা কিছু করে যেতে পারলে আমি তবু নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারি—

প্রাণমথবাবু পান চিবোচ্ছিলেন। বললেন—তুমি ঢুকিয়ে দাও তো কলেজে, মাইনের কথা ভাবতে হবে না—

সত্যিই মাইনের কথা ভাবতে হয়নি মাকে আর। কলেজে পড়বার সময় মাইনে দিতেন প্রাণমথবাবু নিজের পকেট থেকে। প্রতি মাসের প্রথম দিকে গিয়ে হাজির হতো দীপঙ্কর। সকাল বেলা যেত। অনেক কাজের মধ্যেও প্রাণমথবাবু তাকে দেখেই বলতেন—এসেছ?

প্রত্যেকবার গিয়ে চাইতে হতো না, কিছু না, তাকে দেখেই ড্রয়ার থেকে ছটা টাকা দিয়ে দিতেন।

বলতেন—তোমার মা কেমন আছেন?

দীপঙ্কর বলতো—ভালো আছে স্যার—

—পড়াশুনো চলছে তো ঠিক? পঞ্চানন সিংহী মশাই কেমন আছেন?

পঞ্চানন সিংহ ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল। দীপঙ্কর বলতো—ভালো আছেন স্যার—

—তাকে আমার কথা বোল, জানো? যদি কোনও অসুবিধে হয় তাকেও জানিও—

তারপর বলতেন—বড় হও, মানুষ হও, তোমাকে মানুষ হতে দেখলে আমি খুব খুশী হবো—

দীপঙ্কর বললে—স্যার, পরের মাস থেকে আপনাকে আর টাকা দিতে হবে না—

—কেন?

দীপঙ্কর বললে—আপনি তো আমাকে অনেক সাহায্য করলেন সেই কলেজের জন্যে, এখন আর না—সামনের মাস থেকে আমি একটা টিউশানি জোগাড় করেছি স্যার—

—টিউশানি?

প্রাণমথবাবু কী যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। বললেন—টিউশানি পেয়েছ?

—না পাইনি এখনও, তবে খুঁজলে পেয়ে যাবো। আজকাল কলকাতায় অনেক নতুন-নতুন লোক এসেছে, দশ টাকার টিউশানি একটা জোগাড় করতে পারবো।

প্রাণমথবাবু বললেন—দাঁড়াও—

প্রাণমথবাবুর গম্ভীর গলার আওয়াজে দীপঙ্কর যেন চমকে উঠলো। প্রাণমথবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন—হরিপদ—

হরিপদ আসতেই প্রাণমথবাবু বললেন—বাড়ীর হিসেবের খাতাটা বার করে দে তো—

হরিপদ অনেক বই-খাতার মধ্যে থেকে একটা লাল খেরো-বাঁধানো খাতা টেনে বার করে দিলে।

প্রাণমথবাবু খাতাটা খুলে তারই একটা পাতা বার করে বললেন—পড়, পড়ে দেখ—

দীপঙ্কর পড়ে দেখলে। পড়ে কিছুই বুঝতে পারলে না। পাতা-ভর্তি অনেক লোকের নামের লিস্ট। প্রত্যেকের নামের পাশে টাকার অঙ্ক বসানো। কারোর নামের পাশে পাঁচ, কারোর নামের পাশে দশ, কারোর নামের পাশে কুড়ি। এই রকম অনেক নাম, অনেক টাকা। তার নিজের নামও রয়েছে। তার নামের পাশে লেখা রয়েছে ছ' টাকা।

—বুঝলে কিছু?

—না স্যার!

প্রাণমথবাবু বললেন—তুমি একলাই টাকা পাও না, অনেকেই পায়, সবাই এসে নিয়ে যায়, কিন্তু তোমার মত টাকার দরকার নেই কেউ বলে না, এই তুমিই প্রথম বললে শুনলুম।

দীপঙ্কর কী বলবে ভেবে পেলে না, চুপ করে রইল।

প্রাণমথবাবু বললেন—না, তোমার টাকাটা আমিও আমার পকেট থেকে দিই না

তোমাকে। আমার অত টাকাও নেই। কলকাতার কিছু বড় বড় লোক গরীবদের সাহায্য করবার জন্যে মাঝে মাঝে আমার হাতে কিছু টাকা দেন, সেই টাকাই আমি কেবল তোমাদের হাতে তুলে দিই—তা আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তোমার লজ্জা করার কোনও কারণ নেই, যতদিন তোমার দরকার তুমি নিয়ে যেও, তারপর যেদিন আর দরকার হবে না, সেদিন নিও না—

দীপঙ্কর এবারেও কোনও উত্তর দিলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ প্রাণমথবাবু, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রাণমথবাবুর [illegible] প্রাণমথবাবু একটা কথা বলেছিলেন।

চরকা কাটার কথাই বলেছিলেন— মহাত্মাজীর কথা!

দীপঙ্কর বলেছিল—[illegible]

প্রাণমথবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন— আচ্ছা বলো তো পৃথিবীর চেয়ে বড় কী?

প্রশ্নটা শুনে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। এই পৃথিবী এই বিশাল মহাসমুদ্রের চেয়ে বড় কী জিনিস থাকতে পারে এ-সংসারে! আর যদি পৃথিবীর চেয়েই বড় হবে তো সেটা পৃথিবীর মধ্যে ধরবেই বা কেমন করে। [illegible] ছোট্ট-খুটি তো তেল ধরবে হবে। একসের বাটিতে তো আর দু সের তেল ধরতে পারে না!

প্রাণমথবাবু নিয়ম করে রোজ চরকা কাটতেন। সেই চরকায় কাটা সুতো দিয়ে নিজের কাপড় তৈরি করতেন। প্রাণমথবাবুর স্ত্রীও নিজে চরকা কাটতেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে [illegible] ছিল না। পরে অনেকেই চরকা কাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। চরকার যখন হুজুগ এসেছিল তখন সবাই কেটেছে। পাড়ায় পাড়ায় চরকা ঘুরেছে ঘরঘর করে। তারপর একটা [illegible] হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সব হুজুগের মত একদিন চরকারও হুজুগও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু প্রাণমথবাবু, [illegible] তা ছাড়েননি। একেবারে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

প্রাণমথবাবু [illegible] পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীর চেয়েও বড় কী জিনিস, বলো?

[illegible]

[illegible] প্রাণমথবাবু, আবার চরকা কাটতে লাগলেন।

[illegible]

দীপঙ্কর [illegible]

ত্রিবেণীর বই — প্রকাশিত হল — সব বই-ই ভাল

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
সর্বশ্রেষ্ঠ [illegible]
[illegible]

অন্দর মহল

[illegible]

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১২

প্রেমের প্রদীপে নতুন মুক্তশিখা
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উজ্জ্বলতম উপন্যাস
রূপসী রাত্রি
বৈরাগ্য আছে বলেই তো
অনুরাগের মাধুরী। বৈরাগ্যে-
অনুরাগে মিলনই তো হবে
[illegible] মিলন। সেই
মিলন-রাত্রিই তো
রূপসী রাত্রি।
দাম পাঁচ টাকা
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি বলে ভীম, অর্জুন সবাই মরে গিয়েছিল—শুধু যুধিষ্ঠিরই শেষ পর্যন্ত উত্তর দিতে পেরেছিল সব—

প্রাণমথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—বলো তো কার দুঃখ নেই? কে রোজ মরেছে? জন্মের পরেও নিঃশ্বাস পড়ে না কার? কোন জিনিস বাতাসের চেয়েও বেগবান? তৃণের চেয়েও কোন্ জিনিস অধিক?

পর পর অনেকগুলো প্রশ্ন করে গেলেন প্রাণমথবাবু।

দীপঙ্কর একটিরও উত্তর দিতে পারলে না।

প্রাণমথবাবু বললেন—কিন্তু অর্জুন [illegible] মহাভারতের [illegible] কি এই উত্তর দিতে পারেনি—কিন্তু আমরা তো মহাভারত পড়েছি, আমাদের তো উত্তরগুলো জানা উচিত।

দীপঙ্কর এবারও চুপ করে রইল।

প্রাণমথবাবু বললেন—বড় হয়ে মহাভারতটা পড়ে দেখো? এখন পৃথিবীর চেয়ে বড় কী, এটা শোন—

দীপঙ্কর চেয়ে দেখল প্রাণমথবাবুর মুখের দিকে।

প্রাণমথবাবু একটু থামিয়ে বললেন—পৃথিবীর চেয়ে বড় হলো জননী—বুঝলে—জননী—তোমার মা—

দীপঙ্কর চুপ করে রইল।

—হ্যাঁ জননী, তোমার মার কথাই ভাবো না, তুমি জানো না, কত কষ্ট করে তোমার মা তোমাকে মানুষ করেছেন। [illegible] কিছুই চাননি। তুমি যখন ছোট ছিলে, তোমার এই বিধবা মা, তোমার [illegible] পরের বাড়ি [illegible] সব কিছু ত্যাগ করেছেন—আর তুমি [illegible] তুমি [illegible] তোমার মায়ের [illegible]

দাবি করেছে। আরো বেশী, আরো বড়, আরো বেশী দাবি করেছে।......

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—এ-বাড়ীর আর একজন মা আছে তোমার, তার কথা তুমি কখনও ভেবেছ কী?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—আর একজন মা?

প্রাণমথবাবু বললেন—হ্যাঁ আর একজন মা। সে হচ্ছে তোমার জন্মভূমি।

বলতে বলতে যেন প্রাণমথবাবুর গলার স্বর বদলে গেল। উত্তেজিত [illegible] জন্মভূমি [illegible] জন্মভূমি [illegible] পৃথিবীর চেয়েও বড় [illegible]

[illegible] প্রাণমথবাবু [illegible]

[illegible]

দীপঙ্কর [illegible]

[illegible]

প্রাণমথবাবু [illegible]

এর পর [illegible] দীপঙ্কর [illegible] প্রাণমথবাবুর [illegible]

প্রাণমথবাবু [illegible] অনেক [illegible]

মনে আছে প্রাণমথবাবুর বাড়ি থেকে [illegible] দীপঙ্করকে [illegible] একটা পয়সা [illegible] সেই কাঠের বাক্সটার ভেতরে একটি একটি পয়সা রেখে মা জমাতো, পয়সা জমিয়ে টাকা করতো।

দীপঙ্কর যদি বলতো—একটা পয়সা দেবে মা?

মা জিজ্ঞেস করতো—পয়সা কী করবি?

দীপঙ্কর বলতো—চিনেবাদাম খাবো—

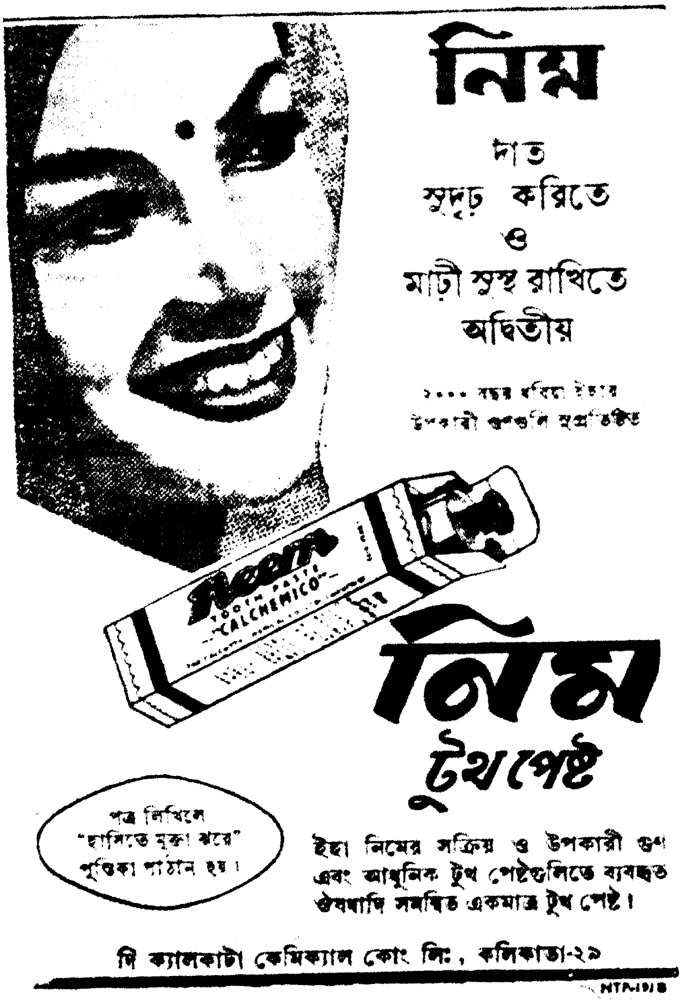

মা বললো—বড় হয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে বাবা, অনেক [illegible] খেতে পারবে, এখন এ-পয়সা তোমারই কাজের জন্যে জমাচ্ছি, তোমার লেখাপড়ায় বড় টাকা খরচ হবে জানো—আর [illegible] এ-পয়সা খেলা দিয়ে যাবে না—

[illegible]

কিরণ বললে—কেবলি [illegible] বই [illegible] করে ফেলো আমি আর কতো দিন—

তারপর দীপঙ্কর আর কিরণ এর বাড়ি ওর বাড়ি বই [illegible] করে নিয়ে আসতো। পড়ার বই আর কারো বাড়ি বাকি রইল না। বড় বই বাড়িতে ছিল [illegible] একদিন নিয়ে এল [illegible]।

কিরণ বললে—একদিন [illegible] বাড়ি বাড়ি—

[illegible]

[illegible] সাহেবপাড়ার রাস্তায় টিফিনের সময় একটা কাঁসার গ্লাসে ঢাকা দেওয়া দুধ আসতো আর চারটে রসগোল্লা। ইস্কুলের দারোয়ান [illegible] কিছু। [illegible] পয়সা [illegible] বাড়ি থেকে, তারা [illegible] বাড়িতে [illegible] [illegible] কিনতো। [illegible] ছিল। একটা [illegible] একটা কাঠা [illegible] কাটটা ছড়াতে ছড়াতে যে


[illegible] সমগোত্রীয় চিরকালের উপন্যাস

মানুষ গড়ার কারিগর

[illegible]

[illegible] মর্মস্পর্শী উপন্যাস। [illegible] চোখের জলে লেখা [illegible]। মহাত্মাগণ [illegible] বিস্ময়কর ও [illegible]।

[illegible] (১২ মার্চ) বেরুবে।

[illegible]

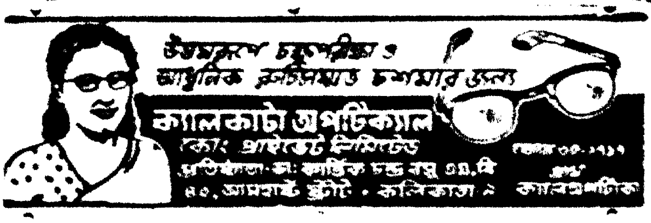

ভিটামিন সমৃদ্ধ
কোলে বিস্কুট
স্বাদে ও গুণে......আদর্শ খাবার।

নম্বরে এসে থামতো সেই হতগুলো বিস্কুট দিত এক পয়সায়। আর টিফিনের ঘণ্টার বাজবার একটু আগে থেকেই রামধনি এসে দাঁড়িয়ে থাকতো দুধের গেলাস নিয়ে। জায়গাটা বেশ ছায়া-ছায়া। একটা মাধবীলতার গাছ গেটের ওপর উঠে ঢেকে দিয়েছিল জায়গাটা। মাধবীলতার গাছের শেকড়টাও অশত্থ গাছের মত মোটা হয়ে গিয়েছিল।

রামধনি ডাকতো—এ-দাদাবাবু, এ-দাদাবাবু—

রাখাল মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস চেহারার ছেলে। হাফ প্যান্ট, শার্ট এঁটে বসে থাকতো ক্লাসে। টিফিনের ঘণ্টায় ইস্কুলের মাঠে লাট্টু ঘোরাতে সবাই ব্যস্ত থাকতো। কিংবা চোর-পুলিস। চোর-পুলিস খেলাটাই ছিল বেশি মজার। একজন চোর হতো, আর সবাই পুলিস হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াতো। তারপর ছিল ঘুর্ণিফল। ঘুর্ণিফল খেলাও ছিল মজার।

রামধনি আবার ওধার থেকে ডাকতো—এ-দাদাবাবু, দাদাবাবু, দুধ খেয়ে যাও—

শেষকালে যখন কিছুতেই খাবে না রাখাল, তখন রামধনি অ্যাসিস্টেন্ট হেড-মাস্টারকে গিয়ে বলতো। অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার ছিলেন রামরতনবাবু। ভারি কড়া লোক। বগলের তলা দিয়ে চাদরটাকে ঘুরিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখতেন। রামধনির কথা শুনেই দৌড়ে আসতেন। এসেই হাঁক দিতেন—এই ইস্টুপিড—

রাখাল মুখ কাঁচুমাচু করে খেলা ছেড়ে এসে দাঁড়াতো।

রামরতনবাবু বলতেন—দুধ খাচ্ছো না কেন, দুধ খাও—

রাখাল আস্তে আস্তে রামধনির হাত থেকে দুধের গেলাসটা নিয়ে চোঁ-চোঁ করে সব দুধটা এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলতো। তারপরে চারটে কমলালেবু একটার পর একটা মুখে পুরে দিত। কমলালেবুগুলো চিবোতে চিবোতে যেন সব আটকে আসতো। রাখালের দীপঙ্কর, কিরণ, ফটিক, বিমল, লক্ষ্মণ, মন্মথ সবাই চেয়ে চেয়ে সেই কমলালেবু খাওয়া দেখতো দূর থেকে। রাখালের কমলালেবু চিবোনো দেখে মনে হতো সে যেন একেবারে নিরুপায় হয়ে খাচ্ছে।

সবটা খাওয়া হয়ে গেলে রামরতনবাবু বলতেন—আর যেন কখনো দুষ্টুমি না করো, কমপ্লেন না শুনি যেন আমার—বুঝেছো?

রাখাল মুখ নিচু করে ঘাড় নাড়তো।

রামরতনবাবু আবার বলতেন—দুধ খেতে এত গোলমাল কর কেন বুঝতে পারি না, জানো, দুধ এত পুষ্টিকর খাবার, দুধ খেলে শরীর ভালো হয়, আর শরীর ভালো হলে মনও ভালো থাকে, মন ভালো হলে তবে তো লেখাপড়া করতে পারবে—যাও—

বলে রামরতনবাবু চলে যেতেন।

তখন রাখাল নিজমূর্তি ধরতো। রামধনিকে বলতো—দাঁড়া, তোকে একদিন আমি কী করি। তুই যখন ঘুমোবি, তখন তোর টিকি কেটে দেব—

কথাটা বলতেই দীপঙ্কর, ফটিক, কিরণ, বিমল, সবাই হো-হো করে হেসে উঠতো। তখন রাখাল একটা ছড়া কাটতো—

রামধনি পাঁড়ে
দই নেই হাঁড়ে,
পাঁড়ের মাথায় লম্বা টিকি
টিকি দিয়ে খায় ঝিঁঝি—
টিকি কাটবে কাঠবেড়ালে—
পাঁড়ে মরবে হাঁটাহাঁটি।

এ সেই রাখাল। এত এতদিন রাখাল কিছুতেই আর কমলালেবু খেতে পারতো না। দীপঙ্করকে বললে—এই দীপু, খাবি?

রামধনি দীপঙ্করের দিকে কটমট করে তাকিয়ে দেখতো।

দীপঙ্কর বললে—না ভাই, আমার পেট ভর্তি আছে—

কিরণ সেই রাখালকেও [illegible] লাইব্রেরীর এক জায়গা করে দিল। [illegible] দিতে হতো [illegible] সেই লাইব্রেরীর বই নিতে [illegible] লাইব্রেরীর হতো। তারপর সবাই [illegible] লাইব্রেরীর, তখন একটা ঘর [illegible] হতো। তখন সবাই আমার লাইব্রেরী দেখতো। [illegible] এসে [illegible] সেখানে হতো। [illegible] ভালো ভালো বই সব থাকতো লাইব্রেরীতে।

রাখাল বললে—আমি দাদার অনেক বই দেব—আমাদের বাড়িতে অনেক বই আছে—

সত্যিই কিরণ নিজে বই নিয়ে এসেছিল। মোটা মোটা বাঁধানো বই সব। সবই ইংরিজী। তা ইংরিজী বইও থাকা। ইংরিজী বইও থাকা দরকার।

রাখাল বললে—[illegible] দিন, [illegible] মধ্যে পড়ে নিতে না হয়, [illegible] দেখাতে গেলে হবে—

কিরণ বাপ্পার মধ্যে [illegible] বইগুলো এনেছিল। সমস্ত দিন কিরণ সেই লাইব্রেরীর মধ্যেই থাকতো। বইগুলো সব করে সাজিয়ে রাখতো। আলমারী নেই, টেবিল নেই, চেয়ার নেই, কিছু নেই। শুধু একটা মাদুর পাতা মেঝের ওপর। আর দেয়ালের গায়ে বইগুলো ইট দিয়ে সার সার করে দাঁড় করানো। অনেকদিন

দীপঙ্কর গিয়ে দেখেছে কিরণ একলা চুপ করে বসে আছে ঘরের ভেতর—

দীপঙ্কর বললো—কীরে, একলা কী করছিস?

কিরণ বললো—কেউ আসে না, কেউ না এলে আমি একলা কী করে লাইব্রেরী চালাবো আমি বুঝতে পারছি না ভাই।

[illegible]

[illegible]

কিরণ বললো—তা'হলে আবার লাইব্রেরী কেন [illegible] লাইব্রেরী করে কী হবে? [illegible]

কিরণ বললো—আজকাল কেউ বই পড়তে চায় না—

কী আর কী হবে? [illegible] কী বলছে [illegible]

দীপঙ্কর একটু [illegible] গিয়েছিল।

কিরণ বললো—বাইরের বই না পড়লে যে নলেজ হয় না—

আবার নলেজ [illegible] নলেজ বাড়াতে পারিস তোরা? নলেজ নিয়ে কি ধুয়ে খাবি সব? [illegible] বিদ্যাসাগরের ছবি?

ছোটোদা বললে—আর, চাঁদা দে, অন্য পয়সা দিয়ে দাও না দুর্গাপূজায়—

[illegible]

[illegible] পৌঁছিয়ে দিয়েছিল দীপঙ্কর।

[illegible]

বাস্তব [illegible] তিনি একলা [illegible]

[illegible] দেশের সবই ছিল। [illegible]

[illegible]

কিরণ বললো—চল্ তো দীপু, আমরা [illegible]

[illegible]

[illegible]

"সাকার"

[illegible]

প্রাঃ—করুণা প্রকাশনী

১১ [illegible] —১২

(এস ও ২৬১)

শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা

গেঞ্জী ব্যবহার করুন

ডি. এন. বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

কলিকাতা

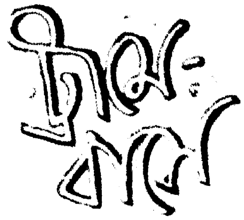

শ্রীকামাথ তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে জানাইয়াছেন যে, বাংলা হইল কমিউনিস্টদের পিতৃভূমি আর চীন মাতৃভূমি। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তারা যে চীনের সৌহৃদ্য ত্রা নরাণাং মাতুলক্রম দেখেই বুঝেছিলাম। কিন্তু একটা কথা তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন নি, সেটা হলো—যম—জামাই—ভাগ্না, তিন নয় আপনা। সুতরাং তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই—এ আব্দার নেহাৎ চ্যাংড়াদের মুখেই সাজে।"

• • •

সরকারী ফাইলপত্র সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের এক প্রতিযোগিতায় বোম্বাইর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চ্যবন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তাঁর পার্টির নিকট হইতে পুরস্কারটি লাভ করিয়াছেন।—"শ্রী চ্যবন ভাগ্যবান ব্যক্তি। পার্টির হাত থেকে পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য কজনের হয়? আমাদের সান্ত্বনা তো—আঘাত সে যে বারে বারে সেই তো পুরস্কার"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে ভূমিকম্প হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এই

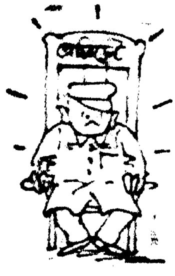


ভূমিকম্পের সঙ্গে জনাব আয়ুব খাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কোন যোগাযোগ নেই!!"

• • •

একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সংবাদে শুনিলাম যে, মানুষ যদি প্রচুর গো-দুগ্ধ পান করে তবে তাহার [illegible] [illegible] ৯০ প্রবেশের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।—"তা হতে পারে কিন্তু প্রচুর গো-দুগ্ধ সংগ্রহ করতে মানুষ মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়। আমি অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কথাই বলছি"—বলে শ্যামলাল।

• • •

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্যের দর নাকি নিম্নগামী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে—

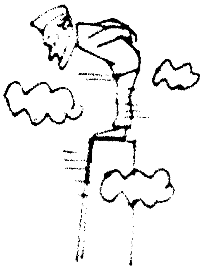

[illegible]—বলেন আর এক সহযাত্রী।

• • •

ইউ. এস. এ-র [illegible] বলিলেন, —"ইউ. এস. এস. আর [illegible] [illegible] হওয়া দরকার।"

• • •

রামনগরের(?) [illegible] [illegible] পাইতে পারেন যদি তিনি [illegible]—[illegible] নাকি [illegible] করিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible]—"[illegible] যদি [illegible] দিতে হয় [illegible] বলেন!!"

• • •

চীনের ওয়াং চু-চি নামে জনৈক কারিগর নাকি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মাছকে মদ খাওয়াইয়া জল ছাড়া প্যাক করিলেও পাঁচ ছয় ঘণ্টার রাস্তা তারা জীবিত অবস্থাতেই যাইতে পারে।—"গাঁজা খাইয়ে প্যাক করলে কতগুণ(?) [illegible] অবস্থায় যেতে পারে তার গবেষণা হওয়া উচিত"—বলে শ্যামলাল।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রারম্ভিক ভাষণে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বলিয়াছেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের জন্য অধিবাসীদের বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করিতে হইবে। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো একটি গল্প শুনাইলেন: "কোন বাড়ির এক গৃহিণী তাঁর স্বামীর কোন ত্রুটি দেখলেই তাকে জরিমানা করতেন। [illegible] পাঁচ টাকা [illegible] [illegible]"

• • •

একটি [illegible]

[illegible] সহযাত্রী।

• • •

খড়্গপুরের [illegible] [illegible] কি আর বুঝেছি!!"

# পাঁচমুড়োর কুম্ভকার

প্রভাতকুমার দত্ত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্পীদের অসাধারণ শিল্পদক্ষতা দেখা যায় এই মনসার ঘট ও বাঁক সাজিতে

LIBRARY

বাঘ ও আরোহীসহ ঘোড়া। পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্প

অঞ্চলের উপস্থিতি এখানে ছিল এবং এখনও তাদের পরিমাণ খুব কম নয়। এখন যে লোকদেবতার কথা আমরা বলছি তার সংখ্যা একটা নয় অনেকগুলি। পাঁচমুড়োর প্রভাব এলাকায় আমরা বড়াম, ভৈরব, ধর্ম বা বুদ্ধ প্রভৃতি লোকদেবতার সাক্ষাৎ পাই। এদের অধিষ্ঠান কোন মন্দির বা আলয়ে নয় বরং খোলা আকাশের তলায় মাঠে-ঘাটে। পুরোনো সংস্কার অনুসারে এদের মন্দিরে থাকতে নেই। মাঠে মাঠে এদের দেখা পাওয়া যায় একটা বড় গাছের তলায় বাঁধানো বেদীর উপর। মাঠের মধ্যে একটা বড় গাছের তলায় এদের অবস্থান দেখে বোঝা যায় যে জায়গাগুলি এক সময়ে গভীর বনাচ্ছাদিত ছিল এবং সেই কারণেই এই সকল লোকদেবতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু, মন্দিরের মত অর্চিত-দেবতার কোন বিধিনির্দিষ্ট মূর্তি দেখা যায় না। বেদীর উপর কোনটি লোকদেবতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক কোন আকৃতি নেই। তাই বড়াম বা ভৈরবের মানতপূজা বলে মূর্তি আমরা দেখতে পাই। অনেক ক্ষেত্রে মানতের মাটির ঘোড়া বা হাতি মূর্তিগুলিই আসলে বড়াম, ভৈরব বা বুদ্ধদেবের প্রতীক। তাই আমাদের পক্ষে কোনটি বড়াম, কোনটি ধর্ম বা কোনটি ভৈরব বোঝা কঠিন। লোকদেবতার পূজা এখনও আমাদের মধ্যে তান্ত্রিকতা ও বৌদ্ধধর্মেরও প্রভাব আছে। মনসা দেবী বা ধর্মঠাকুরের মন্দির বা আলয়ে থাকবার পক্ষে কোন বাধা নেই।

এরপর আসে মনসাদেবীর পূজার কথা। মনসার প্রভাব প্রতিপত্তি সারা বাংলাদেশেই প্রসারিত। অত্যধিক সর্প অধ্যুষিত অঞ্চলে সর্পভীতি থেকেই মনসা পূজার উৎপত্তি। পূর্ব বাংলা নদীনালার দেশ বলে যেমন সেখানে সর্পভীতি বেশী তেমনি পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তিক অঞ্চলেও বনের আধিক্যের দরুণ সর্পেরও আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। বনে বা তার সীমান্তে বসবাসকারী অধিবাসীদের নিত্য সর্প সাথে সংঘাত ঘটতে হয়। তাছাড়া কৃষিকাজের জন্য বন সাফ করার সময় মানুষকে সর্পের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সুতরাং এই অবস্থায় মানুষ যে মনসার পূজা করবে সে আর আশ্চর্য কি। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে সর্বত্রই মনসার উপস্থিতি রয়েছে। তার কোন দেবালয় থাকুক বা নাই থাকুক মনসা সর্বত্রই বিরাজিত। সর্পপূজার প্রচলন পূর্ব, এই অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সর্বত্র। বাংলার মনসাপূজা ছিল সর্প পূজারই নিদর্শন। এই দেশে আমাদের মনসার রূপে পরিচিত হয়েছে। এখানে লক্ষ্মীর যে পূজা ও পশ্চিম বাংলার মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। তবে বাংলার মনসার মূর্তি প্রতিমার প্রচলন বেশি নেই। পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলে মনসাপূজায় যে বিশিষ্ট আকৃতির মনসার ঘট ব্যবহার হয়। এখানে মনসার কোন মূর্তি থাকে না। মাটির উপর একটি ঘটের মধ্যে সাপের ফণা এবং সাপের মাথাযুক্ত এই ধরণের ঘট তৈরী হয়। এগুলি সবই মাটির তৈরী হয়ে থাকে। পাঁচমুড়োর কুমোরেরা এই ঘটের চালি নির্মাণ করে। এখানে মনসার ঘট ও মাটির সাপের মূর্তি বিশেষ প্রচলিত।

পাঁচমুড়োর মাটির তৈরী হাতি ঘোড়া। এগুলি মানত ও খেলনা উভয় কাজেই ব্যবহার হয়।

যে লোক-দেবতাদের কথা বলা হল তাদের উদ্দেশে মানতের মাটির ঘোড়া পাঁচমুড়োর এই একটি গ্রামের কুম্ভকারেরাই নির্মাণ করে থাকে। অবশ্য পাঁচমুড়োর মাটির জিনিস কেবল যে মনসা, বড়াম, ভৈরব বা ধর্মপূজায় লাগে তা নয়। অনেক সময় এখানকার তৈরী হাতি ঘোড়াগুলি মন্দিরের মাটির ঘোড়া হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। পাঁচমুড়োর প্রভাব এলাকায় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। লোকদেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত হাতি-ঘোড়া এক সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। এগুলি সবই মানতের জন্য দেবতাকে অর্পিত। মুসলমান পীর ফকিরের দরগাতেও মানতের মাটির ঘোড়া রাখা হয়। এছাড়া নিছক খেলনা হিসাবে ব্যবহারের জন্য ছোটদের

[illegible]

[illegible]


[illegible]

ডাঃ সুব্রতেশ ঘোষের

# আজ ও আগামীকাল

[illegible]

আজ ও আগামীকাল

[illegible]

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২৬

'কদ্দুর যাবি?' বাড়ির বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল হেমেন।

প্রশান্ত আমতা-আমতা করতে লাগল: 'এই এদিক-সেদিক।'

'এদিক না সেদিক একটা ঠিক করবি তো? ডাইনে না বাঁয়ে? উত্তরে না দক্ষিণে?' বাধা দিল হেমেন: 'তুই তো আর লাট্টু নোস, উত্তর-দক্ষিণ তো আর এক সঙ্গে ধরতে পারবিনে?'

অন্যমনস্কের মত ডাইনের দিকে পা বাড়াল প্রশান্ত। হেমেন পিছু নিল। কয়েক পা গিয়েই প্রশান্ত থেমে পড়ে জিগগেস করলে, 'তুমি চলেছ কোথায়?'

'কেন, কোনো অন্যায় জায়গায় যাচ্ছিস যে আমি সঙ্গে গেলে সাঙ্ঘাতিক কারণ হবে?' আচমকা হেমেনও থেমে পড়ল।

প্রশান্তর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সত্যি কোনো অন্যায় জায়গাতেই চলেছে বোধ হয়। [illegible] বাতাস? অপরাধীর মত [illegible] করে বললে, 'পাবলের ঐ বস্তিটার দিকে যাচ্ছি।'

[illegible] দিকে না গিয়ে [illegible] দিকে যাচ্ছিস?' প্রশান্তর চোখের উপর চোখ রেখে হেমেন বললে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

'উপকারের সম্মান, উপকারের স্বাধীনতা।'

[illegible]

মুখোমুখি দু পা এগিয়ে এল হেমেন: 'আইনের জোর দেখিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটাই স্বাধীনতা, আর সংসারটাকে টেনে নোংরা বস্তিতে নামিয়ে নিয়ে আসাই সম্মান? কেন, কেন ছোট হব কেন? বাঁশ আর ডাণ্ডা আর [illegible]? কেন, বস্তিটাকে বড় করতে পারিসনে? [illegible] বড় করতে পারিসনে?'

প্রশান্ত এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল।

'একজনের শুধু একটু বড় হলেই আর সকলের মনও একটু একটু করে বড় হতে থাকে।'

'কিন্তু কি করি, আমিই যে অক্ষম।' ছোট মাথা চুলকোতে লাগল প্রশান্ত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


# এনাসিন

মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

[illegible]বেন, যদি তোর বুকের মধ্যে জায়গা না থাকে, রাজপ্রাসাদেও জায়গা নেই। আর যদি থাকে, তবে বড় বাড়ির ছোট ঘরই রাজপ্রাসাদ। ঘর ছোট কি বড়, এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে-বাড়ির ছোট ঘর সে-বাড়িটা বড় কি না।'

'কিন্তু বড় কথা বললে।' প্রশান্ত প্রায় [illegible]।

'আর তুই যেখানে [illegible] সেখানে [illegible] করে [illegible]। আর সেই [illegible] যে কী [illegible] [illegible]

[illegible]

'তুই আর কী করবি।'

[illegible]

[illegible]

[illegible] এক মুঠো [illegible] না, [illegible] হয়ে পড়লে—'

[illegible]

[illegible]

'[illegible] মনে-মনে [illegible] কোন না [illegible] করবে—'

'[illegible] করবে। [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] কেউ [illegible] না। আমরা [illegible] এক সংগে। এক—আমরাই [illegible] এক-জনা। একজনই হব।'

প্রশান্তর কানে কী রকম অদ্ভুত শোনাল কথাগুলো। বললে, হেমেনটি সেরে উঠবে একটু, দেরি হবে।'

'তা হোক। তবু মন যা চায় তা পায়।'

কখনো প্রেমের [illegible] মত করে দীপ্তকেই বললে, 'তুমি যখন ভগবানের প্রতিকার চেয়েছ তখন আমরাই প্রতিকার। ধৈর্য ধরেছি, আরো না হয় ধরব।'

'হ্যাঁ, কণ্টু-সেণ্টু বড় [illegible]।' [illegible] করে, প্রায় নিজের মনে-মনে প্রশান্ত বললে।

হেমেন [illegible] মৃণালিনীকে।

[illegible] বড় ছেলের কাছে [illegible] [illegible]।

'কিন্তু' [illegible] মৃণালিনী চোখ [illegible] [illegible]।

'বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে [illegible] হয়ে [illegible]।'

[illegible] কী [illegible]।'

[illegible] : কী [illegible]।'

[illegible]

হেমেন [illegible] বললে সেই [illegible]। বউ [illegible] ঘর ছাড়ে না [illegible] ঘর ছাড়ে না। [illegible] বউ, [illegible] বউ।'

[illegible] মৃণালিনী : [illegible] কেউ [illegible] না করবে না, কাঁদি [illegible] কাঁদবেও না। [illegible] [illegible] নেই, কেমন চারিদিকে কাঁপছে!'

'কিন্তু [illegible] প্রশান্তর। [illegible] বাক্স নিয়ে [illegible] বাঁধছে, [illegible] বড় [illegible] [illegible] না 'কিছু—'

'আমার দরকার?' [illegible] লোকের দরকার নেই, নিজের প্রশ্ন উঠবেই [illegible] [illegible] মৃণালিনী।

'তোমার কথা রাখি—'

'আমার কথা [illegible] কাছে [illegible] [illegible] না [illegible] মৃণালিনী [illegible] ফিরিয়ে [illegible]। কিন্তু কথাটা কী শুনি?'

'তুমি যেমন [illegible] চেষ্টা করছ, আর তোমার উল্টো [illegible] সামঞ্জস্য


সদ্য প্রকাশিত

বাংলা সাহিত্যের একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন

## চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

[illegible]

**সাড়া**

[illegible] ৩.০০

**নতুন তারা**

[illegible] ৩.২৫

[illegible] উপন্যাস

**তরঙ্গ রোধিবে কে**

[illegible] নতুন সংস্করণ। ৬.০০

[illegible] উপন্যাস

**এক মুঠো আকাশ**

[illegible] ৩.০০

[illegible] নতুন বই

**বাঘের চোখ**

[illegible] ১.৫০

[illegible] উপন্যাস [illegible]

**ড্রাগনের নিঃশ্বাস**

[illegible] ২.৫০

[illegible] ৩.০০ [illegible] ২.০০ [illegible] ১.৫০ [illegible] ১.৫০ [illegible] ৩.০০ [illegible] ৩.০০ [illegible] **এক মুঠো আকাশ** ৩.০০ [illegible] ২.৫০

গ্রন্থম

২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

চেষ্টা করছে—' হেমেন মিটমিট করে তাকান।

'হেমেনবাবু চেষ্টা করছি মানে?' ক্রিয়াপদের মানেটা যেন পুরোপুরির স্পষ্ট হয়নি, মৃণালিনী ফাঁপাটা তাই নিষ্পত্তি করল না।

'মানে, উন্নত করবার চেষ্টা করছি। চাইছি আধুনিক করতে। কলকাতা থেকে নিয়ে আসছে শহরে, রাজধানীতে।' কণ্ঠস্বর প্রায় গদগদ করে তুললেন হেমেন। 'কার্পেট পর্দা, ফ্যান, ফ্লুরেসেণ্ট, ড্রইং রুম, ডাইনিং-টেবল, এম-এ পাশ বউ—তুমি চাচ্ছ ছেলে মেয়েরাও, ইংলিশ বলছে—আর ছেলেরা—'

'দিচ্ছে না হয়ে।' মৃণালিনী বুঝল তাকে প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছে। তাই গর্বিত আনন্দে বললে, 'আমার সাধনার নেই কণ্টক। দুই কন্যা।'

'হ্যাঁ, দুই মূর্তিমান। প্রশান্ত আর সুকান্ত।'

'সেটাই ভেবেছ নয়। দুই মূর্তিমান মানে তুমি আর তোমার সন্তান।' মুখিয়ে এল মৃণালিনী।

'আমি আর আমি?' হেমেন প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসল।

'হ্যাঁ, দুই পাণ্ডব। একজন অথর্ব আরেকজন কাপুরুষ।' বললে মৃণালিনী। 'তোমরা দুজনেই সব সমান। তোমরাই কিছু হতে দিচ্ছ না। বড় হতে দিচ্ছ না বাড়ি-ঘর, আমাকে জগতে দিচ্ছ না সব হবে। মধ্যবিত্তের মত এরেই কেন্দ্রবিন্দুকে আঁকড়ে থাকতে চাইছ। মাথার উঠে আসবার চেষ্টা নেই। ছেলেরা যে তোমাদের থেকেই শিখবে। তারা পায়ের দিকে নেমে আসতে চাইবে তার দিকে কী?'

'সেকথাকে আমাদের দোষ বলবে?' যেন চড় খেয়েছে এমনিভাবে গালে হাত বুলিয়ে লাগল হেমেন।

'নিশ্চয়ই তোমাদের। একজন অক্ষম আরেকজন কৃপণ।' মৃণালিনী আবার চড় হানল।

তাড়াতাড়ি সেখ পালিয়ে হেমেন ফিরে এল নিজের ঘরে।

বিজয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা হচ্ছিল দিদির সঙ্গে?'

'ওরে বাবা, সে কথা বলি আর আবার একটা প্রসঙ্গান্তর শুরু হয়ে যাক। যদি আমার দিকে ৫০ জন হলে দিদিকে ধরবে আর যদি দিদির দিকে ৫০ হয়ে আমাকে ছোঁবেই। হয় ছেড়ে পালাই, নয় কবি মাথার চুল ছিঁড়—' হেমেন দুহাতের দিয়ে চুলে।

'কিন্তু সেদিন দুপুরবেলা একটা কাণ্ড হল প্রসঙ্গান্তর।'

মৃণালিনী, অর্থাৎ আমার বেশ বুঝল। চলল, বউ বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলল, চলল এক-এক—'

হঠাৎ কিছু শিউরে, চোখ বুজে কান খাড়া করে রইল।

'ওরে সন্তানকে দুধ, আমার লক্ষ্মী প্রতিমা বুঝি বিসর্জন যেতে বসেছে।'

এ-পাশে ও-পাশে বসে উঁকি-ঝুঁকি দই পরিচিত চোখ বুজে উঠে পড়ল। বিজয়া উপরে প্রসঙ্গের ঘরে এসে হাত দিল, চুলে পাক হয়ে গেছে। বিজয়ার মনে পাপ ঢুকে কাতরাচ্ছে কল্পনা—একটা শাড়ির হয়ে স্লেট করছে, বলছে এর ছাড়া, কথা কইতে পারছে না। জনও ঠিক আছে কিনা দেখে কষ্টে।

পাট-পাট হয়ে জামাটা চলছে না, কিন্তু নতুন জনে কিছু একটা কথা উচিত এই ছেড়ে বলেছে শিয়রে দাঁড়িয়ে ছোট কুল হাতে একটা তালপাখা নাড়ছে কণ্ঠ, আর পাশে মেঝের উপর বসে হাতে মাথা রেখে একটা 'কী হল' 'কী হল' মুখ করে বসে আছে মৃণালিনী।

'কী খেয়েছে?' অতিমাত্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

'কিছু খায়নি।' আমার ছোট শাড়ী মুখে কণ্ঠ, বললে, 'খেতে-খেতে পুরোহিত মা! দুর্গেরও ছিল। তারই মধ্যে পেটে বাথা উঠেছে।'

'বমি করেছে?'

'না। একবার বলেছে বাথরুমে যাবে।' সমস্ত কণ্ঠ, 'বাথরুম থেকে ফিরেই এই অবস্থা।'

'ওরে আমার কী হল।' মৃণালিনী আবার কেঁদে উঠল। 'আমার সোনার প্রতিমা কালী হয়ে গেল। ওর দেখে সব [illegible] বাঁচবে না—'

'ডাক্তার কী?' [illegible] বিজয়া [illegible]

[illegible]

'ডাক্তার কোথায়?'

[illegible] মৃণালিনী বললে।

[illegible]

বন্ধ করুন
মাড়ির রোগ
দাঁতের ক্ষয়
খারাপ শ্বাসপ্রশ্বাস
উজ্জ্বল শুভ্র সুস্থ দাঁতের জন্য
ফরহান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করুন

একমাত্র এই টুথপেষ্টেই [illegible] ফরহান্সের আবিষ্কৃত বিশেষ উপাদানটি আছে।
Geoffrey Manners & Co. Private Ltd

সেই তো সমস্ত বিবাদের মূলে। কাল-নাগিনী হয়ে সেই তো [illegible] থাকে। [illegible] করতে পারল [illegible]। সেই তো [illegible] এসেছে বাড়িতে। [illegible] এই [illegible] কোথাও একটা [illegible] কী যে হল, কে যে এল—'

[illegible]

[illegible]

সম্বর [illegible] এক কার্তিক [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মৃত্যুর যন্ত্রণার এমন নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হয়ে বসে থাকবার কোনো মানে হয় না, তাই কাকলি বললে, 'কোথাও একজন ডাক্তার পাই কিনা দেখব।'

'তুমি কোথায় দেখবে?' মৃণালিনী ধমকে উঠল।

'এই রাস্তায় বেরিয়ে।'

'চেনা নেই, অচেনা নেই, তুমি ওসবের কী বোঝো?' মৃণালিনী বললে, 'শেষকালে হিতে বিপরীত হোক। যা-ও আশা ছিল, তোমার ডাক্তার এসে ঘুচিয়ে দিক।'

'তা ছাড়া কী হয়েছে—খেয়েছে একটা কিছু, সপষ্ট আন্দাজ না করে ডাক্তার ডাকাও মুশকিল।' বিজয়া টিপ্পনী কাটল: 'তেমন কিছু হলে স্পেশালিস্ট ডাক্তার দরকার। যে রোগ হোক, সব পরিস্থিতি বাঁচিয়ে চলতে পারবে। তুমি অসাবধানে কোথেকে এক উটকো ডাক্তার ধরে নিয়ে এলে, সে এক হুলস্থুল বাধিয়ে দিয়ে গেল হাসপাতাল, থানায় খবর দিল—সে এক মহাকেলেংকারি।'

'না, না, বাড়ির কর্তারা আগে আসুক।' বললে মৃণালিনী।

'বাড়ির আসাটা যাতে দ্রুত করা যায়, অন্তত তার চেষ্টা করি।' [illegible] নিয়ে ডাকল কাকলি: 'বাবার আপিসের ফোন নম্বর জানেন?'

'না না, আপিস, তার ফোন নম্বর!'

বলবার তখন বাধায় মুহ্যমান, তাই অনায়াসে বলতে পারল বিজয়া।

'কাকার আপিসে নিশ্চয়ই আছে—' কাকলি বিজয়াকে উদ্দেশ করল।

'আছে মানে? একেবারে তার নিজের টেবিলের উপর আছে।'

'কিন্তু নম্বরটা?'

'আমার এ প্রশ্নে কি কোন অর্থ আছে যে, তার নম্বরটা মনে রাখব?'

'বেশ, তবে আপিসটার নাম বলুন, আর যদি জানা থাকেন তবে ঠিকানাটা।'

[illegible] কাকলি [illegible] বললে বিজয়া। 'তাই সই। দেখি, ধরতে পারি কিনা। একটা নির্দিষ্ট মানুষের সম্ভাব্য [illegible] ধরতে পারি কিনা।'

[illegible] মৃণালিনী বললে, [illegible] যে কোন সময়ে [illegible] সেই বরং ভালো।

'না না, [illegible] চাই না।'

'তবে আমার কথা!' [illegible] এখন [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] যদি [illegible] হয়, তাই এখন [illegible] সর্বপ্রথম [illegible]।

[illegible] এই [illegible] মুক্তিকর [illegible]।

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল কাকলি।

কোথায়, কোন্ বাড়িতে টেলিফোন, কোন বাড়িতে বা এই দুপুরে তার পক্ষে ঢোকা সহজ হবে, শালীন হবে, ভাবতে-ভাবতে, দেখতে-দেখতে এগোতে লাগল। একটা রিকশা ডেকে নিল। সটান বড় রাস্তায় এসে একটা ওষুধের দোকানে এসে ঢুকল। ফোন করতে পারি? পয়সা লাগবে। তা জানি। তা দিচ্ছি। কত?

[illegible] ফুল কোট-প্যান্ট [illegible] ভাগ্যিস [illegible] ধরতে গেল কাকলি।

'হ্যালো। কে?'

'আমি ছোট বউমা। কাকলি।'

'কী খবর?' যেমন ছোট বিস্ময়।

[illegible] বললে, [illegible] একটা [illegible] বাধা হয়ে প্রায় [illegible] করেছে। আপনারা শিগগির বাড়ি আসুন। আপনার আপিসে খবর দিন। যদি সম্ভব হয় একজন [illegible] ডাক্তার নিয়ে আসবেন। [illegible] ঠিক হবে না বোধ হয়।

[illegible] এখুনি। [illegible] কথা [illegible] না [illegible] উঠে পড়ল।

[illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] বিজয়া।

[illegible] এসে [illegible] [illegible] কিছু [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]

যদি কিছু [illegible] [illegible]

[illegible]

'আছে?' [illegible] [illegible] [illegible] তাই একটা [illegible] না। [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] এক [illegible] এক [illegible] [illegible] এক ডাক্তার।

একটু দেখে কি না দেখে, ডাক্তার বললেন, এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালে খবর পাঠান।

হাসপাতালে শুনেই মৃণালিনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

কী যে মারাত্মক ব্যাপার হবে ঠিক নেই। প্রশ্নের [illegible] উঠল। একটা [illegible] [illegible] করেছে, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে [illegible] করাতে হবে, এখানে [illegible] আমরা কী করব?

না, আমরা পারব, যদি আপনারা ডাক্তার ডাকতে না চাইতেন হাসপাতালে ভর্তি করাতে আর দেরি করতেন। প্রশমতাপূর্ণ বললেন ডাক্তার। তখন সেটা [illegible] হয়ে পড়ত। ঠিক-ঠিক সময়ে ব্যবস্থা হচ্ছে

উপহারের অনবদ্য গ্রন্থ
কবি নজরুল ইসলামের
# রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম
এই [illegible] [illegible] [illegible] প্রথম প্রকাশিত [illegible] [illegible] [illegible] মুক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিল্পী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাদর করেছে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংস্করণ। [illegible] ১০, টাকা মাত্র
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
[illegible] স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

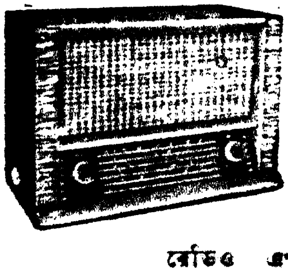
আমাদের নিকট [illegible] মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট পাওয়া যায়। এইচ, এম ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, [illegible] রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার, [illegible] অল-ওয়েভ ট্রানজিস্টার রেডিও, এমপ্লিফায়ার মাইক, [illegible] মাইক [illegible] রেডিও ও ইলেকট্রিকের [illegible] প্রকারের সাজ-সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স
৬৩, [illegible] এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোন: ২৪-৫৭১৩

[illegible]

(ক্রমশ)


## ফলিত জ্যোতিষ

[illegible]

[illegible] লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

[illegible] ঘোষ-সম্পাদিত

## শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, [illegible] [illegible] সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা। ৫৲ টাকা।

## শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার [illegible] আলোচনা। ৪৷৷০ টাকা।

## ভারত-আত্মার বাণী

উপনিষদের যুগ হইতে [illegible] বিশ্লেষণ ধারাবাহিক আলোচনা। ৫৲ টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

## কে, হোড়ের
## কণক
* লাঠ্ঠন *

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

## [illegible]

বিষ্ণু দে

নদীর পাড়ে থমকে যাই, শাল পিয়াল বনে
কিসের গান হঠাৎ শুনি, কে গায় আনমনে,
জেগেছে হাওয়া, হাওয়ার গান, গাছের জোর দোহার,
ডালপালার পাতার নাচ শালপিয়াল বনে,
মাদল বোলে হাতের তালে কোন খবর পাঠে,
নদীর পাড়ে থমকে যাই নীল শরৎকালে,
থমকে যাই পাড়ে থামায় [illegible] বাহার
ছিন্নমূলদের দেখে আপন ছিন্ন শরৎকালে।
জানি না কোথা পা চলেছে পাড়ের পাশ ঘেঁষে
কখন দেখি ভিড়ের পাশে মূক বোবা হেসে,
আবার নাচে পাড়ার পানে দেখি চন্দ্রহার
কোথায় এলে? দেহের নাচে মুখের গানে কে সে
[illegible] মাদল [illegible] [illegible] হাতের নাচিয়ে
কিন্তু সারা দেহের বেগে পায়ের তালে মন
একলা নাচে পাড়ের ভিড়ে ভিড়ের মুখ চোখ
মূক দেখি, সারাটা বন এগিয়ে আসে চলে।

## রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রেন এসে ঢুকে যায় [illegible] চেয়ে দেখি প্ল্যাটফর্ম সহ এই সমস্ত স্টেশন
অলৌকিক মূর্তির মত [illegible] [illegible] [illegible] ঘুরছে ফিরছে প্ল্যাটফর্মে [illegible] [illegible]
আমার বন্ধুটি [illegible] [illegible] ঠোঁটে চেপে [illegible] এক মন [illegible]
ধোঁয়ায় মিশিয়ে [illegible] আমার চোখের দিকে, রামগড়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

কলকাতার ভিতর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিন্ন-[illegible] যুবক
ট্যাক্সীতে সময় [illegible], অনেক সকালকে খুন করছে নানা [illegible], এখানে [illegible] [illegible]-
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ট্রেন থেকে বন্ধুদের চোখের [illegible]
সুখের নানান সুর এসে বাজে [illegible], অথচ, [illegible] যৌবনের বুকে [illegible] [illegible]।

এখন কে অকস্মাৎ চেয়ে দেখল রামগড়ের যুবতী-[illegible] এই সময়ের দিকে
দিগন্তের পাড় থেকে হঠাৎ আমাকে বলল কোনো [illegible] যেন এক অন্য কণ্ঠস্বরে
'আশ্চর্য, আশ্চর্য, দেখ!' সবচেয়ে আমার হাত ধরে রেখে চেয়ে রইল, দৃষ্টি নির্নিমেষে
[illegible] সিঁদুর মত শীতের করুণ রৌদ্র এখন বিকেল থেকে [illegible] [illegible]।

প্রতিমার মূর্তির মত রূপবান, [illegible], আবেগ-[illegible]-বদ্ধ আমার বন্ধুকে
সেই একবার শুধু, নিতান্ত সামান্য, ক্ষুদ্র, [illegible] পাশে মৃত, অসহায়
সঙ্গীহীন দেখেছি আমি। — সুনন্দ, ট্রেনের শব্দ থেমেছে শোনো? হঠাৎ আমি হাত ধরে
প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠে বলে উঠে, লঘু হেসে, চেতনা এনেছি সেই মায়াবী সন্ধ্যায়।

# বাইশে শ্রাবণ

**নির্মলকুমারী মহলানবিশ**

। ১২ ।

২২শে জুলাই

[illegible]

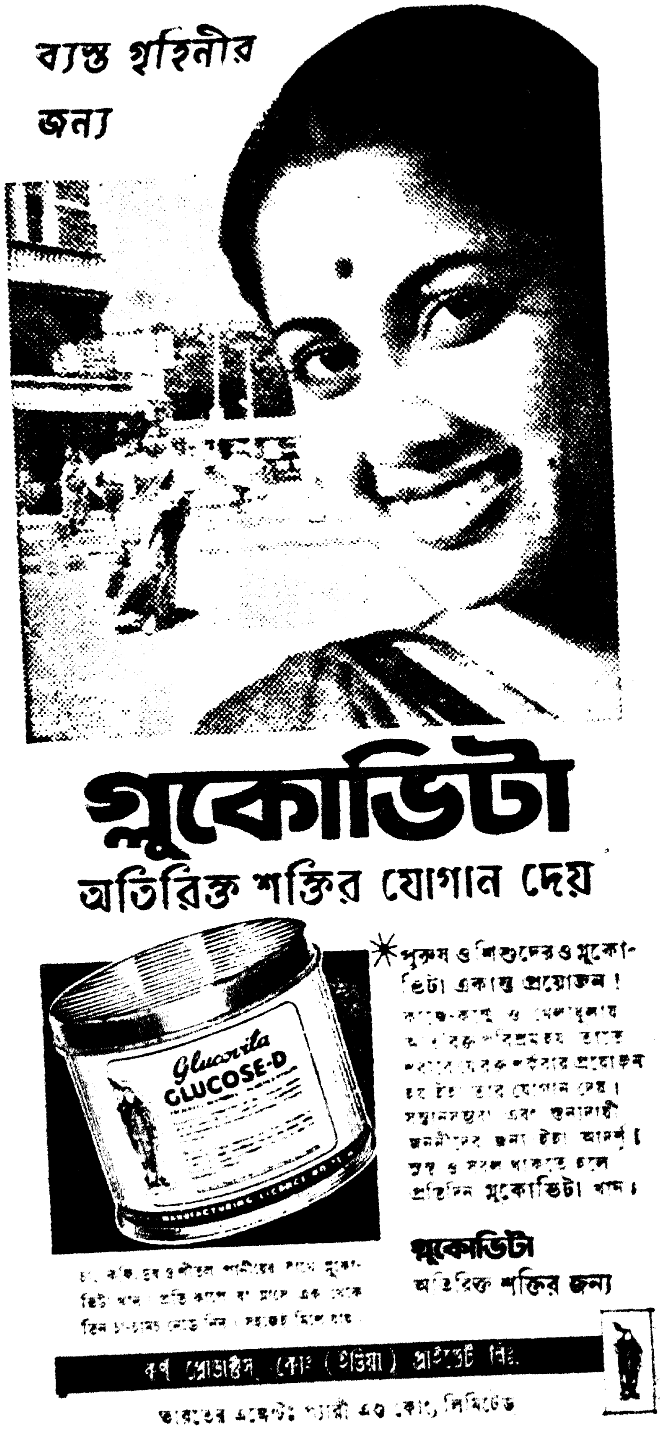


ওঠ। এখন, সেটাকে মেনে নিতে পারেন অনেক সহজে, এখন আর অন্য লোকের মতো তাই নিয়ে ছটফট করেন না। উনি জানতেন না ডাক্তারদের মনে কি আছে। তাঁরা যে [illegible] কয়েক দিনের জন্য কবিরাজকে আসন ছেড়ে দিয়েছেন, সেটা কল্পনা করেন নি। তাই যতক্ষণ [illegible] হয়, ওঁর মনের কাছে অনিশ্চয় ছিল, ততক্ষণ মনের মধ্যে লড়াই চলছিল কি করে ওটা ঠেকানো যায়। [illegible]

[illegible]

[illegible] এখনও আমরা [illegible] সম্পূর্ণ শেষ হয়নি।

[illegible] নাম নিয়ে [illegible] ছাত্রদের ঐতিহাসিকদের জন্য একটি প্রবন্ধ তৈরী করে দিলুম। এর পর [illegible] এই নিয়ে মাথা [illegible] করেছি। [illegible] এই কাহিনীটা অনেক [illegible] জোড়াসাঁকোতে

লেখা হতে দেখছি, আবার বিকেল বেলাতেই সেই দিনেই আর-একটা কবিতা মংপু এর [illegible] কি করে লেখা হতে পারে? এত অল্প সময়ের মধ্যে [illegible] কলকাতা থেকে [illegible] পৌঁছানো সম্ভব নয়। [illegible] একটা [illegible] রবীন্দ্রনাথের নাম দিয়ে [illegible] [illegible] হয়।"

২০শে জানুয়ারী

[illegible]

[illegible]

আমার হাতে দিয়ে গেলেন। [illegible] [illegible] কৌতুক অনুভব করলাম। [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু দুটি [illegible]

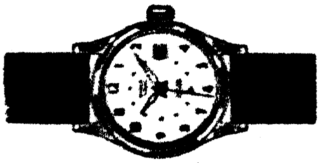

[illegible]

টিমা ওয়াচ কোং

[illegible]

বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ

[illegible]

দি রিলিফ

২২১, [illegible] রোড

এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়

[illegible] —মাত্র ৮ টাকা

সময়:—সকাল [illegible] থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল [illegible] থেকে ৭টা

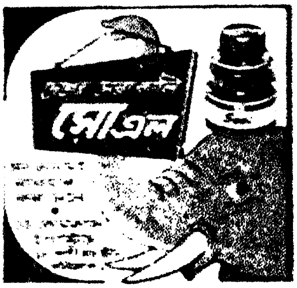

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

[illegible] ১টি [illegible]

[illegible]

হাওড়া [illegible] পরীক্ষা করুন।

২০ [illegible]

[illegible]

[illegible] ২৪ পরগণা

ঢাকে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে যেতে-বলায় সে যেন কৃতার্থ হল। সমান এসে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে প্রণাম করে আস্তে আস্তে চলে গেল। আমি নিশ্চয়ই জানি, শরীর অত্যন্ত বেশি অসুস্থ না থাকলে অন্তত দুই-একটি কথাও কবি সেদিন তার সঙ্গে বলতেন। এবারে তাও পারলেন না।

২৪শে জুলাই

আজ সকাল থেকেই কবি চঞ্চল হয়ে রয়েছেন, কাল রওনা হতে হবে বলে। সবাইকে তাগিদ দিচ্ছেন, জিনিসপত্র সব গোছগাছ হল কিনা। বনমালী হঠাৎ বাড়ি চলে গিয়েছিল জরুরী চিঠি পেয়ে—কয়েকদিন হল ফিরেছে। তাকে ডেকে বলা হচ্ছে, "তুই তো কিছুদিন ছিলি না, জিনিসপত্র কোথায় কি গেছে, ঠিক করে দেখে শুনে নিস, কিন্তু আমার খাবার আগে।" ছোটো ছেলেরা যেমন কোথাও যাবার আগে একটা উত্তেজনার মধ্যে থাকে, ঠিক সেই রকম ভাব।

বিকেলের গাড়িতে রথীবাবু, আর অনিল কলকাতা চলে গেলেন—কবির পৌঁছবার আগে এগিয়ে থাকতে। যাবার আগে ইনি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। অনিল প্রণাম করে বললেন—গুরুদেব, আপনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। —"গাড়ির ব্যবস্থা না [illegible] ব্যবস্থা করতে যাচ্ছ?" ছি ছি ছি গুরুদেব, এ কি অন্যায় কথা। এরকম কথা বলা আপনার মোটেই উচিত নয় ইত্যাদি বলে খুব আপত্তি জানালেন। কবি হেসে বললেন, "বাঙাল ঠাট্টা বোঝে না।"—না, এরকম ঠাট্টা করা ভারি অন্যায়। আমরা অন্যরা যারা ছিলাম সকলেই কথাটার সমর্থন করে বললাম, এরকম ঠাট্টা মোটেই ভালো না।

কবি আজ জানলেন প্রতিমাদির অসুখের কথা। তাঁর [illegible] কাল আসতে পারবেন না বলে মনটা বিমর্ষ হয়েছে। [illegible]

[illegible] সকলেই গুরুদেবকে [illegible] ইচ্ছা মনে করে [illegible]। [illegible] কবির [illegible] আজ কিছু [illegible] পরে [illegible] গুরুদেব তাঁর

হাতের আপনাই খেতে ভালোবাসেন, তাই আজ আপনাই বড়ে এনেছেন। অনুপমাদির[1] মা খাঁটি পাতলা না কি দিয়ে একরকম নতুন করে এনেছেন, যা খেলে বুকে শরীরের অনিষ্ট না হয়। সকলেরই ভাগে আজ কবির পাতে কিছু দেবার ইচ্ছে।

গোবিন্দকে উনি নিয়মিতই খুব স্নেহ করেন। আজ তাকে দেখে খুব খুশি। "গোবিন্দ, তোদের নতুন রান্নাঘর কিরকম হল রে?" খুব ভালো। "কই, আমাকে নিয়ে গেলি না তো নতুন রান্নাঘর দেখাতে?" [illegible]

---

১ [illegible]

বাবু, সেইজন্যেই হয়ে গেলেন, জ্যোতিদাদা [illegible] এসেছেন।

২৫শে জুলাই

[illegible] একেবারে তৈরী হয়ে [illegible] জানালার [illegible]। একটা [illegible] "এ দিন আমি কোন [illegible]" [illegible] এসে কবির জানালার [illegible]। তিনি জানলার ধারে [illegible] করলেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ঘর থেকে বেরোন নি, আশ্রমের চেহারাও দেখেন নি। [illegible] পাশ দিয়ে যখন গাড়িখানা গেল, লক্ষ্য করলাম একটু

বিদেশ আশ্রমের সঙ্গেই যেন ঘাড় বেঁকিয়ে নতুন রান্নাঘরটা দেখছেন। [illegible] আমায়, গৌরী বলেছে যে, তারা [illegible] আলপনা দিয়ে ওঁকে ঐ রান্নাঘর দেখাতে নিয়ে আসবে। গৌরীর ইচ্ছে যেন পূর্ণ হয় বার বার মন এই কথাটা বলতে থাকলো।

[illegible] দাঁড়িয়ে আছে। কবির গাড়ি তাদের সামনে দিয়ে [illegible]

কবির গাড়ির সামনে [illegible] দাঁড়িয়ে। আশ্রমবাসিনী ও কবির কাছ থেকে [illegible] দেখাশোনা করতো। কবি যেমন সবাইর নতুন নতুন নামকরণ করতেন, তেমন আমাকেও ডাকতেন [illegible] বলে। [illegible] তা নয়; [illegible] রাখতে চাইতেন না—তা সে যতই কাজের লোক হোক না কেন।

[illegible]


নাটক বাছাই করুন

॥ [illegible] ॥ ॥ [illegible] ॥

নবান্ন খ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের—গোত্রান্তর ২·৫০

[illegible] বিখ্যাত নাটক
নতুন মহল
[illegible] ২·৫০
নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের
[illegible]
কান্না হাসির পালা ২·৫০
[illegible] মুখোপাধ্যায়ের
সংক্রান্তি ২·৫০

[illegible]
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
[illegible] নাটক
বারো ভূতে ১·৫০
[illegible]
[illegible]
[illegible] নাটক
হবু রাজার দেশে ১·৭৫

[illegible] নাটকের জন্য আসুন, তালিকার খোঁজ করুন

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯



হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

[illegible] মূল্য—৭·৫০ [illegible]

এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ইকনমিক ফার্মেসী ৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা—১

পুরনো চাকর রামচরিতকে দিয়েছিলাম। সে খুব কাজের ছিল এবং সেবা-শুশ্রূষাতেও তৎপর। লোকের মধ্যে একটু গম্ভীর মুখ এবং একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফ, তাতে আরো যেন মুখটা অন্ধকার দেখাতো।

পুত্রিমাদি খুশি হলেন রামচরিতকে পেয়েছি বলে, কারণ বেহারের লোক হলেও সে দিব্যি বাঙলা কথা বলতে পারতো এবং ট্রেনে যাতায়াতের সময় সব রকম—যেমন মাল বুক করা, গাড়ি রিজার্ভ করা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ বহন করবার শক্তি ছিল।

কিছুদিন পরে যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছি কবি বললেন—"রানী দোহাই তোমার ঐ গুণের চাকরকে তুমি ফিরিয়ে নাও। আমি মানছি ও কাজ খুব ভালো জানে, কাজেই তোমার ইচ্ছে যে ওকে রেখে দেন আমার কাছে, কিন্তু আমি কি করে ওকে কাছে রাখি বলো? ওর মুখ দেখলে যে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কোনো ঠাট্টা-তামাশা ওর সঙ্গে করতে পারিনে, ঠাট্টা করলে ও হাসতে জানে না, শুধু কাজ নিয়ে আমি কি করবো? আমার 'মাধব' আর কিছু পারুক না পারুক পেট ভরে হাসতে জানে, ঠাট্টার বোঝ বোঝে—তাই ওর সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দ পাই। ওর হাত-টানগুলো হয়তো আছেই, একটু ফাঁক, তা হোক গে, তবু ওকে দিয়েই আমি চালাব বেশ। ঐ গম্ভীর মুখের সঙ্গে বড় একজোড়া গোঁফ আর আমি দেখতে পারিনে গো।" সেবারেই রামচরিতকে আবার আমরা ফিরিয়ে নিলাম।

এইরকম সেকালের লোকের কাছে 'পেটোয়া' নাম শুনলে যদি কেউ কৌতুক অনুভব করতে না পারতো তো সে গুণে তাঁদের কাছে টিকতেই পারতো না। আমার মুখও [illegible] গম্ভীর।

কবিকে সেবারে তোলা হল। মিঃ ঘোষের সেলুনে একটা বসবার কামরা আর তার পাশে শোবার ঘর। প্রথমে কবি বসবার ঘরের চেয়ারে বসেই জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। অজয় নদী পার হবার সময় বললেন—মাস্টারমশাই, অজয় পার হচ্ছি। বললেন, "কতদিন পরে দেখলুম নদীটাকে।" খানিক পরে ক্লান্ত বোধ হওয়ায় পাশের ঘরে বিছানার উপরে নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হল। আমাকে বললেন, "এইখানে পাশে এসে বসো তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো।"

গাড়িতে বেশ গরম ছিল তাই একটা পাখা নিয়ে বসে বাতাস করছিলাম। একটু পরেই একখানা চিঠি লিখলেন। [illegible]

[illegible]

হাওড়ায় পৌঁছে দেখি নিউ থিয়েটার্স-এর দল প্রশান্তবাবুর ব্যবস্থায় কবির জন্যে হাজির রয়েছে। কেউ খবর পায়নি কাজেই স্টেশনে কোনো ভিড় নেই।

অধ্যাপককে দেখে আশ্বস্ত হলাম—যাক, স্টেশনে যখন আসতে পেরেছেন তখন এমন মারাত্মক শরীর খারাপ নয়। কবি ভেবেছিলেন, আমি বুঝি সোজা স্টেশন থেকেই বাড়ি চলে যাবো, তাই মুখে কিছু না বলে গাড়ি থেকে নামবার সময়ও হাতখানা ধরে রইলেন। আমি [illegible] বললাম, [illegible] না, জোড়াসাঁকো যাচ্ছি।

কবির সঙ্গে সঙ্গে চড়েই মৈত্রেয়ী আমি গাড়ী শুদ্ধ সবাই জোড়াসাঁকো পৌঁছলাম। [illegible]

[illegible]

# পরস্পর

আমার কথা

এবং আলো দিয়েছেন।

পালানো হয়তো সহজ, কিন্তু মুক্তি অমন সহজে মেলে না......

মাধবীর কথা কিছু না বললেও চলত। আমার সঙ্গে মাধবীর সম্পর্ক এত স্বল্পায়ু, ক্ষণভঙ্গুর ছিল যে, তাকে এখন না ভাবলেও চলে। তবু মাধবীর কথা বলে নিই। মাধবী এক লুকিয়ে-থাকা ক্ষত।

মাধবী আমার কেউ ছিল না, মাধবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তত গভীর নয়, বিচ্ছেদ অনেকখানি। তবু বলছি, মাধবী ছাড়া আর কোন পথ, কোন আলো সেই সময় আমি খুঁজে পাইনি। কিছু কিছু দুঃখ থাকে, কোন কোন [illegible] যন্ত্রণা—যার তল নেই, কূল নেই, চিহ্ন নেই, তেমন কিছু স্পর্শনীয়ও নয়; তবু কেউ কেউ পারে সে দুঃখের জ্বালা মুছে দিতে। অসংখ্য মুহূর্তের স্বাভাবিক প্রেরণা ও পরিচয়ে কি করে আমি এটুকু বুঝেছিলাম যে মাধবীর আশ্রয়ই আমার শান্তি, মাধবীর সান্নিধ্যে নিজের অতীতটাকে ভুলে যেতে পারি। আমার ধারণা মিথ্যে হয়নি। মাধবী আমাকে ভালবাসা দিয়েছিল, শরীরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু......

•

একদিন বিকেলে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এলো।

আমার [illegible] কথা ভুলিনি। আরো বেশি করে মনে পড়ল বাবার মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে আমার চেয়ে অনেক ছোট চলৎশক্তিহীন কতকগুলি অসহায় মানুষের দিকে তাকিয়ে। সে-সব কথা কিছু কিছু এখনো মনে পড়ে। মৃত্যু, মৃত্যুশয্যা, মৃত্যু। শিয়রের জানলাটা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে; আলো ঢুকছে না, বাতাস নেই। ঘরের কোণে মাকড়শার জালগুলো অথবা লাউডগা সাপের মতন ঝুলছে। অসময়ে শুকনো মা-র মুখ, চোখে পিচুটি, ঠোঁটের ফাঁকে, গালে, কুঞ্চিত রেখায় থুথু এবং ফেনা শুকিয়ে খড়ির মতন সাদা একরকম দাগ ফুটেছে। চোখের কোণ থেকে নিটোল এক ফোঁটা অশ্রু নাকের পাটার ওপর স্থির হয়েছিল, করবী ফুলের মতন ঈষৎ [illegible]। আমার ভাইবোনগুলি নির্বোধ মেষশাবকের মতন স্থির অবিচল, বুক [illegible] চোখে বাবাকে দেখছিল। আমি জানতুম, ওরা কি দেখছে। এই এতদিন একটি [illegible] মানুষের মৃত্যুর পর সেই মানুষটির অস্তিত্বের সম্বন্ধে ওরা সচেতন হবার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু [illegible]

[illegible]

হতো......ও! অসহ্য। মা যেন বাবার মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন। দিন তিনেক ইনিয়ে বিনিয়ে বিছানায় ফেরানো ঘরের চৌকাঠে মুখ গুঁজড়ে কাঁদলেন, নিজের কপাল আর ভগবানকে দোষারোপ করলেন; এইসব নির্বোধ [illegible] শিশুগুলির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। তারপরেই মা-র একটা নিজস্ব, একেবারে অন্যরকম রূপ ফুটে উঠল। হিংস্র, অসহিষ্ণু, [illegible]। মাকে এখন [illegible] মতন লাগছিল।

মা আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। [illegible]

[illegible]

......আমার [illegible]

এক টুকরো কাগজে কয়েকটা কথা লিখে একদিন ঘর পালিয়ে এলুম। বাইরে ঝড়ো হাওয়া ছিল। [illegible]......

•

কিন্তু এই আলো এই হাওয়া এবং এই-রকম [illegible], এও কোনটাই মুক্তি নয়। কখনো আলো, কখনো অন্ধকার, [illegible] হাত ধরা পড়ে। নইলে নিজের কথা [illegible]। মাধবীকে আমি বহুখানি বিশ্বাস করেছি, কোন মানুষ, বিশেষত কোন মেয়েকে ততখানি বিশ্বাস করা যায় না। মাধবী আমার নিঃশ্বাসের জোর কেড়ে নিল।

তখন থেকেই ভেবেছি, যেমন করেই হোক, মাধবীর স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। এমন নয় যে এ-ঘটনা পৃথিবীতে একেবারে নতুন, অবিস্মরণীয় কিছু। মানুষ সব ভোলে।......


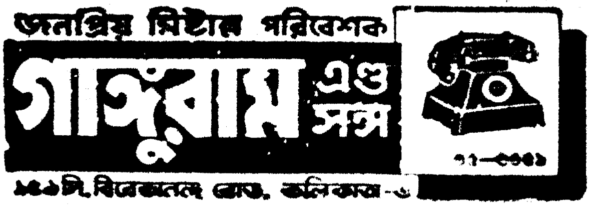


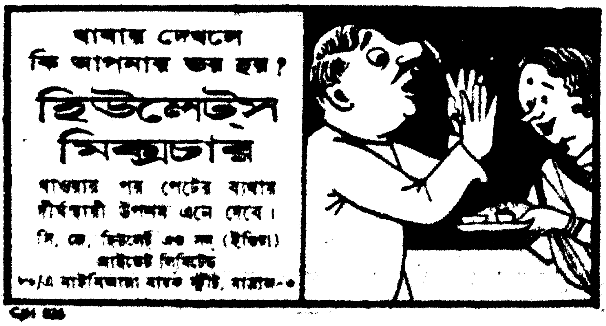

মাধবী আমার বুক থেকে কয়েকটা পাঁজর খুলে নিয়ে গেল। [illegible]

[illegible]

নির্মলবাবু

[illegible]

......এই সময় একদিন দেখা হয়ে গেল নির্মলবাবুর সঙ্গে। তখন আমার পা টলছিল, ক্লান্তি। ভিড়। বোধ হয় একটা ট্রেন এসে থেমেছিল। ভিড় দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখলাম নির্মলবাবুকে। চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে বটে, চিনতে অসুবিধে হলো না।

ডাকলাম, নির্মলবাবু!

নির্মলবাবু শুনলেন না, তাকালেন না। [illegible]

[illegible]


শক্তিপদ রাজগুরুর
নূতন বিরাট উপন্যাস
কেউ ফেরে নাই শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
প্রফুল্ল রায়ের বিরাট উপন্যাস
নোনা জল মিঠে মাটি ৮·৫০

| | | | |
|---|---|---|---|
| নীলকণ্ঠী | ৫, | দুই আর দুয়ে চার | ২·৫০ |
| দুর্গরহস্য | ৩·৫০ | দেহ ও দেহাতীত | ৪, |

উপনিবেশ [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| স্বপ্নমঞ্জরী | ৩, | উত্তরণ | ২·৫০ |

— উপহার-গ্রন্থমালা —

| | | | |
|---|---|---|---|
| মেঘদূত | ৬, | আরব্য উপন্যাস | ১০, |
| ঋতু-সম্ভার | ৫, | নলোদয় | ৩·৫০ |

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

কখনো কখনো মনে হয়েছে, মা আমার মৃত্যুর কারণ হবেন। ইদানীং ডাক্তারপত্তর দেখলেই আমার শিরা কুঁচকে যেত।...চিনু, উচ্ছন্নে গেছে, বিয়ে হবার আগেই [illegible] চিনু সেটা [illegible]। চিনু যদি [illegible] থাকে, সেটা [illegible] হবে, বেলা হয়ে যায়; তার জন্য চিনুর চেয়ে বেশি [illegible] এবং শেষ আমার। অথচ আমি ভাবতুম মা চিনুর কথা ভাবেন, আর সকলের কথা চিন্তা করেন, শুধু আমার কথা ভাবেন না কেন!...কেন! কেন?

●

আবার দেখা হলো নির্মলবাবুর সঙ্গে।

আমার চেহারা আগের চাইতে অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পাঁজরাগুলো সব প্রকট, হাঁটলে পা কাঁপে, হাঁটু কড়কড় করে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমার ভয় হচ্ছিল, এইবার সত্যিই আমি মরে যাবো। নির্মলবাবুকে দেখে আমি কেঁদে ফেললুম।

নির্মলবাবু হাসছিলেন। অনেকক্ষণ দূরের দিকে চেয়ে থেকে তারপর আমাকে দেখলেন।

ইউ ফুল ভাই। হাঁ, তুমি সত্যি মরে যাচ্ছ না [illegible]। একটু চুপ করলেন নির্মলবাবু। পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করে চোখের সামনে নাড়াতে লাগলেন। তুমি [illegible] যাও, তাহলে সত্যিই আমি খুশি হবো।"

শিশিটা মুঠোয় বন্ধ করলেন নির্মলবাবু।

[illegible] নির্মলবাবুর [illegible] চেষ্টা করছিলুম আমি।

নির্মলবাবু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ওর স্পর্শ [illegible] একটা [illegible]।

নির্মলবাবু [illegible] তুমি কি [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible]।

[illegible]

আমার [illegible] নির্মলবাবুর [illegible] একটা [illegible]

[illegible] একটা [illegible] এই [illegible] আমি [illegible]। তুমি যদি [illegible] হাঁ তুমি [illegible]। [illegible]

নির্মলবাবু [illegible]। [illegible] আমি।

তারপর আমাকে [illegible] নির্মলবাবু। [illegible] আমি [illegible]। অন্ধকার, [illegible] একটা [illegible] একটা [illegible]। [illegible] জানলা, খাট, [illegible]।

[illegible] নির্মলবাবু ঘর [illegible]। [illegible] একটা [illegible]। অন্ধকার, [illegible] অন্ধকার। [illegible] একটা [illegible] অন্ধকারে একটা আলো [illegible] দেয়াল ছড়িয়েছে। খড়, [illegible], ঝিমঝিম-করা

কেমন অদ্ভুত একটা রাসায়নিক গন্ধ চতুর্দিকে। সেই গন্ধ বুকে ভরে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম জানি না। মনে হচ্ছিল, চোখের সামনে থেকে চেনা মুখগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আলো জ্বালাতে বললুম।

আলো না-জ্বেলে জানালাটা খুলে দিলেন নির্মলবাবু। ছোট চতুষ্কোণ, দেয়ালে শিক-দেওয়া জানালা। এই ঘর যে নির্মলবাবুর, বিশ্বাস হয় না। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

নির্মলবাবু [illegible] বললেন [illegible]

কি [illegible] দরকার পড়বে?

আমার মুখে কথা ফুটলো না।

[illegible]

[illegible]

[illegible] নির্মলবাবুর [illegible] [illegible]। [illegible] কাঁদছি [illegible] আমার। হঠাৎ অনেক [illegible] এসে আমাকে

নাট্য রসিকদের নূতন খোরাক

অনিল বরণের :—

• নীরবে-নিভৃতে
• স্বীকৃতি

বৈকুণ্ঠ বুক হাউস, কলি-৬.

ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাক্তারী পড়াশুনা করে সরকার দ্বারা রেজিস্টার্ড করা কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিন। বিনামূল্যে প্রোসপেক্টাস-এর জন্য লিখুন।

Indian Homeopathic College

(DC.) Jullundur City.

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরায়সিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, [illegible] (পূরবী সিনেমার পাশে)

সহায় করল। [illegible] পিছনের দিকে স্থির হয়ে [illegible] কর্নিশ। অন্ধকার [illegible] গুড় নামিয়ে এলাম।

•

[illegible]

[illegible] দিয়ে [illegible] করে দিল।

•

[illegible] একটা [illegible] এই ঘর আমার [illegible] এই [illegible] আমার [illegible]

পরে অনেক রাত্তিরে নিশিকান্ত। [illegible] উঠে এসে স্পর্শ করলেন আমাকে।

[illegible]

[illegible]

নিশিকান্ত, আমাকে [illegible]

[illegible]

[illegible] নিশিকান্ত, [illegible]

'এই [illegible] এই [illegible]

[illegible]

---

বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ

[illegible]

# বিদেশিনী ২৲

[illegible]

এর ইংরেজি ও ফরাসী অনুবাদ ইয়োরোপে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা ১২

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

( ১৮ )

ভবানীপুরে বান্ধব সমাজ-এর আসরও ছিল। [illegible]

[illegible]

তুমি কি আর ফিরে আসবে এখানে?

[illegible]

ধর্মমোহনবাবু, কাজেই ছিলেন। বললেন —খুব কাজের ছেলে হে। [illegible]

মতো পরশমণি ছেলেই দরকার! এ ধরে কাজে লাগাবে।

—বেশ তো। রবিবার রবিবার সকালবেলা আসবে। কেমন?

মাথা নেড়ে জানালাম—আসব।

রবিবার সকালে মহলা বসে না। তবুও সকালে আসবার কথা কেন বললেন, সেটা বুঝলাম পরে। পরেই বলছি সে কথা।

[illegible]

[illegible]

বড়দের মাসিক পত্রিকা

নব কল্লোল

তারাশঙ্কর • বনফুল •
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং অন্যান্য

ডঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়

ঢেউ এলো তুলো খেলায়। এই তুলো খেলার ব্যাপারটা যে কী, ঠিক জানি না, তবে হঠাৎ দেখলাম, বড় রাস্তাগুলির ধারে—দোকানের সামনে—বাজারের বাইরে—যে পেরেছে সেই বসে গেছে টেবিল-চেয়ার হাত-বাক্স আর একটা ব্ল্যাক বোর্ড নিয়ে—তাতে কী-সব নম্বর লেখা। এ ছাড়া, লাল সালুর ওপরে কাগজ কেটে, কিম্বা আঠা লাগিয়ে তার মধ্যে তুলো [illegible] বড় বড় করে লিখে রেখেছে—'তুলো খেলা'। বাজার করতে এসে চাকরেরা পয়সা বাঁচিয়ে চার আনা ছ আনা দিয়ে যাচ্ছে। লোকে আর নম্বর কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তার পরদিন হয় শোনা গেল—সাত নম্বর উঠেছে আজ।

কী ব্যাপার? না, যারা সাত নম্বর কিনেছিল কাল, তাঁরা বাজী জিতেছেন অনেকে! সে কী বাজী ধরবার ধুম! ক্রমে-ক্রমে যে-পারছে সেই কিনছে, কিন্তু কিছুতেও বন্ধ হচ্ছে না। ঠিক জানি না, কোন্ মার্কেটে তুলোর দর ওঠা-নামা করত, তার থেকে কোন রকম জুয়ার উদ্ভব হয়ে থাকবে সম্ভবত।

রেসের ব্যাপারে—ময়দানের কথা শুনেছি। 'এনক্লোজার'-এর বাইরে থেকে ঘোড়া দৌড়ে যেতে দেখেছি, আর দেখেছি গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ও প্যাভেলিয়নের বিপরীত দিকে—এনক্লোজারের মধ্যে প্রাইভেট বুকীরা বসে গেছে দরজা টানিয়ে, সে এক মেলার সৃষ্টি করেছে বললেই চলে। এই বুকীর ব্যবসা অনেকে করতেন তখন, তবে দু-একজন আসতেন, যাঁদের বুকীর ব্যবসা ছিল। কেউ কখনো প্যান্ট-কোট পরে চলতেন, কখনো চলতেন বাঙালীর বেশে। এসব প্রায়ই শুনতাম। টেবিল আর হাতবাক্স আর নোটিস বোর্ড এই ছিল প্রাইভেট বুকীর অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। নোটিস বোর্ডে লেখা থাকত [illegible] রেস নম্বর—ঘোড়ার নাম। একজন লোক আবার হেঁকে চলেছে [illegible]। আর, টেবিলের সামনে বসে ক্যাশিয়ার নিচ্ছে [illegible] টাকার হিসাব। [illegible] এই ক্যাশিয়ার হওয়া বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক ছিল। সে যুগে তাদের মাইনে [illegible] কম ছিল না। [illegible] ছিলেন একজন সুবিখ্যাত ক্যাশিয়ার। [illegible] এই সব প্রাইভেট বুকীর [illegible] এনক্লোজারের ভিতরে [illegible]। রেস-মাঠের এই সব আলোচনা [illegible] শুনতে পেতাম।

[illegible] ক্যাশিয়ারদের মাথা নীচু করে টাকার হিসাব করে চালাতেন এক সময় [illegible] না বাইরের কেউ কথাটা বুঝতো না, [illegible] ও ঘোড়ার বাজী তার ধরো না, [illegible] যাচ্ছে। এবার ধরো অমুক ঘোড়ার বাজী। এসব ব্যাপারের [illegible] হিসাব-টিসাব চটপট করে ফেলতে পারতেন বলেই ছিল ক্যাশিয়ারদের এত [illegible]। অনেক সময় রেস-ঘোড়ার ভিতরের জানা নেই, [illegible] কৌশলে [illegible] করা [illegible]। এর কৌশল কী জানি না। শুনেছি ঐ সব আলোচনা।

এদিকে আমি [illegible] স্টুডিওতে যাই। [illegible] মহলা হয় না। আমি নিজে [illegible] একেবারে [illegible] পার্টটা বলে নিতাম। [illegible] রিহার্সাল [illegible] বড় [illegible]। বড়-বড় [illegible] সব গান [illegible] অন্য অন্য [illegible]। [illegible] চারদিকে একেবারে গমগম করতো। আমি লক্ষ্য করে দেখতাম। [illegible] এমন জিনিস আর কিছুটি নেই। [illegible] সাধন [illegible] হবে। [illegible] গান শুধু [illegible] থেকে, আর অভিনয়ের শেষের দিকে, গান দাঁড়াতো গিয়ে সব ঠিক হয়ে। আমিও তখন শুরু করে দিলাম দোয়ারদের পাশে বসে গান গাওয়া। দোয়ারেরা আমায় [illegible] লক্ষ্য করে হাঁটুতে হাত রেখে কেমন করে গানের ছন্দ রেখে তাল দিতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের দেখাদেখি তাল, ফাঁক, এসব শিখে নিলাম। পরে যতক্ষণ না আমি আমার ভূমিকার সাজ পরে আসরে গিয়ে নামতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়ারদের সঙ্গে গান করতাম। তাতে যে আমার [illegible] হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ যুগে এসে একরকম মহলা নিশ্চয় হতো, কিন্তু [illegible] ভিতরে ঢুকতে হলে [illegible] 'অনুকরণ' [illegible] সবই [illegible], নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী [illegible] শিখেছি, কিন্তু এর পর [illegible] হয় না। [illegible] শিখতে যাই, [illegible] এমনভাবে যে [illegible] তা আমাকে [illegible]। [illegible] তুমি [illegible] শুধু [illegible] কি না।

এই যে নিজের মতো করে করা একটা [illegible]

[illegible]

[illegible] এই ১৯৬০ সালে [illegible]

[illegible] ১৯২০।২১ সালেরটা [illegible]।

যাই হোক, সেখানে বইয়ের খোঁজ করছি মনে মনে, কিন্তু পাবো কোথায়

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ গেঞ্জি
যশোর কম্ব ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

দুষ্টক্ষত, গলিত, নালী ঘা, হাতে পায়ে আঙ্গুল প্রভৃতির স্ফীতিসহ চর্মের বিবর্ণতা, সোরাইসিস, একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য রোগীর জন্মবারসহ পত্র লিখুন। [illegible]

উপন্যাস বই? বাংলা বই ত কিছুই নেই। [illegible]

[illegible]

বলে উঠলেন—তুমি কোথায় যাবে?

—লাইব্রেরীর দিকে যাবো।

—লাইব্রেরী! হঠাৎ লাইব্রেরী কেন?

—কলেজ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সেখানে যাচ্ছি, একটু পড়বো।

—পড়া! কী পড়বে?

[illegible]

ইংরেজী [illegible] The Eight Rasas [illegible]

[illegible] Presented by Lord Curzon [illegible]

কুঁচ তৈল

[illegible]

কলিকাতা—২৬। ফোন: ৫৫-১৭১৬।

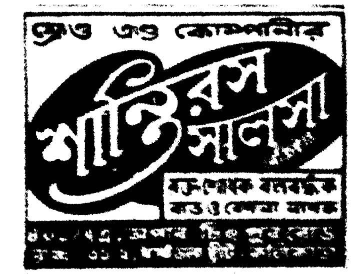

[illegible]

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

[illegible] "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" [illegible]

**দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা**

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
**আত্ম-চরিত** ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
**ভারতকথা** [illegible] টাকা

[illegible] মজুমদারের
**জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ** ২·০০ টাকা

**অনাগত** (উপন্যাস) ২·০০ টাকা
**ভ্রষ্টলগ্ন** (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

[illegible]
**ভারতে মাউন্টব্যাটেন** [illegible] টাকা

[illegible]
**চার্লস চ্যাপলিন** [illegible] টাকা

শ্রী[illegible]
**অর্ঘ্য** ([illegible]) [illegible]

[illegible]
**আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে** [illegible] টাকা

[illegible]
**গীতায় স্বরাজ** [illegible] টাকা

**শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ** । ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

[illegible] ১৯১৮ সালের কথা। (ক্রমশ)

# গানের আসর

**শার্ঙ্গদেব**

### ঠুংরী সাহিত্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

একটি চিঠি

### রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষক সম্মেলন

মহাশয়,

[illegible]

[illegible] Specialisation [illegible]

[illegible] Specialisation [illegible]

[illegible]

অধিকার কাড়িয়া লইতে না। কিন্তু কেহ যদি এই সংগীত শিক্ষা দিবার পরিকল্পনা পোষণ করেন, তবে তাঁহাকে নিজে শিক্ষায় অভিজ্ঞ হইতে হইবে। অন্যথা রবীন্দ্র-সংগীতে অভিজ্ঞ শিক্ষককে লইতে চাই।

সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি শ্রী শান্তিদেব নীরব। সেইটি হইল রবীন্দ্র-সংগীতের একটি সুপরিকল্পিত পাঠক্রম প্রণয়ন শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হইতে পারে। আজ সত্যই দুঃখ হয়, যখন দেখি, রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ধারা বা গায়কী অনুসৃত হয় না, ক্ষোভ হয়, যখন দেখি, আকাশবাণীর মারফত জাতীয় প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ধারার বিপরীত কোনও এক ধারায় রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করিয়া কবিগুরুর প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করিতেছেন।

উপরিলিখিত কারণে প্রস্তাবিত রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমি মনে করি।

ইতি—

অমিতাভ ঘোষ, কলিকাতা।

# নীলমণি ঘোষ লেনের ছাত

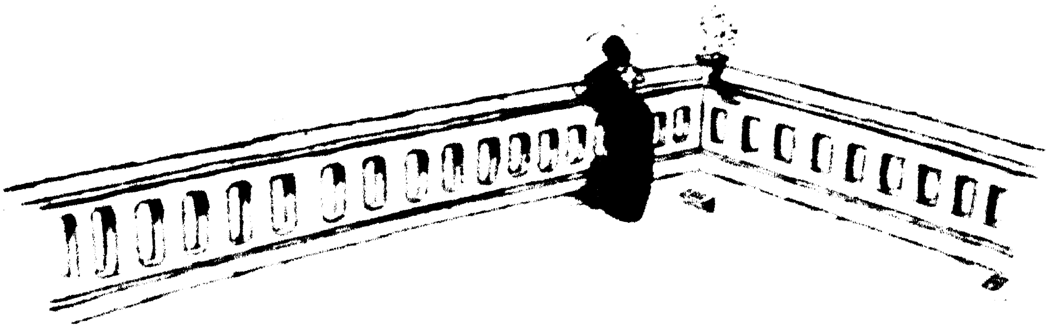

অতনু সর্বাধিকারী

হানী সেটা রান্নার জায়গায় এনে গরম জল করে চা করেছে। ঘরে থেকে [illegible] ইলা শুধু দেখে যায়। কিন্তু ঘরের [illegible] [illegible] উপর করে দিয়েছে। আর [illegible] এখানে। [illegible] [illegible] হানী [illegible]। [illegible] [illegible] সবাই সুখী হোক; মনে মনে [illegible] উপর [illegible] ইলা এই [illegible] করে ফেলল।

[illegible]

দেশ

# চিত্র প্রসঙ্গ

**চিত্রগ্রীব**

শিল্পী নীরদ মজুমদার সম্প্রতি একটি [illegible] (MASSONAUD) [illegible] (NOTRE DAME) [illegible] ROSACE [illegible]

নতরদাম দ্য পারী — নীরদ মজুমদার

[illegible] MATIERE [illegible]

[illegible] নেই।

**উপন্যাস**

[illegible]—বনফুল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। চার টাকা।

অগ্নীশ্বর—বনফুল। ডি এম লাইব্রেরী,


## যষ্টি·মধু

কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত বাংলার শ্রেষ্ঠ রসপত্রিকা। এই ফাল্গুনে

সেকালীন ব্যঙ্গ কবিতা

[illegible]

আজই গ্রাহক বা এজেন্ট হোন।

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
**SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY**
[illegible]
SAHITYA SAMSAD
[illegible]

বিভিন্ন পত্রিকা ও সুধীজন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত **গদাধর**

[illegible]

গীতিকথা

[illegible]


## পুস্তক পরিচয়

৪২ [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সাড়ে চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে [illegible]

[illegible]

হিন্দু বাইরে-ভিতরে মহাবিপ্লব হয়ে উঠেছেন, উঠবেন। এই আধুনিক জীবন এবং [illegible] উপন্যাসটি। [illegible] আধুনিক [illegible] কাহিনী। [illegible]

[illegible]

১০. ৩২৭।৫৯

পুস্তকবাহী—পুস্তকস্থ বসু। বাকিব, ৪৬ এ, রেলওয়েস্থ রোড, কলকাতা—২৬। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

[illegible] বসু তাঁর হিসাবেই [illegible] কিন্তু [illegible] করা হচ্ছে [illegible]

[illegible]

মতের জোরে এবং কলমের জোরে তাঁদের জন্মের সর্বাধিকারের মাধ্যমে তাঁদের জন্মও দিয়ে চলেছেন অনেক। কিন্তু [illegible] কিশোর-সাহিত্যের লেখকদের [illegible] তাঁদের ভুলানো হয় না। তাঁদের [illegible]

[illegible]

(৪১১ ১২)

## কিশোর সাহিত্য

[illegible] পুস্তকমালা [illegible] [illegible] ১০ [illegible] রোড, কলিকাতা-৩। ২ টাকা।

[illegible] তাঁদের জন্য [illegible] একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। [illegible] তাঁদের জন্য অনেকেই লিখ-ছেন, কিন্তু তাঁদের উপযোগী লেখা আমরা [illegible] পাচ্ছি না। তার কারণ তাঁরা অনেকেই ছোটদের জন্য লেখেন, কিন্তু ছোটদের এক-জন হয়ে লেখেন না। একথা বলার অর্থ, সেই মন অর্থাৎ সেই স্বপ্নলোকের চাবি তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন অনেককাল, এখন

বাংলা-সাহিত্যের অনন্য অবদান।
শিশু-ভারতী
[illegible]
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র গ্রন্থমালা
[illegible] ১ম—৫ম খণ্ড
[illegible] ১০ টাকা
বিদ্রোহী বালক ২·২৫
[illegible]
রূপকথার দেশে ২·৫০
[illegible]
রূপ দেশের উপকথা ২·২৫
[illegible]
[illegible] ১·৫০
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Every Month Read
ANVIL
Editor J. Das Gupta
JANUARY Contributors
John Strachey
Malcolm Muggeridge
P. Y. Deshpande
L. E. Apter & others
FEBRUARY Special Spring Book Number P. Lal, Sadhan Ghosh, Frank Lesing, A. Roy & others
[illegible] P. 36 Lake Terrace, Calcutta-29
Available at Mankind,
21B Rash Behari Avenue,
Calcutta-26

[illegible] পুস্তক ভবনের নব নিবেদন
নিশাচর-এর অপূর্ব রহস্যোপন্যাস
ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲
[illegible]
অমনোনীত গল্প ৩৲
নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস
নিশিপদ্ম ৪।০
[illegible] দেবীর উপন্যাস
কল্যাণী ৩৲
প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

এই নাটকীয়কাহিনীর মধ্যে প্রচুর কৌতুকরসের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। [illegible] অতিমাত্রায় [illegible] এই [illegible] কাহিনীর মধ্যে [illegible] হয়ে উঠেছে। [illegible] একটি [illegible] উল্লেখযোগ্য। [illegible] কাহিনীর মধ্যেও একটি [illegible] একটি [illegible] উঠেছে।

[illegible] সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। ৭৭৬।৫৯

## ভ্রমণ কাহিনী

**ভয়ঙ্কর আফ্রিকা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)**—[illegible] লাইব্রেরী, ১৫, [illegible] কলকাতা—১২। প্রতি খণ্ড তিন টাকা [illegible] নয়া পয়সা।

এক [illegible] দ্বিবাসকে এক অজানার পানে [illegible] করেছিল,—কেবলমাত্র মনোবল [illegible] করে [illegible] পায় [illegible] বছর ধরে [illegible] মহাদেশ [illegible] দ্বিতীয় [illegible] আর কেউ রচনা করেছেন বলে জানি না। [illegible] এবং [illegible] প্রথম [illegible] কাহিনী [illegible] করেছেন। [illegible] কেনিয়া, উগান্ডা, [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি প্রাণ [illegible] পেয়েছে।

[illegible] জানেন যে, [illegible] 'ধুম' [illegible] করে [illegible] একটি [illegible] সৃষ্টি [illegible]

[illegible] জন্য ও [illegible] জন্য অন্ধকারের এই [illegible] প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক [illegible] লেখকের [illegible] প্রভৃতি [illegible] উপস্থাপনার [illegible] প্রকাশিত। [illegible] ভ্রমণ [illegible] [illegible] ৭২০।৫৯, ৬২১।৫৯

## ছোট গল্প

**প্রজাপতির রঙ**—[illegible] ১৯৫৯, [illegible] টাকা [illegible] নয়া পয়সা।

[illegible]

## প্রাচীন সাহিত্য

**প্রাচীন কথা** : [illegible]

[illegible] প্রাচীন [illegible] কিন্তু [illegible] ছোট ছোট [illegible] করে দিয়েছেন মনে হয়। [illegible] না হওয়াই স্বাভাবিক। [illegible] অভ্যাসের পাত্রই [illegible] নামক [illegible] পরিচ্ছেদটি [illegible]


স্টিফান জাইগ-এর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

**BEWARE OF PITY** -র

অনুবাদ

# করুণা কোরো না

[illegible]

অনুবাদ করেছেন : শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ দাম ছয় টাকা ॥

॥ আমাদের অন্যান্য বই ॥

| | | | |
|---|---|---|---|
| বধূ অমিতা | : | [illegible] | ২·০০ |
| প্রিয়াল লতা | : | সঞ্জয় ভট্টাচার্য | ২·৫০ |
| জলকন্যার মন | : | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| দুই সখী | : | বিনয় চৌধুরী | ২·০০ |
| [illegible] | : | শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫·০০ |
| বালির প্রাসাদ | : | [illegible] দে সরকার | ৪·০০ |

৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ **নব ভারতী**

(সি ২৯৭২)

[illegible]

## ইতিহাস

[illegible]

## জীবনী সাহিত্য

[illegible]

[illegible] এর্ষাই [illegible] কলেজ [illegible]। [illegible]

## সংগীত

[illegible]

## প্রাপ্তি স্বীকার

[illegible]

## বিজ্ঞপ্তি দেশ

[illegible]

[illegible]

সারদা-রামকৃষ্ণ

[illegible]

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

[illegible] কলিকাতা

[illegible] ২৬৬১

# বিশ্ব-বিচিত্রা

বাপ-মা বা অভিভাবকদের কোন বিবাহে সম্মতি না থাকলে ১৭৫৩ সন পর্যন্ত ইংলণ্ড বা স্কটল্যাণ্ডে তিনজন সাক্ষী যোগাড় করে সাবালক ছেলেমেয়ে বিবাহের সম্মতি জ্ঞাপন করলে সে বিবাহ সিদ্ধ বলে গ্রাহ্য করা হতো। লণ্ডনের ফ্লিট কারাগারে একজন সাজানো পুরোহিতকে দিয়ে এই ধরনের বিবাহ সম্পন্ন হতো, তাই এর নাম হয় ফ্লিট বিবাহ। ১৭৫৩ সনে লর্ড হার্ডউইক প্রবর্তিত বিবাহ আইনে ঐ ধরনের ফ্লিট বিবাহ অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে ঐ ধরনের বিবাহ ১৯৪০ সন পর্যন্ত গ্রাহ্য করা হতো।

ইংল্যাণ্ডে আইন প্রবর্তিত হবার পর থেকে দেখা গেল যে স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে [illegible] বিবাহ সমাধা করা যায়। এই [illegible] জন্য ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমান্তে গ্রেটনা গ্রীন গ্রামটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সে সময় স্কটল্যাণ্ডের আইনে [illegible] বেশী বয়স্ক যে কোন ছেলেমেয়ে পরস্পরকে বিবাহ করতে সম্মত [illegible] এবং [illegible] উপস্থিত ব্যক্তিরও সাক্ষী রেখে সে কথা ঘোষণা করলেই তা বিবাহ বলে স্বীকৃতি লাভ করত। [illegible] প্রধান সাক্ষী বা পুরোহিতের কাজ করত গ্রেটনার [illegible] মুচি, কামার, দর্জি [illegible] বা সরাইখানার মালিক। ১৭৫৩ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত ১১০৮ জোড়া প্রণয়ী-যুগল পালিয়ে গিয়ে গ্রেটনা গ্রীনে বিবাহ সম্পন্ন করে। এবং এই বিবাহিতদের মধ্যে লর্ড পরিবারের ছেলেমেয়ে প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত উত্তরাধিকারিণী [illegible] এমন কি দু'একজন [illegible] ছিল। এই ধরনের বিবাহের বহু [illegible] টিকে পারেনি। সবচেয়ে কম খরচে বিবাহ সম্পন্ন করে এক যুবক যে [illegible] এক [illegible] সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে [illegible] গ্রেটনা গ্রীনে নিয়ে এসে বিবাহ করে। ওদিকে [illegible] খবর পেয়ে মেয়েটির [illegible] তাড়া করে। [illegible] সেই যুবক এক [illegible] সাক্ষী [illegible] এবং [illegible] একজনকে [illegible] দিয়ে [illegible] টাকা [illegible] ছিল না [illegible] সেই [illegible] এবং সেই সম্পত্তির [illegible] বিবাহ সম্পন্ন হয় [illegible] এবং স্কটল্যাণ্ডের আইন [illegible] সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীর [illegible] সম্পত্তি।

বিবাহ অনুষ্ঠান সাধারণত সম্পন্ন হতো [illegible] সরাইখানায় যেখানে প্রণয়প্রার্থী উদযাপনের জন্য নববিবাহিতদের পালঙ্ক ভাড়া দেওয়া হতো, কিন্তু গ্রেটনা হলের [illegible] সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারেরও অনেকে পালিয়ে গ্রেটনা গ্রীনে বিবাহ সম্পন্ন করে। তাদের মধ্যে [illegible] লর্ড [illegible] লর্ড এর্সকিন প্রভৃতি। গ্রেটনা গ্রীনের বিবাহের [illegible] ও [illegible] ১৮৫৬ সনে [illegible] একটি [illegible] বিবাহ [illegible] গ্রেটনা গ্রীনের [illegible]

গ্রেটনা গ্রীন [illegible] ১৮৫৬ সনে [illegible] [illegible]

১ ২ ৩

বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রাণী পোষণের উপযোগী বিশ্বে এমন অন্ততঃ দশ কোটি গ্রহ আছে এবং তার মধ্যে অনেকগুলিতে মানুষের চেয়ে উন্নততর প্রাণবন্ত চিন্তাশীল জীব আছে। ২। মারকেলা (ভারত) শহরের দুই শয্যাযুক্ত মেটার্নিটির একটি হাসপাতাল নির্মাণকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের ডাবিউন শহরের ছেলেমেয়েরা সম্প্রতি চাঁদা তুলে আড়াই হাজার টাকা পাঠিয়েছে। [illegible] অধিবাসীরা [illegible] একটি [illegible] পাঠিয়েছে। ৩। পাতিহাঁস সমেত অধিকাংশ পাখী একটি ঋতুকাল নিয়ে একটা জুড়ি বাঁধে। বাসা বেঁধে একত্র থাকার পর পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, একই জুড়ীর বার বার বাসা বেঁধে থাকা নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর

এম সি সরকার এণ্ড সন্স

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি এন্থমালা

রবীন্দ্রজীবনকথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী প্রণীত

রবীন্দ্রস্মৃতি

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

**শিশু রঙমহলের বৃত্তান্ত**

দেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শিশু রঙমহল (সি এল টি) তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। আগামী মে মাসে এর ন' বছর বয়স পূর্ণ হবে। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে সি এল টির অষ্টম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে ও বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিশু রঙমহলের সূত্রপাত হয় প্রায় আকস্মিকভাবেই। কিণ্ডারগার্টেন বা নীচু ক্লাসের উপযোগী বাংলায় এমন ছড়া বা গান নেই, যা গেয়ে বা আবৃত্তি করে নাচা যায়—জনৈক শি টি টিচারের এই আক্ষেপ শুনে একজন উৎসাহী লেখক বাংলায় demonstrative ছড়া লেখা যায় কিনা, তারই পরীক্ষা করতে লেগে যান। ডায়োসিশন স্কুলের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় স্কুলের হলেই শুরু হয় নতুন ছড়া ও গানের মহড়া। টিচার ও শিশুর দল মেতে ওঠে নতুন সৃষ্টির আনন্দে। এইভাবে ভিত্তি স্থাপিত হয় শিশু রঙমহলের।

বাংলা দেশের সাংবাদিকেরা অকুণ্ঠ উৎসাহ দিলেন এই নতুন প্রতিষ্ঠানকে। শিশু রঙমহলের প্রকাশনী বিভাগ থেকে নতুন নতুন ছড়া, গান, নাটিকা, স্বরলিপি প্রকাশিত হতে লাগল—উদ্দেশ্য যাতে বিভিন্ন স্কুল সেগুলি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে।

আজ কিন্তু খতিয়ে দেখবার সময় এসেছে কটি স্কুল সত্যই সেগুলি কাজে লাগিয়েছে। অধিকাংশ নামকরা স্কুলে যে সি এল টির গান ও ছড়ার চলন হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ স্কুলগুলি শিশু রঙমহলের এই প্রচেষ্টাকে কতটুকু বরণ করেছে? অথচ তারাই দলে ভারী এবং তাদের জন্যেই শিশু রঙমহলের জন্ম।

সি এল টির প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক সমর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল, সি এল টির উদ্ভাবিত [illegible] ওপর ছড়া, একটি নাটিকা, স্বরলিপি সমেত মজুত আছে। তার প্রায় চার হাজারের ওপর লেখার পরিকল্পনা [illegible], বাংলাদেশ এবং [illegible]। শ্রী চট্টোপাধ্যায় [illegible] জানালেন যে মাত্র [illegible]টি স্কুল এগুলি [illegible] করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে শিশু রঙমহলের [illegible]

[illegible]

সি এল টির [illegible] সংখ্যা বছর বছর [illegible] করেন। ঐ সেন্টারের বড় [illegible] মেয়েরা এ-কাজে তাঁর সাথী হয়। এইভাবে [illegible] না করলে একটি বছরে শিশু রঙমহল আটটি নাটিকা ও [illegible] ছড়া [illegible] পারত না।

[illegible] শিশু রঙমহল [illegible] অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে, তবে

মিত্রালয় প্রকাশিত

অবধূতের

শুভায় ভবতু

৫·০০
(ষষ্ঠ মুদ্রণ)

দুরিবৌদি

৪·০০
(চতুর্থ মুদ্রণ)

বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রে অবধূতের [illegible] **শুভায় ভবতু এবং [illegible] উপন্যাস দুখানিও সেই দুর্লভ সমাদর লাভ করেছে।**

**কিন্তু সব থেকে চিত্তাকর্ষক সম্পদ অবধূতের রচনাভঙ্গির অনবদ্য স্টাইল।** [illegible]

—যুগান্তর (৭-২-৬০)

[illegible] **এমন প্রবল উচ্ছ্বসিত বাচনভঙ্গি এবং অঘটন ঘটন পটিয়সী সৃজন ক্ষমতা সমকালীন লেখকদের মধ্যে বিরল।** [illegible]

—দেশ (২০-২-৬০)

১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট :: কলিকাতা ১২

(সি ২৯৫৮।২)

সি এল টি'র নতুন পালা '[illegible]' পড়ুয়ার একটি দৃশ্য। কে বলে বাচ্চারা অভিনয় করতে পারে না?

...টি স্কুল কেন একটি করে শিল্প... [illegible] ...চর্চার সময় [illegible]।

[illegible] ... extra curricular ... [illegible]

অনেকে মনে করেন, এসব [illegible] স্কুলের পক্ষে [illegible] সম্ভব নয়। এটাও ভুল ধারণা। যদি ইচ্ছা থাকে [illegible] কারণ শিক্ষার্থীদের [illegible] ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় [illegible] সকল সমস্যার সমাধান হয় [illegible] সহজেই। [illegible] চিত্র ও শিল্পকলায় [illegible] স্কুলের [illegible] মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অনায়াসে সাহায্য করতে পারেন। প্রয়োজন একটা হাসিখুশিভরা উদ্যম, যাতে করে স্কুলের ছোটবড় সবাই বুঝতে পারে যে উৎসব তাদের স্কুলের একটি বড় creative কাজে হাত লাগিয়েছে। তাহলেই বাবা-মা ও জনসাধারণের কাছ থেকে সমস্ত খরচ

উঠে আসবে এই ধরনের [illegible] সময় [illegible]।

[illegible]

### [illegible]রের বিচার

১৯৫৯ সালের [illegible] ৫২, ১১ ও ২৩।

[illegible] শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, শ্রীঅমল [illegible] ও শ্রী [illegible] বড়ুয়া (আসাম)।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য এ-বছর প্রত্যেক অঞ্চল

মল্লার
[illegible]
পরিচালনা: [illegible]
৪, [illegible] স্ট্রীট, কলি-২০
(ফি ৩০৭৪)

রঙমহল
একটি বিরাট জনপ্রিয় নাটক

এক পেয়ালা কফি

বিশ্বরূপা
[illegible]

সেতু
[illegible]
নরেশ মিত্র, অসিতবরণ
[illegible]
ও
তৃপ্তি মিত্র

মুভি মেকার্স-এর 'কোন একদিন' ছবির একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

থেকে গুণানুসারে নির্বাচিত প্রথম পাঁচটি ছবি পাঠানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুণানুসারে নির্বাচিত প্রথম পাঁচটি ছবি হল: সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অপুর সংসার", তপন সিংহ পরিচালিত "ক্ষণিকের অতিথি", [illegible] মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "[illegible]", [illegible] মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "[illegible]" ও অগ্রগামী পরিচালিত "হেড মাস্টার"। প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত অসমীয়া ছবি "পুবেরুণ" উক্ত ভাষার শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। ওড়িয়া ছবি দুখানির একটিও এ-সম্মানের উপযোগী বিবেচিত হয়নি।


## হিমানী স্নো

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ জানাইতেছেন যে, এখন হইতে "হিমানী স্নো" লাল রঙের [illegible] নূতন শিশিতে বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং জনসাধারণ কিনিবার সময় ইহা লক্ষ করিয়া দেখিয়া লইবেন।

## নাট্য জগতে যুগস্রষ্টা মন্মথ রায়

মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক
**কারাগার**
তৎসহ
**মুক্তির ডাক ॥ মহুয়া**
এক খণ্ডে। মূল্য ৩.৫০

[illegible] আন্দোলনের মুখ্য প্রতিনিধি
**ধর্মঘট**
তৎসহ
**পথে বিপথে ॥ চাষীর প্রেম ॥ আজব দেশ ॥**
এক খণ্ডে। মূল্য ৩.০০

বহু সফল অভিনয় ধন্য
**মমতাময়ী হাসপাতাল**
তৎসহ
**মীরকাশিম ॥ রঘু ডাকাত**
এক খণ্ডে। মূল্য ৩.০০

নব সংস্করণে সুন্দর প্রকাশ
**মহাভারতী**
মুক্তি আন্দোলন ভিত্তিক সুবিখ্যাত নাটক।
মূল্য ২.৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা — ৬.


# চিত্রালোচনা

### প্রেতাত্মার পুনরাবির্ভাব

"ধূমকেতু"র পর কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার-পরিচালক হিসাবে সৌরীন্দ্রপ্রসাদ বসুর দ্বিতীয় উপহার চিত্রলেখার "ভয়"। এই ছবিটিও রহস্যে পূর্ণ, [illegible] রহস্য ও রোমাঞ্চের ছোঁয়া দিয়ে আত্মার পরিবেশনের প্রয়াস।

[illegible]

[illegible]

বাবা মায়ের রহস্যময় আকস্মিক মৃত্যুর পর মানসিক বিকারে অসুস্থ হয়ে পড়ে জয়ন্তী। একদা ভৌতিক দর্শনের পালা জয়ন্তীর। জয়ন্তী দেখে, তার মা ভৌতিক দেহে বাগানবাড়িতে এসে হাজির তাকে তার সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। [illegible] মতো একদিন জয়ন্তী অনুসরণ করে তার মাকে। ছাদের কার্নিশ থেকে লাফ দেবার এক মুহূর্ত আগে তার মন থেকে সম্মোহনের ঘোর কেটে যায়। পালিয়ে বাঁচতে চায় সে। এমন সময় তাকে মরতে বাধ্য করার জন্য তার দিকে মৃত্যুর মতো এগিয়ে আসে তার বাবা। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টার সময় জয়ন্তী তার ভৌতিক বাবা-মায়ের ছদ্মবেশে কেমনভাবে দুই পাপাচারীর সন্ধান পায়, এবং পরে সুশোভন ও তার চেষ্টায় কেমন-

ভাবে আসল অপরাধীর হাতে পুলিশের হাতকড়া পড়ে তা নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিণতি।

ভৌতিক কাণ্ডের অবতারণা কুচক্রীর [illegible]

[illegible]

অলংকৃত করবেন স্বামী [illegible] (বেলুড় মঠ) ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সেতু'র শততম [illegible] রজনী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও অন্যান্য কর্মীদের [illegible] সম্বর্ধিত করা হবে।

### স্টারের পরবর্তী নাটক

স্টার থিয়েটারের পরবর্তী নাটক [illegible] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করে উক্ত নাটক রচিত হয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব কাল হতে তিরোভাব পর্যন্ত যে সকল ভক্ত ও শিষ্য তাঁর কৃপালাভ করেছেন, তার মধ্যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র অন্যতম। স্টার থিয়েটারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখতে এসে গিরিশচন্দ্রের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়। এই সূত্রে নাটকের শেষাংশে গিরিশচন্দ্র একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মঞ্চ ও আলোকসজ্জা এ নাটকের


উল্লেখযোগ্য সাহিত্য

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতম গ্রন্থ
কবি ও অ-কবি

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
রক্তকমল

নেপথ্য নায়িকা

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২


## নাট্যাভিনয়

[illegible] কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এই নাট্যসংস্থার [illegible] নাটকটি খুবই জনসমাদর লাভ করে। বিভিন্ন নাটকে অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] ও [illegible]।

• • •

আগামী মঙ্গলবার (৮ই মার্চ) বিশ্বরূপার রঙ্গমঞ্চে আকর্ষণ 'সেতু' নাটকের শততম অভিনয়-রজনী উদ্‌যাপন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব ও নটগুরু গিরিশচন্দ্রের জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন


॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

[illegible]

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

[illegible]

॥ দাম সাড়ে আট টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড কলিকাতা বারো

নিউ থিয়েটার্স ও সরকার প্রোডাকসন্সের মিলিত প্রচেষ্টা 'নতুন ফসল'-এর প্রধান দুই চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

অন্যায়ের আকর্ষণ হয়ে বসে প্রকাশ। আলোচ্য নাটকখানি রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত এবং তিনিই নাটকটির পরিচালনা করছেন। মঞ্চ ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অনিল বসু, সুরারোপ করেছেন অনিল বাগচী। [illegible] এ নাটকে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যো, অনুপকুমার, জহর রায়, আশীষকুমার, তুলসী চক্র, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণধন, চন্দ্রশেখর, [illegible], প্রেমাংশু বসু, [illegible], [illegible], অপর্ণা দেবী, গীতা দে, সাধনা রায়চৌধুরী, [illegible], [illegible] চ্যাটার্জি, তৃপ্তি ঘোষ, ভারতী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় নবাগত [illegible]।

### "অমৃত অতীত"

সুখ্যাত সৌখিন নাট্যসংস্থা "গন্ধর্ব"-এর প্রযোজনায় গত রবিবার (২১শে ফেব্রুয়ারী) রঙমহলে মন্মথ রায়ের "অমৃত অতীত" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

প্রথম অংকের [illegible] থেকে [illegible] এই নাটকের যবনিকা উত্তোলন হয়েছে। কিন্তু সহজসুরে মধুরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাটকের [illegible] হয়ে উঠেছে [illegible] [illegible]।

[illegible]

একদিন সীধা পড়ে মক্ষিরাণীর কাছে। অন্য-দিকে মক্ষিরাণীর অন্তরে অনুরাগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], মক্ষিরাণী ও কুতাবুদ্দিনকে নিয়ে একটির নাটকটিতে যেমন রূপ নিয়েছে [illegible] [illegible], তেমনিই এই ঐতিহাসিক [illegible] নাটকটির মধ্যে [illegible] উঠেছে [illegible] [illegible]।

সমস্তিক বিচারে "গন্ধর্ব"-এর এই নাট্য-নিবেদনটি [illegible] এবং [illegible] হয়ে উঠেছে বিশেষ করে শিল্পীদের অভিনয়ের গুণে। কুতাবুদ্দিনের চরিত্রে [illegible] [illegible] ও মক্ষিরাণীর [illegible] [illegible] অভিনয় দর্শকের মন জয় করে নেয়। [illegible] ভূমিকায় [illegible] [illegible] অভিনয় [illegible] ও [illegible]। অন্যান্যদের মধ্যে [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] রায় ও [illegible] মিত্র অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

[illegible] [illegible] ও [illegible] নিয়ে [illegible] "গন্ধর্ব" প্রযোজিত নাটকটি [illegible] [illegible] হয়েছে।

### "ফুল"

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "ফুল" [illegible] নাট্যকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিনয় [illegible] হয়।

[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভূমিকায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিনয়ও [illegible] [illegible]।

[illegible] এই [illegible] নাট্য প্রচেষ্টা [illegible] [illegible] হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

### অন্যান্য অভিনয়

[illegible] রিক্রিয়েশন ক্লাবের সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত রবিবার রঙমহলে উদ্যানের সম্ভোগ [illegible] [illegible] নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

[illegible] [illegible] [illegible] রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা গত ৮ই ফেব্রুয়ারী [illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায় রচিত "[illegible]" নাটকটি অভিনয় করেন। [illegible] মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনা ও কল্যাণ রায়, [illegible] ভট্টাচার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয়-নিপুণ্য নাটকটি সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

[illegible] ৫ই মার্চ [illegible] নাট্য [illegible] [illegible] নাটকটি [illegible]

**[illegible] বাংলা নাটক**

[illegible]

**গীটার**

[illegible] কলিকাতা—৯। (সি-২১২০)

**নিউ এম্পায়ারের উদ্যোগে**

[illegible] মার্চ—সন্ধ্যা [illegible]

[illegible]

**রজনীগন্ধা**

পরিচালনা :—[illegible]

সুর :—[illegible]

এ [illegible] বাংলা [illegible] একটি [illegible] [illegible]।

## চিঠিপত্র

**'[illegible]' নাটক সম্পর্কে**

[illegible]

**নতুন বইয়ের খবর**

[illegible]

**মধুচক্র**

[illegible]

**দ্বিতীয় জীবন**

[illegible]

**পরবর্তী প্রকাশন**

**এর পূরবা ওর বিন্যাস**

[illegible]

**মণ্ডল বুক হাউস**

[illegible] কলিকাতা—৯

(সি ২৯৭৩)

**এলিট**

[illegible]

[illegible]

**কার্লি টেম্পল**

[illegible]

**কার্লি টপ**

— [illegible] —

**মিনার্ভা থিয়েটার**

[illegible]

বাংলা [illegible]

[illegible]

**অঙ্গার**

[illegible]

(সি ৩০৫২)

কিম্বাসের যে আশ্চর্য নিখুঁত ছবিটি দেখতে পেয়েছি, সেটিও সমালোচক মশাই-এর চোখে "জীবন-ভাবনা থেকে বিচ্যুত" বলে ঠেকেছে, এ বড় আশ্চর্য। আর যেখানে এক বিশ্বাস, এক সংস্কার ভেঙে দিয়ে নতুন বোধ, নতুন দৃষ্টির উন্মেষ হচ্ছে, তাকেও "নগ্নপনের নৈরাশ্য-বোধের" প্রকাশ কি করে বলি? অন্ততঃ একটা কথা বলতে পারি যে, এটি যদি সত্যিই একটি সমাজবাদী বক্তব্যের নাট্য-রূপ হয়, তবে এ নাটক নৈরাশ্যবোধের হাহুতাশে আত্মজয় হতে পারে না এবং যদি উক্তরূপ [illegible] হয় এর মর্মরস, তবে তা সমাজবাদী বক্তব্যের নাট্যরূপ নয়।

[illegible] এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে, [illegible] অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, [illegible] ও [illegible] এই [illegible] ভূমিকা ও [illegible] যদি [illegible] পারে, তবে [illegible] এই নাটকটির [illegible] করেও [illegible]

[illegible]

সর্বস্বই প্রকাশ এবং ব্যক্তি-চরিত্রই প্রধান উপজীব্য, তবু সেখানে একটা বক্তব্যের আভাস আছে এবং সমাজ-ভাবনা সেখানে ব্যক্তিদের আংশিক পরিপূরক হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত নাটকটির যে স্বাদ শেষ পর্যন্ত মনে স্থায়ী হয়, সেটি জীবনরসের মধুর কথায় [illegible]—সুতরাং কি বক্তব্যের [illegible] তা [illegible] হয়নি।

ইতি—

[illegible], কলিকাতা।

## 'কুহক' চিত্রের কাহিনী

মহাশয়,

'কুহক' ছায়াচিত্রটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। [illegible] The Night of the Hunter লেখক—Davis Grubb। Readers Digest-এর Condensed Book (4th Volume)-এ এই গল্পটির সংক্ষিপ্তসার আছে। [illegible] Great men think alike [illegible]

ইতি—

[illegible], কলিকাতা—২১।

## 'আম্রপালি' নামের তাৎপর্য

মহাশয়, ২২ মাঘ 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসমীর দে, ও [illegible] দে, [illegible] 'আম্রপালি' নামের অর্থ লইয়া চিঠিটি পাঠ করিলাম। আম্রপালি নামের অর্থ লইয়া আপনাদের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে তাহার উত্তর আমার বক্তব্য জানাইতেছি।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে আপনারা মনে করেন যে আম্রপালি নাম রাখান ছিল। কিন্তু আমি মনে করি আম্রপালি নাম কোন রাখান ছিল না। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তৎকালীন সমাজের জনগণ আম্রপালির যথাযথই আম্রপালি বলিত কিনা তাহা লইয়া মত বিরোধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের বৃত্তির সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বৌদ্ধ-সাহিত্যে নাই। রবীন্দ্রনাথ আম্রপালির উপকারকেই আম্রপালি উপবন বলিয়াছেন। কিন্তু [illegible] বৌদ্ধ-সাহিত্য থেকে আম্রপালি সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে আম্রপালির [illegible] আম্রপালি [illegible] বলিয়া উল্লিখিত করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়ে কবিতাটির জন্য [illegible] আম্রপালি [illegible] নাই। [illegible] যদি আম্রপালির [illegible] আম্রপালি [illegible] করা হয় [illegible]। রবীন্দ্রনাথ [illegible] করিয়াছেন।

আম্রপালি [illegible] Jelly organisms— [illegible]

ইতি—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ [illegible], কলিকাতা ১২

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

[illegible]

জাতীয় হকিতে বিজয়ী সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়গণ। মধ্যস্থলে ভারতের প্রথম অলিম্পিক বিজয়ী হকি দলের অধিনায়ক শ্রীজয়পাল সিংকে দেখা যাইতেছে

দলগত শক্তি হিসাবে বিচার করলে বিজয়ী সার্ভিসেস এবং বিজিত ইউ পি দল ছাড়া মহারাষ্ট্র, রেলওয়েজ, বাংলা ও বোম্বাইয়ের খেলা দর্শকদের কিছুটা আনন্দ দান করে। তবে উপরোক্ত দলগুলির মধ্যে এবারে জাতীয় হকিতে মহারাষ্ট্রের কৃতিত্বই সব থেকে বেশী। তরুণ অখ্যাত খেলোয়াড় পুষ্ট মহারাষ্ট্র প্রত্যেকটি খেলায় যে ভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাতে তাদের কথা অনেকেই অনেকদিন ভুলতে পারবেন না।

আমি এবারে খেলাগুলির আলোচনায় আসছি। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বেংগল হকি এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী এস গুপ্ত [illegible] জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রথম দিনের দুটি খেলার মধ্যে একটিতে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র উড়িষ্যাকে ৪—০ গোলে এবং অপর খেলাটিতে বাংলা কেরালাকে ১৩—০ গোলে হারিয়ে দেয়। এবারকার প্রতিযোগিতায় বাংলার এই গোল সংখ্যাই সর্বাধিক। বাংলার সেন্টার ফরোয়ার্ড [illegible] একটি হ্যাটট্রিক সহ ৮টি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রথম রাউণ্ডের অন্যান্য খেলাগুলির মধ্যে অন্ধ্র ৩—১ গোলে বিহারকে, মাদ্রাজ ৩—১ গোলে মধ্যভারতকে, মহাকোশল একদিন অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করার পর দ্বিতীয় দিন রাজস্থানকে ১—০ গোলে, দিল্লী হায়দ্রাবাদকে ৩—১ গোলে, মহারাষ্ট্র ভূপালকে ২—১ গোলে এবং [illegible] মহীশূরকে ২—১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হয়। প্রথম রাউণ্ডের খেলাগুলির মধ্যে বিহার ও মহীশূরের খেলাটি [illegible] এবং [illegible] মত [illegible] খেলোয়াড় [illegible] মহীশূর দল প্রথম রাউণ্ডেই যে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেবে এটা কেউই আশা করে নাই। কিন্তু খেলা হিসাবে বিহারের জয়লাভ যে সংগত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিহারের ইনসাইড রাইট [illegible] পিটার্স এবং লেফট আউট সেলিম বেগের তাঁর আক্রমণধারাই মহীশূরের পতন নিশ্চিত করে দেয়।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের বিভিন্ন খেলাগুলির ফলাফল হল—বোম্বাই (৪)—গুজরাট সৌরাষ্ট্র (১), বিহার (৩) পাতিয়ালা (০), বাংলা (১) অন্ধ্র (০), মাদ্রাজ (৩) মহাকোশল (২), ইউ পি (১) দিল্লী (০) এবং মহারাষ্ট্র (৩) পাঞ্জাব (২)। দ্বিতীয় রাউণ্ডের সব থেকে আকর্ষণীয় খেলা হিসাবে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের খেলাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। [illegible]

একদিকে উদীয়মান প্রতিভা যখন সেদিন দেখা গেছে তেমনি আবার এতদিনের প্রদীপ্ত প্রতিভার অস্তাচলগামী রূপও চোখে পড়েছে সকলের। বলবীর-উধম যুগের অবসানের দিন যে সমাগত সে কথা হকি অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন সেদিন মাঠে বসে।

কোয়ার্টার ফাইনালের ৪টি খেলার মধ্যে [illegible] বিহারের বিরুদ্ধে ৪—০ গোলে বিজয়ী হতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। এক [illegible] খেলায় ইউ পি মাদ্রাজের বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে জয়ী হয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়। সার্ভিসেস ও বোম্বাইয়ের খেলাটি প্রথম দিন ২—২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হবার পর দ্বিতীয় দিন সার্ভিসেস ৫—২ গোলে সেমি-ফাইনালে উঠবার অধিকার লাভ করে। [illegible]

উত্তর প্রদেশ ও রেলওয়েজের সেমি-ফাইনাল খেলায় উত্তর প্রদেশ দলের [illegible] দলের তৃতীয় গোল করতে দেখা যাইতেছে

পক্ষীয় অনাহত উৎসাহ হবেন বলে ভবিষ্যতের উপর আশা করা যায়।

কোয়ার্টার ফাইনালে ৪টি খেলার মধ্যে মহারাষ্ট্র ও রেলওয়েজের খেলাটিতে সব থেকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। দুই দিন অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করার পর তৃতীয় দিনে গত তিন বছরের বিজয়ী রেলওয়েজ মহারাষ্ট্রকে [illegible] করতে বাধ্য হয়। প্রথম দুই দিন আপ্রাণ পরিশ্রমের পর তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ খেলোয়াড়দের খেলাতেই ক্লান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেমিফাইনালে উত্তর প্রদেশ দল যে রেলওয়েজ দলকে ৩—১ গোলে হারিয়ে দিতে পারবে একথা খেলার আগে নিশ্চয়ই কেউ অনুমান করতে পারেন নি। কিন্তু [illegible] খেলায় প্রথম রেলওয়েজ দল উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে কিছুই খেলতে পারে না। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রেলওয়েজ [illegible] হয়ে পড়ে। [illegible] খেলতে পারে না।

[illegible]

ফাইনালে সার্ভিসেস ও উত্তর প্রদেশের প্রথম দিনের ১—১ গোলে অমীমাংসিত [illegible] এদের জাতীয় হকির অন্যতম [illegible] খেলা হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। এই দিনের খেলায় উত্তর প্রদেশ [illegible] সার্ভিসেসের দুই ইনসাইড পিটার ও বালাকৃষ্ণ এবং উত্তর প্রদেশের দুই ব্যাক কামেল ও সৈয়দ আলির খেলা সকলের প্রচুর আনন্দদান করে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের [illegible] সার্ভিসেসের আক্রমণভাগে [illegible] পিটার এবং হরিপাল এই তিন খেলোয়াড়ের [illegible] আক্রমণ-ধারায় [illegible] হয়ে যায় উত্তর প্রদেশ দল। [illegible] রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হয়ে ওঠে। [illegible] এক-তরফা আক্রমণের [illegible] খেলা শেষ হিসাবেই ৪—০ গোলে জাতীয় হকির [illegible] লাভ করে।

জাতীয় হকির [illegible] সন্দেহ নেই। কিন্তু [illegible] খেলার [illegible] ভারতীয় হকির এই [illegible] পরিচালনা [illegible]

[illegible] উল্লেখ [illegible] অলিম্পিক [illegible] একমাত্র [illegible] হকিতে এবং সেই হকির জাতীয় প্রতিযোগিতা যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন [illegible] উদ্বোধনী [illegible] ও উল্লেখযোগ্য [illegible] জাতীয় হকির মান [illegible] তাও [illegible] জাতীয় হকির মান উন্নত করতে [illegible] খেলা হিসাবে [illegible] অন্যতম [illegible] হবে না। *

• • •

[illegible] জাতীয় [illegible] প্রতিযোগিতার [illegible] করা হবে না। [illegible] বিস্তারিত [illegible] আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

দেশ বিভাগের ফলে খেলার সাজসরঞ্জাম তৈরীর শিল্প খুব বড় একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই শিল্প আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে। দেশের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই তার সমান চাহিদা। জলন্ধর, মীরাট, দিল্লি ও বাটালার কারখানাগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে সাজসরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কারখানাগুলি থেকেও এখন উৎপাদন শুরু হয়েছে। আজ সারা ভারতে প্রায় ৩০০ কারখানা চালু আছে, আর এতে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। উপরের ছবিতে জলন্ধরের একটি কারখানায় তৈরী ক্রিকেটের ব্যাটগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

GOVERN... LIBRARY

# সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২২শে ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীনের প্রধানমন্ত্রীকে আলাপ-আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করায় চীন সম্পর্কে ভারতের নীতির পরিবর্তন সূচিত হইতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়া প্রধানমন্ত্রী আজ লোকসভায় এক নজস্বিনী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সমালোচকগণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে তাঁহারাই "শীতল যুদ্ধসুলভ" মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

আজ সকাল ১১টার সময় কেরলের রাজ্যপাল ১১ জন সদস্য সম্বলিত কংগ্রেস প্রজা-সমাজতন্ত্রী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ করান।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে চাউল, চিনি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারী ব্যর্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী পক্ষ হইতে পরপর অনেকগুলি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা হয়। [illegible] কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর [illegible] চক্রান্ত" এবং [illegible] সম্পর্কিত মুলতুবী প্রস্তাবগুলির মধ্যে [illegible] স্পীকার ঐ প্রস্তাবগুলি আলোচনা [illegible] শুধু পাঠ করিবার অনুমতি দেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য [illegible] জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একখানা আবেদন করিলে অদ্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী [illegible] শ্রীবিজয়কুমার [illegible] উপর এক 'রুল' জারীর আদেশ দিয়াছেন। [illegible] অধিকার বলে শ্রী [illegible] পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভার স্পীকারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং স্পীকাররূপে কার্য করিতে [illegible] কেন তাঁহাকে [illegible] কারণ দর্শাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী [illegible] মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় অদ্য [illegible] [illegible] আশ্বাস দিয়া বলেন যে, [illegible] কর্মচারিগণের [illegible] দাবী সম্পর্কে [illegible] [illegible] হইয়াছে।

সম্প্রতি এক বাড়িতে [illegible] শহরের [illegible] এক চাঞ্চল্যকর [illegible] সংঘটিত হয়। উহার [illegible] পরে পুলিস [illegible] একটি [illegible] [illegible] এবং [illegible] উদ্ধার করে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগামী বৎসরের (১৯৬০-৬১) বাজেট পেশ করা হয়, রাজস্ব খাতে ৮৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আয় এবং ৮৯ কোটি ১১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। [illegible] রাজস্ব খাতে আগামী বৎসর ১ কোটি ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া রাজস্ব খাতের বাহিরে মূলধনী খাতেও ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় বলেন যে, চীনা বাহিনী বে-আইনীভাবে ভারতের এলাকার কতকগুলি ও লাদাকের উত্তর-পূর্ব [illegible] [illegible] দখল করিয়া রহিয়াছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—[illegible] কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে নিয়মতান্ত্রিক [illegible] এবার কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] নীতি এবং [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে।

[illegible] [illegible] করিবার জন্য [illegible] [illegible] নির্দেশিত করা হয়।

[illegible]—পশ্চিমবঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতার [illegible] [illegible]

২৭শে ফেব্রুয়ারী [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—চীন [illegible] সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ-এন-লাই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এপ্রিল মাসে ভারতে আসিতে পারেন বলিয়া জানাইয়াছেন। উভয় রাষ্ট্রের [illegible] মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা [illegible] নিষ্পত্তি করা হইবে বলিয়া চীনের প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

## বিদেশী সংবাদ

২২শে ফেব্রুয়ারী—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ আজ জাকার্তায় [illegible] পূর্বে ভারতের [illegible] [illegible] [illegible] এই কমুনিষ্ট প্রধান [illegible] তাঁহার ইন্দোনেশিয়া সফরের [illegible] সম্বর্ধনা লাভ করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—[illegible] হাউস অব কমন্সে [illegible] দলের এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী শ্রীজর্জ [illegible] বলেন, [illegible] [illegible] ৫ কোটি ৩০ লক্ষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী [illegible] সরকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

২৫শে ফেব্রুয়ারী [illegible]

[illegible]

২৬শে ফেব্রুয়ারী [illegible] ১২০ [illegible]

[illegible]

২৭শে ফেব্রুয়ারী [illegible] [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] আজ [illegible] প্রকাশ করিয়াছে এবং [illegible] জানাইয়াছেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] ১৭ কোটি [illegible] [illegible] দিবে। [illegible] [illegible] জানাইয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

আপনার মেয়ে খেলাধূলায় কিম্বা পড়াশোনায় প্রাণখুলে মনোযোগ দেয় না··· অথবা নির্জীব ও মনমরা হয়ে থাকে··· কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি তার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী সে ব্যয় করে। তার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার···তার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

আবার আশ্চর্য্যজনক

সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর দ্রুতস্বাস্থ্য ফিরে পুণরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

নতুনভাবে প্যাক করা বোতল ... এখন আর ... হয় না।

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

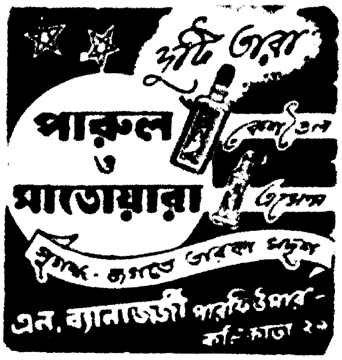

REG. NO. C. 2100

অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

**ন্যাশনাল একো-র**

**নতুন মডেল এ-৭৪৪**

সঙ্গীত রসিকেরা ন্যাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হ'য়ে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গড়ন, কলাকৌশল ও চকচকে চেহারা যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি শ্রুতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : [illegible] ভালভ—৯ রকম কাজ, মনোরম ক্যাবিনেট সমন্বিত ৪-ব্যান্ড যুক্ত এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর স্টেশন ধরা যায়। পিয়ানো-কী ব্যান্ড সিলেকশন; ম্যাজিক আই; গ্রামোফোন ও এক্সট্রা স্পীকারের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা; টোন, রেকর্ডারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারান্টি।

**৩৮৫৲ নীট**

স্থানীয় ট্যাক্স স্বতন্ত্র

ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা—এগুলি 'মনসুনাইজড'

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • মাদ্রাজ • বাঙ্গালোর • দিল্লী • সেকেন্দরাবাদ

JWT. GRA 128

...র ২৮ ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 12th March, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ১১

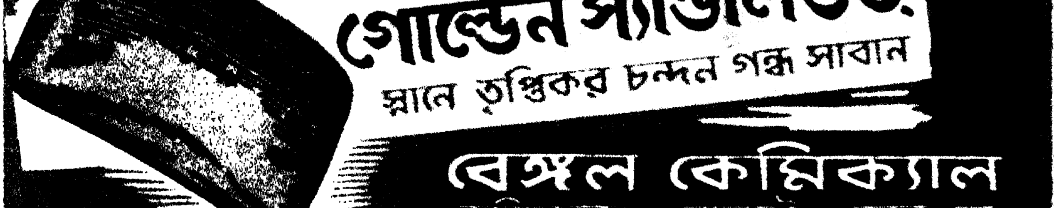

# আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড** একটি সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড** এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড** অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হৃতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

# ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

॥ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই একমাত্র মরণজয়ী পদার্থ ॥

বিচিত্র লেখক **অবধূতের বিচিত্র কাহিনী—'দুই তারা'** ২-৫০

সন্তোষকুমার ঘোষের নবতম উপন্যাস
**রেণু তোমার মন** ২॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস
**তরঙ্গের পর**

বিমল করের নূতন আঙ্গিকে লেখা নূতন উপন্যাস
**খোয়াই** ২॥

**না** ২॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
**ব হ্নি ব ন্যা**

প্রমথনাথ বিশীর
**কেরী সাহেবের মুন্সী**

নূতন উপন্যাস
**মিলনান্তক** ৪॥
**নয়ান বৌ** ৫৲

নবতম উপন্যাস
**পরিশোধ** ৪॥

**ছাড়পত্র** ৪॥
**বলয়গ্রাস** ৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
**সা ত পা কে বাঁ ধা** ৪॥
সমুদ্র সফেন ৪॥০ পঞ্চতপা ৬॥০ নবনায়িকা

রাজশেখর বসুর
**চলচ্চিন্তা** ২॥

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
**রবিদীপিতা** ৫॥
ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা ২॥০

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
**পশ্চিমের যাত্রী** ৫৲
**ভারতসংস্কৃতি** ৫৲

**ভৃগুজাতক** (২য় মুদ্রণ) ৫৲
**অপরূপা** ৫॥

কালীপদ ঘটকের
**চন্দনবহ্নি** ৫॥
**অরণ্য কুহেলী** ৫৲

**শ্রীমতী মার্টের** ৪॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **শ্রেষ্ঠ গল্প** (২য় মুদ্রণ) ৫৲
প্রবোধকুমার সান্যালের **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫৲
আশাপূর্ণা দেবীর **শ্রেষ্ঠ গল্প** (২য় মুদ্রণ) ৫৲
সুমথনাথ ঘোষের **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫৲

**মিত্র ও ঘোষ** : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

# সহজ কিস্তিতে যন্ত্রপাতি

ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন সহজ কিস্তিতে যে সমস্ত অসংখ্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে তা থেকে আজ বহু প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন হচ্ছে। এইসব জিনিস আগে বিদেশ থেকে আমদানি হত।

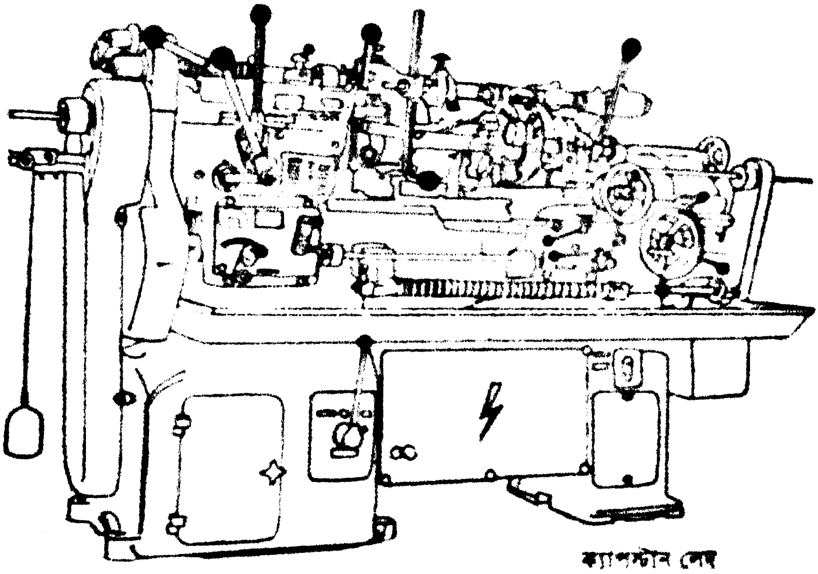

ক্যাপস্টান লেদ

## আপনিও একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন

লেদ, ড্রিলিং মেশিন, শেপিং মেশিন প্রভৃতি সাধারণ কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি বিক্রির জন্য মজুদ আছে।

শর্ত ও নিয়মাবলী এবং দরখাস্তের ফর্মের জন্য অনুগ্রহ করে লিখুন

দি ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিঃ, ২৩ ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা।

NSIC-J 3819

GOVE... ARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য— | ... ... ... | ৪০৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... | ৪১০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... | ৪১১ |
| আলোচনা— | ... ... ... ... | ৪১৩ |
| বাজার দর—শ্রীনবেন্দু ঘোষ | ... ... ... | ৪১৭ |
| জলপাইগুড়িতে (কবিতা)—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র | ... | ৪২৪ |
| দুই আকাশ (কবিতা)—শ্রীমণীন্দ্র রায় | ... ... | ৪২৫ |



ভারতীয়

প্রকৃতিচিহ্ন

৭ই ফাল্গুনের বই
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
নূতন উপন্যাস
**জলপ্রপাত** ২.৭৫
সত্যপ্রিয় ঘোষের
নূতন উপন্যাস
**গান্ধর্ব** ৩.৫০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
নূতন নাটক
**রজনীগন্ধা** ২.২৫

**সম্প্রতি প্রকাশিত (কার্তিক হইতে মাঘ) :**

[illegible]

**আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :**

[illegible]

**আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামতের কয়েকটি :**

[illegible]

—আনন্দবাজার পত্রিকা

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

**গ্রাম ঃ ক্যালকাটা ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১**

(সি-৩১০৭)

১৯৫৯ সালে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরেই নতুন ব্যবসা হয়েছে

# ৪২৮,০০,০০,০০০

# টাকারও বেশী

দেশ ও জাতির ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে তাল রেখে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন আরো অনেক শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জীবন-বীমার সাহায্যে আরো অধিক সংখ্যক দেশবাসীর আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার যে সংকল্প নিয়েছে তা দ্রুত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, বিয়ে এবং তাদের জীবন আরম্ভের প্রাথমিক খরচ—অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটলে পরিবারের একটি নির্দিষ্ট আয়, বার্ধক্যের স্বচ্ছলতা—এই সব ব্যাপারে জীবন-বীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দেশবাসী আজ জেনেছে

জীবন-বীমার মতো বন্ধু আর নেই।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| নব দুর্গাষ্টিকা (কবিতা)—শ্রীইন্দুমতী ভট্টাচার্য | ... | ৪২৪ |
| চিত্রপ্রদর্শনী— | ... | ৪২৫ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত | ... | ৫২৬ |
| নিজেকে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ... | ৫২৭ |
| লোকনৃত্য উৎসব—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ | ... | ৫৩৩ |
| কাচ দিয়ে কিনলাম—শ্রী[illegible] | ... | [illegible] |
| বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ... | [illegible] |



মিত্রালয়ের [illegible]

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

- [illegible] ... ৪·০০
- দৃষ্টিপ্রদীপ ... ৫·০০
- ইছামতী ... ৬·০০
- [illegible] ... ২·৫০

**[illegible] ভট্টাচার্যের**

- [illegible] ... [illegible]
- [illegible] ... [illegible]
- [illegible] ... [illegible]
- [illegible] ... ২·৫০

[illegible]

ডাঃ [illegible] ভট্টাচার্যের

## ডাক্তারের দুনিয়া

[illegible]

**গজেন্দ্রকুমার মিত্রের**

- [illegible] ... ৩·০০
- রজনীগন্ধা ... ২·৫০
- পুরুষ ও রমণী ... ২·২৫

**প্রমথনাথ বিশীর**

- [illegible] ... [illegible]
- [illegible] ... [illegible]
- [illegible] ... ২·৫০

[illegible]

[illegible] ভট্টাচার্যের

## রূপসী নগরী

[illegible]

: শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে :

[illegible]

**সমুদ্র-মানুষ**

[illegible]

[illegible]

**সঙ্গীত-সমীক্ষা**

[illegible]

: মিত্রালয় :: ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২ :

(সি ৫২৮০)



## সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই

জে. ভি. স্তালিনের

**দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ**

Dialectical & Historical Materialism —এর বাংলা অনুবাদ

দাম : [illegible]

**কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের ঘোষণা**

[illegible] ১৩ নয়া পয়সা

[illegible] মিত্রের

**১৮৫৭ ও বাংলা দেশ**

[illegible]

দাম : [illegible]

[illegible]

K. Marx

and

F. Engels

THE FIRST INDIAN WAR OF INDEPENDENCE

1857-1859

দাম : [illegible]

**নেহরু-চৌ এন-লাই পত্রাবলী**

[illegible]

মার্চ মাসে

**সাহিত্য-প্রচার অভিযানে**

[illegible]

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

[illegible]

জিজ্ঞাসার বই

তারাশঙ্করের একমাত্র নিবন্ধ-সংকলন

## সাহিত্যের সত্য

আড়াই টাকা

নরবেশ-এর চমকপ্রদ রম্যরচনা

## দুস্তর মরু

তিন টাকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসামান্য উপন্যাস

## বিদূষক

আড়াই টাকা

পরিবেশক :
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৯

---

আধুনিক সাহিত্যের বই

ঊষাদেবী সরস্বতী প্রণীত
নতুন উপন্যাস

## কন্যালগ্ন

মানুষের মনের গভীরে যে অন্তর্লীন পটভূমি চির রহস্যাবৃত তারই উদ্ঘাটনের প্রয়াস নিয়ে রচিত হয়েছে কন্যালগ্ন। জীবনের বাধা বেদনা বাস্তবতা সকল রূপটির তুলনাতে দিয়ে লেখিকা এ-গ্রন্থে নতুন ও অনায়াস ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছেন। শোভন প্রচ্ছদ। দাম ২.৫০। সদ্য প্রকাশিত

একটি নারী, দুটি পুরুষ। নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা আর নদীর প্রবাহ। নদীর প্রবাহে ভেসে যাওয়াই অনিবার্যতা হয়ে উঠল কুমারী মনের জীবনে। তবু সে নক্ষত্রের আলো চাইতে ভুলে গেল না।

শক্তিপদ রাজগুরুর
নতুন উপন্যাস

## কুমারী মন

বর্তমান গ্রন্থে সুন্দরবনের প্রকৃতির ভেতর দিয়ে মানব মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভূমিকার সাথে সেখানকার অন্তরের অদ্ভুত অনুভাবনা এ-গ্রন্থকে রসোত্তীর্ণ করেছে। লক্ষণীয় প্রচ্ছদ চিত্রণ। দাম ২.৫০। সদ্য প্রকাশিত

মন্মথনাথ ঘোষের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস
**বহুমঞ্জরী** (যন্ত্রস্থ)

**আধুনিক সাহিত্য ভবন**
১৬।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

---

নতুন মুদ্রণ

সুবোধ ঘোষের

## ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান
সপ্তম সংস্করণ
দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

## প্রেমের গল্প

বিশেষভাবে বাছাই করা ১২টি
প্রেমের গল্পের শোভন সংকলন
দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ৮.০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৫.০০ |
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৪.০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪.০০ |
| প্রচ্ছদপট | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩.৫০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩.৫০ |
| মনের মানুষ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩.০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৫.০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ৫.০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ৪.০০ |
| সাহিত্যের সত্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ২.৫০ |
| দুস্তর মরু | নরবেশ | ৩.০০ |
| বিদূষক | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২.৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ১.২৫ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | | ৪৩৩ |
| ট্রামেবাসে— | ... | ৪৬০ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | ... | ৪৬১ |
| পুস্তক পরিচয়— | ... | ৪৬৩ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | ... | ৪৬৭ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... | ৪৭৫ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... | ৪৮০ |



অন্য কোনখানে

Men I have ...

রাইটার্স সিন্ডিকেট

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা — ১৩

(সি ৩১২১)

সপ্তপুরা ২·৫০

মধুসূদন ঃ

কবি ও নাট্যকার

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

বরণীয়

রম্যাণিবীক্ষ্য

সৌরাষ্ট্র পর্ব ৮·০০

রাজস্থান পর্ব ৭·০০

কালিন্দী পর্ব ৫·০০

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

প্রকাশিত হল

বার্ষিক (দোল) সংখ্যা

# আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ ১৩৬৬ ॥

এমনি এক দোল-উৎসবের দিনেই যাত্রারম্ভ হয়েছিল বাংলার নিজস্ব এই দৈনিক পত্রিকাটির। সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রেখেছে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যা। যথারীতি পুস্তকাকারে বার্ষিক (দোল) সংখ্যা প্রকাশিত হল।

এই সংখ্যায়

*একটি উপন্যাসোপম বড়গল্প*

- - - - - - - - এ সংখ্যায় লিখেছেন - - - - - - - -

**রম্যরচনা, প্রবন্ধ**

শ্রীকানাইলাল বসু — শ্রীরাজশেখর বসু
শ্রীকালিদাস রায় — শ্রীপান্থ
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন — শ্রীসরোজ আচার্য
শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় — শ্রীসুশীল রায়
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী — শ্রীসেবব্রত গুপ্ত
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

**গল্প**

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত — শ্রীবিমল কর
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় — শ্রীবিমল মিত্র
শ্রীআশাপূর্ণা দেবী — শ্রীমনোজ বসু
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র — শ্রীসমরেশ বসু
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র — শ্রীসরলাবালা সরকার
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — শ্রীসুবোধ ঘোষ
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল — শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
বনফুল — শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় — শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

**কবিতা**

শ্রীঅরবিন্দ গুহ — শ্রীদিনেশ দাস
শ্রীঅরুণ মিত্র — শ্রীবিষ্ণু দে
শ্রীঅরুণকুমার সরকার — শ্রীমণীন্দ্র রায়
জীবনানন্দ দাশ — শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী — শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

প্রভৃতি

**আনন্দ-মেলা**

আর্ট প্লেটে ছাপা — তিন রঙা পটচিত্র

মূল্য : দুই টাকা

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

GOVE… …RARY
Cooch Behar

# দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 12th March, 1960

[illegible]

## দাবী ও কর্তব্য

[illegible]

[illegible]

# প্রসঙ্গত

দুর্নীতি দমন ট্রাইবুনাল নিয়ে শ্রীনেহরুর গভর্নমেণ্ট এবং কংগ্রেস সভাপতি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখ এই প্রস্তাবটা তুলেছেন বোধ করি মন্ত্রিত্বকালীন অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু তুলেছেন মন্ত্রী থাকাকালীন নয়, মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পরে, অভিযোগ করেছেন অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অর্থাৎ যখন এই প্রস্তাব তাঁকেও বিব্রত করতে পারত তখন তোলেননি। তুলেছেন তাঁর নিজের বিব্রত হবার কোনো আশঙ্কা নেই তখন।

রাষ্ট্র শাসনের উচ্চতম মহল পর্যন্ত দুর্নীতি অগ্রসর হয়নি এমন কথা কেউ বলছেন না। শ্রীদেশমুখ তো নির্দিষ্ট অভিযোগ আনতেও প্রস্তুত। দুর্নীতি দমনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও কেউ অস্বীকার করছেন না। তথাপি ট্রাইবুনাল গঠনে অসুবিধা আছে এই জন্যে যে স্থায়ী ট্রাইবুনাল গঠন করলে যে কেউ যে কোনো পদস্থ ব্যক্তিকে অপদস্থ করবার জন্যে অভিযোগ আনতে পারবে। কর্তৃপক্ষের মতে সেটা ঠিক হবে না। তা ছাড়া কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুবার সম্ভাবনা তো আছেই। সেই সাপ কতদূর উঠে কোথায় গিয়ে ছোবল দিতে পারে কে জানে।

•

এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নূতন সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি একটি মধ্যপন্থা আবিষ্কার করেছেন। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই অবস্থায় তিনি নাকি ঠেকেও শিখেছেন। কতটা দুর্নীতি দমনে না আঁকড়ানো, শাসন, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তিনি বলেছেন, যদি উচ্চ মহলের কারও বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ যদি কারও থাকে, তিনি লিখিতভাবে তা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পেশ করবেন। তারপরে একটা ছোট কমিটি বিবেচনা করে দেখবেন তাতে এমন আমলযোগ্য অভিযোগ আছে কিনা। যদি দাঁড়ায় তবেই তা ট্রাইবুনালে পেশ করা হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই প্রস্তাব অত্যন্ত সমীচীন বলেই বোধ হবে। সেইসঙ্গে দেখে, সাধারণের মনে একটা ধারণা হয়েছে যে সরকার এই সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহবান নন। তাঁরা সাধারণের চোখে ধুলো দেওয়ার নীতিই অনুসরণ করে থাকেন। সুতরাং কেউই এইভাবে অভিযোগ আনতে উৎসাহ বোধ করবেন না। ঠিক যেমন অন্যায়ের প্রতিকার পুলিশের কাছে (নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে) কেউ কোনো অভিযোগ নিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করে না। বস্তুত, যে স্থায়ী ট্রাইবুনালের কথা উঠেছে, তাঁদের অভাবে হয়তো সেখানেও কিছুদিন পরে কেউ হয়তো অভিযোগ জানাতে উৎসাহ বোধ করবে না।

•

একটা দৃষ্টান্ত দিই। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলেঙ্কারী নিয়ে গত কয়েক বৎসর থেকেই সাধারণের মনে যথেষ্ট উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। লোকসভায় বহুবার এ নিয়ে প্রকাশ্য তদন্তের দাবী তোলা হয়েছে, প্রত্যেকবারই কোনো না কোনো অজুহাতে তা চাপা দেওয়া হয়েছে। সকল সময় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা সম্ভবপর হয় না। অনেক সময় পদমর্যাদায় প্রভাবশালী লোকেরা নির্দিষ্ট অভিযোগও অনায়াসে, অবলীলায় উড়িয়ে দিতে পারেন। তাই দেওয়াও হয়েছে। অবশেষে সম্প্রতি অনেক সদস্য সুনির্দিষ্টভাবে এমন কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন যে, সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। বৎসরের পর বৎসর কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগসাজসে সরকারী অর্থ নিয়ে নির্বিবাদে এমন ছিনিমিনি খেলা চলতে পারে যে কোনো সুসভ্য স্বাধীন দেশে তা কল্পনারও অতীত।

এর পরে কেন্দ্রীয় সরকার কি করবেন জানা যায় না। হয়তো একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হতে পারে। তারপরে?

•

পশ্চিমবঙ্গের পুলিসমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের পুলিসবাহিনীর সামনে পুলিসকে জনসাধারণের হৃদয় জয় করবার উপদেশ দিয়েছেন। বস্তুত আজকের দিনে এর চেয়ে বড় কর্তব্য পুলিসের আর নেই।

বৃটিশ আমলের পুলিস আর আজকের পুলিসের ভূমিকা এক নয়। সেদিন পুলিসের প্রধানতম কাজ ছিল ইংরেজের রাজরক্ষা করা। তার জন্যে জনসাধারণের থেকে তাদের দূরে থাকতে হত। স্বাধীন ভারতে তাদের গ্রহণ করতে হয়েছে জনসেবকের ভূমিকা। জনসাধারণের আস্থা আকর্ষণ করতে না পারলে এই নতুন ভূমিকা সফল হবার আশা নেই।

কিন্তু সে পথে বিঘ্ন অনেক। প্রথমত দুর্নীতি, যা সরকারের সকল ক্ষেত্রকেই অল্পাধিক পঙ্কিল করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত এতদিনের ঐতিহ্য। এতকাল পুলিস দুর্জন-সুজন নির্বিশেষে সকলকেই শাসন করে এসেছে। আজও সেই ঐতিহ্যের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয়নি। পুলিসের হাতের মধ্যে এমনই কতকগুলি হয়রানির বেড়াজাল পাতা আছে যে, তার মধ্যে গিয়ে পড়লে তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। তার ফলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থেকে সরে যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল আজও প্রায় সেইখানেই রয়েছে।

•

দলনীতি বড় কঠিন চীজ। কে যে কখন তার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণ করে বলা যায় না। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মহতাবের সাক্ষাৎ শত্রু ছিলেন শ্রীপট্টনায়ক। এমন কি, উড়িষ্যার কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হওয়ার পরেও এই অবস্থা বজায় ছিল। অকস্মাৎ দুজনে মেলে গেছে।

কেন গেল, বলা কঠিন। শ্রীপট্টনায়ক বলেছেন, যে কোনো প্রকারে কো-অর্ডিনেশন টিকিয়ে রাখবার যে নীতি ডক্টর মহতাব অনুসরণ করে চলেছেন, তিনি "কোনো অবস্থাতেই" তার বিরোধী। কারণ এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে একটা পরস্পরের অবিশ্বাস গড়ে উঠেছে এবং নৈতিক অবনতি ঘটছে। অথচ কয়েকদিনের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে এই কো-অর্ডিনেশন তিনি সমর্থন করেছিলেন।

অন্যদিকে এই অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসভঙ্গের দুঃখ ও অশান্তির হাত থেকে ডক্টর মহতাব যে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন, বিশ্বাসের এই পরিণতিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি সেগুলি শ্রীপট্টনায়কের কাছ থেকে ফেরত চেয়ে পাঠিয়েছেন। এইজন্যেই চাণক্য পণ্ডিত বলে গেছেন, বিশ্বস্তকেও নাহি বিশ্বসেৎ। কিন্তু চাণক্য পণ্ডিতকে সামনে রেখে সকল সময় তো পথ চলা সম্ভব নয়। সুতরাং ঠকেছেন ডক্টর মহতাব, আর সেই সঙ্গে নিশ্চয় গণতন্ত্র পরিষদও। সেজন্য কোনো সময় তাঁদের কার্যনির্বাহক সমিতির তৎপরতায় ২১শে মার্চ উড়িষ্যা কংগ্রেসের সভার পরে ২৪শে মার্চ তাঁদেরও সভা ডাকতে হয়েছে।

# বৈদেশিকী

স্পেনে জার্মান সামরিক ঘাঁটি তৈরী করার প্রস্তাব নিয়ে পশ্চিম জার্মান ও স্পেনীয় সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। খবরটা প্রকাশ হওয়ার পরে বেশ কিছু [illegible] … হয়েছেই হোক একথা কেউ অস্বীকার করতে না যে, পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে স্পেনে সামরিক ঘাঁটি লাভের প্রচেষ্টা আত্মরক্ষা—সে অবরোধে ঘাঁটি হিসাবেই হোক অথবা অন্য কোনো সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হোক। বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রশ্ন করা হয় যে স্পেনে জার্মানীর সামরিক ঘাঁটি করতে দেওয়া হবে না এই প্রতিশ্রুতি বৃটিশ গভর্নমেন্ট দিতে পারেন কি না। উত্তর বৃটিশ অন্যতম মন্ত্রী জবাব দেন যে এরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারেন না। ন্যাটোর সুপ্রিম কমাণ্ডার বলেছেন যে, মিত্র হিসাবে পশ্চিম জার্মানীর প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা আছে অর্থাৎ জার্মানী যদি স্পেনে ঘাঁটি তৈরী করে তাতে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। মার্কিন সরকারের বক্তব্য সুস্পষ্ট—ন্যাটো সংস্থার যদি আপত্তি না থাকে তবে পশ্চিম জার্মানী যেখানেই ঘাঁটি তৈরী করুক না কেন, আমেরিকার কোনো আপত্তি নেই, তা সে ফ্রান্স, বৃটেন বা স্পেন যেখানেই হোক না কেন। আমেরিকা

---


নাভানার বই

কবিতা

| | |
|---|---|
| জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৪·০০ |
| বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৪·০০ |
| পালা-বদল :: অমিয় চক্রবর্তী | ২·০০ |
| কঙ্কাবতী :: বুদ্ধদেব বসু | ৩·০০ |
| নরকে এক ঋতু :: র‍্যাঁবো। অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য | ২·০০ |

প্রবন্ধ

| | |
|---|---|
| আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় :: দীপ্তি ত্রিপাঠী | ৭·৫০ |
| রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম :: মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| সব-পেয়েছির দেশে :: বুদ্ধদেব বসু | ২·৫০ |
| পাশাপাশির যুদ্ধ :: ভূপেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| রক্তের অক্ষরে :: কমলা দাশগুপ্ত | ৩·৫০ |
| স্মৃতিতর্ক :: ভূপেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় | ২·৫০ |
| সময়টা কেমন যাবে :: জ্যোতি বাচস্পতি | ৩·০০ |

গল্প ও উপন্যাস

| | |
|---|---|
| প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প | ৫·০০ |
| সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) :: প্রতিভা বসু | ৪·০০ |
| এক অঙ্গে এত রূপ :: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩·০০ |
| কারিগর (উপন্যাস) :: দীপক চৌধুরী | ৪·০০ |
| চিত্ররূপা :: সন্তোষকুমার ঘোষ | ৩·০০ |
| গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) :: অমিয়ভূষণ মজুমদার | ৮·০০ |
| মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) :: প্রতিভা বসু | ৩·৭৫ |
| বসন্তপঞ্চম :: নরেন্দ্রনাথ মিত্র | ২·৫০ |
| মীরার দুপুর (উপন্যাস) :: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ৩·০০ |
| তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) :: প্রতিভা বসু | ৪·০০ |
| চার দেয়াল (উপন্যাস) :: সন্তোষকুমার ঘোষ | ৩·০০ |
| মাধবীর জন্য :: প্রতিভা বসু | ২·৫০ |
| নীল ভূঁইয়া (উপন্যাস) :: অমিয়ভূষণ মজুমদার | ৫·০০ |
| বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) :: প্রতিভা বসু | ৩·৫০ |
| বনদুপুরী :: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ২·৫০ |
| মনের ময়ূর (উপন্যাস) :: প্রতিভা বসু | ৩·০০ |

কিশোর সাহিত্য

| | |
|---|---|
| মিঠুয়া :: সমর চট্টোপাধ্যায় | ১·০০ |
| অবন পটুয়া :: সমর চট্টোপাধ্যায় | ২·০০ |

**নাভানা**

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা ১৩

আপত্তি করবে কি করে? আমেরিকা নিজে যে স্পেনে অতিকায় সামরিক ঘাঁটি তৈরী করেছে! আসল কথা জার্মানীকে যখন অস্ত্র ধারণ একবার আরম্ভ করতে দেওয়া হয়েছে তখন তাকে অন্যদের মতনই বেড়ে ওঠার স্বাধীনতা না দিয়ে উপায় নেই। পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে যে শর্ত হয়েছে তাতে ন্যাটোর বিনা অনুমতিতে পশ্চিম জার্মানীর সৈন্য ন্যাটোর এক্তিয়ার থেকে সরিয়ে স্পেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু তা লেখা থাকলে কী হবে? সে লেখা তো য়ুরোপে অবস্থিত প্রত্যেক ন্যাটো সদস্যের সৈন্যসামন্ত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু তার দ্বারা তো ফ্রান্স এবং বৃটেনের নিজের ইচ্ছামতো ন্যাটোর এক্তিয়ার থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার বাধা দেওয়া যায়নি। যা ফ্রান্স বা বৃটেনের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি, সেটা জার্মানীর ক্ষেত্রেও আর সম্ভব নয়। পশ্চিম জার্মানী আজ পশ্চিম-য়ুরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র। সোভিয়েট রাশিয়ার সমালোচনার মধ্যে সত্য থাকতে পারে যে, আমেরিকা পশ্চিম জার্মানীকে বাড়তে না দিলে পশ্চিম জার্মানী এতটা বাড়তে পারতো না। সোভিয়েট সরকার সোভিয়েট ব্লকের মধ্যে পূর্ব জার্মানীর অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে পশ্চিম জার্মানী সম্পর্কে অধিকতর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং আমেরিকাকে দোষ দেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পূর্ব জার্মানদের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা সোভিয়েট সরকারের পক্ষে যতটা সহজ হয়েছে, পশ্চিম জার্মানীকে সেইরকম করে রাখা ইচ্ছা থাকলেও আমেরিকার পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। দরকার হলে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সঙ্গী হতে পারবে এইজন্যই যে কেবল পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণে সম্মতি দেওয়া হয় তা নয়। অন্ততপক্ষে বৃটেনের সম্মতি দানের পিছনে অন্য একটা বড় কারণও ছিল। জার্মান পুনরস্ত্রীকরণের ফলে বিদেশ ও বাণিজ্য নীতির ক্ষেত্রে প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। বিদেশী সৈন্যবাহিনীগুলির জার্মানীতে অবস্থানের খরচের টাকা জার্মানীকে অনেক দিতে হচ্ছিল বটে, কিন্তু নিজেদের সৈন্যবাহিনী না থাকাতে জার্মানরা তাদের সমস্ত শক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারছিল। একদিকে জার্মানরাও যেমন শক্তিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারণের অধিকার চাচ্ছিল, তেমনি জার্মানীর অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা চাচ্ছিল যে, জার্মানীর শক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন খাতেও প্রবাহিত হোক। এই মনোভাব বৃটেনে বিশেষ করে পরি-লক্ষিত হয়। জার্মানীর পূর্বইতিহাস স্মরণ করলে জার্মান সামরিক শক্তির অভ্যুদয়ে আনন্দবোধ করা অসম্ভব, কিন্তু সেটা নিবারণ করতে হলে যে-নীতির পথ অন্যদের অনুসরণ করা দরকার তারও কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

•

চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন-লাই শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণকে তিনি তাঁর (চীনা প্রধানমন্ত্রীর) নিজের প্রস্তাবে জওহর-লালজীর স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করেছেন। জওহরলালজী বলেছিলেন যে, গত ডিসেম্বর মাসে শ্রী চৌ এন-লাইয়ের চিঠি পেয়ে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাবে স্বীকার হওয়ার যে অর্থ হোক, ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের দ্বারা সহজ হয়ে পৌঁছায় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সেই প্রস্তাব স্বীকার করার অর্থ তা হয়নি। চীনা প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে কিন্তু ভারত সরকারের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের নোটের কোনো জবাব দেওয়া হয়নি। ঐ নোট সম্বন্ধে শ্রী চৌ এন-লাই এই কথা মাত্র বলেছেন যে নোটটি চীনা সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর পড়ে দেখে উত্তর দেবেন। এমন কি জওহরলালজীর চিঠিতে চীনের আক্রমণ নিরসন ছাড়া অন্য আলোচনার কথা ছিল না যেমন চীনা সরকারের নোটেও এ কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে আলোচনার ভিত্তি এখন নেই। ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরেও শ্রী চৌ এন-লাই কোনো জবাব দেন নি। যাই হোক, চীনা প্রধানমন্ত্রী আসছেন আগামী মাসের কোনো সময়। চীনারা ভারতের ভূমি যেখানে অন্যায় করে দখল করে আছে, সেখান থেকে অন্যায় না সরে আসলে প্রধান মন্ত্রী এবং জওহরলালজীর মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনার কোনো ভিত্তি নেই। সেই ভিত্তি এখনো তৈরি হয় নি। অন্ততপক্ষে, জওহরলালজী পূর্বেই কিছুটা সরে সরে আসার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন চীনা সরকার সেটাও যদি গ্রহণ করে কার্যে পরিণত করতে রাজী হন তাহলেও হয়। কিন্তু বিনা শর্তে যখন সাক্ষাৎকারের প্রস্তাবে জওহরলালজী মেনে নিয়েছেন তখন চীনা সরকার যে আর কিছু এখন করবেন তা মনে হয় না। কিন্তু তাহলে চীনা সরকারের জানা উচিত যে, এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ভারতীয় জন-মতের কোনো সহানুভূতি নেই। চীনা প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে উপস্থিত হলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি কোনো অসৌজন্য প্রদর্শন নিশ্চয়ই উচিত হবে না। সরকারের অতিথি হিসাবে তাঁর যে সম্মান ও আতিথেয়তা প্রাপ্য সরকারের পক্ষ থেকে তা নিশ্চয়ই দেওয়া হবে, কিন্তু জন-সাধারণের নামে কোনোরকম সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের চেষ্টা না করাই সঙ্গত এবং নিরাপদ হবে। আশা করা যায় যে, সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলি এটা বুঝবেন। যদি নেহরু-চৌ সাক্ষাৎকারের ফল ভারতের পক্ষে অতিসন্তোষজনক হয় তবে উল্লাস দেখাবার সুযোগ ও সময় মিলবে।

৬।৩।৬০

নূতন উপন্যাস

অবধূতের
নবতম বিস্ময়কর গ্রন্থ

# দেবারিগণ

সাড়ে চার টাকা

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপহারোপযোগী গ্রন্থ
সমারোহ ২৸৹

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন রচনা
মহুয়া কথা ৩৷৷৹

গ্রন্থ প্রকাশিকা, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

# আলোচনা

**'মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস'**

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৬ই [illegible] প্রকাশিত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস' প্রবন্ধটি [illegible] এই প্রসঙ্গে [illegible] প্রকাশিত [illegible] দুটি :

(১) [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রবন্ধটি [illegible]

(২) শ্রীযুক্ত [illegible] প্রবন্ধটি [illegible] তিনি [illegible] কী বোঝেন এবং [illegible] বা কী


॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

[illegible] চৌধুরীর নতুন বই

**মুক্তবন্ধ**

[illegible] এই [illegible] ॥ দাম তিন টাকা ॥

[illegible] নতুন বই

**পত্রলেখার বাবা**

[illegible] ॥ দাম চার টাকা ॥

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**জর্জ বার্নার্ড শ**

[illegible] জর্জ বার্নার্ড শ ॥

[illegible] উপন্যাস

**নীলাঞ্জনের খাতা**

[illegible] ॥ দাম চার টাকা ॥

নারায়ণ [illegible] নতুন উপন্যাস

**মনামী**

[illegible] ॥ দাম চার টাকা ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের ॥

| | |
|---|---|
| নওরঙ্গী | ৩·০০ ॥ |
| সায়াহ্ন | ২·০০ |
| দেবতাত্মা হিমালয় | |
| ১ম খণ্ড : | ৮·৫০ ॥ |
| ২য় খণ্ড : | ১০·০০ ॥ |
| স্বাগতম | ২·০০ ॥ |
| বনহংসী | ৪·৫০ ॥ |
| গল্প সংগ্রহ | ৪·০০ ॥ |

॥ হরেকরকমবা ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| চলাচল | ৬·৫০ |

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| পুতুলনাচের ইতিকথা | ৫·৫০ |

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

| | |
|---|---|
| শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩·০০ |

যোগেশচন্দ্র বাগলের

| | |
|---|---|
| বিদ্রোহ ও বৈরিতা | ২·০০ |

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড — কলিকাতা-১২ ॥

পদার্থ? কিংবা দুটোরই যদি এক অর্থ হয়, তাহলে একই বাক্যে দুরকম ব্যবহারের তাৎপর্য কী? বিশেষ করে যেখানে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করাই কাম্য, সেখানে এরূপ পারিভাষিক দুর্বোধ্যতা অনাবশ্যক বৈকি!

মূল প্রবন্ধটি এবং পরবর্তী আলোচনা দুটি পড়ে বারে বারে মনে হলো, একবার অন্তত ছান্দসিকদের মধ্যে ছন্দের প্রয়োজনীয় পরিভাষা বিষয়ে একটা আপস হওয়া দরকার; নয়তো আমাদের মতো পাঠকদের পক্ষে ছন্দচর্চা বিড়ম্বনা।

(৩) শ্রীযুক্ত মিত্র, ৫—'আইলা [illegible] কুন্তলা [illegible] হাসি' পংক্তির সমর্থন করেছেন এবং এতৎসম্পর্কিত মধুকবির চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন: "অবশ্য পাঠক মাইকেলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না-ও হতে পারেন, [illegible] বিষয়ে কবি [illegible] হয়।" শ্রীযুক্ত সেন এই অংশে [illegible]

[illegible]

[illegible]

### ছাত্র জীবনে রাজনীতি

২৭ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে আমি সম্পাদক মহাশয়কে আমার বক্তব্য না লিখে পারলাম না।

সম্পাদক মহাশয় তাঁর রচনায় বলেছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ছাত্রসমাজের বর্তমান ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ ছাত্র-জীবনের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রভাব।"

আমার মনে হয়, এ কারণটা প্রধান নয়। রাজনীতি একটা কারণ হলেও মুখ্য কারণ নয়। নিতান্তই গৌণ। রাজনীতি যদি

(সি ৩১১৭)

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

ভারতপথিক রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"যিনি আমার পরমপূজনীয়, যাঁর কাছ থেকে আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ করেছি" সেই রামমোহনের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যৌবনকাল থেকে আমৃত্যু শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে গিয়েছেন। বিভিন্ন বৎসরে (১২৯১—১৩৪৭) রামমোহনের স্মরণ-সভায়, রামমোহন শতবার্ষিকীতে, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবে, মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, অভিভাষণ দিয়েছেন ও অন্য সূত্রেও রামমোহন সম্বন্ধে যা বলেছেন, এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে তা যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত সর্বপুরাতন রচনার তারিখ মাঘ ১২৯১, সর্বশেষ রচনা লিখিত ১৩৪৭ সালের মাঘোৎসবে। পূর্বসংস্করণের পর এই নূতন সংস্করণে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি রচনা সংগৃহীত হয়েছে। মূল্য তিন টাকা।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

[illegible]

সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের

# অন্দর মহল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মিতে মিতিন

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ | [illegible] |
| [illegible] | ॥ [illegible] ॥ | [illegible] |
| [illegible] | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | [illegible] |
| সারিকা | ॥ [illegible] ॥ | ৪·০০ |
| [illegible] | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·৫০ |
| [illegible] | ॥ [illegible] ॥ | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ [illegible] চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইষ্ট কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ [illegible] ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| শুক্লসন্ধ্যা | ॥ নরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৩·০০ |
| সুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৩·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·০০ |
| [illegible] | ॥ [illegible] মিত্র ॥ | ৪·০০ |
| রাধা | ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৭·০০ |
| আপন প্রিয় | ॥ [illegible] চৌধুরী ॥ | ৩·০০ |
| কথাকলি | | ৩·০০ |
| পলাশের নেশা | ॥ সুবোধ ঘোষ ॥ | ৩·০০ |
| [illegible] | ॥ মুজতবা আলী ও [illegible] ॥ | ৩·৫০ |
| তৃষ্ণা | ॥ সমরেশ বসু ॥ | ৩·০০ |
| বধূবরণ | ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| পরমায়ু | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৩·৫০ |
| অনুবর্তন | ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৫·০০ |
| জনপদবধূ | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·৫০ |
| কালতীর্থ কালীঘাট | ॥ অবধূত ॥ | ৪·০০ |
| অপরূপা | ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ | ৪·০০ |
| চীনে লণ্ঠন | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·২৫ |
| আমার ফাঁসি হল | ॥ মনোজ বসু ॥ | ৩·৫০ |
| বনভূমি | ॥ বিমল কর ॥ | ৩·০০ |
| রূপসাগর | ॥ সুবোধ ঘোষ ॥ | ৪·৫০ |
| ধূপছায়া | ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ | ৪·০০ |
| [illegible] ধান | ॥ শিবশঙ্কর পিল্লাই ॥ | ৩·০০ |
| মাটির মানুষ | ॥ কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ॥ | ২·৫০ |

বরণীয় লেখকের

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

তাই বলছি ছাত্রসমাজের এমন উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার কারণ রাজনীতি নয়। আসল কারণ, তাঁদের মানসিক অস্থিরতা। এই মানসিক অশান্তির মূখ্য কারণ অর্থনৈতিক। গৌণ স্নেহ-মমতাহীন পরিবেশ।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ হবার জন্য যা যা প্রয়োজন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্নেহ-মমতাময় সুন্দর পরিবেশ প্রভৃতি বাঙালী ছাত্রের জীবনে কিছুই নেই।

ছাত্রদের জীবন সুস্থ ও সবল এবং ভবিষ্যতে তাঁদের জীবনে প্রতিষ্ঠার আশ্বাস যতদিন না আসবে ততদিন চলবে ঠিক এমন অশান্তি। জীবনে শৃঙ্খলা কখন আসে? যখন মানুষ হিসাবে মানুষকে তার মর্যাদা দেওয়া হয়, ঠিক তখনই। অবজ্ঞা, অনিশ্চয় আর সংশয় দিয়ে জীবনকে ঘিরে রাখলে শৃঙ্খলা আসে না।

ইতি
সত্যেন সাহা
(স্কটিশচার্চ কলেজ)।

---


# যে কোনো ভারতীয় ভাষায়

## আপনি টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন

তবে দেবনাগরী লিপিতে তা লিখতে হবে

ইংরাজী টেলিগ্রামে যে সব সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায়, হিন্দি ভাষায় অভিনন্দন বার্তা, ডি, লুক্স টেলিগ্রাম, সংবাদপত্রের টেলিগ্রাম, মানুষের বিপদসূচক অগ্রাধিকার টেলিগ্রাম, ফোনোগ্রাম, টেলিগ্রামের জন্য সংক্ষিপ্ত ঠিকানা রেজেষ্ট্রী করা ইত্যাদি নানা রকম বিষয়ে দেবনাগরী লিপিতে লেখা টেলিগ্রামেও বর্তমানে সেই সব সুযোগ সুবিধে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ১,৫০০ টেলিগ্রাফ অফিসে এই সুবিধে পাওয়া যায়।

ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাম পাঠানোর সুবিধেগুলি কাজে লাগান

## আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

(ডাক ও তার বিভাগ)

DA 59/564

# বাজার দর

নবেন্দু ঘোষ

মা[illegible]

সরে এসে বলল "আমার গা ছুঁয়ে একটা কথা বলবে?"

"কি কথা?"

"কি ভাবছ?"

"সব কথাই শুনতে হবে!

"হ্যাঁ শুনতে হবে।"

"না—"

"হ্যাঁ, নইলে ভাল হবে না কিন্তু—"

বাধ্য হয়ে বলরাম মুখ ফেরাল, ব[illegible] "ভাবছি চাকরির কথা—"

"কি হয়েছে?"

"এক হাজার টাকা ঘুষ দিতে হবে বড়বাবুকে, টাকাটা দিতে পারিনি বলেই দেরি হচ্ছে, নইলে আদ্দিন হয়েই যেত—"

"এক হাজার টাকা!" ছায়ার মুখটা বড় গম্ভীর হয়ে উঠল, বড় করুণ দেখাতে লাগল, "যদি না দিতে পারো?"

"তাহলে চাকরি হবে না। আরো তিন চারজন দাঁড়িয়ে আছে টাকা দিয়ে, তাদের কারো হবে। দিন দশ বারো সময় নিয়েছি, দেখি যদি কিছু করতে পারি।"

"কোত্থেকে করবে?"

বলরাম উদাস কণ্ঠে বলল, "জানি না, কিছু না হয় তো ডাকাতিই করব—"

ছায়া রাগ করল, "বাজে বকো না—"

ঘরের মধ্যে হঠাৎ [illegible] নেমে এল। [illegible] একটা শব্দ শোনা যায় [illegible] [illegible] চীৎকার [illegible] [illegible] চড়ুই পাখিগুলো জানালার [illegible] এখনো নাচছে, আর [illegible] [illegible] করছে।

ছায়া বলল, "তুমি [illegible] না—"

বলরাম হাসল, "তাহলে কি করব?"

ছায়া বলল, "আমার [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] তুমি বেচে দাও—"

"কি বলছ ছায়া!"

"ঠিকই বলছি, চাকরি [illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে দিও। তোমার [illegible] [illegible] না দিলে কেবে আমার [illegible] [illegible] সুখ নেই যে—"

"না না—ছিঃ এমন কথা আর [illegible] [illegible] ছায়া"—বলরাম [illegible] [illegible] [illegible] মুখ ফিরিয়ে অর্থশিত্তর [illegible] [illegible] [illegible] কথায়।

ছায়া আর কথা খুঁজে পেল না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেন? চাকরি না হলেই বা [illegible] কি করে? ছায়া [illegible] [illegible]।

তাহার দিকে বলরাম তাকাল।

"ওকি হচ্ছে?"

ছায়া মুখ ফেরাল। বলরাম [illegible] [illegible] [illegible]।

"কোথায় না—"

"কথা রাখবে না তুমি—"

"কি [illegible]—আমার [illegible] [illegible] [illegible] দাও না তুমি।"

"তোমার [illegible] [illegible] [illegible]—চাকরি না হলে সংসার চলবে কি করে সে কথা ভেবেছ? গয়না থাকে কি আমার [illegible] যাবে—" বলেই ছায়া আরো আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

"ঐ দেখ—আবার কাঁদছ!" বলরাম [illegible] সুর করে বলতে শুরু করল,

"কাঁদিও না,
কাঁদিও না সখী,
তোমার চোখের জলে
অকস্মাৎ যেন বন্যা আসে
হৃদয়ের কূলে—
সাঁঝি ভেসে যায়;
তোমার চোখের জল
জল নয় হায় সখী,
এ যে দেখি অরুণ অনল
সাঁঝি পুড়ে যায়—"

[illegible] [illegible] মধ্যেই হাসি ফুটল ছায়ার মুখে। [illegible] একপশলা বৃষ্টির মধ্যেই যেন [illegible] [illegible] [illegible] আলো।

"[illegible] আর তোমার কবিতা হবে না—[illegible] [illegible]।"

"[illegible] [illegible] [illegible]?"

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

"কি [illegible]?"

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

"[illegible] ছায়া।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বলরাম ছায়ার [illegible] [illegible] মুছে দিয়ে [illegible] [illegible], [illegible] ছায়া।

ছায়া [illegible] [illegible] বলরামের [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] নয়, [illegible] একটিও কথা না [illegible] [illegible] [illegible] তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] চাকরির [illegible] [illegible] তুমি [illegible] [illegible], [illegible] নয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? না, কথা রাখো না, আমি যা বলছি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], আমি যা বলব [illegible] করতে হবে। এবার ওঠ, দয়া করে [illegible] [illegible] [illegible] না, আর একটিও কথা না—[illegible], ওঠ"—

[illegible] [illegible] [illegible] বলরাম উঠে [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বউটা হয়ত আড়ি পেতেছিল, হয়ত [illegible]

ক্রাউ এণ্ড কোম্পানীর
শান্তিরস সালসা
রক্তশোধক বলবর্দ্ধক
বাত ও বেদনা নাশক
৪০০/৭এ, অপার চিৎপুর রোড
ব্রাঞ্চ: ৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[illegible], গলিত, নাক কান হাতপায়ের [illegible] প্রভৃতির স্ফীতিসহ চর্মের বিবর্ণ [illegible] [illegible], একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য [illegible] জন্মবারসহ পত্র লিখুন। [illegible] [illegible]), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮ [illegible] দেবী, [illegible] উপবাসা, বাঁশীবন

[illegible]

ভেতরে গিয়ে পা দিতে না দিতেই [illegible] ঘরের জানালার গোড়ায় সেই বউটি এসে দাঁড়াল।

ঘরের ভেতর ঢুকে দরজায় ঠেস্ দিয়ে ছায়া বলল, "[illegible]"—


## প্রতিবেশী সাহিত্য পড়ুন

[illegible]

**দুকুনকে ধান**
শিবশঙ্কর পিল্লাই
দাম [illegible]

**মাটির মানুষ**
কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী
দাম [illegible]

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা—১২

প্রকাশিত হল
অজয় দাশগুপ্ত প্রণীত
**সূর্যতামসী**
[illegible]
২০১ রামচাঁদ ঘোষ লেন
প্রাপ্তিস্থান
ক্লাসিক [illegible], পুস্তক
মূল্য : [illegible] টাকা।

বলরাম বলল, "ছিঃ"—

লণ্ঠনটা জ্বালাবার জন্য দেশলাই জ্বালাতেই ছায়া ফুঁ দিয়ে সেটা নিভিয়ে দিল।

"ওকি হচ্ছে!"

"চুপ করো—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে"—

"বেশতো—অন্ধকারে কি কথা জমে?"

"না—এ কথা অন্ধকার ছাড়া আমি বলতে পারব না বাপু—হাঁ—কাছে এসো, কোথায়, তোমার কান কোথায়?"

বলরামের কানের কাছে ছায়ার গরম নিশ্বাস পড়ল। যেন জ্বর হয়েছে ছায়ার। ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলল সে, তারপর বলরামকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"ছাড়ো, বাতিটা জ্বালি"—

"না—তুমি কিছু বলছ না যে!"

"বলছি—একটু ছাড়ো লক্ষ্মীটি"—

ছায়া ছাড়তেই বলরাম লণ্ঠনটা জ্বালাল। ছায়া বিছানার উপরে বসে পড়ল। বলরাম তার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

"যাও—ওভাবে দেখো না—লজ্জা করে।"

"ছায়ারাণী"—

"কি?"

"বসন্তের বনচ্ছায়া তুমি,
মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,
তুমি যে চাঁদের লজ্জা,
কমলিনী তনু—
তোমারে দেখিয়া হিয়া
কাঁপে থরথর—"

"ওমা! আবার থিয়েটার! ছি ছি ছি"—

বলরাম এগিয়ে গিয়ে ছায়াকে বুকে টেনে নিল, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল তারপর একটা চুমু খেল।

ছায়া নাকিসুরে বলল "ওমা"—

"কি হল?"

"আজকের [illegible] ঐ [illegible] তুমি আমাকে আদর করছ"—

"আজ তো আদর করবই"—

ছায়া বলরামের কপালের ওপর এক গোছা চুল একটু সরিয়ে দিয়ে গভীর দৃষ্টিতে বলরামকে দেখল। তারপর বলল, "আচ্ছা আমার মনে হয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—তারপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] না [illegible]— [illegible] টাকা [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] টাকায় কি [illegible] যায় না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] টাকা। [illegible] [illegible] টাকা [illegible] [illegible] টাকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা—[illegible] [illegible] [illegible] টাকা কি আমার জমাতে পারবো না? [illegible] পারব না?"

বলরাম [illegible] [illegible] বলল, "হাঁ—তা পারব [illegible]—[illegible] পারবেই হবে। এই বার"—

"কি হল?"

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] হবে—একটুনি"—

সন্ধ্যা [illegible] বলরাম [illegible] করতে করতে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যাটা [illegible] ছায়া [illegible] [illegible] দিয়ে থেকে দাঁড়াল। না, আজ সে এই [illegible] [illegible] পরে থাকবে। [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] মত। [illegible] [illegible] কথাটা মনেই ছিল না তার। সব কথা [illegible] মনে থাকে না তার। [illegible] না হল [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সে, মাথার [illegible]।

বিছানায় গিয়ে বসে [illegible] [illegible] লাগল ছায়া। কখনো আগেও কি এ সুখ সে কল্পনা করতে পেরেছিল? [illegible] পর কলকাতায় এসেছিল সে মায়ের সঙ্গে। মোটামুটি সচ্ছল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল তার। স্বামী কাজ করত কোন এক ফ্যাক্টরীতে। কিন্তু বছর দেড়েক সংসার করতে না করতেই স্বামী বসন্তরোগে মারা গেল। তার বৈধব্য বেশ দেখতে না পেয়ে মাও একদিন পরলোকে যাত্রা করল। সেওরের সংসারে মা'র ও স্বামীর দেওয়া কিছু গয়না নিয়ে এবং [illegible] যৌবন নিয়ে বাসীদের [illegible] করল ছায়া। এক [illegible] ছিল সংসারে, সে [illegible] দেখতে পারত না তাকে। [illegible] [illegible] পরে [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] দিয়ে তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] লাগল। ছায়া [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] দিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ঠিক সেই সময়েই [illegible] একদিন [illegible] হল।

[illegible]

তারপর একদিন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। তারপর প্রায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে করতে একদিন [illegible] [illegible] হল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। বলরামকে [illegible] আবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছায়া। [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলরাম। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সঙ্গে—যা গল্পী লোক।

## অলৌকিক গণনা

জন্মলগ্ন—আপনার জীবনের [illegible] [illegible] কথা—১, [illegible] [illegible] [illegible] এবং কি ছিলেন—১। প্রশ্নের উত্তর—১ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—১। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—১।

[illegible] দাস, [illegible], [illegible] [illegible], বর্ধমান। [illegible] [illegible]।

(এম ও ২৭৮)

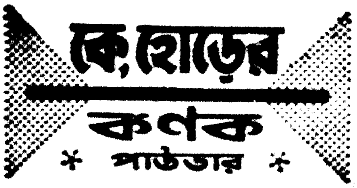


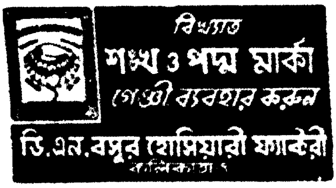

[illegible] ... একটু ভাবল ছায়া। তারপর ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... আর ছায়াও তাকে ভুলতে পারবে না। [illegible] ... চৌধুরী ... [illegible] ... ছায়াকে ... [illegible] ... ভুলেও ছায়া তাকে ভুলতে পারবে না।

॥ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন ॥

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

[illegible]

॥ শোভন সংস্করণ। উৎকৃষ্ট মুদ্রণ ও সজ্জা। দাম ৫·০০ ॥

গ্রন্থম । ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ

দাম : ৮·০০

জোয়ার এলো

দাম : ২·৫০

মানুষের মতন মানুষ

দাম : ৩·০০

প্রিসিলার বিয়ে দাম : ২·৭৫

ভাটিয়ালী

দাম ২·৫০

| | | | |
|---|---|---|---|
| সুবোধ ঘোষ | । | মনোবাসিতা | ৩·০০ |
| বিমল কর | । | ফানুসের আয়ু | ১·৫০ |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র | । | বর্বর যুগের পর | ২·৫০ |
| বীরেশ্বর বসু | । | চা মাটি মানুষ | ৪·০০ |
| | | উপন্যাস —২·০০, গ্রাম—২·০০ | |
| প্রবোধবন্ধু অধিকারী | । | বিহঙ্গবিলাস | ৩·০০ |
| গজেন্দ্রকুমার মিত্র | । | জীবন স্বপ্ন | ৪·০০ |
| হরপ্রসাদ মিত্র | । | কবিতার বিচিত্র কথা | ৮·০০ |
| গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য | । | ভাগাবলাকা | ৬·০০ |
| শৈলজানন্দ | । | ভাল লাগার নেশা | ২·৭৫ |
| অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় | । | কান্নার প্রহর | ২·৭৫ |
| শিবরাম চক্রবর্তী | । | বিয়ের প্রুফ বউ | ২·৭৫ |
| বিমল কর | । | সোনারুপোর কাঠি | ২·০০ |

কথামালা প্রকাশনী, ১৪এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

## জলপাইগুড়িতে

হরপ্রসাদ মিত্র

তিস্তার উদাস বালি দেখা গেল সন্ধ্যার ছায়াতে—
উত্তরে-দক্ষিণে ধারা, পুবে দূর অজানা ওপার;
চরে খেলা সেরে তাই ভাঙা [illegible] চলে।
সে-বন্য গর্জন করে, হা হা হাসে [illegible],
হাওয়ার [illegible] জলপাইগুড়িতে!

ওদিকে উকিলপাড়া, বাবুপাড়া, মুহুরিপাড়াতে
ঘরে ঘরে অন্ধকারে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার [illegible]।
সুবেশ, সুগন্ধ, ধনী শহরের স্বরূপ সেখানে—
সনাতন [illegible], হাসি-কান্না, অবসাদ, জয়,
বাজার, পুলিশ-ফাঁড়ি, [illegible], ইস্কুল, কলেজ,
চায়ের [illegible] চরিত্রচর্বণ।

তিস্তার কিনারে দিয়ে কল্পনাকে উদাসীন করে
সুদূর কাঞ্চনজঙ্ঘা মনে মনে ছুঁয়ে পথে নেমে
আকাশে নক্ষত্র দেখি—
অন্ধকারে স্তব্ধ হিমালয়!
অজানা শিখর দূরে,
আজও কোন্ পথিকের কাহিনী?
[illegible]
লিখি [illegible] জলপাইগুড়িতে।

## দুই আকাশ

মণীন্দ্র রায়

দুটি পাখি বেঁধেছিল বাসা
এ ঘরের ইটের [illegible]।
একটি বৈশাখজ্বালা শেষ হলে তারা
দুই দিকে কোথা গেল চলে!

জানো না দুজনে আমি প্রত্যহই সন্ধ্যায়
সেখানে [illegible] এসে
[illegible] উপর
দেখেছি [illegible]
[illegible]
[illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

## নামরূপাধিকা

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

আমার কবি যে তুমি—আমি শুধু কবিতা তোমার—
[illegible] ঝাঁকড়া মাথা [illegible],
টেনে টেনে চাওয়া চোখ, [illegible],
অধরের প্রান্তে আঁকা হাসিটুকু দীপ্ত সুষমার।
[illegible]
[illegible]—সংকুচিত [illegible],
[illegible]—আবেদন [illegible],
[illegible]—সুধাবহ, আনন্দ-সঞ্চার।

একখানি নাম আর [illegible] মধু উচ্চারণ,
অধরোষ্ঠে বিকশিত—অদ্ভুত সে সমস্ত সময়,
দুঃখ-[illegible] গান, মানসের মধুগুঞ্জরণ।
কুঞ্জবন মত্ত ছন্দে লাবণ্যের পুলক বন্যায়—
ডাকো ডাকো সেই নামে একবার ডাকো, অনুপম,
আমি শুধু কাঁদি সুখে, বেদনায় হাসি মনোরম।

# চিত্র প্রদর্শনী

**চিত্রগ্রীব**

[illegible]

[illegible]

ক্লান্তের বিশ্রাম — শিল্পী ঃ [illegible]

# বিজ্ঞান বিচিত্রা

চক্র দত্ত

ইজরাইলের দুজন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারশত বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁদের নতুন আবিষ্কারের জন্য ১০.০০০ সুইস টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। এঁরা বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে সেল্যুলোজ সংগ্রহ করবার পদ্ধতি বার করেছেন। এই দুজন বৈজ্ঞানিকের একজন হচ্ছেন ফাইবার এন্ড ফরেস্ট প্রোডাক্টস্ রিসার্চ ইনস্টি-টিউটের ডাইরেক্টর এবং অন্যজন হচ্ছেন ঐ প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনীয়ার। এঁরা ইউক্যালিপ-টাস তুলো এবং জোয়ার ভুট্টার গাছ থেকে সেল্যুলোজ সংগ্রহ করেছেন। কয়েক শত বৈজ্ঞানিক তাঁদের নতুন আবিষ্কার এই পুরস্কারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে থেকে ইজরাইলের বৈজ্ঞানিকদ্বয়কে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ইজরাইল সরকার তাঁদের এই আবিষ্কার দেশের বাণিজ্যিক উন্নতির কাজে প্রয়োগের জন্য একটি নতুন সেল্যুলোজ তৈরির কারখানা শীঘ্রই তৈরি করবেন বলে মনস্থ করেছেন।

•

হাওড়া ব্রিজ দেখে আমাদের সাসপেন-শন ব্রিজ অথবা ঝুলন্ত পুল সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। ইতিমধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা লম্বা ঝুলন্ত পুল দেখা গেছে। এই ব্রিজ একদিকে ব্রুকলিন দ্বীপ এবং অন্যদিকে স্টেটেন দ্বীপকে সংযোগ করবে। এই ব্রিজটি ১৯৬৪ সালে তৈরি শেষ হবে। সবসমেত এটি ৬৬৯০ ফুট লম্বা হবে। তার মধ্যে ভেতরের অংশ এক থাম্বা থেকে আর এক থাম্বা পর্যন্ত লম্বা হচ্ছে ৪২৬০ ফুট। এটি বর্তমানের পৃথিবীর লম্বা ব্রিজ গোল্ডেন গেট ব্রিজের চেয়ে ৬০ ফুট বেশী লম্বা।

•

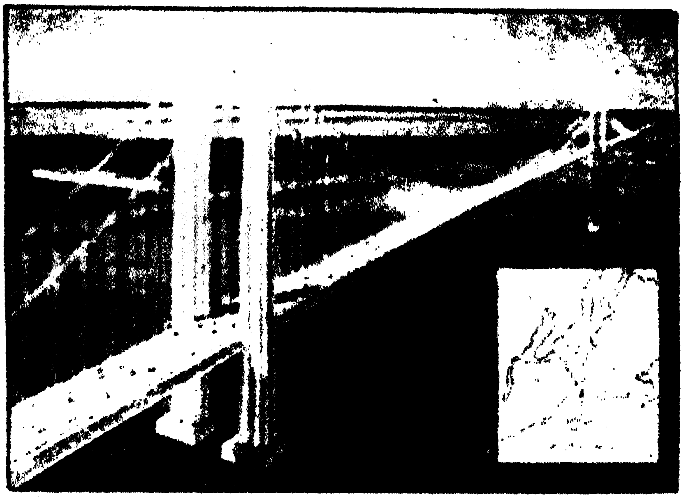

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা লম্বা ব্রিজ

পুরোহিতেরা যখন "শতায়ু হও" বলে আশীর্বাদ করেন তখন সেটা নিছকই কথার কথা মনে হয়। কিন্তু জর্জিয়া রিপাবলিকের ইনস্টিটিউট অব লেবার হাইজিন অ্যান্ড অকুপেশনাল ডিজিজেস-এর অধ্যাপক বলেন যে মানুষের পক্ষে একশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা এমন কিছু অসম্ভব নয়। তিনি সম্প্রতি জর্জিয়া রিপাবলিকের মধ্যে শুধু অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে ঐ শহরের মধ্যেই নব্বই বছরের অধিক বয়স্ক দশ হাজার লোক জীবিত আছেন, অবশ্য এঁদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। ১৫২ বছর বয়স্ক একজন লোকও এই তালিকাভুক্ত এবং তিনি পার্টি অফিসারদের মধ্যে অন্যতম। ঐ তালিকায় আরও দুজনের নাম পাওয়া যায় যাদের মধ্যে একজন ১৫২ বছর বয়স্ক এবং অন্যজন ১২১ বছর বয়স্ক এবং দুজনেই পেশায় শিক্ষকতা। অধ্যাপকের মতে এঁরা সকলেই বেশ কর্মক্ষম। এঁদের পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এঁদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ এবং দাঁতও মজবুত আছে। এমন কি, এঁদের শরীরের রক্তচলাচল ব্যাপারে শিরা বা ধমনীর কোন দোষ নেই। এঁদের মধ্যে অনেকেই এখনও ক্ষেত খামারের কাজ অথবা সংসারের অন্যান্য নানাবিধ কাজ বেশ অনায়াসেই করতে পারে।

•

নিজের নিজের গাড়ি করে যারা অফিসে যান তাঁদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে গাড়ি রাখার

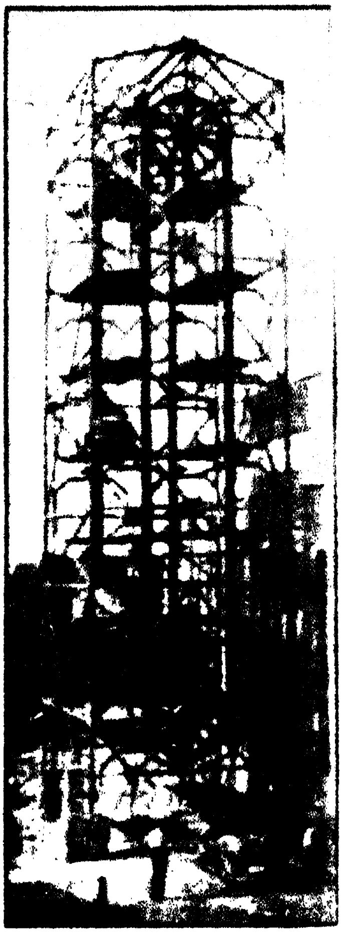

গাড়ি রাখার নতুন ব্যবস্থা

জায়গার অভাব ঘটে আর জায়গার অভাব না থাকলে অনেকগুলি গাড়ি সারিবদ্ধভাবে রাখতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যায়। আজকাল জার্মানীতে গাড়ি রাখার যে এক রকম ব্যবস্থা হয়েছে তাতে অল্প পরিসর স্থানের মধ্যেই অনেকগুলো গাড়ি রাখা যাবে। যতটুকু জমিতে মাত্র ১২ খানা গাড়ি রাখলেই ভিড় হয়ে যেতো, এইভাবে সেখানে বিশখানা গাড়ি রাখা যায়। প্রথমে নীচের প্ল্যাটফর্মে গাড়ি রাখার পর দুইদিকে ঘুরিয়ে ওপরে ওঠান এবং নামান হয়।

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১৮

[illegible]

সামাজিকতার যে ধরন ছিল এদিকে তা নাকি কিছুটা শিথিল হয়ে গেছে। তাঁরা যা দেখেছেন, তা নাকি হয়তো আর নেই! আরও আগে, পানভোজনের ব্যবস্থাও তখন

[illegible]


গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

নতুন উপন্যাস

## আকাশ-নন্দিনী

[illegible]

সুশীলকুমার ঘোষের

## গ্রহ-সারথি

[illegible]

**গ্রন্থ-ভবন** ১০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-[illegible]

(সি ৩১৩১)

[illegible]


গ্রীষ্মকালীন পোষাকের
**REDUCTION SALE**

অভিজ্ঞ কারিগরের দ্বারা তৈয়ারী মনোরম ডিজাইনের পোষাকগুলি নিজ তত্ত্বাবধানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

রুচিকর—নূতনতম—মূল্য ন্যূনতম!

Public Choice

[illegible]

হরলালকা

[illegible]

আগামী পনেরোই মার্চ

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ ...

ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

অমনোনীত গল্প ৩৲

নিশিপদ্ম ৪৷৷০

কল্যাণী ৩৲

# একটি নীড়ের আশা

**স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়**

[illegible]

## অন্যান্য বই

[illegible]

**ক্লাসিক প্রেস**

[illegible]


অসীম ধৈর্য সহকারে কীভাবে যে মানিয়ে নিয়ে চলতেন, তার পরিচয়টি আজকের দিনে পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

যাই হোক, [illegible] পর, শুরু হলো [illegible] সাধারণ নিয়ম, [illegible] প্রতিধ্বনি করবে। কিন্তু [illegible] এই নিয়ম। [illegible]

[illegible]

এ রীতি অনুসারে প্রায় সব অভিনেতাকেই গায়ক হতে হয়। তাই, পরবর্তীকালে দেখা গেল, [illegible] যেমন, [illegible] হবে [illegible]

[illegible]

এইভাবে কথার [illegible]

[illegible]

যাই হোক, [illegible]


**কুঁচ তৈল**

[illegible]

[illegible]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সাত পাকে বাঁধা

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

প্রত্যেকেই দেখে গেছে কাজে, সবকালের লোকদের সাহায্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে অগ্নি-নির্বাপণের কার্য সমাধা হলো। [illegible] এক সময় [illegible] কালের লোকেরা। [illegible] দেখে মনে হচ্ছে, যেন পরিত্যক্ত এক ধ্বংসস্তূপ! কিছুক্ষণ আগে যেন এখানে ভূমিকম্প এক দৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা [illegible] নীচের সব বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু মাথার ওপরের ছাদের যা অবস্থা [illegible] এখন দাঁড়াতে পারি নি। [illegible] সব আমরা ওদের বৈঠকখানায় তুলে দিয়েছি। [illegible] তখন জল দাঁড়িয়েছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত।

আমরা [illegible] বাড়ির [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] এবার [illegible] আমরা যাই।

[illegible] আমাদের এক-একজনের [illegible] [illegible]

[illegible]

তার ওপরে ঐ সব যোগান আর বাঁশের [illegible] পড়ে আছে, এখানে থাকা হবে কী? কোথায় হবে?

ওঁরা বললেন—এ বাড়ি এমন জর্জরিত যে বাস হবে না। [illegible]?

আমাদের [illegible] মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁরা আবার বললেন—আপনারা আমাদের একটি [illegible] সাহায্য [illegible] অনুগ্রহ করে? এই [illegible] আমরা [illegible]

[illegible]

তাড়া আসার কথনো [illegible]? [illegible] বললেন, [illegible] হয়েছিল তার পর থেকে শুরু হয়েছে। একেবারে [illegible] শুরু করে, [illegible] জানিয়ে দেওয়া কি সহজ কথা? [illegible] ঐ যে [illegible] হয়ে গেল। সেই [illegible] [illegible] কি [illegible] করেই মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব?

কী আর করা যায়। [illegible]

[illegible]

(ক্রমশ)

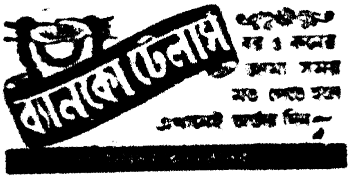

আত্মীয়তা ও মিত্রতা স্মরণীয় রাখতে
বিবিধ প্রকার রেশমী বস্ত্রের বিপুল
আয়োজনসহ আপনাদের সেবায় নিযুক্ত—
রামগোপাল গোরামল
[illegible] পট্টি ([illegible]), [illegible], কলিকাতা—[illegible]
ফোন নং—৩৩-[illegible]
[illegible]

# লোকনৃত্য উৎসব

শান্তিদেব ঘোষ

[illegible]

[illegible]

[illegible] সঙ্গে এই রকমের [illegible] লক্ষ্য করা একটা ভাবে [illegible] হয়। এর কোনো দুটি মঠ, পর পর একসঙ্গে। কিন্তু দুটি মুখ সম্মুখে ভিন্ন প্রকৃতির মঠ। প্রথমটি হল [illegible] মন্দিরের। এটি দেখে হলো একদিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible]

দুটি দিকে [illegible] এসে [illegible] চারকোণে এসে দাঁড়ায়। মাটিতে প্রত্যেকে একটি করে [illegible] বসে মানুষ ও পশুদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে প্রথমে [illegible] করল একটি ভিত্তি। পরে একটি ভাবে আবার যা রূপে দেখলাম। ভিত্তিটি [illegible] তৈরির [illegible] এ-যাবৎ আর কোথাও [illegible]

ছিল না। [illegible] [illegible] [illegible] শিল্পী, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible]

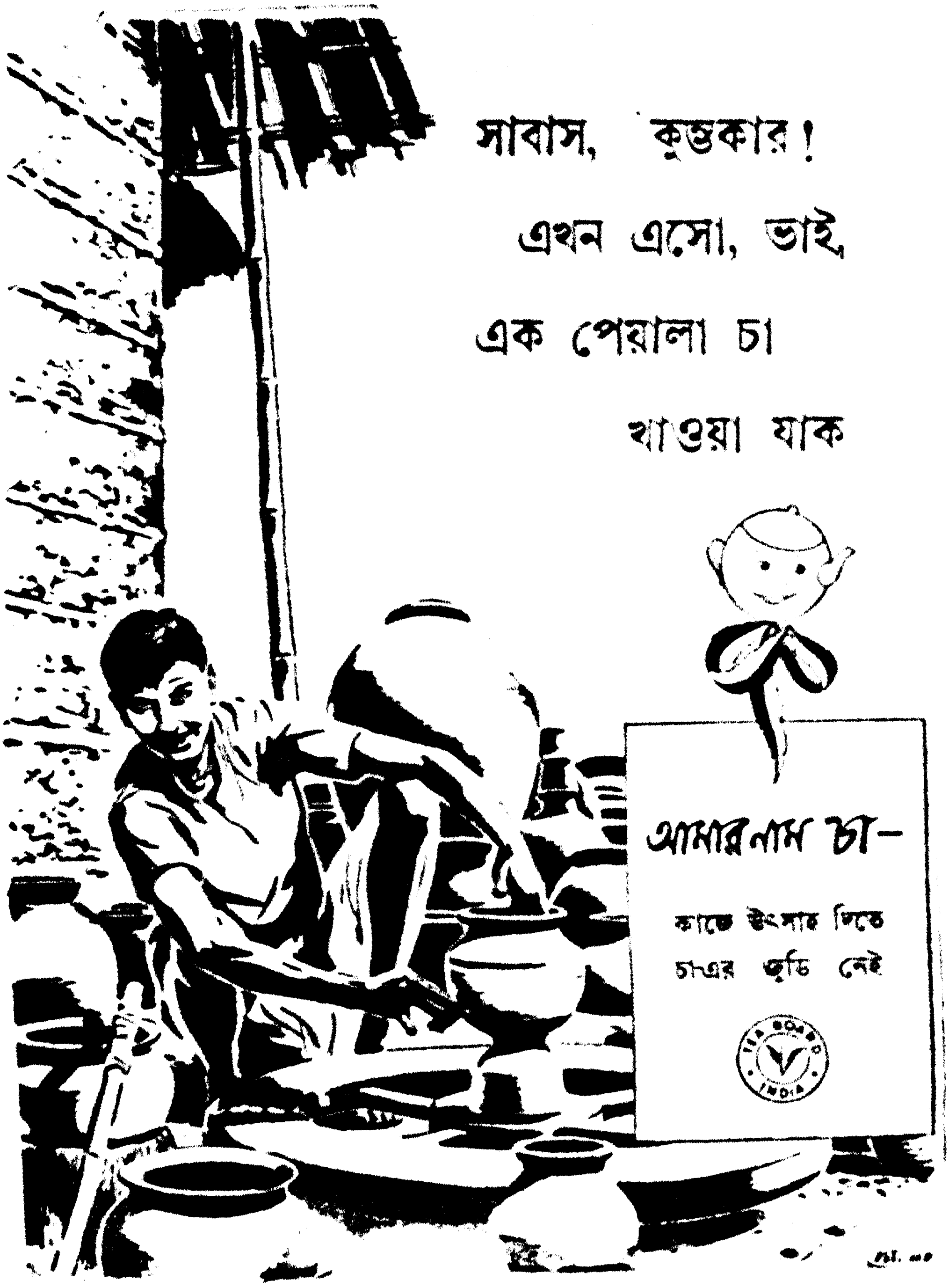

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল

আবদুল হালানাৎ প্রণীত

# যৌন বিজ্ঞান

(২য় খণ্ড)

[illegible]

স্টান্ডার্ড পাবলিশার্স

[illegible] কলিকাতা।



## খাবার পর আপনি
# পাকস্থলীর ব্যথায়
## ভোগেন কি?

হিউলেট্স মিক্সচার খান
স্থায়ী উপশম এনে দেবে

[illegible]

# হিউলেট্স মিক্সচার

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

কবি ও অ-কবি [illegible]

রক্তকমল [illegible]

নেপথ্য নায়িকা [illegible]

[illegible] : মিত্র ও ঘোষ : [illegible] কলি-১২

থেকে চাদর ঝুলিয়ে দুই হাতে আঁচলের কোণটি তুলে ধরে নাচতে দেখেছি। এখানে তাদের ডান হাতে ছিল চাকতি লাগানো কাঠের তালযন্ত্র; বাঁ হাতে চাদরের খুঁট। নাচে বৈচিত্র্য ঘটাবার উৎসাহে মুক্ত ঢং থেকে অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছিল তারা। তাতে নাচ জমে ওঠেনি।

'ছিন্দ্বার 'বেহার' নৃত্যানুষ্ঠানেও এই একই অবস্থা। পুরুষের দল নিজেদের দেহে মেয়েলি কোমলতা প্রকাশ করতে গিয়ে

[illegible]

একদা এক মণিকার আকবরের রাজসভায় দুইটি বড়রকম হীরক খণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। হীরক খণ্ড দুইটির মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে তিনি চতুরী করে জবাব দিলেন "সভাসদগণের কয়জন বলুন, উপযুক্ত মূল্যায়ন করুন এবং যাচাই মূল্য প্রদান করুন।" হীরক খণ্ড দুইটির সাদৃশ্য যদিও এতোর আকবরের আমাত্যবর্গের মধ্যে অনেকেই উহার সঠিক মূল্য নিরূপণ করিতে পারিলেন না। ইহার পর বীরবলের পালা আসিল, বীরবলের পরীক্ষাকালে একটি মক্ষিকা আসিয়া একটি হীরক খণ্ডের উপর বসিল, ইহাতে বীরবল মৃদু হাসিলেন এবং হীরক দুইটিকে সঠিক নির্ধারণ করিলেন। যে হীরক খণ্ডটির উপর মক্ষিকা বসিয়াছিল সেটি নকল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল, কারণ সেটি প্রকৃত পক্ষে একটি শর্করা খণ্ড ছিল। ইহাতে বীরবল বলিলেন "পরীক্ষা করুন এবং ফল দেখিয়া বিচার করুন।"

আপনিও আপনার কেশ তৈল ক্রয় করিতে একই নীতি অনুসরণ করিতে পারেন, "পরীক্ষা করুন এবং ফল দেখিয়া বিচার করুন।"

বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত
চুল কালো রাখে

সোল এজেন্টস্: এম এম ...ওয়ালা, ...বাজার — ১
এজেন্টস্: পি. ..., বোম্বাই — ২

এজেন্ট: মেসার্স দ্য মর্ডান এন্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

টিমা ওয়াচ কোং

একটি প্রিয়
রাজকুমার - - -
মার্ক ০৩৭৪
মা ফি
আনন্দময় করে তোলে!

সব কিছু হারায়নি। সব দেশেও সব কিছু [illegible] ছাপ ফেলে যায় বাবে। [illegible] এই বাধ [illegible] মধ্যেই [illegible] কথা [illegible] আছে।

কিরণ [illegible]—ঠিক আছে, [illegible]

[illegible]

[illegible]

কিরণ বললে—[illegible]

[illegible]

—দূর, ওসব ভয় করলে লাইব্রেরী করা চলে না। একদম জোকে কত তাড়িয়ে দেবে, কত কানাকানি দেবে। তাহলে আর কাজ হবে না কিছুই।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তোর বাবা জানে, তুই যে এসব করেছিস?

কিরণ বললে—জানলে আর কী করবে, [illegible]

—কিন্তু কী করবি তুই? [illegible]

কিরণ [illegible]

[illegible]

—কী বই?

কিরণ বললে—এই [illegible] সব [illegible] ভালো [illegible] হয়েছে। [illegible] এসব হবে না—[illegible] কী [illegible] আর এটা [illegible]

—[illegible]?

কিরণ [illegible]

[illegible]

—[illegible]

কিরণ বললে—[illegible]

[illegible] হয়েছিল, আমেরিকা লড়াই করেছিল [illegible]

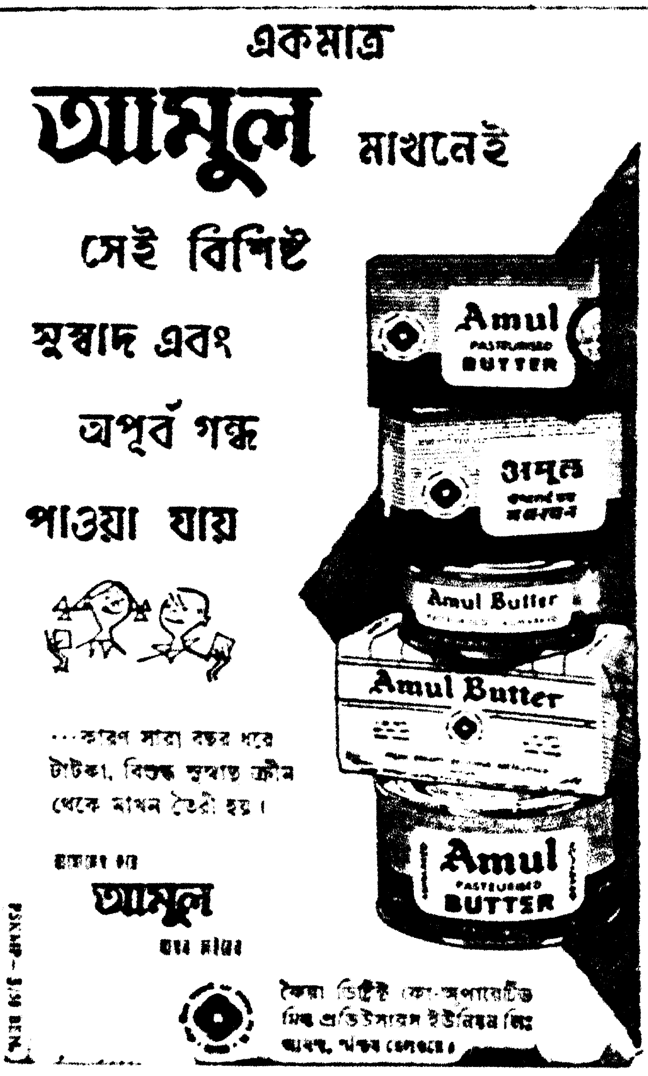

[illegible] —[illegible] [illegible]

—তুমি কী করে জানলে?

[illegible]

—ছবিটা কে রে?

[illegible]

[illegible]

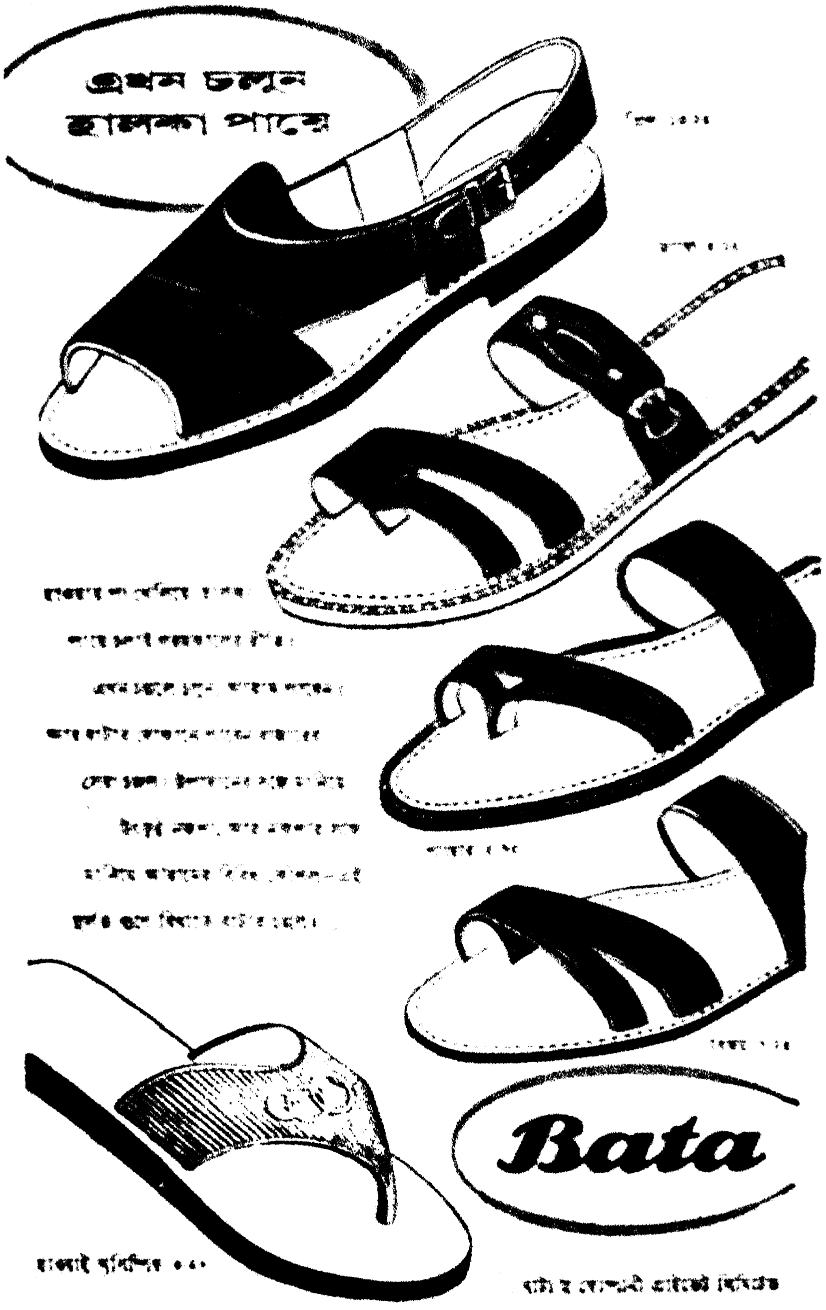

[illegible]

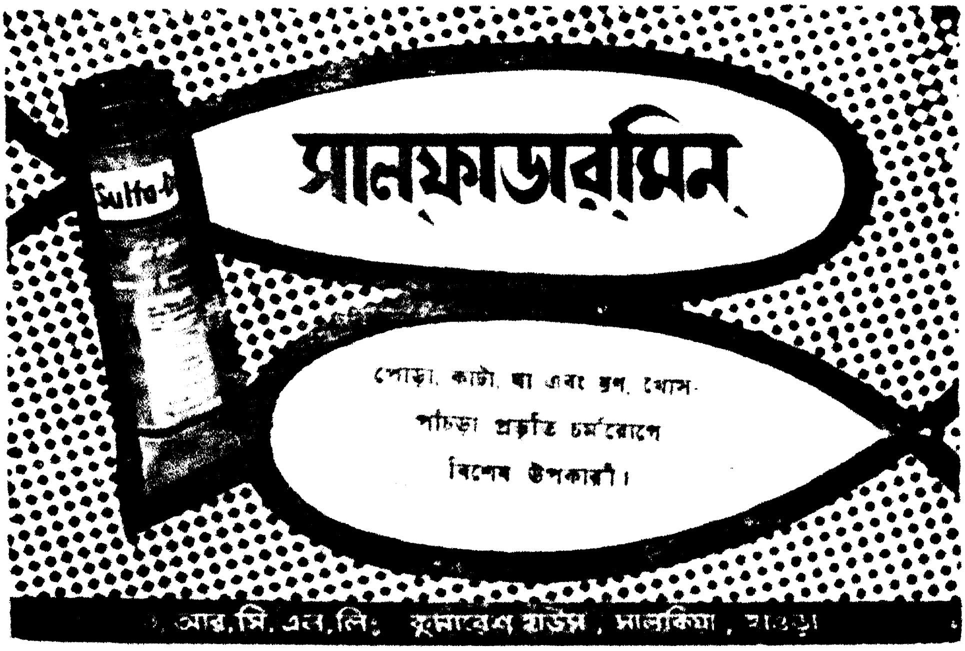
Sulfa-D
সালফাডায়াজিন
পোড়া, কাটা, ঘা এবং ব্রণ, খোস-
পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগে
বিশেষ উপকারী।
আর. সি. এন. লিঃ কুমারেশ হাউস, সালকিয়া, হাওড়া

ডাক্তার হউন

Indian Homeopathic College
(DK) Jullundur City.

ছাতা তৈরীর জন্য
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর

মজবুত ★ মোলায়েম ★ পাকা রং

দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

# ঘন, সতেজ ও পরিপাটী

## কেশগুচ্ছের জন্য

## টাটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

- সহজে বারে বারে চুল পরিষ্কার করা যায়
- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- চুল ও চুলের গোড়া নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়
- সহজে ধুয়ে ফেলা যায়
- চুল কালো কুচকুচে দেখায়

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ১০ ॥

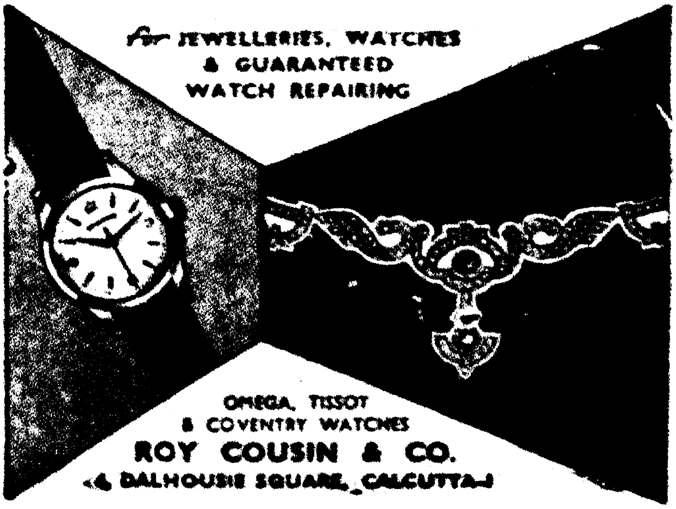

কোনো লোক খুঁজে পাচ্ছে না বলে ওদের তারি মন খারাপ।" আমি বললাম, "মন খারাপ হবে কেন? এতে তো খুশি হবারই কথা।" "আঃ, তুমি কিছু বোঝো না। রুগী আছে, রোগ নেই, ওরা চিকিৎসা করবে কার? এতে ওদের মন খারাপ হবে না?" আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম। কোনো দিনই মজা করে কথা বলা বন্ধ হবে না।

খানিকক্ষণ পরে দেবেনবাবু চলে গেলে আমাকে তখন বললেন "কাল কি কাণ্ডটা হল? বাবাঃ, কী কাঁপুনি। এটা ঐ খোঁচাটার জন্যেই হল কেমন? তাই না?" মহা মুশকিল, আমাদের বলা বারণ অথচ এরকম সোজা প্রশ্নের কি করে মিথ্যা জবাব দেবো?

সুধাকান্তবাবু অনেক সময় ওঁকে দেবার জন্য মিথ্যা কথা বলতেন, কিন্তু ওঁর বুদ্ধির কাছে মিথ্যা বলা কতক্ষণ টিকবে! একটু পরেই টের পেয়ে যেতেন আর তখন কী অসীম বিরক্তি। আমি সেটাকে ধরতে মোটেই রাজি নই। বাধ্য হয়ে বললাম, কখনও কখনও [illegible] ইনজেকশনে ঐ রকম হয়, কিন্তু সব সময়েই যে হবে তার কোনো মানে নেই। একবার ওরকম হল, কাজেই এবার ইনজেকশন দেবার সময় [illegible] আগে থাকতেই [illegible] দেবেন। উনি বললেন "আমি তখনি বুঝেছিলুম যে ঐ খোঁচাটার জন্যেই কাঁপুনি এসেছে, কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি। এরা কেউ কেউ ভেবেছে [illegible] যে, হঠাৎ কি কারণে যেন জ্বর এসে গেল। আবার আমি কি এত বোকা? কিন্তু মজা দেখো, আজ আবার কেমন ঠিক হয়ে গিয়েছি। আঃ, ব্যাপারটা চুকে গেল বাঁচা গেল। [illegible] এই [illegible] বন্ধ হয়ে যাবে।" বোধহয় পুনরায় ইচ্ছা ছিল বার

অপারেশনের দিন ঠিক হয়েছে। সেটা আমার কাছে হয়তো অজানা নেই। কিন্তু আমি তো সঠিক জানি না, ঠিক কিনা, তাই কিছু বলতে পারলাম না। শুধু বলেছি এই মাসের শেষে, অর্থাৎ জুলাইর শেষে। বাস্, উনি আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করেন নি, আমারও তখন আর পড়ে কিছু বলার দরকার নেই।

খানিকটা একথা সেকথা বলে হঠাৎ [illegible] জন্য উঠলাম, তখন "ঠিক ও! একটি [illegible] কি? এবেলা এখানে খাবে, সারাদিন থাকবে তো না একটাই উঠবে?" বললাম, "না আজ থাকতে পারব না, কারণ [illegible] [illegible] [illegible] হবে। [illegible] [illegible] দেরি হবে।" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এর পরে আর কথা [illegible] না, কাজেই [illegible] করতে পারলেন না।

[illegible]

[illegible]

উনি শুনেছেন, [illegible] মতো ওঁকে অজ্ঞান করা হবে না, লোকাল অ্যানাসথেটিক্স দিয়ে করা হবে। তাতে ওঁর বিপদের সম্ভাবনা কম, কেবল পরে নিউমোনিয়া ইত্যাদি হবার ভয় থাকবে না। সেইজন্যেই বার বার মনে প্রশ্ন জাগছে ঠিক কতখানি লাগবে। "আচ্ছা জ্যোতি, আমাকে বুঝিয়ে বলতো ব্যাপারটা কি রকম, আমার

৩ ডাঃ [illegible] মৈত্র। লেখিকার জ্যেঠা-তার পুত্র।

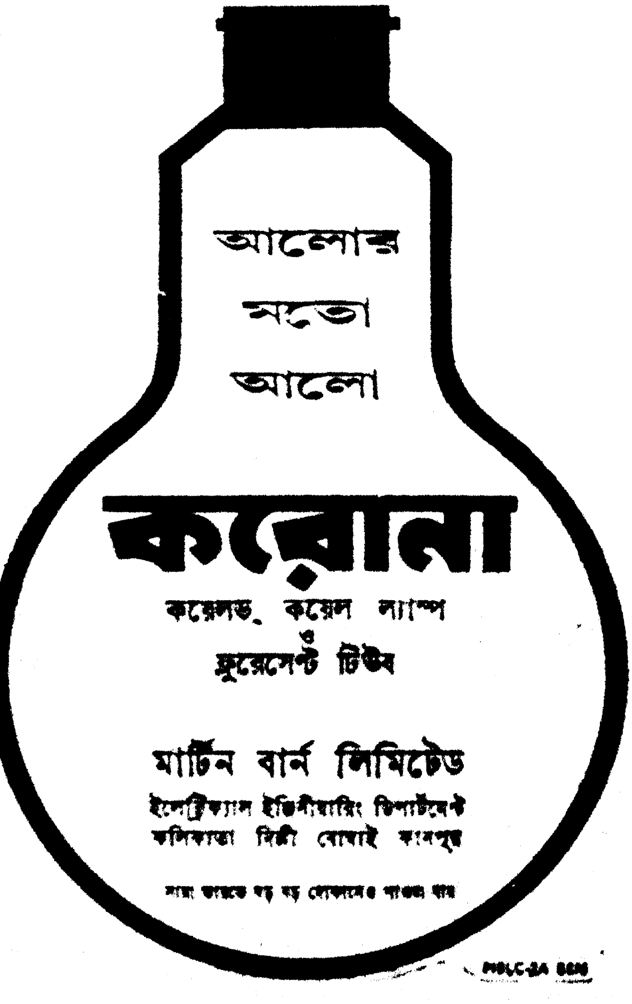

শুধু বিজ্ঞাপনেই
নয়!
তারক গুপ্তের জর্দা

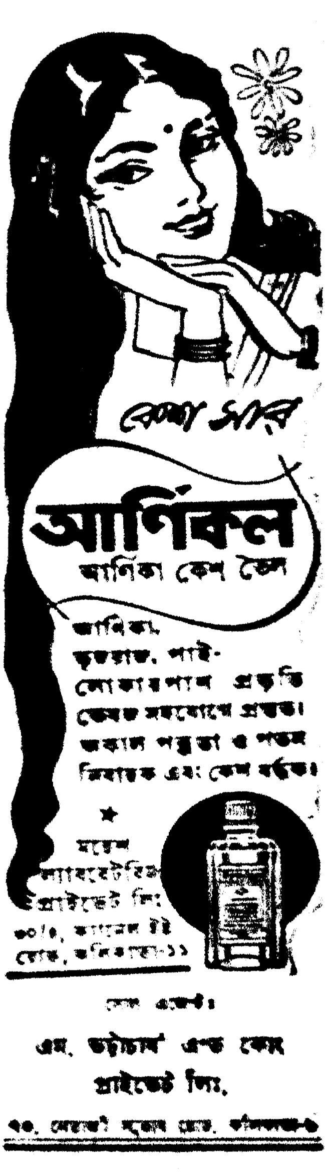
কেশ সার
আর্ণিকল
আর্ণিকা কেশ তৈল
প্রভৃতি
ভেষজ সহযোগে প্রস্তুত।
অকাল পক্কতা ও পতন
নিবারক এবং কেশ বর্দ্ধক।
এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

- ব্যায়ামে বাঙালী ২৲
- বীরত্বে বাঙালী ১৸৹
- বিজ্ঞানে বাঙালী ২৸৹
- বাংলার ঋষি ২৸৹
- বাংলার মনীষী ১৷৹
- বাংলার বিদুষী ২৸৹
- আচার্য জগদীশ ১৸৹
- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৸৹
- রাজর্ষি রামমোহন ১৸৹

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ

[illegible]
ডাঃ কে. পি. ঘোষ এম. বি. [illegible]
[illegible]
[illegible] কলিকাতা—৫ ফোন—[illegible]

যদি আপনি
পেপ্‌স্‌
গলার ও বুকের
বড়ি গ্রহণ করেন
পেপ্‌স্‌ মুখে রেখে চুষবেন। এর আরামদায়ক [illegible] কাশি কি ভাবে দূর করে তা লক্ষ্য করুন। পেপ্‌স্‌ [illegible] ও জীবাণু নাশ করে।


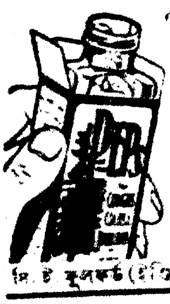


[illegible]
ব্রঙ্কাইটিস্‌,
গলার ক্ষত,
সর্দি,
কাশি ইত্যাদি
সব ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়
সি. ই. ফুলফোর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
PPY-15-BEN

পরিবেশক—লোমার্স কোম্পানি [illegible]
৩২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২


মন খারাপ হয়ে যেত। তাই আজকের খবরে মন খুশি হল।

দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে যাচ্ছে, উৎসবের সময়ও এগিয়ে আসছে। আমাদের সকলেরই মন ভিতরে ভিতরে চঞ্চল—কি জানি কি হবে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ছিল—১৮-৬০। (ক্রমশ)

৬ হোমার সার্থির পথ। দেশ লেখা, [illegible] ১৩ প্‌: ২২—২৩।

GOVER… BRARY

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২২

পরিবারের সকলের পক্ষেই ভালো

মার্গো সোপ

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা

কাফেটেরিয়ায় না হয় তো অলি-গলির রেস্তরাঁয়। পার্টির ব্যবস্থাপনা।

'আচ্ছা আমাদের কি আর কেরানী বলা উচিত?' জিগ্যেস করল শকুন্তলা।

'কে বলেছে? সরকারী পরিভাষায় আমরা এখন করণিক।' মীনাক্ষী বললে।

মালবিকা-মল্লিকার ছোট বোন। চিত্রা টিটকিরি দিয়ে উঠল।

কাকলি বললে 'কেরানী তো পুরুষ। তাই ওর স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া উচিত, কে-রাজা। মেয়ে-কেরানীটা শুনতে বিশেষ সম্মানজনক নয়।'

'অনেকটা পী-রাজা পী-কাটা-এর মত।' শকুন্তলা ফোড়ন দিল।

'কে-রাজাটাই সব দিক থেকে শুদ্ধ।' মীনাক্ষী বললে, 'আমরা যারা কুমারীরা অফিসে চাকরি করছি, আসলে কে-রাজা কে-রাজাই করছি।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

'তুই হাসছিস কেন?' শকুন্তলা ঠেলা মারল কাকলিকে: 'তোর বর তো জুটেই গিয়েছে।'

'কিন্তু রাজ-জোটানোর [illegible] সিঁথিতে-কপালে অমন ডগডগে করে রাখলে চাকরি জুটবে না।' চিত্রা মুখ-চোখ ভার-ভার করল। 'বিবাহিত মেয়েদের আবার চাকরি কী। তার স্বামীই তো চাকরি।'

'বা, তাই বলে [illegible] প্রসপেক্ট থাকবে না?' কাকলি প্রতিবাদ করতে চাইল।

'কিন্তু তাকে চাকরি দিয়ে [illegible] প্রসপেক্ট কী?' পেয়ালায় মুখ লুকিয়ে হাসল মীনাক্ষী।

'তবে যদি [illegible] সাজতে পারিস, ডিসকোয়ালিফায়েড ওয়াইফ, তাহলে কিছুটা সুবিধে [illegible]।' শকুন্তলা [illegible]

'আর [illegible] কুমারী কুমারী [illegible]।' মীনাক্ষী তাকাল কাকলির দিকে। 'কিন্তু তুই যেমন পরিপাটি দেখতে, নতুন ফোটা ফুলের মত [illegible] বিশ্বাস করতে চাইবে না [illegible] কুমারী সাজাই [illegible]।'

[illegible]

'ক্যাশুয়াল উৎসাহী [illegible] পিছু নেয়, ফলো করে। সেদিন কী হয়েছিল জানিস, না বুঝি?' বলবে না হাসবে ঠিক করতে পারছে না চিত্রা। 'অফিস থেকে বেরিয়েছি, কোত্থেকে একটা ছেলে—ছাতি, লোক নয় ছেলে—পিছু নিয়েছে।'

'তোর নিজের অফিসের কেউ?' অনাদিপুর মত জিগ্যেস করল কাকলি।

'নিজের অফিসের লোকের মতটা সহজ হবে না। [illegible]

[illegible]


# রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির উদ্ভাবনা রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। [illegible]

[illegible] এই কুকারটির [illegible] প্রণালী [illegible] দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।

• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

## খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক: দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ • ৭৭, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA OM 22B

শকুন্তলা চোখ নাচাল : সব সময়েই জেকেলিস থাকে না, কখনো-কখনো জেকেলিসের সৃষ্টি হয়।'

'তাদের বন্ধুকে সহজেই উদ্ধার করতে পারেন—'

[illegible]

'হ্যাঁ, সহজেই উদ্ধার করতে পারেন।' কথাটা শেষ করল [illegible]

[illegible]

'আসল কথা, তুই যখন শুধু নিজের জন্য ভাবিস, তখন তুই সব দিয়ে [illegible] কেন? [illegible] মীনাক্ষী তুই [illegible] দিয়ে। তোর সেই [illegible] আছে?'

'আর আমরা সব ভালো আর তুই?' [illegible] মুখে বলল শকুন্তলা।

যদু, ওরা যাই বলুক, প্রথম প্রথম ওদের [illegible] কাজটি। [illegible] কলকাতা [illegible] নিশ্চিত দিতে পারেনি [illegible]।


শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের [illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০·০০ টাকা

[illegible]
ভারতকথা ৮·০০ টাকা

[illegible] সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·০০ টাকা

অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা
[illegible] (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

[illegible]
ভারতে মাউন্টব্যাটেন ৩·৫০ টাকা

[illegible]
চার্লস চ্যাপলিন ৩·০০ টাকা

শ্রী[illegible] সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০

[illegible]
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০ টাকা

[illegible]
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯



বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই আপনি কিনবেন কেন?

কেয়ো-কার্পিন

[illegible] মেডিকেল স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটী • পাটনা • কটক

কেয়োড়ের
কণক
পাউডার

ডোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
[illegible]
• সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ •
—সর্বাধিকবার্ধিত জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাবলী
সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—
[illegible]
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
[illegible]
[illegible]

হু পাশে চুল বাঁধিয়ে রাখলেও শিশির
টুকরাটা লক্ষণীয়।

'লোকটা আমার ঘরে ঘুমোচ্ছে। ওদিকে
একটু নজর রাখবেন।' মৃণালিনীর হাতের
নজর কাছ থেকে শাড়ীর কাঠিন্য ...
একটু বেরোচ্ছি।'

তখনো সময় যা দেখেছে, ...

[illegible]

'আপনি সবটা বন্ধ করে দিন। ...
কেউ নেই।' সব খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল
[illegible]

[illegible] ...
[illegible] ... থাকতে এবং
এ নিয়ে মজার একটু ... করাই

পারবে, একটু না পা-টেপাটেপি। একটা ...
[illegible] লাগানো হয়। ... আর
[illegible] একদিকে, বিকেল ... দুজনা
আরেক দিকে। ... কাজেই ...
[illegible]

[illegible]

... দুটোই ...
[illegible]

[illegible] মানুষ ... একটা ...
... ডাকলে আমার লাগছে খুব উঁচুতে।
আমার আমাকে লাগছে ...

'তা হলে আর ভাবনা কী।' ...
'না। ঐ আয়নাটিও আমার দিকে।'

"ওকথা মুখেও এনো না।"


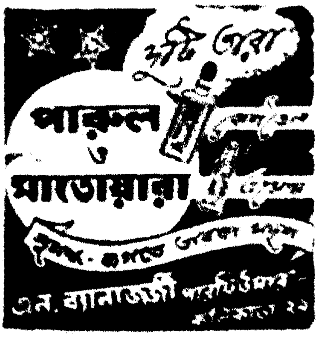


প্রকাশক : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

চিত্র-চরিত্র

বিচিত্র-উপল

টেঁস

আলেখ্য

সমাপ্তি

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

ধবল বা শ্বেত

সংবাদে প্রকাশ, শ্রী চু এন লাই ভারতে আসিবার জন্য শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার পক্ষে মার্চ মাসে আসা সম্ভব হইবে না, তিনি আসিবেন

এপ্রিল মাসে—"এবং খুব সম্ভব পয়লা এপ্রিল" সংক্ষেপে মন্তব্য করেন [illegible] খুড়ো।

• • •

ভা[illegible] সরকার [illegible] করিয়া [illegible] ভারতে আনিতে [illegible] কমিউনিস্ট সম্পাদক [illegible] [illegible] দপ্তরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কমিউনিস্টের [illegible] না [illegible] [illegible]।

• • •

প[illegible] [illegible]।

• • •

বি[illegible] [illegible] করেন [illegible]

# [illegible]

[illegible]

• • •

সু[illegible]

[illegible]

• • •

সো[illegible] [illegible] ছাপানো হয়।

[illegible]

• • •

দু[illegible]

[illegible]

• • •

ভা[illegible]

• • •

মা[illegible]

# বিশ্ব-বিচিত্রা

১

২

৩

সময় লণ্ডনে প্রেরিত লুসির প্রথম স্মারক-লিপি প্রেরিত হয় ১৯৪০এর সেপ্টেম্বরে। তাতে তিনি জানান যে, জার্মানরা ইংলণ্ড হানা দেবে না। লুসি নিশ্চিত ছিলেন যে, হিটলারের জেনারেলরা ইংলণ্ডে হানা দেওয়ার বিরোধিতা করবেই।

পরবর্তী পাঁচ বছর হিটলারের মতিগতি লুসি কখন কি বুঝেছেন তা [illegible] দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকবারই তাঁর কথা খুব কাজে এসেছে। লুসি কিন্তু কেবলমাত্র হিটলারের মতিগতি নিরূপণ নিয়েই ছিলেন না। [illegible] বৃটিশ কর্তাব্যক্তিদের বিস্ময় ও তাঁর উৎপাদন করে [illegible] অবস্থিত মিত্রপক্ষের [illegible] অধিষ্ঠিত সেনাপতিদের প্রত্যেকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করার জন্যও জিদ ধরেন। লুসির কাজে সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত এক অফিসার বলেন, "নিজেকে [illegible] মতো লাগতো তখন। কোন প্রকারে [illegible] সেনাপতিকে তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জন জিজ্ঞাসা করা! অথচ তিনিও [illegible] সব ঠিক না হলে লুসির কাজ হবে না।"

লুসি কিন্তু কয়েক লোককে তাঁর [illegible] করে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪২এর গ্রীষ্মকালে এক বৃটিশ অফিসার [illegible] কাজে হাতে নিয়ে বলে, "এতে [illegible] লোকের সঠিক জন্ম-তারিখ ও সময় দেওয়া আছে। এদের নাম আমি জানাতে পারব না তবু এ বছর কার বরাতে কি আছে আপনাকে তা জানিয়ে দিতে হবে।"

লুসি জন্মতারিখ ও সময় ধরে [illegible] কোষ্ঠী প্রস্তুত করতে বসে গেলেন। [illegible] জন্ম [illegible] একই [illegible] ভিন্ন ভিন্ন বছরের এবং [illegible] জন্মবারের। এদের [illegible] চরিত্র ও প্রকৃতি প্রায় একইরকম এবং [illegible] উপর বুধের খুব প্রভাবের প্রভাব। কিন্তু এদের মধ্যে বেশী বয়সের ব্যক্তির ভাগ্য উজ্জ্বলতর দিকে, এবং ওর চেয়ে ওর সহায়ক। তার ওর চেয়ে কম বয়স্ক ব্যক্তি [illegible] বাহিনীতে হয়েও তার ভাগ্য [illegible]। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি সফলতা লাভ করবে ১৯৪২এর জুলাইয়ে এবং ওর [illegible] উর্দ্ধমুখী হবে থেকেই।"

বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন বার্নার্ড মন্টো-গোমারি যে বছরে অপেক্ষাকৃত [illegible] এক বৃটিশ সেনাপতি মাত্র। আর অপর ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু মার্শাল রোমেল,—হিটলারের আফ্রিকা বাহিনীর সেনানায়ক। তিন মাস পর, ১৯৪২এর ২৩শে অক্টোবর লেফটেন্যান্ট জেনারেল বার্নার্ড মন্টো-গোমারী এল আলামেইনে রোমেলের বাহিনীকে আক্রমণ করেন। মহাযুদ্ধের পরিণতি সেই থেকেই উল্টে যায়।

১৯৪৪এর সেপ্টেম্বরে লুসি গ্রহের অবস্থান লক্ষ্য করে সমর দপ্তরকে এক বিরাট দৈবদুর্যোগের কথা জানান। সেই সঙ্গে তিনি জেনারেল ম্যাকআর্থারের কোষ্ঠী দেখে তাঁকে অনুকূল বলে ঘোষণা করেন। এর পরেই ঐ বছরই ২২শে অক্টোবর লেটী উপসাগরে নৌযুদ্ধে জাপানী নৌশক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পরবর্তী কয়মাস লুসি জাপানী সম্রাট হিরোহিতোর বিশেষ [illegible] ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং চার্চিলকে সতর্ক করে বলেন এই কথা যে, যুদ্ধ জয়ের পর তাঁকে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে—এটা সত্য প্রতিপন্ন হয় ১৯৪৫এর জুলাইয়ে চার্চিলের রক্ষণশীল দলের নির্বাচনে [illegible] পরাজয় লাভ ঘটায়।

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে লুসি [illegible] [illegible] কাজ শেষ হয়ে গেল। [illegible] হিটলারের প্রধান জ্যোতিষী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই জ্যোতিষীর নাম [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু ১৯৪০ সালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৫২ সালে [illegible] মৃত্যুর পর তিনি [illegible] এবং [illegible] [illegible] তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

*

১৮৫৮ সনে প্যারিসে মঁসিয়ে ফিলমুর্দ নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়, লোকের কাছে যার একমাত্র পরিচয় ছিল 'পড়ুয়া' বলে। মৃত্যুকালে ওর বয়স হয়েছিল নব্বই। ওর জীবন ছিল রহস্যময় এবং জীবনের শেষ পঁচিশ বছরের সে তার ঘরের বাইরে কোনদিন পা বাড়ায়নি। মারা যাবার পর ওর কাগজপত্র থেকে এক বিস্ময়কর গুপ্তচর-বৃত্তির কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ফিলমুর্দ যখন গুপ্তচর, তখন মাথায় ছিল দু বছরের দেনার দায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] হতো।

[illegible]

[illegible]

শেষ পর্যন্ত নিজের [illegible] হয়ে ফিলমুর্দ [illegible] আত্মগোপন করে থাকেন। [illegible] মৃত্যুর আগে কেউ জানতে পারেনি যে, তিনি [illegible] এমন সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যা [illegible] কাজে লাগালে ইতিহাসই বদলে যেত।

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯

# পুস্তক পরিচয়

## প্রাচীন সাহিত্য

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — [illegible] সংস্কৃত [illegible] শ্রীকৃষ্ণচরণ [illegible] কর্তৃক ১০৪, [illegible] কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩।

[illegible]

[illegible] ১২।৫২

তিব্বতের [illegible] — [illegible]
প্রকাশক — [illegible] কলকাতা—১২। [illegible] টাকা।

ভারতের [illegible] ও [illegible] [illegible] বহু [illegible] বাংলা দেশের সাথে তিব্বতের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড় এবং আন্তরিক। তখন বাংলা দেশ [illegible] তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির [illegible] প্রবেশ ও প্রসার লাভ করেছিল। বাংলা দেশের প্রাচীন [illegible] [illegible] এই [illegible] তিব্বতে প্রসার লাভ করেছে।

[illegible] Jacques Bacot-er Trois Mysteres Tibetains [illegible]

[illegible] ৩২।৫২.

নতুন প্রকাশিত বই :

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

[illegible]

কুবীর-কৃত-সর্বস্ব ৩,

[illegible]

বোধদর্পণ ৩·৫০

পরিবেশক : কল্লোল প্রকাশনী

[illegible] কলিকাতা-১২

(সি ২১৮৮)

[illegible]

[illegible] হিন্দী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

# বাণভট্টের আত্মকথা

[illegible]

মূল্য [illegible] টাকা

# মাটির মূর্তি

[illegible] এই মাটির মূর্তি।

[illegible]

মূল্য ২.৫০ টাকা

## বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

উল্লেখযোগ্য বই

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সোনার আলপনা

মূল্য : ৮·০০

[illegible] দত্তের

প্রবন্ধ সংকলন

মূল্য : ৫·০০

[illegible]

রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা

মূল্য : ৭·০০

[illegible]

সুধাময়

মূল্য : ৩·০০

[illegible]

রূপসীর মন

মূল্য : ৩·০০

[illegible] মিত্র

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র

মূল্য : ৩·০০

[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়ের

সাপের মাথায় মণি

মূল্য : ২·৫০

[illegible]

অনেক সুর

মূল্য : ৩·০০

[illegible]

উপকণ্ঠ

মূল্য : ৪·০০

[illegible] সেন

বুর্জোয়া

মূল্য : ২·০০

ওরিয়েন্ট বুক হাউস

৫ ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

(সি ৩২৫৬)


## রবীন্দ্রচর্চা

**রবীন্দ্র ছন্দ**—শ্রীকেতু মিত্র। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

সকল কবি বা সাহিত্যিকই আপন আপন ছন্দের উদ্‌ঘাটন করে গিয়েছেন তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে। অন্যভাবে বলতে পারি, শিল্পীর অন্তর্লোকের ছন্দও তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যে কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই ধরা পড়ে যায় একসময়। তখন তাঁদের অন্তর্লোকই হয়ে ওঠে তাঁদের প্রকাশ স্থল। রবীন্দ্রনাথ বহুরূপী কবি। তাঁরও নিজস্ব ছন্দ। [illegible] তিনি সর্বত্রগামীরূপে এবং এবং অনন্যকৃতীরূপে একাকী।

শ্রীযুক্ত কেতু মিত্র সকল অনুচ্ছেদে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্র-ছন্দের এই অনুসন্ধানে [illegible] হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, তাঁর বর্ণ, তাঁর [illegible] করে কেন [illegible] এসে [illegible] প্রকাশ হয়ে ওঠে না [illegible] এবিষয়ে [illegible] অনেকেই [illegible] হয়।

৩৮২।৬১

## উপন্যাস

**নাবিক ছেলে**—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা—৭। দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর আর একটি উপন্যাস নাবিক ছেলে। মানিকবাবুর শেষ দিককার লেখার প্রসঙ্গে পাঠকের মনে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, আলোচ্য উপন্যাসটিতেও সে দুর্বলতা পাঠক লক্ষ্য করবেন। অবশ্য একজন লেখক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে [illegible]—এটা আশা করা সবসময় উচিত হবে না—এবং তা হলে কোনো লেখকের দুর্বল রচনা [illegible] করাই [illegible]। নাবিক ছেলে একটি [illegible] উপন্যাস। [illegible] নেই—[illegible] মানিকবাবুর অন্যান্য [illegible] নেই। কোনো চরিত্রই এখানে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি—[illegible]। [illegible] কাহিনীর [illegible] বাংলা [illegible]।

একটি ছেলের [illegible] লোক—[illegible] একজন [illegible] বাড়ি [illegible]—এদেরই সংঘাতের কথায় গড়ে উঠেছে বর্তমান উপন্যাস। নতুন জগৎ দেখে সে বড় হয়ে জাহাজ চালাবে; বাপ-


BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1032 PAGES • Rs. 12·50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32 A ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9



[illegible]
[illegible]
[illegible]
'কৈলাস মানসের পথে'
পড়ে দেখুন।
[illegible]
[illegible]
প্রকাশক—ডি. এম. লাইব্রেরী : কলিকাতা ৬
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট [illegible]
(সি ৩০৬৬।১)



[illegible]
[illegible]
[illegible]

ছায়াছবি ৩,

[illegible]

ঊর্মিমুখর ২·৭৫ ন. প

[illegible]

অনুসন্ধান ৩,

[illegible]

প্রণবি সংকেত ৪-৫০ ন.প

[illegible]

নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব

৩·৫০ ন প

[illegible]

বিভূতি প্রকাশন

১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা—১২।

(সি ৩২১৯)

# মানুষ গড়ার কারিগর

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-বারো



প্রথম পর্বের অসাধারণ সাফল্যের পর ২য় পর্ব প্রকাশিত হল

# চা মাটি মানুষ

২য় পর্ব : দাম ৫·৫০

করুণা প্রকাশনী : ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

শেষ পর্যন্ত তাদের মিলন হলো। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, বিচিত্র পরিবেশ ও ঘটনার মাধ্যমে লেখক কাহিনীকে [illegible] করেছেন। [illegible] উপন্যাসের মধ্যে যে [illegible] মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা আশা করি, তা পরিপূর্ণভাবে উপন্যাসটির মধ্যে না পাওয়া গেলেও তরুণীদের জীবনের চিন্তাধারার মধ্যে তা অনেকাংশে [illegible] হয়েছে। তরুণীদের মধ্যে [illegible] জীবন চরিত্র উপন্যাসিক [illegible] পরিচয় দিয়েছেন। [illegible] [illegible] জটিল সমস্যা [illegible] বাস্তবে, তবেই না মানুষের [illegible] [illegible] হবে। একজন সাহিত্যস্রষ্টা [illegible] জীবনকে দিয়ে মানুষের দেশে [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে। সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] এই সময়েই [illegible] হবে। যে [illegible] [illegible] হয়ে যাবে। [illegible] [illegible] নতুন [illegible] সৃষ্টি করবেন, [illegible] [illegible] করবেন। এই [illegible] উপন্যাসিকের কাছে এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]


# জীবন রসিক কবি মুকুন্দরাম

মূল্য : তিন টাকা

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

মধ্যযুগের এই বিশিষ্ট কবি সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা।

বি এ বাঙলা অনার্স ও এম এ বাঙলা ছাত্রদের অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ।

হাউস অব বুকস : ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

(সি ৩২০৩)


## পত্রিকা

একতা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত।

[illegible]

উইরেজী [illegible] [illegible] জীবনানন্দ দাশের [illegible] কবিতার অনুবাদ এবং [illegible] [illegible] [illegible] প্রবন্ধ সুখপাঠ্য।

সুন্দর প্রচ্ছদপটটির জন্য শিল্পী পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় প্রশংসার্হ।


এ. পি'র গ্রন্থ সম্ভার

মিড় / গমক / মূর্চ্ছনা

একখানি জনপ্রিয় উপন্যাসের ২য় সংস্করণ প্রকাশের পথে

অবধুত

৪·০০

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

নতুন নির্মোক

৫·০০

মনের মধ্যে মন

মধুকরী (২য় সংস্করণ) ৩·৫০

রাগলতা (নতুন উপন্যাস) ৬·৫০

মন্মথনাথ ঘোষের

২খানি অনবদ্য উপন্যাস

প্রকাশের পথে

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নতুন উপন্যাস

মেঘ মেদুর

ডক্টর আদিত্য ওহদেদার প্রণীত

রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েক দিক ৪·৫০

মূল্যায়ন

সমালোচনা গ্রন্থ

নতুন কিশোর গ্রন্থ

আশাপূর্ণা দেবীর রাজা নয় রাণী নয় ... ১·৫০

অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যের আইনীর আলো ... ১·৫০

বিমল ঘোষ (মৌমাছির) কজের পালক ... ৩·০০

আরও বইয়ের জন্য ক্যাটালগ চেয়ে পত্র লিখুন।

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। ৫/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

# রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

# প্রেমই ধন্বন্তরী

প্র কা শি ত হ য়ে ছে

ষষ্ঠ বর্ষ। বর্ষশেষ সংখ্যা। প্রকাশিত হয়েছে

নিউস্ক্রিপ্ট

জোট যে আকাশকুসুমেরই [illegible] হয় না বললেও চলে।

বাংলার [illegible] অর্থনৈতিক সংকটের [illegible]

[illegible]


# আপনার রূপ লাবণ্য আপনারই হাতে!

[illegible]

## হিমালয় বুকে স্নো!

[illegible] হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড-এর তৈরী

# চিত্রালোচনা

● ডি ফিল্মসের নূতন প্রযোজিত ছবি "ইন্দ্রনাথ"-এ একটি দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা বসন্ত চৌধুরী ও সন্ধ্যারাণী মুখোপাধ্যায়।

[illegible]

একসঙ্গ কলাকুশলী এর পরিকল্পনা করে গ্রহণ করেছেন। যেমন ... [illegible]

[illegible]

● ● ●

[illegible]


গল্প-ভারতী

সম্পাদক—ডক্টর কালিদাস নাগ

উপেন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা

[illegible]

গল্প-ভারতী

[illegible] ফোন ৩৩-৩১২৫


কার্য ও কারণ

[illegible]

মিনার্ভা থিয়েটার

আঙ্গার

[illegible]

এলিট

[illegible]

[illegible]

শ্রেষ্ঠ গল্পের বিস্ময়কর সংকলন

দ্বিতীয় জীবন

প্রকাশিত হয়েছে একটি নূতন ধরনের উপন্যাস

মধুচক্র

পরবর্তী প্রকাশন

ওর পরবী ওর বিভাস

মণ্ডল বুক হাউস

[illegible]

রঙমহল

[illegible]

এক পেয়ালা কফি

[illegible]

কিশোর সাহিত্য

| | |
|---|---|
| পান্নাদীপ | ১.০০ |
| আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম | ২.০০ |
| চিড়িয়াখানার খোকাখুকু | ৪.০০ |
| আজব পাখী | ৩.০০ |
| নিকিতার ছোটবেলা | ৩.০০ |
| সাথী | ৩.০০ |
| বরফের দেশে অভিযান | ১.৭৫ |
| পিতা ও পুত্র | ২.৭৫ |

পপুলার লাইব্রেরী

রুমানিয়ার একটি শিল্পী দল সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে। অপেরা ও ব্যালে দু' বিভাগেই এ'দের সমান দক্ষতা। একটি নৃত্য দৃশ্যে এই দলের দু'জন শিল্পীকে দেখা যাচ্ছে।

সিনেমার গল্প। এই উপন্যাসের প্রতি [illegible]—বরং [illegible] একজনের অজানা হয়ে থাকে না [illegible] প্রেমোপাখ্যানটি নাটকোচিত [illegible] করতে পারে না দর্শকের মনে। বিন্যাসের দিক দিয়েও কাহিনীটির [illegible] এবং বহু ক্ষেত্রে [illegible] ও অসঙ্গতি সামগ্রিকভাবে ছবিটিকে [illegible] করতে পারেনি।

[illegible]

[illegible] কথা মনে করিয়ে দেয়। ফলে প্যারোডীর রোমাণ্টিক চিত্র অথবা নিছক হাসির ছবি হিসেবে "দুই বেচারা" সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি।

সম্মিলিত অভিনয়ের দিক দিয়েও ছবিটি আশানুরূপ সমৃদ্ধ নয়। আগাগোড়া সুন্দর ও মনোগ্রাহী অভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন অনুপকুমার। [illegible] [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] [illegible] করতে পারেন না। [illegible] [illegible] অভিনয় [illegible] ভূমিকায় [illegible] অভিনয়ের [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

# নাট্যাভিনয়

[illegible] থিয়েটার ইউনিট এর [illegible] একটি নাট্যোৎসব [illegible] আগামী ১২ই এপ্রিল [illegible] এই নাট্যোৎসবে ১২ই, ১৩ই ও ১৫ই এপ্রিল থিয়েটার ইউনিট [illegible] তিনটি নাটক [illegible] এবং [illegible] ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যা [illegible] অন্য দুটি নাটক যথাক্রমে ১৩ই ও ১৫ই এপ্রিল [illegible]

[illegible] একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই নাট্যসংস্থার পরিচালক [illegible] চট্টোপাধ্যায় বলেন, থিয়েটার ইউনিট-এর উদ্যোগে এই প্রথম নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে [illegible] নাট্য-আন্দোলনে এই নাট্যোৎসব একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে শ্রী চট্টোপাধ্যায় আশা প্রকাশ করেন। জনমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মনোগ্রাহী


## বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ১৩৬৭

### মূল্য—২·৭১ নঃ পঃ

[illegible]

**চীন ও ভারতের বিবাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা।**

**জ্যোতিঃশাস্ত্রী—নরেন্দ্রনাথ বাগল কর্তৃক রাশিচক্র বর্ষফল বিচার**

**১৩৬৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণী।**

(১) [illegible]

(২) ঐ সময় ভারত [illegible] চীনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(৩) ভারতবর্ষ [illegible]

(৪) একদিকে চীনের [illegible] প্রভাব [illegible] সাম্রাজ্যবাদের [illegible] প্রভাব [illegible] থাকিবে উভয় নীতিই [illegible] হইবে।

**এ বৎসরের আন্তর্জাতিক ভবিষ্যৎ বাণী মাও-সে-তুঙের সাথে ক্রুশ্চেভের গোপন কথা ...... ইত্যাদি**

এন সি এ প্রোডাকসন্সের 'বালাতান'-এর একটি দৃশ্যে শিশু-অভিনেতা মনু।

[illegible]

## চিঠিপত্র

### কাহিনীকারের বক্তব্য

মহাশয়,

শ্রীপ্রদীপকুমার সাহা, কলিঃ ২৯-এর পত্রের বার্ষিক দেশ ৫ই মার্চ ১৪ সংখ্যায় পড়লাম। তিনি "কুহক" ছবিটি দেখেন নি, তাহলে জানতে পারতেন, কাহিনীটি যে একটি বিদেশী গল্পেরই উপর থেকে গৃহীত হয়েছে [illegible] ছিল।

[illegible]

### 'দুবেলী' প্রসঙ্গে

মহাশয়,

[illegible]

কয়েকটি মুহূর্ত আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠবে

[illegible]

স্বর্ণালিম

৭, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : [illegible]

মিনার্ভা থিয়েটার

[illegible]

(সি-২২৪৪)

বিশ্বরূপা

[illegible]

সেতু

[illegible]

[illegible] নরেশ মিত্র [illegible]

তরুণকুমার [illegible]

[illegible]

তৃপ্তি মিত্র ([illegible])

কাইতার ফিল্মের 'আপনা ঘর' চিত্রের একটি দৃশ্যে প্রেমনাথ ও শ্যামা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রাম পাহ্‌ওয়া

বলবার মধ্যে স্রষ্টার আবেগ-নিবিড়তা নেই, আছে সমালোচকের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি। তাই একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা যেমন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া দেয়, সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী'-ও তা দিয়েছে। কিন্তু হৃদয় সৃষ্টি যেমন আমাদের অন্তঃকরণে নাড়া দেয়, তাঁর 'দেবী' তা দিতে পারে নি। ইতি—

উৎপল চট্টোপাধ্যায়,
খিদিরপুর।

॥ ২ ॥

মহাশয়,

সন্তোষকুমার ঘোষের 'দেবী' কথাচিত্রের আলোচনা পড়ে খুশি হলাম।

সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' একটি সার্থক চিত্রশিল্প। তিনি এই শিল্পের মাধ্যমে মানবিকতাকেই বড় করে তুলেছেন। এর পেছনে ব্রাহ্মধর্মের বিদ্রূপ নেই, নেই ঈশ্বরের প্রতি কোনরূপ অবমাননা। অথচ এই কথাটাই যখন কোন সংবাদপত্রে 'এমন কি দেবী-ও [illegible] হতে না [illegible] পেরেছিলাম এই ছবিতে [illegible] সত্যজিৎ রায়ের প্রতি সম্মান [illegible] না কি এ [illegible] আমরা করতে পারব না?

আমার [illegible] মনের সব [illegible] [illegible] জানিয়ে [illegible] দিলাম। ইতি—

শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা—১২

॥ ৩ ॥

মহাশয়

'দেবী' ছবিটি সম্বন্ধে [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] সন্তোষকুমার ঘোষের সুলিখিত রচনাটি 'দেশ'-এর আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত। পড়লাম। ভালোই লাগল। [illegible] সঙ্গে আমি অনায়াসে [illegible] বিশ্বাস করতে পারি, [illegible] হয়ে পারে [illegible] সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' প্রতিভারই স্বাক্ষর। বলতে পারি, স্রষ্টা কোথাও বিচ্যুত হননি।

কিন্তু শ্রী ঘোষের কথার সঙ্গে [illegible] বলতে পারব না, [illegible] লিখেছেন [illegible] না এজন্যে যে, কোথাও শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টি, তাঁর শিল্প-ভাবনার প্রতি অবমাননা করা হয়েছে।

শিল্পীর মন যখন শিল্প-ভাবনায় [illegible] তখন [illegible] একটি আদর্শকে, অথবা একটি বিশেষ আদর্শকে তিনি তুলে ধরতে পারেন সার্থকভাবে না। বরং [illegible] তখন, অবশ্য সেই আদর্শ থেকেই অসামান্য [illegible] অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু শিল্পীর [illegible] থেকে যদি একটি [illegible] তাঁকে তাঁর নতুন [illegible] প্রেরণা দেয়। এ না হলে [illegible] শিল্পীর কোন মূল্যই থাকে না।

[illegible] শিল্পী [illegible] পর আমরা [illegible] কিন্তু পার [illegible] শিল্পরচনায় সব [illegible]

[illegible] 'দেবী' ছবিটি নিখুঁত নয়, [illegible] সেই সঙ্গে [illegible] শিল্পী সত্যজিৎ রায় তাঁর এই কীর্তির জন্যে মহৎ। [illegible] এ-জন্যে কিন্তু [illegible] মনে [illegible] এই ইতি—

কাজলী বসু,
কলিকাতা—২৯।

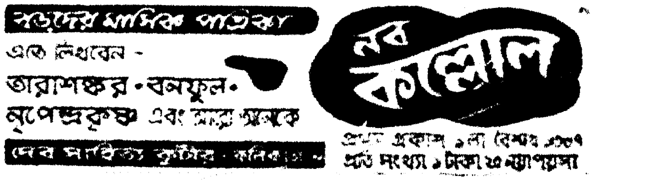

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত [illegible] জাতীয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা এবার ২০টি বিষয়ে নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতি বছরই আমাদের দেশের অ্যাথলীটরা আগের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে অনেক বড়

৫০০০ মিটার দৌড় ও ১০০০০ মিটার [illegible] নতুন রেকর্ডের অধিকারী শ্যাম সিং

বড় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা দিল্লিতেই [illegible] গেমসের প্রধান আকর্ষণ।

এবার অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার [illegible] সার্ভিসেস, রেলওয়েজ এবং মহারাষ্ট্রের [illegible]। [illegible] এই [illegible] [illegible] দিয়ে গেছেন।

## অ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌

জাতীয় প্রতিযোগিতা বহুদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল। তাই এ বিষয়ে অনেক কিছুই বলবার আছে। কিন্তু সমস্ত বিষয়ের আলোচনা না করলেও কিছু বলা ঠিক নয়। তাই এ প্রসঙ্গে শুধু অ্যাথলেটিক্স এবং [illegible] যেটুকু লেখবার সুযোগ হয় সেটুকুই সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

জাতীয় অ্যাথলেটিক [illegible] [illegible] বিজয়লক্ষ্মী [illegible] রেকর্ড [illegible] ২০টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বহু বিষয়ে [illegible] প্রতিযোগী এবং [illegible] বিষয়ে [illegible] দিয়েছেন।

এশিয়ার মানদণ্ড। কিন্তু এবারের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার [illegible] এশিয়ান গেমসের [illegible] যেমন [illegible] পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

আগে জাতীয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার এবং অন্যান্য [illegible] খেলাধুলারও ব্যবস্থা ছিল এবং সমস্ত বিষয়ের মিলিতভাবে এই অনুষ্ঠানের নাম ছিল ন্যাশনাল গেমস বা জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। এখন অনেক বিষয়ই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পৃথকভাবে তার সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার আসর বসছে। তাই ন্যাশনাল গেমসের আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমে আসছে।

৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল ১২০ গজ) ভ্রমণের শেষ সীমায় সার্ভিসেস দলের জোরা সিং ও অজিত সিং, জোরা এবং অজিত দু'জনেই অনুপম ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করে দিয়েছেন

মেয়েদের দীর্ঘ লাফে প্রথম স্থান অধিকারিণী দ্বীপপুঞ্জের ডিনা মাইকেলের লাফাবার ভঙ্গি

অনেকের পুরনো রেকর্ড ভেঙে গেছে, অনেকে নিজের রেকর্ডকেই ছাড়িয়ে গেছেন, আবার রেকর্ডের অধিকারী কেউ বা কোন স্থানই পাননি। রেকর্ড ভাঙা-গড়ার এই খেলায় কে কতটুকু উন্নতি করেছেন এবং এশিয়ান, অলিম্পিক এবং বিশ্ব রেকর্ডের সঙ্গে আমাদের কতখানি পার্থক্য তা দেখাবার জন্য এই লেখার শেষদিকে একটি তালিকা দেওয়া হল। ইচ্ছা রইল পরের সপ্তাহে আবার এই সম্বন্ধে আলোচনা করব।

## জাতীয় ভলিবল

জাতীয় খেলাধুলা উপলক্ষে দিল্লীতে যে ভলিবল খেলা হয়ে গেল এটা ছিল জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার নবম অনুষ্ঠান। ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশন বেশ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। শক্তিশালী বলছি এইজন্য যে, এখানে সার্ভিস ও রেলওয়ে বাদে ২৩টি রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব। সমস্ত রাজ্যই ভলিবল প্রতিযোগিতায় কোন কোন বিভাগে অংশ গ্রহণের জন্য দল প্রেরণ করে। কেবল আসাম রাজ্য দল [illegible] উপস্থিত হতে না পারায় মোট ২২টি দল নিয়ে পুরুষদের প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা হয়। মহিলাদের বিভাগে থাকে ১০টি আর ছোট ছেলেদের বিভাগে ৯টি দল। [illegible] প্রতিযোগিতায় সকল বিভাগে এবং সমস্ত [illegible] দলগুলি প্রথমে লীগ প্রথায় এবং পরে নক আউট প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়। দেখা গেছে সকল বিভাগেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় পাওয়া গেছে এবং পুরুষদের সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা হয়েছে [illegible]।

প্রথমে পুরুষদের খেলার কথাই আলোচনা করা যাক। পুরুষদের চারটি গ্রুপের মধ্যে এ গ্রুপে রেলওয়ে, বি গ্রুপে পাঞ্জাব, সি গ্রুপে দিল্লী এবং ডি গ্রুপে সার্ভিসেস দল লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে থেকে নক আউটের সেমি-ফাইনালের খেলায় যোগ্যতা লাভ করে। এর মধ্যে রেলওয়ে, দিল্লী ও সার্ভিসেস নিজ নিজ গ্রুপে অপরাজিত। এছাড়া বলা প্রয়োজন বি গ্রুপে কলকাতা দল প্রথম [illegible] হলেও পরে এবং উক্ত গ্রুপের বিজয়ীদের পর পর বিজয়ী হয়ে [illegible] পাঞ্জাবের স্বীকার [illegible] পাঞ্জাবের জাতীয় ভলিবলের [illegible] পাঞ্জাবের কাছে। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে

২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ডের অধিকারী ভারতের কীর্তিমান দৌড়বীর মিলখা সিং

মেয়েদের ৮০ মিটার হার্ডল রেসে প্রথম স্থানের অধিকারিণী বোম্বাইয়ের মিস পেন

কলকাতা দল প্রথম সেটটি লাভ করে ১৫—৯ পয়েন্টে, কিন্তু পরের দুটি সেটে কলকাতাকে হার স্বীকার করতে হয়। এ দুটি সেটে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। একই রকমের কৃতিত্ব দেখিয়ে সেমি-ফাইনালে পাঞ্জাব পরাজিত করে গত বছরের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান ভারতীয় রেলওয়ে দলকে। অপর সেমি-ফাইনালে সার্ভিসেসের কাছে দিল্লীকে হার স্বীকার করতে হয়।

ফাইনালে সার্ভিসেস দল ১৫—১২, ১১—১, ৮—১৫ ও ১৫—৭ সেটে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের গৌরব অর্জন করে।

ছোট ছেলেদের ৯টি দলের ২টি গ্রুপের মধ্যে একটি গ্রুপে বিজয়ী হয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর প্রদেশ, অপর গ্রুপে মহীশূর। এখানে বলা প্রয়োজন কলকাতার ছোট ছেলের পার্টিও এ গ্রুপে উত্তর প্রদেশের সমান পয়েন্ট পায়। ফলে অপর গ্রুপের বিজয়ী মহীশূরের সঙ্গে কে ফাইনালে খেলবে তার মীমাংসার জন্য কলকাতা ও উত্তর প্রদেশের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় উত্তর প্রদেশ বিজয়ী হয় ১০—১৫, ১৫—৬, ১১—১২, ৭—১১ ও ১৫—৭ পয়েন্টে। ফাইনালে মহীশূরকে ১৫—১৩, ১১—১১ ও ১৬—১৪ পয়েন্টে হারিয়ে গতবারের বিজয়ী উত্তর প্রদেশ এবারেও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

মহিলাদের ভলিবলেও দুটি গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০টি রাজ্য দল। একটি গ্রুপে পাঞ্জাব অপর গ্রুপে মাদ্রাজ বিজয়ী হয়ে পরস্পর ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফাইনালে পাঞ্জাব দল ১৫—৫, ১৫—৭ ও

ভারোত্তোলনের হেভি ওয়েটে চ্যাম্পিয়ান [illegible]

[illegible]

[illegible] কয়েক বছর [illegible]

[illegible]

## ভারোত্তোলন

[illegible] রেকর্ড [illegible] ১০টি।

[illegible] ৮টি বিভাগে [illegible] হয়। ৮টি বিভাগের মধ্যে [illegible] অর্থাৎ [illegible] লাইট ও মিডল [illegible] প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ১০টি রেকর্ডের মধ্যে ৭টি রেকর্ডে [illegible] [illegible] নয়। [illegible] [illegible] বেশী [illegible]

এবার বিভিন্ন বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীর নাম ও রেকর্ডের তালিকা দেওয়া হল:—

**ফ্লাই ওয়েট:**—(১১৪ পাউন্ড পর্যন্ত)—টি চৌধুরী (বেঙ্গল)।

**ব্যান্টম ওয়েট:**— (১২৩½ পাউন্ড পর্যন্ত)—এ কে দাস (বেঙ্গল)।

**ফেদার ওয়েট:**— (১৩২¼ পাউন্ড পর্যন্ত)—[illegible] দাস (বেঙ্গল)।

**লাইট ওয়েট:**— (১৪৮¾ পাউন্ড পর্যন্ত)—এম কে দাস (বেঙ্গল)।

**মিডল ওয়েট:**— (১৬৫¼ পাউন্ড পর্যন্ত)—[illegible] দত্ত (বেঙ্গল)।

**লাইট হেভি ওয়েট:**—(১৮১¾ পাউন্ড পর্যন্ত)—ঈশ্বর রাও (অন্ধ্র)।

**মিডল হেভি ওয়েট:**—(১৯৮¼ পাউন্ড পর্যন্ত)—বলবীর সিং [illegible] (পাঞ্জাব)।

**হেভি ওয়েট:**— (১৯৮¼ পাউন্ডের উপর)—টি আর শেঠি (বেঙ্গল)।

( রেকর্ড )

**ফ্লাই ওয়েট:**—টি চৌধুরী (বেঙ্গল)—মোট ৫৫০ পাউন্ড, প্রেস ১৮০ পাউন্ড [illegible] এর আগে [illegible] রেকর্ড [illegible] ২৬৭ পাউন্ড।

**ফেদার ওয়েট:**—এস কে দাস (বেঙ্গল)—প্রেস—২২০ পাউন্ড।

**লাইট ওয়েট:**—[illegible] দাস (বেঙ্গল)—২২২½ পাউন্ড।

**মিডল ওয়েট:**—[illegible] দত্ত (বেঙ্গল)—মোট ৭৬০ পাউন্ড।

**লাইট হেভি ওয়েট:**—ঈশ্বর রাও [illegible] ২৭২½ পাউন্ড, মোট ৮৬০ পাউন্ড।

**মিডল হেভি ওয়েট:**—বলবীর সিং [illegible] পাউন্ড।

## ভারতশ্রী ও দেহসৌষ্ঠব

[illegible]

[illegible] এই ১৯৫৯ সাল [illegible] এই [illegible]

মল্লযুদ্ধের হেভিওয়েটে বিজয়ী [illegible]

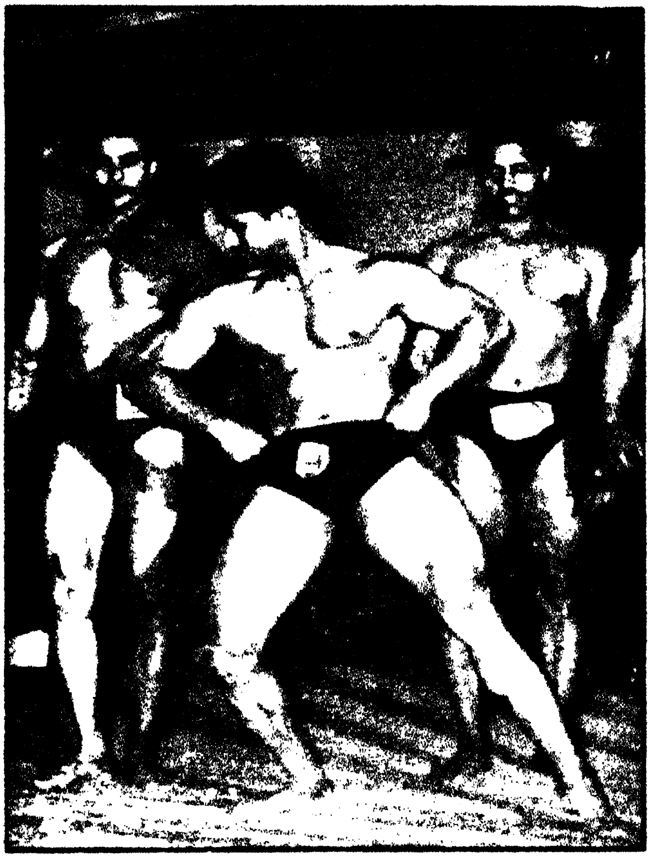

দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় 'ভারত শ্রী' আখ্যাধারী বাংলার সত্যেন দাস

রায় দুবার, কমল ভাণ্ডারী ও বার এবং শান্তি চক্রবর্তী একবার এই 'ভারত শ্রী' খেতাব লাভ করেছেন। কমল ভাণ্ডারী আর প্রতিযোগিতা করছেন না। শান্তি চক্রবর্তীও এখন ভারতের বাইরে। তবু এবার তিনি এই খেতাব পেয়েছেন [illegible] বাংলার সত্যেন দাস। দেহশ্রী প্রতিযোগিতায় [illegible] না।

**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**
আরোগ্য করিতে [illegible] বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ [illegible] প্রতি [illegible] ও [illegible] বৈকাল [illegible] হইতে [illegible] সাক্ষাৎ করুন। [illegible] কলিকাতা।
[illegible]

**খর্বকায় বিভাগ** (উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি পর্যন্ত) : ১ম—[illegible] (পশ্চিম বাংলা), ২য়—[illegible] (রেলওয়ে), ৩য়—[illegible] (দিল্লি)।

**মাঝারি বিভাগ** (উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি থেকে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত) :—১ম—[illegible] দাস (পশ্চিম বাংলা), ২য়—[illegible] (পশ্চিম বাংলা), ৩য়—[illegible] (বোম্বাই)।

**দীর্ঘদেহী বিভাগ** (উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চির উপর) : ১ম—[illegible] দাস (সার্ভি-সেস), ২য়—দুলাল দত্ত (পশ্চিম বাংলা), ৩য়—ক্ষিতীশ চ্যাটার্জি (পশ্চিম বাংলা)।

**ভারতশ্রী** :—সত্যেন দাস (পশ্চিম বাংলা)।

## মল্লযুদ্ধ

দিল্লির [illegible] স্টেডিয়ামে রেসলিং ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে জাতীয় মল্লযুদ্ধের আসর বসে। [illegible] অনুযায়ী ৮টি বিভাগে লীগ প্রথায় মল্লযুদ্ধে সার্ভিসেস দলের কুস্তিগীরেরা সবচেয়ে বেশী পয়েণ্ট পেয়ে উপর্যুপরি ৫ বছর চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী হয়েছে। সার্ভিসেস দলের মল্লরা তিনটি বিভাগে স্বর্ণপদক, দুটি বিভাগে রৌপ্যপদক এবং একটি বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। [illegible] দিল্লির মল্লরা পেয়েছে তিনটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক। পাতিয়ালা [illegible] তৃতীয় স্থান এবং বাংলা ও রেলওয়ের কুস্তিগীররা যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থান [illegible]। [illegible]

**ফ্লাই ওয়েট** (১১৪½ পাউণ্ড পর্যন্ত) :—১ম—[illegible] সিং (সার্ভিসেস), ২য়—[illegible] (পাঞ্জাব), ৩য়—[illegible] (বোম্বাই)।

**ব্যাণ্টম ওয়েট** (১২৫½ পাউণ্ড পর্যন্ত) : ১ম—[illegible] (রেলওয়ে), ২য়—[illegible] (সার্ভিসেস), ৩য়—[illegible] (দিল্লি)।

**ফেদার ওয়েট** (১৩৬½ পাউণ্ড পর্যন্ত) : ১ম—[illegible] সিং (দিল্লি), ২য়—[illegible] সিং (পাতিয়ালা), ৩য়—[illegible] সিং (সার্ভিসেস)।

**লাইট ওয়েট** (১৪৭½ পাউণ্ড পর্যন্ত) : ১ম—[illegible] (দিল্লি), ২য়—[illegible] (সার্ভিসেস), ৩য়—[illegible] সিং (পশ্চিম বাংলা)।

**ওয়েল্টার ওয়েট** (১৬০½ পাউণ্ড পর্যন্ত) :—১ম—[illegible] (সার্ভিসেস), ২য়—[illegible] (উত্তর প্রদেশ), ৩য়—[illegible] (দিল্লি)।

**মিডল ওয়েট** (১৭৪ পাউণ্ড পর্যন্ত) :—১ম—[illegible] (সার্ভিসেস), ২য়—[illegible] সিং (পাতিয়ালা), ৩য়—[illegible] সিং (পশ্চিম বাংলা)।

**লাইট হেভী ওয়েট** (১৯১ পাউণ্ড পর্যন্ত) :—১ম—[illegible] (দিল্লি), ২য়—[illegible] সিং (সার্ভিসেস), ৩য়—[illegible] (বোম্বাই)।

**হেভী ওয়েট** (১৯১ পাউণ্ডের উপর) :—১ম—লীলা রাম (সার্ভিসেস), ২য়—ভীম সিং (দিল্লি), ৩য়—[illegible] সিং (পাতিয়ালা)।

## নতুন ভারতীয় রেকর্ড ও এশিয়ান, অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডের তুলনামূলক পরিসংখ্যা

| বিষয় | আগের ভারতীয় রেকর্ড | নতুন ভারতীয় রেকর্ড (১৯৬০) | এশিয়ান রেকর্ড | অলিম্পিক রেকর্ড | বিশ্ব রেকর্ড |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০০ মিটার দৌড় | ১০.৬ সেঃ | *১০.৬ সেঃ-মিলখা সিং | ১০.৬ সেঃ | ১০.৩ সেঃ | ১০.১ সেঃ |
| ২০০ মিটার " | ২১.৯ সেঃ | ২০.৮ সেঃ-মিলখা সিং | ২১.৬ সেঃ | ২০.৬ সেঃ | ২০.০ সেঃ |
| ৪০০ মিটার " | ৪৬.৬ সেঃ | ৪৬.১ সেঃ-মিলখা সিং | ৪৬.৬ সেঃ | ৪৬.৯ সেঃ | ৪৫.২ সেঃ |
| ৮০০ মিটার " | ১ মিঃ ৫২.৩ সেঃ | ১ মিঃ ৫১.৪ সেঃ-অমৃতপাল সিং | ১ মিঃ ৫২.১ সেঃ | ১ মিঃ ৪৭.৭ সেঃ | ১ মিঃ ৪৫.৭ সেঃ |
| ১৫০০ মিটার " | ৩ মিঃ ৫৬ সেঃ কুলবন্ত সিং | | ৩ মিঃ ৫৩.২ সেঃ | ৩ মিঃ ৪১.২ সেঃ | ৩ মিঃ ৩৬ সেঃ |
| ৫০০০ মিটার " | ১৪ মিঃ ৫৬ সেঃ | ১৪ মিঃ ৪৩.২ সেঃ-লাল সিং | ১৪ মিঃ ৫৯.৪ সেঃ | ১৩ মিঃ ৩৯.৬ সেঃ | ১৩ মিঃ ৩৫ সেঃ |
| ১০,০০০ মিটার " | ৩১ মিঃ ১৮.২ সেঃ বন্তা সিং | | ৩০ মিঃ ৫৮.৪ সেঃ | ২৮ মিঃ ৪৫.৬ সেঃ | ২৮ মিঃ ৩০.৪ সেঃ |
| ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ | ৯ মিঃ ১১.৩ সেঃ | ৯ মিঃ ৭.৮ সেঃ-লাল সিং | ৯ মিঃ ৩ সেঃ | ৮ মিঃ ৪১.২ সেঃ | ৮ মিঃ ৩২ সেঃ |
| ১১০ মিটার হার্ডল | ১৪.৫ সেঃ টিটাস | ১৪.২ সেঃ-জগমোহন (সার্ভিসেস) | ১৪.২ সেঃ | ১৩.৭ সেঃ | ১৩.৪ সেঃ |
| ৪০০ মিটার হার্ডল | ৫২.৩ সেঃ-জগদেব সিং | | ৫২.৪ সেঃ | ৫০.১ সেঃ | ৪৯.২ সেঃ |
| ১০,০০০ মিটার ভ্রমণ | ১ ঘঃ ৩৮ মিঃ ৬.২ সেঃ | ১ ঘঃ ৩৩ মিঃ ৩৩ সেঃ-জোরা সিং | | ১ ঘঃ ৩২ মিঃ ২৭.৫ সেঃ | ১ ঘঃ ২৭ মিঃ ৫৮.৬ সেঃ |
| ৫০,০০০ মিটার " | ৪ ঘঃ ৪৩ মিঃ ৪১.৪ সেঃ | ৪ ঘঃ ৩৬ মিঃ ৪৬.৮ সেঃ-জোরা সিং | ৪ ঘঃ ৪৪ মিঃ ৭.৪ সেঃ | ৪ ঘঃ ৩৮ মিঃ ৯.৮ সেঃ | ৪ ঘঃ ১৬ মিঃ ৮.৩ সেঃ |
| ৪×১০০ মিটার রিলে | ৪১.৪ সেঃ | ৪১.১ সেঃ-সার্ভিসেস | ৪১.২ সেঃ | ৩৯.৫ সেঃ | ৩৯.৩ সেঃ |
| ৪×৪০০ মিটার " | ৩ মিঃ ১৩.১ সেঃ | ৩ মিঃ ১২.৬ সেঃ সার্ভিসেস | ৩ মিঃ ১০.২ সেঃ | ৩ মিঃ ৩.৯ সেঃ | ৩ মিঃ ৩.৯ সেঃ |
| ম্যারাথন দৌড় | ২ ঘঃ ৫১ মিঃ ৫১ সেঃ | ২ ঘঃ ২৯ মিঃ ২৭.৪ সেঃ —বালওয়ান্ত | ২ ঘঃ ৩২ মিঃ ১১ সেঃ | ২ ঘঃ ২৩ মিঃ ৩.২ সেঃ | ২ ঘঃ ১৫ মিঃ ১৬ সেঃ |
| উচ্চ লম্ফ | ৬ ফুঃ ৬ ইঃ গুরুচরণ সিং (পাঞ্জাব) | | ৬ ফুঃ ৭½ ইঃ | ৬ ফুঃ ১১¼ ইঃ | ৭ ফুঃ ১ ইঃ |
| দীর্ঘ লম্ফ | ২৪ ফুঃ ২½ ইঃ লাভগুরু | | ২৪ ফুঃ ৮½ ইঃ | ২৬ ফুঃ ৫½ ইঃ | ২৬ ফুঃ ৮¼ ইঃ |
| হপ-স্টেপ ও জাম্প | ৫০ ফুঃ ৯ ইঃ মহিন্দর সিং | | ৫১ ফুঃ ২½ ইঃ | ৫৩ ফুঃ ৭½ ইঃ | ৫৪ ফুঃ ৩ ইঃ |
| পোল ভল্ট | ১২ ফুঃ ৭½ ইঃ | ১৩ ফুঃ ২ ইঃ-নরমপুরুষ (সার্ভিসেস) | ১৩ ফুঃ ৯½ ইঃ | ১৪ ফুঃ ১১½ ইঃ | ১৫ ফুঃ ৯¾ ইঃ |
| গোলক নিক্ষেপ | ৪৮ ফুঃ ১০½ ইঃ পারদুমন সিং | | ৪৯ ফুঃ ৪ ইঃ | ৬০ ফুঃ ১১ ইঃ | ৬৩ ফুঃ ২ ইঃ |
| চাকতি নিক্ষেপ | ১৩৪ ফুঃ ৫ ইঃ পারদুমন সিং | | ১৩৬ ফুঃ ৪ ইঃ | ১৮৪ ফুঃ ১০½ ইঃ | ১৯৪ ফুঃ ৬ ইঃ |
| বর্শা ছোড়া | ২০০ ফুঃ ৮ ইঃ | ২০১ ফুঃ ৪ ইঃ-জলদেব সিং | ২২৭ ফুঃ ৭½ ইঃ | ২৪৮ ফুঃ ৪½ ইঃ | ২৮১ ফুঃ ২½ ইঃ |
| হাতুড়ি ছোড়া | ১৩৩ ফুঃ ১০ ইঃ নেহালচাঁদ | | ২০০ ফুট | ২০৭ ফুঃ ৩½ ইঃ | ২২৫ ফুঃ ৪ ইঃ |
| ডেকাথলন | ৫৯০১ পয়েন্ট | ৬২৪০ পয়েন্ট-গুরুবচন সিং (দিল্লী) | ৫৯০১ পয়েন্ট | ৭৯৩৭ পয়েন্ট | ৮৩০২ পয়েন্ট |

[ * মিলখা সিংয়ের ১০০ মিটারের রেকর্ড বাতাসের সহায়তার জন্য অননুমোদিত হয়েছে, কাজেই ভারতীয় রেকর্ডটি অভিন্ন থাকল। ]

## মহিলাদের

| বিষয় | আগের ভারতীয় রেকর্ড | নতুন ভারতীয় রেকর্ড | এশিয়ান রেকর্ড | অলিম্পিক রেকর্ড | বিশ্ব রেকর্ড |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০০ মিটার দৌড় | ১২.৩ সেঃ—এম ডিসুজা (বোম্বাই) | | ১১.৬ সেঃ | ১১.৪ সেঃ | ১১.৩ সেঃ |
| ২০০ মিটার " | ২৫.১ সেঃ—এম ডিসুজা (বোম্বাই) | | ২৫.৮ সেঃ | ২৩.৪ সেঃ | ২২.৯ সেঃ |
| ৮০ মিটার হার্ডল | ১২.০ সেঃ—স্টিফি ডি'সুজা (বোম্বাই) | | ১১.৬ সেঃ | ১০.৭ সেঃ | ১০.৬ সেঃ |
| ৪×১০০ মিটার রিলে | ৫১.১ সেঃ—বোম্বাই | | ৪৮.৬ সেঃ | ৪৪.৫ সেঃ | ৪৪.৪ সেঃ |
| উচ্চ লম্ফ | ৪ ফুঃ ৯ ইঃ—কমলকুমারী (বাংলা) | | ৫ ফুঃ ২½ ইঃ | ৫ ফুঃ ৯¼ ইঃ<br>২০ ফুঃ ১০ ইঃ | ৬ ফুট |
| দীর্ঘ লম্ফ | ১৭ ফুঃ ১০½ ইঃ—মি হুইলন (বোম্বাই) | | ১৯ ফুঃ ৯ ইঃ | | ২০ ফুঃ ১০ ইঃ |
| গোলক নিক্ষেপ | ৩১ ফুঃ ৩½ ইঃ—জোহানপাল (বিহার) | | ৪০ ফুঃ ৩ ইঃ | ৫৪ ফুঃ ৯ ইঃ | ৫৬ ফুট |
| চাকতি ছোড়া | ১১৪ ফুট— | ১২০ ফুঃ ½ ইঃ এন ওয়ারেন (দিল্লী) | ১৫০ ফুঃ ৭½ ইঃ | ১৭৬ ফুঃ ১½ ইঃ | ১৮৭ ফুঃ ১½ ইঃ |
| বর্শা ছোড়া | ১০৭ ফুঃ ৩ ইঃ— | ১৪৪ ফুঃ ৫ ইঃ এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট (রাজস্থান) | ১৩৪ ফুঃ ৮ ইঃ | ১৭৬ ফুঃ ৮½ ইঃ | ১৮৮ ফুঃ ৭½ ইঃ |

GOVERNMENT LIBRARY

# সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২১শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বাজেটের ঘাটতি আংশিক পূরণের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের উপর কর ও শুল্ক ধার্য ও বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করিয়াছেন সংবাদ পত্রে তাহা প্রচারিত হইবার পর কলিকাতার বিভিন্ন মহলে জনগণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

অদ্য বিধান পরিষদের অধিবেশনে অনেক সদস্য সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় বিমাতৃসুলভ ভাবে উহার প্রাপ্য আয়করের অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহার [illegible] পরিষদের সদস্যদের মনে একটা [illegible] হয় বলিয়া মনে হয়।

১লা মার্চ—অদ্য রাজভবনে রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীখ্রুশ্চেভ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে ৪১ মিনিটকাল গোপন বৈঠক হয়। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, ঐ একান্ত গোপন বৈঠকের আলোচনায় এশীয় দেশসমূহের প্রধান নেতাদের মধ্যে এক জোটবদ্ধ নীতি অনুসরণ আহ্বানের সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্য অপরাহ্ণে ইডেন উদ্যানে পৌর সম্বর্ধনার উত্তরে রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীখ্রুশ্চেভ ঘোষণা করেন, সামরিক শক্তির দিক হইতে সোভিয়েট রুশ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ, কিন্তু সেই দেশ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে [illegible] আয়ত্ত করিতে চায় না।

২রা মার্চ—অদ্য রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে বিতর্কের [illegible] পশ্চিমবঙ্গের [illegible] রাজ্য সরকারের নীতি ও কার্য পদ্ধতির [illegible] সমালোচনার সুরে [illegible] হইয়া উঠে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে [illegible] উপর [illegible] পরিকল্পনার [illegible] অভিযোগ করেন—[illegible] ও [illegible] ঐ পরিকল্পনা [illegible] চলিয়াছে।

৩রা মার্চ—লোকসভায় [illegible] কর্তৃক প্রস্তুত [illegible] সম্পর্কে [illegible] আলোচনা হয়। উহাতে [illegible] পরিকল্পনার [illegible] জন্য [illegible] দাবি উত্থাপন করা হয়।

ভারত সরকার [illegible] নূতন [illegible] ১৬ নয়া পয়সা [illegible] সমর্থ হন, যে [illegible] এই [illegible] প্রত্যক্ষ [illegible] করিতে পারেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য সরকারের বাজেট সম্পর্কে আলোচনার প্রথম দিন কংগ্রেস পক্ষের দুইজন সদস্য সরকারের কোন কোন [illegible] সমালোচনায় [illegible] বক্তৃতা দিয়া [illegible] বিরোধী পক্ষ হইতে [illegible] উঠিবার হয়।

৪ঠা মার্চ—[illegible] প্রজা-সমাজতন্ত্রী সদস্য ৬১ ও ৫০ জন [illegible] দল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে [illegible] উত্থাপন [illegible] করেন।

অদ্য [illegible] পরিকল্পনার [illegible] এই [illegible] উত্থাপন [illegible]

৫ই মার্চ—[illegible]

[illegible]

৬ই মার্চ—[illegible]

[illegible] ১৯৬১ [illegible]

## বিদেশী সংবাদ

২১শে ফেব্রুয়ারী—[illegible]

[illegible] একটি [illegible] হইতে [illegible]

১লা মার্চ—[illegible] ফলে সরকারের [illegible] হইয়াছে [illegible] এই [illegible] ফলে [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] হইয়াছে।

২রা মার্চ—[illegible]

৩রা মার্চ—[illegible]

[illegible]

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার          সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষান্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২ ষান্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

# দ্বিতীয় পর্য্যায়

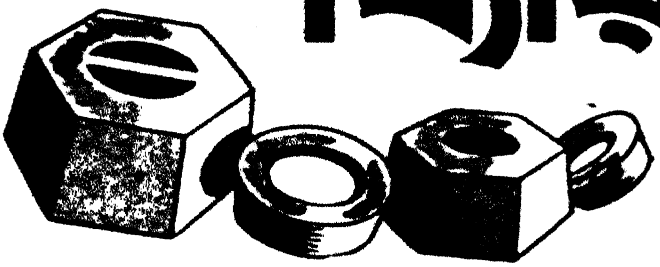

১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও রাজ্য সমূহের কতকগুলি নির্বাচিত এলাকায় এবং নির্দিষ্ট বাজারে মেট্রিক ওজন চালু করা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ পরিবর্তনের জন্য দুই বছর সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

**এই দুই বছর সময় ১৯৬০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর শেষ হবে। তারপর এই সব অঞ্চলে মেট্রিক ওজন ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে।**

ওজন ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করা সম্পর্কে এবং সমগ্র দেশের অবশিষ্টাংশে মেট্রিক ওজনের ব্যবহার সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে। রেলওয়ের সর্বত্র ইতিমধ্যেই মেট্রিক ওজন চালু করা হয়েছে। অন্যান্য ব্যাপারেও শীঘ্রই মেট্রিক ওজন প্রবর্তিত হবে।

**মেট্রিক পদ্ধতিতে** পরিবর্তন করুন

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

DA 59/541

REG. NO. C. 2169

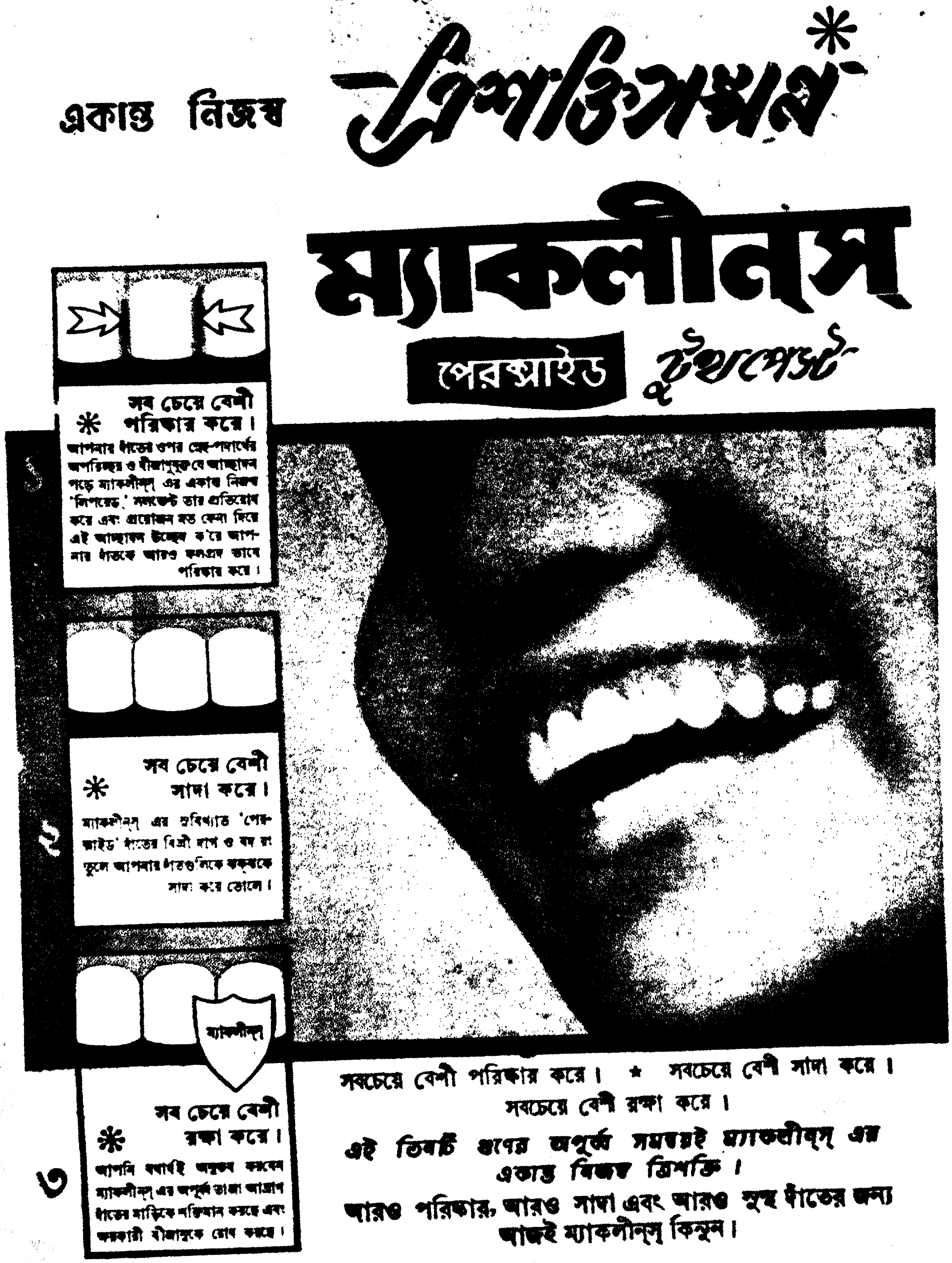
একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তিসম্পন্ন
ম্যাকলীন্স্
পেরক্সাইড টুথপেস্ট
১
সব চেয়ে বেশী
পরিষ্কার করে।
আপনার দাঁতের ওপর শ্লেষ্মা-পদার্থের অপরিচ্ছন্ন ও বীজাণুযুক্ত যে আচ্ছাদন পড়ে ম্যাকলীন্স্ এর একান্ত নিজস্ব 'সিপরেড' সলভেন্ট তার প্রতিরোধ করে এবং প্রয়োজন মত ফেনা দিয়ে এই আচ্ছাদন উচ্ছেদ ক'রে আপনার দাঁতকে আরও ফলপ্রদ ভাবে পরিষ্কার করে।
২
সব চেয়ে বেশী
সাদা করে।
ম্যাকলীন্স্ এর সুবিখ্যাত 'পেরক্সাইড' দাঁতের বিশ্রী দাগ ও বদ রং তুলে আপনার দাঁতগুলিকে ঝকঝকে সাদা করে তোলে।
ম্যাকলীন্স্
৩
সব চেয়ে বেশী
রক্ষা করে।
আপনি যথার্থই অনুভব করবেন ম্যাকলীন্স্ এর অপূর্ব তাজা আঘ্রাণ দাঁতের মাড়িকে শক্তিমান করছে এবং ক্ষয়কারী বীজাণুকে রোধ করছে।
সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।
এই তিনটি গুণের অপূর্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।
আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য আজই ম্যাকলীন্স্ কিনুন।

বর্ষ ] শনিবার, ৫ই চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 19th March, 1960 মূল্য—৫০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ২০

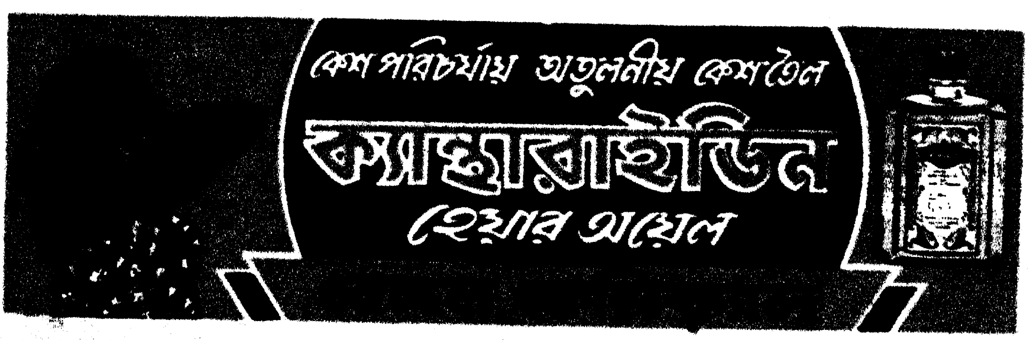

# আমাদের হস্তশিল্প

আপনি যদি ভারতীয় কারুশিল্পের তৈরী জিনিষই পছন্দ করেন তাহলে পাটনা কাপড় হাতি থেকে শুরু করে সব কিছুই আপনি পেতে পারেন।

পিতলের তার সংযুক্ত অথবা হাতির দাঁতের কাজ করা অত্যন্ত ভারী আসবাবপত্র থেকে শুরু করে অত্যন্ত হালকা জিনিসের ওপর অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য, কোন কিছুই ভারতীয় কারুশিল্পীর পারদর্শিতা ও কল্পনাশক্তির বাইরে নয়।

মনে রাখবেন, হস্তশিল্পজাত এক একটি জিনিষ আপনি যখন কিনছেন তখনই আপনি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এই কুশলী ধারকদের জীবিকার্জনে সাহায্য করছেন।

•

অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পবস্তুটি আপনার গৃহের অনেকখানি শোভাবর্ধন করবে। ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রয়োজন মত এবং সুন্দর নানা সামান্য মূল্যের থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত স্বর্ণ প্রস্তর পর্যন্ত সব রকম জিনিষই পাবেন।

আপনার গৃহকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলুন

## হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

অখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড
ভারত সরকার

॥ নূতন উপন্যাস ॥ ॥ নূতন উপন্যাস ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**সাত পাকে বাঁধা ৪॥**

বিমল করের
নূতন উপন্যাস
**খোয়াই**
—[illegible] টাকা—

[illegible] ঘোষের
নূতন উপন্যাস
**রেণু, তোমার মন ২॥**

অবধূতের
**দুই তারা ২-৫০**

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
[illegible] ঐতিহাসিক উপন্যাস
**বহ্নিবন্যা ৮॥**

প্রবোধকুমার সান্যালের
[illegible] উপন্যাস
**বেলোয়ারী** [illegible] **৭৲**

আশাপূর্ণা দেবীর
**বলয়গ্রাস** [illegible] **৪।**

[illegible] ঘোষের
**ছায়াসঙ্গিনী** [illegible] **২৸**

[illegible] নিয়োগী ( [illegible] )
**গভীরগাঙ্গা ৩৲**

প্রমথনাথ বিশীর
[illegible] উপন্যাস
কেরী সাহেবের মুন্সী ৬॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
প্রভাত সূর্য [illegible] ৩৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
তরঙ্গের পর ৪॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
[illegible] উপন্যাস
মিলনান্তক ৪॥০

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের
[illegible] উপন্যাস
পরিশোধ ৪॥০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

[illegible] উপন্যাস
অস্ত্র ভাগীরথী তীরে ৭৲
[illegible] মুদ্রণ [illegible]

[illegible] উপন্যাস
উত্তর ফাল্গুনী ৬॥০
[illegible] মুদ্রণ [illegible]

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

---

জন্মদিনে বিবাহে উৎসবে প্রিয়জনকে কি উপহার দেবেন ?

[illegible]

ভারতের আদি মহাকাব্য, আদি কবি কৃত

# বাল্মীকি-রামায়ণ

সারানুবাদ : রাজশেখর বসু । চতুর্থ সংস্করণ
মূল্য : [illegible] টাকা

ভারতের মহত্তম চিরায়ত সাহিত্য, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত,

# মহাভারত

সারানুবাদ : রাজশেখর বসু । তৃতীয় সংস্করণ
মূল্য : বার টাকা

**চলন্তিকা** ( অভিধান ) — রাজশেখর বসু ৬·৫০

পরশুরামের

| | |
|---|---|
| চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প | ৩·০০ |
| আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প | ৩·০০ |
| নীলতারা ইত্যাদি গল্প | ৩·০০ |
| ধুস্তুরীমায়া | ৩·০০ |
| হনুমানের স্বপ্ন | ২·৫০ |
| গড্ডলিকা | ৩·০০ |
| কজ্জলী | ২·৫০ |
| গল্পকল্প | ২·৫০ |
| কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প | ২·৫০ |

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

# প রি চ য়

জীবনের আর এক অধ্যায়। দূরে দেখ জানি না। তবে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না। শুধু জানি বাঁচতে হবে। যেমন করেই হোক, টিকে আমাকে সংসারে থাকতেই হবে। অনেকদিন হলো পূর্ববঙ্গ ছেড়ে কোলকাতা এসেছি। তার একটা চাকরীও পেয়েছি। রঘুনাথ সরকারের চায়ের দোকানে [illegible] জনতার জীবনে চাকরী পাওয়াটাই হলো সব চেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু চাকরী পাবার পর সে সমস্যা আবার পাল্টে গেছে। শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে, সুযোগ সুবিধে মতো চাকরী একটা পাওয়া যায়। বেকার জীবনে টিউশনিও জোটে। দুর্লভ হলো মহানগরী কোলকাতার বুকে আমাদের মতো সাধারণ চাকুরীজীবীদের পক্ষে একটা ভাড়ার বাড়ী পাওয়া। এমন নয় যে কোলকাতা সহরে বাড়ী নেই, কিম্বা মালিকেরা তা ভাড়া দেন না। বাড়ীও আছে, ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে দুশো পাঁচশ টাকার ভাড়া অফিসারদের জন্য নয়।.........

আমার সংসার বেড়ে গেছে? বুঝো না। এখন তো একেবারে বেকার নই। আগের তুলনায় ভালই আছি। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনের আমারও দিন এসেছে। মা এখন আমার সঙ্গে চন্দননগরেই থাকেন। কোলকাতা থেকে ৪০ মাইলের দূরত্ব। কি আর করা যাবে, সহরে যখন জায়গা নেই তখন সহরতলীতেই থাকতে হয়। রোজকার ট্রেন ডেলী প্যাসেঞ্জারী করি। সকালে আটটায় গাড়ী ধরতে হয়। নিত্যির তাড়া। মাকে বলে দুটো ভাত মুখে দিয়েই ষ্টেশনে ছুটি। গাড়ীর দশটার মিনিট আগেই পৌঁছুই। তাই একদিন না খেলেও চলতে পারে, কিন্তু অফিসের লেট হলে আর রক্ষে নেই। তাড়া করে 'লেট মার্ক' হয়ে যাবে। আমার আবার সেইটাই সবচেয়ে বড় ভয় কিনা.........

ডেলী প্যাসেঞ্জারদের দুর্গতির কথা আবার বলা বাহুল্য মাত্র। বসবার জায়গা পাওয়া তো কল্পনার অতীত। ঝুলো-ঝুলি ধাক্কাধাক্কি আর হ্যাণ্ডেল ধরার প্রতিযোগিতা মিলেই তুমুল কাণ্ড হয়ে যায়।

ঝুলতে ঝুলতে কোন মতে এসে হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। তবে সেই থেকে সবার আগে বেরুবার তাড়াহুড়োতে অনেককেই হাতের ছাতি লাঠি হারাতে হয়। ভিড়ের ঠেলায় পায়ের চটি হারিয়ে আমাকে একদিন খালি পায়ে অফিস যেতে হয়েছিল। একা হলে হয়ত হোটেলে খেয়েই থাকতাম। মুস্কিল হয়েছে মা-কে নিয়ে। বুড়ো মানুষ! কষ্ট চোখে সইতেও পারি না, আবার কিছু করতেও পারছি না। একটা দুটো মাস নয়, আজ আড়াই বছর ধরে চেষ্টা করেও একটা ঘর ভাড়া পাইনি। রোজকার ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, রোজই আমি ছুটি ট্রেন অফিসটাতে আসি যাই।.........

* * *

টেনের ধকল। অফিস থেকে বাড়ি ফিরছি। এস্প্লানেডে দাঁড়িয়ে আছি হাওড়ার ট্রাম ধরবো বলে। হঠাৎ একখানা হাত পেছন থেকে কাঁধে এসে ঠেকলো। কি ভাবা ঠিকতে পারেন? আমি তো অবাক! এতদিন পরে আবার যে সরকার মশাইয়ের দেখা পাবো ভাবতেও পারিনি। বিস্ময়ে মুখে কথাই সরলো না। বিস্ময় আর আনন্দে হতবাক হয়ে গেছি। 'আমি রঘুনাথ সরকার। সেই যে পূর্ববঙ্গের চায়ের দোকান মনে পড়ে?' সবই মনে পড়ে সরকার মশাই, সে কি আর ভোলবার কথা। সত্যিই আপনাকে এখানে এভাবে দেখবো ভাবতেই পারিনি। কত যে খুশী হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না। সরকার মশাই মৃদু হাসলেন। [illegible] কোথায় চলেছ? [illegible] হাওড়া যাবো। চন্দননগরে থাকি। [illegible] চাকরী একটা জুটেছে। তবে কোলকাতা সহরে [illegible] 'এ-সব কথা পরে শুনবো—এখন চলুন আমার সঙ্গে।' [illegible] এখানে বেড়াতে এসেছি [illegible] আমার উঠবো কোথায়? [illegible] সব কিছু [illegible] এক সাথে আপনার [illegible] মিস্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে যাবে। [illegible] আপনার জন্য একটা ফ্ল্যাটেরও ব্যবস্থা করে দেবো। [illegible] না। বাড়ীর ব্যবস্থা হতে পারে এর পরেও কি আমি না এসে পারি...... চমৎকার দোকান।

[illegible] সরকার মশাইয়ের [illegible] সরকার মশাইকে [illegible] তিনি একবার মুখ খুললে [illegible] কাজের কথা নিতে পারেন। [illegible] তাঁর দোকানটির বাড়ীতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করতে রাজী হলেন। [illegible] বলতে হবে। সরকার মশাইকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। [illegible] চেয়ার থেকে উঠে আমার হাত দুখানা ধরে উঠে গেলেন। বাবাঃ বাঁচা গেল। এবার মনে হয় সরকার

মশাইয়ের পালা। [illegible] দেখা দরকার। এবারও সরকার মিস্ত্রীর সাথে পরিচয়টা হলো না। [illegible] সরকার মশাই সবাই তো হলো, তবে মিস্ত্রীর [illegible]

[illegible]

সরকার মশাই। আবার দেখা হবে।' আসুন ঠাকুরে......

DL 22 Beng.

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আচার্য ক্ষিতিমোহন— | ... | ৪৮৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... | ৪৯০ |
| বৈদেশিকী— | ... | ৪৯১ |
| আলোচনা— | ... | ৪৯৩ |
| ভুল— | শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ৪৯৭ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম— | শ্রীবিমল মিত্র | ৫০৩ |
| তারপর (কবিতা) | শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ৫১১ |
| কুহক (কবিতা) | শ্রী[illegible] দত্ত | ৫১১ |



**প্রবৃত্তি**

স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ :
সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে
প্রতি খণ্ড ৪·০০

[illegible]

## ৭ই ফাল্গুনের বই :

[illegible] উপঃ **জলপ্রপাত** [illegible] (উপঃ) **গান্ধর্ব** ৩·৫০

[illegible] **রজনীগন্ধা** [illegible]

## সম্প্রতি প্রকাশিত (কার্তিক হইতে মাঘ) :

[illegible]

## আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

[illegible]

## আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার মতামতের কয়েকাংশ :

[illegible]

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

গ্রাম ঃ কালচার   ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭   ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১

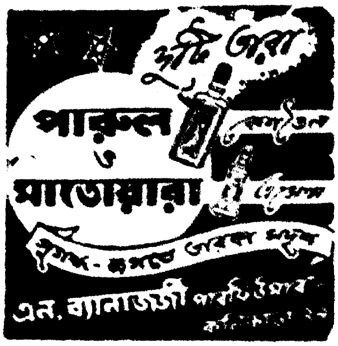

**রবিনসন্স**

**'পেটেন্ট' বার্লি**

খাওয়াবার
এই ত সময়

[illegible]

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

[illegible]

দৈনন্দিন খাটুনীতে আপনার শরীর ক্লান্ত হয়...অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন...এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার...আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

## আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের দেহ, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা সারায়। রোগমুক্তির পর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

[illegible]

চমৎকার সুস্বাদু

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড**

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| অবশেষে আরো এক মাস (কবিতা) | —শ্রী[illegible] চৌধুরী ... | ৩১১ |
| মহাকবি গালিব ও জোহরা বাঈ | —শ্রী[illegible] ... | ৩১৩ |
| প্রথম কদম ফুল | —শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ... | ৩২১ |
| বাইশে শ্রাবণ | —শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ ... ... | ৩২৯ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি | —শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ... ... | ৩৩৩ |



শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

## ইতিহাসের মুক্তি

[illegible]

## নদীপথে

[illegible]

## কাব্য-জিজ্ঞাসা

[illegible]

**বিশ্বভারতী**

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই

ইলিয়া এরেনবুর্গের

**নবম তরঙ্গ** (দ্বিতীয় খণ্ড)

[illegible] Ninth-Wave-এর অনুবাদ

অনুবাদ : [illegible]

৫৬০ পাতার বই : [illegible]

[illegible]

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ : [illegible]

১৮৪ পাতার বই : ৪.৫০

[illegible]

**১৮৫৭ ও বাংলা দেশ**

[illegible]

[illegible] ২.৭৫

[illegible] কয়েকটি বই

[illegible]

[illegible] ৫.৫০

[illegible]

[illegible]

কাহিনী ৩.৫০

[illegible]

[illegible] ১.০০

[illegible]

(১ম খণ্ড) ৬.০০

[illegible]

ইস্পাত ৬.৫০

[illegible]

স্পার্টাকাস ৫.০০

[illegible]

[illegible] ১২টি [illegible]

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা ১৩

নতুন বই

সুবোধ ঘোষের

# ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি

নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান

সপ্তম সংস্করণ

দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# প্রেমের গল্প

নিজেদের বাছাই করা ১১টি

প্রেমের গল্পের শোভন সংকলন

দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ৪·০০ |
| সাহিত্যের সত্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ২·৫০ |
| দুস্তর মরু | [illegible] | ৩·০০ |
| বিদূষক | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ১·২৫ |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

*আর দেরী নেই—*

বৈশাখে লিখছেন

*তারাশঙ্কর*—ধারাবাহিক উপন্যাস

*নীহার গুপ্ত*—সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

রহস্যভেদী কিরীটী

## ছায়াপথ

বিশ্ববিখ্যাত

*যাদুকর পি. সি. সরকার*

বনফুল-এর বড় গল্প, পরিমল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মহাশ্বেতা ও হরিনারায়ণের গল্প—ডাঃ নগেন দে—সম্পাত কলহ—গরমিল

বড়দের মাসিক পত্র

# নব কল্লোল

প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৬৭

আর লিখছেন

*উত্তমকুমার* —নিজের জীবনী

"হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর"

—তাছাড়া বিশেষ আকর্ষণ—

*পঙ্কজ মল্লিক*

স্বরলিপি

সিনেমা চিত্র এবং আরো অনেক কিছু

● প্রতি সংখ্যা টা. ১·২৫ ন. প. ● ষাণ্মাসিক টা. ৭·৫০ ন. প. ● বার্ষিক টা. ১৫·০০

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| [illegible]— | | ৫০৯ |
| [illegible]— | | ৫৬০ |
| বিশ্ববার্তা— | | ৫৬১ |
| [illegible] | —[illegible] মুখোপাধ্যায় | ৫৬৩ |
| পুস্তক পরিচয়— | | ৫৬৬ |
| চিত্র প্রদর্শনী— | | ৫৬৯ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | | ৫৭০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | | ৫৭২ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | | ৫৮০ |



নূতন উপন্যাস!

রূপসী নগরী

[illegible]

সমুদ্র মানুষ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

[illegible] ৫.০০

১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট । কলিকাতা-১২

সপ্তপুরা ২.৫০

[illegible]

মধুসূদন :
কবি ও নাট্যকার মূল্য ৩.৫০

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ
মূল্য ৬.০০

বরণীয় মূল্য ৩.০০

রম্যাণি বীক্ষ্য
সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬.০০
রাজস্থান পর্ব ৭.০০
কালিন্দী পর্ব ৫.০০

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

# মোহন সিরিজ

[illegible]

(২০৫) আবার মোহন-চপলা

(২০৬) মোহন-চপলা সংঘাত

[illegible] ২,

[illegible]

**চীনের নব-নায়ক**

**ভুলের হীরার হুল**

**মুগুরে দাওয়াই**

**অদৃশ্য সংগ্রাম**

**সাংঘাতিক উইল**

**আর্ম্মেনিয়ার মর্ম্মভেদ**

**ভীষণ বিভীষিকা**

**নরপশু ও নাতালো**

**বিসর্জ্জনের পর**

[illegible]

# নতুন দিনের আলো

[illegible]

মরণ-গ্রহণ [illegible] ২,

বাঙলার মেয়ে [illegible] ২

প্রেম ও মৃত্যু [illegible] ২

## বিশ্ব-গল্পিকা গ্রন্থমালা

[illegible]

ফরাসী শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ২,

জার্মানীর শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০

ইংরাজী শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০

চীনের শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০

রুশ-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০

[illegible] শ্রেষ্ঠ গল্প, ১।০

[illegible] শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০

[illegible]

# দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ

[illegible] মূল্য ২,

## শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য

[illegible]

## মরণের পরে

[illegible]

## ওপারের আলো

[illegible]

## অঘটন যা দেখেছি

[illegible]

## শরৎচন্দ্রের জীবন উপন্যাস

[illegible]

## বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

[illegible]

## অলৌকিকী

[illegible]

## ওপার থেকে আসেন

[illegible]

## মৃত্যু-হীন প্রাণ

[illegible]

## ভূতে পাওয়ার কাহিনী

[illegible]

## পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

## পরলোকের গল্প

[illegible]

## রবীন্দ্র-স্মৃতি ৩॥০

## শেষ পর্য্যন্ত ৩,

[illegible]

সাধারণ পাঠকেরা [illegible] ভি, পি-তে নিলে ডাক-খরচ লাগবে না।

শিশির পাবলিশিং হাউস ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

# দেশ

GOVERNMENT LIBRARY

**DESH 40 Naya Paise**
**Saturday 19th March 1960**

## আচার্য ক্ষিতিমোহন

[illegible]

"Ripeness is all." [illegible]

[illegible] শ্রদ্ধানিবেদন করিব।

[illegible]

[illegible]

গাঁয়ে মাঠে মাঠে পদব্রজে ঘুরিয়া আচার্য তাহার সাক্ষাৎ জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মতো এমন দেখ-শেখা চোখ অল্প লোকেরই আছে।

আর একটি বিষয়ে ক্ষিতিমোহন সকলকে ঋণী করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যে উপদেশমালা শান্তি-নিকেতন নামে প্রকাশিত, তাহার মূলে আচার্য রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগ্রহেই রবীন্দ্রনাথ ধারাবাহিক উপদেশ-গুলি লিখিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই কথাগুলিকে গদ্যের কবিতার উৎকৃষ্ট রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাখ্যাগুলি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এমন ব্যাখ্যাতা আর কোথায় পাইব।

আচার্যের মৃত্যুতে শান্তিনিকেতনের আদি পর্বের শেষ সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল সত্য, কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠাপূত জীবনের দৃষ্টান্তটি রহিল শান্তিনিকেতনের সম্মুখে। আর দেশবাসীর সম্মুখে রহিল জ্ঞানতপস্বী রূপে একটি পূর্ণ সার্থক জীবনের আদর্শ। আজ আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিতেছি আর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের বেদনা ভাগ করিয়া লইয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা দিতেছি।

# প্রসঙ্গত

উদ্বাস্তু বাঙালীর ভবিষ্যৎ [illegible] না।

সরকারী প্রশাসনের [illegible] বাঙালীর সবচেয়ে বেশী [illegible] পশ্চিমবঙ্গ [illegible] উদ্বাস্তু [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible]

[illegible]

[illegible] সরকার অথবা জনসাধারণ যে [illegible] সাহায্য করে না, আমরা নিরপেক্ষ হয়ে তা সহ্য করছি। এ-লজ্জা এবং দুর্নীতির কোনো [illegible] ঢাকা যাবার নয়।

GOVERNMENT LIBRARY
Bihar

## বৈদেশিকী

[illegible]


[illegible] মুখোপাধ্যায়ের

**স্বর্ণচক্র** ৫·০০

[illegible]

[illegible]

**অপরাহ্ন** ৩·০০

[illegible]

[illegible]

**একটি সমুদ্র** ৩·৫০

[illegible]

[illegible]

**রাখী বৌ** ৪·০০

[illegible]

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের **গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ১০,**

[illegible]

**উদয়-অস্ত** [illegible] **সেই উনিশ-শ’ [illegible]** [illegible] **[illegible]** [illegible]

**[illegible]** [illegible] **[illegible]** [illegible]

**[illegible]** [illegible] **[illegible] চরিত্র** [illegible] **[illegible]** ১ম ও ২য় [illegible]

**[illegible]** [illegible] **[illegible]** [illegible] **ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে**

[illegible]

**[illegible] লাইব্রেরী** : [illegible] কলকাতা ৬



প্রজ্ঞানানন্দের সংগীত-বিজ্ঞানিক

# মুরলী

[illegible]
[illegible] রায় চৌধুরী
[illegible] ঘোষ
অধ্যাপক [illegible] নাথ চক্রবর্তী
[illegible]

● **রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্র**

সম্পাদক—[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥ মার্চের মধ্যে প্রকাশ ॥ **প্রথম সংখ্যা**

কার্যালয় [illegible] কলিকাতা—১২ [illegible] ফোন : ৩৪-৫২২২

(বি [illegible])

বিষয়েও চীনা আপত্তি শোনা যেত। শ্রী চৌ এন-লাইয়ের এবারকার আগমনকে ভারতে অনেকে যে পছন্দ করবে না, এ-সংবাদ তিনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তবে ঔদাসীন্য বাইরে হয়তো, ভিতরে হয়তো না হতেও পারে। বিশেষ করে একটি সম্ভাব্য ব্যাপার আছে, যা উপেক্ষা করা চীনাদের পক্ষে কঠিন হবে। শ্রী চৌ এন-লাই ভারতে এলে তাঁর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অসৌজন্যমূলক কোনো রকম বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে না বলেই আশা করা যায়। কিন্তু এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যে তিব্বত সম্পর্কিত কনভেনশন হবার কথা আছে, সেটা চীনা সরকারের কাছে নিশ্চয়ই একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার বলে বিবেচিত হবে। এই কনভেনশনে পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিদের যোগ দেবার কথা আছে। কনভেনশনটি বে-সরকারী কনভেনশন হলেও তার গুরুত্ব নিশ্চয়ই খুব সামান্য হবে না। তিব্বতের অধিবাসীদের স্বাধীন সত্তার এবং তিব্বত সম্পর্কে চীনা সরকারের [illegible] সমালোচনাই হচ্ছে সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের [illegible] সরকার [illegible] এর জন্য ভারত সরকারের কিছুটা অস্বস্তি [illegible] অথচ এই সম্মেলনকে একেবারে বন্ধ করে দিতেও সরকার পারেন না। তিব্বত থেকে যাঁরা এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য [illegible]

[illegible]

চীন-ভারত বিরোধ মিটানো কঠিনতর হবে, অতএব আমাদের চুপ করে থাকাই ভালো —এরূপ যুক্তি একেবারে অমূলক এবং ভারতবর্ষের স্বার্থের বিরোধী। এই সম্মেলনের আলোচনা চীনা সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রীতিকর হবে না। শ্রী চৌ এন-লাইএর ভারতে আসার অব্যবহিত পূর্বে এরূপ সম্মেলনের অনুষ্ঠান তাঁদের পক্ষে অস্বস্তিকর হতে পারে। কিন্তু এই অস্বস্তিবোধ [illegible] করাই এরূপ সম্মেলনের উদ্দেশ্য, অন্যথায় এরূপ সম্মেলন করাই বৃথা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সম্মেলনের [illegible] প্রধান উদ্যোক্তা—[illegible] [illegible]

১৩।২।৬০

বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

শিশু সাথী

[illegible] মাসিক পত্রিকা

[illegible]

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

[illegible]

# আলোচনা

[illegible]


পুরোনো ক্যাটালগের অনেক বই বাতিল হয়েছে ; নতুন বই অনেক বেরিয়েছে।

॥ নতুন ক্যাটালগের জন্য লিখুন ॥

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

[illegible] চৌধুরীর নতুন বই

**মুক্তবন্ধ**

[illegible]

॥ দাম তিন টাকা ॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর নতুন বই

**পত্রলেখার বাবা**

[illegible]

॥ দাম চার টাকা ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

**জর্জ বার্নার্ড শ**

[illegible]

বুদ্ধদেব বসুর নতুন উপন্যাস

**নীলাঞ্জনের খাতা**

[illegible]

নারায়ণ সান্যালের নতুন উপন্যাস

**মনামী**

[illegible]

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

| | | | |
|---|---|---|---|
| একটি রাত | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| রাজপথ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

॥ রাজপথ নাট্য [illegible] ॥

[illegible]

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড — কলিকাতা-বারো ॥

[illegible] ও [illegible] হয়েও [illegible] বিশিষ্ট অভিব্যক্তি সম্ভব হচ্ছে; অর্থাৎ সুর-তাল-লয়ের [illegible] থেকে [illegible] কৃতিত্ব [illegible] করবার সার্থকতা রয়েছে [illegible]

[illegible] যে [illegible] শ্রীরবীন্দ্রনাথ [illegible] [illegible] অনুশীলন ও [illegible] প্রত্যেক [illegible] এবং [illegible] করেন [illegible] এই [illegible] রবীন্দ্রসংগীত [illegible]

[illegible] বলেন যে, [illegible] অন্য কোন [illegible] এবং এই [illegible] বর্তমান [illegible] করেন যে, [illegible] করাই উচিত।

এই বিষয়ে [illegible] শ্রীশান্তিদেব [illegible] রবীন্দ্রসংগীত [illegible] রবীন্দ্রসংগীতের [illegible] নেই। [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীশান্তিদেব [illegible] রবীন্দ্রসংগীত [illegible]

[illegible] রবীন্দ্রসংগীতের [illegible] ১৩৬০ [illegible]

ছাড়া গত্যন্তর নেই। আধুনিক সংগীতের প্রতি [illegible] বিশিষ্ট না হবে এবং [illegible] বলা উচিত।

[illegible] কথা এই যে, যে সকল [illegible] রবীন্দ্রসংগীত [illegible] রবীন্দ্রসংগীতের [illegible] অনুশীলন [illegible] বিষয়ে [illegible] রবীন্দ্রসংগীত [illegible]

[illegible] specialization [illegible] Comparative Study [illegible]

[illegible]

দেশ [illegible] প্রকাশিত, [illegible] এখন আর [illegible] ৪।৬ [illegible] ২।৬ [illegible] হয়েছে।

[illegible] হয়েছে। [illegible] উপায় [illegible]

শ্রী[illegible] ১৩৫ ও ১৩৮ [illegible] ২৭৯ [illegible] ১৩৬০ [illegible] ১৬৬ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


প্রকাশিত হল

নবকলেবরে পরিমার্জিত

[illegible] তৃতীয় সংস্করণ

দাম ৪.৫০

এ-যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক

সুবোধ ঘোষের

**রূপসাগর**

| | | |
|---|---|---|
| রাধা (৭ম সং) | : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : | ৭.০০ |
| আপন প্রিয় (৬ষ্ঠ সং) | : [illegible] চৌধুরী : | ৩.০০ |
| কথাকলি (২য় সং) | : [illegible] চৌধুরী : | ৩.০০ |
| পলাশের নেশা (৩য় সং) | : সুবোধ ঘোষ : | ৩.০০ |
| [illegible] (৪র্থ সং) | : [illegible] ও [illegible] : | ৩.৫০ |
| কৃষ্ণা (২য় সং) | : সমরেশ বসু : | ৩.০০ |
| [illegible] (৩য় সং) | : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : | ৩.০০ |
| পরমায়ু | : সন্তোষকুমার ঘোষ : | ৩.৫০ |
| অনুবর্তন | : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : | ৯.০০ |
| জনপদবধূ (২য় সং) | : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : | ৪.০০ |
| কালতীর্থ কালিঘাট (২য় সং) | : অবধূত : | ৪.০০ |
| অপরূপা | : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : | ৪.০০ |
| চীনে লণ্ঠন (২য় সং) | : লীলা মজুমদার : | ৩.২৫ |
| আমার ফাঁসি হল (২য় সং) | : মনোজ বসু : | ৩.০০ |
| [illegible] (২য় সং) | : বিমল কর : | ৩.০০ |
| [illegible] (৩য় সং) | : [illegible] : | ৪.০০ |
| [illegible] | : [illegible] পিল্লাই : | ৩.০০ |
| মাটির মানুষ | : কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী : | ২.০০ |

বরণীয় লেখকের

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা যেভাবে হয়েছে। প্রতিযোগী যে-সুরে গান করে সেই বিষয়ে সুরটি যদি বিচারক মহাশয়ের জানা না থাকে তাহলে প্রতিযোগীর অসুবিধা হয়। সঠিক লেখেও সে নিরুৎসাহ প্রাপ্ত হবে।

(৪) এটা ঠিক যে বেতারে অনেক নতুন শিল্পীকে সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু কোন কোন শিল্পী অশুদ্ধভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে অথচ উপরোক্ত কারণে বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রোতাদের চিঠি যাচ্ছে এই বলে যে, তাঁরা সঠিক সুর পরিবেশন করছেন না।

(৫) প্রায়ই দেখা যাচ্ছে শিল্পীরা গান নিজেরা গায়ক নিজ ইচ্ছা মতে পরিবেশন করছেন। বিশেষ বিভ্রাট দেখা যায় রাগাশ্রয়ী গানগুলির বেলায়।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের উচিত হবে এ সকল সমস্যা ও অসুবিধার প্রতিবিধানে নিয়মন করা; অন্যথায় শিক্ষক আন্দোলন করে বিশেষ সুফল লাভ হবে না।

নমস্কারান্তে—

বিনোদ ঘোষ,
১২ [illegible] লেন
কলিকাতা


# দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা

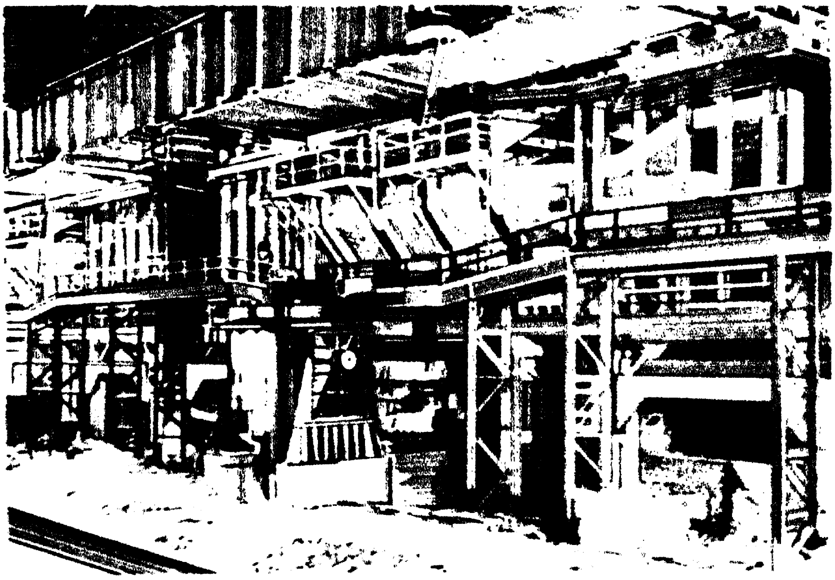

## দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে

এই তো সেদিনের কথা— [illegible] পরিকল্পনা [illegible] আর আজই তার সুফল দেখা দিয়েছে। দুর্গাপুরে ভারতের নবীনতম ইস্পাত কারখানা, যেটি ইস্কন নির্মাণ করছে, [illegible] স্টীল লিমিটেডের উৎপাদন আরম্ভ করে দিয়েছে। একদিকে এক নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেসে লোহা তৈরী হচ্ছে অন্য দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কার্য এগিয়ে চলেছে। এই পর্যায়ের কাজ শেষ হলেই ইস্পাত তৈরি শুরু হবে।

# ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাকশন্ কোম্পানি লিমিটেড

[illegible]

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

GOVERN... LIBRARY
Cooch Behar

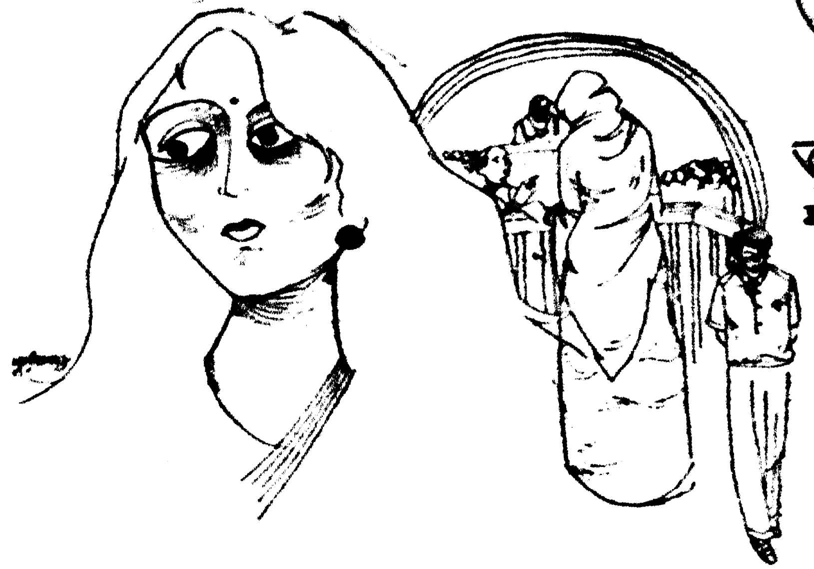

# ভুল

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রেখেছেন। একদম একবার ঠিকার করে প্রাণধনবাবু হাঁ করেন না, সওয়াল জবাব বেদিন করতে হয় সেদিন বিবি জি এর। একজন্য সরকার পড়লার সেটা সোজা জোগানের দোকানে তা হবে। প্রাণধনবাবুকে মা আটকালে আইডি হবে। [illegible] দিত তাঁর হাতে। সে চেষ্টাও হয়েছিল।

আরও অনেক রকমের চেষ্টা হয়েছিল। লোক এসেছিল সরকার কাছে। [illegible] আঁতুনর [illegible] কাঁদুনি [illegible] ছিল। [illegible] তো আর ফেরবার নয়। এমন নয় যে আইডির দাবী [illegible] গলায় ফাঁসির দড়ি [illegible] বেঁচে উঠবে। আবার ফিরে আসবে সরকার কাছে। তা যখন হবার নয়, তখন সরকার কি উচিত নয় সব ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া। [illegible] দিনে মানুষ মানুষ [illegible] ভুলে [illegible] মতন এ ঘটনাটা বিস্মৃত হওয়া [illegible]। কথাই শুধু হয়। কথা বলবে এই [illegible] চেহারা [illegible] কি উচিত হবে সরকার। [illegible] ঠিকই [illegible] চিরকাল।

[illegible] অনেক [illegible] [illegible] থেকে চলে গিয়েছিল [illegible] লোকটাকে [illegible]

লোকটা চুপ করে গেল [illegible] মাঝে একটা উকিলের [illegible] ওঠবার নয়। [illegible] কথার খেই ধরেছে। [illegible] সরকার [illegible] চেষ্টা [illegible]

[illegible] সঙ্গে [illegible] খেলা ভুল সব [illegible] চিহ্নও নেই, [illegible]

না কেন [illegible] নেই। আর্ত [illegible] কথা শুনবে না। হল অর্পণ। [illegible] কারো কথা। যখনই কেউ এসেছে, সব [illegible]

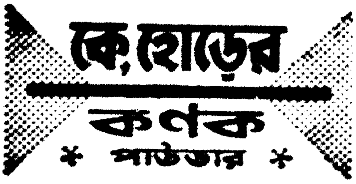


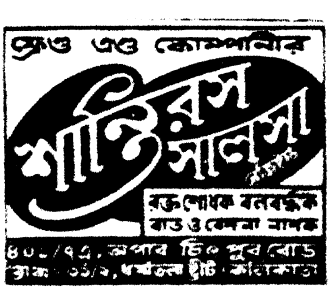


হবে [illegible] সরকার [illegible] হাতের কাছেই [illegible] দেখেননি।

আইডি মুখেই [illegible]। উকিলের [illegible] যে আইডির [illegible] দিয়ে আইডির [illegible] ফাঁসির [illegible] [illegible] কাজ করবে প্রাণধন, আইডি হবেই [illegible] এই অবস্থায়, এই অপরাধের [illegible] রক্ষা [illegible] দিয়ে [illegible] করে। [illegible]

[illegible]

[illegible] বলল, [illegible] আইডির [illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible] সরকার [illegible]

[illegible]

ইষ্টলাইট বুক হাউস

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

জলসার খবর এনেছি অপরেশবাবুর জন্য। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েছি, অন্য কাগজের হয়ে গেছে, অপরেশের পক্ষে মেয়ে খবরটা একেবারে নিয়ে নাই।

প্রিয়তোষের একটা কথাও সুনি মল্লার কানে যায়নি। সে শুধু মনে মনে হিসাব করছিল, ... থেকে ... মাসে এক [illegible] ছবির কামাই করে শুটিং ফেলা যায় প্রিয়তোষকে হার জন্য [illegible] এ [illegible] এসে [illegible]

এরপর [illegible] হয় ... কথা-কাহিনী শোনা চলল। মল্লার অন্যমনস্কতার উত্তর কখনও উত্তপ্ত [illegible] প্রিয়তোষ [illegible] ছিল। [illegible]

মল্লার [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কামাই [illegible]

কাইকের মধ্যে থেকে বারান্দায় ঢুকল বিকেলের জলখাবারের যোগাড় করছে। স্বামী ফিরছে এক হাতে গরম চায়ের কাপ, অন্য হাতে লুচির থালা নিয়ে তার সামনে দাঁড়াল। হাত একটু কাঁপল না, কাপের চা মেঝের এক বিন্দু চা পড়ল না। এমন কি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু অথচ মল্লার কোন অনুভূতি হয়নি।

কেবল বাঁশির মতো তীব্র শব্দটাই [illegible] ... হলো না [illegible] একবার তৈরী [illegible] প্রিয়তোষ [illegible] কাগজ ছিল [illegible] কিন্তু [illegible] খুঁজে পেলাম না।

মল্লার [illegible]

হাঁ মল্লা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মল্লা [illegible] প্রিয়তোষ [illegible] কিন্তু [illegible] প্রিয়তোষ [illegible]

সরবরাহ। যদি জেনে থাক তোমার জন্য আমি কোনো দিন থাকব নিজেকে দেখে রাখব তোমার শাড়ির আঁচলে, তাহলে ভুল করছ। সে [illegible] শাড়ির পাড়ে বাঁধা পড়িবারের হাত থেকে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বলছেন। ... বাক্যালাপ। [illegible]

[illegible]


ছায়াছবি ৩.০০

চাঁদমুখর ২.৭৫ ন.প

অনুসন্ধান ৩.০০

প্রধান সংকেত ৪.৫০ ন.প

নীরগঞ্জের কারমন সাহেব

বিভূতি প্রকাশন

মানুষ গড়ার কারিগর

পুলিশ যার কেস [illegible] তারা [illegible]। প্রিয়তোষবাবুর এ বাড়িতে আসার খবরও তারা জানে না। কারণ দুপুরের দিকে তারা দুজনেই বাড়ি থাকে না।

আসল কথা বলল নিচে স্টোর্সের মালিক গিরিজাবাবু। নিচে স্টোর্স অপরেশবাবুর বাড়ির পরেই। এ পাড়ায় তার দোকান পনেরো বছরেরও বেশী। হাঁ, বাজার দিনের সব কথা তার বেশ মনে আছে। দুপুরের দিকে অপরেশবাবু দোকানে এসে ঢুকেছিল। অসময়ে তাকে দেখে গিরিজাবাবু একটু অবাক হয়েছিল, কি ব্যাপার, অফিস নেই? গিরিজাবাবুর প্রশ্ন [illegible] [illegible] অপরেশবাবু [illegible] আজ যাব না। [illegible] দিকে একটা কাজের [illegible] [illegible] গিয়েছিলুম। সেখানেই যাব ভাবছি।

অপরেশবাবুর এ [illegible] [illegible] [illegible] ছিল গিরিজাবাবুর [illegible] [illegible] [illegible] একটু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এমব্যাজেরও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible]

সরকারী উকিলের [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] গিরিজাবাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গিরিজাবাবুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এখানে একটু [illegible] গিরিজাবাবু, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] গিরিজাবাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপরেশবাবুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গিরিজাবাবু অপরেশবাবুর [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

এই সময় সরকারী উকিল [illegible] [illegible] [illegible] অপরেশবাবুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] সরকারী [illegible] উকিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Rape of justice [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকারী উকিলের [illegible] [illegible] প্রশ্নের প্রতিবাদ জানালেন।

হাকিম [illegible] [illegible] করে সরকারী উকিলের [illegible] [illegible] দিলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গিরিজাবাবু [illegible] [illegible] হাঁ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে। তার

অর্থ [illegible] [illegible] কেউ [illegible] থেকে আক্রমণ করেছে। [illegible] [illegible] অবস্থায়। [illegible] [illegible] প্রিয়তোষও [illegible] [illegible] অপরেশকে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছিল। [illegible] প্রিয়তোষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মরক্ষার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] প্রিয়তোষকে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রিয়তোষ [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাবাবের সাক্ষ্য। এ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]


রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি স্মরণে

খৃষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- [illegible] ১৯১০ সাল হইতে ১৯৩৬ [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

বিশ্বভারতী

জীবন রসিক
কবি মুকুন্দরাম

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

[illegible]

হাউস অব বুকস : ৭২ হ্যারিসন রোড কলিকাতা—১

[illegible]ই তো সে উজাড় করে দিয়েছিল তাকে, জীবনের সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে দেবতা তৈরী করেছিল, কিন্তু সে দেবতা অনাদরে, উপেক্ষায়, অবহেলায় প্রিয়তোষ দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তবে, আর কি দেবার আছে? বিশেষ করে, এখন? মার্জনা চায় প্রিয়তোষ? না, তা সম্ভব নয়। মুহূর্তে সমস্যা কঠিন হয়ে উঠল। তার [illegible] ইস্পাতের [illegible]।

ঠিক সেই সময়ে হাকিম হাত দিয়ে [illegible]। টাইপ করা প্রায় [illegible] পাতা। [illegible] এক অপরাধ [illegible] একটা স্পষ্ট অপরাধ, সাক্ষীদের [illegible] এজাহারের বহু পরিবর্তন, এর বিচার করতে এত কাগজের কি প্রয়োজন! দোষী! দোষী! দোষী! আর কোন কথা, আর কোন শব্দ ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই।

আসামী দোষী। হাকিমও সেই কথাই বললেন। জুরীরা আগেই এ কথা বলেছিল, হাকিম তারই পুনরাবৃত্তি করলেন, আইনের ভাষায়, অপরাধের পর অপরাধ সাজিয়ে। তাঁদের [illegible] হয়ে [illegible] [illegible] শেষে [illegible] অপরাধের [illegible] [illegible] সরকারী [illegible] [illegible] আসামীর [illegible] [illegible] থেকে।

[illegible]

এক অবস্থা মোটেই নয় [illegible]। কি

দিয়ে বাঁচতে পারবে। কিন্তু, চরিত্রহীন আসামীর স্মৃতি সম্মান করে বাঁচতে পারে কোন মেয়ে? প্রতি মুহূর্তে মনে হলো আসামীর [illegible] [illegible] শুধু সেই [illegible] [illegible] তারও একজন [illegible] [illegible] আসামীর [illegible] না, আসামীর নয় [illegible]

[illegible]

এই দুর্দিনের অবস্থা থেকে এদের মুক্তি দিয়েছে সমস্যা [illegible] [illegible] নতুন একটা সংসার স্থাপনা করার এমন সুযোগ দেবার [illegible] করেছে।

৫ম বর্ষ—চৈতালী সংখ্যা
স্ফুলিঙ্গ
[illegible]
স্ফুলিঙ্গ কার্যালয়
[illegible]

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা

বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও
কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ
[illegible]
[illegible]

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ গেঞ্জী
যশোর কুম্ভ ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৭

GOVERNMENT LIBRARY

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

॥ ১১ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

## বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

২য় সংস্করণ : [illegible] টাকা

GLIMPSES OF WORLD HISTORY [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| আত্ম-চরিত | শ্রীজওহরলাল নেহরু | ১০·০০ |
| ভারতকথা | শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী | ৮·০০ |
| ভারতে মাউন্টব্যাটেন | অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন | ৩·৫০ |
| চার্লস চ্যাপলিন | আর জে মিনি | ৫·০০ |
| পাতায় স্বরাজ | ত্রৈলোক্য মহারাজ | ৩·০০ |
| অনাগত | প্রফুল্লকুমার সরকার | ২·০০ |
| ভ্রষ্টলগ্ন | প্রফুল্লকুমার সরকার | ২·৫০ |
| শ্রদ্ধা | সরলাবালা সরকার | ৩·০০ |
| জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ | প্রফুল্লকুমার সরকার | ২·০০ |
| আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে | ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু | ২·৫০ |

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

[illegible]—এই যে পয়সায় [illegible] হলো, এই তো পয়সা রয়েছে তোর কাছে—

[illegible] উঠলো। বললে—ও কি তোমার পয়সা? ও তো আমার—

—তোর আবার পয়সা কোথেকে এল? তুই রোজগার করিস?

—তা রোজগার করি না বলে কি আমার পয়সা থাকতে নেই—ও পয়সায় তুমি হাত দিতে পারবে না—

[illegible] মা তখন [illegible] পকেটে হাত দিয়ে [illegible]।

[illegible] উঠলো।

—খবরদার বলছি, ও পয়সায় হাত দিও না।

—তা কোত্থেকে [illegible] [illegible]—[illegible]

আমি মাথার খাটুনি খেটে মরছি, আর তোর পয়সা থেকে [illegible] দিবি না? পয়সা দিয়ে কি আমি নিজের পেট পুরবো, আমার নিজের [illegible] জন্যে আমি পয়সা-পয়সা [illegible] [illegible] তো পয়সার কথা [illegible] দুটো পয়সা পাই [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] দিয়ে [illegible] [illegible]।

[illegible] মা [illegible]—ওরে, তোর পয়সা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]—[illegible] না

হয়ে থাকে থাকো না—আমি সেই পাঁচুকে ধরিয়ে আনবো—

—তা তোর কাছে পয়সা রয়েছে, দিবে না মা, না-হয় চাল কিনে আন এক সের—

[illegible] রেগে [illegible] হয়ে গেল। বললে—ও কি আমার পয়সা যে চাল কিনে আনবো? তোমার সঙ্গে বকবক করবার সময় নেই—

—তা তোর যদি পয়সা [illegible] [illegible] [illegible] কেন?

[illegible] বললে—তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]—একটা, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]। আর চোখ খুললেই সন্ধ্যা।

[illegible]


আপনার শারীরিক ... [illegible]

[illegible]

ভাল সন্দেশ বলতে বিহারীলালেরই বোঝায়

বিহারী লাল দাস

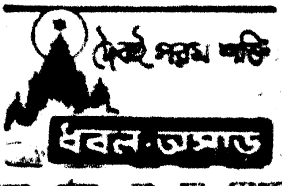


ধবল-অসাড়

[illegible]

এ-ফুটপাথ থেকে ও-ফুটপাথে পার হয়ে গিয়ে পেছন থেকে ডাকলো দীপঙ্কর।

—কাকাবাবু!

কাকাবাবু ফিরলেন। সঙ্গের লোক-গুলোও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে তার দিকে।

—কাকাবাবু আপনি এখানে? আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি একেবারে—এরকম জামা-কাপড়ে আপনাকে কখনও দেখিনি কিনা আগে, এইদিকেই আপনার অফিস বুঝি?

কী জানি, দীপঙ্করের মনে হলো কাকাবাবুর মুখখানা যেন অন্যদিনের চেয়ে গম্ভীর-গম্ভীর। তার দিকে চেয়ে সে রকম হাসলেন না আর। যেন প্রথমটায় চিনতেই পারলেন না। দীপঙ্কর কাছে আসাতেও যেন অভ্যর্থনার ইঙ্গিত দেখা গেল না চোখে। তবে কি কাকাবাবু নয়? তবে কি ভুল করেছে দীপঙ্কর?

—কাকাবাবু, আমি দীপু, আপনার পাশের বাড়িতে থাকি। এই কলেজ থেকে ফিরছি—

এতক্ষণে যেন চিনতে পেরেছেন।

বললেন—তুমি? দীপুবাবু? [illegible] এখানে কী করছো?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে দীপঙ্কর বললে—আপনাকে আমি চিনতেই পারিনি কাকাবাবু, আপনার এ [illegible] জামা-কাপড়?

কাকাবাবু বললেন—এই [illegible] আমি এখন একটু কাজে যাচ্ছি দীপুবাবু, তুমি অনেকদিন আমাদের বাড়িতে [illegible]? আসবে? তোমার সঙ্গে কথা আছে অনেক—তবে আমি এখন আসি কেমন—

কাকাবাবুর সঙ্গের লোকগুলোও তার দিকে একবার যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল। কাকাবাবুর সঙ্গে তারাও চলে গেল। দীপঙ্কর সেইখানে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলো। দেখলে কাকাবাবু, সঙ্গের একটা অন্ধকার [illegible] একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

দীপঙ্করের হঠাৎ কাকাবাবুর এই ব্যবহারে কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়েছিল। এখানে ও-রকম পোশাকে কাকাবাবু কী করছেন? সঙ্গের ও লোকগুলোই বা কে? অন্ধকার গলির মধ্যে সবাই ঢুকলো কেন? ওখানেই কাকাবাবুর অফিস নাকি? [illegible] [illegible] অফিস [illegible] [illegible]। এই সময়ে তো লোকের ছুটি হয়। এই সময়েই কাকাবাবু অফিসে ঢুকলেন নাকি আবার? কিন্তু দীপঙ্করকে এখানে দেখে যেন অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি।

[illegible] ফুটপাথে কিরণ এখনও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিরণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দীপঙ্করকে দেখেই কিরণ চেঁচিয়ে এল [illegible]—কী রে [illegible] [illegible] [illegible] দাঁড়িয়েছিলুম?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ও [illegible] [illegible]?

কিরণ বললে—এখনও পায়নি [illegible]—এইটে হয়ে যাবে—কিন্তু লাইব্রেরীর [illegible] কেউ [illegible] [illegible] না—

দীপঙ্কর বললে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] করছে।

কিরণ বললে—তুই আমি।

[illegible] [illegible] সেই [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] অনেকক্ষণ [illegible] [illegible]

দীপঙ্কর বললে—তুই যে সেই চাঁদাদের [illegible] কালীঘাটে—[illegible] [illegible] একটাও [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] নেই?

কিরণ বললে—[illegible]—

—কোথায়?

কিরণ বললে—[illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

—কিন্তু কাটাই?

কিরণ বললে—একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা পয়সা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে [illegible] [illegible]?

দীপঙ্কর বললে—[illegible]

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা পয়সাও পাবেনা থাকে না তোমার

দীপঙ্কর বললে—তোর কাছে তো পয়সা আছে।

কিরণ বললে—ইস্তাহার পয়সার [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে যাচ্ছে—

—কিন্তু লাইব্রেরীর চাঁদার পয়সা রয়েছে, তার থেকে একটা পয়সা নিলে কী হয়?

কিরণ বললে—তা হয় না রে। ও তো আমার নয়, ওকেই বলে ও-পয়সা ছুঁতে নেই না—। ও-পয়সার হাত দিতে পারবো না ভাই—লাইব্রেরীর পয়সা হচ্ছে পাঁচজনের পয়সা, ও আমি ছুঁতে পারবো না—

—[illegible] [illegible]?

জীবনে কোথাও কখন কোনও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] এক সময়ে অকূলে কূল পাওয়া যায়। [illegible] দীপঙ্করের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্করও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের লাইব্রেরীর [illegible] [illegible] [illegible]

—লাইব্রেরী? [illegible] লাইব্রেরী?

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বই আছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]—এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাইব্রেরী [illegible] এই [illegible] এই [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

—[illegible] [illegible] [illegible] তোমাদের লাইব্রেরী?

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

কিরণ এবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] এই যে আমাদের [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অন্ধকার হয়ে এসেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্করের [illegible] [illegible] এসেছে। বললে, দাদু, দাদু, তুমি? দীপু?

(ক্রমশ)

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, [illegible] উজ্জ্বলের অসাড়যুক্ত দাগ, মুখে, আঙ্গুলের বক্রতা ও [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন: ৬৭-২০০১, শাখা: ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)

## ধূসর

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

## [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

## [illegible] আরো এক বার

[illegible] চৌধুরী

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] সে [illegible] একবার [illegible]।

মিহি
মোলায়েম
সুগন্ধি
স্যাভলন্
বেবি পাউডার
—'হিবিটেন'যুক্ত
ভারতে
প্রস্তুতকারক
ও পরিবেশক
ICI
ইম্পিরিয়াল
কেমিক্যাল
ইনডাস্ট্রিজ
(ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট
লিঃ
কলিকাতা
বোম্বাই
মাদ্রাজ
নয়া দিল্লী
Savlon
BABY
POWDER
ICI

# মহাকবি গালিব ও মোতিবাঈ

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

আজও, শতবর্ষ পরে, এ'রা পড়ে গালিবের কবিতা, "তুমি কাঁদছো কেনো, কিসের এ-অশ্রু? গালিব না থাকলেও পৃথিবী যে চলে!"

লাহোরের পরিবাহিতা মেয়েটির নীলাভ চোখে আমার জন্য যেন ছোট্ট একটা প্রশ্ন, কেন্না, আপনে কভি গালিব পড়া?

যেন আরো প্রশ্ন তাঁর ছিল, কেন্না শায়রে আজমকী ইজ্জতে আপকী নৌটে হ্যায়?

স্বীকার করব তোমার কাছে, শায়রে-আজমের জন্য কখনও সত্যিই আমি অনুশোচনা করিনি যদিও তাঁর কবিতা বহুবার শুনেছি শতকণ্ঠে। শুনেছি আর ভেবেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের কবিসম্রাট কেন শুধু উর্দু-পাঠক পাঠিকার কাছেই অতিপরিচিত থেকে গেলেন, সমগ্র ভারতবাসীর কাছে কেন নয়?

যে মানুষটা তাঁর প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিলেন কবি, ছিলেন দার্শনিক, প্রেমিক ও স্বেচ্ছাচারী, উর্দু কবিতায় যাঁর সমকক্ষ আজও কেউ-ই নেই ভূভারতে তাঁকে আমরা আজ চিনি না কেন?

শেলী-কীটসের জহুরী আমাদের মধ্যে আজ অনেকেই, কিন্তু ভারতীয় মহাকবি গালিবের মনোরাজ্যে কেন নেই আমাদের প্রবেশাধিকার? জার্মান রুশী ফরাসী কবিদের অনুবাদ পড়ে আমরা সবেগে বহুকাল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছি, শায়রে আজম গালিবের উজ্জ্বল মনীষিতার কণিকামাত্রও কেন গ্রহণ করিনি?

তুমি বাংলার মাটিতে মানুষ; বাংলা দেশে থাকো, বাংলা সাহিত্যের রসগ্রহণ করো, এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমার চেয়েও তুমিই জানো ভালো, কিন্তু গালিবের সে-কথা জানো না আজ তাই তোমায় বলব।

কবি চণ্ডীদাস রামী ধোপানীর প্রেমে দেশ সমাজের বাইরে ছিলেন। তুমি যদিও স্বীকার করবে না, আমি নিঃসন্দেহ, চণ্ডীদাসের জীবনে যদি সুন্দরী যুবতী নারী রজকীর আবির্ভাব না ঘটত বাংলাদেশীর জীবনে তাঁর প্রতিভাদ্যুতির এ কাব্য হয়তো না জ্যোতি পড়ত। গালিবের জীবনেও এসেছিল এক নারী এবং সেই নারীই ছিল শুধুমাত্র একজন তরুণী-ডোমনী।

নিজামউদ্দিন মহল্লার পাড়াটা এই সেদিনও, দশ-বারো বছর আগে জনসাধারণের একটা ত্রাস মাত্র ছিল, সে গ্রামে সন্ধ্যার পর কেউ পথ বের হতেই দিতেন সাহস করত না—মকবরার মধ্যে তো রাতে কেউ প্রবেশ করতেও চাইত না। এসব আমিও দেখেছি।

মোগল বাদশাহ শাহ আলমের সময়ে নিজামউদ্দিন ছিল দিল্লির বাগিচা। আজ আবার প্রায় তাই হতে চলেছে। নিজামউদ্দিন এখন রাজধানীর অভিজাত একটা পাড়া। গালিবের পিতামহ ইরান থেকে মোগল দরবারে আসেন বাদশাহ শাহ আলমের সময়ে। প্রথম দিকে গালিব কবিতা লিখতেন ফার্সীতে। বয়স যখন ছিল তাঁর মাত্র তেরো বছর তখনই তাঁর বিয়ে হয় এবং সেই বিয়েতে স্ত্রীকে না তিনি কখনও ভালোবেসেছিলেন, না তাঁর সম্বন্ধে কখনও একটুকু উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন কোনোদিন।

ডোমনী নারী পরিবার ঐ বিশ্ববিদ্যা নারী আমার সমালোচনার পাত্রী নিশ্চয়ই কিন্তু তাকে নিয়ে আজও রচনা করেনি কেউ সামান্য একটি কবিতাও। ভালোবাসা দিয়েছে গালিবের যে সঙ্গিনী ছিল সুন্দরী কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান, গালিবের নিজ বংশের মত কেউই নেই—যদিও তাঁর আত্মীয়স্বজনের আজ অভাব নেই।

তোমাকে বলে রাখি, মির্জা আসাদউল্লা

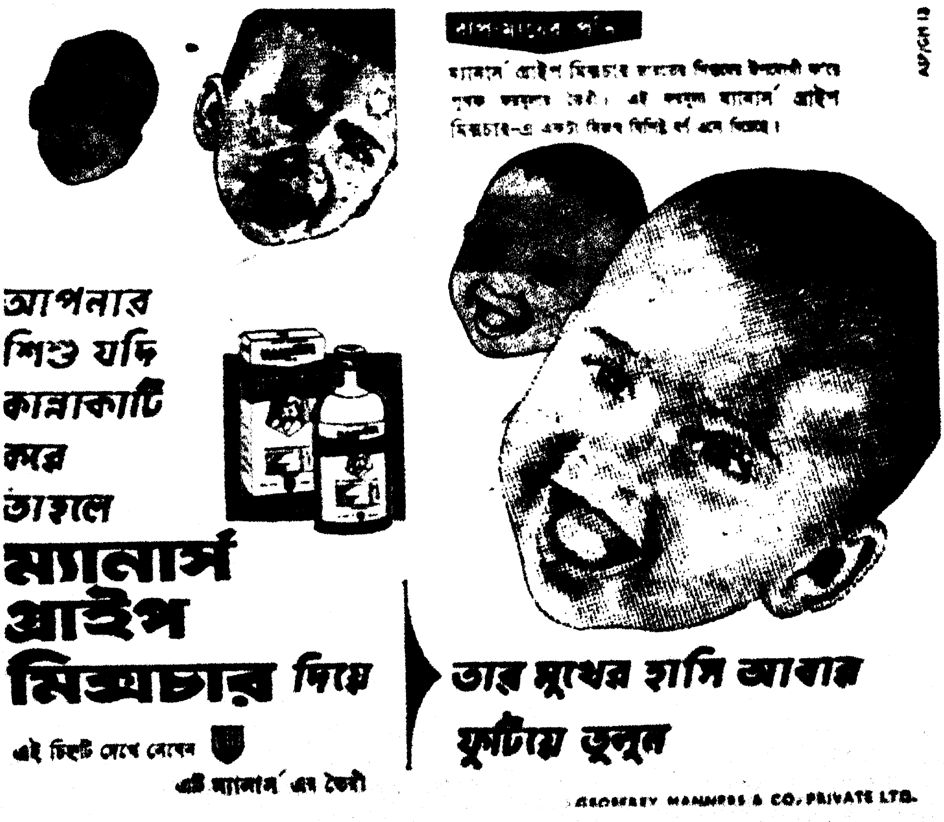

যাঁর ছিল শাকিলের আসল নাম। তিনি তখন ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখতেন।

তুমি আমার বয়স [illegible] তখন নিজামউদ্দিনের [illegible] শাকিলের প্রেমের [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

—শাকিল, তুমি কব-বী উঠেছ তো?

[illegible] একেবারে [illegible] ঝিলমিলী [illegible] তুমি [illegible]

[illegible] হবে না, সে [illegible] প্রেমিকা হবে।

—তবে?

—আমার বিবাহিতা স্ত্রী হবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible] বছর ঘুরে চলে যায়।

—শাকিল, তুমি কব-বী উঠেছ তো?

—হাঁ [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible]

—শাকিল, [illegible] তুমি [illegible] লিখেছ— তুমি এখন কবিতা কেন লেখো না?

—[illegible]

ফুল। কিন্তু সে-ফুলকে সে পারে না ভাষার রূপ দিতে। কবিতাই বুঝি তাঁর জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে।

উৎকণ্ঠিত মোতিবাঈ নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তবে, প্রেমের এ-কী পরিণতি? বৃহৎ একটি প্রতিভাকে এ-ভাবে নিবে যেতে সেই কি সাহায্য করবে? একদিন যাকে সে জাগিয়েছে, তুলেছে, এ-ভাবে তাকে তো সে মরতে দিতে পারে না।

মোতিবাঈয়ের ঘরে আবার নৃত্যের আসর বসে। সঙ্গীতের ঢেউ ছোটে। নূপুরের ঝঙ্কার আবার আসে ও-ঘর থেকে। মদের পেয়ালায় ও-ঘর ভরে যায়। প্রতীক্ষায় এক অসহ্য জ্বালায় গালিব জ্বলতে থাকে। তবু তাঁর মন নেই কবিতায়। গুনগুনে কণ্ঠে শুধু একটি সুর সে ভাঁজে যায় মায়—মোতি'

জীবনে যে-ছিল প্রেয়সী ও প্রেরণা আজ বুঝি সে চলে গেছে বহু দূরে। অনেক দূরে। কিন্তু কবিতা তবু নেই। তবু নেই

তাঁর শায়র।—কেবা শায়র আহা তো যায় কোথা লিখ্‌?

মোতিবেগমের বাড়িতে এখন নবাব [illegible] শহরজাদাদের ফুলপুরানো। নতুন কিংখাবের পর্দা ঘরের ঘরে। বাঁদীর ভিড়। গোলাপ জলের আনাগোনা। সু[illegible] সুন্দরী ও নর্তকীর দেশের দুরে যায় মোতির বাগানবাড়ি। গালিব যৌবন তার জীবন থেকে একেবারেই মুছে দিয়েছে। রাজধানী দিল্লিও যৌবন দেখায় দিয়েছে ছুটে। পরের ঘরে গালিবও দেখায় দুর। মোতিবেগম কি জানি কি ভেবে একদিন সুন্দর একটি সদ্যতরুণ পুরুষকে নিয়ে এলো গালিবের ঘরে। গালিবের সম্মুখেই সে নব পুরুষটির কণ্ঠলগ্না হয় মোতিবেগম। দেখায় দুর হয়েও দুর্দিন গালিব জ্ঞান হারাননি। বলে, কেন দিন দাঁড়ি যায় বন্ধু ন বন্ধুও।

কিন্তু কণ্ঠলগ্না মোতিবেগম হঠাৎ গালিবের দিকে। গালিবের কি তখন নিজের কাছেও স্মরণ নেই। কবিদের দেখায় হাতে সম্পর্কে কথাবে। কি এমন সেই প্রকাণ্ড রক্ত যা দিয়ে পারে গালিবকে নিজের সম্মুখে দাঁড় করানো যায়?

মোতিবেগম গালিবকে আঘাত দিয়ে দিয়ে নিজেই দুর্বল কাতরতর হয়। তবু হঠাৎ সমস্ত হয় সঙ্গী পুরুষটির মুখে নজরে সে দুর্ দেয়। নিজের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করে সেই সঙ্গী পুরুষটির মুখে সম্পূর্ণ-রূপে মুখ পড়ে না সে কখনও এ পুরুষ করেনি।

আমি একদিন গালিবের বাড়িতে গিয়েছিলাম। গালিবের বাড়িটা দিল্লির এমন একটা সিকটে পুরোনোপাড়ার গলিতে যেখানে তোমার ঐ ছোট্ট গাড়িটাও কিছুতেই ঢুকবে না। আর সঙ্গী বলছে কি, আমার মনেও হয় না সেখানে কোনও দিন ঢুকি সবে। আমি গিয়েছিলাম দেখার ভুলে। দেখার লোক-জনদের কথাবার্তা দিলাম দেখার দুর্দিনে। গিয়েছিলাম আর হতবাক হয়েছিলাম।

বিখ্যাতনামা কবিটার নাম নবাবদিল্লির অনেকেই শোনেনি। পুরোনো দিল্লির ওই হল একটা অতি সঙ্কীর্ণ ও জরাজীর্ণ গলি। চলচ্চিত্র আমাদের অনুকূল। মোগল-সম্রাটদের আমলেও এ-গলির যে কোনও আভিজাত্য ছিল এমনও মনে করবার কোনও কারণ এখনও আমার ঘটেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গালিবের বাড়িটা সত্যিই আমি যেদিন আবিষ্কার করলাম অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলাম মোতি-বেগমের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে ঢুকেই কেন গালিব লিখলেন কেউই [illegible] হায়, বস্তুকে দেখতে ধর যায় আহা!—কী বিষম অন্ধ-

কূপে! আমি একটা কল্পনা দেখলাম আর ভাবলাম আমার বাড়ির কথা!

গালিবের বাড়ির একদিকে এখন একজন কাঠের কারবারীর গুদাম। অন্যের বাবুগলাটা ব্যবহার করা হয় বড় বড় চালান দেওয়ার বস্তু তৈরীর জন্য। বাকি বাড়িটা দেখে মনে হল যেন একটা ভুতুড়ে কান্ডকারখানা। আরো ভিতরের অলিন্দায়, মহাকবি গালিব একদিন যেখানে বসে কবিতা লিখতেন, সেখানে দুটো পাখির খাঁচা। তিন কাঠের খাটিয়া পড়ে টিয়াপাখি দুটোও যেন কোনও আপত্তি আর আর নেই। তবুও একটি ছেলে অলিন্দায় বসে দিন কাটাচ্ছিল। সে আমায় বলল—দুটি বছর আগে এই বাড়িতেই আমি জন্মেছিলাম। আমার বড় ভাইয়েরও জন্ম এই বাড়িতে। না, আমরা আত্মীয়-স্বজন গালিবের কেউও আত্মীয় নই। আমরা বাড়িওয়ালার ভাড়াটে।

দুর্দিনের ডাকবাক্স। [illegible] বসে পড়ছে। রেলগাড়ির ইট খসে পড়ছে। গালিবের পর কখনও যে এ-বাড়ি মেরামত করা হয়েছে বা চুনকাম হয়েছে এমন সম্ভব দেখে এতটুকু অবকাশ নেই। সুতরাং অত

বাড়ি। মনে মনে ভাবলাম, গালিবেরই এক আত্মীয় হো ভার স্বাধীন ভারতের আমলে মন্ত্রী। আর একজনের বাসায় খাস চলছে লন্ডনে। অন্য আর একজন ভারত সরকারের সেনাবিভাগে উচ্চ-কর্মচারী। তবে কেন মহাকবি গালিবের বাড়ির এ-দুর্দশা?

ভাবনার শেষ নেই। শুনতে শুনতে গালিবের বাড়ির জন্য আর একটি অন্যে গেলাম। এখানেও চাপ্যচোরা সব ঘর। দুদিকে মসজিদ আছে বাম তাকিয়ার হেলান দিয়ে বসেছিলেন। চল্লিশের কোঠায় অন্তরঙ্গ বললেন, গালিবের বড় ছেলে বলে তাঁর আমার বাবার দেখা সাক্ষাৎ। মুখের উটচলন বেটা আপনি দেখলেন, সেটি আমার ঠাকুরদার সময়ে ছিল মোক্তার অনুরোধে। উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি আমার গালিবের বাড়ির একাংশ আমরা পেয়েছি। আমার প্রপিতামহ গালিব মরবার পর যখন বড় আর বিশ বছর আগে, গালিবের মৃত্যুও তেইশ বছর আগে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভিত বেচেছেন মধ্যে গালিবের বাড়িটা ভাগবাটোয়ারা হয়। বাড়িটার

হোমিওপ্যাথিক

# পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র কলকাতায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার [illegible] হোমিওপ্যাথিক [illegible] এবং [illegible] [illegible] প্রভৃতি বহু [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] রোগের ইতিহাস, [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা করা হইয়াছে। [illegible] সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ ন প আনা।

এম. ভট্টাচার্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

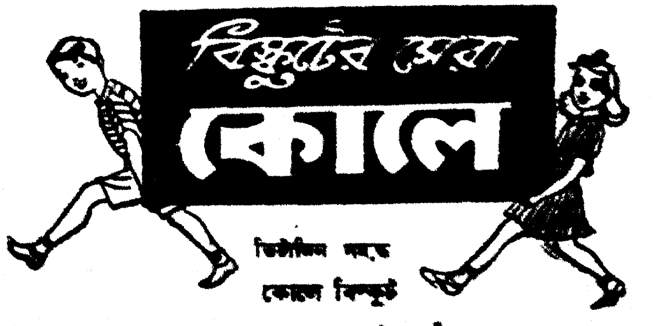


স্বাদে ও গুণে......আদর্শ [illegible]।

একাদের মালিক আজ পাকিস্তানে। সে-অংশটি ইজারাভুক্ত প্রপার্টি নম্বর ১১০৮, ব্লক নম্বর ৬। তেরো বছর আগে এ-বাড়ির একটা অংশ একেবারে ভেঙেপে [illegible] হয়ে গিয়েছে।

বল্লিমারান গলি দিয়ে চলেছি। আঁকাবাঁকা এবড়োখেবড়ো গলি। ছোট ছোট দোকান। চাঁদনী চক এখান থেকে হেঁটে দশ মিনিটের পথ। সোজাসুজি পড়লেন এক বৃদ্ধকে দেখলাম তামাকের দোকানে বসে গড়গড়া টানছেন। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—তাম্বাকু চাহিয়ে বাবুসাহেব, মোতি-হারি না তাম্বাকু?

—মোতিহারির তামাক চাই না, কিন্তু বুড়োবাবা, তুমি আমাকে পুরোনো দিনের এক মোতিবাঈ-এর খবর দিতে পারো?

অনিমেষ নয়নে বৃদ্ধ আমার দিকে তাকালেন। আমি নবাগিন্তির জীব। এদের মেজাজের আমি কি বুঝি, কি চিনি? এদের সেই পুরোনো দিনের ঐতিহ্যময় মেজাজকে যে আমি কোনও দিনও চিনতে চাই নি! এঁদের মনোজগতে অন্দর কুঠুরি: ওখা আমাদের চোখ হয়, হায় ফসিল! বললেন, কোন মোতিবাঈ?

—গালিবের মোতিবাঈ।

বৃদ্ধের বয়স আশির কম তো নিশ্চয়ই নয়। বেশীই হওয়া সম্ভব। নাম শমসাদ খান। তামাকের দোকান করছেন ষাট বছর। তাঁর আগে এই দোকান করতেন পঞ্চাশ বছর এঁর বাবা। ঠাকুর্দা বসেছেন পঞ্চাশ বছর: তারও আগে বসেছেন ঠাকুর্দারও বাবা, তার আগে—

—তার আগের খবরের প্রয়োজন নেই, বুড়োবাবা। বুঝতে পারছি, তুমি কখনও গালিবকে দেখনি, কিন্তু—

—হায় রে, কিন্তু কি? আরে-আবরু গালিবকে আমি দেখিনি মানে? আমার যখন বয়স তিন তখনই তো গালিবচাচা কবরে বসল।

চুরানব্বই বছরের বৃদ্ধের সামনে আজ আমি বসে। কি সুন্দর তাঁর চেহারা! হাতের পেশীগুলো এখনও মজবুত। দিল্লি এসো, তোমাকে আমি এই বৃদ্ধের কাছে নিয়ে যাবো।

'কিন্তু' বলে আমি থেমে গিয়েছিলাম, এবার বললাম—কিন্তু গালিবের কথা কি আমায় বলবে? মোতিবাঈ এর খবর?

চুরানব্বই বছরের বৃদ্ধ এবার যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায়। তাঁর চোখ দুটো অবশ্য লাল। ভারী সুন্দর চোখ। [illegible] মতন মাথা নাড়িয়ে তাঁর ধবল দাড়ি প্রায় ঢেকে দিয়েছে। বৃদ্ধ একদিন যে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই একটুকু।

—মোতিবাঈকা খবরসে কেয়া কামকাজ বেটা?

বৃদ্ধ আমাকেই প্রশ্ন করলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর এক গাল মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, গালিব আউর মেরা ওস্তাদ সাহাব দোস্ত থে। বে দিল-দোস্ত থে।

বৃদ্ধ আবার যেন কোন মায়ালোকে প্রবেশ করে তাঁর গড়গড়ায় টান দিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গলিতে নেমে আসছে। দেখতে পাই একটি মহিলা পানের [illegible] ঢুকল। টুং টুং করে [illegible] একটা রিকশা চলেছে। [illegible] পরিচিতের চোখ [illegible] দেখতে পাচ্ছি না। [illegible] না। পাশের [illegible] মেহদীর [illegible] নকশা। নীল রঙের চাঁদোয়া। সামনের জেলেবি-ওয়ালার দোকানে জিলিপী ভাজা হয়ে যাচ্ছে। এ-দিকের বাড়িটার দোতলায় জানলা গলিয়ে কে যেন এক চোখা মানুষের আদি [illegible] পড়ে।

—মোতিবাঈ সাহেবকে ঠিক [illegible] যে [illegible] খাঁ।

অবাক হলাম। ধনী মোতিবাঈ কবে আবার এই এঁদো গলিতে এসে বাসা বাঁধলো?

—মোতিবাঈ ঠিক মকান যে মহম্মদ খাঁ, বলে বৃদ্ধ গলির কোণের ছোট্ট একটা জীর্ণ বাড়ি দেখিয়ে দিলেন। আবার তিনি তাঁর হুঁকোর জরি-জড়ানো লম্বা নলটায় টান দিলেন। সন্ধ্যা গাঢ়তর হতে চলল। বৃদ্ধ আমার জন্য এক কাপ চা আনালেন, রুপালী তবক-জড়ানো পানের খিলিও। রাত এগিয়ে চলল। গলিটা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রিকশার টুং টাং নেই। নেই ঘোড়াওয়ালাদের চিৎকার। [illegible] ঝিম ঝিম করছে। দুটো ভিখারী জড়াজড়ি হয়ে একটা বাড়ির উপর শুয়ে [illegible] চাদর মুড়ি দিয়ে। বৃদ্ধকে তাঁর গদির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি চাঁদনী-চকের দিকে চললাম। গালিবের সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চাঁদনী চক। [illegible] চাঁদনী-চক। [illegible] [illegible] [illegible]।

'এনাসিন'
মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User: GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

রঙ-বেরঙের আলোর মালার' বিজ্ঞাপন। মায়াকাননী উদ্যান। দূরে লাল-নেকা। আরো দূরে নদী।

মোতিবরাইর বাগানবাড়ি থেকে শেষ বিদায় নিয়ে কবি ফিরেছিলেন বন্দরের জেটিতেই জলে নিজেকে শেষ করতে। কিন্তু [illegible] কুয়াশা [illegible] যোয়া [illegible] যুরোয়া হরেকো কোনো যে, [illegible] কাহা কোয়া।'

কবি শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে গেলেন। মোতিবরাইর বন্দুকে হাতে কবিতা কল্পনা-[illegible] নিজেকে নিয়োগে মগ্ন দিলেন। দিন নেই, রাত নেই, নিরবচ্ছিন্ন [illegible] সাধনা চলল অসীমের সন্ধান [illegible] এলো সংগীত, এলো কবিতা, এলো [illegible] সংকলোঁদীর, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] রচনা [illegible] সেরা কবি, [illegible]—কবিকন্ঠী।

[illegible]

যে মোতিবরাই গালিবকে [illegible] [illegible] সেই মোতিবরাই যে [illegible] [illegible] গালিবের [illegible] [illegible] সেই মোতিবরাই যে গালিবের জনাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মরণের সময়েই বছরের পর বছর কাটিয়েছে [illegible] [illegible] একবার [illegible] [illegible] একথা [illegible] কবিকের জন্য জানতে পারেন কি।

টুং-লাইনটার উপসাগর নেই। সুবাদ হাওয়া। চৌবনী-চকেও ভিড় কমে আসে। শেষ [illegible] কথা এখনও আমার কানে ভেসে আসে—যেটা মোতিবরাই ছিল সেই ভাবের মেয়ে যাঁরা [illegible] অনেক [illegible] করে গেছেন, যাঁদের প্রেম নিছক [illegible] [illegible] প্রেমই নয়, যাঁরা [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে গেছে [illegible] [illegible] জন্য। আজো তাকে যেন মোতিবরাই তাঁর গালিবকে দূরে রাখতে পেরেছিল কারণ তাঁর প্রেম কামনার বাইরের জগতে বসবাস হতে পারেনি।

[illegible] বসে চললেন, একদিনের একটা গল্প বলি শোনো। মোতিবরাইর তখন দুঃসময় চলছে। [illegible] উপর তাঁর [illegible] কাজ করে তখন কেমও বছরে তাঁর পেট চলেছে। তখনও সে ছিল [illegible] শরীর মনে অপরূপ, যৌবনের [illegible] তখনও তাঁর [illegible]। [illegible] সুন্দরী মোতিবরাই [illegible] কখনও ছিল না। ছিল সে অসাধারণ শিল্পী, সেকালের [illegible] ও অপূর্ব এক নর্তকী। সে ছিল গালিব-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী এক নারী, [illegible]। [illegible] [illegible] সে বহু [illegible] [illegible] [illegible] সে বরণ করে।

[illegible] কথা তখনও [illegible]—আমার [illegible] একটিবার মোতিবরাইকে শুনেছেন, বলেন, একবার তুমি তোমার গালিবকে ডাকো। সে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে। [illegible] কি অবাক [illegible] শুনেছে যেটা? [illegible] হয়ে গেছি বলেছিল, মোতিবরাই গালিবকে ডাকলে সে ফিরে আসবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাইজন্যে, আমি যে গালিবকে আমার সমস্ত বুক দিয়ে চাই, সে-গালিবকে নিয়ে আমার [illegible]—এবং [illegible] [illegible]—একদিন [illegible] আমি [illegible] [illegible] সে গালিব হবে [illegible] [illegible] সেই [illegible] কবি গালিব। সেই [illegible] কবি [illegible] যে আমার বুকের একটা নিজের হাতে [illegible] আমার [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];


## কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ৫.০০ ॥ [illegible] [illegible] ॥ কলিকাতা—১ ॥

হয়তো নিছক এক জীব-জন্তু হ'ত! তাঁর চাহ্‌তা হ'ত, কি পৃথিবী-র বৈঠকে লেখ' ছুঁড়ে হ'তেন!!

মোহিতই পৃথিবীর বড় প্রাণের কবিকে ভালবেসেছিল। বড়লোক কবিকে কখনও না। নয় শহরে-ভদ্র প্রাণীদের। কিন্তু সে সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিল তাঁর ভালবাসার প্রতিদান হোক মহাকবি, কবি-সম্রাট; হোক তাঁর পবিত্র রাজ্য হিন্দু-স্থানে। কিন্তু, না। সে নিজে দূরেই থাকবে; মহাকবির প্রতিভাকে জড়ের স্পর্শে আসতে দেবে না। তাঁকে ছোট হতে দেবে না, যদিও তাঁর বলেছিল, হে আমার প্রিয়, তুমিই আমার কবিতা। আমি মন্দির চাই না, চাই না স্বর্গ। আমি তো সামান্য একজন ভিখারী। ভিক্ষা চাই, আমি যেন পৃথিবীর মধ্যেই তোমার সৌন্দর্যবাদ গান করি। এসো, এসো ফিরে।

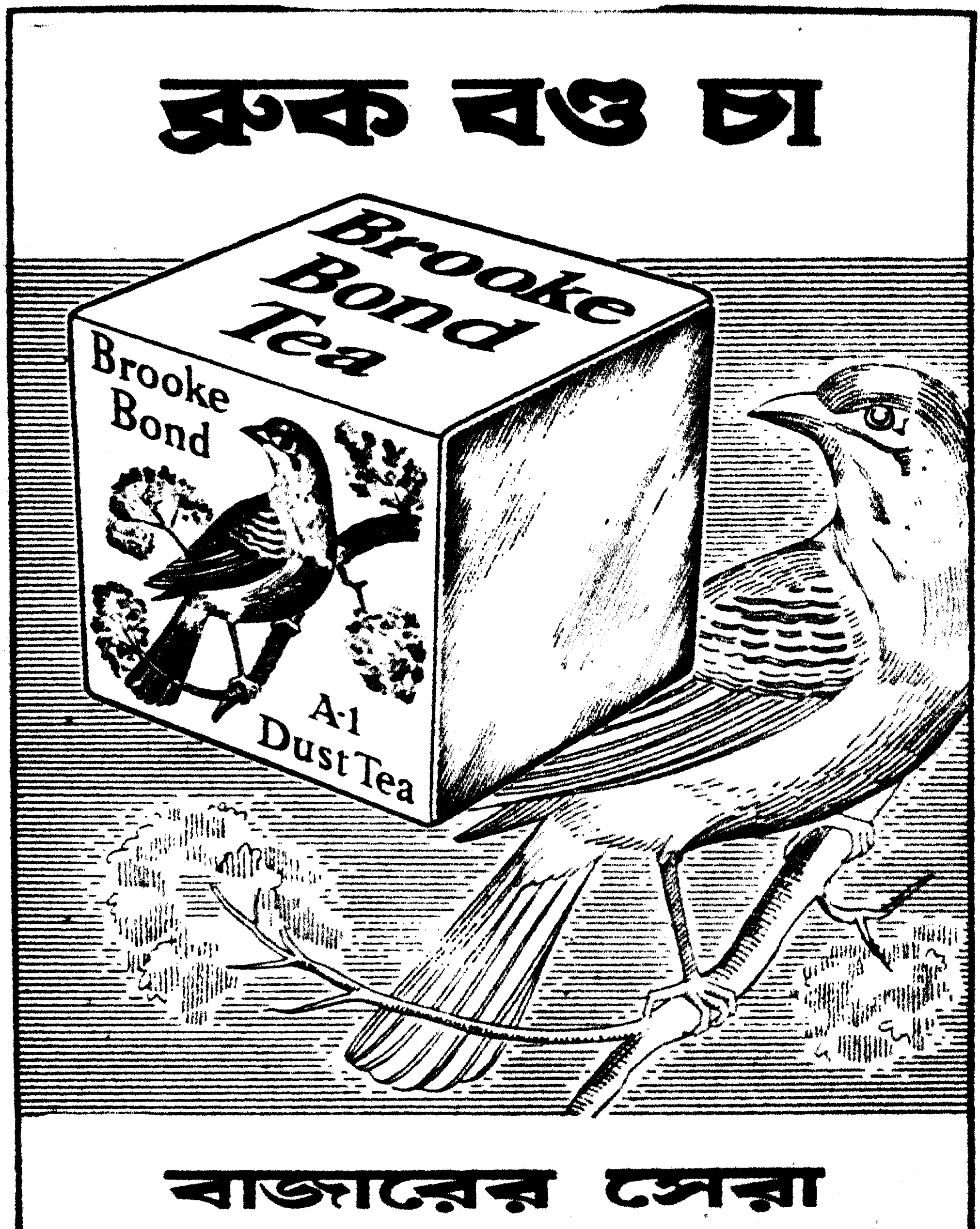

# প্রথম কদম ফুল

**অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত**

২৮

কাগজের টুকরোয় প্রথমে নাম লিখল: কার্তিক মিত্র। পরে ভাবল, চিনতে তো পারবেই, তবে আর দুজন কেন? মিত্র ছেড়ে দশ, বলল। না, দুজন কোথায়? কুমারী নামে চাকরি করতে গেছে এ যে ঘর-বাইরে সকলের জানা। এ পর্যন্ত সব সময়েই [illegible] ঐ কুমারী নামে। যে চাকরিটা পেয়েছে তাও দিয়ে এসেছে হয়তো ঐ নামে। এখন ছেড়েও দিচ্ছে, সুতরাং দিতে হয় দিক সেটাই দিতে হবে। তাই অন্য দশ, জেটা মিত্র করল।

কী হবে শাড়ীচুড়ি দিয়ে সেজে কাগজটা। নতুন অবস্থাটা লিখল দিয়ে শাঁখসিঁদুর আজকে লিখছে: কার্তিক মিত্র।

শাঁখসিঁদুর সেজেগুজেই সুন্দর—সুন্দর।

অন্তরালে দিয়ে লিখল অতুল্য স্থিরচিত্তে।

কিরণ তোর সামনে প্রথমটা বলছে হবে গেল। চাঁদের-চাঁদের জোনাকি। হয়, যেমন আসবে হয়ে ঢোকবার দরজা দেখবে মহাপরাক্রমী পুরুষ—যার আসলে কার্তিক-কুমার বা কার্তিকচন্দ্র মিত্র। তাই দেখবার জন্য নারে বাঁকিয়ে করে এসেছে।

তবু একবার সন্দেহ জিজ্ঞাসা করলে পরেশবাবু, কে?

'একজন ভদ্রমহিলা।'

নিজের মনে নিজেই অনেক দূর ভাবলেন। এ অবস্থায় কে কবে শুনেছে।

শুনেছেই বা দোষ কী। হলেন কি কোনো অংশেই অবজ্ঞার না। তার কি বয়স নেই না সামর্থ্য নেই? সে কি কুরূপ বা বিকলাঙ্গ? তার কি নিষ্ঠার অভাব না কি নিষ্ঠুরতাপের? না কি সে কারু উপকারেই আসতে পারে না?

না, তবু, অহঙ্কার করা ভালো নয়। ধীর-স্থির থাকা ভালো। নম্র হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকা ভালো।

উদ্বেগে-উল্লাসে থেকো না। যা আপনা থেকে আসে আসতে দাও।

পরেশবাবুকে বললে, ডাকো।

তরল-টলটল চোখে হাসি-হাসি মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকল কার্তিক। কোনো কথা না বলে দুটি হাত জোড় করে নমস্কার করলে।

কী আশ্চর্য! অতি কি মাস-খানেক পোশ-পরী মুখখানি করে রেখেছে? অতি চমৎকার, দেখ না যে। কোথাকার যে অজানা-অচেনা।

কী আশ্চর্য! [illegible] চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল বলেন: আপনি কোথা থেকে?

বলেই বুঝল এ একেবারে অবান্তর প্রশ্ন। বিস্ময়ে উত্তর তাই পাওয়া যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। যেমন দেখেই অসুখে, কিন্তু আসতে হবে না। এসেছে ত, এটাই বড় কথা। এর বড় কথা।

নিজেকে যেন [illegible] মিল রয়েছে। [illegible]

কার্তিক বলল।

বসে দাঁড়িয়েই থাকবে। বসুন, অনেকক্ষণ [illegible] বসে কিছু না—'

দাঁড়িয়েই রইল। মনে থাকবার কথা নয়। [illegible] দিয়ে অনেক—'

কিন্তু হাত দিয়ে দেখ—[illegible] গিন্নি-গিন্নি [illegible] এল না বললেন। পরে এখন—[illegible] এই প্রথম নয়, আরো অনেকবার হয়েছে। সেসবই কথা ছিল, [illegible] কিন্তু [illegible] হয়েছে [illegible] তাই [illegible] বলছে। [illegible]

কিন্তু কথাই সব নয়। অনেকখানিও কিছু।

দাঁড়িয়ে থেকেই সরকার দিকে একবার তাকাল [illegible] বললে, আপনার আর কেউ আছে? না, একা?


উপহারের অনবদ্য গ্রন্থ

কবি নজরুল ইসলামের

## রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম

[illegible]

মূল্য ১০, টাকা মাত্র

স্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স

[illegible] কলিকাতা-১২



উল্লেখযোগ্য সাহিত্য

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতম গ্রন্থ — **কবি ও অ-কবি** — তিন টাকা চার আনা

[illegible] মিত্রের সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত — **রক্তকমল** — তিন টাকা

আশাপূর্ণা দেবীর অনন্যসাধারণ সুবৃহৎ উপন্যাস — **নেপথ্য নায়িকা** — পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান: মিত্র ও ঘোষ: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

এ আবার কী প্রশ্ন! একা না লোকা [illegible] থেকেই তো পাচ্ছ চোখের উপর। যা এখনো দেখা যাচ্ছে না যা যা নেপথ্যে আছে, তার জন্যে ভাবনা কেন?

'একা।' গম্ভীর হয়ে কার্তিক বললে।

সত্যি, কী রকম অদ্ভুত তাকে দেখাচ্ছে! বাঁ হাতে সেই ঘড়িটা ছাড়া আর কোনো তার অলঙ্করণ নেই। কপাল তো শূন্যই, সিঁথিটাও সাদা। রক্তিম আতঙ্কের ক্ষীণ একটু আভাসও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেদিন, [illegible] মনে করতে পারছে, মাথায় খোলা খোঁপা ছিল, আর আজ পিঠে লম্বা বেণী। সেদিনের তুলনায় আজকের শাড়িটা অনেক বেশি এলোমেলো। চলা-বলা অনেক বেশি স্বাধীন।

কী ব্যাপার? বুকে ঠেলে প্রশ্ন এল [illegible]: 'সুকান্ত কেমন আছে?'

আহা, কী প্রাণ জুড়োনো প্রশ্ন! সুকান্ত তোমার কলেজের বন্ধু, তার মঙ্গল সংবাদ না পেলে তোমার ঘুম আসে না, রুচি হয় না আহারে! সে বেঁচে থাকলে তোমার কষ্ট লাভ, মরে গেলে তোমারই বড় ক্ষতি! এখন [illegible] কোনো কাজ পেয়েছে। তিনি ভালো আছেন। আমরা সকলেই খুব ভাল আছি। জেনো।

'জানি না।' চোখ নামাল কার্তিক।

হাঁ, কেমন কিছু [illegible] নয়। [illegible] কে প্রথমে [illegible] না। [illegible] ভয় করে না। [illegible] চোখে জল আনবে। আপনি তার কলেজের বন্ধু ছিলেন—[illegible] কথা।

'তবে?' কৌতূহলের [illegible] শেষ [illegible]?

'আমি কুমারী সেজেছি।' [illegible] কার্তিক হাসল।

[illegible] প্রশ্ন করো না। [illegible] কেন কুমারী সেজেছ [illegible]। শুধু দেখ। দেখে যাও।

[illegible]

এ তো [illegible] কথা। [illegible]

এই [illegible] কিসের।

[illegible] সমস্ত কুমারীই [illegible]— [illegible] কিন্তু [illegible] কুমারী [illegible] সুকান্তর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, বিচ্ছেদ না হলেও সম্পর্ক [illegible]। অর্থাৎ [illegible] যে মূল্য সুকান্তকে দিয়েছিল সে মূল্য থেকে সে নেমে এসেছে। তার মানেই সুকান্ত খেলো হয়ে গিয়েছে, চড় খেয়েছে গালের উপর। মনের কথা বাইরের লোক আর কী করে জানবে, কিন্তু এক [illegible] বন্ধুর, প্রতিযোগী বন্ধুর হার হয়েছে জীবনে এ নিশ্চয়ই একটা উপভোগের জিনিস। [illegible] তো শুধু [illegible] কিছু মনের [illegible] ছোট-ছোট খাওয়া।

তবু চোখ-কানে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে মহেশ। কুমারী সেজেছে মানে স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহচ্ছেদের মামলা রুজু করেছে? না কি আপোসে ছাড়াছাড়ি? একত্র বসবাস নেই তার হয় যদি? এখন তা হলে কোথায় আছে? ঠিকানা?

নতুন....অপূর্ব্ব....সুস্বাদু

ভ্যারাইটি কাষ্টার্ড পাউডারস্

ব্রাউন এ্যাণ্ড পলসনের তৈরী

একই প্যাকেটে—ছয়টি রুচির গন্ধ ও রং পাবেন। এক মিনিটেই তৈরী, [illegible] ব্রাউন এ্যাণ্ড পলসনের কাষ্টার্ড আপনি পুডিং ও অন্যান্য মিষ্টির সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন। যে কোন তাজা বা টিনের ফলের সঙ্গেও খেতে সুস্বাদু।

বিনামূল্যে [illegible] ... বাংলা ভাষায় [illegible] প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাবার জন্য এই কুপনটি ভরে দিন। যেগুলি দরকার নেই সেই ভাষাগুলি বাদ দিন।

অরেঞ্জ . বেনানা
ষ্ট্রবেরী . লেমন
রসবেরী . ভ্যানিলা

[illegible]
শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী
ঠিকানা

ডিপার্টমেন্ট DSH—17.
কর্ণ প্রোডাক্টস
(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
পোষ্ট বক্স ৯৯৪, বোম্বাই ১।

ভারতের এজেন্ট-প্যারী এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

পাগল! যে সত্য যে তত্ত্ব সে উদ্‌ঘাটিত হয় না। সেখো শিল্পীও। হয়েছে জ্ঞান সন্ধানে পৌঁছতে বেশ দূরে অজ্ঞান প্রশান্তি জাগে। নিজের বাইরে যায় না সর্বোত্তমের সন্ধ্যে দেখ, সহানুভূতি জানায়। যে ঘরে মেয়েরা থাকেও, সে মেয়েরা থাকেও। [illegible] বলা দুঃখের কথা, প্রতিবাদও করে না; বরং সাহায্য করে। তাদেরও কয়ে [illegible] করে। এখন [illegible] [illegible] কেউ চেষ্টা করতে পারবে না।

হুঁ, তবে কিছু [illegible], নিজেরাই [illegible] জানলো উদিত উদয় করে রাখি রাখেন।

[illegible] নিজেই বললেন, [illegible] একটি উঠতে দিলেন। কুমারী [illegible] চাকরি করতে [illegible]—

[illegible] চাকরি করছেন?

[illegible] একটা [illegible] লাগছে [illegible]।

[illegible] উপর [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ছেড়ে উঠল।

হয়ে কার্তিকও লক্ষ করে হেসে ওঠার সুবিধে হল। বললে, চাকরির বাজারে বেরিয়ে দেখলাম কুমারীর বাজারদরটাই ভালো কাটে।

'তাই বুঝি?' যেন কিছুই জানে না। এমনি অনাড়ি-আনাড়ি মুখ করে বলেন।

কেন আপনারও তাই মনে হয় না?

না, না, নিশ্চয়। কুমারী অনেক কুলীন, অনেক আদাবুক। দেখছেন না কুমারীকেই লোকে পুজো করে, সধবা-বিধবাকে করে না। এবার হো-হো করে হাসতে পারল বরেন: বর্তদিন কুমারী আছেন ততদিনই ভবিষ্যৎ আছে, প্রয়োজন আছে।

করেন কী! বরং এক্ষেত্রে, বড়ো বয়স পর্যন্তও বাপের বিয়ে হয়নি তাদেরও ভবিষ্যৎ আছে?

তারা আর কুমারী কোথায়? তারা [illegible]।

দুজনে একবার খুব হেসে হাসতে পাচ্ছেন।

কিন্তু হাসির মধ্যেই চুপ করে বসলেন [illegible] হাসির ব্যাপার তো নয়। আসলে এই কুমারীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুমারী [illegible]।

[illegible] সাজতে সাজতে নাও। [illegible] [illegible] কী [illegible] [illegible]।

আর যে সাহায্য চায়, বাঁচ চায়, সাহায্য করে।

কুমারী থেকে দূরে কোথাও পালানো সুযোগ করবে। বরেন [illegible] করল।

এক কাজের সেক্রেটারি। [illegible] [illegible] সেক্রেটারির চাকরি। [illegible] চাকরি। [illegible]—

করবেন না?

না, [illegible] [illegible] [illegible] কেমন [illegible]—

কে [illegible] কী করছে কী [illegible] কিছুই [illegible] চাইল না বরেন। চুপ করে রইল। [illegible] চুপ করে থাকলে বাকি কথাটুকু কার্তিকই বলবে নিশ্চয় জেনে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বরেন [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] হাসতে

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স

৩১—[illegible]
[illegible] রোড, কলিকাতা-[illegible]

আত্মীয়তা ও মিত্রতা স্মরণীয় রাখতে
বিবিধ প্রকার রেশমী বস্ত্রের বিপুল
আয়োজনসহ আপনাদের সেবায় নিযুক্ত—
রামগোপাল গোরামল
[illegible] [illegible] [illegible], কলিকাতা—৭
ফোন নং—[illegible]
[illegible] ও [illegible]
[illegible]

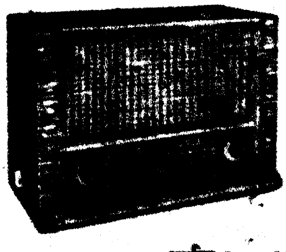
[illegible] রেডিও [illegible] [illegible] এণ্ড [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রেডিও ও [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] থাকি।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোর্স
[illegible], কলিকাতা-১৩। ফোন: ২৪-৬৭১৩

ভাকাজি ঃ 'আরে বলে কিনা, ছুটির পর ট্রাম-বাসের দিকে যাবেন না আমি তো ওদিকেই থাকি, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দিতে পারব।' হঠাৎ মুখ-চোখ গম্ভীর করল, 'দেখুন দেখি কী কারবার!'

'আচ্ছা। ভালবাব।' মুখে তাই বললেও বললেন কিন্তু অন্তরে বললেন শিল্পী, তুই যে ওকে খেতে ডাকছিস ও খিদে পেয়েছে কিনা খবর না করেই। আগে ওর একটা খিদে-খিদে ভাব করে তোল, তারপরে খেতে ডাক। আগে থেকেই তুই ওকে লিফট দিতে চাচ্ছিস কোন সাহসে? গাড়ি কি তোর একারই আছে, না তোর গাড়িতেই শুধু ওদিকে যায়? তুই গায়ে পড়ে বলতে যাস কেন? ওকে দিয়ে বলা, স্যার, আপনার গাড়িতে একটা লিফট দেবেন, আপনি তো ওদিকেই যাচ্ছেন। যাতে বলে, তেমনি একটা অবস্থা সৃষ্টি কর। যদি তাও না পারিস ধৈর্য ধরে বসে থাক। কখন একটা মিছিল বের হয় ও অক্লেশে। পরে, হয় হামলাবাজি। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়।

---


## ঐতিহ্যের সূচনা

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে জামশেদপুরের জঙ্গলে যখন ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠছিল সে সময় আশ্চর্যের সাতাশি বছর বয়সী সর্দার প্রতাপ সিং তুফানী সেখানে রেল এবং বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম জুড়বার কাজে লেগেছিলেন।

প্রতাপ সিং-এর ছেলে জওলা সিং কাজ করতে এসেছেন সেই ইস্পাত কারখানাতেই যা গড়ে তোলবার কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁর বাবা। পরিশ্রম ও কারিগরি-নৈপুণ্য দিয়ে লোকিং সিটি ক্রেন-এর উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি যে পরামর্শ দিলেন তার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি পুরস্কার পেলেন আর মার্কিন ক্রেন-নির্মাতাদের কাছ থেকে পেলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা।

জওলা সিং-এর ছেলে হরি সিং অল্প বয়স থেকেই এই পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছেন। এই তরুণ ইলেকট্রিশিয়ান টাটা স্টীল-এর মেরামতের কর্মী। সম্প্রতি ক্রেন মেরামত পদ্ধতি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে জাপানে পাঠানো হয়েছিল।

এইভাবে জামশেদপুরে কর্মকুশলতার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। শিল্প সেখানে অধিবাসীদের উপায় মাত্র নয় জীবন যাপনেরই একটি অঙ্গ।

## জামশেদপুর

ইস্পাতনগরী

The Tata Iron and Steel Company Limited

"আসুন ঠিক করিনি?" চোখ তুলল কাবলি।

"একদম ঠিক।"

"আই, এমন, আপনার কাছে এসেছি—" আঙুল দিয়ে টেবিলের প্রান্তে রেখা টানতে লাগল কাবলি।

"তোমাকে কাজে আই ডু নট ইউ—আপনার জন্য কী করতে পারি একবার ভেবে দেখুন মন চাইল না। সিগারেটের প্যাকেট আমার হাতে [illegible] বললেন, "বলুন, কী করব?"

"আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন?"

"একটা?" [illegible]

[illegible]

"[illegible] দরকার নেই।"

"[illegible] কী করে?"

"এর [illegible] কী? চাকরি [illegible] আপনার বাড়িতে চিঠি যাবে।"

"না, না, চিঠি নয়, বাড়িতে নয়। [illegible] ঠিক করলাম। আমি এখন থেকে আপনার কাছ থেকে খবর নেব। [illegible] কত দিন পরে—"

[illegible] নিশ্চিন্ত হয়ে [illegible] অনবরতই বিবর্ণিত পাঁজরে, এখন

অনেক [illegible] হবে। [illegible] এখানে, আমার [illegible] চাকরি [illegible] না যে তোকে জানাতে হবে। না, কী [illegible] কেন চাকরি করতে আসে, তোর [illegible] কিনা জানতে হবে তোর থেকে। আমার কী মাথাব্যথা! আমার কাছে চাকরির [illegible] একটা [illegible] দিয়ে দিয়েছি। [illegible]

[illegible]

[illegible] "আমার বাড়িতে?" [illegible] একটু, [illegible]


(শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত)

শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, তাৎপর্য [illegible] ব্যাখ্যা। ৫৲ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও গীতার [illegible] আলোচনা। ৪৷৷০ টাকা।

ভারত-আত্মার বাণী

উপনিষদের যুগ হইতে [illegible] বাণীর ধারাবাহিক আলোচনা। ৫৲ টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

[illegible]

প্রাক্তন ৪৷৷০

[illegible]

ছাউনি ১৷৷০

[illegible]

[illegible] ৪৷৷০

[illegible] ২৲

[illegible] বসু ৫৲

[illegible] ৪৲

[illegible] ৩৲

[illegible]

সাধারণ পাবলিশার্স

[illegible] কলিকাতা ১২

কটাক্ষ ছুঁড়িয়ে বললে, 'চিনতে পারছেন একে?'

শুধু যেন ঘড়ি নয়, ঘড়ির অতীতের আর কোনো ইতিহাসের ইঙ্গিত।

'কী করে চিনব? ঘড়ির বাক্সটা কই?'

'বাক্সটা, ল্যাজটা খসে গিয়েছে।'

'খসে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ঘড়িও কুমারী সেজেছে।'

[illegible]

দীপঙ্কর, [illegible] হাতে, উঠে সিঁড়ি দিয়ে আর নামতে চাইল। [illegible] একটা [illegible], দীপঙ্করের [illegible] উঠল। 'একটা [illegible] আপনি এখানে?'

[illegible]


ফলিত জ্যোতিষ

জ্যোতিষশাস্ত্রী [illegible] এম, এ, পি, আর, এস (লণ্ডন)

[illegible] শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ গ্রন্থ। [illegible] ৮·২৫

জ্যোতিষশাস্ত্রী লাইব্রেরী, ১৫ [illegible], কলিকাতা-১২

কে, হোড়ের

কণক

* পাউডার *

খাবারের কথা মনে হ'লেই কি ভয় পান?

হিউলেট্‌স মিক্সচার

খাওয়ার পর পেটের গণ্ডগোলে দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে।

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible], কলিকাতা-৩


'এই ভদ্রলোকের কাছে এসেছিলাম একটা কাজে।'

'তা তো দেখছিই। কিন্তু কাজ, আপনার কী কাজ—'

'আমার আবার কী কাজ! আপনার বন্ধু, সুকান্তর কাজ।' [illegible] চলে গেল [illegible]।

[illegible] দীপঙ্কর [illegible] কিন্তু [illegible] আমার যে একটা জরুরি কাজ ছিল।'

[illegible]

'কিন্তু [illegible]

[illegible]

কিন্তু [illegible] কী [illegible] জরুরি কাজ [illegible]

[illegible]

আমার তো আসছিই এদিকে, [illegible]

'এতক্ষণ দেরি করলেন কেন?' [illegible]

[illegible] এদিকে দিয়ে দিয়ে দীপঙ্কর বললে, 'আপনি এতক্ষণ কার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন?'

[illegible] দিয়ে সৌরী [illegible] ভাবতে ভাবতে [illegible] এতক্ষণ বলতে [illegible] লোকটার অনেক আগেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তখন [illegible] কেন?'

'[illegible] তো সময় লাগে।'

'হুঁ! [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible]

'কিন্তু এর সঙ্গে [illegible] কী জরুরি কাজ?'

[illegible]

হুঁ। কিন্তু [illegible]

[illegible] ভাবতে ভাবতে দীপঙ্কর বললে, 'এটা [illegible] হয়ে গেছে।'

[illegible] দিন হয়ে গেছে। [illegible] বিশেষ থাকবে না।' [illegible] উপর একটা

[illegible] বলেন। 'কিন্তু এখনও কিছু হয় [illegible]?'

[illegible] ভুল হয়।' [illegible]

[illegible]

[illegible] এখনও [illegible] না—'

[illegible]

[illegible] না [illegible]—'

[illegible]

[illegible]

[illegible] করে? [illegible]

[illegible] না [illegible]

'[illegible] কী?'

[illegible]

[illegible] না?'

[illegible] এটা [illegible]

[illegible] কারণ [illegible]

[illegible] না, [illegible] না—'

'[illegible] না [illegible]?' [illegible]

'না, [illegible] তোমাকে [illegible] পারব না।'

'তার মানে?'

[illegible]

[illegible] একটা [illegible]

[illegible]

'[illegible] একটা [illegible]?'

'[illegible]'

'হ্যাঁ, [illegible]

[illegible] কী!

[illegible] একবার [illegible]?'

'[illegible] একবার [illegible]?'

'[illegible]'


# দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়

[illegible] জন্য—মাত্র ৮, টাকা

সময়:—সকাল ১০টা থেকে ১২-৩০ ও বিকাল ৪টা থেকে ৭টা



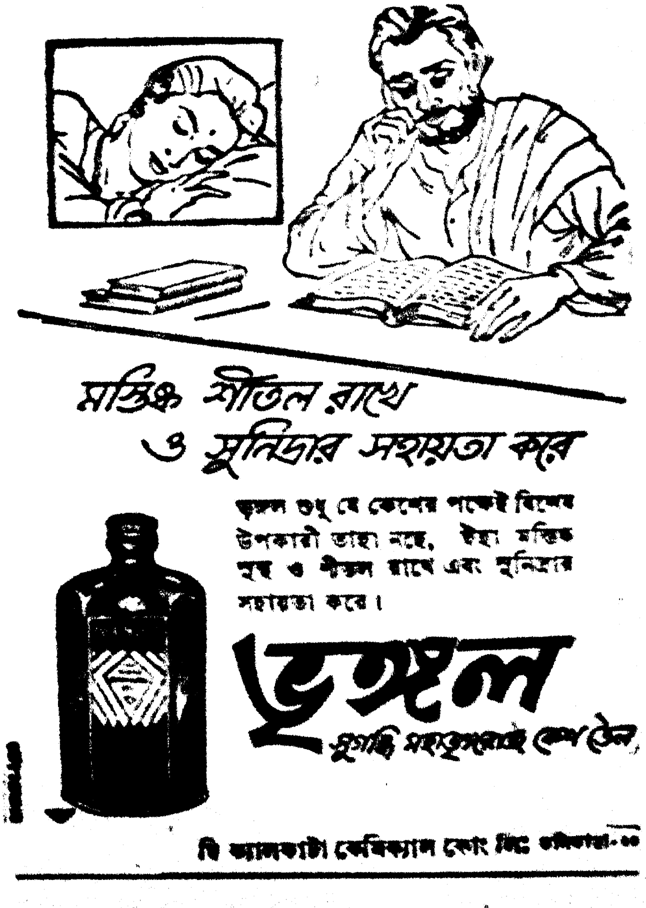

হোক। তবু তুমি যদি অনুগ্রহ করো, জীবনের অনেকগুলো দিন সুখে আমাকে ধরে দিতে পারো।' বইয়ের দিকে মুখ রেখেই বললেন সুকান্ত।

'নিশ্চয়।'

'এ ব্যাপারে আর আমার লজ্জা কী! আমার বিবাহিতা নারীর স্বামী হওয়াটাই তো দেখেছেন। আমার কর্তাদের সব কোম্পানির ছুক—'

'কোম্পানির হবে? অফিসারের একটা সীমা থাকা উচিত।'

'না, তুমি যদি কুমারী হও, আমার কোম্পানির হয়ে দেখ কী।'

'তাহলে একদিন ওদিকে, চাকরি থাক কিনা দেখো।'

'কিন্তু কুমারী মেয়ে চাকরি পাবার পর তো বিয়ে করতে পারে—'

'বিয়ে করলেই তো কোম্পানির হয়েছে। একটা অকর্মণ্য স্বামীর চেয়ে একটা স্বাধীন মন ও সমর্থ চাকরির চেয়ে বড় কাম্য কী।'

'তেমনি তুমিও তো বিয়ে করতে পারো। আর, সত্যি করে বলতে, আমি তো ঠিক অকর্মণ্য নই। সুতরাং আমাকে বিয়ে করতে বাধা কী!'

'তোমাকে বিয়ে?' কপালে হাত ঠেকাল কার্তিক: 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।'

মর্যাদার চতুর্থ কোণটা লাফাতে লাফাতে সুকান্তর টেবিলের কাছে এসে পড়ল কার্তিক। হঠাৎ সুকান্ত তার হাত ধরে ফেলল। বললে, 'তোমাকে কুমারী অবস্থায় কী সুন্দর যে লাগে—সত্যি—' দুই চোখ উজ্জ্বল করে সুকান্ত।

'লজ্জা করে না বলতে?' কার্তিক সুকান্তর হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, 'আর মনে অপর-পক্ষের দুশ্চিন্তার বোধ নেই, যে অফিস-বসের পাশ থেকে বসতে বলে দেয়নি, কী বাড়ীর টাকার জন্য, তার আবার সুন্দরের জন্য? তাছাড়া বয়স, বাড়িতে, আমি আর কুমারী নই? আমি এখন সধবা, সিঁদুর-কর্মঠতা—' হাতটা ঘুরিয়ে দেখালে লাল শ-টা স্পষ্ট করে দেখাল কার্তিক।

চোখ ফিরিয়ে নিল সুকান্ত।

ফোনের পাশে বিস্ময়ের মধ্যে দিয়ে কার্তিক দিলে, শুধু সিঁদুর আমার নয়, যদি অফিসে করতে পারলে লজ্জিত হয়। যদি কর্তৃপক্ষের চাকরিটা পাই—'

'আপনার সেই কর্তৃপক্ষের চাকরিটা হয়ে গিয়েছে।' খানিক পরে কার্তিক দেখা করতে এসে তাকে বলতে হল। 'এই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। শ্রীমতী কার্তিক সিং, এম-এ। মাইনে নতুন টাকা। আর যদি কাজ ইম্প্রুভ করতে পারেন, অন্যান্য অ্যালাউন্স—'

'এ কী ইনক্রিমেন্ট?' দুই চোখ বিস্ফার করে বলে উঠল কার্তিক। চিঠিটা হাতে করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একটা ইন্টারভিউও লাগল না?'

'না, ইন্টারভিউ তো হয়েছে।'

'সে কী? কোথায়, কার সঙ্গে?'

'এই যে দুদিন হল এখানে, আমার সঙ্গে।' সুকান্ত হেসে বললেন। 'বললাম, আমি সার্টিফিকেট চাইনি, তাই ফোন-ইন্টারভিউ হয়ে গেল। তাও, তাই যথেষ্ট। নতুন কোম্পানিতেই, সুতরাং নতুন নিয়মটা পালন করুন। তাহলেই তো হবে? এনগেজমেন্টের দিন থেকে সেক্রেটারির পোস্ট দিল। সেক্রেটারির কাজ কিছু করতেই হবে না, সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দেব। কী নিজে-নিজে পারবেন তো নিয়ে যেতে, না, সঙ্গে লোক দেব? লোক নিয়ে যান তো সেই এক—' একটু থামল বললে, 'পরে বরং উত্তর এসে বললে, নইলে যখন তো কাল আমিই নিয়ে যেতে পারি আপনাকে।'

'না, না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' মনোরমার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল হয়ে গেল কার্তিক। 'আমি নিজেই সব খুঁজে-পেতে বার করতে পারব।'

'হ্যাঁ, নিজের চেষ্টা নিজেরই দেখে নেওয়া ভালো। লোক লাগা উচিত নয়। যে লোকের কথা ভাবছিলাম—আচ্ছা, আপনি দীপঙ্করকে চেনেন?'

'চিনি।'

'আপনার সঙ্গে কী জরুরি কাজ আর দেখি বলছিলাম—'

'হ্যাঁ কিন্তু কী যে কাজ তা জানি না। বলতে পারছি না। আর দেখুন যেন।' উঠতে হবে এদিক-ওদিক দেখল কার্তিক: 'আসবো আপনার?'

'আসুন।' গলা নামিয়ে বললেন। 'কিন্তু কী যে জরুরী কাজ জানাবেন তো আমাকে?'

'নিশ্চয়ই জানাব। আপনার মত সাহায্যকারী সহকর্মীর তো দরকার আছে। এখন আর উঠি। দীপঙ্করবাবুকে বলি।' চিঠিটা হাতে নিয়ে কার্তিক উঠি-উঠি করল।

'একটু চা খাবেন না?'

'আর অন্যদিন হবে।' কার্তিক উঠে পড়ল: 'আগে জরুরি কাজটা সেরে নিই।'

কার্তিক অর্পিতা ... একটু ... আপনার ... এখানে দিই।'

চলুন।' (ক্রমশ)

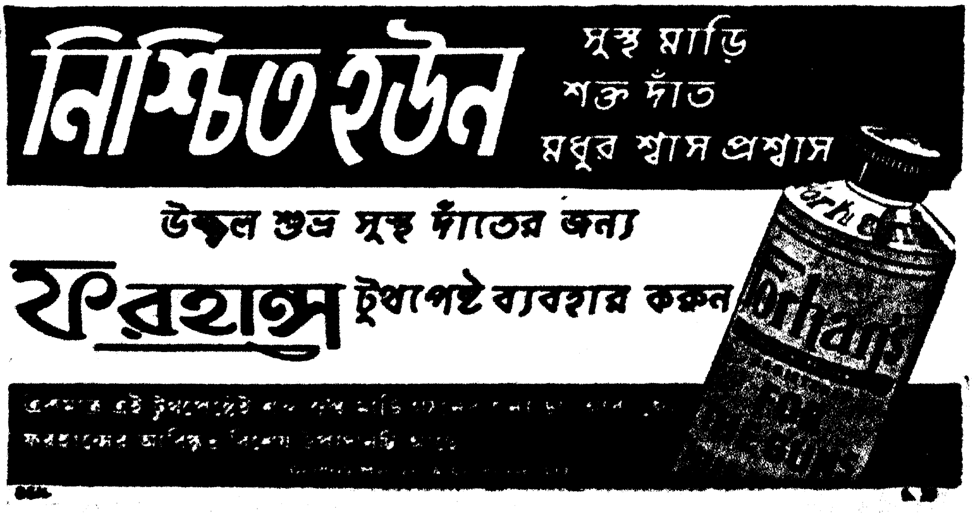

# বাইশে শ্রাবণ

**নির্মলকুমারী মহলানবিশ**

॥ ১৪ ॥

[illegible]


প্রকাশক : **চক্রবর্তী গ্রন্থালয়**

# জীবন-জিজ্ঞাসা

৩.৭৫

# সায়ম্

৬.০০

# ষ্ট্যালিন

২.০০

**ডক্টর বঙ্কিম ঘোষের**

# মার্ক্সবাদ

৩.০০

**শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর**

# চিত্র-চরিত্র

৩.৫০

পরিবেশক : **শ্রীগুরু লাইব্রেরী**

২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা—৬


(সি ২১১৩।২)

...বন্ধ থাকে তাতেই আরাম। আমার সৌভাগ্য যে, রাত্রে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত আর ভিজতে হয়নি। খুশি হয়ে একবার আমাকে বললেন, "এইজন্যেই তো হেড-নার্স বলি।" ... ৩০ ... ২৪ ... মন দিয়ে ... বাড়ি ফিরে এলাম।

২রা আগস্ট

সকালে ... ফোনে বললেন, একটু ... খেয়ে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম হল না। কিন্তু আবার ... দিক থেকে ভালই হয়েছে। ... দিয়ে সাড়ে দশটা এগারোটার ...।

বাড়ির সকলেই খুব চিন্তিত। ... আর আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। বিকেলবেলা দূর থেকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আমাদের দুজনকে দেখে বললেন, ... দিয়ে দিতে ...।

PSTY. 1-X33 BO
এ এণ্ড এফ. পিয়ার্স লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিশাচর-এর অপূর্ব রহস্যোপন্যাস

ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

অমনোনীত গল্প ৩৲

নিশিপদ্ম ৪॥০ | কল্যাণী ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

টাইকোসোডা | নানালা

অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | কাশি ও বেদনায়

সেই স্নিগ্ধ পরশটকু

**টাটার ও-ডি-কোলন** স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় স্ফূর্তি এনে দেবে।

**টাটার ও-ডি-কোলন সাবান**। এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টা টা র তৈ রী — তা ই নি শ্চ য় ই ভা ল।


দের হাত থেকে এইটুকু জল যেন তাঁকে খুশী করবার জন্যেই খাওয়া। তাঁর আদরের মার্গারিটের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে এই শেষ স্নেহের ব্যঞ্জনা।

আমার কিন্তু অবস্থা আজ আরো খারাপ মনে হচ্ছে। মুহূর্তে মুহূর্তে যেন খারাপের দিকেই চলেছেন। প্রতিদিনই তো এম বি ৬৯৩ খাওয়ানো হচ্ছে এবং আরো কত কি, কিন্তু কোনো চিকিৎসাই রোগের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। ইন্দুবাবু তো রোজই আসছেন, বিধানবাবুও রোজ না এলেও প্রায়ই আসেন। সংবাদপত্রের লোকেরা এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খবর নিয়ে চলে যান। আমি তাঁর কাছে শুনলাম যে আর কোনো উপায় নেই। যা হয় [illegible]—কিডনী ফেল করেছে।

৫ই আগস্ট

আজ আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। একেবারে আচ্ছন্ন পড়ে আছেন। চোখেও কোনো রকম চেতনার আভাস নেই। মনে হচ্ছে যেন একেবারে ছেড়ে পড়েছেন।

আমি দুপুরে যখন বাড়ি ফিরছি প্রশান্ত এসে আমাকে বললেন, আপনার মেজমামাকে একবার জানিয়ে আসুন। তিনি একবারও শুনেছেন এই খবর, দেখলেন না। এটা আমার একটুও ভালো লাগছে না। আপনি তাঁকে জানাবার ব্যবস্থা করুন। তক্ষুনি বাড়ি চলে এলাম।

রথীবাবু শুনে বললেন, তুমি এখনি নিজে মেজমামার কাছে চলে যাও। আর দেরি করা হয় না। টেলিফোনে ফোন করলাম। তিনি মেজমামার সঙ্গে কথা বলে জানালেন, বিকেলে বিধানবাবু, ললিতবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

দুপুরে বাড়ি এসে আবার জোড়াসাঁকোতে চলে গিয়েছিলাম। বিকেলে বিধানবাবুর সঙ্গে মেজমামা এলেন। তখনও বেশ জ্ঞান আছে। কবির মুখে পড়েছে পশ্চিমের আলো। চোখ দুটো আধ খোলা কিন্তু কোনো জ্যোতি নেই—অজ্ঞান মানুষের মতো দৃষ্টি। পশ্চিমের জানলা দিয়ে রোদ্দুর আসছে, কবিকে পরিষ্কার দেখা যায়।

আগে ঢুকলেন মেজমামা, পিছনে বিধানবাবু। খাটের কাছে দাঁড়িয়েও দুজনের কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমরা অনেকেই কাছাকাছি ঘিরে দাঁড়িয়েছি। বিধানবাবু আমাকে বললেন, একবার ডাকো তো দেখি জ্ঞান আছে কিনা। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, একটু জল খাবেন? কোনো সাড়া নেই। আবার সেই প্রশ্ন, শুনছেন? একটু জল খাবেন? অমনি যেন চমকে বলে উঠলেন—"হাঁ", কিন্তু সে কেবল এক

[illegible]

কাঞ্চন
সুরভিত
কেশ
তৈল
কোণার্ক কেমিক্যাল
কলিকাতা - ১২

ছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত আমি কাছে থাকবো, ওকে ছেড়ে চলে যাবো না। তাই যেতে সাহস হচ্ছে না। মণিলাল বললেন, আমি তোমাকে বলছি সেই সময় থাকবো। আমি তোমাকে ফোন করবো। তুমি তখনি চলে এসো। এখনকার বাড়ি যাও। আজ সারাদিনই তো এখানে কাটালে এমন একটা বিশ্রাম করে নিয়ে। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ডাকবো।

মণিলালের কথার উপর নির্ভর করা যায়। তাই বাড়ি ফিরে এলাম। কবি চলে যাচ্ছেন তাই এতদিনের অনুগত ভক্ত আজ বিছানায় শোওয়া, একবার যে কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন সে সুযোগও পেলেন না। ডাক্তারদের হুকুমে বিছানা থেকে নড়াচড়া করাও বন্ধ। ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন আমার জন্যে। আমি ফিরে এসে কি খবর দেবো। আজকের খবর তো আর কোনোদিন ভোলা যাবে না। এসে চুপচাপ বিছানার পাশে শুয়ে পড়লাম। তিনিও জেগে আমিও জেগে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১১

[illegible]

ওদিকে, আমেরিকার মধ্যে তখন দুটি দল। একদল চাইছে, মিত্রশক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হোক। কিন্তু আরেক দল, তার মধ্যে জার্মানভাষাভাষী বহু আমেরিকান ছিল, তাঁরা মিত্রপক্ষকে সমর্থন করতে চাইছে না। আমেরিকার মালবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য নিরাপত্তা রক্ষায় আমেরিকা যুদ্ধের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার ওপর ঘটেছিল আর এক অভাবনীয় পরিস্থিতি। ১৯১৫ সালের প্রথমদিকে প্যাসেঞ্জার-জাহাজ 'লুসিটানিয়া'কে ডুবিয়ে দিলো জার্মানী ডুবোজাহাজ দিয়ে। জার্মানীর এই বর্বর আচরণ কেউ সমর্থন করতে পারেন না। আমেরিকার জনমতও সেই সঙ্গে গেল মিত্রশক্তির পক্ষে। ১৯১৭-র গোড়ার দিকে সাবমেরিন-যুদ্ধ যখন প্রকট হয়ে উঠল, তখন, প্রেসিডেন্ট উইলসন [illegible] হয়ে এই কথাই বলেছিলেন, সাবধান-বাণী উচ্চারণ না করে কোনো জাহাজ যেন ডুবিও না।

অনেক কথা-চালাচালির পর স্থির হয়েছিল, উইলসন শান্তির দূত হয়ে কাজ করবেন, যথার্থ নিরপেক্ষ শক্তির প্রতিভূ হয়ে বিরাজ করবেন তিনি। অবশ্য [illegible] মধ্যে তিনি থাকবেন মধ্যবর্তী ব্যক্তি।

নিরপেক্ষতার নীতিতে যখন এইসব চলছে তখন আমেরিকায় মিত্রশক্তির পক্ষে যথাযোগ্য প্রচারকার্য পরিচালনা করবার জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল একজন অভিজ্ঞ লোকের। তিনি ইংরেজ। স্যার [illegible]-এর মৃত্যুর পর বিরাট [illegible] ইনিই তখন নেতৃস্থানীয়। এর নাম—স্যার [illegible]। আমেরিকায় এর তখন খুব নামডাক। দেশের জন্য, শান্তির জন্য—তিনি ব্রিটেন ছেড়ে গেলেন আমেরিকা। কিন্তু, কিছুদিন পরে তিনি প্রয়োজন অনুভব করলেন দেশে ফিরে আসার, তখন আর আমেরিকায় থাকতে পারেন না। জাহাজ ধরে আসবার [illegible] মালবাহী আর যাত্রীবাহী জাহাজ নির্বিচারে ডুবিয়ে জার্মানীর [illegible] ডুবোজাহাজগুলো। পথে তাঁর [illegible], কোনোক্রমে তিনি এসে পৌঁছলেন [illegible]। ১৯১৫ সালের কথা সেটা। এখন থেকে ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেশের দিকে ফিরে যেতে লাগলেন তিনি। যখন তিনি দেশে পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত তখন তিনি [illegible] এক ব্যক্তি। এর কিছুকাল পরে তিনি মারাও গেলেন। বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে [illegible] মালিক ছিলেন এই বিরাট ব্যক্তি।

[illegible] জাহাজের নির্বিচার [illegible]—কারণ [illegible] যখন কোনও [illegible] তখন আমেরিকা আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেনি।

সে যথেষ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিল। তাতে যে কাজ হয়নি, এমন নয়। প্রথম-প্রথম জার্মানী আমেরিকার হুমকি শুনেছে। দু'একবার ক্ষমাপ্রার্থনাও(?) দিয়েছে মিত্রশক্তিকে। কিন্তু, তারপরে, যখন সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ধরল জার্মানী যাতে করে ব্রিটেনে কোনো খাদ্যদ্রব্য না যেতে পারে সেই অবস্থায় পৌঁছে জার্মানী আর কোনো কথা শুনবে না আমেরিকার। কোনো প্রস্তাবেরই কোনো উত্তর দিতো না। গ্রাহ্যই করতো না। ওদিকে ব্রিটেন যদি ঐভাবে অবরুদ্ধ হয়ে খাদ্যাভাবে [illegible] তাহলে [illegible]। জার্মানী সেটাই চায়। তার দুর্ধর্ষ ডুবোজাহাজগুলি দিয়ে বেপরোয়াভাবে সব জাহাজই ডুবিয়ে দিতে শুরু করেছে, কারুর কোনো কথায় সে কর্ণপাত করছে না।

আর এর পর পুনঃ পুনঃ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেও যখন কোনো ফল হলো না তখন সেটা ১৯১৭-র গোড়ার দিক হবে। যুদ্ধে যোগ দিল আমেরিকা। সে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

পরবর্তী অধ্যায়ে [illegible] আমেরিকান সৈন্য এসে উপস্থিত হচ্ছে ফ্রান্সের উপকূলে। [illegible] এই [illegible] সম্বন্ধে [illegible]। এই [illegible] নয়, [illegible]। [illegible] এই [illegible] না [illegible] ঐ [illegible] নিশ্চয় [illegible]। অবশ্য এটা [illegible] হতে পারে।

তাই হোক এইভাবে চলতে চলতে এক সময় অর্থাৎ ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি অনুসারে স্বাক্ষরিত হলো। [illegible] এই ঐতিহাসিক স্বাক্ষর কার্য ঘটল কোনো রাজপ্রাসাদে নয়, কোনো [illegible] নয়, ছোট একটি রেলের কামরায়। ফরাসী সেনাপতি মার্শাল ফোক-এর একটি [illegible] সেটি রাখা হলো একটা জঙ্গলের ভিতর—নির্জন—[illegible] একদিন আগে। যথাসময়ে এলো জার্মান প্রতিনিধিদের [illegible] রেলগাড়ি। এসে দাঁড়াল ঐ গাড়িটির পাশে। তারপরে মার্শাল ফোক-এর কামরায় উঠে এলেন তাঁরা। [illegible] আলোচনা [illegible] হলো। চরম [illegible] এই হলো ঐদিন [illegible] মার্শাল ফোক-এর গাড়িতে নিজস্ব সেলুনে।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফে খবর গেল পৃথিবীর সব বড়ো-বড়ো শহরে আর রাজধানীতে। হৈ-চৈ ব্যাপার। ছবি দেখেছি সে সবের। লণ্ডনের লোক স্বভাবতই শান্ত স্বভাবের—হৈ-চৈ এর পক্ষপাতী নয়। সেই লণ্ডনের মতো শহরের রাস্তায় যে দৃশ্যের ছবি দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, লোকগুলি বুঝি একেবারে উন্মত্ত হয়ে গেছে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন সব রাজধানীতে শান্তির দূত আর মিলনের প্রতীক [illegible] যে জনতরঙ্গের উচ্ছ্বাস উঠেছিল, তার আর ইয়ত্তা নেই।

খবর এলো কলকাতাতেও। [illegible]। কিন্তু এলো [illegible] না। [illegible]

[illegible]

এই যুদ্ধ-বিরতিকে কেন্দ্র করে কলকাতার রাস্তায় মানুষের কত চিহ্নই না দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম ছবি। যুদ্ধের বড়ো ছবিই না দেখেছি সেদিন। তার মধ্যে এক-একটি মানুষের ছবি মনে এমন গেঁথে আছে যে, মনে হয়, ঐরকম লোক কিংবা ঐরকম মানুষের ছবি আজও [illegible] যখন কোনো বইয়ের কোনো চিত্রের [illegible] যে কাজে লেগে যাবে, তার ঠিক কী।

নয়।...এর মধ্যে সে বোট সমেত খানা জাহাজ দিয়েছে ডুবিয়ে। কম কথা নয়।

এমডেনের ক্যাপ্টেন কিন্তু ছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা। শোনা যেতো, জাহাজ ডুবোতে গিয়ে জাহাজের একটি প্রাণীকেও তিনি বধ করতেন না, বা তাদের প্রাণ নষ্ট হতে দিতেন না। জাহাজ দেখলেই তাকে অমনি দাঁড়িয়ে যেতে বলতেন। তারপর, নিজের জাহাজটা তার কাছে নিয়ে গিয়ে, বোট নামিয়ে দিয়ে, ঐ জাহাজের সব মানুষগুলিকে তুলে আনতেন নিজের জাহাজে। তারপর, টর্পেডো করতেন সেই জাহাজে। মাঝসমুদ্রে জাহাজ ডুবে যেতো, কিন্তু রক্ষা পেতো মানুষগুলি। এরপরে পরবর্তী যে জাহাজটি পেতেন, সেটিকে আর ডুবোতেন না, সেটির মাল সব ডুবিয়ে দিয়ে, পূর্ববর্তী জাহাজের লোকগুলিকে উঠিয়ে দিতেন ঐ নতুন জাহাজে। তারপরে সেই জাহাজটিকে লোকজন সমেত পাঠিয়ে দিতেন মাদ্রাজ বা কলকাতায়।

কলকাতার লোকের তখন আতঙ্ক এই ছিল যে, তারা এক সময় শুনবে, 'এমডেন' হুগলী নদীর মোহানায়—স্যাণ্ডহেডের কাছাকাছি ও পেতে বসে আছে। জাহাজ বেরুবার উপায় নেই, বেরুলেই টর্পেডো খেয়ে ডুবে যাবার ভয়। আবার তার চেয়েও ভয়, যদি [illegible] ঘটে! যদি এমডেন এসে পড়ে গঙ্গায়—একেবারে কলকাতায়! এসে যদি শহরের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। তখন ঠেকাবে কে? বাধা দেবার মতো কী আছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কলকাতার? কিছুই নেই।

এক রক্ষা, হুগলী নদী নিজে। [illegible] পাইলট না হলে ঐ নদী বেয়ে ভিতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। কারণ, এর কোথায় চড়া, কোথায় গভীর জল, তার হদিস জানে একমাত্র এখানকার পাইলটেরাই। অবশ্য এমডেন কৌশলে এখানকার কোনো পাইলটকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারত। জাহাজ আসবার প্রতীক্ষায় যে-সব পাইলট থাকে স্যাণ্ডহেডের কাছে থাকে, সর্বদাই সে তাদের একজনকে ধরলেই বা ঠেকায় কে? অবশ্য অতটা সাহস এমডেন পায়নি। পাইলট চুরি না করলেও 'এমডেন' এমন অবস্থার সৃষ্টি তখন করেছিল যে, জাহাজ আর ভয়ে বেরুতে পারে না বাঁক নিয়ে। সমস্ত কলকাতা বন্দরটা জাহাজে জাহাজে একেবারে ঠাসা হয়ে গেল।

তাই শুনে এই সময়টা কলকাতাবাসীর খুব উদ্বেগে কেটেছে। [illegible] কী যে [illegible]। একদিন শোনা গেল, এমডেন [illegible] [illegible] [illegible] শেষ পর্যন্ত [illegible]।

তারপর [illegible] কোকোস [illegible] একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বীপে 'ওয়্যারলেস স্টেশন' ছিল। এমডেন গিয়ে হাজির হলো ঐ কোকোস দ্বীপের কাছে। ক্যাপ্টেন জাহাজ থেকে বোটে করে লোক পাঠালেন ঐ 'ওয়্যারলেস স্টেশন'টিকে ধ্বংস করে দিতে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হবার আগে ঐ ওয়্যারলেস স্টেশনটি একটিমাত্র খবর পাঠাতে পেরেছিল, "অপরিচিত একটি জাহাজ বন্দরে দেখা গেছে।"

কোকোস দ্বীপে স্টেশনটি ধ্বংস করে এমডেনের সেই মানুষগুলির কাজ শেষ হয়নি, তারা সেখানে তখন থাকা অবস্থায় সংবাদ পাঠানো হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে বেতারে ঐ সংবাদ-সংকেত পেয়ে অস্ট্রেলিয়ান জাহাজ 'সিডনি' এসে [illegible] 'সিডনি' তখন ঐ অঞ্চলেই ছিল এমডেনের খোঁজে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'এমডেন' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'এমডেন' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এইভাবে শেষ হলো 'এমডেন'। কিন্তু এর যে লোকগুলি দ্বীপে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাহিনী [illegible] [illegible] [illegible] কাহিনী [illegible] [illegible] হই। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুঃসাহসিক [illegible] এক কাহিনী। [illegible] [illegible] কাহিনী [illegible] [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। 'এমডেন' সম্বন্ধে অনেক কিছু হয়তো এ কাহিনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি মানুষ [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] সেই ছড়া সমুদ্রে। কোথায় যাবে, [illegible] কী অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে কিছুই জানা নেই। তবু শুধু রয়েছিল সেই দুঃসাহসিক অভিযান-যাত্রা। তারপরে একদিন সঙ্গীতও সব খাবা ফুরিয়ে গেল, পানীয় জলটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ। ... [illegible] প্রবল তৃষ্ণায়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঠেলে দিয়েছে, এগিয়ে দিয়েছে।

(ক্রমশ)

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্র দত্ত

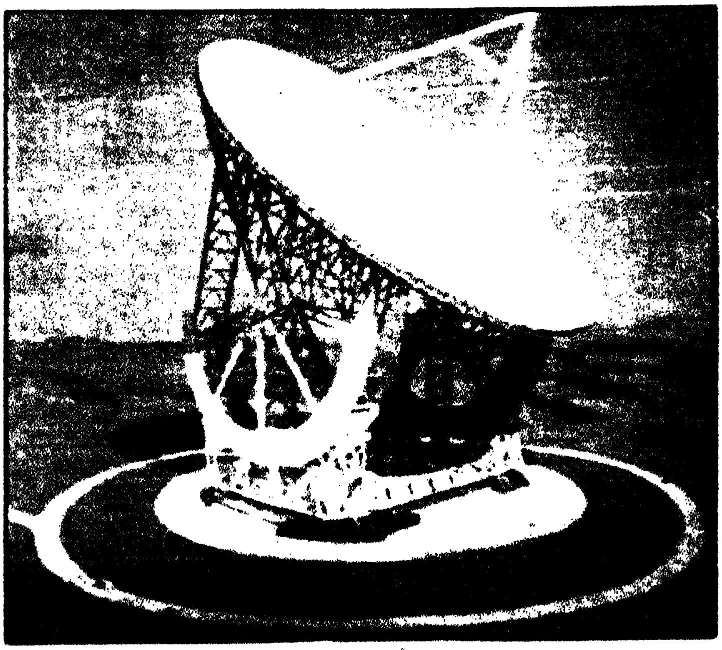

নতুন রেডিও টেলিস্কোপ

# টুকরো

বর্মার নেতা উ নু একটি প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, ডঃ সুকর্ণ [illegible] ও তাঁর মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু কোনরকম রাজনীতি আলোচনা করা হয় নাই। বিশ্বস্তসূত্রে বলিলেন—"সুকর্ণ হয়ত অবসরপ্রাপ্ত [illegible] কথা [illegible] কথা জানিলে। [illegible] কথা এবং উ নু [illegible] আলোচনা করেছেন!"

• • •

মহেশতলী [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন, অতঃপর [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] করা হইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইবে। [illegible] বলিলেন—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেটাই [illegible] সরকারের [illegible] আছে!!"

• • •

সাপ্তাহিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]—"[illegible]"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক [illegible] [illegible] তিন বছর [illegible] পর এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে [illegible]

মানুষের সঙ্গে [illegible] নয় উত্তর হইয়াছে। অন্যদের জন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"[illegible] নয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!!"

• • •

পুলিসমন্ত্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]।

• • •

[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]।

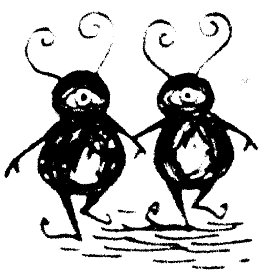

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

• • •

হি[illegible] একটি প্রশ্নের [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না!!

• • •

স[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, [illegible] ভারতের ঐতিহ্যের অংশ। —"এই ঘোষণার পর আশা করা যায় [illegible] [illegible] [illegible] আর তা না হলে [illegible] তো আছেই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

'আ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—"[illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

• • •

প[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

• • •

দ[illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] জন্য অনেক লোকের [illegible] হইয়াছে। [illegible] বলিলেন—"[illegible] [illegible] [illegible] আর কোন [illegible] [illegible] [illegible]!!"

# বিশ্ব-বিচিত্রা

[illegible]

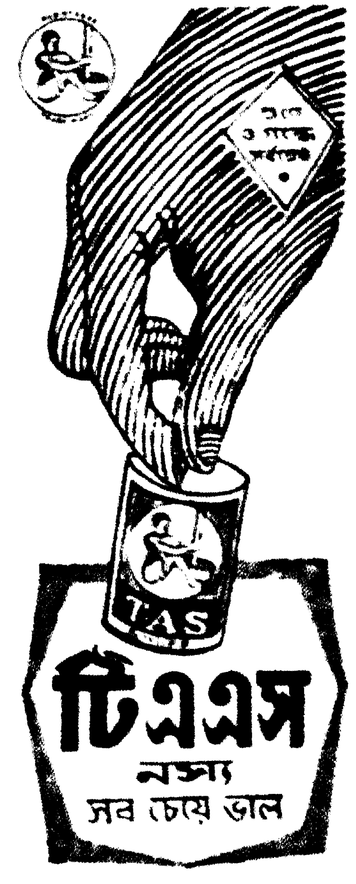

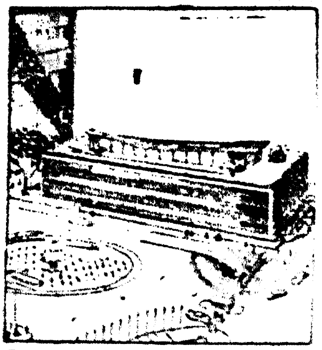

১ ২ ৩

(১) ফোর্ড আমেরিকার কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ফোর্ড পরিবার কর্তৃক ১৯৩৬ সনে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ড ফাউন্ডেশন সম্প্রতি [illegible] লাইব্রেরী ভবন নির্মাণে প্রায় তিন কোটি টাকা দান করেছেন। (২) দৈনিক পত্রিকায় রঙীন ছবি ছাপা নতুন নয়। ১৮৯১ সনে [illegible] রাজ্যের মিলওয়াকী জার্নাল প্রথম সংবাদপত্রে রঙীন ছবি ছাপায়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আট শতাধিক দৈনিক পত্রে রঙীন ছবি ছাপা হয়। (৩) [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা [illegible] উদ্ধার করেছেন [illegible]

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]

# আলবেয়ার কাম্যুর দুর্ঘটনা

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[illegible]

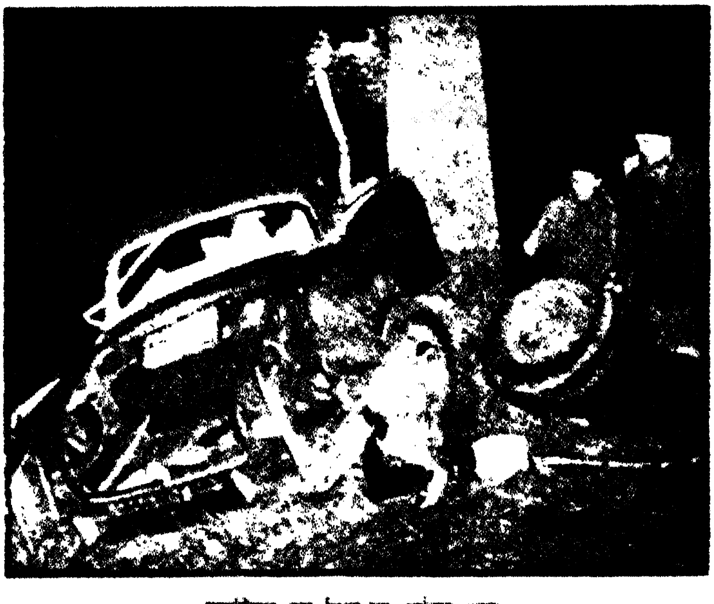

দুর্ঘটনার পর বিধ্বস্ত গাড়ির দৃশ্য

ছায়া মমতা আর মহত্ত্বের প্রতীক [illegible]-দলাই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন শোচনীয় এই মৃত্যুতে। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে এতবড় লেখকের অপমৃত্যু তাঁর পক্ষে অভাবনীয়; তাই তিনি বারবার বলতে লাগলেন, "হাজারবার বলেছি, গাড়ির [illegible] রাস্তায় নয়, বনে, বাগানে, পার্কে। কে কার কথা শোনে? অবস্থার এমনি করে মৃত্যুটা যে ঘটেছে, তবু কারো টনক নড়ানো কঠিন।"

স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলতে লাগলেন, "[illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible]?"—জানা গেল, কামুর জীবন [illegible] ছিল, তাঁকে জানিয়ে না গেলে ফিরে যেতে হয়!

ফরাসী চিন্তাবিদেরা কেমন যেন বিস্মিত হয়ে পড়েছেন অদ্ভুত এই দুর্ঘটনাকে আকস্মিক প্রয়াণে।

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!

আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম! আর স্নানের পর শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে! আর শরীরের ময়লা দূর করে না শুধু — লাইফবয়ের কার্যকারী ফেনা সব ধুলো ময়লা থেকে জীবাণু দূর করে ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।

L. 18-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

# পুস্তক পরিচয়

## কবিতা

[illegible]

## উপন্যাস

[illegible]

## রম্যরচনা

[illegible]

প্রকাশ নয়তো আবির্ভাব।

শ্রেমেন্দ্র মিত্রের

প্রতীতির প্রতিশ্রুত নব উদ্বোধন

হরিণ চিতা চিল

বাংলা কাব্যের আর এক দিগন্ত বিস্তার

সমস্ত চেতনা আকৃত-করা কবিতা

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

আড়ৎদার ঃ
সামাজিক নাটক
দাম—দেড় টাকা
পড়ুন এবং অভিনয় করুন
চক্রবর্তী ব্রাদার্স
৩৮, সুকিয়া স্ট্রীট ; কলিকাতা—৬
(সি ৩১৬৫)

এখন পাওয়া যাচ্ছে—সাড়াই তাল নাটক
কানাই বসুর "গৃহপ্রবেশ" ২,
[illegible]
(সি ৩১৪৯)

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
[illegible]
SAHITYA SAMSAD
32A [illegible] 9

নির্দিশকার বই
[illegible]
সাহিত্যের সত্য
[illegible]
দুস্তর মরু
[illegible]
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের [illegible]
উপন্যাস
বিদূষক
[illegible]
পরিবেশক :
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫ [illegible] কলিকাতা ৯

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
[illegible]
(সি ৩১৩৩)

## প্রাচীন সাহিত্য

**শাক্ত পদাবলী**—[illegible] ভট্টাচার্য সংকলিত। প্রকাশক : [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬, [illegible] মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯। দাম—[illegible] নয় পাঃ।

[illegible]

## কিশোর সাহিত্য

**মানুষ এলো কোথা থেকে**—[illegible]

[illegible]

**চাইনীজ মায়া**—[illegible] ভট্টাচার্য [illegible] ৫১, [illegible] কলকাতা-[illegible] দাম [illegible] টাকা। [illegible]

[illegible]

। সমালোচনা সাহিত্যে নতুন সংযোজন ।
দ্বিজেন্দ্রলাল
কবি ও নাট্যকার
ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় ১২·০০
●
সমালোচনার কথা
ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫·৫০
ছোটগল্পের কথা
ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় ৫·০০
নাটকের কথা
ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ ৬·০০
কবিতার কথা
অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ সরকার ৫·০০
সাহিত্যের কথা
ডক্টর [illegible] ভট্টাচার্য ৬·০০
যন্ত্রস্থ
উপন্যাসের কথা। শিল্পতত্ত্বের কথা
●
[illegible]
নীলকণ্ঠের [illegible]
নব বৃন্দাবন
[illegible]
[illegible] টাকা
নারায়ণ সান্যালের
রাতা
[illegible] টাকা
[illegible]
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
১ [illegible] স্ট্রীট। কলকাতা ৬
(সি ৩১১৩)

**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

কবি ৪, কবি (নাটক) ২,
উত্তরায়ণ ৫॥০ কৈশোর স্মৃতি ৪
অভিযান ৫, ইমারত ৩,
স্থলপদ্ম ২৸০ প্রিয় গল্প ৫
না ২॥০ প্রতিধ্বনি ৩
বিংশ শতাব্দী ২॥০
সন্দীপন পাঠশালা ৪॥০

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

পথের পাঁচালী ৫॥০ দেবযান ৫
আদর্শ হিন্দু হোটেল ৮
ঐ নাটক ২, আরণ্যক ৪॥০
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, গল্প পঞ্চাশৎ ৮॥০
যাত্রাবদল ২।০ মুখোশ ৩
কিন্নর দল ২॥০ মুখশ্রী ৩।০
কুশল পাহাড়ী ৪।০
নবটুলিয়ার কাহিনী ২৸০

**প্রবোধকুমার সান্যালের**

মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥০ উত্তরকাল ৪, বৃক্ষ ৩॥০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
আঁকাবাঁকা ৫, আগ্নেয়গিরি ২॥০
জলকল্লোল ৫, দেশ দেশান্তর ৪,
বন্যাসাজনী ৩ মধুচাঁদের রাত ২৸০ অরণ্যপথ ৩,
বেলোয়ারী ৬॥০

**গজেন্দ্রকুমার মিত্রের**

বহ্নিবন্যা ৮॥০ নারী ৩
রমা ৩ নির্মাতি ২।০
সেমিকোলন ২॥০ কোলাহল ২৸০
আবহাওয়া ২৸০ স্ফূর্তি ২।০
দুর্ঘটনা ২৸০ প্রেরণা ৩
মনে ছিল আশা ৩ বাড়ী ৩
বাড়ী ৩, মনে ছিল আশা ৩,
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম ৩,

**প্রমথনাথ বিশীর**

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০
মাইকেল মধুসূদন ৪,
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৪,
নিকৃষ্টের গল্প ৩॥০
নিকৃষ্ট গল্প ৫,
হংসমিথুন ২

**সুবোধ ঘোষের**

তিলাঞ্জলি ২৸০ ছায়াসাজনী ২৸০
মহলানার স্বর্গ ৩, শিবপ্রেম
পরশপুরী ৪॥০ ডাক ৩,
মন বিনিময় ২৸০ সুন্দরের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৩ পিয়াসী ৩॥০

**হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের**

মায়াকান্না ৫,
ইরাবতী ৪॥০
ইন্দ্রকূল ৩,
সপ্তকন্যার কাহিনী ৩।০
ঢেউয়ের পর ৫

**আশাপূর্ণা দেবীর**

শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
বলয়গ্রাস ৪
নির্জন পৃথিবী ৪,
অগ্নিপরীক্ষা ৩॥০
গল্প পঞ্চাশৎ ৮,

**নীহাররঞ্জন গুপ্তের**

অগ্নিস্নাতা ভাগীরথী
তীরে ৭
উত্তরফাল্গুনী ৬।০
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৩।০
কালো ভ্রমর ৫,
ঘুম নেই ৪॥০
হীরা চুনি পান্না ৯।০

**আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের**

সাত পাকে বাঁধা ৪॥০
নবনায়িকা ৩॥০
পঞ্চতপা ৬॥০
সমুদ্র সফেন ৪॥০

**নিরুপমা দেবীর**

শ্রদ্ধার্পণ ৩,
শ্যামলী ৫,

**[illegible] চক্রবর্তীর**

অকারণের পথ ৭।০

**[illegible] মুখোপাধ্যায়ের**

জীবন জাহ্নবী ৬॥০

**[illegible]**

বাসকসজ্জিকা ৪,

**[illegible]**

নিশীথের ডাকে ৩॥০

**বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের**

কথাচিত্র ৩,
গল্প পঞ্চাশৎ ৮,
নয়ান বৌ ৫,
মিলনান্তক ৪॥০
সরস গল্প ৪॥০

**[illegible]**

অপরূপা ৫॥০
ঝুক ও ছবি ২৸০
কুণ্ডলাহক ৫,

**নরেন্দ্রনাথ মিত্রের**

অনামী ৪,
চেনামহল ৫॥০
মিশ্ররাগ ৩॥০
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,

**অনুরূপা দেবীর**

চক্র ৪॥০
পথহারা ৪॥০
জ্যোতিঃহারা ৬॥০
বাগ্‌দত্তা বাঙলে ৩॥০
বিচারপতি ৩,

**[illegible]**

অরণ্যকুহেলী ৪॥০
চন্দনবাহু ৫,

**[illegible] চট্টোপাধ্যায়ের**

উমাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ৬॥০
উমাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ২য় ৬॥০

**[illegible]**

বর্ষাবিজয় ৩,
শ্রীলতা ও সম্পা ২॥০

## অনুবাদ

টলস্টয়ের ওয়ার এণ্ড পীস (তিন খণ্ড একত্রে) ১২, আনা কারেনিনা ৮, ॥ আপটন সিনক্লেয়ারের প্রত্যাবর্তন (দুই খণ্ড একত্রে) ৬, ॥ টুর্গেনিভের [illegible] ২৸০ ॥ [illegible] (মূল ফরাসী হইতে অনূদিত) শ্রীমতী [illegible] ৭, ॥ হেলেন কেলারের আমার জীবন ২, ॥ টমাস হার্ডির এ পেয়ার অব ব্লু আইজ ৩।০ ॥ [illegible] মহাপতন ৪,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কালান্তর ৪৷৷
গণদেবতা ৬৲ কালিন্দী ৪৷৷০
পঞ্চগ্রাম ৪৷৷০ আগুন ৩৲
প্রমথনাথ বিশীর
জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ৫৲
শ্রীকান্তের ৫ম পর্ব ২৷৷০
শ্রীকান্তের ৬ষ্ঠ পর্ব ২৷৷০
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
মানব দেউল ৫৲
উদয়ভানু ৪৷৷০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৩৷৷০ বহ্নিকন্যা ৩৲
রাত্রি জননী ৩৲ প্রিয়া ও পৃথিবী ৩৲
কুয়া ও কাঁকন ৪
কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬
সি ১১৪৫

ছেলেদের জন্য লিখিত একখানা রূপকথার উপন্যাস। কাহিনীর ঘটনা বিন্যাসে লেখকের প্রচুর শিল্পচাতুর্যের পরিচয় রহিয়াছে। ভাষার সহজ এবং সরল রূপ পুস্তকটির অন্যতম আকর্ষণ। ছোটদের সাহিত্যাঙ্গনে কাহিনী হিসাবে এই সার্থক উপন্যাস কিশোর পাঠকদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করি। ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ খুবই মনোরম। ৩৫৭।৫৯

মায়াপুরী—অপূর্বকুমার সাঁতরা সংকলিত। ২১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ১.৩৫ নয়া পঃ।

ছোটদের উপযোগী নাটক লেখার প্রয়াস খুব সম্পূর্ণতার কৃতিত্ব নেই। ইহাতে ছোটদের খেলার মধ্যেই তাদের মনের খোরাক এবং শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাট্যরূপ এই নাটকটির প্রধান আকর্ষণ। অভিনয় করবার জন্যই এই মায়াপুরী নাটকের সৃষ্টি।

কেমন ছিলেন তারা? কোন দেশের রূপ ধরে আছেন? অপূর্বকুমার উত্তর দেন, কোন দেশের কথা? তবে বলছি শোনো। ভাইবোনের বাংলার খেলা-ধুলোর আনন্দ-ভরা দেশ, রূপকথার দেশ। যে দেশের উদ্দেশে রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে চলে যায়—যে দেশের পথে দেখা হয় ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর, খাঁদা-বোঁচা, দৈত্য-দানো আর মায়াবী মায়াবিনীর সঙ্গে। এমনি সুন্দর মায়াময় রূপকথার নাটকীয় আর গীতিময় রূপ দেখিয়েছেন অপূর্বকুমার।

নাটকটি ছেলে ও মেয়েরা সম্মিলিতভাবে অভিনয় করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে কেবল মেয়েরাই এর অভিনয় করতে পারবে।

এই নাটকটি পড়ে ছেলে মেয়েরা কম আনন্দ পাবে না। ৩৮৭।৫৯

অজানা রূপকথা—রবিদাস সাহারায়। দেব সাহিত্য কুটীর, ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য দেড় টাকা।

[illegible]

৩৫৪।৫৯

শচীন্দ্রনাথ মিত্রের
পূর্বাপর
[illegible] দাম ৩৲
বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা) লিঃ কলিকাতা-১২
সি ১১২২ ১০

## প্রাপ্তি স্বীকার

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

[illegible]—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অতুলের উপাখ্যান—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।

তুমি ও নব মানব—[illegible] মুখোপাধ্যায়।

গান্ধীজী—শ্রীমনমথনাথ বসু।

সাহিত্যপত্র—১ম খণ্ড—স্বামী বিদ্যানন্দ।

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড—বিনয় ঘোষ।

বাঁচা ও বাঁচানো—অ কু ব।

বিদ্যেশ্বর দেব—[illegible] অধিকারী।

পাখির পৃথিবী—[illegible] মুখোপাধ্যায়।

কৌতুক কাহিনী—স্বপন বুড়ো।

Learn Hindi Your-Self—Bidhu Bhusan Das Gupta.

Learn Bengali Your-Self—Bidhu Bhusan Das Gupta.

নীরবে নিভৃতে (সামাজিক নাটক) শ্রী[illegible] বসু।

উত্তম পুরুষ রচিত
সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস
আঁখি-বিহঙ্গ
[illegible] : দাম ৩.০০
অন্য দু'খানি উপন্যাস
বাসর ২.৫০
উপঢৌকনা ২.০০
(দ্বিতীয় মুদ্রণ)
সুরেন সেনের
পুষ্পধন্বা ২.০০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রুক্মিণী বাঈ
[illegible] উপন্যাস : দাম ৩.০০
তুলি-কলম : ৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২

# চিত্র প্রদর্শনী

চিত্রগ্রীব

শিল্পী ও তাঁর ছবি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধি দলের দিল্লী-যাত্রা ব্যর্থ হয়নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর প্রস্তাবিত বাজেটে ভারতীয় শিল্পের ওপর যে প্রাণঘাতী করের বোঝা চাপিয়েছিলেন, তার কাটছাঁট তিনি মেনে নিতে রাজী হয়েছেন। অবশ্য তাতে তাঁর প্রত্যাশিত রাজস্বের কোন তারতম্য ঘটবে না। তবে নতুন ব্যবস্থায় চিত্র-প্রযোজকরা—বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষায় যাঁরা ছবি তোলেন, তাঁরা—টিকে থাকবার সুযোগ পাবেন।

চিত্র-ব্যবসায়ীরা চেয়েছিলেন প্রস্তাবিত করের পুরোপুরি প্রত্যাহার। শ্রী দেশাই তাতে একেবারেই নারাজ। লোকসভার প্রকাশ্যে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তাই বুঝিয়ে দিয়েছেন [illegible] ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি-মণ্ডলীকে। তাঁর মূল বক্তব্য এই যে, যে-শিল্প [illegible] আইনের আওতার বাইরে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হাজার লক্ষ-লক্ষ টাকা [illegible] দিয়েও [illegible] শ্রীদেশাইয়ের ভাষায় "[illegible]" [illegible] সরকারী [illegible] বাঁচিয়ে [illegible]

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

নাভিশ্বাস এইবার অন্ততঃ সম্পূর্ণ [illegible] নয়।

অর্থমন্ত্রীর অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাজেটের সত্য হলেও, সমগ্র শিল্প সম্বন্ধে তা যে প্রযোজ্য নয়—বিশেষ করে বাংলা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে—সেকথা না বললেও চলে। তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করতে শিল্প ফেডারেশনের প্রতিনিধি দল কতদূর সমর্থ হয়েছেন, জানি না। তবে এইটুকু দেখে আশ্বস্ত হয়েছি যে শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁদের যুক্তি [illegible] দেখিয়েছেন।

চিত্র শিল্পের প্রতিনিধির [illegible] [illegible]

হলের কর আনুপাতিক [illegible] টাকা। [illegible] শ্রী দেশাই [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিনিধি দল [illegible] করতে পারেন। [illegible] চিত্র [illegible] ফেডারেশনের প্রতিনিধি দল [illegible] নতুন [illegible] নির্ধারণ করবার প্রস্তাব পেশ করেছেন।

(১) প্রথম পাঁচটি প্রিন্ট প্রতি [illegible] (৫১ হাজারের এক [illegible]) কর [illegible] [illegible]।

(২) [illegible] পাঁচটি প্রিন্ট [illegible] [illegible] [illegible]।

(৩) [illegible] প্রিন্ট [illegible] [illegible]।

(৪) [illegible]

[illegible]

হিমানী স্নো

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ [illegible] হিমানী স্নো [illegible] [illegible] বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং জনসাধারণ [illegible] দেখিয়া লইবেন।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বাক্‌লা
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
[illegible] নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুক জ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাক্‌লা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
[illegible]
দি বাক্‌লা ঔষধালয়। হেড অফিস- [illegible] ([illegible])
[illegible]

[illegible]

[illegible] নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

[illegible]

### পাকিস্তানে ভারতীয় ছবি

[illegible]


বিস্ময়কর উপন্যাসের অসাধারণ জনপ্রিয়তা

অবধূতের

নবতম সৃষ্টি

# দেবারিগণ

— [illegible] —

[illegible]

১০ [illegible] কলিকাতা—১২

চিত্ররূপ নিবেদিত ও ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নায়িকার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী

আলোক সম্পাতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে

অঙ্গার

মিনার্ভা

(বি ৩১১২)

বিশ্বরূপা

([illegible] নাট্যশালা)

ফোন: ৫৫—১৫২৫

বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৬টায়

রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬টায়

মহাসমারোহে [illegible] ভট্টাচার্যের

সেতু

([illegible] রাত্রি [illegible] রজনী)

পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তাপস সেন

শ্রেষ্ঠাংশে—নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

ও

তৃপ্তি মিত্র [illegible]

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। এছাড়াও সরকার ভালো ছবি তৈরীর জন্য প্রযোজকদের ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু প্রযোজকগোষ্ঠী এই সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি।

গত তিন বছর ধরে পাকিস্তানের চিত্রশিল্প বছরে ৩৪টির বেশী ছবি উৎপাদন করতে পারে নি। [illegible] চিত্র-প্রদর্শনের হার আরও [illegible] আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। [illegible] থেকেও [illegible] উপযোগী প্রভাব [illegible] পারে নি [illegible] পাকিস্তানের চিত্র-প্রদর্শনী ব্যবসা দিনের পর দিন সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। চিত্র-প্রদর্শনী ব্যবসার এই নতুন সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানে [illegible] চিত্রের [illegible] [illegible] কোন [illegible] না।

চিত্র-প্রদর্শনী ব্যবসার বহুমুখী বিপদের কথা বর্ণনা করে [illegible] পাকিস্তান সরকারের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেছেন [illegible] করেছেন। তাতে এই আবেদন [illegible] চিত্র-প্রদর্শকদের হাতে [illegible] থেকে ছবি আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত এই কথাও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে পাকিস্তানে যখন ১০টি [illegible] বিদেশী ছবি দেখানোর অনুমতি পাচ্ছে, তখন ৩২০টি উর্দু চিত্রগৃহও নায়ক বাইরে থেকে ছবি আমদানীর দাবি উত্থাপন করতে পারে।

পাকিস্তানের চিত্র-প্রদর্শনী ব্যবসায় যে ক্রমবর্ধমান সংকটের সম্মুখীন, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অচিরেই পাকিস্তানে ভারতীয় ছবির আমদানী পুনর্বহাল হবে বলে চিত্রব্যবসায়ীরা মনে করেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে পাকিস্তানের চিত্রশিল্প ১০টির বেশী ছবি উপহার দিতে পারবে বলে চিত্রপ্রদর্শকেরা মনে করেন না। এবং এই ছবিগুলির গুণের সম্বন্ধেও তাঁরা খুব আশাবাদী নন। পাকিস্তানের চিত্রদর্শকেরাও দিনে দিনে বিদেশী চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন। পাকিস্তানের চিত্র-শিল্পের [illegible] [illegible] মনে করেন পাকিস্তানের ছবিগুলির মান উন্নয়নের জন্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া উচিত। [illegible] দিক [illegible] দেখা যায় যে পাকিস্তানে ভারতীয় ছবির আমদানী [illegible] [illegible] হবে [illegible] পাকিস্তানের চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য এই সম্পর্কে সরকারের [illegible] হওয়া উচিত বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন।

## চিত্রালোচনা

চিত্রজগতের [illegible] অনু-সারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী [illegible] উপর আবগারী শুল্কের হার কমানো [illegible] সরকারীভাবে কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন ছবির মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এ সপ্তাহেও কলকাতায় কোন নতুন ছবিই মুক্তি পাচ্ছে না।

তবে আশা করা যাচ্ছে খুব অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই এই অচল অবস্থার অবসান ঘটবে। এ ঘটনা সম্ভবত আগামী সপ্তাহেই ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা ও সুকুমার দাশগুপ্তের [illegible] [illegible] দেখা পাওয়া যাবে। এইগুলোর [illegible] [illegible] নতুন ছবি [illegible] মুক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। [illegible] এর একক [illegible] [illegible] সমর্থ এমন একাধারে প্রযোজক ও পরিচালককে [illegible] হয়েছেন। ছবি [illegible] নিবেদন ছবিটির মুক্তিও আসন্ন।

•

রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' অবলম্বনে প্রযোজক অগ্রদূতের এ নতুনবই ছবি [illegible] [illegible] [illegible] মুক্তিলাভের জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্যা কাহিনীটি বাঙালী সমাজ-সংসারের

[illegible]

যখনই সম্ভব — বিশেষ করিয়া
সকল আনন্দ উৎসবে
যক্ষ্মাক্রান্ত ভাইবোনদের নিরানন্দ
জীবনের কথা মনে করিয়া
তাহাদের কল্যাণে যথাসাধ্য
দান করুন!

কুমুদশঙ্কর রায়
যক্ষ্মা হাসপাতাল

প্রবাসী বাঙালীদের নিকট বিশেষ
আবেদন জানাইতেছি।
কুমুদশঙ্কর রায়
যক্ষ্মা হাসপাতাল
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

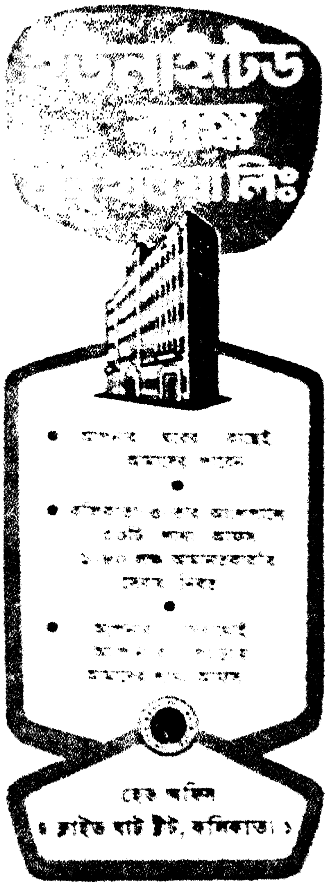


# নাট্যাভিনয়

**বিশ্বরূপায় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান**

[illegible]

নাট্যগোষ্ঠীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নেতৃত্ব করেন [illegible] এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। [illegible] উপলক্ষে এই নাটকের নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পনির্দেশক, সংগীতপরিচালক, রূপসজ্জাকর [illegible] ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়।

পুরস্কার বিতরণের পর [illegible] শ্রীসর্বরিহারী সরকার তাঁর [illegible] নাট্যপ্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করে প্রসঙ্গত এই মন্তব্য করেন যে, বাংলা নাটকের এই নব-উন্মেষের মধ্যে একটি অবক্ষয়ের বীজাণু প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

আধুনিককালের [illegible] বর্তমান [illegible] থেকে নাটককে দূরে করার অপচেষ্টা তিনি লক্ষ্য করেছেন। [illegible] নাটককে অনুসরণ করে বিদেশীভাবে, [illegible] করে [illegible] অনুসরণ করলে নাটক হয়ে যায়। বর্তমান নাট্যপ্রতিযোগিতার যুগে [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে শ্রী সরকার তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও [illegible] [illegible]

[illegible]


ভারতীয় নাট্য-মঞ্চের বিস্ময়

অঙ্গার

মিনার্ভায়

[illegible] ৩১১২১

বিশ্বরূপা থিয়েটার
নাট্যোৎসব
নিউ এম্পায়ারে

১২— উঁচু-নীচু
১৪— মৃচ্ছকটিক
১৬— চার দেয়াল

পরিচালনা : [illegible]
[illegible]
কার্যালয় [illegible]

রঙমহল

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা—৬টায়
[illegible]

এক পেয়ালা কফি

[illegible]


## গণনাট্য সংঘের নাট্যোৎসব

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের [illegible] আগামী ১৪ই এপ্রিল থেকে [illegible] এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে [illegible] গণনাট্য সংঘের এই নাট্যোৎসবের [illegible] শ্রী [illegible] গত [illegible] ১৪ই [illegible] এই উৎসবের [illegible] [illegible] গণনাট্য আন্দোলনের একটি [illegible] তুলে ধরা। গণনাট্য সংঘের উৎসবের নাটকগুলি [illegible] হবে উৎসব [illegible] আন্দোলনের [illegible]

সংঘের এই নাট্যোৎসবের [illegible] থাকবেন শ্রী [illegible] নাটক, সংগীত ও নৃত্য [illegible] উৎসবের তিনটি প্রধান অংশ। প্রবীণ ও নবীন বহু নাট্যকারের নাটক এই উৎসবে মঞ্চস্থ হবে। প্রবীণদের মধ্যে শ্রী [illegible] [illegible] ও শ্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকও পরিবেশিত হবে [illegible] উৎসবে। নাট্যোৎসবের একটি দিন [illegible] [illegible]

[illegible]

উৎসবের [illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] শ্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] এই [illegible] শ্রীশিবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

## বিবিধ সংবাদ

[illegible]

• • •

[illegible] ও [illegible] ভারতীয় [illegible] ও [illegible] নৃত্য ও নাটক [illegible] [illegible] ও [illegible] ভারতীয় [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] আগামী ৫ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে মহাজাতি সদনে [illegible] অনুষ্ঠান জ্ঞাপন করবেন। [illegible] এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করবেন।

[illegible]

চিঠিপত্র

[illegible]


নীহাররঞ্জন গুপ্তের

# পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর

আর. এন. চ্যাটার্জী এণ্ড কোং

গীতিমুখর ডায়না ২-০০

BENGALI FOR FOREIGNERS (2nd Enlarged Edition)

পপুলার লাইব্রেরী

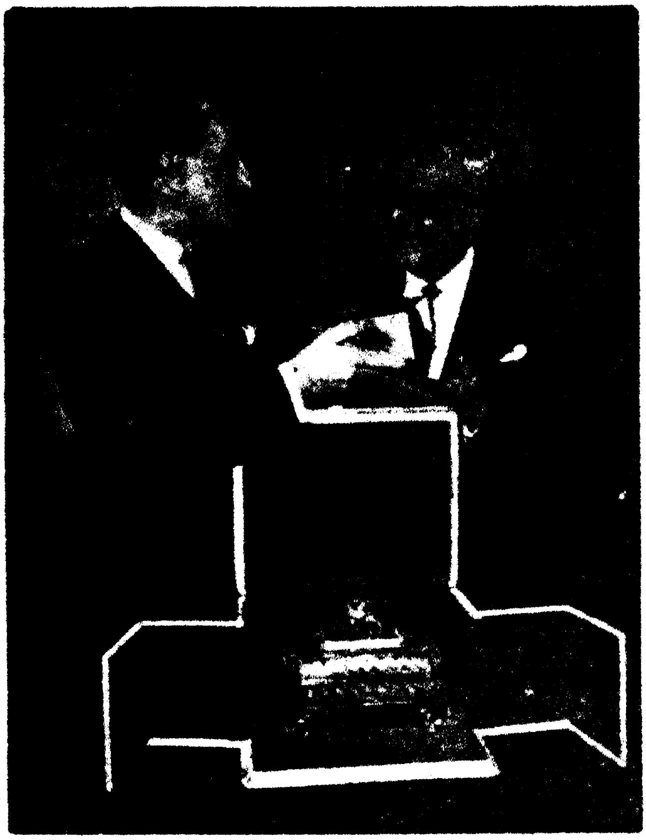

ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এম সি চাগলা পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের তরফে সেলজনিক গোল্ডেন লরেল ট্রফি ও এওয়ার্ড আমেরিকার [illegible] এসোসিয়েশনের সভাপতি এরিক জনস্টনের হাত থেকে গ্রহণ করছেন। 'অপরাজিত' চিত্রের জন্য শ্রী রায়কে পুরস্কার দেওয়া হয়

লেখক এক জায়গায় লিখিয়াছেন— 'কুম্ভকার সম্প্রদায় সার্বজনীন পূজা [illegible] ছাড়া ... [illegible]—[illegible] [illegible] লেখক কোনরূপ [illegible] না করিয়াই এমন একটি [illegible] [illegible] কি করিয়া? সার্বজনীন পূজা [illegible] কুম্ভকার সম্প্রদায় [illegible] হইতে এই উক্তি তাঁহার লেখনীতে প্রকাশ পাইল কি করিয়া? তিনি কি জানেন না যে, একটু খোঁজ লইলেই জানা যায় [illegible] কুম্ভকার সম্প্রদায় [illegible] [illegible] [illegible] এখনও [illegible] [illegible] [illegible] কুম্ভকার ও [illegible] উপস্থিতি অপরিহার্য। এখনও [illegible] পূজা-পার্বণে পুরোহিত হইতে [illegible] [illegible] চাউল [illegible] প্রভৃতি [illegible] উপহার [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] আর একটি

[illegible]

কাজিয়ার জন্য। শিক্ষা সভ্যতার সার্বজনীন অগ্রগতির জন্য, ব্যক্তিগত [illegible] [illegible] জন্য নয়।

নিবেদক ইতি—
[illegible],
কলিকাতা।


বার্ষিক পরীক্ষার [illegible] পরে...
[illegible]
শিশু-ভারতী
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] : ১ম—১০ম খণ্ড। প্রতি খণ্ড : ১০, টাকা। পুরো সেট ১০০,
[illegible] ... ২·২৫
[illegible]
[illegible] ... ২·৫০
[illegible]
[illegible] ... ২·২৫
[illegible] ... ২·৫০
[illegible]
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
[illegible] কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা - ৬

কয়লা খনির [illegible] পরিবেশে
অঙ্গার
মিনার্ভায়
[illegible]

প্রথমের নতুন বই
দোল পূর্ণিমায় প্রকাশিত
প্রতিভা বসুর
প্রেমের গল্প
[illegible] এবং [illegible] পরিপাটী একটি মনোমুগ্ধকারী সংকলন।
॥ ৪·০০ ॥
॥ [illegible] : ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, [illegible] ১৬ ॥

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

ভারতের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত সমস্ত বিষয়ের ফলাফল আগের সংখ্যায় খেলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন এবং পরিচালনা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। সেই সম্বন্ধেই আজ কিছু আলোচনা করছি।

সকলেরই জানা আছে এবারের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসেছিল দিল্লীতে এবং পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছিল দিল্লীর স্পোর্টস কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের উপর। যেহেতু দিল্লী ভারতের রাজধানী এবং রাজধানী ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, সেহেতু [illegible] সম্পর্কে কিছু বলার নেই। পরিচালনা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। [illegible]

[illegible]

[illegible]

দিল্লীতে জাতীয় এ্যাথলেটিক্সের [illegible] ১০০ মিটার দৌড়ের বিজয়িনী—[illegible] মধ্যে ১৫০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ী [illegible] ডানদিকে মহিলা [illegible] নতুন রেকর্ড [illegible] রাজস্থানের এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট

জায়গায় সব খেলাধুলোই সুষ্ঠুভাবে হয়েছে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের অধিবেশন। পরিচালিত হয়েছে। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি।

চার রকমের খেলাধুলোর মধ্যে অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের আকর্ষণ ছিল বেশী এবং প্রধানত অ্যাথলেটিকসকে কেন্দ্র তাই অনুষ্ঠানের পাঁচ দিনের বেশীর ভাগ সময়ই আমাদের কেটেছে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। সাংবাদিকদের কাজের সুবিধার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। প্রেস বক্স ছাড়া একটি পৃথক ঘরেরই ব্যবস্থা করা হয়েছিল সাংবাদিকদের জন্য। সেখানে কর্মব্যস্ত সামরিক অফিসাররা সব সময়ই আমাদের সাহায্য করেছেন। যখন যে সংবাদ চেয়েছি, হাসিমুখে তা পরিবেশন করেছেন।

অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের উদ্বোধনের সময় সামরিক বাদ্যের তালে তালে যোগদানকারী দলগুলির পতাকা সমেত মার্চ পাস্ট এবং সমাপ্তির দিন ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পতাকা অনুষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সহ-সভাপতির কাছে গচ্ছিত রাখার দৃশ্য অনেকদিন আমার মনে থাকবে।

দুটি অনুষ্ঠানের সমস্ত দৃশ্য এখনো যেন আমার চোখের উপর ভাসছে। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন অ্যাথলেটিকসের উদ্বোধন করতে এলেন। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা যদবিন্দর সিং তাঁকে [illegible] অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুমধুর সামরিক ঐকতানে জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠলো। তারপর আরম্ভ হল প্রতিযোগীদের মার্চ পাস্ট। উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন সভাপতির মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এক এক ১৭টি দলের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি জাতীয় খেলাধুলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করতেই ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পতাকা আকাশে উড়তে আরম্ভ করলো। আরম্ভ হল তোপধ্বনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নির্দেশানুযায়ী ১৯টি তোপধ্বনি রাজধানীকে [illegible] কাঁপিয়ে [illegible] থেকে গেল, তখন মশাল হাতে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলেন ভারতীয় [illegible] দৌড়বীর [illegible]। হাতে তাঁর মশাল [illegible]। [illegible] আগুন জ্বলছে। সে আগুন আনা হয়েছে—জ্বালামুখী মন্দিরের অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড থেকে। [illegible] স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করে [illegible] করলেন সভাপতির মঞ্চের অপর দিকে স্থাপিত অনুষ্ঠানের বিরাটকায় মশালে। চার দিন ধরে সেই মশালের পবিত্র অগ্নিকে সাক্ষী রেখে ভারতের তরুণ-তরুণীরা খেলার মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। তারপর সমাপ্তির দিনে মশাল নির্বাপিত করা হল। সেদিনও হল একইভাবে প্রতিযোগীদের মার্চ পাস্ট। সামরিক বাদ্যও বাদ গেল না। সবচেয়ে বেদনাময় দৃশ্য দেখা গেল তখন, যখন ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পতাকা অতি সন্তর্পণে নামিয়ে এনে দিল্লী ও রাজস্থানের সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল বিক্রম সিংহের হাতে অর্পণ করা হল। চারজন শাস্ত্রী সামরিক ঐকতানের বিদায়-সঙ্গীতের মধ্যে পতাকাটিকে বয়ে নিয়ে এলেন মহামূল্য এবং মহাপবিত্র দ্রব্য যেমন করে বয়ে আনা হয়। তাঁরা পতাকাটিকে অর্পণ করলেন [illegible] সভাপতি রাজা যদবিন্দর সিংহের হাতে। যদবিন্দর সিং আবার সেটা গচ্ছিত রাখলেন সেনাধ্যক্ষ বিক্রম সিংহের কাছে—পরবর্তী জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময় আবার তাঁর কাছ থেকে ফিরে পাবার জন্য। মনে হল, যেন ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের সমস্ত [illegible] রাজা যদবিন্দর বিক্রম সিংহের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন। রাজা যদবিন্দর [illegible] জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের এই [illegible] জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] এই [illegible] অলিম্পিক [illegible] ক্রীড়ানুষ্ঠানে [illegible] এক [illegible]।

[illegible] এই যে অ্যাথলেটিক [illegible] ও [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] উপলব্ধি করা যায়। [illegible] এক [illegible] ও [illegible] অ্যাথলেটিক [illegible] এক [illegible] সামরিক কর্তৃপক্ষের [illegible] এই [illegible] এতটুকু [illegible] ও [illegible] হয়েছে।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণের সময় আবার এক নতুন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। কুমারী মেয়েদের দ্বারা বিজয়ী অ্যাথলীটদের গলায় মালা পরিয়ে দেবার ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। ১৯৫৩ সালে কলিকাতায় জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময়ও কুমারী মেয়েরা বিজয়ী অ্যাথলীটদের মাথার মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এবার মাথার বদলে গলায় মালা পরাবার দেওয়া হয়েছে। আর মেয়েদের সাজ-পোশাকেও দেখা গেছে বেশ কিছু অভিনবত্ব। বিজয়ী অ্যাথলীটদের মালা দেবার জন্য এই সব মেয়েদের লেডি আরউইন কলেজ থেকে দেবকন্যার মত সাজিয়ে আনা হয়েছিল। সবাই পরেছিলেন শ্বেতশুভ্র শাড়ি। তবে শাড়ির পাড় ছিল ইন্দ্রধনুর [illegible] বাহার। পুরস্কার বিতরণের সময় তাঁরা চারজনে এগিয়ে দিয়েছেন একসঙ্গে বিজয়-মঞ্চের দিকে। একজনের হাতের থালায় বিজয়ীর পুরস্কার স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক আর তিনজনের হাতে তিনটি ফুলের মালা। [illegible] এর মধ্যে [illegible] এ ব্যবস্থা একেবারে নতুন একথা বলতে পারছি না।

[illegible] নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠাকারীকে পুরস্কার দেবার সময় ঐকতানে জাতীয় সঙ্গীত [illegible] হয়েছিল, [illegible] নতুন ব্যবস্থা। [illegible] জাতীয় সঙ্গীত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সমস্ত [illegible] অধিবেশনের উৎসাহ [illegible] অভাব। [illegible] দুটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের [illegible] ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের [illegible] দর্শক [illegible] নি। অবশ্য [illegible] দর্শক সমাগম সব সময়ই সন্তোষজনক ছিল। বেশ ভাল স্টেডিয়ামে [illegible] দর্শকের আসনও [illegible] অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। শুধু দর্শকের উৎসাহ-উদ্দীপনা [illegible] দেখা গিয়েছে সামরিক [illegible] ও [illegible] পরিচালকবৃন্দ। অবশ্য ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের [illegible] দিনেও উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব ছিল না। তবে

একথা জোর করেই বলা যায়, কলকাতায় এ ধরনের অনুষ্ঠান হলে দর্শকে মাঠ ভরে যেত।

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে দিল্লির অধিবাসীদের তেমন আগ্রহ নেই কেন? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে উত্তর পেয়েছি, তার মর্ম হচ্ছে চারটি অনুষ্ঠানে দর্শক [illegible] হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক স্পোর্টস [illegible] [illegible]

[illegible]

একজনের হাতের থালায় বিজয়ীর পুরস্কার, বাকী তিনজনের হাতে ফুলের মালা। জাতীয় অ্যাথলেটিকসে পুরস্কার বিতরণের সময় এ'রা [illegible] সম্বর্ধনা করেছেন বিজয়ী অ্যাথলেটিকদের ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে

[illegible]

নতুন বেরোল
[illegible]
আলবার্তো মোরাভিয়ার
আলেয়া ৩·৫০
[illegible]
Times Literary Supplement
আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স,
১৫এ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১২

GOVERNMENT LIBRARY

## দেশী সংবাদ

৭ই মার্চ—লোকসভায় কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষের সদস্যরা [illegible] বলেন যে, ১৯৬০-৬১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে কেবল মাত্র বড় বড় ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেহই আনন্দ জানাইবেন না। [illegible]

[illegible] ৭০৭—৪২০ [illegible] ১৪ মিনিট [illegible] নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

৮ই মার্চ—রাজ্য সরকারের [illegible]

[illegible]

## বিদেশী সংবাদ

৭ই মার্চ—[illegible] বলা হয় যে, পাকিস্তানের [illegible]

[illegible]

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার    সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফঃস্বল : [illegible] বার্ষিক—২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল' বলে
একটি বিশেষ ধরনের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়। সুবাস
ভরা রেক্সোনার ফেনা সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।
Rexona
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

REG. NO. C. 2109

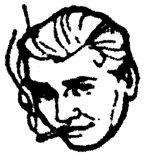

# আপনি যদি সিজার্স খান তাহ'লে এটা পড়বেন না ...

...কারণ সিজার্স খেলে বোঝা যাবে যে ভালো সিগারেট খেয়েই যাঁরা চিনতে পারেন আপনি সেই দলের একজন।

প্রতি ১০ মিনিটে সারা ভারতবর্ষে প্রায় ৫০,০০০ লোক তাঁদের প্রিয় সিগারেট সিজার্স-এর ধূমপান করেন।

৪৫ বছরেরও বেশী, সিজার্স সিগারেট খেয়ে লোকে আনন্দ পেয়েছেন—সময়ের পরীক্ষায় সিজার্স-এর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তার একটিই মাত্র কারণ থাকতে পারে—সিগারেটটা সত্যিই ভালো।

উইলস্-এর

## সিজার্স

সিগারেটটা ভালো—সেটাই আসল কথা

১০ টার দাম ৩০ নয়া পয়সা

৪৬/১৯

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ দ্বারা প্রচারিত

শনিবার, ১২ চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 26th [illegible] 1960 মূল্য—৩০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ২১

GOVERNMENT LIBRARY


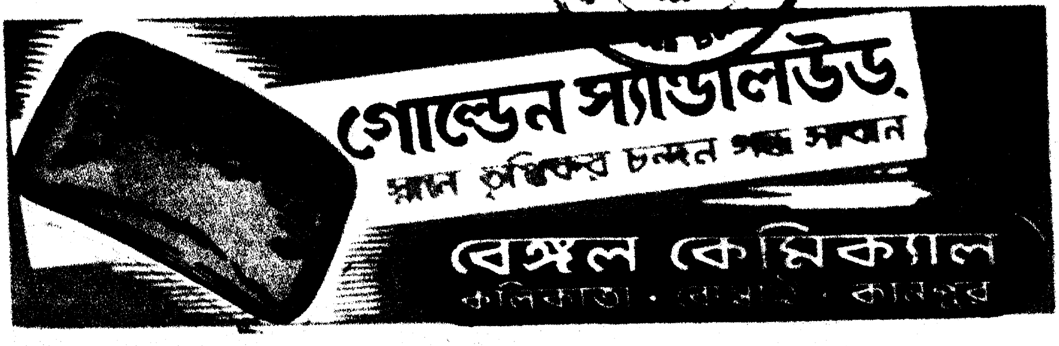

# ভুগছেন- দুর্বল, নির্জীব, রুগ্ন, খিটখিটে ?

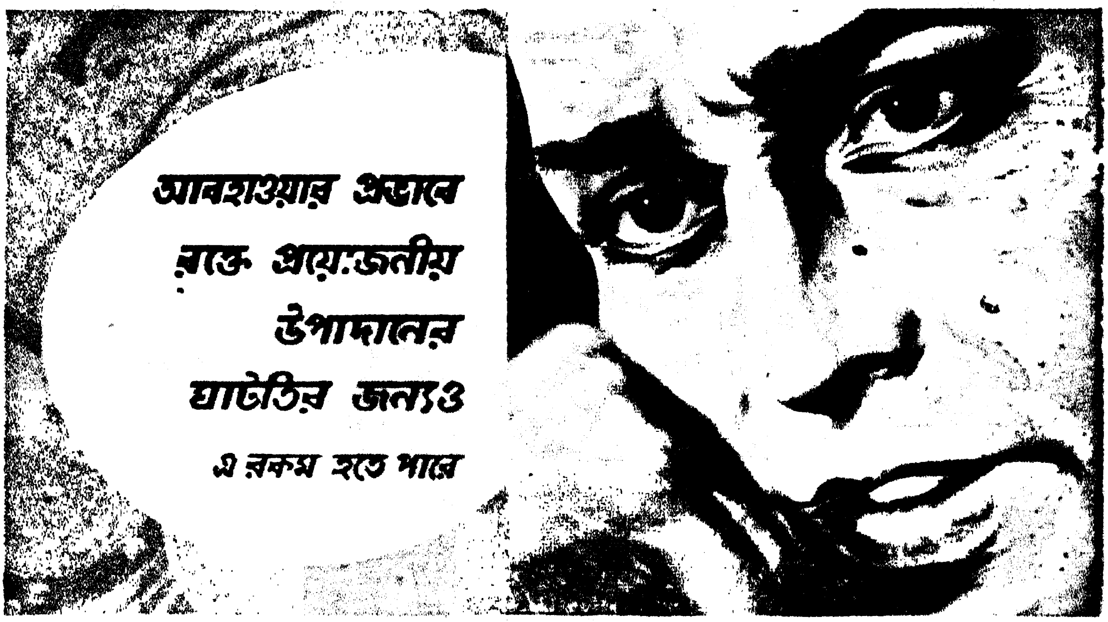


## MANDH মাঙ্ক এলিক্সিয়ার রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে

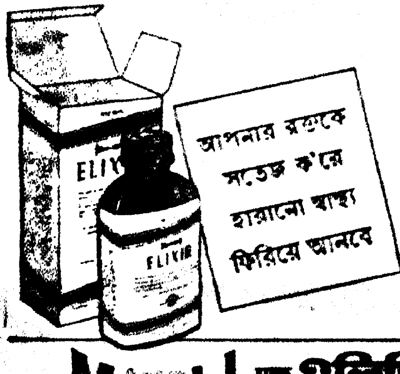


এই সময় আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিতে পারে। আরও বড় কথা, আপনি যা খান তাতে প্রায়ই পুষ্টির অভাব ঘটে। এখান থেকেই রক্তের প্রয়োজনীয় উপাদানে ঘাটতি হতে থাকে যার ফলে আপনি দুর্বল, নির্জীব, রুগ্ন ও খিটখিটে হয়ে পড়েন। আবহাওয়ার প্রভাবে রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পূরণ করার জন্যে আপনার এমন একটি টনিকের দরকার যা আপনার রক্তকে আবার সতেজ ক'রে তুলে আপনার হারানো স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবে। নিয়মিত মাঙ্ক এলিক্সিয়ার খান।

মাঙ্ক ম্যাণ্ড বি কমপ্লেক্স এলিক্সিয়ার একটি চমৎকার স্বাদযুক্ত কার্যকরী টনিক যাতে বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন শ্রেণীর সমস্ত ভিটামিন, এমনকি বি১২ আছে। তাছাড়া এতে আছে মল্ট এক্সট্র্যাক্ট ও গ্লিসারোফসফেট।

মাঙ্ক এলিক্সিয়ার ব্যবহার করে আপনি আবার আপনার পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুন। আপনার নিকটবর্তী কেমিস্টের দোকানে মাঙ্ক এলিক্সিয়ার চান ....এই টনিকটি আপনার শরীর সুস্থ রাখবে— আপনাকে চাঙ্গা করে তুলবে।

MANDH মাঙ্ক এলিক্সিয়ার আপনাকে সুস্থ ও চাঙ্গা রাখবে

মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিঃ, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী

প্রমথনাথ বিশীর

১৯৬০ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার অভিনন্দিত

# কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥

...বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ক'খানি বাংলা বই

অবধূতের

# মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲

# উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

# পথের পাঁচালী ৫॥

# আরণ্যক ৪॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

# মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥

# তুচ্ছ ৩॥

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

# কবি ৪৲

# উত্তরায়ণ ৫॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

# বহ্নিবন্যা ৮॥

# স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্‌ ৩৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আপনার

# অভিনন্দন বার্তা

আরও

# মনোরম

করে তুলুন

অভিনন্দন টেলিগ্রামে ...... শুভেচ্ছা বা অভিনন্দন জানান।
সুদৃশ্য খামে এবং বিশেষ সচিত্র ফর্মে অভিনন্দন টেলিগ্রাম বিলি করা হয়।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে জন্য নানা রকম অভিনন্দন বার্তা রয়েছে এবং সেগুলো থেকে যে কোনটা বেছে নেওয়া যায়।

সাধারণ অভিনন্দন টেলিগ্রাম পাঠাবার ন্যূনতম ব্যয় হল ৫০ নঃ পঃ।
প্রতিটি অতিরিক্ত শব্দের জন্য ৭ নঃ পঃ লাগে।

**ডি ল্যুক্স টেলিগ্রাম**

যাঁরা তাঁদের শুভেচ্ছা বার্তায় আরও আন্তরিকতা প্রকাশ করতে চান তাঁরা ডি ল্যুক্স টেলিগ্রামে তা জানাতে পারেন। আপনার পছন্দ মত বার্তা দিয়ে টেলিগ্রাম ফর্মের বিশেষ নির্দেশের জায়গায় 'ডি ল্যুক্স' কথাটি লিখে দিন। সেই ক্ষেত্রে আপনার টেলিগ্রাম, বিশেষ অভিনন্দন ফর্মে বিলি করা হবে। সাধারণ টেলিগ্রাম পাঠাতে যে খরচ লাগে এতে তার চাইতে মাত্র ১১ নঃ পয়সা বেশী লাগবে।

## অভিনন্দন
## বা
## ডি ল্যুক্স টেলিগ্রামে
## আপনার
## শুভেচ্ছা বার্তা
## পাঠান

ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/362

...ENT LIB...
Cooch Beh...

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| শতবার্ষিকী উৎসবের প্রস্তুতি— | ... | ৫৬৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... | ৫৭০ |
| দ্বিতীয় মত—রঞ্জন | ... | ৫৭১ |
| আলোচনা— | ... | ৫৭৩ |
| আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন—সৈয়দ মুজতবা আলী | ... | ৫৭৭ |
| জল (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশ | ... | ৫৮০ |
| রূপবতী (কবিতা)—আবদুস সত্তার | ... | ৫৮০ |
| স্মৃতির অন্তিম পথ—শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় | ... | ৫৮০ |

আমাদের ...

গ্রন্থতিথি

৭ই ফাল্গুনের বই

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

জলপ্রপাত (উপঃ) ২·৭৫

সন্তোষকুমার ঘোষের

গান্ধর্ব (উপঃ) ৩·৫০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

রজনীগন্ধা (নাটক)

২·২৫

স্বনির্বাচিত গল্প গ্রন্থমালা ঃ পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত ঃ প্রতি খণ্ড ৪·০০

প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ প্রতিভা বসু ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥
বুদ্ধদেব বসু ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥
আশাপূর্ণা দেবী ॥ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ॥ প্রমথনাথ বিশী ॥
শিবরাম চক্রবর্তী ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জগদীশ গুপ্ত ॥

জগদীশ গুপ্তের **স্বনির্বাচিত গল্প** ৫·০০ । ... যে কোন রচনাতেই যদি বক্তভাবে ... করা ... [illegible] ... —আনন্দবাজার

**সম্প্রতি প্রকাশিত** (কার্তিক হইতে মাঘ) ঃ

নেয়াজ এর **ওরা সব পারে** (উপন্যাস) ২·৫০ ॥ প্রবোধ সান্যালের **ইস্পাতের কলা** (উপন্যাস) ৩·৫০ ॥ দীপক চৌধুরীর **নীলে সোনায় বর্ণাঢ** (উপন্যাস) ৩·৫০ ॥ বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের **বিকশার গান** (উপন্যাস) ৫·০০ ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মাঝির ছেলে** (উপন্যাস) ২·৫০ ॥ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটমি** ৩·০০ ॥ হিমানীশ গোস্বামীর **লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়** ৩·০০ ॥ শ্রীখেলোয়াড় এর **ক্রিকেটের রাজকুমার** ২·৫০ ॥ ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের **উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল** ৩·০০ ॥ গৌরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর** ৩·৫০ ॥

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

গ্রাম ঃ কালচার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১


(সি ৩৪০৪)

এই যে
রবিনসন্স
'পেটেন্ট' বার্লি
এসে গেছে!

দেখবেন, খোকাবাবু সবটুকু খেয়ে নেবে। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে শিশুর কোমল পাকস্থলীতে দুধ চাপ বাঁধতে পারে না, কাজেই শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়, ওরা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক
০.০২৮% আয়রন বি-পি
ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপ:-এর
সংমিশ্রণ আছে।

● ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

সংসারের কাজে আপনাকে ক্লান্ত করে ফেলে...অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন...এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার...আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

আবার আশ্চর্য্যজনক
সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হৃতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু
ওয়াটারবেরীজ
কম্পাউণ্ড
সেবন করে নিজেকে
সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি | শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ৫৬১ |
| গানের আসর | শার্ঙ্গদেব | ৫৮৭ |
| বিশ্বরবিচিত্রা | | ৫৮৯ |
| চিত্র প্রদর্শনী | | ৫৯১ |
| খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ৫৯৩ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম | শ্রীবিমল মিত্র | ৬০৩ |



[illegible] ছবির [illegible]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত তিনখানি বই

## রাক্ষস খোক্ষস

[illegible] মূল্য ১·০০।

## ভূত-পেত্নী

[illegible] নূতন সংস্করণ, মূল্য ১·০০

## ছেলে ও ছবি

[illegible] ৭ম সংস্করণ, মূল্য ১·০০।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত

## বাদশা ও বীরবলের গল্প

[illegible] নির্বাচন করে [illegible] এই বইতে দেওয়া হয়েছে। [illegible] মূল্য [illegible]

**মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ**

১০, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ : ফোন : ৩৪-৫১০৩

॥ ন্যাশনালের প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

মার্কসীয় অর্থনীতি

কার্ল মার্কসের

**মজুরি ও পুঁজি**

(Wage Labour and Capital)

[illegible]

**মজুরি দাম মুনাফা**

(Wage Price and Profit)

[illegible]

মার্কসীয় চিন্তার সাহিত্য

ভি আই লেনিনের

**সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়** ১·৫০

**রাষ্ট্র ও বিপ্লব** ২·৫০

**কী করিতে হইবে** ২·০০

[illegible]

**দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** ০·৫০

প্রবন্ধ সাহিত্য

[illegible]

**সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ**

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের [illegible] আলোচনা [illegible]

[illegible]

**সাহিত্য-বীক্ষা**

বাংলা সাহিত্যের [illegible] উপর আলোচনা [illegible]

নতুন বের হল

[illegible]

**১৮৫৭ ও বাংলা দেশ**

[illegible]

[illegible]

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

[illegible]

অম্লান সৌন্দর্যের উপচার...!

পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার

প্রথমে হালকা তুলোর মতো পণ্ড্স
ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন ... হাতে আপনার
মুখত্বকের কমনীয়তা রক্ষা পায়...
মুখখানি কোমল, সুন্দর ও লাবণ্যে
উজ্জ্বল থাকে ... ছোটখাটো কাটা ও
দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম
চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার
ধরে চমৎকার!

তার পর মাখুন পাতলা ভাবে পণ্ড্স
ফেস পাউডার যা বেশী কোমল
উজ্জ্বলতা দিয়ে আপনার মুখশ্রীর
সঙ্গে মিশে থাকবে।

সব সময় উপরের এই সহজ নিয়মটি
মেনে চলুন ... তাহলে আপনাকে
সবক্ষণ সুন্দর দেখাবে ... আপনার
সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে।

সারা পৃথিবীর
সুন্দরী রমণীদের
মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ডস ইনক
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

PWTP. 72

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ ... ... ৬১৩
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ... ৬১৯
পুস্তক পরিচয়— ... ... ... ... ... ৬২৫
ট্রামেবাসে— ... ... ... ... ... ৬২৯
রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর ... ... ... ... ৬৩০
খেলার মাঠে—একলব্য ... ... ... ... ৬৩৭
সাপ্তাহিক সংবাদ— ... ... ... ... ৬৪০



ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দেশবন্ধু স্মৃতি—১০,

"I believe no co-operation is possible in the country, unless start with Non-co-operation. What kind of co-operation you can expect between masters and slaves".

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এইরূপ প্রামাণ্য জীবনী বাংলা ভাষায় আর নাই।

প্রমথনাথ বিশী রচিত উপন্যাস
সমান্তরাল ৩॥০ লাল পাথর ৩,

[illegible] চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
অনাদিগন্ত—৫,
[illegible]—৩, পঞ্চবাণ—২,

সুবোধ চক্রবর্তীর উপন্যাস
একটি আশ্বাস—৩॥০

বনফুলের উপন্যাস
উজ্জ্বলা—৩॥০ কিছুক্ষণ—২,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
বিষ পাথর—২॥০ কালরাত্রি—২

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
মায়াকুরঙ্গী—৩॥০ বুমেরাং—৩॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচিত উপন্যাস
সোহাগপুরা ৪, কেতকীবন ৩॥০

প্রবোধকুমার সান্যাল
এক বাস্তিল কথা—৪,
বন্দী বিহঙ্গ ৩॥০ গল্পসঞ্চয়ন ৪,

প্র না বি
নীলবর্ণ শৃগাল—৪,
বাংলার কবি—৪,

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
মনকেতকী—৬, দুরন্ত মন—৩

[illegible]রের উপন্যাস
একাকার—৫, শ্যাওলা—২॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আনন্দ নট—৩,

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
অবগাহন—৬, ডায়ানটি—২॥০

[illegible] ভট্টাচার্যের উপন্যাস
স্মৃতি—৩, দিনান্ত—৪,

বিমল কর / [illegible] নিয়োগী
নিশারাত্রি—৩, বহুরূপী—৩,

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
কলেজ স্ট্রীটে অস্তু—৪॥০

আশাপূর্ণা দেবী / [illegible] মৈত্র
অতিক্রান্ত ৩॥০ বনদুহিতা ২॥০

কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র—যোগেশ বাগল প্রণীত ৫,

শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা ৬
ফোন : ৫৫-২২৪৫



শংকর—এর নতুন বই

পদ্মপাতায় জল

প্রকাশিত হলো

[illegible]

মূল্য : দুই টাকা

শংকর এর অন্যান্য রচনা

কত অজানারে
( [illegible] সংস্করণ, পাঁচ টাকা )

যা বলো তাই বলো
( ২য় সংস্করণ, তিন টাকা )

প্রকাশের অপেক্ষায়

আবহমান
[illegible] চক্রবর্তী

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাঙালার ইতিহাস
[illegible] মুখোপাধ্যায়

[illegible]-এর
[illegible]—তিন টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

| | |
|---|---|
| তুমি সন্ধ্যার মেঘ (২য় সং) | ৩.৫০ |
| সদাশিবের তিন কাণ্ড | ১.৭৫ |
| চিড়িয়াখানা | ৩.০০ |

বিমল মিত্র-এর

| | |
|---|---|
| সাহেব বিবি গোলাম (১২শ সং) | ৭.৫০ |
| মিথুনলগ্ন (৮ম সং) | ৩.৫০ |
| মন কেমন করে (২য় সং [illegible]) | ৩.৫০ |

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২ ক্যানিং স্ট্রীট, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিঃ [illegible]

সুবোধ ঘোষের

| | |
|---|---|
| শতকিয়া | ৮·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | ৬·০০ |

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| তিন শূন্য | ৩·৫০ |
| প্রেমের গল্প | ৪·০০ |
| সাহিত্যের সত্য | ২·৫০ |

সরলাবালা সরকারের

| | |
|---|---|
| গল্প-সংগ্রহ | ৫·০০ |

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

| | |
|---|---|
| চিন্ময় বঙ্গ | ৪·০০ |

দরবেশ-এর

| | |
|---|---|
| দুস্তর মরু | ৩·০০ |

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

| | |
|---|---|
| রূপসী রাত্রি | ৫·০০ |
| প্রচ্ছদপট | ৩·৫০ |
| প্রেমের গল্প | ৪·০০ |

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| প্রেমের গল্প | ৪·০০ |
| মনের মানুষ | ৩·০০ |

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

| | |
|---|---|
| বিবেকানন্দ চরিত | ৫·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | ১·২৫ |

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| বিদূষক | ২·৫০ |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন :: কলিকাতা-৯



আর দেরী নেই
বৈশাখে ... বের হবে —

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক উপন্যাস
নব দিগন্ত

প্রবোধ সান্যালের
কল্লোল কাহিনী

নীহার গুপ্তের ছায়াপথ
সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস
রহস্যভেদী কিরীটী

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
উপন্যাস
স্বাধীন যৌবনা বসন্তসেনা

বনফুল-এর বড় গল্প

নব কল্লোল
প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৬৭

উত্তমকুমারের
নিজের লেখা স্মৃতিকথা
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর

পরিমল • মহাশ্বেতা ও
হরিনারায়ণের গল্প •
ডাঃ নরেন দেব দম্পতি কলহ

পি. সি. সরকারের
ম্যাজিক

পঙ্কজ মল্লিকের
স্বরলিপি

সিনেমা চিত্র এবং আরো অনেক কিছু
পরবর্তী বিজ্ঞাপনে দেখুন......

প্রতি সংখ্যা টা ১·২৫ ন. প. •
বার্ষিক টা ১৫·০০

দেব সাহিত্য কুটীর

# দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday 26th March 1960

## শতবার্ষিক উৎসবের প্রস্তুতি

[illegible]

যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে,

[illegible]

অবলম্বন করা হইবে। এই আলোচনা

হইবার পরে অনেক অমূল্য সময় গিয়াছে, [illegible]

[illegible]

এই যে, এখনো উদ্যোগপর্বই আরম্ভ হইল না।

# প্রসঙ্গত

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথকে বর্তমান বৎসরে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত বিশী তাঁর উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সী' এবং শ্রীনাথ তাঁর প্রবন্ধ পুস্তক 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের' জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত এই পুরস্কার পেয়েছেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' অল্পকাল পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৬৬ সালের 'আনন্দ পুরস্কার' কমিটি স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার এবং শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে (বনফুল) প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। সাহিত্যকর্মে সামগ্রিক দানের কথা বিবেচনা করেই এঁদের আনন্দ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর পত্রিকা বর্তমান বৎসরে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বৈষ্ণব সাহিত্যে গবেষণামূলক কার্যের জন্য 'শিশিরকুমার পুরস্কার' এবং শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালকে তাঁর হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের জন্য 'মতিলাল পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীকে বর্তমান বৎসরের 'মৌচাক পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করেছেন মেসার্স এম সি সরকার।

কবি মণীন্দ্র রায় কবিতার জন্য 'উল্টোরথ' মাসিকপত্র প্রদত্ত পুরস্কারটি পেয়েছেন।

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলা দেশের এতগুলি গুণী ও খ্যাতনামা সাহিত্যসাধককে সম্মানিত করায় আমরা আনন্দিত। এঁদের সকলকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

•

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে দীন ভিখারির মতন ভিক্ষামাত্র পেয়েছিল। এ-বিষয়ে তার দাবির যৌক্তিকতা যেভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, এমনটি আর কোনো রাজ্যের ভাগ্যে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ও জনসংখ্যার অনুপাতের হিসেব বাদ দিয়েও বলা যায়, ভাষাভিত্তিক ঐক্য যদি গণতন্ত্রসম্মত রাজ্য গঠনের অন্যতম শর্ত হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের এই দাবিকেও অবহেলা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংক্রান্ত পরিষদের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৭০ লক্ষ বঙ্গভাষী-অধ্যুষিত এলাকা এখনও পশ্চিমবঙ্গের আওতার বাইরে। বিহার ও আসামের দখলে। এই এলাকার বঙ্গভাষী জনসাধারণ নানা অসুবিধা ও উৎপীড়ন ভোগ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও নাকি কোনো সুবিধা হয়নি। ভাষাগত দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষা, ধর্মকর্মের সুবিধা হয়, তাদের এইভাবে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখার সার্থকতা আমরা বুঝতে পারি না। জনমত ও গণদাবিকে উপেক্ষা করার নীতি যে সুনীতি নয়, কেন্দ্রীয় সরকার কবে যে হৃদয়ঙ্গম করবেন, জানি না। দুর্দিনে উৎপীড়িত ক্ষুব্ধ মানুষগুলির মনোভাব নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুরাগে মধুর হবে না।

•

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খন্না শেষাবধি নতিস্বীকার করেছেন।

> ## বিজ্ঞপ্তি
>
> আগামী সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'মরুপ্রান্তরে' গ্রন্থের লেখক শ্রীতরুণকুমার ভাদুড়ীর নূতন রচনা 'অভিশপ্ত চম্বল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।
>
> মধ্যপ্রদেশের চম্বল পাহাড়ের বিস্তৃত নির্জলা নদীর স্থানীয় অধিবাসীরা ভয়ে ভয়ে অভিশপ্তের জীবন। এই দিগ্বিজয়ী কুখ্যাত দস্যু মান সিং দস্যু মধ্যপ্রদেশের নিকট একটি এক অভিশাপরূপে বিবেচিত হইত এবং তাহার দলে মান সিংয়ের নাম আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। সরকারী নথিপত্র হইতে এবং দস্যুপল্লী কাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লেখক বহু রোমাঞ্চকর ও বেদনাদায়ক তথ্য এই রচনায় উদঘাটন করিয়াছেন।
>
> সম্পাদক দেশ

অর্থাৎ তিনি কিছুটা নড়েছেন, কিন্তু ছাড়েন নি। তাহার পর তিনি নানা পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা ও রাজ্য বিধানসভার তীব্র সমালোচনা, জনসাধারণ—বাস্তুহারা উদ্বাস্তুদের অপরিসীম বিরাগ, সংবাদপত্রের বিরূপ, এমনকি, স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর বিরক্তি ও ধমকানিতে তাঁর পুরোপুরি চৈতন্যোদয় হয়নি। মন্ত্রিত্বের গদি তাঁর বিবেককেও অসাড় করেছে। নয়ত তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে আমাদের অন্তত কিছুটা প্রশংসাভাজন হতে পারতেন। শ্রী খান্না দায়িত্বহীন, কিন্তু বুদ্ধিমান। পুনর্বাসন বিষয়টিকে জটিলতর করবার চেষ্টা তিনি সুন্দরভাবে করেছেন। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ঠোকাঠুকিতে বিষয়টি হ রীতিমত জটিল, তার ওপর রাজ্য সরকারের একদল পদস্থ অফিসারদের পর্যন্ত তিনি বিগড়ে দিয়েছেন। ফলে এ-ব্যাপারে বাংলার পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রিমণ্ডলীদের সঙ্গে উচ্চ পদস্থ অফিসারদের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্রের হয়ত তার চরম প্রমাণ। উপরন্তু শ্রী খান্না অন্যত্র সম্পূর্ণ নিজেরাই দ্বিতীয় দেশের ভোটের খানিকটা নষ্ট করেছেন। দণ্ডকারণ্য থেকে পলাতক উদ্বাস্তুদের বল প্রয়োগে ফিরিয়ে দেওয়া এবং আন্দামানে এপ্রিলের মধ্যবর্তী পাঠাবার জোর চালু রাখার নীতি প্রদর্শন করেছেন। দ্বিতীয়ত শ্রী খান্নার বিশেষ আমন্ত্রণে ডাঃ রায় ও শ্রী সেন তিন-চার দিনের জন্য ১৪ই এপ্রিল তারিখে দণ্ডকারণ্য সফরে যাচ্ছেন। আশা করা যায়, এই সফরে ডাঃ রায় ও শ্রী সেনকে শ্রী খান্না দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে আরও ওয়াকিবহাল করবেন।

•

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সংখ্যা দিন দিন উত্তরোত্তর শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের ভাগ্যেই সমান দুর্ভাগ্য। শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেকারী অথচ এই দেশের কাজ এমনকি, অন্যান্য অঞ্চলেও বাঙালীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। রাজ্য সরকার একবার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সরকারী সাহায্য যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান পাচ্ছে, বাঙালীদের চাকরি দিতে হবে। পরে বলেছে এই মর্মে প্রতিষ্ঠানে সরকারি সার্কুলার পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তার ফলে উক্ত অ-বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি অনুপাতে বাঙালী কর্মীদের কাজ দেওয়া হয়েছে, আমরা জানি না। অধিকাংশ বাঙালী কর্মীদের মজুর অথবা দুর্দিন শ্রেণীভুক্ত করে কাজ-দানে প্রতিষ্ঠান আজ রাজী নয়, তবুও একটা হিসেব প্রয়োজন। রাজ্যমন্ত্রীর অভিমত এই যে, এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে বটে তবে চাহিদার অনুপাতে নয়। একদিকে দেশে কাজ না পেয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে, তবুও উপায় নেই বাঙালীদের। বাংলার বাইরে বহু ব্যবসা-বাণিজ্য সেখানেও বাঙালীদের জন্য ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই অবস্থা। বাংলার মধ্যে অ-বাঙালী কর্মীদের সুযোগ এবং বাংলার বাইরে বাঙালী কর্মীদের সুযোগের হিসেব পেলে হয়ত দেখা যেত বাঙালীর উপার্জন যে-অনুপাতে বেড়েছে, তার পেটের ভাত সে-অনুপাতে কমেছে।

# দ্বিতীয় মত

॥ রুজন ॥

সত্যজিৎ রায়ের বড়ত্ব এবং একান্তই অভিনবত্ব, সাফল্যের একটা নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি এই যে তিনি শুধু [illegible] মধ্যে একাধারে দুটি তুলনাহীন চরিত্র সৃষ্টি করেননি—তাঁর [illegible] প্রসঙ্গে কিছু [illegible] উদারভাবে শুধু সৃষ্টি করেছেন। এটা [illegible] ছিল। [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] কিন্তু [illegible] করেছেন [illegible]

[illegible] এবং একজন [illegible] বর্তমান একটা [illegible] সত্যজিৎ রায় [illegible] সমালোচনা তিনি অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারেন, কিন্তু [illegible]

উল্লেখ করেছি তার প্রতি ঔদাসীন্যের মূল্য ভয়ঙ্কর হতে পারে।

•

[illegible] নিশ্চয়ই ছবি নয়। দুটি ত্রুটি, অপেক্ষাকৃত গৌণ, আমি লক্ষ্য করেছি।

উমাপ্রসাদের [illegible] ভূমিকায় [illegible] অভিনয় চোখে লাগে, [illegible] বড়বড় [illegible] ছিলাম। [illegible] আমার কাছে অস্পষ্ট। [illegible]


**শ্রীপ্রমথনাথ বিশী**

## রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ

"[illegible] শান্তিনিকেতনের এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে যে, [illegible] মনে হয়।... [illegible] তুলনা নাই।" —দেশ

মূল্য ৬·০০ : [illegible] ৮·০০

## বাংলা সাহিত্যের নরনারী

[illegible] বাংলা সাহিত্যের [illegible] —আনন্দবাজার পত্রিকা

মূল্য ২·৫০ : [illegible] ৩·৫০

## বাংলার লেখক

[illegible] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[illegible] মূল্য ৮·০০

## নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

[illegible] —যুগান্তর

[illegible] —দেশ

[illegible] মূল্য ২·৫০

**বিশ্বভারতী**

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

●

অন্যান্য বিক্রয়কেন্দ্র

**বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়** — ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

**দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ** — ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট

ক লি কা তা

**জি জ্ঞা সা**

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ

তালিকার এখানেই শেষ। এমন ছবির কথা তো মনে আনতে পারিনে, যাতে মাত্র দুটি সামান্য ত্রুটি আবিষ্কার করেছি। দেবীর বৈশিষ্ট্যের তালিকা হবে অতি দীর্ঘ এবং সমগ্রভাবে ছবিটির আবেদন আমার কাছে অপ্রতিরোধ্য। এ-ছবি আমি আরো অনেক বার দেখব এবং নতুন নতুন গুণ আবিষ্কার করে আনন্দিত ও সমৃদ্ধ হব।


● লাইব্রেরীতে রাখার মত বই ●

সুনীল ঘোষ

জলতরঙ্গ

এ যুগের জীবন ও যৌবনের সমস্যা নিয়ে লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত সুনীল ঘোষের এই এপিকধর্মী রচনাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক ও রসিক মহলে যে আলোড়ন তুলেছে তা সুদুর্লভ। দাম : সাত টাকা। উপহার উপযোগী প্রচ্ছদ ॥

এই লেখকেরই অন্য উপন্যাস—অন্যদৃষ্টি। দাম : ৬.৫০ ॥

ন্যাশনাল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা—৬

(সি ৫৫৬৭/২)



বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশপূর্তিতে স্মারকগ্রন্থ

অর্ধশতাব্দী

( ১৯১০ — ১৯৬০ )

● বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের রচনা-সংকলন ●

**কবিতা :** [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] সুকুমার [illegible]।

**প্রবন্ধ :** [illegible]

**আলোচনা : অন্যান্য রচনা : শুভেচ্ছা :** [illegible] হাকিম।

**ইংরাজী প্রবন্ধ ও অনুবাদ :** [illegible]

[illegible]

প্রচ্ছদপট : যামিনী রায়

[illegible] বোর্ড বাঁধাই। দাম : মাত্র তিন টাকা ॥

প্রকাশক : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯


কাজটাই ছিল নাটকীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে উদ্ধত পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সংঘর্ষ হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আধুনিক ভারতসভ্যতা এই আকস্মিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়েরই সন্তান। এই সংঘর্ষ সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আক্ষরিক প্রাধান্য পায়নি। তিনি একটা যুগের ছবি করেননি, শুধু তার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি নরনারীর জীবন তিনি উপস্থাপিত করেছেন শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে। যারা বিশ্বাস করেন যে, তিনি মূর্তিপূজার নিন্দা করতে চেয়েছেন বা হিন্দু সমাজকে হেয় করাই তাঁর উদ্দেশ্য, [illegible] কথা মনে রাখেন সমাজ-সংস্কারকেরা, নেতারা আর সম্পাদকীয় লেখকেরা। শিল্পীর চিত্তে এসবের স্থান গৌণ।

শুধু কথাটা যখন উঠেছে তখন [illegible] কারণ দেখিনে। 'দেবী' ছবির [illegible] কি [illegible] শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর কাহিনী। [illegible]

●

কিন্তু দেবীর প্রধান [illegible]

[illegible] ঘটনা [illegible] করবার [illegible] সত্যজিৎ রায়ের [illegible] কথা [illegible] পারে। রবীন্দ্রনাথ ও [illegible] কাছে [illegible] জন্য। কিন্তু [illegible] একাধারেই [illegible] আপন সৃষ্টি [illegible] শুধু [illegible] কাছে।

[illegible] চোখের উপর [illegible] ভেসে ওঠে। [illegible] নরনারীর [illegible] মধ্যে। [illegible] ঠাকুরের চোখ দুটো দিয়ে সহস্র [illegible] আবিষ্কার। [illegible] এবং [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] কম্পোজিশনে যে [illegible]—এবং টেকনিক্যাল [illegible] আছে, তার তুলনা হয়, কই, [illegible] পৃথিবীতে [illegible] বাইরে দেখিনে। [illegible]—[illegible] পর্যন্ত—[illegible] সর্বাঙ্গীণ [illegible] এক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে যায়নি [illegible] অবহেলা।

সত্যজিৎ রায়কে নমস্কার।

# আলোচনা

## ভারতীয়ত্বে রাজনীতি

**মহাশয়,**—[illegible]

[illegible]

( ২ )

[illegible]

[illegible]

[illegible]


পুরোনো ক্যাটলগের অনেক বই বাতিল হয়েছে : নতুন বই অজস্র বেরিয়েছে।
॥ নতুন ক্যাটলগের জন্য লিখুন ॥

● সদ্য প্রকাশিত ●

[illegible] চৌধুরীর

**মুক্তবন্ধ**

[illegible]

[illegible] (২য় মু.) ২·৫০ ॥

● সদ্য প্রকাশিত ●

[illegible]

**পত্রলেখার বাবা**

[illegible]

জাগরী (৯ম মু.) ৬·০০ ॥

ঢোঁড়াই চরিত মানস... ৩·৫০ ॥

[illegible] বসুর

**নীলাঞ্জনের খাতা**

( ২য় টাকা )

হঠাৎ আলোর ঝলকানি ৩·৫০ ॥

প্রেমপত্র ৩·০০ ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

**জর্জ বার্নার্ড শ**

[illegible]

আঁতুরঘরের সারাৎসার ৬·০০ ॥

একাকিনী নায়িকা ২·৫০ ॥

নারায়ণ সান্যালের

**মনামী**

[illegible]

বল্মীক ৪·০০ ॥

বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প (২য় মু.) ৩·৫০ ॥

● নীলকণ্ঠের ●

অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ ৩·০০ ॥

ঘরেবাইরে ২·৫০ ॥

চিত্র ও বিচিত্র ৩·৫০ ॥

॥ মনোজ বসুর ॥

রক্তের বদলে রক্ত ২·৫০ ॥

মানুষ নামক জন্তু ৩·০০ ॥

জলজঙ্গল ৩·০০ ॥

নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ ৩·০০ ॥

[illegible]

সিন্ধু পারের পাখি ৬·০০ ॥

পূর্বপার্বতী ৫·৫০ ॥

● অন্যান্য বই ●

**বসকলি** ॥ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ [illegible] ॥ **চন্দ্রমল** ॥ [illegible] মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·৫০ ॥ **একটি নমস্কারে** ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ **মধুর লণ্ডন** ॥ সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ ২·[illegible] ॥ **[illegible] সঙ্গীত** ॥ [illegible] কুমার সেন ॥ ৪·০০ ॥ **ইতিকথার পরের কথা** ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪·০০ ॥ **অনাহেব** ॥ নিখিলরঞ্জন রায় ॥ ২·০০ ॥ **অনাদিন** ॥ [illegible] হালদার ॥ ৪·৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২

প্রকাশিত হবে শুক্রবার ১লা এপ্রিল

সম্পাদনা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হাসির গল্প পড়তে ভালবাসেন এমন পাঠকের সংখ্যা বোধহয় অগণিত কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সার্থক হাসির গল্প খুব অল্পই লেখা হয়েছে, বিশেষতঃ সাম্প্রতিক কালে তা কদাচিৎ চোখে পড়ে। তবু গত একশ বছরে আমাদের সাহিত্যিকদের অনেকেই যে সার্থক হাসির গল্প লিখেছেন — তার প্রমাণ "সরস গল্প" — হাস্যরসাত্মক গল্পের এই অভিনব নির্বাচিত সংকলন-গ্রন্থটি। বর্তমানে দুরূহ জীবনযাত্রার চাপে পড়ে আমরা যেন ক্রমেই হাসতে ভুলে যাচ্ছি বা হাসির মত জিনিসকে ঠেকাতে শিখছি। তবে, সুযোগ পেলে আমরা কেউই হাসতে ছাড়ি না। জীবনের মধ্যে কোথাও একটু পরিহাস ছোঁয়া, সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কোথাও একটু, আমাদের সামনে হাসি আপনা থেকে উছলে ওঠে। উছলে উঠে আমাদের মনের গ্লানি, জড়তা ও অবসাদকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ক্লান্তিকর দিনগুলোকে কৌতুকে ভরিয়ে তোলে। এই গ্রন্থের ত্রিশটি বাছাই-করা গল্প ভরিয়ে আছে তার অসংখ্য দৃষ্টান্তে। এই গল্পগুলি আপনাকে একবার নয়, বার বার পড়তে হবে— কখনো নিভৃতে, কখনো বা মজলিশে আসরে। আসর জমাবার পক্ষে এমন অপরিহার্য সঙ্গী আর দ্বিতীয় নেই। এই সংকলনের অন্যতম বড় আকর্ষণ শিল্পী অহিভূষণ মালিকের আঁকা অজস্র কৌতুক-চিত্র। ডবল ডিমাই সাইজের বিরাট বই। মজবুত বাঁধাই। তিন-রঙা জ্যাকেট। দাম সাড়ে আট টাকা।

**"সরস গল্প"র লেখকবৃন্দ :**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, [illegible], সুকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, [illegible] মিত্র, পরিমল গোস্বামী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, [illegible], সৈয়দ মুজতবা আলি, শিবরাম চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুবোধ বসু, [illegible] ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

**নতুন সাহিত্য ভবন**

৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০ ॥ ফোন : ৪৭-৬২৫৫

**কলেজ স্ট্রীট কেন্দ্র :**

১। আধুনিক, ১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।
২। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।
৩। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নয়, কোন অংশে রাজনীতির মতের কোণে কাদা বাঁধে, কেউ জানে না। কারণ এটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, এর সমর্থনে প্রমাণ পাই মহামতি এরিস্টটলের উক্তির থেকে—মানুষ স্বভাবতই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও কোন এক দুর্বল মুহূর্তে তার মনের কোণের রাজনীতির কথা বিরাট সুযোগের প্রকাশ পায়। আর সেই প্রকাশের প্রেরণা পায় তাদের কাছ থেকে, যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়। তাছাড়া আরও যুক্তি দিয়ে বলা যেতে পারে যে, মানুষের সামাজিক জীবন বহুমুখী আর এই বহুমুখী জীবনের একটা দিক প্রকাশ পায় রাজনীতির মধ্য দিয়ে। অতএব আমার মতে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণগুলির একটি হচ্ছে রাজনীতি—যার অবশ্য প্রতিকার করা যেতে পারে, যদি ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ে।—অমলকৃষ্ণ মণ্ডল, সেন্ট পলস্ কলেজ, কলিকাতা।

( ৩ )

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] রাখতে হবে যে, বাংলাদেশের ছাত্র-বিক্ষোভের

যাচ্ছে বলা বহুর বদলে এবং তার প্রতিকারের উপায়ও বিভিন্ন।

বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিকে তাব-প্রধান বাঙালী ছাত্রের জীবনে যে দুর্দশা আনছে সে-কথা নতুন করে লেখার প্রয়োজন নেই।

এই কেবলমাত্র রাজনীতির দোহাই দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ যে-কোন স্বাধীন জাতির জীবনে বর্তমান রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবকে সর্বক্ষেত্রেই স্বীকার করে এ কথা বলা যেতে পারে যে, বাঙালী ছাত্রসমাজ তার থেকে মুক্ত হতে পারে না এবং বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস [illegible] [illegible]

[illegible]

( ৪ )

সবিনয় নিবেদন,

[illegible]

কলেজী জীবনে [illegible] ছাত্র ইউনিয়ন [illegible]

[illegible]

সুতরাং বহু কলেজেই ছাত্র ইউনিয়ন রাজনৈতিক

[illegible] নির্দেশে চালিত হয়। ইউনিয়ন ছাত্র প্রতিনিধিদের অনেকেই রাজনৈতিক দল থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন উপলক্ষে [illegible] রাজনৈতিক নেতাকে [illegible] [illegible] বহু কলেজেই ইউনিয়নের নির্বাচন উপলক্ষে [illegible] [illegible] [illegible]

কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন উপলক্ষে [illegible]

[illegible]

উপরেও রাজনৈতিক দলগুলির অনেকটা এড়ানো যায়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে [illegible] রাজনীতির [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible]

[illegible]

## নোবেল প্রাইজের রবীন্দ্রনাথ ও সহ-কারীকার রবীন্দ্রনাথ

সবিনয় নিবেদন,

২৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা [illegible] [illegible] নোবেল প্রাইজের রবীন্দ্রনাথ ও সহকারীকার রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ে [illegible] [illegible] উদ্ধৃত ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুল প্রচার যে [illegible] সম্ভব নয়, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] রবীন্দ্রনাথের


সদ্যতম লেখকের সর্বশেষ গ্রন্থ সম্ভার

প্রেমেন্দ্র মিত্রের [illegible] সংকলন

**হরিণ চিতা চিল**

দাম ৫·০০

সুবোধ ঘোষের [illegible] ও নতুন [illegible] উপন্যাস

**রূপসাগর**

দাম ৬·৫০

| | | |
|---|---|---|
| অন্দর মহল | ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ | ৫·০০ |
| মিত্রোমিত্রন | ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ | ৫·০০ |
| স্বাদু স্বাদু পদে পদে | ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ | ২·৭৫ |
| প্রীতিঅবাসর | ॥ জ্যোতির্ময় নন্দী ॥ | ২·৭৫ |
| পাখী মহল | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪·০০ |
| সাম্রথ | ॥ চিন্তামণি কর ॥ | ৪·০০ |
| তীর্থকৃম | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৫·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইন্টে কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| শকুন্তলা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৬·০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৬·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·০০ |
| আকাশলীপ | ॥ [illegible] মিত্র ॥ | ৪·০০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

আসন্ন প্রকাশ

অবধূতের **ক্রীম**

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

জনপ্রিয়তায় আজ ভাঁটা পড়েছে—তাঁর উক্তি অনুযায়ী, এই অনিবার্য স্বাভাবিকতায় আমাদের দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই, যেহেতু জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে একচ্ছত্র অধিষ্ঠান কোনও সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কথাটাকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারলাম না। রসসৃষ্টির মূল্যায়নে রসিকজনের মধ্যে যুগে যুগে যে মতান্তরের অবতারণা হবে, একথা অনস্বীকার্য।

কিন্তু তাই বলে সর্বদেশের সর্বকালের শাশ্বত সাহিত্য বলে কি কিছুই নেই। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে যদি শেক্সপীয়র-এর নাম বাংলা দেশ থেকে মুছে যায়, তবে দুর্ভাগ্য বাঙালীর—শেক্সপীয়র-এর নয়। আর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমরা যদি রবীন্দ্র-সাহিত্যের সেই সার্বজনীন আবেদনপূর্ণ দিকটি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরি, তাতে ক্ষতিটা কোথায়? যাঁকে 'বিশ্বকবি' আখ্যা দিয়েছি, তাঁর কাব্যের রসগ্রাহিতা কেবল বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে কোন্ যুক্তিতে!

লেখকের আর একটি তর্ক—শত-বার্ষিকীর বেলায় তাঁর সমাদর বিদেশের সাহিত্যিক মহলে হবে না—হবে রাজ-নৈতিক মহলে'. আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশে কবিকে নিয়ে এ বৎসরের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা কি কিছু কম হয়েছে? রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া' আখ্যা দেবার জন্য বামপন্থীদের কম নাজেহাল হতে হয়নি গত নির্বাচনের সময়। অপরপক্ষে নিমতলায় কবির সমাধি-মন্দির নির্মাণ ব্যাপারে টেক্কা দেবার জন্য সরকারকেও কম কথা শুনতে হয়নি। এই দুটো পরস্পরবিরোধী political pamphleteering আর যাই হোক—কবি প্রতিভার প্রতি রাজনীতিনিরপেক্ষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়।

লেখকের তৃতীয় মন্তব্য অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি। বর্তমানে স্বয়ং অনুবাদ না করলে কাব্যের সামগ্রিক আবেদন ব্যাহত হবে—এ কেমনতর কথা! ইংলণ্ডের আপামর জনসাধারণ যে ইংরেজী বাইবেল পাঠ করেন এবং যে বাইবেল শত শত কবি-সাহিত্যিকের কাব্য প্রচেষ্টায় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে—সে-ও ত অনুবাদ বই আর কিছুই না। তাছাড়া সুন্দর অনুবাদ যে মূল কাব্যের রসমাধুর্যকে সহস্র গুণে বাড়িয়ে দিতে পারে, তার প্রমাণ ফিটজ-জেরাল্ড-এর ওমর খৈয়াম। ... এর অনু-বাদে ... —একথা কেউ হলফ করে বলতে পারেন? অতএব, ... অনুবাদকদের ... রবীন্দ্র-সাহিত্য বিদেশে ... হতে নাই বা কেন?

আর একটি কথা বলেই ... আমার বক্তব্য শেষ করছি। ... রবীন্দ্রনাথের কবিতার জনপ্রিয়তা ... [illegible] ... neo-classicism ... [illegible] ... Inc... [illegible]

কাজেই ... [illegible] ... সেই অমর ... বাণী ... মধ্যেই আমাদের শতবার্ষিকী উৎসব সার্থকতর হবে।

সত্যেন্দ্র চৌধুরী, মধুপুর, (বিহার)।


সম্প্রতি কয়েকখানি সময়োপযোগী নূতন বই প্রকাশিত হয়েছে : একথা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকা উচ্চ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন :

পশুপতি ভট্টাচার্যের ● ডাক্তারের দুনিয়া ● ৬·০০
শিবনারায়ণ রায়ের ● প্রবাসের জার্নাল ● ৩·০০
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ-র ● তৃতীয় ভুবন ● ৪·৫০
অচিন্ত্যেশ ঘোষের ● একালের চোখে ● ৩·০০
রাজ্যেশ্বর মিত্রের : সঙ্গীত সমীক্ষা ৭·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সমুদ্রে মানুষ ৩·০০

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
● জনরব ● ২·৫০

সুশীল ঘোষের ● সোন নূপুর ● ৪·৫০
উমা দেবীর ● বাবার কথা ● ৩·০০
গৌরীশঙ্কর ভট্টাঃ-র ● অগ্নিসম্ভব ● ৪·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর ● পরম্পরা ● ৪·০০
বাণী রায়ের ● পুনরাবৃত্তি ● ২·৫০
ভোলানাথ মুখোঃ-র ● টি, বি, সম্বন্ধে ● ৪·০০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ● মধুপাক ● ৩·০০
বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ-র ● চীনা প্রেমের গল্প ● ৪·৫০

যোগেন্দ্রনাথ সরকারের ● ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র ● ২·৫০
ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ● ত্রয়ী ● ৬·০০
সতীন সেন ● জেল ডায়েরী ● ৩·০০

তারাশঙ্করের
মন্বন্তর ৭.০০
নতুন কলেবরে নতুন রূপে পুনরায় প্রকাশিত ● ... ●

মিত্রালয় ● ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট ● কলিকাতা ১২

(সি-৩৫৫০)



**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর যাবৎ ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ছিত্রের সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টার সাক্ষাৎ করুন। ৩৭ নং জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৩৪৪০)

# আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

সৈয়দ মুজতবা আলী

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অধ্যয়নরত আচার্য ক্ষিতিমোহন

ফটো : পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

মোহনের বিহারকীর্তি শান্তিনিকেতন তাঁর স্মরণে শোকতপ্ত আশ্রমবাসিগণের সশ্রদ্ধ 'আগুনের পরশমণি' বৈতালিক গীতি।

• • •

চিত্রে নন্দলাল। সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগদানন্দ। রসে ক্ষিতিমোহন।

শুনেছি বিশ্বভারতী এঁদের সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশ করবেন। তার ভিতরই পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর নাতি-সম্পূর্ণ ইতিহাস। এ কর্মে সংখ্যাতীত শিষ্যের সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি শুধু সেটুকু বলতে পারি যা স্বচক্ষে দেখেছি।

শাস্ত্র এবং রসালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দুই বাহু ছিলেন বিধুশেখর এবং ক্ষিতিমোহন।

সকলেই আশা করেছিলেন কাশীর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সংস্কৃত চর্চায় যশস্বী হবেন। কিন্তু তিনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে দিলেন বাঙলার জনবৈদগ্ধ্য চর্চায়। আজ আর মধ্যযুগের সন্তরা যে পৃথিবীর সর্বসন্তদের সমকক্ষ একথা নিয়ে কেউ তর্কাতর্কি করে না, এ দেশের আউল-বাউলরা যে সাধনার গভীরতম অতলে পৌঁছে প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষিদেরই ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেছিলেন সে কথাও কেউ অস্বীকার করে না। এমন কি কোনো কোনো অর্বাচীন ঐ বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখে এখন সপ্রমাণ করতে চায় যে, সে ক্ষিতিমোহনকেও ছাড়িয়ে গেছে, তাঁর 'অসম্পূর্ণ' জ্ঞান সম্পূর্ণতর করে দিয়েছে! বিরাটকায় ক্ষিতিমোহনের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে বামনও হয়ত একটু বেশী দূর অবধি দেখতে পায় অস্বীকার করিনে, কিন্তু সে বামন ক্ষিতি-আবিষ্কারের বিরাট দম্ভকে আর বিরাটতর হবার পাবে কোথায়! তবে আজ এই বিতর্কমূলক প্রস্তাব (অবশ্য আমার কাছে নয়) উত্থাপন করব না—অন্য লোকের দিন।

এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষিতিমোহন আউল-বাউলের গান নিয়ে আলোচনা করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রচর্চা পদ্ধতি। অর্থাৎ উপনিষদ বা গীতার টীকা লেখার সময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে রকম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধার করেন, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, ঐ সব শাস্ত্রের মূল উৎসের অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিনি আউল-বাউলের 'শাস্ত্র' অধ্যয়ন করে, টীকা লিখে তাদের [illegible] অধ্যাত্মলোক লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরলেন।

এই কর্মে লিপ্ত হয়ে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেলেন, আউল-বাউলের মূল উৎস যে শুধু বেদ উপনিষদ গীতা ভাগবতে রয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে মুসলিম সূফীবাদ। তিনি তারই অনুসন্ধানে সূফীবাদের এমনই গভীরে পৌঁছেছিলেন যে, বহু সুপণ্ডিত সূফী পর্যন্ত আশ্চর্য হতেন যে, সূফী আবহাওয়ার এত দূরে থেকে এই লোকটি এতো আপন প্রাণ-নিশ্বাসে ভরে নিল কি করে? [illegible] পরিষ্কার হয়ে উঠল।

[illegible] প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু, [illegible] আকৃষ্ট হলেন। [illegible] একটি একটি করে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, [illegible] প্রাচীন ঐতিহ্য লুকোনো রয়েছে। [illegible] আমাদের দর্শন, [illegible] প্রমাণ করলেন যে, আমাদের অনেকগুলোই আবার আমাদের প্রতিবেশী [illegible] কাছ থেকে নেওয়া।

সে এক অপূর্ব দর্শন! আমরা যে সব [illegible] অতিশয় [illegible] ক্ষিতিমোহন প্রমাণ করলেন তার অনেকেরই 'অনার্য' এবং তথাকথিত 'অনার্য' ক্রিয়াকর্মের মূল রয়েছে বৈদিক আর্যসাধনার গভীরে।

এর সব-কিছুই প্রেমী গবেষককে নিয়ে যায় ভারতবর্ষের ধর্মানুপ্রাণিত দর্শনচর্চায়—কারণ একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই বহুর বাহ্যরূপ উন্মোচন করে অন্তরের ঐক্য দর্শন করাতে পারে। সেখানে তিনি পেলেন জ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রনাথের(১) উপদেশ এবং সহযোগিতা—গুরু রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য যে তিনি অহরহ পেতেন সে কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন যে আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড, যোগ ও তন্ত্রের রহস্যবাদ ও দর্শনের মূলে রয়েছে একই নিগূঢ় সত্য।

এই সত্যের তত্ত্বানুসন্ধান হাতে নিয়ে ক্ষিতিমোহন প্রবেশ করলেন ইতিহাসে, [illegible]

[illegible]

---

(১) [illegible]

[illegible] প্রকাশিত-এর কি না? এরূপ একটি কথা চলিতে পারে কি না—তাহাতে কি বুঝায়?

"প্রকাশিত" হবার পরিবর্তে প্রকাশিতব্য, প্রকাশিত, উপন্যাস—এ তিনটির কোনোটি খাটে না। যেহেতু তাহা শুধু মনোনীতই না প্রকাশিত না উপন্যাস নহে। কাশীর পণ্ডিতেরা এরূপ স্থলে কিরূপ বাচক ভাষা ব্যবহার করেন?

এই বিষয়ে উচিতানুচিত আমাকে লিখিয়া পাঠান।"

কে. হোড়ের
কণক
* পাউডার *

সত্যই কি আমরা তা তাঁদের স্বীকার করেছি? ধর্মের নামরূপে যে বিকট বিকৃতি প্রবেশ অবধি দেখতে পাচ্ছি, সে কি যুগ যুগ ধরে আমাদের [illegible] পথ্য [illegible] সৃষ্টি করেনি? না হলে চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণের কি প্রয়োজন ছিল?

[illegible] রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতি[illegible] [illegible] এঁদের মত [illegible] ছিলেন না। এঁদের প্রধান কর্ম ছিল, যুগ যুগ [illegible] আমাদের ঐতিহ্যের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অজ্ঞানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

ক্ষিতিমোহনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষিতিমোহন একক।

[illegible] ক্ষিতিমোহনের [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]।

ক্ষিতিমোহন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লিখিত অক্ষরের মাত্র সীমাবদ্ধ।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপনায়, [illegible] থেকে আরম্ভ করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকলকে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাশে পাশে, [illegible] তিনি যেখানেই [illegible] সেখানেই [illegible] [illegible] তিনি এই [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] সকলকেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষিতিমোহন [illegible] [illegible] [illegible] এই সংগ্রহের [illegible]।

[illegible] দিয়েছেন কবীর, [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] তাঁরই [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] এই কথা কটি নিবেদন করি।

আমার অক্ষমতম রচনায় তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লাভ করেছি। [illegible] তাঁর যে আশীর্বাদ [illegible] আমার এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না—এই আমার শেষ নিবেদন।

---


ক্ষিতিমোহন সেন

প্রণীত কয়েকটি গ্রন্থ

| | |
|---|---|
| প্রাচীন ভারতে নারী | ২, |
| ভারতের সংস্কৃতি | ৷৹ |
| বাংলার সাধনা | ৷৹ |
| হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ | ৷৹ |
| ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা | ৷৹ |

বিশ্বভারতী


---


জোসেফ টমাস কার্টারের সমগোত্রীয় সর্বকালের উপন্যাস

মানুষ গড়ার কারিগর

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড — কলিকাতা বারো ॥

## জ ল

জীবনানন্দ দাশ

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
অন্ধকারে ঘাসের গন্ধ পাই,
কালো মেঘের ফলে নিবিড় দিন
কোথায় থেকে আবার এল ভেসে।

মনে পড়ে, জলের মতন ধ'রে অবিরল
পেয়েছিলাম জামের ছায়ার নিচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার-হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে

মৃত্যু এলে: মরে যেতে হবে
ভালোবাসা নদীর জলের মতন হয়ে রবে,
জলের থেকে ছিঁড়ে নিয়েও জল
জোড়া লাগে আবার যেমন নিবিড় জলে এসে।

## রূ প ব তী

আবদুস সাত্তার

এখন হয়তো তার কমলাপুরের রূপবতী
যে মেয়ে প্রত্যুষে ওঠে নিকোয় উঠোন, তার দেহ
রঙিন আয়না, তাকে কোটো সুখী দিন। আর কেহ
না জানুক সে জেনেছে তার সংসার অশ্রুমতী
মেঘাচ্ছন্ন দিনে সে কেবল কান্নার মোহমায়া।
হয়তো যুবক আজ পরিপূর্ণ সুখের কাঙাল:
ক্লেশহীন দিনের হাতে সোজানো শান্তির মায়াজাল
রাত্রির গভীরে থেকে দীপ্তিময় প্রেমের প্রচ্ছায়া।

প্রত্যহ বিশীর্ণ-মুখ সংসারের ছিন্ন জামা গায়ে
অন্ধকার গায়ে তুলে সে যুবক বাহিরে আকাশ
ভরায় নিঃশ্বাসে; আর জোড়াতালি মেঘের হাওয়ায়
ক্রমশঃ কমলা হয়ে জ্বলে দিন চাঁদের প্রদীপ।
অন্ধকারে জোনাকির জ্বলে ঝিকিমিকি। নির্জন প্রহরে
কেবল হৃদয়ে তার কমলাপুরের রূপবতী।

## স্মৃ তি র অ ন্তি ম প থ

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

সে আমাকে ভালোবেসে ইচ্ছার অপমৃত্যু হাতে নিয়ে
কতোদূর চলে গেছে, তা আমার অস্পষ্ট অজানার মতো।
আমি তার চোখ নিয়ে কাচের জানালা থেকে দুটি হাতে
কুয়াশার অন্ধকার ঘরে তুলে বাইরে রেখেছি [illegible]
তখন আকাশে আলো অস্পষ্ট উজ্জ্বলতা নিয়ে মরে যায়।
দীর্ঘ শীর্ণ বৃন্তপথে তবু শৌখীন কোনো গাছে সন্তর্পণে
নিরাশ্রিত ক'টি পাখি আলোর উৎসাহে আহা মাতে।

মনে হলো চিঠি লিখি, তারপর কুটি কুটি ক'রে
ছিঁড়ে ছড়াবো হাওয়া।

আমার ইচ্ছাকে আমি ছড়িয়েছি ঘাসে মাঠে জলে আর
ওই ক'টি পাখিদের মনে,
ইচ্ছাকে মুক্তি দিলে হয়তো এমনি ভাবে
শূন্যতাকে ভালোবেসে সুখ।
সে আমার ইচ্ছাকে পাশে নিয়ে কতো পথ হেঁটে চলে গেছে
সেই পথে এই মন ছেড়ে দিলে, কিছু ফিরে আসবে স্মরণে?
যদি আসে, তা হলে তো সব স্মৃতি, স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ,
তারপরে যতো গান আর কেউ গাইবে না, তারাও এসেছে!
একটানা চাপা কান্না, রিক্ততাকে শূন্যতা মনে করে
কান্নায় আমি অপরূপ।

কাটা ছেঁড়া ভাঙা কথা ছবি—সবই স্মৃতির
অন্তিম পথ করেছে অশেষ॥

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

২০

[illegible]


# সোনার আলপনা

[illegible]

**এভারেস্ট বুক হাউস :** [illegible]

—চোরবাগানের ফতেবাবুর কথা। ফতেবাবু শৌখীন ব্যক্তি, পয়সাওয়ালা লোক, শখের বশেই পোশাক তৈরীর কাজ শুরু করেছিলেন, ভাড়াও দিতেন।

ভুপেনবাবু [illegible] ফতেবাবুর কাছে আমাদের নাম করলেন। [illegible] পোশাকই দিতে পারবেন উনি। এখান থেকেই পোশাক আনান আপনারা।

গিয়েছিলাম আমি আর হরিমোহনবাবু। ফতেবাবুর বড়ো বাড়ীটার নীচের তলাটা দেখে মনে হলো, যেন একটা থিয়েটারী [illegible] নিয়ে সারে সারে বসে গেছে যারা [illegible] কাজ করছে [illegible] বলতে—কারচোপওয়ালা, এই কারচোপওয়ালারা আপনমনে বসে বসে কাজ করছে। বড়ো-বড়ো ট্রাঙ্ক সাজানো রয়েছে [illegible] মধ্যে। তার থেকে পোশাক বার করে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পর পর টাঙিয়ে দিল। আমাদের [illegible] লেগে গিয়েছিল। [illegible] জমকই বা কী তার!

সেই থেকে ফতেবাবুর পোশাকই চলে আসছিল ক্লাবে।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নেই। [illegible] কড়িবাবুর কথা উঠল, [illegible] করতেন 'কর্ণ', অথচ, এখন [illegible] 'কর্ণ' করলেন বলে উল্লেখ করে গেছি এ-অভিনয়ে নয়, [illegible] অভিনয় থেকেই [illegible] আর নামছিলেন না। তিনি ক্লাব ছেড়ে দিয়েছিলেন। শৌখীন অভিনেতা হিসাবে তিনকড়িবাবুর সেদিন রীতিমত সুনাম ছিল। কী দক্ষিণ কলকাতা, কী উত্তর বঙ্গ, আমাদের [illegible] ছিল তাঁর বন্ধু, কাছেরই তিনি ছিলেন স্নেহভাজন। হাওড়া রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে চাকরি করতেন। সে অফিসে হরিমোহনবাবু এবং [illegible] চাকরি করতো। [illegible] সেখানে [illegible] কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখন তিনকড়িবাবু চাকরি [illegible] করেছিলেন। তারপর তাঁর [illegible] তিনি কারখানা করলেন। একটা [illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা করেছিলেন তিনি। সে সব কারখানার [illegible] কাজকর্ম, এবং [illegible] সময় হয়ে পড়লেন না ক্লাবে আসা [illegible] অভিনয় করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। শৌখীন লোক ছিলেন [illegible] এবং [illegible] [illegible]

[illegible]

সেক্রেটারী কাছে বুদ্ধা মালী কিম্বা পিওন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে হুকুম করলেন—বার করে দিয়ে আয়।

দু'একটি ছেলে পা টিপে পা টিপে পিছন থেকে এগিয়ে গিয়েই অমনি 'পাক' করে ধরত। ধরার পর আর কী! চাপা [illegible] আর [illegible] করতেন তিনি। তাকে ধরে নিয়েই [illegible] দিত ছুট। নিয়ে, একেবারে সিঁড়ির [illegible] কলতলার [illegible] নীচে, কিম্বা [illegible] একেবারে ঢুকিয়ে দিতেন। [illegible] সেই [illegible] কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনোদিকে লক্ষ্য নাই।

কিন্তু যা বলছিলাম, তিনকড়িবাবু, [illegible] পর ঐ [illegible] একটা [illegible] ক্লাব [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] দেখে [illegible] কাপড় [illegible] যদি [illegible] হলো উঠল আমার [illegible] [illegible] কী [illegible] পোশাক হবে।

[illegible] ছিলেন পুরাতনপন্থী, তাঁরা বললেন [illegible] হবেই। [illegible] আমাদের [illegible] অর্থাৎ [illegible] রাজা-রানীর মতো জমকালো কাপড় [illegible] মতো কাপড়, এসবও চাই নানান আকারের।

আমরা বললাম—না, তা হবে না। আমরা যে সব কাপড় কিনেছি, তাতে করে [illegible] টেরা, [illegible] কাজ—চাকতি—এইরকম সব রেমিয়াম হবে। তার সঙ্গে [illegible] কোমর বন্ধ। আর কাপড় হবে—বেনারসী। পাজামা

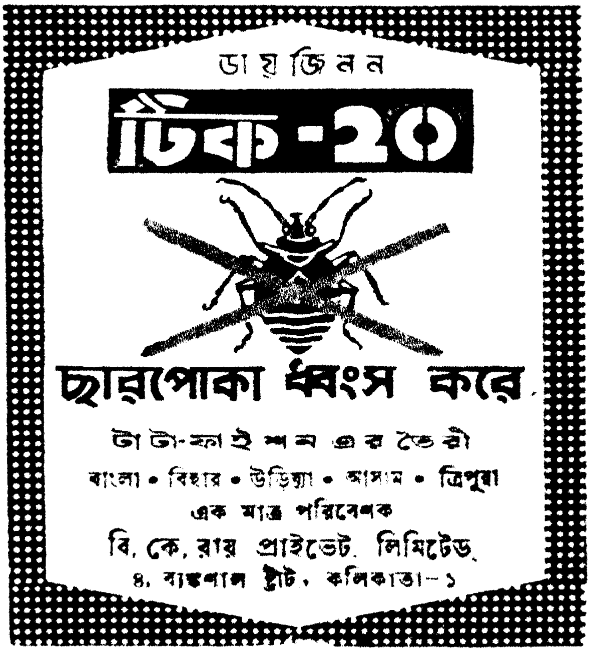


সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

[illegible] আর ... পড়ার জন্য [illegible] ইত্যাদি, এসব ... দিয়ে হতেই। [illegible]

[illegible]

এদিকে ... সাল ... এদিকে। [illegible] নতুন বই করতে হয়। [illegible] সুতরাং এই মার্চ-এপ্রিল থেকেই নতুন বইয়ের ... করতে হয়।

ধরা যাক নতুন বই—সীতাহরণ। টিপিন-

[illegible]

[illegible]


## রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

**রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম** শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

[illegible]

**রবীন্দ্রসংগীত** শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

[illegible]

শ্রীপ্রতিমা দেবী

[illegible]

## বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

●

অন্যান্য বিক্রয়কেন্দ্র

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা

**জিজ্ঞাসা**

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

অভিনেতা খগেনবাবু। খগেনবাবুর শরীরও ভেঙে পড়েছে, যাত্রা করাই তিনি ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে 'পার্থপ্রতিজ্ঞার' আহ্বানও এসেছে। অভিনয় করেছি, আর তার ফাঁকে ফাঁকে চলেছে 'সীতা হরণ'-এর প্রস্তুতি।

এর পর হলো এই পুজোর সময় থেকে যাত্রার যে মরসুম পড়ল, তাতে আমরা ঘুরে ঘুরে এই নতুন বই-ই করতে লাগলাম। আমি ত এদিকে বেকার, বাড়ির রকে বসে আড্ডা দেই। আমাদের নতুন বাড়িটা বেশ বড়োই ছিল। রাস্তার একেবারে ওপরে। দোতলায় বারান্দা, নীচে রক। রকে ছাগল-ভেড়া না এসে জোটে বা ভিখারীর দল না এসে আড্ডা গাড়ে, তাই বাড়িওয়ালা রকটার চারদিকে লোহার শিক পুঁতে দিয়েছিল।

এই শিক-ঘেরা রকে না বসে আমরা বসতাম দেউড়ির সংলগ্ন রকটিতে। দুপাশে রক—মাঝখানে উঠানে যাবার রাস্তা। সকালের দিকেই অবশ্য বসাটা সম্ভব হতো বেশী। সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম, আমাদের জমিতে বাড়ির কাজ হচ্ছে। আমাদেরই আস্তাবল ছিল আগে ওখানে, আমাদেরই প্রজা হরমোণ, সে ছিল আমার গাড়োয়ানদের সর্দারনী, সে দেখতো সেই আস্তাবল, বহু পুরোনো লোক সে আমাদের। বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে আমাদের আস্তাবলটা সরে গিয়ে তার আস্তাবলের সঙ্গে মিশে গেল। অর্থাৎ সে তার নিজের আস্তাবলে থেকেই আমাদের গাড়ি-ঘোড়ার তদারক করত আর কী।

এই সব দেখি আর শুনি। সকালের দিকে রকে বসে বসে এ-ও দেখতাম, ইস্কুল, অফিস যাবার পথে, হাতে টিফিনের বাক্সটি নিয়ে তাদের গতিটা [illegible] হনহন করে এগিয়ে চলেছে। ফেরবার সময় বিকেলের দিকে, সে ফিরছে ধীরে-সুস্থে, আমাদের রকে এসে বসে গল্পগুজব করে বাড়ি যেতো। খাওয়াদাওয়া করে আবার আসতো, একসঙ্গে [illegible]। এমন দিনে, আমাদের পাড়ারই একটি পরিচিত ছেলে, এক অফিসে সে চাকরী করত শুনেছিলাম, এসে হঠাৎ বললে—আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো ভাই?

ডিরেক্টর-বাবু ছাড়া আর কী সাহায্য আমি করতে পারি? মনে-মনে অবাক হলাম। [illegible] নেই, কারও কি কখনো। তবে, আমার মতো লোকের কাছ থেকে, কী ধরনের সাহায্য সে পেতে চাইছে? সে বললে—[illegible] ডাক্তার বলছে চেঞ্জে যেতে। হাওয়াবদল করে থাকলেই উপকার পাওয়া যাবে। কিন্তু মার্চেন্ট অফিসের চাকরী, ছুটি পাওয়া কি সহজ কথা? তাছাড়া, এও জানি, আমার বদলে নতুন লোক না নিতে পারলে, ওরা অন্য লোক নিয়ে নেবে। এইবার বলতে পারো, কী করতে চাই?

—কী?

ছেলেটি বললে, আমি ছুটিতে যাব, আর তার বদলে কেউ একজন যদি অফিসের কাজ-গুলি করে, তাহলে আমার ছুটি পাওয়া সম্ভব হবে। তুমি বসে আছো, তুমি যদি ভাই এই একটা মাস একটিনি দাও।

[illegible]

বলেছি সব।

—চাকরী।

—হুঁ।

[illegible] করে রাখতে হয়। এমন কিছু

— প্রকাশিত হইল —

আধুনিক যুগের অন্যতম শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক

শক্তিপদ রাজগুরুর

নূতনতম উপন্যাস

# কেউ ফেরে নাই

কয়লাকুঠির দেশ—মাটির অতল থেকে জীবন নিঙড়ে মানুষ তুলে আনে প্রকৃতির সম্পদ। এর আকাশ—মৃত্তিকা ধোঁয়া আর ধুলোর কালো। [illegible] এ মাটির অন্তর। মিথেন গ্যাস আর কোল ডাস্ট-এর ভয়াল মৃত্যুযজ্ঞের আগুন জ্বলে। পূর্ণাহুতি হয় মাল কাটার দেহাবশেষে।

তবু হাজারো মৃত্যুর মাঝে মানুষ দেখে বাঁচবার স্বপ্ন—জন-মজুরের কুটিরে জ্বেলে আশা দিল। কয়লাকুঠির [illegible] নারীরও মন কাঁদে মানুষের মমতাতে। মরে—আবার বেঁচে ওঠে রক্তবীজের মত। নিষ্ঠুর মৃত্যুকে তারা জয় করে বার বার।

শক্তিপদ রাজগুরুর অভিজ্ঞতালব্ধ বলিষ্ঠ বাস্তবধর্মী সংবেদনশীল লেখনী বৃহত্তর পটভূমিকার বহুবৈচিত্র্যময় এই জীবনের মর্ম সত্যটিকে স্পর্শ করেছে।

দাম—৭·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভারী কাজ নয়। তবে মেয়েদের হয়ে সকাল সন্ধে খাটার। উর্বশী মেয়ে, মেয়ের সময় আমাদের ছোটো। ছোটো ছিলাম [illegible] সন্ধ্যা হয়ে গেছে। [illegible] মেয়েরা জুড়ে।

এইভাবে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এই অভিনয়ের আগে একদিন [illegible] এমন সময় মদন এসে আমার কাছে এক

[illegible] আলোকবাবু, [illegible] আমাদের [illegible] জুড়ে, তাঁর [illegible] মনে হয়েছিল সে আমার। বললেন—

[illegible] আমাদের [illegible]

—[illegible]

—[illegible]

—[illegible]


বিদ্যোদয়ের বই

চিত্রদর্শন ॥ কানাই সামন্ত ২৫·০০

[illegible] যুগান্তর [illegible] আনন্দবাজার পত্রিকা [illegible] হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড [illegible] বিশ্বভারতী পত্রিকা [illegible]

মানব-বিকাশের ধারা ॥ প্রফুল্ল চক্রবর্তী ১২·০০

[illegible] আনন্দবাজার পত্রিকা [illegible] যুগান্তর [illegible] শনিবারের চিঠি [illegible]

পরিব্রাজকের ডায়েরী ॥ নির্মলকুমার বসু ৪·৫০

[illegible] আনন্দবাজার পত্রিকা [illegible] যুগান্তর [illegible]

উপন্যাস

| | | | |
|---|---|---|---|
| মধুমিতা | ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৬·০০ |
| নাগিণী মুদ্রা | ॥ | অমরেন্দ্র ঘোষ | ৩·৫০ |
| সূর্যগ্রাস | ॥ | সুশীল জানা | ৩·৭৫ |
| তাপসী | ॥ | প্রফুল্ল রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |
| ময়ূরাক্ষী | ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·০০ |
| গৃহকপোতী | ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |

স্বাধীনতার পথে প্রাচ্যজগৎ ॥ অনিল দাশগুপ্ত ২·৫০

[illegible] যুগান্তর [illegible] হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড [illegible] আনন্দবাজার পত্রিকা [illegible] স্বাধীনতা [illegible]

বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা

(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥ কপিল ভট্টাচার্য ৪·৫০

বিজ্ঞানী কবি জগদীশচন্দ্র ॥ [illegible] ৬·০০

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ॥ [illegible] ৭·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

আসবেন সেই দেড়টায়, ছুটি হবে যাবে সাড়ে পাঁচটায়। যেতে-আসতে পয়সা খরচা নেই, ট্রাম-ভাড়া লাগবে না, কারখানা আপনার বাড়ির কাছেই। শক্ত কাজও কিছু নয়—কার্ড ফাইলিং-এর কাজ।

কার্ড-ফাইলিং?

মদন বললে—হ্যাঁ। আমিই করতাম। আমাদের যে সেকশন-ইনচার্জ ছিল, সে টাওয়ার ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু হয়ে গেছে। অবশ্য ঐ ডিপার্টমেন্টও 'টাওয়ার ডিপার্টমেন্টের' মধ্যে। আমি হয়েছি এখন সেকশন-ইনচার্জ। আমার আগের পোস্টের জন্য একজন লোক দরকার। কী ভেবে রাজী হয়ে গেলাম। ১৯১৯ সালের এটা শেষের দিকের কথা।

—দেখা করবেন তাহলে। আটটায়।

গেলাম। যে নতুন বড়বাবু হয়েছে, আমার চেনা, পাড়ারই ছেলে, রমেন। সে আমাকে দেখে একটু হেসে বললে—এই যে। বসে যাও একেবারে কাজে। মদন, কাজগুলি ওকে দেখিয়ে দাও।

শুরু হলো আমার চাকরির জীবন। কাজ করি। বিরাট কারখানা—ঘুরে ঘুরে দেখি। 'টাওয়ার' বিভাগে আমরা 'বাবু' আছি জন আষ্টেক, আর সাহেব আছে জন চারেক। মেমসাহেব আছে জনা দুই। আমাদের বিভাগের বড়সাহেব—'কডারভেল' সাহেব—জাতে স্কচ—মিলিটারী অফিসার ছিল। যুদ্ধের সময় কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছিল। এসে ওদের ম্যানেজিং এজেন্ট [illegible] কোম্পানীতে [illegible] টাওয়ার বিভাগ খুলিয়ে দিয়েছিল। নানান সরকারী ও মিলিটারী বিভাগের বড় বড় কর্তাদের সঙ্গে ওর দহরম-মহরম ছিল। সুতরাং [illegible] টাওয়ারের [illegible] মিলিটারী সাপ্লাই [illegible] —এদের। [illegible]—ভারতের সর্বত্র এদের টাওয়ার যেত। এমন আমি দেখিনি, পুরোনো কার্ড দেখতে দেখতে এসব কথা আমি জানতে পেরেছিলাম। মিলিটারী ছাড়া, বাইরের কিছু কোম্পানীও সাপ্লাই নিত। [illegible] সুন্দর [illegible] সব [illegible]-টাওয়ার সাজিয়ে রাখা রয়েছে—মাঝখানে সরু পথ। নানান আকারের সব টাওয়ার—নানান রকমের। [illegible] টাওয়ার-এসব ছাড়া, নতুন একটা [illegible] ছিল [illegible] ঘুরে ঘুরে দেখতাম। দেখি, বহু লোক এখানে কাজ করে। [illegible] দেখা হয়েছিল। [illegible] বহু [illegible] চাকরি করতেন। [illegible] ছিলেনই। আমি থিয়েটার-যাত্রা করি, অনেকেই আমাকে জানতো। বেশ লাগতো। কোথায় [illegible], কোথায় স্টোর, এইসব ঘুরে ঘুরে দেখতাম।

এইভাবে কেটে গেল এক মাস। মাইনেও [illegible]। [illegible] টাকা নিয়ে বাবাকে দেখালাম, বললাম—এই পেয়েছি।

বাবা বললেন—রেখে দাও। নিজের ইচ্ছামতো খরচ করো।

বড়সাহেব 'কডারভেল' সাহেব ভীষণ রাশভারী লোক ছিল। কাজকর্ম বিশেষ কিছু বুঝত না। অন্যান্য সাহেবরা পর্যন্ত ওকে ভয় পেত। বড়সাহেবের সেক্রেটারী ছিল এক মেম। সে কাজকর্ম বুঝত, দেখতও সব সে। সাহেব আসতো কারখানায় বিকেলের দিকে। এসে বসে সাড়ে আটটা পর্যন্ত [illegible] কাজ করত। [illegible] আরামে ছিল। [illegible] সাহেব কখনও [illegible] করত না—অবশ্য তার প্রয়োজনও হয়নি কখনও। [illegible] ঐ বড় [illegible] অধীনে। [illegible] সপ্তাহে বড়সাহেবের [illegible] দেখার জন্য। [illegible] কারণ, ওর সঙ্গে [illegible] আমারই ছিল সরাসরি। [illegible] থাকত সাহেবের [illegible]। কার্ড দেখতো সে [illegible] ঐ কার্ডগুলো [illegible] চেষ্টা করত সাহেব। [illegible] হবে [illegible] চৌদ্দটা [illegible] দিয়ে, [illegible] ভীষণ [illegible] লোক। [illegible] এমন [illegible] বলত না, [illegible] কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর দিতে হবে, সে তুমি [illegible] এটাই [illegible]। [illegible] এসে [illegible] [illegible] কার্ড [illegible] [illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু এখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] ঠিক আছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহেব বুঝিয়ে দিয়েছে যখন সেটাই ছিল [illegible] বলতে জিজ্ঞাসা করে [illegible] অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সাহেব একবার আমাকে ডেকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিলো—অলরাইট?

আমিও ঘাড় নেড়ে জানালুম—অলরাইট।

যদিও মনে মনে জানতাম যে অলরাইট নয়। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। এর অনেক দিন পরে তখন সাধারণ মঞ্চে যোগদান করেছি—নাট্যকার ভূপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে খুবই আলাপ হয়ে গেছে। ওঁর বাড়িতে খুবই যেতাম, খুবই স্নেহ করতেন আমাকে। তাঁর কাছে বসে বসে অফিসের এইসব গল্প করতাম। এই বদমেজাজী সাহেবটাকে সামলে বেড়ানোর গল্প। তিনি শুনে বললেন—কী হলো? অফিসে [illegible] তার চাকরি [illegible] সাহেব [illegible] এ [illegible] অলরাইট তুই পেলি কী করে? হ্যাঁ, ওই [illegible] একেবারে [illegible]। কিছু জিজ্ঞাসা করলে, [illegible] আর না-[illegible] চটপট [illegible] একটা কিছু জবাব দিয়ে দিতে হবে।

বললেন, ওঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা। [illegible] ছিলেন। [illegible] ছিলেন। [illegible] কাজ করতেন। সাহেবের ঘরে অনবরত ডাক পড়ত। [illegible] একদিন সাহেব এসে [illegible] [illegible]—[illegible]?

[illegible] কী—[illegible] কী? [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] নয়—[illegible] আমার বলা আর সবটাই [illegible] না। ঐ যে চটপট উত্তর দিয়েছিলাম, সাহেব তাতেই বেজায় খুশী। ভূপেনবাবু নিজের অভিজ্ঞতাকে এভাবে বর্ণনা করে, আমাকে প্রশ্ন করলেন—তা, নতুন ছেলে তুই, সাহেবকে এভাবে সামলালি কী করে?

বললাম—চট করে উত্তর দিয়ে ফল পেয়েছিলাম। সেই থেকে প্রতিবারই ঐ ওষুধটা প্রয়োগ করে আসছি।

—সাবাস! ক্রমশ

# গানের আসরে

শার্ঙ্গদেব

**আকাশবাণীর অনুষ্ঠানলিপি**

আকাশবাণী বাংলা গানের যে শ্রেণীর সংগীতের যেমন নামকরণ করেছেন, সে সম্বন্ধে একটা আলোচনা হওয়া দরকার। জনসাধারণের উপর বেতারের একটি বিশেষ প্রভাব আছে এবং বেতারে প্রচারিত নামগুলিই সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। অতএব বেতার প্রতিষ্ঠান [illegible] শ্রেণী বিভাগ বা নামকরণ করবার পূর্বে [illegible] বিচার হওয়া প্রয়োজন। এই নামকরণ [illegible] সহজ নয় এবং [illegible] একটি [illegible] [illegible]

[illegible]

আধুনিক গান সম্বন্ধে এটাই দেখায় যে এ গানটি অধুনা প্রচলিত। কিন্তু এই নাম থেকে একটি বিশেষ শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব 'আধুনিক' এই রকম একটি শব্দের কোন সার্থকতা নেই। আধুনিক [illegible] [illegible] গান, বরং আখ্যা হওয়া উচিত কাব্যসংগীত। এক সময় এই ধরনের গানকে বলা হত '[illegible] গান'। কিন্তু এটাও সম্ভব হয় না। কাব্যসংগীত কথাটি রবীন্দ্রনাথেরও অনুমোদিত ছিল। দিলীপকুমার রায় প্রমুখ এই আখ্যাটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। আমাদের তো মনে হয়, এর চেয়ে চমৎকার আখ্যা আর কিছুই

[illegible]

নাম না হয় না [illegible] কিন্তু তিনি [illegible] [illegible]

[illegible]


[illegible]

**ঝোকাবিলা** | **একাংক মঞ্চক**

[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ—২·৫০ নঃ পঃ

[illegible] ২

রক্তক ২·৫০ নঃ পঃ জতুগৃহ ২, মশাল ২, বাবুঠাকুর ১·২৫ নঃ পঃ

পূর্ণগ্রাস ·৫০ নঃ পঃ
গোলকধাঁধা ·৩৭ নঃ পঃ

পূর্ণাঙ্গ নাটক **জীবনস্রোত** ([illegible])

পুস্তকালয়, ৬ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(সি ৩৫৩১)

ডঃ কার্তিক বসুর

**টাইকোসোডা** | **নানালা**

অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা-৯

দেওয়া ভাল যে, এটি আসলে কাব্যপ্রধান রাগসঙ্গীত, সুতরাং কাব্যটুকু যেন প্রাধান্য না হারায়। শিল্পীরা যেসব গান প্রচার করেন, সেগুলি ঠিক কোন্ পর্যায়ে ফেলা উচিত, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ পান না বলে অনেক সময় তাঁদের গান শ্রোতাদের সাধুবাদ অর্জনে সক্ষম হয় না। এর জন্য তাঁদের প্রত্যেকই দোষী করা চলে না।

রামপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত—এই রকম আলাদা নাম না রেখে শাক্ত এই রকম একটি শ্রেণী করা যেতে পারে। শাক্তপদের সঙ্গে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি রচয়িতাদের নাম উল্লিখিত থাকবে। এর মধ্যে আগমনী, বিজয়া, উমা সঙ্গীত প্রভৃতি সবই এসে যাবে।

ভজন গান বললে সাধারণতঃ আমরা হিন্দী ভজন বুঝি, কিন্তু বাংলাতেও অনেক রকম ভজন আছে এবং কেউ কেউ এই সব গান গেয়েও থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বৈষ্ণবপদের উল্লেখ করা যায়। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অনেক গান আছে, যা ভজনের পর্যায়ে পড়ে এবং সেগুলোর ভজনের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করলে ভাল হয়। অথবা ভক্তিসঙ্গীত নামে একটি পর্যায় করলেও সেটি সমীচীন হবে। রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গান আছে, যা নিছক ভক্তিমূলক গান, তাকে আর কোন পর্যায়ে ফেলা যায় না।

পল্লীগীতি সম্বন্ধে বলতে লোকসঙ্গীত বললে বোধহয় আরও একটু পরিষ্কার হয়। এই লোকগীতির মধ্যে বাউল, ভাটিয়ালি ইত্যাদি দেওয়া চলে।

ধ্রুপদ, খেয়াল এবং ঠুংরীকে রাগসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলাই সঙ্গত। আমাদের মনে হয়, ধ্রুপদ গান বেতারে কম দেওয়া হচ্ছে। [illegible] ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের পক্ষপাতী কিন্তু তিনি খেয়ালের [illegible], ধ্রুপদের [illegible] নয়। অথচ [illegible] ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত হচ্ছে ধ্রুপদ, কেননা, প্রাচীন প্রবন্ধ সঙ্গীতের বিবর্তন [illegible] ধ্রুপদরূপে প্রবর্তিত হয়ে এসেছে। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতের একটা ধারা অক্ষুণ্ণ ধ্রুপদে বজায় রয়েছে, এটা নিঃসংশয়ে বলা যায়। অতএব ধ্রুপদকে অবহেলা করাটা সুবিচারের পরিচায়ক নয়। ধ্রুপদের সঙ্গে পরিচিত হলে আমাদের সঙ্গীতের গঠন এবং রূপকল্প সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা হওয়া সম্ভব। অনেক সময় পনেরো দিনের প্রোগ্রামে একটিও ধ্রুপদ থাকে না। বাংলা দেশে ধ্রুপদের চর্চা ছিল, এখনও যে নেই তা নয়, বেতার প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হলে ধ্রুপদের প্রতি শিল্পীদের উৎসাহ বর্ধিত হবে।

বেতার প্রতিষ্ঠানের আর একটি নামকরণ সম্পর্কেও আমাদের সংশয় আছে, সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত। রাষ্ট্রীয় বলতে [illegible] কি বোঝেন জানি না, কিন্তু রাষ্ট্রের কোনও সঙ্গীত আমরা [illegible] সেইভাবে প্রচলিত নেই, যেমন রাষ্ট্রের সঙ্গীতের প্রচলনও কোথাও দেখা যায় না। অতএব রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত কথাটির কোন [illegible] আছে বলে আমাদের মনে হয় না। [illegible]

[illegible] ধর্মসঙ্গীত [illegible] কীর্তনের [illegible] সঙ্গীত।

[illegible] রাগসঙ্গীত [illegible] ভক্তিসঙ্গীত [illegible] লোকসঙ্গীত [illegible] রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত [illegible] ধ্রুপদের [illegible] সঙ্গীত [illegible] এই জাতীয় বাজনায় রয়েছে। এমন কোনও কোনও গান আছে যাকে ঠিক [illegible] সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, সেটি কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ গান—তাকে আমরা [illegible] অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। [illegible] এই [illegible] হবে, তার একটা নমুনা দেওয়া গেল:—

কাব্যসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ,

শিল্পী.........

শাক্তপদ—রামপ্রসাদ,

শিল্পী.........

ভক্তিসঙ্গীত—নিধুবাবু? [illegible]

শিল্পী.........

লোকসঙ্গীত—বাউল,

শিল্পী.........

রাগসঙ্গীত—ধ্রুপদ,

শিল্পী.........

প্রভাতী সঙ্গীত—[illegible],

রচনা—[illegible] রায়, শিল্পী.........

এটা সাধারণভাবে বলা হল। যেখানে বিশেষ উল্লেখ থাকবে, সেখানে সেটি এইভাবে বলা যেতে পারে:—

কাব্যসঙ্গীত—[illegible] চট্টোপাধ্যায়,

সুর—হিমাংশুকুমার দত্ত, শিল্পী.........

কাব্যসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ, কথা ও সুর [illegible], শিল্পী

পদাবলী কীর্তন—[illegible],

[illegible] শিল্পী

শাক্তপদ—[illegible],

[illegible] রামপ্রসাদ, শিল্পী

এই রকম [illegible]

আমরা [illegible]

এ [illegible] আরও ভাল এবং উপযুক্ত প্রোগ্রাম উপস্থাপিত করতে পারেন। আমাদের মনে হয়, বেতার প্রতিষ্ঠান একটি [illegible] বিশেষজ্ঞদের [illegible] গ্রহণ করলে বিশেষ উপকৃত হবেন।

…ERNM… LIBRARY
… Bihar *

বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, আবিষ্কর্তা বা উদ্ভাবক বলে একাধিক ব্যক্তির নাম ওঠে। বেতারের আবিষ্কর্তা বলে সারা পৃথিবীর কাছে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনির নামই স্বীকৃত, কিন্তু বৃটিশ বৈজ্ঞানিক … এবং … বৈজ্ঞানিক … আবিষ্কর্তা বলে দাবী করা হয়।

১৮৯৬ সালের … [illegible]

[illegible]

…টন এই সম্পর্কটি … জন্য বলেন। কিন্তু …

[illegible]

১ ২ ৩

১। মোটর গাড়ি নির্মাণে সংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সব দেশকে ছাপিয়ে গেছে। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য থেকে ওদেশে বছরে পাঁচ লক্ষ মোটরগাড়ি আমদানী করা হয়। ২। … নামে একপ্রকার … আছে যা পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রাণিপ্রধান এবং শক্তিপ্রধান উভয় অঞ্চলেই জন্মে কিন্তু … সময়েই বরফে জন্মে থাকে। ৩। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, …য় জমিয়ে এক ফোঁটা জলকে সম্প্রসারিত করলে যে পাত উৎপন্ন হয় তার দ্বারা সমগ্র পৃথিবীটাই ঢেকে ধরা যায়

বেতার উদ্ভাবনে তৃতীয় দাবীদারের কথা মার্কনি ও রাদারফোর্ডের মৃত্যুর পর শোনা যায়। মার্কনি পেটেন্ট নেবার ষাট বছর পর রাশিয়া থেকে এই দাবি উত্থাপন করা হয়।

মস্কো থেকে প্রচারিত সরকারিসূত্রে এই দাবি করা হয় যে, ১৮৯৫ সনের ৭ই মে রুশ বৈজ্ঞানিক আলেকজান্ডার পোপোভ বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের একটি যন্ত্রের কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করেন। বলা হয় যে, ১৮৯৬ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক এক পত্রিকায় পোপোভ এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

খবরটি ষাট বছর পর প্রকাশিত হয়েছে বলে রাশিয়ার দাবি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, পরস্পরের মধ্যে দু-এক বছরের এদিক-ওদিকে তিনজন বৈজ্ঞানিকই একটি বিষয়ে অনুশীলনে ব্রতী হয়েছেন, কেউ কারুর কোন খবর না রেখে, সেটা অসম্ভব নয়।

ঠিক এমনিধারা দুজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী পরস্পরের কারুর সঙ্গে কোন যোগাযোগ না ঘটলেও স্বতন্ত্রভাবে একই তত্ত্বের আবিষ্কার করেন, এ নজিরও রয়েছে। এঁদের একজন হচ্ছেন চার্লস ডারউইন, যিনি 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' তত্ত্বের আবিষ্কারক। প্রজাতির বিবর্তন সম্পর্কিত এই তত্ত্বের আর-একজন আবিষ্কারক এলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস কিন্তু প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি।

কেন্টের ডাউনে অবস্থানকালে ডারউইন বহু বৎসর ধরে তাঁর বিখ্যাত 'প্রজাতির উৎপত্তি' তত্ত্ব নিয়ে রচনা প্রকাশ করেন।

ঠিক একই সময়ে বোর্নিওর সারাওয়াকে ওয়ালেস সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগতে ভুগতেই যুগান্তকারী যে তত্ত্বটি তাঁর মাথায় এসেছিল, সেটি লিপিবদ্ধ করেন। লেখা শেষ করে তিনি ডারউইনকে তাঁর তত্ত্বটি জানান।

ওয়ালেসের পাণ্ডুলিপি পড়ে ডারউইন হতবাক্‌। পরদিন তাঁর বন্ধু স্যর চার্লস লায়েলের কাছে লিখলেন: "ওয়ালেস যদি আমার পাণ্ডুলিপির খসড়াটা ১৮৪২ সনে পেতেন তাহলে এর চেয়ে ভাল সংক্ষিপ্তসার রচনা করতে পারতেন না। এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য আমি কখনও দেখিনি।"

*

ইংলন্ডের লিসেস্টারে উইলিয়াম আর্নেস্ট উডওয়ার্ড একটা বাইসাইকেল কেনেন বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে তাঁর গ্যারেজে রাখা রোলস রয়েস চড়বার জন্যে।

*

পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে সুমেরু মহাসাগর সম্পর্কে এতাবৎকাল যে অস্পষ্ট ধারণা ছিল, বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ক্রমশ তা অপসারিত হচ্ছে। এই চুয়ান্ন লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত মহাসাগর সম্পর্কে প্রথম জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ পায় ১৮৯০ থেকে ১৮৯৬ সনের মধ্যে প্রখ্যাত ভূপর্যটক ন্যানসেন জাহাজে এই বরফাচ্ছন্ন সমুদ্রে পরিভ্রমণ করে আসার পর। এর আগে ধারণা ছিল তুষারাবৃত সুমেরু অঞ্চলে মহাসাগর বলতে যা বোঝায়, তেমন গভীরতা নেই। ক্রমে এ-ধারণা দূর হয়েছে এবং প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করতে বহু লোককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে।

আজ সেখানে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। নিয়মিত কাজ চলেছে সেসব ঘাঁটিতে। কিছুকাল আগে পরমাণুশক্তি পরিচালিত দুটি মার্কিন সাব-মেরিন বরফাচ্ছাদিত সুমেরুর তলদেশ দিয়ে পাড়ি দিয়ে এসেছে। সুমেরুর আকাশ দিয়ে আজ নিয়মিত যাত্রীবাহী বিমান চলাচল করে।

সাবমেরিন দুটির অন্যতম নটিলাসের অধিনায়ক ছিলেন কমান্ডার উইলিয়াম অ্যান্ডারসন। ঘুরে এসে তিনি জানান সুমেরু সাগর খুবই গভীর এবং গভীরতা বেশী অতলান্তিক মহাসাগরের প্রান্তে। তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে গভীরতা কম। সুমেরু সাগরের গভীরতম অঞ্চল হচ্ছে ১৩ হাজার ১২৬ ফিট। এ অঞ্চলে সমুদ্রের তলদেশ মসৃণ নয়। উপরিভাগের জমাট বরফ দেখে বন্ধুরতা বোঝা যায় না।

সুমেরু অঞ্চলের শীতলতা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে থাকবে। আবহাওয়াবিদরা মনে করেন যে, অদূরভবিষ্যতে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল সম্ভব হবে। কিন্তু বরফ এমন জমাট বেঁধে আছে যে সেই আশা কোনদিন পূরণ হবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। তবে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে পণ্যবাহী ডুবো-জাহাজ চলাচল সম্ভব যে হতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সুমেরুতে আবিষ্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দশ হাজার ফিট উঁচু পর্বতমালা। রুশ বিজ্ঞানী লোমোনোসভ সমুদ্র-নিমজ্জিত পর্বতমালার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করায় তাঁরই নামানুসারে লোমোনোসভ পর্বতমালা নামে পরিচিত। এই পর্বতমালা সুমেরু মহাসাগরকে দুটি বিরাট বিস্তৃত অববাহিকায় বিভক্ত করেছে। এদের একটির স্রোতধারা ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেই দিকগামী, অপরটি তার বিপরীতগামী। অতলান্তের দিকে প্রবহমান ধারাটি অপর অববাহিকাটির তুলনায় উষ্ণতর।

সুমেরুকে ইংরাজিতে বলে আর্কটিক। আর্কটিক শব্দটি গ্রীক শব্দ আর্কটস থেকে, যার অর্থ উত্তর দিক, গ্রহণ করা হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে গ্রীক ভূপর্যটক পাইথিয়াস বিশ্ব পরিক্রমায় বহির্গত হয়ে সুমেরুর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন।

সাধারণ সমুদ্রের জল লবণাক্ত, কিন্তু আমেরিকা ও সাইবেরিয়ার বড় নদীগুলি সুমেরু সাগরে এসে পড়ায় এই সাগরের জল লবণাক্ত নয়। সারা বছর বরফাচ্ছন্ন থাকলেও জীবজন্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। শীল, তিমি প্রভৃতি মৎস্য জাতীয় সামুদ্রিক জন্তু, বিরাট কাঁকড়া ও অন্যান্য কয়েক প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। শ্বেত ভালুক ও শৃগালের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে এবং ১৯৩৭ সনে রুশীয় অভিযাত্রী দল উড়ন্ত পাখিও দেখে গিয়েছেন।

*

এক জার্মান চিকিৎসক এবং হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, [illegible] হাতের লেখা দেখে মনোভাবের সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও [illegible] কোন কোন ডাক্তার হস্তাক্ষর বিচার করে রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। অনেক সময় লেখা থেকেই রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে।

সাধারণত লোক অনুমান করতে পারে না, কিন্তু লেখবার সময় দেহের অধিকাংশ পেশীই নিয়োজিত থাকে। [illegible] একজন [illegible] পেশীর [illegible] হয় এবং সে কারণে [illegible] ও পেশীসমূহ ঠিক সুসমঞ্জসভাবে কাজ না করলে হাতের লেখা সুস্পষ্ট লেখবার মত প্রাঞ্জল হয় না।

লন্ডনের এক অধ্যাপক [illegible] সম্পূর্ণ এক মনোবিজ্ঞানী জানান যে রোগীর হাতের লেখা পরীক্ষা করে তিনি রোগীর চিকিৎসা [illegible] দিতে পারেন। রোগের [illegible] অবস্থা [illegible] এবং জীবনের স্ফূর্তি হ্রাস প্রবৃত্তি উপলব্ধি করা সম্ভব।

হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞদের একজন বলেন যারা বড় বড় অক্ষরে লেখে তারা সাধারণত হয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও মহৎ। কিন্তু কথা বলার সময় অহংকারী। তিনি বলেন যারা খুব ছোট অক্ষরে লেখে তারা হয় [illegible] স্বভাবের। কারুর যদি হাতের অক্ষরের ধরন উপরদিককার দিকে ওঠে, তার এটা [illegible] লক্ষণ। এক বিশেষজ্ঞ একই পরিবারের বিভিন্ন লোকের হাতের লেখা পরীক্ষায় পারিবারিক সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন কোন কোন অক্ষরে [illegible] লেখার মিল এমন যে কোনটা কার লেখা ধরা মুশকিল হয়ে পড়ে।

# চিত্র প্রদর্শনী

**চিত্রগ্রীব**

১০ই মার্চ থেকে মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে। এবারের সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ [illegible]

বধূ প্রতিমা —কল্যাণী চক্রবর্তী

[illegible]

চিত্রবিন্যাস —সোমনাথ হোর

[illegible]

বিষাদ ক্ষণ —রবীন মণ্ডল

প্রতিবেশী—১, প্রতিবেশী—২' এবং 'বন', মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর 'ভাস্বী' এবং 'শ্রাবণ সন্ধ্যা', কমলা রায়চৌধুরীর 'সূর্যমুখী', অনিতা রায়চৌধুরীর 'মন', সন্তোষকুমারী রোহতগীর 'গোলাপী পোশাকে মহিলা', অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর 'চুম্বন', নিখিল বিশ্বাসের কালি-কলমের স্কেচটি, শৈলেন মিত্রের 'সূর্যমুখী', ভানুসিংহের মন্দির' এবং 'চিত্রবিন্যাস', গণেশ হালোই-এর 'ওরা কাজ করে', কল্যাণী চক্রবর্তীর [illegible] অমিতা' এবং রবীন্দ্রনাথের '[illegible]রস্কার' অবলম্বনে রচিত চিত্রটি, গৌরগোপাল


ইন্দিরা, বোরমান, দেবেশ, দীপক, অনীতা, সেই কবি যাকে অনীতা ভালোবেসে বিয়ে করেছে—ওরা সবাই কতো ভালো আছে, আহা ওরা সবাই ভালো থাকুক।

**বুলা? বুলাও নিশ্চয়ই ভালো থাকবে। থাকবে কি ভালো?**

**আর আমি? আমার জন্যে পৃথক কোনো প্রার্থনা নেই। আমি নিজের জন্যে দুঃখ জমা করে রাখিনি আলাদাভাবে। কেন না, আমার অন্তরের সবটুকুই যেন বুলার জন্য:**

যে বুলা নিজেকে বোঝে নি, বোঝবার কথা ভুলেও যার মনে হয় নি, যে শুধু একটা অনিবার্য জীবনগতির তাড়নায় ছট্ফট্ ক'রে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছে, সেই বুলাকে আর সকলের মতো আমিও বড় হতে দেখেছি। তবে অন্যের চেয়ে আমার দেখাটা আলাদা জাতের:

**ওই রকম থোপা-থোপা কোঁকড়া চুলের চালচিত্র আঁকা সুন্দর একখানি মুখ। বিলাতি অর্গ্যাণ্ডির ফ্রকের কোঁচড়ে ডাঁশা-পেয়ারার সঞ্চয়। কোঁচড় বানাতে গিয়ে ওদিকে ঝালর-দেওয়া হাঁটুর কাছে কুঁচি-লাগানো ইজের বেরিয়ে পড়তে পারে। ওই বয়সের বাড়ন্ত গড়নের ফর্সা মেয়ের উরু—যে দেখবে তার লজ্জা হতে পারে,—চোখ সে সরিয়ে নিল, কিম্বা নির্লজ্জভাবে দেখতেই থাকল সে-খবর বুলার জানা থাকে না।...**

বছরে বছরে ওর রূপ বদলেছে—হয়তো সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়েছে!—

না, না, **বুলার রূপের মূল্যমানে তারতম্য কখনো ঘটেছে ব'লে আমি মনে করি না।**

**আশ্চর্য, ওকে যখনই যেভাবে দেখেছি তখনই মনটা খুশিতে উপ্‌চে উঠেছে।...**

এই বিচিত্র বুলাকে কেন্দ্র ক'রেই সৃষ্টি হয়েছে **'ইস্পাতের স্বাক্ষর' রচয়িতা**

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

নূতন উপন্যাস

# আকাশ নন্দিনী

॥ তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ ॥

**গ্রন্থ ভবন** ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

(সি ৩৫০৯)

গোয়ালিনী —বিজন চৌধুরী

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাধনা বৈঠক' এ[illegible] 'ফুলকলি'।

[illegible] সার্থকতার রসে পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত।

আরেকজন শিল্পীর রচনা আমরা এখা[illegible] দেখতে পেলাম, যিনি বয়সে বর্তমা[illegible] তরুণ নন। এ'র নাম নিশিকান্ত। নিশিকান্ত কবি হিসেবেই পরিচিত। এ[illegible] সময় ইনি অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্প[illegible] ছিলেন। খুব কম বয়সেই ইনি ছবি আঁ[illegible] ত্যাগ করেছেন কোনও কারণে। যে রচনাটি এখানে রাখা হয়েছে, তা এ[illegible] তরুণ বয়সেরই কাজ।

পরিশেষে চিত্রকলা এবং চিত্রকরদে[illegible] প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, এ[illegible] পর থেকে প্রতি বছরেই এঁরা চিত্রক[illegible] প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন।

[illegible]

## পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

[illegible]

নতুন কংক্রিটের পোল তৈরী হওয়ার পর জায়গাটার চেহারা বদলে গেছে। এপারের ঘাসটাকে আর চেনা যায় না। চিনতে কষ্ট হত না, যদি ওপারের জায়গাটা জুড়ে প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটা কাটা না পড়ত। কিন্তু যারা পোল তৈরী করতে এসেছিল, তারা গাছটাকে রক্ষা করতে পারেনি।

গাছ গেছে তাই আকাশ বড় হয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে খালের [illegible]

[illegible] চলে যায়। তারপর আর দেখা যায় না।

# ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য একটি সাবান তৈরী করতে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে সাহায্য করেছে

উত্তম নিম সাবান শরীরের ক্লেদ দূর করে' আপনার ত্বককে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখে। উত্তম নিম সাবানে, বিজ্ঞান অন্যান্য বিশেষ উপাদানের সঙ্গে নিমের স্বাভাবিক বীজাণু-নাশক ও নিরাময়ক গুণাগুণ যুক্ত করে ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে একটি অপূর্ব ভেষজ সাবান উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে।

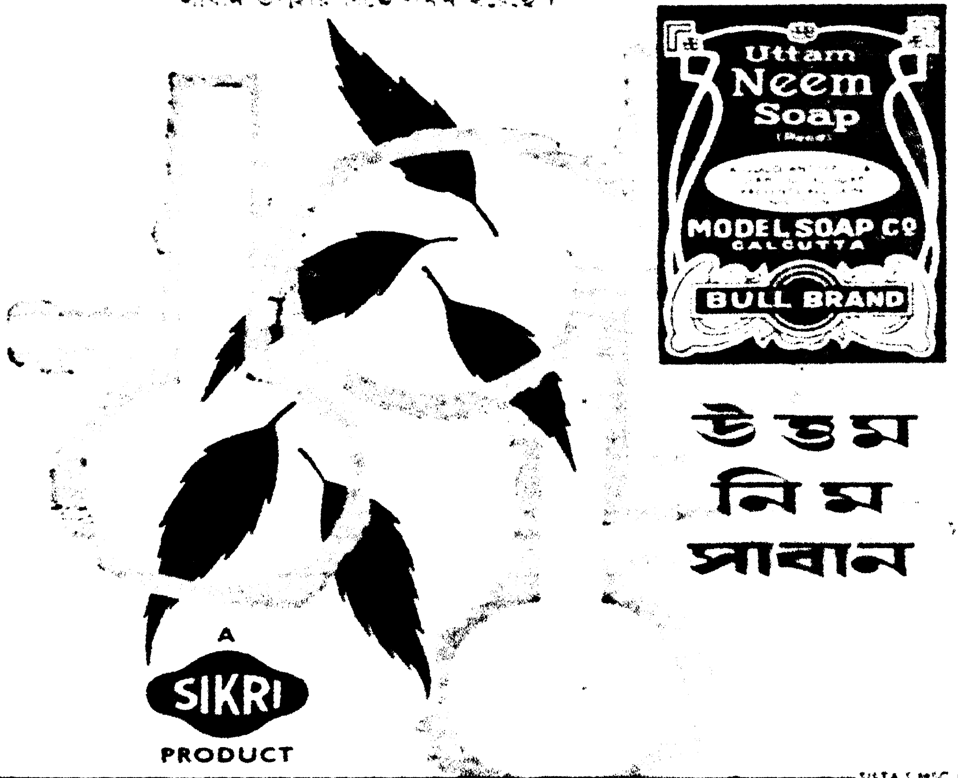


SISTA'S MSC-13A

মডেল সোপ কোম্পানী, পি. বি. নং ২২৮৭, কলিকাতা

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ


"কৈলাস-মানসের-পথে"

ডাঃ অতুলচন্দ্র লাহিড়ী

খাটের ডান দিকে চেয়ে একবার হেমলতা দেবীকে দেখতে পেলাম মাটিতে বসে আছেন। আরো অনেকে, কে কে জানিনে।

একটু পরে কবিরাজ বিমলানন্দ এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। খুব কাতরভাবে আমাকে বললেন, আমি কিছুই করবার সুযোগ পেলাম না। যদিও কাল আপনি আবার আমার কাছে গেলেন, তবুও শেষ ওষুধটা আমি দিতে পেলাম না। মনে ভাবলাম, ভগবান যাঁকে ডাক দিয়েছেন, মানুষ তাঁকে কি করে ধরে রাখবে? ওটা শুধু আমাদের মোহ যে, আমরা এটা করতে পারতাম, ওটা করতে পারতাম। একবার দুপুরেও ২ ঘরে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরে কে এসে যেন বলল, দিলীপ রায়[1] আপনাকে ডাকছেন। আমি বললাম, ওঁকে বলো পরে দেখা করবো। আবার খানিক পরে আর একজন এসে বলল, চা খেতে আসুন। বললাম চা খাই না। কেন এই বারে বারে বাধা? কতটুকু সময়ই বা বাকি আছে?

আরো খানিকটা পরে খবর এল, বরানগর থেকে ফোন এসেছে, আপনাকে এখনি বাড়ি যেতে বলেছে। [illegible] এইবার প্রাণ চমকে উঠলো। মাঝরাতে যখন চলে এসেছি তখন [illegible] দেখে এসেছিলাম। [illegible] কী হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম কে ফোন করেছিল এবং কে ফোন করেছে। শুনলাম সজনীকান্ত[2] [illegible] বাড়ি থেকে [illegible] এবং তিনিই এই খবর আমাকে পাঠিয়েছেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

আকুল হয়ে ডাক্তার [illegible] বললাম আমার গাড়ি নেই। এই খবর এসেছে, আপনি একবারটি আমাকে পৌঁছে দিন। তিনি তখন কবির ঘরে [illegible] দিয়ে বাবার [illegible] করছেন, আরো অনেক ডাক্তার উপস্থিত। অন্য কার উপরে যেন ভার দিয়ে তক্ষুনি গাড়ি পাড়াই নেবে এসে আমাদের [illegible]

মিডল্যাণ্ড সবসময়েই পাবেন

Midland

মিডল্যাণ্ড বাছাই করা [illegible] রকমের ফল, তরকারী, জ্যাম এবং জেলী পরিবেশন করে। টিনে প্যাক করা এর চেয়ে ভাল খাবার হয় না।
এদেশে টিনে প্যাক করা খাবার তৈরীতে এরাই সবচেয়ে বড় তাই সবচেয়ে ভাল জিনিষই এরা দিয়ে থাকে সবসময়।

দেখে নিন এটা মিডল্যাণ্ড তৈরী

প্রস্তুত কারক:
মিডল্যাণ্ড ফ্রুট অ্যাণ্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া) মথুরা

একমাত্র পরিবেশক:
কর্ন প্রোডাক্টস্ কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই

ভারতের এজেন্ট: প্যারী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

১ দিলীপকুমার রায়।
২ শনিবারের চিঠির সম্পাদক ও সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস।

গাড়িতে তুলে নিলেন। [illegible] সেই বিবেকানন্দ রোডে পৌঁছে [illegible] মহাশয় [illegible] তাঁর গাড়িতে উঠে পড়লাম।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দেখা ও হয়েছে। [illegible] মনিব ছিলেন না, কাজেই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটা [illegible] পৌঁছেছিল। [illegible] নিজের [illegible] হবে।

[illegible] আর [illegible] হল। [illegible] অনেকে।

[illegible]


খাবার দেখলে
কি আপনার ভয় হয়?
হিউলেট্‌স
মিক্সচার

সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
পারকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি এস সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সমর্থিত।
আর্য্য ঔষধালয় - কলিকাতা


* [illegible]

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা ৭

যখনই সম্ভব — বিশেষ করিয়া সকল আনন্দ উৎসবে যক্ষ্মাক্রান্ত ভাইবোনদের নিরানন্দ জীবনের কথা মনে করিয়া তাহাদের কল্যাণে যথাসাধ্য দান করুন!

কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল

প্রতি পাঠকের নিকট কৃপা সাহায্যের আবেদন করিতেছে—আপনাদের সমবেত সাহায্যে আরো শত শত রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্ভব হইবে।
প্রবাসী বাঙালীদের নিকট বিশেষ আবেদন জানাইতেছি।
কুমুদশঙ্কর রায়
যক্ষ্মা হাসপাতাল
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২
১৮

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, পায়ের উচ্চবর্ণের অসাড়তাযুক্ত দাগ, ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন: ৬৭-২৩৫৯, শাখা: ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)

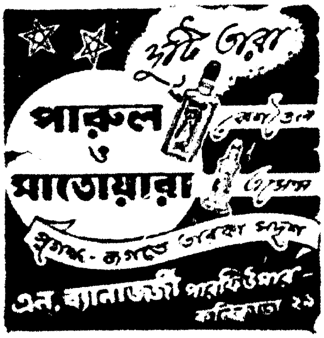


এক-একটা দরজায় এক-একজন পাহারা। ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি সত্ত্বেও হাত দিয়ে ঠেসে ধরে রাখা হয়েছে। তবু বাইরে থেকে প্রাণপণ ধাক্কাধাক্কি আর উন্মত্ত চিৎকার—দরজা খুলে দিন, আমরা দেখবো।

তাড়াতাড়ি করে আমরা কাপড় পরানো শেষ করলাম। নন্দলালই সাজালো, নাড়ুবৌ আর আমি সহায়তা করেছি মাত্র—এই আমাদের শেষ সেবানিবেদন কবির পায়ে।

জনতার উন্মত্ত কোলাহল সমুদ্রগর্জনের মতো কানে আসছে। ঘরের মধ্যে অপরিসীম শান্তি বিরাজমান। কবির চিরনিদ্রার মগ্ন মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সেই শান্তিস্নিগ্ধ মুখশ্রীতে দেহের কোনো কষ্টের চিহ্নমাত্র নেই।

সাদা বেনারসীর জোড়, কপালে চন্দন, [illegible] গলায় [illegible] দেওয়া হয়েছে। [illegible] ফুলের গন্ধে ঘর আমোদিত। শুভ্র বেশ শুভ্র কেশ নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন। কোথায় গিয়েছে আমাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। অশ্রুসজল নয়নে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি।

এইবার হল আমাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নেবার [illegible]। [illegible] সবাই এসে [illegible]। একটির পর একটি [illegible] [illegible] [illegible] সেদিকে নজর নেই। [illegible] ও কথা [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] শান্তির [illegible] [illegible]। এই [illegible] একটি [illegible] শান্তির [illegible]। আজও তাঁরই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এইরকম যখন অবস্থা [illegible] প্রশান্ত[1] এসে আমাকে বললেন—রথীদা আমরা আজ গুরুদেবকে কি শান্তিনিকেতনে নিয়ে যেতে পারবো না?

মনে পড়লো, গুরুদেব বার বার আমাকে বলেছিলেন—তুমি যদি আমার সত্যি বন্ধু হও, তাহলে দেখো আমার যেন কলকাতার উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে জয় বিশ্বকবি কি জয় জয় রবীন্দ্রনাথের জয়, বন্দে মাতরম্—এই রকম জয়ধ্বনির মধ্যে সমাপ্তি না ঘটে। আমি যেতে চাই শান্তিনিকেতনের উদার মাঠের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলায় আমার ছেলেমেয়েদের মাঝখানে। সেখানে জয়ধ্বনি থাকবে না, উন্মত্ততা থাকবে না। থাকবে শান্ত সহজ প্রকৃতির সমারোহ। প্রকৃতিতে মানুষে মিলে মিশে আমাকে শান্তির পথে। আমার দেহ শান্তিনিকেতনের মাটিতে মিলিয়ে যাবে—এই আমার আকাঙ্ক্ষা। চিরকাল জপ করেছি 'শান্তম্'। এখান থেকে বিদায় নেবার আগে যেন সেই 'শান্তম্' মন্ত্রই সার্থক হয়। কলকাতার উন্মত্ত কোলাহল, জয়ধ্বনির কথা মনে করলে আমার মরতে ইচ্ছে করে না। তোমাকে সব বলে রাখলুম আগে থেকে।"

[illegible] আজ বার বার তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি, মনে মনে বলেছি, কোনো ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমার সাধ্যে যে কুলালো না। প্রশান্ত যখন বললেন, [illegible] তাঁকে বললাম [illegible] [illegible]। এইটাই কবির ইচ্ছা ছিল।

খানিক পরে তিনি ফিরে এসে বললেন—[illegible] [illegible] না। সবাই বলছেন শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এখানেই সব আয়োজন হয়ে গিয়েছে।

এই [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] না, শুধু [illegible] আজ আমার [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজেই [illegible] [illegible]। আজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কবির ইচ্ছাপালনের জন্যে শান্তিনিকেতনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

সেদিন [illegible] [illegible] একদল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের সামনে থেকে সেই [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সেইখানেই [illegible] [illegible] [illegible] শুধু [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বকবির জয় জয় রবীন্দ্রনাথের জয়, বন্দে মাতরম্।

২২শে শ্রাবণ ১৩৬৬ অপরাহ্ণ

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের আজ আঠারো বছর পূর্ণ হল। আবার "বাইশে শ্রাবণ" ফিরে এসেছে, কিন্তু সেদিনকার উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ আজ আর মনে নেই।

দূর থেকে মাত্র অনতিকাল পূর্বেকার মিলনপূজা আজ আমার মনের মধ্যে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো। সেদিনকার সব স্নেহকৌতুক, অনন্ত উজ্জ্বল মুহূর্ত, দুর্দিন অন্ধকার পার হয়ে জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে বিরহকাতর বাণিত-চিত্তের ক্রন্দন—সবই ছেলেবেলা থেকে মনে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করছি, প্রণাম করছি সেই স্নেহপরায়ণ, অনন্যসাধারণ মানুষটিকে, যাঁকে দিয়ে আমাদের জীবন আলোকিত হয়েছিল, প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখেছি, তাঁর শ্রবণ দিয়ে আমরা শুনেছি, তাঁর বাক্য দিয়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাঁর জীবনের সাধনার

১ প্রশান্তকুমার সেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র।

ধারাটিকে কি অন্বেষণ করবার দিকে মন দিয়েছি?

তাঁর কাছে বার বার শুনেছি, মৃত্যু না থাকলে জীবনের কোনো মানে নেই। মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবনকে না দেখলে অন্তরের সন্ধান মেলে না। এই জীবন-মরণের খেলা দিয়েই জগৎ সত্য হয়ে উঠেছে। [illegible]

[illegible]

[illegible]


কে. হোড়ের
কণক
* পাউডার *

বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ
[illegible]
ফোন—৩৩-৬১৫০
(সি ২৮৫১)

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বাক্‌লা
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
[illegible]
দি বাক্‌লা ঔষধালয়। [illegible]

তাজ মার্কা

কাজল নিম
দৃষ্টিশক্তি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক
এস, মেহের এলাহি মোঃ সফি
৩৭, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১
মূল্য - ৫০ ন. প.।
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকানেও পাওয়া যায়

ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র

কোকোনাট অয়েল

শ্যাম্পু

ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবালি ও বাসি তেল দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও চুল চকচকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[illegible]

[illegible]

...হয়ে উঠল।

[illegible]

বি. ই. কলেজ অ্যাডমিশন টেস্ট

প্রশ্নোত্তর ১৯৩১—১৯৫৯

[illegible]

১৯৫৯ [illegible]

[illegible]

আপনার গৃহ

[illegible]

স্টুগানিস

[illegible]

চাদর। শতরঞ্চির উপর আধ-ময়লা একটা শাড়ি বিছিয়ে তার তোষক চাদর। আর কার কাছে থেকে চেয়ে চিন্তে আনা একটা আলোয়ানে তার লেপ। অনেক, অনেক জোর বেশি আজ কাকলির।

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে নিজের বিছানায় ঢুকল সুকান্ত।

সে-ও নতুন হাতে জানে।

সবচেয়ে নতুন, শাস্তীর নতুন উপলব্ধি নতুন।

'আপনার অনেক জোর।' এ কথাটা দীপঙ্করও বলেছে, কাকলিকে নিয়ে পথে এসে।

'জোর? কার উপর?' কাকলি হাসল।

'সবকিছুর উপর। আপনি বললেই তোমার মাইনে ও নিশ্চয় কিছু বাড়িয়ে দেবে।'

'আমি বললে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। আমি সুকুকে বলেছিলাম একদিন।'

কাকলি: 'তা উনি—'

'আমার মনে হয় বলেনি। সে ভুলে গিয়েছে, নয় তো দেয়নি।'

[illegible]

'আমার দরকার। ওকে দিয়ে যদি না হোক, আপনাকে দিয়ে হবেই।'

'না, সুকান্তই তো ওঁর কাছে। আমি কেউ নই।' দাঁত-টাত অসহায় মুখ করল কাকলি।

'না, সবার চেয়ে আপনি বেশি। আপনি হয় বলবেন।'

[illegible] মুখ দিয়ে কেমন সৌরভ যেন বেরুচ্ছিল।

[illegible]

এসে কোনো রকমে দ্রুতবেগে করতে প্রাণ

শিশু। চেহারা [illegible] মতো অর্থহীন। না হয়ে [illegible] কাজেই, একটাও যেন [illegible] তা তুচ্ছ একখানা বই ছাড়া কিছু নয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

না। পথ ছিল একটিমাত্র যখন সে একেবারে আসার আসবে। আলো করে আসবে।'

'এতবড় আশা কী।' কার্তিক মুখে কিছু বলে উঠল।

তাদের কথা নয় না, সুখের কথা। [illegible] কিছুই করতে পারে না হয়তো কিন্তু সুখের দিকে অনুভব করতে [illegible] সেই [illegible] [illegible] দিয়েছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

'ওর অসুখ?'

কিনতে না। [illegible] অনেক কাজকর্ম [illegible]। [illegible] কিনবে না [illegible] কিনবে? তার [illegible] একবার সেটা [illegible] করতে হবে। [illegible] তো [illegible]। [illegible] কেউ [illegible] না? [illegible] কেউ [illegible] করে না। [illegible] কী দরকার। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা

হাতটা ধরে ফেলল দীপংকর। 'কী করে পেলেন? কে দিল?'

সরস্বতী দীপংকরের হাতে [illegible] দিয়ে দিয়ে কাকলি বললে, 'মিথ্যে বলব কেন, নরেনবাবুই পাইয়ে দিলেন। ওঁর [illegible] কাছে।' [illegible]

না, মিথ্যা বলল হতে [illegible]? কাকলিকে কেন [illegible] করবে? ওর সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায়? [illegible] কথা। কাকলি [illegible] করেছে। যখন নিজের জন্যে পেয়েছে সহজে [illegible] পাবে।

গোটা সরস্বতী মুখে [illegible] দীপংকর


# বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

[illegible] Diabetes Mellitus এবং [illegible] Diabetes Insipidus [illegible] এই রোগ [illegible]

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)

পোঃ বক্স ৫৮৭

৬৯, [illegible] স্ট্রীট, [illegible]

কলিকাতা


বললে, 'আমি ঠিকই বলেছি। নরেনের উপর আপনার অখণ্ড প্রতাপ। আপনি যদি [illegible] বলেন ওর সাধ্য নেই আপনাকে [illegible] পারে।'

'যদি [illegible]' চোখের কোণে হাসল কাকলি।

'হ্যাঁ। আপনিই তো [illegible] [illegible]

[illegible] নিজের জন্যে [illegible] [illegible] চাকরির [illegible] [illegible]

[illegible]

না [illegible] আপনার [illegible] আপনার [illegible] না [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কাকলি [illegible]

[illegible]

[illegible] এর পর কী [illegible]?

[illegible] তুমি [illegible]'

[illegible] দীপংকর [illegible] এই [illegible] চাকরির [illegible] দিয়েছই।'

'দিয়েছই।'

'এত সুন্দর [illegible] আছে।' [illegible] দীপংকরের মনে হল অপ্রাসঙ্গিক [illegible]।

সরে [illegible] এসে কাকলি বললে, 'ওর

[illegible] আছে কি না আছে কে তা জিজ্ঞাস করতে গেছে? নিজের [illegible] জন্যে নিজের [illegible] দিয়েছে। আর [illegible] আমার [illegible] আমার [illegible]।'

[illegible] আপনি [illegible] দিলেন।'

'তাই তো দেখছি।'

[illegible] আপনি [illegible] উপর [illegible] প্রতাপ [illegible] পারেন। আর [illegible] কী [illegible] জানেন। [illegible] দিয়ে [illegible]।

[illegible] একটা, [illegible] কাকলি, [illegible]

[illegible] দীপংকর।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible]

[illegible]

[illegible] করেছেও কি [illegible] না।

[illegible] কি একটা এই [illegible]

[illegible] এর পর কী [illegible]?

[illegible] কি [illegible] নেই, [illegible] নেই [illegible] একটা [illegible]।

না, [illegible] কাকলির চাকরি [illegible]। [illegible] এমন [illegible]। [illegible] পাওয়া নয় [illegible] পাওয়া।

কিন্তু ওসব কাণ্ড, গায়ে একটাও গরম

[illegible]

**লাইফবয়** যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!

[illegible]

L. 10-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

হয়েছে—' আহ্লাদে ফেটে পড়ল মৃণালিনী। চারদিকে আনন্দের হাট বসিয়ে দিল।

ঘরে ঘরে আশীর্বাদ কুড়োতে গেল কার্তিক।

ভূপেন বললে, 'কোম্পানিটা ভালো আর পোস্টটাও সম্ভ্রান্ত। আশীর্বাদ না করে আর উপায় কী!'

'আর কাজকর্ম খুব বেশি হবে না বলেই মনে হয়।' বললে হেমেন, 'তুমি ম্যানেজারকে বলো আওয়ার্সটা এগারোটা-চারটে করতে পারো কিনা দেখো। দশটা-পাঁচটা হলে স্ট্রেইন খুব বেশি হবে, তারপর অফিস-টাইমের ট্রাম-বাস—'

প্রশান্ত বললে, 'যাই আওয়ার্স হোক, পেট ভরে টিফিন খেয়ো।'

ঘরে ফিরলে সুকান্ত গম্ভীর মুখে বললে, 'চাকরি হয়েছে, তা আমাকে বলোনি কেন?'

'তোমাকে শেষে বলব।'

'শেষে মানে?'

'মাসের শেষে।'

'মাসের শেষে!'

'হ্যাঁ, যখন মাইনে পাব। যখন হাতে টাকা আসবে।' কার্তিক আদর করে বললে, চুল ঘেঁটে দিলে। 'তোমার তো চাকরির খোঁজ নয়, তোমার শুধু টাকার খোঁজ। কোত্থেকে টাকাটা আনলাম তা নয়, কত আনলাম তা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সুকান্ত। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু চাকরিটা পেল কে? কার্তিক বসু, না কার্তিক মিত্র?'

'কার্তিক বসুর ঐ তো চেহারা।' সুকান্তর দিকে হাত বাড়াল কার্তিক। 'চাকরি পেয়েছে কার্তিক মিত্র। শ্রীমতী নয়—শ্রীমতী একটা ছলনা—আসলে কুমারী কার্তিক মিত্র।'

শুধু মৃণালিনীর মধ্যে যেন দুশ্চিন্তা ছিল। সবার দৃষ্টিও অন্তরালে চাকা পাল্টাচ্ছে এবং দৃষ্টিও তার পেছনের আলো তা করজোড়ে প্রণাম করছে কার্তিক, বড়োও কাঁটাটা বাঁচছে না কিছুতেই। একপাশে সরে এসে প্রায় কানে-কানে বললে মা কার্তিককে, মৃণালিনী বললে, 'মুখের এক কথায় এমন সুন্দর চাকরিটা যেন ছেড়ে দিয়ে এস না।'

'দুশ্চিন্তার হবে না কোনও। দুশ্চিন্তার আছে এমন লোক আছে কিছুনা। বড়ো,

শিল্পে ভবনের
শান্তি
হেয়ার অয়েল

কে জানে, কিছুই বলা যায় না।' রাস্তায় নেমে গেল কার্তিক।

দুপুরবেলা, অফিসে, বরেনের ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো।' বলেন মিস্টার ভুজঙ্গ।

'আমি। আমি কার্তিক। কার্তিক মিত্র।'

'কী আশ্চর্য! অত কেন? গলার স্বরেই চিনতে পেরেছি।'

'জয়েন করেছি আজ।'

'করেছেন? ও-কে। কেমন লাগছে?'

'ভালো—এখনো, শুনুন—'

'কোনো ডিফিকাল্টি হলেই ম্যানেজারকে বলবেন।'

'শুনুন, আপনাকে বলছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।'

'দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

'বেশ তো, বলুন না কী কথা।'

'আপনার কাছে গিয়ে বলব।'

'সে কথা তো আরো ভালো।'

'সাড়ে-চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আপনি থাকবেন?'

'থাকব।'

'আমি তখন যাচ্ছি আপনার কাছে।' রিসিভারটা রেখে দিল কার্তিক।

[illegible] কথাটা বলতে দিল না, বললেন। না দিয়ে ভালোই করেছে। বলতে গেলে [illegible] কিছু, আপনার সঙ্গে আমার [illegible] ঠিক নয়। সর্বাঙ্গীন ভাবে যে [illegible] হবে না, নইলে দুপুরের নির্জনে তখন টেলিফোনে সেই কথা অমনি কী কথা বলা যায়? [illegible] হয়ে কাঁচা [illegible] করার মাথাব্যথা করে?

ঠিক সময়ে হাজির হল কার্তিক। দুয়ার অবধি অভ্যর্থনা।

'কী, কেমন ইংলিশ কোম্পানি হে?' [illegible] জ্বালানো সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন।

'না। সবাই বেশ ভদ্র, পরিচ্ছন্ন।' কার্তিক নম্র মুখে।

'শুনুন, ইংলিশপ্রীতি বাড়ার বাঁচোয়া হতে হবে, সেটা উপেক্ষা করবেন—'

'হ্যাঁ, [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু অসুবিধে হয় না, মুখোমুখি হলেই মুশকিল—'

হাসতে হলেন, কিন্তু লক্ষ হতে দিল না। [illegible] করে হাতদের মত মুখ করলো। বললে, 'তখন আর ছাড়াতে পারবেন না।'

'তখন ছাড়া কী, তখন তার প্রতিকারও নেবেন।'

আবার একটা নিঃশব্দ উঁচু হাসির মৌখিক ভঙ্গি করল বরেন।

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নির্নিমেষ চোখে একটুখানি দেখল কার্তিককে। পরে ভঙ্গিটাতে হঠাৎ প্রাখর্য এনে টেবিলের কাজকর্ম নিয়ে খানিক

নাড়াচাড়া করলে। আবার আলগোছে একটু শিথিল হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী একটা কথা ছিল বলছিলেন—'

'হ্যাঁ, আজ থাক।'

'থাক।' দিব্যি সায় দিয়ে বলেন।

'আরেক দিন আসব।'

'যেদিন আপনার খুশি। আমি কান পেতে থাকব।'

'হ্যাঁ, ফোন করে আসব। আমার টেবিলের কাছেই ফোন।'

'আমি তো ফোনের কলেই কান পেতে থাকব।' সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বরেন।

'আজ উঠি।' উঠে পড়ল কার্তিক।

'আমিও।' বলে, এমনি একবার [illegible] হল বরেনের। 'চলুন আমার গাড়িতে করে আপনাকে পৌঁছে দিই বাড়িতে। যা এখন [illegible] দিন।'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(ক্রমশ)

# পুস্তক পরিচয়

**গ্রন্থাবলী**

**রমেশ রচনাবলী** (সমগ্র উপন্যাস)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য নয় টাকা মাত্র।

কোনো রসিক লেখক বলেছিলেন, [illegible]

[illegible]

[illegible] নিজেদের বাঁচিয়ে [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের [illegible]

[illegible]

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস [illegible]

[illegible]

[illegible] ঐতিহাসিক বা উপন্যাসিক

[illegible] বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের [illegible]

---


"ভারত প্রকাশনীর বই"

[illegible]

'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী' ২·৫০

[illegible]

'মনের মত গল্প' [illegible]

পরিবেশক : করুণা প্রকাশনী

[illegible] কলিকাতা-১২



[illegible] সম্পাদিত

**শিশুসাথী**

[illegible]

বার্ষিক ৬, ষাণ্মাসিক ৩·৫০ ন. প.

প্রতি সংখ্যা ৫০ নয়া পয়সা

[illegible]

আশুতোষ ধর এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১ [illegible] কলি—১২



[illegible]

**বিভূতিভূষণের কয়েকখানি**

[illegible]

| | |
|---|---|
| অর্থান সংকেত | ৪·৫০ |
| ঊর্মিমুখর | ২·৭৫ |
| অনুসন্ধান | ৩·০০ |
| ছায়াছবি | ৩·০০ |
| নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব | ৩·৫০ |

**বিভূতি প্রকাশন**

২২৫, [illegible] কলিকাতা—১২



**Y.M.C.A. PUBLICATIONS**

| | |
|---|---|
| Concept of Maya —Devanandan | Rs. 4.00 |
| Classical Sanskrit Literature —Keith | 3.00 |
| Gotama Buddha—Saunders | 2.00 |
| Islam in India & Pakistan —Titus | 5.00 |
| Camping for Boys —Norman Ford | 1.50 |
| Indian Painting—Brown (In Press) | |

Y.M.C.A. Publishing House,
5 Russell Street Calcutta-16.
Phone: 23-3480



প্রত্যেক বাণিজ্যের ছাত্র এবং প্রত্যেক গ্রন্থাগারের জন্য

[illegible]

**ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল**

[illegible]

[illegible] লিমিটেড

[illegible] কলিকাতা—১২

তাই হয়তো লেখা হত না। এই শিক্ষার প্রয়োজন কি ফুরিয়েছে? রমেশচন্দ্র কি থেকে থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে অধ্যাপকদের বক্তৃতায়?

ঔপন্যাসিকরূপে রমেশচন্দ্রের দুটি রূপেই আছে। তার আলোচনা সমালোচকেরা যথাস্থানে করবেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যে সফলতা লাভ করেছে—পাঠক হিসাবে এটাই আমাদের কৌতূহলের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে বাংলা রচনায় অনুপ্রেরণা পেয়ে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বঙ্গবিজেতা' লেখেন। তারপর মাধবী কঙ্কণ (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮), রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯)—এই চারটি উপন্যাস 'শতবর্ষ' নামে এক সঙ্গে প্রকাশ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর 'সংসার' ও 'সমাজ' নামে দুটি সামাজিক উপন্যাস লেখেন। বর্তমান শতাব্দীতে এক সঙ্গে দুটি উপন্যাস মুদ্রিত হয়। [illegible]

## বিপ্লব-ইতিহাস

[illegible]

নীলকণ্ঠের
অপূর্ব রম্যরচনা
অপাঠ্য ৩.০০
বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব নেই। অভাব যে টুকু নীলকণ্ঠের অপাঠ্য তা দূর করেছে।

শেষনাগ ৫-৫০
জীবনরঙ্গ
দাম : ৬.৫০

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

অসামান্য কাহিনীকার
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস
অস্তি ভাগীরথী তীরে
॥ তৃতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ ॥
নীহাররঞ্জনের কয়েকখানি
বিখ্যাত বই
উত্তরফাল্গুনী (২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ৫॥
ঘুম নেই ৪॥
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৫॥
নূপুর ৩৲
কালোভ্রমর ৫৲
হীরা চুনি পান্না ৪॥
মায়ামৃগ ২॥
নূতন বই
নীল তারা (প্রকাশ প্রতীক্ষায়)
মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

কবি ৪, কবি (নাটক) ২, উত্তরায়ণ ৫॥০ কৈশোর স্মৃতি ৪, অভিযান ৫, ইমারৎ ৩, পঞ্চপুত্তল ২৸০ প্রিয় গল্প ৫, না ২॥০ প্রতিধ্বনি ৩, বিংশ শতাব্দী ২॥০ সন্দীপন পাঠশালা ৪॥০

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

পথের পাঁচালী ৫॥০ দেবযান ৫, আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪, ঐ নাটক ২, আরণ্যক ৪॥০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, গল্প পঞ্চাশৎ ৮॥০ তালনবমী ২॥০ মুখোশ ৩ কিন্নর দল ২॥০ মুখশ্রী ৩॥০ কুশল পাহাড়ী ১॥০ নবাগত্রিশয়ার কাহিনী ২॥০

**প্রবোধকুমার সান্যালের**

মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥০ উত্তরকাল ৪, কৃষ্ণ ৩॥০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, আঁকাবাঁকা ৫, আগ্নেয়গিরি ২॥০ কলকল্লোল ৫, দেশদেশান্তর ৪, বন্যাসঙ্গিনী ৩, মধুচাঁদের অরণ্যপথ ৩ সাস ২৸০ বেলোয়ারী ৬॥০

**গজেন্দ্রকুমার মিত্রের**

বাঙ্গবন্যা ৮॥০ নারী ৩ কন্যা ৩ নির্মাত ২॥০ সোমকোলন ২॥০ কোলাহল ২৸০ আবছায়া ২৸০ দৃষ্টি ২।০ দুর্ঘটনা ২৸০ প্রেরণা ৩, মনে ছিল আশা ৩, ছাড়াছাড়ি নাড়ী ৩ মনে ছিল আশা ৩, পিপাসার্তবিহঙ্গ ৩,

**প্রমথনাথ বিশীর**

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০ মাইকেল মধুসূদন ৪, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৪, নিকৃষ্টতর গল্প ৩, নিকৃষ্ট গল্প ৩, চার্মাসামধ্যে ২

**সুমথনাথ ঘোষের**

ঘটিমতা ২৸০ ছায়াসঙ্গিনী ২৸০ অহল্যার স্বর্গ ৩, দিগন্তের পরশমণি ৭॥০ ডাক ৩ মন বিনিময় ২৸০ সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প ৩, পিয়াসী ৩॥০

**হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের**

আরাকান ৫, ইরাবতী ৪॥০ উপকূল ৩, সপ্তকন্যার কাহিনী ৩॥০ তরঙ্গের পর ৫

**আশাপূর্ণা দেবীর**

শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, বলয়গ্রাস ৪ নির্জন পৃথিবী ৪, অগ্নিপরীক্ষা ৩॥০ গল্প পঞ্চাশৎ ৮,

**নীহাররঞ্জন গুপ্তের**

ঈশ্বরে ভাগীরথী তীরে ৩ উত্তরফাল্গুনী ৩, কলাবিকর্ণী কল্যাবতী ৩॥০ কালো ভ্রমর ৫, ঘুম নেই ৬॥০ হাঁসা চুরি পাওয়া ৩

**আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের**

সাত পাকে বাঁধা ৪॥০ নবনায়িকা ৩॥০ পঞ্চতপা ৬॥০ সমুদ্র সফেন ৪॥০

**নিরুপমা দেবীর**

শ্রুতার্পণ ৩ শ্যামলী ৫,

**[illegible]**

অন্ধকারের পথ ৪,

**[illegible]**

জীবন জাহ্নবী ৬॥০

**[illegible]**

বাসকসজ্জিকা ৪,

**[illegible]**

দিগন্তের ডাকে ৩॥০

**[illegible]**

কথাচিত্র ৩, গল্প পঞ্চাশৎ ৮, নয়ান বৌ ৫, মিলনান্তক ৪॥০ সরস গল্প ৪॥০

**[illegible]**

অপরূপা ৫॥০ ভূক ও ছবি ২৸০ কুশজাতক ৫,

**[illegible]**

স্বর্ণমিতা ৪, চন্দ্রমল্লিকা ৫॥০ মিত্রবাগ ৩॥০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,

**অনুরূপা দেবীর**

চক্র ৪॥০ পথহারা ৪॥০ জ্যোতিঃহারা ৬॥০ বাগ্দত্তা বাসলে ৩॥০ বিচারপতি ৩,

**[illegible]**

অরণ্যকুন্তলী ৪॥০ চন্দনবাহি ৫,

**[illegible]**

ইন্দ্রাভিজাবাণীর সাধুসঙ্গ ১ম ৬॥০ ২য় ৬॥০ প্রাণকুমার ৬॥০

**[illegible]**

বর্গবিজয় ৩, শ্রীলতা ও সম্পা ২॥০

# অনুবাদ

**ওয়ার এণ্ড পীস** ১২, **আনা কারেনিনা** ... **প্রভাবতীন** ... **জার্মান সৈন্য** ২৸০ ... **শ্রীমতী আডেল** ... **আমার জীবন** ২, ... **এ লেখার অফ দু আইজ** ... **মহাপতন** ৪,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নেপালের সবুজসুন্দর উপত্যকা কর্দমাক্ত করবার জন্য; আর সাধারণ লোক এগিয়ে এল তাদের সামান্য শক্তি আর স্বাধীনতার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে। [illegible] সংগ্রামের পুরোভাগে [illegible] বুকের রক্ত দিয়ে [illegible] সেই সংগ্রামের [illegible]। এ-সংগ্রামে সাধারণ মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শক্তির কাছে শক্তিশালী [illegible] বাধ্য হল। সেই সংগ্রামের কাহিনী নিয়েই এই গ্রন্থ। শ্রী চট্টোপাধ্যায় এই [illegible] অভ্যুত্থানে একজন সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী তাই তাঁর বর্ণনা এমন বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে যা কল্পনাপ্রসূত [illegible] রোমাঞ্চকর [illegible] ইতিহাসের চেয়ে হয়েছে। তাঁর গ্রন্থের বাস্তব চরিত্রগুলি একই কারণে কাল্পনিক চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী জীবন্ত। বিপ্লবী জনসাধারণের প্রতিনিধি [illegible] [illegible] এবং [illegible] সংগ্রামের [illegible] জনসাধারণের [illegible] [illegible] প্রতিমূর্তি [illegible]-জননী। [illegible] [illegible] এমনি বিপ্লবী [illegible] প্রভৃতি চরিত্রগুলি [illegible] [illegible] হয়েছে।

[illegible] প্রকাশিত [illegible] পাঠকদের প্রচুর তৃপ্তি দিয়েছে। বর্তমান বই [illegible] [illegible] পুস্তকরূপে প্রকাশিত এই গ্রন্থ সর্বশ্রেণীর পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

১।৬০

## অনুবাদ গ্রন্থ

কুশ্চ না [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্পোরেশন স্ট্রীট [illegible] [illegible] ১০।১০ নং [illegible]।

[illegible]

[illegible]

## প্রাপ্তি স্বীকার

[illegible]

[illegible]

মহাকাব্যের [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] বাংলা [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] [illegible]

একটি [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] (স্বামী বিবেকানন্দ ও সমসাময়িক [illegible] [illegible]।

শ্রীশ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible]।

সোনার [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]।

ডাকাতি [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible], [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible]।

[illegible]-সংস্কৃতি-জীবন [illegible] [illegible]।

বিদ্যাসাগর পরিচয় [illegible] [illegible]।

হরি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

কুড়িয়ে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।

ছেলেবেলার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চক্রবর্তী।

মহেন্দ্র পুস্তক ভবনের নব নিবেদন

নিশাচর-এর অপূর্ব রহস্যোপন্যাস

ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

বাংলার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অমনোনীত গল্প ৩৲

[illegible] [illegible] উপন্যাস — নিশিপদ্ম ৪॥০

[illegible] [illegible] উপন্যাস — কল্যাণী ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

আজ প্রকাশিত হল

শক্তিপদ রাজগুরুর [illegible] [illegible] রচিত

॥ একটি সার্থক উপন্যাস ॥

মেঘে ঢাকা তারা ৪·৫০ন-প·

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শক্তিপদ রাজগুরুর [illegible] একটি [illegible] নতুন উপন্যাস : [illegible] ৩৲

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবতম উপন্যাস

আবার নদী বয় ৩৲

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস : [illegible] প্রকাশ প্রতীক্ষায়।

সাহিত্য জগৎ — ২০৩/৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

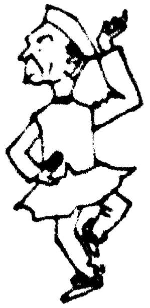

# রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

## বক্স-অফিসের অগ্রাধিকার

হলিউড বর্তমান চলচ্চিত্র-বিশ্বের একটি পীঠস্থান। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, হলিউডের সঙ্গে 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'—সম্পর্ক কোন দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষেই ক্ষতির কারণ হতে পারে না। কিন্তু মহতী বিনষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয় তখনই যখন অন্ধ ও বিকৃত পরানুকরণের মোহ স্বধর্মকেও ভুলিয়ে দেয় এবং পরধর্ম সে-ক্ষেত্রে কীরূপ ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে তারই প্রমাণস্বরূপ গত মাসাধিককালের মধ্যে কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকটি হিন্দী ছবির উল্লেখ অশোভন হবে না।

একটি কথা গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে বোম্বাই-নির্মিত হিন্দী ছবিগুলির কলাকৌশলের সাধারণ মান খুবই উঁচুতে উঠেছে। হিন্দী ছবিকে এই কারণে মন দিয়ে দেখলে 'অর্মানিনা মানদন্ড'-এর পর্যায়ে পড়বে না। এই ক্ষেত্রে হলিউডের

স্টারের নতুন নাটক "পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ"-এর নাম-ভূমিকায় নবাগত গঙ্গাপদ

ফটো : [illegible]

অনুকরণের সুফল ফলেছে হিন্দী ছবিতে। কিন্তু অন্ধ অনুকরণের বিষময় ফলও এই সঙ্গে খুব চোখে পড়ে [illegible]।

সাধারণ বোম্বাই চিত্রনির্মাতারা [illegible] মনোরঞ্জনকেই তাঁদের ছবির একমাত্র লক্ষ্য রূপে বেছে নিয়েছেন। [illegible]

উপায় সম্বন্ধেও তাঁরা তাঁদের বিবেকবুদ্ধিকে খুব সহজেই দাবিয়ে রাখতে পারেন দেখা গেছে। লক্ষ্যভেদের জন্য ছবিতে এমন সব উপাদান ও উপকরণ প্রবিষ্ট করাতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন না যেগুলি শিল্পরস বা রুচির দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে পরিত্যাজ্য।

পুরোনো ছবিগুলোর পুনরাবৃত্তি করে [illegible] নাচ, গান [illegible] ও অদ্ভুত মারপ্যাঁচ এবং নর্তকীর বিলাসে কণ্ঠকলানার [illegible] যোগফলে যে [illegible] এই জাতীয় হিন্দী ছবিতে পরিবেশিত হয় [illegible] দেশের এক বিরাট দর্শক শ্রেণীর মধ্যে [illegible] ওঠে। কিন্তু রুচিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল দর্শককুল এই সব ছবিগুলির দ্বারা [illegible] [illegible]

[illegible]

এই সকল ছবির মধ্যে [illegible] [illegible]

[illegible] এর সঙ্গে [illegible] নতুন [illegible] [illegible] হিন্দী চলচ্চিত্রের [illegible] [illegible]-এর ভূমিকায় [illegible] [illegible] পরিচালক-প্রযোজক কে. পি. এই ওবিনিয়া [illegible] চরিত্রে [illegible] করেছেন [illegible]। [illegible] ছবিটির বিশেষ গুণ হিসাবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

রতন পিকচার্স-এর 'মধুবন' ও 'বিক্রম প্রোডাকশনস-এর 'মহব্বত-কি জিৎ' ছবি দুটিতে 'কম্পটু' অভিনেতা রঞ্জনকে দর্শকরা দেখতে পেয়েছেন বেশ কিছুকাল পর। রঞ্জনই বিশিষ্ট পরিচালিত 'মধুবনী' একটি 'স্টান্ট' ছবি। 'মহব্বত-কি জিৎ'ও ঐ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। মারপিট দৃশ্য এবং উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চমূলক দৃশ্য নায়ক


"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। জহরলাল নেহরুর বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সব দেশে ও সব সমাজে সর্বকালের স্মরণীয় গ্রন্থ। জে এফ হোরাবিন অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

**বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ**

২য় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

| | | |
|---|---|---|
| আত্ম-চরিত | ॥ শ্রীজওহরলাল নেহরু | ১০·০০ |
| ভা তকথা | ॥ শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী | ৮·০০ |
| ভারতে মাউণ্টব্যাটেন | ॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন | ৭·৫০ |
| চার্লস চ্যাপলিন | ॥ আর. জে. মিনি | ৫·০০ |

প্রফুল্লকুমার সরকারের
অনাগত ২·০০
ভ্রষ্টলগ্ন ২·৫০
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·০০

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঙ্কলন) ৩·০০

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ॥ আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ॥ ২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

মনের গভীর প্রকাশ এই ছবি দৃষ্টির বিশেষ আকর্ষণ। সেদিক থেকে ছবিটি শক্তিশালী হয়েছে তৈরী। অতএব এটি বোম্বাই হিন্দী ছবির মতো বিদেশী প্রভাবে চট্‌ল নৃত্যে নয়।

'শারদীয় [illegible]' কলকাতার মুক্তিপ্রাপ্ত কুলদীপ কৌর-এর শেষ ছবি। ছবিটিতে তিনি একটি অন্ধবৃদ্ধির পটভূমিতে সুন্দর অভিনয় করেছেন। প্রেমের পর কাঁটার ভয়। হিন্দী ছবিতে এই কাঁটা কুচক্র ও ষড়যন্ত্রের। ছবির শেষে এই কাঁটা সরিয়ে প্রেমের সিংহদ্বারে গিয়ে পৌঁছেছেন প্রদীপকুমার ও অনীতা গুহ। কাহিনীকার-পরিচালক লেখরাজ ভাকরি প্রশংসনীয়ভাবে কাঁটাবিদ্ধ যে-সমস্ত বিষয়ের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেছেন তাতেই ছবির 'টেনশন' গড়ে উঠেছে। ছবিটিতে সুখশান্তির আমেজ এনে দিয়েছে [illegible] সঙ্গীত পরিচালনা।

[illegible] হিন্দী ছবির [illegible] [illegible] এর [illegible] এই [illegible] পরিচয় দিয়েছেন। [illegible] ছবিতে অভিনয় করেছেন।

[illegible] ছবিটিতে [illegible] কুচক্র ও [illegible] সঙ্গীত [illegible] ছবির [illegible]।

[illegible] কাহিনী [illegible] এই ছবিতে [illegible] ও [illegible] ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এতে মা ও ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন [illegible] এই সব উপকরণের সাহায্যে [illegible] অনুরূপ ভাবে [illegible] করেছেন পরিচালক [illegible]।

নবাগতদের [illegible] ও যুগে হিন্দী ছবির দর্শকদের কোন বাতিক্রম আনতে পারেনি। কালোবাজার-এর কাহিনীকারের আসল মতলব দিয়েছে একটি মাত্র বিচারবুদ্ধির এবং [illegible] আমরাই শুধু তাঁদের কাছে, তাঁদের বিচারবুদ্ধির সবসময় চড়তি দাবি থাকে না। এই জন্যই ছবির কাহিনীকার-পরিচালক-চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ-রচয়িতা কাল্পনিক লোককে বহু [illegible] করতে ভয় পাননি। ছবির নায়ক চতুর্দিকের অবহেলার প্রতিক্রিয়া সইতে না পেরে সিনেমার টিকিট নিয়ে কালোবাজারে বে-আইনীভাবে পয়সা রোজগার করতে শুরু করল। কালোবাজারের এই ব্যবসা তাকে লক্ষপতি করে দিল। এমন সময় এক উচ্চ-

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে তার মনে দোলা দিয়ে যায়। নায়ক দেখতে দেখতে নিজের অজানতে উচ্চশিক্ষিত হয়ে উঠল। উদ্দেশ্য তার আদর্শবাদী হবার স্পৃহা। কিন্তু তাই। একদিন কীভাবে নায়ক শিক্ষিতা

ধনীকন্যার অন্তরকে স্পর্শ করল এবং পূর্বকৃত পাপের জন্যে আইনের দরজায় স্বহস্তে প্রায়শ্চিত্তে উন্মুখ হয়ে নায়িকার সঙ্গে মিলিত হল তাই কাহিনীর উপজীব্য। কাহিনীর বিন্যাসে গতি আছে, এবং মনোজ্ঞ বহি-


প্রকাশিত হয়েছে

জলসা

মার্চ সংখ্যা : দাম এক টাকা
এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

সন্তোষকুমার ঘোষের
একটি [illegible] রচনা
নতুন চ্যালেঞ্জ
সেবী ও অজার সম্বন্ধে নতুন
দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা

শচীন ভৌমিকের
বচন ফকিরের কলমে

ইন্দ্র মিত্রের
ফুলিবাবু

এছাড়া অন্যান্য বিভাগীয় রচনা

জলসা : ৩/১ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪

গল্প-ভারতী

সম্পাদক—শ্রী [illegible]

উপেন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা

(মাঘ ১৩৬৬)

বাংলা সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

উপেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা "[illegible]" [illegible] বাংলার [illegible] সাহিত্যিকদের অপূর্ব রচনাসম্ভার, [illegible] ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের [illegible] এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করিয়াছে।

[illegible] ও সমস্ত [illegible] এই [illegible] বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ হইয়া থাকিবে। আজই সংগ্রহ করুন।

[illegible] মূল্য [illegible] ১৩, [illegible] এজেন্ট নাই, সেখানেই এজেন্ট আবশ্যক।

গল্প-ভারতী ২৭১/২, [illegible], কলিকাতা-৬

প্রযোজিত ফিল্ম ইউনিটের "রতনলাল বাঙালী"-র দুটি মুখ্য ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় ও চন্দ্রা বক্সী

দুঃসাহসী ছবিটিকে অর্থপূর্ণ সৃজনের মণ্ডিত করেছে। হা-বাচ্চে পরিচালক চিত্রনাট্যের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের উপলব্ধিও ছেড়ে দিয়েছেন সুকৌশলে। ছন্দপূর্ণ গতির সেবরঙ্গের মধ্যে সমারোপ রয়েছে এই ছবিতে। সব মিলিয়ে কাজাবাজার দর্শকের কাছে আমাদের ছবি হিসেবেই দর্শক হয়েছে। কিন্তু দর্শক ও সর্বোপরি প্রশ্ন যাঁরা তুলবেন, তাঁদের কাছে 'কাজাবাজার' কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসেনি।

দেব আনন্দ, ওয়াহিদা রেহমান, হরিস খাঁ, লীলা চিটনিস, মদনপুরী, চেতন আনন্দ, বিজয় আনন্দ, কিশোর সাহু ও অন্য ছবির মুখ্যচরিত্রগুলি যত্নের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক ও আনুষঙ্গিকতার দিক দিয়ে ছবিটি উচ্চমানের।

[illegible] হিন্দী ছবির এই সব আয়োজন [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] আয়োজন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে [illegible] [illegible] এর [illegible] এর [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] তৈরী [illegible] এই [illegible] অভিনয়ে [illegible] কিন্তু [illegible] প্রভৃতি [illegible] হয়েছে। দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে কিনা সন্দেহ। পরিচালক [illegible] এ-দিকে বক্স-অফিসের কাছে [illegible]

নিযুক্ত করেছেন। রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছেন রোমি ও কুমকুম। সুধীর ফাড়কে পরিচালিত ছবির সংগীত সুর-সমৃদ্ধ।

পরিচালক [illegible] মজুমদারের [illegible] গত বছরেও আগে তৈরী। বাংলার সন্ত্রাসবাদী [illegible] ইতিহাস ছবিটি তৈরী। [illegible] মুক্তিকামী বাংলার [illegible] আত্মত্যাগের কাহিনীর কথা স্মরণ করে আজও [illegible] শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। [illegible] এই [illegible] ছবিটির প্রত্যক্ষ জনপ্রিয়তা। কিন্তু এই ছবিতেও [illegible] বক্স-অফিসের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে। ছবির প্রধান [illegible] এবং [illegible] করেছেন [illegible] ছবিটি [illegible]

[illegible] এই [illegible] একটি [illegible]

# চিত্রালোচনা

[illegible] এ সপ্তাহেও কোন নতুন ছবির মুক্তি সম্ভব হবে না। [illegible] ছবির মুক্তি [illegible] [illegible] মুক্তি [illegible] হয়েছে। তবে কয়েকটি নতুন হিন্দী ছবি [illegible] তাই, [illegible] এই [illegible] দেখা মিলতে পারে। এই প্রযোজনা [illegible] ছবির নাম [illegible] : [illegible] নির্মল [illegible] 'মেহবুবা-কে-মেহবুব', [illegible] প্রযোজিত-পরিচালিত 'ভাবীজি' ও [illegible]

গত সপ্তাহে, এবং সম্ভবত এ সপ্তাহেও, পুরাতন ছবিরই জয়-জয়কার। 'কাবুলি-ওয়ালা', 'হারানো সুর', 'সাগরিকা' নতুন করে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন চিত্র-মোদীরা। এ সপ্তাহে দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে

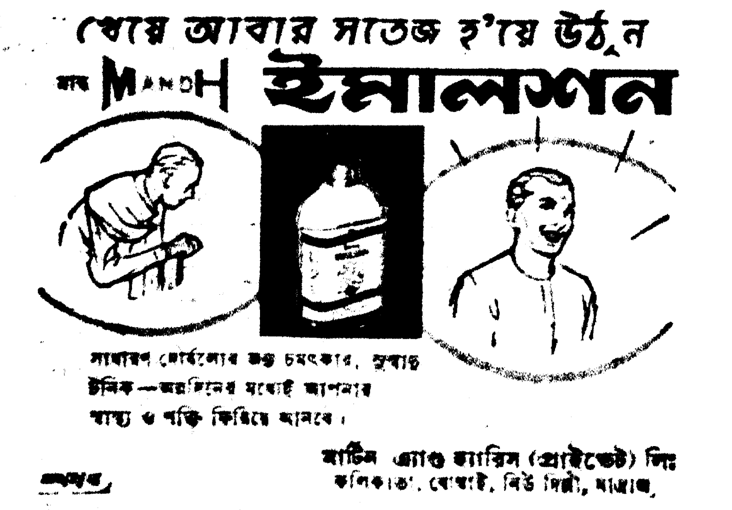

এস এম প্রোডাকসন্সের [illegible] একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, [illegible] কুমার ও [illegible] দেবী

[illegible]

• • •

[illegible]

[illegible] ইন্দ্রপুরী ও নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে [illegible] অবস্থায় রয়েছে। [illegible] একাধারে এর কাহিনীকার, চিত্রনাট্য লেখক ও পরিচালক। মায়ের ভূমিকায়

[illegible]

• • • •

[illegible]


রক্তকরবী

[illegible]

পরিবেশক :—

[illegible] বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১০, [illegible] চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অঙ্গার

মিনার্ভায়

রঙমহল

এক পেয়ালা কফি

[illegible]

এস পি এ প্রোডাকসন্সের "হানসাতাল" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও ছবি বিশ্বাস

না—সেই কথাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিস্ফুট হয়েছে পরিচালক সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদারের বাণী ছবিতে। এস এম ফিল্ম ইউনিটের এই নতুন ধরনের অবদান বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। চিত্রজগতের


ভারতীয় নাট্য-মঞ্চের বিস্ময়

অঙ্গার

মিনার্ভায়

(সি ৩৬৬১)

থিয়েটার সেণ্টারে
সভ্য হয়ে দেখুন

(১) নাট্যোৎসব
১৬ থেকে ২০ এপ্রিল, '৬০
(২) একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা
(৩) সাময়িক নাটক

বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ১০, টাকা

—আবেদন করুন—
৩১এ, চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ,
কলিকাতা — ২৫
৬৭—৩৩৩৩


জনসাধারণ কাজের জন্য অপসারিত হলেই মঞ্চটির বাড়া শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নতুন শিল্পীদের নিয়ে এবং সমস্ত চরিত্রকে ধরে ছবিটি তোলা হয়েছে। প্রযোজনা করেছেন নিরঞ্জন সেন।

• • •

ভারতের মহাকাব্য চিত্ররূপী মুঘল এ-আজম-এর মুক্তির দিন নির্ধারিত হয়েছে আগামী ২১শে এপ্রিল। এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তোলা স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনের এই হিন্দী ছবিটি তুলতে প্রায় আট বছর লেগেছে। এর ফিল্ম লম্বায় ১৭,০০০ ফুট, তার মধ্যে তিন রীল রঙীন। [illegible] গত ১০ই মার্চ এই ছবিটি বোম্বাই-এর সেন্সর বোর্ড কর্তৃক [illegible] [illegible] এর মুক্তির উদ্যোগ আয়োজন চলছে। কে আসিফ ছবিটি পরিচালনা করেছেন, সুরারোপ করেছেন নৌশাদ। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন দিলীপকুমার, মধুবালা, পৃথ্বীরাজ, অজিত, নিগার সুলতানা, বিজয়লক্ষ্মী ও দুর্গা খোটে। এই ছবির একটি তামিল সংস্করণও নির্মিত হয়েছে। কিন্তু তার মুক্তির দিন এখনও নির্দিষ্ট হয়নি।

## নাট্যাভিনয়

তরুণ সম্প্রদায়ের তৃতীয় নিবেদন উত্তম নাগ রচিত 'কঙ্কাল'। গত রবিবার (২০শে মার্চ) রঙমহলে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় নাট্যকার ও রবিরঞ্জন ঘোষের যুগ্ম পরিচালনায়। আমাদের সমাজের সমস্যাকে কেন্দ্র করে এর নাট্যকাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। বিষয়বস্তুতে [illegible] না থাকলেও সামাজিক এক জটিল সমস্যার যেভাবে সমাধান করবার চেষ্টা করা হয়েছে তা নাট্যকারের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবী নিয়োগী, অম্বর চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভৌমিক, বাসন্তি রায়, উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জলি মিত্র ও প্রতিমা দাস। অভিনয়ের মান সাধারণ স্তরের।

• • •

গত শুক্রবার (১৮ই মার্চ) মহাজাতিসদনে 'অনীক'-এর সপ্তম নিবেদন 'পলাশীর যুদ্ধ' মঞ্চস্থ হয়। সিরাজউদ্দৌল্লাকে নিয়ে লেখা গিরীশচন্দ্র ও শচীন সেনগুপ্তের দুটি নাটকের পর পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নতুন নাটকের কি প্রয়োজন থাকতে পারে সেই সম্বন্ধে নাট্যকার শ্রীরাম নাটকের মুখবন্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। [illegible] ও জাতীয়তাবাদের উচ্ছ্বাস বর্জন করে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের মন নিয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথা নাট্যকার উল্লেখ করেছেন তাঁর নাটকের মুখবন্ধে। নাটকের উপসংহার সূত্র—এক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকের মানস দৃষ্টিতে—নির্দোষ সিরাজ ও তাঁর অমাত্যদের চরিত্র এবং সিরাজের পতন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইতিহাসসম্মত বিচার।

সুরেশ রায়ের নির্দেশনায় অনীক-এর এই নতুন নাট্যনিবেদনটি সামগ্রিকভাবে [illegible] নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সমর বসু (সিরাজ), বিশ্বজীবন মুখোপাধ্যায় (মীরজাফর), [illegible] [illegible] (জগৎ শেঠ), [illegible] চক্রবর্তী (রায় দুর্লভ ও ক্লাইভ), [illegible] মুখোপাধ্যায় (রাজবল্লভ), আলো বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘসেটি বেগম) ও মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী (লুৎফুন্নেসা)।

মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও রূপসজ্জা চলনসই।

• • •

সার্বজনিকীর (বেহালা) সভ্যগণ তাঁদের সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে গত ১২ই মার্চ রঙমহলে সমারোহের সঙ্গে 'টক্কর' নাটকটি পরিবেশন করেন। বিভিন্ন চরিত্রে [illegible] অভিনেতৃদের অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দান করে।

• • •

কোল ইন্ডিয়ার বসন্তোৎসব উপলক্ষে তার সভ্যরা গত ১২ই মার্চ সাহানগর বিদ্যালয় মঞ্চে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'সাত-মহলা বাড়ি' নাটকটি অভিনয় করেন।

[illegible]

[illegible]

# বিবিধ সংবাদ

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

অঙ্গার

মিনার্ভা

(সি ৩৫৫১)

বিশ্বরূপা

(ফোন : ৫৫—১২২০)

[illegible]

সেতু

[illegible]

আবরণ ৫·০০

মহাশ্বেতা দেবী

মহাপ্লোভিজয়েট ৩·৫০

ভারততীর্থ ২·০০

[illegible]

বসন্ত সাঙ্গনী

[illegible] কলিকাতা ১২

(সি ৩১২৬।৫)

জয়শ্রী পিকচার্সের 'অজানা কাহিনী'-র একটি দৃশ্যে সর্বপ্রভা চৌধুরী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা মণ্ডল ও অসিতবরণ

ভারতে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠান করবার বিষয়ে উৎসাহী হয়েছেন বলে জানা গেল। এ বিষয়ে [illegible] চলচ্চিত্র সংস্থার মতামত ও সহযোগিতা চাওয়া হবে।

আর একটি সংবাদে প্রকাশ, [illegible] আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে।

[illegible]

## চিঠিপত্র

### নাটক ও রঙ্গমঞ্চ

মহাশয়,—[illegible] নাট্যকার [illegible] বাংলা নাটক কি [illegible] নাটকের নিজস্ব [illegible]

[illegible]

### সত্যজিৎ প্রতিভা

মহাশয়,—[illegible] সত্যজিৎ-প্রতিভা [illegible]

সাধারণত অনেক সময়েই [illegible] আসে না। কিন্তু এতদিন পরে [illegible] করা নিরর্থক, সত্যজিৎ-প্রতিভা [illegible] সকলে বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছে।

একথাটা বুঝতে পারি না, বরং ওঁদের সব সৃষ্টিকেই কেন সমান সর্বাঙ্গসুন্দর হতে হবে। নূতনের আবেগে নব নব বিষয়ের দিকে তাঁর [illegible] হবে, নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে [illegible] — এই তো স্বাভাবিক। [illegible] অসাধারণত্বের [illegible] সৃষ্টি অসাধারণ না হলেও সাধারণ [illegible] হবে না—অথচ সৃষ্টির প্রতি [illegible] কথা [illegible] না। আর এই [illegible] সত্যজিৎ-প্রতিভা বিতর্কের ঊর্ধ্বে—একথা স্বীকার না [illegible]

[illegible]

### সিনেমা শিল্পের সমাধি

মহাশয়,—[illegible]

[illegible] এই [illegible] এই [illegible] এই নতুন [illegible] এই [illegible]

সিনেমাও [illegible] ভারতীয় চলচ্চিত্রের [illegible] [illegible] তখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমাধি রচিত হচ্ছে। এর চেয়ে [illegible] আর কী হতে পারে? [illegible]—[illegible], [illegible], উড়িষ্যা।

ফিলিপস রেডিও
৫ ভাল্ব [illegible] — [illegible]
[illegible]
উত্তর কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত ডিলার্স
ইলেকট্রো রেডিও এম্পোরিয়াম
৭৬/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
রঙমহল থিয়েটারের পাশে কলিকাতা ৬
ফোন:- ৫৫-৪৮০৭

# খেলার মাঠ

একলব্য

এতাবৎকাল অলিম্পিক ফুটবল প্রতি-যোগিতায় ভারত অন্যতম প্রতিযোগী। কিন্তু রোমের মূল ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার অর্জনের জন্য ভারতকে একটি খেলায় হার ইন্দোনেশিয়ার কাছে। অলিম্পিকের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার একটি খেলায় [illegible]

[illegible]

[illegible] ইংল্যাণ্ড থেকে সদ্য-প্রত্যাগত নতুন কোচ [illegible] রহিমের সহকারী।

নির্বাচিত ভারতের ৫২ জন ফুটবল খেলোয়াড় নিয়ে গত ১০ই মার্চ থেকে ফুটবল শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। [illegible]

শিক্ষা বা ট্রেনিং কথাটির মধ্যে একটা নতুন অর্থ আছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, যারা দেশের প্রতিনিধি, বিশেষ খেলোয়াড়—এত বড় দেশ থেকে যাদের বেছে বের করা হয়েছে, তাদের আবার শিক্ষা দেবার কি আছে? কিন্তু শেখবার যে অনেক কিছুই আছে, তা একদিন শিক্ষাকেন্দ্রে গেলেই ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। রহিম ভারতের এক নম্বর ফুটবল কোচ। এর আগেও তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়দের ট্রেনিং দিয়েছেন। ট্রেনার হিসাবে খ্যাতিও অর্জন করেছেন বিদেশের নামকরা ফুটবল পণ্ডিতদের কাছ থেকে।

ট্রেনিং ক্যাম্পের শিক্ষা মানে খেলোয়াড়দের ত্রুটিগুলো শুধরে দেওয়া, তাদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব সৃষ্টি করা, তাদের [illegible]

[illegible]

অলিম্পিক ফুটবল শিক্ষা কেন্দ্রে আগত ভারতীয় দলের ফুটবল খেলোয়াড়গণ 'কোচ' এস এ রহিমের কাছ থেকে শিক্ষা সম্পর্কে উপদেশ শুনছেন, বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছেন নবীন ফুটবল কোচ এস মান্না।

ভারত সরকারের উদ্যোগে কলেজ ছাত্রীদের শারীরিক পটুতার পরীক্ষা। লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের দু'জন ছাত্রী দেহের ভারসাম্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন

এখানে ছোট্ট [illegible] শরীর [illegible] পাবেন [illegible] খেলোয়াড়দের [illegible] দৈহিক পটুতা অর্জনের জন্য নিয়মিত ব্যায়ামের অবশ্য প্রয়োজন। শরীর ভারী হয়ে পড়লে বা শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হলে ফুটবল খেলোয়াড়ের পক্ষে [illegible] খেলায় উন্নতি করা সম্ভব নয়। [illegible] খেলোয়াড়ের থাকবেই। কিন্তু এসব থেকেও কোন খেলোয়াড়ের যদি দৈহিক পটুতা না থাকে তবে [illegible] সে খেলোয়াড়েরও কোন মূল্য নেই। দৈহিক পটুতা বজায় রাখতে হলে [illegible]

[illegible]

ফুটবল খেলার এক বড় সম্পদ। এইজন্য রহিম দৈহিক পটুতার দিকে বেশী জোর দিয়ে খেলোয়াড়দের নানা রকমের ট্রেনিং দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। চেষ্টা করছেন নিপুণ করে একটি সুন্দর দল গড়ে তোলবার।

• • •

এখন কথা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড়দের কথা নেই। কয়েক বছর আগে থেকেই সেখানে বিদেশী ফুটবল কোচের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তার ফলেই ফুটবল খেলায় ইন্দোনেশিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে খুবই পটু হয়ে উঠেছে। বর্তমান ইন্দোনেশিয়াকে বেশ শক্তিশালী ফুটবল দল বলেই অভিহিত করা যায়। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিককালের কয়েকটি খেলার ফলাফল ভারতের পক্ষে মোটেই উৎসাহজনক নয়।

[illegible]

• • •

[illegible]

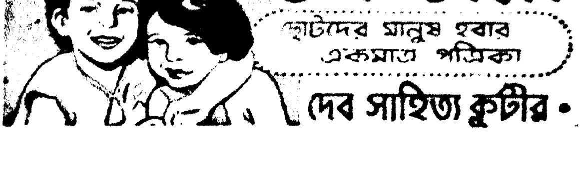

বহু প্রতিষ্ঠান থেকেও নানাভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। খুবই আনন্দের কথা।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে সাঁতারের কৃতিত্বের জন্য কলকাতায় মিহিরকে নানাভাবে সম্বর্ধনা জানানো হল, সেই কলকাতায় সাঁতারের সুবিধার জন্য সরকার বা কর্পোরেশন কি করেছেন? আজও কলকাতায় একটি বিজ্ঞানসম্মত সুইমিং পুল গড়ে ওঠেনি। [illegible] উত্তরে তাঁরা [illegible] কর্পোরেশনের [illegible] এই [illegible] বা [illegible] প্রতিযোগিতার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অনেক কম অর্থে কলকাতায় একাধিক সুইমিং পুল তৈরি হতে পারে। [illegible] সরকার এবং কর্পোরেশন এ বিষয়ে একটু উদ্যোগী হবেন।

[illegible]

• • •

ইংল্যান্ডের [illegible] ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের [illegible] প্রতিযোগিতার মধ্যেই [illegible] এবার তিনি এক আন্তর্জাতিক প্রথম প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। এ-প্রতিযোগিতা [illegible] বিশ্বের সবচেয়ে প্রথম প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে দুরূহতর প্রতিযোগিতা। বাটলিন এ-প্রতিযোগিতার নাম দিয়েছেন 'ম্যারাথন ভ্রমণ'। ম্যারাথন ভ্রমণের দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। আর এর দূরত্ব সুদীর্ঘ ৮৯১ মাইল—স্কটল্যান্ডের উত্তর-প্রান্তের জন ও' গ্রোটস থেকে আরম্ভ করে ইংল্যান্ডের দক্ষিণপ্রান্তের ল্যান্ডস এন্ড পর্যন্ত।

[illegible] ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য আয়োজিত এই সুদীর্ঘ হাঁটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ থেকে। ২১ দিনের মধ্যে অর্থাৎ মার্চের ১৭ তারিখে প্রতিযোগিতার উপর যবনিকা পড়বার কথা। ইতিমধ্যে বহু প্রতিযোগীই [illegible] পুরস্কার [illegible] এখনো বহু প্রতিযোগীর [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রথম হয়ে এক হাজার [illegible] ১১ বছরের [illegible] ৫০০ পাউন্ডের [illegible] হাজার পাউন্ড পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া [illegible] একক পাউন্ড করে পেয়েছেন ১ জন প্রতিযোগী। [illegible] সবচেয়ে বেশী এবং [illegible] সবচেয়ে কম [illegible] একক পাউন্ডের অধিকারিণী। অনুরূপভাবে দূরত্ব [illegible] পুরস্কার দেওয়া হবে।

• • •

[illegible] ক্রিকেট খেলায় [illegible] ইংল্যান্ড [illegible] প্রতিনিধিত্ব [illegible] ১৯৫৮ সালে তিনি [illegible] ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব [illegible] কিন্তু [illegible] ইংল্যান্ড প্রতিযোগিতায় [illegible]

[illegible] ইংল্যান্ড [illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible] এ প্রতিযোগিতায় [illegible]

[illegible] ইংল্যান্ড [illegible] ১০ বছরের [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] ইংল্যান্ড [illegible] হল।—

**পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল**

[illegible] ১৪—১ [illegible] পরাজিত করেন।

**মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল**

[illegible] ১১—১ [illegible] পরাজিত করেন।

**মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল**

[illegible] ১৭—১৫, ১১—৬ [illegible] পরাজিত করেন।

**পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল**

[illegible] ১৬—১৭, ১১—৫, ১১—১ [illegible] পরাজিত করেন।

**মিক্সড ডাবলস ফাইনাল**

[illegible] ১১—১৫, ১৫—৬ [illegible] পরাজিত করেন।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

১৪ই মার্চ—সুপ্রীম কোর্টের এক স্পেশ্যাল বেঞ্চ আজ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেরুবাড়ি ইউনিয়নের (১২নং) একাংশের হস্তান্তর সম্পর্কে এবং কোচবিহারের ছিটমহল বিনিময় সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে ১৯৫৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, উহাদ্বারা ভারতীয় অঞ্চলের একাংশ পাকিস্তানের অনুকূলে সমর্পণ করা হইয়াছে এবং সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উক্ত চুক্তি কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের নাই।

১৫ই মার্চ—বিধান পরিষদে ১৯৫৯-৬০ সালের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জানান যে, কলিকাতায় সার্কুলার রেলপথ চালু করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং হাওড়া-বর্ধমান ও শিয়ালদহ-রাণাঘাট সেকশনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার ঐ কাজে হাত দিবেন।

বর্ধমান পুলিশের দুর্নীতি দমন বিভাগের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, সদর কোতোয়ালীর কতকগুলির সহিত লিপ্ত সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণ বিগত পাঁচ বৎসরে রাজ্য সরকারকে অন্যূন চারলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতারণা করিয়াছে।

১৬ই মার্চ—পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে এবং বাহিরের অন্যান্য রাজ্যে, বিশেষত দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন লইয়া রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে মতানৈক্যের কারণ নাই, পরন্তু রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরেও যাঁহারা নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং অন্যত্র যাঁহারা পুনর্বাসন কার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা যায়। আর এই মতবিরোধের সুবিধাতে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীও হাত গুটাইয়া বসিয়া দুর্ভাবনার মধ্যে উদ্বাস্তুগণ দিন কাটাইতেছে।

সংযুক্ত পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতা শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ বিধান পরিষদের [illegible] কর্মীদের এক সম্মেলনে বলেন, সংযুক্ত পার্টির এক নম্বর শত্রু কম্যুনিস্ট পার্টি, দুই নম্বর শত্রু কংগ্রেস এবং বর্তমান কংগ্রেস নীতি সম্প্রতি কম্যুনিজম আমদানির সহায়ক ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

১৭ই মার্চ—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পুলিশ খাতে বায়বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবি আলোচনাকালে বিরোধী সদস্যগণ রাজ্যের পুলিশ-বাহিনীর সমালোচনা করিয়া বলেন, ঐ বিভাগে দুর্নীতি ও অপদার্থতা বছরের পর বছর সমানভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং পুলিশের 'নিষ্ক্রিয়তার' ফলে রাজ্যে অপরাধের মাত্রাও দিন দিন বাড়িতেছে।

কেন্দ্রীয় এডভোকেট জেনারেল শ্রী এইচ এম সিরভাই আজ বোম্বাই হাইকোর্টের জজ বেঞ্চের নিকট বলেন যে, কমাণ্ডার নানাবতীর

বাড়ীর ব্যাপারে তাঁহার নামে যে বিশেষ ব্যবস্থা বাবদ রাজ্যপাল যে নির্দেশ দেন, তাহার কারণ বাতিল না করার জন্য তিনি সরকারের নিকট হইতে অনুরোধ পাইয়াছেন।

১৮ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সহ রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ দণ্ডকারণ্যের পরিদর্শনকারী এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর অনুমোদিত বিশেষ কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না তাঁহাদের নীতি স্বীকার করিয়াছেন এবং দণ্ডকারণ্য হইতে সরকারী ১৫জন কর্মচারী যে সকল উদ্বাস্তুর ব্যাপারে দায়ী করিয়া ফেরৎ হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে তদন্ত কমিটির মঞ্জুর ও তাহাদের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত কাজ চালু রাখার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

১৯শে মার্চ—আজ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় পাঁচ বৎসরব্যাপী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার জন্য মোট ১১১০ কোটি টাকা বিনিয়োগের বিষয়ে সাধারণভাবে অনুমোদিত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মূল নির্দেশ প্রস্তাবে যোজনা কমিশনের সুপারিশ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তৃতীয় যোজনার এই নূতন সম্পদ সংগ্রহের জন্য পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য সরকারগুলির দায়ে ৬০০ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর সংগ্রহের যে প্রস্তাব করেন নির্দিষ্ট রাজ্যগুলি মুখ্যমন্ত্রীগণ উহাও অনুমোদন করেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২০শে মার্চ—ভারতীয় জনসংখ্যার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান হইতে আজ জানা গিয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী মহলে জাতীয় আয়বৃদ্ধির দাবী করা হইলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের জন্য জনসাধারণের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি নগণ্য হইবে।

তৃতীয় যোজনায় শিক্ষা পরিকল্পনার কাজের ভার কৃতিত্বে করা হইবে। কেবল কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর যে ১০৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন পরিকল্পনা কমিশন উহার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ মঞ্জুর করিতে সম্মত আছেন।

## বিদেশী সংবাদ

১৪ই মার্চ—বৃটেনের উত্তরকার নেতার টেলি-ফোনে জানা গিয়াছে প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক বুধে অর্থনৈতিক চাহিদার ভোটদ্বয় এবং পার্লামেন্টের সহিত নেতার সংযোগ স্থাপন করে। কৃষির প্রগতি তাহার মহাকাশ পরিক্রমার সংবাদটি সংবাদের স্পুটনিক জানাইয়া দিতে দিতে পৃথিবী ঘুরে সাত হাজার মাইল দূরে ছুটিয়া চলিতে থাকে।

১৫ই মার্চ—আলজিরিয়ার যুদ্ধ বিরতির সম্ভাবনা বহুকাল হইতে ক্ষীণ পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কেননা ফরাসী আলজিরিয়ার সরকার সম্প্রতি পরিষ্কারভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, আলজিরিয়া স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহীরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

সর্বদলীয় ঘোষণায় এখন পাকিস্তানী [illegible] একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার সরকারী প্রস্তাব অনুমোদন করেন। প্রস্তাবটি সম্পর্কে একটি গণভোট গ্রহণ করা হইবে।

১৬ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষের জন্য [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১৭ই মার্চ—[illegible]

[illegible]

১৮ই মার্চ—[illegible]

২১শে মার্চ—[illegible]

[illegible]

২০শে মার্চ—[illegible] [illegible] শ্রীনিবাসনের [illegible] [illegible] গ্রহণ করেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতায় : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। মফস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২০—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

মিষ্টি
মোলায়েম
সুগন্ধি

# স্যাভলন্

বেবি পাউডার

—'হিবিটেন' যুক্ত

ভারতে প্রস্তুতকারক
ও পরিবেশক

ইম্পিরিয়াল
কেমিক্যাল
ইন্ডাসট্রিজ
(ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট
লি:
কলিকাতা
বোম্বাই
মাদ্রাজ
নয়া দিল্লী

IBC-7 BEN

REG. NO. C. 2109

কেশবতী কন্যা ...
চাঁদের সুষমা-মাখা তা'র মুখ,
বিজলীপ্রভা তা'র দেহবল্লরী, আর কেশ?
কেশ তা'র ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের
লীলায়িত বিন্যাস।
রূপরচনায় কেশের স্থান
গুরুত্বপূর্ণ, রূপকল্পনায় পাই তারই
আভাস। কে না চায়
নিবিড়-কালো কেশকলাপ?
কে না চায় তা'কে ধ'রে রাখতে
চিরদিন? এই চাওয়া ও
পাওয়ার মধ্যে সেতুবন্ধ
কেশরঞ্জন, যার ভেষজগুণ
শুধু নয়,
বটে।
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন্, এন্, সেন্ এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১

র্ষ ] শনিবার, ১৯ চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 2nd April, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ২২

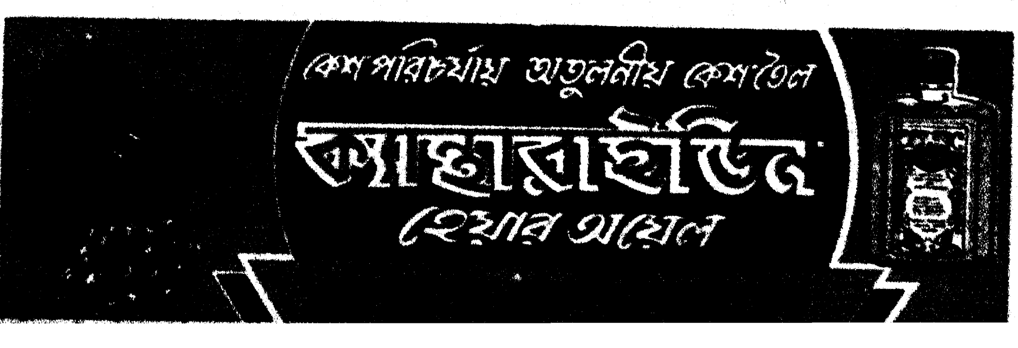

প্রকাশিত হইল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**

প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ

সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত এবং কয়েকখানি মূল্যবান চিত্র ও পুঁথির প্রতিলিপিযুক্ত। মূল্য ১২·৫০

পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডের অপরার্ধ মুদ্রিত হইতেছে।

তৃতীয় খণ্ডের নূতন সংস্করণ তৈয়ারী হইতেছে।

**বাংলা সাহিত্যের কাহিনী**—মূল্য ২·২৫

প্রকাশক : ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৪০-এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলি-৬

---

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদের নিকট পাওয়া যায়

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**—
দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০·০০

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**—
চতুর্থ খণ্ড মূল্য ১০·০০

**ভাষার ইতিবৃত্ত**— মূল্য ১০·০০

**চর্যাগীতি পদাবলী**— মূল্য ১০·০০

**ইসলামি বাংলা সাহিত্য**— মূল্য ৫·০০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

# সোনার আলপনা

[illegible] সুযোগ এসেছে। [illegible]
মূল্য : ৮·০০

[illegible] মূল্য [illegible]

লঘুপক্ষ : নারায়ণ চৌধুরী ৫·০০

এভারেস্ট বুক হাউস : ৫-১২৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলি-১২

আর দেরী নেই
বৈশাখে প্রকাশিত হবে—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নব দিগন্ত

প্রবোধ সান্যালের
কল্লোল কাহিনী

নীহার গুপ্তের ছায়াপথ
সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস
রহস্যভেদী কিরীটী

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
উপন্যাস
স্বাধীন যৌবনা

বনফুল-এর বড় গল্প

দেব সাহিত্য কুটীর
২১ ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা ৯

মাসিক পত্র
**নব কল্লোল**
প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৬৮

উত্তমকুমারের
নিজের লেখা স্মৃতিকথা
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর

পরিমল • মহাশ্বেতা ও
হরিনারায়ণের গল্প •

বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর
পি. সি. সরকারের
ম্যাজিক

পঙ্কজ মল্লিকের
স্বরলিপি

সিনেমা চিত্র এবং আরো অনেক কিছু
পরবর্তী বিজ্ঞাপনে দেখুন……

প্রতি সংখ্যা টা ১·২৫ ন. প. •
ষাণ্মাসিক টা ৭·৫০ ন. প. • বার্ষিক টা ১৫·০০

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| পরীক্ষা বিভ্রাট— | | ৬৪৯ |
| প্রসঙ্গত— | | ৬৫০ |
| বৈদেশিকী— | | ৬৫১ |
| সোয়েডাগন প্যাগোডার ইতিকথা— | | ৬৫৩ |
| অতিশপ্ত চম্বল— | | ৬৫৭ |
| রবীন্দ্রায়ন— | | ৬৬১ |
| কেশ চর্চা— | | ৬৬৬ |
| আলোচনা— | | ৬৬৮ |

অ্যাসোসিয়েটেড এর

প্রস্তুতি

৭ই চৈত্রের বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স সে মি রা ৩·০০

শান্তিদেবের ঘোষের

গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য

৩·০০

সম্প্রতি প্রকাশিত (কার্তিক হইতে ফাল্গুন) ঃ

| | | |
|---|---|---|
| 'বনফুল'-এর | ওরা সব পারে | ২-৫০ |
| প্রবোধ সান্যালের | ইস্পাতের ফলা | ৩-৫০ |
| দীপক চৌধুরীর | নালে সোনায় বসতি | ৩-৫০ |
| বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের | রিকশার গান | ৫-০০ |
| মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের | মাঝির ছেলে | ২-৫০ |
| নরেন্দ্রনাথ মিত্রের | জলপ্রপাত | ২-৭৫ |
| সত্যপ্রিয় ঘোষের | গান্ধর্ব | ৩-৫০ |
| শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের | রাবণের এনাটমি | ৩-০০ |
| হিমানীশ গোস্বামীর | লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় | ৩-০০ |
| ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের | ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর | ৫-৫০ |
| ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের | উনিশ শতকের নেপাল | ৩-৭০ |
| খেলোয়াড়ের | ক্রিকেটের রাজকুমার | ২-৫০ |
| ধনঞ্জয় বৈরাগীর | রজনীগন্ধা | ২-২৫ |

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

গ্রাম ঃ কালচার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১

নিশ্চিন্ত বিশ্রাম
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস
কলিকাতা-১২

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


বিশ্ববিচিত্রা— ... ... ... ৬৬১

[illegible]বাসে— ... ... ... ৬৭২

নাসেরকে যেমন দেখেছি—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬৭৩

প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ৬৭৭

পাহাড়ী সন্ধ্যা (কবিতা)—শ্রী[illegible] চক্রবর্তী ... ৬৮২

সেই কথা (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ৬৮২



এ বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস—

প্রমথনাথ বিশীর

রবীন্দ্র-পরস্কার

অভিনন্দিত

কেরী সাহেবের মুন্সী

।। পঞ্চম মুদ্রণ ।।

— [illegible] টাকা —

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রতিটি লাইব্রেরীর পক্ষে
অপরিহার্য কয়েকখানি
কথাসাহিত্য

[illegible]
চরকাশেম ৩·৭৫

[illegible]
চৈত্র দিন ৪·০০

[illegible] চৌধুরী
সীমানা ১·৭৫

[illegible]
মা (পূর্ণাঙ্গ) ৪·০০
সহযাত্রী ১·৭৫
আমার ছেলেবেলা
৩·০০।২·০০

[illegible]
জীবনবীক্ষা (একত্রে) ১৫·০০
১ম খণ্ড: দুই বোন ৫·০০
২য় খণ্ড: [illegible] ৫·০০
৩য় খণ্ড: বিজয় প্রভাত ৫·০০

[illegible]
জীবনের জয়গান ৪·০০

[illegible]
ইস্পাত ৬·৫০

[illegible]
স্পার্টাকাস ৫·০০
দেশ সীমান্ত ৪·০০ । ৩·২৫

[illegible]
নতুন [illegible] ৪·০০
[illegible] খণ্ড ৬·০০

[illegible]
[illegible] বীর কাহিনী ৩·৫০

[illegible]
[illegible]কাহিনী ৩·০০
সাগরে মিনার ডন ৬·০০

[illegible]
রক্তধারা ৩·৫০

[illegible]
ফাঁসীর মঞ্চ থেকে ১·৭৫

[illegible] সংকলন
নতুন চীনের ছোটগল্প ১·৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি ১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি ১৩
[illegible]
[illegible]

চলতি রেওয়াজ
হ্যাণ্ডলুম হাউস
Sista-SHH-3A

# সূচীপত্র

GOVERNMENT ... Bihar


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আমিষ | শ্রীপ্রভাত দেব সরকার | ৬৮৩ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম | শ্রীবিমল মিত্র | ৬৮৯ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি | শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ৬৯৫ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য | [illegible] | ৭০০ |
| বিলেতের প্রাথমিক বিদ্যালয় | [illegible] | ৭০২ |
| পুস্তক পরিচয় | | ৭০৯ |
| রঙ্গজগৎ | [illegible] | ৭১০ |
| খেলার মাঠে | [illegible] | ৭১৬ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ | | ৭২৭ |


প্রচ্ছদ—শ্রীনির্মল [illegible]


দুখানি নতুন উপন্যাস!

[illegible] উপন্যাসিক
[illegible] ভট্টাচার্যের

## রূপসী নগরী

• [illegible] •

[illegible]

উদীয়মান কথাশিল্পী
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## সমুদ্র মানুষ

[illegible] ৫.০০ [illegible]

মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২

নবতম প্রকাশন
[illegible] বই

## সপ্তপুরা ২.৫০

• সুকুমার [illegible] •

[illegible]

সম্প্রতি প্রকাশিত হইল

## মধুসূদন :

কবি ও নাট্যকার মূল্য ৩.৫০

[illegible]

## রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

মূল্য ৬.০০

[illegible]

## বরণীয় মূল্য ৩.০০

[illegible]

[illegible]
ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস

## রম্যাণি বীক্ষ্য

সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬.০০
রাজস্থান পর্ব ৭.০০
কালিন্দী পর্ব ৫.০০

( যন্ত্রস্থ )
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : [illegible] গ্রাম : [illegible]


(সি ৩৭২০)

আগামী ১লা বৈশাখ বাহির হইবে

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

## ছায়া পথ ৫-০০

এবং

২৫শে বৈশাখ বাহির হইবে

নীলকণ্ঠের

## দ্বিতীয় প্রেম ৫-০০

আমাদের উল্লেখযোগ্য আরও

কয়েকখানি বই:

নীলকণ্ঠ বসন্ত কোকিল ২-৫০

একটি ঝড়, দুটি

ঐ রাত্রি ও কয়েকটি

গোলাপ ৩-০০

[illegible] তিমির লগন ৪-৫০

ঐ এতটুকু আশা ৩-০০

[illegible] নাজমা বেগম ৫-০০

[illegible] [illegible] ৩-০০

করুণা প্রকাশনী

১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



অত্যাশ্চর্য লেখকের অতুলনীয় উপন্যাস

মাত্র কয়েক দিনে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত

## অবধূতের

# দেবারিগণ ৪॥

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ঃ অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| আশুতোষ মুখোপাধ্যায় | ... | [illegible] কথা | — [illegible] |
| আশাপূর্ণা দেবী | ... | স্বপ্নসর্বরী | — ৩, |
| গজেন্দ্রকুমার মিত্র | ... | সমারোহ | — ২৷৹ |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ক্ষণভঙ্গুর | — [illegible] |
| [illegible] সান্যাল | ... | নর ও নারী [illegible] | — ৩, |
| | | [illegible] | — ২, |
| বহু বিখ্যাত লেখকদের উপন্যাস | ... | উন্মেষ | — [illegible] |

গুপ্ত প্রকাশিকা

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২



সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া ৮-০০

ভারত প্রেমকথা ৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য ৩-৫০

প্রেমের গল্প ৪-০০

সাহিত্যের সত্য ২-৫০

সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ ৫-০০

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিন্ময় বঙ্গ ৪-০০

দরবেশ-এর

দুস্তর মরু ৩-০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

রূপসী রাত্রি ৫-০০

প্রচ্ছদপট ৩-৫০

প্রেমের গল্প ৪-০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প ৪-০০

মনের মানুষ ৩-০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত ৫-০০

ছেলেদের বিবেকানন্দ ১-২৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিদূষক ২-৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 2nd April 1960

২৭ বর্ষ ॥ ২২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৯ চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা [illegible]

[illegible]

[illegible] উপাদান ও কারণ।

এবারের পরীক্ষা বিভ্রাটে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। ব্যাপকভাবে কোন কোন কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী পরীক্ষাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কয়েক ঘণ্টা পরে তাহারা ফিরিয়া আসিলে পুনরায় পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইয়াছে। কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীগণ পাহারারত ব্যক্তিদের লাঞ্ছিত করিয়া খেদাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ব্যাপকভাবে নকল করিয়াছে। ইহা ছাড়া

## পরীক্ষা বিভ্রাট

[illegible]

[illegible] অনুসরণ করা যাক। পরীক্ষার্থীগণের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুশাসন এই, প্রশ্নপত্র কঠিন মনে হইলে যথাসাধ্য লিখিয়া খাতা দাখিল করিতে হইবে, পরীক্ষান্তে দলবদ্ধভাবে অসুবিধা জানাইলে বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। এই সব্য ও লিখিত অনুশাসন সত্ত্বেও পরীক্ষার্থীগণ আর বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। [illegible]

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের না ছাত্রদের? তবে সম্ভবত দুই পক্ষেরই। আশা করিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয় এই কঠিন পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইবে।

# চলতি

আমাদের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এক প্রকার বড়াই করার দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার আশু সমাধানের কোন আশা নাই। তাঁর মতে এই সমস্যার সমাধানের পথে নিম্নলিখিত অন্তরায় বর্তমান :

(১) বাইরের লোক সমাগম, (২) পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি এবং (৩) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভৌগোলিকতা।

জনসাধারণের ধারণা ছিল অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতিতে শস্যোৎপাদনের স্বল্পতা খাদ্য-সমস্যার বড় কারণ। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী তাঁর পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করেছেন ১৯৫২ সালের পূর্বে পাঁচ বৎসরের যেখানে খাদ্যোৎপাদনের গড় পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ টন, সেখানে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮ এই কয় বৎসরে গড় উৎপাদনের পরিমাণ ৪২ লক্ষ টন। অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর এ বৎসর উড়িষ্যা থেকে এসেছে ৭৩ হাজার টন ধান ও ৩৪ হাজার টন চাল এবং উপর দফায় দফায় কেন্দ্রীয় সাহায্যও এসেছে।

আমাদের প্রশ্ন এই যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গেরই একচেটিয়া সমস্যা? ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে কি জনসংখ্যা এই হারে অথবা এর কাছাকাছি হারে বাড়ছে না? বাঙলাদেশে অন্যরাজ্যবাসী লোকের সংখ্যা, খাদ্যমন্ত্রীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪০ লক্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন রাজ্য আছে যেখানে অন্য প্রদেশবাসী লোক নেই? পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রধান অঞ্চলগুলিকে এবং বিশেষ করে কলিকাতার মত মহানগরীকে কেন্দ্র করে বহুকাল থেকেই প্রচুর সংখ্যক অন্যপ্রদেশবাসী এখানে বাস করে আসছে। এ সমস্যা নতুন কিছুই নয়, এবং অন্য রাজ্যাধিবাসী বাঙ্গালীর অন্নসমস্যার [illegible] হয়ে বাঙলাদেশ ছেড়ে নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে যাবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

খাদ্য সমস্যা সমাধানের তৃতীয় অন্তরায় রূপে খাদ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভৌগোলিকতার উল্লেখ করেছেন। পরিসংখ্যান তাঁর মস্ত অস্ত্র। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন ভারতের অন্যান্য রাজ্যে জনপ্রতি দৈনিক খাদ্য-গ্রহণের পরিমাণ যেখানে গড়ে ১৩।১৪ আউন্স পশ্চিমবঙ্গবাসীর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ সেখানে নাকি গড়ে দৈনিক সাড়ে ষোল আউন্স। এই পরিসংখ্যানের সত্যাসত্য পরিসংখ্যানের যাদুকর খাদ্যমন্ত্রীর অনুরূপ তার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ঠিক বললে এই একটি পরিসংখ্যানের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা 'সমাধা' করতেও পারতেন। কারণ যে দেশের লোক দৈনিক গড় ১৬। আউন্স খাদ্য গ্রহণ করে সেখানে।

খাদ্যসমস্যার অস্তিত্ব কোথায়? অন্যত্রও [illegible] এই কাজ তিনি করেছেন অথচ অতি জোরের [illegible] ও চাউল ব্যবসায়ীদের উপরেও দোষ চাপাননি। এমন কি পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যত্র এমন কি পূর্ব পাকিস্তানেও ধান চাল প্রচুর পাচার হচ্ছে এ তিনি অস্বীকার করেছেন।

•

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সমস্যাটিকে জটিলতর করে তুলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই। এমন এক প্রস্তাবের [illegible] [illegible] ফলে সরকার যখন [illegible] হয়ে কমিটি গঠন করলেন তখন এই দাবী নিশ্চয় স্বীকৃত হবার অধিকার রাখে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তি এ [illegible] এমনি সরকারী নীতি হয় [illegible] [illegible] [illegible] থাকে না [illegible] সরকারের দাবী করার থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সুপারিশও [illegible] [illegible] কোন কোন ক্ষেত্র [illegible] নীতি উপেক্ষিত হয়েছে। [illegible] রাজ্য পুনর্গঠন [illegible] যে রাজ্য নীতিও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেন্দ্রীয় হবে [illegible] [illegible] উপায় নেই। জনগণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ এবং আর্থিক উন্নয়ন [illegible] [illegible] করেছেন। কিন্তু তেমন তিনি [illegible] হল [illegible] এই [illegible] উল্লেখ করেছেন। আর্থিক উন্নয়ন—কথাটি [illegible] নয়, [illegible] না। এই পথের অন্তরায় যে [illegible] যে [illegible] পণ্ডিত [illegible] পন্থ [illegible] [illegible] উপলব্ধি করতে পারেননি কিন্তু আমরা [illegible] [illegible] [illegible] কি আর্থিক উন্নয়ন। আমরা কি [illegible] অথবা [illegible] [illegible] [illegible] উন্নয়ন নিয়ে [illegible] [illegible] পণ্ডিত পন্থের স্মৃতি [illegible] আজ্ঞা না হয় তিনি অনুভব করতে পারতেন, পণ্ডিত [illegible] [illegible] মধ্যে কোথাও আর্থিক উন্নয়নের কাঠিন্য ও [illegible] নেই। তিনি আরও বলেছেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নীতি তাঁর [illegible] [illegible] নিতে পারেন। কিন্তু পরস্পর বচসার মধ্য দিয়ে সমস্যার একটা মীমাংসা হওয়া যে অসম্ভব পণ্ডিত পন্থ নিশ্চয় তা জানেন। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সমস্যাটিকে এ-ভাবে [illegible] বলে না' [illegible] মনোবৃত্তি নিয়ে [illegible] দেওয়া সমস্যাকে জটিলতর আরও জটিলতর করে তুলবে।

•

দুর্ভিক্ষ মহামারী ও বন্যা আমাদের শাসক সরকারকে ততটা বিব্রত করতে পারে না। এক দুর্নীতির বদনাম পারে। বহু আগে থেকে পারে দুর্নীতির অভিযোগে সরকারের যেন কলঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ স্পষ্টই বলেছেন, দুর্নীতি আছে থাকবে [illegible] দুর্নীতির কথা বেশি বলবেন না। ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামণি দেশমুখ [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারকে যা না বিব্রত করেছেন দুর্নীতি-দমন ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব তুলে তার চেয়ে বেশি বিব্রত করেছেন। [illegible] দুর্নীতি [illegible] প্রমাণ উঠলেই তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। দুর্নীতি আছে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণে হয়ে আছে, একথা সর্বজন স্বীকৃত। এই [illegible] দুর্নীতির একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে তুলেছে এবং তাই যে সকল সমস্যায় আমরা বিপন্ন হয়ে আছি [illegible] দুর্নীতির থেকে উদ্ভূত, অন্যভাবে [illegible] [illegible] জন্য আরও কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি [illegible] স্পর্শ করতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে বহুদিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রতি [illegible] [illegible] দুর্নীতি [illegible] [illegible] [illegible] জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তার [illegible] চেষ্টা হচ্ছে।

•

[illegible] [illegible] সরকার [illegible] কমিউনিস্ট [illegible] সরকারী কর্মচারীদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক কমিউনিস্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এদের সরকারী [illegible] [illegible] [illegible] নীতি [illegible] [illegible] নতুন অথবা অপ্রত্যাশিত [illegible] নয়। এই অভিযোগের জবাবে [illegible] মুখ্যমন্ত্রী [illegible] বলেছেন তার চেয়ে [illegible] উচিত আর হয় না। বর্তমান সরকারী কর্মচারীর [illegible] নীতি এক [illegible] [illegible] [illegible] অপব্যবহার করবেন না, [illegible] বর্তমান [illegible] সরকার এদের সরকারী কর্মচারী হিসেবেই দেখবেন। [illegible] সরকারী চাকুরিতে রাজনৈতিক দল [illegible] কর্মচারীদের প্রতি পক্ষপাত ব্যবহার [illegible] হয় না। আজ কমিউনিস্ট [illegible] যে [illegible] এনেছেন, এ-অভিযোগ অতীতে [illegible] করতে পারত। তার জবাবে [illegible] কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় এর [illegible] জবাব কিছু দিতে পারবেন না। [illegible] কথা, [illegible] অভিযোগ করার মধ্যে [illegible] না থাক [illegible] কিঞ্চিৎ আছে। কিঞ্চিৎ প্রচার চেষ্টাও।

# বৈতালিকী

[illegible]

[illegible] এবং "[illegible]" [illegible] উপর নির্ভরশীল। [illegible] অর্থ হবে [illegible] এমন কি [illegible] একটা [illegible] হবে [illegible] একদিক দিয়ে [illegible] এটা একটা [illegible] [illegible] তুলনা করা [illegible] কোনো কোনো বিষয়ে [illegible] এটা আশা [illegible] সময় [illegible]


[illegible] **স্মরণ চিহ্ন** ৫·০০

[illegible]

[illegible] **একই সমুদ্র** ৫·৫০

[illegible]

[illegible] **বাণীবো** ৪·০০

[illegible]

[illegible] **অপরাহ্ণ** ৫·০০

[illegible]

অন্যান্য নতুন বই ও নতুন সংস্করণে উল্লেখযোগ্য বই :

[illegible] **পুস্তকের বিজ্ঞান** [illegible] **উদয়-অস্ত** ৬, [illegible] ৫, **মহারাণি** ৩৷৷০, [illegible] **সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত** ৩৷৷০, [illegible] **এই প্রেম** ৪, [illegible] ৩৷৷০, [illegible] ৩, [illegible] ৪, [illegible] ৬, [illegible] ৪, [illegible] ৫, [illegible] ৩, [illegible] **কাহিনী** ৮, [illegible] ৪, [illegible] ২৷৷০, [illegible] ৩, [illegible] ৫, [illegible] ৩, [illegible] ৪, [illegible] ৬, [illegible] ৩, [illegible]

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলকাতা-৬

হবে যে, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পঁচিশ বছরেরও বেশি পরে ভারতের স্বাধীনতা আসে। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্গে [illegible] ব্রিটিশের পক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগের [illegible] অনিবার্য ছিল না, ঘটেছেই হবে, এমন ছিল না। ভারতের রাজনৈতিক প্রবুদ্ধ [illegible] অর্থ যে ব্রিটিশ জাতীয় জীবনের পক্ষে [illegible] নয়, এমন কি ব্রিটিশদের অর্থ- [illegible] পক্ষেও ক্ষতিকর না হবে

● সেরা লেখক ও উল্লেখযোগ্য রচনা ●
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
[illegible]
কবি ও অ-কবি [illegible]
[illegible]
রক্তকমল [illegible]
[illegible]
নেপথ্য নায়িকা [illegible]
প্রাপ্তিস্থান: মিত্র ও ঘোষ, ১০ [illegible] কলি-১২

পয়লা বৈশাখে প্রকাশিত হবে
কথামালা
কথাসাহিত্যের নির্ভীক পত্র
এই সংখ্যায় থাকছে
[illegible] উপন্যাস
[illegible]
নরেন্দ্রনাথ মিত্র, [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] ঘোষ, মিহির সেন, [illegible] এবং আরো অনেকে।
[illegible]
: কার্যালয় :
[illegible]
ফোন : [illegible]

পরে—এটা পরবর্তী ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কালোদের নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির আন্দোলন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার সোজা হবে [illegible]। আমরা যা সহজে বুঝি কিন্তু [illegible] না। সেইজন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা এতো বিস্ফোরক। সাম্প্রতিক [illegible] চারদিকে যে রকম [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার হয়ে একটা [illegible]। [illegible] দিয়ে [illegible] হবে না, এরূপ ঘোষণা করা হয়েছে। [illegible] প্রমাণ পেয়েই [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার [illegible] আফ্রিকানরাই [illegible] এই [illegible] আফ্রিকান [illegible]

•  •  •

[illegible]

[illegible] সবচেয়ে খাঁটি কথা।

GOVERNMENT ... Bihar

# শোয়েডাগন প্যাগোডার ইতিকথা

অংশুরঞ্জন সেন

অতুলনীয় কারুকার্য ও শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবে শোয়েডাগন প্যাগোডার [illegible] এক [illegible] এই দেশে [illegible]

[illegible]

১৩৬২ সালে [illegible] নামে একজন [illegible] রাজা শোয়েডাগন প্যাগোডার সংস্কারসাধন করেন আর এর উচ্চতাকে ৬৬ ফুট পর্যন্ত [illegible] [illegible] পাতলা পাত [illegible] ওজনের

[illegible] ১৪৫০-৫৩ [illegible] এই [illegible] একজন রাজা [illegible] উচ্চতাকে [illegible] ৩০২ ফুট পর্যন্ত [illegible]

[illegible]

নিজের ওজনের সমান সোনা দিয়েও অলংকৃত করেছিলেন।

এর অনেককাল পরে ১৭৭৪ সনে আভার রাজা সিন্‌ বু সিন্‌ শোয়েডাগন প্যাগোডাকে তার বর্তমান উচ্চতায় গড়ে তুললেন, আর অপরদিকে রাণী সিন্‌ [illegible] নিজ ওজনের সমান সোনা দিয়ে তার গা [illegible] মুড়ে। তারপর [illegible] রাজা সিন্দ্‌ এর গায়ে আবার সোনা [illegible] করেছিলেন ১৭৭৮ সনে। [illegible] তিন টন ওজনের একটা [illegible] তৈরি করেছিলেন যা বর্তমানে [illegible] দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে [illegible] এই [illegible] ১৮২৫ সনে ইঙ্গ-[illegible] যুদ্ধের সময় নদীর জলে পড়ে যায়। [illegible] ১৮২৬ সনে [illegible] এটিকে [illegible] যথাস্থানে বসিয়ে দেয়।


প্রকাশিত হল — বহুদিনের অনুপম গ্রন্থ সম্ভার

| প্রেমেন্দ্র মিত্রের | সুবোধ ঘোষের |
| --- | --- |
| [illegible] | [illegible] ও নূতন কলেবরে [illegible] উপন্যাস |
| জল পায়রা | রূপসাগর |
| [illegible] | দাম ৬·৫০ |

| | | |
| --- | --- | --- |
| চন্দন মহল | ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ | ৫·০০ |
| মিত্তোমাইন | ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ | ৫·০০ |
| স্বাদু স্বাদু পদে পদে | ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ | ২·৭৫ |
| গ্রীষ্মবাসর | ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ | ২·৭৫ |
| পঞ্চমী মহল | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪·০০ |
| সান্নিধ্য | ॥ চিত্তরঞ্জন কর ॥ | ৪·০০ |
| তুমিভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৬·৫০ |
| [illegible] | ॥ শরৎকুমার সান্যাল ॥ | ৫·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৫·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ [illegible] চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইষ্টি কুটুম | ॥ [illegible] মজুমদার ॥ | ৫·৫০ |
| মন মানে না | ॥ গোবিন্দকিশোর ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| শুক্লসন্ধ্যা | ॥ [illegible] রায়চৌধুরী ॥ | ৩·০০ |
| সুখের রেখা | ॥ [illegible] ঘোষ ॥ | ৩·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·০০ |
| আকাশলীলাপ | ॥ [illegible] মিত্র ॥ | ৪·০০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

অবধূতের ক্রীম

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

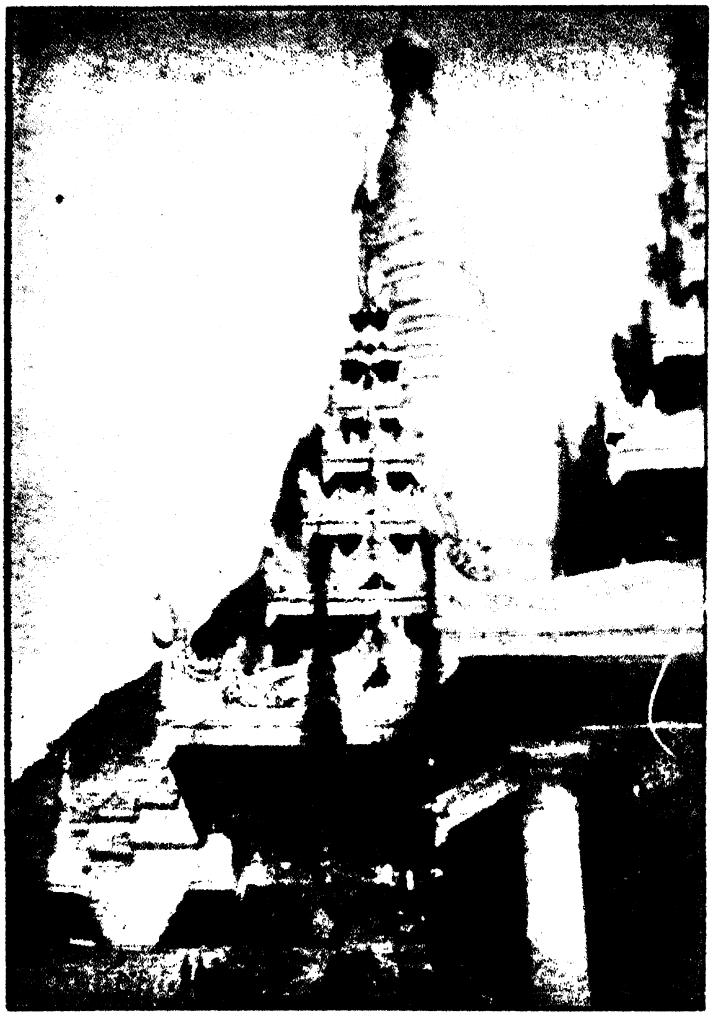

সোয়েডাগন প্যাগোডার একটি সুন্দর দৃশ্য

মনোজ বসুর অবিস্মরণীয় উপন্যাস

# মানুষ গড়ার কারিগর

শিক্ষা-জগতের মর্ম-সরস উপাখ্যান

[illegible] টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড

কলকাতা-১২

প্যাগোডার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৮৭১ সালে [illegible] নদীর উপর দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আর সেই সময় দেশের [illegible] সম্পূর্ণ ভাবেই ইংরেজের হাতে চলে গেছে। রাজা সেই ছত্র উত্তোলনের উদ্দেশ্যে তাঁর একজন প্রতিনিধিকে পাঠাবার অনুমতি চাইলেন ইংরেজের কাছে। অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভাবল, এর পিছনে হয়ত কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে, তাই সেই অনুরোধ তারা অগ্রাহ্য করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক বিরাট জনতা সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এক মহাসমারোহের মধ্য দিয়ে "ছত্রোত্তোলন" সার্থক করে তুলেছিল।

এই হল সোয়েডাগন প্যাগোডার জন্ম-কথা। এখন আলোচনা করা যাক এর অসাধারণ শিল্পরীতিগুলো ও গঠন পারিপাট্যের কাহিনী। সারা দুনিয়ার এক অতুলনীয় বিস্ময় এই চৈত্যমন্দিরটির ভূমিতলের পরিধি হল ১৩৫০ ফুট। জানা যায়, এর [illegible] এখনো [illegible] রয়েছে [illegible]

[illegible]

[illegible] পাহাড়ের উত্তরদিকের [illegible] হয় না। এর [illegible] গেছে [illegible] কিন্তু তা স্পর্শ করার আগে আবার অনেক সিঁড়ি উঠে গেছে 'মার্টিনিসা' নামে পাশের একটা পাহাড়ের দিকে। একে বলা হয় শহীদ পাহাড়, কারণ এর ওপর ১৯৪৭

পরে ঐ পার চক্রাকারে নিহত রুমেরর স্তুপ... প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আউঙ্গ সান্ আর তাঁর মন্ত্রিসভার সাতজন সদস্যকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। শুধু বছরের একটি দিন অর্থাৎ ১৯শে জুলাই এই শহীদ দিবস পালনের সময় প্যাগোডার উত্তরদিকের সোপানটি জেগে ওঠে অগণিত মানুষের আনাগোনায়। তাছাড়া, বছরের বাকী দিনগুলো তা পড়ে থাকে পরিত্যক্ত, নির্জন।

প্যাগোডার পূর্বদিকের সোপান দিয়ে উঠতে হলে একটা বিরাট বাজারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এই বাজারে চাঁই জুতো, কাপড়-চোপড়, চিরুনি, অলংকার, ধর্মসংক্রান্ত বই ও ধূপ ইত্যাদি হরেকরকম জিনিসের বেচাকেনা চলে সারাদিন ধরে। এই বাজারটি সোপানের দুপাশের ... যেন ভিক্ষুদের ... দেখে মনে হয়, ... সংকীর্ণ ... উপরদিকে।

পশ্চিমদিকের সোপানের ... [illegible] ... আর এর ... [illegible] ... সংখ্যা ও ... [illegible] ... প্যাগোডার ... [illegible] ... এই প্যাগোডার মধ্যে ... মানুষের মন এক ... [illegible] ... আর সেই সময় প্যাগোডা যেন ... গোপন রহস্য উন্মুক্ত করে দেয়। কোনো এক অদৃশ্য ... প্যাগোডার ... ছাদের সার, ... অন্দরমহলের কাঠের ... যেন ... সেই অপূর্ব ... প্রকাশ করা ... অসম্ভব।

পাহাড়ের ওপরে স্থিত এই প্যাগোডার পাদমূলে আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রতর প্যাগোডা আর অসংখ্য দেবী আছে। আর তারা সবাই একটা ... মধ্যে দাঁড়িয়ে অপরূপ ও বৈচিত্র্যময় এক নতুন জগৎকে যেন উদঘাটিত করে তুলেছে। সোয়েডাগনের শিখরদেশ এই ক্ষুদ্র প্যাগোডাগুলোর মাথায় আছে ছোট ছোট চাঁদ আর ঘণ্টা বা বাতাসে দুলে মিষ্টিসুরে টুং টাং করে বাজে। আবার এই প্যাগোডার ভিতের কাছে দেখা যায় লাল রঙের বার্নিশ করা কারুকার্যখচিত কাঠের মন্দিরগুলো।

তাদের তিনকোণা দেওয়ালের ওপরে সমান্তরাল বহু ... সুন্দর ... ছাদ শেষ হয়েছে একটা অপূর্ব সূক্ষ্ম চূড়ায়, আর এদেরও মাথায় আছে সেই ছোট ছোট ঘণ্টাগুলো। শুধু তাই নয়, প্যাগোডার ভিত থেকে কিছু উঁচুতে বহু সমতল ছাদের ওপর আড়াআড়িভাবে স্থিত ছোট-বড় আরো অনেক বুদ্ধমূর্তিশোভিত মন্দির আছে, আর এদের প্রত্যেকটিতে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি বিভিন্ন ... ভঙ্গীতে স্থাপিত দেখা যায়। অর্থাৎ কোনটাতে বুদ্ধদেবকে ... অবস্থায়,


পুরোনো ক্যাটালগের অনেক বই বাতিল করা হয়েছে, নতুন বই প্রচুর বেরিয়েছে
॥ নতুন ক্যাটালগের জন্য লিখুন ॥
● সদ্য প্রকাশিত ●

সতীনাথ ভাদুড়ীর
**পত্রলেখার বাবা**
চার টাকা
গণনায়ক - - - ২·৫০
ঢোঁড়াই চরিত মানস (১ম) - ৩·০০
ঢোঁড়াই চরিত মানস (২য়) - ৩·৫০

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস
**নীলাঞ্জনের খাতা**
চার টাকা
শ্রেষ্ঠ গল্প - - - [illegible]
হঠাৎ আলোর ঝলকানি [illegible]

প্রমথনাথ চৌধুরীর
**মুক্তবন্ধ**
॥ তিন টাকা ॥
[illegible] - - - ২·৫০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
**জর্জ বার্নার্ড শ**
॥ একটি দিক থেকে সম্পূর্ণ জীবন-কথা ॥
॥ সাড়ে ছয় টাকা ॥
অখণ্ড ভারত (অনুবাদ) - ৩·০০

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস
**মনামী**
॥ চার টাকা ॥
বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প - ৩·৫০
বল্মীক - - - ১·০০

॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥
বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-সমাজ (১ম খণ্ড : ৩·০০, ২য় খণ্ড : ৭·০০, ৩য় খণ্ড : ১২·০০) প্রমথনাথ ... সাগর-সঙ্গম ৩·৫০ ॥ ... সান্যালের রবিরশ্মি ৮·০০ ... রাজা ও রাজিনী ৩·০০ ॥ ... চক্রবর্তীর মহাপ্রস্থান ... শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৩·৫০ ... নওবাহী ...

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
কয়লাকুঠির দেশ ৩·৫০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
চলাচল ৬·৫০
জরাসন্ধের
লোহকপাট (১ম খণ্ড) ৫·৫০
(২য় খণ্ড) ৫·৫০
(৩য় খণ্ড) ৫·০০
কালকূটের
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে (৩য় মুঃ) ৬·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডাকহরকরা ২·৫০
মনোজ বসুর
এক বিহঙ্গী ৪·০০
সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
নীলাঞ্জন ৪·০০
সুবোধ ঘোষের
একটি নমস্কারে ৪·০০
সন্তোষ বসুর
জাপানী বন্দীশিবিরে ২·৫০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-বারো ॥

সোয়েডাগনের প্রধান প্রবেশপথের সিংহমূর্তি

কনটাতে খাড়া অবস্থায়, আবার কোনটাতে চিরাচরিত সেই পদ্মাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটি সোপান বা সিঁড়ির ওপর বিরাট বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত বড় বড় মন্দির আর অন্যদিকে স্বর্ণময় গোলাকার, চীনা প্যাগোডা ও রাশিকৃত পদ্মফুলে সজ্জিত পবিত্র বেদীগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বড় বড় মন্দিরগুলিতে দিনরাত অসংখ্য পুরুষ, নারী ও শিশুকে গৌতম বুদ্ধের ওপর নতজানু হয়ে কিংবা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তথাগতের সেই প্রশান্ত মূর্তিকে নমস্কারের সঙ্গে আরাধনা করতে দেখা যায়।

এইসব ক্ষুদ্রের প্যাগোডা আর মন্দিরগুলো ছাড়াও সোয়েডাগনের পাদমূলে স্বর্ণমণ্ডিত ছোট ছোট শক্ত অথচ নমনীয় লোহা দিয়ে তৈরি কয়েকটা গাছ আছে, যাতে সহজে মরচে ধরে না। এগুলো খুবই শোভাসম্পন্ন ও চিত্তাকর্ষক আর এদের প্রত্যেকটির পাদদেশে ফলকের ওপর দাতাদের নাম খোদাই করা আছে। এছাড়া, প্যাগোডার প্রশস্ত চাতালের ওপর অনেকগুলো আসল গাছ দেখা যায় আর তার ভেতরকার মন্দিরগুলোর পেছনে চোখে পড়ে ছোট ছোট অঙ্গন ও সমতল ছাদ-বিশিষ্ট কতকগুলো নিভৃত কোণ, যেখানে দাঁড়ালে শহর থেকে নদী পর্যন্ত একটা বিস্তৃত অংশ নজরে আসে। সোয়েডাগনের আরেকটা উল্লেখযোগ্য বস্তু হল খুব বহু প্রাচীন ও পবিত্র একটি বিশাল বৃক্ষ, যার পাদমূলে মানুষেরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মোমবাতি জ্বেলে তাদের প্রার্থনা নিবেদন করে। আবার জল উৎসবের সময় তারা প্রচুর জল এনে ঢেলে দেয় এর গোড়ায়, কারণ এরকম একটা গাছেরই নীচে একদিন রাজপুত্র গৌতম প্রজ্ঞা লাভ করে ভগবান বুদ্ধে পরিণত হয়েছিলেন।

সুতরাং বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত এই সোয়েডাগন প্যাগোডা শুধু বৌদ্ধদের কাছেই নয়, পৃথিবীর সকল মানুষের কাছেও এক পুণ্য তীর্থক্ষেত্র। প্রতি বছর নানা দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এখানে আসে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনায়। [illegible] সেই সমুদ্র শিখর আর [illegible] কাছে প্রতি বছর [illegible] ও [illegible] মাথা নত করে [illegible] ও [illegible] হয়ে [illegible] তাই [illegible] শান্ত, [illegible] মতো এই সোয়েডাগন আজও বিরাজমান। সেই আজ পর্যন্ত কোন মানুষ বা কোন শক্তিই কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি এই পবিত্র সোয়েডাগনকে আর একটুকু কমে যায়নি তার অম্লান মহিমা। বরং যুগ যুগ ধরে এ মানবকে দিয়েছে শান্তির ও প্রেমের পুণ্য পথের সন্ধান।

: প্রকাশিত হইয়াছে : পঞ্চমবার :
নিত্যপাঠে ও উপহারে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ
সারদা-রামকৃষ্ণ
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গাপুরী মাতা রচিত
যুগান্তর বলেন,—মায়ের রূপটি যেরূপে ফুটিয়াছে, সেরূপটি অন্যত্র লাভ করা সম্ভব নয়।...গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।
আনন্দবাজার পত্রিকা,—অনেক কথা আছে যাহা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।...এই প্রামাণিক গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই যোগ্য সমাদর লাভ করিবে।
বসুমতী,—এইরকম যত্নভাবে রচিত জীবন-কথা এই প্রথম প্রকাশিত হল।...বইখানির ভাষা যেমন মধুর তেমনি হৃদয়স্পর্শী।
মূল্য : পাঁচ টাকা
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা
(সি ৩৭২৩)

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর যাবৎ ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিরোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টার সাক্ষাৎ করুন।
৩৫/১ জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ৩৬০২)

ERNMENT LIBRA

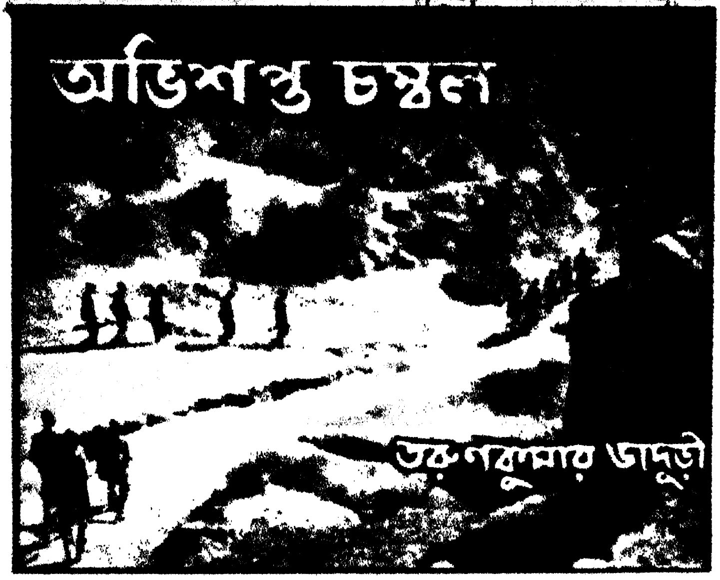


— এক —

[illegible]

উত্তর নেই।

[illegible]

আমার দিকে চেয়ে রইলো রুক্মিণী। রুক্মিণী যেন অনেক দূরের মানুষ। চোখ দুটো এবার ঝাপসা হয়ে এসেছে। দুটি গাল বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে গড়িয়ে শুকনো কোঁচকানো গালের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

উত্তর নেই? উত্তর নেই কারো। উত্তর নেই সব খবর!

সাংবাদিকসুলভ কৌতুহলের উত্তর সেদিন হয়তো রুক্মিণীর কাছ থেকে পাইনি। কিন্তু যখন তার কাছ থেকে দু ঘণ্টা পরে ফিরে এসেছি মনের কোথায় যেন একটু ব্যথা অনুভব করেছি। রুক্মিণীর সব কথা বুঝতে পারিনি। হয়তো বুঝতে চেষ্টাও করিনি। তার দুঃখ আর কষ্ট হয়তো আমায় সম্পূর্ণ ছুঁতে পারেনি। কিন্তু যে-কটা প্রশ্ন নিয়ে [illegible] অনেক প্রশ্ন নিয়ে ফিরে এসেছি। প্রশ্ন করেছে রুক্মিণী। তার উত্তর তখন আমার কাছে ছিল না, আজও নেই। তবু করতে কাছে আছে কিনা জানি না। কী করে [illegible] শুধু এই কথাটা পারি যে, মধ্যপ্রদেশের ভিন্ড শহর থেকে মাইল তিরিশেক দূরে উত্তরপূর্ব দিকে যে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে, তারই আরো ছোট্ট একটা কাহিনীতে ৬২ বছরের এক বৃদ্ধা সেই উত্তর খুঁজে চলেছে।

দুর্ধর্ষ ডাকাত সরদার মানসিং-এর স্ত্রী রুক্মিণী আজ পনের বছর থেকে—হয়তো তার চেয়েও বেশী—অনবরত তার প্রশ্ন করে চলেছে সবাইকে। উত্তর সে এখনো পায়নি। খুঁজছে। হয়তো কোনো দিন কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। কে জানে হয়তো সেদিনের জন্যই বৃদ্ধা রুক্মিণী বেঁচে আছে।

৩রা মার্চ, ১৯৫১। বিকেল বেলা আগ্রা জেলের লোহার ফটক খুলে গেল ঝনঝন করে। আর বাইরের খোলা আলো-বাতাসে দীর্ঘ ১১ বছর পরে বেরিয়ে এল স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় সুপুরুষ একটা লোক। কোমরটা একটু ঝুঁকে গিয়েছে। মাথার কয়েকটা চুলও সাদা হয়ে গেছে। ধীর পদক্ষেপে মাথা নীচু করে জেল কম্পাউন্ড ছেড়ে লোকটা সে তার বাড়ির পথ ধরল।

পরের দিন বিকেলে মানসিং এসে পৌঁছল তার বাড়ি খেড়া-রাঠোরে।

রুক্মিণীর সেই দিনটার কথা ঠিক মনে আছে। কুড়ি বছর আগের ঘটনা তবু মনে আছে জলজল করছে। একটুও ভোলেনি, একটুও ঝাপসা হয়নি। প্রায় এক যুগ পরে স্বামীকে নিজের কাছে ফিরে পেয়ে প্রথমে সে অনেক অধীর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু

দস্যুরাজ মানসিং-এর স্ত্রী শ্রীরুক্মিণী [illegible] তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কাটজুকে (এখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী) আবেদন জানাচ্ছেন তার স্বামীকে ক্ষমা করার জন্যে। পাশে [illegible] মধ্যভারত প্রদেশের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রী[illegible] প্রমুখ

শুধু খানিকক্ষণের জন্যে। তারপরই বুক-ফাটা কান্নায় সে সামনের উঠোনে আছড়ে পড়ে। তার জোয়ান ছেলে বলবন্ত সিং......। পুলিসের নির্মম গুলীতে সে প্রাণ দিয়েছে—এই তো বছর দেড়েক হল। আজ তার বাপ ফিরে এসেছে, কিন্তু বাপের সে দুলারা বেটা কই!

মানসিং-এর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। খাটিয়ায় বসে সে কান্না চাপতে গিয়ে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ওঠে। সে সব জানে। মনকে পাথরের মত শক্ত করে সে কারাপ্রাচীরের অন্ধকার ঘরে বসে শুনেছে বলবন্ত সিং-এর মৃত্যু সংবাদ। রুক্মিণী তো জানে না। কিন্তু জেলখানার জমাদার শুনেছে তার কান্না। সে এও জানে তার ছেলের মৃত্যুর জন্যে কারা দায়ী। কিন্তু গাঁয়ের দুই দলের ঝগড়ার যে এই ভয়ংকর পরিসমাপ্তি হবে তাতো সে জানত না।

তেরা আউর পাঁচ লড়কা তো হ্যায়।

বাকী পাঁচ ছেলের কথা রুক্মিণীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মানসিং কান্নায় ভেঙে পড়ে। রুক্মিণী এইবার জ্বলে ওঠে। 'লজ্জা করে না তোমার? যাদের জন্যে তোমার ছেলে পুলিসের গুলীতে মারা গেল। যাদের জন্যে তুমি 'জওয়ানীর ১১ বছর জেল খেটে এলে তারা গাঁয়ের মধ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর তুমি মেয়ে-মানুষের মত বসে বসে নিজের জোরুর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদবে। লজ্জা করে না? মনে পড়ে তোমার, ৩২ বছরের জোয়ান মদ্দ তুমি জেলে গিয়েছিলে আর আজ ১১ বছর পরে ৪৩ বছরের একটা 'জিন্দা লাশ', হয়ে তুমি ফিরে এসেছ আর ছেলের দুঃখে কাঁদছ?'

'কি করব বল্ রুক্মিণী। মেরী কমর টুট গয়ি।'

'বলবন্ত-এর কসম, তুমি যদি এই রকম মেয়েমানুষের মত বসে কাঁদো।'

"না না রুক্মিণী কসম্ দিস্ না।"

মানসিং ভয়ে কেঁপে ওঠে। মরা ছেলের কসম্ বড় ভয়ংকর।

রুক্মিণী ক্ষেপে উঠেছে। পাগলের মত চীৎকার করে ওঠে। "যাও। সাহস না থাকে মেয়েমানুষের মত চুড়ি পরে ঘরে বসে কাঁদো।" রাগে, দুঃখে আর লজ্জায় রুক্মিণী তার হাতের কাচের চুড়ি খুলে ফেলে দিয়েছিল মানসিং-এর কোলের উপর।

"উসকে বাদ?"

"উসকে বাদ".......। রুক্মিণী একটু থেমে যায়। চুড়িহীন নিজের খালি হাতটার উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছে।

ধীরে ধীরে খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়ায় মানসিং। "উসকে বাদ মৈঁ খুন ..." লাল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো। [illegible]

[illegible] Rations [illegible]

[illegible] এসেছে অনাহার, অত্যাচার, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু। রুক্মিণীর মনে জেগেছে অনেক প্রশ্ন। [illegible] উত্তর। কিন্তু উত্তর পায়নি। [illegible]

তিন বছর আগের ঘটনা। কিন্তু শুরু হয়েছিল তারো আগে। অনেক আগে।

[illegible] ১৮২৬ সালের জুন মাসের এক রাতে বিদ্রোহী সিং-এর দ্বিতীয় পুত্র [illegible] জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করে গেল "লড়কা বড়োহো জোয়ান হোগা। বহোত নাম কামায়েগা।" মিথ্যে বলে নি জ্যোতিষী।

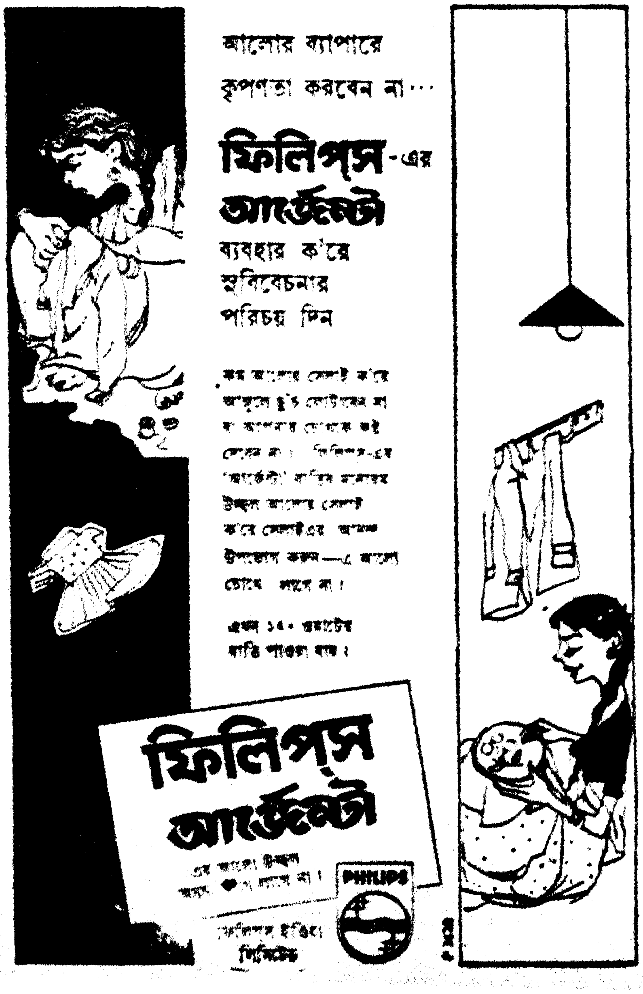

কারেন্স(?) হেলেই হয়েছিল, আর উরাও (!) অনেক পেয়েছিল। বংশের দ্বিতীয় আর শেষ ছেলে। শখ করে নাম রাখা হল মানসিং। বড় ছেলে নবাব সিং যে কোনোদিন আবার মানুষ হবে তার কোনো আশাই ছিল না বিহারী সিং-এর। কিন্তু মানসিং। "কহোত নাম কামরেসা।" আর বাপকা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া কুছ নেহী তো থোড়া থোড়া। ছোটোবেলা থেকেই নবাব সিং পড়ল গাঁয়ের কুসঙ্গে আর এমন কুকাজ ছিল না যা সে করতে পারত না বা করত না। পরে পুলিসের রেকর্ডে লেখা হয়েছিল:—

"Nawab Singh learnt nothing lawful in his life. His life was an unrelieved pattern of criminality".

কিন্তু মানসিং? সে ছিল আলাদা ধাতু গড়া। ছোটোবেলা থেকেই হয়ে উঠল গাঁয়ের ছোটো বড়ো নেতা। নিজে জানে পাঁচ গাঁয়ে কুলিন একটা দল যারা তার কথায় ওঠে বসে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। বংশের আদরের ছেলে মানসিং বড় হতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে একদিন খটকা লাগল। বাপকে অনেক ভেবে-চিন্তে জিজ্ঞাসা করে, "রাতের আঁধারে চুপি চুপি প্রায়ই তোমার কাছে কিছু লোক আসে। তাদের সঙ্গে থাকে ছোটো-বড় পুঁটুলি। ওরা পুঁটলি নিয়ে আসে। ওরা কারা?"

একটু থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বিহারী জবাব দিয়েছিল [illegible]। কথাটা মানসিং-এর মনে [illegible]। [illegible] প্রায়ই আসে। আরেকটু বড় হতে বুঝল এই [illegible] কারা। তারা তার বাপের [illegible] সব নামী চোর আর ডাকাত। তার বাপ চোরাই মালের ব্যবসা করে। মানসিং হল চোর ডাকাতের মাইতই [illegible]। গাঁয়ের নামী লোক বিহারীসিং-এর "পেশা"।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ বোধ হয় অপরাধী পিতার পুত্র হওয়া। মানসিং-এর জীবনে তাই হয়েছিল। বিহারীর কাছে কোনো দোষই দোষ ছিল না যেহেতু পাঁচ বিঘে মৌরুসী (কবজে) জমি ছিল। কিন্তু ঠাকুর বিহারীসিং "তোমর" রাজপুত বংশের ছেলে। মান-সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি হিসেবে পাঁচ বিঘে জমি থেকে কী আর আয় হয়। তাঁর চাই মান, প্রতিপত্তি, আর "ইজ্জত"। তার জন্যে চাই প্রচুর অর্থ। গাঁয়ের সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণদের চেয়েও বেশী অর্থ। ধীরে ধীরে বিহারী শুরু করল লেন-দেনের ব্যবসা। হয়ে উঠল অর্থপিশাচ মহাজন। কড়া সুদে দিত কর্জ, জমি বাঁধা রাখত। যারা তার ধার শোধ দিতে পারত না তাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ত বিহারী।

এমনি একজনকে নিঃশেষ করতে উদ্যত হল বিহারী। নাম তার তোলা সিং। কপর্দক-হীন তোলা সিং জেগে উঠল যখন বিহারী তার শেষ সম্বল ছোটো একটা বাড়িকে গ্রাস করতে চেষ্টা করতে লাগল। গাঁয়ের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তোলা তার করুণ কাহিনী আর বিহারীর নিষ্ঠুরতার কথা শোনায়। কিন্তু কার সাহস বিহারীর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে? গাঁয়ের ধনী ব্রাহ্মণ পুরোহিত পণ্ডিত তর্কতীর্থের পায়ে আছড়ে পড়ল তোলা। বিহারীর যজমানের বিরুদ্ধে তর্কতীর্থ। গাঁয়ের পারিবারিক কে পাবে, ঠাকুর বিহারী সিং না পণ্ডিত তর্কতীর্থ এই নিয়ে চলেছিল মনান্তর। এই সুযোগ, শুধু পরোক্ষে


নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

বধূ ৩·৫০ ন. প.

বকুল গন্ধে বন্যা এলো ৪·০০ ন. প.

এবং

মাধবী ভিলা ৩·৭৫ ন. প.

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
[illegible] গল্প সংগ্রহ
পূর্বতনী ২·৫০ ন. প.

বিমল মিত্রের
[illegible] গল্প সংকলন
কাহিনী সপ্তক
২·৭৫ ন. প.

শৈলেন্দ্রকুমার রায়ের
রোমাঞ্চকর উপন্যাস
যমের আসন
২·৫০ ন. প.

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রহস্যময় রোমাঞ্চকর নাটিকা
ময়ূর মহল ২·৫০ ন. প.
[illegible] চিত্রে সম্বলিত

সরস্বতী গ্রন্থালয় ● ১৪৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ● কলিকাতা—৬ ●

উৎসবে
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

GOVERNMENT LIBRARY

নেই। কোর্টে যাস্ তুই, ভিড় না পড়লা।" তুলসীরাম ভোলাকে সান্ত্বনা দিল।

পাড়ার লোক ক্ষেপে ওঠে। লাঠি, বল্লম, নিয়ে দশজনের লোক তৈরী হল। পাড়ার আত্মরক্ষা দিলে মীমাংসা করে দিলেন। আপস হল কিন্তু আগুন নিভল না। জোয়ান ছেলে মানসিং। বিহারী তাকে বলে "তোর বাপের ইজ্জত ধুলোয় মিশে যাবে আর তুই ঠাকুর, রাজপুত, তাই চুপচাপ দেখবি"। না তা হয় না। বাপকা বেটা মানসিং। বন্দুক পাতালে পুলিসের সঙ্গে। পেল বন্দুকের লাইসেন্স শুধু নিজের জন্যে না, বড় ভাই নবাব সিং-এর জন্যেও। পণ্ডিত তুলসীরাম একটু শঙ্কিত হল। এইবার……।

হঠাৎ একদিন পাশের মহুয়া গাঁয়ের ছিদ্দা বড়াই-এর বাড়িতে ডাকাতি হল। তুলসীরাম ভাবে, এই সুযোগ। পুলিসকে খবর দিল এই ডাকাতিতে মানসিং-এর হাত আছে। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু পুলিস মানসিং-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেল না। তুলসীরাম সহবার পাত্র নয়। ছিদ্দাকে বলে, মানসিং-এর নামে কোর্টে কেস ঠুকে দে। এইবার মানসিং একটু ভয় পেল। ছিদ্দাকে বোঝাল একটা আপস করতে। তুলসীরামের অর্থ আর সাহস পেয়ে ছিদ্দা মানসিংকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। "যাও, যা কিছু বোঝাপড়া করতে হয় পণ্ডিত তুলসীরামের সঙ্গে কর। সে যা বলবে আমি তাই করব।"

তুলসীরামের সঙ্গে আপস? তার পায়ে ধরবে? মানসিং-এর রক্তে আগুন লেগেছে। আচ্ছা দেখ লেংগে! তুলসীরাম আর ছিদ্দাকে

বাসনালয়

দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
শিশুসাথী
ছোটদের মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বহুল প্রচারিত ছোটদের মাসিক পত্রিকা।
আগামী বৈশাখে ৩৯ বর্ষে পড়বে।
চাঁদা: বার্ষিক ৫, ষান্মাসিক ২.৫০ নয়া পয়সা
প্রতি সংখ্যা .৫০ নয়া পয়সা
অগ্রিম চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হন
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
৫ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি—১২

কোর্টের পথে মানসিং-এর দল আক্রমণ করল। পুলিস আবার এল, কিন্তু এবারেও মানসিং-এর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।

৩০শে জুলাই, ১২২৮।

মানসিং তার দলবল নিয়ে আক্রমণ করল ছিদ্দার আত্মীয় পুরুষোত্তমকে। খবর পেয়ে তুলসীরাম ছুটেন তার দলবল নিয়ে আর শুরু হল তুমুল লড়াই। করাবহ সে দৃশ্য। বন্দুক, লাঠি, বল্লম, তলোয়ার। মাথা কাটল দাড়ি পড়ল, গলের গোলায় আগুন লাগল। মহুয়া গাঁ রক্তের গঙ্গায় ভেসে গেল। স্ত্রীলোক আর শিশুর ক্রন্দনরোলে গাঁয়ে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল।

মানসিং-এর হাতে হাতকড়া পড়ল সেই প্রথম আর সেই শেষবার। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল মানসিং-এর, আর দলের বাকি লোকদের হল পাঁচ বছরের জেল। মানসিং-এর ছেলে যশবন্ত সিং, ভাগ্নে মহারাজ সিং আর ভাইপো দর্শন সিংকে কিন্তু পুলিস ধরতে পারল না। তারা হল ফেরারী। মানসিং-এর দুই বিশ্বস্ত অনুচর বলীসিং আর রূপসিং তার হয়ে নিল প্রতিশোধ তুলসীরামের ওপর।

তাঁদের প্রথম শিকার ঠাকুর মানসিং-এর শত্রু পুরোহিত পণ্ডিত তুলসীরামের কাছে।

এক এক দিন মনে হয় এক বছর। জেলের জীবন মানসিং-এর কাছে হল দুর্বিষহ। মনে মনে জেলের দেওয়াল ভাঙ্গতে চায়, আর প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে ওঠে। সুযোগ প্রতিশোধ আর শান্তি তার মনে খবর দেয়। রূপসিং আর তার দলের কথা ভাবতে ভাবতে কোন উপায় খুঁজে পায় না। এদিকে তার দলের নেতা হিসাবে যশবন্ত সিং, দর্শন সিং আর নবাব সিং পাহাড়ে জঙ্গলে আর কখনও অর্থলোভে করতে চুরি ডাকাতি লুঠতরাজ। পুলিস তাদের পিছনে ঘুরছে, কিন্তু পাচ্ছে না।

কিন্তু একদিন। ১৯৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর। বেশী সময়ও লাগল না। সাধারণ এনকাউন্টার। পুলিসের গুলিতে চম্বল নদীর কিনারে মারা গেল যশবন্ত সিং আর দর্শন সিং। নবাব সিং ধরা পড়ল, তার হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সবই শোনে মানসিং। জেলের দেওয়ালে মাথা কোটে হয়। আরো কত দিন বাকী? এক-এক বছর মনে হয় এক-এক যুগ। জেলের একমাত্র সঙ্গী পণ্ডিত রামস্বরূপ। ব্রাহ্মণ হয়েও সে মানসিং-এর বন্ধু। তুলসীরামের সঙ্গে যুদ্ধে সে ছিল মানসিং-এর দলে। অদৃষ্ট, দুঃখ, দারিদ্র্যের ভাবনায়। একমাত্র ছেলে রূপনারায়ণ শর্মা। তার মায় দুঃখ। ছেলে প্রায়ই দেখা করতে আসে বাপ আর ঠাকুর মানসিং-এর সঙ্গে। খবর দিয়ে যায় আর পৌঁছে দিয়ে আসে ঠাকুর সাহেবের বাড়ি পাঁচ ছেলের জেলের খবর।

বাড়ির কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্ধু একদিন পণ্ডিত রামস্বরূপ প্রাণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। বাবার আগে আগেও বন্ধু মানসিং-এর হাত জড়িয়ে বলে গেল—তোমার বন্ধুর রূপনারায়ণ দেখো সবরকম দুঃখ থেকে ছেলেটা বেটা হয়। রূপাকে সঙ্গে দিয়ে যায় মানসিং-এর হাতে। যশবন্ত সিং-এর বদলে তুই রূপাকে ছেলের মত দেখিস তুলে নে।

'আচ্ছা দোস্ত।' মানসিং প্রতিজ্ঞা করে।

'খাও কসম।'

'কসম।'

'যশবন্ত কা কসম?'

'যশবন্ত কা কসম।' মানসিং কথাটা আর দোস্ত শুনল।

অনেক বছর পর তার কাঠ-খড় পুড়িয়ে 'সরকারী' দিন এল। মানসিংয়ের কাছের সেই কারের অপেক্ষা কাটিয়ে আসল। ৩রা মার্চ, ১৯৩৯, মানসিং জেল থেকে মুক্তির এল। পরিচিত পোশাকের তার গাঁ খেড়া-রাঠোরে।

শুনে কা মালা ধুলো মাথে মানুষ দিয়ে সে দেখিয়ে দিয়েছিল।

হাতে-ভরা চুড়ি অপর্ণা, রুক্মিণী দুলে ঢেকে বসেছিল।

চুড়ি বদল অনেকদিন কথা।

'উঠবে বাপ।'

'উঠবে না, বেটী……।'

দাম্পত্যের নির্জন জীবন আবার নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছিল। তারপর রুক্মিণী আর কিছু বলতে পারে নি। হয়তো মনে ছিল না, হয়তো বলতে চায় নি।

তারপর। তারপরের ইতিহাস তো অজানা নয়। মানসিং হয়েছিল চম্বল উপত্যকার অপ্রতিহত সম্রাট। তবে শুধু সেই ইতিহাস। সবাই জানে। আমিও জানি। রুক্মিণী জানে। সে এও জানে, সে কাহিনী আমি জানি। তাই হয়তো সে আমায় বলেনি।

হঠাৎ রুক্মিণী প্রশ্ন করে বসেছে আমায়। উত্তর দিতে পারি নি আমি তখন। তার উত্তর আমার কাছে তো নেই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। তাকে নিয়ে আমি রুক্মিণীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আর তাকে দিয়েছিলাম আশ্রয় ডাকাতদের কিছু একটা না উত্তর চাই। আর কোনোদিন যাই নি। উত্তরপুরায়। হয়তো আর কখনো যাবো না। কোনোদিন হয়তো রুক্মিণী তার প্রশ্ন আমায় জিজ্ঞাসা করবে। আমি তো তার উত্তর দিতে পারবো না। উত্তর তো আমার কাছে নেই। (ক্রমশ)

GOVERNMENT L…
… Bihar

# রবীন্দ্রায়ণ

অন্নদাশঙ্কর রায়

"রবীন্দ্রজীবনীর সূচনা ১৮৬১ সালে, সমাপ্তি ১৯৪১ সালে। [illegible]

[illegible]

সাগর থেকে ফেরা-র পর

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

প্রতীক্ষিত প্রতিভার নব উত্তরণ

হরিণ চিতা চিল

বাংলা কাব্যের আর এক দিগন্ত বিস্তার

[illegible]

সমস্ত চেনা [illegible]-করা কবিতা

তিন টাকা

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকাল। এই সময়টাতে রবীন্দ্র-নাথকে আমরা প্রথমে দেখি ব্রাহ্ম থেকে ব্রাহ্মণ হতে, তার পরে ব্রাহ্মণ থেকে ব্রাহ্ম হতে, তারপর আদিব্রাহ্ম থেকে বাইরে না হোক ভিতরে ভিতরে সাধারণ ব্রাহ্ম হতে। যদিও হিন্দু বলে পরিচয় দিতে কখনো তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম হচ্ছেন পিতা। পিতৃভাবের সাধনায় রস জমে না। তাই চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব সাধনায়—বিশেষ করে পদাবলী কীর্তনে—ভগবানকে খুঁজেছেন। রবীন্দ্র-নাথও কি ভগবানকে প্রেমিক ও আপনাকে নারী বলে কল্পনা করেন নি?

"গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য" ও "গীতালি" তিনখানাই বৈষ্ণব ধারার কাব্য। "বলাকা" থেকে আবার অন্য ধারা। এবার পাশ্চাত্ত্য দর্শনের। বিবর্তনসূত্রে তিনি যেখান থেকে সরে যান চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র সেখানেই আশ্রয় নিয়ে অন্তরে শান্তি পান। সুতরাং বিরোধটা ব্যক্তিগত নয়, নীতিগত। একথা কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বেলা খাটে না। বাংলাসাহিত্যে তখনকার দিনে দ্বিজেন্দ্র-লালই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলাল কেবলি সিংহনাদ করেছেন। অশ্লীলতা, লালসা ইত্যাদি কত কী আবিষ্কার করেছেন। অমন নিরামিষ রচনার মধ্যেও আমিষের গন্ধ পেয়ে উত্তপ্ত হয়েছেন। "আনন্দবিদায়"-এর (প্রকাশ ১৬ নভেম্বর, ১৯১২) মতো নাটক লেখা হয় ইংরেজী "গীতাঞ্জলি"র (প্রকাশ অক্টোবর, ১৯১২) বিশ্বময় জয়ধ্বনির পর। যাঁরা উভয়ের ভক্ত তাঁদের পক্ষে মর্মবিদারক ঘটনা। তবে অন্যান্য সাহিত্যেও এর নজীর আছে।

"রবীন্দ্রজীবনী" চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অনতিকাল পরে। তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৪ সালের শেষভাগে। চতুর্থ খণ্ড কবির মহাপ্রয়াণের পরে। পরিশিষ্ট সমেত। কবির জীবনকেও মোটামুটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু ওভাবে নয়।

রবীন্দ্রনাথের একুশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় খুলে যায়। তাঁর নিজের কথায় "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ হয় ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতে-ছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।"

জীবনের প্রথম অধ্যায়েও তাঁর সাহিত্য কীর্তি অসামান্য ছিল না। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন শিক্ষানবীশ। কতকটা বৈষ্ণব কবিদের কাছে, কতকটা পাশ্চাত্ত্য কবিদের কাছে, কতকটা বিহারীলালের কাছে, কতকটা বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। কিন্তু হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বরূপদর্শনের পর শিক্ষানবীশীর প্রয়োজন রইল না। তবে প্রভাব রয়ে গেল প্রধানত পাশ্চাত্ত্য কবিদের, দ্বিতীয়ত বৈষ্ণব কবিদের। সাত আট বছর পরে এলো কালিদাসের প্রভাব। এইটেই তাঁর জীবনের সব চেয়ে স্থায়ী প্রভাব সাহিত্যিক জীবনের। আধ্যাত্মিক জীবনে দৃঢ়তম প্রভাব মহর্ষি, রামমোহন ও উপনিষৎ। কিন্তু কারো চেয়ে কম নয় বাউল মার্গ।

"প্রভাত সঙ্গীত"এর বাণী বিশিষ্ট হলেও রূপ অপরিণত। "ছবি ও গানে"র রেখাও পরিপক্ক নয়। এমন সময় তাঁর জীবনে বড় বড় দুটি ঘটনা ঘটে যায়। একটি তো তাঁর বিবাহ। অপরটি তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা। আনন্দ ও নিরানন্দ মিলে অচিরেই তাঁকে পাকিয়ে তোলে। এখন মনে হয় এর প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথকে নির্মাণ করতে বিধাতা আনন্দ ও নিরানন্দ উভয় উপকরণেরই অকৃপণ সদ্ব্যবহার করেছেন। কেবলমাত্র প্রতিভার সাহায্যে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। বিশ্বরূপদর্শন বেশী দূর এগিয়ে দিলেও সাহিত্যে নয়, জীবনে। জীবনের পরিণতির জন্যে চাই প্রেম, প্রীতি, বিরহ, মিলন, মান, অভিমান, শোক, দুঃখ, দ্বন্দ্ব।

"কড়ি ও কোমল" যে পরিণতির আভাস দেয় তাকে রূপদান করে "মানসী"। কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয় বাংলা কবিতার সে এক নতুন রূপ ও ধ্বনি। কিন্তু তাতেও একটি উপাদান কম পড়েছিল। উপযুক্ত পরিবেশ। জমিদারি করতে গিয়ে পদ্মানদীর ঘাটে ও বক্ষে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর মনের মতো আকাশ ও নীড়। পরিপূর্ণ প্রকৃতিসংসর্গ। জনগণের সান্নিধ্য। দেখতে দেখতে তাঁর প্রতিভার চার দরজা খুলে গেল। নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা চতুর্দিকে ছুটল। "সাধনা"র যুগে তিনি চতুরাননের মতো সৃষ্টি তৎপর। এই লিখছেন "চিত্রাঙ্গদা" তো এই লিখছেন "সোনার তরী"। এই লিখছেন "কাবুলিওয়ালা" তো এই লিখছেন "পঞ্চভূত"। রামধনু-রঙা ফিতেদের মতো চলেছে "চিত্রা", "কল্পনা", "কথা", "কাহিনী", "চৈতালি", "কণিকা", "ক্ষণিকা"। তার সঙ্গে চলেছে গল্পের পর গল্প, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ, নাটিকার পর নাটিকা।

তখনকার দিনে আরো একজোড়া হাত ছিল তাঁর। তা দিয়ে তিনি টেগোর কোম্পানীর পাট ক্রয়মাল ও আখমাড়াইয়ের কারবার চালাতেন। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বল। বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পর জাত-বিলাসী ম্যানেজার ফেরার হলে দেখা গেল টেগোর কোম্পানীর সত্তর আশি হাজার টাকা বাজার দেনা। আইনের দিক থেকে সমস্ত দায় ও দায়িত্ব গিয়ে বর্তাল রবীন্দ্র-নাথের একার উপর। তাঁর বিষয়বুদ্ধি যেমন প্রখর ছিল, তিনি ইচ্ছা করলে কারবার না গুটিয়ে কিছুদিন পরে সব দেনা শোধ করে দিতে পারতেন, কিন্তু জীবনের দিক পরি-বর্তনের জন্যে তিনি ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল বোধ করছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের যা সামর্থ্য তাঁর পৌত্রের তা সামর্থ্য নয়। কারবার তো তিনি গুটিয়ে নিলেনই, জীবনকেও গুটিয়ে নিলেন। এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে নতুন জীবনের সূত্রপাত, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন, পুত্রদের সুশিক্ষার আয়োজন, তার আগে কন্যাদের থেকে মুক্ত হবার জন্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার পনেরো বছর বয়সে ও মধ্যমা কন্যা রেণুকার সাড়ে এগারো বছর বয়সে বিবাহ। [illegible] হয়। এর [illegible] ও [illegible]-[illegible] পর [illegible] [illegible]।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ছেলেদের জন্যেই দরকার। মেয়েরা যে বয়সে ছেলের মা হয়, তাদের জন্যে দরকার না ব্রহ্মচর্য, না বিদ্যালয়। এমনি করে স্থাপিত হলো শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়। ব্রজেন্দ্র-নাথের পরিকল্পিত "ব্রহ্মবিদ্যালয়" হলো রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের "ব্রহ্মচর্যাশ্রম"। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রযোজনায় রোমান ক্যাথলিক সাধুর প্রযোজনায় আদিম হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রমী আদর্শ। রবীন্দ্রনাথকে ঠিকমতো বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে, তাঁর সমবয়সী নেতাদের অনেকেই সে সময় একই ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁদের বিচারে তখন ভারত হচ্ছে হিন্দু, আর হিন্দু হচ্ছে প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রমী হিন্দু, অপরিবর্তনীয়, সনাতন।

তৃতীয় অধ্যায়ের উন্মোচন হলো চল্লিশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনের বিস্তৃত প্রান্তরে। এই পর্যায়ে কবির পরিপূর্ণতার ঈশ্বরসংসর্গ ঘটল, পূর্ববর্তী পর্যায়ে প্রকৃতিসংসর্গের মতো। কবি রবীন্দ্র হলেন ঋষি রবীন্দ্র। "নৈবেদ্য" রচনা ইতিপূর্বে সমাপ্ত হয়েছিল, ধীরে ধীরে লেখা হলো "উৎসর্গ", "খেয়া", "গীতাঞ্জলি", "গীতি-মাল্য", "গীতালি", "বলাকা" প্রভৃতি কাব্য

"রাজা", "ডাকঘর", "ফাল্গুনী" প্রভৃতি নাটক। এই পর্বেরই তিনি উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত হন। "চোখের বালি", "নৌকাডুবি", "গোরা", "ঘরে বাইরে" এই পর্বেরই কীর্তি। আবার ছোট বড় অনেক সব রচনার [illegible] তিনি নিজেকে রেকর্ড নিয়ে [illegible] করেন। প্রবন্ধেও তিনি এক একটি নতুন [illegible] করেন। যেমন সাংগীতিক বিষয়ে, তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে, তেমনি শিক্ষা বিষয়ে। নোবেল প্রাইজ পাওয়া এই পর্বেরই অন্তর্গত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী খ্যাতির জন্ম হলো এই যে তিনি পৃথিবীর লোককে সামনে রেখে [illegible] করলেন। আবার নিজের [illegible] বাংলা প্রবন্ধ [illegible] ইংরেজী "ন্যাশনালিজম" ও "পার্সোনালিটি" [illegible]

[illegible]

চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনায় হয় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। [illegible] বিশ্বভারতীর পত্তন [illegible] নিজের আদর্শ নয়, [illegible] "মুক্তির পথে" ও পরবর্তী অন্যান্য রচনায় [illegible]। চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর [illegible] কবিতাতেও থাকবেন না, [illegible]। সব সময়েই তিনি সচেতন ছিলেন যে, বর্তমান [illegible] বাংলাকে [illegible] দিতে হবে। প্রাচীনের প্রতি তাঁর টান শিথিল হয়েছিল, প্রতীচীর প্রতি টান শক্ত হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়কেও দুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ গান থেকে নাচে পৌঁছেছেন। বিশ্বভারতীর ছাত্রীদের দিয়ে "নটীর পূজা"র আয়োজন। দ্বিতীয় পর্বে নৃত্য থেকে নৃত্যনাট্যে। "চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য" এর প্রথম [illegible]। এই সময় থেকে এক সময় তিনি ছবি আঁকতে শুরু করে দেন। ছবি আঁকার শখ তাঁর সব বয়সেই ছিল, কিন্তু শেষ বয়সে এটা তার শখ নয়, সাধনা। [illegible] শক্তিকে [illegible] না করলে [illegible] হওয়া যায় না। যে শক্তিকাল তাঁর [illegible] নিয়ে হলো, সেই শক্তিকাল তাঁর সাহিত্য [illegible] থেকে বিযুক্ত হলো। সাহিত্য [illegible] ঘটল। রবীন্দ্রনাথের [illegible] তাঁরা জানেন কী [illegible] প্রতিভার পরিচয় রয়েছে [illegible]।

নতুন সাহিত্য-ভবনের বই

# হাজার বছরের প্রেমের কবিতা

[illegible]

# মানুষের ঠিকানা

[illegible]

# পৃথিবীর ঠিকানা

[illegible]

# বাংলা উপন্যাসের ধারা

[illegible]

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

# পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প

[illegible]

অন্যান্য বই ঃ [illegible] ৩.০০; [illegible] ৩.০০; [illegible] ৪.৫০; [illegible] ২.৭৫; [illegible] ২.৫০

নতুন সাহিত্য ভবন

৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০ ঃ ফোন ঃ ৪৭-৪২৩৩

যেমন প্রাগৈতিহাসিক তার দুঃস্বপ্নকল্পনা। চিত্রকলাকেই তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন করেছিলেন শেষ পর্বে।

একটাকে প্রধান করলে আর একটা অপ্রধান হতে বাধ্য। কাব্য যে পূর্বের তুলনায় নির্বীর্য হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ। কবির মনে পড়ে গেল যে ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" যখন গদ্য হয়েও কবিতা তখন বাংলা "লিপিকা"ও তাই। সাহসের অভাবে নাকি তিনি তাকে পদ্যের মতো করে লাইন ভেঙে সাজাননি। এবার সাহস পেয়ে তিনি "পরিশেষ" গুলোদিকে 'কথা ভাষার'১ গদ্যে লিখে পদ্যের মতো করে সাজালেন। অতএব সে জিনিস কাব্য হলো। তাই যদি হবে তবে আবার পদ্যে ফিরে যাওয়া কেন? নিশ্চয় নিজের কানেই বিপরীত সাড়া দিয়েছে। কাব্যের সাধনা চিত্রের সাধনার চেয়ে কম কঠোর নয়। তাকে কম কঠোর করতে বাধ্য হলে মনকে বলতে হয়, কী করব! ছবি যে আমার সব শক্তি কেড়ে নিচ্ছে! আমি যে বাধা দিতে পারছিনে। আর বাধা দেবই বা কেন? চিত্রে যা প্রকাশ পাচ্ছে কবিতায় তা পাবার নয়। কবিতা আর আমার হাত দিয়ে হবে না। যা হবে তা ছড়া বা সেই রকম কিছু। তার বাণী সামান্য।

শক্তির ও অভিনিবেশের অপেক্ষাকৃত অভাবে শেষ পর্বের সাহিত্যকৃতি আরোহী না হয়ে অবরোহী হয়েছে। অর্থাৎ কবি আর পাহাড়ে উঠছেন না, পাহাড় থেকে নামছেন। কাব্যের দিক থেকে যে চূড়ায় তিনি উঠেছিলেন তার নাম "পূরবী"। তেমনি নাটকের দিক থেকে চূড়ার নাম "রক্তকরবী"। উপন্যাসের দিক থেকে শেষ চূড়া "যোগাযোগ"। শেষ কিন্তু সর্বোচ্চ নয়। তেমনি প্রবন্ধের শেষ চূড়া "মানুষের ধর্ম"। এর মূল কথা ইংরেজীতে ব্যক্ত হয় আগে। বস্তু-সাপেক্ষ সাহিত্যকর্ম চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পর্বেই সারা হয়েছে। তা বলে দ্বিতীয় পর্ব অসার নয়। কোনো কোনো গদ্য বা পদ্য কবিতার উপর মনশ্চিত্রনার প্রভাব পড়েছে। এসব কবিতা তাঁর চিত্রকর্মের আত্মিক। অর্থাৎ এগুলিও চিত্রকর্ম। কাব্যের বিচারে দুর্বল হলেও কবিসত্তার অপূর্ব স্বাক্ষর বহন করে এরা সার্থক।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকে আমি চার অধ্যায়ে বেঁটেছি। তাঁর জীবন তো ছোট একখানি বই নয়। কাজেই "অধ্যায়" না বলে "পর্যায়" বলা উচিত। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বিশ বছর অন্তর অন্তর তাঁর জীবনে এক একটি নবপর্যায় এসেছে। প্রাচীনকালে একেই বলা হতো আশ্রম। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, যতিব্রত। একালে আমরা ওভাবে চিন্তা করিনে। তা হলেও বেশ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিলাইদা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে এসে তপোবনবাস কি বানপ্রস্থ নয়? পঞ্চাশোর্ধে না হয়ে ওটা চল্লিশোর্ধে হয়েছে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত তিনি যা করেছেন তা তপশ্চর্যাই বটে। পঞ্চাশপূর্তির পর সেই যে বিলেত আর আমেরিকা গেলেন তার পর নোবেল প্রাইজ পেয়ে ঘরে আর মন বসল না। ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অবশিষ্ট ত্রিশ বছর। প্রভাতকুমার কবির প্রব্রজ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। ভ্রমণ তাঁর বরাবরই ভালো লাগত। ভ্রমণের নেশা তিনি বাল্যকালে মহর্ষির কাছে ধরেছিলেন। পিতামহ দ্বারকানাথই বা কম কিসে? সেকালের পক্ষে দু' দু'বার বিলেত যাওয়া ও সেই দেশেতেই মরা মস্ত বাহাদুরি। রবীন্দ্রনাথ কেবল দ্বারকানাথের পৌত্র নন, রামমোহনের উত্তরসাধক। তার পর তিনি রবি নামটির অধিকারী। পৃথিবী তাঁকে পরিক্রমা না করুক, পৃথিবীকে তিনি পরিক্রমা করবেনই। আফ্রিকার উপরেও তাঁর কবিতা আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপের পূর্ব পশ্চিম—আর সোভিয়েট রাশিয়া, এশিয়ায় চীন, জাপান, বর্মা, সিয়াম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সিংহল, পারস্য, ইরাক। বাকী থাকে অস্ট্রেলিয়া।

কিন্তু কেমন নির্বাচ, দেখুন। যেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই জন্ম, সেইখানেই মৃত্যু। পূর্ণ বয়স অতিক্রম করতে হবে বলে অন্যে তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে টেনে নিয়ে গেল কলকাতায়, আমরা যতদূর জানি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অপারেশনেও তাঁর আন্তরিক সায় ছিল না। অপরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আমরা যতদূর জানি সিদ্ধান্তটা তাঁর নয়। বিধাতার মতো অপারেশনটাও কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তিনি নিমিত্তমাত্র। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসে যেন অন্তে দেখা ঠিক সেই কেন্দ্রবিন্দুতেই যেখানে শায়িত ছিল তার উৎস। কে জানে, হয়তো এর মধ্যেও কিছু সার আছে—

"পরজন্ম সত্য হলে কী ঘটে মোর
সেটা জানি
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলাদেশের এ রাজধানী।"

তাঁর মৃত্যু যেমন বিচিত্র তাঁর মরণের দিনকয়েক আগে লেখা শেষের কবিতাটিও তেমনি বা তার চেয়েও বিচিত্র। যৌবনের সুবিখ্যাত "অন্তর্যামী" কবিতাটিতে যাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ কী কৌতুক নিত্য নূতন, ওগো কৌতুকময়ী", তাঁকেই পরিশেষে উত্তর দিয়েছেন প্রায় অন্তিম মুহূর্তে আসন্ন মহাপ্রয়াণের পরিপ্রেক্ষিতে—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ
আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী!"

কিন্তু কে এই "ছলনাময়ী"? এ কি বিশ্বপ্রকৃতি? না বিশ্ববিধাতার মোহিনী রূপ? কবির শেষ মন্ত্রণায় লেখায় সেই দেবীকে যা দেবী সর্বভূতেষু ছলনাময়ীরূপেণ সংস্থিতা। মনে হয়, বৈষ্ণব ধর্মের মতো একটি শাক্ত ধারাও কবিমানসে ফল্গুধারার মতো অন্তঃসলিলা ছিল। পরম নির্ভরের সঙ্গে এই "ছলনাময়ী"র হাতেই আপনাকে তিনি সঁপে দিলেন। সেবার সময় একটি শ্লোকের মতো করে উচ্চারণ করলেন—

"অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

একালের বাল্মীকির এই হলো সর্বশেষ শ্লোক। তাঁর আজীবন উপলব্ধির নির্যাস। এর পরেও তিনি কয়েকদিন নিঃশ্বাস নিয়েছেন, দু'টি একটি কথাও কয়েছেন, যেটুকু জ্ঞান ছিল সময় আচ্ছন্ন বা অজ্ঞান হয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবননাট্যের এইখানেই ইতি।

রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তর মানতেন না। তাঁর প্রিয়জনের চিঠিপত্রেতেই তাঁর জন্মান্তর বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষ। চিঠিপত্রে ধরাছোঁয়া দেননি। তাঁর জন্মান্তর রচনা বলে যদি কিছু থাকে তবে তা একান্ত সংগোপনে লেখা কবিতা ও গান। তার ভেতরে যদি কেউ তাঁর অনুভূতিসমূহের প্রতিবিম্বিত সন্ধান পান তা হলেই ধরতে পারবেন, নয়তো অন্যত্র খুঁজে ঐ মহাজ্ঞানী আপনি আপনার নিগূঢ় কাহিনী বলবেন না। তাঁর "জীবনস্মৃতি" কাব্যের রচনা সব বলা নয়। তা হলে প্রভাতকুমারের "রবীন্দ্রজীবনী"১ সব কথা বলবে কী করে? এতো সাধ্য।

প্রভাতকুমার তা জানেন, তাই প্রারম্ভেই উদ্ধৃত করেছেন কবির নিজের জবানী—

"যে-আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী
যে-আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি
সেই আমি কবি, কে পারে
আমারে ধরিতে।
মানুষ আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে
কবিরে পাবে না তাহার
জীবনচরিতে।"

---

১ সাধুভাষার গদ্যে ওই জিনিস চালান করে দেখুন। কবিতার illusion কতক্ষণ থাকে?

১ রবীন্দ্র জীবনী। চতুর্থ খণ্ড। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী প্রকাশন।

# কেশচর্চা

শীমানন্দ অধিকারী

কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুল। স্রোতে ভাসতে ভাসতে সেই চুল এসে লাগলো রাজপুত্রের গায়ে। মাথার চুলে মাথা খেল রাজপুত্রের। কন্যার সন্ধানে উন্মাদের মত ছুটলো সে। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। রাজপুত্রেরা তেপান্তরের মাঠের মধ্যেই হারিয়ে গেছে; রাজকন্যারাও নেই। তবে কস্‌মেটিক্‌স্‌-এর দৌলতে কুকারাও কুঁচ-

চুলের গোড়ার কথা। ক—শ্যাফ্‌ট্; খ—বাল্‌ব; গ—সিবেসিয়াস গ্রন্থি; ঘ—ডারমাল প্যাপিলা।

বরণ হতে পারেন। মেঘবরণ না হলেও চুল অন্ততঃ আছে। সে চুলের চর্চাও হয়। তবে চর্চার তারতম্য আছে। সে চর্চা কখনও সুগন্ধি তেলে কখনো বা ঠিবে। চুল ঠিক কি রকম কি উপকরণে হবে কিছু বলা কিন্তু সম্ভব না হলেও বৈজ্ঞানিকের কাছে অসম্ভব নয়।

কুকের মত কৃষ্ণবর্ণ চুলেরও অন্তৌরুবরণত নাম। চুল, যখন সে মাথায়; কানের পাশে এলেই জুল্‌পি। চোখের ওপরে হলেই ভ্রূ, নাকের নিচে গোঁফ আর চিবুকের নিচে দাড়ি; গায়ে হলেই লোম। চুল বর্ধনে ও রক্ষণে পুরুষ ও নারীর প্রাত্যহিক সমস্যা। যত নামেই ডাকা হোক না কেন, চুলের সার্বভৌমত্ব স্তন্যপায়ী শ্রেণীর। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর চুলে একচ্ছত্র অধিকার। জন্মালেই আর কিছু না থাক, গায়ে মাথায় চুল তারা পায় সহজে সহজে লাখে লাখে। কালা, খোঁড়া হয়ে অনেকেই জন্মায়—কিন্তু বিনা চুলে নৈব নৈব চ। তারপর এই জন্মগত চাকুপক্ষকে অবহেলা—যার নাম আরেকটি শিরাই

সংরক্ষণ করে সকলে, কেবল তিমি আর শীল ছাড়া। তাই তারা শৈশবকাল চুলের সুরোধনের মত দুখ লুকিয়েছে সাগরের জলে। তাদের চলায় ফাকুপত্র তারা হারিয়েছে। ওরা স্তন্যপায়ী হলেও জল-বাসী। তবু স্তন্যপায়ীর ছাপপত্র হিসাবে চুলকন্যার তিমিদের গায়ে চুল থাকে।

কোন এক বিদগ্ধ সৌন্দর্য পিয়াসী বলেছেন—'সৌন্দর্য মানে চামড়ার গভীরতায় ঠেকেছে।' কিন্তু শুধু সৌন্দর্য নয়—চামড়ার গভীরতায় রহস্যের একটা বিরাট ভাণ্ডার ধর লুকিয়ে রয়েছে। চামড়া তা সে কালোরই হোক আর ধলারই হোক, দুটো স্তরে তৈরী। এই দৈহ স্তরের বাইরেরটার নাম বহিস্ত্বক (epidermis) আর ভেতরটার নাম অন্তস্ত্বক (Dermis)।

একটা চুল বা দাড়ি নিয়ে টানাটানি করলে দেখা যাবে যে, এটা বহিস্ত্বক থেকে ঠেলে বেরিয়েছে। এই বেরিয়ে থাকা অংশটার নাম 'শ্যাফ্‌ট্' (Shaft)। শরীরের সঙ্গে দিনের পর দিন লাগানো থাকলেও চুলের এই অংশটা মৃত। তাই চুল কাটলে লাগে না। চুলের গোড়াকে বলে 'বাল্‌ব্'

মানব ভ্রূণের 'লানুগো' অবস্থা

(Bulb)। এই বাল্‌ব্ রয়েছে চামড়ার বহিস্ত্বকে। এই বাল্‌ব্ই হচ্ছে চুলের কারিকুরির কারখানা। চুলের গোড়ার যে অংশ তার নাম 'ডারমাল প্যাপিলা' (dermal papilla)। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এটা অন্তস্ত্বক বা Dermis-এ। ডারমাল প্যাপিলায় স্নায়ু-সূত্র ও রক্তবাহী শিরার প্রত্যক্ষ যোগ। প্রত্যেকটি চুলের গোড়ায় রয়েছে একটি


প্রথম পর্বের অসাধারণ সাফল্যের পর ২য় পর্ব প্রকাশিত হল
বীরেশ্বর বসুর বৃহৎ এবং বর্ণনসমৃদ্ধ উপন্যাস

## চা মাটি মানুষ

২য় পর্ব : দাম ৫·৫০

মাটির মমতা এবং মানুষের মহত্ত্বকে কেন্দ্র করে বাংলা-সাহিত্যে জীবনের অন্তরঙ্গ বৈচিত্র্যে নতুন স্বাদ নিয়ে এ-উপন্যাসের প্রকাশ। সাহিত্যের সীমাকে পরিব্যাপ্ত করার ইতিহাসে চা মাটি মানুষ নতুন এক আশ্চর্য সংযোজন। এর প্রথম পর্বকে যাঁরা স্বাগত জানিয়ে লিখেছিলেন, '২য় পর্বের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি' তাদের মধ্যে আছেন, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রথীন রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে।

কথামালা প্রকাশনী : ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

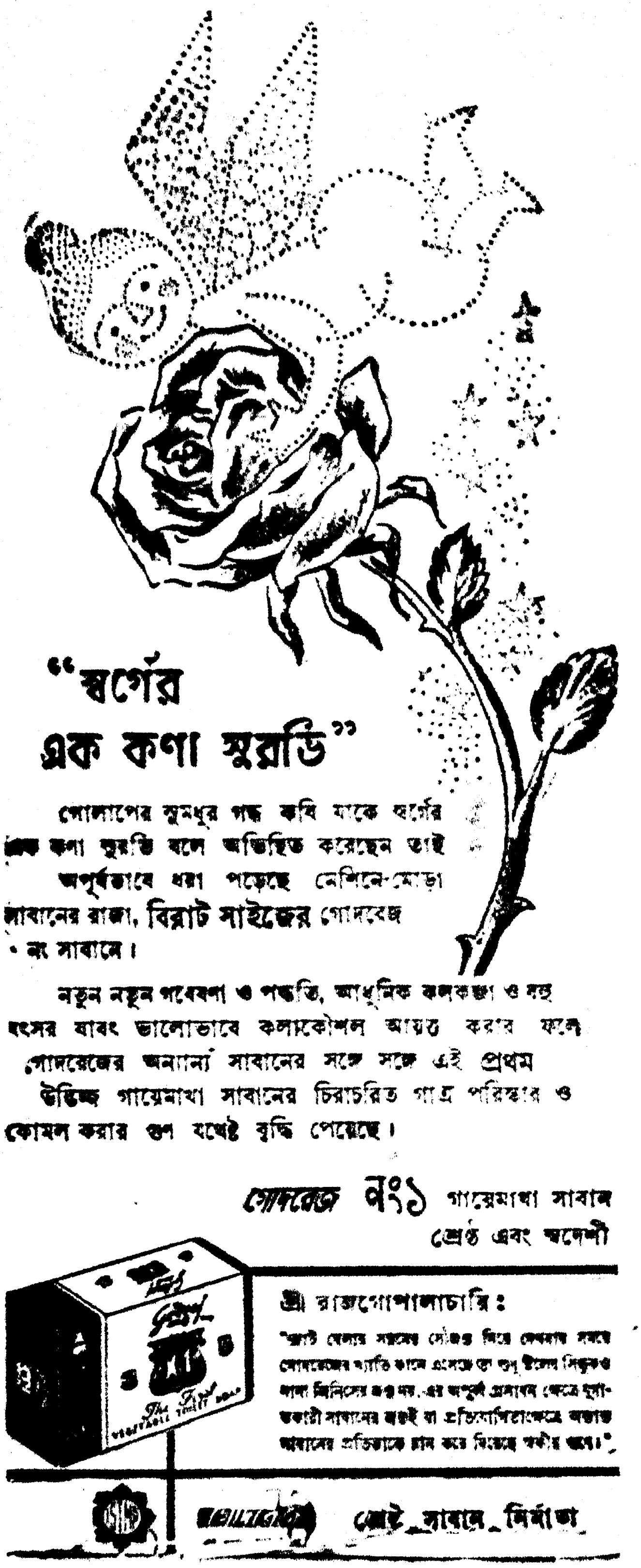


(Arrector pili)। এই মাংসপেশীর সংকোচন হলেই চুল খাড়া হয়ে ওঠে। ক্ষেপে যাওয়া কুকুরের গলার লোমে আর ভয় পাওয়া বেড়ালের ল্যাজের লোমে এই পেশীর কাজ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের বেলায় হঠাৎ শিহরণ বা ঠাণ্ডার আমেজ লাগলে লোম খাড়া হয়ে ওঠে। তবে ভূতের ভয়ে মাথার চুল খাড়ার কথাটা একটু বাড়াবাড়ি। এ ছাড়াও চুলের গোড়ায় রয়েছে একটা গ্রন্থি—যার নাম সিবেশিয়াস গ্রন্থি (Sebaceous gland)। এই গ্রন্থি থেকে একরকম তেল জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত এই তেলই চুলের বৃন্ত অংশটাকে মসৃণ আর চকচকে করে।

যদিও সমস্ত স্তন্যপায়ী শ্রেণীদের মধ্যে মানুষের গায়েই চুলের সংখ্যা কম, তবুও চুলের বাড় সম্বন্ধে মানুষের কাছ থেকেই জানা গেছে সবচেয়ে বেশী। মানুষের ভ্রূণের বয়স যখন মাস পাঁচেকের তখন তার সর্বাঙ্গ চুলের আবরণে ঢাকা থাকে। ঠোঁট, পায়ের তলা, হাতের তালুতে ও আরও দু একটা জায়গায় চুল না থাকলেও এই অবস্থার মানুষের চুলের নাম ল্যানুগো (Lanugo)। ভ্রূণের বয়স যখন আট মাস তখন এই ক্ষণস্থায়ী চুলেরা ঝরে যায়, আর কয়েকটা মাত্র দিনের বিশেষ জায়গায় স্থায়ী চুলের আসন পাকা হয়। চুলের বাড় ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য ও খাবার-দাবারের ওপর নির্ভরশীল। অনেকে মনে করেন ঋতু-প্রকৃতির প্রভাবও কিছুটা আছে। ডাঃ কীন (Dr Keen) হিসেব করে দেখেছেন দাড়ি চব্বিশ ঘণ্টায় ১ মিলিমিটার বাড়ে। আর মাথায় যদি ৫০০০ চুল থাকে বলে ধরা হলে তবে তারা প্রতি মিনিটে ৫০,০০০ চুলের কোষ তৈরী করতে পারে। চুলের বাড় সাধারণতঃ দু রকমের হয়ে থাকে—নির্দিষ্ট আর অনির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট—যখন চুল একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে এসে আর বাড়ে না এবং চুলের গোড়া থেকে নাম না জানা তারার মত খসে পড়ে। অবশ্য সেই জায়গায় চুলের পাপিলা থেকে আর একটা চুল জন্মায়। আর অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে চুলের পাপিলা যতদিন কার্যক্ষম থাকে ততদিন চুল ক্রমাগত বেড়েই চলে। মানুষের ক্ষেত্রে শরীরের লোমেরা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের আর মাথার চুলেরা অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের।

সাদা, কালো, লাল, বাদামী যে রঙেরই হোক না কেন চুলের রঙটিকের জন্য দায়ী শরীরের রঞ্জক পদার্থ (pigment)। বয়সের সঙ্গে ফিকে হয়ে এলে চুলে পাক ধরে। চুলে পাক ধরার পিছনের বৈজ্ঞানিক সত্যটা এই যে, যখন চুল সাদা হয় তখন চুলের অন্তঃস্তরে রঞ্জক পদার্থের অভাব ঘটে আর এই অভাবের জায়গাগুলোতে আলো প্রতিফলনকারী বায়ুস্থানের (light reflecting air

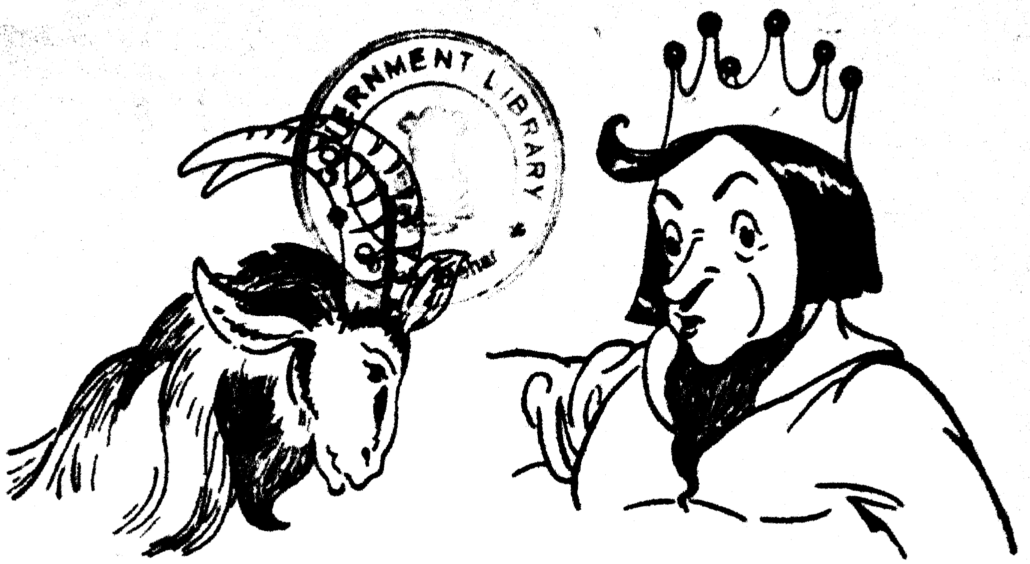


রাম আর রামছাগলের দাড়ি বিবর্তনের আধুনিকতম ■ দান

space) অধিকার করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ছিল, হিসাবে মানুষের মাথার প্রায় পাঁচের চুল সর্বাধিক লাখ হবে। কুকুরের ক্ষেত্রে লোমের চুল প্রথমে সব হয়। ইঁদুরের ক্ষেত্রে শরীরের যে কোন অংশের চুলই প্রথম বারের মতো দেখা দিতে পারে।

মানুষের চুল নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গেছে। দেখা গেছে, মেয়েদের চুলের সংখ্যা ছেলেদের চুলের চেয়ে বেশী। শুধু তাই নয় মেয়েদের চুল বড়ও হয় বেশী। গড় মেয়েদের মাথার চুলের সংখ্যা এক লক্ষ ন' হাজারের কাছাকাছি। হিসাব করে দেখা গেছে, দু' লক্ষ চুলওয়ালী কোন মেয়ে যদি লম্বা করে চুল বড় করে রাখেন তবে সেই চুল জোড়া দিলে সেটা লম্বায় দশ মাইল হবে।

মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের বিশেষ বিশেষ ঋতুতে লোম ঝরে পড়ে। মানুষের বেলা নিরবচ্ছিন্ন ঝরার ধারা নিরন্তর। সাধারণ হিসাব অনুযায়ী মাথার একটি চুলের আয়ু চার থেকে পাঁচ বছর। চুল ঝরে গেলে যদি কেউ চুল না গজায় তা হলেই টাক। টাক হবে কি না তা সেটা বংশগতির ওপর নির্ভরশীল। টাক মাথায় নতুন চুল গজানো কখনো সম্ভব হলেও ঠিক ... উপায়ে। প্রথম উপায় টাকের শুধু ... তারপর ... দ্বিতীয় উপায়ে ... চুলের ... তারপর ... এবং শুধু টাক ... ঠিক পুরুষেরই হয়—মেয়েদের ... টাকের দুশ্চিন্তা করার দরকার হয় না।

মাথার সৌন্দর্যবর্ধন করা ছাড়াও চুলের অনেক কাজ। প্রথমে চুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শিরের কেশ তাপ কুপরিবাহী পরিচালক। রোদের তেজ মানুষদের মাথা থেকে রক্ষা করে। ... বা গরমে ... চুল ... জন্য। ... এক ... কপালে—সব সময় ঘামের সঙ্গে ... ভ্রূ বা ... অনুযায়ী ... কপাল ... নীচে বা ওপরে। নাসারন্ধ্রের চুল ও কানের চুল ... রক্ষা করে। বিড়াল বা কুকুরের গোঁফের চুল (Vibrissa) তাদের স্পর্শেন্দ্রিয় বিশেষ। শত্রুর গোপন অবস্থান ... বাতাসের ... লোমকে ... বিশেষভাবে কাজে লাগায়। মানুষের চোখের পাতার চুল, নাকের ও কানের ছিদ্রের চুল—ধুলো-বালির ছাঁকনী হিসাবে কাজ করে।

বেড়ালের গোঁফের চুল তাদের স্পর্শেন্দ্রিয়

পণ্ডিতেরা বলেন, রাম আর রামছাগলের দাড়ি বিবর্তনের শেষতম অবদান। মানুষের বিবর্তনের ধাপ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মানুষের আদি পুরুষের দাড়ি ছিল না। এই দাড়ির গোড়া শেষ পর্যন্ত কতখানি তা এখন বলা মুশকিল নয়।

# আলোচনা

### বাইশে শ্রাবণ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকায় সম্প্রতিকালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখিত 'বাইশে শ্রাবণ' পড়ে দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ববিখ্যাত এবং জনসাধারণ ঐ মানুষটিকে কেমন করে আমরা হারিয়েছি বিশ শতকের ঐ চল্লিশ দশকে। মাত্র একটি বছরের মধ্যেই জীবন্ত প্রাণ বিরাট ঐ প্রতিভা তিলে তিলে ক্ষয় করে যে ক্ষয় হয়ে গেল, নিজের চোখের সামনে, তারই করুণ অথচ চমকপ্রদ কাহিনী লেখিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সংবেদনশীল মনের সহজ এবং মনোজ্ঞ ভাষায়। এই লেখাটিই যে ভাবীকালে রবীন্দ্র-চরিত্র এবং তাঁর সমকালীন শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজ-মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে একান্ত সহায়ক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্যরসিক এবং ঐতিহাসিক মাত্রেই এই লেখাটির জন্য লেখিকার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন।

শেষ বয়সে যে রোগে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে ভুগে অত কষ্ট পেয়ে অবশেষে একদিন দেহরক্ষা করেছেন তার বিজ্ঞানসম্মত কোনো প্রতিকার যদি সেই সময়ে আমাদের জানা না থাকত, তাহলে আজ আর বলার কিছুই থাকত না। অনায়াসে ভাবতে পারতাম, আমাদের ভাগ্যদোষেই তাঁকে আমরা হারিয়েছি। শত চেষ্টা করেও দেশের স্বাধীনতা লাভের সময়টুকু পর্যন্তও তাঁকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। মানুষ কখনও অমর হয় না এবং জন্ম হলেই একদিন তার মৃত্যু হবে; আর ভাগ্যে যদি যন্ত্রণা ভোগ থাকে তাহলে তা খণ্ডাতে পারবে না কেউই। এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারতাম।

কিন্তু 'বাইশে শ্রাবণ' পড়ে সে সান্ত্বনা পাবার আর কোনো উপায়ই আমাদের রইল না। দিনের পর দিন রোগের প্রকোপ এবং উপসর্গগুলির বিবরণ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, শুধুই আমাদের ভাগ্যদোষে রবীন্দ্রনাথ শেষ সময়ে অত কষ্ট পান নি। কষ্ট পেয়েছেন, মানুষেরই বুদ্ধির দোষে।

অর্থাৎ এমন কোনো কঠিন অথবা দুরারোগ্য রোগে তিনি আক্রান্ত হন নি, যার জন্য ঐ কষ্ট পাওয়াটাও তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল। কারণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁর ঐ কষ্ট কমানো তখন মোটেই কিছু কঠিন অথবা অসম্ভব কিংবা বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল না। অনায়াসে তাঁর ঐ কষ্ট কমানো যেত এবং তার ফলে তাঁর পরমায়ু আরও অনেক বেশী বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হত। কলকাতার হাসপাতালগুলিতে সেই সময়ে এ রোগে আক্রান্ত বহু রোগীরই ঐ কষ্ট কমানো হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছেন।

এনলার্জড প্রস্টেট বৃদ্ধ বয়সের পুরুষদের ব্যাধি। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড একবার বড় হতে শুরু করলে সর্বপ্রথম দেহে যে উপসর্গটি প্রকাশ পায় তা হল মূত্রকৃচ্ছ্র। স্বাভাবিক উপায়ে তখন মূত্রস্খলনে বিঘ্ন ঘটে বলেই মূত্রাশয়ে (ব্লাডারে) খানিকটা মূত্র জমে পচন শুরু হয়। তারই ফলে সাথে সাথে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুরা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রোগীর দেহের উত্তাপ বেড়ে যায়। জ্বর হয়। তখনও যদি কোনো প্রতিকার কিছু করা না যায় তাহলে পরে ঐ জীবাণু মূত্রাশয় থেকে ক্রমশ মূত্রক (কিডনি) আক্রমণ করে।

মূত্রক কাজ দেহের দূষিত বস্তু পরিস্রুত করা। জীবাণুর আক্রমণে এই কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাই রক্তের মধ্যে তখন দূষিত পদার্থ বেড়ে যায়। আর সেই দূষিত বস্তু সারা দেহে ছড়িয়ে ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর বিষের মত কাজ করে। ফলে মস্তিষ্ক পর্যন্ত এই বিষক্রিয়ার আক্রান্ত হয়ে যায়। তারপর একদিন চেতনার অবলুপ্তি ঘটে। অবশেষে রোগীর মৃত্যু হয়। ডাক্তাররা বলেন, ইউরিমিয়া হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

'বাইশে শ্রাবণ' রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের রোগশয্যার কাহিনী। মৃত্যুর আগেকার শুধু একটি বছরের কথা এবং ধারাবাহিকভাবে লেখা। ঐ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ এক বছরের অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের দেহে রোগের এইসব উপসর্গগুলি ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছিল। রোগনির্ণয়ও হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, বিশ শতকের পাঁচ দশকেও এই রোগের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাটি কিন্তু কিছুতেই তখন করা হল না। অবশেষে যখন এই চিকিৎসাই করা হল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে; আর তাঁকে বাঁচানো গেল না।

রবীন্দ্রনাথের রোগনির্ণয় এবং তার বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকার সম্বন্ধে যদি, যদি কোনো মতভেদ থাকত তাহলে শুধু বাংলা দেশ কেন, সারা ভারত, এমন কি ইউরোপ আমেরিকারও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত বা পরামর্শ অনায়াসে নেওয়া যেতে পারত।

কিন্তু সে সব কিছুই করা হয়নি। তাই মনে হয়, রোগনির্ণয়ে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের মনে যেমন কোনো সংশয় ছিল না, তেমনি রোগী অথবা তাঁর আত্মীয়স্বজনের মনেও এ নিয়ে কোনো সংশয় জাগে নি। সংশয় জেগেছে শুধু তার প্রতিকার নিয়ে। অর্থাৎ অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে।

অথচ ঐ অস্ত্রোপচারটি কিন্তু খুবই ছোট একটি অপারেশন। যখনি মূত্রকৃচ্ছ্র শুরু হয় তখনি যদি মূত্রাশয় ফুটো করে রবারের একটি সরু নল লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর মূত্রকৃচ্ছ্রও হয় না, মূত্রও জীবাণুর আক্রমণে আক্রান্ত হবার সুযোগ পায় না। দেহ এবং মস্তিষ্ক দুই-ই সুস্থ এবং সবল থাকে। রোগীর পরমায়ু বৃদ্ধি পায়।

'বাইশে শ্রাবণ' পড়ে মনে হল, প্রধানত রবীন্দ্রনাথের আপত্তির জন্যই এই শল্য-চিকিৎসা যথাসময়ে করা যায় নি। তিনি নিজে এ চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন। রবারের নল পেটে লাগিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই হয়ত অনেক বেশী কাম্য বলে মনে করেছিলেন তিনি।

তাঁর এই আপত্তির মর্ম বোঝা মোটেই কিছু কঠিন নয়। সেই কারণে এই শল্য-চিকিৎসাকে যে তিনি 'অস্বাভাবিক' বলে বর্ণনা করেছেন তাও আমরা সইতে পারি। কিন্তু একথাও তো স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ঐ অপারেশনটি যদি তাঁর মৃত্যুর একটি বছর আগে করা যেত তাহলে মূত্রকৃচ্ছ্রের জন্য নিদারুণ ঐ কষ্ট তাঁকে সইতে হত না কখনও।

কালিম্পঙে গিয়ে এ জন্য অজ্ঞান হয়ে যাবার পরেও ঐ অপারেশন না করিয়ে শুধুই কেবল দিয়ে চিকিৎসা করানো যে সম্ভব হল কি করে তাই ভাবী অদ্ভুত বোধ হয়। এ দুর্গতি শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব!

কালিম্পঙে যাবার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কি রকম উজ্জ্বল ছিল তার প্রমাণ সেই সময়কার লেখা গল্পগুলি এবং তিন সঙ্গী গল্প। আর কবিতা? সে তো তিনি নিত্য নতুন রচনা করে গেছেন জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত।

অত দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পরেও যেভাবে তিনি সামলে উঠেছিলেন কালিম্পঙে তাই দেখেই বোঝা যায় প্রাণশক্তির কী প্রাচুর্য তাঁর ছিল।

তাই আজ নিদারুণ দুঃখের সঙ্গে মনে হয় তখনও যদি ঐ অপারেশনটি করানো যেত তাহলে অত শীঘ্র আর মৃত্যু হত না তাঁর। অন্তত দেশ স্বাধীন হওয়া এবং বিশ্বভারতীর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া নিশ্চয়ই তিনি দেখে যেতে পারতেন। ইতি

আনন্দকিশোর মুন্সী
কলিকাতা

ARY

# বিশ্ব-বিচিত্রা

গত বছর সুইটজারল্যাণ্ডের আবাস থেকে চার্লি চ্যাপলিন সত্তর বছর বয়সে একটি সন্তানের জনক হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করে পৃথিবীর লোককে বিস্ময় প্রকাশ করে। বেশী বয়সে জনক হবার ব্যাপারে বিষয়ে অনেক এমন ভদ্রলোকের কথা জানা যায় যাদের বয়সের তুলনায় চার্লিকে অপেক্ষাকৃত তরুণ বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানায় এক ব্যক্তি একাশী বছর বয়সে একটি শিশুর জনক হন। কিন্তু তাঁকেও পিছনে ফেলেছেন [illegible] পর বছরের [illegible] এক [illegible] বয়সে [illegible] সন্তানের জনক হয়। [illegible] সন্তানের [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] বিবাহ করেন এবং [illegible] [illegible] [illegible] পর [illegible] বছরের বেশী [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে অনেক খবরই [illegible] [illegible]। নিউইয়র্কের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] হয়। এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সময় এখন [illegible] এ [illegible] [illegible] কি [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] না হলে এডিথ যে এখন [illegible] তার কোন লক্ষণই বলবার উপায় ছিল না। নাচতে নাচতে এক সময় হঠাৎ এডিথ বলে ওঠে: "এবার হাসপাতালে গেলে বোধহয় ভাল হয়।"

উৎকণ্ঠায় তিন সপ্তাহ [illegible] এডিথকে বাইরে এনে তার স্বামী স্টুয়ার্ট নেপালিস [illegible] [illegible] হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করে। [illegible] স্টিয়ারিং হুইলটা তিনের হাতে কাঁপতে থাকে। এডিথ ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। গাড়িখানি বিকট শব্দ করে এগিয়ে চললো। তিনি সামলাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। সামনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে থেমে যায় একেবারে হাসপাতালের গেটের সামনে। অপ্রত্যাশিত বিপদ, গাড়ির সামনেটা একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গেলেও ওরা দুজনে অক্ষত

সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার পর্বতগাত্রে আঁকা ছবির নিদর্শন

থাকে। তাকে কিছুই শুধু হাসপাতালের লোক দৌড়ে এসে সাহায্য করে। এইভাবে পেছনে করে তাড়াতাড়ি হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। তিন ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত হবার পর তার শিশুর যে ওজনের [illegible] হয়েছিল তার সামনে পায়চারি করতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর এক ডাক্তার বেরিয়ে এসে মাথা নাড়তে নাড়তে। মুখে বিস্ময়ের ভাব। [illegible] তিনের কাছে গিয়ে বলে। "[illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible]। আপনার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেছেন। প্রসূতি সুস্থ মা এবং সন্তান দুজনেরই অবস্থা চমৎকার। কিন্তু এটি হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম [illegible] শিশু। এর ওজন বাইশ পাউণ্ড।"

সব শিশুই যে সমান হয় না তিনের ছেলেটি তার প্রমাণ। বহু অদ্ভুত শিশুর কথা শোনা যায়। বৃটেনের ডাক্তারেরা আজও ১১০০ সনে একটি তিন পাউণ্ড শিশুর জন্মের কথা উল্লেখ করে, যা ওদেশের একটি রেকর্ড। কয়েক বছর পূর্বে [illegible] যে শহরে তার একটি শিশুর সংবাদ জানা যায় জন্মকালে যার ওজন তিন সেরের পাউণ্ড ছিল মাত্র। বড় শিশুরাই কেবল সংবাদ নয়, নিউইয়র্কের এক হাসপাতালে মিসেস [illegible] নামক এক মহিলা মাত্র এগারো আউন্সের একটি শিশুর জন্ম দেয়।

সময় সময় দাঁতসমেত শিশুর জন্মের কথা শোনা যায়। অনেক শিশু ঘন কেশ নিয়েও জন্মায়। ইংল্যাণ্ডের সারেতে [illegible] নামক এক মহিলার কন্যা ক্যারল জন্মায় ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ কেশ সমেত।

•

এখন অবশ্য জোড়ে হয়ে জন্মানোর সংখ্যা উপায় হয়েছে [illegible] একত্রে ধরে রাখা। এদের বাঁচিয়েও রাখা চলে। দুই ডাক্তারের জন্যে [illegible] [illegible] কথাও শোনা যায়। এমনি একটি জাপানী দম্পতি


নাটক নাটক নাটক

দুঃসাহসী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের
**গোত্রান্তর ২·৫০**

বিধায়ক ভট্টাচার্যের
**কাশ্মাহাসির পালা ২·৫০**

জোছন দস্তিদারের
**দুই মহল (২য় সং) ২·৫০**

বীরু মুখোপাধ্যায়ের
**সংক্রান্তি (২য় সং) ২·৫০**

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত
**কৌতুক নাটক বারো ভূতে ১·৫০**

সুনীল দত্তের
স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত ছোটদের হাসির নাটক
**হবুরাজার দেশে ১·৭৫**
**অংকুর ১·৫০**

ছোটদের বহুমঞ্চ সফল নাট্যকারের বাছাই-করা নাটক সংকলন
**ছোটদের রঙমহল ৩·৫০**

অন্যান্য নাটক : বসুন্ধরার সংসার [illegible] লাহিড়ী ২·০০ : নাটক নয় [illegible] ১·২৫ : একাঙ্ক সংকলন [illegible] ৩·০০ : অপরাজিত [illegible] লাহিড়ী ১·৭৫ : অপরাধী [illegible] সরকার ০·৬২ : জিজ্ঞাসা [illegible] ২·২৫ : [illegible] সরকার ১·৫০ : [illegible] [illegible] বাগচী ১·৫০ : সুনীল দত্তের [illegible] (২য় সং) ২·০০ : [illegible] ১·৫০ : [illegible] ১·০০ : [illegible] ০·৫০ :

**জাতীয় সাহিত্য পরিষদ**
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

১ ২

১। সব জাতেরই নেকড়ে ও কুকুরের একই পূর্বপুরুষ এবং কালের প্রবাহে কতক বিষয়ে তাদের মিল অপনোদিত হতে পারেনি। কুকুর এবং নেকড়ে একই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়; আনন্দ প্রকাশ করতে উভয়েই লেজ নাড়ে; ভয় পেলে লেজ গুটোয় এবং ক্রুদ্ধ হলে ঠোঁট দিয়ে গর গর শব্দ করে। ২। বৈজ্ঞানিকরা বলেন বহু কীটপতঙ্গ নিজেরাই তাদের দেহে হিমপ্রতিরোধক প্রস্তুত করে নেয়। যেমন পিপীলিকারা শীতের দিনে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য দেহে দশ পার্সেণ্ট গ্লিসারিন উৎপাদন করে। পিপীলিকাদের দেহ গরম হলে গ্লিসারিন উবে যায়। ৩। প্রত্যেক বছর যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণরোগের চিকিৎসক ডাঃ স্যামুয়েল রোজেন তাঁর নিউইয়র্কের দপ্তর বন্ধ করে লোকের উপকার করতে বেরিয়ে পড়েন। ১৯৫২ থেকে ডাঃ রোজেন নিজ ব্যয়ে ত্রিশটি দেশ ঘুরে ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে বিনা পারিশ্রমিকে বহু শত লোকের বধিরতা ঘোচাতে সাহায্য করেছেন।

জনৈক 'মানুষ এলার্ম' ঘড়ি উত্তর ইংল্যাণ্ডে ষাট বছর কাজ করার পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। একটা লাঠির ডগায় সরু সরু তার বেঁধে জানলায় জানলায় শব্দ করে লোকের ঘুম ভাঙিয়ে বেড়ানো ছিল তার কাজ যাতে সময় মতো তারা কারখানায় যেতে পারে। ঘুম ভাঙানে-ওয়ালা এলার্ম ঘড়ির সাহায্যে প্রতিদিন ভোর সাড়ে তিনটের উঠতো। জানলায় টোকা মেরে তার খরিদ্দারদের ঘুম ভাঙাতো সাড়ে চারটের। লোকটির গর্ব এই যে, যতো গভীর নিদ্রাভিভূতই হোক ঘুম ভাঙাবার জন্য কোনদিন কারুর জানলা ভাঙেনি সে। কিংবা প্রতিবেশীর কারুর নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি।

অবসর গ্রহণের পর লোকটি কি করবে এ প্রশ্ন করাতে সে জানায়: "রোজ সকাল ছটা পর্যন্ত ঘুমোবো। আর রবিবার সাতটা পর্যন্তও ঘুমিয়ে কাটাতে পারি।"

ঘুম ভাঙানোর বৃত্তি বর্তমানে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে. তবে এখনো কয়েক শত স্ত্রী পুরুষ এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের এক আশী বৎসরের মহিলা বাইশ বছর এই কাজ করে। এমন কি, রবিবারেও সে ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে অন্য কাউকে জাগাবার দরকার না থাকায় সময়টা বাইরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিত।

বহু বছর পূর্বে লণ্ডনের লাইমহাউসে একটি পরিবার ভোরে রাস্তা দিয়ে যেত জানলার কাচে মটরদানা ছুঁড়ে শব্দ করতে করতে ডক শ্রমিকদের ঘুম ভাঙাবার উদ্দেশ্যে।

*

গত বছরের শেষ চার মাসে ক্যাটসকিল পর্বতের অন্তর্গত এলেনভিলের আদালতে কোন মামলা না থাকায় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এলেক্স জে নিরেনবার্গ তার বেতনের এক-তৃতীয়াংশ ফিরৎ দেয় এই বলে যে: "কিছু কাজ না করে করদাতাদের টাকা গ্রহণ করা আমার পক্ষে শোভন হয় না।"

•

জাপানে এ বছর বিয়ের এত হিড়িক পড়েছে যে, বিবাহমন্দিরে রীতিমত কিউ দিয়ে দম্পতিদের অপেক্ষা করতে দেখা যায়। বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করতে দম্পতি পিছু মাত্র আটত্রিশ সেকেণ্ড বরাদ্দ করা হয়।

জাপানে বিবাহের দিন স্থির করে গণৎকাররা। বিবাহের দিন জাপানী মেয়ে তার মায়ের কাছ থেকে একদফা উপদেশ গ্রহণ করে। বহু শতাব্দী ধরে বাপমায়েরা মেয়েদের এই উপদেশ আধুনিককালের মেয়েরাও গ্রহণ করে আসছে।

উপদেশের মধ্যে আছে: "বিবাহের পর তোমার স্বামীই তোমার একমাত্র প্রভু। ওর সম্বন্ধে বিনয়ী ও নম্রনীয় থাকবে। স্বামীর প্রতি আনুগত্যই হচ্ছে স্ত্রীর সবচেয়ে বড় গুণ।"

অপর একটি উপদেশে বলা হয়: শাশুড়ীর সঙ্গে সর্বদাই মানিয়ে চলবে। কোন ব্যাপারে সন্দিগ্ধচিত্ত হবে না কারণ সন্দিগ্ধমনা হলে তোমার প্রতি তোমার স্বামীর ভালবাসা থাকবে না। বেশী কথা বলো না, প্রতিবেশীর নিন্দা করো না এবং কখনও মিথ্যা বলো না। গৃহস্থালীর কাজ যত্নসহকারে করবে এবং বিশেষ করে সংসার খরচের ব্যাপারে মিতব্যয়ী হবে।"

•

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হবার দিন-কয়েক মাত্র পূর্বে অস্ট্রিয়ার লিনৎস শহরের শ্রীমতী জোহানা মাউলমায়ের খবর পান যে তাঁর পুত্র যুদ্ধকালে যুগোশ্লাভিয়ার কোথাও জার্মান সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছে।

বৃদ্ধা এইমাত্র সান্ত্বনা কামনা করেন যে, তাঁর পুত্রের মৃতদেহটি যেন দেশে ফিরিয়ে এনে কবরস্থ করা হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ গেঞ্জী
যশোর কুম্ভ ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

কে. হোড়ের
কণক
* পাউডার *

করেও বহু পুত্রের সমাধি আবিষ্কারের সম্ভব চেষ্টা শুরু হয়।

তাঁদেরই কনিষ্ঠ পুত্র মৃতলোক যা যাতে শান্তি পায় সেই উদ্দেশ্যে দুটি প্রেতাই দুলোমপাঁজিয়ার গিয়ে তাদ দাদা জোহানের সমাধি খুঁজতে থাকে।

শেষে গত বছর এক পাহাড়ের খাদে একটি অজ্ঞ দুর্গম স্থানে প্রাচীন সামরিক পুলিসের সমাধি সে আবিষ্কার করে। জোহানের কোন উপাধি ছিল না। কিন্তু মৃতদেহ জোহানের একটি শরীরের হাড় তুলে নিয়ে দেশের এক দন্তচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। বহু বছর পূর্বে জোহানের দাঁত ঠিক করা হয়েছিল। জোহানের দাঁত সেটা ধরা পড়ে। মাসখানেক আগে এক পাদ্রীর হাতে মৃতদেহ গাড়ি নিয়ে সেই সমাধির পাশে উপস্থিত হয়। মৃতের যা অবশিষ্ট ছিল নিয়ে চলে আসে। সামরিক সম্মানের সঙ্গে সেগুলি কবরস্থ করা হয়। কিন্তু এই কাণ্ড দুঃখ সইতে পারলেন না। কবর দেওয়া সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গেই তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায়।

•

[illegible]

[illegible]

[illegible] দেখা যায়। [illegible] এই আবেদন করা হয় যে [illegible] প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত করেন।

• •

জাপানের সংবাদে প্রকাশ, শহরে নাওকিচি কিকাজু, একটি বাড়ির দেয়াল বেয়ে চারতলায় উঠে বেয়াল্লিশ টাকা চুরি করে মাটিতে নামার সময় নীচে পিছলে পড়ে যায়। উঠে পথচারীদের সম্বোধন করে বলে: "আমি চোর, কিন্তু নড়তে পারছি না। দয়া করে কেউ যদি পুলিসে খবর দেন।"

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর
আট টাকা
আর. এন. চ্যাটার্জি [illegible]
২০, [illegible] কলকাতা-১২

GOVERNMENT [illegible] Bihar

প্রকাশিত হল
ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্রের
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ
(২য় সংস্করণ) দাম : ৮·০০ (বোর্ড বাঁধাই)

সুনীলকুমার ধরের উপন্যাস
জোয়ার এলো
দাম ২·৫০

মানুষের মতন মানুষ শৈলজানন্দের উপন্যাস
দাম : ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস
প্রিসিলার বিয়ে দাম : ২·৭৫

ভাটিয়ালী (২য় সং) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দাম : ২·৫০

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

| | | |
|---|---|---|
| সুবোধ ঘোষ | মনোবাসিতা | ৩·০০ |
| বিমল কর | ফানুসের আয়ু | ৫·৫০ |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র | বর্বর যুগের পর | ২·৫০ |
| বীরেশ্বর বসু | ঢা মাটি মানুষ | ৪·০০ |
| | উন্মেষ —২·০০, বাণ—২·০০ | |
| প্রবোধবন্ধু অধিকারী | বিহঙ্গবিলাস | ৩·০০ |
| গজেন্দ্রকুমার মিত্র | জীবন স্বপ্ন | ৪·০০ |
| হরপ্রসাদ মিত্র | কবিতার বিচিত্র কথা | ৮·০০ |
| গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য | নগরবলাকা | ৬·০০ |
| শৈলজানন্দ | ভাল লাগার নেশা | ২·৭৫ |
| অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় | কান্নার প্রহর | ২·৭৫ |
| শিবরাম চক্রবর্তী | বিয়ের প্রুফ বই | ২·৭৫ |
| বিমল কর | সোনারূপোর কাঠি | ২·০০ |

কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

উ ড়িষ্যা হইতে চাউল আমদানী হইতেছে অথচ বাজারে চাউল আমদানী সুলভ হইতেছে না; এই চাউল কোথায় যাইতেছে ইহাই জনসাধারণের প্রশ্ন। খুড়ো বলিলেন—"উড়িষ্যার চাল

যাচ্ছে গোবিন্দভোগে অর্থাৎ উড়, যে গোবিন্দায় নমঃ।"

• • •

শ্রী নগারায়ণ ইহাও আশঙ্কা করিতে-ছেন যে, দেশে চাউলের সমস্যার অচিরাৎ সমাধান সম্ভব নয়।—"কুছ ডর কি, দেশে 'আমজনের হাল ঘোর অনটন, ধর হুইস্কী সোডা আর মুর্গী মটন"। চির-কুমার সভা হইতে দুইটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া শ্যামলাল ফিচ্‌ফিচিয়ে বলেন—"আমাদের অন্নসমস্যাও চিরকুমার সভার হাতেই!!"

• • •

"আ নন্দবাজার"-এর স্টাফ রিপোর্টার বলিতেছেন—বাঙালীর ভাত নাই, ভিতরে নাই, বাহিরেও নাই।—"বাবাই, এত নাই নাই বলবেন না, বলুন ভাত বাড়ন্ত"—মন্তব্য করিলেন অনেক সহযাত্রী।

• • •

প্র তিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন লোক-সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে,

দেশরক্ষার কাজে ইতালী হইতে গাধা ও খচ্চর আমদানী করা হইয়াছে।—"আমরা জানতাম, গাধা ও খচ্চরের ব্যাপারে এদেশ কখনই ঘাটতি অঞ্চল নয়"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

স্ব তন্ত্র পার্টি হইতে বলা হইয়াছে, ধর্মের প্রতিষ্ঠাই স্বতন্ত্র পার্টির লক্ষ্য।—"বহুদিন পর আবার সত্যযুগে ধর্মের আশ্বাস পাওয়া গেল"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

"প্র ধানমন্ত্রী হিসাবে আমি যাহা করিয়াছি, সকল বিশ্বাস এবং কার্যভার গ্রহণের সময় সর্বশক্তিমানের নিকট যে শপথ করিয়াছিলাম, তদনুযায়ীই

করিয়াছি"।—"না, এটা সাজাহান নাটকের ঔরঙ্গজেবের ডায়ালগ নয়, বলেছেন জনাব সুরাবর্দী। ট্রাইব্যুনালের সাত দফা অভি-যোগের উত্তরে জনাবের সাফাই" বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

স্ব র্ণের মূল্যবৃদ্ধির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সহকারী অর্থমন্ত্রী শ্রীসতীশ চন্দ্র বলিয়াছেন যে, স্বর্ণ "নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পর্যায়ে পড়ে না।" "পড়ে কি পড়ে না সেটা টের পাওয়া যায় মেয়ে বিয়ে দিতে আর টের পাওয়া যায় খানদানি বৌ থাকলে"—বলে শ্যামলাল।

• • •

ন য়াদিল্লীতে একটি হস্তপুস্তক গঠিত হইয়াছে এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক নির্বাচন করা হইয়াছে নাকি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে। বিশুখুড়ো সংক্ষেপে বলি-লেন—"বহুপুরাতন ভাব নব আবিষ্কার!!"

• • •

আ ই এ পরীক্ষার প্রথম দিনেই পরীক্ষার্থীরা কোন কোন হলঘরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিযোগ—পৌরবিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র নাকি খুব কঠিন হইয়াছে।—"পৌর-বিজ্ঞানটাকে আমাদের কর্তারা আজকাল "আর্ট" পরিণত করেছেন; সেই জন্যই দিক থেকে নগরের সুষ্ঠু রূপায়ণ হয়েছে সুতরাং পুরাতন পৌরবিজ্ঞান অচল আজ বলেই এর প্রশ্নমালাও উত্তরের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়েছে"—মন্তব্য করিলেন অনেক সহযাত্রী।

• • •

গৃ হভৃত্য ও পরিচারিকারা তাঁদের দাবি-দাওয়া লইয়া সম্প্রতি কলি-কাতার পথে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। —"এই সর্বব্যাপী বিক্ষোভের ঢেউটা যদি গিন্নীদের গায়ে লাগে তাহলেই হাটে হাঁড়িটি ভাঙবে" বলেন কোন এক সহযাত্রী।

• • •

"স্ম রণাতীতকাল থেকে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা সমুদ্রে মাছ না পাওয়া গেলে তামাক কুচি কুচি করে সাগর জলে ফেলে দিত" একটি বিজ্ঞাপনের উদ্ধৃতি। খুড়ো বলিলেন—মাছ না পাওয়া গেলে আমরা অবশ্য সাগর জলে তামাক কুচি কুচি করে ফেলিনে, আমরা গাঁজা কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দিই সহযাত্রীদের, সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়!!"


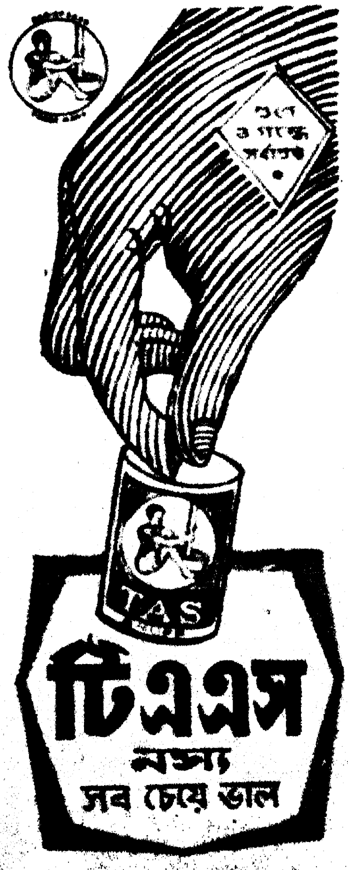

# নাসেরকে যেমন দেখেছি

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা মানুষকে নিয়ে কত-যে কথা লেখা যায়, কত-যে ভাবনা আসে, চিন্তার জট ছাড়িয়ে বেরিয়ে চলে যা আমি ভাবতেই পারছিনে। যদি না আমি মিশরে যেতাম ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে, যখন পশ্চিমের বড়কর্তারা আবদেল গামাল নাসেরকে পৃথিবীর এই সবুজ মাটি থেকে একেবারেই মুছে ফেলার আদা জল খেয়ে লেগেছিলেন।

আবদেল গামাল নাসেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তখন এতটুকু [illegible] ছিল না, ছিল না [illegible] সেই [illegible] মানুষ, আর সে যে মিশরের কি ছিল না সেটা দুনিয়াশুদ্ধ তা জানে।

[illegible] ইজিপ্টের [illegible] —তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই, তোমরা ও নাসের [illegible] নাসেরকে [illegible] করো। তোমাদের [illegible] নাসেরকে [illegible] তোমাদের [illegible] তোমরা ও তোমাদের ছেলেমেয়ে [illegible] না হলে তোমাদের [illegible] মিশরের বুক [illegible] একেবারে উড়ে যাবে। এ সব [illegible] আমার নিজের কানে শোনা।

আর শোনো কী তোমার [illegible]

কিন্তু [illegible] নাসের [illegible] মিশর [illegible] [illegible] একটা [illegible] নাসেরের [illegible] এবং [illegible] সেই মিশর [illegible] চাইছিল [illegible] কিন্তু মিশরের স্বাধীনতা [illegible] মিশরকে [illegible] ছিল না, আবদুল নাসেরের [illegible] ছিল না। মানুষ [illegible] মানুষ [illegible] হয়ে যায়নি। নাসের [illegible] মিশর স্বাধীন থাকল।

রাষ্ট্রপতি আবদেল গামাল নাসেরের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে [illegible] ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টে [illegible] থেকেই নাম লিখিয়ে রেখেছিলাম। নাসেরের প্রাইভেট সেক্রেটারির বন্ধুর টেলিফোন করলাম, [illegible] রোজ আমার কেন আর কথা হচ্ছিল না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তো কখনও এতো কাঠখড় হয় না, ওদের কেন এতো সতর্কতা?

মিশর আক্রমণের আগে [illegible] একদিন পর একেবারে রাষ্ট্রপতি নাসেরকে একদিন পাকড়াও করলাম। বললাম, [illegible] ইংরেজীতে [illegible]—[illegible]

[illegible] থেকে একটা নোটবই বের করলেন নাসের। [illegible] সবুজ পাতা। [illegible] সই করুন।

[illegible]

[illegible] সই করব কেন? [illegible] সংকোচ আমি কেন [illegible] নাসেরই আমার [illegible] আমাদের [illegible] কাছে আপনি একটা চিঠি [illegible]?

নেহরু ও নাসের

[illegible]

—[illegible]

—[illegible]

—কী হাঁ।

—[illegible]

—[illegible] একেবারেই।

—না [illegible] নয়।

[illegible] হঠাৎ [illegible] মধ্যে [illegible] সেক্রেটারিকে কি যেন বললেন। [illegible] মিলিটারী পোশাক, [illegible] ছুটে সে একটা চেয়ার নিয়ে এল। নাসের

কিছুই বললুম না, [illegible]

—[illegible] মিশর আক্রমণ করে [illegible] আপনি আপনার [illegible] মিশরের পক্ষে?

[illegible] নাসেরের সামনে আমি চুপ করে থাকলাম।

একটু পরেই নাসের আমার হাত দুটো নিজের হাতে [illegible] আমার [illegible] মিশরকে আপনি ভালবাসেন, তাই আমার [illegible] আপনি [illegible]

[illegible] ও [illegible]

[illegible] পরের দিন [illegible] একদিন সকালে

আমি যখন আবদেল গামাল নাসেরের বাড়িতে তাঁর বসবার ঘরে বসে নতুন আরব ইতিহাসের ঐ অবাক মানুষটির সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমার চোখে শুধু বারবার ভেসে উঠছিল দু হাজার বছরের মিশর, ফারাওদের থেকে ফারুক।

ইতিহাসের বই উল্টে রেখে চায়ের পেয়ালায় সচ্ছন্দে চুমুক দেওয়া যায়, কিন্তু ইতিহাসকে আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে মিশরের নতুন দিনের বুকে যা দেখলাম কিছুতেই তাকে আর মন থেকে দূরে ফেলতে পারছিলাম না। টী-পয়ে আমার সামনে রাখা চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আবার চা এল। তাও ঠাণ্ডা হল। শ্রীমতী তাহিয়া নাসের পর্দানশীন নন, তাকেই শেষ পর্যন্ত বলতে হল—চায়ে আপনার এতো বিতৃষ্ণা কেন?

কতদিন মানুষটা ঘুমোয়নি; কত সন্ধ্যা মানুষটা একটুকু বিশ্রাম করেনি; কত সকাল মানুষটা ধড়মড় করে তন্দ্রা থেকে উঠে ছুটেছে এদিক-ওদিক—সত্যিই কি মিশর আবার পরাধীন হল? হিঁয়া খোদা, বহু সাধনার ধন স্বাধীনতা হাজারো বছর পর একবার পেয়েছি, বাঁচতে চাও স্বাধীনভাবে, আমরাও যে মানুষ!

কথাটা কেমন যেন অগোছালো। তখনও আবদেল গামাল নাসেরের জানা শুরু হয় না। বললুম, কেন, এখন তো মিশর নিশ্চিন্ত, ইংরেজ ফরাসী সৈন্যরা তো চলে গেছে, এখন কেন এতো ভাবছেন?

লম্বা নাক, ছ' ফুটের বলিষ্ঠ দীর্ঘ তনু, পাজামা পরেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বললেন না ভাই, মিশরের এটাই শুরু, এবার আমাদের কাজ শুরু।

আশ্চর্য মানুষ এই আবদেল গামাল নাসের। পৃথিবীটা সত্যিই একটা নাটক-মঞ্চ, কিন্তু তবু এই নাটকের প্রধান-ভূমিকায় যাঁরা অবতীর্ণ হন তাঁদের মধ্যেও গামাল নাসের অদ্ভুত এক অদ্বিতীয় চরিত্র।

আবদেল গামাল নাসের সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ কথা পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ঐ যেদিন থেকে, যেদিন ... [illegible]

[illegible]

নয় বছর তা' [illegible] ঠিক থাকতেন মিশরের রাজধানী ও প্রধানতম বন্দরে, কিন্তু এই ঠিক থাকাটুকু একেবারে অসম্ভব হয়নি; এবং এই নয় বছরেই [illegible]

[illegible]

[illegible] হঠাৎ কেঁদে ফেললো একদিন।

[illegible]


**ফলিত জ্যোতিষ**

[illegible]

**উজ্জীবন**

[illegible]

**উজ্জীবন কার্য্যালয়**

[illegible]

চাষার মতন সরল, সবল একটা চরিত্র। চাষীর ঘরের ময়লা বিছানায় বসে গ্রামের সুখ-দুঃখের কথাবার্তা হল; বুড়ি চাষী-মা এসে নাসেরের মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরল; ছোটবেলায় হারানো মাকে গামাল আবার বুড়ি-মা ক্ষণিকের তরে ফিরে পেল।

নাসেরের মুখে একবারও কেউ শুনেছে কিনা আমি জানি না, আমি এই করেছি, আমি ঐ করেছি, আমার মতন পেট্রিয়ট কে আছে, আমি জেলে গিয়েছি—কিন্তু মানুষ নাসের যাঁকে দেখলাম, সে-মানুষ সত্যিই অতি সাধারণ মানুষ। এবং সেই কারণেই সে অতি প্রবল মানুষ, খাঁটি একজন মিশরী, দেশকে যে শুধু ভালই বাসে না, দেশের শত্রুদের (সে দেশবাসী হলেও) গুলী মেরে তার বুক ঝাঁঝরা করে দিতেও এতটুকু দ্বিধা হয়তো বা করে না।

নাসের লোকটির ঘর-বাহির এক না হলেও ঘর তাঁর কাছে ঘরই, এবং সেখানে আয়েশ-আরাম নেই। অফিসটাও তাঁর, অবাক হই, এয়ারকণ্ডিশনড্ নয়। নাসের বলেন, যতদিন না আমার চাষী ভাইয়েরা তাদের প্রাপ্যটুকু পাবে, আমি কোন্ মুখে, তাদের মাইনে-করা চাকর হয়ে, এয়ার-কণ্ডিশনড্ ঘরে আরাম করে ওদের সেবা করব?

একদিন আমি নাসেরকে শুধোলাম, আচ্ছা বলুন তো, রাজা ফারুকের মিশরে এমন কি জিনিসটি ছিল, যেটি আপনাকে সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছে?

নাসেরকে অত গম্ভীর হতে কখনও আর কোনও দিন আমি দেখিনি, যেমনটি আমি সেদিন দেখেছিলাম। আমার প্রশ্নটি তাঁর কানে পৌঁছল কিনা, সেটাও আমি বুঝতে পারলুম না। কিন্তু মুহূর্তেই তিনি যেন ক্ষেপে ফেটে পড়লেন। বললেন, ফারুকের রাজ্যে কোন জিনিসটি আমাকে দুঃখ দেয়নি? কোনটি আমায় আঘাত দেয়নি?

একটু হাসলেন তিনি। —কিছু মনে করবেন না, তিনি আমায় বললেন। একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন কয়েক সেকেণ্ড আগেই, সেটি অ্যাশট্রেতে ঘষটে দিয়ে একটা সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আর-একটা সিগারেট নিজে ধরালেন। তারপর ঘরের দেওয়ালটা লক্ষ করে দিয়ে পা মেলে যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। তাঁর ছোট্ট ছেলেটি একবার ছুটে এসে কি-যেন বলল। নাসের তাঁর দুটো পায়ের মধ্যে ছেলেটাকে চেপে ধরে আমার দিকে তাকালেন। এবার তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, জানেন, শুধু ফারুকই নয়, তাঁর আগে থেকেই আমাদের দেশে সরকারী মহলের দুর্নীতি আমার মনকে বেশী আঘাত দিয়েছে। অন্য সব কিছুরই মতন আমাদের পলিটিসিয়ানরা দেশপ্রেমের প্রতীক কিনা তাই দুর্নীতির মনোবৃত্তিও তাঁদেরই বড় বেশী ছিল। এমন দুর্নীতির তুলনা আপনি কোথাও কিছুতেই খুঁজে আর পাবেন না।

একটু থেমে নিয়ে নাসের আবার শুরু করলেন—[illegible] [illegible] প্রার্থনা করতাম, [illegible] এমন দিন [illegible], আমি যেন এই দুর্নীতির পাণ্ডা ও দেশদ্রোহী-[illegible] দূর করতে পারি।

নাসেরের উক্তিকে [illegible] অনেকেই হয়তো সত্য করবেন না, কিন্তু যাঁরাই প্রাক-স্বাধীন যুগের মিশরী ব্যুরোক্রেসীর দুর্নীতির খবর রাখেন, তাঁরাই হয়তো বা মিশর-রাষ্ট্রপতি নাসেরের উক্তিটিকে সমবেদনার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। আমি করেছিলাম, কারণ, মিশরে এমন মানুষ আমি খুঁজে কখনও কোথাও পাইনি, যে প্রাক-স্বাধীন মিশরের উপরতলার মানুষগুলোর দুর্নীতিতে হাত [illegible] দেয়নি।

এক দিক দিয়ে আবদেল গামাল নাসের স্বল্পভাষী, কিন্তু অন্যদিকে নাসের একজন উৎসর্গীকৃত কাজের মানুষ। এক-দিকে নাসের অত্যন্ত নরম মানুষ, অন্য-দিকে তিনি লৌহপুরুষ। দিনে [illegible] ঘণ্টা খাটাখাটির পরেও তাঁর পারিবারিক জীবনটি দেখবার মতন। তাঁর ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন তিনি নিজেই স্কুলে যাবার সময় গাড়িটা এগিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা একটিই। কোনো প্রকারেই দুটি নয়। মদ্যপান তিনি করেন না। জুয়া তিনি খেলেন না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] তিনি [illegible] না। বেশী কথা বলেন না। কিন্তু কথা যখন বলেন নাসের, তখন মনে হয় [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁর জীবন-[illegible] একটা [illegible] মতন সহজ, [illegible] [illegible] [illegible] না।

নাসের মিশরবাসীকে অনেক কিছুই দিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস দিয়েছেন বলে আমার মনে হল, তা হল 'আশা'। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং দেশবাসীদের সেই [illegible] দেখলে আমার মনে হল: 'Of brave New World that has such people in it.'

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[illegible]

৩০

[illegible]

সেপ্টাকে কোল থেকে নামিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল কাকলি। [illegible] 'আমার জন্যে এত ভাববার কী হয়েছে?'

[illegible]

[illegible] এমনি হয়ে [illegible] উপায় নেই। বড়-[illegible] ট্রাম-বাস ছেড়ে দিয়ে হবে একটা পাওয়া


শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত

**শ্রীগীতা**

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, তাৎ-পর্য্য ভূমিকাসহ [illegible] ব্যাখ্যা। ৫৲ টাকা।

**শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম**

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার [illegible] আলোচনা। ৪৷৷০ টাকা।

**ভারত-আত্মার বাণী**

উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ [illegible] বাণীর ধারাবাহিক আলোচনা। ৫৲ টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২



'বহুরূপ'-এ যে জীবনের সুর—
তারই [illegible]
[illegible] উপন্যাস

**প্রাক্তন ৪৷৷০**

[illegible] নতুন [illegible]

**ছাউনি ১৷৷০**

[illegible]

[illegible] নতুন [illegible]

| | |
|---|---|
| শেষ প্রান্তর [illegible] | ৪৷৷০ |
| চার প্রহর মাহমুদ আহমদ | ২৲ |
| বহুরূপ বরেন বসু | ৫৲ |
| মরিয়ম গোলাম কুদ্দুস | ৪৲ |
| বাণী গোলাম কুদ্দুস | ৩৲ |

[illegible]

সাধারণ পাবলিশার্স
[illegible] কলিকাতা ১২

'এক গ্লাস গরম দুধ আর এক প্লেট জলখাবার। জলখাবারের মধ্যে লুচি আর তরকারি আর দুটো [illegible] সন্দেশ।'

'কার জন্যে?'

'আহা, এও বুঝতে পারছেন না? ছোট বউয়ের জন্যে। চাকরি করছে বউ, মাস-মাস টাকা এনে দেবে, খাওয়াবে না?'

'ঠাকুরানী চাকুরানীকে খাওয়াচ্ছেন! এ-চাকরি টিকলে হয়?' বিদ্রূপে ঝলকে উঠল বিজয়া। 'আর এই যে বড় বউটা অসুখের থেকে উঠে এসে আবার লাগল সংসারে, তাকে কোনোদিন গ্লাসভর্তি দুধ খাইয়েছে, সন্দেশ খাইয়েছে?'

'একটা পাড়া-পড়শীও খাওয়ায়নি।' বন্দনা ফোঁস করে উঠল।

'এই একচোখোমি সইবে না।' বিজয়া গজগজ করতে লাগল।

'কিন্তু সহ্য না করে উপায় কী? দেশে ঠাকুরের হয়তো মারা গেছে, এক মাসের ছুটি নিয়েছে ঠাকুর। অল্প সময়ের জন্যে বলে বদলি জোগাড় করতে পারেনি। সুতরাং, তুমি বন্দনা, বাড়ির বড় বউ, তুমি হেঁশেলে গিয়ে ঢোকো। আপিসের ভাত দাও। সে-ভাত ছোট বউও খেয়ে যাবে।

'তুমি রোগা মানুষ, তুমি কেন রাঁধতে এসেছ?' উনুনের পাশ থেকে বন্দনাকে সরিয়ে দিল বিজয়া। বললে, 'এক বউ উনুনে পুড়বে আর এক বউ সিঁথি-খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে এ কে কবে শুনেছে?'

'এটা কেমনধারা কথা হল?' মৃণালিনী ঝাঁজিয়ে উঠল। 'তা হলে বলতে চাও অমন চাকরিটা ছোট বউ ছেড়ে দেবে? ছেড়ে দিয়ে তোমাদের খাওয়াবার জন্যে হেঁশেলে পড়ে হাঁড়ি ঠেলবে?'

'ওরে বাবা, তা কি বলতে পারি?'

'দু দশদিন পারো না তখন ঠিক সময়ে ওকে দিয়েই দাও আপিসের ভাত। নাও, সরো, তোমাদের কাউকে রাঁধতে হবে না। আমিই রাঁধব।' মৃণালিনী বিজয়ার হাত থেকে হাতাখুন্তি কেড়ে নিল সজোরে। 'কী ঘেন্নার কথা! একটা পরের মেয়ে নিজের জোরে লক্ষ্মী হয়ে উঠেছে তাই জ্বলে যাচ্ছে সকলে। ছি-ছি!'

'লক্ষ্মী বলে লক্ষ্মী!' ফোড়ন দিল বিজয়া। 'মাস-মাস দুশো টাকা!'

'বছরে চব্বিশ শো।' সেজকর্তা [illegible] বললেন। 'তারপর বছর বছর বাড়বে। এখন আবার [illegible] টাকা [illegible] কাটবে [illegible] [illegible]—সে আরো [illegible]। তারপর [illegible] বছর—'

[illegible] করতে হলে [illegible] [illegible] [illegible] মৃণালিনী [illegible] উঠল। 'এই [illegible] [illegible] তুমি [illegible] [illegible] [illegible] একটু দেখতে পারো। [illegible] [illegible] [illegible] করেছে [illegible]।'

'ওমা, [illegible] [illegible] [illegible] করে।' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বন্দনা।

'তবে সেই যে [illegible] [illegible]।'

'ওর, সে [illegible] [illegible] [illegible] কম পেয়েছে।'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তা নয়, যে বড় হয়েছে তাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বললে।

[illegible] বউ নয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মৃণালিনী। [illegible], [illegible] [illegible]।'

'আর যদি দেরি হয়, কিছু ভাববেন না—'

[illegible]

কাকলি।

[illegible]

দুজনে হাসতে লাগল একই সঙ্গে।

[illegible]

ঘুরে বাড়ে। কিন্তু যদি শরীর খারাপ হয় কি হবে?

[illegible]

[illegible]

দোকের বোকা দিয়ে তুমি [illegible]?

সারাক্ষণই একটা কথা কানের কাছে বাজতে লাগল কাকলির। সাহায্য। কথাটা মন থেকে সরে গিয়েছিল, আবার ফিরে এল জীবন্ত হয়ে। কেন, কল্পনার অসুখের সময় ও সাহায্য করেনি? এখনও করছে না? ওর আয়ে সাহায্য হবে না সংসারের? তোমার—পরস্পরের?

আমাকে সাহায্য করবে কে?

চট করে মনে পড়ে গেল বরেনের কথা। মানুষের জীবনে দুটো জিনিসই তো আছে। নিজের বিপদে সাহস আর পরের বিপদে সাহায্য।

দুপুরবেলাতেই ফোন তুলে নিল কাকলি।

'আমি কাকলি। কাকলি মিত্র।'

'আবার পদবী কেন?'

'বা, পদবীর জন্যেই তো সব।' কাকলি হাসি মিলিয়ে বললে, 'সভ্যসমাজে সম্মানের দুই পা। এক পা পদ অন্যেক পা পদবী।'

'কথা আপনি ভারি সুন্দর বলেন।'

'শুধু কথা বলে লাভ কী? চিঁড়েও ভেজে না। আসল হচ্ছে কাজ। আর আপনি কাজ করেন সুন্দর।'

'কেন, কিছু করতে হবে?' মর্ম পর্যন্ত স্পর্শ করে তুলল বরেন।

কাকলি আর কথা বাড়াল না। বললে, 'এখন আপনি ফ্রি আছেন?'

'আমি সব সময়েই ফ্রি।'

'এখন একবার আপনার ওখানে যেতে পারি?'

'আসবেন? আসুন।'

'সেই আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—'

'হ্যাঁ, সেই কথা, নতুন কথা, যে কোনো কথা হোক—চলে আসুন।' নিজেরও অজান্তে উৎসাহ যেন একটু বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ল। গলার স্বর গাঢ় এনে বরেন বললে, 'গাড়ি পাঠিয়ে দেব?'

'না।'

'কী করে আসবেন তবে?'

'হেঁটে। কতটুকুন বা রাস্তা। আর, কত হাঁটছি আজকাল।'

হেঁটে আসা মানেই দেরি হয়ে যাওয়া। যখন মন একবার বলেছে যাই, তখন যত দ্রুত বেরিয়ে পড়া যায়। হেঁটে আসা মানেই আরেকজনকে খাটিয়ে মারা। বসিয়ে বসিয়ে খাটিয়ে মারা। অকারণে দরোয়ান-চাপরাসীরও পায়ের কাছে চমকিয়ে তোলা।

হেড অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে দুপুরের বেলাই বেরিয়ে পড়ল কাকলি। দুপুরটাই ভালো। বিজিনেস-টক যখন, তখন অফিস-টাইমটাই প্রশস্ত। অফিস-টাইমের বাইরে গেলে কেমন গল্প-গল্প গন্ধ এসে পড়ে। পিঠ-তোলা খাড়া চেয়ার না এসে কেমন ঢিলে চেয়ার এসে যায়। কিছুতেই যেন কথার গুরুত্বটুকুর গাম্ভীর্য রক্ষা হয় না।

সদ্য বার হওয়া নতুন একখানা উপন্যাসের মত এসে দাঁড়াল কাকলি।

বরেন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। বললে, 'বসুন।'

[illegible] কী কথা বলে শোনবার জন্যে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাকলি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু এ অবস্থায় মন দিয়ে মুখ বন্ধ করে থাকবার তো কোনো মানে হয় না। [illegible] মুখ খুলে বললে, [illegible] কথার কোনো মূল্য [illegible] আমি খুশি হব।'

[illegible]

'যদি অপরাধ না নেন তো বলি।'

কাকলির গলার কাঁপুনিটা টের পেল বরেন।

'না, না, মেয়েদের আবার অপরাধ কী? [illegible] এদের কোনো অপরাধ নেই।'

'সে কী কথা?' কাকলি হকচকিয়ে উঠল: 'কত মেয়ে কত অপরাধে আটকেই হয় জেল খাটছে—'

'খাটুক। কিন্তু যেটা প্রেমের অপরাধ, [illegible], যেটাতে মেয়েরা নির্দোষ, নিখুঁত—আইনের বাইরে।' হেসে উঠল বরেন, সূক্ষ্ম চোখে লক্ষ্য করল, কাকলির মুখটা অনুরূপ উজ্জ্বল হল না। তাই তাকে সহজ হবার জন্যে বললে, 'কথাটার জন্যে আপনিও যেন আমায় অপরাধ নেবেন না। কিন্তু জিজ্ঞেস করছি, মধু কি আর কিছু করবে না? চাকরি করবে বলছে?'

'না, না, আমি ওর কথা বলতে আসিনি।' কাকলি উজ্জ্বল হল।

'তবে কার কথা বলতে এসেছেন?' আন্দাজ করেও ধরতে পারছে না বরেন।

'আপনার এখানে কাজ করে এই যে [illegible], তার কথা বলতে এসেছি।'

মুহূর্তে বরেন গম্ভীর হয়ে গেল। একটা পেপারওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে, 'কেন, তার কী হয়েছে?'

[illegible]

[illegible]

[illegible] দেখে এসেছি নিজের চোখে।' কাকলি বললে উদ্বিগ্ন হয়ে।

'দেখে এসেছেন? [illegible] নিয়ে গিয়ে-ছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ। নিজেই নিয়েছিল উপযাচক হয়ে, [illegible]'

'কী দেখলেন?'

[illegible]

'তবে আপনারই বা কী, আমারই বা কী?' বরেন পেপারওয়েটটা একপাশে সরিয়ে রাখলে।

[illegible] কাকলি। বললে, 'আমার কথা আপনার দয়া।'

'দয়া করা সোজা, দয়া করা কঠিন।'

'বাড়ির ছেলেপিলেদের, তোর গায়ে জামা নেই, তোর বিছানা নেই।'

'তা আমাকে কী করতে হবে?' [illegible] মত হল না, বলেই বুঝতে পারল বরেন। মোলায়েম করলে: 'তা আমাকে কী করতে বলছেন?'

'আমি বলছি না, ও বলছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি ও বলছে। কিন্তু কথাটা কী?'

'কথাটা?' চোখ নিচু করল কাকলি: 'যদি ওর কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেন। বাড়তি কাজ করছে নাকি, তারই জন্যে বাড়তি মাইনে।'


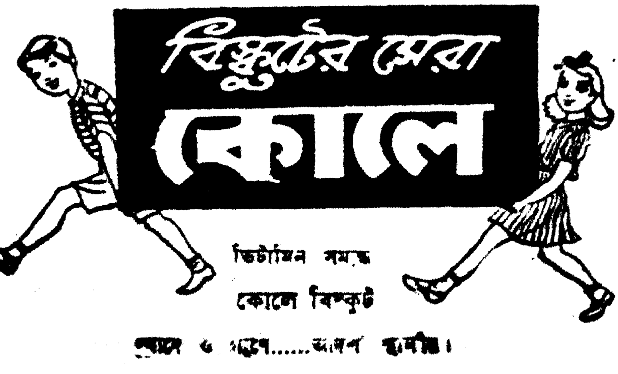

'কত ... দিতে হবে ... বলে দেখনি?'

'না।'

[illegible]

কে?'

[illegible] ... কার্তিক। ... 

না।'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল কার্তিক।

[illegible]

দীপঙ্করকে ডাকো।

দীপঙ্কর [illegible]।

[illegible] ... কার্তিক এখনো দাঁড়িয়ে নেই।

[illegible] ... দেখা, [illegible] ... কী। [illegible] ... কার্তিক ঢুকবে না, ভয় পাবে না।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... কার্তিক [illegible]।

[illegible]

[illegible] ... (ক্রমশ)

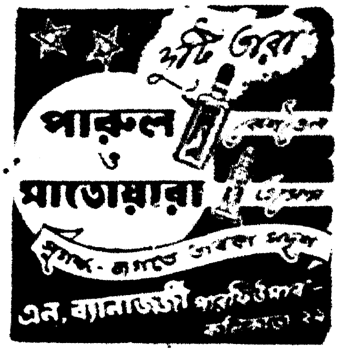

# একটি পাহাড়ী সন্ধ্যা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

জলকে ডাকলে জল পাবো—
সাড়া দেবে বনে বন-মর্মর।
না হোক, হোক না নাম—
ভাঙাটা পেরোলে গ্রাম
মেলে যদি—এর বেশী দূর কি?
ভাবছ না ভাবছ
আলো সেই নেমেছে চাইবে—
হঠাৎ আকাশখানা চোখের কাটবে :
আচমকা কালো হাওয়া উঠবে.

দলছাড়া পাইনের-বাঁকা চোখে-মুখে ফাঁকে,
সামনে কি দেখলে—কোনদিকেই দেখবে
নিবারেই হার মানে লণ্ঠন,
সরল বাতাস অবগুণ্ঠন
সেই মনে হবে এই
চাইলে কি চাইবে—
নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুমিয়ে যে নাইবে.
ভরে জল-পায়রারা ডাকবে—
বনে বন-মর্মরও থাকবে।

এ এক অবাক বন্ধু—সেই চেনা-ছায়া।
ছেঁড়া বনে ঝোঁপ-ঝাঁপা
নিয়েছে প্রকাশ
জোনাকিরা চাঁদের দীপ জ্বালায়ে—
পাথর-চূড়ো মর্মর
কত্তার কথার
কথা অনুভব চেয়েছে।

নিজের মনের ভাষায়ও—না চেনে বলে না।
সমুদ্রের বাঁশের ধ্বনি চলে না, চলে না।
কিন্তু এসে এলো
কিনারে যেতে না পেয়ে
হাওয়ায় হাওয়ায় দুলছে।
একটি পাহাড়ী সন্ধ্যা
হাসিতে মাতাল হয়—
ঘুমে দেয় সব ছুঁয়ে
শরতের প্রতিটির প্রতীক্ষে।

# সেই কথা

মৃণালকান্তি

কথা শুনি, না-বলা তোমার কথা : বৃষ্টি ঝরে
পাতা ঝরে অবিরল ধারে,
ঝিঁঝিদের ডাকে, বাউরী বেণুর ফাঁকে অফুরন্ত সুরে।
সেই কথা মনে হয়, রৌদ্রের মধ্যাহ্নের নিঃশব্দ প্রহরে—
গোধূলির সুরে ওঠে তারি প্রতিধ্বনি
সন্ধ্যাকাশের অনেক মন্দিরে।

দিনান্তের মেঘে মেঘে রঙের আঁচড়ে ফোটে কথাকলি,
সে কথা ছড়িয়ে পড়ে আশ্বিনের সাজানো রাতের শেফালি।
বৃষ্টি ঝরে, গান করে, তোমার না-বলা কথা আলো হয়ে ঘোরে,
অসংখ্য প্রতীকে প্রাণে, আদিগন্ত বাণীর চরাচরে।।

আমিষ
প্রভাত দেবসরকার

[illegible]

বাকি রইল, আর-একদিন দিয়ে দেবেন...... সামান্য দু আনা পয়সা তো!

তারপর অনেকদিন লক্ষ্য করেছে পঞ্চানন। একা-একা এলেও কোনদিন একলা আসে না মহিলাটি. যখন আসে দোকানে সম্পূর্ণমত ভিড় থাকে—মহিলাটি এসে ভিড়ের একধারে দাঁড়িয়ে থাকে। সবার আগে খাতির করে ডেকে ওর থলিতে মাংস তুলে দেয় পঞ্চানন। কি মাংস, কতখানি মাংস, কিছু আর বলতে হয় না—শুধু এসে দাঁড়াবার অপেক্ষা কেবল। দরদস্তুরও আর দরকার হয় না। বাড়তি-কমতি কিছু নেই—নির্দিষ্ট খরিদ্দার যখন, তিনি ঠিক করে দেন. হিসেবমত বার আনা পয়সা একপো মাংসের দাম।

পঞ্চানন মাথা না তুললে, টের না পেলে কোন কোনদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় মহিলাটিকে মাংসের দোকানের সামনে. কিন্তু মাংস নেওয়ার পর আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করে না। রাস্তা পেরিয়ে সোজা চলে যায় পিছন ফিরে। আর খরিদ্দারের চাহিদা মেটাতে মেটাতে কতদিন চোখ তুলে দেখেছে পঞ্চানন, পিছন থেকেও মহিলাটির যাওয়া কম সুন্দর নয়। বড় রাস্তার ওধারে রাস্তাটা কতদূর কে জানে!

ভাল করে কোনদিন আলাপ করবার সুযোগ হল না পঞ্চাননের। [illegible] যে আসবে মহিলাটি তা নয়. [illegible] যখন ভিড় থাকবে দোকানে, ঠিক সেই সময় আসবে। একটু আগে পিছে এলে [illegible] পঞ্চাননও [illegible] ব্যবহার করতে পারে—লাইন ধরে [illegible] খাতির করবে না। অথচ মুখে কোনদিন একটা বাড়তি কথা [illegible] না পঞ্চানন মহিলাটির [illegible] দুটো কথা।

[illegible] রাস্তার ওপর [illegible] মাংসের দোকান [illegible] একটা [illegible] আর একটিও নেই।

দুপুরের আগেই সব মাংস উঠে যায়, পঞ্চাননের হাত ফাঁকা। খানিকক্ষণ মাছি তাড়িয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। বিকালে তেমন সুবিধে আবার মাংস কাটবে। ছুটির দিনে সকাল-বিকাল নেই—[illegible] চলে কোথা থেকে যে সব খদ্দের এসে জোটে মাংসের লোভে—পঞ্চানন কিছু দেখ করতে পারে না, মাথার ঠিক থাকে না, হাত কাটে কি মাংস কাটে!

সেদিনও পঞ্চানন ঠিক টের পেয়েছিল। [illegible]

[illegible]

কিন্তু আজ পঞ্চাননের কি [illegible] হয়তো না [illegible] অনেকক্ষণ মহিলাটি দাঁড়িয়ে থাকবে [illegible] কি হয়েছে কে?

আজও, মহিলাটির দিক থেকে কিছু [illegible] না। এমনি ভিড় থাকে [illegible], কিন্তু আজকে যেন একেবারেই ভিড় নেই।

বড়রাস্তার [illegible] নজরে পড়ছে মহিলার [illegible] যেন কত ভারি মনে হচ্ছে [illegible] মাংস-[illegible] কী [illegible]। সারা শরীর, সমস্ত মন কেমন যেন অবশ হয়ে আসে।

এক সময় পঞ্চানন মাংস ওজন করে দিয়ে বললে, নিন, আসুন!

মহিলাটি সরে আসে। কিন্তু একেবারেই নেই। সব মাংস, সবার মাংস নেওয়া আজ


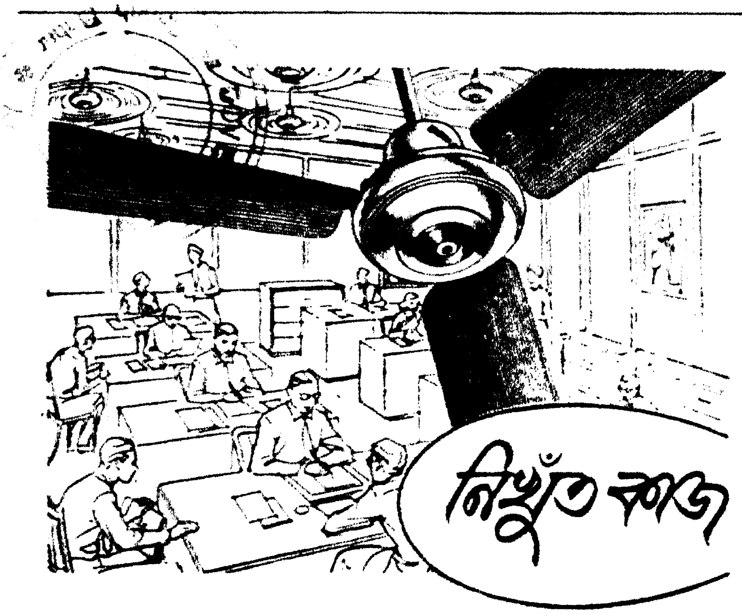


আধুনিক চেহারা ও আধুনিক নক্সার উষা ডি-লুক্স ফ্যান দীর্ঘদিন ধরে নির্ভুল কাজ দেবে। ডি-লুক্স মডেলের অতুলনীয় চেহারা আধুনিক গৃহসজ্জার শোভা বাড়াবে।
• বেকড এনামেল ফিনিশ—দীর্ঘদিন চকচকে থাকে • ডাবল বল-বেয়ারিং লাগানো বলে নিঃশব্দে ঘোরে আর কাজও দেয় অনেকদিন • অল্প বিদ্যুৎখরচে অনেক বেশী হাওয়া হয় • ৬০", ৫৬", ৪৮" ও ৩৬" মাপে এ. সি.-তে পাওয়া যায়
[illegible]

আজই আপনার স্থানীয় উষা বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করুন।

উষা
বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্যান
জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

শেষ হয়ে গেছে। মাইহলাটি চিন্তিত বোধ হয়।

[illegible]

কেন?

[illegible]

[illegible] সত্যি! নাকি লোকটি রহস্য করছে?

[illegible] হাতের মুঠোয় চেপে ধরে মাইহলাটি বললে, সবাই ঐ দাম দিয়েছে?

আরো হেসে পঞ্চানন বললে, সবার সঙ্গে আপনার তুলনা!

[illegible]

দেখা যাচ্ছে তার খেয়াল তো উনি করেন নি

গ্রন্থমের নতুন বই

দোল পূর্ণিমায় প্রকাশিত

প্রতিভা বসুর

## প্রেমের গল্প

প্রসাধনগুণে এবং প্রসাধন পারিপাট্যে একটি মনোমুগ্ধকারী সংকলন।

[illegible]

[illegible] ৫৭-৩৩৫৮ [illegible] দেবী, পাহাড়পুর [illegible]

কোনদিন? তার কেনার সম্বন্ধে বাধে নি? দিক না দেখি সেই সব বাড়িতে মাসে কেমন! খেয়াল আছে, হিসাব করলে কত পয়সা পাওনা হয় পঞ্চাননের?

বোঝে না কি, সব বোঝে পঞ্চানন—ওপর চালাকি! মাংসওলা বলে খোদ্রা! ঠিক আছে!

মাংস কাটা বন্ধ-পাতিগুলোয় মাছি কামড়ে ধরেছে, শিকের মাথায় মাছির চাক, মাজা যেন। মত্তের দাগে সিমেন্টের লাল হয়ে গেছে। মরমর আঁশটে গন্ধ। গা গুলিয়ে উঠলো পঞ্চাননের। এই ভাবটা থাকবে যতক্ষণ নাওয়া-খাওয়া শেষ না করবে; মাথা ঝিম্ ঝিম্!

ভদ্রলোকের ছেলের এসব কারবার করা উচিত নয়। কিন্তু মাংস বাদশাহী! কিন্তু উপায় কি? ভদ্রলোকের ছেলে বলে দু'বেলা আর পেট ভরিয়ে খাবে না। যা হোক করতেই হয়। যা দিন-কাল পড়েছে! লোকাবটা পোষাইলে বলে শুধু দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ দেখেনি। ভদ্রলোকের ছেলে! মনে মনে হাসি পায় পঞ্চাননের। সাধুতা-দুর্নীতি—কেন ভাগে যা দেখলো তাতে ভদ্রলোকের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। সব সমান। কারুর কাছে ভদ্র-অভদ্র কিছু নেই। নতুন করে লেখাপড়া শিখতে হবে অ-আ-ক-খ ধরে গিয়ে! মাংসওলা বলে লেখা? কিছু—পঞ্চানন গ্রাহ্য করে না!

তবু দোকান বন্ধ করে পঞ্চানন বাড়ীর দিকে হওনা দিল না আজ। [illegible]

[illegible]

উপলব্ধি করা যায়। গৃহ-কর্তা বাঁহলা।

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা
একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার
উপক্রমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে যাবতীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনির্ণয়, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্বন্ধে তথ্য, ভেষজ-লক্ষণ সংগ্রহ, রেপার্টরী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ ভিটামিনের বা জীবনীর রহস্য এবং মল-মূত্র-রক্ত পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ নঃ পঃ মাত্র।
এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৸৹ আনা। ডাঃ মাঃ পাইকারী দর পৃথক।
দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

স্নিগ্ধ রাখবার জন্যে
POMPEIA
LOTION
ইন্টারন্যাশনাল ক্যাকাইসেস প্রাইভেট লিঃ, ভার্লি, বোম্বাই-১৮

জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই?

[illegible]

প্রকাশক : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

জীবন-জিজ্ঞাসা

[illegible]

সায়ম্

[illegible] ৪.০০

স্ট্যালিন

[illegible] ২.০০

মার্ক্সবাদ

[illegible] ৩.০০

চিত্র-চরিত্র

[illegible]

পরিবেশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী

[illegible]

মাংস কিনতে আসতো, এখনো সুন্দর মনে হচ্ছে বাড়ির দোরগোড়ায়, বিনা প্রসাধনে। হাঁক মিটিয়ে দিচ্ছে।

অবাক হয়ে পঞ্চানন বললে, দাম তো পেয়ে গেছি!

হেসে মহিলাটি বললে, না, ঝগড়া করছি, পয়সা দিইনি!

পঞ্চাননও হাসলে। অপরাধীর মত বললে, অন্যকে দাম বড় বেশী ছিল। আমারই দোষ!

মহিলাটি বললে, দোহগুণ জানি না, পয়সাটা নাও! আমার ঋণ থাকে কেন।

পঞ্চানন বললে, এখন থাক। আর একদিন দেবেন। কি ভেবে মাংসের ঝুড়িটা উঁচু করে দেখালে পঞ্চানন। [illegible] মাথায় করে নিয়ে চলেছে।

মহিলাটি বললে, বিক্রি হয় নি? অত মাংস কে খাবে?

পঞ্চানন বললে, এখন সস্তা করে দেব। জানাশোনা খদ্দের আছে নাকি আপনাদের পাড়ায়?

আশ্চর্য মহিলাটি কিছু মনে করলেন না। পঞ্চাননের [illegible] মাংস বিক্রির খদ্দের দেখে দিতে বললে [illegible] হবে।

ডেকে নিয়ে নিজের ঘরে বসালে পঞ্চাননকে, বললে, বস আমি খবর পাঠাচ্ছি বাবা নেবে।

বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মহিলাটি। পঞ্চানন একলা বসে রইল। ঘরের ভিতরটা চোখ চেয়ে স্পষ্ট করে দেখলে, [illegible] করে সাজানো ঘরটি। [illegible] ওপর [illegible] একটি মূর্তি রয়েছে, নিশ্চয় কি [illegible] দেখা যায় না। একধারে [illegible]: [illegible] ড্রেসিং টেবিলের [illegible] ওপর ছাড়া-জামা পরটা, [illegible]।

রোজ মাংস কে খায় [illegible] বুঝতে পারে পঞ্চানন। ঐ [illegible] মাংসের বরাদ্দ ওর জন্যে! কি সম্পর্ক ওর সঙ্গে মহিলাটির? স্বামী-স্ত্রী? কি জানি [illegible]! ঐ [illegible] এত! [illegible]

# ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ গ্যারান্টি উপকারের [illegible] নাক ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও [illegible] সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া ফোন: ৬৭-২০৫৯ শাখা: ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)

নিজের চেহারা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বড় সচেতন হয়ে পড়ে পঞ্চানন—হায় একটা আয়না নেই?

যেন এক ঝাঁক পায়রা এসে ঘরে ঢুকলো। ফর্-ফর্ করে শব্দ হচ্ছে। পঞ্চানন তাকিয়ে দেখে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] এমনি। সব মেয়েরাই এমনি। [illegible] পঞ্চাননের [illegible] এমনি [illegible] [illegible] [illegible] কাণ্ড!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একদিন [illegible] পঞ্চানন [illegible] আর কোনদিন [illegible] একদিন [illegible] নিজের [illegible] পঞ্চাননের [illegible] মাংসের ঝুড়িটা [illegible] [illegible] পারে। [illegible] ভালবাসা [illegible]।

মাংসগুলোর [illegible] দরকার নেই। [illegible] [illegible] [illegible] রোজ মাথায় করে মাংস বয়ে নিয়ে যেতো

হয়ে। [illegible] পঞ্চাননের। [illegible] মাংসের দরজায়, [illegible] একটা লোক [illegible] একলা [illegible] [illegible] ঘুরিয়ে [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] মহিলাটি [illegible] [illegible] দুটি?

[illegible] [illegible] [illegible] মাংস [illegible]। [illegible] [illegible]।

পঞ্চানন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আর [illegible] এসে সে [illegible] করে নি।

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১৪)

লক্ষ্মীদির চিঠিগুলো [illegible] একজনকে দিয়ে আসার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ ছিল। লক্ষ্মীদির [illegible] লক্ষ্মীদির [illegible], লক্ষ্মীদির [illegible] সব কিছুই দীপঙ্করের [illegible]। লক্ষ্মীদি যেন দীপঙ্করকে এক নতুন [illegible] দিয়েছে। [illegible] যেন এক নতুন উন্মাদনা এনে দিয়েছিল লক্ষ্মীদি। [illegible]

[illegible] একদিন সতী এল।

কিন্তু কী [illegible] সেই সতী [illegible] আবার [illegible] অনেক দিন [illegible] দীপঙ্কর অনেকদিন ভেবেছে দীপঙ্কর আর লক্ষ্মীদির কথা ভাববে না। [illegible] বলেছে—কীরে, ওদের [illegible]?

—কাদের?

—ওই [illegible] বাড়ির [illegible] মেয়েদের? যাদের সঙ্গে তোর অত ঝগড়া-ঝাঁটি?

কথাটা শুনেই ভালো লাগেনি দীপঙ্করের। কিরণের কথাটার মধ্যে ইঙ্গিতটা ঠিক সুখবোধক নয়।

বললে—ওদের সঙ্গে আর আমার ভাব নেই—

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—কেন রে কী হলো আবার?

দীপঙ্কর বলেছিল—না, ওরা বড়লোক—আজকাল বড়লোক হওয়াটা ওদের বড় অপরাধ নয়। দীপঙ্করের মনে হতো, সে তো ওদের কাছে তার কলেজের মাইনে, বই কেনবার টাকা চাইতে যাচ্ছে না। [illegible]

কিরণ বলেছিল—বড়লোক বলেই তো [illegible] বড়লোকদের [illegible] নোটের-পর-নোটের টাকা [illegible] দুই একেবারে হয় না, তেমন না কী হবে—

[illegible] অনেকবার ভাববার পর দীপঙ্কর [illegible] বলতে গেলে কিন্তুই [illegible] জোর করে—

সতী যেন ছিল না বাড়িতে। দীপঙ্কর জানতো সে সময়ে সতী থাকে না। [illegible] লক্ষ্মীদির কলেজের গাড়িটা [illegible] একেবারে [illegible] বাজায়। দীপঙ্কর তৈরি ছিল। লক্ষ্মীদি বাড়িতে ঢুকেছিল, দীপঙ্কর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি ডাক শুনেই পেছন ফিরেছে। বললে—দীপু? কীরে?

—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে লক্ষ্মীদি।

—কথা আছে তো ভেতরে আয় না।

দীপঙ্কর বললে—তোমাকে একলা বলবো—কারোর সামনে বলতে চাই না।

লক্ষ্মীদি হাসলো। বললে—কেন রে! [illegible] গোপন কথা বুঝি?

—না, তোমার বোনের সামনে বল[illegible] চাই না—

—কেন? সতী কী করলো তোর?

—তোমার ছোট বোন আমাকে দেখ[illegible] পারে না!

—কী করে বুঝলি তোকে দেখ[illegible] পারে না?

—কী জানি! তোমার সঙ্গে যেদিন [illegible] বলি বলে রাগে। কিন্তু আমি [illegible] কিছুই বলিনি কোনওদিন, অথচ আমা[illegible] দেখলেই গম্ভীর হয়ে যায়। সেই জন্যে [illegible] অনেকবার ভেবেছি তোমাদের বাড়িতে [illegible] আসি না। অথচ তোমার কাছে আস[illegible] [illegible] তোমার বেশ [illegible] ভালো—

—তা আমি বুঝি সতীর [illegible] জানো?

দীপঙ্কর হাসতে পারে। কিন্তু কথা[illegible] পারলে না মুখ ফুটে। তারপর লক্ষ্মীদি[illegible] বললে—আয়, তোকে আর সতী এ[illegible] নেই বাড়িতে—কী কথা আছে তো[illegible] শুনবো।

ওপরে লক্ষ্মীদি পড়ার ঘরে নিয়ে[illegible] [illegible]। দীপঙ্কর ভেবেছিল, কেমন করে লাইব্রেরী[illegible] [illegible] কথাটা পাড়বে। একখানা রঙিন-[illegible]

[illegible] দিয়েছিল কিরণ। ওই কালীঘাট তরুণ লাইব্রেরীর রসিদ বই। প্রবাহ স্টোল্ল ছাপানো। কথাটা পাড়তে কেমন দ্বিধা হচ্ছিল। দু টাকা চাঁদা চাইতেও কেমন লজ্জা হচ্ছিল। দু টাকা কি সোজা কথা! দু টাকা না হলে এক টাকা। কিরণ বলে দিয়েছিল—আর যদি এক টাকা না দিতে চায় তো আট আনা. আট আনাই সই—আট আনা দিতে চাইলেও ছাড়বি না—দু'খানা করে বই পাবে দিনে—তাহলে বলে বোঝাতে বলতে পারবি তো, না চাঁদার বদলে কেবল সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে যাবি?

লক্ষ্মীদি একটা শাড়ি আর সেমিজ নিয়ে বাইরে গেল। বললে—তুই বোস, আমি আসছি—

কিরণ বলেছিল—যে-কোনও রকমে মেম্বর ওদের করতেই হবে দীপু—আর তুই যদি না পারিস তো আমাকে নিয়ে যাস সঙ্গে করে, আমি ঠিক মেম্বর করে দেব ওদের—সব্বাইকে মেম্বর করবার আছি! ব্যবসা নিয়েই পারিস, সব্বাইকে তো আমিই মেম্বর করালুম—তারপর তোকে প্রেসিডেন্ট করে দেওয়া কী আমার—

লক্ষ্মীদি ঘরে এল। বললে—চা খাবি?

চা? দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সাড়ীটা লক্ষ্মীদিকে বেশ দেখাচ্ছে। শাড়িটা বদলে পরেছে। পরে আয়নার সামনে গিয়ে পাউডার বুলিয়ে এসেছে। চুলটা খোঁপাটা ঠিক করে নিয়েছে। না, হঠাৎ সামনে গিয়ে দীপঙ্করের কিরণের কথাটা মনে পড়লো। সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে যাবে না যেন। বড়লোক বাবা, তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে, পটিয়ে-পাটিয়ে কাজ আদায় করতে হবে। কিরণকে ভুললে চলবে না।

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ খাবো—

বংশী এক কাপ চা এনে দিয়েছিল। লক্ষ্মীদি সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে—আর এক কাপ নিয়ে আয় রে বংশী—দীপুও চা খাবে আজ—

বংশীও অবাক হয়ে গেল। বললে—দীপুবাবু, চা খাও তুমি?

দীপঙ্কর বললে—খাই না, শুধু আজ খাবো—

লক্ষ্মীদি বললে—আমার কথায় চা খাচ্ছে ও—

বংশী আবার চা দিয়ে গেল। কিরণ বলেছিল চা মানে কুলীর রক্ত। কিন্তু তোর কুলীর রক্ত। হয়ত কিরণ শুনলে রাগ করবে। ওই কালীঘাট তরুণ লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট হয়ে কেন সে চা খেলো? কিন্তু সেদিন লক্ষ্মীদির সঙ্গে এক টেবিলে পাশাপাশি বসে চা খেতে তার খুব ভালোই লেগেছিল। পরে জীবনে অনেকবার এই তার প্রথম চা খাওয়ার কথাটা মনে পড়েছে। চা খাওয়ার জন্যে নয়—কিন্তু লক্ষ্মীদির আদরের জন্যেই চা খাওয়াটা তার স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল, সেদিন সে চা খায়নি, বিষ খেয়েছিল। সক্রেটিসের মতন হেমলক খেয়েছিল দীপঙ্কর। কিন্তু সক্রেটিসের মতন সে বলতে পারেনি—

**Be hopeful then, gentlemen of the jury, as to death: and this one thing hold fast, that to a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well being —**

লক্ষ্মীদি হঠাৎ বললে—চা কেমন লাগলো রে তোর দীপু?

দীপঙ্কর বললে—খুব ভালো, লক্ষ্মীদি—

—কেন? তবে যে চা খাস না তুই?

দীপঙ্কর বললে—তোমার সঙ্গে বসে খাচ্ছি বলে বোধহয় ভালো লাগছে এত—অন্য কারুর সঙ্গে খেলে হয়ত এত ভালো লাগতো না—

লক্ষ্মীদি হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুই তো বেশ কথা বলতে শিখেছিস দেখছি—when my Daisy sits by me I need no sugar in my tea—কী বল?

একদিন [illegible] শিখিয়েছিল লক্ষ্মীদি, সে অনেকদিন আগেকার কথা। সেদিন সে [illegible] দীপঙ্কর [illegible] পারেনি। সেদিন [illegible] হয়েছিল [illegible] তারপর অনেকবার দেখেছে লক্ষ্মীদিকে, অনেকভাবে দেখেছে [illegible] —এখন আর সময় নেই না। দীপঙ্কর [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] নিঃশেষ করে দিলে।

তারপর বললে—তোমার [illegible] [illegible] এখুনি এসে পড়বে না তো?

—কেন? সতীকে [illegible] ভয় হয় কেন তোমার?

দীপঙ্কর বললে—ভয় নয়, কেমন যেন আমাকে পছন্দ করে না মনে হয়—

—কেন? তোকে কিছু বলেছে?

দীপঙ্কর বললে—বলেনি কিছু, আমার দিকে অমন করে চায় কেন? সেদিন বাড়িওয়ালীর [illegible] বাড়িতে দেখে তাই মনে হলো—

লক্ষ্মীদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—বাড়ীটা, সে আমার জন্যে—

—তোমার জন্যে? কেন? তোমার জন্যে আমাকে অপছন্দ করবে কেন?

লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। মুখটা যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। লক্ষ্মীদি যেন হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেল। লক্ষ্মীদি চোখ নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগলো। দীপঙ্কর সেই দিকে চেয়ে কিছু বুঝতে পারলে না। হঠাৎ কী এমন ঘটল, যার জন্যে অমন গম্ভীর হয়ে গেল লক্ষ্মীদি।

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো তোমার লক্ষ্মীদি—?

—সে তুই বুঝবি না ভাই—বড় হলে বুঝতে পারবি—

দীপঙ্কর বললে—তুমি বলো না, আমি বুঝতে পারবো ঠিক—আমি তো এখন বড় হয়েছি—

—না রে, তুই বুঝবি না সব—

তবু লক্ষ্মীদি আবার দীপঙ্করের মুখের দিকে চাইলে। বললে—জানিস, কেউ আমায় বুঝতে পারে না, আমার বাবাও আমাকে বোঝে না, সতীও আমাকে বোঝে না—মা বেঁচে থাকলে হয়তো বুঝতো—

[illegible] লক্ষ্মীদি [illegible] [illegible] [illegible] মুখ থেকে [illegible]। তারপর লক্ষ্মীদির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। দীপঙ্কর কী করবে বুঝে উঠতে পারলে না। লক্ষ্মীদি কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্করের লক্ষ্মীদির এমন [illegible] [illegible] [illegible] পারেনি দীপঙ্কর। লক্ষ্মীদি তাকে [illegible] লক্ষ্মীদি তার [illegible] [illegible]। লক্ষ্মীদি তাকে [illegible] [illegible] কিন্তু লক্ষ্মীদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দীপঙ্কর [illegible] লক্ষ্মীদি [illegible]

লক্ষ্মীদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মীদিরও [illegible] [illegible] দীপঙ্করের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] কিন্তু লক্ষ্মীদির যে [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দীপঙ্কর [illegible] [illegible] লক্ষ্মীদি [illegible] [illegible]

লক্ষ্মীদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চোখ দুটো [illegible] [illegible] [illegible] একবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুই [illegible]

লক্ষ্মীদি [illegible] [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] যে ভুলে যাবে [illegible] [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তার [illegible] [illegible] [illegible] উপরে [illegible] [illegible] [illegible] বাড়িতে [illegible] [illegible] মানুষের আর প্রকৃতির [illegible] সে এই ধর্মী হয়ে বসেছে। সকাল [illegible] [illegible], দুপুরে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] কাক, [illegible] [illegible] [illegible] কালীঘাটের [illegible] পুকুর আর পুকুরের ওধারের [illegible] [illegible] যেন [illegible] এতদিন

আকর্ষণ করে এসেছে। হয়ত দীপঙ্করের উপস্থিতের তা ইচ্ছা নয়। হয়ত সেই জন্যেই মানুষের কাছে এত আঘাত পেয়েছে। হয়ত সেই জন্যেই মানুষের কাছে এত ভালবাসাও পেয়েছে। আঘাত আর হাসি-কান্না, দুঃখ আর আনন্দ, অপমান আর সম্মান—এই সমস্ত দিয়েই তো সে দীপঙ্কর হয়ে উঠেছে। কে তার নাম রেখেছিল, কে জানে! তার নামের সঙ্গে তার এই সত্তার দিক কি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

একদিন বড় হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আমার নাম কে রেখেছিল মা?

মা বলেছিল—কে আবার রাখবে, আমি!

—তা এই নাম থাকতে দীপঙ্কর নাম রাখতে গেলে কেন তুমি?

মা [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্করের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তুই [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্কর।

[illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্কর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] লক্ষ্মীদির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপঙ্কর। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্মীদি [illegible] [illegible]। বললে—[illegible]—

দীপঙ্কর বললে—কী?

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] বলেই সব [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] না [illegible] পারে।

—কিন্তু তুমি যে আমাকে কিছুই বলোনি লক্ষ্মীদি।

লক্ষ্মীদি বললে—[illegible] বলতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পেয়েছে, জানিস্, তুই না থাকলে আমি [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]—

—কিন্তু কী হয়েছে বলো লক্ষ্মীদি।

লক্ষ্মীদি হঠাৎ [illegible] হয়ে [illegible] বললে। বললে [illegible] [illegible] তো তুই দেখেছিস—

—শম্ভু? শম্ভু যে লক্ষ্মীদি?

—ওই যে [illegible] [illegible] তো শম্ভুর সঙ্গে [illegible] [illegible], শম্ভু বলেছিল যে আমাকে—

—[illegible] [illegible]?

—হ্যাঁ, যাকে তুই আমার চিঠি দিয়ে আসিস, জানিস আমার জন্যে ও সব করতে পারে, আমি বিষ খেতে বললেও বিষ পর্যন্ত খেতে পারে, আমার জন্যে ও কী-ই না করেছে! নিজের সংসার, নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিজের ব্যবসা-টাকা সব ছেড়ে দিয়েছে! আমি কলকাতায় এসেছি, ও-ও বর্মা থেকে সব ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে—অথচ—

—অথচ?

লক্ষ্মীদি বললে—অথচ আমার কী-ই বা করার আছে! ও এখানে কত কষ্ট পাচ্ছে, কত দুঃখ, আমার জন্যেই ও সব করছে, আর আমি? আমি ওর তুলনায় কী? ওর তুলনায় আমি কতটুকু? আমি ওর জন্যে কতটুকু করতে পেরেছি? একদিন আমার খবর না পেলে ও রাত্রে ঘুমোতে পারে না—ওর ঘুম হয় না রাত্রে—

—কিন্তু

বলতে গিয়েও দীপঙ্কর কিছু বলতে পারলে না। একটু থেমে গেল। লক্ষ্মীদির চোখ দুটোও তখন ছলছল করছে।

লক্ষ্মীদি আবার বলতে লাগলো—কত লোক ওকে কত ঠকিয়েছে, বলেছে—তুমি এক ভাগে লক্ষ্মী আর এক ভাগে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই! আমিও [illegible] [illegible] ওকে [illegible] [illegible], কিন্তু কিছুতেই আমাকে ভুলতে পারে না। সেই [illegible] থেকে [illegible] এসেছে—সেই খবর পেয়েছে আমার কলকাতায় আসার, দিয়েছে [illegible] লুকিয়ে লুকিয়ে ও-ও [illegible] এসেছে এখানে—

দীপঙ্কর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। লক্ষ্মীদির দিকে চেয়ে শুধু চুপ করে বসে রইল।

তারপর একটু থেমে বললে—তাহলে কী হবে এখন?

লক্ষ্মীদি বললে—আমিও তো ওকে তাই বলি—এখন কী হবে? অথচ আমারও এমন একটা হয়েছে, ওকে না দেখলে থাকতে পারি না—একদিন খবর না পেলে খারাপ লাগে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু কাকাবাবু যদি জানতে পারে এসব?

লক্ষ্মীদি বললে—কাকাবাবু যে সব জেনে গেছে।

—জেনে গেছে! আর কাকিমা?

—সবাই জেনে গেছে, সতীও জেনেছে। আমার বাবাও জেনে গেছে, তাই তো কাকাবাবুর সঙ্গে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে দূরে গেলে হয়ত সব ভুলে যাবো—তাই তো এত জায়গা থাকতে এই কালীঘাটে [illegible] মধ্যে এসে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে—

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল কথাটা শুনে। লক্ষ্মীদির যেন হঠাৎ আর-এক রূপ ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

লক্ষ্মীদি বললে—এই দেখ্ না, আজ দেখা হবার কথা ছিল কলেজের সামনে, কিন্তু কলেজ আজ ছুটি হয়ে গেল, বাধ্য হয়ে বাড়ি চলে এলাম, আর দেখা হলো না—লোকটা হয়ত আমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি জানি, তারও দুঃখ হয়েছে খুব—

দীপঙ্কর বললে—কী করে জানলে দুঃখ হয়েছে?

লক্ষ্মীদি বললে—সে তুই বুঝবি না—জানা যায়—

দীপঙ্কর কিছুক্ষণ ভেবে বললে—কিন্তু এটা কি ভাল কাজ করছো তুমি মনে করো লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি বললে—এটা ভাল কাজ তা কি আমি বলছি? আমি তো জানি এটা খারাপ—সেই জন্যেই তো লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে চিঠি পাঠাই, লুকিয়ে লুকিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি—

দীপঙ্কর বললে—তুমি আর চিঠি দিও না লক্ষ্মীদি—মিছিমিছি কী হবে সকলের মনে কষ্ট দিয়ে, তোমার বাবাও কষ্ট পাবেন শুনলে, কাকাবাবু, কাকিমা সবাই কষ্ট পাবে—! তুমিও মনে সুখ পাবে না, শেষে—তোমার কষ্ট দেখলে আমারও কষ্ট হবে—

লক্ষ্মীদি উদাস হয়ে উঠলো। বললে—আর চিঠি না দিলে, দেখা না করতে পারলে আমি একদিনও বাঁচবো না—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল লক্ষ্মীদির কথা শুনে। কিছুতেই বুঝতে পারলে না এ কেমন জিনিস।

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD
ANGLO-BENGALI
DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.P.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

বললে—এই যে বাবার সঙ্গে তোমার এতদিন দেখা হয়নি—সে জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?

লক্ষ্মীদি বললে—দূর, তুই যে মুখ্যুর মত, বাবার সঙ্গে দেখা না হলে কষ্ট হবে কেন?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমার মা'র জন্যে খুব কষ্ট হয় দিদি, মনে হয়, মাকে একদিন না দেখতে পেলে বোধহয় মরে যাবো—

লক্ষ্মীদি বললে—সে অন্যরকম কষ্ট, আর এ অন্যরকম—এর কষ্টের মধ্যে আনন্দও আছে যে—এ আনন্দ মেশানো একরকম কষ্ট—

আনন্দ মেশানো কষ্ট! দীপঙ্কর কিছুই বুঝতে পারলে না। অদ্ভুত লাগলো কথাটা।

লক্ষ্মীদি বললে—যা, এখন তুই যা দীপু, হয়ত সতী এখনি এসে পড়বে—

দীপঙ্কর যাবার জন্যে মুখ ফিরিয়েছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—আজ তোকে অনেক কথা বললুম—কাউকে যেন বলিসনে,

---


# সিল্কের রূপকথা

কিম্বদন্তী যে ৫০০০ বছরেরও পূর্বে সি লিং সি নামে চীন দেশের এক মহারানী এই মনোহর সুতো আবিষ্কার করেছিলেন আর তাঁর নাম থেকেই সিল্ক কথার উৎপত্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সিল্ক তৈরীর ব্যাপারটি রহস্য হয়ে চীন দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দূর দেশ দেশান্তরে এর ছিল রপ্তানী। আর এর মনোহর সৌন্দর্যতার জন্য রাজা মহারাজাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্ত্র হয়ে উঠেছিল।

শিল্পবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সাথে সাথে এই সিল্ক এবং এর নবতম সংস্করণ, রেয়ন—এখন সকলেরই সামর্থের মধ্যে। আমাদের মিলে কয়েক শতাধিক তাঁত দিবারাত্র গজের পর গজ এই সিল্কের কাপড় বুনে চলেছে··· দেশের ও দশের সেবায় রোহিতের আর একটি দৃষ্টান্ত।

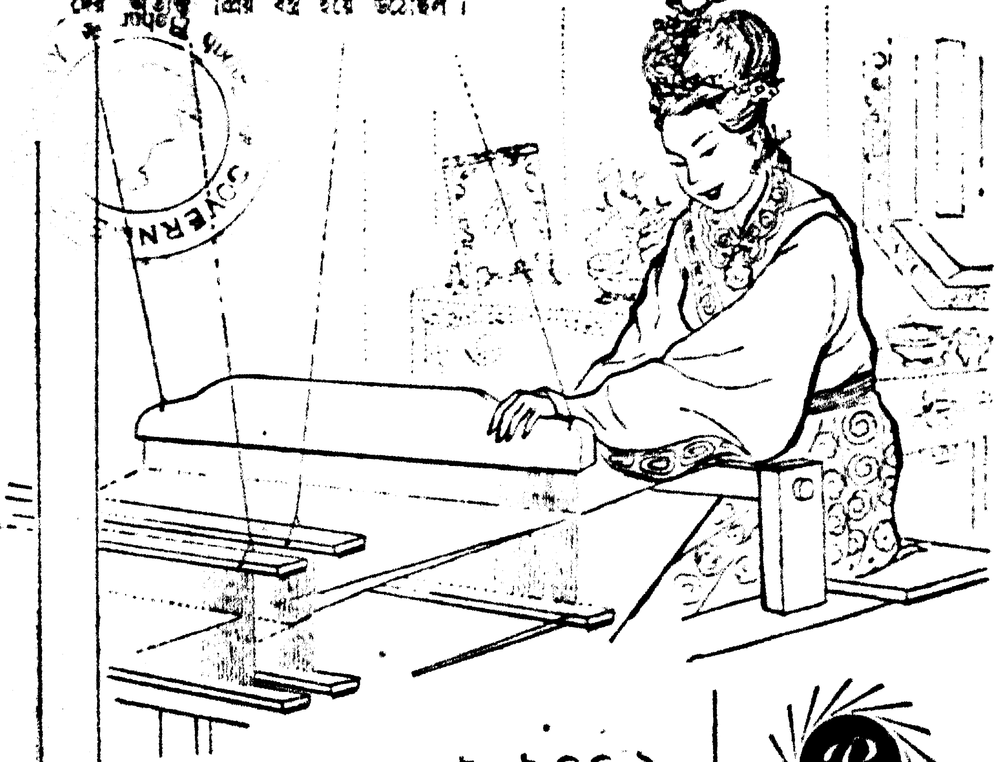

বিপিন সিল্ক মিলস্ কোং প্রাইভেট লিমিটেড

বোম্বে

একটি রোহিত গ্রুপের উদ্যোগ

রয়েছে, সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার— বলিস না তো?

দীপঙ্করের কানে লক্ষ্মীদির কথাটা যেন ঢুকলো না। বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি, চিঠিতে তোমরা এত কথা কী লেখো?

লক্ষ্মীদি বললে—কেন, তুই পড়িস নাকি?

—না, আমি পড়তে যাবো কেন।

—না, খবরদার পড়িস না যেন। তোকে আমি বিশ্বাস করি বলেই তোর হাতে দিয়ে চিঠি পাঠাই। তোকে ছাড়া এ-বাড়িতে আর কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বলিস না যেন কাউকে।

এ-কথাটাও যেন দীপঙ্করের কানে গেল না।

হঠাৎ বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি, তোমরা যখন লুকিয়ে থাকো তখন কী কথা বলো?

লক্ষ্মীদি বললে—ওমা, আমি যে-কথা বলছি সে-কথা তোর কানে গেল না—খালি অন্য কথা জিজ্ঞেস করছিস—

দীপঙ্কর বললে—না বললে না, কাউকে বলবো না।

—তুই [illegible] বলবার নেই—

দীপঙ্কর চুপ করে রইলো। হঠাৎ লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁরে, তুই যে কী কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলি? আমি আবার ভুলে গিয়েছি।

দীপঙ্কর [illegible] কী যেন একটা কথা বলবার ছিল। খুব জরুরী কথা। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। কোন কথা বলতে এসেছিল সে, কী সে কথা, তা সত্যিই মনে এল না।

লক্ষ্মীদি বললে—আচ্ছা [illegible] তোর [illegible]—হ্যাঁ, [illegible] তুই কী করবি?

দীপঙ্কর বললে—কিরণ যে বিপ্লবী হবে বলছে—কিরণ তো [illegible] না—আমার কথা—কিন্তু কিরণের বাবার [illegible] আমাদের [illegible] লক্ষ্মীদি, এক-[illegible] সেই [illegible] আমাদের [illegible]—[illegible]

লক্ষ্মীদি বললে—ও এতিম—আমারও [illegible]—আমার [illegible] তোর [illegible] আছে কিনা, তাই তোকেও পাঠিয়েছে—

—তা আমি বলতে পেরেছি, দেখতে তো যে আমি কতদিন চিঠি দিয়েছি, কোনো নেই, দ্বিধা নেই, ঘুম থেকে উঠেই তোর চিঠি দিয়ে—তাই খাওয়ালে আর কি—মিস্টার লাহার খুব ভালো, জানো লক্ষ্মীদি—অনেক কথা বললে আমাকে, বললে শরীর ভালো হয়ে পরলে কিছু নেই। মিস্টার লাহারও একদিন নাকি খুব শরীর ছিল—

লক্ষ্মীদি বললে—তুই আর কতটুকু দেখেছিস ওর—আমি জানি ও কত ভালো—

—কিন্তু ওকে আসতে বলো না কেন এ-বাড়িতে? লুকিয়ে দেখা করেই তো সবাই পছন্দ করে না—

—তা হয় না রে, অনেকবার অনেক চেষ্টা করেছে ও, আমার বাবাকে তো চিনিস না তুই—

কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষ্মীদি থেমে গেল। বাইরের দিকে চেয়ে কী যেন দেখলে একবার।

দীপঙ্কর বললে— থামলে কেন, বলো—

লক্ষ্মীদি বললে—কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে—

লক্ষ্মীদি উঠে বাইরে দেখতে গেল। সব চুপচাপ। এসেছিল [illegible] খানিক পরে এসে [illegible] বললে—না, কেউ নয়—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তুমিও সত্যিই তো ভয় পাও লক্ষ্মীদি—

—ভয় করবে কেন, কিন্তু ও জানে [illegible] না, সেই জন্যেই তো ওকে বলে পাঠিয়েছি এখানে।

দীপঙ্কর বললে—তাহলে আমি আর আসবো না। তোমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীদি বাবার সামনেও [illegible] বলবে—

—না, তোকে আসতে হবে, আসবি না তুই? ওর সঙ্গে খুব ভাব করিস, তাহলে তোকেও কিন্তু আমার সঙ্গে আসতে হবে না—

—কিন্তু যদি জানতে পারে যে আমি তোমাদের চিঠি নিয়ে দিয়ে আসি ওকে।

—জানলে কী করবে? তুই না বললে কেউ জানবে কী করে?

—তাহলে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে?

—তুই বলবি তুই জানিস না।

—কিন্তু তাহলে যে মিথ্যে কথা বলা হবে।

লক্ষ্মীদি বললে—বোকা! মিথ্যে কথা বলবি না আমার জন্যে তুই একটা মিথ্যে কথাও বলতে পারবি না?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু মিথ্যে কথা কি বলা উচিত, তুমিই বলো—

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে এই তুই আমাকে ভালবাসিস? এই তোর ভালবাসা? দেখ না মিস্টার লাহার আমার জন্যে সব ত্যাগ করেছে—

—কিন্তু মিথ্যে কথা যে আমি বলবো না প্রতিজ্ঞা করেছি!

মিথ্যে কথা বললে কী হয় কী? কেউ তো জানতে পারবে না!

—কিন্তু তুমি বললে মিথ্যে কথা না বললে শেষে যে অনেক লাভ—তা বলবো, তাই যে করতে হবে—

লক্ষ্মীদি বললে—হায় রে কথা! অঘোরদাদুর টোলের ইস্কুলের মাস্টার ভুল শিখিয়েছে—এখন বড় হয়েছিস, এখন ওসব ভুলে যা—একদিন তোকেও তো সংসার করতে হবে, কত রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, কত রকম লোক কত কী বলবে—মিথ্যে কথা না বলে বাঁচতে পারবি?

পরে অনেকদিন বয়েসেই সেই দিনের ঘটনার কথাটা মনে পড়েছে দীপঙ্করের, তখনই মনে হয়েছে লক্ষ্মীদি সেদিন যে [illegible] প্রথম যা [illegible] সে [illegible] সতীদি-এর [illegible] সেই [illegible] প্রথম লক্ষ্মীদিকেই সে [illegible] তার [illegible] বলেই সেই [illegible] সে যে কী [illegible] একদিন [illegible] জীবনের প্রতিজ্ঞা, আর একদিকে লক্ষ্মীদি।

লক্ষ্মীদি বলেছিল—তুই কি সব বলে দিবি, তাহলে কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে দীপু—

—তুমি আমার মিথ্যে কথা বলতে বোলো না লক্ষ্মীদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!

—তাহলে তোর প্রতিজ্ঞাটাই বড় হলো?

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স

৩১—৩৩৫৯
১৩১ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

ডঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ কলিকাতা-৬

আর আমি কিছু নই, আমি কেউ নই তোর?

—অমন করে আমাকে বোল না তুমি লক্ষ্মীদি, আমার কষ্ট হয়!

—তাহলে আমি যদি মরে যাই, তোর খুব সুখ হবে তো?

—ছিঃ, ও-কথা বলতে আছে! তুমি যেন কী লক্ষ্মীদি! তোমার মুখে কিছু আটকায় না!

লক্ষ্মীদি চেয়ার থেকে উঠে আস্তে আস্তে কাছে সরে এল। দীপঙ্করও লক্ষ্মীদিকে কাছে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। দীপঙ্করের মুখের দিকে সোজাসুজি চোখ রেখে লক্ষ্মীদি বললে—তুই যদি বলে দিস দীপু, তাহলে আমার মরা ছাড়া আর কোনও গতি থাকবে না—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তুমি বলে দাও, আমি কী করবো!

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের হাতটা ধরলে। বললে—তুই বলতে পারিস না যে, একথা বলতে নেই?

দীপঙ্কর ঘাড় নাড়লে। বললে—পারি!

—তাহলে?

দীপঙ্কর এবার চোখ নামালো। মনে হলো লক্ষ্মীদি যেন আরো কাছে সরে এল তার। একেবারে গায়ের কাছাকাছি। তারপর সেই আগেকার মতন তার মাথায় হাত রাখলো। নিজের হাত দিয়ে তার চুলগুলো গুছিয়ে দিতে লাগলো।

বললে—তুই জানিস্ না দীপু, তোকে আমি কত ভালবাসি—

তারপর একটু থেমে বললে—ও কি তুই কাঁদছিস্?

হয়ত দীপঙ্করের চোখ একটু সজল হয়ে এসেছিল কিন্তু লক্ষ্মীদির কথায় আর তা বাধা মানলো না। একেবারে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার দু'গাল বেয়ে। লক্ষ্মীদি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

বললে—কাঁদে না, ছিঃ—আমি মরে যাবো বলেছি বলে কাঁদতে আছে? বলেছি বলে কি আর সত্যি সত্যিই মরবো? কাঁদিসনি, তুই দেখছি ঠিক আমার মতোই সেন্টিমেন্টাল—এত সেন্টিমেন্টাল হলে চলে?

তারপর দুই হাতে দীপঙ্করকে বুকের মধ্যে রেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলো—জীবনে এখন আরো কত জিনিস দেখতে হবে তোকে, সারা জীবনটাই পড়ে রয়েছে তোর, কত দেখবি, কত ঠকবি কত শিখবি! দেখা শেখার কত বাকি রয়েছে তোর—এখনই এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন—কাঁদিস নি—

বলে লক্ষ্মীদি আঁচল দিয়ে দীপঙ্করের চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে।

বলতে লাগলো—লক্ষ্মীটি আমার, কাঁদে না, তোকে বিশ্বাস করি বলেই তোর হাত দিয়ে চিঠি পাঠাতুম, সব কথা বলতুম তোকে, তোর কাছে আমার কোনও লজ্জা নেই, চুপ কর কাঁদিসনি লক্ষ্মী ভাইটি আমার—

তারপর ভালো করে মুখটা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—তুই তো জানিস না আমার জীবনে আমি কত কষ্ট পেয়েছি। নিজের মা নেই যে তার কাছে মনের কথা বলবো, ছোটবেলা থেকেই [illegible] মানুষ, বাবা থেকেও নেই আমার, [illegible] দিন বাক্স নিয়ে [illegible] এক [illegible] ছিলাম [illegible] কিছু [illegible] আমার কাছ থেকে সবাই [illegible] ঠিক করেছে। জানিস [illegible] কথা ভেবেছি, মরতে সত্যিই আমার কষ্ট হবে না, কিন্তু ওর কথা ভেবেই আমার মরা হয় না, ওর বড় কষ্ট হবে—ও বাঁচবে না তাহলে—

দীপঙ্কর ততক্ষণে একটু শান্ত হয়েছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—কেমন, কথা রাখবি তো আমার? কাউকে বলবি না তো?

দীপঙ্কর বললে—না—

—এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা।

বলে লক্ষ্মীদি তার গালে আঙুল দিয়ে [illegible] আদর করলে একটু—

বললে—সবাই জিজ্ঞেস করলেও মিথ্যে কথা বলতে পারবি তো?

দীপঙ্কর বললে—হুঁ—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল। দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল তার যেন নেশা হয়েছে। [illegible] যেমন হয় ঠিক তেমনি। মনে হলো যেন টলছে সে। অথচ কেন তার এমন হলো, কিছু তো তার হয়নি। কিছুই তো সে খায়নি। শুধু চা খেয়েছিল সে এক কাপ? তাতে কিছু ছিল নাকি। কিন্তু নেশার জিনিস! চা খেলে মানুষ বুঝি এমন করে টলে!

লক্ষ্মীদি তাকে নিয়ে [illegible] আদর করে। হেলাফেলা নয়, সাক্ষাকারের খাঁটি বিষ।

প্রাণমথবাবু, যা কিছু ক্লাশে শিখিয়েছিলেন সব যেন সে ভুলে গেছে, এক মুহূর্তের জন্যেও তা আর তার মনে পড়বে না।

লক্ষ্মীদি কাছে এসে কাঁধটা ধরলে। বললে—কী হলো রে তোর?

লক্ষ্মীদির কাঁদুনি থেকে কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। বললে—লক্ষ্মীদি—

—বল্ না, কী বলবি বল্?

—আচ্ছা, কাকাবাবু কোথায় কাজ করে?

—কাকাবাবু? কেন? হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

দীপঙ্কর বললে—সবাই যে আমাকে জিজ্ঞেস করে। দুনিকাকা, ছোনেদা, [illegible], মধুসূদনের [illegible] পাড়ার সব লোক সবাই জিজ্ঞেস করে কি না—

—তা এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যেই বুঝি তুই এসেছিলি?

দীপঙ্করের তখন মনে নেই কী করতে এসেছিল লক্ষ্মীদির কাছে। তাড়াতাড়ি বললে—হাঁ এই কথা জিজ্ঞেস করতেই এসেছিলাম আমি।

—[illegible] তো কাকাবাবুকেই জিজ্ঞেস করতে পারিস।

[illegible]

Be hopeful then, Gantlemen of the jury, as to death, and this one thing hold fast, that to a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well-being.

দীপঙ্কর সত্যিই সেদিন চা খায়নি, বিষই খেয়েছিল!

কিরণ [illegible] দীপঙ্করকে দেখেই দৌড়ে এল। বললে—কত দিলে রে? একটাকা না আটআনা—?

(ক্রমশ)


# ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

বাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।

বাতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ ছুলি মেচেতা ব্রণাদির দাগ প্রভৃতি চর্মরোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র।

**হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন।**

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক
পণ্ডিত এস শর্মা (সময় ৩—৮)
২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯
পত্র দিবার ঠিকানা পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

২১

আসল কথা সাহেব ঐ [illegible] খুবই বিশ্বাস করতেন। [illegible]

[illegible]

কাজকর্ম—হয়তো বা আছে, তাতেই চলে যাচ্ছে।

তবু কিছু বললেন না বাবা।

[illegible] বরাবর [illegible] থাকত, খুব কমই ব্যবহার করেছি। কিন্তু যে-কথা বলছিলাম, তার সূত্র ধরে আবার ঐ বিলাতি কোম্পানীর ব্যাপারেই ফিরে আসি। ওরা ও আগে [illegible] গাড়ির ব্যবসা করত, [illegible] সাপ্লাইয়েরও ব্যবসা করেছে। সেই প্রসঙ্গে [illegible] কোম্পানীটির কথাও মনে আছে। [illegible]

[illegible]

ভবানীপুরের বাড়ি নিয়ে অনেক লোক থাকত একসঙ্গে, এটা দেখেছি। ভবানীপুরে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যেসব রাস্তা তৈরি করেছে, তার মধ্যে পাড়ার ভিতরকার অনেক রাস্তাতেই তখন সবে খোয়া দেওয়া হয়েছে, তখনো ভালো করে পেটানো হয়নি বা রোল করা হয়নি, আলো দেওয়াও শুধু হয়নি, সেই-সব জায়গায় অন্ধকার। সেইসব জায়গায় এক-একদিন বাঙালীদের সঙ্গে মাতাল অবস্থায় তাদের লেগে যেতো তুমুল মারামারি।

যাই হোক, টাঙ্গা চালনায় তখন বাঙালী ওদের মতো পরিশ্রম করতে পারল না, তাই ক্রমক্রমে হটে যেতে লাগল।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটেছিল তখন। বেশ মনে আছে, ১৯১১ সালের জানুয়ারী মাস সেটা। সেদিন কলকাতায় প্রথম এরোপ্লেন নেমেছিল। অন্ততে আমরা কলকাতায় এই প্রথম এরোপ্লেন নামা দেখেছিলাম। রেস কোর্সের ঘেরা মাঠটার মধ্যে নেমেছিল। কোথায় যাচ্ছিল তা বলতে পারব না, কেন যে নামল, তা-ও জানতে পারিনি। তবে আগ্রহের সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলাম দেখতে। বেড়ার বাইরেই দাঁড়াতে হলো, বেড়া ডিঙিয়ে মাঠের ভিতরে যেতে দিলো না। আমি শুধু নয়, আমার মতো বহু লোক জড়ো হয়েছিল দেখতে। লোকে বলাবলি করছিল, নামবার সময় একটা গাছের ডাল নাকি গায়ে লেগে-ছিল, কিন্তু যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় ভাঙা ডালপালা কোথাও দেখতে পেলাম না। দূর থেকে যা দেখলাম, সে ঐ অতিকায় ক্লান্ত পাখির মতো ডানা মেলে পড়ে থাকা এরোপ্লেন। দুদিকে ছড়ানো পাখা, পুরোনো ধরনের। এর আগে ছবিতেই শুধু দেখেছি। পরে আবার সেটা উড়েও গিয়েছিল। এ দৃশ্য আমরা দেখেছিলাম দুটি অবাক বিস্ফারিত চক্ষু মেলে। এর আগে অবশ্য বেলুন-ওড়া দেখার অভিজ্ঞতা ছিল। বন্দরের জেটিতে মোটা কাছি জড়িয়ে জাহাজ বাঁধবার যে লোহার 'ক্যাপস্টান' আছে, ঠিক তারই মতো 'ক্যাপস্টান', প্রায়ই সেইরকমই মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা থাকত বেলুন—সেই বেলুন উড়ে যেতো আকাশে। বিশপ কলেজের কাছাকাছি—লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর, রাস্তার দক্ষিণ দিকে টিভলী গার্ডেন নামে বাগানওয়ালা একটা বাড়ি ছিল, সেখান থেকে বেলুন ওড়ানো দেখে-ছিলাম তখন। বেলুনে সঙ্গে থাকতো বালির বস্তা ভার হিসাবে। সেইগুলি নামিয়ে দেওয়া মাত্রই বেলুন হালকা হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতো ওপরে, দড়ির সংযোগটা অবশ্য থেকেই যেতো। বেলুন নামাবার সময় ক্যাপ্টেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দড়ির একটা টানের সৃষ্টি করত, সেই টানে বেলুন আস্তে আস্তে নেমে আসত।

যুদ্ধের পর এইসব নানান জিনিসের প্রবর্তন, আর কারুর চোখে কেমন পড়েছিল জানি না, আমার চোখে পড়ত। কারণ আমি তো বেকার—ঘুরে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কি কাজ আমার আছে? আমার লেখা হলো না, পড়া হলো না, চাকরিও হলো না। ঘৃণ্য হয়েছিলাম আত্মীয়স্বজনের কাছে, পড়শীরাও ভালো চোখে দেখে না, বলে বখা থিয়েটার করে ও ছেলে বখে গেল।

এদিকে বেকার ছিলাম বলে কখনও যে মনে মনে খুশী না সেটা বুঝতে পারতাম। ক্লাবে খুব খাটতাম বলে—একদিক থেকে তারা সন্তুষ্ট ছিল অবশ্য, তাই মুখে কিছু বলতো না এ বিষয়ে। বৃন্দাবন রাগ-অভিমান করে এক-একবার সাত-আট দিন পর্যন্ত ক্লাবে আসতই না, আমার কিন্তু সেরকম ছিল না। যা-ই হোক না কেন, ক্লাবে যাবোই! কাজের জন্য এমনিতে ভালোবাসত সবাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে আমার যা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাতে বুঝতাম, সামাজিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রকৃতপক্ষে আমি একা, একঘরেও বলা যেতে পারে।

ক্লাবের প্রবীণরা মুখ ফুটেই আক্ষেপ প্রকাশ করতেন, বলতেন—করো না কেন কিছু?

আমাদের বাড়ি তৈরীর ইশারা আগেই করেছি। ১৯১৮-র শেষের দিকে আরম্ভ হয়েছিল গৃহ নির্মাণ। সেসব দেখাশুনো করবার ভার পড়ল আমার উপরে। এ কাজটা আমার খুব পছন্দসই হয়েছিল, বেশ চিত্ত-কর্ষক মনে হতো কাজটা। বাড়ির প্ল্যানের যে রূপ ছিল, সেটা দেখে-দেখে মিলিয়ে নিচ্ছি বাড়ির কি কাজ হচ্ছে বা কোথায় কতটা এগিয়ে যাচ্ছে। ভালো লাগত কাজটা। প্রত্যেক সন্ধ্যায় ক্লাবে যাওয়া অবশ্য ঠিকই আছে, কিন্তু অন্য সময় আর যেতে পারতাম না। ইতিমধ্যে হলো কি, আমাদের বাড়ির বাগান নিয়ে কর্পোরেশনের সঙ্গে কি একটা গোলমাল হলো, ফলে বাড়ি তৈরীর কাজ রইল বন্ধ, বহুদিন ধরে।

সুতরাং যথা পূর্বং তথা পরং। একটা কাজে মন দিয়েছিলাম, সেটাও গেল। আবার ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল কদিন ধরে।

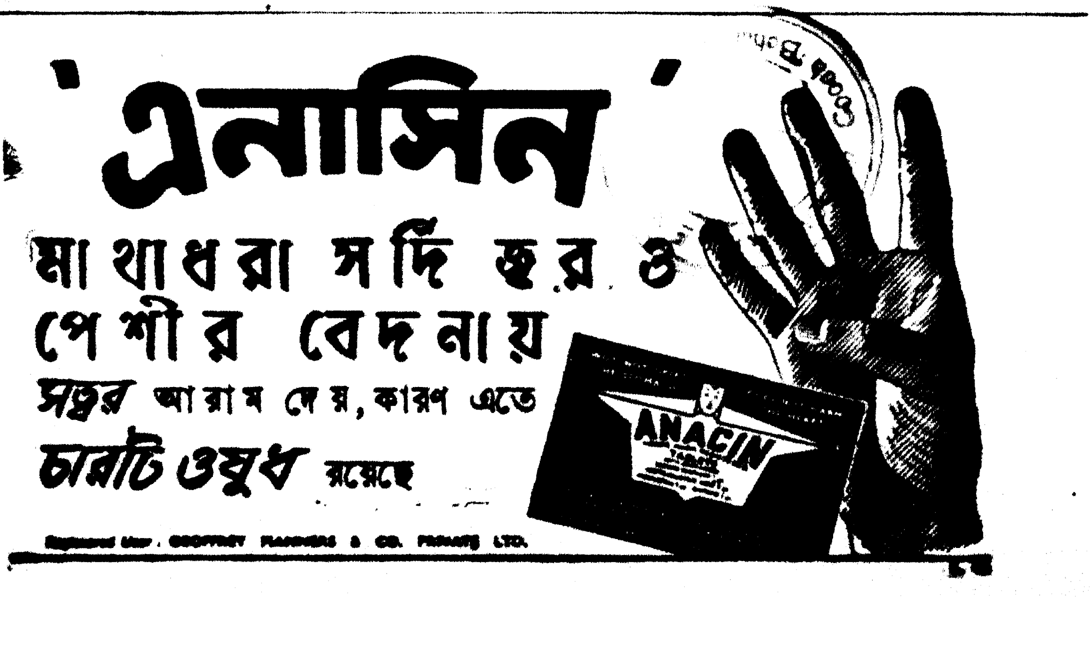

এমন সময় হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল, আমাদের ক্লাবেরও নিজস্ব বাড়ি হবে। রাজেন্দ্র রোডটা তখন সবে বেরিয়েছে, আলোটালো দেয়নি। তারই ওপর একটা পছন্দমতো জমি পাওয়া গেল, উত্তরে মর্নিং পার্ক। জমির মালিক প্রবীণ বাড়ি—আমাদের ক্লাবেরই পৃষ্ঠপোষক, [illegible] বোস হবেন [illegible] তত্ত্বাবধানে [illegible]। [illegible] উৎসাহ বেশী। সে সময়ে, ত্রিশ বছরের [illegible] মাত্র [illegible] কাজ হচ্ছে। ক্লাবের একটা বাড়ি হোক। এতো টাকা [illegible] নেই।

যে কথা সেই কাজ। চাঁদা উঠল আর তা-ই উঠল, কাজ আরম্ভ হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। জমিটার [illegible] পারমিট হয়ে গেল। এবার বাড়ি তৈরীর [illegible] আমার ইঞ্জিনিয়ারের হাতে [illegible]

[illegible]

[illegible] নিজেই চুন সুরকি [illegible] কাজে [illegible] তত্ত্বাবধানের [illegible] সেই সঙ্গে [illegible] করবার আরও একটা কাজ।

তখন যে আমাদের [illegible] চলছে। ১৯১৯ সালের শেষেও হয়ে [illegible] আমাদের [illegible] কী নতুন বই লেখা যায়, যে [illegible] তখন [illegible] ভালো হয়। তাই [illegible] কৌতুক বই লেখা হবে।

—কে লিখবে?

[illegible]—তিনুদা নেই, তাই লেখো।

ওরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কলমায়—কৌতুক বই আমি করে দিচ্ছি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' পড়েছি। আরও 'আলিবাবা' পড়েছি। এক ভদ্রমহোদয়ের লেখা 'কুরুক্ষেত্র'—একটা নাটকের দলে অভিনীত হয়েছিল। দেখেছিলাম। কোনো-কোনো দৃশ্য খুব ভালোও লেগেছিল। নাট্যকার একখানা বই উপহারও দিয়ে-ছিলেন আমাকে। এছাড়া 'দেবব্রত' বলেও একখানা বই পেয়েছিলাম। এইসব বই একসঙ্গে করে, তার থেকে দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ বেছে নিয়ে সংকলন করে একখানা নাটক খাড়া করতে হবে। [illegible] জন্য কোথাও কোথাও বা নতুন কিছু রচনাই করে নিতে হবে। [illegible]

[illegible]

[illegible] বাড়ি করে ফিরতেন অনেক সময়। বাবাকে

[illegible] ছিলেন আর [illegible] আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তাঁদেরও ক্লাব ছিল, থিয়েটার করতো, [illegible] সেই [illegible] ক্লাবে। এইসব কারণে তাঁর [illegible] ছিল আমার উপরে। [illegible] করেই আমাকে একদিন [illegible] কলমায়—গান লেখা শিখিয়ে দেবে আমাকে? তুমি একটুখানি দেখে দেখে [illegible]—ও তো আর লেখবার জিনিস নয়। তুমি [illegible] করে দিলে দেখো, আমি সংশোধন করে দেবো।

সত্যি কথা বলতে কি, কিছু-কিছু গানও লিখেছিলাম। সংশোধন করিয়ে নিতাম নজরুলের কাছ থেকে। মনে আছে এক-বার [illegible] আমরা সবাই আমাদের ক্লাবেরই [illegible] নিয়ে আমরাই একখানা গান [illegible] বেড়িয়েছিলাম।

১৯২০ সালের সেটা প্রথম দিক। দেখতে দেখতে হয়ে গেল বাড়ি তৈরী। [illegible]

[illegible]

বাঁশ সব বন্ধ, জোড়াজন রাস্তার বিশেষ সেই—অদ্ভুত বিবৃতি লাগত পরিবেশ! বুঝতে পারতাম যে, অনেক বেলা হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে আসতাম খাওয়া-দাওয়া করতে।

দিন যায়। ইতিমধ্যে 'ভীষ্ম' পড়ে গেছে মহলায়। এবার আমাকে বড়োর পার্ট দেয়নি, আমি এবার—কর্ণ। সেই আমাদের মহাজন ক্লাবের প্রফুল্ল ঘোষ, যে গ্যাস কোম্পানীতে চাকরি করতো, আর কোহিনূর থিয়েটারে ঢুকেছিল, সে যুদ্ধের সময় চাকরি নিয়েছিল বার্ড কোম্পানীর অ্যাকাউন্টস বিভাগে। যুদ্ধের সময় মাইকা বা অভ্রের খুব চাহিদা হয়েছিল। বার্ড কোম্পানী মুঙ্গেরের জঙ্গলে মাইকা মাইন খুলেছিল, গাঁয়া স্টেশনে নেমে অনেকটা মাইল ঘোড়ায় চেপে যেতে হয়, প্রফুল্ল সেখানে গিয়েছিল অ্যাকাউন্টান্ট হয়ে। ততদিনে ও বিয়ে-থা করেছে। মাঝেমাঝে যখন সেখান থেকে ও কলকাতায় আসতো, দেখা করে যেতো আমাদের সঙ্গে। অর্থাৎ যোগাযোগটা রেখেছিল। এখন হলো কি যুদ্ধও শেষ, অভ্রের খনির কাজও শেষ, প্রফুল্ল চলে এলো কলকাতায়। সেই খনির এক সাহেব, শিকদার সাহেব নিজে অফিস করলেন, ও এখানে এসে জয়েন করলো অ্যাকাউন্টান্ট ও ক্যাশিয়ার হয়ে। সুতরাং এবার আমাদের ক্লাবে ওর নিয়মিত যাতায়াত করার আর কোনো বাধা রইল না। ও 'ভীষ্মে' হলো—সাত্যকী। 'ভীষ্ম' হয়েছিলেন ঐ অমৃতবাবুই [illegible]—ভোলানা। নরেন্দ্রনাথ ঘোষ [illegible] ভালো [illegible] তাই আমাদের পার্টটা মুখস্থ করে ফেলতেন খেটেখুটে, অভিনয়ও ভালো করতেনই, এবং করে আরও ভালো হয়। বইয়ের প্রথম অংশে—তরুণ ভীষ্ম অর্থাৎ 'দেবব্রত' করতো আমাদের সেই বাঁশি মুখোপাধ্যায়, বাকি অংশে করতেন ভোলানা। ভোলানা অভিজ্ঞ অভিনেতা, ভবানী থিয়েটারের শিক্ষকও ছিলেন। আমাদের সেই 'বিরহ' অভিনয়ে—কর্ণ সেজে বেশ ভালোই অভিনয় করেছিলেন। উনি আবার ভালো গানও গাইতেন, [illegible] ছিলেন সুদক্ষ হারমোনিয়াম বাজিয়ে। অম্বা ও শিখণ্ডী [illegible] সত্য-বতী—বিধু সরকার। গঙ্গা—[illegible] দুর্যোধন। [illegible]

[illegible]

[illegible] তাই এই [illegible]

[illegible]

—বলোই না।

বললাম—আছে। আমার থেকে [illegible] বছরের ছোট।

অমৃত বললে—তোমার মামাবাড়ি কি আছে?

—হ্যাঁ।

—ছেলেটি কি বি এ পাশ করেছে এবার?

—হ্যাঁ। কিন্তু কেন?

অমৃত বললে—আমার মেয়ের জন্যে সম্বন্ধ এসেছে।

—তাই নাকি! এতো আনন্দের কথা! [illegible]

[illegible] ১৯২০ সাল।

[illegible]

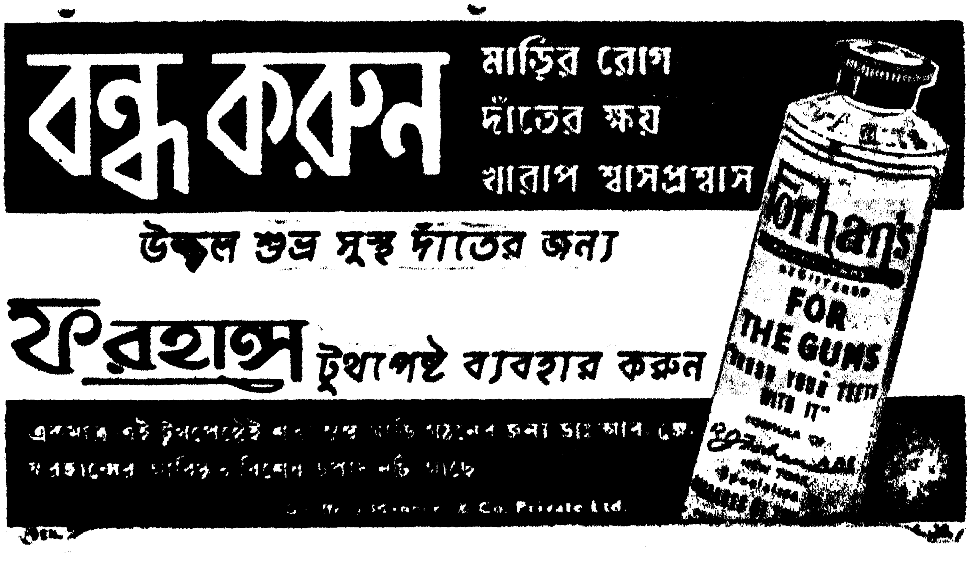

হঠাৎ গেল আগে, আর বড়ো বলে উঠল, এই কথা ভুলে গেছে, হলো কান্নাকাটি। বিয়ে উপলক্ষে যেসব আত্মীয়স্বজনরা এসেছিলেন, তাদের মুখে বিশেষ করে মেয়ের মহলে কথাটা পড়ে পড়ে যায় আর তারা জানাল না, যাবে, যার মুখে একটা বাধাই এসে দাঁড়াল। মা অবশ্য আরেও একবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হননি। কোন কিছু করে না এরকমভাবে বিয়ে দেবে কি?

বাবা বলেছেন, [illegible] এই সময়, [illegible] কী [illegible] না [illegible] আমার [illegible] কিছু [illegible] না।

[illegible]

তাই [illegible]

[illegible]

এই [illegible] উপলক্ষে [illegible] এবং [illegible] কিছুদিন [illegible] বিয়ে [illegible] ছিল [illegible] একটা কথা।

কিন্তু [illegible] বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল [illegible] এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে। তাই তখন সে বলতো—আমি [illegible] আমাকে দেশে ফিরে যাবো। ফিরে গেলো, খুব সুন্দরী মেয়েটি।

কিন্তু সে সব তার অতীত। আজ যখন কথা উঠল, তখন ভারাপদর দেশের সেই মেয়েটি নিশ্চয়ই এতদিন আইবুড়ো হয়ে বসে নেই, বিয়ে হয়ে গেছে।

যা হোক, তারাপদ একদম ভাঁড়ালাম, [illegible] এবার কোথাও না কোথাও বিয়েটা হয়ে যাক। তাই সে বাবের সঙ্গে এসব কথাবার্তার যোগ দিলে। [illegible] অনুরোধ বিবাহ করবে। [illegible] কিন্তু [illegible] কেউ ঠেকাতে পারবে না। কী করা যায়? [illegible] সব শুনে বললেন—[illegible] কিন্তু [illegible] কী [illegible]?

[illegible]

[illegible]

—বেশ।

এক [illegible] ঠিক হলেই [illegible] একদিন [illegible] দেখতে গেলেন। মেয়ে দেখে [illegible] হলো।

[illegible] চাঁদবদন-পাঁচিকা। [illegible] একটি [illegible] তাই [illegible] একটি [illegible] কণাক্ষক [illegible] করছিলেন [illegible] তাহলো [illegible] না। [illegible] —এটি দেখা।

[illegible] সব শুনে খুশি হয়েছিলেন—ঠিক হবে। ঠিক মিলবে। নিয়ে আসুন মেয়েকে।

মেয়েকে আনা হলো ওর সামনে। ও'রা বললেন—আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করুন? লেখাপড়া, সেলাই-ফোঁড়াই?

[illegible] বললেন—খেলে দেখে গেছি, এমন ভালো মেয়ে! জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা আর কি করব?

—তা হোক, তবু কিছু জিজ্ঞাসা করুন।

[illegible] ও'দের অনেক পীড়াপীড়িতে [illegible] প্রশ্ন করে বললেন—তোমার [illegible] জানো?

[illegible] এ প্রশ্ন [illegible] উঠল।

[illegible] বললেন—[illegible] হিসেব, [illegible] হিসেব, ওসব [illegible] পারবে?

—পারবে।

—বেশ, আর দেখতে হবে না।

মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন ভিতরে। [illegible] ও'দের বললেন—এবার আপনারা [illegible] কিছু [illegible] আছে।

ও'রা বললেন—এসব খবর [illegible]। [illegible] দরকার নেই।

—[illegible] দিন ঠিক হোক।

[illegible] ও'রা [illegible]

[illegible] হলো। [illegible]

[illegible] না [illegible] (ক্রমশ)

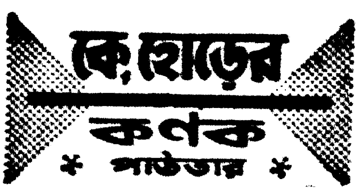

# বিজ্ঞান বিচিত্রা

চক্র দত্ত

আজকের দিনে মানুষ সর্বক্ষেত্রে সময় সংক্ষেপ করার জন্য সব কাজের পদ্ধতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়ে থাকে। একদিন যেখানে মানুষ রেল-গাড়ি দেখে "দুই ঘণ্টার চলে যায় দুইদিনের পথ" ভেবে খুশী হয়ে উঠতো আজ বিমানের যুগে রেল-গাড়ির আর অত কদর নেই। শোনা যাচ্ছে যে, ১৯৬৫ সালের মধ্যে যে দ্রুতগতি বিশিষ্ট বিমান তৈরী হবে তা আজকের দিনের কমার্শিয়াল জেটের চেয়েও দ্রুতগামী হবে। এই বিমান ঘণ্টায় দু' হাজার মাইল গতিতে উড়ে যাবে। এই বিমানযোগে সারা যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে আসতে মাত্র ৯০ মিনিট সময় লাগবে কিংবা মাত্র দু' ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসে পৌঁছে যাওয়া যাবে। শুধু দ্রুতগামী হবে না, এই এরোপ্লেনের আরও সুবিধা এই যে, এটিকে প্রায় আবহাওয়া-নিরপেক্ষ বিমান বলা যায় অর্থাৎ আবহাওয়া যদি খারাপ হয় তাহলে এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫ মাইল ওপরের যেখানে আবহাওয়ার কোনও সম্ভব নেই সেই শূন্য পথে উড়ে যেতে পারবে। অবশ্য এইসব বিমানের জন্য এরোড্রোমের রানওয়েগুলি অন্ততঃ দু' মাইল বিস্তৃত হওয়া দরকার। বিভিন্ন বিমান কোম্পানী আশা করেন যে, ১৯৬৩ সালে কেন, ১৯৬০ সালের মধ্যেই এইরকম দু'একখানা বিমান তাঁরা চালু করতে পারবেন।

•

চিরকাল থেকেই আমরা শিখে এসেছি, পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। এই বিশাল জলরাশির প্রচণ্ড তরঙ্গমালা আমাদের কোন কাজে লাগে একথা আমরা কখনও বিশেষ ভেবে দেখিনি। অথচ সমুদ্রের তরঙ্গমালার কী প্রচণ্ড শক্তি একেবারে আমাদের অজানা নয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেছেন এবং তাঁরা বলেন যে, তরঙ্গমালার শক্তি মানুষের কাজে লাগানো সম্ভব হয়। পরীক্ষার জন্য তাঁরা দেখেছেন যে, একটি লোহার পেটিকা সাগরে দুটি মুখ বন্ধ করে সমুদ্রের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে তাকে বাঁধার পর তার ওপর দিয়ে অবিরত ঢেউ যাওয়ার সময় ঐ নলটি ঘুরে ঘুরে যে শক্তি সঞ্চিত হয় তা আবার জেনারেটরের কাজে লাগান যায়।

•

পৃথিবীর শতকরা ১০ ভাগ জমি বরফে ঢাকা রয়েছে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের মতে এই বরফ ক্রমশ গলছে। এই বরফ কোন কোন সময় বাড়ে আবার কোন কোন সময় কমে, তবে তাতে পৃথিবীর আবহাওয়ারও অদল বদল হয়। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, বর্তমানে প্রায় ৬,০০০,০০০ বর্গমাইল জমি বরফে ঢাকা আছে। পৃথিবীর সমুদ্রের যত জল আছে, এই বরফে প্রায় তার ১১ ভাগ জল আছে।

•

আজকের দুনিয়ার বিশ্ব-বন্ধুত্ব আন্দোলনের যুগে বললে অতিশয়োক্তি হয় না বোধ হয়। কয় দেশ মিলেমিশে বিভিন্ন শক্তি আজকাল ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক কাজের অন্তরায় দূর করে চলা-ফেরা সব বিষয়ে একত্রে তৈরী অন্যান্যের উদ্দেশ্যে। এদের মধ্যে আন্তর্জাতিক যানবাহনাদির বিষয়ে প্রচারকার্য দেখা যায়। বিশ্ব-বৈজ্ঞানিকরা আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন আন্তর্জাতিক রেল-লাইন স্থাপিত হবে যাতে লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক এবং অন্য লাইনে সিডনি ও টোকিও প্যারিস পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিভিন্ন স্টেশন হিসাবে লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, মস্কো, ব্লাডিভস্টক, পিকিং, সিংগাপুর, সান-ফ্রান্সিসকো ইত্যাদির নাম করা যায়। এই আন্তর্জাতিক রেল-লাইন পৃথিবীর নানা দেশের মধ্য দিয়ে চলে যাবে—সাইবেরিয়া, উত্তর আমেরিকা, ইংলিশ চ্যানেলের তলদেশ, এমন কি হিমালয়ের বুক চিরে অনুরূপভাবেও তৈরী হবে। শোনা যাচ্ছে যে, এ পথ হয় বেরিং অন্তরীপের নীচে সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে যাবে, না হয় তো ওপর দিয়ে ব্রীজ করে চালান হবে। সাধারণ রেল লাইনের চেয়ে এ লাইন চওড়া হবে। সাধারণ রেল লাইন ১.৫ মিটার চওড়া হয়। এই লাইন ৪.৫ মিটার চওড়া হবে। ফলে এই লাইনের ওপর দিয়ে অনেক ভারবাহী গাড়ি যাতায়াত সম্ভব হবে। সাধারণ রেল-গাড়ির চেয়ে এ গাড়ি ৫০।৬০ গুণ বেশী লোক বইতে পারবে।

•

পুরানো মিশরের সমৃদ্ধিযুগে দেখা বিজ্ঞান যুগের একটি নিদর্শন। চার হাজার বছরের বেশী পুরানো মন্দির তার প্রমাণ করে [illegible] পাওয়া গেছে। বাগদাদে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক প্রত্নতত্ত্ববিদ তা আবিষ্কার [illegible] ... ১৫০০ বছর আগের।

•

সম্প্রতি পৃথিবীর দ্রুততম [illegible] ১৬০ [illegible] মাইল। এই [illegible] ... এবং [illegible] ৩০০ মাইল। [illegible] ... ১ ইঞ্চি ওপরে থাকবে। শুধু তিন [illegible] থাকবে।

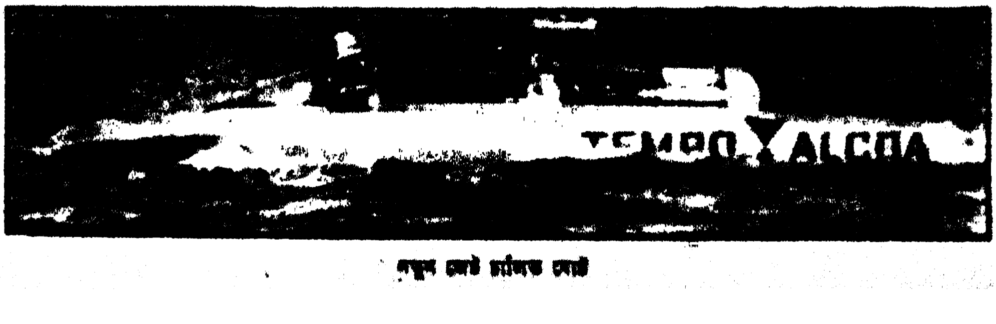


নতুন ছোট মোটর বোট

# বিলেতের প্রাথমিক বিদ্যালয়

**দীপালী বসু**

প্রথম যেদিন স্কুলে গেলুম, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্রাইমারী স্কুল। [illegible] স্কুলের গেটে যখন প্রবেশ করলুম, ছোট ছোট [illegible] ছুটোছুটি করে খেলছে। সকাল ১১টা [illegible]

[illegible]

[illegible] অভিজ্ঞতা [illegible] হবে।"

[illegible] বললুম, [illegible]

[illegible] বললেন, হ্যাঁ, না কি?"

[illegible]

[illegible] একটু [illegible] বললেন, [illegible]

মিঃ বার্নস [illegible] ৬।৭ বছরের ছেলে-মেয়ে। মিঃ বার্নস বললেন, "আমরা [illegible] শিক্ষা দিতে চেষ্টা করছি। [illegible]"

[illegible]

মিঃ বার্নস বললেন, [illegible]

[illegible]

[illegible] আমার [illegible] নেই। [illegible] হবে।"

মিঃ বার্নস হেসে বললেন, "হ্যাঁ,

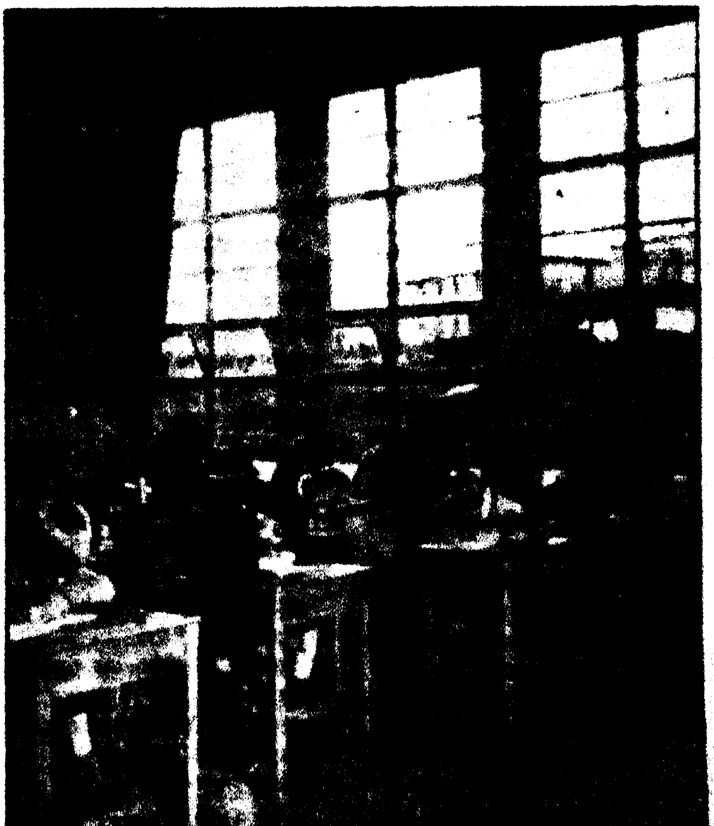

[illegible] এবারডিনের কাছে [illegible] প্রাইমারী স্কুলের ক্লাসঘর

ব্রুটেনের একটি আধুনিক সেকেন্ডারি স্কুলে চৌদ্দিতিসনে শিক্ষার ব্যবস্থা

দাঁড়াতেই মিঃ বার্নস বললেন, "জন রবার্ট, তোমরা নিশ্চয়ই ভালো হয়ে থাকবে।"—তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর হাসির মানে বুঝলুম। ছেলে-মেয়েরা যে-যার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে, কেউ আলমারি থেকে খেলার বাক্স বের করল। কেউ পাজল বক্স নিয়ে বসল। অপর একদল ছেলে-মেয়ে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে ঘিরে ধরে বলতে আরম্ভ করল, "আমি এটা নেবো, আমি ওটা নেবো।"

চিৎকার চেঁচামেচি। আমার মৃদু হাসি শান্ত প্রতিবাদ হৈ-চৈ সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। ভাবলুম অবস্থা আর কাবুতে নিলে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। অতিকষ্টে ওদের কাছ থেকে খেলনা হস্তগত করে বললুম, "তোমরা সবাই যদি চেঁচাও তাহলে কে কি নেবে আমি বুঝতে পারব না।"

অগত্যা একবার টাইম-টেবিলের দিকে চেয়ে দেখি রয়েছে সংখ্যা গণনা।

বললুম, "আচ্ছা, খেলার আগে তোমরা কে কে গুনতে পার দেখব।"

জন প্রতিবাদ করল, "এখন আমাদের খেলার সময়।"

পাশ থেকে একজন বললে, "আমাদের টিচার আমাদের খেলতে দেন।"

বললুম, "খেলবে ঠিক আগে আমি যা বলি তার উত্তর দাও তো।"

রবার্ট কাছে এসে বললে, "আমি টাইম টেবিল দেখব।"

ওর স্পর্ধা দেখে ইচ্ছে হল, আচ্ছা করে দু-ঘা দিই। অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করলুম। মনে পড়ল বি-টি-তে পড়া শিশুবিজ্ঞানের শারীরিক শাস্তি দিয়ে শিশুর অপরাধ শোধরানো ইত্যাদি ইত্যাদি।'

শান্ত স্বরে বললুম, "রবার্ট, টাইম টেবিল দেখা তোমার কাজ নয়, তুমি বস।"

গজগজ করতে করতে ও বসল। তারপর কিভাবে যে ওদের দিয়ে বোর্ডে দু-একখানা অঙ্ক করালো গেল, তা ভাবলে আমারই আশ্চর্য লাগে। যাই হোক, সেদিনকার মত আমাকে আনিচ্ছুকে ছাত্রকে পাঠে অনুরাগ ও আনন্দ খেলার মধ্যে পরিশ্রম করতে হল না। লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ল।

লক্ষ্য করছি এরা সব কাজই বেশ শৃঙ্খলাসহকারে করতে ভালবাসে।

বললুম, "মেয়েরা আগে লাইন কর।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই দু-তিনটি ছেলে দৌড় দিলে।

একটি মেয়ে বললে, "মিস, টমি জিমি চলে গেল।"

বললুম, "লাঞ্চের পর আমাকে মনে করিয়ে দিও।"

লাঞ্চের সময় মিঃ বার্নস জিজ্ঞেস করলেন, "কি রকম লাগল ছোটদের।"

বললুম, "বেশ তো।"

লাঞ্চের পর ক্লাসে এলুম। দেখি মেয়েরা অনেকেই বাড়ি থেকে নিজের নিজের পুতুল এনেছে। ছেলেরা এনেছে উড়োজাহাজ। সকলকে চুপ করিয়ে বসিয়ে নাম ডাকতে শুরু করলুম। আমার উচ্চারণে ওদের নাম অন্যরকম শোনায়। বোঝে না। অগত্যা একটি মেয়েকে ওদের নাম বলতে বললুম। দেখলুম সমবয়সী হলেও মেয়েরা অনেক চটপটে। মেয়েরা আগে পরিপক্ক হয়। (?)

টাইম টেবিলে ড্রইং। দেখলুম আঁকতে ওরা খুবই উৎসুক। ছেলেরা খুব তাড়াতাড়ি এরোপ্লেন, জাহাজ, মোটরগাড়ী ইত্যাদি এঁকে এনে হাজির করল। এত ছোটরা এমন সুন্দর আঁকতে পারে দেখে অবাক হলুম। আশ্চর্য ওদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। জাহাজের কোথায় কি আছে খুঁটিয়ে দিল, দেখালেও। ওরা সব তাড়াতাড়ি আমাকেও [illegible] ড্রইং দেখায়। [illegible] কাগজ, পেন্সিল বা তুলি ইত্যাদি। অজস্র খেলার উপকরণ। মনে উঠল আমার দেশের প্রাইমারী স্কুলের করুণ অবস্থার কথা।

মেয়েরা অনেক সময় নিয়ে সযত্নে পাঁচটা ছবি আঁকল। [illegible] পুতুল, [illegible] সুন্দর রং দিয়ে এঁকেছে। [illegible] সুন্দরীদের ছবি।

ঘণ্টা পড়ল। [illegible]

[illegible]

বললুম, "[illegible]

প্রথম স্কুলে পড়াতে আরম্ভ করে মনে হল, এদেশে ছোটদের পড়ানো খুব সহজ নয়। এরা [illegible] শিক্ষায় (টী-চুটি-[illegible]) [illegible]। প্রত্যেক ক্লাসে প্রায় চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী। প্রত্যেকের যোগ্যতা ক্ষমতা স্বতন্ত্র। তাদের স্বাতন্ত্র্য

[illegible] Sudbourn [illegible]

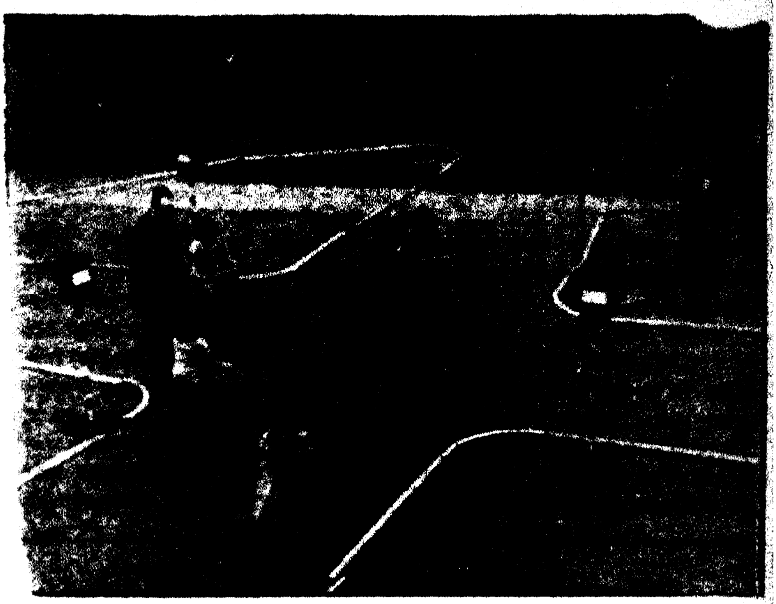

[illegible] শেখানো হচ্ছে

[illegible]

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

[illegible]
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
[illegible]
ডি.এন. বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

মেয়ে, সেও সুন্দর গল্প বলল। অভিনয় করল। আমার সহকারী শার্লি ও তার বন্ধু জিনি এত সুন্দরভাবে সমস্ত কিছু পরিচালনা করল যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দেখলুম, নিজেদের প্রকাশ করতে এরা কি ভীষণ আগ্রহী। প্রকাশের সুন্দর অভিব্যক্তি, সপ্রতিভ ভাব, ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে ঘুচিয়ে যে সহজ আবহাওয়ার সৃষ্টি করল তা আমার ভালো লাগল। শিক্ষার মৌতাত একঘেয়েমি কেটে গিয়ে ঘরে আনন্দ এল।

লাঞ্চের ঘণ্টায় মিসেস ম্যাকী এসে আমাকে নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে। ট্রে নিয়ে খাবার ঘর থেকে খাবার নিয়ে স্টাফরুমে আসা গেল। সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মিসেস ম্যাকীর কি সযত্ন দৃষ্টি। স্কুলের অর্ধেক দায়িত্ব তাঁর উপর। অফিসের কাজ, হিসেব নিকেশ ইত্যাদি ও সেই সঙ্গে চা পরিবেশন। দিনে বার তিনেক তিনি হাসিমুখে সকলকে চা করে দিলেন। পাত্র-গুলি পরিষ্কার করলেন এবং তারি মধ্যে দু তিনটি ছেলেকে first aid দিলেন খেলার মাঠে পড়ে যাবার জন্যে। অসম্ভব পরিশ্রম, ধৈর্য ও হাসিমুখ। সুন্দর একটি ছোট গাড়ি চালিয়ে আসেন। তারপর সারাদিন কাজ।

শুরু হল দিনের দ্বিতীয়ার্ধ। রুটিনে দেখলুম, এবার বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পো-রেশন থেকে প্রচারিত গল্প শোনবার পালা। রেডিওর চাবি খুলে দিলুম। কুৎসিত রাজা ও রাজকুমারীর গল্প। ছোটরা কেউ গালে হাত দিয়ে, ডেস্কে মাথা রেখে শুনতে আরম্ভ করল। গল্প শুনতে কে না ভালবাসে। দিবা ভোজনের পর বাইরে যখন মেঘ কুয়াশা, বৃষ্টি ও কনকনে ঠাণ্ডা, তখন তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে ছোটদের মত আমার মনও কল্পনার পাখা মেলে উধাও হয়ে গেল। ছোট্ট মেয়েটি গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ওর মাথাটি ডেস্কে রেখে। মিঃ স্মিথ একবার দেখে গেলেন। বললেন, "সব ঠিক হচ্ছে তো?" ঘাড় নাড়লুম। গল্প শেষ হল।

বললুম, "আচ্ছা এবার তোমরা ছবি আঁক। যা শুনলে তাই আঁক, কেমন?" শার্লি ও জিনি তাড়াতাড়ি খাতা আঁকার কাগজ পেন্সিল সবাইকে ভাগ করে দিল। একটি ছেলে এসে বলল, "মিস আমার পেন্সিল নেই।" তাকে যেই একটা পেন্সিল দিতে যাব, অমনি শার্লি ছুটে এসে বলল, "মিস ওকে আমি সকালে পেন্সিল দিয়েছি ও আর কোথায় পাবে না।" জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার পেন্সিল কোথায়?"

উত্তর হল, "[illegible]"

বললুম, "[illegible]" উত্তর নেই। [illegible] একটি পেন্সিল দিয়ে বললুম, "[illegible] না দিলুম।"

[illegible] "আমার পেন্সিল নেই [illegible]" [illegible] পেন্সিল [illegible] গেল।

[illegible]

[illegible] একটি বই-এর জন্য। অজস্র বই। সহজ, সরল, সহজ থেকে কঠিন। একটি শেষ করে আর একটি নাও। তোমার কৌতূহল উপকরণ সামনেই রয়েছে। তবু যখন দু একটি ছেলে মেয়ে বলল, "মিস, আমরা বড় দুর্বিষহ, পড়তে পারি না।" তখন মনে প্রশ্ন এল, "ওদের কি হীনমন্যতা বোধ জেগে উঠেছে, না নিজের সীমা সহজ-ভাবে জেনে নিয়েছে?"

# পুস্তক পরিচয়

### অনুবাদ

**রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম।** [illegible]

[illegible]

বাংলায় অনুবাদ করেছেন— [illegible]

[illegible] আর [illegible] জিজ্ঞাসা। [illegible]

### উপন্যাস

[illegible]

**ছোট গল্প : নতুন রীতি**

প্রচলিত শিল্প-ধারণা থেকে ছোট গল্প আজ মুক্ত। বিদেশের গুণী লেখকদের সাধনায় ছোট গল্প গত কয়েক দশকে যে নতুন ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে তা বিস্ময়কর। বাংলা ছোট গল্পের শিল্প ও ভাবরূপকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা হিসাবে **ছোট গল্প : নতুন রীতি** পর্যায়ে গল্প প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। [illegible] এক একজন লেখকের মাত্র একটি করে গল্প এই পর্যায়ে প্রকাশিত হবে। [illegible] **মনুষ্যত্ব**। লিখেছেন **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী**

[illegible]

**নির্ঝরিণী** [illegible]

**কালী কীর্তন** [illegible]

[illegible] **ডি এম লাইব্রেরী** [illegible] —**রায় চৌধুরী এণ্ড কোং,** [illegible] **পুস্তক-ভারত**—[illegible]

(সি-৩৭১২)

প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, আরো ভালো লাগে তার কুমিল্লার রাণুকে; তার মনে বিচিত্র ভাবতরঙ্গ এনে দেয় ধর্মসাগরের ধারের উমাদি, শেফালিদি, দুলালীদি; এছাড়া ডাকবাংলোর জেলো সাহেব, ফেণীর ফুলাই ঠাকুরের গলা, সার্কাসের সুন্দরী।—পার্থ কুলগাছতলায় দাঁড়িয়ে নানা কথার জাল বোনে, কল্পনার পাখনা মেলে ধানক্ষেত পেরিয়ে চলে যেতে চায় তিস্তার তীরে, কখনো কখনো অপেক্ষা করে দাদা আর মেমসাহেবের মতো ফর্সা শিউলিদির জন্য; ডুবে যায় বালুরঘাট কুমিল্লা ফেণী আর জলপাইগুড়ির দিনগুলির মধ্যে, আবার কখনো ছুটে যেতে চায় আবীর ছড়ানো কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার চূড়ায়, সে শুনেছে ওখানে নাকি শিব থাকে!

উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র একটি ছোট ছেলে—পার্থ। একটি শিশুর শৈশব থেকে কৈশোর,—পার্থর এই উত্তরণের স্মরণকাল-টুকুই বর্তমান উপন্যাসে এক আশ্চর্য আবহাওয়ায় মূর্ত হয়েছে। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার বিচিত্র পরিধি থেকে শিশুমনের বিচিত্রিত অনুভব, কল্পনার শিশুর অনুভূতিগুলিকে নিবিড় কৌশলে রূপদানে সক্ষম হয়েছেন। স্মরণচিত্রের কাহিনী আছে এবং তা সুপ্রসর, পার্থকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের হারিয়ে যাওয়া শৈশবকে তিনি আন্তরিক উত্তাপের সাহায্যে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

পার্থর চরিত্রের ক্রমাভিব্যক্তির প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়বে বিভূতিভূষণের অপু এবং তার পরিবেশ। পথের পাঁচালীর অপুর মানস গঠনে প্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম; অপরপক্ষে, পার্থ এক অন্তর্মুখীন আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠলেও এই দুই চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়—সেটা বিশেষ করে কল্পনা বৈচিত্র্যে, শিশুমনের ভাব ও ভাবনায়। আধুনিক উপন্যাস প্রসঙ্গে টয়েনবি বলেছেন, 'the Novel cannot live without perpetual pioneering'......কেবলমাত্র আঙ্গিকে নয়, প্লটের রচনা এবং চরিত্রচিত্রণের ভেতর দিয়ে উপন্যাসে জীবনের নতুন নতুন দিক আবিষ্কার করতে হবে। শিশুমনের সেই বিশেষ দিক আবিষ্কারে স্মরণচিত্রের ভূমিকা বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হবে। ৫৬।৬০

**অন্য কোনখানে**—সৌরীন সেন। [illegible] সিন্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩·৫০ নয়া পয়সা।

লাল রোড আর কালকাটা রোড ঘুরতে ঘুরতে [illegible] সৌরীনের [illegible] [illegible] সেনের বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা শ্রীযুক্ত সৌরীন সেন এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটিতে [illegible] [illegible] দেশের মানুষ [illegible], কিন্তু বিভিন্ন মানুষের জীবনকাহিনীগুলিই বড় হয়ে উঠেছে। অসাধারণ মানুষ কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মানুষের পরিচয় মনোযোগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঘটনার মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] উঠেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৌতুককর ঘটনার [illegible]

আমাদের সাক্ষাৎকার হয়। যেমন, নায়কের পকেটে অনোয়ারীর ফটো সংক্রান্ত ঘটনাটি। এ ঘটনাটি বাস্তব হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে ভাবনীয় হয়ে ওঠেনি। আধুনিক যে কোনো ঘটনায় কোনো লেখক যদি মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিতে না পারেন, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের [illegible] করেন। অনোয়ারীর কাহিনীতে এই দুটি [illegible]। অনাথপুর, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুএক [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে গেছে।

৬৯১।৫৯,

নাগিনী মুদ্রা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রোড [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নয়া পয়সা।

[illegible] মুদ্রা [illegible] কাহিনী [illegible] উপন্যাস [illegible] উপন্যাস ঠিকই [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রশ্ন [illegible] [illegible] জীবন [illegible] তুলে ধরতে যে [illegible] [illegible] লেখক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাহিনীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই উপন্যাস [illegible] [illegible] জীবনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১০১।৫৯,

**মেঘনাদ**: [illegible] [illegible]। প্রকাশক: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কলকাতা-৬। মূল্য: [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] কাহিনী [illegible] উপন্যাসেই দুটি [illegible] কাহিনী [illegible] হয়ে [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] উপন্যাসকে [illegible]। এই উপন্যাস সেই উপন্যাস যা সেই লেখকের মতোই উপন্যাস, তিনি একটি [illegible] জীবনবোধের [illegible] [illegible] হন। [illegible] [illegible] সম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসগুলিতে জীবনবোধের [illegible] [illegible] একটি উজ্জ্বল [illegible] ছাড়া এরকম নেই বললেই চলে।

[illegible] উপন্যাসটি [illegible] রোমান্টিক এবং কাহিনী [illegible] [illegible] লেখক একটি [illegible] [illegible] এই উপন্যাসে রূপ দেওয়া হয়েছে। লেখক যে এই কাহিনীটি


মহেন্দ্র পুস্তক ভবনের নব নিবেদন

রহস্য উপন্যাসের বিস্ময়কর কর্ণধার

নিশাচরের সার্থকতম সৃষ্টি

# ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

বাংলার বার্ণার্ড শ' প্রমথনাথ বিশীর

**অমনোনীত গল্প ৩৲**

আশাপূর্ণা দেবীর

**কল্যাণী ৩৲**

প্রাপ্তিস্থান: মিত্র ও ঘোষ: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

খুব ঘনিষ্ঠভাবেই জানেন, 'দুলারবাগ' তার অন্যতম প্রমাণ আছে। এই অঞ্চলের [illegible] [illegible] তিনি [illegible] এঁকেছেন। কিন্তু সেখানেই [illegible] এসেছে, [illegible] এসেছে, সেখানেই তিনি [illegible] হয়েছেন। [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] করতে পারেন নি।

উপন্যাসটির [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] কাহিনী [illegible] [illegible] অসংখ্য [illegible] আছে। অনেক ক্ষেত্রেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] অনেক [illegible] আছে [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] উপন্যাসের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু লেখকের [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] উপন্যাসে এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

**সাগরীদের সংসারে**—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

## কিশোর-সাহিত্য

**বাঘের চোখ**—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিশোর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তবে [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] করবে। 'ভুতুড়ে [illegible]', [illegible], মেজ-

মামার প্রতিশোধ', 'পঞ্চমুখী শাঁখ', 'পড়ে কথা', 'মিনের ভেঁপু', 'বাঘের চোখ' গল্প [illegible] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৫৫২।৫৯

## ধর্ম ও দর্শন

**শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও প্রকাশিত। ১০।২, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], কলিকাতা-৬। মূল্য—[illegible] [illegible]।

[illegible] টীকা ও ভাষ্য [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টীকা ও ভাষ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ৫২১।৩৯

## কবিতা

**আলো**—[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible], ১০।[illegible], [illegible] [illegible], কলিকাতা-[illegible]। [illegible] টাকা।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]। একই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]


[illegible] ও [illegible] শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্রের

**ভজন গীতিমালিকা** [illegible]

[illegible]

**ভারতীয় সঙ্গীত পরিচিতি** [illegible]

[illegible]

[illegible]

**ডি এম লাইব্রেরী :** [illegible], [illegible] [illegible], কলিকাতা-৬

[illegible]



এ [illegible] নতুন বই নতুন উপন্যাস

**দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস নতুন নিরীক্ষা**

# মনের মধ্যে মন

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | : | একটি [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | : | সীমান্তরেখা | ২·৭৫ |
| [illegible] | : | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | : | ভারতসঙ্গিনী | ৮·৫০ |
| [illegible] | : | হৈমন্তী | ২·৭৫ |
| [illegible] | : | কিংশুক [illegible] | ২·০০ |
| [illegible] | : | বাসলতা | ৮·৫০ |
| [illegible] | : | আর একদিন | ৩·০০ |
| [illegible] | : | মধুকরী | ৩·৫০ |
| [illegible] | : | রবীন্দ্র সাহিত্যের | |
| | | কয়েক দিক | ৪·৫০ |

**এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স**

[illegible] কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

পাঠকের যে দূরত্ব আছে, তা ঘোচাবার জন্যই আলোচ্য গ্রন্থের আয়োজন। এই আয়োজন সফল হয়েছে। বক্তব্যের দিক থেকে কবি যেমন জন-জীবনের মধ্যে উপাদান খুঁজেছেন, বিন্যাসের দিক দিয়েও তদনুগ কথা-রীতিটি তিনি সন্ধান করেছেন এবং আয়ত্ত করেছেন।

অমিয়রতন স্বভাবতই আশাবাদী। এই কাব্য-গ্রন্থের পাতায়-পাতায় একটি আশাবাদের ব্যঞ্জনা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, কবিতাগুলির রস-মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত বলেই অমিয়রতনের কাব্য-সাধনা কোথাও তাঁর তত্ত্বচেতনায় মন্থর হয়ে ওঠেনি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে আধুনিক কবিতার রীতির সঙ্গে সার্থকভাবে যুক্ত করেছেন বলে এর কবি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। (৬১৫।৬১)

সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ
এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
কণাদ গুপ্তের
অবরোহণ
মূল্য : ২৫০ টাকা।
সর্বত্র পাওয়া যায়।
কথা-সাহিত্য মন্দির,
কলিকাতা : ৯

**অন্বেষণ**—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। নবান্ন প্রকাশনী, ১০।১, ঘোষপাড়া লেন, কলকাতা—৩৬। এক টাকা।

অন্বেষণ কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এতে মোট বিয়াল্লিশটি কবিতা গ্রথিত হয়েছে। পূর্ণেন্দুপ্রসাদের কাব্য পাঠক একটি [illegible] মনোভাবের পরিচয় পাবেন। কয়েকটি কবিতায় তাঁর অনুভব একটি [illegible] পরিচয় বহন করেছে। [illegible] প্রত্যাশা গহন, [illegible] আমার বাংলা। বিশেষ করে যখন তিনি বাংলা দেশের কয়েকটি চিত্ররূপময় ছবি এঁকেছেন [illegible] চেষ্টা করেছেন। [illegible] হয়ে কাব্যচর্চা করেছেন, কিন্তু শব্দচয়নের দিক থেকে মাঝে মাঝে তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] যখনই [illegible] পরিহারের প্রয়াস [illegible] চেষ্টা করেছেন তখনই [illegible] উপলব্ধিও [illegible] বলে মনে হবে। এ দিক থেকে তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থও লক্ষ্য করা যাবে। অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ [illegible] প্রকাশিত হয়েছে। ৬২।৬১

**বৈষ্ণব কবিতা**—[illegible] প্রণীত। [illegible] [illegible]

[illegible]

চলে। কিন্তু দার্শনিকতা বা তত্ত্ব কথাতেই কবিতার বস্তু নয়, তাহা অনেকটা নিষ্প্রাণ। বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদন করিতে হইলে [illegible] দৃষ্টি বা প্রকৃতি উপলব্ধির সঙ্গে [illegible] এবং [illegible] সাধন করা প্রয়োজন। [illegible] ইহা উপলব্ধ। [illegible] এই [illegible] বৈষ্ণব কবিদের [illegible] এবং [illegible] [illegible] বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদের [illegible] [illegible] বিশেষভাবে [illegible] [illegible] ১৬।৬০

আলোচনা

[illegible]

[illegible] (৬০৩।৬১)

**জীবনী সাহিত্য**

**মহর্ষি** দেবেন্দ্রনাথ—[illegible]। [illegible], ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ।

[illegible]
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
প্রচ্ছদপট
[illegible]
দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—৯

কলিকাতা—২১। চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

উনিশ শতকে বাংলা দেশে [illegible] এই সময়ে [illegible] এই [illegible]

[illegible]

বিভূতিভূষণ [illegible]

[illegible]

[illegible] তিনি [illegible] এবং [illegible]

পদ্মার [illegible] লেখকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। [illegible] বিভূতিভূষণের [illegible] ও [illegible]

## প্রাপ্তি স্বীকার

বাংলার [illegible] [illegible]

[illegible]

Sino-Indian Relations and Com- [illegible] A. N. Mukherjee.

[illegible] ২য় খণ্ড—[illegible]।


= [illegible] =

[illegible] সম্পাদিত

# শিশু-ভারতী

[illegible]

একত্রে পাবেন ১—১০ম খণ্ড। প্রতি খণ্ড ১০, টাকা, পুরো সেট ১০০,

| | |
|---|---|
| [illegible] | ২.২৫ |
| [illegible] | ২.৫০ |
| [illegible] | ১.২৫ |
| [illegible] | ১.৫০ |
| [illegible] | ০.২৫ |
| [illegible] | |
| [illegible] | ১০, |

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২২/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬



# গ্রীষ্মকালীন পোষাকের

# REDUCTION SALE

অভিজ্ঞ কারিগরের দ্বারা মনোরম ডিজাইনের তৈয়ারী পোষাকগুলি নিজ তত্ত্বাবধানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

রুচিকর—নূতনতম—মূল্য ন্যূনতম!

[illegible]

এক লট ধুতি, শাড়ী ও পোষাক STOCK CLEAR'NG SALE-এ বিশেষ কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

হরলালকা

[illegible], কলেজ স্ট্রীট, [illegible] রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

**অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ**

**মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত নতুন দ্বন্দ্বজনিত অচল অবস্থার অবসান ঘটেনি।**

আলোছায়া প্রোডাকসন্সের 'সপ্তপদী'র নায়ক উত্তমকুমার।

ছবি হিন্দুস্থানে আর কোথাও দেখান হয়নি, এবং সেখানি তোলা হয়েছে লোকসভার নতুন প্যাকেট পেশ হবার আগেই।

নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে ল্যাবরেটরীতে ছবি নেগেটিভ ও প্রিন্ট করা হয়, নতুন নিয়ম অনুসারে লাইসেন্স নেবার ও প্রতি প্রিন্ট ছাড়বার আগে নির্দিষ্ট শুল্ক সরকারী তহবিলে জমা দেবার দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে। এই ফলে [illegible]

[illegible]

মূল্যের দশ হাজার টাকা [illegible]

[illegible] সম্ভব হয়নি। মধ্যপ্রদেশ

# সিনেমা জগৎ

চৈত্র সংখ্যা : দাম এক টাকা

ছবিতে ছবিতে মঞ্চলাপ, আকারে ও প্রকারে, রঙে ও রেখায় সুশোভিত।

নিৰ্বাসন [illegible] — বিমল কর
লাল রঙ কালো ছাপ — শক্তি দত্ত
রসায়ন [illegible] — বক-যন্ত্র
লেখালেখি [illegible] — সরোজ সেনগুপ্ত
ঘোরাঘুরি [illegible] — বিমল দত্ত
দাম্পত্য কলহেচৈব [illegible] — চিত্রগুপ্ত
হাসাহাসি [illegible] — বহুরূপী

[illegible] কানাকানি (খবরের [illegible]) চোখাচোখি [illegible] লেখালেখি [illegible] ঘোরাঘুরি [illegible] খোঁজাখুঁজি (ছবির গল্প) ॥ কানাকানি [illegible] শত ইন সিমলার [illegible] এবং অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরীর [illegible]।

প্রকাশিত হয়েছে!

সিনেমা জগৎ । কলকাতা—৬

কল্লোল ফিল্মসের মুক্তিপ্রতীক্ষিত চিত্র "বাইশে শ্রাবণ"-এর নায়ক ও নায়িকা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের "ভগিনী নিবেদিতা"র নাম-ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

সম্প্রদায়ের নির্দেশমত আগামী বৎসরের জন্যে পুরস্কারটি জমা রাখা হয়েছে। ●

সামাজিক নাটক বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে রমেন লাহিড়ী রচিত "শহরে রজনীর অভিনয়" ও মনোরঞ্জন বিশ্বাস লিখিত "আমার মাটি"। পৌরাণিক নাটক বিভাগে [illegible] রায়ের "অভিজ্ঞান" ও ঐতিহাসিক নাটক বিভাগে [illegible] সান্যালের "[illegible] সুবেদার" শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে। প্রত্যেকটির নাট্যকারকে ২৫০ টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া, সর্বাধিক নম্বর পাওয়ার জন্যে "[illegible] সুবেদার"-এর নাট্যকারকে আরো একটি ২৫০ টাকার চেক দেওয়া হয়। গীতিনাট্য বিভাগে কোন রচনাই পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হয়নি।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] উদ্বোধন করতে গিয়ে শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় বলেন, [illegible] ও উৎসব [illegible] করেন তাঁদের দৃষ্টি আমি আজকের মত অনুষ্ঠান-

গিরিশ নাট্য-উৎসবের উদ্বোধনী সভায় অহীন্দ্র চৌধুরী বক্তৃতা করছেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে দেখা যাচ্ছে চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শচীন সেনগুপ্তকে।

রঙমহল

এক পেয়ালা কফি

মিনার্ভায়

অঙ্গার

দেখেছেন ?

চিত্রালোচনা

নিউ থিয়েটার্স (এক্সজিবিটর্স) লিমিটেডের "নতুন ফসল" ছবির নায়ক-নায়িকার শিশু-সংস্করণ। পরিণত বয়সে এই দুটি চরিত্রে রূপ দিয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রভা চৌধুরী।

[illegible]

১৯৬০-এর পর [illegible]

[illegible]

• • • •

[illegible]

[illegible] এক্সো-এশিয়ান [illegible] উৎসবে সমাগত দুই [illegible] চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ভারতের [illegible] ও [illegible] (ডাইনে প্রথম ও চতুর্থ) দেখা যাচ্ছে।

এসেছে এবং সেগুলির বর্তমানে [illegible] চলছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তালিকা চিত্রের "[illegible]", নিউ থিয়েটার্স (এক্সজিবিটর্স) লিমিটেডের "নতুন ফসল", শ্রী এন সি এ [illegible] ও [illegible]

[illegible]

করছেন মিহির মিত্র, ধীরেন চ্যাটার্জী, স্মৃতি চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

**গীতবিতানের রজতজয়ন্তী উৎসব**

গত ২০শে মার্চ রঙমহলের উদ্যোগে ...

# নাট্যাভিনয়

• • •

• • •

... মঞ্চস্থ হবে। প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ


বিশ্বরূপা

সেতু

কোভারে নরেশ মিত্র, অসিতবরণ ...

নিউ এম্পায়ারে
থিয়েটার ইউনিট
নাট্য-উৎসব

উঁচু-নীচু

মৃচ্ছকটিক

চার দেয়াল

থিয়েটার সেণ্টারে
নাট্যোৎসব
১৪ থেকে ২০ এপ্রিল, '৬০

— মহাজাতি সদন —

এইচ এম সি প্রোডাকশনের 'ক্ষুধা' চিত্রের একটি দৃশ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার ও বসন্ত চৌধুরী।

[illegible]


রম্যবীণা

সম্পাদক : ভাস্কর মিত্র

[illegible]


## বিবিধ সংবাদ

[illegible]

দেশের মধ্যে যে দুটি কারখানা ছিল তাতে বছরে ১৭ লক্ষ ভারতীয় [illegible] পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল, [illegible]

[illegible] হিসেবে বসন্ত চৌধুরী।

# খেলার মাঠে

একলব্য

এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের এক সভা ডাকা হয়েছে দিল্লীতে। সভার আগেই আমার লেখা শেষ করতে হচ্ছে। হয়তো এর মধ্যে অলিম্পিকে প্রতিনিধি পাঠাবার একটি ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যেতে পারে। তবে সবাই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার ফুটবল খেলার ফলাফলের দিকে। যদি ভারতীয় ফুটবল দল রোম যাবার অধিকার অর্জন করতে না পারে তবে ফুটবলের জন্য নির্ধারিত ২২টি আসন বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে এই মর্মে এক খবরও প্রকাশিত হয়েছে।

এই খবরে মর্মাহত হয়েছেন ভারতের ফুটবল কোচ এস এ রহিম। রহিম এখন কলকাতায় ফুটবলের জন্য অলিম্পিক ট্রেনিং সেণ্টারের পরিচালক। তার শিক্ষাধীন রয়েছেন ভারতের বাছাই করা ৩১ জন খেলোয়াড়। প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে এরা অনুশীলন করছেন এবং নিজেদের ভুল ত্রুটি অনেকটা শুধরে নিয়েছেন। একটি সংগঠিত শক্তিশালী দল হিসাবে এদের গড়ে উঠবার সময় এ ধরনের নিরুৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ রহিমকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে। তিনি বলেছেন এ ধরনের সংবাদ খেলোয়াড়ের মনোবলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কথাটা মোটেই মিথ্যা নয়। যখন খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেবার প্রয়োজন [illegible]

কোচ রহিমের মতে কলকাতার ট্রেনিং সেণ্টারের শিক্ষায় খেলোয়াড়দের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এবং ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের সাফল্য সম্বন্ধেও তার বড় আশা আছে।

আশা করব এই আশাই শেষ পর্যন্ত বজায় থাক। ভারতীয় ফুটবল দল রোম যাবার অধিকার পাক।

• • •

ফুটবলের জন্য আয়োজিত অলিম্পিক ট্রেনিং সেণ্টারে খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে [illegible] উপযুক্ত স্থানে ট্রেনিং সেণ্টার খোলা হয়নি। [illegible]

খেলোয়াড়দের তৈরী করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী এম দত্ত রায়, যিনি এখন কলকাতাতেই আছেন এবং কলকাতাতেই যাঁর আবাসস্থল তাঁর আজ পর্যন্ত ট্রেনিং সেণ্টার পরিদর্শন করবার সুযোগ ঘটেনি। নির্বাচক সমিতির অন্যান্য সদস্যরাও রয়েছেন কলকাতার বাইরে। সুতরাং এরা কেমনভাবে কিভাবে খেলোয়াড় নির্বাচন করবেন তা আমার জানা নেই। [illegible]

• • •

[illegible]

• • •

[illegible]


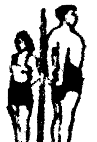

[illegible] লম্বা হউন। [illegible]

253 (DB) Azad Market Delhi-6.

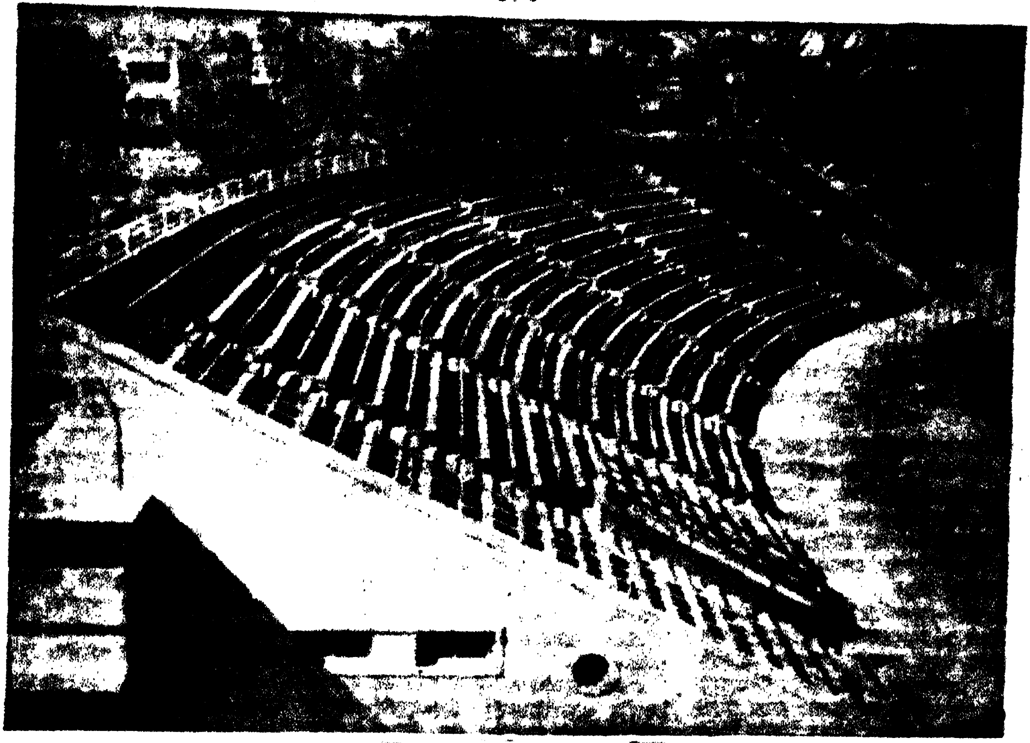

[illegible] কর্তৃক [illegible] প্রেক্ষাগৃহের একাংশ। রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকীতে এই প্রেক্ষাগৃহ উদ্বোধন করা হবে

[illegible]

থাকেন। [illegible]

[illegible]

নিম্নগামী। সেই আকাশ যখন [illegible] এবং

[illegible]

মানুষই সুখী হতেন।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২১শে মার্চ—বাণিজ্য কোম্পানীসমূহ ও ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীকান্তিলাল ঠাকুরদাস দেশাইকে প্রিসাইডিং অফিসার নিযুক্ত করিয়া ভারত সরকার আজ জাতীয় ট্রাইবুনাল গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে আজ নয়াদিল্লীতে এই দুইটি দেশ কর্তৃক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অবিলম্বে কার্যে পরিণত হইবে।

ভারত চীন সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে আলোচনার জন্য চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই আগামী ১৯শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে উপস্থিত হইবেন বলিয়া শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন।

[illegible]

## বিদেশী সংবাদ

[illegible]

[illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

২২শে মার্চ—[illegible]

[illegible]

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার  সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—১৩ ষান্মাসিক—৬.৫০ ও ত্রৈমাসিক—৪ টাকা।
মফঃস্বল : বার্ষিক—২২ ষান্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৬ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র [illegible] আনন্দ প্রেস, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

REG. NO. C. 2109


# নাইসিল ঘামাচি

হ'তে

সত্বর আরামের জন্য

শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হ'লে
এবং সাধারণ চর্মরোগেও
নাইসিল পাউডার
অত্যন্ত কার্যকরী

# নাইসিল

ত্বকের জন্য আদর্শ

ব্রিটিশ ড্রাগ হাউসেস্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
পোষ্ট বক্স নং ১০৪১, বোম্বে—১
শাখাসমূহঃ— কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ

BDH

২৭ বর্ষ ] শনিবার, ২৬ চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 9th April, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ২৩

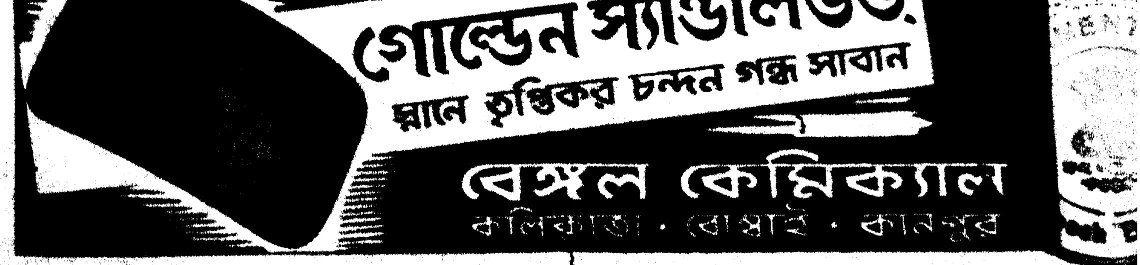

# বেদনা?

# ফেনসিক

## দ্রুততর কার্যকরি!

### সাধারণ প্রতিষেধক অপেক্ষা অনেক দ্রুত কাজ করে।

কারণ বেদনা থেকে তাড়াতাড়ি নিশ্চিত নিরাপদ আরাম পাবার জন্যে ফেনসিক-এ প্রয়োজনীয় সবকটি ওষুধই উপযুক্ত অনুপাতেই আছে। এই হচ্ছে ফেনসিক-এর গোপন তত্ত্ব—অন্যের চেয়ে উপযুক্ত অনুপাতের ফরমুলা। মাথাধরা, দাঁতের যন্ত্রণা, মাংসপেশীর বেদনা, জ্বরভাব, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে রেহাই পেতে হ'লে ফেনসিক সেবন করুন। মনে রাখবেন—ফেনসিক-এর একান্ত নিজস্ব ফরমুলা যে কোন বেদনায় বিশেষ ফলপ্রদ, কেননা—এর ক্রিয়া আরও দ্রুত।

আপনার দোকানে এই প্যাকেটটি খুঁজে নেবেন এবং ফেনসিকই চাইবেন।

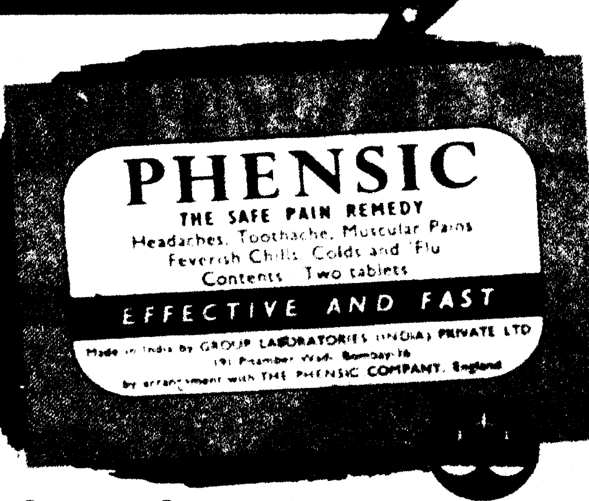


**ফেনসিক —অধিকতর সমন্বিত প্রণালীতে প্রস্তুত— ফেনসিক**

সার্থক রচনা :: নূতন উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

**বহ্নিবন্যা**

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত বৃহত্তর উপন্যাস। দ্বিতীয় মুদ্রণ ৮৷৹

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আধুনিকতম উপন্যাস

**উত্তরায়ণ** তৃতীয় মুদ্রণ ৫৷৷

প্রবোধকুমার সান্যালের

অসাধারণ উপন্যাস

**বেবোয়ারা** তৃতীয় মুদ্রণ (যন্ত্রস্থ)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর উপন্যাস

**পথের পাঁচালী**

নূতন মুদ্রণ : সাড়ে পাঁচ টাকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

**সাত পাকে বাঁধা** ৪৷৷

বিমল করের

**খোয়াই** ৩৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

**তরঙ্গের পর** ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

**মিলনান্তক** ৪৷৷

শৈলজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**পরিশোধ** ৪৷৷

সন্তোষকুমার ঘোষের

**রেণু, তোমার মন** ২৷৷

অখিল নিয়োগীর

**গভীর গাড্ডা** ৩৷৷

১৩৬০ সালের রবীন্দ্র-পুরস্কার অভিনন্দিত

উপন্যাস

প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-কীর্তি

# কেরী সাহেবের মুন্সী

পঞ্চম মুদ্রণ : সাড়ে আট টাকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| মাইকেল মধুসূদন | ৪৲ | রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প | ৬৲ |
| বঙ্গে বিমুখ | ২৲ | বিকুণ্ঠের গল্প পরিকল্পিত ও সংস্করণ | |
| বিকুণ্ঠ গল্প | ৫৲ | ভূতপূর্ব স্বামী | ২৲ |

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

**বহ্নি ভাগীরথী তীরে**

তৃতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

**উত্তরফাল্গুনী** ২য় সং ৬৷৷

আশাপূর্ণা দেবীর

**ছাড়পত্র** ৪৷৷

**বলয়গ্রাস** ৩য় সং ৪৲

নিরুপমা দেবীর

**প্রত্যর্পণ** ৩৲

**শ্যামলী** ৫৲

মন্মথনাথ ঘোষের

**ছায়াসঙ্গিনী** ২৸৹

( প্রবন্ধ )

যোগেশচন্দ্র বাগলের

**জাগৃতি ও জাতীয়তা** ৪৷৷

কালিদাস রায়ের

**সাহিত্য প্রসঙ্গ** ৫৲

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের

**আধুনিক বাংলা কাব্য** ৬৲

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বাংলার একমাত্র নির্ভরযোগ্য

সাহিত্যমাসিক

# কথাসাহিত্য

সদ্য প্রকাশিত চৈত্র সংখ্যার লেখকবৃন্দ

**স্রষ্টার চোখে সৃষ্টি**

পরিমল গোস্বামী

**গল্প**

মৈনাক

হীরালাল দাশগুপ্ত

শান্তিপদ রাজগুরু

**উপন্যাস**

আশাপূর্ণা দেবী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

**প্রবন্ধ**

কালিদাস রায়

কানাই সামন্ত

**ভ্রমণ**

সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

**কবিতা**

উমা দেবী

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মায়া বসু

**জীবন-বিচিত্রা**

নূতন বিভাগ—এই সংখ্যার পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক—উন্মন চক্রবর্তী

**নিয়মিত বিভাগ**

সম্পাদকীয়

পথে ও পথের প্রান্তে

রোপদেব শর্মার

সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা

*

এই সংখ্যার মূল্য—৸৹

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫৷৹

ষান্মাসিক ৩৲

কার্যালয়: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

# বেদনা?

# ফেনসিক্

## দ্রুততর কার্যকরি!

**সাধারণ প্রতিষেধক অপেক্ষা অনেক দ্রুত কাজ করে।**

কারণ বেদনা থেকে তাড়াতাড়ি নিশ্চিত নিরাপদ আরাম পাবার জন্যে ফেনসিক-এ প্রয়োজনীয় সবকটি ওষুধই উপযুক্ত অনুপাতেই আছে। এই হচ্ছে ফেনসিক-এর গোপন তত্ত্ব—অন্যের চেয়ে উপযুক্ত অনুপাতের ফরমুলা। মাথাধরা, দাঁতের যন্ত্রণা, মাংসপেশীর বেদনা, জ্বরভাব, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে রেহাই পেতে হ'লে ফেনসিক সেবন করুন। মনে রাখবেন—ফেনসিক-এর একান্ত নিজস্ব ফরমুলা যে কোন বেদনায় বিশেষ ফলপ্রদ, কেননা—এর ক্রিয়া আরও দ্রুত।

আপনার দোকানে এই প্যাকেটটি খুঁজে নেবেন এবং ফেনসিকই চাইবেন।

**ফেনসিক —অধিকতর সমন্বিত প্রণালীতে প্রস্তুত— ফেনসিক**

সার্থক রচনা : : নূতন উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

**বহ্নিবন্যা**

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত সুবৃহৎ উপন্যাস। দ্বিতীয় মুদ্রণ ৮৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আধুনিকতম উপন্যাস

**উত্তরায়ণ** তৃতীয় মুদ্রণ ৫॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
অনন্যসাধারণ উপন্যাস

**বেনোয়ারা** তৃতীয় মুদ্রণ (যন্ত্রস্থ)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অমর উপন্যাস

**পথের পাঁচালী**

নূতন মুদ্রণ : সাড়ে পাঁচ টাকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

**সাত পাকে বাঁধা** ৪॥

বিমল করের

**খোয়াই** ৩৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

**তরঙ্গের পর** ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

**মিলনান্তক** ৪॥

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**পরিশোধ** ৪॥

সন্তোষকুমার ঘোষের

**রেণু, তোমার মন** ২॥

অখিল নিয়োগীর

**সভার সাজ্জা** ৩॥

১৯৬০ সালের রবীন্দ্র-পুরস্কার অভিনন্দিত
উপন্যাস
প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-কীর্তি

**কেরী সাহেবের মুন্সী**

পঞ্চম মুদ্রণ : সাড়ে আট টাকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| মাইকেল মধুসূদন | ৪৲ | রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প | ৪৲ |
| বনে বিজনে | ২৲ | নিকৃষ্টতর গল্প - শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে | |
| নিকৃষ্ট গল্প | ৪৲ | ভূতপূর্ব স্বামী | ২৲ |

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

**অস্থি ভাগীরথী তীরে**

তৃতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

**উত্তরফাল্গুনী** ২য় সং ৬॥

আশাপূর্ণা দেবীর

**ছাড়পত্র** ৪॥

**বলয়গ্রাস** (২য় সং) ৪৲

নিরুপমা দেবীর

**প্রত্যর্পণ** ৩৲

**শ্যামলী** ৫৲

মন্মথনাথ ঘোষের

**ছায়াসঙ্গিনী** ২৸

: প্রবন্ধ :

যোগেশচন্দ্র বাগলের

**জাগৃতি ও জাতীয়তা** ৪॥

কালিদাস রায়ের

**সাহিত্য প্রসঙ্গ** ৫৲

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের

**আধুনিক বাংলা কাব্য** ৬৲

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বাংলার একমাত্র ... সাহিত্যমাসিক

# কথাসাহিত্য

সদ্য প্রকাশিত চৈত্র সংখ্যার লেখকবৃন্দ

**স্রষ্টার চোখে সৃষ্টি**
পরিমল গোস্বামী

**গল্প**
মৈনাক
হীরালাল দাশগুপ্ত
শক্তিপদ রাজগুরু

**উপন্যাস**
আশাপূর্ণা দেবী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

**প্রবন্ধ**
কালিদাস রায়
কানাই সামন্ত

**ভ্রমণ**
সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

**কবিতা**
উমা দেবী
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
মায়া বসু

**জীবন-বিচিত্রা**
নূতন বিভাগ—এই সংখ্যার পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক—উৎপল চক্রবর্তী

**নিয়মিত বিভাগ**
সম্পাদকীয়
পথে ও পথের প্রান্তে
রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে
সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা

*

এই সংখ্যার মূল্য—৷৷৹
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫৷৷৹
ষাণ্মাসিক ৩৲

কার্যালয় : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

# নতুনের অভিযান...

দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত,
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
দিয়ে, কর্ম দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই......মহৎ।
কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শান্তিময়,
শান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
বৈচিত্র্য আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আহ্বান......

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন যাপনের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সবাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

**আজও আগামীতেও...দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার**

FR 2-X51 BO

# সূচীপত্র

Cooch Behar

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| শান্তিপর্বে আলোচনা— | ... | ৭২৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... | ৭৩০ |
| বৈদেশিকী— | ... | ৭৩১ |
| গানের আসর—শার্ঙ্গদেব | ... | ৭৩৩ |
| আলোচনা— | ... | ৭৩৫ |
| অভিশপ্ত চম্বল— | শ্রী[illegible] | ৭৩৭ |
| শান্তিনিকেতন ও আচার্য ক্ষিতিমোহন | —শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত | ৭৪১ |


প্রবৃত্তি

[illegible]

৭ই চৈত্রের বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
(ব্যোমকেশের কাহিনী)
[illegible] ৩.০০

[illegible]
(সচিত্র গল্প)
[illegible] ৩.০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর (নতুন নাটক) রজনীগন্ধা ২.২৫

'রজনীগন্ধা' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমতের অংশ :

Review — Off the Times :

" 'Rajanigandha' is a surprisingly good and gripping play ... A milestone in the modern Bengali theatre movement

Amrita Bazar Patrika :

"Compactness in the presentation of theme is the strong point of Dhananjoy Bairagi's plays, and his talent piece of stage-play 'Rajanigandha' bears sufficient proof of this. The play with many novel fitness has only four characters, which is also something unprecedented in a Bengali Drama."

Cine Advance :

" 'Rajanigandha' will again and again be described by me as Dhananjoy Bairagi's greatest work, the best of his plays, the tragedy in which he exhibits most fully his multitudinous powers."

আনন্দবাজার :

[illegible]

দেশ :

[illegible]

প্রতি বাংলা মাসের ৭ তারিখে আমাদের নতুন বই প্রকাশিত হয়।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালচার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১


(সি ৩৭৭১

# প রি ব র্ত ন

পটলবাবুর ছেলে। [illegible] এখানে থাকে। [illegible] বাড়ি, [illegible] থাকে, [illegible] থাকে। আমরা এক [illegible] থাকি। [illegible] জেলা [illegible] করা। [illegible] বেকার। বেকার আমি [illegible]। টিউশনিতেই পেট চলে। [illegible] চক্রবর্তীবাবুর ছেলেমেয়েদের পড়াই। মোটা চল্লিশ টাকা মাসে হাতে আসে। এতেই তেমন থাকা, খাওয়া, কাপড় চোপড়, পান, চা সবকিছু। কষ্ট করেই চালাতে হয়। সকালে চায়ের নেশা। শুধু এক কাপ চা। দোকানটা একটু দূরে। ভুবনেশ্বর [illegible] কাছে। মেস থেকে কিছুটা পথ হাঁটতে হয়।

রোজই হাঁটতে হয়। একটা মোড়। চৌমাথার [illegible]। [illegible] কোণায় দাঁড়িয়ে সরকারী পুলিশ ট্রাফিক কনট্রোল করে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরতে হয়। ঘুরতেই দোকানটা। তেমন বড় নয়, আবার একেবারে ছোটও নয়। [illegible] দোকান। তবে সাইনবোর্ড নেই। [illegible], টফি, জলখাবার সবই পাওয়া যায়। সকালেই এখানে আমি এক কাপ চায়ের [illegible]। এর ওপরে এদের [illegible] আমার নেই। আর [illegible] একটা চারু [illegible] নয় [illegible] পর্যন্ত। তবে রোজই যাই।

[illegible] কোন [illegible] দিন [illegible] এক একবার [illegible]। [illegible] সরকার। [illegible]। [illegible] তবে [illegible] আসুন, আসুন, [illegible] এক কাপ চা [illegible] ... [illegible] এক চারু.....

ঐ চারু চায়ের [illegible] ইলেকট্রিক [illegible] হাওয়া খাই। সেই সঙ্গে রোজকার [illegible] কাগজটাতেও চোখ বুলোই। কাগজের অন্য খবরে আমার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। শুধু সিচুয়েশন ভ্যাকেন্সীর কলমটাই দেখি। রোজই দেখি। এ কলমের প্রতিটি লাইন মন দিয়ে পড়ি। খালি চাকরীর খবর খাঁটি [illegible] রাখি। তারপর মেসে ফিরে [illegible] ঠিক, এ পর্যন্তই। [illegible] কোনদিন খবর [illegible] না। শুধু [illegible] চোখ, চাকরী খালির খবর পড়ি। রোজই [illegible] ঠিক, [illegible] কেটে চলে।.....

বছর খানেক হয়ে গেছে, একটা চাকরী পেয়েছি। তা-ও কিন্তু ঐ দোকানটার [illegible] খোঁজে, কোম্পানীর চাকরী। [illegible] [illegible] ঘণ্টা [illegible] কাজ [illegible] কাজ। মন্দ নয়। মাইনে একশো পাঁচ টাকা। এখনও পটলবাবুর মেসেই থাকি, তবে চায়ের দোকানটাতে আর যাওয়া হয় না, চারু চা [illegible] খুঁজতে বসেছি।.....[illegible] সামনে [illegible]। রোজকার সেই এক কাপ চা, [illegible] চায়ের দোকানটা, [illegible] যেন [illegible] উঠতে লাগলো।

[illegible] মনে [illegible] আমি [illegible] না। [illegible] দোকানটায়। [illegible] ঘুরতেই দোকানটা [illegible]। [illegible]

[illegible] একটা পরিবর্তন [illegible] চারু চা [illegible] একটা [illegible] ... [illegible] চা [illegible] [illegible] চারু [illegible] দোকানে [illegible] সরকার [illegible] সরকার মশাই [illegible] চারু [illegible] চায়ের [illegible]

কথা [illegible] আর [illegible] সরকার মশাইয়ের [illegible] [illegible] বাড়ীর সব [illegible] হয়। [illegible] আগের তুলনায় [illegible] কি না—

এক [illegible] দিকে [illegible] [illegible] [illegible] বুঝতে পারছি না। সরকার মশাই যেন [illegible] না। [illegible] না। দুটিই নিন। তেমন [illegible] নেই। শুধু [illegible] দরকার। [illegible] [illegible] না। [illegible] কিন্তু [illegible] নেই। [illegible] এক [illegible] কোম্পানীর [illegible] ৭০০ [illegible] এক [illegible] [illegible] এবার কিন্তু [illegible] [illegible] আমি [illegible] সরকার মশাই।

সরকার মশাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকার [illegible] [illegible] ...

[illegible] [illegible] পরিবর্তন [illegible] সরকার মশাইয়ের [illegible] এই একঘেয়ে [illegible] কি পরিবর্তন [illegible] এ [illegible] [illegible].....

[illegible] চা [illegible] [illegible] সরকার। [illegible] দোকানটা [illegible] এবার [illegible] একটা, [illegible] একদিন এ [illegible] পরিবর্তন আসবে, হয়ত [illegible] আবারও [illegible] হয়ে।.....

[illegible] ভাইটি। আজ এখানেই শেষ করি.....

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| [illegible]—শ্রী[illegible] চৌধুরী ... | ... | ৭৪৫ |
| কাকে তুমি চাও (কবিতা)—শ্রীমণীন্দ্র রায় ... | ... | ৭৫১ |
| এই কলকাতা : এবং পলাশ (কবিতা) —শ্রী[illegible] দেবী ... | | ৭৫২ |
| হিমালয় পর্বতের [illegible]—শ্রী[illegible] রায় ... | | ৭৫৩ |
| [illegible]—শ্রী[illegible] মিত্র ... | .. | ৭৫৪ |
| [illegible]—শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য ... | .. | ৭৫৯ |


প্রকাশিত হইল!

[illegible]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স মু দ্র - মা নু ষ

[illegible]

ডাঃ [illegible] ভট্টাচার্যের

ডাক্তারের দুনিয়া

সুশীল ঘোষের

মৌন নূপুর

[illegible] ৩.৫০

[illegible]

[illegible] ভট্টাচার্যের

রূপসী নগরী

[illegible]

[illegible] মজুমদারের

আবার জীবন

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তৃতীয় ভুবন

[illegible]

—[illegible]

[illegible] : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

(সি ৩৯০১)



[illegible] বই

সাহিত্য ও শিল্পকলা

সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রসঙ্গে [illegible] ৩.০০

[illegible]

নানা লেখা ৪.৫০

অধ্যাপক [illegible] রায়

সাহিত্য-বীক্ষা ৩.০০

[illegible]

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ৩.৫০

[illegible] মিত্র

১৮৫৭ ও বাংলা দেশ ২.৭৫

[illegible]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ ০.৪০

[illegible]

নয়াচীনে চা[illegible] মিত্র ৩.০০

[illegible]

অবিস্মরণীয় চীন ৩.০০

[illegible]

অবিস্মরণীয় [illegible] মিত্র ১.০০

[illegible]

আমার দেখা চীনের গণ-কমিউন ০.৬২

[illegible]

মানুষ কি করে বড়ো হল ৩.৫০

[illegible]

অতীতের পাখী ১.৬২

[illegible]

আবিষ্কারের কথা ১.৫০

[illegible]

চাঁদে অভিযান ৩.০০

[illegible]

মানুষ কি করে পড়তে শিখল ০.৭৫/১.২৫

অধ্যাপক [illegible]

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৭.০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি—১২

১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি—১৩

তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নব দিগন্ত

প্রবোধ সান্যালের
কল্লোল কাহিনী

নীহার গুপ্তের ছায়াপথ
সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস
রহস্যভেদী কিরীটী

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
উপন্যাস
স্বাধীন যৌবন বজলেনা

বনফুল-এর বড় গল্প

দেব সাহিত্য কুটীর

নব কল্লোল
প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৬৮

উত্তমকুমারের
নিজের লেখা স্মৃতিকথা
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর

বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর
পি. সি. সরকারের
ম্যাজিক

পঙ্কজ মল্লিকের
স্বরলিপি

প্রতি সংখ্যা ১·২৫

---

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া ৮·০০
ভারত প্রেমকথা ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য ৩·৫০
প্রেমের গল্প ৪·০০
সাহিত্যের সত্য ২·৫০

সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ ৫·০০

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিন্ময় বঙ্গ ৪·০০

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

রবীন্দ্র-মানসের উৎস সন্ধানে ৩·৫০

দরবেশ-এর

দুস্তর মরু ৩·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

রূপসী রাত্রি ৫·০০
প্রচ্ছদপট ৩·৫০
প্রেমের গল্প ৪·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প ৪·০০
মনের মানুষ ৩·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত ৫·০০
ছেলেদের বিবেকানন্দ ১·২৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিদূষক ২·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

# দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 9th April, 1960.

২৭ বর্ষ ॥ ২৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৬ চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আমন্ত্রণে চীনের প্রধান মন্ত্রী ভারতে আসিতেছেন—১৯শে এপ্রিল তিনি দিল্লী পৌঁছিবেন জানিতে পারা গিয়াছে। দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে চীন-ভারত সীমান্ত সঙ্কট সম্বন্ধে "শান্তিপূর্ণ আলোচনা" হইবে বলিয়া প্রকাশ। নেহরুর বিশ্বাসপ্রবণতা ও উদার মনোভাব অনেক সময় সঙ্কট মোচন না করিয়া সঙ্কটকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই — চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত আক্রমণটাই এক প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত। এখন তিনি শান্তিপূর্ণ আলোচনা প্রসঙ্গে আবার কি করিয়া বসেন সেই চিন্তা ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। লোকসভার বিরোধী দলগুলি, জনসংঘ, পি. এস. পি., কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া ছাড়া একটি যুক্ত বিবৃতিতে নেহরুজীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এদিকে কলিকাতায় চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ সমিতির পক্ষ হইতেও সতর্কবাণী প্রচারিত হইয়াছে। সমিতির সভাপতি মনীষী শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে, চীন প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন সঙ্গত হইবে না। অপর পক্ষে সরকারেরও মনে রাখা আবশ্যক যে, বর্তমান অবস্থায় কূটনৈতিক শিষ্টাচারের অধিক কিছু করাও শোভন হইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন সীমান্ত সম্বন্ধে ভারত সরকারের বহু বিঘোষিত নীতি লঙ্ঘন করিয়া কোন মীমাংসা দেশের লোকে সহ্য করিবে না। ইহা সত্ত্বেও কোন কোন দল ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা প্রকাশ্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবে। এরূপ করা যে অন্যায় রাজকোটের জনসভায় নেহরুজী তাহা বলিয়াছেন। আমাদেরও সেইরূপ ধারণা। চীনের প্রতি আমাদের মনোভাব যেমনি হোক না কেন অতিথিরূপে যিনি আসিতেছেন তাঁহার সম্মুখে অশোভন ও প্রকাশ্য

## "শান্তিপূর্ণ আলোচনা"

প্রতিবাদ জ্ঞাপন দেশের পক্ষে গৌরবের নয়।

এই তো গেল প্রাথমিক ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নেহরু ও চু-এন-লাই-এর মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনা প্রসঙ্গ। উভয়ের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি কি হইবে, কি হওয়া সম্ভব জানি না। ইতিমধ্যে নেপাল ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে চীনের আপোস হওয়ায় কেহ কেহ আশান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নেপালের এটাই বড় কথা। নেপাল আক্রান্ত হয় নাই, নেপালের অন্তর্গত মাউন্ট এভারেস্ট দাবি করা হইয়াছে মাত্র। কাজেই নেপালের সমস্যা অনেক সহজ। অপর পক্ষে ভারত চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। পনেরো হইতে কুড়ি হাজার বর্গমাইল ভূমি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে চীন। আরো অনেক এলাকা প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল ভূমির উপরে প্রকাশ্য দাবি ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের সমস্যা একটি প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যা। এমন অবস্থায় নেপালের সঙ্গে চীনের মৈত্রীচুক্তি দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারে না ভারত। তা ছাড়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী লোকসভায় বারবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, চীনা সৈন্য ভারতের সীমান্ত পরিত্যাগ না করিলে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা সম্ভব নয়। চীনা সৈন্য ভারত সীমান্ত পরিত্যাগ করে নাই, পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করে নাই—এমন অবস্থায় ভারতের প্রধান মন্ত্রীই বা হঠাৎ আমন্ত্রণ করিতে গেলেন কেন, চীনের প্রধান মন্ত্রীই বা তাহা স্বীকার করিতে গেলেন কেন, আলাপ আলোচনার ভিত্তিই বা কি হইবে—ইহাই এখন দেশের উদ্বেগের বিষয়। অবশ্য নেহরুজী বলিয়াছেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত নির্ণয়ে ২।১ মাইলের এদিক ওদিক হওয়া অসম্ভব নয় বা অবান্তর নয়। কিন্তু এ তো সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়, ২।১ মাইলের দাবিতে কেহ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের প্রসঙ্গ তোলে না কিম্বা প্রকাশ্যে আক্রমণ করিয়া গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি করে না। কাজেই নেহরু সীমান্ত নির্ণয়ে যে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, চীন সে দৃষ্টিতে দেখিতেছে না ইহা ধরিয়া লওয়া অন্যায় হইবে না। কাজেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই পুরাতন প্রসঙ্গে আসিতে হইল—নেহরু-চু-এন-লাই আলাপ আলোচনার ভিত্তি কি হইবে?

নেহরু শান্তি চান। কে না চায়? নেহরু পঞ্চবার্ষিক যোজনার সাফল্য চান। কে না চায়? রণোন্মাদনায় অর্থবিক্ষেপ ঘটুক, দেশ সংগঠন কার্য ব্যাহত হোক ইহা কোন সুস্থ বুদ্ধির লোকে চায় না। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের কোন অংশ, তাহা যতই দুর্গম, যতই স্বল্পাবহৃত হোক না কেন তাহা আততায়ীর গ্রাসে তুলিয়া দিয়া কেহ শান্তি বা সাফল্য প্রার্থনা করে না—করে না। ইতিহাস বার বার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, তোষণ-নীতির পরিণাম শুভ নয়, শান্তির আশায় আততায়ীর মুখে গ্রাস তুলিয়া দিলে উৎকটতর ক্ষুধার ভূমিকা সৃষ্টি করে মাত্র। এসব কথা ঐতিহাসিক নেহরুর না জানিবার নয়। কিন্তু রাজনৈতিক নেহরু কখনো কখনো সাময়িক শান্তির আশায় স্থায়ী শান্তিকে লঙ্ঘন করেন। সাময়িক শান্তির আশায় তিনি তিব্বতের উপরে চীনের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এখন আবার যদি সাময়িক শান্তির আশায় ভারতের অংশ বিশেষের উপরে চীনের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লন তবে নিতান্ত বুদ্ধিহীনতার কাজ হইবে। যে রাজনীতির হাটে শান্তির বেচাকেনা চলে তাহা এড়াইয়া চলিতে অনুরোধ করি ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে।

# প্রসঙ্গত

গানের বৎসর পূর্বে ৩০শে চৈত্র আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও আনন্দবাজার লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। তিন বৎসর সেই দিনটি ফিরে ফিরে এসে তাঁর বিচ্ছেদ-বেদনাবিধুর স্মৃতি মনে করে। এবারও সেই দিনটি সমাগত। তিনি শুধু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন না,

তিনি ভারতবর্ষের এই সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার স্রষ্টাদের অন্যতম। কর্মেণ মনসা বাচা তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। নিরহংকার, নির্বিরোধ, বিনয়ী এবং ভদ্র প্রফুল্লকুমার কর্মীদের পরম প্রিয় ছিলেন। ক্ষমা ছিল তাঁর অলংকার। বাক্যে নম্র, ব্যবহারে ভদ্র এবং রুচিতে মার্জিত এই মানুষটির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ যাঁরাই পেয়েছেন, তাঁদেরই শ্রদ্ধা এবং প্রীতি তিনি অর্জন করেছেন। তিনি শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, সাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর সাহিত্যকৃতি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর তিরোধান দিবসে আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

•

সম্প্রতি ভারতবর্ষে একটি আইনজীবী সমিতি গঠিত হল। এই উপলক্ষে ভারতের প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমাদের সেই শ্রেণীর বিচারকের প্রয়োজন আছে, সুবিচার করবার সময় যাঁরা শুধু ঈশ্বরকে ভয় করবেন, কোন মানুষকে নয়, তা তিনি যত বড়ই হোন না কেন।" তিনি আরও বলেন, এই সমিতি দেশে সুস্থ ঐতিহ্য এবং আইনের শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করবে। এটর্নী-জেনারেল শ্রীসীতলবাদ বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, সম্প্রতি শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের আশঙ্কাজনক নজীর দেখা গেছে। অন্য দেশে যেমন, স্বৈরতন্ত্রী সরকার আইনের শাসনকে বিপন্ন করেছে, ভারতবর্ষেও তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারিতার নূতন ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শ্রীসীতলবাদ আরও বলেছেন, ভয় এবং তদ্বিরের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাচ্ছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবল হয়ে উঠেছে। এবং এই দুর্নীতি স্বৈরতন্ত্রী শক্তিসমূহকে দেশের শাসনশক্তি বলপ্রয়োগে অধিকার করার শ্রেষ্ঠ আমন্ত্রণ। তিনি এই নূতন সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং আইনজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই বিপজ্জনক ধারার প্রতিরোধ করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

এই দুটি ভাষণ থেকে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়েছে। সমিতির উদ্বোধন-কালে রাষ্ট্রপতি ডাক্তার প্রসাদকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, "যদি এটর্নী-জেনারেলের আশঙ্কার কোন ভিত্তি থাকে তাহলে এইরূপ একটি সমিতি গঠনের নিশ্চয়ই সার্থকতা আছে।" আমাদের প্রশ্ন, তিনি 'যদি' বলেছেন কেন? ভারতের প্রধান বিচারপতি ও এটর্নী-জেনারেলের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর কি কোন অবিশ্বাস আছে? যাঁরা আইনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে থাকেন, তাঁরা প্রকাণ্ড বড় শক্তি এবং যথেষ্ট শক্তিমান। ভারতবর্ষীয় আইনজীবী সমিতি তাঁদের কতখানি বাধাদানে সমর্থ হবেন জানি না, তবে তাঁরা জনমত ও আইনসভার সদস্যদের [illegible] সহায়তা করতে পারবেন নিশ্চয়ই।

•

অর্থ সংকটের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার কি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন? যেখানে হাত বসাবার জায়গা নেই, সেখানে তাঁরা হাত চালাতে লেগে গেছেন। তার ফলে চারিদিকে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ট্যাক্স বসেছে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের উপর। তার ফলে এক-একখানি বই-এর দাম চড়বে। বিজ্ঞাপন কোম্পানীকে প্রায় ১৮ হাজার টাকা কর দিতে হবে। তাদের সঙ্গে বিজ্ঞাপন শিল্প নিজেদেরকে বিপন্ন বোধ করছে। এই করের ধাক্কা কোম্পানী কোনরকমে সামলাতে পারে, অন্যান্য প্রকাশক ছোট ছোট সামলাতে পারবে কি না সন্দেহ। তাঁরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং এই কর দেওয়ার সময় বিজ্ঞাপন শিল্প বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বদ্ধপ্রতিজ্ঞ।

•

আর-একটি নূতন কর বসেছে টেলিফোনের উপর। অকস্মাৎ টেলিফোনের উপর নূতন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে সমস্ত বছরের টাকাটা অগ্রিম জমা দেবার দাবি করা হয়েছে। এমনকি, যাঁরা এককালীন টাকা দিয়ে টেলিফোন বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও চুক্তির পরিবর্তন করা হচ্ছে। টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজার বলেছেন, সকলেই টাকা জমা দিচ্ছেন এবং কেউই টেলিফোন ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন নি।

এই ব্যাপারে টেলিফোনের গ্রাহকদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গীয় বণিক সমিতি, ভারতীয় চিকিৎসক সমিতি (বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা) এবং কলিকাতা টেলিফোন-গ্রাহক কল্যাণ সমিতি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। কলিকাতা টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজারের 'অল্প সংখ্যকের' সমালোচনা করে বণিক সমিতি বলেছেন, নির্দিষ্ট শ্রেণীর টেলিফোন ব্যবহারকারীদের চিন্তা সমস্যার কথা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে, টেলিফোন আজ বিলাসের সামগ্রী না। নতুন ব্যবস্থাতেও তাঁরা যে এই বোঝা বহন করছেন তার কারণ, তাছাড়া আর কোন উপায় নেই।" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এককালীন ১৪০৲ টাকা দেওয়া এই দুর্দিনে খুবই কষ্টকর। প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ গ্রাহকই টাকাটা দিতে পারবেন না, কারণ টাকাটা চলছে না। সরকার যদি এদের সঙ্গে উপেক্ষা করে নতুন পন্থা জোর করে চালান, তাহলে যথেষ্ট সংখ্যক লোকের সংশয় এই বোঝা হঠাৎ চাপানো হবে। তার ফলে কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা কতখানি থাকবে, তা চিন্তা করবার বিষয়।

•

হট্টগোল অবশেষে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। হট্টগোলের সুযোগ পেলে আমরা ছাড়ি না। সাহিত্যসভা এবং সংগীতসভা পর্যন্ত নিস্তার পায় না। এবং এই দিক দিয়ে আমাদের আইনসভা-গুলিও হট্টগোলের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের বিধান সভায় দেখা গেছে হট্টগোল এবং অশালীনতা এখন আর আইনসভার সদস্যদেরই সম্পত্তি নয়, এর দর্শকদেরও সংক্রমিত হয়েছে।

মহারাষ্ট্র বিধান সভার দর্শকদের গ্যালারী থেকে জোড়াজোড়া জুতা ও চপ্পল নিক্ষেপ করে সভার কার্য-পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই অপরাধের জন্য প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের চারজন কর্মীকে স্পীকারের আদেশ অনুযায়ী বিধান সভার বর্তমান অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক করা হয়েছে। বিধান সভার অধিকার রক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। বিধান সভার এই বিচার ক্ষমতা এতদিন পর্যন্ত কাগজে-কলমেই ছিল, এই প্রথমে হাতে-কলমে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

...MENT LIBRARY

# বৈদেশিকী

দক্ষিণ আফ্রিকায় ২১ জন [illegible] আফ্রিকানদের [illegible] হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণনীতির বিরুদ্ধে [illegible] পাওয়া যাচ্ছে। [illegible]

[illegible]

[illegible] বলা হয়েছে। এই বিষয়ে ইউনোর সেক্রেটারি জেনারেলকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং তার ফল কী হয় সে বিষয়ে [illegible] এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবিদ্বেষমূলক নীতির বিরুদ্ধে আক্রোশ [illegible] দিন থেকেই ইউনোর নীতিভুক্ত হয়ে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ইউনোর কথা প্রায়ই শোনেনি। ইউনো ও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের [illegible] মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা [illegible]। তবে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে যাদের সমস্যা তারা নিজেরা অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে তখনই যে সব সময়ে ইউনোর সাহায্য পাওয়া যায় তা নয়। ইউনোর কর্তারা নিজেদের মতো [illegible] করে বহু অন্যায়কারীর পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়েছেন। অন্যত্র কোথাও কোথাও সময়ে কোনো কাজের এক পক্ষের কর্তারা বড় অন্যপক্ষের কর্তাদের তেমন চটাতে চাননি, ফলে অনেক বড় অন্যায় কিংবা আক্রমণাত্মক প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ইউনোর চেষ্টায় যদি কোথাও কিছু কাজ হতে দেখা যায়, তবে এটাও দেখা যাবে যে সে চেষ্টার পিছনে এবং সঙ্গে অন্য চেষ্টাও আছে অর্থাৎ যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তারা শুধু বসে ভিক্ষা করেনি, [illegible]


আমাদের বই

কবিতা

| | |
|---|---|
| জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৪·০০ |
| বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৪·০০ |
| কঙ্কাবতী : বুদ্ধদেব বসু | ৩·০০ |

প্রবন্ধ

| | |
|---|---|
| সব-পেয়েছির দেশে : বুদ্ধদেব বসু | ২·৫০ |
| আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠী | ৭·৫০ |
| রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম : মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| পলাশির যুদ্ধ : তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| রক্তের অক্ষরে : কমলা দাশগুপ্ত | ৩·৫০ |
| সময়টা কেমন যাবে : জ্যোতি বাচস্পতি | ৩·০০ |

গল্প ও উপন্যাস

| | |
|---|---|
| প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প | ৫·০০ |
| এক অঙ্গে এত রূপ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩·০০ |
| সমুদ্রহৃদয় (উপন্যাস) : প্রতিভা বসু | ৪·০০ |
| [illegible] (উপন্যাস) : দীপক চৌধুরী | ৪·০০ |
| চিররূপা : সন্তোষকুমার ঘোষ | ৩·০০ |
| গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) : অমিয়ভূষণ মজুমদার | ৮·০০ |
| মেঘের পর মেঘ (উপন্যাস) : প্রতিভা বসু | ৩·৭৫ |
| [illegible] : নরেন্দ্রনাথ মিত্র | ২·৫০ |
| মনের ময়ূর (উপন্যাস) : প্রতিভা বসু | ৩·০০ |
| মীরার দুপুর (উপন্যাস) : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ৩·০০ |
| তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) : প্রতিভা বসু | ৪·০০ |
| চার দেয়াল (উপন্যাস) : সত্যপ্রিয় ঘোষ | ৩·০০ |
| মাধবীর জন্য : প্রতিভা বসু | ২·৫০ |
| বনহংসী : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ২·৫০ |
| বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) : প্রতিভা বসু | ৩·৫০ |

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা ১৩

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রমথনাথ বিশীর

## জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ৫৲

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ৫৷৷৹ শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব ২৷৷৹

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কালান্তর ৪৷৷৹ কালিন্দী ৪৷৷৹ গণদেবতা ৪৲ আগুন ৩৲

জরাসন্ধ্যে? মুখোপাধ্যায়ের

রাজ্য সেতাব ৫৲ উদয় ভানু ৪৷৷৹ দুধ এর জীবন ৪৲

ভারতবাণী বুক স্টল ২০৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি-৩৬৬৬)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত রচিত **কবিমনীষী**

এলিয়ট, শেলী, গেটে, হিমাদেন, ভিক্টর, হাফিজ, শেকস্পীয়র ও সুধীন দত্ত সম্পর্কে আলোচনা — মূল্য—৩.৫০ নঃ পঃ

শ্রীদিলীপকুমার রায় রচিত **তীর্থংকর**

শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রোমা রোলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল, মহাত্মা গান্ধী ও নিরালা সম্বন্ধে, পরিবর্ধিত ৩য় সং, কাপড়ের বাঁধাই দেড়শ—৮৲

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকের জন্য নিম্নের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

**শ্রীঅরবিন্দ বুক্স ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ**

১৩নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। টেলিফোন: ৩৪-২০৭৬

প্রকাশিত হ'ল

নতুন উপন্যাস

নতুন পরিবেশ

দাম ২.৫০

তিন কন্যা

উষা দেবী সরস্বতী রচিত

নতুন উপন্যাস

## কন্যাবধূ

একটি পুরুষের আকাঙ্ক্ষার পাড়ায় কাটি মেয়ের আত্মনিবেদন অথচ প্রেমের ফসল সেখানে মূল্যহীন।

রমণীয় প্রচ্ছদপট। দাম ২.৫০

আধুনিক সাহিত্য ভবন

১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২


অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম এবং ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করার সাহস যোগিয়েছে। বিভিন্ন কাউন্সিলের প্রস্তাবের মধ্যে যদি শক্তি কিছু থাকে, তবে সেটা কাউন্সিলে যাঁরা বক্তৃতা করেছেন, তাঁদের কথা থেকে আসেনি, শক্তি এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার যাঁরা নিজেদের মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে আর বঞ্চিত হয়ে থাকবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণ দিয়েছে এবং আরো প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাদের কর্ম এবং ভাবনা থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অতীতে ইউনোর প্রস্তাব উপেক্ষা করেছে, বর্তমান প্রস্তাব যদি তারা উপেক্ষা না করে, তবে বুঝতে হবে তার কারণ হচ্ছে এই যে অশ্বেতকায়দের আর উপেক্ষা করার সাধ্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নেই। তবে এটাও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভয়ঙ্কর আরো অনেক কিছু না করে ছেড়ে দেবে না।

•

প্রেসিডেন্ট নাসের ভারতের যেখানেই গেছেন, সেখানেই এদেশের লোকের প্রীতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখতে পেয়েছেন। জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট নাসের যে-সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য যে শ্রদ্ধা তাঁর স্বাভাবিক প্রাপ্য। কিন্তু তাঁর [illegible] নিয়ে এমন কিছু বলা উচিত নয় যাতে তিনি বিব্রত বোধ করতে পারেন। [illegible] একজন [illegible] [illegible] পত্রিকায় [illegible] প্রকাশ করেছে। তারা একথাও বলেছে যে, আরব এবং [illegible] পরিবর্তনে [illegible], তখন তিনি যদি ভারত [illegible] প্রেসিডেন্টদের কাছে এই তাঁর আশা। আরব জাতীয়তা-বোধ বড়ো ঠিক মতোই [illegible] পারে, কিন্তু আরব [illegible] সেই ঐক্যের কী রূপ দেবেন সেটা তাঁরা ঠিক করবেন। সে বিষয়ে অন্য দেশের পত্রপত্রিকার মতামত প্রকাশ করার [illegible] প্রকাশ্য [illegible] কোনো [illegible] সেই [illegible] উচিত [illegible] মনে হয় না। তাঁদের কাছে যদি [illegible] এরূপ বলা হয়, তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। [illegible] [illegible] কোনো রাষ্ট্রনীতির এমন নতুন রূপ যে [illegible] বা [illegible] [illegible] উচিত হবে কোনও দেশই বিব্রত বোধ করবে না।

•

সাহারায় ফ্রান্সের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা এবং পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ৩।৪।৬০

# গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

[illegible]

... অতএব এঁদের গান যখন গাইতে হয় তখন হিসেব করে গাইতে হয় আর এই জন্যই এঁদের গানের নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি থাকা দরকার। এই স্বরলিপি দেখে আমরা তাঁদের গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব।

রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপি দেখে ... গাওয়া নিয়ে আজকাল যে সমস্যার ... হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা চলেছে. ... কিন্তু অপর দুই কবিসম্রাট সুরকার— অতুলপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গান নিয়ে যে ব্যাপারটি ঘটছে সে সম্বন্ধে কোনো আন্দোলন দেখি না। অথচ, এঁদের সুর নিয়ে যে বিভ্রাট চলেছে রবীন্দ্র-


পুরোনো ক্যাটালগের অনেক বই বাতিল করা হয়েছে, নতুন বই প্রচুর বেরিয়েছে
॥ নতুন ক্যাটালগের জন্য লিখুন ॥

● সদ্য প্রকাশিত ●

সতীনাথ ভাদুড়ীর
**পত্রলেখার বাবা**
॥ চার টাকা ॥
চিত্রগুপ্তের ফাইল - - - ২·০০
অচিন রাগিনী - - - - ৩·৫০
সংকট - - - - - ৩·৫০

প্রমথ চৌধুরীর
**মুক্তবন্ধ**
॥ তিন টাকা ॥
প্রবন্ধসংগ্রহ - - - - ২·৫০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
**জর্জ বার্নার্ড শ**
একত্রে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ জীবন-কথা ॥
॥ সাড়ে আট টাকা ॥
একাকিনী নায়িকা - - ২·৫০

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস
**নীলাঞ্জনের খাতা**
॥ চার টাকা ॥
শ্রেষ্ঠ গল্প - - - - ৫·০০
হঠাৎ আলোর ঝলকানি - ২·৫০

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস
**মনামী**
॥ চার টাকা ॥
বকুলতলা পি এল ক্যাম্প ৩·৫০
বল্মীক - - - - - ৬·০০

● মনোজ বসুর ●
বাঁশের কেল্লা ২·২৫
জলজঙ্গল ৩·০০
গল্প সংগ্রহ ৬·০০
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫·০০

● জরাসন্ধের ●
তামসী (ষষ্ঠ মুদ্রণ) ৫·৫০
লৌহকপাট (১ম খণ্ড) ৩·৫০
" (২য় খণ্ড) ৩·৫০
" (৩য় খণ্ড) ৫·০০

[illegible]
জলা ও প্রবাহ ৫·০০
[illegible]
কথায় কথায় ৩·০০
[illegible]
বইয়ের বনজে ২·৫০
[illegible]
দেশে দেশে ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
[illegible] ৬·০০
প্রবোধকুমার সান্যালের
দেবতাত্মা হিমালয় (১ম খণ্ড) ৮·৫০
" (২য় খণ্ড) ১০·০০
প্রফুল্ল রায়ের
পূর্ব-পার্বতী ৮·৫০
সমরেশ বসুর
শ্রীমতী কাফে ৫·৫০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-বারো ॥

সংগীত সম্পর্কীয় সুরের চৌহদ্দি তার কাছে কিছুই নয়। অতুলপ্রসাদের সামান্য কয়েকটি গান উল্টোপাল্টে প্রতিভাবান বেতিওতে—দুঃখিনী রেকর্ডেও বেরিয়েছে কিছু—কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি গানে অতুলপ্রসাদের সুরকে যথেষ্ট পরিবর্তিত করা হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদকে ধরে ধরে ভুলে দেবার প্রচেষ্টাও হয়েছে অথচ যে গানগুলি পাওয়া যায় তাদের স্বরলিপি আছে। সে স্বরলিপি তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত। এই যে শিল্পীরা স্বরলিপি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন এর সম্বন্ধে কী যুক্তি আছে আমরা খুঁজে পাই না। অতুলপ্রসাদের সহজ সরল আদলটা বজায় রাখলে ক্ষতি কি?

অতুলপ্রসাদের গানে তাঁর নিজস্ব সুরের বাঁধন ঘটেছে তাঁরই জীবদ্দশায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। অনেক সময় সুরের রূপের বাইরে এই সব বাঁধনে তাঁদের সম্মতি নিতে হয়েছিল আবার কখনো কখনো তাঁরা নিজেরাই তাঁদের সুরে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন প্রয়োজনবোধে। প্রত্যেক স্রষ্টাই এই প্রয়োজনবোধ করেন। কিন্তু স্রষ্টার হাতে তাঁর সুরের পরিবর্তন এক জিনিস আর পরবর্তীকালে অন্যের হাতে পরিবর্তন অন্য জিনিস। [illegible] কাজটি অপরিহার্য না হলে না করাই উচিত কেননা রেকর্ডগুলির মধ্যে [illegible] আমরা যতটা পাই অপরিবর্তিতই রাখতে চাই। এটাই প্রথার [illegible] সংগীতের ব্যাপারটা [illegible] শিল্পীর হাত অন্তর [illegible] হয়. কিন্তু তার [illegible] কাজে আকৃতিকেই [illegible] তখন সে উদাহরণ [illegible]।

পূর্বযুগের কয়েকটি রেকর্ড অতুলপ্রসাদের সুরের ওপর কিছু অন্যরকম [illegible] নিয়েছিল। [illegible] কারো ছিল. কিন্তু [illegible] সুরের [illegible] বাঁধন [illegible] কি [illegible] জানিনে না [illegible] সব গানে। এই পরিবর্তনগুলি অতুলপ্রসাদ নিজেই করে [illegible] কিনা জানি না, কিন্তু কেমন কিছু [illegible] কাকলিতে যে মূল সুর [illegible] আছে, তা এত সুন্দর এবং [illegible] পরিবর্তনে কীন [illegible] হয় না। রেকর্ডগুলির [illegible] স্বরলিপিতে যে সহজ সরল [illegible] পরিনির্দিষ্ট [illegible] আমাদের মনে হয়। তা ছাড়া স্বরলিপিতে [illegible] গানগুলোর যে অনুপম স্পর্শ রয়েছে রেকর্ডে

সেটি আরো নেই। যাঁরা অতুলপ্রসাদের গান শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে কাকলির স্বরলিপিতে যে সুর এবং ভণিতায় পরিচয় পাওয়া যায় তা একান্তভাবে কবির নিজস্ব। হাতে হাতে প্রমাণ যাঁরা এখনো চান তাঁদের বলব কবির "জানি জানি তোমারে হে অন্তরযামী" বা "কিসে তুই ভাবিস মন"—এ দুটি রেকর্ড তাঁরা শুনুন এবং স্বরলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। এই সমস্ত বাঁধনের কথা বিশেষ করে বলছি, কেননা আজকাল যে সমস্ত আকর্ষণবিহীন বাঁধন ঘটেছে তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে পূর্ববর্তী রেকর্ডগুলি থেকে। আমাদের [illegible] সবারে [illegible] সুরে না যে—এ গানগুলির [illegible] পাওয়া যায় [illegible] এমন [illegible] উল্লেখ [illegible] অতুলপ্রসাদের [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সময় [illegible] মনে হয়। এইসব [illegible] কিছু [illegible] এই [illegible] রেকর্ডে পাওয়া যায়, সেটা জানাই দরকার।

কিন্তু "আমায় রাখিস কার [illegible]" গানটি যখন [illegible] সহকারে গাওয়া হয়, তখন শিল্পীদের বাঁধন খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। মূল সুরের বদলে বাঁধন না করলেই ভাল হয়। এমন গান [illegible] যাঁরা শুনে, এদের ওপর রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ প্রভাব পড়ে গেছে—যার পরিবর্তন হলে আমরা হয়ত কোন অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যাবে। এ যুগে কাব্যসংগীতের [illegible] দুরূহ এবং [illegible] অথচ [illegible] অবলম্বন করা [illegible] নয়। তাঁরাও অনেক সময় [illegible] পরিবর্তন হয়ে [illegible] প্রচুর [illegible] হওয়া সত্ত্বেও।

এ [illegible] স্বরলিপির কথা। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] অথচ [illegible] দেখে, সেই বিভ্রান্তিই সবচেয়ে দুঃখের।

# আলোচনা

**রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষক সম্মেলন**

সবিনয় নিবেদন—

কলকাতায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজনকে ভিত্তি করে 'দেশ' পত্রিকায় যে লেখা প্রকাশ করেছেন তা একেবারেই দুর্ভাগ্যজনক হয়েছে বলে মনে করি।

আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের একজন ছাত্র হিসেবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং সঙ্গীত একাডেমির [illegible]

[illegible]

পুস্তকের ভূমিকাতে পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে রবীন্দ্র কোনদিনই তাঁর গানে আকাঙ্ক্ষা পছন্দ করতেন না। তিনি বলে [illegible] করতেন উদার ও উচ্চ কণ্ঠস্বরে, তাতে তাঁর গানের কোন রকম মাধুর্যের হানি হয়নি। [illegible] না হোক বর্তমানে এই যে একরকম [illegible]


নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল

রমাপদ চৌধুরীর
প্রখ্যাত গল্প সংকলন

**আপন প্রিয়**
পঞ্চম সংস্করণ
৬·০০

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] (২য় সং) | : সুবোধ ঘোষ | ৪·৫০ |
| হরিণ চিতা চিল (কবিতা) | : প্রেমেন্দ্র মিত্র | ৩·০০ |
| অন্দর মহল | : সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ৬·০০ |
| [illegible] | : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| স্বাদু স্বাদু পদে পদে | : [illegible] | ২·৭৫ |
| প্রীতিবাসর | : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ২·৭৫ |
| পঞ্চমী মহল | : আশাপূর্ণা দেবী | ৪·০০ |
| [illegible] | : [illegible] | ৪·০০ |
| [illegible] | : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | : প্রবোধকুমার সান্যাল | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | : রমাপদ চৌধুরী | ৪·৫০ |
| টিপ্পি কুটুম | : লীলা মজুমদার | ৩·৫০ |
| মন মানে না | : গৌরকিশোর ঘোষ | ৩·৭৫ |
| [illegible] | : সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৫·০০ |
| মুখের রেখা | : সন্তোষকুমার ঘোষ | ৫·০০ |
| একান্ত আপন | : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| আকাশদীপ | : গজেন্দ্রকুমার মিত্র | ৪·০০ |
| জলপায়রা (২য় সং) | : প্রেমেন্দ্র মিত্র | ৪·০০ |

অন্যান্য বই

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | : রমাপদ চৌধুরী | ৩·০০ |
| [illegible] | : সুবোধ ঘোষ | ৬·০০ |
| [illegible] | : [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | : [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| [illegible] | : সন্তোষকুমার ঘোষ | ৩·৫০ |
| [illegible] | : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫·০০ |
| [illegible] | : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·৫০ |
| [illegible] | : বনফুল | ৪·০০ |
| [illegible] | : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| [illegible] | : লীলা মজুমদার | ৩·২৫ |
| [illegible] | : মনোজ বসু | ৩·৫০ |
| [illegible] | : বিমল কর | ৩·০০ |
| [illegible] | : [illegible] | ৪·০০ |
| ॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥ | | |
| [illegible] | : [illegible] | ৬·০০ |
| [illegible] | : [illegible] | ২·৫০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible]
প্রথম প্রণয় বিজ্ঞাপিকা

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

তাহলে এটাই কি রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়কী? কেউ কেউ বলবেন, না এটা ঠিক গায়কী নয়, আবার কেউ কেউ বলবেন হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে গায়কী। কিন্তু এই অবস্থায় তবে আমরা কোথায় যাই। অতএব এই যে সব জটিলতা আজকাল দেখা দিয়েছে এর একটা সমাধান হওয়া একান্তই প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ যেন ভুলে না যান "গীতালী" সংগীতের সম্পাদকের উদ্দেশ্যে কবিগুরুর বাণী—"তোমাদের কাছে সানুনয় অনুরোধ—এই দেশবাসীকে একটু দরদ দিয়ে একটু রস দিয়ে গান শিখিও।"

গায়কীর কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, "গায়কী এমনিতে আসে না, অনবরত শুনতে হয়" কিন্তু কাদের গান শুনব অথবা কাদেরইবা অথরিটি বলে মেনে নেব? এর উত্তরে হয়ত অনেকে বলবেন যাঁরা কবিগুরুর সংস্পর্শে ছিলেন ও যাঁরা বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবন থেকে আসছেন তারাই অথরিটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজকাল তাদের মধ্যে নানা বিরোধ দেখা দিয়েছে।

আমাদের মনে হয় এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বিশ্বভারতীর নেওয়া দরকার এবং এর সঙ্গে শিক্ষক সম্মেলন হলেও ভাল হয় অথবা শিক্ষক শিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করলে আরও ভালো হয়।

ইতি—
শ্রীনিত্যগোপাল বসু

### ছাত্র জীবনে রাজনীতি

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

১৬ সংখ্যা দেশের সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপর বন্ধুবর বাপির আলোচনা পড়ে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, ছাত্রসমাজ রাজনীতির বাইরে থাকতেই পারে না। অসম্ভব। আজ বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে মানুষ সবার পর্যন্ত রাজনীতির আওতায়। কথা হচ্ছে, এই রাজনীতি সর্বদাই খারাপ নয়। রাজনীতি যেখানে অসুস্থ বা পারভার্টেড নয়, সেখানেই বিপদ। আজকের দিনে বাঙলা দেশের ছাত্রসমাজ যে রাজনীতির কবলে পড়েছে, সেটা এই অসুস্থ রাজনীতি। আত্মনিষ্ঠার প্রয়োজন খুব কম, তাই মতবাদের মূল্যও কম। রাজনীতির এই কাঠিন্য বজায় [illegible] কাঁচিশক্তই তাদের ভিত্তি। অসুস্থ রাজনীতির জননী অসুস্থ সমাজ। বাঙালী আজ লক্ষ্যহীন কুসংস্কৃত, মদ্যপায়ী বিলাসপরায়ণ। সমাজের সর্বস্তরে যখন দুর্নীতির ভাঙাবাড়ী চলেছে, তখন ছাত্রদের সামনে নীতির নিয়ম বক্তৃতা দেওয়া বৃথা।

কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলের অবস্থা এর মধ্যে আরও ভয়ঙ্কর। দুর্গাপুর কলেজের শ্রীরামচন্দ্র ধাড়া এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার সবটা ঠিক নয়। তাঁর কলেজের কথা জানিনে, তবে মফঃস্বলের অধিকাংশ কলেজে ছাত্র-ইউনিয়নের নির্বাচন কলকাতার অনেক কলেজের তুলনায় গোলমাল কম হয়। বললে বোধ হয় অতিরঞ্জিত হবে না—কলকাতার কয়েকটি ছাত্রাবাসের অবস্থাও মোটেই ছাত্রদের অনুকূল নয়। কেউই এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেন না। কলকাতায় এমন কলেজের সংখ্যাও খুব কম নয়, যেখানে অধ্যক্ষ [illegible] ছাত্রদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহায্য নেওয়া ছাড়া পড়াশুনা থাকে না। [illegible] ব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণ [illegible] নির্দিষ্ট দিনগুলিতে [illegible] হয়। তবে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, ঐসব কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকেরা এর জন্য দায়ী।

ইতি—
সনৎকুমার বাগচী

(২)

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকার ১৬ সংখ্যার সম্পাদকীয় এবং ১৯ সংখ্যায় সত্যেন সাহার আলোচনা পড়ে মনে হল ছাত্রসমাজের বর্তমান [illegible] উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ সম্বন্ধে পরস্পরের মতভেদ রয়েছে। অনেক উক্তিতেই দৃষ্টিভঙ্গি [illegible] সাধারণতঃ সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু রাজনীতির অর্থনীতির [illegible] অর্থ পরিষ্কার না হলে আমার মনে হয়, আসল কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। ছাত্ররা যেমন [illegible] ছোট নয়, তারাও রাজনীতির অংশ জড়িত। রাজনীতি শুধু দলীয় রাজনীতি নয়। আমার মনে হয় এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ খোঁজার আগে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমরা দলের বা সমষ্টির বাইরে কিছুই চিন্তা করিতে শিখি না। মানুষের উপর আমরা যখন উচ্ছৃঙ্খলতা রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে বিচার করি, তাতে বাণী, সমাজ, দল ও দেশটাই আসল বড়। বিপদ এখানেই। তারা নিজেদের চোখ দিয়ে বাণী, সমাজ, দল, নেতা দেশ ইত্যাদির কথা শুনে শুনে অসহায় হয়ে পড়ছে, অথচ নিজেদের আত্মবিশ্বাসে টিকিয়ে রাখবার মত মনের জোর পায় না। তাই প্রশ্নপত্র শক্ত লাগলে দল বেঁধে তারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, দাবী আদায়ের জন্য জোরে, চীৎকার, ভাঙচুর সর্ব করে। তারা এটাই জানে, পরীক্ষায় পাশ না করলে সমাজে স্থান নেই। পড়তেও মন লাগে না কারণ একই কথা শুনেও হয়ত ভাল লাগে না।

অধ্যাপকদের কাছে আমার অনুরোধ, মনুষ্যত্বের হার উদ্দীপ্ত স্বভাবে দেখে বিচার করতে চেষ্টা করুন। না হলে ছাত্রদের চরিত্র খুব উন্নত হবে না। ইতি—

রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুরলীধর গার্লস কলেজ,
কলিকাতা।

### পাঁচমুড়োর কুম্ভকার

মহাশয়,

আমার পাঁচমুড়োর কুম্ভকার প্রসঙ্গ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দমোহন সাহার দুটি পত্র পড়লাম। [illegible] দেখছি তাঁর যে মনোবেদনার কারণ হয়েছে, একন্য আমি দুঃখিত। কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রবন্ধ লিখিত হয়নি। পাঁচমুড়োতে [illegible] যে অবনতি হয়েছে [illegible] [illegible] ব্যাপারে। এর জন্য মৃৎশিল্পীরা যে দায়ী তা আমি বলতে চাই না। [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] উদ্যোগে অনেক ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] [illegible] মৃৎশিল্পী পরিবারের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে এবং এটা অন্যায়ও নয়। তবে আমি বলতে চেয়েছিলাম তাঁরা যেন লেখাপড়া শিখে পৈতৃক বৃত্তিকে পরিত্যাগ না করেন বা হেয় জ্ঞান না করেন। মৃৎশিল্পীদের অবনতিই মৃৎশিল্পের অবনতির যে একটি প্রধান কারণ সেটা আমার বক্তব্য ছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে বিদেশীয়ানা এবং অন্যান্যদের ভিন্ন রূপ লোভন অবশ্য স্বীকার্য। আর ব্রাহ্মণ ও জমিদার, শাসক শ্রেণী এককালে কুম্ভকার ইত্যাদি শ্রেণীকে বহুদিন যে অবহেলিত করে রেখে দিয়েছিল এটা তো ঐতিহাসিক সত্য।

বিনীত
শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত

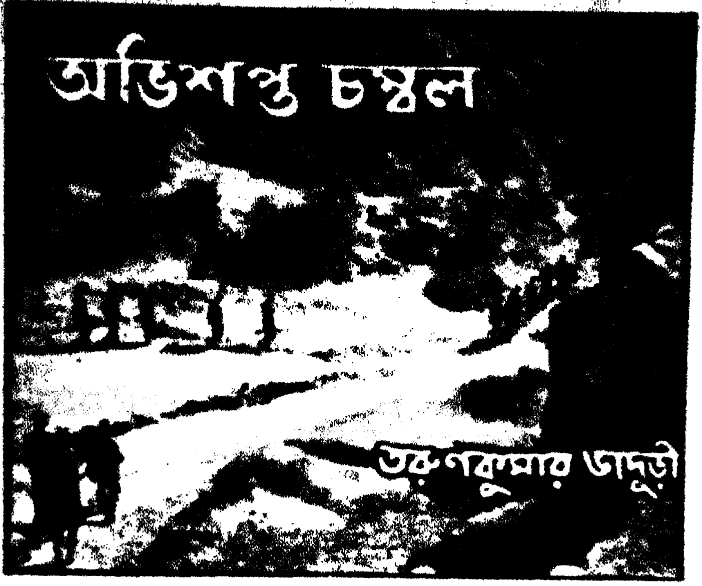


॥ দুই ॥

[illegible]

"Mansingh has a cast-iron alibi"

[illegible] ১৯৪২ [illegible]

[illegible]

[illegible] পুলিসের কাছে [illegible]

[illegible] মানসিং। [illegible] 'মিলিটারি' [illegible]। কিন্তু [illegible] কিন্তু মানসিং আর তার [illegible] পালাল।

১৯৪০ সালে আগস্ট মাসে [illegible] মানসিং একদিন [illegible] হত্যা করল। মানসিং-এর [illegible] পুলিসের [illegible]। এর পর, পর পর কয়েকটা হত্যা করল মানসিং। [illegible] ফেব্রুয়ারী মাসে [illegible] আর তার [illegible] মানসিংএর [illegible] সাক্ষী দিতে কেউ রাজী না।

[illegible] ১৩ই আগস্ট ১৯৪৭ [illegible] মানসিং আর [illegible]

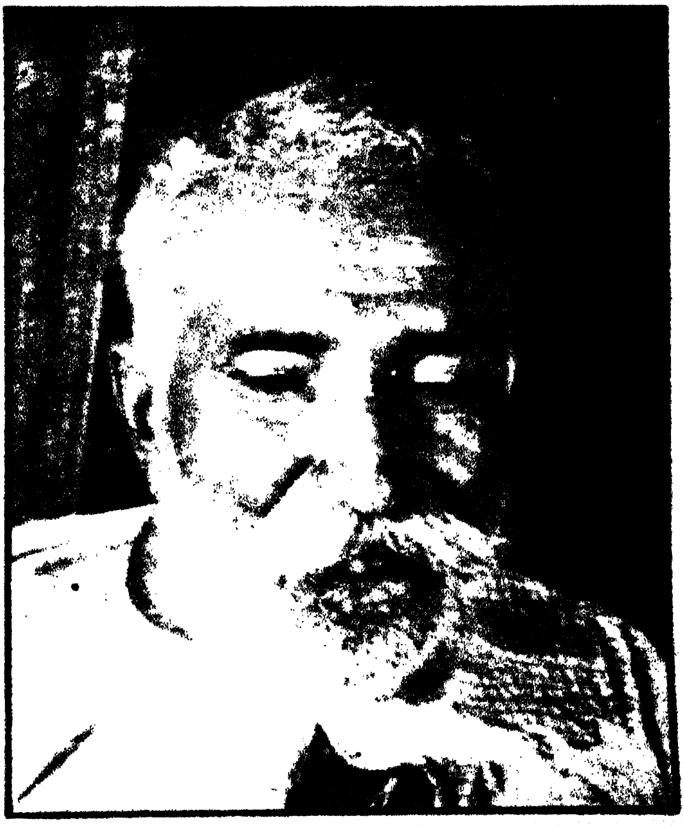

'দস্যুরাজ' মানসিং

মনোহরসিং। স্বাধীনতার আন্দোলনের তখনও শেষ হয়নি। একদিন বিজয়-গর্বে মানসিং তার গাঁয়ে ফিরে এল। খেড়া-রাঠোরের অনেকেই এগিয়ে এসে গলায় তার মালা পরাল। বিহারীসিং মৃত আর মনোহরসিং আবার ফেরার। মানসিং হল পরিবারের কর্তা। ডাকাতি আর লুঠ-তরাজের অর্থে পয়সা দিয়ে তৈরী হল বিরাট এক বাড়ি। লোকে বলত "গড়হী" (গড় মানে দুর্গ)। গাঁয়ে তার সম্মান আর প্রতিপত্তি বাড়ল। লোকে তাকে "দাউ" (গাঁয়ের নেতা)। কেউ কেউ বলে "রাজা মানসিং"। সবাইকার বিপদ-আপদে সে এগিয়ে আসে, ঝগড়ার মীমাংসা করে। যে সম্মান পাবার জন্যে বাপ বিহারীসিং চির-জীবন চেষ্টা করল, সেই সম্মান আজ তার ছেলে পেয়েছে ছেড়ে-ছিনিয়ে নয় "আপনি ডাকছে সে"। নিজের বাহুবলে।

গাঁয়ের ঘরে ঘরে চুপি চুপি কানাঘুষো হয়। "দাউ" পরিবারের সাহায্য করে। ধনীদের কাছ থেকে অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

[illegible]

"The people were spellbound by the fine spectacle of five grand cars and three majestic elephants gorgeously caparisoned for the marriage procession. It was attended by the gentry from far and near...."

It appears fantastic but it is perfectly true that Mansingh celebrated in his village home and in great style the marriage of his grandson. Elephants and several cars were in attendance. The big dinner and dancing party that followed was attended by the Tahsildar, the local medical officer and the officer in charge of the Police Station. Without any exception the big zamindars and the local Mahajan' were either present or were represented".

[illegible]

"But his perversity came to the surface once again. The fame that he enjoyed went to his head and he failed to realise the limits of prudence. He became arrogant and [illegible]. He behaved like a despot and harassed people on the [illegible] provocation.

His [illegible] towards Netramis [illegible] was such that he did not hesitate to take drastic action against any one whom he suspected and soon it appeared as if he wanted to hit out freely at everyone. There was no knowing when and where or whom he would strike next".

• • •

[illegible]


মেঘেঢাকা তারা

[illegible]

মেঘে ঢাকা তারা ৪৷৷০

[illegible]

সাহিত্য জগৎ—২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

[illegible]

উত্তর প্রদেশ, [illegible]

[illegible] চলে ৮০০ বর্গমাইল এলাকায়। [illegible] —প্রায় ২০ মাইল দূরে [illegible]

স্বর্ণ সুযোগ এল ১৩ই নভেম্বর [illegible]

১৯৫০ সালে। [illegible]

[illegible]

[illegible] ১৯৫৪ সালের [illegible]

[illegible]

[illegible] (ক্রমশ)

গুপ্ত এণ্ড কোম্পানীর
শান্তিরস সালসা
রক্তশোধক বলবর্দ্ধক
বাত ও বেদনা নাশক
[illegible] অপার চিৎপুর রোড [illegible] কলিকাতা

ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা

# 'শান্তিনিকেতন ও আচার্য ক্ষিতিমোহন

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

The sequel of today unsolders all
The goodliest fellowship of famous knights
whereof this world holds record. Such a sleep
They sleep, the men I loved.

মৌচাকে ঢিল ২·৫০

"one of his best creations"

কোপবতী ৩·০০

যুক্তবেণী ২·০০

জেনারেল

উঠেছে। সর্বোপরি বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে জ্ঞান তপস্যায় নিরত প্রাচীন তপোবনের ঋষিমূর্তি - দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। এই সমস্তটা মিলিয়েই বেড়ে উঠেছিল শিক্ষার বায়ুমণ্ডল। শিক্ষা যে দৈনন্দিন আহার-নিদ্রার ন্যায় গতানুগতিক ব্যাপার নয়, শিক্ষার আয়োজন যে উৎসবের আয়োজনের ন্যায় বিচিত্র এবং বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন, শান্তিনিকেতনই দেশকে সেই শিক্ষা দিয়েছে। মাস্টার মশাই কেবল যদি মাস্টার হন, তবে তিনি শিক্ষক হবার অযোগ্য। তাঁকে আরো কিছু হতে হবে, যা দেখে ছাত্রদের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষকগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন, তাঁরা কেউ বা সাহিত্যিক, কেউ সংগীতজ্ঞ, কেউ অভিনেতা, কেউ সমাজ সেবক, কেউ ক্রীড়ানুরাগী। জগদানন্দবাবুর মতো গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ লক্ষ্মণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। যে ছেলেরা তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে চলে, তারাই দেখছে, লক্ষ্মণ পাঠ [illegible] যে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক কতখানি সহজ হয়ে যেত। ক্ষিতিমোহনবাবু সন্ন্যাসীবেশী রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ, গৌরগোপাল ঘোষ মোহনবাগানের গৌরবে ছাত্রদের চোখে বিরাট মানুষ। আজকাল শিক্ষক বললেই লোকে মনে করে নিরীহ মানুষ—কোন গুণ নেই, তাই মাস্টার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল উল্টো—একমাত্র গুণী ব্যক্তিরই শিক্ষক হবার অধিকার আছে। শান্তিনিকেতনের জীবনেও নানারকম দাবি ছিল। সেই দাবি মেটাতে গিয়ে শিক্ষক নিরীহ মানুষকেও অলৌকিকের গুণ অর্জন করতে হত। সেই অবকাশ আজকের দিনের শান্তিনিকেতনেও আছে।

রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের শিক্ষকেরা বাংলা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন। পাঠ্যক্রম, রুটিনমাফিক, পরীক্ষাসর্বস্ব একঘেয়ে নীরস শিক্ষাকার্যকে রবীন্দ্রনাথ গান-গল্পে, নাট্যে-গীতে, রূপে-রসে আনন্দময় করে তুলেছিলেন। শিক্ষার ঊষর মরুভূমিতে তিনি ফুল ফুটিয়েছিলেন। এ যুগের মানুষ মেরু জয় করেছে। রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন মরুজয়। শান্তিনিকেতনের আদি যুগের শিক্ষকেরা তাঁর মরুজয়ের সেনা। এঁদের সম্পর্কেই কবি বলতে পারতেন—

> ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা,
> ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।

সেই সেনাদলের যিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক, আজ তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে বাংলা দেশের শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগের অবসান হল। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তবেই এই জীবনসাধনার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাবে।

সমস্ত দেশের অবক্ষয়িতকে ছাড়িয়েও শান্তিনিকেতনের নিজস্ব একটি চেহারা আছে। সেটি তার একান্ত আপনার। সেই প্রথম যুগে যাঁরা একদিন কবির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাজে, শুধু মিলিয়েছিলেন তাঁর হাতে, মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মনে, আর তাঁর দেশের এক এক জন তাঁরা সকলেই বিদায় নিলেন। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল। শান্তিনিকেতনকে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা যে যেখানেই থাকুন, আমাদের এই বেদনা তাঁরাও আজ মনেপ্রাণে অনুভব করবেন।

সেদিন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ক্ষিতিমোহনবাবুর মতো [illegible] খুব কমই দেখেছি। অনেক সময় তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমরা কেউ কিছু না। আমরা শিক্ষক মাত্র, গুরুদেবের নির্দেশেই আমাদের কাজ নিয়েছিলুম। তিনি না থাকলে আমরা কেউ কিছু হতাম না। [illegible] এর মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। প্রতিভার একটি স্পর্শে সামান্য [illegible] অসামান্য হয়ে ওঠে। তথাপি সকল শিক্ষক সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহনবাবুর এই উক্তি সত্যের দিক থেকে অতিরিক্ত বিনয়। ক্ষিতিমোহনবাবু যে শান্তিনিকেতনে এসে [illegible] অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁর প্রতিভার স্বরূপ যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থাতেই প্রকাশ পেত। ক্ষিতিমোহনবাবু মাটির মানুষ না, [illegible] রবীন্দ্র-প্রতিভার বহিরঙ্গনে সেই [illegible] এ কথা সকলেই স্বীকার করেন প্রতিভাবান মানুষেরও যে সকলেই প্রতিভার দিক দিয়ে এবং উৎকর্ষের দিক দিয়ে সমান হন এমন নয়। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে, রবীন্দ্রনাথ [illegible] ক্ষিতিমোহনের প্রতিভা [illegible] এবং [illegible] বৈশিষ্ট্য [illegible] আদর্শের জন্য যে উদার এবং [illegible] আমরা, যা নিশ্চয় [illegible]। বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ক্ষিতিমোহন সেন উভয়েই প্রতিভাবান ব্যক্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য না পাইলে এঁদের প্রতিভা এমন ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত কিনা, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। Direction এবং purpose-এর অভাবে বহু প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে থাকে। এঁদের বেলায় যে সেটি ঘটেনি, সেজন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞ।

গুরু শিষ্যকে গড়ে তোলেন, একথা যেমন সত্য, শিষ্যও তেমনি অলক্ষিত পরিমাণে গুরুকে গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ যদি ক্ষিতিমোহনের কাণ্ডারী, তবে আধ্যাত্মিক দিকে ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের কাণ্ডারী। রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে তিনি অনেক সম্পদ যোগান দিয়েছেন। বাংলা দেশের লোকসাহিত্য, লৌকিক ধর্ম ক্ষিতিমোহনবাবুর মারফতেই রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছিলেন। মধ্যযুগীয় সাধু-সন্তদের জীবন সম্বন্ধে তাঁর মারফতেই গুরুদেব জেনেছেন। Religion of Man নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সেই ঋণ স্বীকার করেছেন। এই সম্পর্কে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বহু গুণগ্রাহী এবং অনুরক্ত শিষ্যের পরিবৃত হয়ে দিন কাটিয়েছেন, তথাপি বলতে গেলে তিনি আসলে ছিলেন নিঃসঙ্গ এবং নির্জন। তাঁর অসামান্য প্রতিভাই তাঁকে সহজ সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। অনেকে তাঁর কাছে এসেছেন, তাঁর স্নেহ লাভ করেছেন, কিন্তু সমান ভূমিতে দাঁড়িয়ে [illegible] জীবন [illegible] সম্ভব হয়নি। সেখানে ক্ষিতিমোহনবাবু এই নিয়মের ব্যতিক্রম। [illegible] ক্ষিতিমোহনবাবুকে কবি [illegible] বন্ধুর আসন দিয়েছিলেন। এই [illegible] কম গৌরবের কথা নয়।

ক্ষিতিমোহনবাবু, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষিতিমোহনবাবু, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] কাছে তিনি [illegible] [illegible] সাহায্য করতেন। [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [illegible] [illegible] ক্ষিতিমোহনবাবুকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করলেন। এই বহু পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া খুব সহজ ছিল না। ক্ষিতিমোহনবাবু অনায়াসেই দাঁড়ালেন, এসব বিষয়ে গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করলেই ভালো হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অবাক হয়ে বললেন, কি? সে তো ছেলেমানুষ, সে এসব জিনিস বুঝবে না। তিনি ভুলে গেছেন যে, বাঁকে

[illegible]


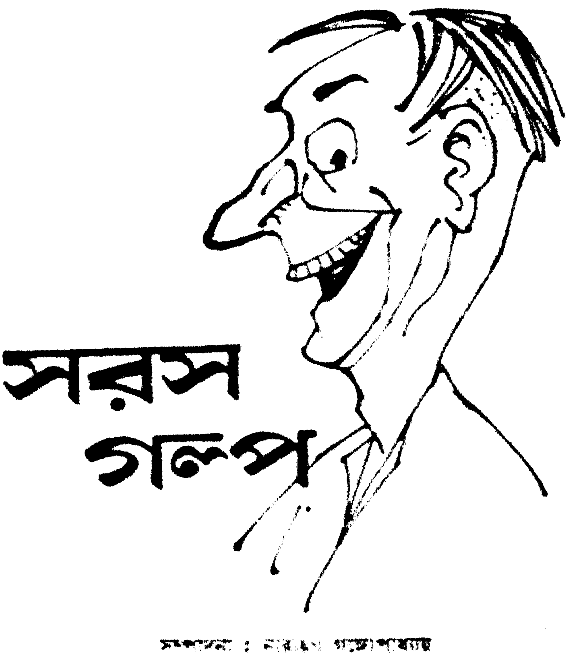


সম্পাদনা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible]

নতুন সাহিত্য ভবন

[illegible]

ছাপা, গানকেও হার মানাতেন। কোলরিজ সম্পর্কে হ্যাজলিট্ বলেছিলেন, he talks far above singing. ক্ষিতিমোহনবাবু সম্পর্কে ঠিক ঐ কথাটি বলা চলত। বৎসরের পর বৎসর তিনি শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। ধর্মকথা পারতপক্ষে কেউ শুনতে চায় না। নিজের কথা বলতে পারি, আমি স্বভাবতঃই অতিশয় 'ধর্মভীরু' মানুষ—অর্থাৎ কিনা ধর্মের নাম শুনলেই আমার আতঙ্ক হয়। তথাপি এককালে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে আমি মন্দিরে গিয়ে বসেছি সেটা পুণ্যলোভে নয়, ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনবার লোভে। লোকেরা ভাবে কেবলমাত্র ধর্মকথাই কথামৃত। ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনে আমি বুঝেছি, সুন্দর করে বলতে পারলে সব কথাই কথামৃত। শান্তিনিকেতনবাসী মাত্রই স্বীকার করবেন যে ক্ষিতিমোহনের কথা অমৃতসমান। সেই কথা যাঁরা মন দিয়ে শুনেছেন, তাঁরা পুণ্যবান হয়েছেন কিনা জানিনে, কিন্তু গুণবান যে হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ প্রতিটি কথার মধ্যে যথেষ্ট গুণপনা থাকত।

ক্ষিতিমোহনবাবুর আরেক গুণ তাঁর অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি। পূর্বকালের শ্রুতিধরদের কথা আমরা গল্পে পড়েছি। একমাত্র তাঁদেরই সঙ্গে ক্ষিতিমোহনবাবুর তুলনা চলে। স্বচক্ষে না দেখলে, স্বকর্ণে না শুনলে এই ক্ষমতার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। যে কোন বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেই তাঁর অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যেত। একবার আমারই উপস্থিতিতে কোন জিজ্ঞাসু [illegible] তাঁকে মুসলমান কবি বিরচিত সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু তৎক্ষণাৎ একটি একটি করে নাম বলে যেতে লাগলেন এবং প্রত্যেক গ্রন্থ থেকে গড় গড় দু এক পাতা মুখস্থ বলে গেলেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক। থ্যাকারে গিয়েছিলেন মেকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। থ্যাকারের বয়স তখন অল্প সবে কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে মেকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ক্লারিসা পড়েছেন কিনা। থ্যাকারে লজ্জিত মুখে পড়েননি বলতেই—never read Clarissa! বলে মেকলে ক্লারিসার প্রথম বাক্য থেকে শুরু করে দু তিন পাতা মুখস্থ বলে গেলেন। ভাবুন একবার, উপন্যাসেরও পাতার পর পাতা কেউ মুখস্থ রাখে! বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু থ্যাকারে স্বয়ং এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আমি অনুরূপ ঘটনারই চাক্ষুষ সাক্ষী।

গুরুর প্রতি ভক্তি এবং তাঁর কর্মের প্রতি যে নিষ্ঠা ক্ষিতিমোহনবাবু দেখিয়েছেন তা শিষ্যমাত্রেরই অনুকরণযোগ্য। বাহান্ন বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, এইখানেই দেহরক্ষা করলেন। আমাদের দেশে কথা আছে, যোগীরা কখনো যোগাসন ত্যাগ করে ওঠেন না। ক্ষিতিমোহনবাবু আজন্মযোগী ছিলেন। অর্ধশতাব্দী কাল অনন্যমনে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের সেবা করে গিয়েছেন। শুনেছি গোড়ার দিকে কয়েক মাসের জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। [illegible] ব্যবসা অবলম্বন করবেন, এই ইচ্ছা মনে ছিল। আশুতোষ [illegible] করে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু সে উদ্যম [illegible] গুরুদেবের আগ্রহাতিশয্যে আবার তাঁকে শান্তিনিকেতনেই ফিরে আসতে হয়েছিল। পরিহাস করে বলতেন, [illegible] না, তাই [illegible] হল না।

শান্তিনিকেতনের বাণী এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ক্ষিতিমোহনবাবু যেভাবে দেশময় প্রচার করেছেন এমন আর কেউ নয়। গত পাঁচ ছয় বছর এক রকম স্বেচ্ছাবন্দী অবস্থাতেই কাটিয়েছেন। কিন্তু তার পূর্বে প্রতিষ্ঠানের কিংবা গুরুদেবের কখনো তাঁকে ঘরে বসে কাটাতে দেখিনি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ঘুরে তাঁর বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য প্রচার করেছেন এবং যেখানে গিয়েছেন সেখানেই গুরুদেবের বাণী এবং তাঁর জীবনদর্শনের পর্যালোচনা করেছেন। এমন বহুদর্শী, এমন সত্যদর্শী মানুষ বড় দেখা যায় না। ভারতের এমন প্রান্ত নেই যেখানে তিনি যাননি। কত মানুষের সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় ছিল শুনলে অবাক লাগে। আমারই আত্মীয় পরিজন সম্পর্কে তাঁর কাছে এমন সব কাহিনী শুনেছি যা পূর্বে আমার জানা ছিল না।

কথায় কথায় সাহিত্যের কথা এসে গেল। তিনি আমার পিতৃবন্ধু, আমাকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছেন। আমার দুর্দিনের লেখা বইখানি তাঁর [illegible] ছিল তা জানিনি। ইচ্ছা করেই দূরে দূরে থেকেছি। সেটা আত্মরক্ষার তাগিদে [illegible]। বহু সামান্য বিদ্যা নিয়ে আমাদের কাজ করবার। সেই নিন্দাটুকু পাছে কানে আসে সেই ভয়েই কাছে যেতে ভরসা পাইনি। তথাপি তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি। আমি মাঝে মাঝে যে সব ছাই ভস্ম লিখে থাকি তা যে তিনি সস্নেহ প্রশ্রয়ের সঙ্গে পড়তেন মাঝে মাঝে তার আভাস পেতাম। এমন কি দু একটি লেখা যখন তাঁর ভালো লেগেছে তখন লোক মারফৎ আমাকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন।

অসুস্থ হয়ে অবধি গত পাঁচ ছ' বছর তিনি শান্তিনিকেতনের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই বাস করছেন। খালি পায়ে, হাতে কাগজপত্রের থলিটি ঝুলিয়ে শান্তিনিকেতনের রাস্তায় কতকাল তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর এই মূর্তিটি শান্তিনিকেতন ল্যান্ডস্কেপের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। পথ চলতে চলতে যাকে দেখেছেন তারই সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে দুটো কথা বলেছেন। স্নেহ মিশ্রিত হাস্য পরিহাসে অনেকখানি মাধুর্য বিকীর্ণ হত। গত কয়েক বছর আমরা যে তাঁকে শান্তিনিকেতনের পথেঘাটে দেখিনি তাতে শান্তিনিকেতনের চেহারা অনেকখানি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয় এবং ফলে শান্তিনিকেতন জীবনের মাধুর্যও যেন খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। [illegible] peripatetic philosophy-র [illegible]।

অনেক বছরের পর তাঁর সঙ্গে শুধু একটি আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এই সেদিন তাঁর অসুখের সময় দেখতে গিয়েছিলাম। [illegible] দু বছর আগে। [illegible] আমি প্রণাম করতেই [illegible] আমি আত্মরক্ষায় অসমর্থ। [illegible] প্রণাম করতে [illegible] পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আহা, থাক থাক [illegible]। [illegible] শরীরে সেই শক্তি নেই, এই ইঙ্গিতেই পরিহাসের সুরে বললেন, আমি আত্মরক্ষায় অসমর্থ।

সেদিন তাঁর শান্তিনিকেতনের বাসভবনে অন্যান্য সকলের মতো আমিও যখন তাঁর পায়ে শেষ প্রণাম নিবেদন করছিলাম তখন দু বছর আগের সেই কথাটি মনে পড়ে গেল, আমি আত্মরক্ষায় অসমর্থ। [illegible]—এই তো কাল বলেছিলে, বিছানা ছেড়ে উঠবার তোমার শক্তি নেই আর আজ দুনিয়া ছেড়ে কোথায়, কোন সুদূর লোকে তুমি চলে গেলে, এ শক্তি তুমি কোথায় পেলে!

বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও
কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ
চিরতরে আরোগ্য করা হয়
দি ম্যাগনাম ফার্মেসী (স্থাপিত ১৯১৬)
১৫, ১৭ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৭
প্রবেশপথ হ্যারিসন রোড মোড়ের পশ্চিমে
(আসেনায়) ফোন—৩৩-৬২৮০
(সি ৩৫৫০)

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

২২

[illegible]

—এই কর্মীর

[illegible]

[illegible] কিছু মনে হচ্ছে [illegible]

[illegible]


## নববর্ষে বাছাইকরা বিদেশী গ্রন্থ পরিবেশনের

● আকর্ষণীয় আয়োজন ●

[illegible]

উপন্যাস-সংগ্রহ

**মৃত্যু** [illegible]

**পুনরাবর্তন** [illegible]

**রক্তাতিলক** [illegible]

[illegible] এই খণ্ডের মূল্য ২.৫০ নয়া [illegible]

গল্প-সংগ্রহ

**নির্বাচিত গল্প** [illegible]

**নির্বাচিত গল্প** [illegible]

**নির্বাচিত গল্প** [illegible]

[illegible] এই খণ্ডের মূল্য ২.০০ [illegible]

প্রবন্ধ-সংগ্রহ

**নির্বাচিত প্রবন্ধ** [illegible]

**ওয়ালডেন** [illegible]

**যুদ্ধ না শান্তি?** [illegible]

[illegible] এই খণ্ডের মূল্য ২.৫০ নয়া [illegible]

কিশোর-পাঠ্য-সংগ্রহ

**টম সইয়ার** (কাহিনী) [illegible]

**এব লিঙ্কন** (কাহিনী) [illegible]

**কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা** (ভ্রমণ) [illegible]

[illegible] এই খণ্ডের মূল্য ২.৫০ নয়া [illegible]

[illegible]

॥ গ্রন্থম । ২২।১, কর্নোয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ॥

[illegible] বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বললে—[illegible] নাম?

নাম আরম্ভ করলাম। ওমা দেখি, বাইরে থেকে পা-টিপে-টিপে সবাই ভিতরে এসে উপস্থিত! বাইরে থেকে সবাই ওত পেতে ছিল আর কী!

আজকাল বাহুল্য এনে লাভ নেই, বাড়িতে একাম। বধূ এলেন নাকে নোলক, পায়ে মল। একমাথা সিঁদুর পায়ে আলতা, বেনারসী আর ওড়না লাল—সব লালে লাল। বিয়েতে তখন দুটি উৎসব হতো, বাসরজল ও ফুলশয্যা। আর ছিল পাকস্পর্শ। আত্মীয়স্বজনরা খেতে বসেন নিমন্ত্রণে, নববধূ ভাতে ঘি ঢেলে দেবে তাদের পাতে। অর্থাৎ, 'কনে' ভাতে উঠবে। সে রাতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হবে—প্রীতিভোজ। আমাদের পাকস্পর্শের দিনে ঘটল এক দুর্ঘটনা। [illegible]

[illegible]

তখনকার দিনে বউদের স্বাধীনতা ছিল একমুখী। নিজের সুখসম্পদ বলে কিছু ছিল না, সমস্ত পরিবারের সুখসম্পদই তাদের সম্পদ। পরিবারের সকলের সেবা করে বেড়ানো, নিজের সুখ বা সৌখীনতা বলে কিছু থাকবার উপায় নেই। তখন সিনেমা মানে নির্বাক ছবি, আর ছিল থিয়েটার। বছরে একবার কি দু'বার এসব দেখার সুযোগ আসতো। তাও শাশুড়ী গেলে, তাঁর সঙ্গেই বধূ যাবে, নইলে নয়। সেবা দিয়ে যে বধূ মন নিতে পেরেছে, সেই মন পেয়েছে, যেরকম সকলেই চায়, ঠিক আদর পেয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ী গত হবার পর—বউ যখন গৃহিণীপদ পেতো তখন স্বামীর সঙ্গে একটু-আধটু কথা বা মান অভিমান হলে রাগ করে বাপের বাড়ি যাবার স্বাধীনতা পেতো, স্বামী আবার [illegible] দিন পরে, ফিরিয়ে নিয়ে আসতো। [illegible]

[illegible]

এদিকে, [illegible]

[illegible]

হাঁড়িয়েছেনবাবু, বললেন—এ নতুন নিয়ে করেছে, পুরোনো দিন বলে কথা, এ যাবে কি করে?

বললাম—তা হোক, আমি যাবো।

হাঁড়িয়েছেনবাবু, ও আপত্তির সত্ত্বেও কতৃপক্ষ অর্পিয়েছেন, সুতরাং, এতে থেকে বাধা নেই। শুধু, বাপির আছে বলে ইচ্ছে, শরীর না থেকে।

[illegible]

[illegible]

সকালে গাড়ি এলো বহরমপুর। [illegible] গাড়ি। [illegible] —মুর্শিদাবাদ। [illegible] সন্ধ্যার পর এলো—[illegible]। ভিতর-

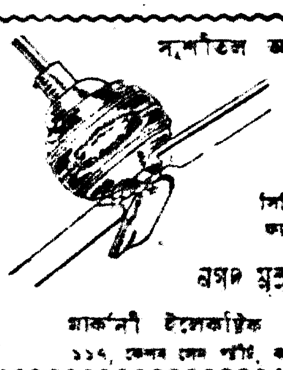
সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে
মার্কনী ফ্যান
সিলিং টেবিল ও একজস্ট
ফ্যানস এবং এয়ার সার্কুলেটরস্।
নগদ মূল্যটাই সহজ কিস্তিতে দিন
মার্কনী ইলেকট্রিক করপোরেশন (প্রাঃ) লিঃ
১১৭, [illegible] লেন স্ট্রীট, কলি—১ । ফোন ৩৪—৩০৫৮

চাইব। তখনকার দিনে গাড়ীতে 'রেস্তরাঁ-কার' থাকত না। স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট-রুমে গিয়ে খেতে হতো। তখনও বড়ো খানা, সেই রুমে গার্ড টেলিগ্রাম করে খাবার আগে জানাতেই। সেই রুমে টেবিল সাজিয়ে রাখা হতো। রিফ্রেশমেন্ট-রুমে তখনো বিলাতী আমলের, সাহেবী পসন্দ করা লাইট, ফুলের, তার বাকে টেবিল পাখা।

আমি কিন্তু সবার সঙ্গে 'ডেকচেয়ার' হিসেবে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দিন। আপনাদের খাওয়া না হলে গাড়ি ছাড়বে না।

তখন ঐরকম নিয়মই ফার্স্ট-সেকেন্ড-ক্লাস যাত্রীদের জন্য। খেতে দেরী হওয়ার ট্রেন একটু-আধটু লেট হলেও ক্ষতি নেই। বাইরের খাওয়ার পালা চুকিয়ে ট্রেনে উঠলাম। হাতের বইখানা পড়বার চেষ্টা করছি। কিন্তু এত ছোট ছোট হরফ ছাপা, তার উপরে গাড়ি নড়ছে, পড়া যায় না। অথচ মন চাইছে, বইটাতে কী কী আছে, [illegible] রেখে দিলাম, [illegible]

[illegible]

সাজানো-গুছানো শুরু করেছি। চৌরঙ্গীর [illegible] বড়ো এবং [illegible] দেখে, [illegible] বেশ [illegible] হয়ে উঠল। কিন্তু [illegible] সে খোঁজও নেওয়া দরকার।

চৌরঙ্গীর মোড় দেখিয়ে দিলে—ঐ যে রাস্তা।

কিন্তু রাস্তা দিয়ে ঢুকেই [illegible] উঁচু করা [illegible] কিন্তু [illegible]


প্রকাশিত হয়েছে

অবধূত
বিরচিত
রসোপখ্যান

ক্রীম

[illegible]

দাম
সাড়ে চার টাকা

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো



৯ই এপ্রিল '৬০
সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স
পতাকা দিবস
মুক্ত হস্তে দান করে
আর্তের সেবায় সহায়তা করুন

সর্বনাশ! কোথায় এসেছি। এখানে থাকা হবে না। মালপত্তর কিছু ততক্ষণে ওপরে উঠে গেছে, কিছু উঠছে, বললাম দাঁড়াও। আর তুলতে হবে না। বরং সব নামাও।

অবিলম্বে একটি ট্যাক্সি জোগাড় করে আমি আর হরিমোহনবাবু, ভালো কোনো হোটেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। সেই খাল আবার পার হয়ে জর্জ টাউন। যেখানে ওয়াই-এম-সি-এ আছে, তার পাশ দিয়ে গেছে একটা গলি। সেই গলিতে হোটেল পেলাম। রাস্তা থেকে সোজা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। হোটেলের নাম 'কোমলা বিলাস'। আসলে অসুবিধার ব্যাপারটা আগে দেখে নিলাম। ঠিকই আছে। মোটামুটি পছন্দসই হোটেল। ঘর দিল, কিন্তু বললে—বৈষ্ণব হোটেল, মিলিটারী হোটেল নয়। মাছ মাংস খাওয়া এখানে চলবে না। আমিষ ভোজনালয়কে এরা মিলিটারী হোটেল বলে কেন, সেটা গবেষণার বিষয়। ইউনিফর্ম-ধারী মিলিটারীরাই বেশী মাছ মাংস খেতে চায় বলে বোধহয় হোটেলও মিলিটারী নাম ধারণ করেছে।

যাই হোক, 'তথাস্তু' বলে ত আমি বসে রইলাম, হরিমোহনবাবু ঐ ট্যাক্সি করেই ওদের সব নিয়ে এলেন। রইলাম আমরা ওখানে। সারাটা দিন একরকম কেটেও গেল। তবে, হোটেল বলে কথা, পাঁচজনের যাতায়াত আছেই এর মধ্যে মেয়েদের নিয়ে থাকা, তার ওপর আমরা রান্নাবান্না করে খাবো বলে ঠাকুর পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না। বিকেলে হরে-না-হলেই গেলাম ত স্টেশনের 'রিফ্রেশমেন্ট'-রুমে কিছু খেতে। দেখি টিনে করে টিন ফিশ সাজানো রয়েছে। কি খেয়ালে দিয়ে এলাম সেই টিন ফিশ কিনে। ভাবলাম, ঘর বন্ধ করে স্টোভে করে একটু গরম করে নিলে কে-ই বা টের পাচ্ছে?

কিন্তু, তারপরের সকালবেলা যেই ও কাজটা করতে গেছি, গন্ধটা নাকে না লাগলেও, যারা চিরকালকার নিরামিষাশী, তাদের নাকে অমনি গিয়ে গন্ধ লেগেছে। আর যাবে কোথায়, হৈ-চৈ ব্যাপার রৈ-রৈ কাণ্ড। ফেলে দাও ওসব, হোটেল ছেড়ে দাও এখখুনি, ইত্যাদি বললে। এবং ফলস্বরূপ অবিলম্বে হোটেলচ্যুতি।

অতএব খোঁজো আবার বাড়ি। খোঁজাখুঁজির পর খানিকটা দূরে বড়ো রাস্তার ওপরে বাংলো প্যাটার্নের সারি সারি সব বাড়ি আছে তারই একদিকে একটা দোতলা বাড়ি পাওয়া গেল। কথাবার্তা সব ঠিকঠাক করে চলে এলাম। দিয়ে দুখানা ট্যাক্সি করে, সবাইকে নিয়ে এলাম ভাড়াবাড়িতে। এসে [illegible]

তার কোনো কথা নয়, আমাদের [illegible] সমর্থনের কোনো সুযোগ না [illegible]

[illegible]

গেলেন, তাঁর স্ত্রী আছেন। তিনি [illegible] এই বাড়ির [illegible] অন্যদিকে নতুন একটা বাড়ি উঠছে। সেটাই খোঁজ নাও।

মিলল। ভদ্রমহিলা ইংরেজী জানেন। নতুন বাড়িটা আমাদের ভাড়া দিতে তাঁর আপত্তিও হলো না, এমন কি মাছ মাংস খাবার ব্যাপারেও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সন্ধ্যা-সাঁঝা এসে পড়লাম বাড়িতে।

বাংলো প্যাটার্নের চমৎকার বাড়ি। বড়ো-বড়ো ঘর—খোলামেলা। সামনে ভালো একটি বারান্দা। তার সামনে বাগানের মতো। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো, [illegible] অসুবিধার ব্যাপারটা আগেই দেখে নিলাম। ঠিক আছে।

কেটে গেল রাত। পরদিন থেকে শহর দেখবার পালা। মাদ্রাজ মিউজিয়ম দেখলাম। ঘুরলাম কাউন্ট রোডে। আমাদের চৌরঙ্গীরই মতো, [illegible] ময়দানটা নেই, নইলে [illegible] হোটেল, সবই আছে। দেখলাম লাইট-এ। ফোর্ট সেন্ট জর্জ এবং [illegible] এমডেন বোমা ফেলেছিল—সে সব চিহ্নও পর্যবেক্ষণ করলাম। গাইড সমুদ্রের দিকে একটা জায়গা লক্ষ্য করে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওইখান থেকে গোলা মেরেছিল।

[illegible]

[illegible] জন্য—তার দুটি চোখকে খুঁজতে [illegible] দেবার জন্য?

যাই হোক, দেখার পালা চলবে বটে, তবু অবসর হলে পড়বার সেই ছোট বইটা। বইটার প্রথম [illegible] হলো, এর পাণ্ডুলিপি [illegible] দেওয়া নেই—রোমান হরফে লেখা আছে—আগাগোড়া। এ বইটাই প্রথম দেখলাম—অর্থকরী বহু জিনিস দেওয়া

কে.হোড়ের
কণক
পাউডার

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৫ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিরোজা [illegible] প্রতি [illegible] দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৫টার সাক্ষাৎ করুন। ৩৮ জনক রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ৫৪২৬)

আছে। কর্তৃত্বশক্তি আসে কীভাবে, কোথা থেকে। কতটা কীভাবে দিতে হয়। [illegible] ছবি তুলে ছাপা [illegible] নিখুঁতভাবে ভালো করে ফুটিয়ে তোলার জন্য। [illegible] অবশ্য আছে। [illegible] এখন যে সবটাই [illegible] নয়। তবে [illegible] করেছে [illegible] এখন [illegible] "attitude" দিতে হয়, সেসব বোঝাবার জন্য। এবং [illegible] জন্য যে [illegible] করে। [illegible] এবং [illegible] হচ্ছে নতুন এক [illegible] উঠেছে আমার সামনে।

[illegible]

[illegible]

নিয়েছেন। অনেক মাটি-উপাদান বাটি দিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ-ম্যানেজারকে জানালেন, সে পরীক্ষা করতে দিচ্ছে।

তাকে ভালো করে দেখে নিয়ে ম্যানেজার বললেন—পেটেন্ট-এ কোন দিয়ে [illegible]?

—নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

—কিন্তু মডেলটাতে তুমি দেখছি একটু [illegible]।

সে বললে—কিন্তু একেবারে খাঁটি একটু [illegible] ছিলেন।

—তোমার ছবিটা ছোট। বাড়ে বড়—[illegible] এক।

সে বললে—ফ্রান্সিস, ম্যাজেস্টির একই ছিল।

—তোমার বাটি দেখছি একটু, ভিতর দিকে ঢোকানো—যাকে বলে "Knock-Kneed"।

—ক্যাথরিনেরও এরকম ছিল।

—তোমার কথায় একটু রুক্ষতা আছে দেখছি।

—[illegible] এরকম ছিল।

ম্যানেজার হেসে বললেন—এদের এক-


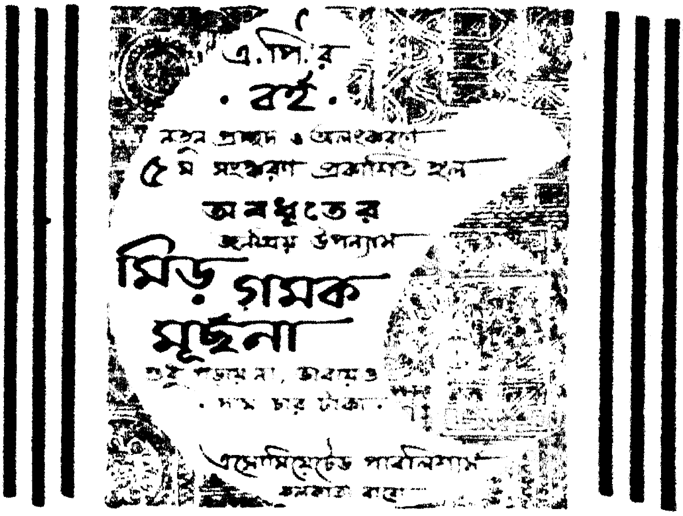




রহস্য রোমাঞ্চ [illegible]

নিশাচরের

অপূর্ব রহস্যঘন রোমাঞ্চ উপন্যাস

ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল

দ্বিতীয় মুদ্রণ স্থলতার বিয়ে (যন্ত্রস্থ)

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস কল্যাণী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর অমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থান: মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২।

একজনের এক-একটা দোষ ছিল, তোমার যে সব দোষই আছে!

সে বললে—So much the better.

মূল্যবান উপদেশ। আমার অভিজ্ঞতা-কালে কতো লোকই না এসেছেন অভিনেতা হবার ইচ্ছা নিয়ে, এখনো আসেন অনেকে! কিন্তু এই অসুবিধাটার কথা এখনো বুঝতে চান না বেশীর ভাগ লোক। আর্ভিং-এর হাঁটা, একটু বেঁকানো ছিল বলে তাঁকে কতো সমালোচকের গঞ্জনাই না সইতে হয়েছে!

আজ মনে হয়, এ বইতে 'ওল্ড স্টেজার' যে-কথা বলে গেছেন, তা দেশোত্তীর্ণ কথা, কালোত্তীর্ণ কথা। বড়ো উপকার পেয়েছি বইখানা পড়ে। পরবর্তীকালে কত বড়ো-বড়ো ভালো-ভালো বই-ই ত হাতে এসেছে, কিন্তু এতো কার্যকরী কথা এই ছোট বইয়ে যা পেয়েছি, তা আর কোথাও পাইনি। এ ছাড়া আরও একটি অধ্যায় আছে কণ্ঠস্বরের যত্ন কী করে নিতে হয়, সে সম্বন্ধে। এমন কি, গলার ব্যাপারে টোটকা [illegible] ও ওষুধের কথা পর্যন্ত আছে। বিলাতী থিয়েটারের নিয়মাবলী আছে, অতি পরিশ্রম থেকে একটু বিশ্রাম পেতে গেলে কী-কী করা উচিত, তাও আছে। এখন মনে হচ্ছে, আমেরিকায় তখন একটা নাট্য-বিদ্যালয় গড়ে ওঠবার কথা হচ্ছে, সেটা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের কথা, ইংলণ্ডে তখনো কোনো স্কুল হয় নি, বইটা কি তখনকার দিনে লেখা? খুব সম্ভব। লিখছেন—এই যে বিদ্যালয় হবে, এতে শুধু অভিনেতারাই যে উপকৃত হবেন, তা নয়। এতে উপকৃত হবেন ইংরেজ জাতী সব বক্তারাই। আর উপকৃত হবেন, নেতারা, পার্লামেন্টের বক্তা, স্কুলের শিক্ষক, আদালতের কৌঁসুলী, গীর্জার পাদ্রী। কথা বেচে যাদের খেতে হয়, এককথায় তারাই উপকৃত হবেন। [illegible] সহবতও শিখবে। সুষ্ঠুভাবে হাঁটা, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা—এসবকে সহজভাবে গড়ে তুলতে গেলে, জাতি গঠনের দিক থেকে এ-ও একটা দিক।

[illegible] থেকে তখন আরও একখানা বই পেয়েছিলাম। বইখানা আজ দেখছি হারিয়ে গেছে। [illegible]

[illegible]

মেয়েদের নিয়ে এসেছি—শুধু বেড়ানো বড় কষ্ট! এসেছিই যদি সব না দেখে ফিরে যাবে? এক কাজ করো, আমি এদের নিয়ে থেকে যাই, তোমরা বরং চলে যাও। আমার ঐ দুই স্যুটকেসও বরং সঙ্গে নিয়ে যাও।

অগত্যা তাই হলো। আমি আর হরি-মোহনবাবু [illegible] হলাম। আবার—কলকাতা। ছিলাম পুরী আর মাদ্রাজের সমুদ্রে, [illegible]

[illegible]

[illegible] অভিনয় করবার প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে জীবনের যে [illegible] তাও যেমন বিস্ময়কর, তেমনি এও কম নয়। একথাই এবার বলব। ক্রমশ


৩০ ১লা [illegible] প্রকাশিত হচ্ছে
সুবোধ ঘোষের 'শ্যামলী'

[illegible]-এর
দুই কাননের পাখি ২·৫০

[illegible]-এর
জলরেখা ২·৫০

[illegible]-এর
মধুরা মিলন ২·০০

[illegible]-এর
পঞ্জিকাটি সোনা জল ২·২৫

[illegible]-এর
পথ ও পাথেয় ২·০০

প্রাপ্তিস্থান— কারেন্ট বুক সপ,
[illegible], কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

জয় কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায়
নানালা
ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা ৯

# কাকে তুমি চাও

মণীন্দ্র রায়

প্রেম, তুমি কোথায় আমাকে
নিয়ে যেতে চাও ?
যেখানে [illegible] দীপে অসহ্য তুষার,
যেখানে [illegible] [illegible],
[illegible], [illegible], তাও হৃদয়ে হারায়—
[illegible] [illegible] সেই খোয়াইয়ের নগ্ন হাহাকার
আমার প্রান্তরে থাক,
এই কি [illegible] !

আমি-যে [illegible] নিত্য [illegible] [illegible] [illegible],
আমি-যে [illegible] [illegible] কবি অনুভব
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], আমি-যে জেনেছি
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি ধ্বনিতে ধ্বনিতে !

প্রেম, [illegible] [illegible] তুমি চাও
[illegible] [illegible] তুমি কাদের [illegible]
[illegible] [illegible] এসে [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ? অথবা [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] দুই [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
—অথচ পারি না আর এ শূন্য আঁধার,
সাড়া দাও ॥

# এই কৃষ্ণচূড়া এবং পলাশ

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই কৃষ্ণচূড়া,
—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতীক্ষায়,
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
—[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
—[illegible] [illegible] কৃষ্ণচূড়া [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণচূড়া।
বসন্ত চিহ্নিত [illegible] [illegible] একরাশ,—না কি [illegible] ?

# সর্বক্ষণ প্রফুল্লতার জন্য

মধুর সুগন্ধযুক্ত, মোলায়েম ট্যাল্‌ক পাউডার যা' অন্য টয়লেট পাউডারে নেই—ত্বকের দাগ এবং ঘামের দুর্গন্ধ উৎপাদক জীবাণু বিনাশকারী জি-১১* যুক্ত...তবুও গোদরেজ টয়লেট পাউডারের দাম বেশী নয়।

স্নানের পর, দাড়ি কামানোর পর, ভাল করে গোদরেজ টয়লেট পাউডার লাগিয়ে আত্মপ্রত্যয় বাড়ান, সর্বত্র নিজেকে অধিকতর বরনীয় করে তুলুন।

অতি সত্বর ঘামাচি, চুলকানি স্বাভাবিকভাবে দূর করে...তাই শিশুদের বিশেষ উপযোগী।

বস্ত্রের উপর ছিটিয়ে দিয়ে দুর্গন্ধ মুক্ত করুন।

## গোদরেজ টয়লেট পাউডার জি-১১ যুক্ত

দুর্গন্ধ নিবারক ত্বকের পরিচর্যা করে সুগন্ধযুক্ত আনন্দদায়ক

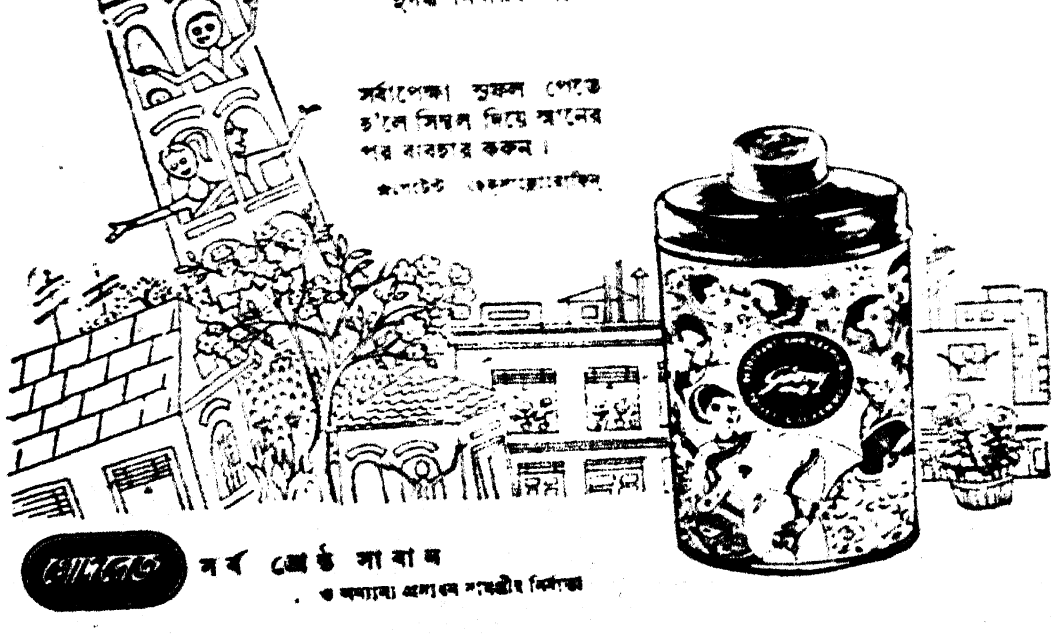

সর্বাপেক্ষা সুফল পেতে হ'লে সিন্থল দিয়ে স্নানের পর ব্যবহার করুন।

* পেটেন্ট হেক্সাক্লোরোফিন

গোদরেজ সর্বশ্রেষ্ঠ সাবান

ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীর নির্মাতা

GOVER... RARY

# হিমাচল পর্বতের শা[illegible]

নীরোদ [illegible]

শাহেনশাহ কোন কল্পনা-কাহিনীর নয়, কিংবা রূপকথার রাজকন্যা কেউ-কেটা নয়। হয়ত এর কথা আজ [illegible] হিমাচল পর্বতের একটি গ্রামের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে। শাহেনশাহ নিশ্চয়ই ভাবেনি, ওর বাড়িতে অতিথিদের [illegible] এক [illegible] হবে; ওর কথা এভাবে মনে [illegible] রাখবে আর তা নিয়ে [illegible] কিছু লিখতে বসবে। আজ লিখতে বসে আমার সবচেয়ে বড় কথা মনে হচ্ছে যে শাহেনশাহ জানবে না ওকে আমি ভুলিনি। হয়ত [illegible]।

শাহেনশাহ [illegible] একটি [illegible] পরিচয় দিয়ে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সুবাসী কালীবাড়িতে।

সেই [illegible] সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কালীবাড়ির বাজার পেরিয়ে। প্রথম দিনের পরিচয়ে সামান্য দু-একটি কথা হয়। তারপর দিন ভদ্রলোক সোজা চলে এসেছিলেন আমার বাসায় [illegible] আলাপ জমাতে। [illegible] [illegible] নেই, কথাবার্তায় ভাল

লাগল। করুন! চা খেতে খানিকটা সময় লাগে, তাতেই [illegible] ছাড়িয়ে পড়ুন। ভদ্রলোক বলেছিলেন—চলুন, [illegible] ঘুরে আসি, ঘরে বসে কী করবেন!'

শহরের এদিক-ওদিক বেড়ানোর [illegible] [illegible] এক সময় [illegible] কোথাও বেড়াতে [illegible] ঘুরে বেড়ালে কিছুই [illegible] এখানে লোকজন [illegible] কী করে [illegible] [illegible] লোক [illegible] দেখা যায় না। [illegible] [illegible] একটা গ্রামে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠেছিলেন—আচ্ছা, আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। আছে, আমার লোক আছে। আমার গোয়ালা কাছের এক গ্রাম থেকে রোজ আসে। কাল ও আপনাকে খুশী হয়েই নিয়ে যাবে। খুব ভাল লোক দেখবেন। তবে হ্যাঁ, ও কিন্তু প্রথম ভোরের গাড়ীতেই ফিরে যায়। আপনাকে একটু সকাল-সকাল তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। সারাটা দিন ওদের ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসবেন। খাবার [illegible] অসুবিধে হবে না, [illegible] খেতে পারবেন। ঠিক আছে, কোন কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।'

ব্যবস্থা অনুযায়ী পরদিন স্টেশনে হাজির হতেই দেখি, [illegible] অপেক্ষা করছেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন—'এই হচ্ছে শাহেনশাহ। ও খুব খুশী হয়েছে আপনারা ওর বাড়িতে যাবেন বলে।'

আপনারা অর্থাৎ আমরা দুজন। সঙ্গী ছিল আমার [illegible] বন্ধু। দুই [illegible]

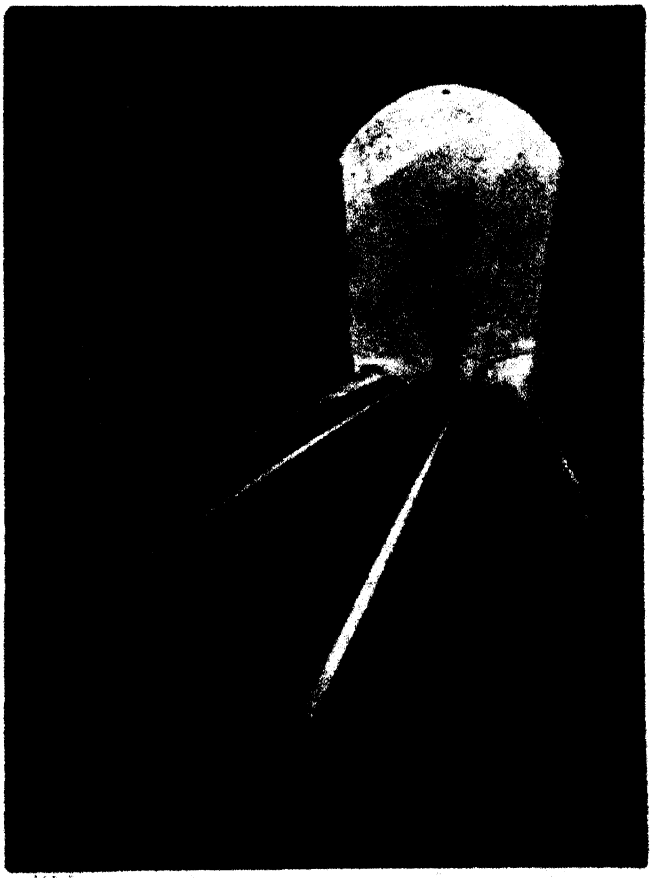

সুড়ঙ্গের অন্ধকার শেষ করে আলোর দিকে এগিয়ে চলেছি।

হিমালয়ের পাহাড়ের বুকে বুকে আছে ছোট ছোট ঘরবাড়ি। তারই ভেতর দেখা যায় [illegible] বাগান বাড়ির এলাকা।

সিকিমে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে শব্দটি আমার অনুভবে। [illegible] বহু-দিনের সম্মুখে আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা বড় বন্ধন আছে। দিন যায় কাজে-কর্মে। এরপরেও চন্দ্রালোকে আমরা আনন্দ বোধ করি, তাই সেদিন দিনের আনন্দ হয়েছিল দুই বন্ধুতে পাহাড় দেশের এক আড্ডায় ছুটে যাবার মতো। এটা স্বাভাবিক। কোথাও একা না গিয়ে, দুই বন্ধুতে গেলে তবে আনন্দ পাওয়া যায় এবং সে-আনন্দ বন্ধুদিগের জন্য মনে [illegible] থাকে। এই কথা উপলব্ধি করছি আজ বন্ধুজনদের কথা স্মরণ করে। একা পাহাড়তলায় ঘুরে বেড়াতে গেলে, সে-বেড়ানো একটা [illegible] হয়ে থাকে [illegible] এবং তা বোধ করি একান্তভাবে মনে গেঁথে থাকে না।

কম দিনের কথা নয়। প্রায় বছর কুড়ি অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু আজও কী স্পষ্ট মনে আছে পাহাড়তলার মধ্যে দুই বন্ধুতে যাওয়া। শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে ট্রেন গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল। দার্জিলিং নয়, পরের স্টেশনেই '[illegible]' ওখানেই আমাদের নামতে হল।

পাহাড়তলাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

—এই তো ওদিকে [illegible] আমরা।' [illegible] [illegible] পাহাড়তলায় [illegible] [illegible] [illegible] নয়। কাজেই।

স্টেশন থেকে আমাদের পথচলা শুরু হল। সামনে ওদিকে [illegible] পাহাড়তলায়, সেখানে দুই বন্ধু। কত কথা [illegible] সেই, তবে অনেকটা পথ হেঁটে এবং [illegible] ভিতরে প্রবেশ করতে হল। [illegible] [illegible]

ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে অন্ধকার হয়ে এল। তারপর অন্ধকার, আরও ঘন অন্ধকার। সম্মুখে দুপাশে [illegible] [illegible] [illegible] পাহাড়তলায় উঁচু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আর আমরা [illegible] [illegible] হিসেব করে পা ফেলে অনুসরণ করছি তাকে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] হবে না। [illegible] [illegible]।'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বড় অদ্ভুত।'

[illegible]

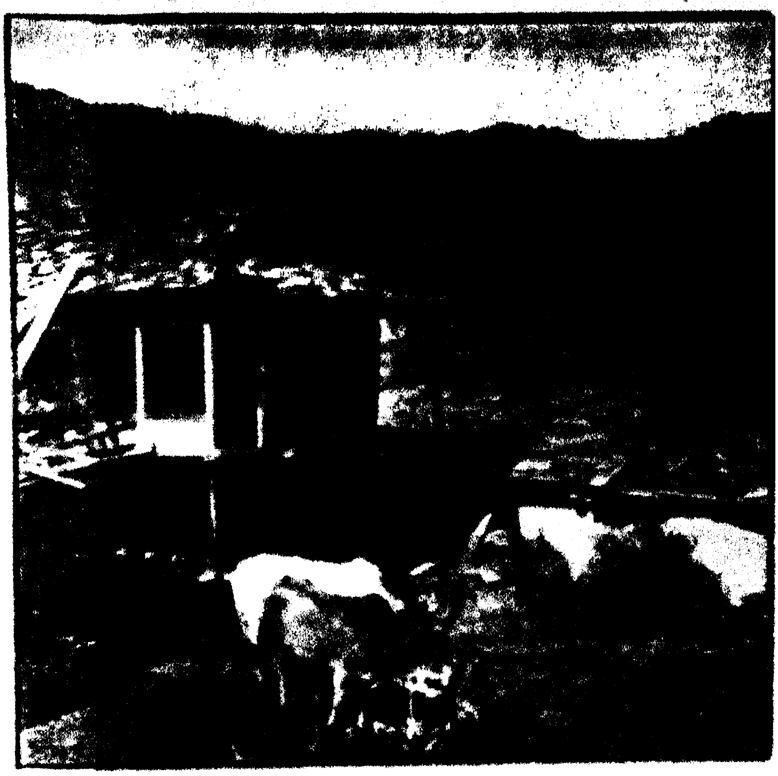

[illegible]

সিমলা [illegible] কাজ করছে। [illegible] নিজের হাতেই করে।

শাহুজানের ছেলে আর মেয়ে।

শাহুজানের বুড়ো বাপ নিজের হাতে দুবেলাই কাজ করে।

পেলাম। শাহুজের ছেলে আর মেয়ে দাদুর শিখিয়ে লেখাপড়া করছিল বারান্দায়। আমাদের দেখে আশ্চর্য হওয়ার থেকে খুশী হয়েছিল বেশি। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আদর না করে পারলাম না। মুখে প্রশংসা করে বললাম—'বাঃ, কী সুন্দর তোমার ছেলে-মেয়ে! খুব ভাল এরা। এদের ভাল করে লেখাপড়া শিখিও শাহুজ। তাহলে ওরা সুখী হবে—তুমিও সুখী হবে। লেখাপড়াটা একটা ভাল জিনিস—এটা জানলে সব কাজই ভাল হয়। দেখবে তোমাদের কাজও কত ভাল বুঝতে পারবে এরা।'

শাহুজ নীরবে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথায় কোন সায় দিল না দেখে ভাবলাম, এসব কথা বুঝি ভাল লাগল না। তখনও বুঝতে পারিনি যে, আমার ঐ কথাগুলো শাহুজদের অন্তরে [illegible] দুঃখ [illegible] মুখে কথা ফোটেনি। সে-সব কথা শাহুজ মুখ ফুটে বলেছিল দিন দুই পরে। [illegible] আমাদের [illegible] লেখাপড়ার কথা [illegible] [illegible] এদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—এমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—এরাই আমাদের [illegible] [illegible] লেখাপড়ার [illegible] [illegible] [illegible] ওদের [illegible] লেখাপড়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লেখাপড়া [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এমন কথা [illegible] [illegible] ছেলেমেয়েদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] হাত [illegible] [illegible] [illegible] দিল।'

এ সময় [illegible] চা আর খাবার নিয়ে শাহুজের [illegible] এল। [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible]। তাকে দেখে [illegible] শাহুজ আবার [illegible] কথা—কিন্তু বাংলায়। এই ছেলেমেয়েদের [illegible] ওর [illegible] [illegible]। বাচ্চা বয়সের [illegible] লেখার সময় একদিন—এই তো সামনের মাসে [illegible] হবে—পা [illegible] লেখাপড়ার পাট [illegible]। [illegible] না পেরে ছেলেমেয়েদের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু ওরা কী করবে! কিছুই করতে না পেরে ছুটে এল বাড়িতে খবর

দিয়ে। আমি দিয়ে দেখি, পথের পাশে জঙ্গলে মুখ নিচু করে পড়ে আছে। সেইটিকে টেনে তুললাম রকের ওপর। আমার দিকে ও তাকাল, কিন্তু কথা বলতে পারল না। দুহাতে ধরে একটু বাঁচতে দিতেই মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আমার হাতেই পড়ল। চমকে উঠলাম। ভয় পেয়ে গেলাম খুব। তখন আর কিছুই ভাবতে না পেরে পিঠে তুলে নিয়ে এলাম বাড়িতে। ডাক্তারের অনেক অনেক [illegible] পাঠিয়েছিলাম ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চোখ মেলে ও আর দেখল না—

ওর মনের মেয়েদের কাঁদছে কাঁদছে। [illegible] আজও [illegible] তাহলে জীবনে আর কোনদিন আমি [illegible] মনে পড়ে না। আর [illegible] না কোনদিন। ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে আমার মনের ব্যথা ভুলে থাকব।"

বেলা কেটে গিয়েছিল। ক্যামেরা নিয়ে [illegible] কিছু ছবি তুলবার [illegible] যখন নিজের কাজ করছে [illegible] ছবি তুলতে [illegible] লোকের প্রয়োজন হবে না। [illegible]

[illegible]

টুকু আনন্দ হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ হয়েছিল শান্তজেঠার বুড়ো বাপকে ক্ষেতে কাজ করতে দেখে। আশী বছর পার হয়ে গেছে, সোজা হয়ে চলতে পারে না, অথচ রোজ নাকি দুবেলা ক্ষেতে নিজের হাতে কাজ করে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বুড়ো নিজে খেটে খেয়ে যাবে—এমনিতর তার বক্তব্য। এ বয়সের ইচ্ছা [illegible] ওদের সকলেরই। না খেতে পেয়ে হয়তো আছে তা প্রকাশ করতে কেন রাজী নয়। তাই সদ্য-জোয়ান [illegible] চলে যায় [illegible] [illegible] এদের ধর্ম। তাই এরা [illegible] করছে—যা দেখে অপরের মনেও আনন্দ হয়।

ফিরবার সময় শান্তজেঠার [illegible] [illegible] [illegible] শারীরিক কষ্ট হয়েছিল [illegible] মানসিক কষ্ট [illegible] [illegible] শান্তজেঠার বাড়িটাকে দেখেছি দূরে।


আগামী শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৭ সাল
প্রকাশিত হবে
ঘন রসমধুর বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য
উপন্যাস

সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস

এর পূরবী
ওর বিভাস
শ্রীমন্ত সওদাগর
দাম টাঃ ২·৫০ নঃ পঃ

একটী প্রেমের গল্প সংকলন

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
মধুচক্র
দাম : টাঃ ২.৫০ নঃ পঃ

প্রাপ্তব্য:
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ছায়াপথ ৩·০০
নীলকণ্ঠ—দ্বিতীয় প্রেম ৩·০০

সুশীল জানার
দ্বিতীয় জীবন
দাম : টাঃ ৩.০০

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

১৬

দীপঙ্কর হতভম্বের মত চেয়ে রইল কিরণের দিকে। কিরণ যে তার জন্যে অপেক্ষা করছে সে-কথা ভুলেই গিয়েছিল দীপঙ্কর।

কিরণ বললে—কী রে, কী ভাবছিস? আমি দু' ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি তোর জন্যে! ভাবছিলাম তোর [illegible] টাকা আদায় করবি! তা বলেছিস [illegible], দুখানা বই পাবে পড়তে—?

দীপঙ্কর বললে—বলিনি—

—বলিসনি? তাহলে কত টাকা চাঁদা দিলে? রসিদ-বইটা দেখি?

এতক্ষণে রসিদ-বইটার কথা মনে পড়লো দীপঙ্করের। পকেট থেকে বার করতেই কিরণ পাতা উল্টোতে লাগলো। একটা পাতায় এসে বললে—এ কী? কিছু দেয়নি?

দীপঙ্কর বললে—চাঁদা [illegible] ভাই, চাঁদার কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলুম—

—যাঃ চলে! চাঁদার জন্যে গেলি মেয়েটার পেছন-পেছন আর আসল কথাটাই ভুলে গেলি? তাহলে এতক্ষণ এই দু' ঘণ্টা ধরে কী করছিলি? [illegible]?

দীপঙ্করের [illegible] [illegible] কিরণ বললে—[illegible] হবে না, [illegible] প্রেসিডেন্ট করবো না—এবার [illegible] প্রেসিডেন্ট [illegible] একটা [illegible] [illegible] হবে না। [illegible] লাইব্রেরী [illegible] করবো আর তুমি [illegible] [illegible] হয়ে [illegible], সে-সব চলবে না—

[illegible] বললে—তাহলে এতক্ষণ তোদের কী কথা হচ্ছিল, বল্? বল্ আমাকে—

দীপঙ্কর বললে—অনেক অন্য কথা!

—অন্য কথা মানে? অন্য কথা মানে কী? [illegible] [illegible] অন্য কথা [illegible] পারে? ওরা বড়লোক [illegible] [illegible] বড়লোকের [illegible] কী কথা থাকতে পারে শুনি?

দীপঙ্কর বললে—না রে, লক্ষ্মীদি [illegible] ভালো মেয়ে, বড়লোকদের মত নয়—

—বড়লোক [illegible] বড়লোকদের মত নয় মানে কী? সব বড়লোক এক জাতের। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দীপঙ্করের যেন সে-সব কথা কানেও গেল না।

বললে—না রে, তুই জানিস না, লক্ষ্মীদির খুব কষ্ট—

—কষ্ট? কীসের কষ্ট? অত টাকা, তবু কষ্ট?

—হ্যাঁ ভাই, ভীষণ কষ্ট, লক্ষ্মীদির কষ্ট [illegible] [illegible] [illegible]

কিরণ বললে—তুই বড্ড [illegible] [illegible] না, আমাদের চেয়ে আর কার বেশি কষ্ট হতে পারে?

দীপঙ্কর বললে—আহা তাই-ই বলছি নাই, কিন্তু লক্ষ্মীদির ভীষণ [illegible] [illegible]। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। বাইরে থেকে তো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মীদির [illegible]—

—কী করে জানলি তুই?

দীপঙ্কর বললে—আমাকে বললে যে লক্ষ্মীদি—

—কী কষ্ট শুনিই না!

—তাই কি বলা যায় না—

কিরণ বললে—বলা যায় না মানে? কষ্টের একটা কারণ থাকবে তো! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ ঠিক বলেছি—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মীদি।

দীপঙ্কর বললে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দীপঙ্কর বললে—[illegible] [illegible] টাকা [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কলকাতায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দীপঙ্কর বললে—কেথায় যাবি তুই এখন?


## পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

(জন্মনিয়ন্ত্রণের মত ও পথ)

● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ ●

—সর্বাধিকবিক্রিত জনপ্রিয় গ্রন্থখানির—

সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। [illegible] [illegible] M. O. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফোন: ৩৬-২৫৪৬

**মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন**

**(Family Planning Stores)**

১৩৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা-৯

(বৌবাজার-আমহার্স্ট স্ট্রীট জংশনের উত্তরে)

● [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] —কোথাও যাবো না এখন, [illegible] তার [illegible] দিয়ে চল— [illegible]

[illegible]

[illegible] India in world politics, J. T. Sunderland-এর India in Bondage [illegible]

[illegible]

[illegible] Babeuf-এর [illegible] থেকে সব [illegible]

সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ও-ডি-কোলন [illegible] স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান [illegible] এর [illegible] স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় স্ফূর্তি এনে দেবে।

টাটার ও-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি [illegible] মনোরম। বিশেষ ধরনের সোনালী মোড়কে মোড়া থাকে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।

রবিনসন্স
'পেটেণ্ট' বার্লি
খাওয়াবার
এই ত সময়

রবিনসন পেটেণ্ট বার্লি মেশানো দুধ খেলে শিশুদের দুধ সহজে হজম হয় আর শিশুরা পুষ্টি লাভ করে। [illegible]

এই বার্লিতে অনধিক
০.০২৮% আয়রন বি-পি
ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপ:-এর
সংমিশ্রণ আছে।

ও আয়রনের ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত
[illegible]

কে. হোড়ের
কনক
পাউডার

পড়তে। সেসব বই আজকাল আর চোখেও পড়ে না।

কিরণ বললে—এইখানটা পড়ে দেখ্—কী চমৎকার লিখেছে—

সে কবেকার কোন্ যুগের কথা। ১৭৮৯ সালের একদিন ফরাসী দেশেও ঠিক এমনি অবস্থা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবীতে একদিন বস্তুসভ্যতার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশে আর এক নতুন সভ্যতার সূত্রপাত হলো। সেদিন সেখানকার অবস্থাও ছিল ঠিক এখনকার মত। সেখানকার অভিজাতসম্প্রদায়ও ঠিক এমনি করে দেশের লোকেদের চুরি করে বর্তমান ঠকাতো। সেখানকার চাষীরাও লেখাপড়া শিখতে না পেরে, দুর্ভিক্ষ আর দারিদ্র্যের অন্ধকারে কুঁড়েঘরে পাশাপাশি নিয়ে জীবন কাটাতো। সেখানেও ছিল ভূস্বামীরা, সেখানেও ছিল [illegible] সেখানকার [illegible] ঠিক এমনি করে [illegible] কাটাতো। সেখানেও ছিল, সেই ফরাসী দেশেও ছিল কালীঘাটের মত ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, সেখানকার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে [illegible] ঢুকতো না, শিক্ষা ঢুকতো না, সভ্যতা ঢুকতো না সেদিন। [illegible] সেখানেও [illegible] হতো না—সবাই ঠিক এমনি করেই [illegible] থাকতো। [illegible] সেখানেও [illegible] সেখানেও কিরণের [illegible] দীপঙ্করের [illegible] সেখানেও [illegible] সেই [illegible] সেই সব [illegible]

কিরণ বললে—[illegible] সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ঠিক বল?

সত্যিই মিলে যাচ্ছিল। সেখানেও চৌরঙ্গীপাড়ায় থাকতো বড়লোকরা। আলিপুরের বড় বড় বাড়িতে থাকতো সাহেবরা। [illegible] বিরাট বাড়িটা সারা বছর খালি পড়ে থাকতো—বছরে একবার সাহেবদের জন্যে। সেই বাড়িটার সাহেবদের জন্যে সারা বছর হাজারটা চাকর, হাজারটা মালি বসে বসে ঘর-বাগান পরিষ্কার রাখতো। আর ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের নর্দমার ধারে ময়লা উপচে পড়তো পাহাড় হয়ে, সে পরিষ্কার করবার লোক থাকতো না একটা। সেখানকার রাজাও থাকতো কোথাকার কোন্ প্রাসাদে। রাজার পায়ের হাজার চাকর আর দাসীর পাঁচশো—

কিরণ বললে—দেখছিস, ঠিক আমাদের বড়লাটের মতন মাইরি—একেবারে হুবহু—

দীপঙ্কর আরো পড়তে লাগলো। অদ্ভুত ঘটনা সব ঘটেছে সেখানেও। সেখানেও খেতে পেত না মানুষ ঠিক এখনকার মত। সেখানেও কিরণদের নর্দমার ধারে ঝুঁকিয়ে পেট [illegible] আর সেখানকার অভিজাতরা [illegible] ঘরে পুরে [illegible]। ১৭৮৯ সালের [illegible]।

—তারপর আরো আছে, আরো পড়ে দেখ্।

ছোটবেলার পড়া সেই ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আবার পড়তে দীপঙ্কর কিন্তু সেদিন কিরণই প্রথম পড়িয়েছিল দীপঙ্করকে। কিরণই দেখিয়েছিল পথ। সেই ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে হাত ধরিয়ে সে এক বিচিত্র ইতিহাস। লেনিন থেকে বিসমার্ক পর্যন্ত সে এক বিচিত্র উপন্যাস।

একটা লাইন দাগ দেওয়া ছিল। লাল পেন্সিলের দাগ।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এখানে দাগ দিয়েছিস কেন?

কিরণ বললে—পড়েই দেখ্না—

দীপঙ্কর পড়তে লাগলো। Babeuf বলছে—

When I see the poor without the clothing and without the shoes which they themselves are engaged in making and contemplate the small minority who do not work and yet want for nothing, I am convinced that Government is still the old conspiracy of the few against the many, only it takes a new form—

[illegible] কথা না?

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—conspiracy মানেটা কী রে?

দীপঙ্কর বললে—ষড়যন্ত্র!

কিরণ বললে—ঠিক বলেছে, আসলে [illegible] সব ষড়যন্ত্র করে আর লোক-গুলোকে, [illegible] সব বড়লোকরা একজোটে, সব লোকদের এক ক—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু লক্ষ্মীদিরা অন্যরকম ছাই—

কিরণ বললে—দূর, সব বড়লোক এক—ওই লক্ষ্মীদিরাও ঐ দেখ, ওই পরিষ্কার দুই দুই জনা মুখ দেখে ভুলে গেছিস—দেখবি তোর কাকাবাবু চাকরি দেবে না, কিছুতেই চাকরি দেবে না—

কিন্তু সেদিন হঠাৎ পাড়াতেই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা। সন্ধ্যেবেলা ঠিক সময়ে অফিস থেকে আসছেন। সেদিন কিন্তু বেশ

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিচ্ছদ। কোট প্যান্ট পরেছেন, মাথায় সোলার টুপি। বললেন—এই যে দীপংকরবাবু—

দীপংকর এগিয়ে গেল কাছে, বললে—আপনি এত সকাল-সকাল আসছেন আজ?

—হ্যাঁ আসবো না, কাজ না থাকলে বাড়ি আসবো না—

একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করে কাকাবাবু কী কাজ করেন, কোন অফিসে চাকরি করেন। কিন্তু তারপরেই মনে পড়লো চাঁদার কথাটা। বললে—কাকাবাবু, আমাদের চাঁদা দেবেন?

—চাঁদা? কিসের চাঁদা?

—আমাদের লাইব্রেরীর—

—লাইব্রেরী করছো নাকি তোমরা? বেশ বেশ [illegible]

কাকাবাবু খুব উৎসাহ দিলেন। [illegible]

[illegible]

দিয়ে ঢুকে সেখানে অন্ধকার গলিটার ভেতর মধ্যে একেবারে বাড়ির কাছে। দু'পাশে কাঁচা নর্দমা। অন্ধকার চারদিকে। কিন্তু দেখা যায় না। অনেক দূরে গ্যাসের আলোয় একটু দেখা যায় এখানে-ওখানে। [illegible]

[illegible]

দাঁড়ালেন। বললেন—এই বুঝি তোমাদের লাইব্রেরী?

সামনে সাইনবোর্ডটা ঝুলছিল।—বড় বড় হরফে লেখা 'দি কালিঘাট যজ্ঞ লাইব্রেরী'।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ভেতরে যাওয়া যায় না?

কিরণ বললে—আমি আগে চাবিটা খুলি—আপনি মাথাটা নিচু করে আসবেন—

এতদিন পরে সেদিনকার সেই ঘটনাটা মনে পড়লো দীপংকরের। [illegible] কিন্তু তখন [illegible] দীপংকর কেন ভয় পাচ্ছে [illegible] লাইব্রেরী দেখতে [illegible] যেন অফিস থেকে পরিচ্ছন্ন [illegible] সেই নোংরা বস্তির [illegible] কতদিন আগেকার

[illegible]

কাকাবাবু, সেই অফিস-ফেরত জামাকাপড়েই গেলেন লাইব্রেরীতে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন

প্রকাশের অপেক্ষায়

C. F. Andrews লিখিত What I Woe to Christ-এর অনুবাদ

# ঋণাঞ্জলী

অনুবাদক—[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible]

# অন্য কোন খানে

মূল্য — ৩·৫০

[illegible]

Men I have seen -এর সার্থক অনুবাদ—

# মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

অনুবাদিকা—[illegible]

[illegible] কনকদীপ মূল্য : ৩,
[illegible] ত্রিশঙ্কু মূল্য : ৩,
[illegible] অজ্ঞাতবাস মূল্য : ৩, এবং আর একটি রহস্য উপন্যাস
ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি মূল্য : ৪·৫০
[illegible] মেঘ,পথের যাত্রীদল মূল্য : ১·৫০
[illegible] নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ মূল্য : ১·৭৫
[illegible] ভারতের সাধক ১ম—২·৫০ (৩য় মুদ্রণ) [illegible] ৩য় — ৩·৫০
২য় — [illegible] ৫ম — [illegible]
নীলকণ্ঠ রচিত বাল্মীকো বারাণসী প্রকাশের অপেক্ষায়

রাইটার্স সিণ্ডিকেট

৮৭, [illegible] — কলিকাতা : ১২

(সি ৫৭৫২)

কথা। তখন কে জানতো একদিন এই কিরণের লাইব্রেরী দেখতেই কাজ হবে। এই লাইব্রেরীই একদিন কিরণের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে।

কাকাবাবু বললেন—বাঃ, বেশ লাইব্রেরী, তুমিই বুঝি এই লাইব্রেরী করেছ?

কিরণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—হাঁ, আমিই হলাম সেক্রেটারি আর দীপু হলো প্রেসিডেন্ট—

হারিকেনের আলোয় দাঁড়িয়ে কাকাবাবু এক-একটা বই তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। মাটির দেয়াল আর নর্দমার গন্ধ। সেদিন, সেই লোনা আবহাওয়া আর ক্ষুদ্র হারিকেনের আলোয় [illegible] দীপঙ্কর আর কিরণ কাকাবাবুর উৎসাহ দেখে অবাক হয়ে গেল। অনেকেই চাঁদা দিয়েছে অনেকেই মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েছে। [illegible] [illegible] অনেক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনেকেই তো [illegible] [illegible] দিয়েছে। কিন্তু কাকাবাবুর মত উৎসাহ কেউ-ই দেয়নি। নিজে লাইব্রেরীতে এসে [illegible] [illegible] দিয়েছেন। কিরণ একেবারে বিগলিত হয়ে গেল কৃতজ্ঞতায়।

কিরণ বললে—কাকাবাবু, আপনি আমাদের প্রেসিডেন্ট হোন। আপনি প্রেসিডেন্ট হলে অনেক সুবিধে হয় আমাদের—

কাকাবাবু বললেন—এখানে কারা মেম্বর?

কিরণ বললে—সবাইকে মেম্বর করেছি কাকাবাবু, দুনিকাকা, পঞ্চা, [illegible] আমাদের ক্লাসফ্রেন্ডদের করেছি, কালিঘাট পাড়ার ছেলে নির্মল পালিত, চণ্ডীবাবু, নীচু বাগান—

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোমার ভট্টাচার্যি মশাই?

দীপঙ্কর বললে—উনি [illegible] [illegible] পারেন না—

কিরণ বললে—আমি [illegible] [illegible] বলতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এলেন—

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—[illegible] [illegible] [illegible] এখানে?

কিরণ বললে—[illegible] [illegible] না কাকাবাবু, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপুও [illegible] [illegible]

কাকাবাবু বললেন—[illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible]

—আপনি প্রেসিডেন্ট হোন।

কাকাবাবু বললেন—প্রেসিডেন্ট [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible]—

কিরণ বললে—আপনি [illegible] [illegible] উৎসাহ পাব আমরা, [illegible] কাকাবাবু, [illegible] বই সব [illegible] [illegible] কিন্তু পড়বার জন্যে কিনতে পারি না।

হঠাৎ চুপ করে বললে একজন— বাড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাথের দাবী আছে জানেন। পাঁচ টাকা দিয়ে আমাদের দেবে বলেছে—তার কাছে আরও অনেক বই আছে কাকাবাবু—টাকা হলে সব জোগাড় করতে পারতুম—

কাকাবাবুর উৎসাহ দেখে কিরণ গড় গড় করে আরো অনেক কথা বলে গেল। অনেক প্রাণের কথা সব [illegible]। কিরণ যেন একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হঠাৎ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই বই-এর [illegible] [illegible] [illegible] কিরণ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বই-এর নাম করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

কাকাবাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুমি এই [illegible]

[illegible]

দীপঙ্কর [illegible] [illegible] কাকাবাবু, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

কাকাবাবু যেন [illegible] হয়ে গেলেন। বললেন—হাঁ, [illegible] [illegible]

দীপঙ্কর এবার খুব উৎসাহ পেয়ে গেছে। বললে—কিরণের সাহায্যে আমরা [illegible] [illegible], ও আর আমি [illegible] [illegible] [illegible] এই লাইব্রেরী করেছি।

কিরণও চুপ করে [illegible] [illegible] না। বললে—আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এটা করেছি—

কাকাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—এসব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কিরণ বললে—[illegible] [illegible] কাকাবাবু, সবাই [illegible] [illegible], আজকাল [illegible] সবাই জেনে গেছে, ইংরেজরাই তো আমাদের শত্রু,

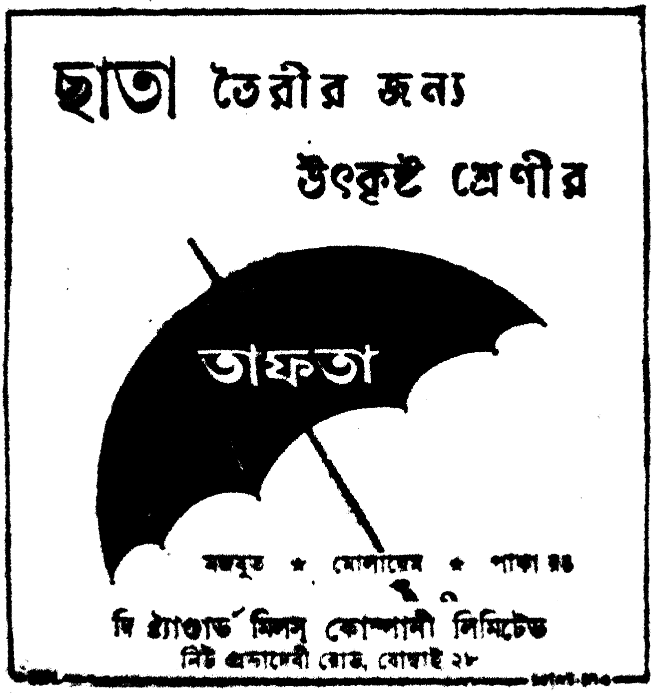

[illegible]

—কার কাকাবাবু?

কাকাবাবু, বললেন—মাকই একটি, পায়—

[illegible]


# শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী ১·২৫

[illegible]

২। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের অনুধ্যান ৩,

[illegible]

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান ৩·৫০

৪। [illegible] মহারাজের অনুধ্যান ২·৫০

৫। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী

১ম ও ২য় খণ্ড—

২য় সংস্করণ—একত্রে ৬·৫০ নঃ পঃ

৬। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ

১ম ও ২য় খণ্ড—

২য় সংস্করণ—একত্রে ৩·৫০ নঃ পঃ

৭। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ

২য় সংস্করণ— ২,

৮। নিত্য ও লীলা ১·৫০

(বিক্রয় হয়না)

৯। মাতাবতীর পথে

৫ম সংস্করণ— ১,

১০। মহাপুরুষদিগের পথে ২·২৫

১১। বাংলা উচ্চারণ প্রসঙ্গে ২,

১২। পদার্থবিদ্যার নবপ্রস্তাব ·৫০

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি

৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

(সি-৫৭৬)

দিয়েছে! সেই কম্বু মাস্তান, খিদিরপুরের রাস্তায় দেখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে। পাঁচটা টাকা চাঁদা দিয়ে দিয়েছিল এক-কথায়, দোকানে নিয়ে গিয়ে সন্দেশ রস-গোল্লা রাজভোগ খাইয়েছিল। কিন্তু সেদিন তো কিরণ এমন উচ্ছ্বসিত উল্লসিত হয়ে ওঠেনি। আর যারা কিছুই দেয়নি, পুলিসে ধরিয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল—তারা কি সবাই খারাপ লোক? কী দিয়ে বিচার হবে কে ভালো, কে খারাপ? টাকা দিয়ে? টাকা দিয়ে বিচার হবে মানুষের মনুষ্যত্বের? অঘোরদাদু যদি পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে দিত তো হঠাৎ কিরণের চোখে এক মুহূর্তে ভালো লোকে রূপান্তরিত হয়ে যেত কি? পরে অনেকবার অনেক-রকম ভাবে ভেবেছে দীপঙ্কর—এর কোনও সদুত্তর পায়নি। মনে হয়েছে, কী সে মাপকাঠি, যা দিয়ে সে বিচার করবে মানুষকে!

কিরণ বললে—এবার [illegible] কিনবো ভাই—

—যদি পুলিসে ধরে?

—টের পাবে কী করে? আমি বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখবো, আর লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াবো সবাইকে—

দীপঙ্কর বললে—তুই [illegible] যা এখন। আমি বাড়ি যাই—

তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে বাইরে। কিরণ একাই বসে রইল লাইব্রেরীর মধ্যে। হয়ত আনন্দের আতিশয্যে কিরণ ঘুমোবেই না। হয়ত ঘুমোবেই না। সত্যিই তো, কে ভাবতে পেরেছিল কাকাবাবু এমন করে তাদের লাইব্রেরীকে সাহায্য করবে। এমন করে লাইব্রেরীতে এসে তাদের উৎসাহ দিয়ে যাবে। আর কাকাবাবু যখন মেম্বার হয়েছে, লক্ষ্মীদিও হবে, আর সতীও হবে। সবাই হবে। তাহলে আর টাকার ভাবনা নেই। এবার টাকার ভাবনা নেই আর। টাকা হলে আরো আলমারি কিনবে তারা, আরো বই কিনবে। আরো নতুন করে বাড়ি হবে লাইব্রেরীর। এক হাজার টাকা দিয়ে একটা নতুন বাড়ি হবে সেই বাড়ির সামনে বড় বড় করে লেখা থাকবে [illegible] কালীঘাট বয়েজ লাইব্রেরী। বহুদিন পরে, বহু, বছর পরে, [illegible] বছর পরে কেউ যদি জানতে চায় [illegible] প্রতিষ্ঠা করেছিল এই লাইব্রেরী [illegible] প্রথম কিরণকুমার চাটুজ্জে আর দুই দীপঙ্কর সেন। [illegible] বছর পরে কালীঘাট আর এরকম কালীঘাট থাকবে না, কলকাতা আর এ রকম কলকাতা থাকবে না। [illegible] থাকবে [illegible] কালীঘাট বয়েজ লাইব্রেরী। আর থাকবে তাদের দু'জনের নাম। একজন লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট আর একজন সেক্রেটারি। দীপঙ্কর সেন আর কিরণকুমার চাটুজ্জে।

এই ঘটনাটির কথা তার একদিন দীপঙ্করের মনে পড়েছিল।

প্রাণমথবাবুর বাড়িতে বসে বাল্মীকি-রামায়ণখানা পড়তে পড়তে দীপঙ্কর এক জায়গায় থমকে গিয়েছিল।

একদিন তপোধন বাল্মীকি মুনিবর নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভগবন্, এ-সংসারে এ সময় এমন কে আছেন যিনি বীর্যবান, গুণবান, চরিত্রবান, কান্তিমান, বিদ্বান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, প্রিয়দর্শন, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, সর্বহিতকারী, পরশ্রীতে সহনশীল এবং লৌকিক ব্যবহারে দক্ষ?

মহর্ষির এ-প্রশ্ন দীপঙ্করও ভেবেছে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

কিন্তু [illegible] দীপঙ্করের [illegible] এই [illegible] আদর্শ মানুষের [illegible] একজনও কি [illegible] হয়নি [illegible] প্রাণমথবাবুকে [illegible] দীপঙ্কর, মনে হয়েছিল প্রাণমথবাবুই হয়ত সেই আদর্শ পুরুষ। প্রাণমথবাবুকেও সেই একই প্রশ্ন করেছিল দীপঙ্কর। প্রাণমথ-বাবু বলেছিলেন—আমি?

একটু হেসে বলেছিলেন—আমাকে তুমি কতটুকু জানো দীপঙ্কর?

সত্যিই দীপঙ্কর কতটুকুই বা জেনেছিল

সর্বঋতুর সঞ্জীবনী
দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম এ্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর ও কালীঘাট
— কলিকাতা —
ফোন: ৪৭২৩৭৭

সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ, ডি, এস, সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।
আর্য্য ঔষধালয় - কলিকাতা

প্রথমে। শুধু ক্ষোভটাই যা দেখেছিল দীপঙ্কর। অনেকের সোজা [illegible] শরীর। শরীর পাশে মনোরঞ্জনবাবুকে [illegible] দীপঙ্কর সেদিন বড় আনন্দ পেয়েছিল। আনন্দও পেয়েছিল, দুঃখও পেয়েছিল। একেই তো বলে পুরুষ, বাল্মীকির কবিতার আদর্শ পুরুষ! সামনা-সামনি মনোরঞ্জনবাবুকে দেখে তাঁর কাছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যেন ছোট মনে হয়েছিল সেদিন।

তিনি বলেছিলেন—ওতে অহংকার হয় দীপঙ্কর, অহংকার তো মানুষকে বড় করে না!

কিন্তু সেদিন সেখান থেকে [illegible] সেই লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে দীপঙ্করের মনে হয়েছিল, পৃথিবীর [illegible] [illegible] দীপঙ্করের [illegible] [illegible]

—[illegible]?

—[illegible]

—[illegible]

দীপঙ্কর [illegible]

[illegible]

দীপঙ্কর [illegible] লাইব্রেরী [illegible]

—[illegible]

[illegible]

বললে—কেন সে এত কম কম লক্ষ্মীদির কাছে আসে।

টিপ টিপ করে দীপঙ্কর দেয়ালের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

[illegible] লক্ষ্মীদি [illegible] পড়ল। কিন্তু সতী নেই। সতী কি [illegible]

দীপঙ্কর ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি এই [illegible] দীপঙ্করকে [illegible] বললে—কী হে, তোমার কী খবর?

দীপঙ্কর [illegible] লক্ষ্মীদি, [illegible] লাইব্রেরীর [illegible]

লক্ষ্মীদি [illegible]

[illegible]

দীপঙ্কর বললে—[illegible]

লক্ষ্মীদি [illegible]

[illegible]

[illegible]

দীপঙ্কর বললে—আমি কাকাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে এখুনি যাচ্ছি—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি যা বলেছিলুম মনে আছে তো তোর?

—মনে আছে লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি মনে করিয়ে দিলে আবার। বললে—হ্যাঁ জিজ্ঞেস করে তুই আমার সম্বন্ধে কিছু জানিস কিনা, তুই বলবি তুই কিছু জানিস না—বুঝেছিস তো?

—দেখিস, ভুলিসনি যেন!

—না, ভুলবো না।

—কিসের কথা বলছি, বুঝলি?

তারপর দীপঙ্কর সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। [illegible] কাকাবাবুর ঘরে কাকাবাবু [illegible] জামা-কাপড় বদলে [illegible] কাজ করছিলেন বোধ হয়। দীপঙ্করের পায়ের আওয়াজ পেয়েই [illegible] খুলে ফেললেন। তারপর [illegible] বললেন—কে—

দীপঙ্কর [illegible]। কিন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। কাকাবাবুর মুখটা যেন অন্য দিনের মত নয়। একটু গম্ভীর গম্ভীর। বললেন—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বলেই তোমাকে ডেকেছিলুম—

দীপঙ্কর বললে—আমিও আজ আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাইছিলুম—

—কেন?

[illegible] একদিন জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাক্‌লা
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
দি বাক্‌লা ঔষধালয়।

—দুবে আমদানি হয়েছে খুব, আবারও আমদানি হয়েছে কাকাবাবু দুবে। আমাদের অনেক বন্ধুর লাইব্রেরী, ফিরিয়ে দিয়েছেন। ও দুবে [illegible] কাকাবাবু, নিজে না ফেরে এই লাইব্রেরী [illegible] লাইব্রেরী [illegible] [illegible] লাইব্রেরীর [illegible]—

কাকাবাবু সব কথা মন দিয়ে শুনেছেন। তারপর বললেন—তোমাকে কী বলবো বলো তোমার কাছে—এর সঙ্গে তুমি ছিলে না—

হঠাৎ দীপংকরের মাথায় যেন [illegible] পড়লো। যেন বিশ্বাস হলো না কাকাবাবুর কথা শুনে।

বললে—কেন, কাকাবাবু?

কাকাবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমি জানি, এর সঙ্গে তুমি ছিলে না—

—কিন্তু ও তো [illegible] কাকাবাবু?

কাকাবাবু এবার আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। দীপংকরের [illegible] কাকাবাবুর চেহারা দেখে। এত গম্ভীর হতে দীপংকর কখনও দেখেনি কাকাবাবুকে।

—কিন্তু [illegible]

[illegible]

KALPANA S.M.13 B

[illegible]

কিছু ভালো, একেবারে না কিছু, মন্দ, এই

[illegible]

—কী আশ্চর্য! আরে, তুমি এখানে।

[illegible]


[illegible]

# দিগন্তের মেঘ

[illegible]

[illegible] পাবলিশিং হাউস

[illegible]

শ্রী[illegible] ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

| | |
|---|---|
| ব্যারাকে বাঙালী | ২৲ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১৷৷০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ২৷৷০ |
| বাংলার কবি | ২৷৷০ |
| বাংলার মনীষী | ১।০ |
| বাংলার বিপ্লবী | ২৷৷০ |
| আচার্য জগদীশ | ১৷৷০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১৷৷০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১৷৷০ |

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

# পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম

* পরিষ্কার করে
* সুন্দর করে
* সুরক্ষিত রাখে

রোজ রাতে পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো করে আপনার মুখে মাখুন। এই ক্রীম লোমকূপের [illegible] করে ময়লা বের করে দেয়। [illegible] পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম [illegible] নিয়মিত ব্যবহারে আপনার [illegible] ও কমনীয় হয়ে উঠবে।

**ভ্যানিশিং ক্রীম :** [illegible] পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের [illegible] —পরিষ্কার ও [illegible]। পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম [illegible] —এটি একটি [illegible]

P 77[illegible] [illegible]-পণ্ড্স ইন্ক ( [illegible] )

# বুকের কারণ

## সোমনাথ ভট্টাচার্য

[illegible]

তুলে নিল। প্যান্টের ভেতর জামাটা একটু টেনেটুনে নিল। পকেট থেকে খানিকটা ছেঁড়া ছিট বার করে মুখটা মুছল। ছিটটা পকেটে রেখে বুক পকেটের নীচের দিকটা একবার অনুভব করে নিল। আনির চেয়ে একটু বড় ধার-কাটা দশ নয়া পয়সাটা হাতে লাগতে নিশ্চিন্ত হল। দীনুর এবার পুজোর পোশাক এইটিই হয়েছে। বাবার কাছে অনেক বলে কয়ে, বিস্তর কান্নাকাটি করে এই পোশাকটি আদায় করতে হয়েছে। সাদা ফুল প্যান্ট। দু-পাশে অঙ্কের দ্বিতীয় বন্ধনীর মত ঢাকা-দেওয়া পকেটওয়ালা সাদা হাফ কাটা শার্ট। জুতো হয়নি। কিন্তু পোশাকের চোখধাঁধান জলুস দেখে দীনুর জুতোর দুঃখ ততখানি থাকেনি। তারপর ষষ্ঠীর দিন সকাল থেকে শোয়া আর চান করার সময় ছাড়া দীনু গা থেকে এ-পোশাক খোলেনি। ইতিমধ্যে জামা-প্যান্টে লাগেনি হেন দাগ নেই। কাদা, পুজোর প্রসাদ, অঞ্জলি খিচুড়ি-কাদম্বা নেবার লাইনে হঠাৎ হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়ে দীনুর হাতের প্রসাদ জামার সামনের দিকটায় অনেকখানি জায়গায় লেপটে গেছে। এখন সেখানটা শুকনো হয়ে [illegible] খড়খড় করছে। যেখানে-সেখানে বসে আর অনবরত পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে প্যান্টের পেছনটা আর পকেটের পটি দুটোর গাঢ় কালো ময়লার ছোপ পড়েছে।

কতকটা সে-পাড়ার বাসিন্দা হলেও দীনুদের পাড়ার পুজো বলতে এইটিই। এই বে-রাস্তার মোড়ে চালার [illegible] পেছনে মাঠের [illegible]। এ পাড়ায় এই একটিই পুজো। তার দীনুদের বাড়ির এইটিই সবচেয়ে কাছের পুজো। দীনুর পুজোর কটা দিন এইখানেই কাটে। দূরনিকার কাছা কাছি ঠাকুর দেখে পা-ভার করে এসে এখানকার প্যান্ডেলের তলায় পাতা বেঞ্চিই আস্তানা হয়।

দূর থেকে দেখতে পেয়েই দীনু ছুটতে শুরু করল। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে যখন পৌঁছল তখন ঠাকুর তোলা হয়ে গেছে লরীতে। বে-রাস্তার মোড়টা মানুষ-জনের মাথায় মাথায় কিলবিল করছে। [illegible] সবই।

পাড়ার বড়রা কেউ কেউ ছোট ছেলেমেয়ে কোলে করে বা হাত ধরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন। পাড়ার মেয়েরা একসাথে জটলা করে দাঁড়িয়ে কলকল করছে। পাড়ার ছেলেরা কোমরে গামছা বেঁধে ঠিক [illegible] হাত উঁচিয়ে [illegible] লরীর উঠে [illegible] লরীর [illegible] একদল [illegible] হয়েছে। তাও হচ্ছে। লরীর [illegible] ঠাকুরের [illegible] কয়েকজন ছেলে [illegible]।

এখনও দেরী আছে। দীনু প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আর একবার [illegible] করে [illegible]।

দীনু [illegible] সকলেই [illegible]। [illegible] দীনু [illegible] একটু দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। কুকুরটা এই বে-রাস্তার মোড়ের কাছে [illegible] শোয়—শুয়েছে দীনু।

কুকুরটার দুটো চোখ [illegible] দিকে আর দীনুর মুখের দিকে। ল্যাজটা [illegible]। দীনুর [illegible] চোখ পড়তেই ল্যাজ নাড়া ঘন ঘন হল। তারপর—খানিক আঁশটে কুঁই কুঁই আওয়াজ করল। দীনু খুব ছোট একটা কচুরীর টুকরো ছুঁড়ে দিল। মাটিতে পড়বার আগেই কুকুরটা খপ করে ধরে খেয়ে ফেলল। একটু এগিয়ে এল—।

দীনুর মজা লাগল। আর একটু টুকরো ছুঁড়ে দিল। কুকুরটা নড়ল—এগিয়ে এল। তারপর ছুঁড়তে গিয়ে দীনু দেখল পাতা খালি। শালপাতাটা ছুঁড়ে দিল। কুকুরটা শালপাতাটা চাটতে লাগল। দীনু ডাকল—আঃ চু-চু।

কুকুরটা এগিয়ে এল আরও কাছে। পিট-পিট করে চাইতে চাইতে। দীনু বুকের

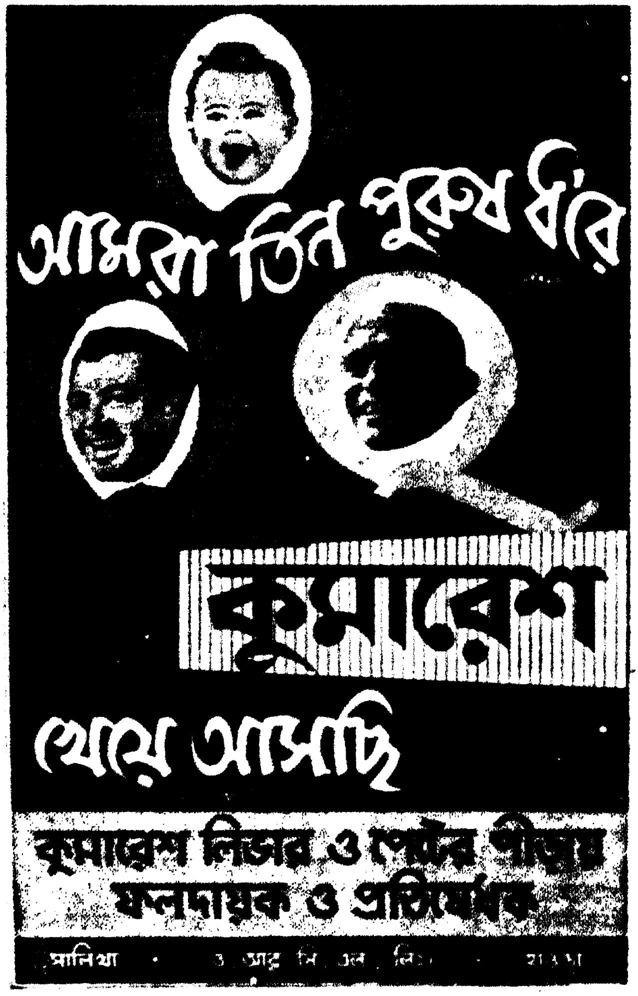

থেকে হাতের ওপর শরীরের ভর রেখে একটা পা এগিয়ে দিয়ে বড়ো আনন্দে [illegible] কুকুরটার গা-ঘষলো। ডাকল, আঃ—উঁ উঁ।

কুকুরটা শরীরটাকে মুচড়ে যেন গলে গেল। শনিদু আর একবার ডাকতেই লাফিয়ে হাতের ওপর উঠে পড়ল একেবারে শনিদুর গা ঘেঁষে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

শরীর ওপর থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, "অনেক [illegible] কিছু ফাঁক দিয়ে চলবে না [illegible] হবে।"

সত্যদা হেসে হাত উঠালেন [illegible] শনিদা। বয়েস হয়ে গেছে। আর কি হয় ওসব।"

সত্যদা নিজের হাত দিয়ে পেটটা টিপে দেখালেন। "দেখছিস তো, কি-রকম ভুঁড়ি হয়ে গেছে। হাঁপ ধরে।"

ছেলেরা হৈ হৈ করে আপত্তি করে উঠল।

"আচ্ছা আচ্ছা, যে-হবেখন।" ছেলেদের আপত্তি কাটিয়ে সত্যদা বললেন, "কই, আমার নাচের পার্টনার কোথায়? [illegible] কই?"

[illegible] ছেলেরা অনেক একসঙ্গে হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল।

[illegible]

[illegible]

শনিদু তাঁবুর উঠে দাঁড়াল। [illegible] সকলের [illegible] উঠে সে [illegible] এসে দাঁড়াল। শনিদু [illegible] সকলের [illegible] [illegible] সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, [illegible] সাদা জুতো। মাথায় লাল [illegible] ফুল দেওয়া বেতের টুপি। একজনের [illegible] একটা ব্যাণ্ড। তার পেছনের দু-জনের সামনের দিকে ঝোলানো ড্রাম

উমাচল-গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ স্বামী [illegible] সরস্বতী প্রণীত

যোগবলে রোগ আরোগ্য

(সহজ যৌগিক উপায়ে সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসাপ্রণালী—৫৷৷৹

Yogic Therapy—(Simple Yogic Treatment of diseases) Rs. 7/-

যৌগিক ব্যায়াম (আসন-মুদ্রা)—২

যৌগিক ব্যায়াম (প্রাণায়াম)—২

ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন—১৷৷৹

ঈশোপনিষৎ

([illegible] সহিত ভাষ্য)—২

বালনীতি ও শিশু-পালন—১৷৷৹

[illegible]

নিবেদিতা [illegible]

[illegible]

উমাচল প্রকাশনী

[illegible]

[illegible]

(সি ৫৪৫১)

"কৈলাস-মানসের পথে"

ডাঃ [illegible]

[illegible]

[illegible]

আনন্দবাজার পত্রিকা (২৪-৬-৫৯)

(সি ৩০৬৬/৩)

যখনই সম্ভব — বিশেষ করিয়া সকল আনন্দ উৎসবে যক্ষ্মাক্রান্ত ভাইবোনদের নিরানন্দ জীবনের কথা মনে করিয়া তাহাদের কল্যাণে যথাসাধ্য দান করুন!

কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল

[illegible] নিকট কৃপা সাহায্যের আবেদন করিতেছে—আপনাদের [illegible] সাহায্যে আরো শত শত রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্ভব হইবে।

প্রবাসী বাঙালীদের নিকট বিশেষ আবেদন জানাইতেছি।

কুমুদশঙ্কর রায়

যক্ষ্মা হাসপাতাল

যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

১৮

দুটো ছোট ছোট। দু-জনের হাতে চোপসানো বাজনাটিন। পেছনের দু-জনের মধ্যে একজনের হাতে বন্ধ দুটো পেতলের ঝকঝকে খঞ্জনী। আর একজনের হাতে একটা কালো আড়বাঁশী। দীনু অবাক হয়ে দেখল ওদের মধ্যে দীনুর বয়সের একটা ছেলে রয়েছে। তার হাতে দুটো বড় বড় ঝুমঝুমি।

তারপর নেতা সর্দারের সঙ্গে [illegible] দু-একটা কথা হল। ছেলেরা ভিড় করে পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেরী হয়ে যাচ্ছে। বাজনাটিন ও আরও দু-একজন মিলে [illegible] সাজিয়ে ফেললেন। দীনু ধাক্কা খেয়ে [illegible] ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াল। প্রথমে পটকার বাক্স হাতে কয়েকজন। তারপর [illegible]। তার পেছনে [illegible]। তারপর লাঠি [illegible] লাঠির পর [illegible]। [illegible] পেছনে বড়রা সব [illegible] চলল।

একটা কথা— সহসা লাঠির [illegible] ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে থামালেন। [illegible] বুক [illegible] উঁচিয়ে [illegible]। মুখের ওপর সহসা একটা [illegible] পড়েছে। হাত তুলে সেটুকু [illegible] সদার বললেন [illegible] হয়ে [illegible] এমনিতেই। ঠাকুর বেশী [illegible] হবে না। এখান থেকে [illegible]। তারপর [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] ঘাট। [illegible] আর আর [illegible] সম্মান [illegible] প্রত্যেকটি [illegible] ওপর। [illegible]—[illegible]—।

"জয়!" সমস্ত [illegible] মধ্যে থেকে [illegible] চার-পাঁচজনের গলা পাওয়া গেল। [illegible] শোনাল। দীনুর কানে লাগল। সহসা আবার হাত তুললেন, "দুর্গা মাঈকী—!"

এবার অনেক গলা পাওয়া গেল, "জয়!"

দীনুও বলল, "জয়!"

[illegible] একমাত্র [illegible] বাজল, ঠাকুর থাকবে [illegible]—।

[illegible] কাঁসিতে কাঁই মারল, কাঁই [illegible]। কাঁই [illegible]—

তারপর [illegible] করে একটা পটকা ফাটল। দীনু চমকে উঠল। [illegible] [illegible] বললেন, আরে ভাই, [illegible] সব শেষ করে ফেলবি নাকি—?

[illegible] [illegible] [illegible] আওয়াজ করতে করতে এগোচ্ছে। সবাই এগোচ্ছে আগে [illegible]।

ছেলের [illegible] মধ্যে [illegible] করতে [illegible]। দীনুর [illegible] [illegible] দুদে [illegible] করছে [illegible]। দীনুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এগোচ্ছেন। [illegible] [illegible] [illegible] কয়েকজন [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] কয়েকজন [illegible] টেনে টেনে বলল, [illegible] [illegible]—।

আবার [illegible] কয়েকজনের গলা [illegible] গেল। সবাই যেন এগোচ্ছে কেমন [illegible]। [illegible] [illegible]—[illegible] টেনে টেনে। দীনু মনে মনে [illegible] হয়ে উঠল। [illegible] হয়ে উঠল—বড়দের [illegible] [illegible]—।

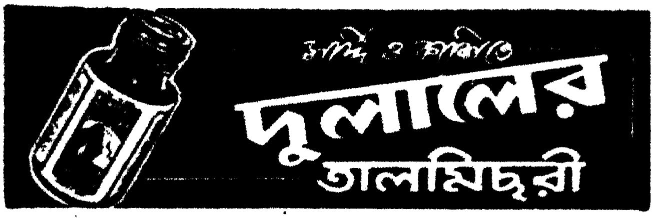


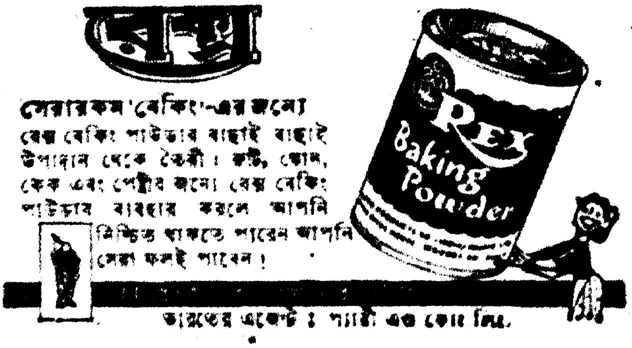


আবার একটা পটকা ফাটল কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে। সব আওয়াজ চাপা দিয়ে ঢাকা গুড় গুড় করে উঠল। ডাম্ ডাম্—ডাম্‌ডাম্; ডাম্‌ডাম্—।

পাড়া ছাড়ল। সমস্ত দলটা এক মুহূর্ত কেমন থমকে গেল। তারপর [illegible] পর পর কটা পটকার শব্দে যেন লাফিয়ে জেগে উঠল।

ঔ—হাঃ। কে যেন [illegible] আওয়াজ বার করল। লাঠির ঠিক [illegible] [illegible] হয়ে গেল। বড়দের মধ্যে তিন-চারজন আগের মতন নাচতে নাচতে। একজন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] আরও [illegible] [illegible]। দীনু ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এসে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। [illegible] অনেকে। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কেউ [illegible] [illegible]। কেউ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কেউ [illegible] [illegible]। কেউ [illegible] [illegible]। কেউ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কেউ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। দীনুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

লাঠির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সহসা বললেন, [illegible] [illegible] [illegible]— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছেলেরা [illegible] [illegible] করে উঠল।

সহসা [illegible] [illegible] বললেন, "[illegible]—।"

ছেলেরা এবার [illegible] [illegible] [illegible] করে উঠল।

সহসা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible], "[illegible]—[illegible]—[illegible]—।"

[illegible] [illegible] কে একজন আওয়াজ বার করল "ঔ—হাঃ।"

দীনুর মনে হল, সহসার [illegible], সকলের থেকে আলাদা। সকলের থেকে অন্যরকম—।

[illegible] থেকে [illegible] এল, "এগো—ও এগো—ও।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এগোল।

এগোতেই এগোতে দীনুর দু-একটা [illegible] [illegible] করতে লাগল। কিন্তু তবুও দীনু [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] আরও ভারী হয়েছে। নাচছে, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিল। এই—এই—। [illegible] [illegible] গেল। দীনুর [illegible] আর সামনের দিকটা

হাত থেকে গেল। চোখের মধ্যে আঁধার [illegible] করে উঠল। শচীন্দ্র চোখে হাত [illegible]। সেই অবস্থাতেই পেছন থেকে [illegible] এল। শচীন্দ্র একেবারে মাটির উপর [illegible] দিয়ে পড়ল। একজন লোক শচীন্দ্র গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কেউ শচীন্দ্র [illegible] দিল। কিন্তু [illegible] হলো না। তারপর শচীন্দ্র ঘাড়ে এসে পড়ল।

একটা পাঁচিল আড়াল। [illegible] আরও [illegible] উঠেছে। [illegible]— শচীন্দ্র ছুটে উঠল।

[illegible]

তাদের একজন বলল, "আরে, কোথা থেকে আমদানী হলরে! শালা মরবার ঠাঁই।"

শচীন্দ্র [illegible] ছেড়ে [illegible] উঠল। [illegible] করল। একবার মনে করল, [illegible]। কিন্তু নিজের জোরে শচীন্দ্র, [illegible] চেষ্টা করেও [illegible] পারল না। শচীন্দ্র চমকে উঠেছিল। একেবারে [illegible]। একেবারে [illegible] একটা [illegible] কথা বলে উঠল, [illegible]"

[illegible]

ধর্মের জন্য দিয়ে। দুটো [illegible] চেষ্টা করছে। [illegible] একটা উঁচু [illegible] মধ্যে [illegible] পায়ের [illegible]। [illegible] করছে এখন। [illegible] শচীন্দ্র আর [illegible] পারছে না। কোথাও একটু [illegible] করছে। শচীন্দ্র কোথাও এখন একটু [illegible] অনেকক্ষণ [illegible] উঠবে না। [illegible] শচীন্দ্র এখন [illegible] অনেকক্ষণ [illegible] থাকবে।

কিন্তু শচীন্দ্র থামতে পারছে না। [illegible]

[illegible]

শচীন্দ্র [illegible] উঠল। [illegible] করছে। [illegible] শচীন্দ্র [illegible] হল, [illegible] দেখছে। [illegible]

শচীন্দ্র [illegible] মধ্যে কয়েকজন [illegible] দেখছিল।

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

HISTORY OF
BENGALI LITERATURE

[illegible]

লেখক
ডাঃ সুকুমার সেন, এম. এ. পি-এইচ. ডি
[illegible]
[illegible]
[illegible]
রাজসংস্করণ : ১০·০০ টাকা (রেজিঃ পোস্টেজ ১ টাকা ২৫ নয়া পয়সা)
সাধারণ সংস্করণ : ৮·০০ টাকা (রেজিঃ পোস্টেজ ১ টাকা)
প্রধান পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে অথবা [illegible] পাওয়া যায়

দি পাবলিকেশন্স ডিভিসন

ওল্ড সেক্রেটারিয়েট
দিল্লী-৮

১ গার্স্টিন প্লেস
কলিকাতা-১

DA-59/54

[illegible] পারল না। শরীরের কি এক অস্বস্তিতে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। একবার চোখ তাকিয়ে দেখল নদী ঘিরে ভিড়। ঠাকুরের মাথার ওপর একটা অশত্থ গাছের নীচু ডাল। ঠাকুরের চালচিত্র খোলা হচ্ছে—।

দুগ্গা মাঈকী—।

আবার গুড়গুড় করে তাসা বেজে উঠল। ঢোল-কাঁসী বাজল।

শীনুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চেনা গলাটা বলল, "কি রে, এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লি নাকি? ওঠ—ওঠ—"

শীনু শুয়ে শুয়েই বলল, "বড় তেষ্টা পেয়েছে সত্যদা—।"

তেষ্টা পেয়েছে। সত্যদা শীনুর হাত ধরে টেনে তুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে।"

শীনু চলছে না। হাতটা ধরে সত্যদা শীনুকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন পাশের অন্ধকার গলিটায়। "হাঁ কর—হাঁ কর তাড়াতাড়ি।"

জলের স্বাদটুকু জিভে করে নেবার জন্য জিভটা বের করে শীনু হাঁ করে মুখ তুলল। জলে ভরে গেল শীনুর সমস্ত মুখ। শীনু ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেলল। কি—গন্ধ! শীনুর গলার ভেতরটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

ওয়াক্—। শীনুর পেটের ভেতরটা মুচড়িয়ে উঠল। সবকিছু বেরিয়ে আসতে চাইল মুখ দিয়ে। শীনু আর একবার ওয়াক্ তুলল। শিশির শেষটুকু গলায় ঢেলে শিশিটা জেবের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে সত্যদা বললেন, "এই সেরেছে, বমি করবি নাকি রে?"

শীনুর গলা দিয়ে এবার সব বেরিয়ে আসবে। সত্যদা সেন্টের গন্ধওয়ালা রুমাল দিয়ে শীনুর নাকমুখ টিপে ধরলেন। শীনু মাথা ঝাঁকি দিল। ঢক্ করে মুখের ভেতরের বাতাসটুকু গিলে ফেলল। শীনু আবার মাথা ঝাঁকি দিল। শেষে সত্যদার হাতদুটো থামতে থাকল। সত্যদা রুমাল সরিয়ে নিলেন। শীনু ওয়াক তুলল। গিলে ফেলা বাতাসটুকু গলার নালীর মধ্যে দলা পাকানোর মত আটকে গেছে। শীনু হাঁ করে মুখের ভেতরের বাতাসটুকু ছেড়ে দিল।

সত্যদা হেসে বললেন, "চ, আর কিছু হবে না।"

শীনুর হাত ধরে সত্যদা রাস্তায় নিয়ে এলেন। মিছিল এগিয়ে গেছে অনেকখানি। সুরেন চাটুজ্জে রোড দিয়ে মিছিল চলেছে। শীনু এই রাস্তা দিয়ে রোজ স্কুলে যায়। এইটাই স্কুলের রাস্তা। শীনু এখনও সামনের অনেকদিন এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাবে সকালে। ফিরবে বিকেলে। শীনু ক্লাস ফাইভে পড়ে। ক্লাস ফাইভ [illegible] পাইপ। আসছে বছর ক্লাস সিক্সে উঠবে। তারপর ক্লাস সেভেন। তারপর ক্লাস—। তাম্ তাম্ তাম্পোর তাম্পোর—।

দুগ্গা মাঈকী—

কাঁই মানা। কাঁই মানা—।

শীনু নাচছে। সামনের দিকে ডান পাটা বাড়িয়ে দিয়ে। বাঁ পায়ের শুধু বুড়ো আঙুলটা দিয়ে মাটি ছুঁয়ে। পেছনটা বাঁকিয়ে—দোলিয়ে দুলিয়ে। সামনে হাত পড়ছে তালে তালে। পেছন থেকে হাত আসছে, এগো-ও। এগো-ও।

শীনুর কানের কাছে এক-একটা হাসি এসে আছড়ে পড়ছে এক-একটা পটকার শব্দের মত। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। নিঃশ্বাস আগুনের হল্কার মত। [illegible] বাতাসটুকু এক একবার উঠে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্ট্রীট লাইটের আলো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। শীনুর চোখ মুখের ওপর [illegible] কাঁপছে। [illegible] [illegible] [illegible] কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কি যেন এক [illegible] মূর্তি গড়বার চেষ্টা করছে।

একবার হঠাৎই [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] মত এসে শীনুর চোখ মুখের ওপর [illegible] দিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] শীনু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুটো [illegible] [illegible] [illegible] ওপর [illegible] রাখল।

[illegible] থেকে [illegible] [illegible] [illegible] হচ্ছে। শীনু [illegible] মাথাটা তুলল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্ট্রীট লাইটের [illegible] ঠাকুরের মুখের ওপর নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলো এসে পড়েছে ঠাকুরের মুখের ওপর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যেন চকচক করছে। [illegible] [illegible] চোখের দুটো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাথরমূর্তি দিল।

শীনু হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে ফেলল। [illegible] চাপা [illegible] [illegible] চোখ [illegible] [illegible]। [illegible] ওপর [illegible] [illegible] ধরল। নাক টেনে ফোঁস্ ফোঁস্ করে।

শীনু পরের দিন এসে দাঁড়াল ট্রাম-রাস্তার মোড়ে। রাস্তার ধার দিয়ে বাড়ো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জায়গাটার ওপর।

বেলা চড়ে গেছে। কাগজের ফুল দুটো [illegible] [illegible] ভাঙা [illegible] দিয়ে দিয়ে নীল শালু-ঢাকা [illegible] [illegible] নামিয়ে দিয়ে শীনুকে দেখে [illegible] [illegible] [illegible] করে এসে দাঁড়াল। শীনু দেখল—চায়ের দোকানের পেছনের মাঠের প্যান্ডেলটা আজ খাঁ খাঁ করছে। রঙীন কাগজের শিকলি ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ছে। মাটির ঘটটা কে ফেলে দিয়ে গেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। একটা [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চোখ বুজে—।

কুকুরটার আর কেউ নেই। শীনুকে চিনে নিয়েছে। শীনুর সামনে দাঁড়িয়ে [illegible] [illegible] ল্যাজ নাড়ছে।

শীনু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

কুকুরটা [illegible] [illegible] [illegible] শীনু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শীনুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শীনু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

কুকুরটা [illegible] এসেছে। শীনুর পায়ের পাতার ওপর সামনের পা তুলে দিয়ে আদুরে আদুরে ভঙ্গীতে তাকাচ্ছে। এবার একটু [illegible]। শীনু ঘাড় নীচু করে কুকুরটাকে দেখল। দেখল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ। একেবারেই হঠাৎ শীনু কুকুরটার ঠিক মুখের ওপর কষিয়ে [illegible] [illegible] করে একটা জোরে লাথি মারল।

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৩১

[illegible]

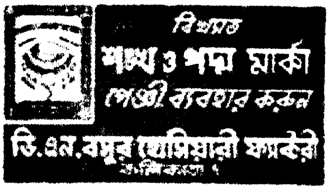

করে? এই তো ওর মনের স্বাভাবিক রঙ। মৃণালিনী মাথুর করে বসল পাশ ঘেঁষে। বললে, 'তোর তো এইবার মাইনে বাড়বে শুনেছি—'

না পড়লে উপায় কী। আশার কথা না পড়লে মানুষ বাঁচবে কী করে, কী করে তাকাবে সামনে? আশা পূর্ণ হলেও আবার আশা করবে, কেবলই আশা করবে। আকাশে সূর্য থাকলেও চাইবে আরেক স্বপ্নের সূর্য। কিছুতেই আশার শেষ হবে না। কেবল বেড়েই চলবে। দাবি বাড়বে, মাইনেও বাড়বে। মাইনে বাড়লে আবার দাবিও চড়বে। সব সময়ে এক পৃষ্ঠার বসে পড়ে আরেক পৃষ্ঠার গড়ানো।

দীপঙ্কর চুপ করে থাকবে এ আর নতুন কথা কী।

'কিছু বাড়তি কিছু পাব এবার, তিনখানা শাড়ি কিনব।'

'তিনখানা?' বলে ফেলল দীপঙ্কর।

'অন্তত দুখানা তো বটেই। একখানা তোর দিদির, আরেকখানা আমার।'

'আর তৃতীয় বাড়িটি যে তুমি তা না বললেও বুঝেছি। কিন্তু মা, মাইনে বাড়বে না।'

'বাড়বে না?'

'না। বলে দিয়েছে মুনিব।'

'যতই বলুক, ঠিক বাড়বে দেখিস। কার্তিক বলেছে চেষ্টা করবে।—মুনিবদের সঙ্গে ওর চেনা আছে।' মৃণালিনী তবুও দমে থাকবে না, বাড়বে 'মধ্যেই' [illegible] জানালে। 'আর ও যেয়ে অসাধ্যকে সাধ্য করার ছেলে—'

'বাড়বে?' বলে উঠল দীপঙ্কর: 'কার্তিক চেষ্টা করেছিল, আর সে চেষ্টা বিফল হয়েছে।'

হাল তবুও ছেড়ে থাকবে মৃণালিনী। 'এক চেষ্টায় হয়নি, আরেক চেষ্টা করবে। চেষ্টার কি শেষ আছে? এক দরজা বন্ধ হয়তো আরেক দরজা খুলবে। চালাক ছেলে, ও ঠিক আদায় করে দেবে দেখিস।'

'না, দেবে না। বাড়বে না মাইনে।' উঠে পড়ল দীপঙ্কর। বললে, 'তোকে কাপড় সেলাই করে পরতে হবে।'

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে কার্তিক সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে। প্রথমেই গেল মৃণালিনীর কাছে। বললে, 'মা, মাইনে পেয়েছি।'

'হাঁ! কই দেখি।' মুখ থেকে [illegible] কাপড় সরিয়ে—হুড়মুড় করে উঠে বসল মৃণালিনী।

এ কী! কার্তিকের হাতে তিনটে ছোট্ট কাপড়ের বান্ডিল।

[illegible]

[illegible]

'কিন্তু [illegible] মাইনে?' [illegible]

'হয়, [illegible]' মৃণালিনী [illegible]

'তা একটু দিয়েছে মাইনে—'

'কত?'

'বলবার মতন তেমন কিছু নয়।'

'শাড়ি তিনখানির দাম কত হল?'

দামের টিকিট আঁটা নেই। [illegible] চাইল না কার্তিক। [illegible]

[illegible] পরীক্ষা করল মৃণালিনী। বললে, 'এর সবই তোমার কী ছিল? হাতে তো তোমার কিছুই রইল না।'

'তা আছে কিছু।'

'কত?' মনে-মনে আরেকবার হিসেব বাড়াল মৃণালিনী।

'সামান্যই। তা দিয়ে আমার অনেক কেনা-কাটা আছে।' কাপড়ের দুখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল কার্তিক।

নিজের ঘরে ঢুকে বিজয়াকে প্রণাম করলে।

'আমার প্রথম মাইনের প্রণামী।' হাসি-

[illegible] বললে কার্তিক। কোথায় আপনার [illegible]?'

'[illegible] কেমন কী হয়েছিল!' কোথায় [illegible] প্রশ্ন বিজয়া।

'[illegible] বললেন। এখন দেখছেন কোথায় গেল?'

'[illegible] তো ছিল। [illegible] পরবার কি [illegible] আছে?' [illegible] করলো বিজয়া।

'[illegible] কি হয়েছে? [illegible] [illegible] এটাই [illegible] এটা দিই।' [illegible] কার্তিক।

'আর [illegible] এই [illegible]।'

'এই অবস্থায় শাড়ি দিয়ে আমি কী করব?'

'[illegible]।'

[illegible]

[illegible]

'আপনি এক কাজ করবেন। [illegible] বাড়িতে পরে যাবে বলে সেদিন আপনার সেই [illegible] নিয়ে যেমন আর ফেরত দিল না, আলমারিতে পড়েছে, আপনিও তেমনি একবেলা পরবেন বলে নিয়ে [illegible] রেখে দেবেন।' [illegible] অনুপস্থিত ছিল, তাই সহজেই বলতে পারল দময়ন্তী। '[illegible]'

'[illegible] লাগবে না।' বললো বিজয়া, '[illegible] এসেছে সেই শাড়ির জন্য নয়।'

পরে [illegible] হল দময়ন্তী-[illegible]।

'[illegible]?' দময়ন্তী [illegible] এল।

[illegible]

[illegible]

নিযুক্ত হল বিজয়াকে নিয়ে। প্রথমেই একেবারে তিনখানা শাড়ি কেন? সোজা দুটি পরেছেন, দুটি শাড়িতেই প্রথমে দিতে হবে বড়বউমাকে [illegible] কেন?'

'ঠিক কথা।' [illegible] বিজয়া। 'বড়বউমাকে দিতে হলে [illegible] দিতে হবে। ওরা এক পর্যায়।'

'আর আমার [illegible] কী কষ্ট!'

'[illegible] একটাও শাড়ি নেই হয়তো!'

'[illegible]! [illegible] একখানা [illegible] কী! [illegible] মাস নতুন [illegible]—ছি ছি!'

[illegible] বলে শাড়ি [illegible], প্রথমেই, [illegible] বিজয়ার সঙ্গে দেখা।

'[illegible] তোমার জন্য কী আনব?' জিগ্যেস করল বিজয়া।

'[illegible]!' [illegible]।

[illegible]

'আমার জন্য [illegible]।'

[illegible] দময়ন্তী। [illegible]

'[illegible] না।' বললে দময়ন্তী। জিগ্যেস করলেন, উত্তরও দিল না।'


কি ক'রে সুন্দর হওয়া যায়…

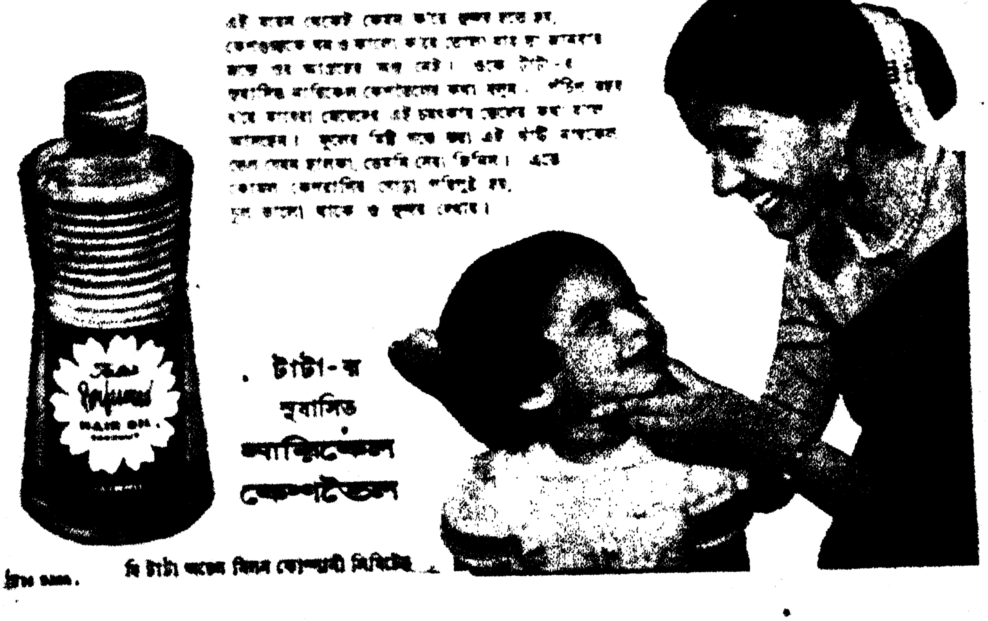


দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

...ও দিল না?'

'না। দিন-দিনই কাপড়ের শাড়ি দিয়ে এসেছে—কত দাম তাও বললে না।'

'কী বললে?'

'বললেই না কিছু, তা, কী বললে!' [illegible] টাকা হাতে আছে সে সম্বন্ধেও একেবারে চুপ। টাকা দিয়ে যদি ইচ্ছে মত [illegible] কেউ শাসন করবার না থাকে, তাহলে চাকরি তো নয় [illegible] [illegible] জেনে আমার ঘরে একটা রেডিও [illegible]

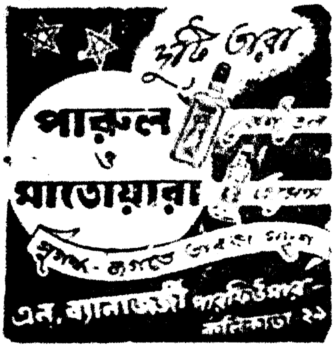



# ধবল বা শ্বেত

[illegible] লিউকোডার্মা [illegible] ও [illegible] হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর [illegible] ফোন: ৬৭-২৩৫৯ [illegible] রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)

শাড়ি পরালেই তো হল না, তোমাদের আর দেবে কে? তখন—তখন শাড়ি ময়লা হবে? তখন [illegible] শাড়ির দামের জোরের দাম লাগবে? আমাদের সঙ্গে দেখা নেই, মনের পরিপাটি।'

[illegible] রেডিওতে কাটা [illegible] নেই মৃণালিনীর। [illegible] একটা [illegible] রেডিও [illegible]

[illegible]

'[illegible] টাকা [illegible]'

'[illegible]'

'কোন আইনে?' বললে উমা [illegible]।

'এর আইনটা লেখা থাকে না। মন থেকে নিজেই বোঝাতে হয়।'

'[illegible] তুমি [illegible] আমি দিতে যাব কেন?'

'তাহলে তুমি [illegible] টাকার [illegible]?'

তাইলেও, সেটা একান্তই আমার

ফিরেছিলাম। মনোহারী কী এবং [illegible] শাড়ি দেখে, তোমরা নও। [illegible] আমার তখন শাড়ি দেখে কোন দিকে [illegible] না কারো আদৌ কিনা। তোমরা [illegible] এই দে [illegible] শাড়ি দিয়ে দিলাম একটা [illegible] রেডিও [illegible]

[illegible]

[illegible] সেকালি।'

'আরো চাইতে হবে নাকি?'

'না, আমার আর চাইতে থাকবে না?

...র উন্নতি হবে না আমার?" এক পা ... কার্তিক।

"...র আমার উন্নতিও আছে নাকি?"

"একশোবার আছে। শেয়াল শুধু কৌতুক দেখেই থাকবে? আর খেতে ঢুকবে না। নিশ্চয়ই ঢুকবে যদি সে সত্যি শেয়াল হয়। উন্নতি ধাপে ধাপে নানারকম গড়ন-প্রকরণ আছে সব সে অবলম্বন করবে। তাতেই তার উন্নতি।"

"কিন্তু গড়ন-প্রকরণটা কী?" দুই-দুই করেও থেকে গেল সুকান্ত।

"কেন হবে বিস্ময়। এ তো এক প্রবন্ধ নিয়ে সারা জীবনের জন্যে তৃপ্ত হওয়া নয়। এখানে অনেক প্রবন্ধ, অনেক কারুকার্য।"

"এত শিল্পীরাই কারুকার্য দেখবে?" একটু যেন না হেসে পারল না সুকান্ত।

"সেইটেই তো এক্সিবিশনের প্রমাণ। যে মজাতে বাজে তার পাত দিতেও জানা উচিত। এ তো তোমারই কথা। সুকান্ত—" ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কার্তিক।

পড়ে পড়ল সুকান্ত।

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.P.
SAHITYA SAMSAD
32-A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

জটিল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ
২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এন সি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগীদিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার ব্যতীত প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামবাজারের মেডিক্যাল ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

কদিন পরে কতগুলি জামা নিয়ে কাকীমা [illegible] এবং দীপঙ্করের বাড়িতে।

'মাপের ধরে আপনাকে কিনে এনেছি মা। তবে, কোনটা লাগে কে জানে।' একটা মোড়া এনেছে, তাতে বসল কাকীমা।

মেয়েদেরগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একে অন্যের জামা, তার নতুন, তার অপরূপ রঙ।

[illegible]

'জামা এনেছ! এবার কাকে এনেছ!' [illegible]

'এত সব আনবার কী দরকার ছিল?' [illegible]

'এ কি? আপনি?' [illegible] কী হয়েছে আপনার?'

[illegible]

'[illegible]'

[illegible]

'না, না, [illegible]'

[illegible]

'[illegible] পর থেকে।'

'যেদিন আমার হবে ওকে বলেছিলাম আপনি। সেই আমার চাইতে [illegible] দেওয়ার কথা।'

'না, সে তো আমি বলেছিলাম। চাইতে আমার উচিত ছিল।'

'না, ও ঠিক বুঝেছে আমিই পাঠিয়েছিলাম আপনাকে। আমার সেটা ঠিক হয়নি, অন্যায় হয়েছিল। [illegible]'

[illegible]

'একটু কি ভেবে বলে [illegible]'

'না, বলেছে কথা।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আমিও [illegible]'

'তাই তো বিজ্ঞাপনে বলে [illegible] ও অকৃত্রিম।'

'[illegible] কী বলে [illegible] না, আমাকে [illegible]।'

'অদ্ভুত [illegible]! দেখব না?'

হ্যাঁ, [illegible] আপিসের পর [illegible] আসবার কথা। একটা কাজ আছে।'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিরক্ত করা। [illegible] এক [illegible] ইস্পাত [illegible] নয়। [illegible] দেখা নেই, [illegible] নেই। [illegible] নেই। [illegible] এক [illegible]।

[illegible] গাড়ি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] না [illegible]। এটা [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] উপর [illegible]।

[illegible] এটা [illegible] নয়। এটা [illegible]।'

(ক্রমশঃ)

উজ্জীবন

নীতি ও ধর্মমূলক মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক

[illegible]

উজ্জীবন কার্য্যালয়

[illegible], ২৪ [illegible]

কে. হোড়ের

কণক

পাউডার

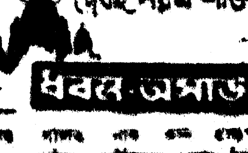


[illegible]

# চিত্র প্রদর্শনী

গত সপ্তাহে আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি-এর বার্ষিক ব্যবহারিক শিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। অন্যান্য বারের মত এবারেও বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পের নিদর্শন সুন্দরভাবে সাজিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন উদ্যোক্তাগণ। এবারের প্রদর্শনীতে কয়েকটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর সেলাইয়ের কল, প্রেসার কুকার, টেবল ফ্যান প্রভৃতি আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামও কিছু কিছু দেখা গেল। চেহারায় এগুলি যেকোনও বিদেশী জিনিসের সঙ্গে তুলনায় বসতে পারে। 'সার্ভিস' রেফ্রিজারেটর এবং 'উষা' সেলাইয়ের কলের ডিজাইন এবং ফিনিশিং যথার্থই প্রশংসনীয়। 'উষা' টেবল ফ্যানগুলিও দেখতে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

কুটির শিল্পের নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুরুলিয়া জেলার ছো নাচের মুখোশ, উড়িষ্যার আদিবাসীদের বোনা শাড়ী, বিটোরির পর্দা, উড়িষ্যার ধাতুর ওপর কাজ করা প্রদীপ, ধোকড়া কামারদের কাজ, পুরীর খড়িপাথরের ভাস্কর্য, উড়িষ্যার পট, প্রাচীন ভাস্কর্যের অনুকরণে ছোট কাঠের নারী মূর্তি, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজ, ছাপা কাপড়ের নক্সা করা চাঁদোয়া, উড়িষ্যার

চিত্রগ্রীব

আদিবাসীদের পাথরের গয়না, কৃষ্ণনগরের ডাকের সাজ, কাঁথা এবং সন্দেশপুরের দুপুর, তারের গয়না, বেনারসী শাড়ী, উড়িষ্যার কাঠের টেবলপদ, চৌবাদী এবং আসামের হাতে বোনা কাজ। এসব কুটির শিল্পের মধ্যে কয়েকটি ধারার কিছুটা অবনতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধোকরা কামারদের কাজে এই অবনতি স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে। অনেক দিনের পুরনো কামারদের কাজের পাশেই এক নতুন কাজের নমুনা রাখা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য নতুনের কাজটি পুরনোদের কাজ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজও আগের মত উৎকৃষ্টতর কাজ বলে মনে হচ্ছে না। কয়েকটির সরকারী ডিজাইন সেন্টার মুর্শিদাবাদের ওপর যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে বহু কারখানার

যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে সে বিষয় আমরা জানতে পেরেছিলাম কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এই আর্টিস্ট্রী হাউস-এ একটি প্রদর্শনীতে। আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রির এ প্রদর্শনীতেও কয়েকটি অত্যন্ত সুন্দর চমৎকার চিত্রাঙ্কিত মুখোশ দেখতে পাওয়া গেল। এই মুখোশগুলিও ডিজাইন সেন্টার থেকে এসেছিল।

বিজ্ঞাপন শিল্প বিভাগে প্রেস-লে-আউট গুলির মধ্যে অমল মুন্সী মহাশয়ের কার্ড বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞাপন দুটি অতুলনীয় লে-আউট। এ ছাড়া কমল আহমদ দত্ত এবং ও সি কম্পানীর লে-আউটগুলিও যথার্থই প্রশংসা পাবার মত। সেন্ট্রাল ক্যালেন্ডার, গ্রীটিং কার্ড প্রভৃতি সমান রকম বিজ্ঞাপন শিল্পের কাজও ছিল কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ নজরে পড়েনি।

তিন প্রদর্শনীটি সাজানোর রীতির আধুনিকতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাতেই একজন সুধী এবং পরিচ্ছন্নতার পরিচয় প্রদর্শনী খুব ভাল লেগেছে। প্রদর্শনীটি আমরা সকলেই উপভোগ করেছি।

•

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে সোসাইটি ফর দি ডাচ সাহিত্য চিত্র-কলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে ও সম্প্রতি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম হাউস-এ, প্রদেশ অব ১ সপ্তাহ ধরে। আমাদের এই চিত্রকলা প্রদর্শনীর এই প্রদর্শনী চলবে। প্রতিনিধি দেখে দুটি স্তরে সঙ্গে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি খোলা থাকবে। কোনও প্রবেশমূল্য নেই।

সোসাইটি ফুলের ২০ জন সভ্য সভ্যার ৬২টি চিত্রের শিল্পী প্রদর্শন করা হয়েছে। সোসাইটির অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী অবকাশে আরও কয়েকটি শিল্পীও আছে যেখানে সভ্য সভ্যা বিভিন্ন শিল্পী নির্দেশকদের কাছে থাকেন কিন্তু সে সব শিল্পীর সভ্য সভ্যাদের কাজের উন্নতি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারি না; কারণ তারা ঐ সব শিল্পীর কোনও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন না।

সোসাইটি ফুলের সভ্য সভ্যাদের কাজ দেখে মনে হয় এঁদের মধ্যে অনেকেই শারীরবিদ্যার জ্ঞান এবং রচনা কৌশলে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছেন। এন কে বরাট, অনিলবরণ সাহা, সুধীর সেন, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, ডি এন ঘোষ এবং মিস কার্টিয়াস-এর কাজ উল্লেখযোগ্য। তবে গুরুদের নিজস্ব ধরন পাকা শিল্পীর মত কাজ একটিও নজরে পড়ল না। প্রত্যেক কাজেই যেন শিক্ষার্থীদের ছাপ রয়ে গেছে।

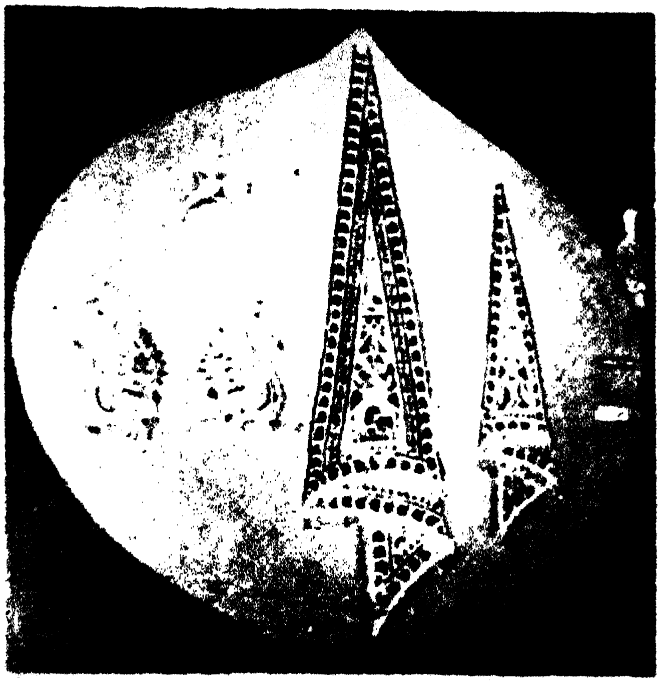

কৃষ্ণনগরের ডাকের সাজ

GOVERNMENT LIBRARY
Govt. of W. Bengal

[illegible]

[illegible]

[illegible]

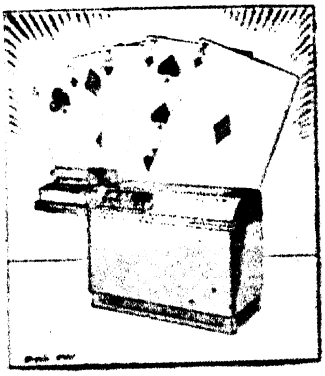

১ ২ ৩

১। জলবিন্দুর ওপর আলোকপাতের ফলে রংধনুর সৃষ্টি হয় এবং বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, রামধনু দেখাটা বাড়ির দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। তাঁরা বলেন প্রত্যেক লোকে স্বতন্ত্রভাবে রামধনু দৃষ্টিকোণের পার্থক্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন রামধনু দেখে। ২। মানুষ কেন বেঁটে হয় এখনও তার কারণ আবিষ্কৃত হয়নি। কতক বিশেষজ্ঞের মতে ডান হাত ব্যবহার আসলে মায়েদের, আবার কেউ কেউ বলেন ডান হাত বা বাঁ হাত ব্যবহার উত্তরাধিকার সূত্রে ঘটে। বাপ মায় কেউ যদি বেঁটে হয় তাহলে দুজনের হবে একটি ক্ষেত্রে সন্তানের বেঁটে হও হার সম্ভাবনা; আর বাপ-মায় দুজনেই ডান-হাত প্রবল হলে সন্তানের বেঁটে হওয়ার সম্ভাবনা যোলটির মধ্যে একটি। ৩। সম্প্রতি একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহায্যে তাসখেলার মত চৌরঙ্গি-ওয়ালা ঘেমড়া তাস বাটা খেলা ও লেখাজোখা সম্পন্ন হতে পারে।

ধারণা মতো নিখুঁত স্ত্রীর সন্ধানে। সারা জগৎ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও জুটেনা না তাঁর তেমন একটি মেয়ে, যাকে নিখুঁত বলে মনে করতে পারেন।

নিখুঁত স্ত্রী পাবার জন্যে মানুষের চেষ্টার কিন্তু বিরাম নেই। গত বছর ইংলণ্ডে বেডফোর্ডশায়ারের এক সেলসম্যান নিখুঁত স্ত্রী সম্পর্কে তার ধারণা ব্যক্ত করে। ক্লাউডিয়া কার্ডিনেলের মতো সুন্দরী হওয়া চাই, আর হওয়া চাই পরিচ্ছন্ন। শিল্পীদের মডেলের সঙ্গে তুলনীয় সুঠাম দেহ। আর তার আচরণ হবে রাজকন্যার মতো।

কিছুদিন পরে সে লণ্ডনে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে জানায়, তাকে বিয়ে করতে রাজী, যদি সে তাঁর নিখুঁত স্ত্রীলোক সম্পর্কে ধারণানুযায়ী পরিবর্তন করে। মেয়েটি বলে, নিখুঁত স্ত্রী আশা করার আগে কেন নিখুঁত স্বামী সম্পর্কে তার যে ধারণা, নিজেকে সেই মতো গড়ে নেয়। মেয়েটি সেই সেলসম্যানকে বলে যে, সে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় জানে না, গলার স্বর ভাল নয়, দেহে আভিজাত্যও নেই এবং আরো অনেক দোষ রয়েছে। নিজের ভুলটি উপলব্ধি করে লোকটি ক্ষমা প্রার্থনা করে। আজ তারা সুখী বিবাহিত দম্পতি এবং পরস্পরের খুঁত সম্পর্কে সজাগ।

কতক লোক আছে, যারা উপযাচক হয়ে খুঁত সত্ত্বেও কোন মেয়েকে বিয়ে করে তারপর তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করে। এমন একজন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পিটার ভ্যান রাইনবর্গ। লুইস নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করবার পর তাকে সে জানিয়ে দেয় যে, তার কিছু শিক্ষার প্রয়োজন। স্বামীকে খুশী করার জন্য প্রথমে লুইস রাজী হয়। কিন্তু সন্ধ্যা ছটা বাজলেই তাকে জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বন্ধ করে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়াটা লুইসের কাছে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি মনে হয়। মাসখানেক পর লুইস পালিয়ে যায়। পুলিশের কাছে সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদর্শক আচরণের জন্য নালিশ করে। সন্ধ্যা ছটা থেকে স্ত্রীর উপর 'সান্ধ্য আইন' প্রয়োগের ব্যাখ্যা করে লোকটি বলে: "মেয়েদের প্রচুর ঘুমোনো দরকার। অন্যথায় তাদের সৌন্দর্য চলে যায়। তাদের মুখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমি চাই আমার স্ত্রী পৃথিবীর সেরা সুন্দরী হোক।"

লুইস যদি স্বামীর মত মেনেও নিতো তাহলেও ব্যাপারটা সহজ ছিল না। লুইসের একটা চোখ ছিল সামান্য ছোট আর একটি মস্ত হাত। কিন্তু তার কেমন দুটি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল তার স্বামী যদি লুইস তার কথামতো চলতে রাজী হতো।

সান ফ্রান্সিসকোর লোকে এখনও রেভেকে [illegible] নামে এক পাত্রীর সম্পূর্ণ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে। [illegible] মেয়েদের [illegible] বিবাহের অভিজ্ঞতা হয় তখন ও মহাকাশযাত্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] রচনা করতে থাকে।

[illegible] এর জন্য বাছাই হয়ে ঢোকে দেশে এর আগেও দৌড়ে উদ্দেশ্যে [illegible] মেয়েদের [illegible] নিখুঁত স্ত্রী [illegible] যোগ্য নয়। কারণ এর [illegible] ছিল [illegible] অন্দের ওপর। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে খোঁজখবরে একটি মেয়েকে পাওয়া গেল, যাকে মেয়েদের পছন্দ হবে বলে মনে হলো। নাম তার ইসাবেলা। [illegible] প্রকৃতির, সুশিক্ষিতা, সুদর্শনী, [illegible] কথাবার্তায় সহজের মেয়ে। একটু চাতুরী-পনার সহায়তায় ওদের সুখ্যাতের সাক্ষাতের [illegible] করে দেওয়া হয়।

প্রথম দর্শনেই প্রেম। [illegible] তার [illegible] [illegible] নিয়ে আসে এবং [illegible] সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। বিয়ের পর [illegible] বলে: "[illegible] সুন্দরী নারীকে [illegible] পারে যদি সে তার [illegible] [illegible] [illegible] না দেয়।"

•

[illegible] শহরে একটি কুকুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] কুকুরটি সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুকুরটি [illegible] [illegible]

•

[illegible] শহরে একটি কুকুরের [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] সেটির [illegible] সাধন করে দিতে। ●

GOVERNMENT LIBRARY

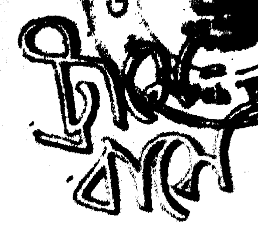

কেরালা মুখ্যমন্ত্রী কমিউনিস্ট পার্টিকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা আর সরকারী কর্মচারীদের লইয়া খেলা করিতে পারিবেন না। "খেলা ছেড়ে পড়ে কাজ আর কাজ নিয়ে থাকলে কেরল সরকারের ভাল, [illegible] —একথা কমিউনিস্ট পার্টি বলেছেন 'অন্য, তা অন্য সংবাদে' বলো হয়নি"—বলিলেন বিন্দু খড়কে।

• • •

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই বলিয়া বহু করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের সাথে কাশ্মীর সম্পর্কে সমস্ত সমস্যারই সমাধান হইতে পারে

বলিয়া তিনি মনে করেন —[illegible] মনে করি এবং কাশ্মীরও [illegible] নয়। [illegible] পাকিস্তানের নীতি [illegible] [illegible] —[illegible] হয়, [illegible] হয়, আর [illegible] হয়, [illegible] হয়—বলেন আমাদের [illegible]।

• • •

দেশাইজীর [illegible] সংবাদদাতাদের কাছে [illegible] যে [illegible] ও [illegible] করিতে [illegible] করিবার, যে বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর একমত [illegible] পারেন নাই। —সুতরাং টাকা আর সোনার একসঙ্গেই [illegible] গেল—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

সোভিয়েত প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী। —কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কিছুই নয় তাই একথা আপত্তি করবেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

'মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় [illegible] পশ্চিমবঙ্গ [illegible]—[illegible] উদ্বাস্তুদের কোন কারণ নেই। এটা [illegible] নয়। মন্ত্রী [illegible] পশ্চিমবঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] নীতি [illegible] [illegible] [illegible] একবারে [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] আমাদের [illegible]।

• • •

শ্রী রাজগোপালাচারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়াছেন—[illegible] পার্টির সমর্থন করিবে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

• • •

ঐতিহ্য প্রকাশনায় অনেক মনীষীর মূর্তি লেখার হইতে ও [illegible] [illegible] আমাদের সাময়িক বন্দিতা—"এরে ভুল সংবাদ। আমরা পাকে পাকে সেই ইন্দিরাকে চলাফেরা করতে দেখেছি এবং দেখতেও পাই। কিন্তু দেখব না"।

• • •

একটি সংবাদে প্রকাশ, লন্ডনে নাকি মোমবাতির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। "লন্ডনবাসী এই সুযোগ—

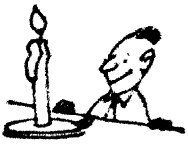

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপকার হবেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েত সরকার [illegible] [illegible] একটি [illegible] ও একটি [illegible] উপহার দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করছি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুযোগ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঘোড়া, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!

• • •

সর্বোদয় সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী [illegible] মন্তব্য করিয়াছেন—"[illegible] দিল্লী হইতে গ্রামে গ্রামে লইয়া যাওয়া হইতেছে"। কিন্তু [illegible] বলিলেন—"[illegible] [illegible] এটা এখনো [illegible] [illegible] [illegible] তাই [illegible] গ্রামে গ্রামে পৌঁছেছে পৌঁছেছে না, বাকোটা খেয়ে যাচ্ছে"!!

ক্যানসার রোগ সম্বন্ধে ডাক্তারগণ এ পর্যন্ত খুব বেশী তথ্য আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি, তবে "পেনসিলভেনিয়া য়ুনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিন"-এর বৈজ্ঞানিকগণ আট বৎসর একাদিক্রমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এ-রোগ বংশগত নয়। এখানে প্রায় ১২,০০০ রোগীর ওপর এই পরীক্ষা করা হয়। এঁরা বলেন যে স্তনে ক্যান্সারগ্রস্ত রোগিনীদের বংশের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এ-রোগের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে বেশ দেখা যায় যে, এ-রোগ বংশানুক্রমে বিস্তৃত হয় না, সুতরাং ক্যান্সার রোগগ্রস্ত কোন রোগী বা রোগিনীর বংশে বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই যে এ-রোগ বেশী বিস্তৃত হবে, এমন কথা বলা যায় না। পেনসিলভেনিয়া য়ুনিভার্সিটির বৈজ্ঞানিকরা আরও বলেন যে, সাধারণত পিতৃকুলের কোনও মহিলার ক্যান্সার রোগ থাকলে সেই বংশের অন্যান্য পরিজনদের মধ্যে যত না ঐ রোগের রোগী দেখা যায় তার চেয়ে বেশী রোগী পাওয়া যায় যে বংশে ঐ রোগগ্রস্ত কোনও রোগিনী নেই।

•

অনর্থক চোখ পিট্‌পিট্‌ করা, অর্থাৎ খুব ঘন ঘন চোখ বন্ধ করা এবং খোলার অভ্যাস সব মানুষেরই আছে, কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন নই। এমন কি, শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাব যে, আমরা প্রায় প্রতি তিন-চার সেকেণ্ডে একবার করে চোখ বন্ধ করি এবং খুলি। ডাঃ জেনস বলেন যে, একজন পুরুষ যতই চোখ খুলে থাকতে চেষ্টা করুন না কেন, তিন সেকেণ্ড অন্তর একবার করে চোখটা বন্ধ হয়ে যাবেই এবং একজন মহিলার এভাবে চার সেকেণ্ড অন্তর চোখ বন্ধ ও চোখ খোলা হয়। ডাক্তারের মতে আমাদের চোখ এইভাবেই তাদের বিশ্রাম-কার্য সমাধা করে, যদিও অতি অল্পক্ষণের জন্য এমনটা হয়—এক সেকেণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই একবার চোখ বন্ধ আর চোখ খোলা হয়ে যায়। এভাবে শুধু চোখের বিশ্রাম হয় না, চোখ পরিষ্কার করাও হয়। এই-

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

**চক্রদত্ত**

রকম চোখ মিটমিট করার দরুন চোখের থেকে জল বার হয়ে চোখটা ধুয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকের হিসাবে এইভাবে ঘণ্টায় ১ ড্রাম চোখের জল বার হয়।

•

বন্দরে জাহাজ ভিড়বার জেটির অভাবে সময়ে অনেক জাহাজ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে ঐ বন্দরে জল জাহাজের

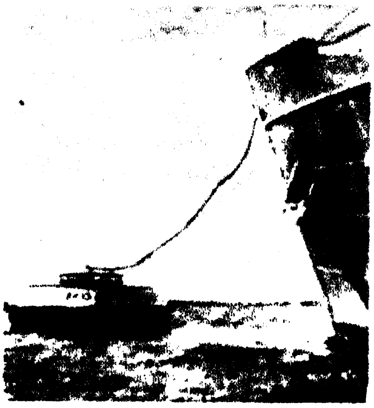

পাইপের সাহায্যে সমুদ্রবক্ষ থেকে কূলে তেল পৌঁছান হচ্ছে

অবাধ্যতির বন্দর। এক্ষেত্রে অন্য উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা হয়েছে। কূলের মধ্যেই একটি বয়ার সঙ্গে পাইপ সংযোগ করে জলমধ্যস্থ ঐ পাইপ দিয়ে জাহাজের তেল বার হয়ে কূলে পাঠান হয়। ফলে ডক বা বন্দরে স্থানাভাব ঘটলেও অহেতুক সময় নষ্ট করতে হয় না।

•

আজকের শিশুরাই আগামীর ব... গড়ে তুলবে, একথা ভেবে একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশু দেখে পুষ্টির দিক থেকে ভাবা ঠিক নয়, অনেকেই ভবী মায়ের স্বাস্থ্য ভেবে খুশী হয়ে ওঠেন। কিন্তু কোনও কিছুরই আধিক্য ভাল নয়। অতিরিক্ত মোটা হওয়াও যে ভাল নয় ... বেশী মোটা ছেলে দেখতেও যে ভাল লাগে না, ... [illegible]

[illegible] লোকেরা ২৫ জনের মায়ের দেহের ওজন খুব বেশী।

# পুস্তক পরিচয়

## উপন্যাস

**নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ—রমেশচন্দ্র সেন।** গ্রন্থ-ভবন, ১০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। আড়াই টাকা।

'কুরপালা', 'গৌরীগ্রাম', [illegible] প্রভৃতির লেখক রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্যকীর্তির সাথে পাঠক পরিচিত আছেন। 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ—অনেকটাই পল্লীর একটি গীত প্রেমের কাহিনী; এবং এটি উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত হলেও বড় গল্পেরই লক্ষণাক্রান্ত। প্রধানতঃ বিরহেই কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে, পল্লীর ছেলের সঙ্গে [illegible] মেয়ের প্রেম এবং এই একটি আকস্মিকতার [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু কেন এই [illegible]। এর [illegible] লেখক কোথাও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চরিত্রে এই [illegible] [illegible] পাঠকের মনে একটা জিজ্ঞাসা [illegible] থেকে যায়। কাহিনীটি পড়তে [illegible] মন্দ লাগে না কিন্তু একবারে ভূমিকা পালনই কি লেখকের সর্বস্ব?

(৩০৯।৩১)

**ময়ূরাক্ষী—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী।** [illegible] লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৬২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ছয় টাকা।

ঔপন্যাসিক হিসাবে সরোজকুমারের বিশেষ একেবারে আলোচনায় [illegible] হয়নি। তাঁকে নিয়ে যে সমস্ত আলোচনা চোখে পড়ে তাতে কোথাও সেই স্বাতন্ত্র্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি, যে-স্বাতন্ত্র্যের জন্যে তিনি সমকালীন বাংলা কথা-সাহিত্যের অন্যতম একজন বিশিষ্ট লেখক। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের আলোচনায় সেই বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব না। শুধু, এটাই বলা, সরোজকুমার নিছক পরিবেশ-চিত্রের লেখক নন, পরিবেশ তাঁর একটা জীবনদৃষ্টির বাহন।

আলোচ্য উপন্যাসে অবশ্য সরোজকুমার যে সার্থক একথা বলা চলে না। এখানেও একটি বিশেষ পরিবেশ আঁকা হয়েছে এবং সেই পরিবেশ তাঁর একটি বক্তব্যের বাহন। সেই বক্তব্য যে সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়, সেজন্য আপত্তি করছি না। অথচ এই [illegible] অভিযোগের মধ্যে একথাও নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট যে, সেই কষ্টকৃত জীবন-যন্ত্রণা [illegible] [illegible]-অনুসন্ধানেও পৌঁছতে পারে। কেন তিনি এখানে জীবন সম্বন্ধে একটি সুস্থতর ধারণা পোষণ করলেন না, এ-বইয়ের চরিত্রগুলির সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে সেই প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থাপিত হয়।

তবে বইটির মধ্যে [illegible] মত চরিত্রের উপস্থিতি অনেকটা স্বস্তির। [illegible] ও সে-[illegible] [illegible] [illegible] তাকে লেখক কেন [illegible] পরিণামের অভিমুখী করলেন না, তার উত্তর দেওয়া কঠিন।

(৩০৯।৩৯)

**[illegible]—[illegible] চট্টোপাধ্যায়।** [illegible] পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৯, কলেজ রো, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে যে নরনারীর [illegible] চিত্র হয়েছে তার সম্পর্কে দু একটি কথা প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন। সাহিত্যের প্রতি বিশ্বাস তার ক্লাসিক অর্থে উচ্চতর [illegible] রচনা সেই বিশ্বাস [illegible] মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। এই ক্লাসিক [illegible] সাহিত্য আজ শুধু অনেকটা প্রাচীন মূল্যবোধ রচিত [illegible] রচনার মধ্যে আবদ্ধ নেই; রোমান্টিক প্রেরণা থেকে [illegible] [illegible] কালের বহু সার্থক রচনা ও [illegible] কালোত্তীর্ণ হয়ে ক্লাসিকের মর্যাদা পাচ্ছে ও ক্লাসিকের সংজ্ঞা রূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। ক্লাসিক-রোমান্টিক পার্থক্যও বহু আলোচনার কারণ হিসেবে টিকে থেকে সাহিত্য-পণ্ডিতদের মতভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর যারা প্রকৃত শিল্পীর [illegible] [illegible] [illegible] তৈয়ারী করে, সাহিত্যের এই চিরন্তন ইতিহাসের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেই রচনা করে গেছেন। উপন্যাসে আখ্যান-বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে সুসংবদ্ধ, সুপরিকল্পিত প্লটের বিন্যাস করা ও তার মাধ্যমে পরিবেশ, চরিত্র, চরিত্রসমূহের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করা, এক সময়ে উপন্যাস রচনার রীতি ছিল। তবে সেখানে সেই পদ্ধতির একটা পরিবর্তন [illegible] পর উপন্যাসে, অবচেতনের গভীরে ডুব মেরে


**আড়ৎদার:** পঞ্চাঙ্ক নাটক
দাম—দেড় টাকা
পড়ুন এবং অভিনয় করুন
**চক্রবর্তী ব্রাদার্স**
১৮, সুকিয়া স্ট্রীট : কলিকাতা—৬
(সি ৩৭৪২)

[illegible] কুণ্ডুর
**শালবনের কান্না**
[illegible] বিচিত্র [illegible] পরিবেশে রচিত নতুন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible];
মূল্য: ২
**মোহন লাইব্রেরী**
৩১এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি—৯
(সি ২৮১৪)

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
**পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর**
আট টাকা
আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২০, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মনের বিচিত্র রহস্যের উদ্ঘাটন করা আর অন্তরের দর্পণে বাহিরকে দেখার রীতি চালু হতে শুরু করে। প্রুস্ত, জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, কাফকা ইত্যাদির হাতে তা এমন এক প্রসাধনগুণ লাভ করতে থাকে এক জাতীয় উৎকর্ষ তাঁদের লেখাকে বিশ্বের ক্লাসিকসমূহের পর্যায়ে ফেলতে শুরু করে। মনের নিরবচ্ছিন্ন চেতনাপ্রবাহের যে মুহূর্তরূপ তাঁদের রচনায় তাঁরা অঙ্কিত করেন, তাতে করেই আমরা ঘটনা, পরিবেশ, চরিত্র ইত্যাদি সবকিছুরই আভাস খুঁজে পাই। উপন্যাসে এই অন্তর্মুখী রীতির প্রয়োগে লেখক আলোচ্য উপন্যাসে খুব সার্থকতার সঙ্গে করতে পেরেছেন এবং তাঁর ভাষার কাব্যিক সুষমা এই আঙ্গিকের উপযোগী হয়েই গড়ে উঠেছে। তাঁর গল্প বাহ্য উপকরণবহুল নয়, কিন্তু নায়ক, নায়ক চরিত্রের চেতনাপ্রবাহের সার্থক বর্ণনে তা সমৃদ্ধ। সেই চেতনাপ্রবাহের মাধ্যমে আমরা একটি কৌতুক পরিবার, এক চরিত্র-পরিচিত শহরের না-দেখা অনেক অদ্ভুত ছবি, এক উপজীবিকা ক্ষেত্রের মর্মান্তিক অমানুষিক রূপ ও তার চাপে পড়া কিছু অসহায়, অকৃতকার্য মানুষ এবং একটি কৃতকার্য উচ্চপদস্থের কৃত্রিম উচ্চাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্বের একই সময় বিশ্লেষণধর্মী, কিন্তু চিত্রধর্মী পরিচয় পাই। শান্তনুকে পাঠকের এক দ্বিধাগ্রস্ত অবক্ষয়ের প্রতীক বলে মনে হতে পারে, যার মুখ পাণ্ডুর এবং যার মধ্যে জিজীবিষার অংশ মাত্র নেই। কিন্তু এই শান্তনু সমস্ত ক্ষয়ের ও পরাভবের ঊর্ধ্বে এক আশ্চর্য মনের জগতে বাস করে যার বিস্ময় করবার ক্ষমতা বাইরে জগতের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। শান্তনুর অতীত স্পর্শ করে তার ভাই নিতাই; এই সংসারে এই আকণ্ঠ লোভে মগ্ন বণিক সমাজে সে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ হয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু তার মত কত মানুষের এই স্বচ্ছন্দ হয়ে বাঁচাও যে কত অসম্ভব, তার চেয়ে স্বচ্ছন্দের রীতির যে যে অনিবার্য শিকার, এই দুঃখ ও করুণ ঘটনাও এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। নিতাইয়ের আশেপাশে যে কয়েকটি চরিত্র রয়েছে, যেমন [illegible] মা রেবা, চাটুয্যে [illegible] [illegible]। তার [illegible] শান্তনুর ও নিতাইয়ের মা [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] সঞ্চার করে। অফিস [illegible], যার [illegible] [illegible] করে [illegible] এবং নিতাইয়ের স্বপ্নের উপর নির্ভর করে তাঁর বাঁচার প্রয়াস নিতাইয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। বস্তুতঃ অবক্ষয় ও শবের [illegible] [illegible] [illegible] ও নবীন কাহিনীর উপস্থ [illegible] [illegible] পাঠককে [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] বাংলা সাহিত্যে প্রবল [illegible] এই বইটি [illegible] মাত্র। তার কারণ এই যে লেখক [illegible] মর্ম জানেন ও যে সাহিত্য শেষ পর্যন্ত বাহিরকে [illegible] ও অন্তরকে বাহিরের উপস্থিতিতে নিযুক্ত করে সেই সাহিত্যে তাঁর অনুশীলন রয়েছে।

৬৯।৬০

## ছোটগল্প

**অলংকার।** নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক। [illegible] লাইব্রেরী। ১০।২, [illegible] স্ট্রীট। কলিকাতা। ১২। দাম: দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আধুনিক বাংলা ছোট গল্প যাঁদের রচনায় বিশেষ এক সিদ্ধিতে পৌঁছেছে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের অন্যতম। শুধু অন্যতম নন, অগ্রগণ্যও।

নরেন্দ্রনাথের রচনার পরিধিটি খুবই সীমাবদ্ধ। বোধহয়, তাকে 'ক্ষুদ্র' বলাই সঙ্গত। যে চরিত্রগুলিকে তিনি সাহিত্যে উপস্থিত করতে ভালবাসেন, তাদের বিত্ত অল্প, সুখ অল্প, ambition অল্প। (অবশ্য এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে।) প্রধানত এই চরিত্রগুলি ছাপোষা মধ্যবিত্তই মানুষ। আমাদের চারপাশে, খুব নিকটে এরা ঘুরে বেড়ায়। হয়ত এই চরিত্রগুলি আমরা নিজেরাই।

নরেন্দ্রনাথ জীবন থেকে এক একটি আশ্চর্য অনুভূতিকে তুলে আনেন। এই অনুভূতিগুলিই তাঁর গল্পে রূপ পায়। এই অনুভূতিগুলি যেমনি এক করুণ যা মধুর, যা মুহূর্তেই পাঠকের মনকে সিক্ত করে।

'অলংকার' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যতম গল্পসংকলন। 'অমরদী', 'বিকল্প', 'অলংকার' ও 'তেক'—মোট চারটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে।

গল্প কটি পড়তে পড়তে উপরের কথাগুলি মনে পড়ে। (২৫৯।৫৯)

## ভ্রমণ কাহিনী

**দুস্তর মরু—**লেখক: শচীন্দ্রনাথ। প্রকাশক: ক্যালকাটা পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] ১, [illegible] লেন। কলি-১। [illegible] টাকা।

[illegible] মহাপ্রস্থান ভ্রমণ কাহিনী। ভ্রমণ কাহিনী বলতে যে ধারণা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক অদ্ভুত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাঠকও [illegible] প্রত্যক্ষ করবেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপলব্ধি করবেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সাথে সাথে পাঠকও [illegible] প্রাণসত্তাকে উপলব্ধি করবেন। তবুও পাওয়া যাবে না শালমীবার কথা, বারবার মনে হবে উষ্ণাম্বুর মরীচিকার পরিবেশ, ভীতি এবং উপদ্রবের পরিবর্তিত কথা, যাঁদের যা এবং আরো অনেককে; বিশেষ করে মনে দাগ কেটে যাবে চীনাদের তাঁবুর মিষ্টান্ন মাথের আরেকা চৌকিদার,—কাহিনীর

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

ছয় টাকা

খৃষ্টীয় নবম শতক হইতে আধুনিকতম লেখকদের গদ্যরচনার বিভিন্ন দিকের ইতিহাসানুগ সূক্ষ্ম সমালোচনায় সমৃদ্ধ। বইখানি নিঃসন্দেহে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অপরিহার্য।

বিষয় সূচি:

বাংলাভাষা তথা বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম উদ্ভবকাল ॥ ঐ ভাষার আনুমানিক প্রথম রূপ ॥ ঐ ভাষার আদি ও মৌলিক উপাদান সমূহ ॥ বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম ব্যবহার, ব্যবহার ক্ষেত্র, আনুমানিক প্রয়োগকাল ও প্রয়োজনগুণ ॥ বাংলা গদ্য ভাষার উপর বহিরাগত প্রভাব সমূহের কাল নির্ণয় ও সংবে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক পূর্বানুক্রমিক আলোচনা তথা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ বর্ণনা ॥ বাংলা গদ্যের মূল ধারা নির্ণয় ॥ বাংলা গদ্যের প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাব্যতা ॥ বাংলা গদ্যের বরণীয় পথ ॥

: গ্রন্থ-ভবন :

১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭

(সি-৮৭১১)

সমন্বয়ে' এই যে সকল চরিত্রের আমরা [illegible] বাংলা সাহিত্যে বিশেষ [illegible] করে। আমাদের প্রাচীন একটি কথা [illegible] মনে পড়ছে 'If you wish to travel more, travel light' সেদিক থেকে [illegible] ও [illegible] প্রশংসার্হ। [illegible] সাহিত্যের [illegible] নয়, [illegible] [illegible] অসাধারণ রচিত পদ্ধতিতে প্রবেশ করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বাংলা প্রথম সাহিত্যের আসরে প্রথম পরিচয়ে [illegible] লাভ করবে।

## প্রাচীন সাহিত্য

**কুলীন-কুল-সর্বস্ব—**রামনারায়ণ তর্করত্ন। ডক্টর [illegible] সম্পাদিত। [illegible] প্রকাশনী ১৪১ বি, [illegible] রোড, কলিকাতা—৩৬।

[illegible] নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে [illegible] [illegible] এবং এটি কুলীন-কুল-সর্বস্ব [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] কুলীন-কুল-সর্বস্ব ১৮৫৪ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ডঃ [illegible] একটি [illegible] ভূমিকা এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি নতুন [illegible] [illegible]। ৪।৫০

## নাটক-প্রসঙ্গ

**শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible]—**[illegible] [illegible] [illegible]। শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০ [illegible] [illegible] [illegible], কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫ টাকা।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

করিয়াছে। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] একজন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্লেষণ করিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন এবং উপকৃত হইবেন।

১২২।৫০

**শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা**—শ্রী[illegible] বসু, [illegible] বসু, [illegible] বসু, [illegible] বসু ও [illegible] বসু কর্তৃক সম্পাদিত। শ্রীমতী [illegible] বসু এবং শ্রীমতী [illegible] বসু কর্তৃক ১২ [illegible] [illegible], কলিকাতা ১৪ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

১২৫।৫০

## প্রবন্ধ সাহিত্য

**বিজ্ঞান [illegible] [illegible]—**[illegible] [illegible]। [illegible] : [illegible] বসু, [illegible] [illegible] [illegible] কলকাতা-১২। [illegible] টাকা।

[illegible] [illegible] বিজ্ঞান সাহিত্যের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] করা হয়েছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] হয়নি। [illegible] [illegible] [illegible] এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ৩০।৫০

## পত্রিকা

**চিত্র—**[illegible] [illegible] সম্পাদিত। ১১৩নং [illegible] রোড, কলিকাতা ৩১। প্রতি সংখ্যা ৭৫ নয়া পয়সা।

ভারতীয় [illegible] [illegible] পরি-চালিত এই পত্রিকাটি মনোবিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র বাংলা পত্রিকা। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে বিজ্ঞানটির [illegible] [illegible] সর্বজন স্বীকৃত এমন [illegible] [illegible] পত্রিকাটি সম্পাদিত এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] পত্রিকার প্রয়োজন ও প্রচার বাঞ্ছনীয়—একথা সর্বান্তঃ [illegible] স্বীকার করি এবং পত্রিকাটির [illegible] [illegible] জানাই।

[illegible] সংখ্যায় [illegible] [illegible] প্রবন্ধ [illegible]। প্রবন্ধগুলির [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] বিষয়ক [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

## প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বাংলা [illegible])—শ্রী[illegible] সান্যাল।

ভারত তীর্থ (১ম [illegible])—শ্রী[illegible] [illegible]।

[illegible] ও [illegible]—[illegible] [illegible]।

Rape to Tibet—Nikhil Maitra.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—[illegible] [illegible]।

শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] [illegible]—স্বামী [illegible]।

কোথা থেকে কোথায়—[illegible] বসু।

কবি ও [illegible]—[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] বসু।

[illegible] [illegible] [illegible]—শ্রীমতী [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible]—[illegible] সান্যাল।

[illegible]—[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] (২য় খণ্ড)—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ও [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]।

১৮৫৭ ও [illegible]—[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]।

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

### স্টারে 'পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের কাহিনী এ-যুগের নতুন ভাগবত। মঞ্চে কিংবা চলচ্চিত্রপটে এই অবতার-পুরুষের লীলাকাহিনীর রূপায়ণ আমাদের দর্শকেরা দিব্যপ্রেরণার উৎসরূপে সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করে এসেছেন। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের কয়েকটি অমৃত-মধুর উপাখ্যানের ভিত্তিতে রচিত স্টারের নতুন নাট্যনিবেদন 'পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'-ও ভক্ত-রসিকদের কাছে এমনিভাবেই ভাগবত-রসের আনন্দ ও প্রেরণা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

নাট্যরূপকার দেবনারায়ণ গুপ্তের রচিত এই নাটকের নাট্যকাহিনীর সুরুপাত [illegible] রাণী রাসমণির ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠা ও ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনকে কেন্দ্র করে। ভবতারিণী-মন্দিরের পূজারীর পদ গ্রহণের পর ঠাকুরের দিব্যদর্শন, রাণী রাসমণি ও মথুরামোহনের সঙ্গে [illegible] তোতা-পুরী ও ভৈরবীর নিকট তাঁর দীক্ষা গ্রহণ, সারদামণির সঙ্গে বিবাহ ও তাঁকে দীক্ষাদান, রামদত্ত, নরেন, কালীনাথ, রাখাল, গিরিশ, মহেন্দ্র, দেবেন, সুরেন, গোপাল, লাটু ও অন্যান্য ভক্তদের আগমন ও তাঁদের সঙ্গে [illegible] লীলা এবং কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে তাঁর মহাসমাধি নিয়েই মুখ্যত নাটকটির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। ঠাকুরের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আরও কয়েকজনের মধ্যে হৃদয় ও হলধারী এবং ঠাকুরের দুই সহোদর রামকুমার ও রামেশ্বর ও জননী চন্দ্রমণির চরিত্রও এই নাটকে স্থান পেয়েছে। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে এই নাটকে প্রধানত রয়েছে ঠাকুরবাড়ির খাজাঞ্চি-

[illegible]

[illegible] একটি নৃত্য দৃশ্য

[illegible] এই নাটকে উপস্থিত করা হয়েছে। ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কাহিনীর এই মঞ্চ-রূপায়ণে [illegible] প্রধান [illegible]

মনকে নাড়া দেয়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত ঠাকুরের অসামান্য দিব্যজীবনের স্পর্শ অনুভব করবার সুযোগ দিয়েছেন দর্শকদের নাটকটির কয়েকটি ভক্তিরসাশ্রয়ী দৃশ্যে। ভবতারিণীর প্রতিমার সামনে ঠাকুরের ঐশ্বরিক সাধনা ও লীলা, [illegible] ঠাকুরের [illegible] ঠাকুর ও [illegible] ও ভগবানের [illegible] এবং ভক্ত-ভৈরব [illegible] সঙ্গে ঠাকুরের [illegible] ঘটনার [illegible] নাট্যকার-পরিচালক নাটকটিতে [illegible] এনে দিয়ে [illegible] কাছে এই নাটকের [illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ভক্তদের [illegible] করে। [illegible] ও ভক্ত-ভৈরবের [illegible] অনেক বেশী ভাব-গম্ভীরতা ও নাটকীয়তা নিয়ে উপস্থিত হতে পারত। নাটকের শেষ দৃশ্যে [illegible] রামকৃষ্ণ-স্তুতির [illegible] ও প্রভাবশালী মনে হয়েছে। ঠাকুরের [illegible] দৃশ্যে তাঁর মুখ দিয়ে [illegible] পর যে বাণী উচ্চারিত করা হয়েছে তা একান্তভাবেই নাট্যকার-কল্পিত এবং ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃতের বাচনভঙ্গীর

স্টারের বর্তমান আকর্ষণ "পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" নাটকের অন্তিম দৃশ্যে নাম-ভূমিকায় গুরুদাস, নরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় আশীষকুমার, গিরিশচন্দ্রের ভূমিকায় [illegible] প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে

ছায়ানট চিত্রের 'জলা-জঙ্গলে'র প্রধান দুটি চরিত্রে রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্ব মিত্র

[illegible]

অভিনয় দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছে। [illegible] অনেক [illegible] চরিত্রে [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর [illegible] দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে প্রণবসেনীর অভিনয়ের প্রমাণ

চলচ্চিত্র অভিনয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে ছবি বিশ্বাস সংগীত নাটক আকাদামি কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন

ষ্টার থিয়েটার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

[illegible]

বিশ্বরূপা

সেতু

[illegible]

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

রেকোকাশ্মীর
ফেস পাউডার

## রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, ১৯৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাবে সত্যজিৎ রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত 'অপুর সংসার' রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। কৃষণ চোপরা পরিচালিত 'হীরা মোতী' এবং বিমল রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত 'সুজাতা' যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। শেষোক্ত হিন্দী ছবি দুটি সর্বভারতীয় মানপত্র পাবে। তা ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চিত্রদ্বয় যথাক্রমে পঁচিশ হাজার টাকা (প্রযোজক ২০,০০০ টাকা ও পরিচালক ৫,০০০ টাকা) এবং সাড়ে বারো হাজার টাকা (প্রযোজক ১০,০০০ টাকা ও পরিচালক ২৫০০ টাকা) নগদ পুরস্কার পাবে।

১৯৫৪ সাল থেকে পরবর্তী বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেবার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। এইবার নিয়ে চারটি বাংলা ছবি ('পথের পাঁচালী', 'কাবুলিওয়ালা', 'সাগর সঙ্গমে' ও 'অপুর সংসার'), দুটি হিন্দী ছবি ('মীর্জা গালিব' ও 'দো আঁখে বারা হাত') এবং একটি মরাঠী ছবি ('শ্যামচী আই') সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

১৯৫৯ সালে শ্রেষ্ঠ ছবি 'অপুর সংসার'-এর জন্য রাষ্ট্রীয় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায়

আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলির মধ্যে অসমীয়া, তামিল ও তেলেগু, ভাষায় গৃহীত তিনখানি ছবি স্ব স্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক পেয়েছে। এগুলি ছাড়া বাংলা, কানাড়া ও মালয়ালম ভাষায় একখানি করে ছবি মানপত্র পাবার অধিকারী হয়েছে। অসমীয়া ও বাংলা ছবি দুটির নাম যথাক্রমে 'পুবেরুণ' ও 'বিচারক'। প্রভাত মুখোপাধ্যায় দুটি ছবিরই পরিচালক এবং শেষোক্তটির প্রযোজক-ও।

ডকুমেণ্টারী ও শিশুচিত্র—এই দুই বিভাগেও কোন ছবিই স্বর্ণপদক লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়নি। প্রথমোক্ত বিভাগের দুটি ছবিকে—ফিল্মস ডিভিশনের 'কথাকলি' ও হোমি শেঠনা প্রযোজিত 'ময়ূরাক্ষী'—শুধু মানপত্র দেওয়া হবে। ফিল্মস ডিভিশনের শিশুচিত্র [illegible]-ও একটি অনুরূপ মানপত্র পাবে।

রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে দিল্লীতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারগুলি বিতরণ করা হবে। সম্ভবতঃ এই মাসের শেষের দিকে এই অনুষ্ঠান হবে।

## নিখিল বঙ্গ কীর্তন মহাসম্মেলন

আগামী ২৪শে এপ্রিল থেকে কলকাতায় সর্বপ্রথম নিখিল বঙ্গ কীর্তন মহাসম্মেলন শুরু হচ্ছে। সর্বজনবোধ্য এই মহা-

এম জি এম নির্মিত 'বেনহুর' ছবিটি গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে আমেরিকার একাডেমি অব মোশান পিকচার আর্টস এণ্ড সায়েন্সের এগারোটি পুরস্কার লাভ করেছে। এই দৃশ্যটি ছবিখানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ—এতে অংশ গ্রহণ করেছেন চার্লটন হেস্টন (যিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন) এবং স্টিফেন বয়েড

রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের নবতম উপহার '[illegible]'-এর একটি কৌতুকপূর্ণ [illegible]
[illegible] ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

# চিত্রালোচনা

[illegible]

[illegible] সম্মেলনের [illegible] নিযুক্ত হয়েছেন।

[illegible]

এপ্রিলের মাঝামাঝি লোকসভায় অর্থ-


মল্লার

[illegible]

ঠিকানা:
৪, [illegible], কলিকাতা—২০
(ফি ৩৭১৬)

রঙমহল

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬৷টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা—৬৷টায়

ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্যময় নাটক

এক পেয়ালা কফি

[illegible]

মিনার্ভায় অঙ্গারের জয়যাত্রা
অপ্রতিহত চলেছে!

[illegible]

চিত্রকল্পের 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী

মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বাজেট বিতর্কের উত্তরে সিনেমার উপর প্রমোদ কর সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। সম্ভবতঃ তার আগে কোন নতুন বাংলা ছবি এখন মুক্তি পাবে না।

• • •

ভগিনী নিবেদিতার নাম বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে অজানা নয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এই ইংরেজ-দুহিতা [illegible] ভারতবাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেন। তাঁরই উৎসর্গিত জীবন অবলম্বনে [illegible] "ভগিনী নিবেদিতা" [illegible]। এর চিত্রনাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালনার ভার পেয়েছেন বিজয় বসু। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় নাম-ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটি দৃশ্যের ছবি তোলা হয়ে গেছে। তার মধ্যে একটি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ।

• •

[illegible] সুধীর মুখোপাধ্যায়ের [illegible] প্রযোজনা [illegible] উত্তমকুমার [illegible] একটি ছোট ভূমিকায় [illegible]

এইচ এম বি প্রোডাকশন্সের '[illegible]'-র নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

কেন্দ্র করে এই নতুন ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, অনুভা গুপ্তা, মলিনা দেবী, গীতা দে এবং নবাগতা সুপ্রিয়া চৌধুরীকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় দলবল নিয়ে সম্প্রতি পুরীতে গেছেন।

• • •

প্রথম ছবিতেই প্রচুর সম্ভাবনার পরিচয় দিয়ে সম্প্রতি যে কজন পরিচালক খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে "বসুন্ধরা" চিত্রের পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যে [illegible] এর ভূমিকালিপিতে কয়েকটি নতুন মুখের দেখা পাওয়া যাবে।

### কলকাতার রূপদর্শন

[illegible]

[illegible] কলকাতার এই [illegible] একটি চলমান জীবন-[illegible] কলকাতার এক অংশ এর [illegible] বহু মূর্তি, বহু [illegible], বহু প্রাসাদ, বহু পথ, বহু মানুষ। কলকাতার নাগরিক-জীবনে আছে প্রাণের আনন্দ-বেদনার নাট্য, আছে এর নিজস্ব একটি সংস্কৃতি। কলকাতার অন্তরে ও বাইরের এই অনবদ্য রূপ-বৈচিত্র্যের আস্বাদ মেলাবে এই প্রামাণ্যচিত্র। কলকাতার পুরো দেড়-ঘণ্টার পরিচয় দিতে পারবেন কি পরিচালক এই ভাবছে।

শিয়ালদহ থেকে আসা এক [illegible]-সম্পর্কিত নগর-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি খণ্ড

[illegible] একটি নৃত্যনাট্যের দৃশ্য এটি

[illegible]


# দক্ষিণী

[illegible]

## নূতন শিক্ষাবর্ষ

[illegible]

## রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা

[illegible]

প্রকাশক: দক্ষিণী, প্রকাশন বিভাগ

পরিবেশক:

এস. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ

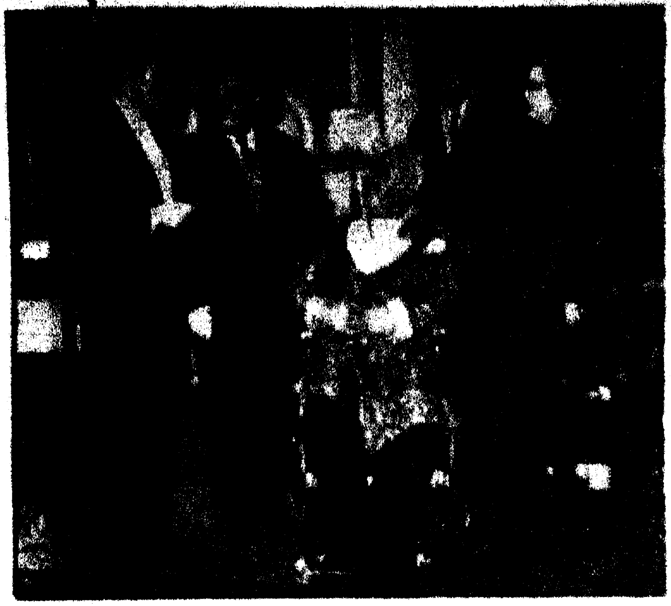

[illegible] (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়) [illegible] একমাত্র ভারতীয় [illegible]। [illegible] শিল্পী ও পরিচালকের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে

# বিবিধ সংবাদ

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী-অভিনেতা [illegible] ১২ এপ্রিল। [illegible] [illegible] অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। [illegible] অনুষ্ঠানটি [illegible] হবে। [illegible] হবে।

• • •

গত সংখ্যায় [illegible] উল্লিখিত হয়েছিল। [illegible] অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

• • •

গত ২রা ও ৩রা এপ্রিল [illegible] ও [illegible] পরিষদের [illegible]

শ্রেষ্ঠ [illegible] হিসাবে [illegible] সঙ্গীত নাটক আকাদেমি কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন

শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

• • •

আগামী রবিবার সন্ধ্যা [illegible] [illegible] হবে। [illegible] হবে।

[illegible]

[illegible]

GOVERNMENT LIBRARY

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের [illegible] টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড [illegible]। দুই দেশের পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে চারটি খেলায় [illegible] হয়েছে। [illegible] দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড ১৪৬ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের [illegible] দ্বিতীয় [illegible]।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে ইংলণ্ড ও [illegible] ইন্ডিজের টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের [illegible] [illegible]

[illegible]

একনজরে

টেস্ট ক্রিকেটে [illegible] ও [illegible] টেস্ট [illegible] অধিকারী হয়েছেন [illegible] একটি নতুন টেস্ট [illegible]

টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্ব রেকর্ডের [illegible] করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক [illegible]

[illegible]

এই সংখ্যায় [illegible] ১২ সংখ্যায় ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলার পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৩ সংখ্যায় করা হয়েছে দ্বিতীয় টেস্টের পর্যালোচনা। [illegible] পাঁচটি টেস্ট খেলার [illegible] পর্যালোচনা এই সংখ্যায় করা হল।

**প্রথম টেস্ট—ট্রিনিডাড**

[illegible] ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট [illegible] ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৬৮ রানের [illegible] ওয়েস্ট ইন্ডিজের [illegible]

[illegible]

**দ্বিতীয় টেস্ট—[illegible]**

[illegible]

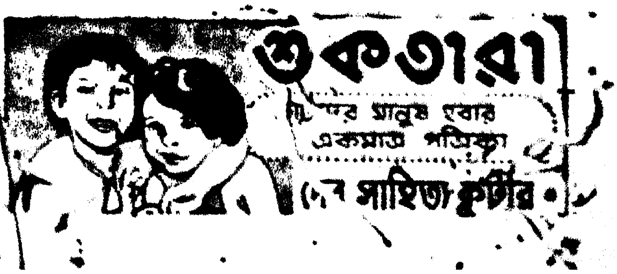

ইতিহাসের [illegible] কলঙ্কজনক অধ্যায়। [illegible] উচ্ছৃঙ্খল আচরণে [illegible] একজন [illegible] খেলোয়াড়দের আহত হন। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হবার ৭৩ মিনিট আগেই খেলার উপর যবনিকা পড়ে। মাঠে [illegible] ধারায় বর্ষিত হয় কাচের বোতল ও টিনের টুকরো। দর্শকদের বিক্ষোভ প্রশমিত করতে [illegible] ও [illegible] পুলিশ বাহিনীকে হিমসিম খেতে দেখা যায়। [illegible] বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দর্শকদের অসন্তোষই এই [illegible] সৃষ্টি করে। আরও ঘটনা কারণ ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] দর্শকমনে কম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। তবু শেষ পর্যন্ত খেলার ফলাফল মীমাংসিত হয়েছে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হার স্বীকার করেছে ২৫৬ রানে।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোরবোর্ড—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩৮২ (কেন ব্যারিংটন ১২১, গডফ্রে ইভান্স ১০৮, এভিন ডেক্সটার ৭৭; রামাধীন ৬১ রানে ৬ উইকেট, ওয়াটসন ১০০ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—১১২ ([illegible] ২৮, [illegible] ২৩, [illegible] ১৩; [illegible] ৩৭ রানে ৪ উইকেট, [illegible] ৪২ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—(৯ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ২৩০ (কেন ব্যারিংটন ৪৯, [illegible] নট আউট ৪১, [illegible] ৩৫, [illegible] ২৮, [illegible] ২৮; [illegible] ২৮ রানে ২ উইকেট, [illegible] ৫০ রানে ২ উইকেট, [illegible] ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—২৪৪ ([illegible] ১১০, [illegible] ৪২, [illegible] ৩১, [illegible]; [illegible] ২ উইকেট, [illegible] ৫৭ রানে ২ উইকেট, [illegible] ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

তৃতীয় টেস্ট—কিংসটন (জামাইকা)

[illegible] তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] জন্য [illegible] ও [illegible] [illegible] হয়। [illegible] ১২১ রান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৫০ রান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

ইংলণ্ড টসে জেতা সত্ত্বেও পরিবর্তন দেখা যায় না। প্রথম দিনের দ্বিতীয় টেস্টে খেলা ২৫৬ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করেছিলেন, তারাই তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেছেন।

এ টেস্টেও টসে জিতে ইংলণ্ড দল প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে, কিন্তু প্রথম খেলার ওয়েস্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ টেস্টে [illegible] ব্যাটিংয়ের [illegible] [illegible] হয় না। ১৬৫ রানের মধ্যে পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়। [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] ব্যাটিংয়ের জন্য ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ২৭৭ রান করতে সমর্থ হয়। [illegible] একাই করেন ১১৪ রান। ওয়েস্ট

ব্যাটিং [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] ৬১ রানে [illegible] উইকেট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ইংলণ্ডের ২৭৭ রানের [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। এর মধ্যে [illegible] ১৪৭, [illegible] ৭০ এবং [illegible] [illegible] ৭০ রান [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ৫২ [illegible] [illegible] [illegible] টেস্ট খেলার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৩০টি টেস্ট খেলায় [illegible] এই রান [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের [illegible] [illegible] এবং রান,

হয়েছিল। মাত্র ৪ উইকেটে [illegible] [illegible] ৩১১ রান। কিন্তু [illegible] [illegible] রান তুলতে গিয়ে বাকী ৬টি উইকেট [illegible] রান [illegible] করে তারা ৩৫৩ রানে ইনিংস শেষ করে।

[illegible] [illegible] [illegible] ইনিংস [illegible] [illegible] [illegible] ৫ দিন [illegible] [illegible] খেলার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড করে ৩০৫ রান। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে ১৭৫ রান করতে খেলার শেষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড এখানে দেওয়া হল—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২৭৭ ([illegible] ১১৪, [illegible] [illegible] নট আউট ৩০, [illegible] ২৫, [illegible] ৬১ রানে ৭ উইকেট, [illegible] [illegible] ৫৮ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৩৫৩ ([illegible] ১৪৭, [illegible] ৭০, [illegible] ৭০, [illegible] [illegible] [illegible] রানে [illegible] উইকেট, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উইকেট)

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৪১, [illegible] [illegible] [illegible] রানে [illegible] উইকেট, [illegible] [illegible] রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস [illegible] উইকেট ১৭৫ ([illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ৬০, [illegible] [illegible] ২৮ রানে ২ উইকেট)

(খেলা অমীমাংসিত)

চতুর্থ টেস্ট—[illegible] [illegible]

ইংলণ্ডের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চতুর্থ টেস্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইংলণ্ড [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] [illegible] [illegible] টেস্ট খেলার জন্য [illegible] করা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] চতুর্থ টেস্ট [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৪৮২ [illegible]

[illegible]

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস [illegible]

[illegible]

চতুর্থ টেস্ট—[illegible]

[illegible]

ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানেরা। প্রথম [illegible] ইংলণ্ডের উইকেট ৩ উইকেটে ১১৬ রান। ব্যাটিং [illegible] সেঞ্চুরী করলেন। [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible]

[illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] উইকেটে [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] দ্বিতীয় ইনিংস [illegible] কিন্তু [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের [illegible] অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হল। [illegible] দ্বিতীয় টেস্টে [illegible] ইংলণ্ড [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের [illegible]

[illegible] সংক্ষিপ্ত স্কোর:—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—[illegible] (ব্যাটিং ১১২, [illegible] ৭০, [illegible] ৬২, [illegible] ২৬, [illegible] ৪০ রানে ৪ উইকেট, [illegible] ৭৫ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ৩৩৮ ([illegible] নট আউট ৭৯, [illegible] ৬২, [illegible] ৩৫, [illegible] ২১, [illegible] ২৬। [illegible] ৯১ রানে ২ উইকেট, [illegible] ২৪ রানে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ৩৩০ ([illegible] নট আউট ১০১, [illegible] ২৯, [illegible] ৩৪, [illegible] ৩৭, [illegible] ২৫। [illegible] ৭৪ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস (৫ উইকেটে) ২০৯ ([illegible] ৬১, [illegible] নট আউট ৫২, [illegible] ২১। [illegible] ৩০ রানে ২ উইকেট)

(খেলা অমীমাংসিত)

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ডের টেস্ট খেলার সামগ্রিক ফলাফল**

| সন | সফরকারী দলের অধিনায়ক | ইংলণ্ড বিজয়ী | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী | ড্র | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯২৮ | [illegible] | ৩ | ০ | ০ | ৩ |
| ১৯২৯-৩০ | [illegible] | ১ | ১ | ২ | ৪ |
| ১৯৩৩ | [illegible] | ২ | ০ | ১ | |
| ১৯৩৪-৩৫ | [illegible] | ১ | ২ | ১ | |
| ১৯৩৯ | [illegible] | ১ | ০ | ২ | |
| ১৯৪৭-৪৮ | [illegible] | ০ | ২ | ২ | ৪ |
| ১৯৫০ | [illegible] | ১ | ৩ | ০ | ৪ |
| ১৯৫৩-৫৪ | [illegible] | ২ | ২ | ১ | ৫ |
| ১৯৫৭ | [illegible] | ৩ | ০ | ২ | ৫ |
| ১৯৫৯-৬০ | [illegible] | ১ | ০ | ৪ | ৫ |
| | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ | ৫ | ৭ | ১০ | [illegible] |
| | ইংলণ্ড | ১০ | ৩ | ৫ | [illegible] |
| | মোট | ১৫ | ১০ | ১৫ | [illegible] |

**ইংলণ্ডের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | ১১৬ | প্রথম টেস্ট | ব্রিজটাউন |
| [illegible] | ১১৮ | | |
| [illegible] | ১১১ | দ্বিতীয় টেস্ট | পোর্ট অব স্পেন |
| [illegible] | ১০৫ | | |
| [illegible] | ১১৫ | তৃতীয় টেস্ট | কিংস্টন |
| [illegible] | ১০০ | চতুর্থ টেস্ট | [illegible] |
| [illegible] | ১০০ | | |
| [illegible] | ১১২ | পঞ্চম টেস্ট | পোর্ট অব স্পেন |
| [illegible] | ১০১ | | |

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | ২২৬ | প্রথম টেস্ট | ব্রিজটাউন |
| [illegible] | ১১৭ | | |
| [illegible] | ১৪০ | তৃতীয় টেস্ট | কিংস্টন |
| [illegible] | ১৪৫ | | [illegible] |
| [illegible] | ১৫১ | [illegible] টেস্ট | [illegible] |

([illegible] নট আউটের [illegible])

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## [illegible]দেশী সংবাদ

২৮শে মার্চ—[illegible] পশ্চিম [illegible] লোকসভায় [illegible] দিন পেশ করেন। এই বিলে বর্তমান [illegible] মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এই দুইটি [illegible] প্রদেশ গঠন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় [illegible] কোম্পানি বিল বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হইলে বিরোধীপক্ষের [illegible] সদস্য সরকার কর্তৃক এই কোম্পানিটি গ্রহণের পশ্চাতে একটি [illegible] প্রকাশ করেন এবং এরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে, [illegible] কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিল রচিত হইয়াছে। তাঁহারা বিনা ক্ষতিপূরণে এই কোম্পানির [illegible] গ্রহণের দাবি জানান।

২৯শে মার্চ—[illegible] আরব [illegible] প্রেসিডেন্ট [illegible] আবদুল নাসের ১২ দিনের জন্য ভারত পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আজ [illegible] আসিয়া পৌঁছিলে [illegible] জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুল সংবর্ধনা জানায়।

জানা গিয়াছে যে, [illegible]

[illegible]

৩০শে মার্চ—[illegible]

[illegible]

পাঠিয়েছিল যখন এটোয়া এবং সরাইকুন্ড [illegible] স্টেশনের মধ্যে চলিতেছিল সেই সময় একদল সশস্ত্র ডাকাত ট্রেন থামাইয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের টাকার থলি লুট করে।

১লা এপ্রিল—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় উদ্বাস্তুদের [illegible] ও অন্যান্য স্থানে পুনর্বাসন ব্যবস্থা [illegible] না হওয়া পর্যন্ত ১৯৬১ সালে পুনর্বাসন দপ্তর গুটাইয়া [illegible] দাবি জানাইয়া এক বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৬০ সালের জুলাই মাস হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] উদ্যোগে ও সরকারের [illegible] হইবে। সেই সময় ১০ [illegible] নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] হইয়াছে।

২রা এপ্রিল—[illegible]

[illegible]

## বিদেশী সংবাদ

[illegible]

অনুষ্ঠীর প্রার্থনা [illegible] অবশ্য [illegible]

২৯শে মার্চ—[illegible]

[illegible]

৩০শে মার্চ—[illegible]

[illegible]

সম্পাদক—শ্রী[illegible]কুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রী[illegible] ঘোষ

[illegible]